বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

ঊনবিংশ ভাগ

বিবাহনীয়—বৌদ্ধধর্ম্ম

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১৷৩ নং শাস্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

বিশ্বকোষ

—————◆◆———

ঊনবিংশ ভাগ

বিবাহনীয় (ত্রি) ১ বিবাহযোগ্য। ২ বাহনার্হ।

বিবাহপটহ (পুং) বিবাহের বাদ্য।

বিবাহপদ্ধতি (পুং) গ্রন্থবিশেষ। যে গ্রন্থে বিবাহসংস্কারের ক্রমনিয়মাদি বিশেষরূপে লিখিত আছে।

বিবাহবিধি (স্ত্রী) বিবাহস্য বিধিঃ। বিবাহের বিধি, বিবাহের বিধান। শাস্ত্রে বিবাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে বিবাহ্যা ও অবিবাহ্যা কন্যা স্থির করিয়া জ্যোতিষোক্ত শুভাশুভ দিনাদি দেখিয়া বিবাহের দিন স্থির করা বিধেয়।

মনুর মতে,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"
তস্মাৎ সংবৎসরে পূর্ব্বে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥"

আট বৎসরের কন্যার নাম গৌরী এবং নববর্ষা কন্যা রোহিণী এবং দশ বৎসর হইলে তাহাকে কন্যকা কহে, ইহার পর, স্ত্রীগণ রজস্বলা হয়। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই বিবাহ দিবে। দশবৎসরের পর কন্যার বিবাহ দিলে কালদোষাদি হইবে না। দশবৎসরের পর কন্যাদিগের ঋতুর আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্রকারগণ কালদোষাদিতেও বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বিবাহকালাতীতে দোষ—কন্যার দশবৎসরের মধ্যেই তাহাকে বরসহকারে প্রদান করিবে। মলমাসাদি কালদোষ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবে না। যমবচনে লিখিত আছে যে, যে কন্যা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়, ঐ রূপ স্থানে ঐ কন্যা স্বয়ংবর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করিতে পারিবে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেও কন্যাকে যদি বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যার পিতা রজোজন্য শোণিত পান করেন। রাজমার্ত্তণ্ড বলিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা রজোদর্শন করিলে তাহার পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরকগামী হন ও ঐ কন্যার রজোরক্ত পান করেন। যে ব্রাহ্মণ মদমত্ত হইয়া ঐ রূপ কন্যাকে বিবাহ করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ বা একপঙ্‌ক্তিতে ভোজন করাও বিধেয় নহে। উহাকে বৃষলীপতি বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই সকল বচনদ্বারা জানা যায় যে, কন্যার রজঃপ্রবৃত্তির পর বিবাহ দিলে পিতা প্রভৃতি মহৎ পাপভাগী হন। সুতরাং রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যম—"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎ স্বয়ম্॥

অঙ্গিরা—প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥

রাজমার্ত্তণ্ডে—সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তু তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥

অত্রি ও কাশ্যপ—পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃপশ্যত্যসংস্কৃতা।
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলী স্মৃতা॥

যস্তু তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
অশ্রদ্ধেয়মপাঙ্‌ক্তেয়ং তং বিদ্যাং বৃষলীপতিম্‌॥"

এই সকল বচনদ্বারা জানা যায় যে, কন্যার ঋতুর পর তাহার বিবাহ পাপজনক, কিন্তু মনুবচনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কন্যা ঋতুমতী হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থান করে, সেও ভাল, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রের হস্তে প্রদান করিবে না। রঘুনন্দন ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়াছেন যে, মনু স্বয়ং বরপাত্রের যে সকল গুণ হওয়া উচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ সকল গুণযুক্ত পাত্র পাইলে অপরকে দিবে না, ইহাই উক্ত বাক্যের মর্ম্মার্থ। নতুবা গুণহীন পাত্রকে কন্যাসম্প্রদান করিবে না, ইহা বুঝা যায় না। মনু আরও বলিয়াছেন যে, গুণবান্‌ পাত্র উপস্থিত হইলে কন্যার বিবাহের অযোগ্য কালেও অর্থাৎ ৮ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে।

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

ইতি তৎ শ্লোকগুণহীনমাত্রসম্বাবিষয়ং, অতএব গুণবতে হষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনুঃ---

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈদদ্যাদ্‌ যথাবিধি॥
অপ্রাপ্তাং অপ্রাপ্তবিবাহপ্রশস্তকালাম্‌।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহের প্রশস্তকাল—স্মৃতিসারনামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সকল বর্ণেরই ৭ বৎসরের পর কন্যার বিবাহের কাল প্রশস্ত। আরও লিখিত আছে যে, অযুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে কন্যা দুর্ভগা, এবং যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে বিধবা, সুতরাং কন্যার গর্ভান্বিত যুগ্মবৎসরে বিবাহ দিলে পতিব্রতা হয়। জন্মমাস লইয়া তিন মাসের পর হইতে অযুগ্মবর্ষ এবং জন্মমাস লইয়া তিনমাসের মধ্যে গর্ভ হইতে যুগ্মবর্ষ হয়। বাৎস্য প্রভৃতি মুনিগণ জ্যোতিঃশাস্ত্রে জন্মমাস লইয়া তিন মাস পর্য্যন্ত যে গর্ভান্বিত যুগ্মবর্ষ হয়, তাহাই বিবাহের শুদ্ধকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই যুগ্ম ও অযুগ্মবর্ষ গণনা ভূমিষ্ঠ ও গর্ভাধান হইতে করিতে হয়, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে গণনায় অযুগ্মবর্ষ শুদ্ধকাল এবং গর্ভাধানের পর হইতে গণনায় যুগ্মবর্ষ শুদ্ধকাল।

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥
অযুগ্মে দুর্ভগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাদ্‌ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সা পতিব্রতা॥
মাস্বয়াদূর্দ্ধমযুগ্মবর্ষে যুগ্মেঽপি মাসত্রয়মেব যাবৎ।
বিবাহশুদ্ধিং প্রবদন্তি সর্ব্বে বাৎস্যাদয়ো জ্যোতিষি জন্মমাসাৎ॥
অত্র যুগ্মাযুগ্মগণনা প্রসূত্যাধানাপেক্ষয়া
প্রসূত্যাধানতঃ শুদ্ধির্বিষমেঽব্দে সমে ক্রমাৎ।
ইতি বচনাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে অকালাদি দোষাভাব—কন্যার দশবৎসরের পর অকালাদি জন্য দোষ হয় না। শাস্ত্রে আছে, গুরুশুক্রের বাল্য,বৃদ্ধ ও অস্তজনিত যে অকালাদি হয়, তাহাতে বিবাহাদি দিবে না. কিন্তু কন্যার যদি কন্যাকাল অর্থাৎ দশবৎসর অতীত হয়, তাহা হইলে বিবাহে অকালাদিদোষ হইবে না। কারণ শাস্ত্র বলেন, কোন একটী তীর্থে দ্বিতীয়বার গমনকালে, কর্ম্ম আরব্ধ হইলে কিম্বা কন্যার বিবাহকাল অতীত হইলে আর কালদোষ হইবে না।

"আবৃত্তে তীর্থগমনে প্রতিজ্ঞাতে চ কর্ম্মণি।
কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে॥"

কন্যাদানাধিকারী—বিবাহকালে কন্যাকে যথাবিধি দান করিতে হয়। কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির কন্যা দান করিবার অধিকার আছে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,—পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য, মাতামহ, এবং মাতা ইহারা সকলেই কন্যাদানে অধিকারী। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির অভাব ঘটিলে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি যদি প্রকৃতিস্থ হন, তাহা হইলে তিনি কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন। প্রকৃতিস্থ শব্দের অর্থ পাতিত্য বা উন্মাদ আদি রোগদোষশূন্য। অপ্রকৃতিস্থ পিতা বা অপর অধিকারী কর্ত্তৃক কন্যাদান করা হইলেও ঐ দান অসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহাতে একটু বিশেষ এই যে, অপ্রকৃতিস্থ পিত্রাদি যদি বাগ্‌দান করেন, তাহা হইলে তাহাই অসিদ্ধ হইবে। যদি বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে অনধিকারী দান করিয়াছে বলিয়া ঐ দানরূপ অঙ্গ বা অপ্রধান কার্য্যমাত্রের বৈকল্যহেতু ঐ বিবাহ আর ফিরিবে না।

পিতার নিজেরই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য। নিজে অসমর্থ হইলে তাহার অনুমতি লইয়া ভ্রাতা দান করিতে পারে। এই দুইজনের পর মাতামহ, মাতুল, সকুল্য এবং বান্ধব যথাক্রমে কন্যাদানে অধিকারী। আর ইহাদের সকলের অভাবে মাতা অধিকারিণী। কিন্তু ইহাদের সকলেরই প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাব হইলে পর পর উল্লিখিত দিগের মধ্যে যে যে প্রকৃতিস্থ হইবে, সে সে যথাক্রমে অধিকারী হইবে। উক্ত অধিকারিগণ কন্যার উপযুক্ত সময়ে যদি দান না করেন, তাহা হইলে অবিবাহিতা কন্যার প্রতিঋতুতে তাহারা ভ্রূণহত্যার পাপী হইয়া থাকেন। কন্যা দানের যে সকল অধিকারীর উল্লেখ করা হইল, যদি এই সকলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে কন্যা নিজেই গম্য বরকে পতিরূপে বরণ করিবে।

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো মাতা চেতি কন্যাপ্রদাঃ, পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পর ইতি। প্রকৃতিস্থঃ পাতিত্যোন্মাদাদিরহিতঃ। অপ্রকৃতিস্থেন পিত্রাদিনা কৃতমপ্যকৃতমেব। তদাহ নারদঃ—স্বতন্ত্রোহপি হি যৎ কার্য্যং কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ। তদপ্যকৃতমেব স্যাদস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ॥

"পিতৃস্বাদিনা স্বতন্ত্রোহপি সন্ অপ্রকৃতিস্থত্বেন হেতুনা পরতন্ত্রো ভবতি তৎ তৎ কৃতং বাগ্‌দানাদিকমকৃতমেব। যদি তু বিবাহো নির্ব্বৃত্তস্তদা প্রধানস্য নিষ্পন্নত্বেনাধিকারিবৈকল্যান্ন তস্য পুনরাবৃত্তিরিতি।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥
মাতা ত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যাম প্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যস্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ং বরম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহান্তে কন্যার উপর তাহার পতির সম্পূর্ণ স্বামিত্ব হয় এবং পিতার স্বামিত্ব নিবৃত্ত হয়, সুতরাং কন্যার বিবাহের পর পতির গোত্রানুসারে তাহার সকল কার্য্য হইবে। তাহার মৃত্যুর পরও পতিগোত্রানুসারে পিণ্ডোদকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

"প্রদানেনৈব কন্যায়াঃ বরস্য স্বাম্যং জায়তে, কন্যাদাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ত্ততে।"

"স্বগোত্রাদ্‌ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহাদি সংস্কার কার্য্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া করিবে। বিবাহের দিন প্রাতঃকালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে কন্যা দান করিতে হয়। বিবাহের আরম্ভের পর যদি অশৌচ হয়, তাহা হইলে উহাতে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। বিবাহের আরম্ভ শব্দে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বুঝিতে হইবে। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়া যদি শুনা যায় যে, জন্ম বা মরণাদি অশৌচ হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ বিবাহে কোন দোষ হইবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হোম, অর্চ্চনা এবং জপ এই সকল কর্ম্মের আরম্ভ হইয়া যাইবার পর যদি অশৌচ হয়, তবে ঐ অশৌচ আর আরব্ধ কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইবে না। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বে অশৌচ হইলে উহা ব্যাঘাতক হইবে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই বিবাহের আরম্ভ জানিতে হইবে।

"আরব্ধকর্ম্মণি নাশৌচং—
ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমার্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের কর্ত্তৃত্ব নিরূপণ—বিবাহাদি কার্য্যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবে। ইহার বিষয়ে শাস্ত্রবিধি এইরূপ,—পুত্রের প্রথম বিবাহে পিতারই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। পুত্র যদি দ্বিতীয় বার বিবাহ করে, তবে তাহার পিতা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অধিকারী না হইয়া ঐ পুত্র নিজেই শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে, অতএব ঐ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে পিতার মাতামহাদির উল্লেখ না হইয়া তাহার নিজেরই মাতামহাদির উল্লেখ হইবে।

পুত্রের বিবাহে পিতা না থাকিলে সে স্বয়ংই শ্রাদ্ধাধিকারী; সুতরাং তাহার মাতামহাদির শ্রাদ্ধ হইবে। কন্যার বিবাহে পিতা শ্রাদ্ধাধিকারী।

"তত্রাদ্যবিবাহে পিত্রা তৎ কর্ত্তব্যং—
স্বাশক্তভাঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডেনোদ্বহনাত্তেষাং তস্যাভাবেহপি তৎক্রমাৎ॥

সুতসংস্কারগ্রহণাৎ পুত্রস্য বিবাহান্তরে পিত্রানান্দীমুখং কার্য্যং আদ্যেন সংস্কারসিদ্ধৌ দ্বিতীয়াদেস্তদজনকত্বাৎ" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে শান্তিকর্ম—বিবাহের ভাবি অনর্থ প্রতীকারের জন্য সুবর্ণদান ও গ্রহদিগের উদ্দেশে হোম করা বিধেয়। কারণ শাস্ত্রে আছে, কেহ ইচ্ছা করুক বা না করুক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সকল আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য অবশ্যম্ভাবী শুভাশুভ বিষয়ে গ্রহাদি দোষের শান্তির নিমিত্ত বিবাহের পূর্ব্বে গ্রহহোম ও সুবর্ণাদি দান অবশ্যবিধেয়।

"ভাবিনোহনর্থা ভবন্ত্যেব হঠেনানিচ্ছতোহপি হি। ইতি মৎস্যপুরাণোক্তাবশ্যম্ভাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশান্ত্যর্থং হোম হিরণ্যাদিদানং বিবাহাৎ প্রাক্ কর্ত্তব্যং"। (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে শুভাশুভ দিন—বিবাহে জ্যোতিষোক্ত শুভদিন দেখিয়া সেই শুভদিনে বিবাহ স্থির করা বিধেয়। অশুভদিনে বিবাহ দিতে নাই।

বিবাহোক্ত মাস—অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই কয় মাস বিবাহে প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন অন্য আর সকল মাসেই দোষশ্রুতি আছে। যথা—আষাঢ় মাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা ধনধান্য ও ভাগ্যরহিতা, শ্রাবণ মাসে সন্তানহীনা, ভাদ্রমাসে বেশ্যা, কার্ত্তিকে রোগিণী, পৌষমাসে বিধবা ও বন্ধুবিযুক্তা এবং চৈত্রমাসে মদনোন্মাদিনী হয়। ইহা ভিন্ন অন্য মাসে বিবাহিতা কন্যাগণ পুত্রবতী এবং সমৃদ্ধিশালিনী হয়।

এই যে নিষিদ্ধ মাসের বিষয় বলা হইল, ইহার প্রতি-

প্রসব এইরূপ দেখা যায়, যথা—অপর দেশের রাজা কর্তৃক স্বদেশ আক্রান্ত হইলে অথবা দেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বা পিতা মাতার প্রাণ সংশয় হইলে অথবা কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইলে বিবাহে বিহিত মাসাদির প্রতীক্ষা করিবে না। কন্যার বয়স যদি এইরূপ বৃদ্ধি পায় যে, তাহাতে কুল এবং ধর্ম্মের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা আছে, এরূপ অবস্থায় কেবল চন্দ্র ও লগ্নের বল দেখিয়াই নিষিদ্ধ কালাদিতেও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

কন্যাদিগের দশবৎসরের পূর্ব্বেই গ্রহদিগের শুদ্ধি, তারা-শুদ্ধি, বৎসর শুদ্ধি অর্থাৎ যুগ্মাযুগ্মবর্ষ বিচার, মাসশুদ্ধি, আষাঢ় আদি নিষিদ্ধ মাসের পরিত্যাগ, অয়নশুদ্ধি, দক্ষিণায়ন পরিত্যাগ, ঋতুশুদ্ধি, শরৎ আদি স্ত্রী ঋতুর পরিহার, দিনশুদ্ধি, শনি ও মঙ্গলবার বর্জ্জন, ইত্যাদির বিষয় দেখিতে হয়। দশবর্ষের পর আর এই সকল বিশেষরূপে দেখার আবশ্যক নাই। পৌষ এবং চৈত্র এই দুইটী মাস ভিন্ন আর অবশিষ্ট দশ মাসেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই দশ মাসের মধ্যে যদি কোন মাসে মলমাস হয়, তবে ঐ মলমাসে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যার সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে যে, অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠের বিবাহ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না, তবে জ্যৈষ্ঠ মাস সম্বন্ধে উক্ত আছে যে, মাসের প্রথম দশ দিন বাদ দিয়া বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।

"আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা নষ্টপ্রজা শ্রাবণে
বেশ্যা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।
পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবিধুরা চৈত্রে মদোন্মাদিনী,
অন্যেষ্বেব বিবাহিতা সুতবতী নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ॥
রাজগ্রস্তে তথা যুদ্ধে পিতৃণাং প্রাণসংশয়ে।
অতি প্রৌঢ়া চ যা কন্যা নানুকূল্যং প্রতীক্ষতে॥
অতিবৃদ্ধা চ যা কন্যা কুলধর্ম্মবিরোধিনী।
অবিশুদ্ধাপি সা দেয়া গ্রহলগ্নবলেন তু॥
গ্রহশুদ্ধিমব্দশুদ্ধিং শুদ্ধিং মাসায়নর্ত্তু দিবসানাম্।
অর্ব্বাক্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যকানাম্॥
দশবর্ষাভ্যন্তরে শুদ্ধৌ গ্রহাব্দাদীনাং বিশেষোপাদানাত্তদূর্দ্ধং তাবন্মাত্রনিয়মঃ।
মাঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যাসংবরণেষু চ।
দশমাসাঃ প্রশস্তাস্তে চৈত্রপৌষবিবর্জ্জিতাঃ॥
মার্গশীর্ষে তথা জ্যৈষ্ঠে ক্ষৌরং পরিণয়ং ব্রতম্।
জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কৃত্তিকাস্থং রবিং ত্যক্ত্বা জ্যৈষ্ঠে জ্যেষ্ঠস্য কারয়েৎ।
উৎসবানি চ সর্ব্বাণি দিগ্‌দিনানি বিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কন্যার জন্মমাসে বিবাহ প্রশস্ত। কন্যার জন্মমাসে বিবাহ হইলে সেই কন্যা পুত্রবতী, জন্মমাস হইতে দ্বিতীয় মাসে বিবাহ হইলে ধনসমৃদ্ধিশালিনী এবং জন্ম নক্ষত্রে ও জন্মরাশিতে বিবাহ হইলে সন্ততিযুক্তা হয়।

পুরুষের জন্মমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহার প্রতিপ্রসব এইরূপ,—গর্গের মতে জন্মমাসের প্রথম ৮ দিন বাদ দিয়া করা যাইতে পারে। যবনের মতে দশদিন এবং বশিষ্ঠের মতে কেবলমাত্র জন্ম দিন বাদ দিবে। ভাগুরির মতে জন্মমাস বাদ দেওয়া প্রশস্ত।

"জন্মমাসে চ পুত্রাঢ্যা ধনাঢ্যা চ ধনোদয়ে।
জন্মভে জন্মরাশৌ চ কন্যা হি ধ্রুবসন্ততিঃ॥
ন জন্মমাসে ন চ চৈত্রপৌষে ক্ষৌরং বিবাহো ন চ কর্ণবেধঃ।
নূনং সরোগো ধনপুত্রনাশং প্রাপ্নোতি মূঢ়ো বধবন্ধনানি॥
জাতং দিনং দূষয়তে বশিষ্ঠশ্চাষ্টৌ চ গর্গো যবনো দশাহম্।
জন্মাখ্যমাসং কিল ভাগুরিশ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরকর্ণবেধে।"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহে বিহিত বার—বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও সোমবার বিবাহে প্রশস্ত। এই সকল শুভবারে বিবাহ হইলে কন্যা সুভগা হয়। আর রবি, শনি ও মঙ্গলবারে বিবাহ হইলে কন্যা কুলটা হয়। কিন্তু ইহার প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অরক্ষণীয়া কন্যার পক্ষে রবি, শনি ও মঙ্গলবারেও বিবাহ দোষাবহ নহে। কারণ, বিবাহ রাত্রিকালে হয়। এইজন্য বিবাহে বারদোষ হইবে না। কিন্তু যেস্থলে কন্যা অরক্ষণীয়া নহে, তথায় এই বারদোষ দেখিতে হইবে।

"গুরুশুক্রবুধেন্দূনাং দিনেষু সুভগা ভবেৎ।
সূর্য্যার্কিভূমিপুত্রাণাং দিনেষু কুলটা ভবেৎ॥
ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ বিশেষতোহর্কার্কিভূশনীনাং॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহে নিষিদ্ধ তিথি—অমাবস্যা ও চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী-তিথিতে এবং বিষ্টিকরণে বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ। কিন্তু শনিবারে যদি চতুর্থী, নবমী এবং চতুর্দ্দশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিতে বিবাহ বিশেষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন অন্য তিথি প্রশস্ত। কিন্তু চন্দ্রদগ্ধা, মাসদগ্ধা প্রভৃতি সকল কার্য্যে নিষিদ্ধ; সুতরাং ইহাতে বিবাহও নিষিদ্ধ জানিবে।

"অমাবস্যাঞ্চ রিক্তায়াং করণে বিষ্টিসংজ্ঞকে।
যঃ করোতি বিবাহং স শীঘ্রং যাতি যমালয়ম্॥
শনৈশ্চরদিনে চৈব যদি রিক্তা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং বিবাহিতা কন্যা পতিসন্তানবর্দ্ধিনী॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহে নিষিদ্ধ যোগ—ব্যতীপাতযোগে বিবাহ হইলে কুলো-

চ্ছেদ, পরিঘযোগে স্বামিনাশ, বৈধৃতিতে বিধবা, অতিগণ্ডে বিষদাহ, ব্যাঘাতযোগে ব্যাধি, হর্ষণযোগে শোক, শূলযোগে ব্রণশূল, গণ্ডে রোগভয়, বিষ্কুম্ভে সর্পদংশন এবং বজ্রযোগে মরণ হয়, সুতরাং এই দশটী যোগ বিবাহে বিশেষ নিষিদ্ধ।

"কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে পরিঘে স্বামিঘাতিনী।
বৈধৃতৌ বিধবা নারী বিষদাহোঽতিগণ্ডকে॥
ব্যাঘাতে ব্যাধিসংঘাতঃ শোকার্ত্তা হর্ষণে তথা।
শূলে চ ব্রণশূলং স্যাৎ গণ্ডে রোগভয়ং তথা॥
বিষ্কুম্ভেঽপ্যহিদংশঃ স্যাৎ বজ্রকে মরণং ভবেৎ।
এতে বৈ দারুণাঃ সর্ব্বে দশযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিবাহে বিহিত নক্ষত্র—রেবতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতি এই সকল নক্ষত্র বিবাহে প্রশস্ত। কিন্তু চিত্রা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও অশ্বিনী নক্ষত্র আপদ্ বিষয় বা যজুর্ব্বেদীয় বিবাহে জানিতে হইবে। মঘা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্রে একটু বিশেষ আছে যে, মঘা ও মূলা নক্ষত্রের আদ্য পাদ ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ পাদ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ উহাতে বিবাহ হইলে প্রাণনাশ হয়।

"রেবত্যুত্তররোহিণীমূলানুরাধা মঘাহস্তাস্বাতিষু তৌলিষষ্ঠ-মিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ। এবং কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্ণীয়াৎ ত্রিষু ত্রিষূত্তরাদিষু স্বাতৌ মৃগশিরো রোহিণ্যাং বেতি পারস্করেণোক্তং॥
আদ্যে মঘা চতুর্ভাগে নৈঋতস্যাদ্য এব চ।
রেবত্যন্তচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন যামিত্রযুতবেধ, যামিত্রবেধ, দশযোগ ভঙ্গ এবং সপ্তশলাকায় বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ।

যামিত্রযুতবেধ—চন্দ্র পাপ গ্রহের সপ্তমস্থিত হইলে যামিত্র-বেধ এবং পাপযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, অর্থাৎ কর্ম্মকালীন রাশির সপ্তমে যদি রবি, শনি ও মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলেই এই যামিত্রবেধ হয়।

যুতযামিত্র বেধেরও প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্র যদি বৃষরাশিতে থাকেন, নিজ গৃহে বা পূর্ণ হন, অথবা মিত্রগৃহ ও শুভগ্রহের গৃহে থাকেন বা শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে যামিত্রবেধের দোষ হয় না।

দশযোগভঙ্গ—কর্ম্মকালে সূর্য্যযুক্ত নক্ষত্র ও কর্ম্মযোগ্য নক্ষত্র একত্র করিয়া যদি ২৭ সের অধিক হয়, তাহা হইলে ২৭ ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে যদি ১৫, ৬, ৪ ১, ১০, ১৯, ১৮, বা ২০ সংখ্যা হয়, তবে দশযোগভঙ্গ হয়। এই দশযোগভঙ্গেও বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ।

সপ্তশলাকা—উত্তর দক্ষিণে ৭টী রেখা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭টী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে উত্তর দিকের প্রথম রেখা অবধি কৃত্তিকাদি করিয়া অভিজিতের সহিত অষ্টাবিংশতি বসাইবে। যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে, তাহাতে কিম্বা তদ্রেখার সম্মুখবর্ত্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন কোন গ্রহ যদি থাকে, তাহা হইলে সপ্তশলাকাবেধ হয়, উত্তরাষাঢ়ার শেষ পঞ্চদশ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড অভিজিৎ, অভিজিতের সহিত রোহিণীর, কৃত্তিকার সহিত শ্রবণার এবং মৃগশিরার সহিত উত্তরাষাঢ়ার বেধ, ইত্যাদিরূপে বেধ স্থির করিতে হইবে। এই সপ্তশলাকায় বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ। ইহাতে বিবাহ হইলে বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহের রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াই স্বামীর মুখানল করে।

"পাপাৎ সপ্তমগঃ শশী যদি ভবেৎ পাপেন যুক্তোঽথবা
যত্নেনাশু বিবর্জ্জয়েন্মুনিগণৈর্দোষোঽপ্যয়ং কথ্যতে।
যাত্রায়াং বিপদো গৃহে সুতবধঃ ক্ষৌরেষু রোগোদ্ভবঃ
বৈধব্যং বিবাহে ব্রতে চ মরণং শূলঞ্চ পুংস্কর্ম্মণি॥
রবিমন্দকুজাক্রান্তং মৃগাঙ্কাৎ সপ্তমং ত্যজেৎ।
বিবাহযাত্রাচূড়াসু গৃহকর্ম্ম-প্রবেশনে॥
মূলত্রিকোণনিজমন্দিরগোঽথ পূর্ণো
মিত্রর্ক্ষসৌম্যগৃহগোঽথ তদীক্ষিতো বা।
যামিত্রবেধবিহিতানপহৃত্য দোষান্
দোষাকরঃ সুখমনেকবিধং বিধত্তে॥
কৃত্তিকাদি চতুঃসপ্ত রেখারাশৌ পরিভ্রমন্।
গ্রহশ্চেদেকরেখাস্থো বেধঃ সপ্তশলাকজঃ॥
বৈশ্বস্য চতুর্থেঽংশে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কে চ।
অভিজিৎতৎস্থে খেচরে বিজ্ঞেয়া রোহিণী বিদ্ধা॥
যস্যাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে।
রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রযাতি॥"

বিবাহে বিহিত লগ্ন—কন্যা, তুলা, মিথুন ও ধনুর পূর্ব্বার্দ্ধ-কাল বিবাহে প্রশস্ত, ধনুলগ্নের অপরার্দ্ধ নিন্দিত। নিন্দ্য লগ্নের দ্বিপদাংশ অর্থাৎ কন্যা, তুলা ও মিথুনের নবাংশ বিবাহে প্রশস্ত। বিবাহে যে লগ্ন হয়, সেই লগ্নের সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানে যদি শুভগ্রহ না থাকে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকে এবং তৃতীয়, একাদশ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকে, শুক্র ষষ্ঠে ও মঙ্গল অষ্টমে না থাকে, তাহা হইলে সেই লগ্ন প্রশস্ত। চন্দ্র পাপমধ্যগত ও রবি, মঙ্গল, শনি শুক্রযুক্ত হইলে সেই লগ্ন পরিত্যাগ করা বিধেয়।

লগ্নের এই দোষ পরিহারের জন্য সুতহিবুক যোগের বিধান আছে। সুতহিবুক যোগ হইলে লগ্নের এই সকল দোষ বিনষ্ট হয়। যে লগ্নে বিবাহ হয়, সেই সময় যদি লগ্নে, চতুর্থস্থানে, পঞ্চম

য নবমে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকেন, তাহা হইলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগে বিবাহ হইলে লগ্নের সমস্ত দোষ নাশ ও সুখবৃদ্ধি হয়।

"কন্যা তুলা ভূমিথুনেষু সাধ্বী শেষেষ্বসাধ্বী ধনবর্জ্জিতা চ।
নির্দ্দোষাপি লগ্নে দ্বিপদাংশ ইষ্টঃ কন্যাদিলগ্নেষ্বপি নান্ত্যভাগঃ॥
বর্গাধি কুলটানারী তৎপূর্ব্বাঙ্গে সতীতি জগুঃ।
সপ্তাষ্টান্ত্যারিঃ শুভৈরুড়ুপতাবেকাদশ দ্বিত্রিগে-
ক্রুরৈরন্ত্যারিষষ্টৈর্ন ভৃগৌ ষষ্ঠে কুজে চাষ্টমে।
দম্পত্যোর্নবাষ্টরাশিরহিতে দারাম্বুকূলে ধবৌ
চন্দ্রে চার্ককুজার্কিশুক্রবিযুতে মধ্যেঽথবা পাপয়োঃ॥
লগ্নে তৎপঞ্চমে তুর্য্যে নবমে দশমে তথা।
শুক্রশ্চ গুরুর্দোষঘ্নৌ বিবাহে বন্ধতে শুভম্॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দীপিকা)

যদি উত্তম লগ্নাদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রে গোধূলির বিধান আছে। কিন্তু বিহিত লগ্ন থাকিলে কখনই গোধূলিতে বিবাহ দিবে না। যে সময় পশ্চিমদিক্ ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়, আকাশে দুই একটা তারকা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম গোধূলি। বিবাহে গোধূলি তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—হেমন্ত ও শিশিরকালে সূর্য্য মন্দকিরণ হইয়া গোলাকৃতি ও চক্ষুগোচর হইলে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে অর্দ্ধাস্তমিত হইলে এবং বর্ষা ও শরৎকালে সূর্য্য অস্ত গিয়া অদৃশ্য হইলে গোধূলি হয়। যে সময় বিশুদ্ধ লগ্ন না পাওয়া যায়, সেই সময় গোধূলি শুভদ হয়, অন্যথা অশুভ।

গোধূলি সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ এই যে, অগ্রহায়ণ ও মাঘমাসে গোধূলিতে বিবাহ হইলে বৈধব্য। কিন্তু ফাল্গুন, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বিবাহে শুভ হইয়া থাকে। শনি ও বৃহস্পতিবারের দিবাবসানে গোধূলি নিষিদ্ধ।

"সন্ধ্যাতপাকলিত পশ্চিমদিগ্বিভাগে
ব্যোম্নি স্ফুরদ্বিরলতারকসন্নিবেশে।
কণ্ঠে গবাং বপুষি গোক্ষালিতৈর্বজোভি-
গোধূলিরেষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ॥
গোধূলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারীবিবাহাদিকে
হেমন্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে।
গ্রীষ্মেঽর্দ্ধাস্তমিতে বসন্তসময়ে ভানৌ গতে দৃশ্যতাং
সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে চ নিয়তং প্রাবৃট্শরৎকালয়োঃ॥
লগ্নং যত্র নাস্তি বিশুদ্ধমন্যৎ গোধূলিকাং তত্র শুভাং বদন্তি।
লগ্নে বিশুদ্ধে সতি বীর্য্যযুক্তে গোধূলিকা নৈব ফলং বিধত্তে॥
মার্গে গোধূলিযোগে প্রভবতি বিধবা মাঘমাসে তথৈব
পুত্রায়ুর্নিত্যযৌবনেন সহিতা কুম্ভে স্থিতে ভাস্করে।

বৈশাখে সুখদা প্রজাধনবতী জ্যৈষ্ঠে পতের্মানদা
আষাঢ়ে ধনধান্যপুত্রবহুলা পাণিগ্রহে কন্যকা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এইরূপ প্রণালীতে দিন ও লগ্ন স্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। অদিনে বা নিন্দিত লগ্নে বিবাহ দেওয়া কদাপি বিধেয় নহে।

বিবাহকালে সৌরমাসেরই উল্লেখ করিয়া দান করিতে হয়। কারণ শাস্ত্রে আছে যে, বিবাহাদি সংস্কার কার্য্যের সঙ্কল্প বাক্যে সৌরমাসেরই উল্লেখ করিতে হইবে। রাশিও উল্লেখ করা আবশ্যক;

"আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

দিবাভাগে বিবাহ করিতে নাই, দিবাভাগে বিবাহ করিলে কন্যা পুত্রবর্জ্জিতা হয়। দিবাভাগেই দান সাধারণ বিধি; কিন্তু বিবাহে যে দান, তাহা রাত্রিকালে করিবারই বিশেষ বিধান আছে।

"বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।
বিবাহানলদগ্ধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী॥
বিবাহে রাত্রৌ দানান্তরমাহ দেবলঃ—
রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।
স্নানদানাদিকং কুর্য্যুর্নিশি কাম্যব্রতেষু চ॥
গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তি যাত্রার্ত্তিপ্রসবেষু চ।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি ন দুষ্যতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে এই দানসম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে যে, সকল স্থলে দানমাত্রেই দাতা পূর্ব্বমুখ হইয়া দান এবং গৃহীতা উত্তরমুখ হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিবাহে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ—দাতা পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়া কন্যা দান করিবে। গৃহীতা পূর্ব্বমুখ হইয়া কন্যা গ্রহণ করিবে।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ।
এষ দানবিধির্দৃষ্টো বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ॥"

ব্যতিক্রম ইতি প্রত্যঙ্মুখঃ সম্প্রদাতা, প্রতিগ্রহীতা প্রাঙ্মুখঃ। তথাচ—

"প্রাঙ্মুখায়াভিরূপায় বরায় শুচিসন্নিধৌ।
দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ কন্যাং ক্ষণে লক্ষণসংযুতে॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

দানকালে দাতা প্রথমে বরের প্রপিতামহ হইতে বর পর্য্যন্ত নাম, গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করিয়া পরে ঐ রূপ ক্রমে কন্যার প্রপিতামহ হইতে নাম ও গোত্রপ্রবরাদির তিনবার উল্লেখ করিয়া যথাবিধানে দান করিবে।

"বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্॥
নামসংকীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি॥
নান্দীমুখে বিবাহে চ প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
বাক্যমুচ্চারয়েদ্বিদ্বানন্যত্র পিতৃপূর্ব্বকম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরের রাশি, লগ্ন, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির পরস্পর মিল আছে কি না, তাহাও বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া কন্যা নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ নিরূপণে সেই বিবাহ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। অরিষড়ষ্টক, মিত্রষড়ষ্টক, অরিদ্বিদ্বাদশ, মিত্রদ্বিদ্বাদশ প্রভৃতি দেখিয়া রাজযোটক মেলক হইলে বিবাহ প্রশস্ত। [এই মেলকের বিষয় যোটক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বিবাহের ক্রম - বিবাহ বিষয়ে নিম্নোক্ত ক্রম পালন করিয়া বিবাহ দিতে হয়। সম্প্রদাতা পশ্চিমমুখে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অর্থাৎ "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নারায়ণকে নমস্কার এবং "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং" এইরূপে বিষ্ণু স্মরণ করিবে, পরে তিল, ও কুশ পত্র সহিত জল গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা স্বর্গকামঃ বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকদেবশর্ম্মণে বরায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতীং অমুকীং দেবীং (ইত্যাদিরূপে তিন বার নাম গোত্রাদির উল্লেখ করিয়া) সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকামেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এইরূপ বাক্যে দান করিবে। পরার্থে দান হইলে 'দদানি' এইরূপ বাক্য হইবে।

এইরূপে দান করিয়া পরে দক্ষিণা দিতে হইবে। দক্ষিণা দানের পর অন্য দানাদিও দিতে হয়, অন্য দানশব্দে বরশয্যা প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। ইহা বিবাহাঙ্গ বলিয়া রাত্রিকালে দূষণীয় নহে।

"বিবাহে দানান্তরং —

গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তিযাত্রাত্তিপ্রসবেষু চ।

দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি ন দুষ্যতি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহকালে কন্যার ললাটে তিলক দিতে হয়, এই তিলক গোরোচনা, গোমূত্র, শুকনা গোবর, দধি ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। এই তিলক ধারণে সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও আরোগ্য হয়। তিলকাদি দ্বারা কন্যাকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া বর ও বধূর মুখ দর্শন করাইবে।

"গোরোচনা সগোমূত্রং শুষ্কং গোশকৃতং তথা।

দধিচন্দনসম্মিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ।

সৌভাগ্যারোগ্যকৃদ্ যস্মাৎ সদা চ ললিতপ্রিয়ং॥

বরবধূমুখদর্শনং—অত্র কন্যাবরয়োঃ পুষ্পমাল্যাদ্যৎসবেন সাম্মুখ্যকরণমাহ হরিবংশঃ—

"আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িত্বা তু দেবর্ষিঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ।

অনিরুদ্ধস্য বীর্য্যাখ্যো বিবাহঃ ক্রিয়তাং বিভো।

পুষ্পমালিকাং দৃষ্টিং শ্রদ্ধা হি মম জায়তে॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহকালে স্ত্রীদিগের উলু উলু ধ্বনি বিশেষ প্রশস্ত। ঐ সময় যদি হাচি হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাহ বিশেষ শুভজনক।

"বলিকর্ম্মণি যাত্রায়াং প্রবেশে নববেশ্মনঃ।

মহোৎসবে চ মাঙ্গল্যে তত্র স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ শুভঃ॥

স্ত্রীণাং ধ্বনিঃ হুলু হুলু ধ্বনিঃ।

আসনে শয়নে দানে ভোজনে বস্ত্রসংগ্রহে।

বিবাদে চ বিবাহে চ ক্ষুতং সপ্তসু শোভনম্॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সম্প্রদাতা ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় প্রভৃতির পূজা, অধিবাস, বসুধারা ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া রাত্রিকালে বিহিত লগ্নে বাদ্যাদি নানাবিধ উৎসবের সহিত অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনের সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। সম্প্রদানের পর কুশণ্ডিকা ও লাজহোম প্রভৃতি করিতে হয়। যদি বিবাহ রাত্রে উহা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে বিবাহের পর যে দিন উত্তম থাকে, সেই দিনে কুশণ্ডিকা প্রভৃতি করিবে।

সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদভেদে বিবাহপদ্ধতি ও হোমাদি ভিন্ন প্রকার। ভবদেব ভট্ট প্রভৃতির পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বিবাহবেশ (পুং) বিবাহকালে পরিধেয় পরিচ্ছদাদি।

"কৃতবিবাহবেষা" (রঘু ৬।১০)

বিবাহহোম (পুং) বিবাহকালে করণীয় হোম, কুশণ্ডিকা।

"বিবাহহোমোপযুক্তা মন্ত্রাঃ"

বিবাহিত (ত্রি) কৃতবিবাহ, যে বিবাহ করিয়াছে অথবা যাহাকে বিবাহ করা হইয়াছে।

বিবাহিন্ (ত্রি) ১ বিবাহকারী। ২ বিশেষরূপে বহনকারী, ভারী।

বিবাহ্য (ত্রি) বিশেষপ্রকারে বহন করিবার উপযুক্ত, যাহাকে বিশেষরূপে বহন করা যাইতে পারে। ২ বিবাহ করিবার উপযুক্ত, যাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। ৩ জামাতা।

বিবিংশ (পুং) ক্ষুপরাজার পৌত্র, বিদর্ভরাজকন্যা নন্দিনী ইহাঁর মাতা। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২০।১৪)

বিবিংশতি (পুং) দিষ্টবংশসম্ভূত নৃপতিবিশেষ। (ভাগবত ৯।২।২৪)

বিবিক্ত (ত্রি) বি-বিচ-ক্ত। ১ পবিত্র। ২ বিজন, নির্জ্জন।

"বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি" (ভগবদ্গীতা ১৩।১০)

৩ অসম্পৃক্ত।

"পুনরুষসি বিবিক্তমাতরিশ্বাবচূর্ণ্য
জ্বলয়তি মদনাগ্নিং মালতীনাং রজোভিঃ।" (মাঘ ১১।১৭)
৪ বিবেকী। (মেদিনী) ৫ বিবেচক। ৬ শুভ। ৭ একাগ্র। ৮ পৃথক্‌কৃত। (পুং) ৯ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪১)

বিবিক্ততা (স্ত্রী) বিবিক্তের ভাব বা ধর্ম্ম। বিবেকিতা, বৈরাগ্য।

বিবিক্তত্ব (ক্লী) বিবিক্ততা।

বিবিক্তা (স্ত্রী) বি-বিচ্-ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। দুর্ভগা।

বিবিক্তি (স্ত্রী) বি-বিচ্-ক্তিন্। ১ বিভাগ। ২ বিচ্ছেদ। ৩ উপযুক্ত সম্মান, পার্থক্যনির্ণয়।

বিবিক্বস্ (ত্রি) বি-বিচ্-ক্বসু। বিবেকবান্, বিবেকী, জ্ঞানবান্।
"প্রেমে বিবিক্বা অবিদন্"। (ঋক্ ৩।৫৭।১) 'বিবিক্বান্ বিবেকবান্। বিবিক্বান্ বিচির পৃথগ্‌ভাবে ইত্যস্য ক্বসৌ রূপং।'

বিবিক্ষু (ত্রি) ১ শরণেচ্ছু, আশ্রয়েচ্ছু।
"তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো
গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥" (ভাগপু° ৯।৪।৫০)

বিবিচি (ত্রি) পৃথক্‌কৃত, বিভক্ত।

বিবিত্তি (স্ত্রী) বিশেষ লাভ।

বিবিৎসা (স্ত্রী) ১ আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা, আত্মবিচার।
"পায়োধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষো যশসঃ শ্রিয়ঃ॥" (ভাগ° ১১।৭।১৭)
'বিবিৎসায়ামাত্মবিচারে' (স্বামী)
২ জানিবার ইচ্ছা।
"ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া।"(ভাগ° ১।৯।১)

বিবিৎসু (ত্রি) ১ জানিতে ইচ্ছুক।
"বিবৎসবস্তত্ত্বমতঃপরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্।" (ভাগ° ৩।৮।৩)
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রের একপুত্র। (ভারত ১।১১৭।৪)

বিবিদিষা (স্ত্রী) বিবিৎসা, জানিবার ইচ্ছা।

বিবিদিষু (ত্রি) বিবিৎসু, জানিতে ইচ্ছু।

বিবিদ্যুৎ (ত্রি) ১ বিদ্যুৎহীন। ২ বিদ্যুদ্‌বিশিষ্ট।

বিবিধ (ত্রি) নানাপ্রকার, বহুপ্রকার।
"সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ" (মনু ১।৮)
(পুং) ২ একাহভেদ। (শাঙ্খায়নশ্রৌতসূ° ১৪।২৮।১৩)

বিবিন্ধ্য (পুং) দানবভেদ। (ভারত)

বিবীত (পুং) প্রচুর তৃণকাষ্ঠপূর্ণ রাজরক্ষিত ভূ-প্রদেশ। এই স্থান উষ্ট্র মহিষাদি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তাহারা অর্থাৎ তত্তৎপালকেরা, শস্যক্ষেত্র ধ্বংসজনিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।
"সমমেষাং বিবীতেঽপি খরোষ্ট্রং মহিষীসমম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৬০)
'বিবীতং প্রচুরতৃণকাষ্ঠো রক্ষ্যমাণঃ পরিগৃহীতো ভূ প্রদেশঃ তদুপঘাতেঽপীতরক্ষেত্রসমং দণ্ডং এষাং মহিষ্যাদীনাং বিদ্যাৎ। ইতি মিতাক্ষরায়াং স্বামিপালবিবাদপ্রকরণম্।' (মিতাক্ষরা)

বিবীতভর্ত্তৃ (পুং) বিবীতভূমির স্বামী।

বিবিত্তা (স্ত্রী) বি-বৃজ-ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। দুর্ভগা।

বিবৃৎ (স্ত্রী) অন্ন।
"বিবৃদসি বিবৃতে ত্বা" (শুক্লযজুঃ ১৫।৯)
'বিবৃদয়ং ত্বং বিবৃদসি বিবৃতেঽর্থায়' (মহীধর)

বিবৃত (ত্রি) বি-বৃ-ক্ত। ১ বিস্তৃত।
"শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা" (শাকুন্তল ১মাঙ্ক)
(পুং) ব্যাকরণমতে বর্ণোচ্চারণে প্রযত্নবিশেষ।
"স্পৃষ্টেষৎস্পৃষ্টবিবৃতসংবৃতভেদাৎ" (সি° কৌ°)
স্পৃষ্ট, ঈষৎস্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত এই চারিটী প্রযত্ন, তন্মধ্যে উষ্মবর্ণ ও স্বরের প্রয়োগকালে, প্রক্রিয়াদশায় বিবৃত হয়।
"বিবৃতমুষ্মণাং স্বরাণাঞ্চ। হ্রস্বস্যাবর্ণস্য প্রয়োগে সংবৃতম্। প্রক্রিয়াদশায়াস্তু বিবৃতমেব।" (সি° কৌ°)

বিবৃতা (স্ত্রী) পৈত্তিক ক্ষুদ্ররোগভেদ। ইহাতে মুখ মহাদাহযুক্ত ও পাকা ডুমুরের বর্ণবৎ এবং শোথ হইয়া থাকে। এই রোগে পৈত্তিক বিসর্পের মত চিকিৎসা করিতে হয়। (ভাবপ্র°)

বিবৃতাক্ষ (পুং) বিবৃতে অক্ষিণী যস্য। ১ কুক্কুট। (ত্রি) ২ বিস্তৃত-অক্ষিবিশিষ্ট।

বিবৃতি (স্ত্রী) বি-বৃ-ক্তি। ব্যাখ্যা।
"বাক্যস্য শেষাৎ বিবৃতের্বদন্তি
সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥" (মলমাসত°)

বিবৃত্ত (ত্রি) বি-বৃত্-ক্ত। চলিত।
"বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং" (ভট্টি)
'বিবৃত্তং তির্য্যক্‌চলিতং পার্শ্বং যত্র' (টীকা)

বিবৃত্তি (স্ত্রী) বি-বৃত-ক্তি। ১ চক্রবদ্‌ভ্রমণ। ২ ঘূর্ণন ৩ বিবিধ বৃত্তিলাভ।
"বিরাজমতপৎ যেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে॥" (ভাগ° ৩।৫।১০)
'বিবৃত্তয়ে বিবিধবৃত্তিলাভায়' (শ্রীধর)

বিবৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ বিশেষরূপ বৃদ্ধি।

বিবৃহ (পুং) আপনাপনি খুলিয়া যাওয়া।

বিবৃহৎ (পুং) কাশ্যপের পুত্রভেদ। ইনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৬৩ সংখ্যক সূক্তদ্রষ্টা ঋষি।

বিবেক (পুং) বি-বিচ্-ঘঞ্। ১ পরস্পর ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বাদ বিচার দ্বারা বস্তুর স্বরূপনিশ্চয়। বস্তুতঃ কোনরূপ কুতর্ক না করিয়া কেবল পরস্পর যথার্থ তর্কদ্বারা প্রকৃত নির্ণয় করার নামই বিবেক। ২ প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় সম্বন্ধে যে পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান।

"বিবেকো বস্তুনো ভেদঃ প্রকৃতেঃ পুরুষস্য বা।" (জটাধর)
ইহার পর্য্যায় পৃথগাত্মতা, বিবেচন, পৃথগ্‌ভাব।
"কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ" (মনু ১।২৬)
৩ জলদ্রোণী, জল রাখিবার ডোঙ্গা। ৪ বিচার, বিবেচনা।
"তস্য কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।" (মনু ১।১১২)
৫ বৈরাগ্য, সংসারের প্রতি বিরাগ বা বিরক্তভাব। ৬ তত্ত্বজ্ঞান। ৭ স্নানাগার,চৌবাচ্চা। ৮ ভেদ। ৯ বিচারক,প্রাড়্‌বিবাক।

বিবেকজ্ঞ (ত্রি) বিবেকং জানাতি বিবেক-জ্ঞা-ক। যাঁহার বিবেকসম্বন্ধীয় জ্ঞান আছে।

বিবেকজ্ঞান (ক্লী) বিবেকজনিতং জ্ঞানং বিবেক এব জ্ঞানং বা। তত্ত্বজ্ঞান, বিবেকজ জ্ঞান।

বিবেকতা (স্ত্রী) বিবেকের ভাব।

বিবেকদৃশ্বন্‌ (ত্রি) বিবেকং দৃষ্টবান্‌ বিবেক-দৃশ কনিপ্‌। বিবেকদর্শী, তত্ত্বজ্ঞানী, বিবেকী।

বিবেকবৎ (ত্রি) বিবেকমস্যাস্তীতি বিবেক-মতুপ্‌ মস্য বত্বম্‌। বিবেকবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।
"বিবেকবাংশ্চ ভোগানাং নিবৃত্তোঽস্মি চ সাম্প্রতম্‌(মার্কপু°৬৬।৪০)

বিবেকবিলাস (পুং) একখানি প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ।

বিবেকিতা (স্ত্রী) ১ বিবেকীর ভাব বা ধর্ম্ম। ২ বিবেচকের কর্ম্ম।
"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্‌॥" (হিতোপদেশ)

বিবেকিত্ব (ক্লী) বিবেকিতা।

বিবেকিন্‌ (পুং) বিবেকোঽস্ত্যস্যেতি বিবেক-ইনি। বিবেকযুক্ত, যাহার বিবেক জন্মিয়াছে। ন্যায়মতে বিবেকীর লক্ষণ এইরূপ ;—
"দবদহনদহ্যমানদারূদরঘনঘূর্ণায়মাণঘুণসংঘাতবদিহ জগতি যো ভ্রমতে জীবী স বিবেকীতি।"
এই জগতে দবদহনকালীন দহ্যমান কাষ্ঠোদরস্থ কীটের ন্যায়, ভ্রাম্যমাণ জীবই (মনুষ্যের জীবাত্মাই) বিবেকী বলিয়া অভিহিত হয়। অর্থাৎ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া বনস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে সেই সেই বৃক্ষকোটরের কীটসমূহ যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণার সহিত একবার বৃক্ষের পাদদেশ হইতে তাহার অগ্রভাগ এবং পুনরায় অগ্রভাগ হইতে পাদদেশে পুনঃপুনঃ বিচরণ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবাত্মা বারংবার সংসারে আসিয়া বিষমদুঃখার্ত্ত হয় ; শেষে সংসারের অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া যখন সে ঐ কীটের ন্যায় অবস্থাপন্ন হয়, তখন তাহাকে বিবেকী বলা যায়। *

২ বিচারকর্ত্তা, বিচারক। ৩ ভৈরববংশোৎপন্ন দেবসেন রাজপুত্র, ইহাঁর মাতার নাম কেশিনী। (কালিকাপু° ৯০ অঃ) ৪ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, বিরাগী।

বিবেক্তব্য (ত্রি) বি-বিচ্‌-তব্য। বিবেচনার যোগ্য।

বিবেক্তৃ (ত্রি) বি-বিচ্‌-তৃচ্‌। ১ বিবেচক। ২ বিচারক।

বিবেক্তৃত্ব (ক্লী) বিচারক ও বিবেচকের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিবেক্য (ত্রি) বি-বিচ্‌-যৎ। বিবেচ্য, বিবেচনার যোগ্য।
"পাত্রাপাত্রবিবেক্তৃত্বখ্যাতিনের্য়া প্রকাশ্যতাং।"(রাজতর° ৩।৩১৯)

বিবেচক (ত্রি) বি-বিচ্‌-ণ্বুল্‌। ১ বিবেচনকারী। ২ বিচারক।

বিবেচন (ক্লী) বি-বিচ্‌-ল্যুট্‌। ১ বিবেক। (শব্দরত্নাবলী)
"বিঘত্তির্গীয়সে বিজ্ঞো ত্বমেব জগতীপতে।
ইচ্ছয়া সর্ব্বমাপ্নোষি দৃষ্টাদৃষ্টবিবেচনম্‌॥" (হরিবংশ ৪:।১৮)
২ নির্ণয়। (স্ত্রিয়াং টাপ্‌) ৩ বিবেচনা।
"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্‌।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥" (মনু ৮।২১)

বিবেচনীয় (ত্রি) বিবেচনার যোগ্য।

বিবেচিত (ত্রি) ১ বিচারিত, তর্কিত, নিরূপিত। ২ সিদ্ধ।

বিবেচ্য (ত্রি) বিবেচনার যোগ্য।

বিবেদয়িষু (ত্রি) বি-বিদ-ণিচ্‌-সন্‌ উ। বিশেষ প্রকারে জানাইতে ইচ্ছুক। যে অভীষ্ট বিষয় বিশেষ করিয়া জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছে।

বিবোঢ় (ত্রি) বি-বহ-তৃচ্‌। ১ বর, পতি। ২ বহনকর্ত্তা, বহন করে।

বিব্যাধিন্‌ (ত্রি) বিশেষেণ ব্যাধিতুং শীলং যস্য বি-ব্যাধ-ণিনি। উত্তেজনকারী, তাড়নাকারী। ২ ব্যধনশীল, যে বিদ্ধ করিতে সমর্থ।

বিব্রত (ত্রি) ১ বিবিধ কর্ম্মশীল, নানা কার্য্যে ব্যস্ত।
"হরীণাং রথ্যং বিব্রতানাং" (ঋক্‌ ১০।২৩।১)
'বিব্রতানাং রথবহনাদিবিবিধকর্ম্মণাং হরীণাং এতৎসংজ্ঞকানামশ্বানাং রথ্যমানেতারং' (সায়ণ)

বিব্রুবৎ (ত্রি) বি-ব্রূ-শতৃ। বিরুদ্ধ বক্তা।
"যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন নিয়োজিতঃ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাৎ ব্যবহারেষু বিব্রুবন্‌॥"
'বিব্রুবন্‌ বিরুদ্ধং ব্রুবন্‌'। (ব্যবহারতত্ত্ব)

---

* ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে, যেন ঐরূপ অবস্থাকে বিবেক এবং ঐ অবস্থাপন্নকে বিবেকী বলা হইল। বস্তুতঃ ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই যে বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহা নহে, তবে জীব ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইলে ঐ অবস্থারই মধ্যে তাহার মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির লিপ্সা হয়। পরে সেই সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়, এ কারণ ঐ অবস্থাই বিবেকপদবাচ্য হইতেছে।

বিব্বোক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ। তাহারা অহঙ্কারবশে প্রিয় বস্তুতে যে অনাদর প্রকাশ করে, তাহার নাম বিব্বোক। যেমন কোন বয়স্য উপহাসচ্ছলে আশীর্ব্বাদ করিতেছে যে, "হে সখে! তুমি নিয়ত সদ্‌গুণানুসরণশীল, তোমার সর্ব্বদা যে দোষানুবৃত্তি করে, তুমি তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তু প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিলেও যে তোমার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি করে না এবং যে কার্য্য গর্হিত নয় অথচ তোমার অত্যন্ত প্রিয়, এইরূপ কার্য্য করিতে যে তোমাকে নিয়ত বাধা প্রদান করে, সেই ত্রৈলোক্যবিস্ময়কর প্রকৃতিশালিনী বামা তোমার উপর প্রসন্ন হউক।" এস্থলে প্রস্তাবিত স্ত্রীলোকটীর গর্ব্বাতিশয় সম্বন্ধে পুনরালোচনা অনাবশ্যক। অতএব এখানে গর্ব্বাতিশয় হেতু প্রিয় বস্তুতে অযথা যথেষ্ট অনাদর প্রদর্শন হেতু স্ত্রীটীর বিব্বোকভাব প্রকাশ পাইতেছে।

"বিব্বোকস্ত্বতিগর্ব্বেণ বস্তুনীষ্টেঽপ্যনাদরঃ।" (সাহিত্য° ৩।১৩০)

বিশ্‌, তুদা° পর° অক° অনিট্‌। লট্‌ বিশতি। লিট্‌ বিবেশ। বিবিশতুঃ। বিবিশিথ। লুট্‌ বেষ্টা। লৃট বেক্ষ্যতি। লঙ্‌ অবিশৎ। লুঙ্‌ অবিক্ষৎ। আ-বিশ=প্রবেশ। "গৌরী-গুরোর্গহ্বরমাবিবেশ" (রঘু ২।৬)। উপ বিশ=উপবেশন। "উপাবিক্ষদথাস্তিকে"। (ভট্টি ১৫।৮)। নি-বিশ=প্রবেশ=অবস্থান। "রামশালাং ন্যবিক্ষত"। (ভট্টি ৪।৮) নি-বিশ-ণিচ্‌=সন্নিবেশ=স্থাপন। "নিবেশয়ামাস সৈন্যং নর্ম্মদারোধসি" (রঘু ৫।৪২) অভি=নি=বিশ=অভিনিবেশ=মনোনিবেশ। নির্‌বিশ=নির্ব্বেশ, উপভোগ। "ক্রীড়ারসং নির্বিশতীব বাল্যে" (কুমার ১।২৯)। পরি-বিশ=ণিচ্‌=পরিবেশন=ভোজনে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিকে অন্নাদি প্রদান এবং বেষ্টন। প্র-বিশ=প্রবেশ। "স বৃহদ্ভুজাস্তরং প্রবিশ্য"। (রঘু ৩।৪৬)।

সম্‌-বিশ=সম্বেশ=নিদ্রা।

"সংবিষ্টঃ কুশশয়নে নিশাং নিনায়।" (রঘু ২।২৯)

বিশ্‌ (স্ত্রী) বিশ্‌-ক্বিপ্‌। প্রজা, জাতক, যে জন্মিয়াছে।

"পায়ুর্বিশো অস্যা অদব্ধঃ।" (ঋক্‌ ৪।৪।৩)

'বিশোঽস্মদাদিকায়াঃ প্রজায়াঃ পায়ুঃপালকো ভব।' (সায়ণ)

(পুং) ২ কন্যা। ৩ বৈশ্য, কৃষি ও বাণিজ্যব্যবসায়ী জাতি-বিশেষ। ৪ মনুষ্য। (ত্রি) ৫ ব্যাপক।

বিশ (ক্লী) বিশ্‌-ক। মৃণাল। (রায়মুকুট)

"পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিশমিতি স্মৃতম্‌।"(ভাবপ্রকাশ)

২ রৌপ্য। (পুং) ৩ মনুষ্য। (ত্রি) প্রবেশকর্ত্তা, প্রবেশ-কারী। ৪ ব্যাপক। (স্ত্রী) ৫ কন্যা।

বিশংবরা (স্ত্রী) বিশং মনুষ্যং বৃণোতীতি বিশ-বৃ-অচ্‌। স্ত্রিয়াং টাপ্‌ অভিধানাৎ দ্বিতীয়ায়া অলুক্‌। পল্লী। (রাজনি°)

বিশ-[ষ, স]কণ্ঠা (স্ত্রী) বিশং মৃণালমিব কণ্ঠো যস্যাঃ। বলাকা, বক। (রাজনি°)

বিশঙ্ক (ত্রি) বিগতা শঙ্কা যস্য। শঙ্কারহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

বিশঙ্কট (ত্রি) বি শঙ্কটচ্‌ (পা ৫।২।২৮)। ১ বিশাল, বিস্তৃত।

"বিশঙ্কটো বক্ষসি বাণপাণিঃ সম্পন্নতালদ্বয়সঃ পুরস্তাৎ।"

(ভট্টি ২।৫০)

২ ভয়ানক।

"মাংসাস্থযুক্তবেতাল-তালবাদ্যবিশঙ্কটঃ।

অভূন্ন্যত্যৎকবন্ধোঽসৌ ভূতপ্রীত্যৈ রণোৎসবঃ॥"

(কথাসরিৎ ১০৮।১০৭)

বিশঙ্কনীয় (ত্রি) ১ নির্ভয়ের যোগ্য। ২ অবিশ্বাস্য।

"মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদি নির্ম্মাণং ব্রহ্মণো ন বিশঙ্কনীয়ম্‌"

(মনুটীকায় কুল্লূক ১।৩১)

বিশঙ্কমান (ত্রি) বি-শন্‌ক্‌-শানচ্‌। আশঙ্কাকারী।

"বিশঙ্কমানো ভবতঃ পরাভবং" (ভারবি। ১ স°)

বিশঙ্কা (স্ত্রী) ১ আশঙ্কা, ভয়। ২ শঙ্কার অভাব, নির্ভয়।

"বিশঙ্কয়াস্মদ্‌গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্‌ বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ।"

(ভাগবত ৪।২৪।৬৭)

৩ অবিশ্বাস।

বিশঙ্কিন্‌ (ত্রি) ১ আশঙ্কাকারী, ভীত। ২ বিচিন্তিত।

"জীমূতস্তনিতবিশঙ্কিভির্ময়ূরৈঃ" (মালবিকা°)

বিশঙ্ক্য (ত্রি) ১ আশঙ্কার যোগ্য। ২ অবিশ্বাস্য। ৩ নির্ভয়ের যোগ্য।

বিশদ (ত্রি) বি-শদ-অচ্‌। ১ বিমল, পরিষ্কৃত। ২ স্পষ্ট, স্ফুট। ৩ ব্যক্ত। ৪ শুভ্র, সাদা। ৫ বিবিক্তাবয়ব। ৬ প্রসন্ন। ৭ অনুকূল। ৮ সুন্দর, মনোহর। ৯ উজ্জ্বল।

(পুং) ১১ শ্বেতবর্ণ। ১২ জয়দ্রথের একপুত্র। (ভাগ° ৯।২১।২৩)

বিশন (ক্লী) প্রবেশন, আগমন।

বিশনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত একটী মহকুমা এবং সেই মহকুমার প্রধান নগর। বিশনগর বিশল-নগরের অপভ্রংশ। স্থানীয় ইতিহাস অনুসারে বিশলদেও নামে এক চৌহান রাজপুত এখানে ১০৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। মতান্তরে ঐ নামে বাঘেল বংশীয় এক নৃপতি ১২৪৩ হইতে ১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। পূর্ব্বে এখানে বিশ-নগর নামধেয় নাগর ব্রাহ্মণের একশ্রেণী বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে এই মহকুমার নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশই শ্রীনারায়ণ স্বামীর মতাবলম্বী। বিশনগর সহরে প্রায় ২১ হাজার লোকের বাস।

বিশফ (ত্রি) শফরহিত। যাহাদের পায়ে খুর নাই।

"কর্শফস্ত বিশফস্ত দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা।" (অথর্ব্ব ৩৮০১৭)
'বিশফস্ত বিগতশফস্ত স্পর্দ্ধমানপুরুষকালসর্পাদেঃ বিস্পষ্ট-শফস্ত বা ক্রূরগোমহিষাদেঃ তস্য উভয়বিধস্য বহুবিধবিঘ্নকারিণঃ' (সায়ণ)

বিশব্দ (ত্রি) ১ নিঃশব্দ, শব্দরহিত। ২ শব্দবিশিষ্ট।

বিশব্দন (ক্লী) শব্দের উচ্চারণ।

বিশম্প (ত্রি) ১ লোক হইতে রক্ষিত। (পুং) ২ লোকভেদ। পাণিনির অশ্বাদিগণে গৃহীত। [বৈশম্পায়ন দেখ।]

বিশয় (পুং) বি-শী-অচ্। সংশয়।
"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" (মীমাংসা°)
২ আশ্রয়।

বিশয়বৎ (ত্রি) ১ সংশয়যুক্ত। ২ আশ্রয়বিশিষ্ট।

বিশয়িন্ (ত্রি) বিশয়োঽস্ত্যস্তেতি ইনি। সংশয়ী, সংশয়যুক্ত।

বিশর (পুং) বি-শৄ হিংসায়াং অপ্। ১ বধ। ২ শরীর-বিশরণ।
"জঙ্গিড়ো জম্ভাদ্ বিশরাদ্ বিষ্কন্ধাদ্ অভিশোচনাৎ।"
'বিশরাৎ শরীরবিশরণাৎ' (সায়ণ)
(ত্রি) ৩ শররহিত। ৪ শরযুক্ত। ৫ বিশীর্ণ।

বিশরণ (ক্লী) ১ মারণ। ২ পাতন।

বিশরদ (ত্রি) বিশারদ।

বিশরারু (ত্রি) বিস্মর।

বিশরীক (ত্রি) ১ পাতনশীল।

বিশর্দ্ধন (ক্লী) গুহ্যদেশে কুৎসিত শব্দ, বায়ুত্যাগ, পাদা।

বিশলগড়, বোম্বাই প্রদেশে কোহ্লাপুর পলিটিকাল এজেন্সীর অধীন এক ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই রাজ্যের কেন্দ্র অক্ষা° ১৬°৫২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। ভূপরিমাণ ২৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার। সহ্যাদ্রিশৈলমালার পূর্ব্ব ঢালু অংশে অবস্থিত; উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এখানে অল্প পরিমাণে কড়িকাঠ ও জালানিকাঠ পাওয়া যায়। এখানকার সামন্তের উপাধি প্রতিনিধি। তিনি কোহ্লাপুরের রাজাকে বার্ষিক ৫৯৮০৲ কর দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সামন্তের পূর্ব্বপুরুষ—পরশুরাম ত্রিম্বক বিশলগড়ের দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন। ছত্রপতি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র ১ম রাজারাম ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পরশুরামকে মহারাষ্ট্ররাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি (Viceroy) পদ প্রদান করেন। সাতারা ও কোহ্লাপুরবাসী শিবাজীর বংশধরগণ মধ্যে রাজপদ লইয়া (১৭০০-১৭৩১ খৃঃ অঃ) যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তৎকালে পরশুরাম সাতারাপক্ষে এবং তাঁহার পুত্র কোহ্লাপুরের পক্ষে যোগদান করেন, পিতা ও পুত্রে বিভিন্ন পক্ষেই প্রতিনিধিত্ব করিতেন। প্রতিনিধির বংশধর ভগবন্তরাও আবাজীর সহিত বৃটীশ গবর্মেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিন জন দত্তক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। শেষ সামন্ত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এক শিশু রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। এই শিশুর নাম আবাজী কৃষ্ণপন্থ প্রতিনিধি। পলিটিকাল এজেন্টের তত্ত্বাবধানে ইনি বেশ সুশিক্ষিত হইয়া যথাকালে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিবংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া থাকেন। রাজ্যমধ্যে এখন ৬টী বিদ্যালয়। মাল্কাপুরে রাজধানী।

২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও গিরিদুর্গ। অক্ষা° ১৬°৫৪´৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৪৭´ পূঃ।

বিশল্য (ত্রি) বিগতং শল্যং যস্মাৎ। ১ শল্যরহিত। ২ শেল হীন। ৩ শেলব্যথাশূন্য। ৪ যাতনাশূন্য। ৫ চিন্তাশূন্য।

বিশল্যকরণ (ত্রি) ১ যদ্দ্বারা শেল বা শল্য বাহির হয়। (ক্লী) ২ শল্য রহিত করণ।

বিশল্যকরণী (স্ত্রী) বিশল্যঃ ক্রিয়তে অনয়েতি। বিশল্য-কৃ ল্যুট্ ঙীপ্। ঔষধিবিশেষ, নির্বিষী, আয়াপান। রামায়ণে কথিত আছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতের দক্ষিণশিখরে ইহার জন্ম; এই মহৌষধি জীবের জীবনীশক্তির বৃদ্ধি, দ্বিধাকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্ধান (জোড়া লাগান) এবং সবর্ণীকরণ অর্থাৎ ক্ষতাদি শুষ্ক হইলে সেইস্থানজাত শ্বেতাদি বিকৃত বর্ণের নাশ করিতে সাতিশয় সমর্থ। ইহার বিশল্যকরণী নামের তাৎপর্য্য এই যে, শল্য বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিদ্ধ অস্ত্র, শস্ত্র, লৌহ, ও লোষ্ট্রপাষাণাদির উদ্ধার করণে ইহার ভূয়সী শক্তি। এই সকল কারণেই শক্তিশেলবিদ্ধ মুমূর্ষু লক্ষ্মণের শল্যোদ্ধরণ, জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষত সন্ধানের জন্য শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর হনুমানকে উক্ত পর্ব্বত হইতে এই ঔষধ আনয়নার্থ আদেশ করেন। হনুমানানীত এই মহৌষধিদ্বারাই লক্ষ্মণের মূর্চ্ছাপনোদন, শল্যোদ্ধরণ, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি এবং ক্ষতস্থানসন্ধান হয়।
"দক্ষিণে শিখরে জাতাং মহৌষধিমিহানয়।
বিশল্যকরণীং নাম্না সাবর্ণ্যকরণীং তথা।
সঞ্জীবকরণীং বীর সন্ধানীঞ্চ মহৌষধীম্॥" (রামায়ণ ৬।১০৩ সর্গ)
[নির্বিষী ও আয়াপাণ দেখ।]

বিশল্যকৃৎ (ত্রি) বিশল্যকারী। (পুং) বিশালীবৃক্ষ, হাপরমালী। পর্য্যায়—অঙ্কোড়ক, সুকন্দ, ভূপলাশ, আস্কেতি, আচরৎপ্রিয়।

বিশল্যা (স্ত্রী) ১ গুড়ূচী। ২ অগ্নিশিখা বৃক্ষ। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ নাগদন্তী, চলিত হাতীশুঁড়া। ৫ রামদন্তী বৃক্ষ (ইহা এক প্রকার তুলসী)। ৬ ঈষলাঙ্গলা। ৭ বনযমানী। ৮ বিবঙ্কত, চলিত বঁইচিগাছ। ৯ জুয়াতাশাক। ১০ তেউড়ী। ১১ পাকল। ১২ ত্রিপুটা। ১৩ নদীবিশেষ। ১৪ লক্ষ্মণের পত্নী।

বিশস (পুং) ১ বধ, হত্যা, মারণ, বিনাশ। ২ খড়্গ।

বিশসন (ক্লী) শস-হিংসায়াং বিশাস-ল্যুট্। ১ মারণ।
"তস্মিন্ বিশসনে ঘোরে চক্রলাঙ্গলসংপ্লবে।"(হরিবংশ ৯১।৪৩)
২ নরকবিশেষ। "প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃপানমিতি।" (ভাগবত ৫।২৬।৭)
(ত্রি) ৩ বিনাশকারী।
"যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিসমস্বনাম্।
অপশ্যাম মহারাজ! রৌদ্রীং বিশসনীং গদাং॥" (ভারত ৬।৫৯।৬০)
(পুং) ৪ খড়্গ। (ত্রিকাণ্ডশেষ)
"অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালস্তথৈব চ॥" (মহাভারত)

বিশসিত (ত্রি) বি-শস-ক্ত। মারিত।

বিশসিতৃ (ত্রি) বি-শস-তৃচ্। মারক, বিনাশক, হন্তা, হত্যাকারক।
"যজ্ঞযূপে বদ্ধা বিশসিতা ভূত্বা হন্তুং প্রচক্রমে।"(মনু১০।১০৫ কুল্লুক)

বিশস্ত (ত্রি) অবিনীত, ধৃষ্ট। ২ মারিত, নাশিত। ৩ কর্ত্তিত, ছিন্ন। ৪ সুসভ্য। ৫ অভীত।

বিশস্তি (স্ত্রী) বিশস-ক্তিন্। বধ, হত্যা, বিনাশ।

বিশস্তৃ (ত্রি) বি-শস-তৃচ্ (অনিট্)। ১ হিংসাকারক।
"আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ খাদকঃ সর্ব্বএব তে॥"
'তে সর্ব্ব এব পাপিন ইতি শেষঃ' (মহাভারত)
২ চণ্ডাল। (সংক্ষিপ্তসার)

বিশস্ত্র (ত্রি) শস্ত্ররহিত, অস্ত্রশূন্য।

বিশম্পতি (পুং) রাজা।

বিশাংপতি (পুং) বিশাং মনুষ্যাণাং পতিঃ, ষষ্ঠ্যা অলুক্। নরপতি, রাজা। "সংবেশায় বিশাম্পতিং।" (রঘু)

বিশাই (দেশজ) বিশ্বকর্ম্মা শব্দের অপভ্রংশ।

বিশাকরাজ (পুং) বিশাকঃ বিগতশাকঃ সন্ রাজতে বিশাক-রাজ্-ড। শাকশূন্যত্বাৎ তথাত্বম্। ১ ভদ্রচূড়, চলিত লঙ্কাসিজ বানেড়াসিজ। ইহাতে শাক অর্থাৎ পত্রাদি না থাকায় ঐরূপ নাম হইয়াছে। ২ হুস্বদন্তী। ৩ হাতীশুড়া। ৪ পারুল গাছ।

বিশাখ (পুং) ১ কার্ত্তিকেয়।
"প্রভুর্নেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুদুশ্চরঃ।" (মহাভারত)
২ ধনুর্দ্ধারীদিগের বিতস্ত্যন্তর (এক বিঘৎ অন্তর) পাদ-সংস্থান। (ভরত) ৩ যাচক। (মেদিনী) ৪ পুনর্নবা। (রাজনি°)
৫ স্কন্দাপস্মার অর্থাৎ স্কন্দনামক গ্রহকর্তৃক যে অপস্মার রোগ জন্মায়। (সুশ্রুত উ° স্থা° ৩৭ অ°)
(ত্রি) ৬ শাখাবিহীন, যার শাখা নাই।
"কবন্ধোঽবস্থিতঃ সংখ্যে বিশাখ ইব পাদপঃ।" (হরিবংশ ৪৮।৫২)
৭ স্কন্দাংশজাত দেবভেদ। স্কন্দের বজ্রপ্রহার হেতু এক দিব্য কুণ্ডলধারী সুবর্ণবর্ণসন্নিভ শক্তিধর যুবা পুরুষ জন্মে; বজ্রপ্রহার হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম বিশাখ হইল।
"বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সংজাতঃ পুরুষোঽপরঃ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃক্ দিব্যকুণ্ডলঃ।
যদ্বজ্রবেদনাজ্জাতো বিশাখস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"(ভারত বন°২২৬অ°)
৮ স্কন্দের অনুজ, কার্ত্তিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
(ভারত আদি° ৬৬ অ°)
৯ শিব। (ভারত আদি° ১৭ অ°)

বিশাখগ্রহ (পুং) বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ।

বিশাখজ (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ, টাবালেবুর গাছ। বিশাখায়াং জাতঃ (ত্রি) বিশাখজাত, যে বিশাখানক্ষত্রে জন্মিয়াছে।

বিশাখদত্ত (পুং) প্রসিদ্ধ মুদ্রারাক্ষসরচয়িতা। ইহার পিতার নাম পৃথু ও পিতামহের নাম বটেশ্বর দত্ত। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

বিশাখদেব (পুং) খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

বিশাখপত্তন, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী জেলা। ইহা ১৭°, ১৪´, ৩০´´ ও ১৮°, ৫৮´ উত্তরঅক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮২°, ১৯´ ও ৮৩°, ৫৯´ পূর্ব্বদ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। জয়পুর ও বিজয়নগরম্ সমেত ইহার ভূপরিমাণ ১৭,৩৮০ বর্গমাইল। ভূ-বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার আধিক্যে এস্থানটী মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রধানতম বলিয়া গণ্য। বিশাখপত্তন, উত্তরপ্রান্তে গঞ্জাম জেলা ও মধ্যপ্রদেশ দ্বারা, পূর্ব্বসীমায় গঞ্জাম ও বঙ্গোপ-সাগর দ্বারা, দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগর ও গোদাবরী জেলায় এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলা ১৮টী জমিদারী, ৩৭টী ভূসম্পত্তি ও তিনটী সরকারী তালুকের সমষ্টি-সমবায়ে গঠিত। বিশাখপত্তন সহরে শাসনকেন্দ্র অবস্থিত।

প্রাকৃতিক দৃশ্য—বিশাখপত্তন মান্দ্রাজের উত্তরসামুদ্রিক-প্রদেশের একাংশ। ইতিহাসে ইহা উত্তর সরকার নামে খ্যাত। এই স্থানটী অত্যন্ত পর্ব্বতসঙ্কুল ও রমণীয়; কিন্তু বড় অস্বাস্থ্যকর। পূর্ব্বঘাট নামক শৈলশ্রেণীর অংশবিশেষ এই সহরটীকে বিভাগ করিয়া বক্রভাবে ইহার উত্তর-পূর্ব্বাংশ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিভক্ত ভূমির একাংশ পর্ব্বতময় ও অপরাংশ সু-সমতল। শৈলশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটী প্রায় ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতের ঢালুঅংশে নানাবিধ উদ্ভিদ্ ও বৃহৎ বন্যবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। উপত্যকাভূমিতে প্রচুর সুন্দর বাঁশ দৃষ্টিগোচর হয়। কতকগুলি জলপ্রবাহ নানারূপে

পরিভ্রমণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে এবং কতকগুলি শাখা নদী গোদাবরী ও মহানদীর কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

পূর্ব্বঘাট শৈলশ্রেণীর পশ্চিমাংশে জয়পুর-জমিদারীর অধিকাংশ বিস্তৃত। ইহা সাধারণতঃ পর্ব্বতসঙ্কুল ও জঙ্গলময়। এই জেলার উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাংশে কন্ধ ও শবর জাতির বাস। উত্তরপ্রান্তে নিমগিরি পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। নিমগিরি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত, তাহাই শ্রীকাকোল ও কলিঙ্গপত্তন নামক স্থানে নদীর আকার ধারণ করিয়াছে।

বিমলিপত্তন ও কলিঙ্গপত্তন নগর ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সমুদ্রের তীরস্থিত সমতল ভূমি অধিকাংশই পর্ব্বতময়। সমুদ্রের প্রান্তভূমি এবং বিশাখপত্তন বন্দরের প্রবেশপথ অত্যন্ত রমণীয়। এইস্থানে গবর্মেণ্টের অনেকগুলি বনবিভাগ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান জমিদারীসম্পত্তি। জয়পুর রাজ্যের অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলময়। পালকোণ্ডার বনে এবং গোলকোণ্ডা তালুকের বনবিভাগে বহুতর বৃক্ষ ও বাঁশ জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বসিদ্ধি তালুকে অনেক জমি পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। পার্ব্বতীপুর তালুকে অনেক শালবৃক্ষ পাওয়া যায়।

ইতিহাস –বর্ত্তমান বিশাখপত্তন সহর পূর্ব্বকালে কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিশেষে প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় রাজগণ এই স্থানটী অধিকার করেন। সময়ান্তরে উড়িষ্যার গজপতিরাজারা ও তৈলঙ্গের রাজগণ অধিকারপূর্ব্বক ইহাতে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বাহ্মণীবংশের রাজা ২য় মহম্মদ উড়িষ্যাবিজয়ে জনৈক নৃপতির সাহায্য করায় তাঁহার নিকট হইতে খণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রী দুটী প্রদেশ পুরস্কারস্বরূপে প্রাপ্ত হয়েন। বাহ্মণীবংশের অধঃপতন সময়ে উড়িষ্যারাজ ঐ প্রদেশ দুটী পুনরধিকার করেন; কিন্তু কুতবসাহী রাজবংশের ইব্রাহিম পুনরায় ঐ দুইটী স্থান দখল করেন, এমন কি উত্তরাংশে শ্রীকাকোল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে অবরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা বিজয় করিয়া উত্তরপ্রদেশসমূহ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তখন বিশাখপত্তন শ্রীকাকোলস্থিত বাদশাহের জনৈক সুবাদারের শাসনাধীন ছিল। কালক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিলে হায়দ্রাবাদের নিজামবাহাদুর উত্তরসকারের অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি এই সময়ে ঐ স্থানের রাজস্ব ও বিচারবিভাগের যথেষ্ট সংস্কার করেন এবং রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোলে প্রধান মুসলমান কর্ম্মচারিগণের বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রথম নিজামবাহাদুরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে হায়দ্রাবাদের সিংহাসন লইয়া অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ফরাসীগণের সাহায্যে সলাবৎজঙ্গ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ মুস্তফানগর, এল্লূর, রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোল নামক চারিটী সরকার প্রদান করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণের পক্ষে রণকুশল সেনাপতি বুশী ঐ স্থানের ফরমাণ প্রাপ্ত হন এবং অল্পকাল পরেই নিজহস্তে উহার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

শ্রীকাকোলের শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিয়া সেনাপতি বুশী বিশাখপত্তনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত তদানীন্তন মোগলসম্রাটের বিশেষ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং ইহার ফলে মোগলসম্রাট বিশাখপত্তন আক্রমণের আদেশ দেন। বাদশাহীসেনা কোম্পানীর গুদাম ঘর আক্রমণ করে এবং সমস্ত ইংরেজগণকে মারিয়া ফেলে। তৎপর বৎসর একটী নূতন ফরমাণ প্রস্তুত হয় এবং তদ্দ্বারা কোম্পানী বিশাখপত্তন ও সমুদ্রতীরস্থ অন্যান্য স্থলে বসবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরম্ রাজার আহ্বানে ফরাসীগণকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ ক্লাইভ, কর্ণেল ফোর্ডকে বঙ্গদেশ হইতে উত্তরসরকারে পাঠাইয়া দেন। অল্প সময়ে রণনৈপুণ্যের ফলে ফোর্ড গোদাবরী জেলায় ফরাসীগণকে পরাজিত করিয়া মছলীপত্তনদুর্গ অধিকার করেন। অধিকন্তু নিজামবাহাদুরের নিকট হইতে কোম্পানীর পক্ষ মছলীপত্তনের পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থানের দখল প্রাপ্ত হন এবং ভবিষ্যতে ফরাসীগণ উত্তরসরকারে বাসের অধিকার না পায়, এই মর্ম্মে একখানি স্বত্বপত্র লিখাইয়া লয়েন। ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইব রাজকীয় ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী সমগ্র উত্তরসরকার ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজামবাহাদুরের সঙ্গে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে ঐ স্থানের স্বত্বাধিকার পূর্ণরূপে ইংরেজের অধীন হয়। এইরূপে বিশাখপত্তন ও ঐ প্রদেশের অবশিষ্ট সমুদায় স্থান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।

ইহার পর বিজয়নগরমবংশীয় রাজগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন। রাজভ্রাতা সীতারাম রায় ও দেওয়ান জগন্নাথ রায়ের ষড়যন্ত্রে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার্ টমাস্ রমবোল্ডের পদচ্যুতি ঘটে। উত্তরসরকারের প্রকৃত অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সরকারবাহাদুর 'কমিটী অফ্ সার্কুট' নামে একটী সভা গঠন করেন। এই সভা তাহাদের রিপোর্টে চিকাকোল সরকারের অধীন কাশিমকোটা প্রদেশ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, ঐ প্রদেশের যে সকল স্থান বর্ত্তমান বিশাখপত্তন

জিলাভুক্ত করা হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা (১) হাবিলী জমি, (২) বিশাখপত্তন-খামার ও (৩) বিজয়নগরম্‌-জমিদারী নামে তিন অংশে বিভক্ত ছিল। হাবিলী জমি সম্পূর্ণভাবে সরকারী অধিকারে ছিল। ৩৩খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বিশাখপত্তন-খামারে এবং অঙ্কু, গোলকোণ্ডা, জয়পুর ও পালকোণ্ডা রাজ্য বিজয়নগরম্‌ জমিদারীর মধ্যে ভুক্ত করা হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত বিশাখপত্তনের রাজা ও রাজসভাই এই প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। কিন্তু ১৭৯৪ খৃঃ অব্দে এই প্রাদেশিক সভা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সমস্ত উত্তরসরকার বিভাগ করিয়া, কয়েকজন কালেক্টরের হস্তে তাহার শাসনভার অর্পণ করা হয়। বিশাখপত্তন জিলাকেও তখন তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

এই সময়ে রাজা এবং রাজভ্রাতা সীতারাম রাজের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল। বন্দোবস্তের শৈথিল্যে জমিদারীর রাজস্বও দিন দিন বাকী পড়িতে লাগিল। গবর্মেণ্টের আদেশ অমান্য করিয়া রাজা রাজ্যমধ্যে অধিক সৈন্য নিযুক্ত করিতেছিলেন; অধিকন্তু জিলার অন্যতম জমিদারীর মধ্যেও রাজার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে সরকারবাহাদুর অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং রাজস্ব বাকীর জন্য রাজসম্পত্তি ক্রোকের ছলে বিশাখপত্তনে একদল য়ুরোপীয় সৈন্য ও সিপাহী প্রেরণ করিলেন। ইহারা শীঘ্রই বিজয়নগরমস্থিত রাজার দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি পদ্মনাভম্‌ নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু এখানেও কর্ণেল প্রেণ্ডারগাষ্ট্‌ নামক ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার গতি রোধ করিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুলাই রাজসৈন্য ও ইংরেজসৈন্যের মধ্যে এইস্থলে একটী ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত রাজা নিহত হন। অনেক চেষ্টার পর কনিষ্ঠ রাজকুমার নারায়ণ বাবা পিতৃরাজ্যাধিকারের একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই গবর্মেণ্ট জমিদারীর কতকাংশ পার্ব্বতীয় জাতির শাসনাধীন করিয়া দেন এবং রাজ্যের কতকাংশ খাসমহালভুক্ত করা হয়। এই প্রকারে ঐ প্রদেশের প্রধান নৃপতি বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন জয়পুরের জমিদারস্বরূপ ক্ষুদ্র একজন ভূস্বামীমাত্র হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানকালেও ঐ সকল স্থানের অধিকাংশ সম্পত্তিই জয়পুর-রাজবংশধরগণ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে উত্তরসরকারে স্থায়ী বন্দোবস্তের কার্য্য করা হয়। এই সময়ে এই জিলায় ১৬টী পুরাতন জমিদারী ছিল। এই সকল জমিদারী হইতে ৮০,২৫৮০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। মান্দ্রাজের অন্যান্য জিলার ন্যায় এস্থানের সরকারী জমিও জমিদারীর নিয়মানুসারে শাসিত হইতে থাকে। কাজেই ঐ জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করিয়া নিলামে বিক্রয় করা হয়। এই প্রকারে এই স্থানকে ২৬ অংশে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত ১৬টী পুরাতন জমিদারী ও এই বিভক্ত ২৬ অংশ একত্র করিয়া নূতন বিশাখপত্তন জিলা গঠিত হয়। এই অভিনব ব্যবস্থায় জমিদারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। এই অসন্তুষ্টি ক্রমে ক্রমে অবাধ্যতার আকার ধারণ করিল। চারিদিকে নানারূপ অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এই জিলায় ও গঞ্জাম সহরে এতদূর উপদ্রব হইতে লাগিল যে গবর্মেণ্ট অশান্তি নিবারণার্থ একদল ফৌজ প্রেরণ করিলেন। এই সঙ্গে ঐ সকল অশান্তির কারণ নির্ণয় ও উহা দমনের উপায় নির্দ্ধারণার্থ মিঃ জর্জ রাসেলকে কমিশনার নিযুক্ত করা হইল। মিঃ রাসেল বিশাখপত্তনের অশান্তির মূলীভূত কারণস্বরূপ দুইজন লোককে নির্দ্দেশ করেন। ইহার মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়। অপর ব্যক্তি সহর ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। পালকোণ্ডা সহরেও এ সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৌশলে শীঘ্রই তাহা দমিত হইল। মিঃ রাসেলের পরামর্শানুসারে এই সময়ে রাজ্যের প্রচলিত শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

[বিজাগাপাটাম্‌ ও বিজ্যানগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

১৮৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যবস্থায় কার্য্য চলিতেছিল। এই সময়ে দেশের অশান্তি অত্যাচারও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিযুক্ত রাণীকে হত্যা করা অপরাধে পার্ব্বত্য গোলকোণ্ডা রাজ্যও অবশেষে গবর্মেণ্ট অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮৪৯-৫০ ও ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। রাজা ও রাজকুমারের মধ্যে প্রায়ই বাদবিসংবাদ চলিতেছিল। এই বিরোধের ফলে রাজ্যনাশের আশঙ্কায় তত্রত্য এজেণ্ট জয়পুরের তালুক চারিটী স্বীয় শাসনাধীন করিয়া রাখেন। এবং ১৮৬০ খৃঃ অব্দে রাজার মৃত্যুর পর উহা পুনরায় রাজকুমারকে প্রত্যর্পণ করা হয়। এই সঙ্গে গবর্মেণ্টের পক্ষীয় একজন সহকারী এজেণ্ট্‌ ও সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জয়পুরে রাখা হইল। এবং রাজ্যের শাসন ও বিচারের ভার এজেণ্ট্‌ ও পুলিসের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৭৯-৮০ সালে রম্পপ্রদেশে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, কালক্রমে তাহা গুড়েম রাজ্য দিয়া জয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

বিজয়নগরমরাজ্যের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত,—স্থানীয় রাজা অত্যন্ত

ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ের ভার গবর্মেণ্ট নিজহস্তে গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর পরে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া গবর্মেণ্ট পুনরায় রাজাকে রাজ্যপ্রদান করেন। ইংরাজের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া ১৮২৭ খৃঃ অব্দে রাজা কাশীবাসী হন। রাজকুমারের নাবালক অবস্থায় এবং তৎপরেও কএক বৎসর (১৮৪৮-১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) মিঃ ক্রোজিয়ার্ কুশলতার সহিত রাজ্যশাসন করেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজস্বের আয়ও বাড়াইয়া যান। সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমার অত্যন্ত চতুরতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। রাজপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাকে "কে, সি, এস্, আই" ও মহারাজা উপাধি প্রদান এবং তাঁহার সম্মানসূচক ১৩টী তোপের বন্দোবস্ত করেন। এই রাজার মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে পশুপতি আনন্দ গজপতি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনিও অত্যন্ত কুশলতার সহিত রাজদণ্ড চালনা করিতেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে তিনি পিতৃ-সম্মানের উত্তরাধিকারীস্বরূপ 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি মান্দ্রাজের আইন-সভার সদস্য নিযুক্ত হন।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে স্থানীয় পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার পরিণামে তত্রত্য জমিদারী তালুকগুলির বিচার ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণরূপে কলেক্টর সাহেবের অধীন করা হয়। যে সকল স্থান এই কলেক্টরের শাসন-বহির্ভূত থাকে, তাহাও চিকাকোলের জজ সাহেবের অধিকারভুক্ত করা হয়। ঐ সকল স্থানের শাসন সংরক্ষণের জন্য বিশাখপত্তনে একটী কাছারী প্রতিষ্ঠা এবং রায়বরম্ জেলায় একজন মুন্সেফ্ নিযুক্ত করা হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য চলে। ইহার পরে বিশাখপত্তনে একটী নূতন আদালত স্থাপন করা হয়। বিজয়নগরম্ ও ববিলি জমিদারী এবং পালকোণ্ডা জেলা এই আদালতের এলাকাভুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে কলেক্টরের অধীন ভূভাগের পরিমাণ কিছু খর্ব্ব করা হয়। এখন জয়পুর, মাড়ুগল, পাঞ্চিপেন্ত, কুরুপাম্, পার্ব্বত্য মেরাঙ্গি জমিদারী এবং পালকোণ্ডা, গোলকোণ্ডা ও কাশীপুরের পার্ব্বত্য জমিদারী কলেক্টরের অধীন হইয়াছে। জেলা আদালতের অধীন ছয়টী মুন্সেফ কাছারী আছে। এখানে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী। পার্ব্বত্য অসভ্যজাতির মধ্যে হত্যাসংক্রান্ত মোকদ্দমাই সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

শান্তিরক্ষার সৌকর্য্যার্থে বিশাখপত্তনকে জয়পুর ও বিশাখপত্তন, নামক দুইটী জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৬২৭ জন কনেষ্টবল ৩৩ জন ইন্স্পেক্টর ও সর্ব্বোপরি ৫ জন ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। প্রথমতঃ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে এই পুলিসবিভাগ স্থাপন করা হয়। প্রথম প্রথম ইহাতে অধিবাসিগণ কিছু প্রতিবাদ করিতেছিল। কিন্তু সরকারের কৌশলে এ আপত্তি শীঘ্রই মিটিয়া যায়। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ও ১৮৬৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরে সৌর প্রদেশে যে সামান্য বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে পুলিসের সঙ্গে জনসাধারণের যৎসামান্য মারামারি হইয়াছিল।

বিশাখপত্তন সহরের বাহিরে স্বাস্থ্যকর স্থানবিশেষে জেলখানা স্থাপিত। এই জেলে ১৭২ জন কয়েদীর স্থান হইতে পারে। যাহারা অধিকদিনের জন্য কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে রাজমহেন্দ্রীতে সদর জেলখানায় রাখা হয়। পার্ব্বত্যজাতির জন্য পার্ব্বতীপুরে একটী নূতন কারাগার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে ১০০ জন কয়েদীর স্থান হইতে পারে। বন্দী অবস্থায় থাকিলে এই জাতির মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশাখপত্তনে লেখাপড়ার একরূপ চর্চ্চাই ছিল না। বিজয়নগরম্ সহরে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। এস্থানে বি-এ পর্য্যন্ত পঠিত হয়। বিশাখপত্তনে একটী আধা-সরকারী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও তিনটী উচ্চ ইংরেজী, ১১টী মধ্য ইংরেজী, ও ৮১২টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিশাখপত্তন, পালকোণ্ডা ও ইলামঞ্চিলী নামক স্থানত্রয়ে তিনটী নর্ম্মাল্ স্কুলও স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু বিভিন্ন স্থানে নয়টী বালিকা বিদ্যালয় ও বিশাখপত্তনে কয়েকটী যুবককর্তৃক স্থাপিত ও পরিপোষিত কৃষক সন্তানের জন্য একটী অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এ দেশের বালকবালিকাগণ লেখাপড়া শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতেছে, পরবর্ত্তী আদমসুমারী দেখিলে স্পষ্টই তাহার উপলব্ধি হইবে।

বিশাখপত্তন সহর, বিমলিপত্তন, বিজয়নগরম্ ও অনোকপল্লি জেলায় চারিটী মিউনিসিপাল কার্য্যালয় আছে। বিশাখপত্তন সহরের উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ ওয়ালেয়টার্ বেলতরু নামক স্থান। এই স্থান প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়েই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। এস্থানের বিস্তৃতি ৩ মাইল ও জলবায়ু একান্ত স্বাস্থ্যকর। বিশাখপত্তন সহরে একটী সুবৃহৎ মিউনিসিপাল অফিস নির্ম্মিত আছে। ইহার অধীন একএকটী পুস্তকাগার, পাঠাগার ও স্থানীয় সমিতির কার্য্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এখানে একটী বৃহৎ হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা আছে। ইহার উন্নতিকল্পে বিজয়নগরম্এর মহারাজ পর্য্যাপ্ত অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। হাঁসপাতালের সন্নিকটে একটী অনাথাশ্রম ও ইহার অনতিদূরে সরকারী পাগ্লা-গারদ আছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে বিমলি-

পত্তন বিশেষ বিখ্যাত। এস্থানে ইংরেজ ও ফরাসীদের কএকটী কারখানা আছে এবং কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ইংরেজের যে ষ্টীমার যাতায়াত করে, এই বন্দর উহার একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। বিমলিপত্তনে একটী হাঁসপাতাল, একটী খৃষ্টানের গির্জ্জা, একটী বিদ্যালয় ও একটী পাঠাগার এবং এ ছাড়া বিজয়নগরম্ জেলার দেশীয় পদাতিক সৈন্যের একটী নাতি-বৃহৎ দুর্গ আছে।

জলবায়ু—স্থানের বিভিন্নতা অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকারের স্বাস্থ্য নহে। সমুদ্র তীরসন্নিহিত স্থানসমূহের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ মৃদুমধুর ও গ্লানিহারক। কতকদূর গ্রামের ভিতর অগ্রসর হইলেই অত্যন্ত গরম বোধ হইবে। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার সন্নিহিতস্থল অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও ম্যালেরিয়াপ্রধান। সহরে রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবই বেশী। পার্ব্বত্যপ্রদেশে জঙ্গলীজ্বর বা অবিরাম পিত্তজ্বরের প্রকোপ অত্যধিক। এতদ্ব্যতীত কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাবও সচরাচর ঘটিয়া থাকে। সমতল, বিশেষতঃ স্যাঁত্ স্যাতে স্থান সমূহে 'বেরি-বেরি' নামক একপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। তটসংলগ্ন প্রদেশে শ্বেতরোগ, গোদ ও গলগণ্ডের প্রভাবও কম নহে। যাহা হউক, সর্ব্বোপরি বিশাখপত্তনের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট।

২ মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিশাখপত্তন মহাকুমার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৪২ বর্গমাইল।

৩ মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর অধীন বিশাখপত্তন জেলার প্রধান সহর। ১৭° ৪১´ ৫০´´ উত্তর অক্ষা° ও ৮৩° ২০´ ১০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহা মিউনিসিপালিটীর অধীন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে একটী প্রধান সেনা-নিবাসের কার্য্যালয়, জজসাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীত্রয়, জেলখানা, পুলিস-অফিস, পোষ্ট ও টেলীগ্রাফ্ অফিস, গির্জ্জা, স্কুল, হাঁস-পাতাল, অনাথাশ্রম, পাগলাগারদ ইত্যাদি বহুবিধ গৃহ বর্ত্তমান আছে।

বিশাখপত্তন সহর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে স্থাপিত। একটী নদী সহর হইতে সাগরাভিমুখে আসিয়াছে।

এ সহরটী দুর্গের ন্যায়। সাধারণতঃ ইহাকে বিশাখপত্তন দুর্গও বলা হয়। এখানে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় পদাতিক সৈন্য আছে।

মিউনিসিপালিটীর চেষ্টায় ও অর্থে এখানকার স্বাস্থ্য ও রাস্তা-ঘাটের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় এবং তদ্ভিন্ন উহার সাহায্যে একটী পাঠাগার, পুস্তকাগার ও কয়েকটী স্কুল পাঠশালাও স্থাপিত হইয়াছে। সহরের উন্নতিকল্পে বিজয়নগরের মহারাজ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

প্রবাদ—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অন্ধ্ররাজ এই নগরের পত্তন করিয়াছিলেন। মুসলমানদের দিগ্বিজয়কালে কলিঙ্গ প্রদেশের অবশিষ্ট ভাগ সমেত এই নগরও মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬৮৯ খৃঃ অঃ এই কারখানা মোগলগণ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারিগণকে নিহত করিয়া ফেলে। পর বৎসরেই ইংরেজগণ পুনরধিকার করিয়া অনতিবিলম্বে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাফর আলি বা তাহার মহারাঠা দল বল বিমলিপত্তন ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান লুণ্ঠন করিয়াও বিশাখপত্তনের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই। অতঃপর সেনাপতি বুশী কিছুদিনের জন্য নগর অধিকার করেন, তৎপরে বিজয়নগরম্এর রাজা ফরাসীগণকে বিতাড়িত করিয়া ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে এদেশ পুনরায় ইংরাজের হস্তে প্রদান করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ আর কোন ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশাখপত্তন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়ে এই স্থান দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিতেছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে বিদেশজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস ও ইংলণ্ডের ধাতু ; এবং রপ্তানীর মধ্যে শস্য ও গুড়ের বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য। এস্থানে বহুবিধ দেশীকাপড়, কারুকার্য্যময় দ্রব্য সম্ভার, চন্দনকাষ্ঠ ও রৌপ্যের সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাক্স, ডেস্ক, পাশার কোট এবং অন্যবিধ আবশ্যকীয় ও বিলাসোপযোগী সামগ্রীও যথেষ্ট নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বিশাখপত্র (পুং) বালরোগভেদ।

বিশাখযূপ (পুং) ১ একজন প্রাচীন রাজা। ২ নৃসিংহপুরাণোক্ত প্রাচীন জনপদভেদ। কেহ কেহ ইহাকেই বিশাখপত্তন বলিয়া মনে করেন। [বিশাখপত্তন দেখ।]

বিশাখল (ক্লী) যুদ্ধকালে অত্যন্ত ব্যবধানে পাদদ্বয়ের বিন্যাস।

'বিশালান্তর-বিন্যস্তে পাদযুগ্মে বিশাখলম্।' (শব্দমালা)

বিশাখা (স্ত্রী) ১ কঠিল্লক। (মেদিনী) ২ অশ্বিনী আদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত ষোড়শ নক্ষত্র। ইহার পর্য্যায়, রাধা। এই নক্ষত্রের রূপ তোরণাকার ও তাহাতে চারিটী তারকা সংযুক্ত আছে। (মুহূর্ত্তচিন্তামণি) ইহার অধিদেবতা শক্র এবং অগ্নি, কেননা একই নক্ষত্র দুইটী*। এই নক্ষত্র মিত্রগণের অন্তর্গত। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে

* "পঞ্চোর্মধ্যগতস্তত্র সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ সম্পূর্ণ ইব চন্দ্রমাঃ।" (রামায়ণ)
রামায়ণের এই শ্লোকানুসারেও দুইটী বিশাখা নক্ষত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়,

জাতবালক সর্ব্বদা নানাকার্য্যে অনুরক্ত থাকে এবং স্বর্ণকারের সহিত তাহার সখ্যতা হয়, কিন্তু তাহার সহিত স্থপর কাহার সখ্যতা হয় না। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৩ শ্বেতরক্ত পুনর্নবা।" (বৈদ্যকনি°) ৪ কৃষ্ণা অপরাজিতা। ৫ কঠিল্লক বৃক্ষ।

বিশাখা, প্রাচীন জনপদভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং 'পি সো কিআ' নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি কৌশাম্বী দর্শন করিয়া তথা হইতে ১৭০ বা ১৮০ লি (প্রায় ২৫।৩০ মাইল) উত্তরে আসিয়া বিশাখা রাজ্যে উপনীত হন। এই রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪০০০ লি ও রাজধানী প্রায় ১৬ লি। এখানে নানাবিধ শস্য ও যথেষ্ট ফল ফুল জন্মে। অধিবাসী শিষ্টশান্ত, সকলেই অধ্যয়নে নিরত ও মোক্ষকামী। চীনপরিব্রাজকের সময়ে এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে হীনযানসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। এ ছাড়া এখানে তিনি ৫০টী দেবমন্দির ও তাহাতে বহু দেবভক্ত দেখিয়া গিয়াছেন।

রাজধানীর উত্তরে রাজপথের বামপার্শ্বে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল। এখানে থাকিয়া পূর্ব্বকালে অর্হৎ দেবশর্ম্মা 'বিজ্ঞানশাস্ত্র' লিখিয়া আত্মবাদ খণ্ডন করেন। এখানেই ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব ৭ দিন ধরিয়া শতাধিক হীনযানী আচার্য্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারামের পার্শ্বেই অশোকনির্ম্মিত একটী বৃহৎ স্তূপ ও তাহার নিকট বুদ্ধদেবের নির্ম্মাল্য-পরিত্যক্ত পুষ্পবীজোৎপন্ন একটী বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল। বহু দূরদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীগণ এই বোধিতরু দেখিতে আসিত। কতবার ব্রাহ্মণেরা এই গাছ কাটিয়া দিয়াছেন, তথাপি চীনপরিব্রাজকের সময় পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ নষ্ট হয় নাই। ইহার অনতিদূরে চীনপরিব্রাজক গত ৪ জন বুদ্ধের স্মৃতি দেখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ সাকেত বা বর্ত্তমান অযোধ্যাকেই চীনপরিব্রাজকের 'বিশাখা' রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিশাখিকা (স্ত্রী) [বিশাখা দেখ।]

বিশাখিল (পুং) জনৈক কলাশাস্ত্ররচয়িতা।

বিশাতন (ত্রি) বি-শত-ণিচ্-ল্যুঃ। মোচনকর্ত্তা।

"নমস্তে দেব দেবেশ সনাতন বিশাতন।
বিষ্ণো জিষ্ণো হরে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম॥" (মহাভারত)

বি-শত-ণিচ্-ল্যুট্। (ক্লী) ২ পাতন।

"যতমানাঃ প্রযত্নেন দ্রোণানীকবিশাতনে।
ন শেকুঃ সৃঞ্জয়া যুদ্ধে তদ্ধি দ্রোণেন পালিতম্॥" (মহাভারত)

বিশাপ (ত্রি) শাপান্ত, শাপরহিত।

"বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ।" (ভাগ° ৯।৯।৩৮)

(পুং) ২ মুনিভেদ।

বিশাম্পতি (পুং) বিশাং প্রজানাং পতিঃ। রাজা।

বিশায় (পুং) বি-শী-ঘঞ্। (ব্যুপয়োঃ শেতে পর্য্যায়ে। পা ৩।৩।৩৯) প্রহরীদিগের পর্য্যায়ক্রমে শয়ন। (অমর)

বিশায়ক (পুং) লতাভেদ। [বিশাকর দেখ।]

বিশায়িন্ (ত্রি) বি-শী-ণিনি। ১ শয়নকারী। ২ যে শয়ন করে না বা জাগিয়া চৌকী দেয়।

বিশারণ (ক্লী) বি-শৃ-ণিচ্-ল্যুট্। মারণ।

বিশারদ (ত্রি) বিশাল-দা-ক। রলয়োরভেদঃ ইতি লস্য রঃ। ১ বিদ্বান্। (মনু ৭।৬৩) ২ প্রগল্‌ভ। ৩ প্রসিদ্ধ। ৪ শ্রেষ্ঠ। ৫ দক্ষ, নিপুণ। ৬ নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্। ৭ বিস্তৃত। ৮ গর্ব্বিত। (পুং) ৯ বকুল।

বিশারদা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র দুরালভা।

বিশারদিমন্ (পুং) বৈশারদ্য, নৈপুণ্য।

বিশাল (ত্রি) বি-শালচ্। (বেঃ শালচ্ছঙ্কটচৌ। পা ৫।২।২৮।) যদ্বা বিশ-প্রবেশনে-কালন্ (তমিবিশিবিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭।) ১ বৃহৎ। ২ (বিগতঃ শালঃ স্তম্ভো যস্য) স্তম্ভরহিত। ৩ বিস্তৃত, চৌড়া। ৪ বিখ্যাত, অদ্ভুতকর্ম্মা। ৫ বিস্তীর্ণ। (পুং) ৬ মৃগভেদ। ৭ পক্ষিভেদ। ৮ বৃক্ষভেদ ৯ একজন পুরাণপ্রসিদ্ধ নৃপতি। ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনিই বিশালা নগরী স্থাপন করেন। (রামায়ণ)

১০ ষড়হভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌত° ২৪।২।১৬) ১১ তৃণবিন্দুর পুত্রভেদ (বিষ্ণুপুরাণ) [বিশাল দেশ দেখ।] ১২ বৈদিশ বা বিদিশা নগরীর রাজভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭০।৪) ১৩ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১২)

বিশালক (পুং) ১ কপিত্থ, কদ্‌বেল। ২ গরুড়। ৩ যক্ষভেদ।

বিশালগ্রাম (পুং) পুরাণোক্ত গ্রামভেদ। (মার্কপু°)

বিশালতা (স্ত্রী) বিশাল-তল্-টাপ্। ১ বিস্তার। ২ বৃহত্ত্ব, প্রকাণ্ডতা। ৩ পার্শ্ববিস্তার, ওসার, বহর।

বিশালতৈলগর্ভ (পুং) অঙ্কোঠবৃক্ষ।

বিশালত্বক্ (পুং) ১ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিনগাছ।

বিশালদা (স্ত্রী) লতাভেদ (Albagi Maurarum)

বিশালদেশ, বিশালরাজপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন জনপদভেদ। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ বিশালরাজের শাসনাধিকার। তাই ইহার নাম বিশাল। বিশালদেশের বায়ুকোণে বেত্রিয় বা বেথিয়া, পূর্ব্বদিকে মধুপুর, দক্ষিণে ভাগীরথী এবং উত্তরে শেলম বা সেলিমপুর। এই দেশের

সীমাবিস্তার বিংশযোজন। বিশালনগরের অধিবাসিগণ অধিকাংশই ধার্ম্মিক। এই দেশের মধ্যে আরও তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ আছে। তাহাদের একটীর নাম চম্পারণ, দ্বিতীয়টী শালীময়, তৃতীয়টী দীর্ঘদ্বার। এই শেষোক্ত দেশটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও বিশালদেশের যাবতীয় ঘটনা এই নামেই উল্লেখ্য। ইহার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তাহার নাম কসমর।

দীর্ঘদ্বার দেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই---দীর্ঘদ্বারের অধিবাসিগণ সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, পরদারে বিমুখ, ও কৃষিকার্য্যে তৎপর ছিল। এখানকার ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক। অধিবাসীদিগের মধ্যে সকলেরই ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবল অনুরাগ। উহাদের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। লোকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের মধ্যে আবার প্রায়শই গলগণ্ড ও গণ্ডমালারোগাক্রান্ত। উহারা গণ্ডকী নদীর জল ব্যবহার করিলেও কলির প্রভাবে উহাদের রোগশোক অনিবার্য্য। শস্যমধ্যে এখানে প্রচুর ধান্যের উৎপত্তি হয়। এখানে তিন জাতির বাস, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং কুড়্মি। কলির প্রারম্ভে দীর্ঘদ্বারে পর পর চারিজন রাজার রাজত্বকাল।

দীর্ঘদ্বারের অর্দ্ধযোজন দূরে মহাদেবী অম্বিকার অধিষ্ঠান। রাজা বিশাল, ঐ দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদ্বারের অধিবাসিগণ উঁহার পূজাকার্য্যে তৎপর।

বিশালদেশস্থ দ্বিজাতিবর্গ বেদচর্চ্চায় রত। জ্ঞানে, ধনে, শৌর্য্যে, সম্মানে সকল বিষয়েই ইহাঁরা বিশাল নামের যোগ্য। দীর্ঘদ্বারবাসিগণ কলির প্রারম্ভে নস্তক, ধনহীন, স্ত্রৈণ এবং মাতা, পিতা, জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও সুহৃৎ সজ্জন প্রভৃতিরও ধন হরণ করিয়া আত্মসুখ সাধনে রত হয়। এতদ্ভিন্ন খণ্ডমর্ত্ত্য স্থানে যাহাদিগের বাস, রাজকীয় করদান ব্যাপারে তাহারা একেবারেই বিমুখ। কলির একাংশ অতীত হইলেই ঐ দেশে কেতুর উদয় হয়, কিন্তু একটী কেতু নয়, শ্বেত, নীল ও রক্তবর্ণ ভেদে পর পর চারিটী ভীষণ কেতুর উদয় অনিবার্য্য। ইহারা লোকনাশের হেতুভূত ; ফলিলও তাই—সেই সময় বিশালদেশবাসীদিগের সঙ্গে নেপালীসৈন্যের গণ্ডকী নদীতীরে ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের স্থিতিকাল তিন বর্ষ। হরিহর শিবদেব তখন বিশালের রাজা। নেপালীদিগের সহিত যুদ্ধে বিশালদেশ বিধ্বস্ত হয়। তৎপরে নেপালসৈন্য কর্ত্তৃক বিশালদেশে অবাধলুণ্ঠন, বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে বহু লোকের শিরশ্ছেদন, পরে বিশালরাজ্য নেপাল অধিকারে সংস্থাপন। এই সকল ঘটনা কলির প্রারম্ভে সংঘটিত হয়। নেপালীদিগের লুণ্ঠনে দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে। দারিদ্র্য তাড়নায় বিশালবাসীরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া বাস করে।

কার্ত্তিক মাসে এখানকার গঙ্গা এবং গণ্ডকী নদীর সঙ্গম বড়ই পুণ্যপ্রদ। তাই স্নানতর্পণাদি করিয়া যাত্রিগণ এখানে প্রতি বর্ষে পাপ ক্ষালন করে।

এক্ষণে বিশালদেশস্থ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামগুলির বিবরণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। বিশালরাজ্যের এক দীর্ঘদ্বার প্রদেশেই সাত হাজার গ্রাম। এই সপ্ত সহস্র গ্রামের মধ্যে ত্রিশটী গ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রাম হরিহরছত্র। এই গ্রাম গণ্ডকীতীরে বিরাজিত। এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বেশী। শূদ্রাদি অন্যান্য জাতির বাস তদপেক্ষা কম। এইখানে হরিহরদেবের এক অত্যুচ্চ মন্দির আছে। উহার দৃশ্য বড়ই চমৎকার। প্রতিবর্ষে হরিহরদেবের সম্মুখে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় গ্রাম্য এবং অরণ্যজাত বহু পশু বিক্রীত হয়। তদ্ভিন্ন অনেক মূল্যবান্ রত্নাদিরও এখানে কেনাবেচা হইয়া থাকে। ১৫০৫ বিক্রম সম্বতে আমের বা আমীরনগরীর অধিপতি মানসিংহ যবনরাজের আদেশে যশোরাধিপতিকে বিনাশ করিতে যাত্রা করিয়া গণ্ডকীতীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। তিনি স্বব্যয়ে অত্রত্য প্রাচীন হরিহর মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়া দেন এবং দেবসেবার্থ বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন।

আমে-গ্রামের দক্ষিণে দীর্ঘদ্বার প্রদেশের অন্তর্গত শঙ্করপুর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে কল্যাণকারী নামে এক শিবলিঙ্গ ছিলেন, যবনাধিকারে তাঁহার অন্তর্ধান হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাপস্রোতে এই গ্রামের সর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। তৃতীয় হুগ্গল গ্রাম। এই গ্রামের সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে একটী কপিলা গাভী ছিল। এই জন্য ইহার অপর নাম কপিলাগ্রাম। প্রবাদ—ঐ গাভীর কৃপায় এ গ্রামে ভক্ষ্য ভোজ্য পেয়াদির কোনই অভাব ছিল না। গাভীর আদেশ—যদি গ্রামে গোহত্যা হয়, তবেই এই গ্রামের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পরবর্ত্তী গ্রামের নাম গঙ্গাজল। এ গ্রামটী বিশেষ সমৃদ্ধ। পুরাণাখ্যানে প্রকাশ—এ গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণই ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করিতেন। কর্ম্মফলে হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ পঙ্গু হইয়া পড়েন। গঙ্গাস্নান করিতে পারিবেন না বলিয়া ব্রাহ্মণ তখন চিন্তায় আকুল, স্নানাহার নাই, সমস্ত দিন উপবাসী; রাত্রিতে স্বপ্ন হইল, যাবৎ ব্যাধি আরোগ্য না হয়, গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণের গর্গরী মধ্যে ততদিন থাকিবেন। সেই হইতে গ্রামের নাম গঙ্গাজল। গঙ্গাজল-গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের পাপাচারে গ্রামের ধ্বংসসাধন, সপ্তবার এই গ্রামে অগ্নিদাহন, তারপর কল্কিদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত গহন অরণ্যে ইহার পরিণতি, ইহাই ভবিষ্যদ্ বাণী।

গন্ধাহার একটী প্রধান গ্রাম। কলিতে ইহা যবনাধিকারে

পতিত হয়। এখানে অনেক গন্ধবণিকের বাস। শতদল, মল্লিকা, যূথিকা ও কেতকী প্রভৃতি পুষ্পদিগকে যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া একপ্রকার সৌগন্ধিক রসদ্রব্য প্রস্তুত করা, ঐ সকল গন্ধবণিকৃদিগের ব্যবসায়। সেই জন্য সকলের কাছেই এই গ্রাম গন্ধাহার নামে পরিচিত। গ্রামটী সদাই সুগন্ধে পূর্ণ। গ্রাম মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রচুর অশ্বথ বৃক্ষ। সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ব্রহ্মদৈত্য এই সকল বৃক্ষে আসিয়া বাস করে। ক্রমে গ্রামস্থ বণিকৃবধূগণের উপর ব্রহ্মদৈত্যের সমাবেশ হয়। ভূতাবেশবশে গ্রামবাসীরা যখন গ্রাম ছাড়িয়া দূরদেশে পলায়ন করে; তখন গ্রামমধ্যে যে অসংখ্য পুষ্পোদ্যান ছিল, তাহা জন সমাগমহীন হওয়ায় শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

আর একটী গ্রাম পানকপুর। গ্রামের অধিবাসীরা প্রায়ই বাস্তুকর। মলিনবস্ত্রে, মলিন আকারে থাকাই তাহাদের অভ্যাস। শালিবাহন শাকের প্রারম্ভে এই গ্রাম ধ্বংস হয়। বিশালদেশের অন্যতম প্রধান গ্রাম দেত বা দেবগ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানে নানাজাতীয় বৃক্ষ ছিল। এইস্থান গভীর অরণ্যময়, তাই সহজে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না; বিশালরাজের বংশধরেরা এখানকার বনবৃক্ষাদি কাটাইয়া এই স্থানে অম্বিকা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অম্বিকাপূজার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজাদেশে দেবগ্রামে আসিয়া অনেক মালাকার বাস করে। অম্বিকার প্রকোপে অগ্নিদাহে এই গ্রাম নষ্ট হয়।

তারপর সুবর্ণগ্রাম, গোবিন্দচক্র, বামনগ্রাম, কশমরের উত্তরে গোবর্দ্ধন ও মকের গ্রাম। মকেরগ্রাম চন্দ্রসেন রাজা-কর্তৃক ধ্বংস হয়। তৎপরে শক্তিসিংহপ্রতিষ্ঠিত বিহার, বিশাল-রাজের কেলিস্থান বনকেলি নামক বৃহৎ গ্রাম, ভোজরাজের সময়ে প্রতিষ্ঠিত পারশাগ্রাম, (এখানে অকস্মাৎ ক্রোশ-পরিমিত একটী জলময় মহাগর্ত্ত উৎপন্ন হয়)। আর একটী প্রসিদ্ধ স্থান তারানগর। এখানে তারাদেবীর মন্দির ও বলিদানরত বহু শাক্তব্রাহ্মণের বাস। অবগাহী নামে একটী গ্রাম আছে। উগ্রসেন রাজা তথায় সোমযজ্ঞ করেন এবং তদুপলক্ষেই সেখানে কান্যকুব্জাগত চতুর্বেদী ব্রাহ্মণের বাস হয়। আর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম বসন্তপুর। এখানে বিশালরাজগণের পুরোহিতবংশের বাস। হোলিকা নামে এক রাক্ষসের উৎপাতে এই গ্রামের ধ্বংস হয়। এই বসন্তপুরের পূর্ব্বদিকে যোজন পরিমিত দূরে সুপ্রাচীন বিশালনগরীর ধ্বংসাবশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৩৮-৪৯ অঃ)

বিশালের ইতিহাস।

ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে বর্ণিত আছে—

সূর্য্যবংশে তৃণবিন্দু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র; বিশাল, হীনবধূ ও ধূম্রকেতু। এই তিনের মধ্যে বিশালই জ্যেষ্ঠ। বিশাল চীনাচার শিক্ষা করিবার জন্য উত্তরদেশে গমন করেন। গণ্ডকী নদীতীরে তিনি একমাস তপ করিয়া নিজনামে পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসহেতু এই স্থান বৈশাল নামে খ্যাত হয়।* রাজা বিশালের পুত্র হেমশশী, তৎপুত্র ধূম্রাক্ষ এবং তৎপুত্র সংযম। যমাদি অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধ হইয়া-ছিলেন বলিয়া সংযম নাম হয়। সংযমের পুত্র মহাবীর কৃশাশ্ব। কৃশাশ্বের ঔরসে চারুশীলার গর্ভে রাজা সোমদত্তের জন্ম। সোম-দত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তৎপুত্র সুমতি। তৎপুত্র জনমেজয়। বৈশালনগরের বায়ুকোণে ৫ ক্রোশ দূরে যজ্ঞযষ্টি গ্রাম। এখানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১০৮ হাত পরিমাণ পাষাণনির্ম্মিত নানা চিত্রময় যজ্ঞকুণ্ড বিদ্যমান। বেদবিধি মতে মন্ত্রবিৎব্রাহ্মণগণ এখানে যজ্ঞযষ্টি স্থাপন করেন, তাহাতেই যজ্ঞযষ্টি নাম হইয়াছে। এই গ্রামে যজ্ঞবেদিকার নিকট রাজা জনমেজয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে শতপ্রাসাদসংযুক্ত স্থান দান করেন। সময়ে সময়ে এখানকার মাটীর ভিতর হইতে ধনরত্নপূর্ণ ঘড়া পাওয়া যাইত।

বিশালপত্তনে একযোজন পরিমিত দুর্গম বশারদুর্গ। ইহার মধ্যে ও নিকটে ৫২টী মনোরম জলাশয়। ঐ দুর্গে বিশালের রাজবংশ বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি বিদ্যমান। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪০ অঃ) [বৈশালী দেখ।]

বিশালনগর (ক্লী) বিশালরাজনির্ম্মিত নগর। [বিশাল দেশ দেখ।]

বিশালনেত্র (ত্রি) ১ বৃহৎ চক্ষুঃবিশিষ্ট। (পুং) ২ বোধি-সত্ত্বভেদ।

বিশালপত্র (পুং) বিশালানি পত্রাণি যস্য। কাসালু। ২ শ্রীতাল বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ মাণ, মাণকচু। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বিশালপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ।

বিশালফলিকা (স্ত্রী) বিশালং ফলং যস্যাঃ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। নিষ্পাঠী। (রাজনি°)

বিশালা (স্ত্রী) বিশাল-টাপ্। ১ ইন্দ্রবারুণী। (অমর) ২ উজ্জয়নী (মেদিনী) ৩ উপোদকী। ৪ মহেন্দ্রবারুণী। (রাজনি°) ৫ তীর্থবিশেষ। শাস্ত্রানুসারে সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাসের বিধান আছে; কিন্তু গয়া, গঙ্গা, বিশালা এবং বিরজাতীর্থে মুণ্ডন ও উপবাস নিষিদ্ধ।

"মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেষ্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৬ দক্ষকন্যা।

---

* "বিশালনৃপবাসত্বাৎ দেশো বৈশালসংজ্ঞকঃ।" (ভ° ব্রহ্মখ° ৪০।৭)

"মনোরমাং ভানুমতীং বিশালাং বহুদামথ।" (গরুড়পু° ৬অ°)

বিশালাক্ষ (পুং) বিশালে অক্ষিণী যস্য সমাসে ষচ্। ১ হর, মহাদেব। (ভারত ১২।৫৯।৮০) ২ গরুড়। ৩ তদ্বংশীয়।
"অনিলশ্চানলশ্চৈব বিশালাক্ষোঽথ কুণ্ডলী।" (ভারত ৫।১০১।৯)
(ত্রি) ৪ সুনেত্র, বিশালচক্ষুঃ। ৫ বিষ্ণু। ৬ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র। (ভারত ১।১১৭।৯)

বিশালাক্ষী (স্ত্রী) বিশালাক্ষ-ঙীষ্। ১ উত্তমা নারী। (বিশ্ব) ২ নাগদন্তী। (রাজনি°) ৩ পার্ব্বতী, দুর্গাদেবী।

তন্ত্রসারে বিশালাক্ষীদেবীর পূজা ও মন্ত্রাদির বিষয় এই-রূপ লিখিত আছে—

"ধ্রুবমাদ্যং সমুদ্ধৃত্য মায়াবীজং সমুদ্ধরেৎ।
বিশালাক্ষীপদং ঙেঽন্তং হৃদন্তং মন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥
অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্যা অষ্টসিদ্ধিপ্রদা শিবে।
প্রসঙ্গাৎ কথিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভা প্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)

'ওঁ হ্রীং বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ' ইহাই বিশালাক্ষীদেবীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র; এই মন্ত্র অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রদান করে। এই মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, পংক্তি ছন্দঃ, দেবতা বিশালাক্ষী, বীজ ওঁ, শক্তি হ্রীং; ইহা চতুর্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।*

এইরূপে দেবীর অঙ্গ ও করন্যাস করিতে হয়, যথা—'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। তৎপরে ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হ্রৈং অনা-মিকাভ্যাং হুং, ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এইরূপে অঙ্গ ও করন্যাস করার পর মূলমন্ত্রে ব্যাপকন্যাস এবং দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাম্।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গখেটকধারিণীম্॥
নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাম্॥
শত্রুক্ষয়করাং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাম্।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥"

এইরূপে দেবীর ধ্যান, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠদেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যানপূর্ব্বক যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। সামান্য পূজা পদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। এই দেবীব মন্ত্রসিদ্ধি করিতে হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয়, উক্ত মন্ত্র ৮ লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হয়।*

বিশালাক্ষীদেবীর যন্ত্র—প্রথমে ত্রিকোণ এবং তাহার বাহে অষ্টদলপদ্ম, বৃত্ত, চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কন করিয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। এই যন্ত্রে সর্ব্বসৌভাগ্যদাত্রী বিশালমুখী বিশালাক্ষী-দেবীকে যথাবিধানে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ত্রিকোণ মধ্যে মহাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিতে হইবে। পরে 'ওঁ পদ্মজাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ বক্রাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ সুলোচনায়ৈ নমঃ, ওঁ একনেত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ দ্বিনেত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ কোটরাক্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ ত্রিলোচনায়ৈ নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিয়া পত্রাগ্রে পশ্চিমাদিক্রমে অষ্ট-সিদ্ধিরূপিণী অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। চতুরস্রে ইন্দ্রাদি-লোকপালের অর্চ্চনা করিয়া তাহার বাহিরে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তৎপরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম করিবে।

৪ চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্তর্গত যোগিনীবিশেষ। দুর্গাপূজার সময় ইহার পূজা করিতে হয়। (দুর্গোৎসব পদ্ধতি)

---

* ঋষিরস্য মহেশানি সদাশিবো মহাপ্রভুঃ।
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ কথিতং বিশালাক্ষী চ দেবতা॥
শক্তিঃ প্রণবমিত্যুক্তং লজ্জাবীজঞ্চ বীজকম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে।
ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ॥
বাক্যন্তু 'ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি।
মূলেন ব্যাপকং ন্যস্য ধ্যায়েদ্দেবীং পরাং শিবাং॥
(তন্ত্রসার বিশালাক্ষী প্র°)

* যন্ত্রমধ্যে সমাবাহ্য প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্ততঃ
ত্রিকোণঞ্চাষ্টপত্রঞ্চ ততো বৃত্তং সমালিখেৎ॥
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং মণ্ডলমালিখেৎ।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবীং সর্ব্বসৌভাগ্যসুন্দরীম্॥
বিশালাক্ষীং বিশালাস্যাং যথাবিধি প্রপূজয়েৎ।
ত্রিকোণান্তর্ম্মহাদেবীং সম্পূজ্য মাতরঃ ক্রমাৎ॥
পদ্মজাক্ষী বিরূপাক্ষী রক্তাক্ষী চণ্ডলোচনা।
একনেত্রা দ্বিনেত্রা চ কোটরাক্ষী ত্রিলোচনা॥
এতাঃ পূজ্যা মহেশানি! পত্রাগ্রেষষ্টযোগিনীঃ।
পশ্চিমাদিক্রমেণৈব অষ্টসিদ্ধিস্বরূপিণীঃ॥
চতুরস্রে মহাদেবি লোকপালান্ সমর্চ্চয়েৎ।
তদ্বহিশ্চৈব বজ্রাদ্যান্ পূজয়েদ্ভাগ্যহেতবে।
যথাশক্তি ততো জপ্‌ত্বা পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ॥ (তন্ত্রসার)

বিশালিক (পুং) অনুকম্পিতো বিশালদত্তঃ বিশালদত্ত-টচ্ (পা ৫।৩।৮৪।) বিশালদত্ত নামক অনুকম্পাযুক্ত কোন ব্যক্তি। এই অর্থে বিশালিয় ও বিশালিন পদ হয়।

বিশালী (স্ত্রী) অজমোদা। (রাজনি°)

বিশালীয় (ত্রি) বিশালসম্বন্ধীয়।

বিশিক্ষু (ত্রি) বি-শিক্ষ্-কু। বিশেষ প্রকারে শিক্ষাদাতা বা সাধনকর্ত্তা।

"বিশিক্ষুর্বিশেষেণ শিক্ষয়িতা সাধয়িতাসি" (ঋক্ ২।১।১০ সায়ণ)

বিশিখ (পুং) বিশিষ্টা শিখা যস্ত। ১ শরতৃণ। (রাজনি°) ২ বাণ।

"সন্দধে বিশিখং ভূমেঃ ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরহা যথা।" (ভাগবত ৪।১৭।১৬)

৩ তোমর। (মেদিনী) বিগতা শিখা যস্ত। (ত্রি) ৪ শিখারহিত, বিচ্ছিন্নকেশ, মুণ্ডিতমুণ্ড। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শিখাশূন্য হইয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নাই।

"বিশিখোঽনুপবীতী চ কৃতং কর্ম্ম ন তৎ কৃতম্।" (স্মৃতি)

৫ চরকার টেকো। ৬ আতুরাগার, যে গৃহে রোগী থাকে।

বিশিখপুঙ্খা (স্ত্রী) শরপুঙ্খা। (ভাবপ্র°)

বিশিখা (স্ত্রী) ১ খনিত্রী, খোন্তা। ২ রথ্যা।

"বিশিখান্তরাণ্যতিপপাত সপদি জবনৈঃ স বাজিভিঃ।"

(মাঘ ১১।১৭)

৩ নালিকা। ৪ অপত্যমার্গ। ৫ কর্ম্মমার্গ।

৬ নাপিতের স্ত্রী, নাপ্‌তিনী।

বিশিপ (ক্লী) বিশন্ত্যত্রেতি বিশ-(বিটপ পিষ্টপ বিশিপোল পা। উণ্ ৩।১৪৫) ইতি কপ্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। মন্দির।

বিশিপ্রিয় (ত্রি) শিপ্রয়োঃ হন্বোর্নাসিকয়োর্বা কর্ম্ম। বি-শিপ্র-ক্বিয়। যাহাতে হনু বা নাসিকার ক্রিয়া নাই, হনু বা নাসিকাচালন ক্রিয়াবিহীন কর্ম্ম। "বিশিপ্রিয়াণাং শিপ্রে হনূ নাসিকে বা, ইহ তু হনূ, শিপ্রয়োর্হন্বোঃ কর্ম্ম শিপ্রিয়ং হনূচলনং বিগতং শিপ্রিয়ং যেষু গ্রহেষু তে বিশিপ্রিয়া সম্যাগভিযুতাঃ সুপূতাশ্চ তত্র হি হন্বোর্ব্যাপারোনাস্তি সুপেয়ত্বাৎ।"

(শুক্লযজু° ৯।৪ মহীধর)

বিশিরস্ (ত্রি) ১ মস্তকহীন। ২ চূড়াবিহীন। ৩ মূর্খ, বিদ্যা-বুদ্ধিশূন্য।

বিশিরস্ক (ত্রি) বিগতং শিরো যস্ত সমাসে কপ্। শিরোহীন, মস্তকরহিত।

৪ মেরুর নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৭)

বিশিশাসিষু (ত্রি) হননোদ্যত, মারিতে ইচ্ছুক। 'শাসেন হস্তগত খড়্গেন স বিশিশাসিষুরস্থাৎ বিশসনং কর্ত্তুমিচ্ছুরবস্থিতবান্' (ঐতরেয় ব্রা° ৭।১৭ ভাষ্য)

বিশিশিপ্র (পুং) ১ বিগত হনু। ২ দৈত্যবিশেষ।

"বিশিশিপ্রং বিগতহনুং শত্রুং জিগায় জিতবান্। যথা মন্ত্রঃ সর্ব্বস্ত মন্ত্রেণ বিশিশিপ্রো বৃত্রঃ।" (ঋক্ ৫।৪৫।৬ সায়ণ)

বিশিপ্র (ত্রি) শিপ্রাবিরহিত।

বিশিশ্রমিষু (ত্রি) ১ কোন পদার্থের উপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা। ২ বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক।

বিশিষ্ট (ত্রি) বি-শিষ-ক্ত, বা শাস্-ক্ত। ১ যুক্ত, মিলিত। ২ বিলক্ষণ। ৩ ভিন্ন। ৪ অতিশিষ্ট। ৫ খ্যাত। ৬ যশস্বী। ৭ সিদ্ধ। বিশেষশিষ্ট। ৮ বিশেষরূপে শিষ্ট।

"সমৈশ্চ সমতাং যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।" (হিতোপদেশ)

(পুং) ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনামান্তর্গত)

বিশিষ্টচারিত্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশিষ্টচারিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশিষ্টতা (স্ত্রী) বিশিষ্টস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম, বিশিষ্টত্ব, বিশেষভাব।

বিশিষ্টবয়স্ (ত্রি) পূর্ণবয়স্ক। (দিব্যা° ২৩৮।৪)

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (পুং) বিশিষ্টরূপ অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই তিনটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন হইলেও উভয় মিলনরূপ যে ব্রহ্মবাদ। "পুরুষস্তদতিরিক্তা প্রকৃতিঃ কিন্তূভয়মিলিতং ব্রহ্ম চণকদ্বিদলবৎ, ইত্থং ব্রহ্মণঃ একত্বং ব্যবস্থিতম্" (মাধবভাষ্য) পুরুষ এবং তদ্ভিন্ন প্রকৃতি, কিন্তু উভয় মিলিত হইয়া ব্রহ্ম যেমন চণক অর্থাৎ ছোলা, চণকের মধ্যে দ্বিদল যেমন ভিন্ন, মিলিত হইয়া চণক, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু মিলিত হইয়া ব্রহ্ম।

এইস্থলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সাধারণতঃ অদ্বৈত-বাদী হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসদ্ভাব দেখা যায় না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ প্রায় সকলই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মত এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত এবং নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। জীবাত্মা-সকল ব্রহ্মের অংশ পরস্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্মের দাস। জগৎ ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ বা পরিণাম, সুতরাং সত্য। সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, সত্তাত্বাদিগুণবিশিষ্ট জগৎ এবং কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীবও ব্রহ্মের স্বরূপ অভিন্ন নহে, পরন্তু আদিত্যের প্রভার ন্যায়, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভা হইতে আদিত্য অধিক, সেইরূপ জীব হইতে ঈশ্বর অধিক। ঈশ্বর

সর্ব্বশক্তিমান, সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশূন্য ; জীব তাহার বিপরীত।

ভেদাভেদবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং অনেকান্তবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। এই মতের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম একও বটেন এবং অনেকও বটেন। বৃক্ষ যেরূপ অনেক শাখাযুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিজন্য নানাবিধ কার্য্য সৃষ্টিযুক্ত। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, শাখারূপে নানা, সমুদ্র যেরূপ সমুদ্ররূপে এক, ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা, মৃত্তিকা যেরূপ মৃত্তিকারূপে এক, ঘট শরাবাদিরূপে নানা, ব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ এক, এবং জগদ্রূপে নানা। জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মভাব হইতে পারে না। উপনিষৎসমূহে কিন্তু জীবের ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জীবও ব্রহ্মের অত্যন্ত অভেদ হইলে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার বিলুপ্ত হয়। কেননা সমস্ত ব্যবহারই ভেদসাপেক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানসাধন ভিন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার ও স্বর্গাদিফল, কর্ম্ম, কর্ত্তা, কর্ম্মসাধন এবং কর্ম্মে অর্চ্চনীয় দেবতা এই সকল ভেদ অপেক্ষা করে। ভেদবুদ্ধিভিন্ন এ সকল ব্যবহার হইতে পারে না। অথচ এসকল ব্যবহারেরও অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্নও নহে, অত্যন্ত অভিন্নও নহে, কথঞ্চিৎ ভিন্ন এবং কথঞ্চিদ্ অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম এক এবং অনেক। তন্মধ্যে যখন একত্বাংশ জ্ঞান হয়, তখন মোক্ষ ব্যবহার এবং ভেদাংশ জ্ঞান হইলে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শৈবাচার্য্য এবং অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, এই যে বিশিষ্টাদ্বৈতমত অভিহিত হইল, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ বস্তুদ্বয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কেননা ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। অভেদ কিনা ভেদের অভাব, ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্তুতে থাকা অসম্ভব। অথচ কার্য্য কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ ব্রহ্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে যেমন মৃত্তিকারূপে ঘট শরাবাদির এবং সুবর্ণরূপে কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঘট শরাবাদি ও কুণ্ডলমুকুটাদিরূপেও একত্ব বলা হয় না কেন? অর্থাৎ ঘট শরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঐ রূপেই একত্বও বলা হয় না কেন? কারণ মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং সুবর্ণ ও কুণ্ডল মুকুটাদি অভিন্ন হইলে মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ধর্ম্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিতে এবং ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদির ধর্ম্ম—নানাত্ব মৃৎসুবর্ণাদিতে অবশ্যই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা কার্য্য ও কারণ যখন এক বস্তু, তখন একত্ব ও নানাত্বধর্ম্মও অবশ্য কার্য্য ও কারণগত হইবে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে অধিক বলা অনাবশ্যক।

কোন কোন আচার্য্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থাভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। সংসারাবস্থায় নানাত্ব এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। তাহাদের এই সিদ্ধান্তও সঙ্গত হয় না, কারণ ব্রহ্মাত্মভাববোধক শ্রুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারি ব্রহ্মাভেদ সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিতে উহা সিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যের অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিষ্প্রমাণ। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব কোনরূপ প্রযত্ন বা চেষ্টাসাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'অসি' এই পদ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্য, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তস্করসন্দেহে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইলে এবং ধৃতব্যক্তি তাস্কর্য্যদোষ স্বীকার না করিলে যথাশাস্ত্র তপ্তপরশু দ্বারা তাহার পরীক্ষা করা হয়। ধৃতব্যক্তি বস্তুগত্যা তস্কর হইলে তপ্তপরশু দ্বারা দগ্ধ ; সুতরাং রাজপুরুষ কর্ত্তৃক বদ্ধ হয়। কেননা সে অনৃতাভিসন্ধ মিথ্যা অর্থাৎ কথা বলিয়াছে। সে বাস্তবিক তস্কর হইয়াও বলিয়াছে যে, আমি তস্কর নহি। এই অনৃতাভিসন্ধিই তাহার বন্ধনের হেতু।

পক্ষান্তরে ধৃতব্যক্তি বস্তুতঃ তস্কর না হইলে সে তপ্ত পরশুদ্বারা দগ্ধ হয় না, সুতরাং রাজপুরুষ কর্ত্তৃক মুক্ত হয়। কেননা সে সত্যাভিসন্ধ, অর্থাৎ সে সত্য কথা বলিয়াছে, এই সত্যাভিসন্ধিই তাহার মুক্তির কারণ। সেইরূপ নানাত্বদর্শী অনৃতাভিসন্ধ বলিয়া বদ্ধ এবং একত্বদর্শী সত্যাভিসন্ধ বলিয়া মুক্ত হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, একত্ব সত্য, নানাত্ব মিথ্যা। কেননা একত্ব এবং নানাত্ব উভয় সত্য হইলে নানাত্বদর্শী অনৃতাভিসন্ধ হইতে পারে না।

আরও বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব উভয় সত্য হইলে একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ

যথার্থ জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জু-জ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের নিবর্ত্তক হয়, সুবর্ণ-জ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্ত্তক হয় না। একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বন্ধনাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে। সুতরাং মুক্তিই হইতে পারে না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তদ্রূপ শৈবাচার্য্যগণ আবার বিশিষ্ট শিবাদ্বৈতবাদী; তাঁহাদের মত এই যে,চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব অদ্বিতীয়। তিনিই কারণ, আর তিনিই কার্য্য, ইহারই নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত। চিদচিদ্ সমস্ত প্রপঞ্চই শিবনামক ব্রহ্মের শরীর। তিনি জীবের ন্যায় শরীরী হইলেও জীবের ন্যায় দুঃখভোক্তা নহেন। অনিষ্টভোগের প্রতি শরীরসম্বন্ধ কারণ নহে। অর্থাৎ শরীরী হইলেই যে অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই, পরাধীনতা অনিষ্ট ভোগের কারণ। রাজপুরুষ রাজপরাধীন, তাহারা রাজার আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে অনিষ্ট ফল ভোগ করে। রাজা পরাধীন নহে, স্বাধীন। তিনি শরীরী হইলেও নিজের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন জন্য অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই জন্য তাহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরীর ও শরীরীর ন্যায় গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শৈবাচার্য্যদিগের অনুমত।

মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায়, কার্য্যকারণরূপে এবং গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশেষণ বিশেষ্যরূপে বিনাভাবরাহিত্যই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব। যেমন উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে না,মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল থাকে না, গুণী ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ শক্তি থাকে না। ঔষ্ণ্য ব্যতিরেকে যেমন বহ্নি জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না,সে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চ শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহা তাঁহার স্বভাব। প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের ভেদ স্বাভাবিক। দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে নানারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে নানারূপে পরিণত হইতে পারেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকারিত্ব হয় না। অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না। অতএব ইহা সম্ভব; ইহা অসম্ভব এইরূপ বিচার পরমেশ্বর বিষয়ে হইতেই পারে না। লৌকিক প্রমাণদ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, পরমেশ্বর তৎসমস্ত হইতে বিজাতীয়। তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যে সেইরূপ, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে তদ্বিষয়ে বিরোধাশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। কেননা তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক।

অলৌকিক পরমেশ্বরের বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তের কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা থাকিতে পারে না। ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পরমেশ্বরের মায়াশক্তি অচিন্ত্য অনন্ত বিচিত্রশক্তিযুক্ত। তথাবিধ শক্তিযুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশদ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, কি ব্রহ্মের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, কৃৎস্ন ব্রহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হন, তাহা হইলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টব্যত্ব উপদেশ ও তাহার উপায়রূপে শ্রবণ মননাদি ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেননা কৃতস্ন পরিণাম পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। কার্য্য অযত্নদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবশ্যক। তজ্জন্য শ্রবণমননাদি বা শমদমাদিও অনাবশ্যক। বরং সমস্ত কার্য্য দেখিবার জন্য পদার্থতত্ত্বের আলোচনা এবং দেশ ভ্রমণাদি কর্ত্তব্য হইতে পারে। সাধনসম্পত্তি প্রত্যুত ইহার বিরোধী হইয়া থাকে। ব্রহ্ম যদি মৃদাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত এবং একদেশ যথাবদবস্থিত,এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত। তাহা হইলে দ্রব্যত্বাদিরও উপদেশ সার্থক হইত। কেননা কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট নহে। ব্রহ্মের কিন্তু অবয়ব স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহা শ্রুতিসিদ্ধি। ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়।

ইহার উত্তরে শৈবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকসমধিগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান, এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না।

এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের মত সংক্ষেপে অভিহিত হইল, কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না,

তিনি নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদী। তিনি অশেষপ্রকারে নানাপ্রকার শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দিয়া এই মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার নিজমত সংস্থাপন করিয়াছেন।

অতিসংক্ষেপে তাঁহার মত অভিহিত হইতেছে। তিনি বলেন, পরিণামবাদ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ কার্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্রহ্মের অবস্থান এ উভয় পরস্পরবিরুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তুর পরিণাম ও অপরিণাম হইতে পারে না। তদ্রূপ সাবয়বত্ব ও নিরবয়ত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ। একপক্ষ এক সময়ে সাবয়ব ও নিরবয়ব হইবে, ইহা একান্ত অসম্ভব। অসম্ভব ও বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করিতে শ্রুতিও পারে না। যোগ্যতা শাব্দবোধের অন্যতম কারণ। সুতরাং শব্দ অযোগ্য অর্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষম। "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" প্রস্তর জলে ভাসিতেছে, বৃক্ষেরা যজ্ঞ করিয়াছিল, ইত্যাদি অসম্ভাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যের যেমন যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য নাই, অর্থান্তরে তাৎপর্য্য, সেইরূপ পরিণামবোধক বাক্যেরও অর্থ-বিশেষে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে।

ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে পরিণত, এ কল্পনাও সমীচীন নহে। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণতি হইল না। কেননা কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অন্যের পরিণামে অন্যের পরিণাম বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকার পরিণামে সুবর্ণের পরিণাম হয় না। পক্ষান্তরে কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয় অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত হয়। পরিণত অংশ ব্রহ্মের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং ব্রহ্ম একবস্তু হইতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি বলা হয় যে, পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রহ্মাংশ কারণরূপে ব্রহ্মের অভিন্ন এবং কার্য্যরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারা যায় যে, কটকমুকুটাদি সুবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কটকমুকুটাদিরূপে ভিন্ন। এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধপদার্থ। উহা এক সময়ে একবস্তুতে থাকিতে পারে না। কার্য্যাকারে পরিণত অংশ হয়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, না হয় অভিন্ন হইবে। ভিন্নও হইবে, অভিন্নও হইবে, ইহা হইতে পারে না। আরও বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণামক্রমে মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মর্ত্ত্যজীব অমৃত ব্রহ্ম হইবে, ইহাও হইতে পারে না। অমৃত মর্ত্ত্য হয় না, মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না। কোন মতে স্বভাবের অন্যথা হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্যজীবের অমৃতত্ব হইবে, তাঁহাদের মতও অসঙ্গত। কেননা স্বভাবতঃ অমৃত ব্রহ্মেরও যদি মর্ত্ত্যতা হয়, তবে মর্ত্ত্যজীবের কর্ম্মজ্ঞান সমুচ্চয়সাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা স্থায়ী হইবে ইহা দুরাশামাত্র।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদিরূপে দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ, প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা। সুতরাং ব্রহ্মে কোন বিশেষ বা ধর্ম্ম নাই। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু, সুতরাং সত্য নহে, তখন ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ইহা অনায়াস-বোধ্য। জীব ব্রহ্ম—ভিন্ন নহে। উক্ত হইয়াছে যে—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্॥"

কোটিগ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা তাহা বলিব। তাহা এই,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই। এই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অভিমত।

শ্রুতিতে লিখিত আছে যে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (শ্রুতি) এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সন্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ ছিল না, সমস্ত একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। একং, এব, অদ্বিতীয়ং এই তিনটী পদদ্বারা সদ্বস্তুতে ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। অনাত্মা বা জগতে তিনপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ। অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ, স্বগতভেদ; পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ তাহাকেও স্বগতভেদ বলা যায়। এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পুষ্প ও ফলাদিও বৃক্ষের অবয়ববিশেষ। এক বৃক্ষের অপর বৃক্ষ হইতে ভেদ অবশ্য আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয়ভেদ। কেননা ঐ ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই বৃক্ষজাতীয়। শিলাদি হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয়ভেদ।

অনাত্ম বস্তুর ন্যায় আত্মবস্তুতেও এই ভেদত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলা হইয়াছে। 'একং' এই পদদ্বারা স্বগতভেদ, 'এব' এই পদ দ্বারা সজাতীয়ভেদ এবং 'অদ্বিতীয়ং' এই পদদ্বারা বিজাতীয়-ভেদ নিরাকৃত হইয়াছে।

যাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবয়ব, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। কেননা অংশ বা অবয়ব দ্বারাই স্বগতভেদ

হইয়া থাকে। সদ্বস্তুর অবয়ব নাই, কারণ যাহা সাবয়ব অবশ্য তাহার উৎপত্তি থাকিবে। অবয়ব সকলের পরস্পর সংযোগ বা সন্নিবেশের পূর্ব্বে সাবয়ব বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অবয়ব সংযোগের পূর্ব্বে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি আছে, যাহার উৎপত্তি আছে সে জগতের আদিকারণ হইতে পারে না। কেননা তাহার উৎপত্তি কারণান্তর সাপেক্ষ। সিদ্ধ হইল যে আদিকারণ বা সদ্বস্তুর অবয়ব নাই। যাহার অবয়ব নাই তাহার স্বগত-ভেদ অসম্ভব।

নাম ও রূপও সদ্বস্তুর অবয়বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম কিনা ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ কিনা ঘটশরাবাদির আকার, নাম ও রূপের উদ্ভবের নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারাও সদ্বস্তুর স্বগতভেদ সমর্থন করিতে পারা যায় না।

সদ্বস্তুর সজাতীয়ভেদও অসম্ভব, কেননা সদ্বস্তুর সজাতীয় বস্তু সৎস্বরূপ হইবে। সৎপদার্থ একমাত্র, কারণ সৎ, সৎ, এইরূপ এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই হইবে, নানা হইতে পারে না। দুইটী সৎপদার্থ মানিতে হইলে তাহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্য মানিতে হয়। সৎপদার্থের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব অন্য সৎপদার্থের কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সৎপদার্থ একমাত্র হইলে সুতরাং অপর সৎপদার্থ না থাকিলে সৎপদার্থের সজাতীয়ভেদ থাকা একান্ত অসম্ভব।

স্বগতভেদ এবং সজাতীয়ভেদের ন্যায় সৎপদার্থের বিজাতীয়-ভেদও বলা যাইতে পারে না। যেহেতু যাহা সতের বিজাতীয়, তাহা সৎ নহে অসৎ, যাহা অসৎ, তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। যাহা বিদ্যমান, তাহা অপর বস্তু হইতে ভিন্ন, এবং অপর বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অনুযোগী কিছুই হইতে পারে না। অতএব সৎ-পদার্থের বিজাতীয়ভেদ ও অজাত পুত্রের নামকরণের ন্যায় অলীক।

ফলতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বৈতত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারি-বেন না। যাহা বস্তুগত্যা অদ্বৈত তাহা কোনও কালে দ্বৈত হইতে পারে না। বস্তুর অন্যথাভাব অসম্ভব। আলোক কখন অন্ধকার হয় না, অন্ধকার কখন আলোক হয় না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ উভয় পরস্পর বিরোধী বলিয়া উভয় সত্য হইতে পারে না। ইহার একটী সত্য ও একটী মিথ্যা কল্পিত হইবে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে অভেদ সত্য ভেদ মিথ্যা, অভেদ কিনা একত্ব, ভেদ শব্দে নানাত্ব। একাধিক বস্তু লইয়া নানাত্ব ব্যবহার হয়। সেই বস্তুগুলি প্রত্যেকে এক, অতএব একত্ব ব্যবহার অন্য নিরপেক্ষ, নানাত্ব ব্যবহার একত্ব সাপেক্ষ। ভেদ অভেদ অপেক্ষা দুর্ব্বল। অতএব অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিদ্বারা দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। (বেদান্তদ°)

[বেদান্ত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিন্ (ত্রি) বিশিষ্টং যুক্তং মিলিতং অদ্বৈতং বদতীতি বদ-ণিনি। যাহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

বিশিষ্ঠী (স্ত্রী) শঙ্করাচার্য্যের মাতা।

বিশীর্ণ (ত্রি) বি-শৃ-ক্ত। শুষ্ক।

"বিশীর্ণা বিদলা হ্রস্বা বক্রাঃ স্থূলা দ্বিধাকৃতাঃ।" (তন্ত্রসার)

২ কৃশ। ৩ জীর্ণ। ৪ বিঘটিত, ত্রুটিত, বিশ্লিষ্ট, পতিত।

বিশীর্ণপর্ণ (পুং) বিশীর্ণানি পর্ণানি যস্য। নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°)

বিশীর্য্যমাণ (ত্রি) বি-শৃ-শানচ্। যাহা বিশীর্ণ হইতেছে।

বিশীর্ষন্ (ত্রি) মস্তকবিহীন। (শতপথব্রা° ৪।১।৫।১৫)

বিশীল (ত্রি) কুচরিত্র, দুঃশীল।

বিশুক (পুং) শ্বেতার্ক, শ্বেত আকন্দ।

বিশুণ্ডি (পুং) কশ্যপের পুত্রভেদ।

বিশুদ্ধ (ত্রি) বিশেষেণ শুদ্ধঃ, বি-শুধ-ক্ত। শুচি, পবিত্র, নির্ম্মল, নির্দ্দোষ। বিশেষরূপ শুদ্ধ, পর্য্যায়—উজ্জ্বল, বিমল, বিশদ, বীধ্র, অবদাত, অনাবিল, শুচি। (হেম) ২ নিভৃত। ৩ সত্য। (অজয়-পাল) ৪ ষট্‌চক্রের অন্তর্গত পঞ্চম চক্র, এই চক্র কণ্ঠদেশে অবস্থিত, অকারাদি ষোড়শ স্বরযুক্ত ও ধূম্রবর্ণ; ইহাতে ষোড়শদলপদ্ম আছে, সেই ১৬টী দলে আকরাদি ১৬টী স্বরবর্ণ আছে। এই চক্রে শিব ও আকাশ অবস্থিত।

"তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈশ্চ ষোড়শৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্মহৎপ্রভম্॥
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্।
অগস্ত্যসংহিতায়াম্। অকারাদিষোড়শস্বরান্
সবিন্দূন্ ষোড়শদলকমলে কণ্ঠমূলে ন্যসেৎ।
বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূম্রাভে স্বরভূষিতে॥" (তন্ত্রসার)

বিশুদ্ধগণিত, (Pure Mathamatics) যাহাতে পদার্থের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া কেবল রাশির নিরূপণ মাত্র করা হয়।

বিশুদ্ধচারিত্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশুদ্ধচারিন্ (ত্রি) বিশুদ্ধং চরতি-চর-ণিনি। বিশুদ্ধভাবে বিচরণকারী, শুদ্ধাচারী, যাঁহারা পবিত্র ভাবে বিচরণ করেন।

বিশুদ্ধতা[ত্ব] (স্ত্রী) বিশুদ্ধস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্। বিশুদ্ধত্ব, বিশুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, পবিত্রতা, শুচিতা, উজ্জ্বলতা, বিশুদ্ধি।

বিশুদ্ধসিংহ, বৌদ্ধভেদ।

বিশুদ্ধি (স্ত্রী) বি-শুধ-ক্তিন্। পবিত্রতা, শোধন।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যুপাদেয়া বিশুদ্ধিশ্চন্দ্রতারয়োঃ।" (জ্যোতিঃসারস°)

দ্রব্যসমূহ অপবিত্র হইলে যেরূপে তাহার বিশুদ্ধি হয়, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে সে বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে। তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

নানাবিধ দ্রব্যের শোধনপ্রণালী—রজত ও সুবর্ণাদি ধাতু সকল, মরকতাদি মণিসকল ও সমুদয় পাষাণময় দ্রব্য সকল ভস্ম ও জল অথবা মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শুদ্ধ হয়। শঙ্খ মুক্তাদি জলজ, পাষাণময়পাত্র ও রৌপ্যপাত্র যদি রেখাদিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। জল ও অগ্নিসংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কারণ স্বীয় উৎপত্তি স্থান জল ও অগ্নিদ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর হয়।

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসক পাত্র সকল ভস্ম, অম্ল ও জলদ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ লৌহ জলদ্বারা, কাংস্য ভস্মদ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্লদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। ঘৃত তৈলাদি দ্রব দ্রব্য সকল কাক কীটাদি কর্ত্তৃক দূষিত হইলে তাহা প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্র দ্বারা বিলোড়িত করিলে বিশুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায় সূত্রসংযুক্ত সংহত দ্রব্য জল প্রোক্ষণ করিলে এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত উপহত হইলে তাহা চাঁচিয়া ফেলিলে তাহার শোধন হয়। যজ্ঞীয় চমস অর্থাৎ জলপাত্র-গ্রহ (সোমলতার পাত্র) এবং অপরাপর পাত্র ইহাদিগকে প্রথমে হস্তদ্বারা মার্জ্জন করিয়া পশ্চাৎ প্রক্ষালন করিলেই বিশুদ্ধ হয়। চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য (খড়্গাকার কাষ্ঠ), শূর্প, শকট, মুষল, উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল ঘৃততৈলাদিতে স্নেহাক্ত করিয়া উষ্ণ জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই উহাদের শোধন হয়।

বহুধান্য ও বহুবস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জল প্রোক্ষণ দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি হয়। কিন্তু অল্পধান্য ও অল্পবস্ত্র জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। পাদুকাদি স্পৃশ্য পশুচর্ম্ম এবং বেত্রবংশাদি তৃণনির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় হইবে এবং শাক মূল ও ফল ইহারা ধান্যের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। কৌষেয় অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবিক (মেষ লোমজাত কম্বলাদি) ক্ষার ও মৃত্তিকাদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। কুতপ অর্থাৎ নেপাল দেশীয় কম্বল নিম্বফল চূর্ণদ্বারা, অংশুপট্ট (বল্কল বিশেষের বস্ত্র) বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌম অর্থাৎ অতসী (তিসি)গাছের ছালে নির্ম্মিত বস্ত্র শ্বেতসর্ষপ চূর্ণদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। তৃণ, পাকের কাষ্ঠ, পলাল এ সকল জল প্রোক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়। মার্জ্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহশুদ্ধি এবং মৃন্ময়পাত্র পুনর্ব্বার পাক-দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। সম্মার্জ্জন গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গো-মূত্রোদকাদিসিঞ্চন, উল্লেখন, (চাঁচিয়া ফেলা) এবং এক অহো-রাত্র গাভীর বাস এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমির বিশুদ্ধি হয়।

পক্ষীকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, গাভীকর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদদ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপর হাঁচি বা থুথু পড়িয়াছে, এবং যাহা কেশ কীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে, এইরূপ খাদ্যদ্রব্য সকল মৃত্তিকা প্রক্ষেপে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বিষ্ঠা মূত্রাদি অপবিত্র লিপ্ত দ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে, তাবৎ কালে তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই, দ্বিতীয়তঃ যাহা জল দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ শিষ্ট জনেরা যাহা পবিত্র বলিয়া বলেন, তাহা বিশুদ্ধ জানিতে হইবে।

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন অর্থাৎ গোময়াদি অনুলেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল এই সকল দেহধারীদিগের বিশুদ্ধির কারণ। দেহমলাদি শুদ্ধিকর সমুদায় পদার্থ মধ্যে অর্থ শুদ্ধি অর্থাৎ অর্থার্জ্জন বিষয়ে অন্যায় বা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করাকে শাস্ত্রকারগণ পরম বিশুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি অর্থার্জ্জন বিষয়ে বিশুদ্ধ, তিনিই প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ নামে অভিহিত। মৃত্তিকা বা জল দ্বারা দেহ শুদ্ধ করাকে প্রকৃত শুদ্ধি বলা যায় না।

বিদ্বান্ জনেরা ক্ষমা দ্বারা, অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা প্রচ্ছন্ন পাপিগণ জপদ্বারা এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। শোধনীয় বাহ্য দ্রব্য অর্থাৎ এই দেহ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়, মলবহানদী স্রোতোবেগে শুদ্ধ হয়, মনোদুষ্টা অর্থাৎ পরপুরুষে মৈথুনসংকল্পের দোষে দূষিত-মনা স্ত্রীলোক রজস্বলা হইলে শুদ্ধ হয়, এবং ত্যাগ দ্বারা বা প্রব্রজ্যাদ্বারা দ্বিজোত্তমগণ বিশুদ্ধি লাভ করেন। জলের দ্বারা, দেহ শুদ্ধি, সত্যবলে মন শুদ্ধি; থাকে, বিদ্যা ও তপস্যার বলে জীবাত্মার শুদ্ধি হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শোধন হইয়া থাকে।

জ্ঞাতি হউক বা অন্যই হউক স্নেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক শবের অনুগমন করিলে বস্ত্র সমেত স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক ঘৃত ভোজন করিলে বিশুদ্ধি হয়। যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা বহুলোক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও তাহা বিশুদ্ধ। ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষালাভ করে তাহা অতি বিশুদ্ধ। (মনু ৫ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় দ্রব্যাদির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে এইরূপ বিধান আছে,—অত্যন্তোপহত সকল ধাতুমাত্রই অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে বিশুদ্ধ হয়। মণিময়, প্রস্তরময় ও শঙ্খময় পাত্র ৭ দিন ভূমিতে

নিখাত হইলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। শৃঙ্গময়, দন্তময় এবং অস্থিময় পাত্র তক্ষণ দ্বারা শোধন হয়। এবং দারুময় ও মৃন্ময় পাত্র পরিত্যাজ্য অর্থাৎ ইহার বিশুদ্ধি হয় না। কোন রূপে এই পাত্র দূষিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময় ও প্রস্তরময় পাত্র এবং চমস এই সকল পাত্রে নির্লেপ হইলে অর্থাৎ তাহাতে মল লাগিয়া না থাকিলে তাহা জলদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। ধান্য, চর্ম্ম, রজ্জু, তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র, ব্যজনাদি, বৈদল, সূত্র, কার্পাস এবং বস্ত্র এই সকল দ্রব্য বহুতর হইলে প্রোক্ষণে তাহার শুদ্ধি হয়। শাক, মূল, ফল, ও পুষ্প, তৃণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতিও এই নিয়মে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই সকল দ্রব্য অল্প হইলে ইহার প্রক্ষালন করিলে বিশুদ্ধ হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র তক্ষণ দ্বারা, পিত্তল, তাম্র, রঙ্গ ও সীসক পাত্র অম্লদ্বারা, কাংস্য ও লৌহ পাত্র ভস্মদ্বারা বিশুদ্ধ হয়। দেবপ্রতিমা কোন কারণে যদি দূষিতা হয়, তবে তাহা যাহা দ্বারা নির্ম্মিত, সেই দ্রব্যের শুদ্ধির নিয়মানুসারে শোধন করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিলে তাহার শুদ্ধি হয়।

কৌষেয়বস্ত্র ও মেষলোমজ বস্ত্র ক্ষার মৃত্তিকাযোগে, পার্ব্বতীয় ছাগলোমনির্ম্মিত কম্বল অরিষ্টদ্বারা, বল্কলতন্তুনির্ম্মিত অংশুপট্ট বিল্বফল দ্বারা, ক্ষৌমবস্ত্র গৌরসর্ষপ দ্বারা, মৃগলোমজাত রাঙ্কবাদি বস্ত্র পদ্মবীজ দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

মৃতব্যক্তি মাত্রেরই বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি স্নান করিলে বিশুদ্ধিলাভ করেন। অস্থি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে ঐরূপ করিলে সবস্ত্র স্নানে শুদ্ধ হয়। দ্বিজ শূদ্রশবের অনুগমন করিলে নদীতে গিয়া তাহাতে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবার পর উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ এবং দ্বিজশবের অনুগমন করিলে স্নান করিয়া অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপ করিলে বিশুদ্ধিলাভ করেন। শূদ্র শবানুগমন করিলে কেবল স্নান দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়। চিতাধূম সেবন করিলে সকল বর্ণই স্নান দ্বারা বিশুদ্ধ হন। মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, কণ্ঠ হইতে রুধির নির্গত হইলে, বমন, রেচন, ক্ষৌরকর্ম্মাচরণ, শবস্পর্শি-স্পর্শ, রজস্বলাস্পর্শ, চণ্ডালস্পর্শ, বৃষোৎসর্গীয় যূপস্পর্শ, ভক্ষ্যভিন্ন পঞ্চনখ শবস্পর্শ, বসা ও মেধাদিযুক্ত অস্থিস্পর্শ, এই সকল স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে বিশুদ্ধিলাভ হয়। পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নানে শুদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিলে বিশুদ্ধি হয় না। বস্ত্রের সহিত স্নানই বিধেয়। রজস্বলানারী চতুর্থ দিনে স্নান করিলে বিশুদ্ধা হয়।

ক্ষবণ, অর্থাৎ হাঁচি, নিদ্রা, অধ্যয়নারম্ভ, ভোজনারম্ভ, পান, স্নান, নিষ্ঠীবন, বস্ত্রপরিধান, অধ্বসঞ্চরণ, মূত্রত্যাগ, পঞ্চনখের অস্নেহ অস্থিস্পর্শ, চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত সম্ভাষণ এই সকল কার্য্যের পর আচমন করিতে হয়, ইহাতে বিশুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। (বিষ্ণুসংহিতা ১২ অ°) [শৌচ শব্দ দেখ]

বিশুদ্ধিচক্র (ক্লী) ধারণীভেদ।

বিশুদ্ধেশ্বর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

বিশুষ্ক (ত্রি) বিশেষেণ শুষ্কঃ। ১ বিশেষরূপ শুষ্ক, অতিশয় শুষ্ক। ২ নীরস। ৩ ম্লান।

বিশূচিক[কা] (স্ত্রী) বিসূচিকা রোগ। [বিসূচিকা দেখ।]

বিশূন্য (ত্রি) বিশেষরূপে শূন্য।

বিশূল (ত্রি) ১ শূলনাশক। ২ অস্ত্রবিবর্জ্জিত।

বিশৃঙ্খল (ত্রি) বিগতা শৃঙ্খলা যস্য। শৃঙ্খলারহিত, শৃঙ্খলাহীন, নিয়মবহির্ভূত, উল্টাপাল্টা, অনিয়মিত।

"অচিন্তয়ং ততশ্চাহং রাজা তাবদ্বিশৃঙ্খলঃ।
তৎকার্য্যচিন্তয়াক্রান্তঃ স্বধর্ম্মো মেঽবসীদতি॥"
(কথাসরিৎসা° ৫।৩)

২ অবাধ্য। ৩ দুর্দ্দান্ত। ৪ অবদ্ধ, শৃঙ্খলশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিশৃঙ্গ (ত্রি) শৃঙ্গহীন, শৃঙ্গশূন্য।

বিশেষ (পুং) বি-শিষ-ঘঞ্। ১ প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য।

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" (মনু ৯।২৬)

২ প্রকার, রকম। (জটাধর) ৩ নিয়ম। ৪ বৈচিত্র্য। ৫ ব্যক্তি। ৬ সার। ৭ প্রকার। ৮ তারতম্য। ৯ আধিক্য। ১০। অবয়ব। ১১ দ্রষ্টব্য দ্রব্য। ১২ তিলক। (হেম) ১৩ কণাদোক্ত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত পদার্থবিশেষ।

"দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্মসামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী পদার্থ। বিশেষ পদার্থের আলোচনা আছে বলিয়া কণাদকৃত দর্শনের নাম বৈশেষিক।

গুণকর্ম্মভিন্ন একমাত্র সমবেত পদার্থের নাম বিশেষ। জলীয় পরমাণুর রূপ প্রভৃতি গুণ এবং কর্ম্ম একমাত্র সমবেত হইলেও গুণ কর্ম্ম ভিন্ন নহে, সামান্য পদার্থ গুণকর্ম্মভিন্ন অথচ সমবেত হইলেও একমাত্র সমবেত নহে। কোন অভাব, গুণকর্ম্মভিন্ন এবং একমাত্র বৃত্তি হইলেও সমবেত নহে। এইজন্য উহাদিগকে বিশেষপদার্থ বলা যায় না। বিশেষপদার্থ স্বীকার করিবার যুক্তি এই যে, দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্য অবয়বী অর্থাৎ ঘটাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সাবয়ব দ্রব্যের তত্তৎ অবয়বভেদে ভেদ হইতে পারে। নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণু দ্বয়ের পরস্পরভেদও অবশ্য কোন ধর্ম্ম দ্বারা সম্পন্ন হইবে। মুদ্গ ও মাষের

যথাক্রমে আরম্ভক মুদ্গপরমাণু ও মাষপরমাণু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। এ স্থলে পরস্পর ভেদক ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, মুদ্গের আরম্ভক পরমাণু ও মাষের আরম্ভক পরমাণু সমানরূপ হইলেও উভয় পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, তদ্দ্বারা উভয় পরমাণু পরস্পর ভিন্ন হইতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন অসাধারণ ধর্ম্মই বিশেষপদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষপদার্থ সাবয়ব দ্রব্যবৃত্তি নহে, নিরবয়ব দ্রব্য মাত্র বৃত্তি। কতগুলি পরমাণু মুদ্গমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মাষে থাকে না। কতগুলি পরমাণু মাষমাত্রের আরম্ভক বলিয়া মুদ্গে থাকে না, আর কতগুলি পরমাণু মুদ্গ ও মাষ উভয়েরই আরম্ভক, সুতরাং উহারা মুদ্গ ও মাষ উভয়েতেই থাকে; এইজন্য মুদ্গ ও মাষ পরস্পর ভিন্ন হইলেও অনেকটা সমান আকার।
(বৈশেষিকদ°)

১৪ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"যদাধেয়মনাধারমেকঞ্চানেকগোচরম্।
কিঞ্চিৎ প্রকুর্ব্বতঃ কার্য্যমশক্যস্যেতরস্য বা।
কার্য্যস্য করণং দৈবাদ্বিশেষস্ত্রিবিধস্ততঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৩২৬)

যদি আধেয় আধারশূন্য হয়, বা এক বস্তু অনেকের গোচর হয়, অথবা সমর্থই হউক বা অসমর্থই হউক কোন একটী কার্য্য করিতে গিয়া দৈবাৎ যদি তাহার সেই কর্ম্ম করা হয়, তবেই বিশেষ অলঙ্কার জানিবে। তিনটী কারণে বিশেষ অলঙ্কারও ত্রিবিধ।

কাব্যপ্রকাশমতে ইহার লক্ষণ—

"বিনা প্রসিদ্ধমাধারমাধেয়স্য ব্যবস্থিতিঃ।
একাত্মা যুগপদ্বৃত্তিরেকস্যানেকগোচরাঃ॥
অন্যৎ প্রকুর্ব্বতঃ কার্য্যমশক্যান্যস্য বস্তুনঃ।
তথৈব করণং চেতি বিশেষস্ত্রিবিধ স্মৃতঃ॥"
(কাব্যপ্র° ১০ উ°)

১৫ পৃথিবী (ভাগবত ২।৫।২৯) (ত্রি) ১৬ অতিশয়িত।

"শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দাবাগ্নি-
রাসীদ্বিশেষা ফলপুষ্পবৃদ্ধিঃ।" (রঘু ২।১৪)

বিশেষক (পুং ক্লী) বিশেষ এব স্বার্থে কন্। ১ ললাটকৃত তিলক, ললাটের ফোটা।

"বিশেষকো বা বিশিশেষ যস্যাঃ
শ্রিয়ং ত্রিলোকীতিলকঃ স এব॥" (মাঘ ৩।৬৩)

(পুং) ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ তমালপত্র। ৪ চিত্রক। (ক্লী) ৫ পদ্যবিশেষ। যে স্থলে তিনটী শ্লোকের একত্র অন্বয় হয়, তাহাকে বিশেষক কহে, তিনটী শ্লোকের মধ্যে একটি ক্রিয়া থাকিবে, সেই ক্রিয়া দ্বারাই শ্লোকের অন্বয় হইবে।

"দ্বাভ্যাস্তু যুগ্মকং প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।
কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাৎ তদূর্দ্ধং কুলকং স্মৃতম্॥" (ছন্দোমঁ°)

(ত্রি) বিশেষয়িতা, প্রভেদকারক, বিশেষকারক।

বিশেষজ্ঞ (ত্রি) বিশেষং জানাতি জ্ঞা-ক। যিনি বিশেষ জানেন, জ্ঞানী।

বিশেষকচ্ছেদ্য (ক্লী) বিশেষকৈশ্ছেদ্যং। চতুঃষষ্টি কলার অন্তর্গত ষষ্ঠকলা (শৈবতন্ত্র) ২ তিলকে নানাপ্রকার বিচ্ছেদরচনা।

বিশেষগুণ (পুং) বিশেষো গুণঃ। বুদ্ধ্যাদি ছয়টী বিশেষ গুণ, বৈশেষিক দর্শনমতে গুণ ২৪ প্রকার যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ। ইহার মধ্যে বুদ্ধি হইতে ৬টী অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন বিশেষগুণ নামে অভিহিত। (ভাষাপরি°)

বিশেষণ (ক্লী) বিশিষ্যতেঽনেনেতি বি-শিষ-ল্যুট্। বিশেষ্য-ধর্ম্ম, প্রভেদকারক গুণ, যাহা দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহাকে বিশেষণ কহে। এই বিশেষণ তিন প্রকার, যথা—বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ, যেস্থলে বিশেষ্যের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তথায় বিশেষ্যবিশেষণ এবং যেস্থলে বিশেষণের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তথায় বিশেষণের বিশেষণ এবং যেস্থলে ক্রিয়ার গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তথায় ক্রিয়াবিশেষণ হয়।

এই বিশেষণ আবার তিন প্রকার, ব্যাবর্ত্তক, বিধেয় ও হেতুগর্ভ। যথা—নীল ঘট, এই স্থলে ঘট নীলবর্ণ ইহা ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ। বহ্নিমান্ পর্ব্বত, এই স্থলে বহ্নিমান্ ইহা বিধেয় বিশেষণ। সুরাপায়ী পতিত হয়, এই স্থলে সুরাপায়ী হেতুগর্ভ বিশেষণ।

২ চিহ্ন। ৩ অতিশয় কারণ।

বিশেষতা[ত্ব] (স্ত্রী) বিশেষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বিশেষের ভাব বা ধর্ম্ম, বিশেষত্ব, সামান্যত্ব।

বিশেষমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বিশেষমিত্র (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ।

বিশেষয়িতৃ (ত্রি) বিশেষকারী। যে পৃথক্ করে।

বিশেষবৎ (ত্রি) বিশেষ-অস্ত্যর্থে মতুপ্-মস্য ব। ১ বিশেষযুক্ত, বিশেষবিশিষ্ট। ২ বিশেষের ন্যায়।

বিশেষবিধি (পুং) বিশেষো বিধিঃ। অল্পবিষয়ক বিধি, যাহার বিষয় বহু, তাহার নাম সামান্য বিধি, আর যাহার বিষয় অল্প, তাহার নাম বিশেষ বিধি। সামান্যবিধি হইতে বিশেষবিধি বলবান্।

"তথা সামান্যকার্য্যোভ্যো বিশেষকার্যবিধির্বলী।
বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ।
অল্পঃ স্যাদ্বিষয়ো যস্য স বিশেষ বিধির্মতঃ॥" (দুর্গাদাস)
"সামান্য বিশেষয়োর্মধ্যে বিশেষবিধির্বলবান্" (স্মৃতি)
সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি এই দুইটীর মধ্যে বিশেষ বিধি বলবান্। সামান্য বিধিতে কোন একটী কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং বিশেষ বিধি দ্বারা যদি সেই নিষিদ্ধ কার্য্য আদিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ আদেশই বলবান্ হইবে।

বিশেষব্যাপ্তি (স্ত্রী) বিশেষঃ অসামান্যা ব্যাপ্তিঃ। ব্যাপ্তিভেদ। "প্রতিযোগী ব্যধিকরণস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বং" (চিন্তামণি) [ব্যাপ্তি শব্দ দেখ]

বিশেষাধিগম (পুং) বিশিষ্ট জ্ঞান।

বিশেষিত (ত্রি) বি-শিষ্-ণিচ্-ক্ত। ভিন্ন, ব্যবচ্ছিন্ন, পৃথক্কৃত, প্রভেদিত। ২ বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত।

বিশেষিন্ (ত্রি) বিশেষ অস্ত্যর্থে ইনি। বিশেষযুক্ত, বিশেষগুণ বিশিষ্ট। ২ অব্যবস্থিত পরিণামাদি অনেক ভেদযুক্ত।
"উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ।"
(ভাগবত ৩।১০।২০)
'বিশেষিণঃ অব্যবস্থিতপরিণামাত্মনেকভেদবন্তঃ' (স্বামী)

বিশেষোক্তি (স্ত্রী) বিশেষেণোক্তিঃ। কাব্যের অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—
"সতি হেতৌ ফলাভাবো বিশেষোক্তিস্তথা দ্বিধা।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭১৭)
যে স্থলে কারণ আছে অথচ কার্য্য নাই, তথায় এই অলঙ্কার হয়।
উদাহরণ—
"ধনিনোঽপি নিরুন্মাদা যুবানোঽপি ন চঞ্চলাঃ।
প্রভবোঽপ্যপ্রমত্তাস্তে মহামহিমশালিনঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)
যাহারা ধনী হইয়াও নিরুন্মাদ অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য, যুবা হইয়াও অচঞ্চল, প্রভু হইয়াও বিমৃশ্যকারী তাহারাই মহামহিমশালী। এই স্থলে কারণ আছে অথচ কার্য্যের অভাব। কেননা ধন থাকিলেই প্রায় লোকে অহঙ্কারী হয়, এখানে অহঙ্কারের কারণ ধন থাকিলেও কার্য্য যে অহঙ্কার তাহা নাই, সুতরাং এই স্থলে কারণ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যের অভাব হওয়ায় বিশেষোক্তি হইল ২ বিশেষরূপে কথন, অসাধারণ অবস্থাদিবর্ণন।
"কার্য্যাজনির্বিশেষোক্তিঃ সতি পুষ্কলকারণে।
হৃদি স্নেহক্ষয়ো নাভূৎ স্মরদীপে জ্বলত্যপি॥" (চন্দ্রালোক)

বিশেষ্য (ত্রি) বিশিষ্যতে গুণাদিভিরিতি-বি-শিষ-ণ্যৎ। গুণাদি দ্বারা ভেদ্য, ব্যবচ্ছেদ্য, ধর্ম্মি পদার্থ, দ্রব্যাদি ঘটপটাদি, যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তির বোধ হয়, যথা বৃক্ষ, লতা, গো, মনুষ্য প্রভৃতি। ২ প্রধান। শ্রেষ্ঠ। ৩ আদিম, আদিকারণ।

বিশেষ্যাসিদ্ধ (পুং) বিশেষ্যেণ অসিদ্ধঃ। হেত্বাভাসভেদ, যে হেত্বাভাস দ্বারা স্বরূপের অসিদ্ধি হয়, তাহার নাম বিশেষ্যাসিদ্ধ। [হেত্বাভাস দেখ]

বিশোক (পুং) বিগতঃ শোকো যস্মাৎ। ১ অশোক বৃক্ষ। ২ শোকাভাব।
"উষিত্বা হাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ।
সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া॥" (ভাগবত ১।১০।৭)
৩ যুধিষ্ঠিরের অনুচরবিশেষ। (ভারত ৩।৩১।৩০)
৪ ব্রহ্মার মানসপুত্রভেদ। (লিঙ্গপু° ১২অ°) (ত্রি) ৫ শোকরহিত, বিগত শোক, যাহার শোক দূর হইয়াছে। স্ত্রিয়াং টাপ্।
বিশোকা—পাতঞ্জল দর্শনমতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পূর্ব্বকালীন চিত্তবৃত্তি। সাধকের সম্প্রজ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে জ্যোতিষ্মতী বিশোকা চিত্তবৃত্তি হয়।
"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" (পাতঞ্জল দ° ১।৩৬)

বিশোকতা (স্ত্রী) বিশোকস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বিশোকের ভাব বা ধর্ম্ম, শোক।

বিশোকদেব (পুং) রাজভেদ।

বিশোকদ্বাদশী (স্ত্রী) বিশোকা দ্বাদশী। দ্বাদশী তিথিভেদ, শোকরহিতা দ্বাদশী।

বিশোকপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

বিশোকষষ্ঠী (স্ত্রী) বিশোকা ষষ্ঠী। ষষ্ঠীতিথিভেদ, অশোকষষ্ঠী, চৈত্রমাসের শুক্লাষষ্ঠীর নাম অশোকষষ্ঠী। এই তিথিতে ষষ্ঠীর ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতপ্রভাবে শোক হয় না; সেই জন্য ঐ তিথির নাম অশোকষষ্ঠী। এই তিথিতে অশোক পুষ্পকলিকা পান করিবার ব্যবহার আছে। ষষ্ঠীব্রত স্ত্রীগণই করিয়া থাকে।

বিশোকসপ্তমী (স্ত্রী) বিশোকা সপ্তমী। সপ্তমী তিথিভেদ।

বিশোধন (ক্লী) বি-শুধ-ল্যুট্। ১ সংশোধন, বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া ২ পবিত্রীকরণ। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮১)

বিশোধনী (স্ত্রী) বিশুধ্যতেঽনয়েতি বি-শুধ-ল্যুট্ ঙীষ্। ১ দন্তীবৃক্ষ, নাগদন্তীবৃক্ষ। ২ ব্রহ্মার পুরী।

বিশোধিন্ (ত্রি) বি-শুধ-ণিচ্-ণিনি। ১ শোধনকারক।

বিশোধিনী (স্ত্রী) ১ নাগদন্তী লতা। ২ নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৩ নাগদন্তী, চলিত হাতীশুড়ে। ৪ দন্তীবৃক্ষ, জয়পাল (রাজনি°)

বিশোধিনীবীজ (ক্লী) জয়পাল। (বৈদ্যক)

বিশোধ্য (ত্রি) বি-শুধ-ণ্যৎ। বিশোধনীয়, বিশোধনযোগ্য, বিশোধনের উপযুক্ত।

বিশোবিশীয় (ক্লী) সামভেদ।

বিশোষ (পুং) বি-শুষ-ঘঞ্। শুষ্কতা, নীরসতা, শোষ।

বিশোষণ (ত্রি) বি-শুষ-ল্যুট্। বিশেষরূপে শোষণকারক।

"হাসং হরেরবনতাখিললোকতীব্র-
শোকাশ্রুসাগরবিশোষণমত্যুদারম্।"
(ভাগবত ৩।২৮।৩২)

'তীব্রশোকেন যানি অশ্রূণি তেষাং সাগরং বিশোষয়তীতি তৎ' (স্বামী) (ক্লী) ২ শুষ্কভাব, নীরসতা।

বিশোষিণ্ (ত্রি) বি-শুষ ণিনি। বিশোষণকারক।

"হবিরাবর্জ্জিতং হোতস্ত্বয়া বিধিবদগ্নিষু।
বৃষ্টির্ভবতি শস্যানামবগ্রহবিশোষিণাম্॥" (রঘুবংশ ১।৬২)

'অবগ্রহবিশোষিণাং অবগ্রহঃ বর্ষপ্রতিবন্ধঃ তেন বিশুষ্যতাং' (মল্লিনাথ)

বিশৌজস্ (ত্রি) প্রজাবর্গের উপর শাসনবিস্তারক।

"বিক্ষু প্রজাসু ওজস্তেজোযস্য বিড়োজা ইতি প্রাপ্তে বিশৌজা ইতি ছান্দসমত এব পদকারো নাবগ্রহং চকার।"
(শুক্লযজুঃ ১০।২৮ মহীধর)

বিশ্চকদ্রাকর্ষ (পুং) কুক্কুরশাস্তা, কুক্কুররক্ষক, যাহারা কুকুরকে শিক্ষা দেয় ও রক্ষা করে। ৭৪।৫৭

বিশ্ন (পুং) বিছ-দীপ্তৌ (যজযাচযতবিচ্ছেতি। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। ১ দীপ্তি। ২ গতি।

বিশ্‌পতি (পুং) বিশাং পতিঃ। প্রজাপালক, রাজা, পৃথিবীপতি। "পৃথিবী জুজুর্বা ইব বিশ্‌পতিঃ" (ঋক্ ১।৩৭।৮) 'জুজুর্বা ইব বিশ্‌পতিঃ যথা বয়োহানিরোগাদিনা জীর্ণঃ প্রজাপালকো রাজা বৈরিভয়াৎ কম্পতে তদ্বৎ, বিশাংপতির্বিশ্‌পতিঃ।' (সায়ণ)

২ বৈশ্যদিগের পতি, বৈশ্যজাতির অধিপতি।

"যথাশিষো বিশ্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ॥"
(ভাগবত ১০।২০।২৪)

"বিশ্‌পতয়ঃ রাজানঃ বণিজাং পতয়ো বা" (স্বামী)

বিশ্‌পত্নী (স্ত্রী) বণিক্‌দিগের পালয়িত্রী।

"তস্মৈ বিশ্‌পত্ন্যৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতনঃ" (ঋক্ ২।৩২।৭)
'বিশ্‌পত্ন্যৈ বিশাংপালয়িত্র্যৈ' (সায়ণ)

বিশ্‌পলা (স্ত্রী) অগস্ত্যপুরোহিত খেলরাজার স্ত্রী।

"সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশ্‌পলায়ৈ" (ঋক্ ১।১১৬।১৫)

'অগস্ত্যপুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্য সম্বন্ধিনী বিশ্‌পলা নাম স্ত্রী' (সায়ণ)

বিশ্‌পলাবসু (ত্রি) প্রজাদিগের পালয়িতা এবং ধন।

"বিষ্কা বিশ্‌পলাবসু দিবো ন পাতা" (ঋক্ ১।১৮২।১)
বিশ্‌পলাবসু বিশাং প্রজানামস্মাকং পালয়িতৃধনৌ" (সায়ণ)

বিশ্য (ত্রি) প্রজাভব, যাহা প্রজা হইতে হয়। "সুবন্ধবো যে বিশ্যা ইব" (ঋক্ ১।১২৬।৫)

'বিশঃ প্রজাঃ তত্র ভবাঃ বিশ্যাঃ' (সায়ণ)

বিশ্যাপর্ণ (ত্রি) বিশ্বন্তর নামে কোন এক রাজা কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ। শ্যাপর্ণ নামক ব্রাহ্মণদিগকে আর্ত্বিজকর্ম্মে ব্রতী না করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে নিরাকরণ পূর্ব্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, একারণ ইহার নাম বিশ্যাপর্ণ (শ্যাপর্ণ বিরহিত) যজ্ঞ।

"স চ বিশ্বন্তরনামকঃ স কদাচিৎ যাগং চিকির্ষুঃ শ্যাপর্ণান্ তন্নামকান্ ব্রাহ্মণবিশেষান্ পরিত্যক্তানঃ আর্ত্বিজ্যে নিরাকুর্ব্বন্ বিশ্যাপর্ণং যজ্ঞং আজহ্রে শ্যাপর্ণনামকব্রাহ্মণবিরহিতমেব যজ্ঞমনুষ্ঠিতবান্"। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭ ভাষ্য)

বিশ্রাণন (ক্লী) দান, বিতরণ, পাত্রসাৎকরা।

বিশ্রব্ধ (ত্রি) বি-শ্রন্‌ভ-ক্ত। ১ অনুদ্ভট, শান্ত। ২ বিশ্বস্ত। ৩ আসন্ন। (হেম) ৪ গাঢ়। (মেদিনী) ৫ নির্বিশঙ্ক, নিঃশঙ্ক।

"নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্য্যামহং প্রিয়ম্।"
(রামায়ণ ২।১৯।৫)

বিশ্রব্ধনবোঢ়া (স্ত্রী) বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তা নবোঢ়া। নায়িকাভেদ, মুগ্ধা নবোঢ়ানায়িকা। মুগ্ধা নায়িকার রতি লজ্জা ও ভয় পরাধীনা; কিন্তু পরে এই মুগ্ধা প্রশ্রয় পাইয়া বিশ্রব্ধনবোঢ়া হয়। ইহার চেষ্টা ও ক্রিয়া মনোহারিণী। ইহার কোপ মৃদু ও নববিভূষণে প্রবল ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"দরমুকুলিতনেত্রপাণিনীবী-
নিয়মিত বাহুকুতোযুগ্মবন্ধম্।
করকলিতকুচস্থলং নবোঢ়া
স্বপিতি সমীপমুপেত্য কস্য পুনঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"স্তন দুটী করে ছাঁদা, উরু দুটী ভুজে বাঁধা
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর, না না না তাহার পর
টাল টোল এখন তখন॥
যদি খায়্যা লাজ ভয়, কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়
তারে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস, নবসুধা হাস তায়
নবরস কে করে গণন॥" (রসমঞ্জরী)

বিশ্রম (পুং) বি-শ্রম-ঘঞ্। ১ বৃদ্ধভাব, বিশ্রাম।

"অবিশ্রমং যাবদিদং শরীরং
পততাবশ্যং পরিণামদুর্ব্বহম্॥" (কাতন্ত্র কৃৎসূ° ১।৬)

বিশ্রম্ভ (পুং) বি-শ্রনভ্-ঘঞ্। ১ বিশ্বাস, প্রত্যয়। (অমর)
"নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা ভবানীব ভবং প্রভুম্।
বিশ্রম্ভেনাত্মশৌচেন গৌরবেণ দমেন চ॥" (ভাগবত ৩।২৩।২)
২ কেলিকলহ। ৩ প্রণয়। (মেদিনী) ৪ বধ। (বিশ্ব)
৫ স্বচ্ছন্দবিহার।

বিশ্রম্ভণ (ক্লী) বিশ্বাসজনক।
"কৃষ্ণস্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ। (ভাগ° ১০।২৪।৩৫)
'গোপবিশ্রম্ভণং গোপানাং বিশ্বাসজনকং রূপং গতঃ প্রাপ্ত সন্'
(স্বামী)

বিশ্রম্ভণীয় (ত্রি) বিশ্বসনীয়, বিশ্বাসের পাত্র।
"স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্।
বিশ্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দ্রোগ্ধুমর্হতি॥" (ভাগবত ৬।২।৬)
'বিশ্রম্ভণীয়ঃ বিশ্বসনীয়ঃ' (স্বামী)

বিশ্রম্ভতা (স্ত্রী) বিশ্বাসত্ব, প্রত্যয়ত্ব, প্রণয়ত্বাদি।

বিশ্রম্ভিন্ (ত্রি) বিশ্বাসশীল।
"বিকত্থা যাচতে প্রত্তমবিশ্রম্ভী মুহুর্জ্জলম্" (ভট্টি)
'অবিশ্রম্ভী অবিশ্বাসশীলঃ'। (ভরত)

বিশ্রয়িন্ (ত্রি) বিশ্রেতুং শীলং যস্য বি-শ্রি-ইনি (পা ৩।২।১৫৭)
১ সেবাশীল, বিশেষ প্রকারে সেবাপরায়ণ। ২ আশ্রয়বান্।

বিশ্রবণ (পুং) ঋষিভেদ।

বিশ্রবস্ (ত্রি) পুলস্ত্যমুনির পুত্র, জন্মান্তরে জাঠরাগ্নিরূপে প্রসিদ্ধ অগস্ত্য। ইনি পুলস্ত্যপত্নী হবির্ভূতে জন্মিয়া ছিলেন।
ভরদ্বাজ কন্যা ইড়বিড়া বা ইলবিড়ার গর্ভে বিশ্রবার ঔরসে ধনপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতের মতে, বিশ্রবা প্রজাপতি পুলস্ত্যের সাক্ষাৎ অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ। কুবেরের প্রতি ব্রহ্মার চাটু উক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুলস্ত্য নিজ অর্দ্ধাঙ্গ হইতে বিশ্রবাকে সৃষ্টি করেন। কুবের তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে তিন জন রাক্ষসী দাসী প্রদান করিয়াছিলেন। এই তিন জনের মধ্যে পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও সূর্পণখার জন্ম। কিন্তু রামায়ণের মতে বিশ্রবার ঔরসে সুমালিকন্যা নিকষা বা কৈকেসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পণখার উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণের মতে রাবণের মাতার নাম কেশিনী।

বিশ্রাণন (ক্লী) বি-শ্রণ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দান, বিতরণ।
"কথং নু শক্যোঽনুনয়ো মহর্ষের্বিশ্রাণনাচ্চান্যপয়স্বিনীনাম্।"
(রঘু ২ সঃ)

বিশ্রাণিত (ত্রি) দত্ত, যাহা বিতরণ করা হইয়াছে।

বিশ্রান্ত (ত্রি) ১ শ্রান্তিযুক্ত। ২ বিগতশ্রম। ৩ অনিয়ত। ৪ বিরত, ক্ষান্ত, নিবৃত্ত।

বিশ্রান্তি (স্ত্রী) বিশ্রাম, বিরাম, নিবৃত্তি, ক্ষান্তি।
"জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে।" (রামায়ণ ২।২।৮)
২ খেদাপনয়ন, শ্রমাপনয়ন, চলিত জিরন বা আরাম করা।
৩ তীর্থবিশেষ। এখানে নিখিল জগৎপতি স্বয়ং বাসুদেব আসিয়া বিশ্রাম করেন; একারণ এই তীর্থ বিশ্রান্তিনামে প্রসিদ্ধ।
"বাসুদেবো মহাবাহুর্জগৎস্বামী জনার্দনঃ।
বিশ্রামং কুরুতে তত্র তেন বিশ্রান্তিসংজ্ঞিকা॥" (বরাহপু°)

বিশ্রান্তি বর্ম্মন্, একজন প্রাচীন কবি।

বিশ্রাম (পুং) বি-শ্রম-ঘঞ্। বিশ্রান্তি। [বিশ্রান্তি দেখ]
গুণ,—পরিশ্রমের পর বিশ্রামে শ্রমলাঘব ও স্বেদাপনয়ন হয়। নিয়মিত পরিশ্রমের পর যথা সময়ে বিশ্রাম দেওয়া, সকল লোকের পক্ষেই বলবৃদ্ধিকর, স্বাস্থ্যপ্রদ ও শুভজনক হয়।
"বিশ্রামো বলকৃৎ স্বেদশ্রমজিৎ স্বাস্থ্যদঃ শুভঃ।" (রাজবল্লভ)

বিশ্রামগড়, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পট্টন নামে পরিচিত ছিল। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মোগল-সৈন্য কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শিবাজী এখানে নিরাপদে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানকে বিশ্রামগড় নাম দেন।

বিশ্রামজ, অনুপানমঞ্জরী নামক বৈদ্যকগ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্রামশুক্ল, জনিপদ্ধতিদর্পণপ্রণেতা। ইঁহার পিতা শিবরাম কৃত্যচিন্তামণি নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্রামাত্মজ, প্রশ্নবিনোদ নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্রাম্যতোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ। বেদান্তসার-বিশ্রামোপনিষদ্ নামেও পরিচিত।

বিশ্রাব (পুং) বি-শ্রু-ঘঞ্ (পা ৩।৩।২৫) ১ অতিপ্রসিদ্ধি। ২ ধ্বনি।
"বিক্ষাবৈস্তোয়বিশ্রাবং তর্জ্জয়ন্তো মহোদধেঃ।" (ভট্টি ৭।৩৬)
৩ ক্ষরণ। ৪ স্রোতঃ।

বিশ্রি (পুং) মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

বিশ্রী (ত্রি) বিগতা শ্রীর্যস্য। ১ শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট। ২ কুৎসিত, কদাকার।

বিশ্রুত (ত্রি) বি-শ্রু-ক্ত। বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। (অমর)
"বিদ্বান্ সুভগো মানী বিশ্রুতকর্ম্মা কুলোন্নতঃ শূরঃ।
বিত্তেন ভবতি সর্ব্বো বিত্তহীনস্তু সদ্গুণোঽপ্যগুণঃ॥"
(কলাবিলাস ২।৫৬)
২ জ্ঞাত। ৩ সংহৃষ্ট, সম্যক্ আহ্লাদিত। (বিশ্ব) ৪ ধ্বনিত।

বিশ্রুতদেব (পুং) রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ)

বিশ্রুতবৎ (ত্রি) বি-শ্রু-ক্তবতু। ১ বিশ্রুত, জ্ঞাতবান্। বিশ্রুত ইব বিশ্রুত-বতু ইবার্থে। ২ (অব্যয়) বিশ্রুতের ন্যায়, প্রসিদ্ধের ন্যায়, জানিতের ন্যায়। ৩ রাজপুত্রভেদ, বৃহদ্বলের ভ্রাতা। (হরিব°)

বিশ্রুতি (স্ত্রী) বি-শ্রু-ক্তিন্। ১ বিখ্যাতি, প্রসিদ্ধি।
"বিশ্রুতৌ শ্রুতদেবস্য ভুবি তৃপ্যন্তি মেহসবঃ।" (ভাগবত ৩।২৫।২)
২ ক্ষরণ। ৩ শ্রোতঃ। ৪ নানাপ্রকার স্তব।
"বিবিধং শ্রূয়তে স্তূয়তে ইতি বিশ্রুতিঃ" (মহীধর)

বিশ্রুতাত্মা (পুং) বিষ্ণু। (মহাভা° ১৩।১৪৯।৩৫)

বিশ্লথ (ত্রি) শিথিল, আল্‌গা।
"ঐরাবতাস্ফালনবিশ্লথং যঃ সঙ্ঘট্টয়ন্নঙ্গদমঙ্গদেন।" (রঘু ৬।৭৩)

বিশ্লিষ্ট (ত্রি) বি-শ্লিষ ক্ত। ১ বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত। ২ বিকসিত, প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত। ৩ বিযুক্ত, শিথিল। ৪ বিমুক্ত।

বিশ্লিষ্টসন্ধি (পুং) ১ অস্থিভঙ্গবিশেষ। ২ সন্ধিমুক্ত ভগ্নরোগ বিশেষ। লক্ষণ, কোনরূপ আঘাতাদিতে সন্ধি ভগ্ন হইলে, ভগ্ন স্থানে যদি অল্প শোথ, নিয়ত বেদনা এবং সন্ধির ক্রিয়াবিকৃতি হয়, তবে তাহাকে বিশ্লিষ্টসন্ধি বলে।
[চিকিৎসাদি ভগ্নশব্দে দ্রষ্টব্য]
"বিশ্লিষ্টেঽল্পশোফো বেদনাসাতত্যং সন্ধিবিক্রিয়া চ।"
(সুশ্রুত নি° ১৫ অ°)

বিশ্লেষ (পুং) বি-শ্লিষ-ঘঞ্। ১ বিধুর। ২ অযোগ। (মেদিনী)
"অনুশ্রুত ত্বচ্চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্।"
৩ বিয়োগ। ৪ শৈথিল্য। ৫ বিরাগ। ৬ বিকাস, প্রকাশ।

বিশ্লেষণ (ক্লী) ১ বায়ু জন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। ইহাতে ক্ষত স্থানে নানা প্রকার বেদনা দ্বারা আক্রান্তগাত্র ও বিশ্লিষ্টের (শ্লথভাবের) ন্যায় বোধ হয়। (সুশ্রুত) ২ পৃথক্‌করণ।

বিশ্লেষিন্ (ত্রি) বিশ্লেষোঽস্যাস্তীতি বিশ্লেষ ইনি। বিচ্ছেদবান্, বিয়োগী।
"ভবত্যেব চ সংযোগাশ্চিরবিশ্লেষিণামপি" (কথাসরিৎসা° ৬।২৩৭)

বিশ্লোক (ত্রি) ১ ছন্দোভেদ। ২ স্তুতির যোগ্য, স্তবনীয়।

বিশ্ব (ক্লী) বিশতি স্বকারণং ইতি বিশ প্রবেশনে বিশ-ক্বন্ (অশূপ্রুষিলটিকণীতি ক্বন্। উণ্ ১।১৫১) ১ জগৎ, সংসার, চরাচর। (মেদিনী)

আত্মস্বশূন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত কাল জগতের উপাদান (নিমিত্ত) বিশ্বরূপী আত্মার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কাল সহকারে আত্মার প্রাদুর্ভাব হয়; কেননা আত্মা ব্যতিরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। অতঃপর অব্যক্তমূর্ত্তি ঈশ্বর বিষ্ণুমায়াপরিচ্ছন্ন ব্রহ্মতন্মাত্রাবিশিষ্ট বিশ্বকে (ঐ বিশ্বরূপী আত্মাকে) কালে স্থূলরূপে পৃথগ্ভাবে প্রকাশ করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥" (ভাগব° ৩।১০।১১-১২)

'পুরুষ ইতি। উপাদীয়তে নিমিত্ততয়া স্বীক্রিয়তে ইত্যুপাদানম্। স কালঃ উপাদানং নিমিত্তং যস্মিন্ তমাত্মানমেব, বিশ্বরূপেণাসৃজৎ। স্বব্যতিরেকেণ সৃজ্যাভাবাৎ। এতচ্চ বস্তুকথনমাত্রম্। কালেন নিমিত্তভূতেনাসৃজদিত্যেতাবদেব বিবক্ষিতম্। স্বব্যতিরিক্তসৃজ্যাভাবং দর্শয়ন্ কালস্য সৃষ্টিনিমিত্ততাং দর্শয়তি। বিশ্বমিতি। বিষ্ণুমায়য়া সংস্থিতং সংবৃতং ব্রহ্মতন্মাত্রং সৎ বিশ্বং ঈশ্বরেণ কর্ত্রা কালেন নিমিত্তেন পরিচ্ছিন্নং পৃথক্ প্রকাশিতম্। অব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্যেতি স্বতো নির্ব্বিশেষতা দর্শিতা।' (স্বামী)

স্থূলরূপে বিশ্বপ্রকাশের প্রক্রম এই,—"সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ" প্রাকৃত ও বৈকৃতভাবে সাধারণতঃ বিশ্ব নয় প্রকারে সৃষ্ট। তন্মধ্যে প্রাকৃত ছয় প্রকার ও বৈকৃত ত্রিবিধ। প্রাকৃত ছয় প্রকার এই,—

(১) মহৎ (মহত্তত্ব); ইহা আত্মার গুণের বৈষম্য মাত্র।

(২) অহম্ (অহঙ্কার); ইহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়।

(৩) তন্মাত্র (পঞ্চতন্মাত্র); ইহা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত; ইহা হইতে আবার স্থূল পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশের) সৃষ্টি হয়।

(৪) ইন্দ্রিয়, ইহা জ্ঞান ও কর্ম্মভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই কয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মুখ হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই গুলি কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গণই জীবের জীবনোপায় ও গতি মুক্তি; কেননা ইহাদের পরিচালন দ্বারাই বিশ্বসংসারে জীবের ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, বন্ধ, মুক্তি প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রোদিত সৎপ্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়পরিচালন, ধর্ম্ম, পুণ্য, সুখ, মুক্তি প্রভৃতির এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যে ইন্দ্রিয়পরিচালন অধর্ম্ম, পাপ, দুঃখ ও বন্ধ প্রভৃতির কারণ হয়।

(৫) বৈকারিক (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ ও মন প্রভৃতি) পদার্থের সৃষ্টি।

(৬) তমোগুণ (পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা) ইহা বুদ্ধির আবরণ (প্রতিভানিবর্ত্তক) ও বিক্ষেপজনক (ব্যাকুলতাকারক)।

ত্রিবিধ বৈকৃত; যথা,—

(৭) বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্‌সার, বীরুধ ও দ্রুম এই ছয় প্রকার স্থাবর। ইহাদের মধ্যে যাহাদের পুষ্প ব্যতিরেকে ফল হয়, তাহারা বনস্পতি; যাহারা ফল পাকিলে মরিয়া যায় তাহারা ওষধি; যাহারা মজ্জবিহীন অর্থাৎ যাহাদের ত্বকেই সার জন্মে, (যেমন বংশাদি) তাহারা ত্বক্‌সার। বীরুধ প্রায় লতারই মত, তবে লতা অপেক্ষা ইহার কাঠিন্য আছে। যাহাদের

পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম দ্রুম। এই সকল স্থাবরগণ তমঃপ্রায় (অব্যক্ত চৈতন্য) অর্থাৎ ইহাদের চৈতন্য থাকিয়াও তাহা অব্যক্ত; আর ইহারা অন্তঃস্পর্শ (অন্তরে ইহাদের স্পর্শবোধ আছে,* কিন্তু বাহিরে নহে)। ইহাদের আহার্য্য দ্রব্য (রস) মূল হইতে উর্দ্ধদেশে সঞ্চারিত হইয়া শরীর পোষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে উর্দ্ধস্রোতাঃ বলে।

(৮) তির্য্যক্‌প্রাণী (পশু, পক্ষী, ব্যালাদি); ইহারা অবিদ (স্মৃতিহীন, অতীত ঘটনাদি-বিষয়ে জ্ঞানশূন্য), ভূরিতমাঃ (মাত্র আহারাদির বিষয়ে নিষ্ঠাবান্); ঘ্রাণজ্ঞ (গন্ধগ্রহণেই প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানশালী) এবং অবেদী (মনোভাব বিজ্ঞাপনে অসমর্থ বা দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য)। এসম্বন্ধে শ্রুতিতেও উল্লেখ আছে; যথা,—"অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকাবিতি"।

উক্ত তির্য্যক্ জাতি, একশফ (জোড়াখুর) বিশিষ্ট গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (কুদ্রাশ্ব) এই তিন এবং গৌর, শরভ ও চমরী (মৃগজাতীয়) এই তিন, সমুদয়ে ছয় প্রকার। গো, ছাগ, মহিষ, শূকর, গবয় (গোজাতীয় বা বন্যগরু), কৃষ্ণ, রুরু (এই দুইটী মৃগজাতীয়), মেষ ও উষ্ট্র, এই দ্বিশফ (দ্বিখণ্ডিত খুর) বিশিষ্ট নয় প্রকার, আর কুকুর, শৃগাল, নেকড়িয়া বাঘ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশ, শজারু, সিংহ, বানর, হস্তী, কূর্ম্ম ও গোধা, এই দ্বাদশ প্রকার পঞ্চনখী (পঞ্চ নখবিশিষ্ট) জন্তু এবং মকর কুম্ভীরাদি জলচর ও কঙ্কগৃধ্রাদি খেচর এই উভয়বিধ জন্তুকে এক প্রকার ধরিয়া সাকল্যে অষ্টাবিংশতি প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯) নরদেহ, ইহা রজোগুণবহুল, কর্ম্মতৎপর, দুঃখেও সুখাভিমানী এবং অর্ব্বাক্‌স্রোতাঃ অর্থাৎ ইহাদের আহার্য্য দ্রব্য (অন্নাদি), উর্দ্ধ (মুখ) হইতে অধঃ (নিম্ন কোষ্ঠাদিতে) সঞ্চরণপূর্ব্বক শরীর পোষণ করে।

এতদ্ভিন্ন দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, প্রভৃতি দেবযোনিপ্রাপ্ত এবং সনৎকুমারাদি উভয়াত্মক (দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব ব্যপদেশে উভয় লোকান্তর্গত) কতকগুলি লোকও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃজ্যমান হন। সংক্ষেপতঃ ইহাঁদেরও সৃষ্টিপ্রক্রম নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সহস্রার্কদ্যুতি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তদাদেশে স্বীয় প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা তামিস্র, অন্ধতামিস্র, তমঃ, মোহ ও মহাতমঃ এই পঞ্চপর্ব্বরূপ অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। এই পঞ্চপর্ব্বের সৃষ্টি হওয়ায় জগৎ নিবিড় অন্ধকারময় ক্ষুতৃষ্ণাসমুৎপাদক রাত্রিরূপে পরিণত হইল এবং তিনিও (ব্রহ্মাও) তৎসঙ্গে মিশিয়া গেলেন অর্থাৎ "যাংস্তু তমুরাসীৎ তামুপাহরৎ সা তমিস্রাভবৎ" (শ্রুতি), তাঁহার শরীরও ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। অতঃপর তাঁহা হইতে উৎপন্ন যক্ষ, রক্ষঃ প্রভৃতি উক্ত ক্ষুতৃষ্ণাসমুৎপাদক রাত্রিকে প্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা যারপর নাই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইল এবং অন্য কোন আহার্য্য না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় আহারান্বেষণে ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া ভক্ষণমানসে তৎপ্রতিই প্রধাবিত হইতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল যে, "মা রক্ষতৈনং জক্ষধ্বং" তোমরা ইহাকে রাখিও না, খাইয়া ফেল। প্রজাপতি স্বয়ং এই কথা শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, "মা মা জক্ষত রক্ষত অহো মে যক্ষরক্ষাংসি! প্রজা যূয়ং বভূবিথ" হে যক্ষরক্ষগণ! তোমরা আমার সন্তান, আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব আমাকে ভক্ষণ করিও না, রক্ষা কর। এই সময়ে যাহারা 'মা রক্ষত' রক্ষা করিও না বলিয়াছিল, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা 'জক্ষধ্বং" খাইয়া ফেল, এই কথা বলিয়াছিল, তাহারা যক্ষ বলিয়া জগতে প্রচারিত হইল। ইহারা দেবযোনি প্রাপ্ত হইলেও তমোবহুলাবস্থায় উৎপন্ন হওয়ায় ইহাদিগকে তির্য্যগাদি তামসসৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত বলিয়া ধরা যায়।

ইহার পর সত্বগুণ বহুলাবস্থায় দ্যোতমান (সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন) হইয়া যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রভাবও দ্যুতিমান্ হওয়ায় জগতে দেবতানামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরূঢ় হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্মার যে প্রভা বিস্তার হইয়াছিল, তাহা হইতে দিবার উৎপত্তি হইলে ঐ দেবগণ তাহাতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

অতঃপর "স জঘনাদসুরানসৃজত" (শ্রুতিঃ) প্রজাপতি স্বীয় জঘন দেশ হইতে অতিলোলুপ স্ত্রী-লম্পট অসুরদিগের সৃষ্টি করিলে, তাহারা সাতিশয় মৈথুনলুব্ধ হইয়া আত্মবৃত্তি চরিতার্থের উপায়ান্তরাভাবে তদুদ্দেশ্যে তাঁহারই উপর প্রধাবিত হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি প্রথমে মনে মনে হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু নিলর্জ্জ অসুরদিগের ভাবগতিক উত্তরোত্তর ভাল বোধ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং বিষ্ণুর নিকট গিয়া যথাযথভাবে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। বিষ্ণু পূর্ব্বাপর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে ভাবান্তরে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ("সাহোরাত্রয়োঃ সন্ধিরভবৎ" (শ্রুতিঃ) "সা তেন বিসৃষ্টা তনুঃ সায়ন্তনী সন্ধ্যা বভূব") ব্রহ্মা শরীর পরিবর্তন দ্বারা দিব্যরূপিণী সায়ন্তনী সন্ধ্যামূর্ত্তি ধারণ করিলে, তাহা দেখিয়া কামবিহ্বল অসুরগণ অশেষ লাবণ্যময়ী বিলাসৈকনিলয়া স্ত্রীমূর্ত্তিভ্রমে বিভ্রমোন্মত্ত হইয়া তৎপ্রতি আলিঙ্গনোদ্যত হইল এবং রজস্তমা

কোন পদার্থের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর স্বয়ম্ভু স্বীয় লাবণ্যময়ী কান্তিদ্বারা গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও সর্ব্বলোকপ্রিয় কান্তিমতী জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করেন। এইরূপে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজের আলস্য দ্বারা তন্দ্রা, জৃম্ভা, নিদ্রা ও উন্মাদের হেতুভূত ভূতপ্রেতপিশাচাদির সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে সাধ্য ও পিতৃগণের সৃষ্টি হইল; এই সাধ্য ও পিতৃগণকেই লোকে এখনও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা স্ব স্ব পিতার ন্যায় হব্য কব্য প্রদান করে। অন্তর্দ্ধান-শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সৃষ্টি করেন; এই কারণেই ইহাদের আত্মায় এক অত্যদ্ভুত অন্তর্দ্ধান-শক্তি জন্মে অর্থাৎ ইহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে অন্তর্হিত ও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। এতদনন্তরে আত্মপ্রতিবিম্ব (স্বকীয় দেহকান্তি) অবলম্বনে কিন্নর কিন্নরীর সৃষ্টি করিলেন; পরে সৃষ্টির আর বিবৃদ্ধি না দেখিয়া ভগবান্ ক্রোধরাগাদিযুক্ত ভোগদেহ পরিত্যাগ করিলে, সেই দেহ হইতে যে সকল কেশরাশি প্রসূত হইয়াছিল, তাহা হইতে সর্পদিগের উৎপত্তি হইল।

এই সকল সৃষ্টির পর স্বয়ম্ভু স্বয়ং যখন আত্মাকে মগ্নমান বোধ করিতে লাগিলেন, তখন স্বীয় দেহ ও পুরুষকার অর্পণে মনের দ্বারা মনুগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে দেবগণ প্রজাপতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কেননা তাঁহারা ভাবিলেন, মনুদিগের দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত হইলে আমরা হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে পারিব। ইহার পর তপঃ, উপাসনা, যোগ ও বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যযুক্ত সমাধিসম্পন্ন ঋষিগণের সৃষ্টি করেন; ইহাঁদিগের প্রত্যেককেও ভগবান্ কর্ত্তৃক স্বকীয় দেহের অংশ প্রদত্ত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ জগৎ ও পৃথিবী শব্দে দ্রষ্টব্য]

২ শুণ্ঠী। পর্য্যায়—মহৌষধ, শুণ্ঠী, নাগর, বিশ্বভেষজ। (রত্নমালা) শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, উষণ। (ভাবপ্র°) ৩ বোল, গন্ধবোল, চলিত নিশাদল। (পুং) ৪ গণদেবতাবিশেষ। বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা, মাদ্রবা, এই দশটী। ইহাদের মধ্যে ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতু ও দক্ষ; নান্দীমুখ (আভ্যুদয়িক) শ্রাদ্ধে সত্য ও বসু; নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় কাল এবং কাম; কাম্যকর্ম্মে ধৃতি ও কুরু, আর পার্ব্বণশ্রাদ্ধে পুরূরবা ও মাদ্রবার উল্লেখ করিতে হয় ইহাঁরা ধর্ম্ম হইতে দক্ষকন্যা বিশ্বার গর্ভে উৎপন্ন হন। (মৎস্যপু° ৫ অ°)। ৫ নাগর, শুঁঠ। (বিশ্ব) (স্ত্রী), ৬ পরিমাণবিশেষ; ৯৬ রতি=তোলা; ৮ তোলা=পল; ২০ পল=বিশ্বা। (জ্যোতির্ম্ময়ী) ৭ স্থূলশরীরব্যাপী চৈতন্য, প্রত্যেক শরীরাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা। (বেদান্তসার)

(ত্রি) ৮ সকল, সমস্ত।

"যস্য বিশ্বস্য জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।"
(মহাভারত ৩।২১৮।১৬।

৯ বহু, অনেক। (নিঘণ্টু) (স্ত্রিয়াং টাপ্) ১০ দক্ষকন্যাভেদ, বিশ্বদেবগণের মাতা। (মৎস্যপু°)

১১ অতিবিষা, আতইচ। ১২ শতাবরী, শতমূল। (রাজনি°) (ক্লী) ১৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস°) ১৪ দেহ।

১৫ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৫)

বিশ্বক (ত্রি) বিশ্ব-কন্। নিখিল, সমস্ত।

বিশ্বকথা (স্ত্রী) ১ জগৎসম্বন্ধীয় কথা। ২ সমস্ত কথা, যাবতীয় কথা।

বিশ্বকদ্রু (পুং) ১ মৃগয়াকুশল কুক্কুর, শীকারী কুকুর। (অমর) ২ শব্দ, ধ্বনি। (ত্রি) ৩ খল, ক্রুর। (মেদিনী)

বিশ্বকর্তৃ (ত্রি) ১ জগৎস্রষ্টা, জগৎপতি, জগদীশ্বর।

"রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্ত্তৃর্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে।"
(ভাগবত ৯।১০।৪৮)

২ বৌধায়নসূত্রানুযায়ি-পদ্ধতিপ্রণেতা। সংস্কার-কৌমুদীতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বকর্ম্ম (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, সকল কার্য্যে দক্ষ।

"অভিভূরহমাগমং বিশ্বকর্ম্মেণ ধাম্না" (ঋক্ ১০।১৬৬।৪)

'বিশ্বকর্ম্মেণ সর্ব্বকর্ম্মক্ষমেণ' (সায়ণ)

বিশ্বকর্ম্মজা (স্ত্রী) বিশ্বকর্ম্মণঃ জায়তে বিশ্বকর্ম্মন্-জন ড। সূর্য্যপত্নী, সংজ্ঞা।

বিশ্বকর্ম্মসুতা (স্ত্রী) বিশ্বকর্ম্মণঃ সুতা। সূর্য্যপত্নী, সংজ্ঞা। (শব্দরত্না°)

বিশ্বকর্ম্মন্ (পুং) বিশ্বেষু কর্ম্ম যস্য। ১ সূর্য্য। ২ দেবশিল্পী। (অমর) পর্য্যায়—ত্বষ্টা, বিশ্বকৃৎ, দেববর্দ্ধকি। (হেম)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসের পুত্র। ইনি প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান প্রভৃতি বিষয়ে শিল্পপ্রজাপতি।

"বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য পুত্রঃ শিল্পপ্রজাপতিঃ।
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাভূষণাদিষু।
তড়াগারামকূপেষু স্মৃতঃ সোঽমরবর্দ্ধকিঃ॥" (মৎস্যপু° ৫ অ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, অষ্টমবসুর মধ্যে প্রভাসের ঔরসে বৃহস্পতির ব্রহ্মচারিণী ভগিনীর গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। ইনি শিল্পসমূহের কর্ত্তা এবং দেবতাদিগের বর্দ্ধকি। ইনিই দেবগণের বিমানাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ ইহাঁরই শিল্প লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎ কৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত॥
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসূনামষ্টমস্য তু।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ॥

কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্ত শিল্পং মহাত্মনঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৫অ°)

বেদাদিতে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র (ঋক্ ৮।৮৭।২), সূর্য্য (মার্ক°পু° ১০৭।১১), প্রজাপতি (শুক্ল যজুঃ ১২।৬১), বিষ্ণু (ভারত ভীষ্ম), শিব (লিঙ্গপু°) প্রভৃতি শক্তিমান্ দেবগণের নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে উহা বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টৃর নামবিশেষে (হরিবংশ) পরিগণিত হইয়াছে। এই পর্য্যায়ে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় শিল্পী বলিয়া গণ্য। ঋক্‌বেদের ১০।৮১-৮২ সূক্তে প্রকটিত আছে, "ইনি সর্ব্বদর্শী ভগবান্; ইঁহার চক্ষু, বদন, বাহু ও পদ দশদিক্ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বাহু ও পদদ্বয়ের সহায়তায় ইনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য নির্ম্মাণ করেন; ইনি পিতা, সর্ব্ব-প্রসূ, সর্ব্বনিয়ন্তা; ইনি বিশ্বজ্ঞ, প্রত্যেক দেবতার যথাযোগ্য নামকরণ করেন এবং নশ্বর প্রাণীর ধ্যানাতীত পুরুষ।" ঐ শ্লোকে আরো উক্ত আছে যে, ইনি আত্মদান করিয়া থাকেন, কিংবা আপনি সর্ব্বভূতের বলিদান গ্রহণ করেন। এই বলি সম্বন্ধে নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে,—"ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বমেধ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি আরম্ভ করেন এবং আত্মবলিদান করিয়া নির্ম্মাণ শেষ করেন।" [ঋগ্বেদ ১০।৮১-৮২ সূক্তে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুরাণকারগণ বলেন, ইনি বৈদিকত্বষ্টার কার্য্য করিয়া থাকেন এবং ঐ কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন। এজন্য ইনি ত্বষ্টা নামেও অভিহিত হন। কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিলেই ইঁহার পরিচয় শেষ হয় না, পরন্তু ইনি দেবগণের শিল্পকার এবং তাঁহাদের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দেন। আগ্নেয়াস্ত্র নামক ভীষণ যুদ্ধাস্ত্র ইঁহারই নির্ম্মিত শিল্পবিশেষ। ইনিই জগতে স্থাপত্য-বেদ বা শিল্পবিজ্ঞান গ্রন্থ অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, "ইনি শিল্পসমূহের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক দেবকুলের মিস্ত্রী, সর্ব্ব প্রকার কারুকার্য্যের নির্ম্মাতা, শিল্পিকুলের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ, ইনি দেবতাগণের স্বর্গীয়রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই নৈপুণ্যে সর্ব্বলোক উজ্জীবিত; ইনি মহৎ ও অমর দেবতাবিশেষ। ইঁহাকে সর্ব্বজীব পূজা করিয়া থাকে।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাক্ষসগণের বসতির জন্য ইনি লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেতুবন্ধ প্রস্তুতের জন্য রামের সাহায্যার্থ ইনি নল বানরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্বে ও কোন কোন পুরাণে দেখা যায় যে, অষ্ট বসুর একতম প্রভাসের ঔরসে ও তৎপত্নী লাবণ্যময়ী সতী যোগসিদ্ধার গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। বিশ্বকর্ম্মা স্বকন্যা সংজ্ঞাকে সূর্য্যের সহিত বিবাহ দেন; সংজ্ঞা সূর্য্যের প্রখর তাপ সহ্য করিতে না পারায়, বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে কুঁদযন্ত্রে (শানচক্রে) চড়াইয়া উহার ঔজ্জ্বল্যের অষ্টমাংশ কর্ত্তন করিয়া ফেলেন। কর্ত্তিত অংশ পৃথিবীর উপর পড়িয়া যায় এবং তাহা দ্বারা তিনি "বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্ত্তিকেয়ের বল্লম এবং অন্যান্য দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সৃষ্টিকারক রূপে বিশ্বকর্ম্মা কখনও কখনও প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কারু, তক্ষক, দেব-বর্দ্ধকি, সুধন্বন্ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

বিশ্বকর্ম্মা শিল্পসমূহের কর্ত্তা বলিয়া দেবশিল্পী নামে অভি-হিত। হিন্দু শিল্পিগণ শিল্পকর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি তিথিতে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। ঐ দিনে তাহারা আদৌ শিল্পযন্ত্রাদির কোনরূপ ব্যবহার করে না। ঐ সকল যন্ত্রাদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া পূজা স্থানে রাখিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকৃষকগণও হাল, কোদাল প্রভৃতির পূজা করে।

বিশ্বকর্ম্মার পূজা যথা—প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমে স্বস্তিবাচনাদি ও তৎপরে সঙ্কল্প করিতে হয়। 'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শিল্পনৈপুণ্যাদি বৃদ্ধিপূর্ব্বকশ্রীবিশ্বকর্ম্মপ্রীতিকামঃ গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং বিশ্বকর্ম্মপূজনমহং করিষ্যে'। (পরার্থে হইলে 'করিষ্যামি' বলিতে হইবে।)

পরে সংকল্প সূক্তাদি পাঠ করিয়া সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ঘটস্থাপনাদি করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতার পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'বাং হৃদয়ায় নমঃ, বীং শিরসে স্বাহা' বলিয়া অঙ্গ ও করন্যাস এবং নিম্নোক্তরূপে ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"ওঁ দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্ম্মকারক।
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ চ ত্বং বাসনামানদণ্ডধৃক্॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান পাঠানন্তর আবাহন করিবে।

ওঁ বিশ্বকর্ম্মন্নিহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ বিশ্বকর্ম্মন্নিহাগচ্ছ তুলাবন্ধমলং কুরু।

ওঁ শিল্পাচার্য্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ম্মণে স্বাহা' ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ, এই মন্ত্রে যথোপচারে পূজা ও জপাদি করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—

"ওঁ দেবশিল্পিন্ মহাভাগ! দেবানাং কার্য্যসাধক।
বিশ্বকর্ম্মন্নমস্তভ্যং সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম ও পূজাঙ্গ সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

বঙ্গের অনেকস্থানে ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ্বকর্ম্মার পূজোপলক্ষে একটী উৎসব হইতে দেখা যায়। এ উৎসব নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশস্থলে নমঃশূদ্রগণই এই উৎসবের নেতা। পূজার দিন সকলেই সকালবেলা স্নান করে। নর নারী সকলেই স্ফূর্ত্তিযুক্ত। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই এই দিন সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়। পূজার পর সকলেই এক সঙ্গে সসন্তোষে আহার করে। এই দিন তাহারা স্বল্প ব্যয়ে এক প্রকার পিণ্ডাকার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া লয়। এই পিষ্টকের নাম ভদুয়া। ভদুয়ার উপাদান শুদ্ধ চাউলের গুঁড়ি, সাধারণ মিষ্ট সংযোগে এই ভদুয়া পিষ্টক সে দিন তাহারা মহাস্ফূর্ত্তির সহিত আকণ্ঠ আহার করে। তারপর বাইচখেলার ধূম। গ্রামের মাতব্বর মাতব্বর লোক এই বাইচ্‌খেলার ব্যয় নির্ব্বাহ করে। তাহাদেরই উৎসাহে ও নেতৃত্বে অপর সাধারণ উৎসবে মাতিয়া উঠে। স্বল্পপ্রস্থ দীর্ঘাকার বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সুসজ্জিত হয়। নৌকার দুই কাতারে সারি বাঁধিয়া বৈঠা হাতে অসংখ্য লোক সোল্লাসে বসিয়া যায়। নৌকার অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ গাঢ় সিন্দূরে বিলিপ্ত ও নানা পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়। নৌকার যিনি মাতব্বর কর্ত্তা, তিনি নূতন কাপড় পরিয়া নৌকার মাঝখানে দাঁড়াইয়া চালকদিগকে দ্রুত চালাইবার পক্ষে উৎসাহ দিতে থাকেন।

এ উৎসবে কেবল নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নয়, নিম্নস্তরের মুসলমানগণও ভদুয়া খাইয়া সোল্লাসে যোগ দিয়া থাকে। বাইচ খেলাইবার জন্য ইহারাও সুসজ্জিত নৌকা লইয়া মাতব্বর নেতার অধীনে খেলায় জয়ী হইবার চেষ্টা করে। খেলা প্রধানতঃ নদী বা সুবিস্তীর্ণ খাল বিলাদি জলাশয়ে হয়। উৎসব দিনের পূর্ব্ব হইতেই খেলার স্থান ঘোষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে নৌকা জোরে চালাইয়া সকল নৌকার অগ্রে যাইতে পারে, তাহারই জয়জয়কার পড়িয়া যায়। যখন সারি বাঁধিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দীর্ঘ দীর্ঘ নৌকাশ্রেণী নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলে, তখনকার দৃশ্য বড়ই চমৎকার। এ খেলায় দর্শকও বিস্তর হয়। অনেক সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে এবং হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। খেলায় জয়ী দলকে কোন কোন মাতব্বর পুরস্কার বিতরণ করে। পরে বাড়ী গিয়া পুনরায় সকলে ভদুয়া খায়। এই সকল নৌকা বাহিবার জন্য নৌকাবিশেষে একশত হইতে তিনশত পর্য্যন্ত লোক হইয়া থাকে।

বিজয়ার দিন প্রতিমাবিসর্জ্জনের সময়ও পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ খেলা হয়।

৩ শিবের সহস্রনামান্তর্গত নামভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৫।১১৮)

৪ চেতনা ধাতু। চরকের বিমান স্থানে লিখিত আছে, জীবের চেতনাধাতুর নাম বিশ্বকর্ম্মা। চরকমুনি চেতনাধাতুকে কর্ত্তা, মন্তা, বেদিতা, ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"চেতনা ধাতুঃ সত্ত্বকরণো গুণগ্রহণায় প্রবর্ত্ততে। স হি হেতুঃ কারণং নিমিত্তমক্ষরং কর্ত্তা, মন্তা বেদিতা বোদ্ধা দ্রষ্টা ধাতা ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বরূপঃ" (চরক বিমানস্থা° ৪ অ°)

৫ সর্ব্বব্যাপারহেতু। "যেনেমা বিশ্বা ভুবনাস্তভৃতা বিশ্বকর্ম্মণা" (ঋক্ ১০।১৭০।৪) 'বিশ্বকর্ম্মণা সর্ব্বব্যাপারহেতুনা' (সায়ণ)

৬ ইলোরার অন্তর্গত স্বনামপ্রসিদ্ধ গুহামন্দির। [ইলোরা দেখ]

বিশ্বকর্ম্মন্, বাস্তপ্রকাশ, বাস্তবিধি, বাস্তশাস্ত্র, বাস্তসমুচ্চয়, অপরাজিতা বাস্তশাস্ত্র, আয়তত্ত্ব, বিশ্বকর্ম্মীয় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ মীমাংসাসার-রচয়িতা। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। এই রাজবংশ পদ্মাবতীর ভক্ত ও সৌনলমুনিকুলে জাত। (সহ্যা° ৩১।৩০)

বিশ্বকর্ম্মপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

বিশ্বকর্ম্মন্ শাস্ত্রিন্, সৎপ্রক্রিয়া ব্যাকৃতিনাম্নী প্রক্রিয়াকৌমুদীটীকা-রচয়িতা।

বিশ্বকর্ম্মেশ (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

বিশ্বকর্ম্মেশ্বরলিঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গভেদ, বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গভেদ। (স্কন্দপুরাণ)

বিশ্বকা (স্ত্রী) গঙ্গাচিল্লী, চলিত গাং চিল্।

'গঙ্গাচিল্লীতু দেবট্টি বিশ্বকা জলকুক্কুটী।' (হারাবলী)

বিশ্বকায় (ত্রি) বিষ্ণু, বিশ্বই যাহার কায় (শরীর)।

"স বিশ্বকায়ঃ পুরুহুত ঈশঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।" (ভাগবত ৮।১।১৩)

'বিশ্বকায়ঃ বিশ্বং কায়ো যস্ত' (স্বামী) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিশ্বকায়া—দাক্ষায়ণী, দুর্গা।

বিশ্বকারক (পুং) বিশ্বস্য কারকঃ। বিশ্বের কর্ত্তা, শিব। (শিবপু°)

বিশ্বকারু (পুং) বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্বকার্য্য (পুং) সূর্য্যের সপ্তপ্রধান জ্যোতিঃভেদ।

বিশ্বকূট, হিমালয়স্থ শৃঙ্গভেদ। (হিম° খ° ৮।১০২)

বিশ্বকৃৎ (পুং) বিশ্বং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, তুক্‌চ। বিশ্বকর্ম্মা।

"ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিৎ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
সমানয়দ্দর্শনীয়ং ততস্তত্র স বিশ্বকৃৎ॥" (ভারত ১।২১২।১৩)

২ ব্রহ্মা। (ভাগবত ৯।১৪।৮)

বিশ্বকৃষ্টি (ত্রি) সকল মনুষ্য যাহার আত্মীয়স্বরূপ।

"বৈশ্বানরো মহিম্না বিশ্বকৃষ্টিঃ" (ঋক্ ১।৬০।৭)

'বৈশ্বানরো অগ্নিঃ মহিম্না মহত্বেন বিশ্বকৃষ্টিঃ কৃষ্টিরিতি মনুষ্য নাম, বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যাঃ যস্য স্বভূতাঃ স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

বিশ্বকেতু (পুং) বিশ্বমেব কেতুঃ বিশ্বব্যাপী বা কেতুর্যস্য। ১ অনিরুদ্ধ। (অমর) ২ পর্ব্বতভেদ। (হিম°খ° ৮।১০৩)

বিশ্বকোশ[ষ] (পুং) বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং যাবৎপদার্থং কোষে আধারে যস্য। বিশ্বভাণ্ডার, যাহাতে ব্যক্তভাবে যাবতীয় পদার্থনিচয় নিহিত আছে। ২ বিশ্বপ্রকাশ নামক অভিধান।

বিশ্বক্ষয় (পুং) বিশ্বনাশ। প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস।(রাজতর°২।১৯)

বিশ্বক্ষিতি (ত্রি) বিশ্বকৃষ্টি, সকল জীব যাহার আত্মীয়।

(তৈত্তিরিয়ব্রা° ৩।°।১।৫)

বিশ্বক্‌শেন (পুং) বিষ্ণু। (অমরটীকা ভরত) ২ ত্রয়োদশ মনু।

"ঋতুশ্চ ঋতুধামা চ বিশ্বক্‌শেনো মনুস্তথা।
অতীতানাগতাশ্চৈতে মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

(মৎস্যপু° ৯অ°)

৩ বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী দেবতা। এই দেবতা চতুর্ভুজ, চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। ইনি দীর্ঘশ্মশ্রু, জটাধারী, রক্তপিঙ্গলবর্ণ এবং শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্ট।

"নির্ম্মাল্যধারী বিষ্ণোস্তু বিশ্বক্‌শেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্দীর্ঘশ্মশ্রুর্জটাধরঃ॥
রক্তপিঙ্গলবর্ণস্তু সিতপদ্মোপরিস্থিতঃ।
প-তৃতীয়-স্বরান্তেন সংযুতো বিন্দুনেন্দুনা॥
কীর্ত্তিতস্তস্য মন্ত্রোঽয়ং তেন তং পরিপূজয়েৎ।
বিসর্জ্জনং তথা বিষ্ণোরৈশান্যাং পরিকল্পয়েৎ॥"

(কালিকাপু° ৮২ অ°)

কোন কোন স্থলে 'বিশ্বক্‌শেন' এই তালব্যশকার স্থানে দন্ত্যসকার দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বক্‌শেনা (স্ত্রী) প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। এই শব্দও তালব্যশকার স্থানে দন্ত্যসকার লিখিত আছে।

"বিশ্বক্‌সেনা প্রিয়া কান্তা প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী।"

(বৈদ্যকরত্নমালা)

বিশ্বগ (পুং) বিশ্বং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ ব্রহ্মা। (হেম) ২ পূর্ণিমার পুত্র, মরীচির পুত্র।

"পত্নী মরীচেস্তু কলা সুষুবে কর্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমানঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥"
"পূর্ণিমাসুত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।"

(ভাগবত ৪।১।১৩-১৪)

বিশ্বগঙ্গা, মধ্যভারতের বেরার রাজ্যে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। অক্ষা° ২০°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৬´ পূঃ। বুলদানা জেলার বুলদানা নগরের সন্নিকটে উদ্ভূত ও নলগঙ্গার সমান্তরালে প্রবাহিত হইয়া পূর্ণানদীতে মিলিত হইয়াছে। এই পার্ব্বত্য-নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না; কিন্তু বর্ষাকালে এই নদী দিয়া জয়পুর, বদনেরা ও চাঁদপুর নগর পর্য্যন্ত গমনাগমন করা যায়।

বিশ্বগত (ত্রি) বিশ্বং গতঃ। বিশ্বগামী, বিশ্বব্যাপ্ত।

বিশ্বগন্ধ (স্ত্রী) বিশ্বে সর্ব্বস্থানে গন্ধো যস্য। ১ বোল নামক গন্ধদ্রব্য, চলিত নিশাদল। (পুং) ২ পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (রাজনি°)

বিশ্বগন্ধা (স্ত্রী) বিশ্বেষু সমস্তপদার্থেষু মধ্যে গন্ধা গন্ধবিশিষ্টা, ক্ষিতাবেব গন্ধ ইতি ন্যায়াদস্যাস্তথাত্বং। পৃথিবী। (শব্দচ°)

বিশ্বগন্ধি (পুং) পুরঞ্জয়পুত্র, পৃথুর পুত্র।

"বিশ্বগন্ধিস্ততশ্চন্দ্রো যুবনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ।" (ভাগবত ৯।৬।২০)

বিশ্বগর্ভ (ত্রি) বিশ্বং গর্ভে যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ রৈবতের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিশ্বগুরু (পুং) বিশ্বস্য গুরুঃ। হরি, বিষ্ণু।

"তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।" (ভাগবত ৩।১৫।২৬)

'বিশ্বগুরুণা হরিণা অধিকৃতং' (স্বামী)

বিশ্বগূর্ত্ত (ত্রি) সকল কার্য্যে সমর্থ, বা উদ্যতসর্ব্বায়ুধ, যাহার আয়ুধ সকল উদ্যত আছে।

"বিশ্বগূর্ত্তঃ স্বরিরমত্রো ববক্ষে রণায়" (ঋক্ ১।৬১।৯)

'বিশ্বগূর্ত্তঃ বিশ্বস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ কার্য্যে উদ্গূর্ণঃ সমর্থঃ, যদ্বা বিশ্বং সর্ব্বমায়ুধং গূর্ত্তউদ্যতং যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

বিশ্বগূর্ত্তি (ত্রি) সকলের স্তুত্য, সকল লোকের স্তবের যোগ্য

"স্বসা যৎ বাং বিশ্বগূর্ত্তী" (ঋক্ ১।১৮০।২)

'বিশ্বগূর্ত্তী সর্ব্বস্তুত্যৌ' (সায়ণ)

বিশ্বগোত্র (ত্রি) বিশ্বগোত্রসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ৩।৫।৩।৫)

বিশ্বগোত্র্য (ত্রি) ১ বিশ্বগোত্রসংশ্লিষ্ট। ২ বান্ধবযুক্ত।

(অথর্ব্ব ৫।২১।৩)

বিশ্বগোপ্তৃ (পুং) বিশ্বস্য গোপ্তা রক্ষয়িতা। ১ বিষ্ণু। ২ ইন্দ্র। (ত্রি) ৩ বিশ্বপালক, যিনি বিশ্বকে পালন করেন।

বিশ্বগ্রন্থি (স্ত্রী) হংসপাদীলতা। ২ রক্তলজ্জালুকা। (রাজনি°)

বিশ্বগ্বাত, বিশ্বগ্বায়ু (পুং) বিশ্বগ্‌গতো বায়ুঃ। সর্ব্বতোগামী বায়ু, চলিত এলোমেলো বাতাস।

"বিশ্বগ্বায়ুরনায়ুষ্যং প্রাণিনাং নৈকদোষকৃৎ।
সর্ব্বর্ত্তু লিঙ্গকো হন্তা কৃত্যোৎপাতপুরঃসরঃ॥" (রাজবল্লভ)

এই বায়ু অনায়ুষ্য, অর্থাৎ আয়ুষ্কর নহে এবং বহু দোষ-

বর্দ্ধক, সকল ঋতুতেই এই বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ইহা নানাপ্রকার উৎপাতজনক।

বিশ্বচ্ (ত্রি) বিশ্বমঞ্চতি অঞ্চ-ক্বিপ্। সর্ব্বত্রগামী।

বিশ্বঙ্কর (পুং) বিশ্বং সর্ব্বং করোতি প্রকাশয়তীতি কৃ-বাহুলকাৎ ট, দ্বিতীয়ায়া অলুক্। চক্ষু।

বিশ্বচক্র (ক্লী) বিশ্বতঃ সর্ব্বত্র চক্র যস্য। মহাদানবিশেষ। মৎস্যপুরাণে এই বিশ্বচক্রদানের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বাদশপ্রকার মহাদানের অন্তর্গত; এই দানের প্রক্রম যথা—প্রথমতঃ সহস্রপল (৮ তোলা=১ পল; ৮ পল=১ সের; ১০০০পল=(৩০০০÷৮) ১২৫ সের) বা ৩/৫ সের অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা ষোড়শারক (১৬টী আরা বা পাখা বিশিষ্ট) একটী চক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই চক্রের নাভিদেশ হইতে ঐককেন্দ্রিক বৃত্তসমূহের ন্যায় ক্রমশঃ ৮টী নেমি দ্বারা ঐ আরাগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকিবে। সুবর্ণের পরিমাণ যাহা উক্ত হইল উহা শ্রেষ্ঠকল্প; উহার অর্দ্ধেক ৫০০ পল মধ্যম, তদর্দ্ধ ২৫০ পল কনিষ্ঠ এবং নিতান্ত অশক্তের পক্ষেও বিংশৎ পলের ঊর্দ্ধ জানিতে হইবে।

ঋত্বিক বিশুদ্ধ (গোময়াদি লিপ্ত) ভূমিতে প্রথমে কৃষ্ণতিল, অষ্টাদশ প্রকার শালিধান্য ও মধুরলবণাদি বসাত্মক (লবণ চিনি প্রভৃতি) দ্রব্যবিন্যাস করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন পাতিত করিবেন, তৎপরে উহার (ঐ মৃগচর্ম্মের) উপর উক্ত সুবর্ণচক্র স্থাপিত করিয়া তাহার নাভিদেশে যোগারূঢ় চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং তদীয় শঙ্খ ও চক্রের পার্শ্বে আটটী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় আবরণে অর্থাৎ উপরে যে ৮টী নেমির কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় নেমির মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার উভয় পার্শ্বে ক্রমে অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, কাশ্যপ, এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, শ্রীরাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতারমূর্ত্তি বিন্যস্ত করিতে হইবে। এইরূপ তৃতীয় আবরণে (২য় ও ৩য় নেমির মধ্যভাগে) বহুমাতৃকাসমন্বিতা গৌরীমূর্ত্তি, চতুর্থ আবরণে দ্বাদশাদিত্য ও চারিবেদ, পঞ্চমে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত এবং একাদশ রুদ্রমূর্ত্তি, ষষ্ঠে অষ্টলোকপাল ও অষ্টদিগ্‌গজ, সপ্তমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও মাঙ্গল্যদ্রব্য এবং অষ্টমে অন্তর অন্তর ভাবে অর আর দেবগণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিতে হইবে। পরে অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার তুলাপুরুষদানের নিয়মানুসারে চতুর্দ্দিকে বিন্যস্ত করিয়া ভূষণাচ্ছাদনাদি দ্বারা মণ্ডপ সুসজ্জিত করিতে হইবে। যাহাদের মুখোপরিভাগে মাল্য, বিবিধ বস্ত্র, ইক্ষু ও ফলমূলাদি এবং বহুবিধ রত্ন সংরক্ষিত, এমন আটটী পূর্ণকুম্ভের বিতান করিয়া, ঋত্বিক্ অধিবাস, পূজা ও হোমাদি সমাপন করিবেন। পরে গৃহী মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্নানানন্তর শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার করিয়া চক্র প্রদক্ষিণ করিবেন। মন্ত্র এই—

"নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাত্মনে নমঃ।
পরমানন্দরূপী ত্বং পাহি নঃ পাপকর্দ্দমাৎ॥
তেজোময়মিদং যস্মাৎ সদা পশ্যন্তি যোগিনঃ।
হৃদি তৎ ত্রিগুণাতীতং বিশ্বচক্রং নমাম্যহং॥
বাসুদেবে স্থিতং চক্রং চক্রমধ্যে চ মাধবং।
অন্যোন্যাধাররূপেণ প্রণমামি স্থিতাবিহ॥
বিশ্বচক্রমিদং যস্মাৎ সর্ব্বপাপহরং পরং।
আয়ুধঞ্চাধিবাসঞ্চ ভবাদুদ্ধর মামিতঃ॥"

উক্ত প্রকারে আমন্ত্রণাদি করিয়া নির্মৎসর ভাবে যিনি বিশ্বচক্রদান সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজ্য হন এবং তথায় কল্পশতত্রয় কাল অপ্সরোগণের সহিত বাস করেন। (মৎস্যপু° ২৫৯)

বিশ্বচক্রাত্মন্ (পুং) বিশ্বচক্রং ব্রহ্মাণ্ডমেব আত্মা স্বরূপং যস্য। বিষ্ণু, নারায়ণ।

"নমো বিশ্বময়ায়েতি বিশ্বচক্রাত্মনে নমঃ।
পরমানন্দরূপী ত্বং পাহি নঃ পাপকর্দ্দমাৎ॥"

(মৎস্যপু° ২৩৯ অ°)

বিশ্বচক্ষণ (ত্রি) [বিশ্বচক্ষস্ দেখ।]

বিশ্বচক্ষস্ (ত্রি) সর্ব্ববিশ্বের প্রকাশক, যিনি সমস্ত জগৎ প্রকাশ করেন।

"সূরায় বিশ্বচক্ষসে" (ঋক্ ১।৫০।২)

'বিশ্বচক্ষসে সর্ব্বস্য বিশ্বস্য প্রকাশকায়, বিশ্বং চষ্টে প্রকাশয়তীতি বিশ্বচক্ষাঃ, 'চক্ষের্বহুলং শিচ্চ' উণ্ ৪।২৩২) ইত্যসুন্' (সায়ণ) ইহা সূর্য্যের বিশেষণ। বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্য। ২ সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা।

"মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ" (ঋক্ ১০।৮১।২)

'বিশ্বচক্ষাঃ সর্ব্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরঃ' (সায়ণ)

বিশ্বচক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী, ঈশ্বর।

বিশ্বচর্ষণি (ত্রি) সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত, সকল যজমানকর্ত্তৃক পূজ্য।

"মন্দিভিঃ স্তোমেভির্বিশ্বচর্ষণে" (ঋক্ ১।৯।৩)

'হে বিশ্বচর্ষণে সর্ব্বমনুষ্যযুক্ত! সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্যেত্যর্থঃ।'

বিশ্বজন (পুং) সর্ব্বজন, সকল মনুষ্য।

'বিশ্বজনস্য ছায়া ভবেতি শেষঃ। সদোমধ্যবর্ত্তিনঃ সর্ব্বজনস্য যজমানর্ত্বিগ্‌গ্রপস্য প্রাণিনঃ প্রাবরণায় ছায়া ভবেত্যর্থঃ।'

(শুক্লযজুঃ ৫।২৮ মহীধর)

বিশ্বজনীন (ত্রি) বিশ্বজনায় হিতং (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তর-

পদাৎ খঃ। পাঁ ৫।১।৯) ইতি-খ। বিশ্বজনের হিতকর, সকল লোকের হিতজনক।

"লব্ধাং ততো বিশ্বজনীনবৃত্তিস্তামাত্মনীনামুদবোঢ়রামঃ।"
(ভট্টি ২।৫৮)

বিশ্বজনীয় (ত্রি) বিশ্বজনের হিতকর, সকল লোকের হিতজনক।

বিশ্বজন্মন্ (ত্রি) বিশ্বস্মিন্ জন্ম যস্য। ১ বিশ্বজাত। ২ বিভিন্ন প্রকার।

বিশ্বজন্য (ত্রি) বিশ্বজনায় হিতং হিতার্থে যৎ। বিশ্বজনের হিতজনক, সকলের হিতকারক।

"চিত্রামাণং বৃণে সুমতিং বিশ্বজন্যাং" (শুক্লযজুঃ° ১৭।৭২)

'বিশ্বজন্যাং বিশ্বজনেভ্যো হিতাং' (বেদদীপ°)

বিশ্বজয়িন্ (ত্রিং) বিশ্বং জয়তি জি-ণিনি। বিশ্বজেতা, বিশ্বজয়কারী।

বিশ্বজিচ্ছিল্প (পুং) একাহভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১৫।১)

বিশ্বজিৎ (পুং) বিশ্বং জয়তি জি-ক্বিপ, তুক্‌চ। ১ যজ্ঞভেদ। সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ, এই যজ্ঞে সকল ধন দক্ষিণা দিতে হয়।

"তমধ্বরে বিশ্বজিতি ক্ষিতীশং নিঃশেষবিশ্রাণিতকোষজাতং।
উপাত্তবিদ্যো গুরুদক্ষিণার্থীকৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তুশিষ্যঃ॥"
(রঘু ৫।১)

২ ন্যায়বিশেষ। এই ন্যায় যথা—বিশ্বজিতের দ্বারা যজ্ঞ করিবে, অর্থাৎ বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে, যে স্থলে ফলের কোনরূপ শ্রুতি অভিহিত না হওয়ায় নিত্যত্ব কল্পিত হইয়াছে এবং ফলাভিধান না থাকায়ও পরে যজ্ঞফল স্বর্গাদি কল্পিত হয়, তথায় এই ন্যায় হয়। 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিবে', মাত্র এই উক্তিতে স্বর্গাদি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যজ্ঞফল স্বর্গ আপনা হইতেই হয় বলিয়া এই ন্যায় হইল।

"যত্র ফলাশ্রুতের্নিত্যত্বমভিহিতং তৎফলাশ্রুতৌ
বিশ্বজিত্যায়াং স্বর্গঃ কল্প্যতে, ইত্যনেন বিরুদ্ধমিতি।
স চ ন্যায়ো যথা—বিশ্বজিতা যজেত ইত্যাদি শ্রূয়তে।"

৩ বরুণপাশ। ৪ অগ্নিবিশেষ।

"যস্য বিশ্বস্য জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তং প্রাহুরধ্যাত্মবিদো বিশ্বজিন্নাম পাবকম্॥"
(ভারত ৩।১১৮।১৬)

৫ দানববিশেষ। (ভারত ১২।২২৭।৫১)

৬ সত্যজিত্তনয়। (ভারত ৩।২০।১৯)

৭ বিশ্বজয়ী, বিশ্বজেতা।

৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১৪৯)

বিশ্বজিন্ব (ত্রি) ১ সর্ব্বগামী, সর্ব্বজেতা।

"যৎ পয়ো বিশ্বজিন্বা ভরন্তে" (ঋক্ ৮।৬৭।৭)

'বিশ্বজিন্বা হে বিশ্বজিন্বানৌ যদ্‌যদা পয়ো জলং ভবদ্ভ্যাং প্রহিতং তদা যুবতয়ো নদ্যঃ দিশো বা ন মৃষ্যন্তে রজসা নাভি-ভূয়ন্তে' (সায়ণ)

বিশ্বজীব (ত্রি) সর্ব্বান্তর্যামী।

"প্রীয়েত সদ্যঃ সহবিশ্বজীবঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্‌গয়স্য।"
(ভাগবত ৫।১৫।১৩)

'বিশ্বজীবঃ সর্ব্বান্তর্যামী' (স্বামী)

২ বিশ্বস্থিত জীবমাত্র।

বিশ্বজূ (ত্রি) বিশ্বের প্রেরয়িতা।

"যে ধেনুং বিশ্বজুবং বিশ্বরূপাং" (ঋক্ ৪।৩৩।৮)

'বিশ্বজুবং বিশ্বস্য প্রেরয়িত্রীং' (সায়ণ)

বিশ্বজ্যোতিষ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

বিশ্বজ্যোতিস্ (ত্রি) ১ জগজ্জ্যোতিঃ। ২ একাহভেদ।
(কাত্যায়নশ্রৌ° ২২।২।৮)

৩ ঋষিভেদ। ৪ ইষ্টকাভেদ। (শতপথব্রা° ৬।৩।৩।১৬)

৫ সামভেদ।

বিশ্বতনু (ত্রি) বিশ্বং তনুর্যস্য। ভগবান্ বিষ্ণু, এই বিশ্বই যাহার শরীর।

"নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ॥"
(ভাগবত ২।১।৩৩)

বিশ্বতশ্চক্ষুস্ (ত্রি) সর্ব্বতোব্যাপ্তচক্ষুঃ। যাহার চক্ষু চারি-দিকে পরিব্যাপ্ত আছে, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদ্রষ্টা।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ"
(ঋক্ ১০।৮১।৩)

'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ সর্ব্বতোব্যাপ্তচক্ষুঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতস্ (অব্য) বিশ্ব সপ্তম্যর্থে তসিল্। ১ সর্ব্বতঃ, চারিদিকে। ২ সকল রকম।

"বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াৎ ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ॥"
(ভাগবত ১০।৩১।৩)

'বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ বিশ্বতোঽন্যস্মাদপি
সর্ব্বতো ভয়াচ্চ কালীয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ।' (স্বামী)

বিশ্বতস্পাণি (ত্রি) পরমেশ্বর, সর্ব্বত্র পাণিযুক্ত, চারিদিকেই যাঁহার হস্ত।

বিশ্বতস্পাদ্ (ত্রি) পরমেশ্বর, চারিদিকে পাদযুক্ত।

বিশ্বতস্পৃথ (ত্রি) বিশ্বতস্পাদ, পরমেশ্বর। (অথর্ব্ব ১৩।৬।২।২)

বিশ্বতুর্ (ত্রি) সর্ব্বশত্রুহিংসাকারী।

"সংহ্যয়েন বিশ্বতুরোধো মহি" (ঋক্ ১।৪৮।১৬)

'বিশ্বতুরা সর্ব্বেষাং শত্রূণাং হিংসকেন, তুর্ব্বতীতি তুঃ তুর্ব্বী হিংসার্থঃ ক্বিপ্, বিশ্বেষাং তুরঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতুরাষহ্ (ত্রি) বিশ্বতুর শব্দার্থ। (হরিবংশ) [বিশ্বতুর দেখ।]

বিশ্বতুলসী (স্ত্রী) তুলসীবৃক্ষভেদ, মধুর তুলসী, বাবুই তুলসী। হিন্দী-সব্জা। তে°—রুদ্রজেড়। তা°—তিরুনিক্রু। পঞ্জা°—বরুরি। বম্°—বারাই তুলসী। গুণ,—বীজ শীতল; কাথ মেহ, রক্তাতিসার ও উদরাময়নাশক; পাতার রস ক্রিমিঘ্ন ও সর্প-দংশে হিতকর। (Ocimum sanctum)।

বিশ্বতৃপ্ত (ত্রি) বিশ্বেন তৃপ্তঃ। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

বিশ্বতূর্ত্তি (ত্রি) সকল বিষয়গত বাক্য।

"দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তিঃ" (ঋক্ ২।৩।৮)

'বিশ্বানি তূর্ণানি যস্যাঃ সা তাদৃশী সর্ব্ববিষয়গতা বাক্' (সায়ণ)

বিশ্বতোধার (ত্রি) বিশ্বতশ্চতুর্দ্দিক্ষু ধারা যস্য। চারিদিকে ধারাযুক্ত, বা জগতের ধারয়িতা।

"যজ্ঞং তে বিশ্বতোধার সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে" (শুক্লযজু° ১৭।৬৮)

'বিশ্বতো ধারং বিশ্বতো ধারা যস্য তং আহুতিদক্ষিণান্নানি যজ্ঞস্য ধারাঃ বৈশ্বানরনারুতপূর্ণাহুতিবসোর্ধারাবাজপ্রসবনীয়ানি বা যজ্ঞস্য ধারাঃ যদ্বা বিশ্বস্য জগতো ধারয়িতারম্' (মহীধর)

বিশ্বতোধী (ত্রি) সকল জগতের ধারক।

"আগহি বিশ্বতোধীর্ন উতয়ে" (ঋক্ ৮।৩৪।৬)

'বিশ্বতোধীঃ সর্ব্বজগতো ধারকঃ' (সায়ণ)

বিশ্বতোবাহু (ত্রি) বিশ্বতো বাহুর্যস্য।' পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

বিশ্বতোমুখ (ত্রি) বিশ্বতো মুখং যস্য। পরমেশ্বর।

বিশ্বতোয় (ত্রি) বিশ্বব্যাপ্ত জলরাশি।

বিশ্বতোয়া (স্ত্রী) বিশ্বপ্রিয়ং তোয়ো জলং যস্যাঃ। গঙ্গা, বিশ্বপ্রিয়তোয়া, ইহার জল বিশ্বের সকল লোকেরই প্রিয়, তাই ইহার নাম বিশ্বতোয়া।

বিশ্বতোবীর্য্য (ত্রি) ১ সর্ব্বকর্ম্মক্ষম, সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী। ২ সর্ব্বকার্য্যে শক্তিসম্পন্ন।

"বিশ্বতঃ সর্ব্বতো বীর্য্যং বীর্য্যভূতং সূর্য্যং সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রেরকং আদিত্যং' (অথর্ব্ব ৩।৩১।৭ ভাষ্য)

বিশ্বত্র (ত্রি) বিশ্ব সপ্তম্যর্থে ত্র। সর্ব্বত্র, সমস্ত বিশ্বে।

"বিশ্বত্র যস্মিন্না গিরঃ সমীচীঃ" (ঋক্ ১০।৬১।২৫)

'বিশ্বত্র বিশ্বস্মিন্ জনপদে' (সায়ণ)

বিশ্বত্র্যর্চ্চস্ (পুং) সূর্য্যের সপ্তরশ্মিভেদ।

বিশ্বথা (অব্য°) বিশ্ব প্রকারার্থে থাল্ (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) সর্ব্বথা সর্ব্ব প্রকারে, সকল রকমে।

বিশ্বদংষ্ট্র (পুং) অসুরভেদ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বিশ্বদত্ত (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০।১৫৮)

বিশ্বদর্শত (ত্রি) সকলের দর্শনীয়।

"দর্শেম বিশ্বদর্শতং দর্শং" (ঋক্ ১।২৫।১৮)

'বিশ্বদর্শতং সর্ব্বে দর্শনীয়ং' (সায়ণ)

বিশ্বদানি (ত্রি) ১ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী গৃহ বা স্থান।

"ততো যজ্ঞো জায়তে বিশ্বদানিঃ" (তৈত্তি°ব্রা° ৩।৩।৯।১০)

বিশ্বদানীম্ (অব্য°) বিশ্বকাল, সর্ব্বদা, সকলসময়, সর্ব্বকাল।

"বিশ্বদানীম্ পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী" (ঋক্ ১।২২।১৬৪)

'বিশ্বদানীং বিশ্বকালং সর্ব্বদা' (সায়ণ)

বিশ্বদাব (ত্রি) সর্ব্বদহনকারী, বিশ্বাগ্নি। (তৈত্তি°স° ৩।৩।৮।২)

বিশ্বদাবন্ (ত্রি) সর্ব্বফলদাতা। 'হে বিশ্বদাবন্ বিশ্বস্য সর্ব্বস্য ফলস্য দাতঃ'। (অথর্ব্ব ৪।৩২।৬ ভাষ্য)

বিশ্বদাব্য (ত্রি) বিশ্বদাবসম্বন্ধী, দাবাগ্নি।

"বিশ্বদাব্যঃ বিশ্বদাবসম্বন্ধী বিশ্বস্য দাহকো দাবাগ্নিঃ" (অথর্ব্ব ৩।২১।৩ ভাষ্য)

বিশ্বদাসা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্তজিহ্বার নামান্তর।

বিশ্বদৃশ্ (ত্রি) বিশ্ব ইব দৃশ্যতেঽসৌ। বিশ্বদ্রষ্টা, যিনি সমস্ত বিশ্ব দেখেন।

"ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্-
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে।"(ভাগবত ৪।২০।৩২)

বিশ্বদৃষ্ট (ত্রি) যিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করিয়াছেন।

"অদৃষ্টা বিশ্বদৃষ্টাঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন্" (ঋক্ ১।১৯১।৫)

'বিশ্বদৃষ্টাঃ বিশ্ব দৃষ্টং যে তে তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

বিশ্বদেব, ১ মধুসূদন সরস্বতীর পরমগুরু। ইহার রচিত বিশ্ব-দেবদীক্ষিতীয় নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ বিজয় নগরের একজন রাজা। [বিদ্যানগর দেখ।]

বিশ্বদেব (পুং) বিশ্বে দীব্যতীতি দিব-অচ্। গণদেবতাবিশেষ, নান্দীমুখশ্রাদ্ধে ও পর্ব্বাণশ্রাদ্ধে ইহাদের পূজা করিতে হয়।

"বিশ্বদেবৌ ক্রতুদক্ষৌ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু বিশ্রুতৌ।
নিত্যং নান্দীমুখশ্রাদ্ধে বসুসত্যৌ চ পৈতৃকে॥
নবান্নালম্ভনে দেবৌ কামপালৌ সদৈব হি।
অপি কন্যাগতে সূর্য্যে শ্রাদ্ধে চ ধ্বনিরোচকৌ।
পুরূরবাশ্চাদ্রবাশ্চ বিশ্বদেবৌ চ পর্ব্বণি॥"

(অগ্নিপু° গণভেদনামাধ্যায়)

(ত্রি) ২ বিশ্বের দেবতাস্বরূপ মহাপুরুষ।

বিশ্বদেবা (স্ত্রী) ১ হ্রস্বগবেধুকা, চলিত গোরক্ষচাকুলিয়া। (জটাধর) ২ নাগবলা। ৩ অরুণপুষ্পদণ্ডোৎপল। (রত্নমালা)

বিশ্বদেবতা (স্ত্রী) বিশ্বদেবা। [বিশ্বদেবা দেখ।]

বিশ্বদেবনেত্র (ত্রি) বিশ্বদেবা যাহাদিগের নেতা।

'বিশ্বদেবনেত্রেভ্যঃ বিশ্বে দেবা নেতারো যেষাং তেভ্যঃ।'
(শুক্লযজুঃ ৯।৩৫ বেদদীপ)

বিশ্বদেববৎ (ত্রি) বিশ্বদেব যজ্ঞ। (অথর্ব্ব ১৯।১৮।২০)

বিশ্বদেবস্তুৎ (পুং) একাহভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৮।৭)

বিশ্বদেব্য (ত্রি) সকল দেবতার উপযুক্ত ক্রিয়ায় সাধু।
"হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যং" (ঋক্ ১।১৪৮।১)
'বিশ্বদেব্যং সর্ব্বদেবযোগ্য ক্রিয়াসাধুং' (সায়ণ)
ইহা অগ্নির বিশেষণ। ২ সকল দেবতাসমূহ। (শুক্লযজু° ১১।১৬)

বিশ্বদেব্যাবৎ (ত্রি) সকলদেবতাযুক্ত, সকল দেববিশিষ্ট, সকল দেবতার সহিত।
"অদিতিষ্ট্বা দেবী বিশ্বদেব্যাবতী পৃথিব্যাঃ" (শুক্লযজু° ১১।৬১)
'বিশ্বদেব্যাবতী বিশ্বেষাং দেবানাং সমূহো বিশ্বদেব্যং তদ্বিদ্যতে যস্যাঃ সা সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সহিতা' (মহীধর)

বিশ্বদৈব (অব্য°) বিশ্বদেবা সদৃশ।

বিশ্বদৈব (ক্লী) নক্ষত্রভেদ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বিশ্বদেব ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইজন্য এই নক্ষত্রের নাম বিশ্বদেব।
"বিচরন্ শ্রবণধনিষ্ঠাপ্রজাপত্যেন্দুবিশ্বদৈবানি।" (বৃহৎস° ৭।২)

বিশ্বদৈবত (ক্লী) বিশ্বদেবতা অধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽস্য। উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র।
"মিষ্টমন্নমথ বিশ্বদৈবতে বৈষ্ণবে ভবতি নেত্ররোগতা॥"
(বৃহৎসংহিতা ৭১।১১)

বিশ্বদোহস্ (ত্রি) ব্যাপ্ত সকল বিশ্বের দোহনকারী।
"বিশ্বদোহসমিষং বিশ্বভোজসং"। (ঋক্ ৬।৪৮।১৩)
'বিশ্বদোহসং বিশ্বস্য ব্যাপ্তস্য বহুলস্য দোগ্ধ্রীং' (সায়ণ)

বিশ্বদ্রচ্ (ত্রি) বিশ্বক্ সমন্তাৎ অঞ্চতি গচ্ছতি ইতি ক্বিপ্। সর্ব্বত্র গমনকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বস্থানে গমন করিতে সমর্থ।

বিশ্বধ (অব্য°) সর্ব্বতঃ, সর্ব্বত্র, চারিদিকে।
"মূর্দ্ধং ন বিশ্বধ ক্ষরধ্যৈ" (ঋক্ ১।৬৩।৮)
'বিশ্বতঃ, সর্ব্বতঃ, বিশ্বশব্দাৎ তসিলঃ সকারলোপো ধত্বঞ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ' (সায়ণ)

বিশ্বধর (পুং) বিশ্বধারণকারী।

বিশ্বধরণ (ক্লী) সমস্ত জগৎকে ধারণ। (রাজতর° ১।১৩৯)

বিশ্বধা (ত্রি) বিশ্বধারণকারী।
"মাতরিশ্বনো ধর্ম্মোঽসি বিশ্বধাঽসি" (শুক্লযজু° ১।২)
'ত্রয়াণাং লোকানাং ধারণাৎ ত্বং বিশ্বধাঽসি বিশ্বং দধাতি বিশ্বধাঃ বিশ্বধারণসমর্থাসি' (মহীধর)

বিশ্বধাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্য ধাতা। বিশ্বধারণকারী, বিশ্বের ধাতা।

বিশ্বধামন্ (ক্লী) ১ বিশ্বের আশ্রয়স্থান, ঈশ্বর। ২ সকল লোকের থাকিবার স্থান। ৩ স্বদেশ। (শ্বেতাশ্বতর উপ° ৬।৬)

বিশ্বধায়স্ (ত্রি) সকল জগতের ধারণকর্ত্তা, সমস্ত বিশ্ব যিনি ধারণ করেন।
"দেবো ন যঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়াঃ উপক্ষেতি" (ঋক্ ১।৭৩।৩।)
'বিশ্বধায়াঃ সর্ব্বস্য জগতো ধর্ত্তা, যজ্ঞাদিসাধনেন কৃৎস্নস্য জগতো ধারয়িতা' (সায়ণ)

বিশ্বধার (পুং) প্রৈয়ব্রত মেধাতিথির পুত্রভেদ। শাকদ্বীপের রাজা মেধাতিথির পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৫)

বিশ্বধারা, হিমবৎপাদনিঃসৃত নদীভেদ। (হিম° খ° ৪৬।৭৬)

বিশ্বধারিণী (স্ত্রী) বিশ্বং সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি-ঙীপ্। পৃথিবী।

বিশ্বধাবীর্য্য (ত্রি) ১ সর্ব্বশক্তিশালী। ২ জগদ্ধারণোপযোগী বীর্য্যশালী। (অথর্ব্ব° ৫।২২।৩)

বিশ্বধৃক্ (ত্রি) জগদ্ধারণকারী।

বিশ্বধৃৎ (ত্রি) বিশ্বং ধরতি ধৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। বিশ্বধর্ত্তা, বিশ্বধারণকারী।

বিশ্বধেন (ত্রি) বিশ্বপ্রীণনকারী, বিশ্বের সন্তোষ উৎপাদক।
"প্র বর্ত্তনীররদো বিশ্বধেনাঃ" (ঋক্ ৪।১৯।২)
'বিশ্বধেনা বিশ্বস্য প্রীণয়িত্রীঃ' (সায়ণ)

বিশ্বধেনু (পুং) ঋষিভেদ।

বিশ্বনন্দতৈল, তৈলৌষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার)

বিশ্বনর (ত্রি) বিশ্বে সর্ব্বে নরা যস্য। সমস্ত মনুষ্যই যাহার। সংজ্ঞা বুঝাইলে 'বিশ্বানর' এইরূপ পদ হয়। 'নরে সংজ্ঞায়াং' (পা ৬।৩।১২৯) এই সূত্রানুসারে দীর্ঘ হইয়া থাকে।

বিশ্বনাথ (পুং) বিশ্বস্য নাথঃ। শিব, মহাদেব। "ন গৃহীতং শ্রুতিহৃদয়ং ন চ ন গৃহীতং পরিপ্লবং হৃদয়ম্। ইচ্ছামি চ ধাম পরং গচ্ছামি তু বিশ্বনাথপুরীম্॥" (বৈরাগ্যশতক ১০১)
২ কাশীস্থিত শিবলিঙ্গ। ৩ সাহিত্যদর্পণপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। ইঁহার পিতার নাম শ্রীচন্দ্রশেখর মহাকবিচন্দ্র।
"শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসূনু-
শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজকৃতং প্রবন্ধম্।
সাহিত্যদর্পণমমুং সুধিয়ো বিলোক্য
সাহিত্যতত্ত্বমখিলং সুখমেব বিত্ত॥" (সাহিত্যদর্পণ)
২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও তাহার টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। ইনি বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র, ইঁহার উপাধি পঞ্চানন। [বিশ্বনাথ কবিরাজ ও বিশ্বনাথ পঞ্চানন দেখ।]

বিশ্বনাথ, ১ শাস্ত্রদীপিকাপ্রণেতা প্রভাকরের গুরু। ২ উপদেশ-সাররচয়িতা। ৩ কোমলাটীকা প্রণেতা। ৪ জাতিবিবেক-প্রণেতা। ৫ চুন্ডিপ্রতাপ-রচয়িতা; ইনি স্বীয় প্রতিপালক চুন্ডিমহারাজের আদেশে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। ৬ তত্ত্বচিন্তামণি-শব্দখণ্ডটীকা-রচয়িতা। ৭ তর্কসংগ্রহটীকা-

প্রণেতা। ৮ দুর্বোধভঞ্জিকানাম্নী মেঘদূতটীকা ও রাঘবপাণ্ডবীয়-টীকাকর্ত্তা। ৯ প্রেমরসায়ন-প্রণেতা। ১০ মুক্তিবাদটীকা ও ব্যুৎপত্তিবাদটীকা-রচয়িতা। ১১ কাব্যাদর্শের রসিকরঞ্জিনীনাম্নী টীকা প্রণয়নকর্ত্তা। ১২ রুদ্রপদ্ধতি-রচয়িতা। ১৩ বাল্মীকি-তাৎপর্য্যতরণিনাম্নী রামায়ণ-টীকাকার। ১৪ বিদীপদনির্ণয়-প্রণেতা (?) ১৫ শ্রৌতপ্রয়োগ-প্রণেতা। ১৬ সঙ্গীত রঘুনন্দন-রচয়িতা। ১৭ সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা। ১৮ ব্রত-প্রকাশ বা ব্রতরাজ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৭৩৬ খৃঃ কাশীধামে বসিয়া উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ইহার পিতার নাম গোপাল। সঙ্গমেশ্বর ভট্ট নামেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ১৯ অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ, অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকীটীকা, ঔর্দ্ধ-দেহিক কল্পবল্লী, ঔর্দ্ধদেহিকপদ্ধতি ও ক্রিয়াপদ্ধতিগ্রন্থরচয়িতা। ২০ বৃত্তকৌতুকপ্রণেতা, চতুর্ভুজের পুত্র। ২১ কোষকল্পতরু নামক অভিধান এবং জগৎ প্রকাশকাব্য ও শত্রুশল্যচরিতকাব্য-প্রণেতা। শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শত্রুশল্যের জীবনী অবলম্বনে ২২ সর্গে শেষোক্ত গ্রন্থখানি এবং মেদিনীকোষ অবলম্বনে ইনি কোষকল্পতরু রচনা করেন। ইনি নারায়ণের পুত্র। ২২ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। পুরুষোত্তমের পুত্র। ইনি ১৫৪৪ খৃঃ বিশ্ব-প্রকাশপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ২৩ ষট্‌চক্রবিবৃতিটীকা নামক একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থপ্রণেতা। ২৪ অমৃতলহরীকাব্য-রচয়িতা। কুণ্ডরত্নাকর ও তাহার টীকাপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ আচার্য্য, কাশীমোক্ষনির্ণয়প্রণেতা।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, দত্তকনির্ণয়রচয়িতা।

বিশ্বনাথ কবি, প্রভানাম্নী বৃত্তরত্নাকরটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, একজন অদ্বিতীয় আলঙ্কারিক। এদেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস যে বিশ্বনাথ বাঙ্গালা ও বৈদ্য-বংশোদ্ভব ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এদেশবাসী নহেন। তিনি উৎকলবাসী ও উৎকলশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে উৎ-কলের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গবংশীয় নৃপতি ভানুদেবের সভায় তিনি ও তাহার পিতা চন্দ্রশেখর বিদ্যমান ছিলেন। উৎকল-রাজসভায় অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রভাবে তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন। তিনি কুবলয়াশ্বচরিত, চন্দ্রকলা, প্রভাবতী-পরিণয়, প্রশস্তিরত্নাবলী, রাঘববিলাস ও সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পদ্যাবলীতে ইহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিন্, উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, গৌরাঙ্গস্মরণৈকা দশক, ভক্তিরসামৃতবিন্দু, ভাগবতপুরাণটীকা, রাধামাধবরূপ-চিন্তামণি, সাধ্যসাধনকৌমুদী, স্মরণক্রমমালা, হংসদূতটীকা প্রভৃতি রচয়িতা। কোঙ্গলের শ্রীবদ্ধননামক স্থানে ইহার একটী মঠ বিদ্যমান আছে।

বিশ্বনাথ চিত্তপাবন, ব্রতরাজনামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। গোপালের পুত্র।

বিশ্বনাথ চৌবে, ভাগবতপুরাণসারার্থদর্শিনী প্রণেতা।

বিশ্বনাথ তীর্থ, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহব্যাখ্যাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ দীক্ষিত জড়ে প্রতিষ্ঠাদর্শ নামক দিধীতি প্রণেতা।

বিশ্বনাথ দেব, ১ মৃগাঙ্কলেখনাটক-প্রণেতা। ২ কুণ্ডমণ্ডপ-কৌমুদী, কুণ্ডবিধান, গোত্রপ্রবরনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ দৈবজ্ঞ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। দিবাকর দৈবজ্ঞের পঞ্চম পুত্র। ইনি ১৬১২—১৬৩২ খৃঃ মধ্যে ইষ্টশোধন, কেশবজাতকপদ্ধত্যুদাহরণ, কেশবী-লঘ্বীটীকা, গ্রহকৌতুহলোদা-হরণ, গ্রহলাঘববিবরণ, গ্রহলাঘবোদাহরণ, চন্দ্রমানতন্ত্র-টীকা, তাজিকপদ্ধতিটীকা, তিথিচিন্তামণ্যুদাহরণ, নীলকণ্ঠীটীকা, পাতসারণীটীকা, বৃহজ্জাতকটীকা, বৃহৎসংহিতাটীকা, ব্রহ্ম-তুল্যসিদ্ধান্তটীকা, ব্রহ্মতুল্যোদাহরণ, করণকুতূহল, মিতাঙ্ক, মুহূর্ত্তমণি, রামবিনোদোদাহরণ, বর্ষতন্ত্রপ্রকাশিকা, বর্ষপদ্ধতি-টীকা, বসিষ্ঠসংহিতাটীকা, বিষ্ণুকরণোদাহরণ, শ্রীপত্যুদাহরণ, ষোড়শযোগাধ্যায়, সংজ্ঞাতন্ত্রপ্রকাশিকা, সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুদাহরণ, গহনার্থপ্রকাশিকানাম্নী, সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকা, সূর্য্যসিদ্ধান্তোদাহরণ, সোমসিদ্ধান্তটীকা, হোরামকরন্দোদাহরণ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান।

বিশ্বনাথ-নগরী (স্ত্রী) বিশ্বনাথস্য নগরী। বিশ্বনাথের পুরী, কাশী। বিশ্বনাথ মহাদেব এই পুরী নির্ম্মাণ করেন, এই জন্য ইহার নাম বিশ্বনাথনগরী। [কাশী বা বারাণসী দেখ।]

বিশ্বনাথ নারায়ণ, শিবস্তুতি-টীকাকর্ত্তা।

বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ধাতুচিন্তামণি-প্রণেতা।

বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গলার একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ছন্দোসূত্রের পিঙ্গলপ্রকাশিকা নাম্নী টীকায়—

"বিদ্যানিবাসসূনোঃ কৃতিরেষা বিশ্বনাথস্য"

অর্থাৎ বিদ্যানিবাসের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ আথগুলবন্দ্যবংশে বিশ্বনাথের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ বিদ্যানিবাস এবং পিতামহের নাম রত্নাকর বিদ্যা-বাচস্পতি। এই বিদ্যাবাচস্পতি সুবিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ সহোদর। রুদ্রবাচস্পতি ও নারায়ণ নামে বিশ্বনাথের আরও দুই জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম পাওয়া যায়। ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীনামে তাঁহার টীকা, ন্যায়তত্ত্ববোধিনী বা ন্যায়বোধিনী, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, পদার্থতত্ত্বার-লোক, পিঙ্গলমতপ্রকাশ, সুবর্থতত্ত্বালোক, তর্কভাষা প্রভৃতি

গ্রন্থের রচয়িতা। [ন্যায়শব্দে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয় দ্রষ্টব্য।]

বিশ্বনাথ পণ্ডিত, ১ বীরসিংহোদয়জাতক-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ বাজপেয়িন্, তুরগসিদ্ধিপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ ভট্ট, ১ গণেশকৃত তত্ত্বপ্রবোধিনীর ন্যায়বিলাসনামক টীকাকর্ত্তা। ২ শৃঙ্গারবাপিকা নাম্নী নাটিকারচয়িতা। ৩ ঔর্দ্ধদেহিকাক্রিয়া বা শ্রাদ্ধপদ্ধতি প্রণেতা। ৪ শ্রৌতপ্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা-রচয়িতা। ৫ তর্কতরঙ্গিণী নাম্নী তর্কামৃতটীকাপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ মিশ্র, মেঘদূতার্থমুক্তাবলীপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ রামানুজদাস, রহস্যত্রয়বিধি-রচয়িতা।

বিশ্বনাথ সিংহদেব, রামগীতাটীকা, রামচন্দ্রাহ্নিক ও উহার টীকা, রামমন্ত্রার্থনির্ণয়, বেদান্তসূত্রভাষ্য, সর্ব্বসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি প্রিয়দাসের শিষ্য এবং রাজা শ্রীসীতারামচন্দ্র বাহাদুরের সচিব ছিলেন। কেহ কেহ গ্রন্থকারকে রাজকুমার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথ সূরি, আর্য্যবিজ্ঞপ্তি বা রামার্য্যবিজ্ঞপ্তি কাব্যপ্রণেতা।

বিশ্বনাথ সেন, পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। ইনি মহারাজ প্রতাপরুদ্র গজপতির রাজবৈদ্যরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম নরসিংহ সেন ও পিতামহের নাম তপন।

বিশ্বনাথাশ্রম, তর্কদীপিকা-প্রণেতা। মহাদেবাশ্রমের শিষ্য।

বিশ্বনাথান্ (ত্রি) বিশ্বনাথসম্বন্ধীয়। বিশ্বনাথ প্রোক্ত বা তাল্লিখিত।

বিশ্বনাভ (পুং) বিশ্বং নাভৌ যস্য। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

বিশ্বনাভি (স্ত্রী) বিশ্বস্য নাভিঃ। বিশ্বের নাভিস্বরূপ, সূর্য্যাদির আশ্রয়ভূত। বিষ্ণুর চক্র, বিশ্বের নাভিস্বরূপ, এই চক্র আশ্রয় করিয়া সূর্য্যাদি গ্রহ অবস্থিত আছে—

"তদ্ বিশ্বনাভিমনুবর্ত্ত্য বিষ্ণো-
রণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ।" (ভাগবত ২।২।২৫)

"তৎ বিষ্ণোশ্চক্রং বিশ্বস্য নাভিং সূর্য্যাদ্যাশ্রয়ভূতম্' (স্বামী)

বিশ্বনামন্ (ত্রি) ১ ঈশ্বর। ২ জগৎ।

বিশ্বন্তর (পুং) ১ বুদ্ধ। ২ সৌষদ্মনের অপত্য রাজপুত্রভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)

বিশ্বপক্ষ (পুং) তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। (শক্তিরত্নাকর)

বিশ্বপতি (পুং) বিশ্বস্য পতিঃ। বিশ্বের পতি, বিশ্বপালক, মহাপুরুষ, কৃষ্ণ।

বিশ্বপতি, ১ বেদাঙ্গতীর্থকৃত মাধববিজয়টীকার পদার্থদীপিকা নাম্নী টীকাকার। ২ প্রয়োগশিখামণিপ্রণেতা। ইঁহার পিতার নাম কেশব।

বিশ্বপদ্[পাদ্] (ত্রি) বিশ্বপাতা, জগদীশ্বর। (হরিবংশ ২৫৯অ°)

বিশ্বপর্ণী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। (রাজনি°)

বিশ্বপা (পুং) বিশ্বং পাতীতি পা-বিচ্। বিশ্বপালক, বিশ্বপালনকারী। পরমেশ্বর।

বিশ্বপাচক (পুং) বিশ্বং পাচয়তি পচ-ণিচ্ ণ্বুল্। ভগবান্ বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"পাবকায় নমস্তেঽস্তু নমস্তে হব্যবাহন।
ত্বমেব ভুক্তপীতানাং পাচনাদ্বিশ্বপাচকঃ॥" (মার্ক°পু° ৯৯।৪৬)

বিশ্বপাণি (পুং) ধ্যানিবোধিসত্ত্বভেদ।

বিশ্বপাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্য পাতা। বিশ্বের পালনকর্ত্তা, পরমেশ্বর। (পুং) ২ পিতৃগণভেদ। বর, বরেণ্য, বরদ, পুষ্টিদ, তুষ্টিদ. বিশ্বপাতা ও ধাতা পিতৃপুরুষের এই ৭টী গণ।

বরো বরেণ্যো বরদঃ পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা।
বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে তথা গণাঃ॥" (মার্ক°পু° ৯৬।৪৫)

বিশ্বপাদশিরোগ্রীব (ত্রি) বিশ্বমেব পাদশিরোগ্রীবা যস্য। ভগবান্ বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্॥" (মার্ক°পু°৪২।১)

বিশ্বপাল (পুং) বিশ্বং পালয়তি বিশ্ব-পা-ণিচ্-অচ্। বিশ্বপালক, বিশ্বপালনকারী।

বিশ্বপালক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৩।৯)

বিশ্বপাবন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৪।১৫)

বিশ্বপাবন (ত্রি) বিশ্বং পাবয়তীতি বিশ্-পূ-ণিচ্-ল্যু। বিশ্বের পবিত্রতাসম্পাদক। (ভাগবত ৮।২০।১৮) ২ তুলসী।

বিশ্বপিশ্ (ত্রি) ব্যাপ্তদীপ্তি, ব্যাপ্তভাবে প্রকাশমান, যাহার দীপ্তি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

"আ রোদসী বিশ্বপিশঃ পিশানাঃ" (ঋক্ ৭।৫৭।৩)
'বিশ্বপিশঃ ব্যাপ্তদীপ্তয়ঃ' (সায়ণ)

বিশ্বপুষ্ (ত্রি) বিশ্বং পুষ্ণাতীতি বিশ্ব-পুষ-ক্বিপ্। বিশ্বপোষক। সকলের পোষক। "যতিমশ্বিনা রায়া বিশ্বপুষা সহ"(ঋক্ ৮।২৬।৭)

'বিশ্বপুষা বিশ্বস্য সর্ব্বস্য পোষকেণ' (সায়ণ)

বিশ্বপূজিত (ত্রি) বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈঃ পূজিতঃ। সর্ব্বপূজিত, জগৎপূজিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ তুলসী।

বিশ্বপেশস্ (ত্রি) বহুবিধ রূপযুক্ত।

"সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা" (ঋক্ ১।৪৮।১৬)
'বিশ্বপেশসা পেশ ইতি রূপনামবহুবিধরূপযুক্তেন' (সায়ণ)

বিশ্বপ্রকাশক (পুং) ১ সূর্য্য। ২ আলোক।

বিশ্বপ্রকাশিন্ (ত্রি) বিশ্বং প্রকাশয়তীতি প্র-কাশ-ণিনি। বিশ্বপ্রকাশক, বিশ্বপ্রকাশকারী, যিনি সমস্ত বিশ্ব প্রকাশ করেন।

বিশ্বপ্রবোধ (ত্রি) ভগবান্ বিষ্ণু।
"নমো বিশ্বপ্রবোধায় প্রদ্যুম্নায়ান্তরাত্মনে।" (ভাগবত ৪।২৪।৩৫)
'বিশ্বপ্রবোধায় বিশ্বস্য প্রকর্ষেণ বোধো যস্মাৎ তস্মৈ' (স্বামী)

বিশ্বপ্রা (ত্রি) ছেদনোদ্যত। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।১১।৯।৯)

বিশ্বপ্সন্ (পুং) বিশ্বং প্সাতীতি-প্সা ভক্ষণে (স্বন্ উক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কানন্ প্রত্যয়েন সাধু। ১ অগ্নি। ২ চন্দ্র। (হেম) ৩ দেবতা। ৪ বিশ্বকর্ম্মা। ৫ সূর্য্য। (শব্দরত্না°)

বিশ্বপ্সা (স্ত্রী) অগ্নি। সর্ব্বভুক্।

বিশ্বপ্সু (ত্রি) বহুবিধ রূপ।
"যজ্জরিত্রে বিশ্বপ্সু ব্রহ্মকৃণবঃ" (ঋক্ ৬।৩২।৩) বিশ্বপ্সু বহুবিধরূপম্ (সায়ণ)

বিশ্বপ্স্য (ত্রি) পুরুরূপ ধন।
"বশিষ্ঠো রাস্কামো বিশ্বপ্স্যস্য" (ঋক্ ৭।৪২।৬)
'বিশ্বপ্স্যস্য পুরুরূপস্য ধনস্য' (সায়ণ)

বিশ্ববন্ধু (পুং) বিশ্বস্য বন্ধুঃ। বিশ্বের বন্ধু, জগতের আত্মীয় মহাদেব, শিব।
"লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিন-
স্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে॥" (ভাগবত ৪।৪।১৫)

বিশ্ববীজ (ক্লী) বিশ্বস্য বীজম্। বিশ্বের বীজ স্বরূপ, বিশ্বের আদিকারণ। মূলপ্রকৃতি, মায়া।
"বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া" (দেবীমা°)

বিশ্ববোধ (পুং) বিশ্বস্য বোধো যস্য। বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

বিশ্বভদ্র (পুং) সর্ব্বতোভদ্র।

বিশ্বভরস্ (ত্রি) বিশ্বপোষক, বিশ্বের পোষণকারী।
"অগ্নিং হোতারং বিশ্বভরসং যজিষ্ঠং" (ঋক্ ৪।১।১৯)
'বিশ্বভরসং আহুতি দ্বারা বৃষ্টিপ্রদানেন বিশ্বস্য পোষকং' (সায়ণ)

বিশ্বভর্ত্তৃ (পুং) বিশ্বস্য ভর্ত্তা। বিশ্বের ভরণকারী, বিশ্বপালক।
"নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্বত বিশ্বভর্ত্তু-
স্তেজঃ ক্ষতং তব নতস্য স তে বিনোদঃ॥" (ভাগবত ৩।১৬।২৪)

বিশ্বভব (ত্রি) বিশ্বস্য ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ। যাহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্ম।
"তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে।" (ভাগবত ৪।৯।১৬)

বিশ্বভানু (ত্রি) সর্ব্বতোব্যাপ্ততেজস্ক, চারিদিকে যাহার তেজ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।
"স চা বিদো মকৎসু বিশ্বভানুষু" (ঋক্ ৪।১।৩)
'বিশ্বভানুষু সর্ব্বতোব্যাপ্ততেজস্কেষু' (সায়ণ)

বিশ্বভাব (ত্রি) বিশ্বভাবন, পরমেশ্বর। (ভাগবত ১০।১১।১৩)

বিশ্বভাবন (পুং) পরমেশ্বর।
"ভবায় সুহৃং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎ পতিঃ পিতা।" (ভাগবত ১।১১।৭)

বিশ্বভুজ্ (ত্রি) বিশ্বং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। ১ বিশ্বভোগকারী। (পুং) ২ মহাপুরুষ। ৩ ইন্দ্র।

বিশ্বভুজা (স্ত্রী) দেবীভেদ। (স্কন্দপু°)

বিশ্বভূ (পুং) বুদ্ধভেদ। (হেম)

বিশ্বভূত (ত্রি) পরমেশ্বর। (হরিবংশ ২৫৯ অ°)

বিশ্বভৃৎ (ত্রি) বিশ্বং বিভর্ত্তি বিশ্ব-ভৃ-ক্বিপ্। অন্নপ্রদানদ্বারা পালনকর্ত্তা। 'বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বাযুত্মনা যদ্বা অন্নপ্রদানেন পোষয়িতা।' (অথর্ব্ব ৪।১১।৫ সায়ণ)

বিশ্বভেষজ (ক্লী) বিশ্বেষাং ভেষজম্। শুণ্ঠী, শুঁঠ। (অমর)

বিশ্বভেষজী (স্ত্রী) সকল ঔষধযুক্ত।
"আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ" (ঋক্ ১।২৩।২০)
'বিশ্বভেষজীঃ বিশ্বানি ভেষজানি যাসু তথাবিধাঃ অপঃ' (সায়ণ)

বিশ্বভোজস্ (পুং) বিশ্ব-ভুজ-অসি। সর্ব্বভুক্, অগ্নি। (ত্রি) ২ বিশ্বরক্ষক।
"পূষাভাগঃ প্রভৃথে বিশ্বভোজাঃ" (ঋক্ ৫।৪১।৪)
'বিশ্বভোজাঃ বিশ্বরক্ষকঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমদা (স্ত্রী) অগ্নিজিহ্বা, অগ্নির সপ্ত জিহ্বার মধ্যে জিহ্বাভেদ।
"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব চ ধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বমদার্চ্চিসোঽগ্নেঃ সপ্তৈব জিহ্বাঃ কথিতা মুনীন্দ্রৈঃ॥" (শব্দমালা)

বিশ্বমনস্ (ত্রি) বিশ্বং ব্যাপ্তং মনো যস্য। ১ ব্যাপ্তমনাঃ, অত্যন্ত মনস্বী।
"অশস্তিহা বিশ্বমনাস্তুরাষাট্" (ঋক্ ১০।৫৫।৮)
'বিশ্বমনাঃ ব্যাপ্তমনাঃ অত্যন্তমনস্বী' (সায়ণ)
২ যাবতীয় চরাচর পদার্থে একাগ্রমনাঃ।
"বিশ্বচর্ষণেঽগ্নিং বিশ্বমনো গিরা" (ঋক্ ৮।২৩।২)
'বিশ্বমনঃ বিশ্বেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু একং মনো যস্য সঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমনুস্ (ত্রি) সকল মনুষ্য।
"যজ্ঞোভির্গীর্ভির্বিশ্বমনুষাং মরুতাম্" (ঋক্ ৮।৪৬।১৭)
'বিশ্বমনুষাং বিশ্বেষাং মনুষ্যাণাং' (সায়ণ)

বিশ্বময় (ত্রি) বিশ্ব-স্বরূপার্থে ময়ট্। বিশ্বস্বরূপ, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বময়।

বিশ্বমল্ল, বাঘেলাবংশীয় একজন রাজপুত সর্দ্দার। বীর-ধবলের পুত্র।

বিশ্বমহস্ (ত্রি) বিশ্বং ব্যাপ্তং মহস্তেজো যস্য। ব্যাপ্ততেজস্ক, যাহার তেজ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত আছে।
"বিশ্বেহি বিশ্বমহসো বিশ্বে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়া" (ঋক্ ১০।৯৩।২)
'বিশ্বমহসো ব্যাপ্ততেজস্কাঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমহেশ্বর (পুং) শিব।

বিশ্বমাতৃ (স্ত্রী) বিশ্বস্য মাতা। বিশ্বের মাতা, বিশ্বজননী, জগতের মাতা।

বিশ্বমানুষ (পুং) বিশ্বঃ সর্ব্বঃ মানুষঃ। সকল মনুষ্য।

"যস্ত তে বিশ্বমানুষঃ" (ঋক্ ৮।৪৬।৪২)

'বিশ্বমানুষঃ সর্ব্বোমনুষ্যঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমিত্র (পুং) মাণবক। (পা ৬।৩।১৩০)

বিশ্বমিন্ব (ত্রি) বিশ্বব্যাপক।

"বিশ্বমিন্বং মেধিরায়" (ঋক্ ১।৬১।৪)

'বিশ্বমিন্বং বিশ্বব্যাপকং বিশ্বৈর্ব্যাপ্তং' (সায়ণ)

বিশ্বমুখী (স্ত্রী) দাক্ষায়ণী।

বিশ্বমূর্ত্তি (ত্রি) বিশ্বমেব মূর্ত্তির্যস্য। বিশ্বরূপ, ভগবান্ বিষ্ণু, এই বিশ্বই যাহার মূর্ত্তি।

"নমস্তে যন্ময়ং সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বময়শ্চ যঃ।

বিশ্বমূর্ত্তিঃ পরং জ্যোতির্যত্তদ্ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০৩।৫)

বিশ্বমেজয় (পুং) বিশ্বের সকল শত্রু হইতে কম্পয়িতা। "পয়স্ব বিশ্বমেজয়" (ঋক্ ৯।৩৫।২) 'হে বিশ্বমেজয় বিশ্বস্য সর্ব্বস্যাস্মচ্ছত্রোঃ কম্পয়িতঃ' (সায়ণ)

বিশ্বমোহন (ত্রি) বিশ্বং মোহয়তীতি বিশ্ব-মুহ-ণিচ্-ল্যু। বিশ্বমোহনকারী, বিশ্বকে যিনি মোহিত করেন, বিষ্ণু।

বিশ্বম্ভর (পুং) বিশ্বং বিভর্ত্তীতি ভৃ (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) ইতি মুম্, (অরুর্দ্বিষদিতি। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। বিষ্ণু, পরমেশ্বর।

"বিশ্বম্ভর ভরাস্মাকং বিশ্বস্মাদ্বা বহিঃকুরু।

অথ পক্ষদ্বয়াভাবে ত্যজ বিশ্বম্ভরত্বকম্॥" (উদ্ভট)

বিষ্ণু সমস্ত বিশ্বকে ভরণ করেন এই জন্য তিনি বিশ্বম্ভর নামে আখ্যাত।

বিশ্বম্ভর, রাজভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৯)

বিশ্বম্ভর, আনন্দলহরীটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বম্ভর, গরুড়পুরাণবর্ণিত বৈশ্যভেদ। তিনি দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। কালে যমদণ্ডের ভয়ে তিনি স্বীয় পত্নী সত্যমেধাকে লইয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। পথে লোমশ মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লোমশ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যে সকল পুণ্যকার্য্য করিয়াছ, বৃষোৎসর্গ ব্যতিরেকে তৎসমুদায় পণ্ড হইয়াছে; অতএব তুমি পুষ্করতীর্থে যাইয়া বৃষোৎসর্গ সমাধানপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। তাহা হইলে তোমার সকল দুষ্কৃতের খণ্ডন হইয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় হইবে। তদনুসারে বিশ্বম্ভর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করে যাইয়া লোমশবর্ণিত বিধিবৎ বৃষসমাধান করেন। তদনন্তর তিনি লোমশ সঙ্গে নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ও অশেষ পুণ্যসঞ্চয়পূর্ব্বক নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্যফলে, পর জন্মে তাঁহার বীরসেন রাজকুলে জন্ম হয় ও তিনি বীরপঞ্চানন নামে আখ্যাত হন।

(গরুড় উত্তর° ৭।৪৮—২২৫)

বিশ্বম্ভরক (পুং) বিশ্বম্ভর স্বার্থে কন্। বিশ্বম্ভর।

বিশ্বম্ভরপুর, ভোজরাজের একটী নগর। (ভবিষ্য ব্র°খ° ৩০।৮৯)

বিশ্বম্ভর মৈথিলোপাধ্যায়, একজন কবি। কবীন্দ্র চন্দ্রোদয়ে ইঁহার রচিত শ্লোকাদির পরিচয় আছে।

বিশ্বম্ভরা (স্ত্রী) বিশ্বম্ভর-টাপ্। পৃথিবী। বিশ্বভরণ হেতু পৃথিবীর নাম বিশ্বম্ভরা।

"বিশ্বম্ভরা তদ্ভরণাচ্চানন্তানন্তরূপতঃ।

পৃথিবী পৃথুকন্যাত্বাদ্বিস্তৃতত্বান্মহামুনে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৭ অঃ)

বিশ্বম্ভরাভুজ্ (পুং) বিশ্বম্ভরাং পৃথিবীং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। পৃথিবীভোগকারী, পৃথিবীপতি, রাজা। (রাজতরঙ্গিণী ৮।২।১৯২)

বিশ্বম্ভরেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গভেদ। (হিমবৎ ৮।১০৬)

বিশ্বম্ভরোপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

বিশ্বযশস্ (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৬।২।১০৬)

বিশ্বয়ু (পুং) বায়ু। (শব্দার্থ°)

বিশ্বযোনি (পুং স্ত্রী) বিশ্বস্য যোনিঃ। ১ বিশ্বের যোনি অর্থাৎ কারণ। যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। ২ ব্রহ্মা।

"বিশ্বযোনিস্তিরোদধে" (কুমার ২ স°)

বিশ্বরথ (পুং) গাধিরাজের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিশ্বরথ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত এক জন রাজা। (সহ্যা° ৩২।১৫)

বিশ্বরদ (পুং) মগ বা ভোজক ব্রাহ্মণদিগের একখানি বেদশাস্ত্র। এই বেদ অস্মদীয় বেদসংহিতা চতুষ্টয়ের বিপরীত। (Visperad)

"ব্রহ্মণো ক্রাণ্ডথাবেদা মগনামপি সুব্রত।

তএব বিপরীতাস্তু তেষাং বেদা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বিদো বিশ্বরদশ্চৈব বিদ্বাঙ্গিরসস্তথা।

বেদাহ্বেতে মগানাস্ত পুরোবাচ প্রজাপতিঃ॥" (ভবিষ্যপু°)

বিশ্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বাধিপতি। [বিশ্বরাজ্ দেখ।]

বিশ্বরাধস্ (ত্রি) ১ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, প্রভূত ধনশালী।

'বিশ্বরাধসঃ সর্ব্বধনস্য অতিপ্রভূতধনস্য দেবস্য ধাতুঃ।'

(অথর্ব্ব ৭।১৭।২ সায়ণ)

বিশ্বরুচি (পুং) ১ দেবযোনিভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব) ২ দানবভেদ। (কথাসরিৎ)

বিশ্বরুচী (স্ত্রী) অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম। (মুণ্ডকোপনি°১।২।৪)

বিশ্বরূপ (ক্লী) ১ বহুবিধরূপ, নানারূপ। (শুক্লযজুঃ ১৬।২৫)

'কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ॥" (মনু ৭।১০)
'বিশ্বরূপং বহূনি রূপাণি করোতি' (কুল্লূক)
রাজা কার্য্যসিদ্ধির জন্য নানাপ্রকার রূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশ্বমেব রূপং যস্য। ২ বিষ্ণু। (হেম) ৩ মহাদেব। (ভারত ৭।২০০।১২৪) ৪ ত্বষ্টৃপুত্র। (বিষ্ণুপু০ ১।১৫।১২২) (ত্রি) ৫ সর্ব্বরূপ।

"স সর্ব্ব নানা স চ বিশ্বরূপঃ।
প্রসীদতামানকদাম্ভশক্তিঃ॥"

ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন শ্রীমদভগবদ্গীতার একাদশাধ্যায়ে তাহা এইরূপে বর্ণিত আছে—

"অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিনঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥"

ইত্যাদি। (গীতা ১১ অ°)

অর্জ্জুন ভগবানের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমি আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়াছি। এইক্ষণ আপনি আপনার পূর্ব্ব দেবরূপ প্রদর্শন করুন এবং প্রসন্ন হউন।

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপম্ প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"(গীতা১১।৪৫)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন যে, এই বিশ্বের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ এবং ব্রহ্মাদিদেবগণ যাহা কিছু দেখিতে পাও, তাহা সমস্তই আমার স্বরূপ।

৬ অসুরভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ৭ সর্ব্বাত্মক। (ঋক্ ১০।১০।৪)

বিশ্বরূপ ১ একজন সিদ্ধপুরুষ। ইনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অগ্রজ। [চৈতন্যচন্দ্রশব্দ দেখ।]

২ একজন আভিধানিক। মহেশ্বর ও মেদিনীকর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৩ জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ। হেমাদ্রিকৃত পরিশেষখণ্ডে ইহার পরিচয় আছে। অনেকে অনুমান করেন ইনিই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বর ঐ টীকার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশ্বরূপ আচার্য্য, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য; ইহার পূর্ব্ব নাম সুরেশ্বর।

বিশ্বরূপক (ক্লী) কৃষ্ণাগুরু। (রাজনি০)

বিশ্বরূপকেশব, আগমতত্ত্বসারসংগ্রহ নামক তন্ত্রগ্রন্থ-রচয়িতা। তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে ইহার বাস ছিল। কেহ কেহ ইহাকে কেশববিশ্বরূপ নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

বিশ্বরূপগণক, গণেশকৃত চাবুকযন্ত্রের টীকা, নিসৃষ্টার্থদূতী নাম্নী লীলাবতীটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিমরীচি, সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি রঙ্গনাথের পুত্র ও বল্লাল দৈবজ্ঞের পৌত্র। মুনীশ্বর উপাধিতে ইনি সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বরূপতীর্থ, হঠতত্ত্বকৌমুদীপ্রণেতা। সুন্দরদেবের গুরু।

বিশ্বরূপতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বিশ্বরূপদেব, বিবেকমার্ত্তণ্ড নামক জ্যোতিঃগ্রন্থপ্রণেতা। শতগুণাচার্য্যের পুত্র।

বিশ্বরূপভারতীস্বামী, একজন প্রসিদ্ধ যোগী।

বিশ্বরূপবৎ (ত্রি) বিশ্বরূপ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বিশ্বরূপ যুক্ত, বিশ্বরূপবিশিষ্ট। বিষ্ণু। (রামায়ণ ৭।২৩।১)

বিশ্বরূপিন্ (ত্রি) বিশ্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। বিশ্বরূপ বিশিষ্ট। ভগবান্ বিষ্ণু।

"দৃষ্ট্বা চ পরমাত্মানং প্রত্যক্ষং বিশ্বরূপিণম্।
বিশ্বপাদশিরোগ্রীবং বিশ্বেশং বিশ্বভাবনম্॥" (মার্ক°পু০ ৪২।২)

বিশ্বরেতস্ (পুং) বিশ্বে রেতঃ শক্তির্যস্য। ১ ব্রহ্মা। (হেম) ২ বিষ্ণু।

বিশ্বরোচন (পুং) বিশ্বান্ রোচয়তীতি রুচ্-ল্যু। নাড়ীচ শাক, পেচুক, কচু।

'পেচুকং পেচুলী পেচুর্নাড়িচো বিশ্বরোচনঃ।' (ত্রিকা°)

বিশ্বলোচন (ক্লী) বিশ্বস্য লোচনং। বিশ্বচক্ষুঃ, বিশ্বপ্রকাশ।

বিশ্বলোপ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয় স° ৭।৩।৮।২)

বিশ্ববনি (ত্রি) সর্ব্বাভীষ্টপূরক (সোম)। (তৈত্তিরীয়স°২।৪।৫।২)

বিশ্ববৎ (ত্রি) ১ বিষ্ণুতুল্য। ২ বিষ্ণু আছে যাহাতে। পরমেশ্বর।

বিশ্ববয়স্ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ৬।৬।৮।৪)

বিশ্ববর্ম্মন্, কুমারগুপ্তের অধীন মালবের একজন সামন্ত। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে গান্ধাররাজ্যে ইহার উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়।

বিশ্ববহ্[বাহ্] (ত্রি) ১ বিশ্ববহনকারী। ২ পরমেশ্বর।

বিশ্ববর্ণা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী, ভূঁই আমলা।

বিশ্ববলিন্ (ত্রি) সর্ব্বপ্রকার বিষয় বোধে সমর্থ।

বিশ্ববাচ্ (স্ত্রী) ঈশ্বর। (হরিবংশ ২৫৯ অঃ)

বিশ্ববাজিন্ (পুং) যজ্ঞাশ্ব। (হরিবংশ ১২৪ অঃ)

বিশ্ববার (ত্রি) ১ বিশ্ববারক, সংসারনিবর্ত্তক। ২ সকল ব্যক্তির পূজনীয়। (ঋক্ ১।৪৮।১৩) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ যজ্ঞীয় সোমের সংস্কার বিশেষ। যে সংস্কারে ঋত্বিক্ বা অন্যলোক আবৃত থাকে। 'বিশ্ববারা বিশ্বৈঃ সর্ব্বৈর্ঋত্বিগ্ভিরন্যৈর্ভিশ্চ ব্রিয়তে যত্র সোমঃ সা বিশ্ববারা। যদ্বা বিশ্বং বৃণোতি ক্রিয়মাণঃ সোমো যজ্ঞেতি বিশ্ববারা জগদুৎপত্তিবীজত্বাৎ।' (শুক্লযজুঃ ৭।১৪ বেদদীপ)

৪ অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ; ইনি ঋগ্‌বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ঋকের ঋষি ; ঐ ঐ ঋকে ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অগ্নি প্রজলিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হয়েন, বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া (অগ্নির অভিমুখে) গমন করিতেছেন ; হে অগ্নি ! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাক ; তুমি যে যজমানের নিকট বর্ত্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধনলাভ করেন এবং তোমার সম্মুখে অতিথিযোগ্য হব্য প্রদান করেন। হে অগ্নি ! আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর। তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর। ইত্যাদি"

বিশ্ববার্য্য (ত্রি) বিশ্বকার। (ঋক্ ৮।১।৯।১১)

বিশ্ববাস (পুং) ১ সর্ব্বলোকের আবাসভূমি। ২ জগৎ।

বিশ্ববাহু (পুং) ১ মহাদেব। (ভা° ১৩।১৭।৫৮)

২ বিষ্ণু। (ভা° ১৩।১৪৯।৪৭)

বিশ্ববিখ্যাত (ত্রি) জগদ্বিখ্যাত, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

বিশ্ববিজয়িন্ (ত্রি) সর্ব্বত্র জয়শীল।

বিশ্ববিদ্ (ত্রি) ১ সর্ব্বজ্ঞতা লাভে সমর্থ।

'বিশ্ববিদং বিশ্ববেদন সমর্থাং বিশ্বৈর্বেদনীয়াং বা।'

(ঋক্ ১।১৬৪।১০ সায়ণ)

৩ সর্ব্বজ্ঞ। ৪ সর্ব্ববিষয়ের বিজ্ঞাপক।

"বিশ্ববিদা বিশ্বং জানন্ত্যৌ বিশস্য বেদয়িত্র্যৌ বা।"

(ঋক ৬।৭০।৩ সায়ণ)

বিশ্ববিদ্যালয়, যে স্থানে বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিয়া উচ্চ অঙ্গের সকল বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহাকেই বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় এ শব্দটী বর্ত্তমান কালের রচনা। ইংরাজী University বলিলে যে অর্থ বুঝায়, বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয় বলিলে আমরা এখন সেইরূপ অর্থ বুঝি। বাস্তবিক ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষে 'পরিষদ্' (Council of education) বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জিনিষ ছিল, তাহা হইতেই বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হইত। উপনিষদে আমরা ঐরূপ পরিষদের উল্লেখ পাই। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরেই সর্ব্বপ্রথম 'পরিষদ্' বা বেদাধ্যাপনার উচ্চ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে তাহার এইরূপ আভাস পাওয়া যায়—

"পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুং। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্ত ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্‌প্রজ্ঞাতা।" (শাঙ্খ° ব্রা° ৭।৬)

ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন,—'প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থমুদঞ্চ।'

সুতরাং ভাষ্যানুসারে উক্ত ব্রাহ্মণাংশের এইরূপ অনুবাদ করা যাইতে পারে—

"পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিক্ অর্থাৎ কাশ্মীরদেশ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্ অর্থাৎ সরস্বতী। কাশ্মীরই সারস্বত স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও সেইজন্য কাশ্মীরে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ ঐ স্থান বিদ্যার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এখন যেমন অক্‌সফোর্ড, লিপ্‌সিক প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র বা অধ্যাপকের কথা য়ুরোপীয় মাত্রেই আদরে ও যত্নের সহিত শুনিয়া থাকেন, এখনও যেমন কাশী বা নবদ্বীপ হইতে শিক্ষিত ও উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকেন, বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে যেমন নালন্দের পরিষদ্ হইতে উত্তীর্ণ ও সম্মানপ্রাপ্ত আচার্য্যগণ বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ করিতেন এবং তাঁহাদের উপদেশ বেদবাক্যবৎ বৌদ্ধসমাজ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন, বৈদিক সময়ে অর্থাৎ ৪।৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসী সেইরূপ কাশ্মীরীয় আচার্য্যের কথা মান্য করিতেন। এই কারণ বোধ হয় কাশ্মীর বিদ্যার অধিষ্ঠান বা সারদাপীঠ বলিয়া পরিচিত।

এখন যেমন উচ্চ-শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সহরে বা রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। পূর্ব্বকালে ভারতে এরূপ জনবহুল স্থানে বা রাজধানীতে এরূপ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। উপনয়নের পরই দ্বিজাতিকে নির্জ্জন অরণ্যবেষ্টিত গুরুর আশ্রমে গিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হইত। যিনি সকল উচ্চবিদ্যার পাণ্ডিত্যলাভে অভিলাষী ছিলেন, তাঁহাকে ৩৬ বর্ষ কাল গুরুগৃহে থাকিতে হইত।* উচ্চ শিক্ষার্থীর আশ্রমস্থান প্রথম কাশ্মীরে সারদাপীঠ, তৎপরে বদরিকাশ্রম এবং পৌরাণিক যুগে নৈমিষারণ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উক্ত স্থানত্রয় হইতেই ভারতবর্ষীয় সহস্র সহস্র আচার্য্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

* "ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।" (মনু ৩।১)

এখন যেমন এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন অধ্যক্ষ বা প্রিন্‌সিপাল (Principal) দেখা যায়, পূর্ব্বকালে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগেও এইরূপ অধ্যক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি কুলপতি নামে পরিচিত ছিলেন। য়ুরোপীয় ও এখানকার প্রিন্‌সিপালগণ বেতন লইয়া উচ্চশিক্ষা দান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের পূর্ব্বতন কুলপতিগণ বেতন লওয়া দূরের কথা, এক একজন কুলপতি ১০ হাজার শিষ্যকে কেবল বিদ্যাদান নহে, ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্তি বা সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অন্নদানাদি দ্বারা ভরণ পোষণ করিতেন।†

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥"

ভারতপুরাণাদি হইতে অত্রি, শৌনক, উগ্রশ্রবা প্রভৃতি মুনিকে আমরা কুলপতি আখ্যায় অভিহিত দেখি।

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে যেরূপ উচ্চশিক্ষার জন্য নির্জ্জন স্থানে আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল, আদি বৌদ্ধযুগেও প্রথমে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাই। পরে বৌদ্ধযুগে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার ও উদ্যানে এবং পূর্ব্বভারতে বেহারের অন্তর্গত নালন্দে বৌদ্ধবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দুই স্থানে যতগুলি বিহার বা বিদ্যাবিহার স্থান ছিল, সকলগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার একজন কুলপতির উপর নির্দ্দিষ্ট ছিল ‡।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে নালন্দে আসিয়া এখানে কিছুকাল থাকিয়া বহু বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যান। এসময়েও নালন্দায় প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। চীনপরিব্রাজকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে কেবল ভারত বা চীন নহে, সুদূর কোরিয়া ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু ছাত্র এখানে উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার জন্য আগমন করিত। এই নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনে আসিয়া কোরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ শ্রমণ আর্য্যবর্ম্ম (A-di-ye-po-mono) ও হোই-য়ে (Hoei-ye) প্রায় ৬৮০ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। § চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গের নালন্দে অবস্থানকালে শীলভদ্র এখানকার 'কুলপতি' ছিলেন।

বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নির্জ্জন বন প্রদেশে পর্ণকুটীরে ছিল, বৌদ্ধ প্রাধান্যকালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেরূপ নহে। বৌদ্ধরাজগণের যত্নে প্রস্তরময় সুবৃহৎ অট্টালিকায় বা বিহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। চীনপরিব্রাজকগণ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে গান্ধার ও উদ্যানে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সময়ে কিন্তু নালন্দের সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসমুখে পতিত হয় নাই, তখনও এখানে এক স্থানে ১০ হাজার ছাত্র থাকিয়া অধ্যাপকের উপদেশ শুনিতে পারে, প্রস্তরময়ী অট্টালিকা মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ প্রস্তরবেদিকা বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দ হইতেই নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যক্ত হয় এবং খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের শেষভাগে নালন্দের (বর্ত্তমান বরাগাঁওর) নিকটবর্ত্তী বিক্রমশিলায় (বর্ত্তমান শিলাও গ্রামে) গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের যত্নে অভিনব তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের জন্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১ম মহীপালের সময়ে ও তাঁহার যত্নে বিক্রমশিলার খ্যাতি দিগন্তবিশ্রুত হইয়াছিল। এই গৌড়াধিপ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশিলার প্রধান আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করেন। এসময়ে এস্থানে ৫০ জন প্রধান আচার্য্য বা অধ্যাপক অবস্থান করিতেন। মুসলমান আক্রমণে এখানকার সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি বিধ্বস্ত হয়।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধদিগের আদর্শে হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান মঠগুলি সেই সেই সম্প্রদায়ের আলোচ্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গণ্য হইতে থাকে। অতি পূর্ব্বতনকালে আর্য্য হিন্দুসমাজে যেমন আশ্রমবাসী শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন ও পাঠনিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, বৌদ্ধ বিহার বা বিদ্যালয়সমূহেও অনেকটা সেইরূপ নিয়মই প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তী হিন্দু ও জৈনমঠগুলিতেও সেই সকল নিয়মই সামান্য পরিবর্ত্তন ও সময়োপযোগী করিয়া গৃহীত হয়। শঙ্কর ও রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠগুলি এবং গিরণার, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানের জৈনমঠগুলিকে ভারতীয় ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বহু দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া এখানে গ্রাসাচ্ছাদন ও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা পাইয়া থাকে।

বৌদ্ধপ্রভাবের অবসান এবং বৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে কান্যকুব্জ ও কাশীতেই বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে কনোজের বৈদিক বিদ্যালয় বিলুপ্ত হইলেও কাশী আজও হিন্দুসমাজে প্রধান শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রশিক্ষার স্থান বলিয়া গণ্য। সেনরাজদিগের সময় পূর্ব্বতন আদর্শে প্রথমে মিথিলায় ও তৎপরে নবদ্বীপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে নবদ্বীপই ন্যায় চর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাপরিষদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আজও নবদ্বীপের সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে। আজ পর্য্যন্ত কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়,

† নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকাতেও লিখিয়াছেন—
"একো দশসহস্রাণি যোঽন্নদানাদিনা ভরেৎ। স বৈ কুলপতিরিতি" (১।১।১)

‡ "তৎ পৃথিব্যাং সর্ব্ব বিহারেষু কুলপতিরয়ং ক্রিয়তাং" মৃচ্ছকটিক-নাটকের এই উক্তি হইতে বেশ বোধ হইতেছে যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতেও কুলপতির প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই।

§ Chavannes, *Memoire*, 32ff,

এমন কি উত্তরে কাশ্মীর ও দক্ষিণে সুদূর সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে ছাত্রগণ নবদ্বীপে স্থায় শিক্ষার্থ আসিয়া থাকেন।

য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাচীন ভারতে আর্য্যঋষিগণ শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্মতত্ত্বাদি উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের জন্ত পরিষৎ স্থাপন পূর্ব্বক সাধারণকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তৎপরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের সভ্যতা প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে মঠাদিতেও সেই ভাবে উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যে ভাবে উচ্চশিক্ষা (Higher education) দেওয়া হয়, তৎকালে সে ভাবে শিক্ষাদান প্রথা প্রচলিত ছিল না; কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যে প্রায় একই রূপ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটী এখন যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাতে উহাকে পাশ্চাত্য জগতের 'কলেজ' বা 'ইউনিভার্সিটী' শব্দার্থের প্রতিরূপে সঙ্কলিত বলা যায়। ইংরাজী University শব্দ মধ্যযুগে লাটিনভাষায় প্রচলিত *Universitas* শব্দ হইতে গৃহীত। তখন উহা সাধারণ লোকসঙ্ঘের সমষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইত; পরে কেবলমাত্র জ্ঞানান্বেষী বা শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের পরিজ্ঞাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; কিন্তু তৎকালে সুস্পষ্টভাবে এই শিক্ষিত সঙ্ঘকেই বুঝাইবার জন্ত একমাত্র "Universitas" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "Universitas magistrorum et scholarium" বা "discipulorum" শব্দ প্রযুক্ত হইত।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে য়ুরোপে ধর্ম্মযাজকমণ্ডলী ও সভ্যজনগণ উক্ত 'ইউনিভার্সিটাস্' শব্দে যাহাতে শিক্ষক, আচার্য্য বা ছাত্রসম্প্রদায় প্রভৃতিকে বুঝায়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু তখনও "ইউনিভার্সিটী" শব্দ শিক্ষা-স্থানবাচক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শিক্ষা-স্থানকে "Studium" বা 'Studium generale' বলা হইত এবং উহাকে সকলে সাধারণ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তৎপরে Universitas Studii ও Universitatis Collegium শব্দে বিদ্যা-মন্দিরের প্রচলন হইল। তৎকালের রাজকীয় নথি পত্রে উহার উল্লেখ আছে।

এই সময় হইতে ইউনিভার্সিটী "Studium Generalis"র সমপর্য্যায়ক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায় উহাতে ছাত্রবাস (Hostels), প্রশস্ত গৃহ (Halls) ও চতুষ্পাঠী (College) প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত ছিল না। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে য়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরে স্ব স্ব বাণিজ্যের সুবিধার জন্ত বৈদেশিক বণিক্‌দিগের দ্বারা উপরি উক্তরূপ এক একটী শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তথায় স্বদেশী ব্যতীত প্রধানতঃ বৈদেশিক ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করিতেন, তৎপরে সাধারণের যত্নে, বিশেষতঃ বণিক্, রাজা, পোপ ও নগরবাসী সম্ভ্রান্ত জনসাধারণের চেষ্টায় ছাত্রবৃন্দের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে ঐ বিদ্যা-স্থানের সংস্কার ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং ধর্ম্মমন্দিরের অধ্যক্ষ (Chancellor of the Cathedral) ও স্থানীয় প্রধান প্রধানদিগের দ্বারা ঐ সকল বিদ্যা-কেন্দ্রের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ অন্ত স্থানের টোলে অথবা নূতন টোল খুলিয়া (Facultus Ubique docendi) অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। এই সকল অধ্যাপকেরা সাধারণের সম্মানের পাত্র হইতেন সন্দেহ নাই। ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় আরও উন্নতি সোপানে আরোহণ করে। পোপ, সম্রাট্ বা রাজার আদেশে ঐ সকল Studium Generale হইতে উপাধি দানের ব্যবস্থা হয়। ঐ উপাধি বর্ত্তমান B.A., বা M.A., উপাধির স্থায় ছিল না। সেই উপাধি ছাত্রকে অধ্যাপক-পদে নিয়োগের অনুমতিজ্ঞাপক ছিল বলা যায়।

বিদ্যাশিক্ষার উন্নতির জন্তই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত রোমক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিদ্যালয়-সমূহে দেবপূজকদিগের শিক্ষাপ্রণালী বলবৎ ছিল। বর্ব্বরগণ রোমসাম্রাজ্য বিলোড়িত করিলে ঐ শিক্ষাপদ্ধতি কেবলমাত্র কিম্বদন্তীতে পর্য্যবসিত হয়। শেষোক্ত শতাব্দে ধর্ম্মমন্দির-সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় (Episcopal School attached to the Cathedrals) ও মঠ (Monastic Schools) প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

উপরি উক্ত কাথিড্রাল্ স্কুলে কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইত এবং মঠে সন্ন্যাসী ও শ্রমণ (Monks) সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উক্ত দ্বিবিধ বিদ্যালয়ের সহিত রাজবিদ্যালয়সমূহের (Schools of the Empire) শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত। কেননা এই শেষোক্ত বিদ্যামন্দির-সমূহে দেবপূজকদিগের মতানুসারী শিক্ষাই (Pagan system of Education) প্রদত্ত হইত; এতদ্ব্যতীত রাজবিদ্যাগার-সমূহে খৃষ্টান্-ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষাও (Christian system) প্রচলিত ছিল, কারণ তৎকালে প্রাচীন ধর্ম্ম-পুস্তক (ancient text books) ব্যতীত অন্য পুস্তকের বেশী প্রচলন ছিল না এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য তদানীন্তন শিক্ষকবৃন্দ ঐ সকল পুস্তক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কখন কখন আরিষ্টট্‌ল, পরফাইরি, মার্টিয়ানাস্ কাপেলা ও বিটিয়াসের লেখনীপ্রসূত তত্ত্বনিচয়ের কতকাংশের শিক্ষা দেওয়া হইত।

মরোভিন্জিয়ান্ রাজবংশের শাসন কালে ফরাসীরাজ্যে (Frankish Dominion) বিদ্যাশিক্ষার আংশিক বিলয় সাধিত হয়। তৎপরে থিওডোরাস, বিডে ও আল্কুইনের যত্নে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিবিষয়ে পুনরায়োজন হয়। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে সম্রাট্ চার্লস্ দি গ্রেটের অভিমতে ও আল্‌কুইনের যত্নে ফ্রাঙ্কলাণ্ডে শিক্ষা-বিভাগের মহান্ সংস্কার সাধিত হয় এবং একযোগে Monastic ও Cathedral schools এ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। তৎকালে রাজদরবারের অধীনে যে Palace School পরিচালিত হইতেছিল, তাহা উচ্চ শিক্ষাপ্রদানের একটী প্রসিদ্ধ কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। থিওডোরাস্ প্রভৃতির অনুষ্ঠিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য গিগরী দি গ্রেট ইংলণ্ডেও শিক্ষার প্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে রোমাধীন খৃষ্টান্ জগতে (Latin Christendom) ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় বিদ্যাশিক্ষা বিস্তারেরও ভয়ানক অন্তরায় ঘটে, তৎপরে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি পাশ্চাত্য জগতে শিক্ষা বিস্তারের প্রসার পুনরায় বাড়িয়া উঠে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১০ম হইতে ১২শ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ সাধারণের শিক্ষা প্রদানে যত্নশীল ছিলেন। পূর্ব্বকথিত আল্‌কুইন সাহেব স্বয়ং টুর্স (Tours) নগরের সেণ্ট মার্টিনমঠস্থ (The Great abbey of St. Martin) বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিক্ষা বিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই যত্নে উক্ত মঠ-বিদ্যালয়ের আদর্শ হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি নূতন নূতন বিষয়ের শিক্ষাপ্রয়াসী হইয়া তদানীন্তন সাহিত্যকে নবভাবে সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিলেন এবং নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দানের বিধি প্রবর্ত্তন করেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে পারী ইউনিভার্সিটীর সংস্কারের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন, গঠন ও উন্নতিসাধন হয়। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের পূর্ব্বেও এখানে ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) আলোচনা চলিত। ১২শ শতাব্দের প্রারম্ভে এখানে চাম্পোবাসী উইলিয়মনামক একজন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে মুখে মুখে (Dialectic) ন্যায়শাস্ত্রীয় তর্কমীমাংসা হইত। অন্যান্য অধ্যাপকের অপেক্ষা উইলিয়মের শিক্ষা কৌশলে প্যারে বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। উইলিয়মের শিষ্য সুবিখ্যাত আবিলার্ড ও তৎশিষ্য Sentences নামক গ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বিশপ পিটার লোম্বার্ড (১১৫৯ খৃঃ) ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনায় পারী বিশ্ববিদ্যালয়কে শীর্ষ স্থানীয় করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

ইহার পূর্ব্বে ইতালী রাজ্যের সালার্ণো নগরে একটী আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে সারাসেনদিগের যত্নে উহা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু De Renzi, Puccinotti প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বিশেষ অনুসন্ধানে স্থির করিয়াছেন যে, ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সারাসেন-দিগের কোন সম্পর্ক নাই; কেন না Civitas Hippocraticaর প্রসিদ্ধির বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত আরবীয় ভেষজতত্ত্বাদি পাশ্চাত্য জগতে নীত হয় নাই।

রোমকগণ গ্রীকজাতির প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার শিক্ষা প্রচার করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে দক্ষিণ ইতালীতে গ্রীক্ ভাষার সমাদর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সালার্ণো ও এই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ অনেক ডাক্তারই স্ত্রীলোক ছিলেন।

ইহার পর, পাভিয়া নগরের লোম্বার্ড ল'স্কুল (Schools of Lombard Law) এবং রাভেন্নার রোমান্ ল'স্কুল (Schools of Roman Law) উল্লেখ যোগ্য। ১০০০ খৃষ্টাব্দে বোলোগ্নার সাধারণ বিদ্যালয় (School of Liberal arts) প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ১১১৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাতত্ত্বজ্ঞ ইর্নেরিয়াস্ (১১০০-১১৩০ খৃঃ) এখানে দেওয়ানী কার্য্য বিধি (Civil Law) অধ্যাপনা করাইতেন, তাঁহারও পূর্ব্বে, অনুমান ১০৭৬ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পিপো নামা জনৈক অধ্যাপক "Digest" শিক্ষা দিতেন। Schulteর মতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে গ্রেসিয়ানের ডিক্রিটাম্ (Decretium of Gratian) ও তৎপরে Corpus Juris Civilis নামক ব্যবস্থাগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়।

এইরূপে রোমান্ বিধির প্রবল প্রচার হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ১১৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে ব্যবস্থাতত্ত্বালোচনার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি একত্র হইয়া Ultramontani ও Citramontani নামক দুইটী Universitates এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐ সময়ে Johannes de Varanis প্রথমোক্ত এবং Pantaleon de Venetiis শেষোক্ত শাখার রেক্টার ছিলেন। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ ইনোসেণ্ট ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রশস্তি প্রদান কালে উহাদের সংগঠন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "rectores et universitas scholarium Bononiensium." খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ঐ দুইটী শাখা একজন রেক্টারের অধীনে পরিরক্ষিত হয়।

বালকদিগের আইন শিক্ষার জন্য উপরিউক্ত বিভিন্ন শিক্ষা-

সমিতি (gilds) ব্যতীত, বোলোগ্নায় আয়ুর্ব্বেদ (medicine) ও সাধারণ শিক্ষা (Arts) দানের জন্য জুরিষ্ট রেক্টারদিগের অধীনে একজন রেক্টার নিযুক্ত ছিলেন, ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের অধিকারী হন। ইউনিভার্সিটেটিস্ ভিন্ন, তৎকালে তথায় College of Doctors of Civil Law, College of Doctors of Canon Law, College of Doctors in Medicine and Arts এবং ১৩১২ খৃষ্টাব্দে College of Doctors in theology প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, পারী নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়। এখানে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ব, ব্যবস্থাতত্ব ও আয়ুর্ব্বেদ (Faculties of Theology, Canon law and medicine) এবং নিম্নশিক্ষা সম্পর্কে ফ্রান্স, ইংলণ্ড (পরে জর্ম্মনি পিকার্ডি ও নর্ম্মাণ্ডির সাধারণ শিক্ষা Faculty of Arts) দান করা হইত। ১২৫৭ খৃষ্টাব্দের সমকালে রবার্ট ডি সোরবোন কর্তৃক পারী নগরীর সুবিখ্যাত সোরবোন্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় ও নাভারের কলেজে ধর্ম্মতত্ত্বশিক্ষা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে পারী ও বোলোগ্নার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও ৪র্থ নিকোলাসের আদেশ-(Bulls) পত্র লইতে বিশেষ সমুৎসুক হইয়াছিলেন।

১১৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড নগরের সাধারণ বিদ্যালয় 'Studium generale'তে পরিণত হয়। ঐ সময়ে পারী হইতে ইংরাজ ছাত্রবৃন্দ বাধ্য হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হন এবং আপনাদের অধ্যবসায়ে ও শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে তাঁহারা অক্সফোর্ড নগরের বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করেন। কারণ টমাস বেকেটের ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, রাজা ২য় হেনরী অনুশাসন দ্বারা ইংলণ্ডের লোক সকলকে ফরাসীরাজ্য হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইতে আহ্বান করেন ও যাহাতে কেহ ইংলিস্-চানেল পার না হইয়া ফ্রান্সে যাইতে পারে তাহাও তিনি নিষেধ করিয়া দেন। সুসভ্য ফরাসীরাও বেকেটের সহিত রাজার কলহ উদ্দেশ করিয়া বৈদেশিক ছাত্রদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। (Materials for the History of Thomas Bectet, ed Robertson Vol VI. P 235-38.)

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে আর্কবিশপ লড শিক্ষাবিভাগের নেতা (Chancellor) হইয়া একখানি অনুশাসন (statutes) বলে, "Hebdomadal Board" অভিধেয় সমিতির হস্তে ইউনিভার্সিটীর কার্য্যভার ন্যস্ত করেন। ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাঁহারাই পরিচালক ছিলেন। কাম্ব্রিজ্ নগরে তৎকালে Caput Senatus নামে একটী ক্ষুদ্র সমিতি (Oligarchy) ছিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের রাজসনদের অনুবলে ওয়েলস্‌প্রদেশের এবারিস্‌টোয়াইথ্, কার্ডিফ্ ও বাঙ্গোর কলেজ একত্র করিয়া ওয়েলস্-ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যবিধি অনুসারে ও রাজসনদ বলে পূর্ব্বতন মেসন-কলেজ বার্মিহাম-ইউনিভার্সিটীরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ইউনিভার্সিটী অব্ লণ্ডনএক্ট অনুসারে ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কমিসনরদিগের অনুশাসনবলে লণ্ডন-ইউনিভার্সিটী সংগঠিত হয়।

সাধারণ ও উচ্চতম শিক্ষা ব্যতীত য়ুরোপ-মহাদেশে বাণিজ্য ও শিল্প-বিষয়ক শিক্ষাদানের বিস্তর সমাদর দেখা যায়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এণ্টোয়ার্প নগরে Institut Superieur de Commerce ; ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পারী রাজধানীতে Ecole des Hautes Etudes Commerciales এবং বোর্দো, হাভার, লিলে, লিওনস, মার্সায়েল, ডিজোঁ, মোণ্টপেলিয়ার, ন্যাণ্টিস, নান্সি ও রাউএন নগরে বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যার উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উপরিকথিত বাণিজ্যবিদ্যামন্দির ভিন্ন পারী নগরে Institut Commercial ও Ecoles Supérieures de commerc নামে আরও দুইটী ঐ শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয় দেখা যায়। জর্ম্মণসাম্রাজ্যের লীপ্‌জীক্, কোলন্, আকেন, হনোভর ও ফ্রাঙ্কফোর্ট (মাইন্ নদীতীরবর্ত্তী) নগরে Handelhochschulen নামক বিদ্যাগার স্থাপিত আছে। রাজানুগ্রহে ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগকে পারদর্শিতানুরূপ উপাধি (doctoral degree) দানে সমর্থ, কিন্তু ফরাসী বা বেলজিয়ান্ বিদ্যালয়সমূহের ঐ রূপ অধিকার নাই।

নিম্নোক্ত তালিকায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাদের প্রতিষ্ঠাকাল প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, য়ুরোপখণ্ডে সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৬শ, ১৭শ, ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দের মধ্যকাল পর্য্যন্ত সকল রাজ্যেই ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ঐ সকল পূর্ব্বতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগীয় সংস্কারের সঙ্গে অধুনাতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিও সংস্কৃতভাবে গঠিত হইয়াছিল। পরে যতই শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল, ততই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংস্কারাপন্ন হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। যে অক্সফোর্ড ও কাম্ব্রিজ্ ইউনিভার্সিটীর সুখ্যাতি আজি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত, তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠা-সময়ে সেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারক্রম লক্ষ্য করিয়া তাহারই অনুকরণে অথবা

তদনুরূপ সংস্কারের আদর্শে উক্ত বিদ্যালয় ধীরে ধীরে স্বীয় অঙ্গ-পুষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, গ্রেট্‌বৃটেনরাজ্যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যে সংস্কার বিধির প্রবর্তন হয়, তাহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষরূপ সংস্কার দ্বারা সম্যক্ উন্নত হইতে পারে নাই। এখন অক্সফোর্ডে বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ের চরম উপাধি দানের (Final Honour Schools) জন্য নিম্নোক্ত বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে :—Literæ Humaniores (classics, Ancient History, and Philosophy), Mathematics, Natural Science, Jurisprudence, Modern History, Theology, Oriental languages, ও English Literature এবং কাম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ Mathematics, Classics, Moral Sciences, Theology, Law, History, Oriental Languages, Mediæval and Sciences বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা এবং তত্তদ্‌বিষয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানের জন্য "Tripose" বিদ্যমান আছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে B. A., পরীক্ষা না দিয়াও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানের (Original research) জন্য B.Litt. ও B. Sc উপাধি গ্রহণ করা যায়। কেম্ব্রিজ্ বিদ্যালয়ে ঐরূপে অগ্রণী ছাত্রেরা B. A. উপাধিমাত্র পাইয়া থাকেন।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের সেণ্ট সালভেটর ও সেণ্ট লিওনার্ড কলেজে দর্শনশাস্ত্র এবং সেণ্ট মেরি কলেজে দেবতত্ত্ব (Theology) শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্ট বিধি অনুসারে উক্ত দুইটী কলেজ এক হইয়া সেণ্ট এণ্ড্রুজ্ ইউনিভার্সিটীতে পরিণত হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্লাস্‌গো ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা হইলেও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের দানে ও সাধারণের চাঁদায় পুরাতন কলেজগৃহ ভাঙ্গিয়া নূতন ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে সাধারণশিক্ষা, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব ও ব্যবস্থাতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সেণ্ট এণ্ড্রুজের ন্যায় King's college ও Marischal college একত্র করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের Universities Act অনুসারে আবার্ডিন্ ইউনিভার্সিটী গঠিত হয়। ঐ সময়ে এডিনবরা ইউনিভার্সিটীরও সংস্কার সাধিত হয়। আয়ার্লণ্ডের ডবলিন্ সহরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের কুইন্স ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্টের বিধি অনুসারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উহা "রয়েল ইউনিভার্সিটী নাম ধারণ করে"। বেলফাষ্ট, কর্ক, কার্লিউ, গাল্‌ওয়ে, লিমারিক ও লণ্ডনডেরি কলেজে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. A., M. A., M. B. C. M., M. D., B. L., L. L. B., প্রভৃতি উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে।

নিম্নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ও নগরের নাম এবং প্রতিষ্ঠাকাল (খৃষ্টাব্দ) লিপিবদ্ধ হইল।

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
আবার্ডিন	১৪৯৪	বোলোগ্না	১১৫৮	কারাকাস	
আবো	১৬৪০	বোম্বাই	১৮৫৭	কাটানিয়া	১৪৪৪
আডালেড্(১)	১৮৭২	বোন্ন	১৮১৮	কার্ডোবা (আর্জেন্‌টিনা)	
আডালেড্(২)	১৮৭৪	বোর্দো	১৪৪১	কাহোর	১৩৩২
আগ্রাম	১৮৬৯	বুর্জেস্	১৪৬৫	কলিকাতা	১৮৫৭
আল্‌ক্যালা	১৪৯৯	ব্রেস্‌লিউ	১৭০২	কাম্ব্রিজ	১২শ শতাব্দ
আল্টডর্ফ	১৫৭৮	ক্রুসেলস্	১৮৩৪	খৃশ্চিয়ানা	১৮১১
আমষ্টার্ডাম	১৮৭৭	বুদাপেষ্ট	১৬৩৫	কোইম্ব্রা	১৩০৯
আমষ্টার্ডাম ফ্রি	১৮৮০	বেসান্‌সোন্ (ডোলনগর হইতে		কলম্বিয়া কলেজ (U. S.)	১৭৪৫
আঞ্জিয়ার	১৩০৫	স্থানান্তরিত)	১৪২২	কোলোন্	১৩৮৮
আলাহাবাদ	১৮৮৭	বিউনোস্ এরিস্	****	কোর্ণেল	১৮৬৫
আথেন্স	১৮৩৭	বুকারেষ্ট	১৮৬৪	কোপেন্ হাগেন	১৪৭৯
আরেজ্জো	১২১৫	কাএন	১৪৩৭	ক্রাকো	১৩৬৪
আভিগ্‌নোন	১৩০৩	কেডিজ্ (medical Faculty		ডিজোন	১৭২২
বামবর্গ	১৬৪৮	of Seville)	১৭৪৮	ডেব্রেক্‌জিন্ কলেজ	১৫৩১
বাসেল	১৪৫৯	ক্যাগ্‌লিয়ারী	১৫৯৬ পুনপ্রতিষ্ঠ	ডোরপাট্	১৬৩২
বার্লিন্	১৮০৯		১৭২০ ও ১৭৬৪	ডারহাম্	১৮৩২
বার্ণ	১৮৩৪	কামেরিনো	১৭২৭ প্রতিষ্ঠা, ১৮৬০	এক্স-এন্ প্রেভেন্স	১৪০৯
বার্সিলোনা	১৪৫০	হইতে ইহা ফ্রি ইউনিভার্সিটী হয়।		এডিনবার্গ	১৫৮২

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
এর্‌ফার্ট	১৩৭৫
এর্লাঙ্গেন্	১৭৪৩
ফেরারা	১৩৯১
ফ্লোরেন্স	১৩২০
ফ্রান্স	১৭৯৪
ফ্রানেকার	১৫৮৫
ফ্রাঙ্কফোর্ট (ওডরতীরে)	১৫০৬
ফ্রি বার্গ	১-৫৫
ফ্রি বার্গ (সুইজল্যণ্ড)	১৮৮৯
ফুন্‌ফ্‌কার্কেন্	১৩৬৭
জেনিভা	১৮৭৬
জার্ণোবিট্‌জ্	১৮৭৫
ঘেণ্ট	১৮১৬
গিসেন	১৬০৭
গ্লাস্‌গো	১৪৫৩
গোথেন বার্গ ১৮৪১ এখানে কেবল দার্শনিক শাস্ত্রের আলোচনা ও উপাধি দেওয়া হয়।)	
গোটিঙ্গেন্	১৭৩৬
গ্রাজ্	১৫৮৬
গ্রিফ্‌স্‌বাল্ড	১৪৫৬
গ্রাণাডা	১৫৩১
গ্রেণোব্‌ল্	১৩৩৯
গ্রোণিন্‌জেন্	১৬১৪
হালে (Halle)	১৬৯৩
হার্ডারবিজ্‌ক্	১৬০০
হার্ভার্ড কলেজ	১৬৩৮
হাবানা	১৭২১
হিডেল্‌বর্গ	১৩৮৫
হেল্‌মষ্টাড্	১৫৭৫
হেল্‌সিংফোর্স	১৬২০
হুয়েস্কা	১৩৫৪
ইঙ্গোলষ্টাড্	১৪৫৯
ইন্সব্রাক্	১৬৯২
জেনা	১৫৫৮
জন্স্‌ হপ্‌কিন্স্	১৮৬৭
কাজান	১৮০৪
খারকোফ্	১৮০৪
কায়েফ্	১৮০৩
কিওটো (জাপান)	১৮৯৭
কা-এল	১৬৬৫
ক্লোসেন্‌বার্গ	১৮৭২
ক্লোলোজ্‌ভার	১৮৭২

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
কোণিগস্‌বর্গ	১৫৪৪
লিপ্‌জিক্	১৪০৯
নেমবার্ক	১৭৮৪
লেরিডা	১৩০০
লিডেন	১৫৭৫
লিমা	১৫৫১ ও ১৫৬১,
লিজ্	১৮১৬
লণ্ডন	'৮২৬
লোভেন	১৪২৬
লোসানী ১৫৩৭ প্রতিষ্ঠা, ১৮৯০ বিশ্ববিদ্যা	
লাণ্ড্	১৬৬৮
মা'গীল (কানাডা)	১৮২১
মেসিনা	১৮৩৮
মাদ্রাজ	১৮৫৭
মাড্রিড্	১৮৩৭
মাসারেটা	১৫৪০
মেনজ্	১৪৭৬
মার্‌বার্গ্	১৫২৭
মেলবোর্ণ	১৮৫৩
মোদেনা ১২শ শতাব্দ; পরে ১৬৮৩	
মন্টপেলিয়ার	১২৮৯
মণ্ট্রিল	১৮২১
মণ্টিভিডো	১৮৭৬
মস্কাউ	১৭৫৫
মান্সটার ১৬২৯ পোপের আদেশ প্রাপ্ত; ১৭৭১-৭৩ প্রতিষ্ঠা; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেবতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্রীয় উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।	
মিউনিক	১৮২৬
ন্যাণ্টিস্	১৪৬৩
নেপোলস্	১২২৫
নিউজিলেণ্ড *	১৮৭০
ওডেসা	১৮৬৫
ওভিয়েডো	১৫৭৪
ওফেন	১৩৮৯
ওলমুট্‌জ্	১৫৮১
অরেঞ্জ	১৩৬৫
ওর্লীন্স্	১৩শ শতাব্দ
ওটাগো	১৮৬৯

* ১৮৭৭ খৃঃ এখানকার অক্‌লাণ্ড, কাণ্টারবরি ডানেডিন ও ওয়েলিংটন সহরে কলেজ স্থাপিত হয়।

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
অক্‌সফোর্ড	১২শ শতাব্দ
পাইসা	১৩৪৩
পাডুয়া	১২২২
প্যালেন্সিয়া	১২১৪
পালার্ম্মো	১৭৭৯
পারী	১২শ শতাব্দ
পার্ম্মা	১৪২২, সংস্কার ১৮৫৫
পাভিয়া	১৩৬১
পেন্‌সিল ভ্যানিয়া	১৭৫১
পারপিগ্‌নান্	১৩৭৯
পেরুজিয়া	১৩০৮
পিয়াসেন্‌জা	১২৪৮
পোইটিয়ার্শ	১৪৩১
প্রেসবার্গ ১৪৬৫, পরে ব ন্ধ ও ১৮৭৫ হইতে ব্যবস্থাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য রক্ষিত।	
প্রেগ্	১৩৪৭
প্রিন্সটোন	১৭৪৬
পাঞ্জাব (লাহোর)	১৮৮২
কুইন্স্ ইউনিভার্সিটী আয়ার্ল্যাণ্ড	১৮৫০
কুইন্স ইউনিভার্সিটী কিংস্‌টোন	১৮৪০
কুইবেক্	১৮৫২
রেজিও	১২শ শতাব্দ
রিণ্টেন্	১৬২১
রেক্‌জাবিক	১৯০২
রোম	১৩০৩
রষ্টক্	১৪১৯
রয়াল ইউনিভার্সিটি আয়ার্ল্যাণ্ড	১৮৮০
সেণ্ট টমাস (মানিলা)	১৬০৫
সেণ্ট এণ্ড্রুজ্	১৪১১
সেণ্ট ডেভিড্‌স কলেজ, লাম্পিটার	১৮২২
সেণ্টপিটার্সবার্গ	১৮১৯
সালামাঙ্কা	১২৪৩
সাসারি	১৫৫৬
সালেণো	৯ম শতাব্দ
সারাগোসা	১৪৭৪
সাল্‌জ্ বার্গ	১৬২৩
সাণ্টিয়াগো (স্পেন)	১৫০৪
ঐ (দং আমেরিকা)	১৭৪৩
সেভীল্	১২৫৪ ও ১৫০২
সিএনা	১৩৫৭
ষ্ট্রাস্‌বার্গ	১৬২১

স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ	স্থানের নাম	খৃষ্টাব্দ
সিড্‌নী	১৮৫১	আপ্‌সালা	১৪৭৭	ভিক্টোরিয়া (কানাডা)	১৮৩৬
টুরিন্‌	১৪১২	উট্রেক্ট	১৬৩৪	ভিয়েনা	১৩৬৪
টরন্টো	১৮২৭	উর্ব্বিণো ১৬৭১, পরে ফ্রি ইউনিভার্সিটী		ভিল্‌না	১৮০৩
টৌলুজ্‌	১২৩৩	উত্তমাশা অন্তরীপ	১৮৭৩	ওয়ার্স ১৮১৬, ১৮৩২ বন্ধ, পরে ১৮৬৯ পুনঃপ্রতিষ্ঠা।	
টি্‌ভীজ্‌	১৪৫০	ভালেন্স	১৪৫২		
ট্রেভিজো	১৩১৮	ভালেন্সিয়া	১৫০১	বুৎজবার্গ	১৪০২, পরে ১৫৮২
ট্রিনিটী কলেজ (ডবলিন্‌)	১৫৯১	ভালাডোলিড্‌	১৩৪৬	বিটেনবর্গ	১৫০২
ট্রিনিটী কলেজ (টরন্টো)	১৮৫১	ভাসেলি	১২২৮	য়েল কলেজ	১৭০১
টোমস্ক	১৮৮৮	ভিসেল্লা	১২০৪	জাগ্রাব	১৮৮১
টুবিঙ্গেন্‌	১৪৭৩	ভিক্টোরিয়া (ম্যাঞ্চেষ্টার)	১৮৮০	জুরিক্‌	১৮৩২
টোকিও (জাপান)	১৮৬৮				

উপরে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের তালিকা উদ্ধৃত হইল তাহার সকল গুলিই যে এখনও ইউনিভার্সিটী পদবাচ্য আছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। কতকগুলি হয়'ত একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও কোনটী বা ইউনিভার্সিটীর মর্য্যাদা হারাইয়া সামান্য স্কুলে পরিণত হইয়া শিক্ষাদানের সহযোগিতা করিতেছে। খৃষ্টীয় ১৬ শ ও ১৭শ শতাব্দে স্পেনের ও অন্যান্য স্থানের জেসুইট্‌ কলেজগুলি ইউনিভার্সিটি বলিয়া পরিগণিত হইলেও অধিক দিন সে মর্য্যাদা রাখিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দের মধ্যে উহার অনেকগুলিই স্বীয় মর্য্যাদা হারায় ও কতক গুলি সামান্য স্কুলে পরিণত হয়।

স্পেনরাজ্যে এখন Institutos (secoudary schools) নামক স্কুলে B. A. উপাধি পাইবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু M. A. উপাধি কেবল মাত্র ইউনিভার্সিটী হইতে পাওয়া যায়। স্পেন-রাজধানী মাদ্রিড্‌ নগরের Universidad Central নামক ইউনিভার্সিটী ভিন্ন স্পেনের অপর কোন কলেজে Doctor উপাধি দিবার বিধি নাই।

সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবন্ধন উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সেই অভাব মোচনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ তথাকার বিভিন্ন প্রদেশে "কলেজ" বা ইউনিভার্সিটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া উচ্চশিক্ষা বিতরণে যত্নবান্‌ হন। ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিভাগীয় কমিশন-বিবরণীতে প্রকাশ যে, যুক্তরাজ্যে সর্ব্বসমেত ৩৭০টী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মমতালোচনার এবং কতকগুলি একবিষয়ের (Single faculty) ও কতকগুলি নানাবিষয়ের শিক্ষার চরমোৎকর্ষ সাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আলোচিত বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে উপাধি দেওয়া হয়। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে যুক্তরাজ্যের রাজ্যভাগ বা জনপদের নাম ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা প্রদত্ত হইল।

বিভাগের নাম	কলেজ সংখ্যা	বিভাগের নাম	কলেজ সংখ্যা
আলাবামা	৪	আর্কান্সাস্‌	৫
কালিফোর্ণিয়া	১১	কোলোরেডো	৩
কনেক্টিকাট্‌	৩	ডেলাওয়ার	১
ফ্লোরিডা	১	জর্জিয়া	৬
ইলিনোইস্‌	২৯	ইণ্ডিয়ানা	১৫
আইওয়া	১৯	কান্‌সাস্‌	৮
কেণ্টুকী	১৫	লুইসিয়ানা	১০
মেইন্‌	৩	মেরিল্যাণ্ড	১০
মাসাচুসেটস্‌	৭	মিচিগান	৯
মিনেসোটা	৫	মিসিসিপি	৩
মিসৌরী	২০	নেব্রাস্কা	৫
নিউহাম্পসায়ার	১	নিউ জার্সি	৪
নিউ ইয়র্ক	২৯	নর্থ কারোলিনা	৯
ওহিও	৩৩	ওরেগণ	৬
পেন্‌সিল্‌ভানিয়া	২৬	রোড আইল্যাণ্ড	১
সাউথ কারোলিনা	৯	টেনেসি	২০
টেক্সাস	১১	ভার্মোণ্ট	২
ভার্জিনিয়া	৭	ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া	২
উইস্‌কোন্‌সিন্‌	৪	ডাকোটা	২
কলম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্ট	৫	উটা	১
ওয়াসিংটন	২		

যুক্তরাজ্যের বিভিন্নকেন্দ্রে এতাদৃক্‌ অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিদ্যাদান বিষয়ে অনেক সুবিধা ঘটিয়াছে। এমন কি, বার্ষিক ৩০ ডলার মাত্র ব্যয় করিলে ওহিও জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে একবৎসর কাল শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেণ্ট হার্ভার্ডে বক্তৃতা দানকালে বিশ্ববিদ্যালয়কে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে প্রস্তাব করেন; তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ (১) আদি ঐতিহাসিক কলেজ, (২) রাজকীয় বিদ্যালয়, (৩) ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের দ্বারা পরিচালিত কলেজ এবং (৪) সাধারণের চাঁদায় বা ব্যক্তি বিশেষের দানে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, এইরূপ ভাবে বিভক্ত হয়। তাঁহা হইতে একটী তালিকা সংগৃহীত হইলে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংগ্রহের বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা।

১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের প্রণোদিত প্রথায় টমাস ও রিচার্ড পেন্ পেন্‌সিল্‌ভানিয়ায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ P.h. D. উপাধি পাইয়া থাকেন। উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক উক্ত উপাধি লাভের আশায় বিভিন্নদেশ হইতে বহু শিক্ষার্থী এদেশে আসিয়া থাকে। হাভার্ফোর্ড ও লাফায়েট কলেজ দ্বয়ে এবং লেহাই ইউনিভার্সিটীতে কলেজী শিক্ষার নির্দ্ধারিত গ্রন্থাতিরিক্ত উচ্চতম বিদ্যানুশীলনের জন্য উন্নত উপাধিসমূহ (advanced Degrees) দান করা হইয়া থাকে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাল্টিমোর সহরে জন্স হপ্‌কিন্স ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতেই এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিষয়ে সুখ্যাতিলাভ করে। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যতীত এখানে অধ্যাপকের কর্ত্তব্যোপযোগী বিষয়ে এবং বিশিষ্ট বিষয়ে (especial line of original research) শিক্ষাদান করা হয়। নিউইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া কলেজ, কোর্ণেল ইউনিভার্সিটী, প্রভিডেন্সের ব্রাউন্স ইউনিভার্সিটি এবং প্রিন্সটোন্, মিচিগান, ভার্জিনিয়া ও কালিফোর্ণিয়ার ইউনিভার্সিটী এতদ্বিষয়ে অনেক অগ্রসর। আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই Graduate ও Undergraduate কে পৃথক্ রাখিবার জন্য A. B., S. B., Ph. B. প্রভৃতি Baccalaurate উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতায়; ১৮ই জুলাই বোম্বাই সহরে এবং ৫ই সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ নগরে ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংরাজী ভাষার বিস্তার ব্যতীত উহা দ্বারা ভারতে আর অপর ভাষার শিক্ষোন্নতি সাধিত হয় নাই। ভারতের ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল লিখিয়াছেন, "ভারতীয় ইউনিভার্সিটী নিচয়ে পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা লইয়া তাহাদের উপাধি বিতরণ, পাঠ্যপুস্তক অবধারণ এবং শিক্ষা বিষয়ক বিধি নির্দ্দেশাদি কার্য্য ভিন্ন এখানে শিক্ষাদানের কোন বন্দোবস্ত নাই। কতকগুলি দেশীয় ও য়ুরোপীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের (Fellows) তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত। এই সকল ইউনিভার্সিটী হইতে কেবল মাত্র সাধারণ শিক্ষা (Arts) দর্শন (Philosophy), ব্যবস্থা (Law), ডাক্তারী (Medicine), স্থাপত্যবিদ্যা (Civil Engineering) ও পদার্থবিদ্যা (Natural and Physical Science) বিষয়ে (faculties) উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।"

১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটী কলেজ স্থাপিত হয়। উক্ত বর্ষের পূর্ব্বে এখানে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে কেবল টাইটেল দেওয়া হইত, ডিগ্রী দিবার ব্যবস্থা ছিল না। এই ইউনিভার্সিটীতে প্রাচ্যভাষার (Oriental language & Literature) অধিক সমাদর আছে এবং ছাত্রেরা য়ুরোপীয়ের গবেষণা মূলক বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা অবগত হইতে সমর্থ হয়। তজ্জন্য বহুদিন হইতে এখানে B. O. L. (Bachelar of oriental literature) উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তরপশ্চিম (যুক্তপ্রদেশ) প্রদেশের এলাহাবাদে আর একটী ইউনিভার্সিটী স্থাপিত হয়। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচন ও শিক্ষা প্রণালী কতকাংশে ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও স্কট্‌লণ্ডের এডিনবরা ইউনিভার্সিটীর অনুরূপ।

১৯০৬-০৭ খৃঃ ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের সংস্কারকল্পে নূতন বিধি (University Bill) প্রবর্ত্তন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি সাধনই এই বিধির মূল উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহার ভিত্তি বড়ই আড়ম্বর পূর্ণ। পূর্ব্বে যেরূপ অল্পব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্য্য নিষ্পাদিত হইত, এখন আর সেরূপ অল্পব্যয়ে কলেজ পরিচালনের উপায় নাই। প্রতি কলেজে একটী সুবৃহৎ Laboratory রক্ষা এবং বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অধ্যাপকাদি নিয়োগ বড়ই ব্যয়সাধ্য। এখনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই নূতন বিধির প্রচলন হয় নাই, তবে ভিত্তিপত্তনের সূত্রপাত হইতেছে মাত্র বলা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্বস্ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ।

বিশ্ববিধাতৃ (ত্রি) বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টিকর্ত্তা।

বিশ্ববিধায়িন্ (পুং) বিশ্ববিধাতা।

বিশ্ববিভাবন (ক্লী) ১ বিশ্বপালন, সংসারের প্রতিপালন।

"যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং পরিচর্য্য বিশ্ববিভাবনায়াত্তগুণাভিপত্তেঃ।" (ভাগবত ৪।৮।২০)

'বিশ্বস্য বিভাবনায় পালনায় আত্তা স্বীকৃতা গুণাভিপত্তিঃ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠানং যেন তস্য।' (স্বামী)

২ বিশ্বপালক, জগৎপিতা। ৩ রক্তকল্পজাত ব্রহ্মার মানস পুত্রভেদ। (লিঙ্গপু° ১২।৯)

বিশ্ববিশ্রুত (ত্রি) জগদ্বিখ্যাত।

বিশ্ববিজ্ঞ (ত্রি) বিষ্ণুর নামান্তর।

বিশ্ববিসারিন্ (ত্রি) বিশ্বব্যাপ্ত, জগৎপ্রসারী।

বিশ্ববীশ্ব (ক্লী) বিশ্বের অঙ্কুর স্বরূপ, ঈশ্বর।

বিশ্ববৃক্ষ (পুং) বিষ্ণুর নামান্তর।

বিশ্ববৃত্তি (স্ত্রী) সাধারণ জ্ঞান, বৈষয়িক জ্ঞান।

বিশ্ববেদ (পুং) আচার্য্যভেদ।

বিশ্ববেদ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তদীপ নামে সংক্ষেপ-শারীরকব্যাখ্যা প্রণেতা। ইনি আনন্দবেদের শিষ্য ছিলেন।

বিশ্ববেদস (ত্রি) বিশ্বং বেত্তি বিশ্ব-বিদ-অসুন্। ১ সর্ব্বজ্ঞ। ১ ইন্দ্রাদি দেবতা।

"সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরংপদম্॥" (ভাগবত ৮।৩।২৬)

৩ সর্ব্বধন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।

"যুবোর্বিশ্বা অধি শ্রিয়ঃ পৃক্ষশ্চ বিশ্ববেদসা" (ঋক্ ১।১৩৯।৩)

'হে বিশ্ববেদসা সর্ব্বধনৌ যুবোর্যুবয়োঃ' (সায়ণ)

বিশ্ববেদিন্ (ত্রি) ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ খনিত্র রাজার মন্ত্রী। (মার্কণ্ডপুরাণ ১১৮।২৮)

বিশ্বব্যচস্ (ত্রি) ১ বিশ্বব্যাপ্ত, সর্ব্বব্যাপী।

"বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাং" (ঋক্ ৩।৪৬।৪)

"বিশ্বব্যচসং বিশ্বব্যাপ্তং মতীনাং স্তুতীনাং স্তোতৄণাং বা অবতং রক্ষকং' (সায়ণ)

(পুং) ২ সূর্য্য।

"বিশ্বং বিচতি উদিতঃ সন্ প্রকাশয়তি ইতি বিশ্বব্যচা আদিত্যোঽয়ং প্রসিদ্ধঃ" (শুক্লযজুঃ ১৩।৫৬ মহীধর)

৩ সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। "বিশ্বস্মিন্ ব্যচোগমনং যস্য স বিশ্বব্যচাঃ সর্ব্বতোগমনঃ" (শুক্লযজুঃ ৮।৪১ মহীধর)

বিশ্বব্যাপিন্ (পুং) সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রগামী, সকল স্থানে বিস্তৃত।

বিশ্বশম্ভুমুনি, একাক্ষরনামমালিকা নাম্নী ক্ষুদ্র অভিধান-প্রণেতা। অভিধানচিন্তামণিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বশম্ভু (ত্রি) বিশ্বের মঙ্গলবিধায়ক, জগতের মঙ্গলজনক।

"বিশ্বশম্ভুবঃ বিশ্বস্য জগতঃ শং সুখং ভাবয়ন্তি জনয়ন্তি বা" (শুক্লযজুঃ ৪।৭ মহীধর)

বিশ্বশর্ধস্ (ত্রি) ১ ব্যাপ্তবল, বিক্ষিপ্ততেজা। ২ সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহবান, বহু উৎসাহযুক্ত।

"সং সৰ্জ্জনৌ সুধনৌ বিশ্বশর্ধসৌ" (ঋক্ ৫।৩৪।৮)

'বিশ্বশর্ধসৌ ব্যাপ্তবলৌ বহুৎসাহৌ বা' (সায়ণ)

বিশ্বশর্ম্মন্, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা।

বিশ্বশারদ (ত্রি) প্রতি শরৎকাল বিহিত।

বিশ্বশুচ্ (ত্রি) বিশ্বদীপক, সংসারোদ্দীপক।

"প্রাগ্নয়ে বিশ্বশুচে ধিয়ন্ধেঽসুরঘ্নে মন্ম ধীতিং ভরধ্বং।" (ঋক্ ৭।১৩।১)

'হে সখায়ো বিশ্বশুচে বিশ্বং যোদীপয়তি তস্মৈ' (সায়ণ)

বিশ্বশ্চন্দ্র (ত্রি) বিশ্বের আহ্লাদজনক, যাহা হইতে সকলের আহ্লাদ জন্মে।

"প্র সধ্রীচীরসৃজদ্বিশ্বশ্চন্দ্রাঃ" (ঋক্ ৩।৩১।১৬)

'বিশ্বশ্চন্দ্রা বিশ্বস্যাহ্লাদয়িত্রীঃ বিশ্বস্যাহ্লাদো যাভ্যস্তা ইতি বা।'(সায়ণ)

বিশ্বশ্রদ্ধাজ্ঞানবল (ক্লী) বুদ্ধের দশশক্তির অন্তর্গত শক্তিবিশেষ।

বিশ্বশ্রবস্ (পুং) মুনিবিশেষ; কুবের ও রাবণাদির পিতা।

বিশ্বসংবনন (ক্লী) ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে মোহাভিভূত করা।

বিশ্বসখ (পুং) বিশ্বেষাং সখা। জগদ্বন্ধু, জগতের সখা, বিশ্বের হিতকারী।

"পাতুং সহো বিশ্বসখঃ সমগ্রাং বিশ্বম্ভরামাত্মজমূর্ত্তিরাত্মা।" (রঘু ১৮।২৪)

বিশ্বসত্তম (ত্রি) বিশ্বেষাময়মতিশয়েন [সন্] সাধুঃ ইতি বিশ্ব-সৎ-তম। ১ সংসারের বা সকলের মধ্যে অতিশয় সাধু। ২ শ্রীকৃষ্ণ। (মহাভারত)

বিশ্বসন (ক্লী) ১ বিশ্বাস, প্রত্যয়। ২ মুনিগণের বিশ্রামভূমি।

"মুনিবিশ্রামদেশো যস্তত্, বিশ্বসনং স্মৃতম্" (প্রাক্ত)

বিশ্বসনীয় (ত্রি) বিশ্বসিতব্য। বিশ্বাস্য। বিশ্বাসযোগ্য।

বিশ্বসম্ভব (ত্রি) বিশ্বস্য সম্ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ। ঈশ্বর, মহাপুরুষ। (হরিবংশ)

বিশ্ব (নাথ) সরকার—বারেন্দ্র কায়স্থসমাজে প্রসিদ্ধ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আলম্যান গোত্রীয় শিখিধ্বজ দেবের বংশধর। বগুড়া জেলার মাদলা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। তথায় ইঁহার বহু সৎকর্ম্ম ও দানশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। উক্ত গ্রামে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছে।

বিশ্বসহ (পুং) ১ সূর্য্যবংশীয় রাজা ঐড়বিড়ের পুত্র। (ভাগবত ৯।৯।৪২)

২ ব্যুষিতাশ্বের পুত্রভেদ। (রঘু ১৮।২৪)

বিশ্বসহা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্ত জিহ্বান্তর্গত জিহ্বাভেদ। (জটাধর)

বিশ্বসহায় (ত্রি) বিশ্বেদেবা। (হরিবংশ)

বিশ্বসাক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী। ঈশ্বর।

বিশ্বসামন্ (পুং) ১ আত্রেয় গোত্রসম্ভূত ঋষিভেদ। ইনি ঋক্ ৫।২২।১ মন্ত্রদ্রষ্টা।

"প্র বিশ্বসামন্নত্রিবদর্চা" (ঋক্ ৫।২২।১)

২ সমস্ত সামরূপ। "বিশ্বসামা বিশ্বানি সর্ব্বাণি সামানি প্রতিপাদকত্বেন যস্ত স বিশ্বসামা সর্ব্বসামরূপো বা বিশ্বস্মমেত্যেব হেব সর্ব্বং সামেতি (৯।৪।১৮) শ্রুতেঃ।"

(শুক্লযজুঃ ১৮।৩৯ বেদদীপ)

বিশ্বসার বিশ্বেষাং সারম্। ১ তন্ত্রভেদ। ২ ক্ষত্রৌজসের পুত্রভেদ।

বিশ্বসারক (স্ত্রী) বিদর বৃক্ষ, কণিমনসা। (শব্দচ°)

বিশ্বসারতন্ত্র, একখানি প্রাচীনতন্ত্র। তন্ত্রসারে ও শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে।

বিশ্বসাহ্ব (পুং) মহস্বতের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।১২।৭)

বিশ্বসিংহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বিশ্বসিংহ, কোচবিহাররাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি আসাম জনপদে কতকগুলি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া বসবাস করান এবং তাহাদের যথোপযুক্ত ভূমিদান করেন।

বিশ্বসিত (ত্রি) বি-শ্বস-ক্ত (বোপদেব)। বিশ্বস্ত।

"ন কেবলং প্রাণিবধো বধো মম ত্বদীক্ষণাদ্বিশ্বসিতান্তরাত্মনঃ"।

(নৈষধ ১।১৩১)

বিশ্বসিতব্য (ক্লী) বিশ্বসনীয়, বিশ্বাসের যোগ্য।

বিশ্বসুবিদ্ (ত্রি) সর্ব্বৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট, সকল ধনযুক্ত।

"অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্ত বস্তবে" (ঋক্ ১।৪৮।২)

'বিশ্বসুবিদঃ কৃৎস্নস্ত ধনস্ত সুষ্ঠু লম্ভয়িত্র্যঃ' (সায়ণ)

বিশ্বসূ (ত্রি) বিশ্বপ্রসূ। ঈশ্বর।

বিশ্বসূত্রধৃক্ (পুং) বিষ্ণু।

বিশ্বসৃজ্ (পুং) বিশ্বং সৃজতীতি বিশ্ব-সৃজ্-কিপ্। ১ ব্রহ্মা। (ত্রি) ২ বিশ্বস্রষ্টা, জগদীশ্বর।

"নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে।

অথ বিশ্বস্ত সংহর্ত্রে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে॥" (রঘু ১০।১৬)

বিশ্বসৃষ্টি (স্ত্রী) জগদুৎপত্তি, সংসার সৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব।

"জাতবেদস্তবৈবেয়ং বিশ্বসৃষ্টির্মহাত্মতে।" (মার্ক° পু° ৯৯।৪৪)

বিশ্বসেন (পুং) অষ্টাদশ মুহূর্ত্তভেদ।

বিশ্বসেনরাজ (পুং) অবসর্পিণী শাখার ১৬ অর্হতের পিতা।(হেম)

বিশ্বসৌভগ (ত্রি) সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী। যাবতীয় সৌভাগ্যসম্পন্ন।

(ঋক্ ১।৪২।৬)

বিশ্বস্ত (ত্রি) বি-শ্বস-ক্ত। জাতবিশ্বাস, বিশ্বাসী। (মেদিনী)

"ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।

বিশ্বাসাদ্ভয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি॥" (গরুড় পু° ১১৪ অ°)

বিশ্বস্তা (স্ত্রী) বিধবা। (অমর)

"স্তনযুগমুক্তাভরণাঃ কণ্টককলিতাঙ্গযষ্টয়ো দেব।

ত্বয়ি কুপিতেঽপি বিশ্বস্তাঃ প্রাগেব রিপুস্ত্রিয়ো জাতাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ম পরি°)

বিশ্বস্থা (স্ত্রী) বিশ্বতঃ সর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি বিশ্ব-স্থা-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। শতাবরী।

বিশ্বস্পৃশ্ (ত্রি) ঈশ্বর। মহাপুরুষ। (হরিবংশ)

বিশ্বস্ফটিক (পুং) মগধরাজের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

বিশ্বস্ফাটি, বিশ্বফাণি, বিশ্বস্ফাণি, বিশ্বস্ফটিকের নামান্তর। (বিষ্ণুপুরাণ)

বিশ্বস্ফূর্জি (পুং) স্বনামখ্যাত মগধরাজ, ইনি পরে পুরঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতিকে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন করায়, তাহারা পুলিন্দ, মদ্রক প্রভৃতি হীনজাতির মধ্যে পরিগণিত হয়। (ভাগবত ১২।১।৩৪) সম্ভবতঃ ইনিই বিষ্ণুপুরাণ বর্ণিত বিশ্বস্ফটিক, বা বিশ্বস্ফূর্ত্তি প্রভৃতি নামধেয় রাজা।

বিশ্বস্বামিন্, আপস্তম্বাদিকথিতসূত্রের জনৈক ভাষ্যকার। পুরুষোত্তম স্বকৃত গোত্রপ্রবরমঞ্জরীগ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিশ্বহ[হা] (অব্য) সকল দিনে, প্রত্যহ। (ঋক্ ১।১।১৩

বিশ্বহর্ত্তৃ (ত্রি) ১ সর্ব্বস্বাপহারী। ২ শিব।

বিশ্বহেতু (পুং) ১ জগৎ কারণ, জগতের নিদান বা আদিকারণ। ২ সকল বিষয়ের নিমিত্ত বা হেতু। ৩ বিষ্ণু।

বিশ্বা (স্ত্রী) বিশ্-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অতিবিষা, আতইচ. ২ শতাবরী, শতমূলী। ৩ পিপুল। ৪ শুণ্ঠী, শুঁঠ। ৫.শঙ্খিনী, চোরপুষ্পী, চলিত ঢোল কলমী। (বৈদ্য° নিঘ°) ৬ দক্ষকন্যা বিশেষ। (মহাভারত ১৷৬৫৷১২)

বিশ্বাক্ষ (ত্রি) মহাপুরুষ, ঈশ্বর।

বিশ্বাঙ্গ (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গ, সম্পূর্ণাঙ্গ। (অথর্ব্ব° ১২।৩।১০)

বিশ্বাঙ্গ্য (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গসম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব° ৯।৮।৪)

বিশ্বাচার্য্য, ইনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরু। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং পুরুষোত্তমাচার্য্যের গুরু।

বিশ্বাচী (স্ত্রী) বিশ্বমঞ্চতি অন্চ-কিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ। ১ অপ্সরো বিশেষ। (শুক্লযজুঃ ১৫।১৮; বহ্নিপুরাণ গণ-ভেদ-নামাধ্যায়) ২ বাহুরোগ বিশেষ; এই রোগে বায়ু [স্বকারণে] প্রকোপিত হইয়া বাহুর পৃষ্ঠদেশ হইতে হস্তাঙ্গুলি পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত কণ্ডরা (স্থূল স্নায়ু) গুলিকে দূষিত করিয়া সেই বাহুর গ্রহণাকুঞ্চন-প্রসারণাদি ক্রিয়ার লোপ করে।

"তলং প্রত্যঙ্গুলীনাং যাঃ কণ্ডরা বাহুপৃষ্ঠতঃ।

বাহ্বোঃ কর্ম্মক্ষয়করী বিশ্বাচী চেতি সোচ্যতে॥" (মাধবনি°)।

চিকিৎসা,—প্রথমে যথোক্ত বিধানে শিরাব্যাধ করিয়া পরে বাতব্যাধি বিহিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে হয়। বিম্বমূল, সোণাছাল, গাম্ভারী, পারুলী, গণিয়ারী, শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা ও মাষকলাই, এই সকল দ্রব্যের

কাথ খায়া [সায়ংকালে ভোজনোত্তর] নস্ত করিলে বিশ্বাচী ও অববাহুক রোগের উপশম হয়।

৩ সর্ব্বব্যাপিনী।

"স বিশ্বাচীরভি চষ্টে" (ঋক্ ১০।১৩৯।২)

'স দেবো বিশ্বাচীর্বিশ্বমঞ্চন্তীঃ সর্ব্বব্যাপিনীঃ প্রাচ্যাদিমহাদিশো-ঽভি চষ্টে প্রকাশয়তি' (সায়ণ)

৪ সর্ব্বত্রগামী।

"আ বিশ্বাচী বিদথ্যামনক্ত্যগ্নে" (ঋক্ ৭।৪৩।৩)

'বিশ্বং সর্ব্বং হবিরঞ্চতি গচ্ছতীতি বিশ্বচী জুহূঃ আনক্তু আ সমন্তাৎ সিঞ্চতু।' (সায়ণ)

বিশ্বাজিন (পুং) ঋষিভেদ (পা° ৬।২।১০৬ বার্ত্তিক)

বিশ্বাতীত (ত্রি) বিশ্বের অতীত, ঈশ্বর।

বিশ্বাত্মক (ত্রি) বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বময়।

বিশ্বাত্মন্ (পুং) বিশ্বমেব আত্মা যস্য বিশ্বস্য আত্মা বা। বিষ্ণু।

"জন্ম কর্ম্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।

তির্য্যঙনৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥" (ভাগবত ১।৮।৩০)

২ মহাদেব।

"অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্।"(কুমারস°৬।১)

৩ ব্রহ্মা।

বিশ্বাদ্ (ত্রি) বিশ্বং সর্ব্বং অত্তীতি বিশ্ব-অদ্-ক্বিপ্। সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভক্ষক, অগ্নি।

"অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু" (ঋক্ ১০।১৬।৬)

'বিশ্বাৎ সর্ব্বস্যাত্তাগ্নিস্তত্তাদৃশমঙ্গমগদং কৃণোতু দোষরহিতং করোতু সংস্করোত্বিত্যর্থঃ, (সায়ণ)

বিশ্বাদি (পুং) কষায়বিশেষ। শুঁঠ, বালা, ক্ষেত্রপর্পটী, বীরণমূল, মুথা ও রক্তচন্দন, এই কয়েক দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া শিলাতলে পেষণ করত /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /১সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া তৃষ্ণা, দাহ ও বমি সংযুক্ত জ্বরে পানীয় রূপে অল্প অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে তৃষ্ণাদির নিবৃত্তি হইয়া জ্বরের লাঘব হয়। এই কাথের নাম বিশ্বাদি পাচন বা কষায়।

বিশ্বাধায়স্ (পুং) বিশ্বং দধাতি পালয়তি ধা-ণিচ্-অসুন্ পূর্ব্বোদীর্ঘঃ। দেবতা (সিদ্ধান্ত কৌ°)

বিশ্বাধার (পুং) জগদাধার, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, স্রষ্টা, বিধাতা।

বিশ্বাধিপ (পুং) জগৎপতি, বিশ্বপতি, পরমেশ্বর।

(শ্বেতাশ্বতরোপ° ৩।৪)

বিশ্বাধিষ্ঠান, অন্নপূর্ণোপনিষদ্ভাষ্য-প্রণেতা।

বিশ্বানন্দনাথ, কৌলদর্শন ও কৌলাচার রচয়িতা।

বিশ্বানর, বল্লভাচার্য্যের নামান্তর।

বিশ্বানর (পুং) ১ অগ্নিজনক বিপ্রভেদ। [বৈশ্বানর শব্দ দেখ] ২ সকলের নেতা।

"বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ" (ঋক্ ৭।৭৬।১)

'বিশ্বানরঃ সর্ব্বেষাং নেতা সবিতা দেব উদশ্রেৎ' (সায়ণ)

বিশ্বান্তর (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ১১৩।৯)

বিশ্বায়ুষ্ (ত্রি) বিশ্বপোষক ধন।

"পুংসঃ পুত্রা উত বিশ্বায়ুষং রয়িং" (ঋক্ ১।১৬২।২২)

'বিশ্বায়ুষং বিশ্বস্য পোষকং ধনং' (সায়ণ)

বিশ্বাপ্সু (ত্রি) দেবতা দিগের আহ্বানকারী, নানারূপী অগ্নি। পার্থিব, বৈদ্যুত, জাঠরাদি ভেদে অগ্নির নানা রূপ।

"হোতারং বিশ্বাপ্সুং বিশ্বদেব্যং" (ঋক্ ১।১৪৮।১)

বিশ্বাপ্সুং দেবানামাহ্বাতারং, অপ্সিতি রূপনাম, নানারূপং পার্থিববৈদ্যুতজাঠরাদিভেদেন হবনীয়াদি ভেদেন বা, যদ্বা কালী-করাল্যাদিরূপেণ জ্বালানাং বৈরূপ্যাদ্বিশ্বরূপত্বং" (সায়ণ)

বিশ্বাভূ (ত্রি) সকলের ভাবয়িতা ইন্দ্র।

"বিশ্বনরায় বিশ্বাভুবে" (ঋক্ ১০।৫০।১)

বিশ্বাভুবে সর্ব্বস্য ভাবয়িত্রে মহমিন্দ্রায় (সায়ণ)

বিশ্বামিত্র, রাহচার নামক জ্যোতিগ্রর্ন্থপ্রণেতা।

বিশ্বামিত্র, (পুং) বিশ্বমেব মিত্রমস্য। (মিত্রে চর্ষৌ। পা ৬।৬।১৩০) ইতি বিশ্বস্যাকারস্য দীর্ঘঃ। ব্রহ্মর্ষিবিশেষ। পর্য্যায়— গাধিজ, ত্রিশঙ্কুযাজী, গাধেয়, কৌশিক, গাধিভূ। (শব্দরত্না°)

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ যোগবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি সাতটী প্রধান মহর্ষির একতম বলিয়াও গণ্য হন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সমুদায় সূক্তের মন্ত্রগুলির অভিব্যক্তা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বা তদ্বংশীয় ঋষিগণ। উক্ত মণ্ডল বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, তিনি ইষীরথের অপত্য কুশিকবংশীয় (ঋক্ ৩।১)। রাজা কুশিক কুশের অপত্য এবং সেই রাজা কুশিকের তনয় গাথী (গাধি) ঋষি। (ঋক ৩।১৯-২২ সূক্ত)। মহারাজ গাধি পুরুবংশীয় এবং কান্যকুব্জের নরপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই কারণে হরিবংশ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণাখ্যানে বিশ্বামিত্র পৌরব, কৌশিক, গাধিজ ও গাধিনন্দন প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ঋক্‌সংহিতার ৩।৫৩ সূক্তে সুদাস রাজার যজ্ঞের কথা আছে। তথায় "বিশ্বামিত্র মহান্ ও ঋষি, তিনি দেবজাত ও দেবজূত এবং নেতৃগণের উপদেশক। তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ অর্থাৎ বিপাট্ ও শুতুদ্রু নদীর সংযোগস্থল নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ঋক্ ৩।৩৩।৯ ভাষ্য) তিনি যখন সুদাস রাজার যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র কুশিকবংশীয়দিগের সহিত

প্রিয় ব্যবহার করেন। (৩৫৩।৯) এই ভোজগণ* বিরূপ অঙ্গিরা-গণ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীরপুত্রগণ, বিশ্বামিত্রকে সহস্র সুযজ্ঞে (অশ্বমেধে) ধনদান করিয়া তাঁহার জীবন বৰ্দ্ধিত করেন। (৩৫৩।৭) কথিত আছে, সুদাসযজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য হরণ করেন। জমদগ্নিগণ সূর্য্যদুহিতা বাগ্দেবতাকে আনিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন †। সুদাস-রাজার যজ্ঞ সমাপন করিয়া, বিশ্বামিত্র গৃহে প্রত্যাগমন কালে রথাঙ্গ সকলকে স্তব করিয়াছিলেন ‡। এতদ্ভিন্ন উক্ত সংহিতার ১০।১৬৭।৪ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি কর্তৃক ইন্দ্রের স্তুতির উল্লেখ আছে। তথায় ইন্দ্র উক্ত উভয় ঋষিকে বলিতেছেন, "হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন তোমাদের গৃহে গমন করি তখন তোমরা উত্তমরূপে আমার স্তব কর।" উক্ত দুইটী ঋক্ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি পরস্পরে বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

অথর্ব্ববেদ ৪।২৯।৫ ও ১৮।৩।১৫ মন্ত্রে ঋষিগণ বিশ্বামিত্রের রক্ষার জন্য স্তুতি করিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহাকে ঋষিদিগেরও স্তবনীয় বলিয়া গণনা করা যায়। ঐতরেয়ব্রা° ৬।১৮ ও ৬।২০ মন্ত্রে বিশ্বের মিত্র বিশ্বামিত্র-দৃষ্ট সূক্তগুলি বামদেব ঋষি কর্তৃক পাঠ করিবার কথা আছে। শতপথব্রা° ১৪।৫।৬ তৈত্তিরীয়সংহিতা ৩।১।৭।৩ ও ৫।২।৩।৪, পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৩।১২, শাঙ্খায়ন শ্রৌত-সূত্র ১৫।২।১১, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩।৪।২ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে বিশ্বামিত্রের বিবরণ প্রকটিত আছে।

বিশ্বামিত্রের জন্মসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে—মহা-রাজ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল; গাধি ভৃগুবংশীয় ঋচীক নামক জনৈক বৃদ্ধ ঋষির সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন। ঐ ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মণ্যগুণশালী পুত্রপ্রাপ্তির বাসনায় ঋচীক তৎফলসাধক চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে খাইতে দেন। ঐ চরুর সঙ্গে ক্ষত্রিয়গুণশালী পুত্র গর্ভে ধারণের জন্য তিনি স্বীয় পত্নীর মাতাকেও ঐরূপ আর এক পাত্র চরু প্রদান করেন। মাতার প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া সত্যবতী পরস্পরের চরু পরি-বর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করেন এবং তদনুসারে মাতা ব্রহ্মণ্যগুণ-প্রধান বিশ্বামিত্রকে ও কন্যা জমদগ্নিকে গর্ভে ধারণ করেন।

* মূলে 'ইমে ভোজাঃ আঙ্গিরসঃ বিরূপাঃ দিবঃ পুত্রাসঃ অসুরস্য বীরাঃ'। এই সকল পাঠ আছে, সায়ণ ভোজাঃ অর্থে সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ করিয়াছেন।

† ঋক্ ৩৫৩।১৫ মন্ত্রে বিশ্বামিত্রের বাগ্দেবতা প্রাপ্তির কথা আছে। ইহার সহিত হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানোক্ত বিশ্বামিত্রের বিদ্যাসাধনার সম্বন্ধ আছে কি?

‡ ঋক্ ৩।৫৩।৭।

এই জমদগ্নির ঔরসে কালে ক্ষত্রগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলোচ্ছেদক পরশুরামের জন্ম হয়। [পরশুরাম দেখ।]

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের যে উৎপত্তি বিবরণ আছে তাহার সহিত হরিবংশের বর্ণনার বিশেষ মিল দেখা যায়।

হরিবংশে লিখিত আছে যে, মহারাজ কুশের কুশিক ও কুশনাভ প্রভৃতি চারিপুত্র হয়। কুশিক ইন্দ্রসদৃশ পুত্রকামনায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র এই তপস্যায় প্রীত হইয়া অংশরূপে কুশিকপত্নী পৌরকুৎসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম গাধি। গাধির সত্যবতী নামে পরমা রূপবতী এক কন্যা হয়, তিনি সেই কন্যা ভৃগুপুত্র ঋচীককে সম্প্রদান করেন।

ঋচীক ভার্য্যার প্রতি প্রীত হইয়া আপনার ও মহারাজ গাধির পুত্র কামনা করিয়া চরু প্রস্তুত করেন এবং পত্নী সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, কল্যাণি! এই দুই ভাগ চরু প্রস্তুত করিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি এই চরু ভোজন কর, আর অপর ভাগ তোমার মাতাকে প্রদান করিবে। এই চরু ভোজনে. তোমার মাতার ক্ষত্রিয়প্রধান অতি তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সমস্ত অরিমণ্ডলকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে। তোমার গর্ভেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ শমগুণাবলম্বী ধৈর্য্যশালী এক মহা-তপাঃ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে।

ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া নিত্যতপস্যার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময় গাধিও তীর্থদর্শন প্রসঙ্গে কন্যাকে দেখিবার জন্য ঋচীকাশ্রমে উপস্থিত হন। এদিকে সত্যবতী ঋষিপ্রদত্ত চরু গ্রহণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাতার হস্তে অর্পণ করিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ মাতা উহার ব্যতিক্রম করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তিনি স্বকীয় চরু দুহিতাকে দিয়া স্বয়ং দুহিতার চরু ভোজন করিলেন।

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়ান্ত-কর গর্ভ ধারণ করেন। ঋচীক যোগবলে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া পত্নীকে কহিলেন, ভদ্রে! চরুর বিপর্য্যয় হইয়াছে। তুমি তোমার মাতা কর্তৃক বঞ্চিতা হইয়াছ। তোমার গর্ভে অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্রপ্রকৃতি এক পুত্র জন্মিবে। তোমার ভ্রাতা ব্রহ্মপরায়ণ তপস্যানুরক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। কারণ আমি উহাতে সমস্ত বেদ নিহিত করিয়াছি।

সত্যবতী এই কথা শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে স্বামীকে নানা অনুনয় করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে আমার এইরূপ দুর্ব্বৃত্ত সন্তান না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। ইহাতে

ঋচীক কহিলেন, তাহা হওয়া অসম্ভব। ইহা শুনিয়া সত্যবতী বলিলেন ভগবন্! যদি নিতান্তই আপনার অভিলষিত হইয়া থাকে যে, আপনি উহার অন্যথা করিবেন না, তাহা হইলে অগত্যা এরূপ করুন, যাহাতে আমার পুত্র না হইয়া বরং পৌত্র ঐরূপ গুণশালী হয়। দেবীবাক্যে প্রসন্ন হইয়া ঋষি কহিলেন, 'পুত্র ও পৌত্রে আমার কিছু বিশেষ নাই। অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইবে।' পরে সেই গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। এই জমদগ্নির পুত্রই ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী পরশুরাম। অতঃপর সত্যবতী মহানদী রূপে পরিণতা হইয়া পৃথিবীতে কৌশিকী নামে বিখ্যাতা হন।

এদিকে কুশিকনন্দন গাধির বিশ্বামিত্র নামে এক পুত্র জন্মে। বিশ্বামিত্র তপস্যা, বিদ্যা, ও শমগুণ দ্বারা ব্রহ্মর্ষির সমতা লাভ করিয়া অবশেষে সপ্তর্ষিমধ্যে গণনীয় হন। বিশ্বামিত্রের অপর নাম বিশ্বরথ। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দেবরাত, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্ষ, সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দা, জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত প্রভৃতি কয়েকটী পুত্র জন্মে। এই সকল পুত্র দ্বারাই মহাত্মা কুশিকের বংশ বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের নারায়ণি ও নর নামে আরও দুইটী পুত্র ছিল। এই বংশে বহু ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুবংশীয় মহাত্মাদিগের সহিত কুশিকবংশীয় ব্রহ্মর্ষিদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই জন্যই উভয় বংশ হইতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ। এই শুনঃশেফ ভার্গব হইলেও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজা হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ ইহাকে পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। সেই জন্য ইহার নাম দেবরাত হয়। (হরিবংশ ২৭ অ°)*

কালিকাপুরাণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি-বিবরণ প্রায় এই রূপই বর্ণিত হইয়াছে, একটু বিশেষ এই যে মহর্ষি ভৃগু পুত্রবধূকে বর গ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে স্নুষা সত্যবতী বেদবেদান্তপারগ পুত্র প্রার্থনা করিলে, মহর্ষি নিশ্বাস ত্যাগ করেন, ঐ নিশ্বাস বায়ুর সহিত দুই প্রকার চরু উৎপন্ন হয়, ঐ চরুর মধ্যে তাহাকে এক প্রকার এবং তাঁহার মাতাকে অন্য প্রকার গ্রহণ করিতে বলেন। পরে দৈবক্রমে চরুর বিপর্য্যয়ে উভয়ের পুত্রেরও বিপর্য্যয় হয়। (কালিকা পু° ৮৪ অ°)

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া যেরূপে ঋষিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় রামায়ণে এইরূপ কথিত আছে,—কুশ নামে এক সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন, তাহার পুত্র কুশনাভ। গাধি নামে কুশনাভের এক বিখ্যাত পুত্র জন্মে। বিশ্বামিত্র এই গাধির পুত্র। তিনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে সমস্ত নরপতিগণের অগ্রণী ছিলেন ও বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পালন করেন।

একদা বিশ্বামিত্র বহুসৈন্য-সামন্তে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং বিচরণ করিতে করিতে বহু নগর, রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া কালক্রমে বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন। এই আশ্রম দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক সদৃশ এবং সকলই শমগুণান্বিত। তপস্যা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই আশ্রমের চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বামিত্র এই আশ্রম দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া বশিষ্ঠের সমীপে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বশিষ্ঠও তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি আপনার ও এই সকল সৈন্যসামন্তগণের যথাবিধি অতিথি সৎকার করিতে বাসনা করি। আপনি আমার কৃত এই সৎকার গ্রহণ করুন, কারণ আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং যত্ন-সহকারে পূজনীয়।

বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন ভগবন্! আপনার সৎকারানুকূল বাক্যেই আমি বিশেষ সৎকৃত হইয়াছি। আপনি প্রসন্ন হউন, এক্ষণে আমি গমন করি। বিশ্বামিত্র এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠ পুনরায় বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে 'তথাস্ত' বলিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

বশিষ্ঠ তখন রাজার প্রতি প্রীত হইয়া চিত্রবর্ণা হোমধেনু শবলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শবলে! রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে আজ আমার অতিথি। তুমি আজ আমার নিমিত্ত তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে ছয় প্রকার রসের ভিতর, যাহার যে রসে অভিরুচি, তাহার জন্য সেই রস সৃষ্টি কর।

শবলা তখন বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সকলের ইচ্ছানুরূপ কমনীয় বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন। তিনি তখন অনেক ইক্ষু, মধু, লাজ, মৌরেয় মদ্য এবং আরও উত্তম মদ্য ও নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্যের সৃষ্টি করিলেন। এই সকল খাদ্য রজত নির্ম্মিত পাত্রে প্রদত্ত হইল। তাহাতে বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যগণ পরমপ্রীতি লাভ করিলেন।

বশিষ্ঠের এই রাজদুর্লভ সৎকারে পরমপ্রীত হইয়া, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে একটী অনুরোধ করিতেছি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। আমি আপনাকে এক লক্ষ গাভী দিতেছি, আপনি সেই গাভীর

* হরিবংশ ২৭ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রকে অমাবসুর ও ৩২ অধ্যায়ে আয়ুর বংশধর বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। শবলা রত্নস্বরূপা, রাজাও রত্নের অধিকারী। রাজা বলপূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া লইতে পারেন। অতএব ঐ গাভী ন্যায়ানুসারে আমারই প্রাপ্য; সুতরাং আপনি আমাকে উহা প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! শতকোটি গো অথবা রজতরাজির বিনিময়েও শবলাকে দিব না, যে হেতু এই শবলা আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় আমার চির-সহচরী। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নহে। বিশেষতঃ হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম ও বিবিধ বিদ্যা, আমার এই সকল যাহা কিছু সে সমস্তই শবলার আয়ত্তাধীন। অধিক কি, আমি সত্য সত্যই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব বা সর্ব্বৈশ্বর্য্যের নিদান। অতএব রাজন্! আমি কোন ক্রমেই তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।

বশিষ্ঠ কোন মতেই কামধেনু শবলাকে দিলেন না দেখিয়া বিশ্বামিত্র যখন ভৃত্য দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিতে চলিলেন। তখন শবলা যারপর নাই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বশিষ্ঠের নিকট গিয়া বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা জানিয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন? বশিষ্ঠ শবলার এই কথা শুনিয়া দুঃখিতা কন্যার ন্যায় শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া শবলাকে কহিলেন, শবলে! তুমি কোন অপরাধ কর নাই এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, রাজা বলবান্, তিনি বলপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইতেছেন।

শবলা বশিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা শক্তিতে সমকক্ষ নহেন, ব্রাহ্মণগণই বলবত্তর। ব্রাহ্মণদিগের দিব্যবল ক্ষত্রিয়বল হইতে অত্যন্ত অধিক, সুতরাং আপনি অপ্রমেয় বলসম্পন্ন, আপনার বীর্য্য কেহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি আমাকে নিয়োগ করুন, আমি এখনই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প চূর্ণ করিতেছি। বশিষ্ঠ শবলার এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে তাহাকে কহিলেন, তুমি পরসৈন্যবিনাশক সৈন্যের সৃষ্টি কর। শবলা তাঁহার সেই কথা শুনিয়া হম্বা হম্বা রব করিতে লাগিল। তাহার এই রবে শত শত পহ্লব সৈন্যের সৃষ্টি হইল। সেই সকল সৈন্য বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে শবলা তখন হুঙ্কাররবে কাম্বোজ, স্তনদেশ হইতে বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে শক এবং রোমকূপ হইতে হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা স্বল্পকালের মধ্যেই বিশ্বামিত্রের হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি প্রভৃতি সৈন্য সকল সংহার করিয়া ফেলিল। বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক বহু সংখ্যক সৈন্যবিনাশ হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বশিষ্ঠের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি হুঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যাদি বিনষ্ট হইলে তিনি হতবল ও হতোৎসাহ হইয়া সমগ্র ধনুর্ব্বেদ লাভের জন্য হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গিয়া মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমগ্র মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করেন।

বিশ্বামিত্র মহাদেবের নিকট সমগ্র ধনুর্ব্বেদ লাভে অতিশয় দর্পিত হইয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া তাঁহার প্রতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সকল অস্ত্রে তপোবন যেন দগ্ধ হইতে লাগিল এবং আশ্রমস্থ সকলই চারিদিকে পলায়নপর হইল। তখন বশিষ্ঠ কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া কহিলেন, ওরে ক্ষত্রিয়াধম বিশ্বামিত্র! তুমি ক্ষত্রিয় বলে ব্রহ্মবলকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তুমি দেখ, এক ব্রহ্মবলে তোমার এই সমস্ত ক্ষত্রিয়বল পরাভূত হইবে। অনন্তর বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের মহাঘোর অস্ত্র সকল, জল দ্বারা অগ্নিবেগ প্রশান্তির ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে একেবারেই নিরাকৃত হইল।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে নিগৃহীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই যথার্থ বল। যে তপোদ্বারা এই ব্রহ্মবল লাভ করা যায়, আমি সেইরূপ তপস্যাই করিব। এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বামিত্র পত্নীর সহিত দক্ষিণ দিকে গিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটী পুত্র জন্মে।

এইরূপে তপস্যায় নিরত থাকিয়া বিশ্বামিত্রের যখন সহস্র বৎসরকাল অতীত হইল, তখন সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিলেন, বিশ্বামিত্র! তুমি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমার বরে তোমার রাজর্ষিপদ লাভ হইবে; এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার এই বরবাক্য শুনিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং ভাবিলেন, আমার এই তপোঽনুষ্ঠান দ্বারা কিছুই ফল হইল না। যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারি, তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিব। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পুনরায় যত্নের সহিত তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমনকামনায় যজ্ঞ করিবার জন্য বশিষ্ঠের শরণাগত হন, বশিষ্ঠ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ত্রিশঙ্কু তদীয় পুত্রগণের শরণাগত হইলে তাঁহারাও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অধিকন্তু তাঁহার

প্রতি চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির অভিসম্পাত করেন। তাঁহাদের শাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট যান।

বিশ্বামিত্র তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি আপনি অযোধ্যাপতি ত্রিশঙ্কু, অভিশাপবশে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি আপনার অভিলাষ প্রকাশ করুন। আমি আপনার শ্রেয়ঃসাধন করিব। তখন চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিয়া যাহাতে সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারি এই আমার অভিলাষ। গুরুদেব বশিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণের নিকট গিয়া প্রত্যাখ্যাত ও বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন হইয়া এখন আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর জন্য যখন যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তখন বশিষ্ঠপুত্রগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করেন। পরে বিশ্বামিত্র আবার তাহা শুনিয়া বশিষ্ঠ পুত্রগণকে এই অভিসম্পাত দেন যে, উহারা যখন আমাকে বিনাদোষে দূষিত করিয়াছে, তখন অচিরকাল মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্যু হইবে এবং সাত জন্ম পর্য্যন্ত কুকুরমাংসাহারী ও শববস্ত্রাদিহারক মুষ্টিক (ডোম) হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। বিশ্বামিত্রের এই শাপে বশিষ্ঠের পুত্রগণ উক্ত প্রকার দুর্গতি লাভ করেন।

এদিকে ত্রিশঙ্কু রাজা বিশ্বামিত্রের যজ্ঞফলে স্বর্গারোহণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করায় ক্রোধে বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টির অভিলাষ করিয়া অপর সপ্তর্ষিমণ্ডল, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। ত্রিশঙ্কু সেই স্থানে অবস্থান করেন*।

[বিশেষ বিবরণ ত্রিশঙ্কু শব্দে দ্রষ্টব্য]

পরে বিশ্বামিত্র ইচ্ছানুরূপ তপোঽনুষ্ঠান হইতেছে না এবং নানারূপ তপোবিঘ্ন ঘটিতেছে বুঝিতে পারিয়া দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে পশ্চিমদিকে পুষ্করতীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে যাইয়া যাহাতে অচিরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় রাজা অম্বরীষ একটী যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন, ইন্দ্র তাহার যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করেন। যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে রাজা যজ্ঞীয় পশুর পরিবর্ত্তে একটী নরবলি দিবার জন্য যখন ঋচীক পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লইয়া আসেন তখন সে বিশ্বামিত্রের শরণাগত হয়। বিশ্বামিত্র ইহার প্রাণরক্ষার জন্য মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুত্রগণকে বলেন যে পুত্রগণ তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, এই মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা স্বয়ং এই নরেন্দ্রের যজ্ঞীয় বলি হইলে তাঁহার যজ্ঞ সমাধা এবং ইহারও প্রাণরক্ষা হইবে।

পুত্রগণ বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন আপনি নিজ পুত্র দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা অতিশয় অন্যায় এবং ধর্ম্ম বিগর্হিত। বিশ্বামিত্র পুত্রদের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন যে, যখন আমার বাক্য অবহেলা করিলে, তখন তোমরাও বশিষ্ঠ পুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিক (ডোম) জাতিতে বহুবার জন্মগ্রহণ করিবে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিল। তিনি ভাগিনেয় শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠপুত্র স্থানীয় করিতে অভিলাষী হইয়া তৎসম্বন্ধে পুত্রগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। শতপুত্রের কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন পিতার অভিপ্রায়ে সম্মতি প্রদান করিলেন, তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে "গাভী ও সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্র এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান না করায় বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন যে "তোমাদের বংশ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়া বাস করুক।" তদনুসারে তাহাদের সন্তানগণ অন্ত্যজ ও দস্যুরূপে গণ্য হইল। তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব জাতি।

(ঐতরেয়ব্রা° ৭।১৮)

অতঃপর বিশ্বামিত্র শরণাগত শুনঃশেফকে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয় নাই, তুমি যখন অম্বরীষের যজ্ঞে রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপিত হইয়া বৈষ্ণবযূপে পাশদ্বারা আবদ্ধ হইবে। তখন আগ্নেয় মন্ত্রে অগ্নিকে স্তব এবং এই দিব্যগাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে। শুনঃশেফ যথাসময়ে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলেন। অগ্নির প্রসাদে তাঁহার দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি এবং রাজারও যজ্ঞসমাপ্তি হইল।

এদিকে বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় পুনরায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন"তুমি স্বীয় অর্জ্জিত তপোবলে

* মনু ১০।১০৮ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক চণ্ডালের হস্ত হইতে কুকুরের জঙ্ঘা ভক্ষণের প্রস্তাব আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও ঐ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ৪।৩।১৩-১৪ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে বিশ্বামিত্র স্বজন ভক্ষণ করিবেন আশঙ্কায় চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু তাহার ও তৎপরিবারবর্গের জন্য গঙ্গাতীরস্থ ন্যগ্রোধ তরুশাখে মৃগমাংস ঝুলাইয়া রাখেন। সেই মাংস সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র রাজাকে স্বর্গে স্থাপিত করিয়াছিলেন। দেবীভাগবত ৭।১৩ অঃ মতে বিশ্বামিত্র দুর্ভিক্ষকালে যখন চণ্ডালগৃহে শ্বমাংসভক্ষণার্থ গমন করেন,সেই সময়ে তাঁহার পত্নী ও পুত্রেরা রাজর্ষি সত্যব্রতরক্ষিত মৃগবরাহাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতায় বিশ্বামিত্র রাজার উদ্ধারের উপায় করিয়া দেন।

আজ ঋষিত্ব লাভ করিলে" বিশ্বামিত্রকে এই বর দিয়া পুনর্ব্বার যথাস্থানে গমন করিলেন। এখনও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলাম না বুঝিয়া বিশ্বামিত্র খিন্নমনে আবারও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের রতিপ্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। বিশ্বামিত্রের উগ্র যোগসাধনা দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত ভীত হন এবং ইন্দ্র তাঁহার যোগভঙ্গ করিবার জন্য মেনকা অপ্সরাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। অপ্সরা বিশ্বামিত্রের যোগভঙ্গ করিয়া হাবভাবে তাহাকে ভুলাইতে সমর্থ হয়। মেনকার সহিত বিশ্বামিত্র দশবৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করেন এবং তাহারই পরিণামে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। স্বীয় এই চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য বিশ্বামিত্র পরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ধীর বাক্যে অপ্সরাকে বিদায় দিয়া উত্তরে হিমগিরিমূলে প্রস্থান করেন। এস্থানে থাকিয়া তিনি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন।

পরে বিশ্বামিত্র ঐ স্থান তপোবিঘ্নকর মনে করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে কৌশিকী নদী-তীরে যাইয়া কামজয়ের জন্য অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ভাবে যখন সহস্র ২ বৎসর অতীত হইল। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সকলে ভয় পাইয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্রের তপস্যায় আমরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; আপনি অবিলম্বে তাহাকে বর দিয়া আমাদিগকে ত্রাণ করুন। দেবতাদিগের কথাক্রমে ব্রহ্মা তখনই বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার তপে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, অতএব তোমাকে ঋষিমুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি।

উক্ত রূপে বর প্রদানের পর বিশ্বামিত্র বুঝিলেন যে, আমি এবারও ব্রাহ্মণ হইতে পারিলাম না; অতএব পিতামহকে বলিলেন ভগবন্! আপনি যখন আমাকে আমার স্বীয় শুভকর্ম্মলভ্য ব্রহ্মর্ষি বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, তখনই বুঝিয়াছি আমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণ্য লাভেরও অধিকারী নহি। ব্রহ্মা কহিলেন তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই, জিতেন্দ্রিয় হইতে চেষ্টা কর। এই বলিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু, নিরালম্বন ও বায়ুভুক্ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্রের অতিশয় ভয় হইল। তখন তিনি দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ইহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভা নামে অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। রম্ভা আসিয়া তাঁহার তপোভঙ্গের প্রতি বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই বিশ্বামিত্রের মনোবিকার জন্মাইতে পারিল না।

বিশ্বামিত্র রম্ভার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া, 'তুমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পাষাণময়ী হইয়া থাকিবে' বলিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন। এই কোপ বশতঃ তাঁহার তপস্যা বিনষ্ট হইল, তাহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আমি কদাচ আর ক্রুদ্ধ হইব না, এবং কোন মতেও কাহাকে অভিশাপ দিব না। আমি শত শত বৎসর পর্য্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তপশ্চরণ করিব, যতদিন না ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারি, ততদিন তপস্যা দ্বারা শরীর পাত করিব।

বিশ্বামিত্র এই স্থানকেও তপোবিঘ্নকর জানিয়া সে দিক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন এবং তথায় সহস্রবর্ষব্যাপী অত্যুত্তম মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া দুশ্চর তপস্যায় নিরত হইলেন। এই সহস্র বৎসর মধ্যেও দেবগণ নানাপ্রকারে তপোবিঘ্ন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয় নাই। এইরূপে সহস্র বৎসর অতীত হইলে বিশ্বামিত্র যখন অন্নভোজন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ করিয়া সেই অন্ন প্রার্থনা করেন, বিশ্বামিত্র মৌনী ছিলেন তিনি কোনও বাক্য না বলিয়া সমস্ত অন্ন ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

বিশ্বামিত্র এই মৌনাবস্থায়ই:পুনরায় নিশ্বাস রোধ করিয়া তপস্যায় রত হন; ইহাতে তাঁহার মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং তদ্দ্বারা ত্রিভুবন অগ্নি সন্তপ্তের ন্যায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে; সমস্ত জগৎ তাঁহার তপস্যায় অস্থির হইয়া উঠে; কি দেব, কি ঋষি, সকলেই অস্থির হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বিশ্বামিত্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত না হইলে অচিরে জগৎ বিনষ্ট হইবে। আপনি তাহাকে তাহার অভিলষিত ব্রাহ্মণ্য বর দিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করুন।

ব্রহ্মা আবার বিশ্বামিত্রের নিকট গিয়া বলিলেন, বিশ্বামিত্র! তুমি আজ তপোবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে, এখন তোমার মঙ্গল হউক। অতপর চিরাভিলষিত বর প্রাপ্তে বিশ্বামিত্র পরম প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করিলাম, তাহা হইলে চতুর্ব্বেদ, ওঙ্কার ও বষট্‌কারে আমার ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার হউক এবং ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করুন।

বিশ্বামিত্রের শেষ প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য দেবগণ বশিষ্ঠের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন; দেবগণের অনুরোধ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার

করেন। পক্ষান্তরে বিশ্বামিত্রও ব্রহ্মণ্যবিভব লাভ করিয়া বশিষ্ঠকে যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন।*

(রামায়ণ ১।৫০—৭০ সর্গ)

এতদ্ভিন্ন মহাভারতে অপর এক স্থলে লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্র সরস্বতী নদীকে আজ্ঞা করেন, তুমি আমার নিকট বশিষ্ঠ ঋষিকে আনিয়া দাও, আমি তাঁহাকে বধ করিব। সরস্বতী বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া অন্যপথে প্রবাহিত হইলে বিশ্বামিত্র ঐ নদীর জল রক্তরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। সরস্বতী বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দূরে লইয়া যান।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে বহুদিন ব্যাপিয়া যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহাই ক্ষত্রিয় জীবনে ব্রহ্মণ্যবিরোধের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। এই ঘটনাটীকে অনেকে স্ব স্ব সমাজের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ বলিয়া অনুমান করেন। ঋগ্‌বেদেও ইহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে উভয় ঋষিরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের 'গায়ত্রী'যুক্ত মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা বলিয়া প্রখ্যাত এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ইঁহারা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে মহারাজ সুদাসের কুলপুরোহিত ছিলেন। এই পৌরোহিত্যপদ তৎকালের রাজা ও ঋষিসমাজে বিশেষ গৌরবজনক ও শক্তিসাধক ছিল, সন্দেহ নাই।

কালে ইঁহারা পরস্পরে এবং আন্তরিক বিদ্বেষবশে পরস্পরকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক উভয়ে উভয়েরই শত্রুতা আচরণ করিতে আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠ নিশ্বাস ছাড়িয়া বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। পক্ষান্তরে বিশ্বামিত্রও অভিসম্পাত দ্বারা বসিষ্ঠের শতপুত্রকে ভস্মীকৃত করিলেন। পুরাণান্তরে এই ঘটনা সম্বন্ধে অন্য প্রকার উপাখ্যানও পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র যোগবলে একটী নরঘাতক রাক্ষসকে রাজা কল্মাষপাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা বসিষ্ঠের শতপুত্র ভক্ষণ করান। বিশ্বামিত্রের শাপে ঐ শতপুত্র ক্রমান্বয়ে সাত শত জন্ম পতিত সমাজবাহ্য জাতিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক থাকায় ও একটী পুত্র লাভের আশায় প্রতিজ্ঞা করেন যে, পুত্র জন্মিলে বরুণদেবের প্রীত্যর্থে বলি দিবেন। কালে তাঁহার একটী পুত্রসন্তান জন্মে। রাজা তাঁহার রোহিত নাম রাখিলেন। কুমার দিনদিন চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। নানা ছলে রাজা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষায় নিশ্চেষ্ট রহিলেন। এদিকে রোহিত পিতৃপ্রতিজ্ঞা রক্ষায় আত্মবলিদান দিতে অস্বীকৃত হইয়া রাজ্য ছাড়িয়া ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বনে বনে বাস করিলেন। কালক্রমে অজীগর্ত্ত নামক জনৈক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি ১০০ গাভীর বিনিময়ে ঋষির মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া পিতৃসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। বরুণদেব শুনঃশেফকে রোহিতের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ঋষিতনয় বেদমন্ত্রে স্তুতি দ্বারা দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হ'ন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহাকে গ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্রের এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ঋষি একজন পুরোহিত ছিলেন।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের ৭।১৬ মন্ত্রপাঠে জানা যায় যে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞকালে বিশ্বামিত্র স্বয়ং হোতার কার্য্য করিয়াছিলেন,—"তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীজ্জমদগ্নিরধ্বর্য্যুর্বশিষ্ঠো ব্রহ্মাঽয়াস্য উদ্গাতা তস্মা উপাকৃতায় নিযোক্তারং ন বিবিদুঃ।"

(ঐতরেয় ব্রা° ৭।১৬)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যে বিশ্বামিত্র বিদ্যাসিদ্ধির জন্য তপস্যা আরম্ভ করেন; বিদ্যাগণ ঋষির যোগবলে আবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে। মৃগয়ায় ব্যাপৃত মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঘটনাক্রমে স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত ঐ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বামিত্রের নিকটে উপস্থিত হন। ইহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ হয় এবং তিনি রাজার উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন। এই সময়ে বিদ্যাগণও পলাইয়া যায়।

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন "তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছ; আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে যজ্ঞদক্ষিণা প্রদান কর।" প্রত্যুত্তরে রাজা বলেন, আমার স্ত্রী, পুত্র, দেহ, জীবন, রাজ্য, ধন ইহার যাহা চান আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। তখন বিশ্বামিত্র রাজার রাজত্ব ধনবিভব সবই চাহিয়া লইলেন। তাহার পরেও তিনি দক্ষিণার দক্ষিণা পর্য্যন্ত চাহিয়া রাজাকে স্ত্রীপুত্র ও আত্মবিক্রয়ে বাধ্য করেন। বিশ্বামিত্রের চক্রে রাজা বহুদিন পর্য্যন্ত নানা কষ্টভোগ করিয়া পরিশেষে শ্মশানক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র এইরূপে ভীষণ জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেবগণ ও বিশ্বামিত্রের আশীর্ব্বাদে স্বর্গলাভ করেন।

(মার্কণ্ডেয়পু° ১।৭-৯ অঃ ও দেবীভাগবত ৭।১২-২৭ অঃ)

[হরিশ্চন্দ্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

ঐ যজ্ঞ ব্যাপারে বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে যেরূপ নাস্তানাবুদ করিয়াছিলেন, পুরাণসমূহে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে উভয়েই পক্ষীর আকার ধারণ

* মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ অঃ ও ১৮৯ অঃ, বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধের কথা আছে।

করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মা মধ্যস্থতা করিয়া তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাকার প্রদানপূর্ব্বক উভয়ের মিলন করিয়া দেন।

রামের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সংস্রব বিষয়ে অনেক কথাই রামায়ণে লিখিত আছে। রাবণ ও তাঁহার অধীনস্থ রাক্ষসগণের উৎপাত হইতে ব্রাহ্মণদের যজ্ঞ রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রই দশরথকে বলিয়া রামকে লইয়া যান। তিনি রামের গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। এবং রামকে নিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জনকালয়ে আসিয়া রাম সীতার পাণিগ্রহণ করেন।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১০৫-১১৮ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির বিষয় অন্যরূপ লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ধর্ম্মরাজ বিশ্বামিত্রের যোগবলে প্রীত হইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

"প্রতিগৃহ্য ততো ধর্ম্মস্তথৈবোষ্ণং তথা নবম্।
ভুক্‌ত্বা প্রীতোঽস্মি বিপ্রর্ষে তমুক্‌ত্বা স মুনির্গতঃ॥
ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ।
ধর্ম্মস্য বচনাৎ প্রীতো বিশ্বামিত্রস্তথাঽভবৎ॥"
(ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

আবার যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে পিতামহ ভীষ্মদেব অনুশাসন পর্ব্বে বলিতেছেন। মহর্ষি ঋচীকই বিশ্বামিত্রের অন্তরে ব্রহ্ম-বীজ নিষিক্ত করেন।

"তথৈব ক্ষত্রিয়ো রাজন্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ঋচীকেনাহিতং ব্রহ্ম পরমেতদ্ যুধিষ্ঠির॥"
(ভারত অনুশাসন ৩ অঃ)

বিশ্বামিত্র কি সেই দেহেই বা দেহান্তর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন—"দেহান্তরমনাসাদ্য কথং স ব্রাহ্মণোঽভবৎ॥" এই কথা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—

"ঋষেঃ প্রসাদাৎ রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষিং ব্রহ্মবাদিনম্।
ততোব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ॥"

এই কথার প্রতিধ্বনি নিম্নোক্ত মনুটীকায় কুল্লুক অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

মনু সংহিতার ৭।৪২ শ্লোকে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে কুল্লুক লিখিয়াছেন :—"গাধিপুত্রো বিশ্বামিত্রশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ সন্ তেনৈব দেহেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তবান্। রাজ্যলাভাবসরে ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিরপ্রস্তুতাঽপি বিনয়োৎকর্ষার্থমুক্তা। ঈদৃশোঽয়ং শাস্ত্রানুষ্ঠাননিবিঘ্নবর্জ্জনরূপবিনয়োদয়েন ক্ষত্রিয়োঽপি দুর্লভং ব্রাহ্মণ্যং লেভে॥" (মনু ৭।৪২ টীকা)

ঋক্ সংহিতার ৭ মণ্ডলের মন্ত্রগুলি ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক দৃষ্ট। তিনি রাজা সুদাস ও তদ্বংশধর সৌদাস বা কল্মাষপাদের পুরোহিত ছিলেন। ৭।১৮।২২-২৫ মন্ত্রে তিনি সুদাস রাজার যজ্ঞের দানস্তুতি করিয়াছেন। এই সুদাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষির যেরূপ বিরোধ ঘটিয়াছিল তাহা তিন মণ্ডলের মন্ত্র নিচয় হইতেও কতক প্রকাশ পায়।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৬ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিশ্বামিত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কল্মাষপাদের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইতে মানস করেন, কিন্তু রাজা বশিষ্ঠকে মনোনীত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে বিশ্বামিত্র ক্রোধ পরবশ হইয়া বশিষ্ঠের ঘোর শত্রু হইয়া উঠেন। একদা রাজা রাজাজ্ঞা অবহেলন জন্য বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ঋষিকে আঘাত করেন। তাহাতে ঋষিপুত্র "রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। বিশ্বামিত্র এই অবসরে রাজার শরীরে এক রাক্ষস প্রবেশ করাইয়া সিদ্ধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্রের সহযোগিতা ও ঋষিপুত্রের অভিশাপ ফলিয়া উঠিল। অগ্রেই শক্তি রাজা কর্ত্তৃক ভুক্ত হইলেন। এইরূপে বশিষ্ঠের সকল পুত্রগুলি বিশ্বামিত্রের আদেশে ভক্ষিত হইয়াছিল*। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক পুত্রহনন ব্যাপার জানিতে পারিয়াও শোক বিহ্বল হন নাই, অথবা কৌশিকদিগের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি আত্মবিনাশার্থ পর্ব্বত হইতে পতিত এবং সমুদ্র, বিপাশা ও শতদ্রুর জলে পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হন ; কিন্তু কিছুতেই জীবননাশে সমর্থ না হইয়া অগত্যা আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এখানে স্বীয় পুত্রবধূ শক্তিপত্নী অদৃশ্যন্তীকে পুত্রবতী জানিয়া তিনি দেহত্যাগ বাসনা বিসর্জ্জন করেন। ঐ পুত্র পরে পরাশর নামে খ্যাত হয়। রাজা কল্মাষপাদ তদুভয়কে বনমধ্যে দেখিয়া ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইলে বশিষ্ঠ ফুৎকার দ্বারা ও মন্ত্রপূতঃ বারি সিঞ্চনে রাজাকে শাপমুক্ত করেন।

পুরাণে বিশ্বামিত্রের যোগবলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, তিনি ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মহত্ব প্রচার করিয়াছেন। কিংবদন্তী আছে, নারিকেল, সজিনা খাড়া প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষও তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে অধ্যবসায়ীর চরম নিদর্শন। [বশিষ্ঠ শব্দ দেখ।]

২ আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী সুশ্রুতের পিতা।

* কৌষীতকী ব্রাহ্মণের ৪ অধ্যায়ে বশিষ্ঠ "হতপুত্রের পুনঃপ্রাপ্তি কামনা" করিয়া বশিষ্ঠযজ্ঞ সম্পাদন করেন। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণেও বশিষ্ঠ "পুত্রহতঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

"অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্।
অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে ॥
বিশ্বামিত্রোমুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্।
বৎস! বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্ ॥" (ভাবপ্র°)

বিশ্বস্মিন্ নাস্তি মিত্রং যস্মাৎ। ৩ পরম মিত্র। সমস্ত বিশ্বে যাহা হইতে আর মিত্র নাই।

"জনকেনাভিরামায় দদৌ রাজ্যমকণ্টকম্।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য বনবাসং ততো যযৌ ॥" (উদ্ভট)

বিশ্বামিত্রনদী (স্ত্রী) বিশ্বামিত্রানাম্নী নদী। (ভারত ভীষ্ম°)

বিশ্বামিত্রকপাল (ক্লী) নারিকেল খর্পর, চলিত নারিকেলের খুলি। (রসেন্দ্রসা° স°)

বিশ্বামিত্রপ্রিয় (পুং) বিশ্বামিত্রস্য প্রিয়ঃ। ১ নারিকেলবৃক্ষ। (শব্দরত্না) ২ কার্ত্তিক।

"বিশ্বামিত্রপ্রিয়শ্চৈব দেবসেনাপ্রিয়স্তথা।" (ভারত ৩।২৩১।৮)

বিশ্বামৃত (ত্রি) বিশ্বমমৃতয়সি জীবয়সি। বিশ্বের জীবনকারী।

বিশ্বায়ন (ত্রি) ১ সর্ব্বজ্ঞ। ২ সর্ব্বত্রগামী। ৩ বিশ্বাত্মন, ব্রহ্ম।

বিশ্বায়ু (ত্রি) সর্ব্বাধিপতি, সকলের প্রভু, সকল মনুষ্যের উপর যাহার আধিপত্য আছে।

"মমদ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য বিশ্বায়োঃ" (ঋক্ ৪।৪২।১)

'ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়জাত্যুৎপন্নস্য বিশ্বায়োঃ কৃৎস্নমনুষ্যাধীশস্য মম ইত্যাত্মনো নির্দ্দেশঃ' (সায়ণ)

বিশ্বায়ুপোষস্ (ত্রি) জীবনকাল পর্য্যন্ত দেহাদির পোষক, যাবজ্জীবনের উপভোগ্য।

"আ নো অগ্নে সুচেতুনা রয়িং বিশ্বায়ুপোষসং" (ঋক্ ১।৭৯।৯)

'বিশ্বায়ুপোষসং সর্ব্বস্মিন্নায়ুষি দেহাদেঃ পোষকং। যাবজ্জীবমস্মদুপভোগপর্য্যাপ্তমিত্যর্থঃ" (সায়ণ)

বিশ্বায়ুবেপস্ (ত্রি) সর্ব্বগতবল, সর্ব্বত্র বলীয়ান্।

'অগ্নিং বিশ্বায়ুবেপসং মর্য্যং ন বাজিনং হিতং' (ঋক্ ৮।৪৩।২৫)

'বিশ্বায়ুবেপসং সর্ব্বগতবলমগ্নিং' (সায়ণ)

বিশ্বায়ুস্ (ত্রি) ঈণ্গতৌ বিশ্ব-ই-উস্ ভাবে ণিচ্চ (উণ ২।১১৯) ইতি উস্। ব্যাপ্তগমনশীল, সর্ব্বত্রগামী।

"পাহি সদমিদ্বিশ্বায়ুঃ" (ঋক্ ১।২৭।৩)

'হে অগ্নে বিশ্বায়ুর্ব্যাপ্তগমনঃ স ত্বং'। (সায়ণ)

২ সর্ব্বভক্ষক।

"বিশ্বায়ুরগ্নে গুহা গুহং গাঃ" (ঋক্ ১।৬৭।৬)

'হে অগ্নে বিশ্বায়ুঃ বিশ্বং সর্ব্বমায়ুরন্নং যস্য স ত্বম্" (সায়ণ)

বিশ্বারাজ্ (ত্রি) বিশ্বেষু রাজতে যঃ বিশ্বেষাং রাট্ রাজা ইতি বা। (বোপদেব) "বিশ্ব-রাজ্-কিপ্ (বিশ্বস্য বসুরাটোঃ ইতি দীর্ঘ (পা° ৬।৩।১২৮) হলাদাবেবাত্বমন্যত্র বিশ্বরাজাবিত্যাদি। ১ সর্ব্বশাসয়িতা, সকলের উপর আধিপত্য বিস্তারক, সর্ব্বাধিপতি। (তৈত্তি° স° ১।৩।২।১) [বিশ্বরাজ দেখ।]

২ পরমেশ্বর।

বিশ্বাবট (পুং) জনৈক বিশ্বস্ত রাজানুচর। (রাজতর° ৭।৬১৮)

বিশ্বাবর্ত্ত, মনোরথের পুত্র। শৃঙ্গার, ভৃঙ্গ, অলঙ্কার ও মন্থ নামে ইঁহার চারিটী সুপণ্ডিত পুত্র ছিল।

বিশ্বাবসু (পুং) বিশ্বং বসু যস্য, বিশ্বেষাং বসু যস্মাদ্বা। দীর্ঘঃ) (পা ৬।৩।১২৮)। ১ অমরাবতীবাসী গন্ধর্ব্বভেদ।

"বিশ্বাবসুঃ কৃশানুশ্চ গন্ধর্ব্বৈকাদশো গণঃ ॥" (বহ্নিপু°)

২ বিষ্ণু।

"বিশ্বাবসুর্বিশ্বমূর্ত্তির্বিশ্বেশো বিশ্বক্‌সেনো বিশ্বকর্ম্মা বশী চ।" (মহাভারত ৬।৬২।৪৫)

৩ বৎসরবিশেষ। এই বৎসরে কার্পাস অতি দুর্মূল্য হয়।

"বিশ্বাবসৌ বরারোহে কার্পাসস্য মহার্ঘতা।" (চিন্তামণিধৃত বচন

(স্ত্রী) ৪ রাত্রি। (মেদিনী)

বিশ্বাবসু কাপালিক, ভোজপ্রবন্ধোদ্ধৃত একজন কবি।

বিশ্বাবাস (পুং) ১ সকলের আবাসভূমি, সকল লোকের বাসস্থান। ২ বিশ্বাশ্রয়, সকলের আশ্রয় স্থান।

"ইন্দ্রোঽপি বসবো ব্রহ্মা চন্দ্রার্কৌ জ্যোতিরেব চ।
বিশ্বাবাসং বিশ্বরূপং বিশ্বেশং পরমেশ্বরম্।" (মার্ক°পু° ২৩।৪৩)

বিশ্বাস (পুং) বি-শ্বস-ঘঞ্। ১ শ্রদ্ধা। ২ প্রত্যয়। পর্য্যায়—বিশ্রম্ভ, আশ্বাস, আশ্রম।

"নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥" (চাণক্য)

বিশ্বাসঘাতক (ত্রি) বিশ্বাসং হন্তি যঃ বিশ্বাস-হন্-ণ্বুল। বিশ্বাসনাশক, অপ্রত্যয়কারী, বিশ্বাসহন্তা, অবিশ্বাসী, প্রতারক, বঞ্চক।

"ন ভারাঃ পর্ব্বতা ভারা ন ভারাঃ সপ্তসাগরাঃ।
নিন্দকা হি মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ ॥" (কর্ম্মলোচন)

বিশ্বাসদেবী (স্ত্রী) মিথিলারাজপত্নীভেদ। ইনি বিদ্যাপতির প্রতিপালিকা ছিলেন। [বিদ্যাপতি দেখ।]

বিশ্বাস রায়, মহাভারত টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্রের প্রতিপালক। ইনি কোন গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন।

বিশ্বাসন (ক্লী) বি-শ্বস্ ণিচ্-ল্যুট্। বিশ্বাস।

বিশ্বাসস্থান (ক্লী) প্রত্যয়ের পাত্র, যাহাকে বিশ্বাস করা যায়।

বিশ্বাস[সা]হ্ (ত্রি) সর্ব্বাভিভবকারী, বিপক্ষসমূহের পরাভব কারী। "বিশ্বাসাহমবসে" (ঋক্ ৩।৪৭।৫)

'বিশ্বাসাহং বিশ্বস্য প্রতিপক্ষস্য সর্ব্বস্যাভিভবিতারম্" (সায়ণ)

বিশ্বাসিক (ত্রি) বিশ্বাসের পাত্র, যাহাকে প্রত্যয় করা যায়।

"ন হি মে কশ্চিদন্যোঽস্তি বিশ্বাসিকতরস্ত্বয়া" (মহাভারত)

বিশ্বাসিন্‌ (ত্রি) বিশ্বাসোঽস্ত্যস্তীতি বিশ্বাস-ইনি। প্রত্যয়শীল, যাহাকে প্রত্যয় করা যায়।

বিশ্বাস্য (ত্রি) বিশ্বাসের যোগ্য, যাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

"রাজা ভবতি ভূতানাং বিশ্বাস্যো হিমবানিব" (মহাভারত)

বিশ্বাহা, (অব্য) প্রতিদিনে, প্রত্যহ।

"স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথাকরৎ"(ঋক্‌ ১।২৫।১২)

'স আদিত্যো বরুণো বিশ্বাহা সর্ব্বষ্বহঃসু নোঽস্মান্‌ সুপথা শোভনমার্গেণ সহিতান্‌ করৎ করোতু' (সায়ণ)

বিশ্বাহ্বা (স্ত্রী) ১ শুণ্ঠী, শুঁঠ। ২ বাহুশাল গুড়।

বিশ্বেদেব (পুং) ১ অগ্নি। ২ শ্রাদ্ধদেব। (সংক্ষিপ্তসার° উণা°)

৩ গণদেবতা বিশেষ।

"ক্রতুর্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কামঃ কালস্তথা ধ্বনিঃ।
রোচকশ্চাদ্রবাশ্চৈব তথা চান্যে পুরূরবা।
বিশ্বেদেবা ভবন্ত্যেতে দশ সর্ব্বত্র পূজিতাঃ॥" (বহ্নিপু°)

বেদসংহিতায় নয়জন দেবতাকে একযোগে 'বিশ্বেদেবাঃ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দেবগণ ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি অপেক্ষা নিম্নমর্য্যাদ। ইঁহারা মানবের রক্ষক ও সৎকর্ম্মের পুরস্কারদাতা। ঋক্‌সংহিতার ৬।৫১।৭ মন্ত্রে বিশ্বেদেবগণকে বিশ্বের অধিপতি এবং যাহাতে শত্রুগণ স্বীয় স্বীয় দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহার প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ১০।১২৫।১ মন্ত্রে তাবৎ দেবতাকেই 'বিশ্বেদেবাঃ' বলা হইয়াছে। ঋক্‌ ১০।১২৬ ও ১০।১২৮ সূক্তে বিশ্বেদেবাকে স্তুতি করা হইয়াছে। শুক্লযজুঃ ২।২২ মন্ত্রে ইঁহারা গণদেবতারূপে উক্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী পৌরাণিকযুগে এই দেববৃন্দকে ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার উৎসর্গাদি দান করা হয়।

৪ অসুরভেদ। (হরিবংশ)

বিশ্বেদেব্র (পুং) ভগাঙ্কুর। (শব্দার্থচি°)

বিশ্বেভোজস্‌ (পুং) বিশ্বে-ভুজ-অসি সপ্তম্যা অলুক্‌। (উণা ২।২৩৭)। ইন্দ্র।

বিশ্বেবেদস্‌ (পুং) বিশ্বে-বিদ্‌-অসি (বিদিভুজিভ্যাং বিশ্বে উণা° ৪।২৩৭)। অগ্নি।

বিশ্বেশ (পুং) বিশ্বস্য ঈশঃ। ১ শিব। ২ বিষ্ণু।

"অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্‌ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ঃ পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥" (ভাগবত ১।৮।৪১)

বিশ্বঃ ঈশ্বরোঽধিপতির্যস্য। ৩ উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের অধিপতির নাম বিশ্ব।

"আপ্যে সলিলজ-পীড়া বিশ্বেশে ব্যাধয়ঃ প্রকুপ্যন্তি"
(বৃহৎ স° ৯।৩৩)

বিশ্বেশিতৃ (পুং) বিশ্বের ঈশ্বর, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের কর্ত্তা।

বিশ্বেশ্বর (পুং) বিশ্বস্য ঈশ্বরঃ। কাশীস্থ মহাদেব। ইনি কাশীধামে অবিমুক্তেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ; কেন না স্বীয় দুষ্কৃতিবশতঃ যাহাদিগের কোন কালেও মুক্তিলাভের প্রত্যাশা নাই তাহারাও যদি কায়ক্লেশে কোন ক্রমে ইঁহার উক্ত ধামে দেহত্যাগ করিতে পারে, তবে ইনি অনায়াসে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। একারণ ঐ ধামও অবিমুক্তক্ষেত্র বলিয়া জগতে প্রতিষ্ঠিত। কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বরের এবং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে,—

বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বর পঞ্চক্রোশ পরিমিত স্থান্‌ স্বকীয় ত্রিশূলের অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের মুক্তিহেতু তথায় স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন। এই স্থান ব্রহ্মাণ্ডগোলক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নহে। প্রলয়কালে যখন সমুদ্র ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে, তখন ভগবান্‌ বিশ্বনাথ স্বকীয় ত্রিশূলাগ্র দ্বারা অবিমুক্তক্ষেত্রকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া রাখেন। বিশ্বেশ্বরের এই ক্ষেত্রে নিয়তই সত্যযুগ বর্ত্তমান। এখানে কখনও গ্রহগণের অস্ত বা উদয় জন্য কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হয় না।

পুরাকালে ধর্ম্মরাজ যম সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া ত্রৈলোক্যের জীবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিলেও বারাণসীধামে তাঁহার কোন আধিপত্য নাই। এখানে যদি কেহ কোন পাপ করে, তবে তাহার জীবনান্ত হইলে স্বয়ং কালভৈরবই তাহাকে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সকল লোকের সহিত যম রাজের কোন সংস্রব নাই।

পুণ্যময় কাশীধামে যমের অধিকার নাই বলিয়া অবশ্যই কাহারও কোন পাপ করা উচিত নয়; কেন না এখানে থাকিয়া পাপ করিলে লোক রুদ্রপিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরক যন্ত্রণা হইতেও অত্যধিক যাতনা ভোগ করে। আবার স্থানমাহাত্ম্যে মনুষ্য পাপকর্ম্ম করিয়াই হউক আর পুণ্যকর্ম্ম করিয়াই হউক, জীবনের শেষভাগে যদি কোন গতিকে কাশীধামে আসিয়া দেহপাত করিতে পারে, তবে মরণান্তে সে সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই; কারণ অবিমুক্তক্ষেত্রে দেহত্যাগ কালে স্বয়ং বিশ্বনাথ আসিয়া কর্ণমূলে তারকব্রহ্মনামোপদেশ প্রদান করেন। তাহাতে যোগীজন দুর্ল্লভ অর্থাৎ চিরকাল পর্য্যন্ত ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াও যোগীগণ যে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে না পারেন কাশীক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগ করিলে জীব অনায়াসে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়।

বিশ্বেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত কাশীধামকেই নির্ব্বাণরূপ পরম সুখের

একমাত্র কারণ জানিয়া, কি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা, কি সতত নিরয়ভাজন নিরতিশয় পাপাত্মা, এইরূপ সকল প্রকার লোকই যখন মুক্তিপদ লাভে সমুৎসুক হইতে লাগিল, তখন ইন্দ্র, যম ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে ঐ সকল পাপীদিগের অনায়াসে অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির পক্ষে বাধা ঘটে সেই জন্য ক্ষেত্রের উত্তর ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে বরণা ও অসি নদীর সৃষ্টি করিলেন। তদবধি তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কাশীধাম 'বারাণসী' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই ধামের পশ্চাৎ প্রদেশ রক্ষার জন্য স্বয়ং বিশ্বনাথ দেহলী বিনায়ককে তথায় নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র নিখিল দয়ানিধি ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের অপার কৃপা দৃষ্টি না পড়িলে, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ নহে; ফলে যাহাই হউক না কেন, স্বয়ং অবিমুক্তেশ্বরের অনুমতি ব্যতীত যদি কোন দুষ্ট লোক কাশীতে প্রবেশ করিতে যায়, তাহা হইলে অসি, বরণা ও দেহলী বিনায়ক তাহার যাওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। বস্তুতঃ কোন দুষ্টলোক সঙ্গতিক্রমে কাশীধামে যাইতে পারিলেও তথায় কিছুতেই বহুদিন অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

কোন সময়ে একাদিক্রমে ষাটি বৎসর পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি ও অরাজকতা-প্রযুক্ত সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা হইয়া উঠিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজর্ষি রিপুঞ্জয়কে প্রজাপালন জন্য ধরারাজ্যে অভিষিক্ত করেন তখন রাজাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "যদি দেবগণ ও নাগগণ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে ও পাতালে গমন করেন তাহা হইলে আমি প্রজাপালনে ব্রতী হইতে পারি, নচেৎ নহে"।

রিপুঞ্জয়ের এই প্রস্তাবে ব্রহ্মাও সম্মত হন এবং নিজে কাশীধামে গিয়া মহাদেবের নিকট আমূল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জ্ঞাপন করেন। পরে ব্রহ্মার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর বিশ্বপতি বিশ্বনাথও তাহাতে সম্মত হইয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং মন্দর-কন্দরে গিয়া অবস্থান করেন এবং বারাণসীতে সাধকগণের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ ও মৃতজীবগণের মুক্তিপ্রদ নিজমূর্ত্তিস্বরূপ একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াও কাশীক্ষেত্রে লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া ক্ষেত্রকে আপনার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত করেন নাই, এই জন্যই ঐ ক্ষেত্রেরএবং তদীয় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের নাম 'অবিমুক্ত' হয়। অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

জগতের যাবতীয় পুণ্যক্ষেত্রস্থ লিঙ্গসমূহ মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিতে কাশীধামে আগমন করেন; ঐ দিনে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে রাত্রিজাগরণ করিলে বিগতনিদ্র যোগীগণের ন্যায় উৎকৃষ্ট গতি লাভ হয়। (কাশীখণ্ড)

[বিস্তৃত বিবরণ কাশী ও বারাণসী শব্দে দ্রষ্টব্য

বিশ্বেশ্বর, ১ তন্ত্রার্ণব গ্রন্থপ্রণেতা রাঘবানন্দ সরস্বতীর পরম গুরু এবং অদ্বয়ানন্দের গুরু। ২ ইনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা কমলাকরের গুরু ছিলেন। ৩ মীমাংসা কৌতূহলবৃত্তি-রচয়িতা বাসুদেব অধ্বরীর গুরু। ৪ একজন কবি। ৫ অলঙ্কারকুলপ্রদীপ ও অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৬ অধ্যাত্মপ্রদীপ নামে অষ্টাবক্রগীতা টীকা ও গোপাল তাপনীর টীকা রচয়িতা। গর্গমনোরমা টীকা নাম্নী জ্যোতিগ্রন্থ ও পঞ্চস্বরটীকা প্রণেতা। ৮ ইনি গৃহপতি-ধর্ম্ম নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৯ ইঁহার রচিত তর্ক-কুতূহল নামক একখানি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। ১০ দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক নামক বেদান্ত গ্রন্থপ্রণেতা। ১১ নির্ণয়কৌস্তুভ নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ১২ ইনি ন্যায়প্রকরণ নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৩ ভগবদ্গীতা-ভাষ্য-কার। ১৪ মনোরমা-খণ্ড নামক ব্যাকরণরচয়িতা। ১৫ রসচন্দ্রিকা নাম্নী অলঙ্কার-গ্রন্থ ইঁহার রচিত। ১৬ রোমাবলীশতক-প্রণেতা। ১৭ লীলা-বত্যুদাহরণরচয়িতা। ১৮ ইঁহার রচিত বিশ্বেশ্বর পদ্ধতি নাম্নী একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৯ বেদ-পাদস্তব-প্রণেতা। ২০ ইনি শব্দার্ণবসুধা-নিধি নাম্নী একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ২১ শ্রুতিরঞ্জিনী নাম্নী গীতগোবিন্দ টীকাকর্ত্তা। ২২ সপ্তশতী-কাব্যের কবি। ২৩ সাহিত্য-সারকাব্য প্রণেতা। ২৪ ইনি সিদ্ধান্তশিখামণি নাম্নী তন্ত্রগ্রন্থ রচয়িতা। ২৫ সন্ন্যাস-পদ্ধতি বা বিশ্বেশ্বর-পদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই গ্রন্থের আনন্দতীর্থ ও আনন্দাশ্রম রচিত টীকাও পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর আচার্য্য, ১ কাশীমোক্ষ-প্রণেতা। ২ পদবাক্যার্থ-পঞ্জিকা নাম্নী নৈষধীয় টীকাকর্ত্তা; ইনি মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বিশ্বেশ্বর কালী, চমৎকারচন্দ্রিকা কাব্য-রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর তন্ত্র, তন্ত্রভেদ।

বিশ্বেশ্বর তীর্থ, ১ সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর টীকা কর্ত্তা। ২ ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্যবিবরণ নামক আনন্দ তীর্থকৃত ভাষ্যের টীকা-প্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর দত্ত, রামনাম মাহাত্ম্য-প্রণেতা।

বিশ্বেশ্বরদত্ত মিশ্র, ভাস্করস্তোত্র, যোগতরঙ্গ ও সাংখ্যতরঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি বিদ্যারণ্য তীর্থের শিষ্য ছিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ইনি দেবতীর্থ স্বামিন্ নাম ধারণ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

বিশ্বেশ্বর দৈবজ্ঞ, জ্যোতিঃসারসমুচ্চয়-রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর নাথ, দুর্জ্জনমুখচপেটিকা ও ভাগবতপুরাণপ্রামাণ্য-নামক দুইখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, ১ বাক্যবৃত্তিপ্রকাশিকা, বাক্যসুধাটীকা ও বাক্যশ্রান্ত-অপরোক্ষানুভূতি (?) নামক গ্রন্থত্রয়-প্রণেতা। ইনি মাধব প্রাজ্ঞের শিষ্য ছিলেন।

২ অলঙ্কার কৌস্তভ ও তট্টীকা এবং ব্যঙ্গ্যার্থকৌমুদী নাম্নী রসমঞ্জরী টীকাপ্রণেতা।

বিশ্বেশ্বর পূজ্যপাদ, বেদান্তচিন্তামণি রচয়িতা শুদ্ধভিক্ষুর গুরু।

বিশ্বেশ্বর ভট্ট, ১ কুণ্ডসিদ্ধিপ্রণেতা। ২ ইনি সুখবোধিনী নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ৩ মদনপারিজাত, মহাদানপদ্ধতি, মহার্ণব-কর্ম্মবিপাক, বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায়ের সুবোধিনী নামে সারসঙ্কলন ও স্মৃতিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা। মদনপারিজাতাদি শেষোক্ত গ্রন্থগুলি বিশ্বেশ্বর স্মৃতি নামে পরিচিত। ইনি পেট্টি (পেড়ি) ভট্টের পুত্র ও রাজা মদনপালের আশ্রিত ছিলেন। ৪ আশৌচদীপিকা, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ-প্রয়োগ, প্রয়োগসার, ভট্টচিন্তামণি নামক জৈমিনিসূত্রটীকা, মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি, রাকাগম নামক চন্দ্রালোকটীকা, শিবার্কোদয় নামক শ্লোকবার্ত্তিকটীকা, নিরূঢ়পশুবন্ধ প্রয়োগ এবং সুজ্ঞান-দুর্গোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। এতদ্ব্যতীত, বল্লাল বর্ম্মার আদেশে ইনি কায়স্থ-ধর্ম্ম-দীপ বা কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রকাশ বা কায়স্থপদ্ধতি নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত জাতিবিবেক নামক অন্য একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়,—এখানি কায়স্থ পদ্ধতির প্রথম ভাগ। ইহার পিতার নাম দিনকর এবং পিতামহের নাম রামকৃষ্ণ। পিতা দিনকর স্বনামে দিনকরদ্যোত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন; বিশ্বেশ্বর তাহার শেষাংশ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। নিরূঢ়-পশুবন্ধ প্রয়োগে ইনি স্বকৃত আপস্তম্বপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি গাগাভট্ট নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কমলাকরের (১৬১২ খৃঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

বিশ্বেশ্বর ভট্ট মৌনিন্, একজন কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার রচনার উল্লেখ আছে।

বিশ্বেশ্বর মিশ্র, একজন সুপণ্ডিত। বিরুদাবলী প্রণেতা রঘুদেবের পিতা।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতী, ১ প্রপঞ্চসারসার-সংগ্রহপ্রণেতা গীর্ব্বাণেন্দ্র সরস্বতীর গুরু এবং অমরেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য। ২ কলিধর্ম্মসার-সংগ্রহ, পরমহংসপরিব্রাজক-ধর্ম্ম-সংগ্রহ, যতিধর্ম্ম প্রকাশ, যতিধর্ম্ম-সমুচ্চয়, যত্যাচার-সংগ্রহীয়-যতিসংস্কার-প্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। সর্ব্বজ্ঞ বিশ্বেশের শিষ্য ও গোবিন্দ সরস্বতীর প্রশিষ্য এবং মধুসূদন সরস্বতী ও মাধব সরস্বতীর গুরু। ইনি বিশ্বেশরানন্দ সরস্বতী নামেও পরিচিত। ৩ মহিম্নস্তবটীকাকর্ত্তা।

বিশ্বেশ্বর সূনু রুদ্রকল্পতরু নিবন্ধ-রচয়িতা।

বিশ্বেশ্বর স্থান (ক্লী) বিশ্বেশ্বরস্য স্থানম্। বিশ্বেশ্বরের স্থান, ৺কাশীধাম। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর এই স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহা বিশ্বেশ্বর স্থান নামে পরিচিত।

বিশ্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী, [বিশ্বেশ্বর সরস্বতী দেখ।]

বিশ্বেশ্বরাম্বু মুনি, সুদীপিকা নাম্নী সারস্বত টীকা (ব্যাকরণ) প্রণেতা। ইনি ব্রহ্মসাগরের শিষ্য ছিলেন।

বিশ্বেশ্বরাশ্রম, তর্কচন্দ্রিকা-রচয়িতা। কেহ কেহ তর্কদীপিকা প্রণেতা বিশ্বনাথাশ্রম ও ইহাকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

বিশ্বৈকসার (ক্লী) কাশ্মীরস্থ পবিত্র তীর্থক্ষেত্রভেদ। (রাজতর° ৫।৪৪)

বিশ্বৌজস্ (ত্রি) ব্যাপ্তবল। (ঋক্ ১০।৫৫।৮ সায়ণ)

বিশ্বৌষধ (ক্লী) বিশ্বেষামৌষধম্। শুণ্ঠী। (রাজনি°)

বিশ্ব্যা (স্ত্রী) সর্ব্বত্র। "বিশ্ব্যা বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু"। (ঋক্ ২।৪২।১)

বিষ, ব্যাপ্তি, হ্বাদি° উভয়পদী সক° অনিট্। লট্। বেবেষ্টি বেবিষ্টঃ, বেবিষতঃ, বেবেষ্টি। লোট্-হি-বেবিড্ঢি। লুঙ্ অবিষৎ অবিক্ষৎ। লঙ্ অবেবেট্ অবেবিষ্টাং অবেবিষুঃ, অবেবিষ্ট। লিঙ্ বেবিষ্যাৎ, বেবিষীত। লুট্ বেষ্টা।

বিষ, বিয়োগ, বিশ্লেষ, ক্র্যাদি°, পরস্মৈ°, অক-অনিট্। লট্ বিষ্ণাতি। "বিষ্ণাতি জ্ঞানী পুত্রাদিভ্যো বিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।" (ব্যাকরণ-বৃত্তি) লিট্ বিবেষ বিবিষতুঃ। লুট্ বেষ্টা। লৃট্ বেক্ষ্যতি। লুঙ্ অবিক্ষৎ। সন্ বিবিক্ষতি। যঙ বেবিষ্যতে বেবিষ্টি। ণিচ্ বেষয়তি অবীবিষৎ।

বিষ, সেচন, বর্ষণ, ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ এই ধাতু উদিৎ। লট্ বেষতি। ক্ত্বা বেষিত্বা বিষ্ট্বা।

বিষ, (ক্লী) বিষ-ক। ১ জল (অমর) ২ পদ্মকেশর (অমর টীকায় রায়মুকুট) ৩ মৃণাল। ৪ বোল। ৫ বৎসনাভ বিষ। (পুং ক্লীং) ৬ সামান্য বিষ। (রাজনি°) ইহার পর্য্যায়—ক্ষ্বেড়, গরল, আতেয়, অমৃত, গরদ, গরল কালকূট, কলাকুল, হাবিদ্র, বৎসশৃঙ্গিক, নীল, গর, ঘোর, হালাহল, হলাহল, শৃঙ্গিন্, ভুগর, জাঙ্গল, তীক্ষ্ণ, রস, রসায়ন, গরজঙ্গুল, জাঙ্গুল, কাকোল, বৎসনাভ, প্রদীপন, শৌল্কিকেয়, ব্রহ্মপুত্র। (রত্নমালা)

অমরকোষের পাতাল বর্গে বিষবিষয়ে নবপ্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"পুংসি ক্লীবে চ কাকোলকালকূটহলাহলাঃ।
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৌল্কিকেয়ো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ॥
দারদো বৎসনাভশ্চ বিষভেদা অমী নব॥" (অমর)

এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্রে ও বিষবিষয়ে বহুভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।*

* বিষঃ ক্ষ্বেড়ো রসস্তীক্ষ্ণং গরলোহথ হলাহলম্
বৎসনাভঃ কালকূটো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদীপনঃ।

নিম্নে বিষের নাম লক্ষণ, ও গুণাগুণের বিষয় সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

বিষের নাম ও লক্ষণ।

ভাবপ্রকাশের পূর্ব্বখণ্ডে লিখিত আছে, বিষের পর্য্যায় দুইটী, গরল ও ক্ষ্বেড়। উহার ভেদ নববিধ যথা—বৎসনাভ, হারিদ্র, শক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রীক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র। যে বিষবৃক্ষের পাতা নিশিন্দার পাতার ন্যায়, আকৃতি বৎসের নাভি সদৃশ এবং যাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বৃক্ষলতাদি নিস্তেজ হইয়া যথোচিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহাকে বৎসনাভ বলা যায়। হারিদ্র—এই বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূলসদৃশ। শক্তুক—এই বিষবৃক্ষের গ্রন্থিগুলির মধ্যভাগ শক্তুকের ন্যায় চূর্ণপদার্থে পরিপূর্ণ থাকে। প্রদীপন,—এই বিষ রক্তবর্ণ দীপ্তিশীল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী, এই বিষ সেবনে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। সৌরাষ্ট্রিক—সুরাষ্ট্র-দেশজাত যাবতীয় বিষ। শৃঙ্গিক—এই বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিয়া দিলে গোদুগ্ধ লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে। কালকূট—পূর্ব্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে পৃথুমালী নামক দৈত্য দেবহস্তে নিহত হয়। তাহার রক্ত ভূতলে পড়িলে সেই রক্ত হইতে অশ্বত্থ বৃক্ষবৎ একটী বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেই বিষবৃক্ষের নির্য্যাস মুনিগণের নিকট কালকূট আখ্যায় আখ্যাত হয়। এই বৃক্ষ শৃঙ্গবের ও কোঙ্কণ প্রদেশের ক্ষেত্রে এবং মলয়পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। হালাহল—এই বিষতরুর ফল দ্রাক্ষার ন্যায় গুচ্ছাকারে অনেকগুলি উৎপন্ন হয়। ইহার পত্র তালপত্রতুল্য এবং ইহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি দগ্ধ হইয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয়, দক্ষিণসমুদ্রের তীরভূমি এবং কোঙ্কণ প্রদেশে এই হলাহল বিষ জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্র,—এই বিষ কপিলবর্ণ এবং সারাত্মক। ইহা মলয়পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে বিষ-জাতিও চারি-প্রকার; তন্মধ্যে পাণ্ডুবর্ণ বিষ ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ বিষ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ বিষ শূদ্রজাতীয়। ব্রাহ্মণ জাতীয় বিষ রসায়ন কার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীরের পুষ্টিবিষয়ে এবং বৈশ্য কুষ্ঠ বিনাশের পক্ষে প্রশস্ত। শূদ্র জাতীয় বিষ বিনাশক।

"ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ।
বৈশ্যঃ পীতোঽসিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ।
রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহ পুষ্টয়ে।
বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দদ্যাদ্বধায় হি॥" (ভাবপ্র° পূ° খ°)

বিষের গুণাগুণ

সাধারণতঃ বিষের গুণ—প্রাণনাশক ও ব্যবায়ী অর্থাৎ প্রথমে বিষের গুণ সমস্ত শরীরে ব্যক্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। বিকাশী অর্থাৎ ইহাদ্বারা সহসা ওজোধাতুর শোষণ ও সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বাতঘ্ন ও কফনাশক। যোগবাহী অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় তাহার গুণগ্রাহক এবং মত্ততাজনক অর্থাৎ তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিবিনাশক। এই বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে উহা প্রাণরক্ষক, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, শরী-রের উপচায়ক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বিষ অহিতকর—ঐ বিষের সকল অনিষ্টজনক তীব্রতর গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শোধন করিলে তাহা হীনবীর্য্য হইয়া যায়; সুতরাং বিষপ্রয়োগ করিবার [illegible] তাহা সম্যক্ শোধন করিয়া লওয়া উচিত। (১)

বিষের শোধন প্রকার যথা—বিষ (খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া) তিন দিন পর্য্যন্ত গোমূত্র মধ্যে রাখিয়া দিবে, পরে ছাল ফেলিয়া শুকাইয়া রক্তসর্ষপের তৈলে আর্দ্রীকৃত বস্ত্রখণ্ডে তিন দিন বান্ধিয়া রাখিলে বিষ বিশোধিত হয়।

"গোমূত্রে ত্রিদিনং স্থাপ্যং বিষং তেন বিশুধ্যতি।
রক্তসর্ষপতৈলাক্তে তথা ধার্য্যঞ্চ বাসসি॥" (ভাবপ্র°)

বিষ ব্যতীত কতকগুলি উপবিষেরও উল্লেখ আছে। আকন্দের আটা, মনসার আটা, ইষলাঙ্গলা, করবীর, কুঁচ অহিফেন, ধুতুরা ও জয়পালবীজ এই সাতটী উপবিষ। ইহাদিগের গুণাগুণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

সৌরাষ্ট্রীকঃ শৌল্কিকেয়ঃ কাকোলো দারদোঽপি চ।
অহিচ্ছত্রো মেষশৃঙ্গকুষ্ঠবালুকনন্দনাঃ॥
কৈরাটিকো হৈমবতো মর্কটঃ করবীরকঃ।
সর্ষপো মূলকো গৌরার্দ্রকঃ শক্তুককর্দ্দমৌ॥
অঙ্কোল্লসারঃ কালিঙ্গঃ শৃঙ্গিকো মধুসিক্থকঃ।
ইন্দ্রো লাঙ্গলিকো বিস্ফুলিঙ্গপিঙ্গলগৌতমাঃ
মুস্তকো দালবশ্চেতি স্থাবরা বিষজাতয়ঃ।" (হেমচন্দ্র)

(১) বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাসি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্যোগবাহি মদাবহম্॥
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি পরং বাতশ্লেষ্মজিৎ সন্নিপাতহৃৎ॥
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্,
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রয়োজয়েৎ॥
অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনো ধুস্তূরঃ পঞ্চ চোপবিষাঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র° পূ°)

বৈদ্যকগ্রন্থাদির বিষাধিকারে স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থাবর বিষের আশ্রয় দশটী এবং জঙ্গম বিষের আশ্রয় ষোলটী। স্থাবর বিষের দশ আশ্রয় স্থান যথা—মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক্‌, ক্ষীর, সার, নির্য্যাস, ধাতু এবং কন্দ। বৃক্ষের এই দশটী অংশকে আশ্রয় করিয়া স্থাবর বিষ বিদ্যমান থাকে; তন্মধ্যে মূল-বিষ করবীরাদি; পত্র-বিষ বিষপত্রিকাদি, ফলবিষ কর্কোটকাদি, পুষ্প-বিষ বেত্রাদি, ত্বক্‌, সার ও নির্য্যাস বিষ করঞ্জাদি, ক্ষীরবিষ মনসাসিজ প্রভৃতি, ধাতুবিষ হরিতালাদি এবং কন্দবিষ বৎসনাভাদি।

জঙ্গম বিষের ষোলটী আশ্রয় স্থান যথা—দৃষ্টি, নিশ্বাস, দংষ্ট্রা, নখ, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, লালা, আর্ত্তব, স্পর্শ, সন্দংশ, অবশর্দ্ধিত (বাতকর্ম্ম), গুহ্য, অস্থি, পিত্ত এবং শূক। দিব্য সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ; ব্যাঘ্রাদির দশনে ও নখে বিষ; গৃহগোধিকাদির (টীক্‌টীক প্রভৃতির) মূত্র ও পুরীষে বিষ; মূষিকাদির শুক্রে বিষ; উচ্চিটিকাদির লালায় বিষ; চিত্রশীর্ষাদির লালা, স্পর্শ, মূত্র, পুরীষ, আর্ত্তব, শুক্র, মুখসন্দংষ্ট্রা, বাতকর্ম্ম ও গুহ্যে বিষ, সর্পাদির অস্থিতে বিষ, শকুল মৎস্যাদির পিত্তে বিষ এবং ভ্রমরাদির শূকে বিষ।

স্থাবর বিষের কার্য্য

এক্ষণে স্থাবরবিষের সাধারণ কার্য্যগুলি বলা যাইতেছে। মূল-বিষের কার্য্য—এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে দণ্ডাদি দ্বারা মর্দ্দনবৎ বেদনা, মোহ এবং প্রলাপ হয়। পত্রবিষের কার্য্য—জৃম্ভা, কম্প এবং শ্বাস। ফলবিষের কার্য্য—অণ্ডকোষে শোথ দাহ এবং অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা। পুষ্পবিষের কার্য্য—বমি, উদরাধ্মান এবং মূর্চ্ছা। ত্বক্‌, সার ও নির্য্যাস বিষের কার্য্য—মুখে দুর্গন্ধ, দেহের কর্কশতা, শিরঃপীড়া এবং কফস্রাব। ক্ষীর বিষের কার্য্য—মুখে ফেনোদ্গম, মলভেদ এবং জিহ্বার গুরুত্ব। ধাতুবিষের কার্য্য—হৃদয়ে বেদনা ও তালুদাহ। উল্লিখিত নয়টী স্থাবরবিষে প্রায়ই কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়। স্থাবর বিষের মধ্যে দশম কন্দবিষ—ইহা উগ্রবীর্য্যসম্পন্ন। ত্রয়োদশ প্রকারে এই বিষের উল্লেখ আছে। ঐ সকল বিষকে পশ্চাদুক্ত দশ গুণান্বিত বলিয়া জানিতে হইবে। বিষ স্থাবর, জঙ্গম কিম্বা কৃত্রিম, যে কোন প্রকার হউক না কেন, তাহা দশ গুণান্বিত হইলে সদ্যই প্রাণ নাশ করে। সেইদশটী গুণ যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশুকারী, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী। উক্ত দশগুণযুত বিষ রুক্ষগুণে বায়ু এবং উষ্ণগুণে পিত্ত ও রক্তকে প্রকুপিত করে। তীক্ষ্ণগুণে বুদ্ধিভ্রংশ এবং মর্ম্মবন্ধন ছেদন করে। সূক্ষ্মগুণে শরীরাবয়বে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা বিকৃত করিয়া দেয়। আশুকারী গুণ থাকায় ঐ সকল কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়। ব্যবায়ীগুণে প্রকৃতি এবং বিকাশীগুণে দোষ, ধাতু ও মল বিনষ্ট করে। বিশদ গুণে অতিশয় বিরেচন জন্মায়। অপাকীগুণে অজীর্ণ জন্মে এবং লঘুত্ব গুণে ইহা দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে।

জঙ্গম বিষের লক্ষণ।

পূর্ব্বে স্থাবরবিষের সাধারণ কার্য্যগুলি বলা হইয়াছে। এক্ষণে জঙ্গমবিষের সাধারণ-কার্য্য বলা যাইতেছে। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, পাক, রোমাঞ্চ, শোথ এবং অতিসার এই কয়টী জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য। এই সকল জঙ্গম বিষের মধ্যে সর্প বিষই তীক্ষ্ণতর; সুতরাং অগ্রে সর্পবিষের কথাই উক্ত হইতেছে। সর্পজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ভোগী, মণ্ডলী, রাজিকা ও দ্বন্দ্বরূপী। ভোগী অর্থে ফণাযুক্ত, মণ্ডলীসর্প মণ্ডলাকার চক্রশালী, রাজিকাশ্রেণীর গাত্র দীর্ঘ দীর্ঘ রেখাযুক্ত এবং দ্বন্দ্বরূপী-সর্প মিশ্রিত রূপধারী। এই সকল যথাক্রমে বাতাত্মক, পিত্তাত্মক, কফাত্মক এবং দ্বিদোষাত্মক। ফণাবিশিষ্ট ভোগীসর্প বিংশতি প্রকার। মণ্ডলী সর্পগুলি নানাবর্ণে চিত্রিত স্থূল ও ধীরগামী। ইহা ছয় প্রকার। অগ্নি ও রৌদ্রের উত্তাপে ইহার বিষ বেগবান্‌ হয়। রাজিকাসর্প স্নিগ্ধ, তির্য্যগ্‌গামী ও নানাবর্ণের রেখায় বিচিত্রবর্ণে বিরাজিত, ইহাও ছয় প্রকার।

[এতৎসম্বন্ধে "সর্পবিষ" শব্দে সবিস্তর দ্রষ্টব্য।]

সর্পদষ্ট স্থানের লক্ষণ।

ভোগী জাতীয় সর্পে দংশন করিলে দষ্ট স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে এবং রোগী সর্ব্বপ্রকারে বাতবিকার বিশিষ্ট হয়। মণ্ডলী সর্পের দংশনে দষ্টস্থান পীতবর্ণ শোথযুক্ত ও মৃদু হয় এবং রোগীকে পিত্তবিকারগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। রাজিকা জাতীয় সর্পের দংশনে দষ্ট স্থান স্থির শোথযুক্ত, পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ, স্নিগ্ধ ও অতিশয় গাঢ় রক্তযুক্ত হয় এবং রোগী সকল প্রকার শ্লেষ্মবিকার-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

বিষলিপ্ত শস্ত্রাঘাতের লক্ষণ।

শত্রু কর্ত্তৃক বিষলিপ্ত শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে সদ্যই সেই ক্ষত স্থান পাকিয়া উঠে, ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়, ও পূতিমাংস খসিয়া পড়ে। ক্ষত স্থান পুনঃ পুনঃ পাকে এবং কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদযুক্ত হইয়া উঠে। পরন্তু রোগীর পিপাসা, অন্তর্দ্দাহ, বহির্দ্দাহ ও মূর্চ্ছা হয়। অন্য প্রকারে উৎপন্ন ক্ষতস্থানে বিষ প্রদত্ত হইলেও ঐ সকল লক্ষণ হইয়া থাকে।

রাজা মহারাজদিগের শত্রু পদে পদে। শত্রুরা প্রায়ই তাঁহাদিগের অন্নাদিতে গুপ্তভাবে বিষ মিশাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। বুদ্ধিমান্‌ ইঙ্গিতজ্ঞ চিকিৎসক বাক্য, চেষ্টা ও মুখের বিবর্ণতাদি লক্ষণ দেখিয়া উক্ত বিষদাতা শত্রুকে চিনিয়া বাহির করিবেন।

দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে সর্পবিষের অসাধ্যত্ব।

অশ্বথ বৃক্ষের তলা, শ্মশান, বল্মীকের উপর এবং চতুষ্পথ,এই সকল স্থানে, প্রভাতে ও সায়ংকালে, ভরণী ও মঘানক্ষত্রে এবং শরীরের মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে, সে বিষ অসাধ্য হয়। দর্ব্বীকর নামে একজাতীয় সর্প আছে, এই সকল সর্প চক্র-লাঙ্গুল, ফণাধারী ও শীঘ্রগামী। ইহাদিগের বিষে শীঘ্রই রোগীর প্রাণবিনষ্ট হয়। উহা মেঘ, বায়ু ও উষ্ণতা সংযোগে দ্বিগুণ তেজোযুক্ত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা ছাড়া আরও অনেক প্রকার অসাধ্য বিষ আছে। সে সকল বিষে প্রাণসংহার অনিবার্য্য। অজীর্ণ-গ্রস্ত, পিত্তাত্মক, রৌদ্রপীড়িত বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধিত, ক্ষীণ, ক্ষতাভিযুক্ত, মেহ ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তি কিম্বা গর্ভিণী, ইহাদিগের শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে কিছুতেই উহার প্রশমন হয় না।

অচিকিৎস্য বিষপীড়িতের লক্ষণ।

শস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলেও যাহার দেহ হইতে রক্তক্ষরণ হয় না, লতা দ্বারা প্রহার করিলেও যে দেহে আঘাত চিহ্ন দেখা যায় না, কিম্বা শীতল জল সেচনেও যাহার রোমোদ্গম হয় না, তাদৃশ বিষপীড়িত ব্যক্তিকে চিকিৎসক ত্যাগ করিবেন। যে বিষপীড়িত ব্যক্তির মুখ স্তব্ধ, কেশ শাতন, নাসিকা বক্র, গ্রীবা ধারণশক্তিহীন, দষ্ট স্থানের শোথ রক্তমিশ্রিত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং হনুদ্বয় সংলগ্ন হয়, সে রোগীও পরিত্যজ্য। যে বিষপীড়িত ব্যক্তির মুখ হইতে গাঢ় লালা নির্গত হয়, মুখ, নাসিকা, লিঙ্গ ও গুহ্য দ্বারাদি দিয়া রক্তস্রাব হয় এবং সর্প যাহাকে চারিটী দন্ত দ্বারাই দংশন করে, এরূপ ব্যক্তির চিকিৎসা নিষ্ফল। যে বিষপীড়িত ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায়, জ্বর ও অতিসারাদি উপদ্রবে যাহার দেহ আক্রান্ত, যে কথা কহিতে পারে না, যাহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহাতে নাসাভঙ্গাদি অরিষ্ট লক্ষণ সকল সম্যক্ পরিস্ফুট, তাদৃশ রোগীও চিকিৎসার অযোগ্য।

দূষীবিষ।

স্থাবর এবং জঙ্গম এই উভয়বিধ বিষ জীর্ণত্বাদি কারণে দূষী-বিষ আখ্যায় অভিহিত হয়। যে বিষ অত্যন্ত পুরাতন, বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা যাহা বীর্য্যহীন, কিংবা দাবাগ্নি বায়ু ও রৌদ্রাদির শোষণে নিবীর্য্য, অথবা যাহা স্বভাবতঃই দশটী গুণের একটী, দুইটী বা তিনটী গুণহীন তাহাকে দূষী-বিষ কহে। দূষী-বিষ অল্পবীর্য্য, তাই প্রাণ নষ্ট করে না; কিন্তু কফানুবদ্ধ হইয়া বহুকাল শরীরে অবস্থান করে, দূষী-বিষ-গ্রস্ত মানবের মলভেদ, শরীরের বিবর্ণতা, গন্ধযুক্ত মুখের বিরসতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গদ্গদ-বাক্য, বমি এবং বিরুদ্ধ চেষ্টা হেতু নানাবিধ ক্লেশ হয়। শরীরের স্থানবিশেষে এই দূষীবিষ থাকিলে, তাহাতে বিভিন্ন প্রকার ব্যাধি ও উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। শীতে এবং বাতবর্ষাসঙ্কুল দিবসে দূষী-বিষ প্রকুপিত হয়। দূষীবিষ প্রকোপের পূর্ব্বে নিদ্রাধিক্য, দেহের গুরুতা ও শিথিলতা, জৃম্ভা, রোমহর্ষ এবং শরীরে বেদনা উপস্থিত হয়। দূষী-বিষ প্রকুপিত হইলে অন্ন ভোজনে মত্ততা, অপাক, অরুচি, গাত্রে মণ্ডলাকৃতি কোঠের উৎপত্তি, মাংসক্ষয়, হস্ত ও পদে শোথ, মূর্চ্ছা, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর এবং উদরী (উদররোগ) বৃদ্ধি পায়।

দূষী-বিষ নানাবিধ, তাই বিষভেদে উন্মাদাদি নানা রোগ জন্মিয়া থাকে। দেহগত দূষী-বিষ অনূপদেশ, শীত ও বাতবর্ষা-কুল সময় এবং দিবানিদ্রাদি কারণে কুপিত হইয়া ধাতুসমূহকে পুনঃপুনঃ দূষিত করে। হিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে সদ্যঃপ্রদত্ত দূষী-বিষ সাধ্য, একবৎসর থাকিলেই যাপ্য এবং ক্ষীণ ও অহিতসেবী ব্যক্তির পক্ষে দূষী-বিষ অসাধ্য হইয়া থাকে।

কৃত্রিম বিষ।

গর ও দূষীবিষভেদে কৃত্রিম বিষ দুই প্রকার। তন্মধ্যে দূষীবিষে বিষ সংযুক্ত থাকে। কিন্তু গরবিষে তাহা থাকে না। স্ত্রীগণ স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ পুরুষদিগকে স্বেদ, রজঃ বা অন্যান্য অঙ্গগত মল, অন্নাদির সহিত গরবিষ ভক্ষণ করায় ও শত্রুকর্ত্তৃকও ঐ প্রকারে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গরবিষ দেহে প্রবেশ করিলে দেহ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয় এবং মর্ম্মব্যথা ও আধ্মান হইয়া থাকে। পরন্তু মন্দাগ্নি, উদর, গ্রহণী, যক্ষ্মা, গুল্ম, ধাতুক্ষয়, জ্বর ও এইরূপ নানাবিধ রোগ ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

লূতা নামক বিষধর জন্তুর উৎপত্তি সংখ্যা।

বশিষ্ঠের প্রতি কোপাবিষ্ট বিশ্বামিত্র মুনির স্বেদ বিন্দু ও অধোমল হইতে লূতার উৎপত্তি হয়। এই ভীষণ মহাবিষ সম্পন্ন লূতা ষোল প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে ত্রিমণ্ডল প্রভৃতি আট প্রকারের বিষ কষ্টসাধ্য এবং সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার লূতাবিষ অসাধ্য।

লূতা দংশনের সামান্য লক্ষণ।

লূতা কর্ত্তৃক দষ্ট স্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হয়। ইহাতে রোগীর জ্বর, দাহ, অতীসার, ত্রিদোষজ নানা প্রকার রোগ, বিবিধ পীড়কা, বিস্তৃত মণ্ডল ও শ্যাব বা রক্তবর্ণ চঞ্চল অথচ কোমল মহাশোথ উৎপন্ন হয়। সামান্যতঃ সকল প্রকার লূতার দংশনেই এইরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে।

দূষীবিষযুক্ত ত্রিমণ্ডলাদি লূতার দংশনে দষ্ট স্থান কৃষ্ণ শ্যাববর্ণ, শোথযুক্ত, জালকাবৃত ও দগ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া অত্যন্ত পাকিয়া উঠে এবং রোগীর জ্বর হয় ও ক্ষত স্থান হইতে ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টবিধ প্রাণ-নাশিকা লূতা কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে সে স্থানে শোথ ও শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত বা পীতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর জ্বর, দাহ, শ্বাস, হিক্কা ও শিরোরোগ জন্মে।

আখুবিষ লক্ষণ।

ইন্দুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে সে স্থান হইতে রক্ত নির্গম হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি, রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রাণনাশক মূষিক-বিষের লক্ষণ।

প্রাণনাশক মূষিক দংশন করিলে মূর্চ্ছা, শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, ক্লেদ, বাধির্য্য, জ্বর, মস্তকের গুরুত্ব এবং লালা ও রক্ত বমন হয় আর উক্ত শোথ মূষিকেরই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কৃকলাস বিষ—কৃকলাসদংশনে কৃষ্ণবর্ণ বা নানাবর্ণ শোথ এবং মোহ ও মলভেদ হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক বিষ।—বৃশ্চিকদংশনে প্রথমতঃ অগ্নির ন্যায় জ্বালা ও ভেদনবৎ বেদনা হয়। এই বিষ দ্রুতগমনে ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়া পশ্চাৎ দষ্ট স্থানে অবস্থান করে। কিন্তু হৃদয়, নাসিকা ও জিহ্বাতে বৃশ্চিকে দংশন করিলে অত্যন্ত বেদনাভিভূত ও বিগলিতমাংস হইয়া রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

কণভ বিষ।—কণভ এক প্রকার কীট, ইহার দংশনে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি এবং শরীরের অবসন্নতা উপস্থিত হয়।

উচ্চিটিঙ্গ বিষ।—উচ্চিটিঙ্গের অর্থাৎ চাঁটা নামে এক প্রকার কীটের দংশনে অত্যন্ত রোমাঞ্চ, শরীর শুব্ধ ও বেদনাযুক্ত হয় এবং বোধ হয়, অঙ্গ সমূহ যেন শীতল জলে নিষিক্ত হইয়াছে।

মণ্ডূক-বিষ।—বিষধর মণ্ডূক স্বভাবতঃ একটী দন্ত দ্বারা দংশন করে। দষ্ট স্থানে পীতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং রোগীর পিপাসা, নিদ্রাধিক্য ও বমি হইয়া থাকে।

মৎস্য বিষ।—বিষধর মৎস্যগণের দংশনে দাহ, শোথ ও বেদনা উপস্থিত হয়।

জলৌকা-বিষ।—বিষধর জলৌকার দংশনে কণ্ডূ, শোথ, জ্বর ও মূর্চ্ছা হয়।

গৃহগোধিকা বিষ।—গৃহগোধিকার (টিক্‌টীকির) বিষে দাহ, শোথ ও সূচী-বিদ্ধবৎ বেদনা হয় এবং স্বেদ-নির্গম হইতে থাকে।

শতপদী-বিষ।—শতপদীর দংশনে বেদনা, দাহ এবং ঘর্ম্ম হয়।

মশক বিষ।—মশক দংশনে কণ্ডূ, কিঞ্চিৎ শোথ ও অল্প বেদনা জন্মে। মশক পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে পার্ব্বত্য মশকের দংশনে লূতাদি অসাধ্য কীটদংশনের ন্যায় বেদনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মক্ষিকা-বিষ।—মক্ষিকার দংশনে স্রাবকারী অথচ শ্যামবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। রোগীর দাহ, মূর্চ্ছা ও জ্বর হইয়া থাকে। সুশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে স্থগিকা নামক মক্ষিকার দংশনে প্রাণ নষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রাদির বিষ।—ব্যাঘ্রাদি চতুষ্পাদ এবং বন্যমনুষ্যাদি দ্বিপাদ জন্তুদিগের নখাঘাত বা দন্তাঘাত দ্বারা শোথ, মাংসপাক ও পূয়স্রাব হয়। ইহাতে রোগীর জ্বরও হইয়া থাকে।

বিষ চিকিৎসা।

এক্ষণে সংক্ষেপতঃ বিষচিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে; তন্মধ্যে অগ্রে স্থাবর বিষের চিকিৎসার বিষয় বলা যাউক। স্থাবর বিষে আক্রান্ত রোগীর পক্ষে বমনই প্রধান চিকিৎসা। অতএব এই বিষে পীড়িত রোগীকে সযত্নে বমন করাইবে। বিষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, তাই সকল রকম বিষরোগেই শীতল পরিষেক হিতকর। উষ্ণগুণ ও তীক্ষ্ণগুণে বিষ অত্যধিক পরিমাণে পিত্তবৃদ্ধি করে, সেইজন্য বমন দিবার পর শীতল জল সেচন করা প্রয়োজন। বিষপীড়িত রোগীকে অবিলম্বে ঘৃত ও মধু দ্বারা বিষঘ্ন ঔষধ পান করাইবে। ভোজনার্থ অম্ল রসাত্মক দ্রব্য ও ঘর্ষণার্থ মরিচ প্রয়োগ করিবে। যে যে দোষের লক্ষণ অধিক পরিমাণে দেখিবে সেই সেই দোষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিপরীত ক্রিয়া করিবে। বিষাক্ত রোগীর ভোজনের জন্য শালি, ষষ্টিক, কোদ্রব, ও কাঙ্গনি ধান্যের তণ্ডুলাদি ব্যবস্থা করিবে এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ শোধন করিবে। শিরীষের মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ একত্র গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। দূষীবিষ-পীড়িত ব্যক্তি স্নিগ্ধ, বমন ও বিরেচনকর দ্রব্য পান করিলে তাহার ঐ দূষী-বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিপ্পলী, রোহিষ তৃণ, জটামাংসী লোধ, এলাচি, স্বর্জ্জিকাক্ষার, মরিচ, বালা, এলাচি ও সুবর্ণ গৈরিক, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দূষী-বিষ বিনষ্ট হয়।

জঙ্গম বিষের চিকিৎসা।

ঘৃত /৪ চারি সের। কল্কার্থ হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দের পাতা, নীলোৎপল, নলমূল, বেতসমূল, গরল, তুলসী, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা অনন্তমূল, শতমূলী, পাণিফল, লজ্জালু, ও পদ্মকেশর, এই সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ষোল সের। এই ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে উহার সহিত /৪ সের মধু মিলিত করিয়া যথামাত্রায় উহার পান, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ কিম্বা বস্তিপ্রয়োগে দুর্জ্জয় বিষ, গরদোষ, যোগজ বিষ, তমকশ্বাস, কণ্ডূ,

মাংসসাদ ও অচেতনতা নষ্ট হয়। ইহার স্পর্শমাত্রে সমস্ত বিষ বিনষ্ট এবং গবকৃত বিকৃতচর্ম্ম প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহার নাম মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃত।

ধুতুরার মূল বা অঙ্কোঠ (আঁকড়) বৃক্ষের মূল কিম্বা বাঁশের মূল দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগকেশর এই গুলি শীতল জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সমুই লতাবিষ নষ্ট হয়। সুপিষ্ট জীরক ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে, পরে উহা মধু দিয়া মাড়িয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিদূরিত হইয়া যায়। সূর্য্যাবর্ত্ত (শূলটা) বৃক্ষের পাতা মর্দন করিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে ক্ষণকাল মধ্যেই বৃশ্চিক দংশন জন্য বিষ বিনষ্ট হয়। নরমূত্র পরিষিঞ্চনে তৎক্ষণাৎই যে, বৃশ্চিক দংশন জ্বালার নিবৃত্তি হয় ইহা শতধা দৃষ্ট ফলপ্রদ।

বিষ বিরহিতের লক্ষণ।

বিষপীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে বাতাদি দোষ ও ধাতুর স্বাভাবিক অবস্থা, অন্ন ভক্ষণে অভিলাষ মলমূত্রেরও যথাযথভাবে নির্গম হয়। তদ্ভিন্ন রোগীর বর্ণপ্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়পটুতা ও মনের প্রফুল্লতা হইয়া সে ক্রমে ক্রমে চেষ্টাক্ষম হইতে থাকে।

(ভাবপ্র° বিষাধিকার)

এতদ্ভিন্ন চরক সুশ্রুতাদি চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহেও বিষ-চিকিৎসার বিবিধ প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না।

পারিভাষিক বিষ।

কূর্ম্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, খাটি বিষই কেবল বিষ নয়, পরন্তু ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বকেও বিষ বলা যায়; সুতরাং সে দুটীও সর্ব্বতোভাবে সযত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদাপরিহরেত্ততঃ॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যও কতকগুলি বিষয়কে বিষ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দুরধীত বিদ্যা, অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন, দরিদ্রের বহু পরিজন, বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী, রাত্রিকালে ভ্রমণ, রাজার অনুকূলতা, অন্যাসক্তা স্ত্রী এবং অদৃষ্ট ব্যাধি, এই সকলই বিষ অর্থাৎ বিষতুল্য।

"দুরধীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্॥
বিষং চঙক্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোঽনুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যরুদ্রো বিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥" (চাণক্য)

পাশ্চাত্যমতে বিষ-লক্ষণ।

বিষ কাহাকে বলে এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের যথেষ্ট আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পদার্থসমূহের অভ্যন্তরে, মানুষের স্বাস্থ্য বা জীবন-নাশকারক যে ক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান থাকে উহাই বিষ। কেহ কেহ বলেন, যাহা দেহসংস্পৃষ্ট হইলে অথবা কোন প্রকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্যের হানি বা জীবন নষ্ট হইতে পারে তাহাই বিষ। সাধারণ লোকের কথা এই যে অতি অল্পমাত্রায় যে পদার্থ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন নাশ করে তাহাই বিষ। ফলতঃ বিষের ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ যথাযথ নহে, কেন না তাহা হইলে উহা অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হয়। অতি অল্পমাত্র কাচচূর্ণ উদরস্থ হইলে তাহাতেও প্রাণনাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা বিষসংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারে না। যে অন্ন আমাদের দেহের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়, দৈহিক অবস্থা বিশেষে বা পরিমাণাধিক্যে উহাও বিষের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। এমন কি, যে বায়ু ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না, সময়বিশেষে ও দেহের অবস্থাবিশেষে সেই বায়ুই স্বাস্থ্যের হানি করে; সুতরাং বিষের যথাযথ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ সহজ ব্যাপার নহে।

কিন্তু আমাদের ভাষায়, ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিমিত্ত অনেকগুলি পদার্থ বিষ-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদার্থ সম্বন্ধেই এস্থলে আলোচনা করা হইবে। পাশ্চাত্য প্রদেশেও বিষ সম্বন্ধে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিষ-বিজ্ঞান "টক্সোলজী" (Toxology) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মেডিক্যাল-জুরিস্-প্রুডেন্স নামক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে বিষবিজ্ঞান একটী প্রধান অঙ্গ। বিষক্রিয়ার লক্ষণ কি এবং সেই সকল দুর্লক্ষণের শান্তিই বা কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ের সবিশেষ পরিজ্ঞান চিকিৎসা-ব্যবসায়িমাত্রেরই একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠে জানা যায়, বিষের ক্রিয়া বিবিধ। এই ক্রিয়া স্থানীয় ও দূরব্যাপিনী। বিষের স্থানীয় ক্রিয়ায় কোন স্থানের চর্ম্মাদি বিদীর্ণ হয়,

বিষের ক্রিয়া

কোথাও প্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা জ্ঞানজনক বা গতিজনক (Sensory or motor) স্নায়ুর উপরে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। দূরব্যাপিনী ক্রিয়া অন্যবিধ। স্পৃষ্ট স্থানে উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে, অথবা নাও পারে; কিন্তু দূরবর্ত্তী দেহ যন্ত্রের উপরে উহার সবিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগের লক্ষণের ন্যায় বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যখন দূরব্যাপিনী ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে

বিষপদার্থ শরীরে শোষিত হইয়াছে। সুতরাং দূরবর্ত্তিনী ক্রিয়া প্রকাশের প্রধানতম সাধন—দেহে বিষশোষণ।

সকল অবস্থাতে বিষের ক্রিয়া একরূপ পরিলক্ষিত হয় না। বিষের মাত্রাধিক্য, দেহে উহার ক্রমোপচয় ও দৈহিক পদার্থ সহ সংমিশ্রণ এবং বিষার্ত্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থানুসারে বিষের ক্রিয়ার তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বিষক্রিয়ার তারতম্য

দৃষ্টান্ত স্থলে অহিফেনের কথাই ধরিয়া লউন, মাত্রার তারতম্যানুসারে কোন স্থলে অহিফেন শ্রেষ্ঠতম ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে, আবার কোনও স্থলে উহাদ্বারা বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। যে মাত্রায় একজন যুবকের পক্ষে উহা মহোপকারী ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া গণ্য হয়, ঠিক সেইমাত্রাই একটি শিশুর পক্ষে সংঘাতক বিষ। শিশুর কথাই বা বলি কেন, যে যুবকের পক্ষে ঐ মাত্রা সময় বিশেষে অমৃতবৎ কার্য্য করে, অবস্থাবিশেষে তাহাই বিষের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। বেরিয়াম নামক পদার্থের রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত সকল প্রকারের প্রস্তুতিই বিষ-ক্রিয়া-প্রকাশক; কেন না ঐ গুলি সমস্তই দ্রবণীয় পদার্থ। কেবল উহার অদ্রবণীয় সালফেটই বিষ-ক্রিয়া-প্রকাশক নহে।

বিশুদ্ধ সায়েনাইড্ (Cyanide) এবং উহার দ্বিগুণ মিশ্রণ মাত্রেই বিষক্রিয়াজনক। কিন্তু পোটাশিয়াম ও দ্বিগুণ সায়েনাইড অব আয়রণ দ্বারা যে প্রাসিয়েট অব পোটাশিয়াম প্রস্তুত হয়, উহা আদৌ বিষক্রিয়াজনক নহে।

আবার দেহের স্থানবিশেষের সহিত সংস্পর্শ ও সংযোগ দ্বারা বিষের ক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য হইয়া থাকে। চর্ম্মের উপরে বিষ সংস্পৃষ্ট হইলে উহা সহজে শোষিত হইতে পারে না। শ্লেষ্মধর কলায় (mucous membrane) তদপেক্ষা সহজে শোষিত হয়, আবার ইহার নিম্নস্থ রক্তরসধর কলায় বিষ সংযুক্ত হইলে অবিলম্বে উহা শোষিত হইয়া থাকে। অসভ্যেরা বাণের অগ্রভাগে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। ঐ বিষ কোন প্রকারে উদরস্থ হইলেও তাহা হইতে আদৌ কোন বিষ ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু উহা রক্তের সহিত সংযুক্ত হওয়া মাত্রই সংঘাতক হইয়া উঠে।

আবার ব্যক্তিবিশেষের সাত্ম্যের (Idiosyncrasy) উপরে বিষক্রিয়ার যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মুগের দাইল খাইলে কাহারও আমাশয় হয়, দুধ ও ঘৃত অতি প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইলেও কাহারও কাহারও পক্ষে উহা অসুখকর ও অসহ্য হইয়া উঠে। কোন কোন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিয়া থাকে, তাহাতে বিষলক্ষণের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আর্সেনিক বা শিমূলক্ষার অতি ভয়ানক বিষ। ইহার অত্যল্প মাত্রা সেবনেও ওলাউঠার ন্যায় বিষলক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেহ কেহ অভ্যাসের গুণে অনায়াসে প্রচুর পরিমাণেও এই বিষ সেবন করিয়া থাকে।

আবার এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন পীড়ায় কোন কোন বিষের ক্রিয়া দেহে প্রকাশ পাইতে পারে না। ধনুষ্টঙ্কারে প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলেও উহাতে সহসা বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। কোন কোন জ্বরে পারদের বিষক্রিয়া দেহে প্রতিফলিত হয় না। আবার অপরপক্ষে কোন কোন পীড়ায় অতি অল্পপরিমাণ বিষবৎ পদার্থও ভীষণ বিষলক্ষণ প্রকাশ করে। কেন না তদবস্থায় উহা সহসা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপযুক্ত পথ পায় না।

আয়ুর্ব্বেদে বিষের যে প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে; পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বিষের শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী সেরূপ নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, বিষের শ্রেণীবিভাগ করা বড় সহজ নহে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিষের শ্রেণীবিভাগের নিমিত্ত অনেক প্রকার যত্ন করা হইয়াছে, কিন্তু এখনও উহা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানে নিখিল বিষসমূহকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা:—

বিষের শ্রেণীবিভাগ

(১) করোসিভস (Corrosives) বা দেহতন্তুর অপচায়ক।
(২) ইরিট্যান্ট্স্ (Irritants) বা উগ্রতাকারক।
(৩) নিউরোটিকস্ (Neurotics) বা স্নায়বীয় বিকৃতিবর্দ্ধক।
(৪) গ্যাসিয়াস (Gaseous) বা বায়বীয় বিষ।

১। দেহতন্তুর অপচয়কর বিষসমূহ।

এই শ্রেণীর বিষ সকলের মধ্যে পারদ ঘটিত দ্রব্য গুলিই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সলফিউরিক্ এসিড্, নাইট্রিক এসিড্, হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ অক্জালিক্ এসিড্ কার্ব্বনিক এসিড্, পোটাশ, সোডা, এমোনিয়া, বাইসলফেট অব্ পোটাস, ফটকারী, এণ্টিমণি, নাইট্রেট অব্ সিলভার এবং ক্ষার পদার্থের বিবিধ কার্ব্বনেট সমূহও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সকল বিষ দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। কোন প্রকার পদার্থ গলাধঃকরণ হওয়ার পরেই মুখে, মুখ গহ্বরের নিম্নে, তালুতে ও আমাশয়ে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয়। ক্রমে এই জ্বালা সমগ্র অঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতঃপর দুর্নিবার্য্য বমনের উপদ্রব দেখা দেয়। খনিজ এসিড্ অথবা অক্জালিক এসিড সেবনে যে বমি হয়, সেই বমির উদ্গত পদার্থগুলি পাকাঘরের মেঝের উপরে পড়িলে উহাতে এসিডের ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ

ঐ স্থানে বুদ্বুদ্ উঠিতে থাকে। এই বমিতেও কোন প্রকার শান্তিবোধ হয় না। বমির সহিত রক্তের কণা দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অন্নবহানালীর গাত্র এই বিষে অপচিত হইয়া উহার ঝিল্লিগুলি পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট ও বিচ্যুত হয় এবং বাস্ত পদার্থের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া পড়ে। বায়ুতে উদরাধ্মান হয়। উদরের উপর হাত দিলে রোগীর পক্ষে উহা অসহ্য হইয়া উঠে। ভয়ঙ্কর জ্বর হয়। মুখের মাংসাদিতে অনেক স্থলেই স্পষ্টতঃ ক্ষত দেখা দেয়। বিষের পরিমাণ অধিক হইলে অতি অল্পক্ষণেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না ঘটিলেও মুখে ও অন্ত্রে ক্ষতাদি হইয়া নিদারুণ যাতনায় ক্লেশভোগ করিতে করিতে অনশনে রোগীর দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

এই সকল বিষপীড়িত রোগীর চিকিৎসার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে অন্ননালী ও আমাশয়ের ধৌতি প্রধান প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ সুকোমল সাইফন-নলিকা যন্ত্রের (Soft Siphon tube) দ্বারা আমাশয় ধৌত করার ব্যবস্থা করেন। বিষের ক্রিয়ায় আমাশয়ের প্রাচীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; সুতরাং সেস্থলে "ষ্টমাক পাম্প" ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। স্নিগ্ধকারক পানীয়, বার্লীর জল এবং অহিফেন ঘটিত ঔষধাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন বিষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্য বিষচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। যদিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার বিষেই প্রায় সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বিষ দ্রব্যবিশেষে চিকিৎসার দ্রব্যাদি ও প্রয়োগ প্রকার স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় প্রধান ও বহুল প্রচারিত বিষদ্রব্যের চিকিৎসা-প্রণালীর উল্লেখ করা যাইতেছে :—

চিকিৎসা

(১) করোসিব সবলিমেট।—করোসিব সবলিমেটকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় রসকর্পূর বলা যাইতে পারে। কিন্তু রসকর্পূর বিশুদ্ধ করোসিব সবলিমেট নহে, উহাতে প্রচুর পরিমাণে কালোমেল বিমিশ্রিত থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় কোন কোন ঔষধে রসকর্পূরের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের রসকর্পূরে কালোমেল ও করোসিব সবলিমিটের পরিমাণের স্থিরতা নাই। কিন্তু উহাতে যখন করোসিব সবলিমেটের পরিমাণ অধিক থাকে, তখন ঐ পদার্থের অতি অল্পমাত্রা ব্যবহার করিলেও ভয়ানক বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রেও করোসিব সবলিমেট বিবিধ রোগে হাইড্রার্জ্জ পারক্লোরাইড নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা এক গ্রেণের ৩২ ভাগ হইতে ১৬ ভাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু রসকর্পূর ৮ গ্রেণ মাত্রাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসকর্পূরে হাইড্রার্জ্জ পারক্লোরাইডের ভাগ অপেক্ষাকৃত অনেক কম থাকে বলিয়াই এইরূপ মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে। এক গ্রেইন করোসিব সবলিমেট সেবনে মানুষের মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রতিষেধক ঔষধ ডিম্বের অণ্ডলাল পদার্থ। ডিম্বের অণ্ডলাল জলে গুলিয়া তৎক্ষণাৎ সেবন করাইলে বিষ শোধিত হইতে পারে না। প্রচুর পরিমাণে পুনঃপুন ডিম্বের অণ্ডলাল সেবন করাইয়া বমিকারক ঔষধের দ্বারা বমন করান বিধেয়।

(২) খনিজ এসিড—সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি খনিজ এসিড সমূহ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ক্ষার, ক্ষারকার্ব্বনেট ও চক্ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন করান কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা এসিডের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

(৩) অক্জালিক এসিড—অক্জালিক এসিড ভয়ঙ্কর বিষ। ইহাতে ১৫ মিনিটে বা ৩০ মিনিটে লোকের মৃত্যু হইতে পারে। অক্জালিক এসিড খনিজ নহে, উদ্ভিজ্জ। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের উপরেই ইহার বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। এই বিষ সেবন মাত্রই রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহার দ্বারা বিষার্ত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে বমিকারক ঔষধ দেওয়া বিধেয়। তৎপরে চাখড়ি ব্যবহার করিলে অক্জালিক এসিডের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়।

(৪) ক্ষারদ্রব্য—পোটাস, সোডা, এবং ইহাদের কার্ব্বনেট ও সালফাইড সেবনেও খনিজ এসিডের ন্যায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অধিকন্তু এই সকল দ্বারা দেহে বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে তৎসঙ্গে অতিসারও উহার একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অম্লদ্রব্য সেবন দ্বারা এই অবস্থায় প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

(৫) কার্ব্বলিক এসিড্—ইহাও একটী ভয়ঙ্কর বিষ। এই বিষ দেহের যে স্থানে স্পৃষ্ট হয়, সেই স্থানই দেখিতে দেখিতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, দেহতন্তু সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্নায়ুকেন্দ্রে বিষের ক্রিয়া সত্বরে প্রকাশ পায়, এই নিমিত্ত রোগী সহসা অচেতন হইয়া পড়ে। ইহার সবিশেষ লক্ষণ এই যে, এই বিষ সেবনের পরে প্রস্রাব ঘোর সবুজ বর্ণে পরিণত হয়। ইহার প্রতিকার চুণের জলে চিনি মিশাইয়া সরবত করিয়া রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিতে দেওয়া বিধেয়। সালফেট অব সোডা জলে দ্রব করিয়া সেবন করিতে দিলেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

উগ্রতাজনক বিষ।

উগ্রতাজনক বিষসমূহ উৎপত্তিস্থলভেদে ত্রিবিধ—ধাতব, জঙ্গম ও উদ্ভিজ্জ। এই শ্রেণীর বিষ সেবনে বা গাত্র স্পর্শে স্পৃষ্ট স্থানে প্রদাহ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্পৃষ্ট স্থল রক্তরসাদির দ্বারা স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া উঠে। ধাতব উগ্রতাজনক বিষের

মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে আর্সেনিকের নাম উল্লেখের যোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় আর্সেনিক শঙ্খ-বিষ নামে অভিহিত। চলিত বাঙ্গালায় ইহা শেঁখো বিষ নামে প্রসিদ্ধ।

শেঁখোবিষ, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, দস্তা ও ক্রোমিয়াম প্রভৃতিও ধাতব বিষের অন্তর্ভুক্ত। উগ্রতাজনক উদ্ভিজ্জ বিষসমূহের মধ্যে ইলেটেরিয়াম, গাম্বোজ, মুসব্বর, কলোসিন্থ ও জয়পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জঙ্গম বা জৈব উগ্রবিষপদার্থসমূহের মধ্যে কান্থারিক্সই প্রধানতম।

উদ্ভিদ্ ও জান্তব উগ্রতাজনক বিষ খাদ্য দ্রব্য হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে, আবার ব্যাক্টেরিয়া (জীবাণু বিশেষ) দ্বারাও দেহে বিষ সঞ্চারিত হয়। করোসিব বা দৈহিক উপাদান-বিধ্বংসি বিষ অপেক্ষা উগ্রতাজনক বিষসমূহ দেহে অতি ধীরে ধীরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই জাতীয় বিষ গলধঃকরণ হইলে মুখে ও উদরে জালা অনুভূত হয়। পেটে হস্ত স্পর্শ করিলে তাহাতেও রোগী বিশেষ ক্লেশানুভব করে। বমি, বিবমিষা ও পিপাসা উপস্থিত হয় এবং পেট ফাঁপে। বমির পরেই অতিসার দেখা দেয়। ইহাতেও বিষ বহিষ্কৃত না হইলে প্রাদাহিক জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরে অচৈতন্যাবস্থায় রোগীর মৃত্যু হয়। এই শ্রেণীর বিষের ক্রিয়ার সহিত কতিপয় রোগের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; যেমন আমাশয় প্রদাহ (gastritis), আমাশয়িক ক্ষত, শূল (Colic), উদর ও অন্ত্রাবরক প্রদাহ (Peritonitis) ও ওলাউঠা হইয়া থাকে।

১। আমরা সর্ব্ব প্রথমে শেঁখো বিষের কথাই বলিতেছি। যে সকল বিষ দ্বারা মানুষের আমাশয়ে ও অন্ত্রাদিতে উগ্রতা জন্মে, তন্মধ্যে শেঁখো বিষই প্রধান। শেঁখো বিষের নানা প্রকার প্রস্তুতি আছে। যে নামে বা যে ভাবে তাহা প্রস্তুত হউক না কেন, তাহার অত্যল্প মাত্রাও মনুষ্যের পক্ষে নিদারুণ। ইহার এক গ্রেণ মাত্রাতেও মৃত্যু ঘটিতে পারে। আর্সেনিক দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই বিষলক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। দেহ নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ হয়, অতঃপর জ্বালা অনুভূত হইয়া থাকে। বমি হইতে থাকে, যাহা কিছু মুখে করা যায় তৎক্ষণাৎ তাহা বমির সহিত পড়িয়া যায়। এই বমিতেও আমাশয়ের যাতনা বা ভারিত্ববোধ তিরোহিত হয় না। দাস্ত ও তাহার সহিত রক্ত নির্গত হয়। ঘর্ম্ম ও পিপাসা হয়, নাড়ীর স্পন্দনের দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিতভাব দেখা যায়। আঠার ঘণ্টা হইতে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে বিষাক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। শেঁখো বিষের বিষক্রিয়া ও ওলাউঠার লক্ষণ সাধারণতঃ এক প্রকার। শেঁখো বিষের বিষক্রিয়ার লক্ষণের মধ্যে উল্লিখিত লক্ষণ গুলিই সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

ইহার প্রতিকারের বিধান,—ষ্টমাক-পাম্প নামক নলবিশেষ দ্বারা আমাশয় ধৌত করা অত্যন্ত আবশ্যক। সর্ষপ চূর্ণ গরম জলে মিশাইয়া পান করাইলে তাহা দ্বারা বমি হয় এবং উদরস্থ বিষ বহিষ্কৃত হইয়া যায়। দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি পান করিতে দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা প্রদাহ প্রশমনের সহায়তা হইতে পারে। ম্যাগনেসিয়া ইমাল্‌সন্ অথবা ডায়েলাইজ্‌ড্ আইরণ নামক ঔষধও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

শেঁখো বিষের ধূমাতে বা আঘ্রাণেও বিষক্রিয়া জন্মিতে পারে। তাহার ফলে চক্ষু ও অন্ত্রের প্রদাহ এবং তজ্জনিত উদরাময় প্রভৃতি পীড়া পরিলক্ষিত হয়। শেঁখো বিষ সেবনে অভ্যাসিত লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অধিক পরিমাণে শেঁখো বিষ সেবন করিয়াও অবলীলাক্রমে উহা সহ্য করিতে পারে। উগ্রতাজনক বিষসমূহের মধ্যে শেঁখো বিষের ক্রিয়া অতি ভয়ানক।

২। সীসক—সীস ধাতুতে যে সকল বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সকল লক্ষণ সবিশেষ সাংঘাতিক নহে এবং সহসা তাহাতে রোগীর মৃত্যুও ঘটে না। জীবদেহে সীসের বিষ অতি ধীরে ধীরে কার্য্য করে। তাহার ফলে পক্ষাঘাত ও শূলরোগ জন্মে। চিত্রকর ও প্লাম্বার প্রভৃতিকে সীসের বিষে নিপীড়িত হইতে দেখা যায়। সীস-শূল একটী অতি কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহাতে নাভির পার্শ্বে প্রবল বেদনা হয়, দুর্নিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগে রোগী যাতনা পায়। মাড়ীর ধারে কৃষ্ণবর্ণ দাগসমূহ পরিলক্ষিত হয়। রেচক ঔষধ অহিফেন এবং আইডাইড্ অব পোটাসিয়াম প্রভৃতি দ্বারা সীসক বিষের প্রতিকার করা হয়।

সীসক বিষের আর একটী লক্ষণ এই যে, উহাতে হাত কাঁপে ও হাত অবশ হইয়া যায় এবং বাহু শুষ্ক হইয়া পড়ে। তড়িৎযন্ত্র-সংযোগে ইহার প্রতিকার করা হইয়া থাকে। পোটাসিয়াম আইডাইড সেবন করান বিধেয়। বলকারক ঔষধসমূহও ব্যবস্থেয়। এই সকল প্রক্রিয়ায় প্রতিকার না হইলে দৈহিক যন্ত্রাদি ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া রোগীর জীবননাশ হয়।

তামা—তাম্রও এক ভীষণ বিষ। তামা হইতেই তুঁতিয়ার উৎপত্তি। তুঁতিয়া উদরস্থ হইলে বমির উপদ্রব আরম্ভ হয়। একতোলা পরিমিত তুঁতিয়াতেও বিষ ক্রিয়া ঘটে। শিশুদের পক্ষে অল্প মাত্রাও অহিতকর। বমিই তুঁতিয়ার প্রধান লক্ষণ। উদ্বান্ত পদার্থ গুলি তুতিয়ার বর্ণ ধারণ করে। মাথাধরা, পেটে ব্যথা ও উদারময় প্রভৃতি তুতিয়ার বিষলক্ষণ। তুতিয়ায় শূল ব্যথার ন্যায় ব্যথাও অনুভূত হয় এবং হাতে ও পায়ে খেচুনী আরম্ভ হইয়া থাকে। দুই ড্রাম মাত্রা তুতিয়া উদরস্থ হওয়াতে অনেকের এই দুর্লক্ষণ দেখা গিয়াছে। তুতিয়ার বিষে ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। চিকিৎসকেরা বমি করাইবার

উদ্দেশ্যে ৩৪ গ্রেইন তুতিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। বমির সঙ্গে তুতিয়ার বিষও দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যদি কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকে তবে ষ্টমাক পাম্প দ্বারা আমাশয়াদি পরিষ্কৃত করিয়া স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। জিঙ্ক্ ও বেরিয়াম প্রভৃতিও উগ্র বিষের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতদ্দ্বারা বমি ও উদরাময় প্রভৃতি বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৫। বাইক্রোমেট-অব-পটাশ—ভয়ানক বিষ। ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এবং সর্ব্বত্র পাওয়াও যায় না। এই বিষ দ্বারাও অন্ত্রপ্রদাহজনিত উদরাময় ও আমাশয়প্রদাহ-জনিত বমির উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

(৬) ফসফরাসও বিষ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার যথেষ্ট দাহকতা শক্তি আছে। অস্থির উপরেই ইহার বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহা উদরস্থ হইলে আমাশয়ে ও অন্ত্রে জ্বালা ও বেদনা অনুভূত হয়, বমি ও অতিসার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ফসফরাস দ্বারা এই সকল দুর্লক্ষণ ঘটিয়াছে কি না, অন্ধকার গৃহে বমি গুলি লইয়া গেলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। বমির সহিত যে ফসফরাস বহির্গত হয় অন্ধকারে তাহা উজ্জ্বল দেখায়।

ফসফরাসের বিষে যকৃৎ খারাপ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য কামলারোগ জন্মে। তার্পিণতৈলই এই বিষের প্রতিষেধক বলিয়া গণ্য। ৩০ ফোটা পরিমাণ তার্পিণ তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। অবস্থাভেদে ৬০ ফোঁটাও ব্যবহার করা যায়। শিশু সন্তানগুলি ম্যাচ বা বিলাতী দেশলাইর কাঠি মুখে দিয়া এই বিষ উদরস্থ করে।

(৭) জয়পালের তৈল ও ইলেটেরিয়াম প্রভৃতি দ্বারাও ওলা-উঠার ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(৮) জান্তব বিষের মধ্যে ক্যান্থারিজ বিশেষ কষ্টদায়ক। ইহাতে বমি হয়, প্রস্রাব করিতে জ্বালা ও ক্লেশানুভব হয়। এমন কি, অনেক স্থলে আদৌ প্রস্রাব হয় না। ক্যান্থারিজ উদরস্থ হইলে স্বতঃই বমি হয়। স্নিগ্ধ পানীয় পান এই অবস্থায় উপাদেয়। অহিফেন ইহার প্রতিকারের একটা প্রধান ঔষধ। অধোদেশে অহিফেনের সার (মর্ফিয়া) পিচকারী সহযোগে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে মূত্রনালীর উপদ্রবের শান্তি হয়।

স্নায়ুবিকারী বিষ (Neurotics)

এক শ্রেণীর বিষ স্নায়ুবিকার জনক। যে সকল বিষকে এই শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে সেই সকল বিষের পরস্পরের ক্রিয়ার এত পার্থক্য আছে যে, তাহাদের বহুল উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এস্থলে এই সকল বিষের শ্রেণীবিভাগ না করিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান দ্রব্যের নামোল্লেখ ও বিষ-লক্ষণাদি বিবৃত করা যাইতেছে।

১। প্রাসিক বা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—হাইড্রো-সিয়ানিক এসিড অতি ভয়ঙ্কর বিষ। বিদ্যুৎ যেমন আশুপ্রাণ সংঘাতক, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। ঔষধের দোকানে যে হাইড্রো-সিয়ানিক এসিড ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, উহা বিমিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং উহাতে সাধারণতঃ শত করা ২ ভাগ খাটি হাইড্রোসিয়ানিক এসিড আছে। এই পরিমাণের হাইড্রো-সিয়ানিক এসিডই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ঔষধার্থ যে হাইড্রো সিয়ানিক এসিড ব্যবহৃত হয়, উহার মাত্রা পাচ মিনিমের অধিক নহে। এক ড্রামের কম মাত্রা সেবনেও ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সমগ্রদেহে ইহার বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; মুহূর্ত্তমাত্র শ্বাসকষ্ট অনুভূত হওয়ার পরেই হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া পড়ে। চক্ষের মণি প্রসারিত, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভয়ানকভাবে আক্ষিপ্ত এবং শ্বাসের গতি অনিয়মিতরূপে প্রবাহিত হয়, বদনমণ্ডল নীলাভ বর্ণ ধারণ করে। মাংসপেশী সকল অসাড় হওয়ায় বিষপীড়িত ব্যক্তি আর মুহূর্ত্তের তরেও আপন বশে বসিয়া থাকিতে পারে না। অতঃপর প্রবল শ্বাসকষ্ট, নাড়ীলোপ এবং দেহের সর্ব্ব-প্রকার ক্রিয়া রোধ হইয়া যায়। এ অবস্থায় অবিলম্বেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। হাইড্রোসিয়ানিক এসিডের গন্ধ মৃত ব্যক্তির মুখ ও দেহ হইতে উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে।

প্রতিকারের ব্যবস্থা—উগ্র এমোনিয়ার আঘ্রাণ লইতে এবং পর্য্যায় ক্রমে শীতল ও ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে হস্তসঞ্চালন দ্বারা রক্তসঞ্চালনের এবং কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালনের উপায় বিধান করাই ইহার প্রতিকার। চর্ম্মের নীচে এট্রোপিনের পিচকারী দ্বারাও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজিত করা যাইতে পারে এবং তাহাতে উপকারও হইতে পারে।

(২) অহিফেন—অহিফেন এদেশের আত্মহত্যার এক প্রধান-তম বিষ। ঔষধার্থেও অহিফেনের বিবিধ প্রকার প্রস্তুতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে মর্ফিয়াই সর্ব্বপ্রধান। মর-ফিয়া অহিফেনের সার। অহিফেন হইতেই এপোমরফাইন, কোডিন, এপোকোডিন, নারসিন, নারকোটিন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বিষজনক সার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে এম্প্লাষ্ট্রাম অপিয়াই, একষ্ট্রক্ট অপিয়াই, একষ্ট্রক্ট অপিয়াই-লিকুইড্রাম, টিং অপিয়াই প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ডোভার্স

পাউডার প্রভৃতি আরও বহুবিধ ঔষধের সহিত সংমিশ্রিত অহি-ফেনজাত ঔষধ পাশ্চাত্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

মরফিয়া হইতেও অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ওলিয়াম মর্ফিয়া, মর্ফিণী এসিটাস্, লাইকর মর্ফিয়া এসি-টেটিস, মর্ফিণী হাইড্রোব্রোমাইডম্, মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইড্, লাইকার মর্ফিয়া হাইড্রোক্লোরাইড্, লিংটাস মরফিণী, ট্রচিসাই মর্ফিণী, মরফিণী মিকোনাস, লাইকার মর্ফিণী বাইমেকোনেটিস্ মরফিণী সালফাস, লাইকার মরফিণী সালফেটিস্, মর্ফিয়া টারট্রাস, লাইকর মরফিয়া টারট্রাস্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত অধুনা মরফিয়া হইতে ডাই-ওনিন, হিরোইন্ ও পেরোইন্ প্রভৃতি আরও কতকগুলি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

অহিফেন পূর্ণ বয়স্কের পক্ষেও দুই গ্রেণের অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা বিধেয় নহে। মরফিয়ার মাত্রাও সাধারণতঃ এক তৃতীয়াংশ গ্রেইণ। হিরোইন্ প্রভৃতি আরও কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এক গ্রেণের এক দ্বাদশাংশ মাত্রায় হিরোইন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অভ্যাসের ফলে, অহিফেন ও মরফিয়া কেহ কেহ খুব অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকে। বালকদের পক্ষে অহিফেন ভয়ানক বিষ। অতি অল্প মাত্রাতেও উহারা অচেতন হইয়া পড়ে। শিশুদের পক্ষে ইহা আদৌ ব্যবহার্য্য নহে। অহিফেনের বিষে প্রথমতঃ মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হয়, মুখমণ্ডল নীলাভ হইয়া উঠে, রক্তসঞ্চালনে বাধা উপস্থিত হওয়াই এইরূপ নীলিম-ভাবের কারণ। চক্ষুর মণি নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। চর্ম্ম বিশুষ্ক ও গরম হয়। শ্বাস মন্দ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে থাকে, এ অবস্থায় মাথা ধরিয়া নাড়িলে অথবা কাণের নিকট উচ্চ শব্দ করিলে চৈতন্য সম্পাদিত হয়। এই অবস্থাতেও যদি বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট না হইয়া যায়, তবে ঘোরতর তন্দ্রা উপস্থিত হয়, তখন কোন প্রকারেই আর চৈতন্য সম্পাদন করা যায় না। ঘর্ম্ম হইতে থাকে। শ্বাসগতির বৈষম্য উপস্থিত হয়, নাড়ী দ্রুত গতিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অবশেষে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা—ইহার প্রথম চিকিৎসা, বমি করান। ষ্টমাক পাম্পের সাহায্যে এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। বিষপীড়িত ব্যক্তি যাহাতে ঘুমাইয়া না পড়ে তজ্জন্য উহাকে ইতস্ততঃ হাটাইতে হয়। বক্ষের উপরে পর্য্যায়ক্রমে গরম ও শীতল জলের ডুস প্রয়োগ করা বিধেয়, কাণের নিকট সর্ব্বদা উচ্চ শব্দ করিয়া স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত রাখিতে হয়। ভিজা গামছা দ্বারা হাত ও পা আঘাত করা কর্ত্তব্য। তাড়িত প্রবাহ প্রয়োগেও উপকার হইয়া থাকে। দেহে হস্ত-সংঘর্ষণ করিয়া রক্তসঞ্চালন সংরক্ষণ করা কর্ত্তব্য। এমোনিয়া ও আলকোহল পানীয় রূপে ব্যবহার্য্য। কফির পানীয়ও উপকার-জনক। শ্বাসগতিতে বৈষম্য উপস্থিত হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালনের উপায় করিতে হয়। এট্রোপিয়া পূর্ণমাত্রায় ত্বকের নিম্নে প্রক্ষেপ (Hypodermic injection) করিলে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ষ্ট্রীকনিয়াও অহিফেন বিষের প্রতিষেধক।

৩। ষ্ট্রীক্‌নাইন—ইহা উদ্ভিজ্জ বিষ। বিবিধ উদ্ভিদ হইতে ষ্ট্রীকনিয়ার উৎপত্তি হয়। কুচিলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ষ্ট্রীক-নিয়া আছে। ধনুষ্টঙ্কারে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ষ্ট্রীক-নিয়া বিষের লক্ষণও তাদৃশ। ইহাতে অঙ্গুলী, গুল্‌ফ, উদর, হৃদয়, বক্ষ, ও গলদেশ আকৃষ্ট হওয়ায় রোগীর দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়, হনুরোধ হইয়া থাকে, গলার পশ্চাৎভাগ কঠিন হইয়া উঠে, রোগী ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া আক্ষিপ্ত হয়। কিয়ৎক্ষণ বিরামের পরে আবার এই লক্ষণ উপস্থিত হয়। একটুকু সঞ্চালনে বা অপরের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ উক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন হইয়া পড়ে, যন্ত্রাদির ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়, রোগী অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রতিকার—হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল ও ক্লোরোফরম প্রয়োগে এই বিষের চিকিৎসা করা বিধেয়।

৪। একোনাইট—ইহাও উদ্ভিদ্‌বিষ। একোনাইট অতি ভয়ঙ্কর বিষ। ইহার এক গ্রেণের ষোল ভাগের এক ভাগেও লোকের মৃত্যু ঘটে। ইহাতে শরীরে জ্বালা ঝিম্‌ঝিমানি ভয়ানক বমি, স্নায়ুমণ্ডলীর গতি ও জ্ঞানক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়, হৃৎ-পিণ্ড অবসন্ন হইয়া পড়ে, মূর্চ্ছায় রোগীর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কখনও জ্ঞানের বৈষম্য ঘটে না।

প্রতিকার—ডিজিট্যালিস একোনাইটের বিষক্রিয়ার বিনা-শক। সুতরাং ডিজিট্যালিন নামক বীর্য্য, চর্ম্মের নীচে প্রক্ষেপ করিয়া ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

৫। বেলেডোনা—ধুতুরা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ্‌বিষ। ইহাতে চক্ষুর মণি প্রসারিত, নাড়ীর গতি দ্রুত; চর্ম্ম উত্তেজিত ও উষ্ণ, গলায় ক্ষত, কোন দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে নিদারুণ ক্লেশবোধ, নিরতিশয় পিপাসা ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার বীর্য্যের নাম—এট্রোপিন।

প্রতিকার—ষ্টমাক পাম্প দ্বারা বিষ বহিষ্কৃত করিতে হয়। মর্ফিয়া ইহার প্রতিষেধক। অধস্ত্বকে মর্ফিয়ার প্রক্ষেপ (Hypo-dermic injection) দ্বারা ইহাতে যথেষ্ট উপকার হয়।

বায়বীয় বিষ।

১। ক্লোরিণ ও ব্রোমিন্—এই দুই বায়বীয় বিষ ভয়ানক উগ্রতাজনক। নিঃশ্বাসের সহিত এই দুই বায়বীয় বিষ কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে, কণ্ঠনালীতে ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপাদন করে। ইহা দ্বারা অচিরে মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার—এমোনিয়ার বাষ্প আঘ্রাণ উপকারজনক।

২। হাইড্রোক্লোরিক এসিড-গ্যাস—হাইড্রোক্লোরিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই উভয় পদার্থের গ্যাসই উগ্রতাজনক এবং সংঘাতক। শিল্পাদির কারখানায় সময়ে সময়ে এই বিষে বিষাক্ত হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতিক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ।

৩। সালফারাস এসিড-গ্যাস—গন্ধক জ্বালাইলে তাহা হইতে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। ইহা উগ্রতাজনক ও শ্বাসরোধক। এতদ্দ্বারাও কণ্ঠনালী আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এমোনিয়ার বাষ্প আঘ্রাণ দ্বারা প্রতিক্রিয়া বিধেয়।

৪। নাইট্রাস্ ভেপার—গ্যালভানিক ব্যাটারী হইতে এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বাষ্প ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইলে ফুসফুসপ্রদাহ জন্মে এবং অচিরেই মৃত্যু ঘটে।

৫। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস—ইহা বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী এবং বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণসংঘাতক হইয়া থাকে। কাষ্ঠাদি জ্বালানের সময়েও এই বিষপদার্থ উৎপন্ন হয়। এই ভীষণ বিষবায়ু দেহে প্রবিষ্ট হইলে অচিরেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। পুরাতন কূপাদি ও আবদ্ধ নর্দ্দমাদিতে এই বিষ সঞ্চিত থাকে। তাদৃশ স্থলে প্রবিষ্ট ব্যক্তি এই বিষে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃহে কেরোসিনাদি জ্বালাইয়া বায়ুপ্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়া গৃহে অবস্থান করিলে এই বিষ অধিক পরিমাণে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সদ্য সদ্যই প্রাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রতিকার—বক্ষে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ জলধারা প্রয়োগ, দৈহিক রক্তসঞ্চালনের নিমিত্ত হস্তদ্বারা দেহ সংঘর্ষণ এবং কৃত্রিম শ্বাসের উপায় সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৬। কার্ব্বনিক অক্সাইড গ্যাস—ইহাতে বিশুদ্ধ কার্ব্বনিক এসিড থাকাতেই এতদ্দ্বারা বিষলক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। কার্ব্বনিক অক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সহিত দৃঢ়রূপে বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। উহাতেই মৃতদেহের রক্তের বর্ণ অধিকতর সমুজ্জ্বল দেখায়। ইহার প্রতিক্রিয়া পূর্ব্ববৎ। কার্ব্বন-মনক্সাইড মিশ্রিত বায়ু আঘ্রাণে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

৭। কোল গ্যাস—ইহাদ্বারা শ্বাসরোধ ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহার চিকিৎসাও কার্ব্বনিক এসিডের বিষ চিকিৎসার ন্যায়।

৮। সলফারেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাস—ইহা ভয়ঙ্কর বায়বীয় বিষ। এই বিষবায়ু ঘনীভূত মাত্রায় দেহে প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইয়া থাকে। শ্বাসরোধ ইহার প্রধান লক্ষণ। বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়া দেহে প্রবিষ্ট হইলেও এতদ্দ্বারা শূল, বিবমিষা, বমি ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্বাসমন্দতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি দুর্লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। রক্তের লালকণিকাগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় হস্তদ্বারা দেহঘর্ষণ, উষ্ণতাপ্রয়োগ এবং উত্তেজক ঔষধাদি ব্যবহার্য্য। কেহ কেহ মনে করেন, ক্লোরিন্‌গ্যাস যখন রাসায়নিক হিসাবে সালফারেটেড্ হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী, তখন এই ক্লোরিণ গ্যাসের ঘ্রাণের দ্বারা উহার বিষক্রিয়া নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু ক্লোরিন্‌গ্যাস প্রয়োগের সময়ে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ক্লোরিন্‌গ্যাস নিজেও ভয়ানক বিষ। সুতরাং কোনমতেই যেন অধিক মাত্রায় বা অসাবধানভাবে উহার ব্যবহার না হয়।

৯। নাইট্রস অক্সাইড ও ক্লোরোফরম প্রভৃতি সকল দ্রব্য স্পর্শ ও চৈতন্যাপহারক এবং সেই উদ্দেশ্যেই উহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বাসরোধ সংঘটন করাই এই সকল বিষের কার্য্য।

প্রতিকার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস ও তাড়িত প্রবাহ দ্বারা এই অবস্থার প্রতিকার করা বিধেয়।

১০। হাইড্রোকার্ব্বন সমূহের বাষ্প—বেন্‌জোলিন, পিট্রোলিয়াম প্রভৃতি হইতে যে বায়বীয় পদার্থ উদ্গীর্ণ হয়, তদ্দ্বারাও বিষক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল বায়বীয় বিষে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার—কৃত্রিম শ্বাসপ্রণালী অবলম্বন ও তাড়িত প্রবাহ এই অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা।

দৈহিক বিষ।

জীবদেহের অভ্যন্তরেই বহুল বিষপদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুনিপুণা দেহ-প্রকৃতি স্বীয় সুবিধানের দ্বারা প্রতিনিয়ত সেই সকল বিষ দেহ হইতে অপসারিত করিয়া জীবদিগকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করিতেছে। এই সকল বিষের

কার্ব্বনিক এসিড

মধ্যে আমরা কার্ব্বনিক এসিডের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি। বলা বাহুল্য যে দেহস্থ কার্ব্বনিক এসিড অতি সংঘাতক পদার্থ। ফুসফুস্ ও চর্ম্মপথে কার্ব্বনিক এসিড অনেক পরিমাণে বহির্গত হয় বলিয়া আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন অব্যাহত থাকে। কোন কারণে কার্ব্বনিক এসিডের নির্গম অবরুদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ দেহ রাজ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় এবং সহসা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অপর বিষ-পদার্থ ইউরিয়া (Urea)। বৃক্ক নামক মূত্র-কারক যন্ত্রদ্বয় অবিরত দেহ হইতে মূত্রপথে এই বিষ শরীর হইতে অপসারিত করিয়া দিতেছে। যদি কোন কারণ বশতঃ দৈহিক রক্তের সহিত এই পদার্থ অধিক পরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী অচেতন এবং ঘোরতর তন্দ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে ও তাহাতে প্রায়শঃই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইউরিয়া

অপরবিষ—পিত্ত। দেহের রক্তের সহিত পিত্ত বিমিশ্রিত হইয়া কামলা প্রভৃতি রোগ জন্মায়। স্নায়বীয় যন্ত্র সমূহ বিকৃত হইয়া পড়ে। মানসিক শক্তি বিনষ্ট হয়। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় মৃদু মৃদু প্রলাপ বকিতে বকিতে শেষে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ে।

পিত্ত

এইরূপ বিবিধ রোগোৎপাদক দৈহিক উপাদান দ্বারাও অনেক প্রকারে দেহ বিষার্ত্ত হইয়া পড়ে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, দৈহিক পদার্থের মধ্যেই বহুবিধ রোগের কারণ নিহিত আছে। এমন কি, দৈহিক শর্করা প্রভৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় শোণিতে বিমিশ্রিত হইলেও দেহের স্বাস্থ্য বিনাশ করিয়া সাংঘাতিক রোগের সৃষ্টি করে।

বিষাণু (Toxins)

অধুনা ব্যাকটেরিওলজী নামে জীবাণু ও উদ্ভিদাণুতত্ত্বের যে অভিনব বৈজ্ঞানিক আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে কতকগুলি জীবাণু ও উদ্ভিদাণু যে মানবদেহের পক্ষে ভয়ানক বিষ তাহা বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ওলাউঠা, প্লেগ, টাইফয়েড জ্বর, ধনুষ্টঙ্কার, বসন্ত প্রভৃতি সংঘাতক রোগসমূহ এই সকল জীবাণু ও উদ্ভিদাণু (Pathogenic germ) বিষেরই ক্রিয়ামাত্র।

ঐ সকল রোগবীজাণু আহার্য্য, পানীয় বা বায়ুর সহিত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, অথবা দেহসংস্পৃষ্ট হইলে ঐ সকল রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং উহা ক্রমেই ভীষণতর হইয়া রোগীর জীবননাশ করে। অধুনা অধিকাংশ ব্যাধিই রোগবীজাণুর দেহপ্রবেশের বিষময় ফল বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।

এই সকল সংঘাতক বিষের কার্য্যধ্বংসের নিমিত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এণ্টি-টক্সিন সিরাম (Antitoxin Serum) নামে বহুপ্রকার বিষঘ্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল "সিরাম্" পদার্থই এক্ষণে উক্ত সংঘাতক রোগসমূহের বৈজ্ঞানিক বিষঘ্ন ঔষধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ জাত উদ্ভিজ্জ বিষের তালিকা।

১। কাঠবিষ—ইহা পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানে একোনাইট নামে প্রসিদ্ধ। এদেশে অনেক প্রকার কাঠবিষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এদেশে একোনাইটাম ফেরক্স, একোনাইটাম নেপীলাস, একোনাইটাম পামেটাম, একোনাইটাম হিটারোফাইলাম প্রভৃতি বহুপ্রকার বৃক্ষে কাঠবিষ বা একোনাইটের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। এই বিষের বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। দাদমারি বা বন মরিচ (Ammannia vesicatoria) এই বৃক্ষের পত্র দাহক-বিষ। এই পত্রদ্বারা ফোস্কা পড়ে।

৩। কাকমারি—(Anamirta Cocculus)। কাকমারি অল্পমাত্রায় বিষলক্ষণ প্রকাশ না করিলেও অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে এতদ্দ্বারা বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহার বীজে বিষ থাকে। ইহার বীজে পাইক্রো-টক্সিন নামক বিষ থাকে।

৪। কুর্কনী—(Andrachne Cordifolia)। এই উদ্ভিদ পঞ্জাব অঞ্চলে জন্মে। ইহা গবাদির মারাত্মক বিষ। চামারেরা এই বিষ গবাদি পশু মারিবার নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

৫। কিরামু—(Arisæma Speciosum)। পঞ্জাবপ্রদেশে এই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল বিষময়।

৬। জেবরুজ্; হিন্দি নাম—লক্ষণা—(Atropa Belledonna)। ইহাতে ধুস্তুর বীর্য্য আছে, তজ্জন্যই ইহাতে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

৭। কুলবুদ বা বন-খৈ—(Avena fatua)। এই উদ্ভিদ সিমলা পাহাড়ে, বাঙ্গালায় ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে।

৮। দন্তী—(Baliospermum montanum)। দন্তীর বীজ উগ্রতাজনক। ইহা সেবন করিলে জয়পালের বীজের ন্যায় ভেদবমি হয়। ইহার অপর নাম তামালগোটা। ইহার তৈল বাতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৯। চিকরী—(Buxus Sempervirens)। ইহা এক-প্রকার বিষক্রিয়াজনক উদ্ভিদ। হিমালয়প্রদেশে এই উদ্ভিদ জন্মে।

১০। অলর্ক—(Calatropis Procera)। ইহা ভয়ানক বিষ। ইহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় যে পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা ভ্রূণহত্যা করা হয়। ইহার একড্রাম পরিমাণে সেবন করাইলে ১৫ মিনিটের মধ্যে একটা কুকুর নিহত হয়।

১১। গাঁজা—(Cannabis Sativa)। ইহাদ্বারা উন্মত্ততা জন্মে। গাঁজার বীর্য্যের নাম ক্যানাবিন (Cannabene)। ইহা-দ্বারা মূর্চ্ছা ও মৃত্যু ঘটে।

১২। চাকুর—(Cerbera odollam) ইহাদ্বারা বমি ও ভেদ হয় এবং বমি ও ভেদাধিক্যবশতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

১৩। মাকেলা (হিন্দি)—(Coriaria nepalensis)

এই উদ্ভিদ মণিপুর, ব্রহ্ম ও ভুটানে জন্মে। ইহা দেহে প্রবিষ্ট হইলে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় বিষলক্ষণ প্রকাশ করে।

১৪। জয়পাল—(Croton Tiglium)। জয়পাল ভয়ঙ্কর ভেদবমিকারক। ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫। ধুতুরা—ধুতুরাবিষের দ্বারা মোহ ও উন্মত্ততা জন্মে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেকস্থলে এই বিষের প্রয়োগবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুই প্রকার—Datura Fastuosa এবং Datura Stramonium আয়ুর্ব্বেদেও ইহার দ্বিবিধ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা শ্বেতধুস্তূর ও কৃষ্ণধুস্তূর।

১৬। বনগাব (Diospyros montana)। বঙ্গদেশের জঙ্গলেও এই উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ফল বিষময়।

১৭। বাসিঙ্গ—ইহা কামায়ুন দেশে জন্মে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার কি নাম তাহা জানা যায় না। পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে ইহার নাম Exatcaria Agallocha ইহা ভয়ানক বিষ—কামায়ুনে কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসার্থ এই বিষদ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

১৮। জবাশী—(Flueggea Microcarpa)। এই উদ্ভিদ ভুটানে জন্মে। ইহার বঙ্কল অতীব বিষময়। ইহার সংস্কৃত নাম জানা যায় না।

১৯। কালিকারী—(Gloriosa Superba)। ইহার অপর সংস্কৃত নাম গর্ভঘাতিনী। ইহার মূল গর্ভপাতের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২০। হুরা—(Hura crepitans)। ভারতবর্ষের জঙ্গলে এই উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভারতীয় কোন নাম শুনা যায় না। এতদ্দ্বারা জয়পালের ন্যায় দাস্ত বমি হইয়া থাকে।

২১। পারাসিক্য—Hyoscyamus Niger)। ইহার বিষক্রিয়া স্নায়বীয় যন্ত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়া মোহাদি ঘটাইয়া থাকে।

২২। পারাবত। জায়ফ বা রতন জোত—(Jatropha Curas) ইহার বীজে ওলাউঠার ন্যায় দাস্ত বমি হইয়া থাকে।

হিন্দুশাস্ত্রে (ঐতরেয়ব্রাহ্মণে) বিষের উৎপত্তিসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ভগবন্নারায়ণ কূর্ম্মাবতারে পৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়া ধরিত্রীর মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। দেব ও অসুরগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া উক্ত পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেন। তাহার ফলে, সর্ব্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ত্রিতাপহর হর সেই গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। [সমুদ্রমন্থন শব্দে বিস্তৃত দেখ।]

ঋগ্বেদীয় যুগে আর্য্য ঋষিগণ সর্পবিষ ও অন্যান্য বিষের ব্যবহার অবগত ছিলেন। উক্ত সংহিতার ৭।৫০ সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, বসিষ্ঠ ঋষি মিত্রাবরুণ, অগ্নি ও বৈশ্বানরের স্তুতিকালে বলিতেছেন,—“কুলায়কারী ও সর্ব্বদা বর্দ্ধমান বিষ আমাদের অভিমুখে না আসে, অজকা নামক রোগবিশিষ্ট দুর্দ্দর্শন বিষ বিনষ্ট হউক। ছদ্মগামী সর্প শব্দদ্বারা যেন আমাকে না জানিতে পারে। যে বন্দন নামক বিষ নানা জন্মে বৃক্ষাদির উপর উদ্ভূত হয়, যে বিষ জানু ও গুল্ফ স্ফীত করে, দীপ্তিমান্ অগ্নিদেব সেই বিষ দূরীভূত করুন। যে বিষ শাল্মলীতে উৎপন্ন হয়, বিশ্বদেবগণ সেই বিষ দূর করিয়া দিন। (ঋক্ ৭।৫০।১-৩)

ঐ সকল বিষ যে দাহকারক ও প্রাণনাশক তাহা ১।১১৭।১৬, ১০।৮৭।১৮ ও ২৩ মন্ত্র পাঠ করিলে বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

অথর্ব্ববেদে ৪।৬।২ মন্ত্রে কন্দমূলাদি বিষের প্রখরতার উল্লেখ আছে। উহা যে মনুষ্যের বিশেষ অপকারক, তাহা উক্ত এবং ৫।১৯।১০ ও ৬।৯০।২ মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়। শতপথব্রা° ২।৪।৩।২, ৯।১।১।১০; পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ৬।৯।৯ ও তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।১।১ প্রভৃতি স্থলে বিষের নাশকত্ব শক্তির উল্লেখ আছে। ভগবান মনু লিখিয়াছেন স্থাবরজঙ্গম নামক কৃত্রিম বা অকৃত্রিম গরাদি বিষ কখনও জলে নিক্ষেপ করিবে না। (মনু ৪।৫৬) বিষ বিক্রয় নিষিদ্ধ, যে বিষ বিক্রয় করে সে পতিত ও নিরয়গামী হইয়া থাকে। (মনু ১০।৮৮)

বিষকঙ্কা[ঙ্কো]লি[লী]কা (স্ত্রী) বৃক্ষবিশেষ, বিষকাঁকলা।

বিষকণ্ট (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিষকণ্টক (পুং) যাসক্ষুপ, দুরালভা। (রাজনি°)

বিষকণ্টকা[কিনী, কী] (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কোটকী, চলিত ঝঁঝকাঁকরোল। (রাজনি°) পর্য্যায়,—বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী। গুণ,—লঘু, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

বিষকণ্টালি[লী]কা (স্ত্রী) বিষকাঁটালী।

বিষকণ্ঠ (পুং) নীলকণ্ঠ, শিব।

বিষকণ্ঠি[ঠী]কা (স্ত্রী) বলাকা, বকপক্ষী। (রাজনি°)

বিষকন্দ (পুং) ১ মহিষকন্দ। ২ নীলকণ্ঠ। (রাজনি°) ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষকন্যা (স্ত্রী) বিষাঙ্গনা। মুদ্রারাক্ষস (৪২।১৬) ও কথাসরিৎসাগর (১৯।৮১) বিষপানদ্বারা প্রস্তুতীকৃত সুন্দরী ললনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ কন্যা নিত্য স্বল্পমাত্রায় বিষভক্ষণে পালিতা। যে ব্যক্তি ঐ কন্যার সহবাস করে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রী রাক্ষস যে বিষকন্যা প্রস্তুত করেন, চাণক্য তদ্দ্বারা পর্ব্বতকের হনন সাধন করিয়াছিলেন।

বিষকৃত (ত্রি) ১ বিষসংযোগে প্রস্তুত। ২ বিষমিশ্রিত। ৩ বিষ সংসৃষ্ট।

বিষকৃমি (পুং) বিষজাত কৃমি। কাঠবিষ প্রভৃতির মধ্যে যে কীট জন্মে।

বিষক্ত (ত্রি) বি সন্‌জ্‌-ক্ত। আসক্ত, সংলগ্ন।

বিষগন্ধক (পুং) হ্রস্ব সুগন্ধ তৃণবিশেষ। (বৈ° নিঘ°)

বিষগন্ধা (স্ত্রী) কৃষ্ণগোকর্ণী, কাল-অপরাজিতা। (বৈ° নিঘ°)

বিষগিরি (পুং) বিষপর্ব্বত। যে পর্ব্বতে কন্দমূলাদি বিষের উৎপত্তি হয়। "বিষগিরিঃ কন্দমূলাদিবিষোৎপত্তিহেতুঃ পর্ব্বতঃ" (অথর্ব্ব ৫।৬।৭ সায়ণ)

বিষগ্রন্থি (পুং) মৃণালপর্ব্ব, পদ্মনালের গ্রন্থি বা গিরা। (চক্রদত্ত)

বিষঘ (ত্রি) বিষনাশক।

বিষঘা (স্ত্রী) গুড়ূচী, গুলঞ্চ। (শব্দচ°)

বিষঘাত (পুং) বিষ-হন-ঘঞ্‌। বিষনাশক। (গৌড়ীয় রামা° ২।৯০।২৪)

বিষঘাতক (ত্রি) বিষনাশক। বিষঘ্ন। (বৃহৎস° ৮৬।৩২)

বিষঘাতিন্‌ (ত্রি) বিষ-হন্‌-ণিনি। ১ বিষনাশক। (পুং) ২ শিরীষবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বিষঘ্ন (পুং) বিষং হন্তীতি বিষ-হন-টক্‌। ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ ছুরালভাবিশেষ। ৩ বিভীতক। (রাজনি°) ৪ চম্পকবৃক্ষ। ৫ ভূকদম্ব, কুকসিমা। ৬ গন্ধতুলসী। (বৈ° নিঘ°) ৭ তণ্ডুলীয় শাক, চলিত নটেশাক। (ত্রি) ৮ বিষনাশক।

মনুসংহিতায় কথিত হইয়াছে যে, বিষঘ্ন রত্নৌষধাদি নিয়ত ধারণ করা কর্ত্তব্য; কেন না উহা সর্ব্বদা অঙ্গে থাকিলে, দৈবতঃ বা শত্রু আদি কর্ত্তৃক কোনরূপ বিষ অজ্ঞাতাবস্থায় অভ্যবহৃত হইলেও তাহাতে সহসা কোন রকম অনিষ্ট করিতে পারে না।

"বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্ব্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা॥" (মনু ৭।২১৮)

মৎস্যপুরাণে বিষঘ্নরত্নাদি ধারণের এবং ঔষধাদি ব্যবহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—জতুকা, মরকত প্রভৃতি মণি অথবা জীবজাত কোনরূপ মণি এবং যাবতীয় রত্নাদি হস্তে ধারণ করিলে বিষ নষ্ট করে। রেণুকা, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মধু, বয়ড়ার ছাল, তুলসী, লাক্ষারস এবং কুকুর ও কপিলা গাভীর পিত্ত এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণানন্তর বাদ্যযন্ত্র ও ও পতাকাদিতে লেপন করিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে যথাযথ নিয়মে উহাদের দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণাদি দ্বারা বিষ নষ্ট হইতে পারে; অর্থাৎ বিষঘ্ন ঔষধাদি এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বদা যেন তাহার উপর দৃষ্টি পড়ে বা তাহার আঘ্রাণ পাওয়া যায়, অথবা তৎসংসৃষ্ট শব্দ শুনা যায়, তাহা হইলে এই সকল প্রক্রিয়ায়ই বিষের প্রতিকার হইতে পারে। (মৎস্যপু° ১৯২ অ°)

বিষঘ্না (স্ত্রী) অতিবিষা, আতইচ।

বিষঘ্নিকা (স্ত্রী) শ্বেতকিণিহীবৃক্ষ। ২ শ্বেতাপমার্গ। (বৈ° নিঘ°)

বিষঘ্নী (স্ত্রী) ১ হিলমোচিকা, চলিত হেলঞ্চশাক। (ত্রি) ২ ইন্দ্র-বারুণী, রাখালশশা। ৩ বনবর্ব্বরিকা, বনবাবুইতুলসী। ৪ হবুষাভেদ। ৫ ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা। ৬ রক্তপুনর্নবা। ৭ হরিদ্রা। ৮ বৃশ্চিকালীলতা, বিছুটী। ৯ মহাকরঞ্জ। ১০ পীতবর্ণ দেবদালী বা পীতঘোষালতা। ১১ কাষ্ঠকদলী। ১২ শ্বেতাপামার্গ। ১৩ কটকী। ১৪ রাস্না। ১৫ দেবদালী, দেয়াতাড়া।

বিষঙ্গ (পুং) বি-সন্‌জ-ঘঞ্‌। সংলিপ্ত, যোজিত।

বিষঙ্গিন্‌ (ত্রি) প্রলিপ্ত।

বিষচক্র (পুং) চকোরপক্ষী।

বিষচক্রক (পুং) বিষচক্র।

বিষজল (ক্লী) বিষময় জল।

"বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।" (ভাগবত ১০।৩১।৩)

'বিষময়াজ্জলাদ্‌যোঽপ্যয়োনাশস্তস্মাৎ' (স্বামী)

বিষজিহ্ব (পুং) দেবতাড়বৃক্ষ, চলিত দেয়াতাড়া। (রত্নমালা)

বিষজুষ্ট (ত্রি) বিষমিশ্রিত, বিষসংসৃষ্ট।

বিষজ্বর (পুং) ১ জ্বরবিশেষ। বিষসংসর্গে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আগন্তুক জ্বর বলে। এই জ্বরে দাহ, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, মূর্চ্ছা, সর্ব্বাঙ্গে সূচীভেদবৎ পীড়া ও মুখ ফেকাশে রং হয়।

বিষবৎ প্রাণনাশকোজ্বরো যস্য। ২ মহিষ।

বিষণি (পুং) সর্পভেদ। (শব্দার্থ চি°)

বিষণ্ড (ক্লী) মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা। (শব্দরত্না°)

বিষণ্ণ (ত্রি) বি-সদ ক্ত। বিষাদপ্রাপ্ত, দুঃখিত, খিন্ন, ম্লান।

বিষণ্ণতা (স্ত্রী) বিষণ্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ জড়তা। পর্য্যায়,— জাড্য মৌর্খ্য, বিষাদ, অবসাদ, সাদ। (হেম)

বিষণ্ণাঙ্গ (পুং) শিব। (ভা ১৩।১৭।১২৮)

বিষতন্ত্র (ক্লী) সর্পাদির বিষোপশমনকারী, বৈদ্যকগ্রন্থোক্ত প্রক্রিয়াভেদ।

"সর্পবৃশ্চিকলূতানাং বিষোপশমনী তু যা।
সা ক্রিয়া বিষতন্ত্রঞ্চ নাম প্রোক্তং মনীষিভিঃ॥" (বৈদ্যক সংগ্রহ ২ অ°)

বিষতরু (পুং) কুচেলক বৃক্ষ, কুচিলা গাছ। (ভৈষজ্যরত্না°)

বিষতা (স্ত্রী) বিষের ধর্ম্ম।

বিষতিন্দু[ক] (পুং) ১ বিষক্রম, কুচিলাগাছ। হিন্দি—বিষতেন্দ। তেলেগু—মচিতন্‌কী, মাকড়টেণ্ডি। ২ কারস্কর বৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ কুপীলু। (ভাবপ্রকাশ) স্বার্থে কন্‌। বিষতিন্দুক।

বিষতিন্দুকজ (ক্লী) ১ মধুর তিন্দুক ফল। ২ কারস্কর ফল, কুচিলা ফল।

বিষতিন্দুকতৈল, বাতবক্তাদিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলাবীজ ৪ সের জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; সজিনামূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; মাদার মূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কাল ধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; চিতামূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। নিসিন্দাপত্র-রস ৪ সের (স্বরসের অভাবে কাথ), সিজপত্র রস ৪ সের অভাবে কাথ, অশ্বগন্ধার কাথ ৪ সের, জয়ন্তীপত্র রস ৪ সের, (স্বরসের অভাবে কাথ)। কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু কুড়, সৈন্ধব, বিট, চিতামূল, হরিদ্রা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগ্‌দোষ, নিবারণ হয়।

বিষতৈল, কুষ্ঠরোগাদিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ৪৬ সের। কল্কদ্রব্য—ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাফরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিসিন্দাপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, ছাতিমমূলের ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয়।

বিষদ (ক্লী) বি-সদ্‌-অচ্‌। ১ পুষ্পকাশীশ, হিরাকসভেদ। (রাজনি°) (পুং) ২ শুক্লবর্ণ। (ত্রি) ৩ শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট। (অমরটীকা°) ৪ নির্ম্মল।

"যোগনিদ্রান্তবিষদৈঃ পাবনৈরবলোকনৈঃ॥" (রঘু ১০।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্‌। বিষদা। ৫ অতিবিষা, আতইচ। বিষং দদাতীতি বিষ-দা-ক। (পুং) ৬ মেঘ (ত্রি) ৭ বিষদাতা, গরদ, যে বিষদান করে।

বিষদংশ (পুং) মার্জ্জার, বিড়াল। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্‌ বিষদংশক।

বিষদংষ্ট্রা (স্ত্রী) বিষযুক্তা দংষ্ট্রা। ১ সর্পদংষ্ট্রা, সাপের দাঁত। ২ সর্পকঙ্কালিকা লতা। (পর্য্যায় মুক্তা°) ৩ নাগদমনী।

বিষদন্ত (পুং) বিড়াল। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষদন্তক (পুং) বিষং দন্তে যস্য কন্‌। সর্প। (শব্দচ°)

বিষদমূলা (স্ত্রী) বহুমূল মাকন্দী নামে খ্যাত পত্রশাক বৃক্ষ বিশেষ। (রাজনি°)

বিষদর্শনমৃত্যুক (পুং) বিষস্য দর্শনেন মৃত্যুরস্য কন্‌। চকোর পক্ষী। (হেম°)

বিষদা (স্ত্রী) অতিবিষা। চলিত বৃদ্ধকটেলী।

বিষদাতৃ (ত্রি) বিষপ্রযোক্তা, যে অসদভিপ্রায়ে বিষ প্রয়োগ করে। নিম্নোক্ত লক্ষণানুসারে বিষদাতাকে জানিতে পারা যায়। যে বিষ দেয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা বলে না, কথা বলিতে গেলে মোহ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কথা জড়াইয়া যায়। সঙ্কীর্ণ ভাষায় মূঢ়ের ন্যায় দুই এক কথা যাহা বলে তাহার কোন সদর্থ হয় না। সে কেবল দাঁড়াইয়া হাতের আঙ্গুল মট্‌কাইতে থাকে ও পায়ের আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে ভূমি খনন করে, অথবা অকস্মাৎ বসিয়া পড়ে। তাহার কম্প হইতে থাকে এবং সে ত্রস্ত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। সে শীর্ণ ও তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। সে কোন একটী দ্রব্য নখে ছেদন করিতে থাকে অথবা দীনভাবে বারে বারে মস্তকের কেশ স্পর্শ করে। অপথ দিয়া নিক্রান্ত হইতে চেষ্টা করে এবং পুনঃ পুনঃ চারিদিকে তাকায়। বিষদাতা কখন কখন বিচেতন ও বিপরীত স্বভাব হইয়া উঠে। বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেবল এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই বিষদাতাকে চেনা যায় না, কেন না অনেক সময় নিতান্ত সৎ-লোকেও রাজার ভয়ে বা রাজাজ্ঞায় বিভ্রান্ত হইয়া ঐরূপ অসতের ন্যায় চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। (সুশ্রুত কল্পস্থান ১ অ°)

বিষদায়ক (পুং) বিষদাতা।

বিষদূষণ (ত্রি) ১ বিষনিবারক। "বিষদূষণং বিশ্বস্য স্থাবর-জঙ্গমোদ্ভবস্য দূষকং নিবর্ত্তকম্‌। (অথর্ব্ব ৬।১০০।১ সায়ণ) ২ বিষদুষ্ট।

বিষদুষ্ট (ত্রি) বিষের দ্বারা দূষিত। ২ বিষমিশ্রিত।

বিষদ্রুম (পুং) কুচিলা গাছ, কারস্কর বৃক্ষ; (রাজনি°)

বিষধর (পুং) বিষং ধরতি ধৃ-অচ্‌। সর্প।

"কালিয়বিষধরগঞ্জনজনরঞ্জন" (গীতগোবিন্দ ১।১৯)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। ২ বিষধরী।

বিষধর্ম্মা (স্ত্রী) শূকশিম্বী, চলিত আলকুশী।

বিষধাত্রী (স্ত্রী) বিষাণাং বিষধরসর্পাণাং ধাত্রী মাতেব। জরৎ-কারুমুনির পত্নী, মনসাদেবী। (শব্দমালা)

বিষধান (পুং) বিষস্থান। "বিষধানঃ বিষং ধীয়তেঽস্মিন্নিতি বিষধানঃ বিষস্থানম্‌। (অথর্ব্ব ২।৩২।৬ সায়ণ)

বিষধ্বংসিন্‌ (পুং) নাগর মুথা। বৈদ্য° নিঘ°)

বিষনাড়ী (স্ত্রী) বিষতুল্য ক্ষতিকর সময়। কু-পড়তা।

বিষনাশন (পুং) বিষং নাশয়তি নশ-ল্যুঃ। ১ শিরীষ বৃক্ষ। ২ মাণক, মাণকচু। (পর্য্যায় মুক্তা°) ৩ বিষনাশক।

বিষনাশিনী (স্ত্রী) বিষং নাশয়িতুং শীলং যস্যাঃ বিষ-নশ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীষ্ । ১ সর্পকঙ্কালী। ২ বন্ধ্যাকর্কোটিকা। (বৈদ্যকনি॰) ৩ গন্ধনাকুলী।

বিষনুদ্ (ত্রি) বিষং নুদতি দূরীকরোতি নুদ্-ক্বিপ্ । শ্যোনাক-বৃক্ষ, চলিত সোনালু। (শব্দচ॰)

বিষপত্রিকা (স্ত্রী) পত্রবিষভেদ, জৈপালাদির বীজমধ্যস্থ পত্র। (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অ॰)

বিষপন্নগ (পুং) বিষযুক্তঃ পন্নগঃ। সবিষ-সর্প।

বিষপর্ব্বন্ (পুং) দৈত্যভেদ। (কথাসরিৎসা॰ ৪৫।৩৭৯)

বিষপাদপ (পুং) বিষবৃক্ষ। বিষদ্রুমঃ। (কাম॰ নীতি॰ ১৪।৩০)

বিষপুচ্ছ (ত্রি) ১ বিষ যাহার পুচ্ছদেশে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বিষ-পুচ্ছী=বৃশ্চিক, চলিত বিচ্ছু।

বিষপুট (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে উক্ত ঋষি-বংশধরদিগকে বুঝায়। (পা॰ ২।৪।৬৩)

বিষপুষ্প (ক্লী) ১ নীলপদ্ম। (শব্দমালা) ২ বিষযুক্ত পুষ্প। ৩ অতসীপুষ্প। (পুং) ৪ মদনবৃক্ষ, চলিত ময়নাফলের গাছ।

বিষপুষ্পক (পুং) বিষযুক্তং পুষ্পং যস্য কন্। ১ মদন বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ) ২ বিষপুষ্পক ভক্ষণ জন্য রোগ। "বিষপুষ্পৈ-র্জনিতঃ বিষপুষ্পকো জ্বরঃ" (পা ৫।২।৮৯)

বিষপ্রশমনী (স্ত্রী) বন্ধ্যাকর্কোটকী। (বৈদ্যকনি॰)

বিষপ্রস্থ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

বিষবল্লিকা (স্ত্রী) বিচুটীলতা। এই লতা দীর্ঘাকার এবং খড় প্রভৃতি তৃণের উপর আরূঢ় থাকে। শরীরের যেখানে ইহা স্পৃষ্ট হয়,সেই স্থানেই কণ্ডূ জন্মে। ইহার পত্রগুলি দেড় আঙ্গুল প্রমাণ, পুষ্প ও ফল সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ফলগুলি দেখিতে আমলকী ফলের ন্যায়।

"দীর্ঘবল্লী তৃণারূঢ়া পত্রমঙ্গুলিসাদ্ধকম্।
পুষ্পং ক্ষুদ্রং ফলঞ্চৈব ধাত্রীবৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
গাত্রস্পর্শাৎ কণ্ডুকরী বিজ্ঞেয়া বিষবল্লিকা॥"

বিষভদ্রা (স্ত্রী) বৃহদ্দন্তী। (রাজনি॰)

বিষভদ্রিকা (স্ত্রী) লঘুদন্তী।

বিষভিষজ্ (পুং) বিষস্য বিষচিকিৎসকো বা ভিষক্। বিষবৈদ্য, সাপুড়ে। (হেম)

বিষভুজঙ্গ (পুং) বিষধরসর্প, সবিষ-সর্প।

বিষম (ত্রি) ১ অসমান।

"ভ্রাতৄণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থান ভবেৎ সহ।
ন তত্র ভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন॥" (দায়ভাগ)

২ সঙ্কট।

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।" (গীতা ২।২)

৩ অনতিক্রমণীয়।

"কা বিষমা দৈবগতিঃ কিং দুর্গ্রাহ্যং জনঃ খলো লোকে।" (সাহিত্যদর্পণ ১০)

(ক্লী) ৪ পদ্যের ত্রিবিধ বৃত্তের অন্তর্গত বৃত্তবিশেষ। পদ্য চতুষ্পদী অর্থাৎ চারি চরণযুক্ত। ইহা বৃত্ত ও জাতিভেদে দুই প্রকার। যে পদ্যগুলি অক্ষর সংখ্যায় নির্ণেয় তাহাদের নাম বৃত্ত ; এই বৃত্ত আবার সম, অৰ্দ্ধ ও বিষমভেদে তিন্ প্রকার ; যাহার চারি চরণেই সমসংখ্যক অক্ষর থাকে তাহার নাম সমবৃত্ত, আর প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সমান সমান অক্ষর থাকিলে অৰ্দ্ধ এবং পরস্পর চারি চরণে সমানসংখ্যক অক্ষর না থাকিলে তাহা বিষমবৃত্ত বলিয়া কথিত হয়। (ছন্দোম॰ ১ম স্তবক)

৫ বর্গমূলোক্ত উদ্ধরেখা। (লীলাবতী)

৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। প্রত্যেক কার্য্যই কোন না কোন একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রায়শঃ স্থলেই ঐ কারণের ধর্ম্ম (গুণক্রিয়াদি) কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। যেস্থলে কারণের গুণ বা ক্রিয়া বিরুদ্ধভাবে কার্য্যে পরিলক্ষিত হয় এবং যেখানে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয়, অধিকন্তু তাহা হইতে যদি কোন অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা থাকে, আর যেখানে বিরুদ্ধ পদার্থের সম্মিলন দেখা যায়, সেই সেই স্থানে বিষমালঙ্কার হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ,—

তমাল সদৃশ নীলবর্ণ খড়্গযষ্টি প্রতিসংগ্রামে তদীয় করসংযোগে সদ্যঃ সদ্যঃই যে শরদিন্দুশুভ্র যশোরাশি প্রসব করে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে নীলবর্ণ খড়্গযষ্টিরূপ কারণ হইতে শুভ্রযশোরাশিরূপ কার্য্যের উদ্ভব কল্পিত হওয়ায় কার্য্যে কারণ গুণের বিরুদ্ধ বা বিপরীত গুণ পরিলক্ষিত হইতেছে, কেন না নীলবর্ণ খড়্গযষ্টি হইতে নীলবর্ণ পদার্থেরই উৎপত্তি হওয়া উচিত ; কিন্তু এখানে তাহা না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত শুভ্রবর্ণ পদার্থের উৎপত্তি হওয়ায় বিষমালঙ্কার হইল।

অয়ি ! নীলোৎপলনয়নে ! যে তোমা হতে উৎপন্ন আনন্দ আমাকে নিরতিশয় তর্পিত করিয়া থাকে, আজ সেই তোমা হতেই উৎপাদিত বিরহ, আমাকে যারপর নাই তাপিত করিতেছে। এস্থলে নিত্য আনন্দজনক স্ত্রীরূপ কারণ হইতে সহসা তদ্বিপরীত ক্রিয়ার (বিরহরূপ তাপজনক কার্য্যের) উৎপত্তি হওয়ায় অর্থাৎ সাতিশয় সুখজনক কারণ হইতে তদ্বিরুদ্ধ নিরতিশয় দুঃখজনক ক্রিয়ার উৎপত্তি হেতু বিষমালঙ্কার হইল।

অশেষ রত্ন-সমূহের আকর জানিয়াই ধনপ্রাপ্তি লালসায় সমুদ্রের সেবা করিয়াছিলাম, কিন্তু ধন পাওয়া দূরে থাকুক উহার তীব্র লবণাক্ত জলে সম্ভবতঃ অনিষ্টের সংঘটনই দেখিতেছি। এখানে সমুদ্রপরিষেবণরূপ আরব্ধ কার্য্যের (ধন-

প্রাপ্তিরূপ) ফলের নিষ্ফলতা এবং উহা (ঐ কার্য্য) হইতে অনিষ্ট সংঘটন হওয়ায় বিষমালঙ্কার হইল।

কল্পান্তসময়ে সমস্ত জগৎ, যে শ্রীকৃষ্ণে লীন হয় আজ কি না তিনি একমাত্র সামান্য পুরনারীর মদবিভ্রম-কুটিল-দৃষ্টিতে লীন হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে লয় হয়, তাহার লয় হওয়া অসম্ভব। এখানে সেই পদার্থের লয় কল্পনা করায় একাধারে নশ্বরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব এই বিরুদ্ধ পদার্থ দ্বয়ের সম্মিলন হেতু বিষমালঙ্কার হইতেছে।

(পুং) ৭ রাশির নামভেদ, অযুগ্মরাশি। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ ও কুম্ভ এই কয়েকটী রাশিকে অযুগ্ম বা বিষম রাশি বলে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৮ কঙ্কণ নামক তালান্তর্গত তালবিশেষ। কঙ্কণ নামক তাল পূর্ণ, খণ্ড, সম ও বিষম ভেদে চারি প্রকার, তন্মধ্যে বিষম তাল তগণদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়।

"চতুর্ব্বিধঃ পরিজ্ঞেয়স্তালঃ কঙ্কণনামকঃ।
পূর্ণঃ খণ্ডঃ সমশ্চৈব বিষমশ্চৈব কথ্যতে॥
লচতুষ্কং গণৌ পূর্ণে খণ্ডে বিন্দুদ্বয়ং গুরুঃ।
যগণস্তু সমে জ্ঞেয়স্তগণো বিষমে ভবেৎ॥" (সঙ্গীত-দামোদর)

৯ জঠরাগ্নিবিশেষ। মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও সম ভেদে জঠরাগ্নি চারি প্রকার তন্মধ্যে মন্দ, তীক্ষ্ণ ও বিষমাগ্নি যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ুর আধিক্য বশতঃ জন্মে এবং এই তিনের (কফ, পিত্ত ও বায়ুর) সমতা অবস্থায় সমাগ্নির উৎপত্তি হয়। যাহার জঠরাগ্নি বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার ভুক্ত অন্নাদি কখন সম্যক্ পরিপাক হয় কখন বা একেবারেই হয় না এবং ঐ ব্যক্তির বাতজ রোগসমূহ জন্মে।*

বিষমক (ত্রি) অসমান, বন্ধুরবৎ।

"কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণাম্যদপি চ বিষমাণাম্।
ত্র্যংশোনং বিষমকপীতয়োশ্চ বড়্ভাগদলহীনম্॥"
(বৃহৎ সং ৮১।১৯)

বিষমকর্ণ (ত্রি) সমকোণী চতুর্ভুজের প্রতীপ কোণদ্বয়ের সম্মুখীন রেখা (Diagonal)।

বিষমকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রণালীভেদ। অসমান প্রক্রিয়া দ্বারা রাশি নিরূপণের নাম। রাশিসমূহের বর্গের বিয়োগ ফল এবং মূলরাশি সকলের যোগ বা বিয়োগ ফল দেওয়া থাকিলে যে প্রক্রিয়ায় রাশিগুলি নিরূপণ করা যায়, তাহার নাম বিষম কর্ম্ম। ২ অসদৃশ কার্য্য।

* বায়ুজন্য বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইলেও এখানে বাতজ রোগ শব্দে অশীতি প্রকার বায়ুরোগের অন্যতম এবং সামান্যতঃ বাতজ গ্রহণীশারীরিকেও বুঝিতে হইবে।

বিষম-কোণ (ক্লী) সমকোণের বিপরীত (Angles other than right-angles)

বিষমখাত (ক্লী) ১ গর্ত্ত, যাহার চারি পার্শ্ব অসমান। ২ বীজগণিতোক্ত অঙ্কবিশেষ। (Irregular solid)।

বিষমগ্রাহি (ত্রি) একদেশ গ্রাহি। (সুশ্রুত সূ০ ৭অ°)

বিষমচক্রবাল (ক্লী) বৃত্তাভাস (Ellipse)।

বিষমচতুরস্র (পুং) অসমান বাহু বা কোণবিশিষ্ট চতুষ্কোণ ক্ষেত্র (Trapez)।

বিষম চতুষ্কোণ (ত্রি) যাহার চারিটী কোণ পরস্পর সমান নয়, বিষমকোণী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র।

বিষমচ্ছদ (পুং) বিষমঃ অযুগ্মঃ ছদো যস্য। সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (পর্য্যা০ মু০)

বিষমজ্বর (পুং) বিষম উগ্রো জ্বরঃ। জ্বররোগভেদ। যে জ্বরে কালের (প্রাত্যাহিক জ্বরাগম সময়ের), শীতের (জ্বরাগম কালীন শৈত্য প্রযুক্ত কম্পাদির), উষ্ণের (গাত্রতাপাদির) এবং বেগের (ধমনী বা নাড়ীর গতির) বিষমত্ব ন্যূনাধিক্য দেখা যায় অর্থাৎ যে জ্বর পূর্ব্বদিনের জ্বরাগম কাল অপেক্ষা পরদিনে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে আসে এবং যাহাতে পূর্ব্বদিন অপেক্ষা পরদিন শীতের অংশ বা গাত্রতাপাদির ভাগ কিঞ্চিৎ কম বেশী হয় এবং নাড়ীর গতিরও ঐরূপ ন্যূনাধিক্য অনুভব করা যায় তাহাকে বিষমজ্বর বলে*।

"যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাৎ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈব চ।
বেগতশ্চাপি বিষমো জ্বরঃ স বিষমঃ স্মৃতঃ॥" (বিজয়রক্ষিত)

বাতিকাদি জ্বরের নির্দ্দিষ্ট বিচ্ছেদ কালে অর্থাৎ ৭।১০।১২ বা ১৯।২০।২৪ দিনে যথাক্রমে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর বিচ্ছেদ হইলেও বাতাদি দোষের সম্পূর্ণ লাঘব হইতে না হইতেই যদি অহিত আহারাচারাদি করা যায়, তবে ঐ বাতাদি দোষই পুনরায় প্রবৃদ্ধ হইয়া রসরক্তাদি ধাতুর যে কোন একটী ধাতুকে অবলম্বন করিয়া বিষমজ্বরোৎপাদন করে। রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে বিষমজ্বর উৎপন্ন করে, তাহার নাম সন্তত। রক্তকে আশ্রয় করিয়া যে জ্বর হয় তাহার নাম সতত এবং মাংসাশ্রিত বিষমজ্বর অন্যেদ্যুষ্ক নামে অভিহিত। তৃতীয়ক নামক

* কালের বিষমত্ব নিম্নোক্তরূপেও নির্দ্দিষ্ট হয়; যেমন বাতিকজ্বর সাত দিনে, পৈত্তিকজ্বর দশ দিনে এবং শ্লৈষ্মিকজ্বর বার দিনে স্বভাবতঃই বিচ্ছেদ হয়, আবার ঐ ঐ দোষের প্রবল অবস্থাতে ঐ সকল জ্বর যথাক্রমে চৌদ্দ, কুড়ি ও চব্বিশ দিনে বিচ্ছেদ হয়। ফল—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিকজ্বরের অবস্থার প্রাবল্য ও অপ্রাবল্যে সময়ের ভেদ হইলেও উহাদের বিচ্ছেদকাল একরকম নির্দ্দিষ্টই থাকে, কিন্তু বিষমজ্বরের বিচ্ছেদ কালের ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই।

বিষমজ্বর মেদো ধাতুকে এবং চাতুর্থক জ্বর অস্থি ও মজ্জ ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। এই চাতুর্থক জ্বর মারাত্মক এবং প্লীহা যকৃতাদি বহুবিধ রোগের উৎপাদক।

যে জ্বর সপ্তাহ, দশাহ বা দ্বাদশাহকাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে একভাবে অবিচ্ছেদী অবস্থায় থাকিয়া শেষে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সন্তত বিষমজ্বর। † যাহা অহোরাত্রে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার হয়, তাহাকে সততক বা সতত বলে; চলিত ভাষায় ইহার নাম দোকালীন জ্বর অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র হয়। তৃতীয়ক জ্বর তৃতীয় এবং চাতুর্থক জ্বর চতুর্থ দিবসে হয়। §

উক্ত তৃতীয়ক জ্বর বাতশ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক ও কফপৈত্তিক ভেদে তিন প্রকার। জ্বরাগমকালে পৃষ্ঠে বেদনানুভব করিলে তাহাকে বাতশ্লেষ্মজন্য তৃতীয়ক জ্বর বলিয়া জানিতে হইবে। ত্রিকস্থানে (কটি, জত্রুমূল প্রভৃতি তিনখানি অস্থির সংযোগ স্থলে) বেদনা জন্মাইয়া যে তৃতীয়ক জ্বর হয় তাহা কফপিত্তজনিত। আর যে তৃতীয়কে প্রথমে শিরোবেদনা উপস্থিত হয় তাহা বাতপিত্তজ। এইরূপ চাতুর্থক জ্বরও বাতিক ও শ্লৈষ্মিক ভেদে দুই প্রকার; শিরোবেদনাপূর্ব্বক বাতিক এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা জন্মাইয়া শ্লৈষ্মিক চাতুর্থক জ্বরের উদ্ভব হয়।

এতদ্ভিন্ন সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক বিপর্য্যয় *

---

† এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে সপ্তাহাদি কালপর্য্যন্ত একভাবে জ্বর থাকিয়া নিয়মমত তাহার বিচ্ছেদ হইলে, বিষমজ্বরে "যঃ স্যাদনিয়তাৎ কালাদিত্যাদি" পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে এবং "মুক্তানুষঙ্গিত্বং বিষমজ্বরম্" (বিচ্ছেদ হইলেও যাহার কিঞ্চিৎ অনুবন্ধ থাকে তাহাকে বিষমজ্বর বলে) এই লক্ষণান্তর দ্বারায়ও সন্ততজ্বরকে কি বলিয়া বিষমজ্বর বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে চরক বলেন যে, দ্বাদশ দিবসে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়াও যদি উপশয়ের (রোগোপশমক ক্রিয়ার) অভাব ঘটে, তবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ জ্বরের অনুবন্ধ থাকে এবং উহার লক্ষণসকল পুনরায় পরিস্ফুট হয়।

"বিসর্গং দ্বাদশে কৃত্বা দিবসে ব্যক্তলক্ষণঃ।
দুর্লভোপশয়ঃ কালং দীর্ঘমপ্যনুবর্ত্ততে॥" (চরক)

§ সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের উৎপত্তিপ্রক্রম বৃদ্ধসুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"অহোরাত্রাদহোরাত্রাৎ স্থানাৎ স্থানং প্রপদ্যতে।
ততশ্চামাশয়ং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥
কফস্থানবিভাগেন যথাসংখ্যং করোতি হি।
সতত্যন্যেদ্যুষ্কত্র্যাখ্যচাতুর্থকান্ সপ্রলেপকান্॥"

আমাশয় (পাকস্থলী), হৃদয় (বক্ষস্থল), কণ্ঠ, শিরঃ (মস্তক) ও সন্ধিস্থল প্রভৃতি কফস্থানস্থিত বাতাদি দোষ যথাসংখ্যক সততকাদি অর্থাৎ আমাশয়স্থ দোষ সততক, হৃদয়স্থ অন্যেদ্যুষ্ক, কণ্ঠস্থ তৃতীয়ক, শিরঃস্থ চাতুর্থক এবং সন্ধিস্থ প্রলেপক নামক বিষমজ্বরোৎপাদন করে। দোষসকল অহোরাত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া আমাশয়ে আসিয়া স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বর প্রকাশ করে। অর্থাৎ আমাশয়স্থ দোষ কালদ্বয়ে (দিবা ও রাত্রিতে) এক একবার করিয়া দুইবার প্রকুপিত হওয়ায় সততকজ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার হয়। হৃদয়স্থ দোষ, স্থানের সন্নিকৃষ্টতা বশতঃ অহোরাত্রেই আমাশয়ে প্রত্যাগত হইয়া দিবারাত্রের মধ্যে একবারমাত্র অন্যেদ্যুষ্কজ্বর প্রকাশ করে। কণ্ঠস্থিত দোষ অহোরাত্রে হৃদয়ে আসে, তৎপরদিন অর্থাৎ তৃতীয়দিনে আমাশয় প্রাপ্ত হইয়া তৃতীয়কজ্বরের উৎপত্তি করে। এইরূপ শিরঃস্থিত দোষ প্রথম অহোরাত্রে কণ্ঠে, দ্বিতীয় অহোরাত্রে হৃদয়ে, পরে চতুর্থ দিনে আমাশয়ে আসিয়া স্বীয় প্রকোপকালে চাতুর্থক জ্বরোৎপাদন করে। এস্থলে দোষের আগমক্রমানুসারে সন্দেহ হইতে পারে যে কণ্ঠস্থ ও শিরঃস্থ দোষের আমাশয় আসিতে তৃতীয় ও চতুর্থ দিবস লাগিবে কেন? উহারা ত যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় দিবসেই আমাশয়ে আসিতে পারে, কেন না কণ্ঠস্থদোষ প্রথমদিনে হৃদয়ে দ্বিতীয়দিনে আমাশয়ে এবং শিরস্থঃদোষও ঐরূপ প্রথমদিনে কণ্ঠে, দ্বিতীয়দিনে হৃদয়ে, তৃতীয়দিনে আমাশয়ে আসিতে পারে। ইহা সত্য; কিন্তু প্রকোপদিনে অর্থাৎ দোষসকল প্রকুপিত হইয়া যে দিনে জ্বর ব্যক্ত করে, বেগাতিশয্যপ্রযুক্ত উহারা (দোষসকল) ঐদিনে স্বস্থানেই (কণ্ঠে এবং মস্তকে) গমন করে।

"দোষঃ প্রকোপকালে হি বেগবত্ত্বেন লাঘবাৎ।
বেগবাসর এবায়ং স্বস্থানমধিগচ্ছতি॥"

এই প্রকারে গমনাগমনপ্রক্রম ধরিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দোষসকল কণ্ঠ ও মস্তক হইতে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে আমাশয়ে প্রত্যাগত হইতে পারে, কেন না প্রকোপদিনে অত্যন্ত বেগের পর দোষের লাঘব হইতে আরম্ভ করিলে ঐদিনে কণ্ঠস্থদোষ কণ্ঠের যায়, পরদিন হৃদয়ে, তৎপরদিন অর্থাৎ তৃতীয়দিনে আমাশয়ে, এইরূপ মস্তকস্থ দোষ প্রকোপ বা জ্বর প্রকাশের দিনে মস্তকে, দ্বিতীয়দিনে কণ্ঠে, তৃতীয়দিনে হৃদয়ে এবং চতুর্থদিনে আমাশয়ে আসিয়া স্বীয় প্রকোপকালে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ করে।

বিষমজ্বর নির্দ্দিষ্ট দিনেই যে পুনঃ পুনঃ হয়, স্বভাবই ইহার একমাত্র কারণ, যেমন ভূমিনিহিত বীজ কালে (বর্ষাদি সময়ে) অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ ধাত্বাশ্রিত দোষসকলও পূর্ব্বে তত্তৎ ধাতুতে নিহিত থাকিয়া স্ব স্ব প্রকোপকালে প্রকুপিত হইয়া ব্যাধির বিকাশ করে।

"নিবৃত্তঃ পুনরায়াতি বিষমো নিয়তে দিনে।
স্বভাবঃ কারণং তত্র মন্যন্তে মুনিপুঙ্গবাঃ॥"
"যথা ভূমিং বীজং কালে প্ররোহতি।
অধিশেতে তথা ধাতূন্ দোষঃ কালে প্রকুপ্যতি॥"

* সততকাদি-বিপর্য্যয় জ্বরসকলও সততকাদিজ্বরের ন্যায় আমাশয়, বক্ষঃ, কণ্ঠ ও শিরঃ প্রভৃতি শ্লেষ্মস্থানস্থিত দোষের পূর্ব্বোক্তরূপ গাত্রবিধির প্রক্রমানুসারে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্টকালে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ সততকবিপর্য্যয় জ্বরে আমাশয়স্থ দোষ স্বয়ং প্রকোপকালে প্রকুপিত হইয়া ব্যাধির স্বভাববশতঃ অহোরাত্রে দুইবার করিয়া বিচ্ছেদ হয়। অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়ে বক্ষঃস্থিত দোষ আমাশয়ে আসিয়া প্রকোপকালে জ্বরোৎপাদন করে, পরে বেগের হ্রাস হইতে থাকিলে ঐ দিবারাত্রের মধ্যেই লঘুতাপ্রাপ্ত দোষ যখন পুনরায় বক্ষে গমন করে তখন একবার বিচ্ছেদ হয়। আবার পরদিন তথা হইতে আমাশয়ে আসিয়া যথাকালে জ্বরোৎপাদন করে। তৃতীয়ক বিপর্য্যয় বিষমজ্বর আমাশয়, বক্ষঃ ও

এবং বাতবলাসক, প্রলেপক, দাহশীতাদি প্রভৃতি কতিপয় বিষমজ্বরের উল্লেখ আছে। নিম্নে ক্রমশঃ তাহাদের লক্ষণাদি বর্ণিত হইতেছে। সন্ততকবিপর্য্যয়—অহোরাত্রে মাত্র দুইবার বিচ্ছেদ হইয়া সমস্ত দিবারাত্র জ্বর ভোগ করে। অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়,—অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র বিচ্ছেদ হইয়া সমস্ত দিবারাত্র জ্বর ভোগ করে। তৃতীয়কবিপর্য্যয়—এই জ্বর আদ্যন্ত দুই দিনে বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকে মধ্যে একদিন মাত্র প্রকাশ পায় +। চাতুর্থকবিপর্য্যয়—ইহা আদ্যন্ত দুইদিন বিচ্ছেদ অবস্থায় থাকিয়া মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইদিন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়। বাতবলাসক—এই জ্বর শোথরোগাক্রান্ত § ব্যক্তির উপদ্রব স্বরূপ নিত্য মন্দ মন্দ হইয়া থাকে। ইহা শ্লেষ্ম-প্রধান ; ইহাতে রোগী রুক্ষ ও স্তব্ধাঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহার অঙ্গ-শৈথিল্য জন্মে। প্রলেপক—এই জ্বরও নিত্য মান্দ্য অবস্থায় হয়। ইহা ঘর্ম্ম ও গাত্রের গুরুতা বশতঃ অহরহঃ শরীরের মধ্যে যেন প্রলিপ্ত অর্থাৎ নিবদ্ধ হইয়া থাকে ; ইহাতে রোগী শীত অনুভব করে। যক্ষ্মরোগীদিগেরই এই জ্বর হইয়া থাকে।

কণ্ঠ এই তিন স্থানস্থিত দোষের গতিবিধি অনুসারে উৎপন্ন হয়। প্রথম দিন হৃদয়স্থ দোষ আমাশয়ে আসিয়া তত্রস্থ দোষের সম্মিলনে জ্বরোৎপাদন করিয়া উহারা সেইদিনে তথায় (আমাশয়ে) এবং কণ্ঠস্থ দোষ বক্ষে আসিয়া অবস্থান করে। পরদিন কণ্ঠ হইতে আগত বক্ষঃস্থিত ঐ দোষ আমাশয়ে আসিয়া যথা-কালে আবার জ্বর প্রকাশ করে। ঐ জ্বরবেগ হ্রাসতাপ্রাপ্ত হইলে, তৎপর দিবস অর্থাৎ তৃতীয় দিবস ব্যাপিয়া দোষসকল আমাশয় হইতে বক্ষে ও কণ্ঠে গমন করে, এই তৃতীয়দিনে কোন দোষ আমাশয়ে আসিয়া জ্বরোৎপাদন করে না ; ইহা বিরামের দিন। আমাশয়, বক্ষ, কণ্ঠ ও মস্তকে দোষের গমনাগমনপ্রক্রিয়া দ্বারা চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরের উৎপত্তি। ইহাও তৃতীয়ক বিপর্য্যয় জ্বরের ন্যায় প্রথমদিন বক্ষ হইতে আমাশয়ে আগত দোষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়। ঐদিনে আবার কণ্ঠগত দোষ হৃদয়ে (বক্ষে) ও শিরস্থ দোষ কণ্ঠে আসে। পরদিন আবার হৃদয়ের দোষ আমাশয়ে আসিয়া জ্বরোৎ-পাদন করে এবং কণ্ঠের দোষ হৃদয়ে আসিয়া থাকে। তৎপরদিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনে হৃদয়ের এই দোষ আমাশয়ে আসিয়া পুনরায় জ্বর প্রকাশ করে এইরূপে উপর্য্যুপরি তিনদিন জ্বর হইয়া চতুর্থদিনে দোষসকল স্ব স্ব স্থানে গমন করে এবং ঐ দিনে জ্বরও বিরাম থাকে। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের মূলের লিখিত লক্ষণের সহিত এই লক্ষণের অসামঞ্জস্য হইতেছে বলিয়া বিরুদ্ধ মনে করিতে হইবে না, কেন না ইহা এক তন্ত্রের বচন নহে ; একই তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইলে সেইটাই দোষাবহ হয়, কিন্তু বিভিন্ন তন্ত্রের মত ভিন্ন ভিন্ন হইলে সেটী কোন দোষের হয় না। এ সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে ; যথা—

'স্মৃতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাৎ তত্র ধর্ম্মাবুভৌ মতৌ' (স্মৃতি)

+ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তৃতীয়কবিপর্য্যয় জ্বরের পর্য্যায় (পালা) প্রায় তৃতীয়ক জ্বরের ন্যায় বোধ হইবে।

§ কুম্ভাহ্বয়-পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিত্য যে মান্দ্য মান্দ্য জ্বর হয় কেহ কেহ তাহাকেই বাতবলাসক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বিদগ্ধপক্ক অন্নরসে অর্থাৎ প্রদুষ্ট আহাররসে প্রদূষিত পিত্ত এবং কফ শরীরে ব্যবস্থিতভাবে* থাকিয়া একপ্রকার বিষমজ্বরের উৎপত্তি করে। এই জ্বরে ব্যবস্থিতভাবে পিত্ত ও কফের অব-স্থান হেতু অর্দ্ধনারীশ্বরাকার বা নরসিংহাকারে + রোগীর দেহের অর্দ্ধাংশ উষ্ণ ও অপরার্দ্ধাংশ শীতল থাকে ; ইহার কারণ এই যে, যে অর্দ্ধাংশে পিত্তের প্রাদুর্ভাব তথায় উষ্ণতার এবং যে অর্দ্ধাংশে শ্লেষ্মার প্রাদুর্ভাব সেখানে শৈত্যের অনুভব হয়। অন্য আর একপ্রকার বিষমজ্বরে পিত্ত ও কফ পূর্ব্বোক্তরূপে শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক দাহ-শীতাদি জন্মায়, অর্থাৎ যখন পিত্ত কোষ্ঠাশ্রিত থাকে তখন শ্লেষ্মা হস্ত-পাদাদিতে থাকে, এইরূপ যখন পিত্ত হস্তপাদাদিতে থাকে তখন শ্লেষ্মা কোষ্ঠে অবস্থান করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানু-সারে যখন যেখানে শ্লেষ্মা থাকে তখন সেখানে (কায়ে বা হস্ত-পাদাদিতে) শৈত্য আর যখন পিত্ত ঐ ঐ স্থানে অবস্থান করে তখন সেই সকল স্থানে উষ্ণতা বিদ্যমান থাকে।

এই জ্বরে যখন ত্বক্‌স্থিত বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয়ে প্রথমে শীত জন্মাইয়া জ্বর প্রকাশ করে এবং ইহাদের বেগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পর পিত্ত কর্ত্তৃক দাহ উপস্থিত হয় তখন 'শীতাদি' এবং যখন ঐরূপ ত্বকস্থ পিত্ত প্রথমে অত্যন্ত দাহ জন্মাইয়া জ্বরের অভি-ব্যক্তি করে, পরে এই পিত্ত কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয় কর্ত্তৃক শীতের উদ্ভব হয়, তখন ইহাকে 'দাহাদি বিষমজ্বর' বলে ; এই দাহাদি ও শীতাদি জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বরই বিষম ক্লেশদায়ক এবং কৃচ্ছসাধ্যতম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রসরক্তাদি ধাতুর অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বরের উৎপত্তি হয় ; এক্ষণে যে ধাতুকে আশ্রয় করিলে রোগীর যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বলা যাইতেছে। রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া জ্বর হইলে রোগীর গাত্র গুরুতা, হৃদয়োৎক্লেশ (উপস্থিত-বমন বোধ), অবসন্নতা, বমি, অরুচি ও দৈন্য উপস্থিত হয়। জ্বর রক্তধাতুকে আশ্রয়

* ব্যবস্থিত=বিপরীতভাবে ন্যস্ত অর্থাৎ শরীরের যে অংশে পিত্ত থাকে তথায় শ্লেষ্মা থাকে না ; এইরূপ যেখানে সম্প্রতি শ্লেষ্মা বর্ত্তমান আছে তথায় পিত্ত অবিদ্যমান।

+ দক্ষিণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ এবং জিহ্বা ও মস্তকের দক্ষিণার্দ্ধাংশ লইয়া দেহের দক্ষিণার্দ্ধাংশে শীত, বাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ ও জিহ্বা এবং মস্তকের বামার্দ্ধাংশ লইয়া দেহের বামার্দ্ধাংশে দাহ উপস্থিত হইলে অথবা ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঐরূপ বামার্দ্ধাংশে শীত ও দক্ষিণার্দ্ধাংশে দাহ জন্মিলে তাহা অর্দ্ধনারীশ্বরাকারে এবং কটি হইতে পাদদ্বয় পর্য্যন্ত শীতল, ও মস্তক পর্য্যন্ত উষ্ণ ; আবার ইহার বিপরীত অর্থাৎ কটি হইতে পাদদ্বয় পর্য্যন্ত উষ্ণ ও মস্তক পর্য্যন্ত শীতল হইলে, উহা নরসিংহাকারে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

করিলে রোগী রক্ত নিষ্ঠীবন করে অর্থাৎ থু থু ফেলিতে ফেলিতে রক্ত তুলে এবং সেই সঙ্গে তাহার দাহ, মোহ (মূর্চ্ছাভেদ), বমি, ভ্রমি (ঘূর্ণী), প্রলাপ, পীড়কা (স্ফোটকাদি) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর মাংসধাতুগত হইলে রোগী জঙ্ঘা-মাংস-পিণ্ডে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নের ন্যায় বেদনা অনুভব করে এবং তাহার তৃষ্ণা, মলমূত্রনিঃসরণ, বহিস্তাপ, অন্তর্দ্দাহ, বিক্ষেপ (হস্তপাদাদি চালন) ও শরীরের গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মেদস্থ জ্বরে রোগীর অত্যন্ত স্বেদ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, দৌগর্ন্ধ্য, অরোচক, শারীরিক গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা (খিট্ খিটে ভাব) উপস্থিত হয়। অস্থিগত জ্বরে অস্থিতে ভেদবৎ পীড়া, কূজন (গলার ভিতর কোঁ কোঁ শব্দ), শ্বাস (হাপানি), বিরেচন, বমি ও গাত্র বিক্ষেপ করা অথবা কোঁথ দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অকস্মাৎ অন্ধকারে প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ হিক্কা, কাস, শীতবোধ, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মভেদ (হৃদয়, বস্তি প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে ভেদবৎ পীড়া), এই গুলি মজ্জগত জ্বরের লক্ষণ। জ্বর শুক্রধাতুগত হইলে লিঙ্গের স্তব্ধতা এবং শুক্রের অত্যন্ত প্রসেক হয়। * ইহাতে সহসা রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়ক চাতুর্থকাদি জ্বরকে কেহ কেহ ভূতাভিসঙ্গোত্থ বিষমজ্বর † বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং রোগ প্রশমনার্থ তাহার দৈবরূপ (বলি হোমাদি) ও দোষোচিত যুক্তিরূপ (কষায় পাচনাদি) ক্রিয়াদ্বয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

যাহার দেহে বায়ু এবং কফের সমতা ও পিত্তের ক্ষীণতা থাকে। তাহার বিষমজ্বর রাত্রিতে এবং ঐরূপ যাহার কফের ক্ষীণতা ও বাতপিত্তের সমতা দৃষ্ট হয় তাহার উক্ত জ্বর দিবাতেই প্রায় হইতে দেখা যায়।

"সমৌ বাতকফৌ যস্য ক্ষীণপিত্তস্য দেহিনঃ।
রাত্রৌ প্রায়ো জ্বরস্তস্য দিবা হীনকফস্য তু॥"

জ্বর যদি উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিষমত্ব প্রাপ্ত হয় তবে সে অচিরে রোগীকে নষ্ট করে। ‡

"আরম্ভাদ্বিষমো যস্তু যশ্চ বা দৈর্ঘ্যরাত্রিকঃ।
ক্ষীণস্য চাতিরুক্ষস্য গম্ভীরো যস্য হন্তি তং" (নিদান)

চিকিৎসা,—প্রায় সকল বিষমজ্বরেই ত্রিদোষের (বাত, পিত্ত ও কফের) অনুবন্ধ আছে, তবে প্রত্যেক বিষমজ্বরেই বায়ুর অবশ্যম্ভাবিত্ব (অর্থাৎ অনুবন্ধ) অধিক জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতও বলিয়াছেন যে, "নর্ত্তেঽনিলাচ্চ বিষমজ্বরঃ সমুপজায়তে। কফপিত্তে হি নিশ্চেষ্টে চেষ্টয়ত্যনিলঃ সদা" বায়ু ব্যতিরেকে বিষমজ্বর উৎপন্ন হয় না; বিষমজ্বর সম্বন্ধে কফ ও পিত্ত কখন কখন নিশ্চেষ্ট থাকে, কিন্তু বায়ু ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চেষ্টিত। বিদেহোক্তগ্রন্থেও উক্ত আছে যে, "পবনো গতিবৈষম্যাদ্বিষমজ্বরকারণম্" স্বকীয় গতির বৈষম্যহেতু বায়ুই বিষমজ্বরের কারণ। অতএব বিষমজ্বর চিকিৎসাকালে বায়ুর সমতা রক্ষা করাই প্রথম কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ব্যবস্থাও আছে যে—"স্নিগ্ধোষ্ণৈরন্নপানৈশ্চ শময়েদ্বিষমজ্বরম্" অর্থাৎ স্নিগ্ধ (তৈল ঘৃতাদিযুক্ত) ও উষ্ণ অন্নপানাদিদ্বারা বিষমজ্বরের শমতা করিবে; ফলকথা ইহাতেও বায়ুর প্রতিই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তবে উহাদের মধ্যে যখন যে দোষের প্রাদুর্ভাব বুঝা যাইবে তখন তাহারই প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; কেন না "অথোল্বণস্য দোষস্য তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতং" ঐ সকল দোষের মধ্যে উল্বণ (অতি প্রবল) দোষই প্রথমে চিকিৎসনীয়। বিষমজ্বরেও ঊর্দ্ধাধঃ শোধন (বমন বিরেচন) কর্ত্তব্য। সন্ততজ্বরে,—ইন্দ্রযব, পল্‌তা (পটোলপত্র) ও কটকী এই তিন দ্রব্যের; সততজ্বরে,—পল্‌তা, অনন্তমূল, মুথা, আকনাদি ও কটকী এই পাচটীর; অন্যেদ্যুষ্কে,—নিমেরছাল, পল্‌তা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, কিসমিস, মুথা ও ইন্দ্রযব কিম্বা কুড়চিছাল এই আটটীর; তৃতীয়কজ্বরে,—চিরতা, গুড়ূচী, রক্তচন্দন ও শুঁঠ এই চারিটীর এবং চাতুর্থকজ্বরে,—গুড়ূচী, আমলকী ও মুথার কাথ সেবন করিলে আরোগ্যলাভ করা যায়। গোরক্ষ চাকুলিয়ার মূল ও শুঁঠের কাথ পান করিলে দুই কি তিন দিনের

* বিষমজ্বরে শুক্র নির্গত হইতে দেখিলে সাধারণ লোকে জানে যে জ্বর মজ্জগত হইয়াছে কিন্তু সে মজ্জগত শব্দের অর্থ অত্রোক্ত মজ্জগতের ন্যায় না বুঝিয়া শুক্রগত বুঝাই উচিত এবং সাধারণ লোকের ধারণাও তাই।

† "আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরঃ" প্রায় বিষমজ্বরই আগন্তু (অভিষঙ্গাদ্যুৎপন্ন) ও অনুবন্ধ (রোগান্তরের আশ্রয় বা মুক্তানুবর্ত্তী); এবং "কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়কচাতুর্থকৌ" সাধারণ (দৈবরূপ ও যুক্তিরূপ) কর্ম্ম তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরকে নষ্ট করে; চরকের এই দুই বচনানুসারেও ঐ সকল বিষমজ্বর ভূতাভিষঙ্গোত্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

‡ এ স্থলে বিষমজ্বরের পূর্ব্বোক্ত সম্প্রাপ্তি লক্ষণের সহিত বাক্যগত অনৈক্য বা বিরুদ্ধ ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে; কেন না পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বাতিক-পৈত্তিকাদি জ্বর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে (সপ্তাহ, দশাহ প্রভৃতি দিনে) বিচ্ছেদ হইলে যদি তখন আহারাদির অপচার করা হয় তবে ঐ সপ্তাহাদি কাল হইতেই বিষমজ্বরের আরম্ভ হয়, কিন্তু এখানকার ভাবে বলা হইতেছে যে, প্রথম উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, এখানে বিষমত্ব শব্দে সম্প্রাপ্তি লক্ষণের ধাত্বন্তরাবগাহিত্ব মাত্র গ্রহণ করিলে আর কোন দোষ থাকে না অর্থাৎ এখানে বুঝিতে হইবে যে, যে জ্বর উৎপন্ন হইয়াই রসরক্তাদির অন্যতম ধাতুকে আশ্রয় করিয়া তাহার শোষণ করে, সেই জ্বরই আরম্ভ হইতে বিষম বলিয়া কথিত এবং রোগীর জীবন নাশক হয়।

মধ্যে শীত, কম্প ও দাহযুক্ত বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বাতশ্লেষ্মপ্রধান এবং শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনাযুক্ত বিষমজ্বরে কণ্টিকারী, গুড়ূচী, শুঁঠ ও কুড় এই কয় দ্রব্যের কাথ প্রশস্ত; ইহাতে ত্রিদোষজ জ্বরেরও উপকার হয়। মুথা, আমলকী, গুড়ূচী, শুঁঠ ও কন্টকারিকা, ইহাদের কাথের সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে বা আহারের পূর্ব্বে, যে সময় হউক, তিলতৈলের সহিত রসুন উত্তমরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া ভক্ষণ করিলে বিষমজ্বর নাশ হয়। ব্যাঘ্রীর চর্ব্বি (বসা) সমান পরিমাণ হিঙ্গু ও সৈন্ধবের সহিত অথবা সিংহের বসা পুরাণঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হয়।

সৈন্ধব, পিপুলচূর্ণ ও মনঃশিলা তিলতৈলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়। গুগ্‌গুল, নিম্বপত্র বচ, কুড়, হরীতকী, সর্ষপ, যব ও ঘৃত এই কয়েক দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ধূপ (ভাপরা) গ্রহণ করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বর রসধাতুস্থ হইলে বমন ও উপবাস প্রশস্ত। সেক (জ্বরঘ্ন পদার্থের কাথ দ্বারা অবসেচন), প্রদেহ (জ্বরনাশক দ্রব্য উত্তমরূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া তাহার প্রলেপ) ও সংশমন (দোষপ্রশমক দ্রব্যের কাথ চূর্ণাদি) রক্তস্থজ্বরে হিতকর। রক্তমোক্ষণেও রক্তগত জ্বরের উপকার হয়। মাংস ও মেদস্থিত জ্বরে বিরেচন ও উপবাস প্রশস্ত। অস্থি ও মজ্জগত জ্বরে নিরূহণ (কষায় দ্রব্যের বস্তি বা পিচকারি) ও অনুবাসন (স্নেহ-বস্তি) প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মেদস্থজ্বরে মোদোঘ্নক্রিয়াও কর্ত্তব্য। অস্থিগতজ্বরে বাতবিনাশক ক্রিয়াও বিধেয়। শুক্রস্থানগতজ্বরে "মরণং প্রাপ্নুয়াত্তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে" জ্বর শুক্রস্থানগত হইলে বলরক্ষক শ্রেষ্ঠতম শুক্রধাতুর অতিশয় নির্গমহেতু রোগীর মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণজীরা কিঞ্চিৎ ভাজিয়া উহার তুল্য পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ মিলিত করিয়া তাহার দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। তুলসীপাতার অথবা দ্রোণপুষ্পীর (গুমা বা দণ্ড-কলসীর) রস মরিচচূর্ণের সহিত পান করিলে বিষমজ্বরের উপশম হয়। বলাডুমুর, কটকী, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এবং পলতা, মুথা, বৃহদ্দন্তী, কটকী ও অনন্তমূল এই দুইটী যোগের অন্যতরের কাথ দোষ প্রশমনের জন্য সততাদি জ্বরে নিয়ত প্রযোজ্য। পলতা, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, হরীতকী, নিম্বছাল, গুলঞ্চ ও বালা ইহাদের কাথে সততক এবং কিসমিস, পলতা, নিমেরছাল, মুথা, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতকী ও বয়ড়া ইহাদের কাথে অন্যেদ্যুষ্কজ্বর নিবৃত্তি হয়। বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, ধনিয়া ও শুঁঠ ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া তৃষ্ণাদাহসংযুক্ত তৃতীয়কজ্বরে প্রযোজ্য। রবিবার আপাঙ্গের মূল তুলিয়া সাতগাছি লালরঙ্গের সূতার দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়কজ্বর দূর হয়। শালপান, ভূম্যামলকী, দেবদারু, হরীতকী, বাসকছাল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ মধু ও চিনিসংযোগে পান করিলে চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। অগস্ত্য পত্রের (বকফুলের পাতার) স্বরস এবং শিরীষপুষ্পের স্বরসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কল্ক ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য করিলে চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয়। যে জ্বররোগী জ্বরের বেগ এবং জ্বর হইবার সময় চিন্তা করিতে করিতে ক্ষীণ হয় তাহাকে বাঞ্ছিত দ্রব্য কিম্বা কোন আশ্চর্য্য অথবা বিষম অর্থাৎ দুঃসহ, দুর্গ্রাহ্য ও দুর্ব্বোধাদি দ্বারা স্মরণ বিষয়ের অপনোদন করিতে হয়। বিষমজ্বর দীর্ঘকালজাত হইলে রোগীকে উৎকৃষ্ট অথচ হিতকর এবং বাঞ্ছিত সামগ্রী দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। সততাদিজ্বরের চিকিৎসা যেরূপ কথিত হইল সততাদিবিপর্য্যয় জ্বরের চিকিৎসাও তদ্রূপ জানিতে হইবে, অর্থাৎ সততবিপর্য্যয়ে সততজ্বরের, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়ে অন্যেদ্যুষ্কজ্বরের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

শীতদাহাদিজ্বরে শীতার্ত্তকে শীতনাশক ও দাহার্ত্তকে দাহনাশক ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শীতাদিজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির অত্যন্ত শীত উপস্থিত হইলে তূলানির্ম্মিত শয্যা বা আস্তরণ এবং কম্বল প্রভৃতি দ্বারা শীত নিবারণ করিবে। এই সকল ক্রিয়াতেও যদি শীত প্রশমিত না হয়, তাহা হইলে একটী প্রশস্তনিতম্বিনী সুন্দরী যুবতীকে আনিয়া রোগীর পার্শ্বে শয়ান করাইবে, রমণীস্পর্শে স্বভাবতঃই রোগীর রক্ত গরম হইয়া শীতের উপশম হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে শীত নিবারণের পর যদি কামোদ্রেক হয় তবে তৎকালে সেই স্ত্রীলোকটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। এই শীতাপগমে যখন দাহ উপস্থিত হইবে তখন এরণ্ডপত্র বা শীতল দ্রব্যাদি (শীতল কাংস্যাদি পাত্র) অঙ্গে ধারণ করিয়া দাহ নিবারণ করিতে হইবে। লিপ্ত (গোময় ও জল দ্বারা লেপা) ভূমিতে এরণ্ডপত্র বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি দাহার্ত্তরোগীকে শায়িত করিলে জ্বরের সহিত দাহ প্রশমিত হয়। প্রথমে দাহ হইয়া যদি তৎপরে দেহে শীতলতা উপস্থিত হয়, তবে রোগীর উত্তাপরক্ষার জন্য পুনরায় তাহাকে সুগন্ধী চন্দন কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা বিলেপিততন্বী যৌবনবতী বনিতা দ্বারা বেষ্টন করাইবে। দাহোপশমে কামোদ্রেকের সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ব্ববৎ ঐ যুবতীকে অপসারিত করিবে।

শিবজটা, গোশৃঙ্গ, বিড়ালের বিষ্ঠা, সর্পনির্ম্মোক (সাপের খোলষ) মদনফল, জটামাংসী, বাঁশের নীল, রুদ্রনির্ম্মাল্য, ঘৃত, যব,

ময়ূরপুচ্ছের চাঁদ, ছাগরোম, সর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, গোহাড় ও মরিচ এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া যথাবিধি ধূপ (ভাপরা) প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, গ্রহ, ডাকিনী, পিশাচ ও প্রেতজন্য বিজ্বরসমূহ নষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বিষমূলের ছাল, সোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা পরিমাণ লইয়া ৩২ তোলা জলে জাল দিয়া ৮ তোলা জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া ২ মাষা পিপুল চূর্ণ ও ২ মাষা মধু উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রি-জ্বর নিবারিত হয়। হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক একতোলা লইয়া অশ্বত্থবল্কল, ধুতূরার মূল, কণ্টকারীর মূল এবং কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিনদিন পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া দুই বা তিন রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অচিরে রাত্রিজ্বর বিনষ্ট হয়।

পারা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক একতোলা তুতেভস্ম অর্দ্ধ-তোলা এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া দার্ব্বীশাক (কুলেখাড়া) জয়ন্তী ও নটে-শাক, ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী করিবে। পুরাতন ঘৃতের সহিত সেবন করিলে তৃতীয়কজ্বরের উপশম হয়। হরিতাল, মনঃশিলা, গন্ধক, তুতে ও শঙ্খভস্ম সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুইটী ছোট শরার মধ্যে পূরিয়া গজপুটে পাক করিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে ৩ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত ও মরিচচূর্ণের সহিত সেবনান্তে তক্রানুপান করিলে চাতুর্থকজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

প্রলেপকজ্বরে সাধারণতঃ কফজ্বরের চিকিৎসা বিধেয়। নিম-ছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরতা, কুড়, পিপুল, গজ-পিপুল ও বৃহতী ইহাদের সমষ্টিতে দুইতোলা, অথবা ২ তোলা নিসিন্দার পাতা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলাজল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। প্রলেপকজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। (নিসিন্দার পাতার ক্বাথে অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণ মিশাইয়া লইতে হইবে)।

পবিত্র হইয়া নন্দী প্রভৃতি অনুচর এবং মাতৃকাগণের সহিত শিবদুর্গার অর্চ্চনা করিলে শীঘ্রই সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। এবং সহস্রমূর্দ্ধা জগৎপতি বিষ্ণুর সহস্র-নাম উচ্চারণ করিয়া স্তব করিলেও সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্রনাম উক্ত আছে)

ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, হুতাশন, হিমাচল, গঙ্গা ও মরুদ্-গণের যথাবিধি পূজা করিলে বিষমজ্বরের শান্তি হয়। ভক্তিসহ-কারে পিতা মাতা এবং গুরুজনের পূজা ও ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, সত্য, ব্রতনিয়মাদি, জপ, হোম, বেদপাঠ বা শ্রবণ, সাধু-সন্দর্শন প্রভৃতি কার্য্য কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিলে অচিরে জ্বরাদি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

"সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুং।
স্তুবন্ নাম সহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বানপোহতি॥
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরান্॥
ভক্ত্যা মাতুঃ পিতুশ্চৈব গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা সত্যেন নিয়মেন চ।
জপহোমপ্রদানেন বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥ (চরকচিঃ ৩ অঃ)

বিষমজ্বরাক্রান্তরোগীর নিজের হাতের নয় মুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন দ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা হরিদ্রায় রঞ্জিত করিতে হইবে; পরে চারিটী হরিদ্রা রঙের পতাকা ও অশ্বত্থ-পত্রবচিত চারিটী ঠোঙ্গা (পুটিকা) হরিদ্রারসে পরিপূর্ণ করিয়া উহার চারিধারে স্থাপন করিবে। উক্ত পুত্তলিকা বীরণ চাচিকায় (বেনার পাতাদ্বারা নির্ম্মিত চাচ বা আসন বিশেষে) স্থাপন করিয়া 'বিষ্ণুর্নমোঽস্তু' ইত্যাদি মন্ত্রে সংকল্প করিয়া

"জ্বরস্ত্রিপাদ স্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রুদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ"॥

এই ধ্যান ও আবাহন মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পরে নয় কড়া কড়ি দিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপাদি ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পূজা সমাপনান্তে সন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জ্বরিত ব্যক্তিকে নির্ম্মঞ্ছন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। (তিন দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিবার বিধান আছে)। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তু বস্তুতঃ স্বাহা ওঁ কঁ টঁ পঁ শঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ হ্রুঁ ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ হ্রীং ঠঠ ভোভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং সাপ্তাহিকং অর্দ্ধ-মাসিকং মাসিকং নৈমেষিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হুং ফট্ ফট্ হন হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ সমাপন করিয়া কোন বৃক্ষে, শ্মশানে বা চতুষ্পথে উক্ত পুত্তলী বিসর্জ্জন দিতে হইবে আর এই সকল পূজাদি বাস্তুর দক্ষিণ প্রদেশে কোন শুচি স্থানে করার বিধান আছে।

এতদ্ভিন্ন সূর্য্যার্ঘ্যদান, সূর্য্যের স্তব, বটুকভৈরব স্তব, মাহেশ্বর কবচ প্রভৃতি পাঠ ও প্রক্রিয়াদি দ্বারাও বিষমজ্বরের অপনোদন করা যায়; বাহুল্য ভয়ে তত্তদ্বিবরণ বিবৃত হইল না।

পাশ্চাত্যমতে বিষমজ্বর—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বিষমজ্বরকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহ (ক্লী) বিষমজ্বরের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী :—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বীরণমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, শুন্দি, আমলকী, চিত্রক, মুথা ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা জারিত লৌহচূর্ণ ১২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নাশ হয়।

বিষমজ্বরান্তকরস (পুং) বিষমজ্বরের একটী ঔষধ। প্রস্তুত প্রণালী :—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া পর্প্পটীবৎ পাক করিতে হইবে। এই পর্প্পটী এবং পারদের চারি ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ, মুক্তা এবং শঙ্খ ও ঝিনুকভস্ম আর লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে পারদের দ্বিগুণ; বঙ্গ, প্রবাল, প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধাংশ পরিমাণে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুইটী ঝিনুকের মধ্যে পুরিয়া বন্ধ করিবাগ্নিতে (বিল ঘুটের আগুনে) পুট পাক বিধি অনুসারে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের প্রতিকার হয়। অনুপান পিপুলচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধব।

অন্যবিধ—প্রস্তুত প্রণালী :—পারা, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, নিসিন্দা, পাণ, কাকমাচী, ক্ষেতপাপড়া, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, করলা, দশমূলের (বিল্বমূল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপান, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোক্ষুরের) কাথ, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসক, ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন তিন ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমাণে বটী করিতে হইবে। ইহা পেপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড় অনুপানে লেহন করিলে সপ্তধাতুগত নানা দোষোদ্ভব বিষমজ্বরাদি বিনষ্ট হয়।

বিষমত্রিভুজ (পুং) যাহার তিনটী বাহু পরস্পর অসমান (Scalene triangle)।

বিষমত্ব (ক্লী) বিষমের ভাব বা ধর্ম্ম, বৈষম্য, বিষমতা।

বিষমদলক, যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য নহে, যেমন অইষ্টর (oyster) ঝিনুক।

বিষমনয়ন (পুং) বিষমাণি অযুগ্মানি (ত্রীণি) নয়নানি যস্য। ১ শিব। (হারাবলী) ২ ত্রিনেত্রবিশিষ্ট।

বিষমনেত্র (পুং) শিব।

বিষমন্ত্র (পুং) বিষ নিবর্ত্তকো মন্ত্রো যত্র। সর্পধারক, বাদিয়া, সাপুড়ে প্রভৃতি। পর্য্যায়, জাঙ্গলী। (জটাধর)

বিষমপদ (ত্রি) ১ অসমান পদচিহ্ন বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ অসমান চরণযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১৬।৩৬)

বিষমপলাশ (পুং) সপ্তপলাশ, ছাতিয়ান বৃক্ষ।

বিষমপাদ (ত্রি) অসমান চরণযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বিষমময় (ত্রি) বিষমাদাগতং বিষম ময়ট্। (সিদ্ধান্ত কৌমুদী) যেটী বিষম হইতে আসে।

বিষমবাণ (ত্রি) বিষমাণি বাণানি (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমভোজন (ক্লী) বিষমাশন। [বিষমাশন দেখ]

বিষময় (ত্রি) বিষযুক্ত।

বিষমরাশি (পুং) অযুগ্মরাশি, মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ, কুম্ভ।

বিষমরূপ্য (ত্রি) বিষমাদাগতং বিষম-রূপ্য (সিদ্ধান্তকৌ°) যেটী বিষম হইতে আগত হয়।

বিষমর্দ্দনিকা (স্ত্রী) বিষং মৃদ্নতেহনয়া মৃদ-ল্যুট্, স্বার্থে কন্। গন্ধনাকুলী (রাজনি°)

বিষমর্দ্দনী (স্ত্রী) গন্ধনাকুলী, গন্ধরাম্না।

বিষমবল্কল (পুং) করুণ নিম্বুক, নারঙ্গা লেবু। (পর্য্যায় মুক্তা°)

বিষমভাগ (পুং) অসমানাংশ।

বিষমবিশিখ (পুং) বিষমা বিশিখা বাণানি (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমবৃত্ত (ক্লী) ১ অসমান পাদবিশিষ্ট ছন্দঃ।

বিষমবেগ (পুং) ন্যূনাধিকবেগ, বেগের কমিবেশী। (মাধবনি°)

বিষমশিষ্ট (পুং) অনুচিতানুশাসন, প্রায়শ্চিত্তাদিতে অন্যায়রূপে ব্যবস্থা দিলে তাহাকে বিষমশিষ্ট বলে; ইহা ব্যবস্থার একপ্রকার দোষবিশেষ। জ্ঞাতসারে বা ইচ্ছানুসারে গুরুতর পাপ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং অজানিত অবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐরূপ গুরুতর পাপ করিলে, চান্দ্রায়ণব্রতের ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; এইস্থলে যদি বিপরীতভাবে অর্থাৎ কামাচারীর প্রতি চান্দ্রায়ণ এবং অজ্ঞানকৃত পাপীসম্বন্ধে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতের ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা বিষমশিষ্টদোষে দূষিত হয়।

"অত্র কামত এব চান্দ্রায়ণতপ্তকৃচ্ছ্রয়োর্বিষমশিষ্টত্বেন ইচ্ছাবিকল্পাসম্ভবাৎ কামতশ্চান্দ্রায়ণং অকামতস্তপ্তকৃচ্ছ্রঃ"। ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

বিষমশীল (ত্রি) অসরল প্রকৃতি। উদ্ধত।

বিষমসাহস, অত্যধিক সাহসযুক্ত।

বিষমসিদ্ধি, পূর্ব্ব চালুক্যবংশীয় রাজা কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধনের (প্রথম) নামান্তর। কীর্ত্তিবর্ম্মার পুত্র। [চালুক্যবংশ দেখ।]

বিষমস্থ (ত্রি) বিষমে উন্নতানতে সঙ্কটে বা তিষ্ঠতীতি বিষম-স্থা-ক। ১ উন্নতানত (বন্ধুর) প্রদেশস্থ। ২ সঙ্কটস্থ। ৩ উপপ্লব (উপদ্রবপ্রাপ্ত) দেশস্থ।

"অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী।
বিষমস্থাশ্চ নাসেধ্যা ন চৈতান্নাহ্বয়েন্নৃপঃ॥" (নারদপু০)
'বিষমস্থাঃ উপপ্লবদেশস্থাঃ' ইতি ব্যবহারতত্ত্ব।

বিষমা (স্ত্রী) সৌবীরবদর, বরুইভেদ। (ভাবপ্র°)

বিষমাক্ষ (পুং) ১ বিষমনয়ন। ২ শিব। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিষমাগ্নি (পুং) জঠরাগ্নিবিশেষ ; এই অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে কখন সম্যক্ পরিপাক করে কখন বা একেবারেই করে না।

"অশিতা খলু মাত্রাপি বিষমাগ্নেস্ত দেহিনঃ।
কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

বিষমাদিত্য, একজন প্রাচীন কবি।

বিষমাধুর (ক্লী) ১ শৃঙ্গীবিষ। (ভৈষজ্যরত্না°)

বিষমাধুক (ক্লী) বণিক্‌দ্রব্যবিশেষ, চলিত বিগমা। (ভৈষজ্যরত্না°)

বিষমায়ুধ (পুং) বিষমাণি অযুগ্মানি (পঞ্চ) আয়ুধানি বাণা যস্ত। পঞ্চশর, কামদেব। (হলায়ুধ)

বিষমাশন (ক্লী) অকালে (সময় অতীত হইলে), বহু বা অল্প পরিমাণে ভোজনের নাম বিষমাশন। তন্মধ্যে অধিক ভোজন করিলে আলস্য, গাত্রগুরুতা, পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ প্রভৃতি এবং অল্প ভোজন করিলে শরীরের কৃশতা ও বলক্ষয় হয়।

"বহুস্তোকমকালে বা তজ্জ্ঞেয়ং বিষমাশনম্।
আলস্যগৌরবাটোপশব্দাংশ্চ কুরুতেঽধিকং।
হীনমাত্রং তনোঃকার্শ্যং করোতি চ বলক্ষয়ং॥" (ভাবপ্র°)

বিষমাশুকর (পুং) গ্রন্থিপর্ণমূল, গেঁঠেলা। (বৈদ্যকনিঘ°)

বিষমিত (ত্রি) প্রতিকূলতা প্রাপ্ত।

"ক্বচিৎ কালবিষমিতরাজকুলরক্ষসাপহৃতপ্রিয়তমধনাসুমৃতক ইব বিগতজীবলক্ষণ আস্তে।" (ভাগবত ৫।১৪।১৬)
'কালেন বিষমিতং প্রতিকূলতাং নীতম্' (স্বামী)
২ কুটিলীকৃত।

বিষমীয় (ত্রি) বিষমাদাগতম্ বিষম-ছঃ (গহাদিভ্যশ্চঃ পা ৪।২।১৩৮) বিষম হইতে প্রাপ্ত, সঙ্কটাপন্ন।

বিষমুচ্ (ত্রি) বিষং মুঞ্চতীতি বিষ-মুচ্-ক্বিপ্। বিষোদ্গারণশীল।

বিষমুষ্ক (পুং) মদনবৃক্ষ, ময়নাফলের গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

বিষমুষ্টি (পুং) ১ ক্ষুপবিশেষ, চলিত বিষদোড়ি। পর্য্যায়—কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, রণমুষ্টিক, ক্ষুপডোড়মুষ্টি। গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন, রোচক এবং কফ, বাত, কণ্ঠরোগ ও রক্তপিত্তাদির দাহনাশক। (রাজনি°) ২ মহানিম। ৩ মদনবৃক্ষ। ৪ কুঁচলে। ৫ লাঙ্গলী, ঈষলাঙ্গলা। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষমুষ্টিক[কা] (পুং স্ত্রী) ১ বিষমুষ্টি। ২ বৃহৎ অলম্বুষা। ৩ কর্কোটী।

বিষমূলা (স্ত্রী) শিয়ামলক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বিষমৃত্যু (পুং) বিষেণ বিষদর্শনমাত্রেণ মৃত্যুরস্য। জীবঞ্জীবপক্ষী, চলিত চকোর। (জটাধর)

বিষমেক্ষণ (পুং) ১ বিষমনয়ন। ২ শিব।

বিষমেষু (পুং) বিষমা অযুগ্মানি ইষবো বাণা (পঞ্চ) যস্য। পঞ্চবাণ, কামদেব।

বিষমোন্নত (ত্রি) ১ ক্রমোচ্চ নিম্ন, বন্ধুর। ২ পৃথুপুট। (হেম)

বিষমোভয়কণ্টক (পুং) ঘণ্টাবদর, শেয়াকুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

বিষয় (পুং) বিষিণ্বন্তি স্বাত্মকতয়া বিষয়িনং নিরূপয়ন্তি সংবধ্নন্তি বা বি-ষি-অচ্। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজাত ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি। পর্য্যায়,—গোচর, ইন্দ্রিয়ার্থ। দ্ব্যণুক (মিলিত পরমাণুদ্বয়) হইতে আরম্ভ করিয়া নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত এবং প্রাণ অবধি মহাবায়ু পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জীবের ভোগ-সাধন জাগতিক পদার্থমাত্রই বিষয়-শব্দ-বাচ্য। এই ভোগ কোন স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথায়ও বা পরম্পরা সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ফলে কোন না কোন প্রয়োজন ভিন্ন কোন একটী পদার্থের উৎপত্তি হয় না ; সুতরাং দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্তই বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বলিয়া অভিহিত হয়।

"বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিস্তু ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ।"
"প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ।" (ভাষাপরি°)

'অত্র বিষয়ঃ ভোগসাধনং সর্ব্বমেব হি কার্য্যমদৃষ্টাধীনং যচ্চ কার্য্যং যদদৃষ্টাধীনং তৎ তদ্ভপভোগং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া জনয়-ত্যেব ন হি বীজপ্রয়োজনাভ্যাং বিনা কস্যচিদুৎপত্তিরস্তি তেন দ্ব্যণুকাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং সর্ব্বমেব বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ।' (সি° মুক্তা°)

দ্রব্যাশ্রিত শুক্লকৃষ্ণ প্রভৃতি রূপসমূহ চক্ষুর বিষয় অর্থাৎ চক্ষুর্গ্রাহ্য। এইরূপ মধুরাদি ষড়্‌বিধ রস (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়) রসনাগ্রাহ্য অর্থাৎ জিহ্বার বিষয়); দ্রব্যনিষ্ঠ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় ; ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা দ্রব্যের শীত, উষ্ণ ও শীতোষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ এই তিন প্রকার গুণের অনুভূতি হয়, এজন্য এই তিন প্রকার স্পর্শগুণ ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় ; আর আকাশনিষ্ঠ শব্দগুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের এবং আত্মনিষ্ঠ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন প্রভৃতি, মন অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়।

"চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপং দ্রব্যাদেরুপলম্ভকং।
চক্ষুষঃ সহকারি স্যাৎ শুক্লাদিকমনেকধা ॥"
"রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা।"
"ঘ্রাণগ্রাহ্যো ভবেদ্‌গন্ধো ঘ্রাণস্যৈবোপকারকঃ।
সৌরভশ্চাসৌরভশ্চ স দ্বেধা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্ত্বচঃ স্যাদুপকারকঃ।
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ ॥"
"তথা রসো রসজ্ঞায়াস্তথা শব্দোহপি চ শ্রুতেঃ।"
"মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ ॥" (ভাষাপরি°)

সাঙ্খ্যকার বিষয় শব্দের নিরুক্তি এইরূপ করিয়াছেন,—"বিষিণ্বন্তি বিষয়িণং বধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি বিষয়াঃ পৃথিব্যাদয়ঃ সুখাদয়শ্চ। অস্মদাদীনাং অবিষয়াশ্চ তন্মাত্রলক্ষণাঃ যোগীনাং ঊর্দ্ধস্রোতসাঞ্চ বিষয়াঃ।" (সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌ°)

যে সকল পদার্থ জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে, যাহারা ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া স্বীয় প্রকৃতির অভিব্যক্তি দ্বারা বিষয়ীর (ভোগী ব্যক্তিদিগের) নির্ণয় সম্পাদন করে তাহাদের নাম বিষয়। যেমন ক্ষিত্যাদি ও সুখাদি, কেন না এই ক্ষিত্যাদি দ্রব্যের রূপরসাদি গুণে বিমুগ্ধ হইয়াই জীব সংসারে আবদ্ধ হয় এবং ঐ দ্রব্যাশ্রিত রূপরসাদির প্রতি তাহার ভোগলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব ঐ সকল দ্রব্য (ক্ষিত্যাদি) তদাশ্রিত রূপরসাদি এবং উহাদের (রূপরসাদির) মাধুর্য্য অনুভব হেতু তাহা হইতে উৎপন্ন সুখাদি দ্বারাই বিষয়ীকে (বিষয়াবদ্ধ বা সংসারাবদ্ধ জীবকে) অনায়াসে নির্ণয় করা যাইতে পারে। সুতরাং উহারা (ক্ষিত্যাদি) বিষয়।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে ঊর্দ্ধস্রোতাঃ যোগিগণ বিষয়ী নহেন, কেন না সহসা দেখা যায় যে, সাধারণ রূপরসাদিব প্রতি তাঁহাদের কোন ভোগলিপ্সা নাই; ইহা সত্য; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত (ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণাসমর্থ) তন্মাত্রাদির (রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্র প্রভৃতি বিষয়ের) উপলব্ধি দ্বারা তাঁহারা সুখানুভব করেন বলিয়া সূক্ষ্মানুসন্ধানে তাঁহাদিগকেও বিষয়ী বলা যায়।

২ নিত্যসেবিত। ৩ অব্যক্ত। ৪ শুক্র, বীর্য্য, রেতঃ। ৫ জনপদ। (মেদিনী) ৬ কান্তাদি। ৭ নিয়ামক।

"বিশব্দো হি বিশেষার্থঃ সিনোতের্বন্ধ উচ্যতে।
বিশেষেণ সিনোতীতি বিষয়োহতো নিয়ামকং ॥"(তট্টকারিকা)

৮ সারোপা, আরোপাশ্রয়। "গৌর্বাহীকঃ" গৌঃ=গো' (গরু); বাহীকঃ=শকট; অতএব এই প্রয়োগ দ্বারা 'গো 'শকট' এইমাত্র উক্ত হইতেছে, ইহা দ্বাবা "গোবাহ্য (গোকর্ত্তৃক বহনীয়) শকট" এই অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে না, কেন না শুদ্ধ 'গো'শব্দ 'গো কর্ত্তৃক বহনীয়' এই অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয় না। অতএব "গৌর্বাহীকঃ" অর্থাৎ গো-শকট এই প্রয়োগের 'গোবাহ্য শকট' এই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, তথায় "সারোপা লক্ষণা" করিতে হয়। সারোপা লক্ষণা এই,—যেখানে আরোপ্যমাণ গবাদি ও আরোপের বিষয় বাহীকাদির গোত্ববাহীকত্বাদি প্রকাশমান বৈধর্ম্ম বর্ত্তমানেও উভয়ের সামানাধিকরণ্য (সমান-বিভক্তিকত্ব) দেখা যায়, তথায় সারোপালক্ষণা হয়। উক্ত স্থলে আরোপ্যমাণ (শকটে নিয়োজ্যমান) গো এবং আরেপের বিষয় (আশ্রয়) বাহীক (শকট), এই উভয় যথাক্রমে গোত্ব ও বাহীকত্বরূপ বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও উভয়ের উত্তর একই প্রথমা বিভক্তি নির্দ্দেশ করায় 'সারোপালক্ষণা' করা হইল এবং তাহা (এই সারোপা লক্ষণা) দ্বারাই উহার ('গৌর্বাহীকঃ' এই প্রয়োগের) পূর্ব্বোক্তরূপ (গোবাহ্য শকট) অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

"সারোপাহন্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা"
'আরোপ্যমাণঃ আরোপবিষয়শ্চ যত্রানপহ্নুতভেদৌ সামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দিশ্যেতে সা লক্ষণা সারোপা।'
(কাব্যপ্রকাশ দ্বিতীয় উল্লাস)

৯ বিচারযোগ্য বাক্য, অধিকরণাবয়ব ভেদ। বিষয় (বিচার্য্যবিষয়), বিশয় (সংশয়, সন্দেহ), পূর্ব্বপক্ষ (প্রশ্ন), উত্তর ও নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) শাস্ত্রের এই পাঁচটী অঙ্গকে অধিকরণ বলে।

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেহধিকরণং স্মৃতং ॥" (মীমাংসা)

১০ দেশ।

"যচ্চকার বিবরং শিলাঘনে তাড়কোরসি স রামসায়কঃ।
অপ্রবিষ্টবিষয়স্য রক্ষসাং দ্বারতামগমদন্তকস্য তৎ ॥"
(রঘু ১১।১৮)

১১ আশয়। ১২ ব্যাকরণ মতে—সামীপ্য, একদেশ, বিষয় ও ব্যাপ্তি এই চারি প্রকার আধারান্তর্গত আধার ভেদ।

"সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্ব্বিধঃ"। (বোপদেব)

১৩ জ্ঞেয় বস্তু। ১৪ ভোগ্যবস্তু, ভোগসাধন দ্রব্য। ১৫ সম্পত্তি, ধন। ১৬ বর্ণনীয় পদার্থ। ১৭ ভূত। ১৮ গৃহ, আবাস। ১৯ বিশেষ প্রদেশজাত বস্তু। ২০ ধর্ম্মনীতি। ২১ স্বামী, প্রিয়। ২২ মুঞ্জতৃণ, মুঁজ। (বৈদ্যক নিঘ°)

বিষয়ক (ত্রি) বিষয়-কন্ স্বার্থে। বিষয় শব্দার্থ।

বিষয়কর্ম্ম, সাংসারিক কাজ, সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

বিষয়গ্রাম (পুং) বিষয়সমূহ (রূপরসগন্ধাদি)।

বিষয়তা (স্ত্রী) বিষয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়পতি (পুং) জনপদাধিপ।

বিষয়পুর (ক্লী) নগরভেদ। (দিগ্বি° প্র° ৫৫৩।৪)

বিষয়ত্ব (ক্লী) বিষয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়বৎ (ত্রি) বিষয়ো বিদ্যতেঽস্য বিষয়-মতুপ্ মস্য বত্বম্। বিষয়বিশিষ্ট, বিষয়ী।

বিষয়বর্ত্তিন্ (ত্রি) বিষয়ান্তর্ভূত, বিষয়ের মধ্যে।

বিষয়বাসিন্ (ত্রি) জনপদবাসী।

বিষয়সপ্তমী (স্ত্রী) বিষয়াধিকরণে যে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন ধর্ম্মে মতি হউক।

বিষয়াজ্ঞান (ত্রি) বিষয়াণাং ন জ্ঞানং যত্র। তন্দ্রা। (রাজ°)

বিষয়াত্মক (ত্রি) বিষয়ঃ আত্মা যস্য কপ্। ১ বিষয়স্বরূপ। ২ বিষয়াধিগত প্রাণ, অত্যন্ত বিষয়াসক্ত।

"কম্বোপগূঢ়ো নষ্টশ্রীঃ কৃপণো বিষয়াত্মকঃ।
নষ্টপ্রজ্ঞো হৃতৈশ্বর্য্যো গন্ধর্ব্বযবনৈর্ব্বলাৎ॥"
(ভাগবত ৪।২৮।৬)

বিষয়াধিকৃত (পুং) জনপদের শাসনকর্ত্তা।

বিষয়াধিপ (পুং) ভূম্যধিকারী, রাজা, শাসনকর্ত্তা।

বিষয়ানন্তর (ত্রি) বিষয়ের পর, এক প্রস্তাবের অব্যবহিত পর।

বিষয়ান্ত (পুং) রাজ্যেব প্রান্ত বা সীমা।

বিষয়াভিমুখীকৃতি (স্ত্রী) ১ চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি অভিগমন। ২ বিষয়প্রসক্তি।

বিষয়ায়িন্ (পুং) বিষয়ান্ অয়তে প্রাপ্নোতীতি অয়-ণিনি। ১ রাজা। ২ বৈষয়িক জন। ৩ ইন্দ্রিয়। ৪ কামদেব। ৫ বিষয়াসক্ত পুরুষ। (মেদিনী)

বিষয়িক (স্ত্রী) বিষয়ীভূত।

বিষয়িত্ব (ক্লী) বিষয়ীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষয়িন্ (ক্লী) বিষয়োঽস্ত্যস্যেতি বিষয় ইনি। ১ জ্ঞানবিশেষ।

"বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণা।" (ভাষাপরি°)

'জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তিস্তু যদ্বিষয়কং জ্ঞানং তস্যৈব প্রত্যাসত্তিঃ।' (মুক্তাবলী)

২ ইন্দ্রিয়। (ত্রি) ৩ বিষয়াসক্ত। ৪ নৃপতি। ৫ কামদেব। ৬ বৈষয়িক। ৭ ধ্বনি। (অজয়পাল) ৮ ধনী। ৯ আরোপ্যমাণ।

"বিষয়িণা আরোপ্যমাণেনান্তঃকৃতে নিগীর্ণে"
(কাব্যপ্র° ২য় উল্লাস)

বিষয়ীকরণ (ক্লী) গোচরীকরণ।

বিষয়ীভাব (পুং) গোচরীভাব।

বিষয়ীয় (পুং) বিষয়। (কুসুমাঞ্জলি ১৪।২)

বিষয়েন্দ্রিয় (ক্লী) শব্দাদিগ্রাহক ইন্দ্রিয়।

বিষরস (পুং) বিষস্য রসং আস্বাদঃ। বিষাস্বাদন।

বিষরূপা (স্ত্রী) বিষং মূষিকাবিষং রূপয়তি অতিক্রামতি রূপ-ক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অতিবিষা, আতইচ। (রাজনি°) ২ মহানিম্বুক, ঘোড়ানিম। ৩ অলম্বুষা। ৪ কর্কোটী।

বিষরোগ (পুং) বিষজন্য রোগসমূহ।

বিষল (ক্লী) বিষ, গরল।

বিষলতা (স্ত্রী) ইন্দ্রবারুণীলতা, রাখালশশা। (রাজনি°) ২ বিষপ্রধান লতাসমূহ।

"বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াম্" (গীতা ২।৪২ স্বামী)

বিষলাঙ্গল (ক্লী) ক্ষুপভেদ, চলিত বিষলাঙ্গলীয়া।

বিষলাটা[ণ্টা] (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।১৭৮)

বিষলিপ্তক (ক্লী) বিষসঞ্চরণ, বিষচরা।

বিষবৎ (ত্রি) বিষমস্ত্যস্যেতি বিষ-মতুপ্ মস্য বত্বম্। ১ বিষবিশিষ্ট, বিষযুক্ত। বিষমিব বিষ ইবার্থে-বৎ। ২ বিষতুল্য, বিষসদৃশ।

বিষবজ্রপাত (পুং) রস।

বিষবল্লরী (স্ত্রী) বিষলতা।

বিষবল্লি[ল্লী] (স্ত্রী) বিষলতা।

বিষবিটপিন্ (পুং) বিষবৃক্ষ।

বিষবিদ্যা (স্ত্রী) বিষায় তন্নিবৃত্তয়ে বিদ্যা! বিষঘ্নমন্ত্র। (ভরত) ২ বিষচিকিৎসাশাস্ত্র।

বিষবিধি (পুং) দিব্যভেদ। [দিব্যশব্দ দেখ।]

বিষবৃক্ষ (পুং) উদুম্বরাক্ষ, যজ্ঞডুম্বুর। (পর্য্যায়মু°)

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"। (কুমার ২অ°)

বিষবৈদ্য (পুং) বিষমন্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসক, ওঝা। পর্য্যায়— জাঙ্গুলিক, জাঙ্গলিক, নরেন্দ্র, কৌশিক, কথাপ্রসঙ্গ, চক্রাট, ব্যালগ্রাহী, জাঙ্গুলি, জাঙ্গলি, অহিতুণ্ডিক, ব্যালগ্রাহ, গারুড়িক। শব্দরত্না°)

বিষবৈরিণী (স্ত্রী) নির্ব্বিষী ঘাস, নির্ব্বিষা।

বিষশালুক (পুং) পদ্মকন্দ, পদ্মের গেঁড়ো। গুণ—গুরু, বিষ্টম্ভী (আধ্মানাদিকারক) ও শীতল। (রাজবল্লভ)

বিষশূক (পুং) বিষং শূক যস্য। ভৃঙ্গরোল, ভীমরুল। (ভূরিপ্র°)

বিষশৃঙ্গিন্ (পুং) বিষং শৃঙ্গমিবাস্ত্যস্যেতি বিষ-শৃঙ্গ ইনি। ভৃঙ্গরোল, ভীমরুল।, (হারাবলী)

বিষশোকাপহ (পুং) তণ্ডুলীয়-ক্ষুপ, কাঁটানটিয়া। (বৈদ্য°নিঘ°)

বিষসংযোগ (পুং) সিন্দূর। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষসূচক (পুং) বিষং সূচয়তি বিষযুক্তান্নাদিদর্শনে মৃতঃ সন্ জ্ঞাপয়তীতি সূচ-ণিচ-ণ্বুল। চকোরপক্ষী।

বিষস্ৃক্কন্ (পুং) বিষং সৃক্কনি যস্য। ভৃঙ্গরোল, ভীমরুল।

বিষস্ফোট (পুং) স্ফোটকভেদ, বিষফোঁড়া।

বিষহ (ত্রি) বিষ-হন-ড। ১ বিষঘ্ন, বিষনাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিষহা। ২ দেবদালী। ৩ নির্ব্বিষা।

বিষহন্তৃ (পুং) ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ বিষনাশক।

বিষহন্ত্রী (স্ত্রী) ১ অপরাজিতা। ২ নির্ব্বিষা। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা।

বিষহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্, বিষস্য হরঃ। ১ বিষঘ্ন-ঔষধ-মন্ত্রাদি। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, "ওঁ হুঁ জঃ" এই মন্ত্রপাঠে সর্ব্বপ্রকার বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়। পিপুল, মাখম, শুঁঠ বা আদা, সৈন্ধব, মরিচ, দধি, কুড় এই সকল দ্রব্য যথাসম্ভব চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া নস্য ও পান করিলে বিষ নষ্ট হয়। আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, সোহাগার খৈ, কুড় ও রক্তচন্দন ইহাদের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান এবং বিষাক্ত স্থানে লেপন করিলে আশু বিষ বিনাশ হয়। পারাবতের চঞ্চু, হরিতাল ও মনঃশিলা এই কয়েকটী একত্র ব্যবহার করিলে, গরুড়ের সর্পবিনাশের ন্যায় বিষ নষ্ট করে। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, দধি, মধু ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বৃশ্চিকদষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ প্রশমিত হয়।

(গরুড়পুরাণ ১৮৬ অ°)

(পুং) ২ গ্রন্থিপর্ণভেদ। ৩ ধৃষ্টের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ৪ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমভাগের একাংশ। পর্ব্বত-ভাগ প্রধানতঃ দানাদার পাথরে গঠিত। যমুনোত্তরীর উচ্চ শিখরদেশ হইতে সাতুলের দক্ষিণ শতদ্রু নদীতীর পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত। বিষহর পর্ব্বতের শিখরগুলি ১৬৯৮২ হইতে ২০৯১৬ ফিট। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখরই যমুনোত্তরী। এই পর্ব্বত পৃষ্ঠে ১৪৮৯১ হইতে ১৬০৩৫ ফিটের মধ্যে অনেকগুলি গিরি-পথ আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা হিন্দিভাষায় কথা কয়।

[লাদক দেখ।]

বিষহরা (স্ত্রী) ১ দেবদালীলতা, দেয়াতাড়া। ২ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষীঘাস। ৩ মনসাদেবী। (শব্দরত্না°)

"জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরেতি চ।" (দেবীভাগ° ৯।৪৭।৫২)

বিষহরিবর্ত্তি, সান্নিপাতাদিবিকারে ব্যবহার্য্য অঞ্জনবর্ত্তিবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালীঃ—জয়পালবীজের মজ্জা নেবুর রসে একুশবার উত্তমরূপে মাড়িয়া বর্ত্তির (বাতির) ন্যায় প্রস্তুত করিবে, পরে উহা মনুষ্যের লালাদ্বারা ঘসিয়া অঞ্জনের ন্যায় নেত্রে ব্যবহার করিলে সান্নিপাতবিকারাদিতে উপকার হয়। (রসেন্দ্রচিন্তা°)

বিষহরী (স্ত্রী) ১ মনসাদেবী। বিষসংহারে শ্রেষ্ঠতমা বলিয়া ইহাঁর নাম বিষহরী।

"বিষং সংহর্ত্তুমীশা যা তস্মাদ্বিষহরী স্মৃতা।"

(দেবীভাগ° ৯।৪৭।৪৭) [মনসা দেখ।]

বিষহা (স্ত্রী) বিষং হন্তি হন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দেবদালীলতা। ২ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষীঘাস।

বিষহারক (পুং) ভূকদম্ব। (বৈদ্যক নিঘ°)

বিষহারিণী (স্ত্রী) নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী ঘাস।

বিষহৃদয় (ত্রি) বিষং হৃদয়ে যস্য। যাহার অন্তঃকরণ বিষময়।

বিষহ্য (ত্রি) বি-সহ-যৎ। বিশেষপ্রকারে সহনীয়।

"স চ শম্বরমভ্যেত্য সংযুগায় সমাহ্বয়ৎ।
অবিষহ্যৈস্তমাক্ষেপৈঃ ক্ষিপন্ সঞ্জনয়ন্ কলিম্॥"

(ভাগবত ১০।৫৫।১৭)

বিষা (স্ত্রী) ১ অতিবিষা, আতইচ। পর্য্যায়—কাশ্মীরা, অতিবিষা, শ্বেতা, শ্যামা, শুক্লা, অরুণা। (রত্নমালা) বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা, ঘুণবল্লভা। গুণ—উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, পাচনী, দীপনী এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, আম, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমিনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

২ লাঙ্গলিকা, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্য° নিঘ°) ৩ কটুতুম্বী, কটুতরাই। (রাজনি°) ৪ কাকোলী। (বাভট)

বিষা (স্ত্রী) যোহস্তকর্ম্মণি বি-ষো-আ (উণা° ৪।৩৬)। বুদ্ধি।

বিষাক্ত (ত্রি) বিষমিশ্রিত, বিষযুক্ত।

বিষাখ্যা (স্ত্রী) শুক্লকন্দাতিবিষা, শ্বেত আতইচ্। (বাভট)

বিষাগ্রজ (পুং) তরবারি।

বিষাঙ্কুর (পুং) শল্যাস্ত্র, শল্যরূপ অস্ত্র, শেল। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিষাঙ্গনা (স্ত্রী) বিষনারী। [বিষকন্যা দেখ।]

বিষাণ (ত্রি) ১ বিশেষপ্রকারে মদদাতা।

"বিষাণং পরিপানমস্তি তে" (ঋক্ ৫।৪৪।১১)
'বিষাণং বিশেষণ মদস্য দাতারম্' (সায়ণ)

২ কুড়। ৩ পশুশৃঙ্গ।

"বিতরসি তুরগং মহিষবিষাণে বিদধচ্চেতো ভোগবিতানে।"

(সাহিত্যদর্পণ ১০)

৪ হস্তিদন্ত, হাতীর দাঁত। (মেদিনী)

"ন জাতু বৈনায়কমেকমুদ্ধৃতং
বিষাণমন্যাপি পুনঃপ্ররোহতি।"

(শিশুপালবধ ১।৬০)

৫ বরাহদন্ত, শূকরের দাঁত। (হেম) ৬ মেষশৃঙ্গী (ইহার ফল শৃঙ্গাকার) ৭ ঔষধের গাছড়া। ৮ বৃশ্চিকালী। ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ তিন্তিড়ী, তেঁতুল।

বিষাণক (পুং) বিষাণ স্বার্থে কন্। বিষাণশব্দার্থ।

বিষাণকা (স্ত্রী) বিশেষপ্রকারে রোগ নিবর্ত্তনের সম্ভজনকারিণী।

"বিষাণকা বিশেষেণ রোগনিবর্ত্তনস্য সংভক্ত্রী এতৎসংজ্ঞা খলু অসি ভবসি" (অথর্ব্ব ৬।৪৪।৩)

বিষাণবৎ (ত্রি) শৃঙ্গী। শৃঙ্গযুক্ত।

বিষাণান্ত (পুং) গণেশের দাঁত।

বিষাণিকা (স্ত্রী) ১ মেষশৃঙ্গী। (রত্নমালা) ২ কর্কটশৃঙ্গী, কাকড়াশৃঙ্গী। পর্য্যায়—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীর, অজশৃঙ্গী, রক্তা, কর্কটাখ্যা। (ভাবপ্রকাশ) ৩ সাতলা। ৪ আবর্ত্তকী-লতা। ৫ ঋষভক। ৬ শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। ৭ কাকোলী।

বিষাণিন্ (ত্রি) বিষাণমস্ত্যস্যেতি বিষাণ-ইনি। ১ শৃঙ্গী, শৃঙ্গবিশিষ্ট।

"খড়্গা বিষাণিনশ্চৈব বৃষভাশ্চ মৃগাস্তথা" (হরিবংশ ২০৪।২২)

(পুং) ২ হস্তী। ৩ শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। ৪ ঋষভক নামক ঔষধদ্রব্য। (রাজনি°) ৫ শূকর। ৬ বৃষ, ষাঁড়।

বিষাণী (স্ত্রী) ১ ক্ষীরকাকোলী। (মেদিনী) ২ বৃশ্চিকালী। (রাজনি°) ৩ তিন্তিড়ী, তেঁতুল। (শব্দচ°) ৪ অজশৃঙ্গী। ৫ চর্ম্মকষা। ৬ আবর্ত্তকীলতা। ৭ কদলীবৃক্ষ।

বিষাতকী (স্ত্রী) বিষের সংযোজনাকারিণী।

"বিষা বিষাতক্যসি" (অথর্ব্ব ৭।১১৮।২) 'বিষা বিষস্বরূপা ত্বং বিষাতকী। তকি কৃচ্ছ্রজীবনে। বিষং আতঙ্কয়তি সংযোজয়-তীতি বিষাতকী বিষস্য সংযোজয়িত্রী অসি।' (সায়ণ)

বিষাদ্ (ত্রি) বিষং অত্তীতি বিষ-অদ্-কিপ্। ১ বিষভক্ষক। ২ শিব।

বিষাদ (পুং) বি-সদ্-ঘঞ্। ১ খেদ, দুঃখ, বিষণ্ণতা। ২ জড়তা, নিশ্চেষ্টতা। ৩ কার্য্যে অনুৎসাহ বা অনিচ্ছা, অবসাদ। ৪ মূর্খতা। (হেমচন্দ্র)

বিষাদন (ক্লী) ১ বিষাদ, খেদ, দুঃখ।

"যদা মায়ানৃতং তন্দ্রা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্।"(ভাগব° ১২।৩।৩০)

বিষাদনী (স্ত্রী) বিষায় তন্নিবৃত্তয়ে অদ্যতেঽসৌ অদ্-ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ পলাশী-লতা, চলিত হাপরমালী। ২ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। (বৈদ্য° নিঘ°)

বিষাদবৎ (ত্রি) বিষাদযুক্ত, বিষাদিত, বিষণ্ণ।

বিষাদিতা (স্ত্রী) ১ বিষাদযুক্তা। ২ বিষাদযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

"নচ হংসাবলীহেতোঃ কার্য্যা তেঽত্র বিষাদিতা" (কথাসরিৎসা°)

বিষাদিত্ব (ক্লী) বিষণ্ণতা, বিষাদযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিষাদিন্ (ত্রি) বিষাদো বিদ্যতেঽস্য ইতি বিষাদ-ইনি। বিষাদ-যুক্ত, বিষণ্ণ।

বিষানন (পুং) বিষমাননে যস্য। সর্প। (শব্দমালা)

বিষান্তক (পুং) বিষস্যান্তক ইব। ১ শিব। (হেম) (ত্রি) ২ বিষ-হর, বিষনাশক।

বিষান্ন (ক্লী) বিষযুক্তমন্নম্। ১ বিষযুক্তখাদ্য। ২ সর্পাদি।

বিষাপবাদিন্ (ত্রি) বিষতুল্য নিন্দাবাক্য প্রয়োগকারী।

(শাঙ্খা°ব্রা° ২৯।১)

বিষাপহ (পুং) বিষং অপহন্তীতি অপ-হন-ড। ১ কৃষ্ণমুষ্ককবৃক্ষ, ঘন্টাপারুল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বিষনাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা। ৪ নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী-ঘাস। (রাজনি°) ৫ নাগদমনী, নাগদনা। (ভাবপ্র°) ৬ অর্কপত্রী। চলিত ঈষার বা ঈষার মূল। (শব্দচন্দ্রিকা) পর্য্যায়—অর্কপত্রা, সুনন্দা, অর্কমূলা।

৭ সর্পকঙ্কালিকালতা। (রত্নমালা) ৮ ত্রিপর্ণী নামক মহাকন্দ। (রাজনি°)

বিষাপহরণ (ক্লী) ১ বিষনাশন। ২ বিষাপনোদন। নির্ব্বিষীকরণ।

বিষাভাবা (স্ত্রী) বিষস্যাভাবো যয়া। নির্ব্বিষা, নির্ব্বিষী ঘাস।

বিষামৃত (ক্লী) গরল ও অমৃত।

বিষামৃতময় (ত্রি) গরল ও অমৃতযুক্ত। কথাসরিৎসাগরে বিষা-মৃতময়ী কন্যার উল্লেখ আছে। (কথাসরিৎসা° ৩৯।৮০)

বিষায়িন্ (ত্রি) বি-সো-ণিন্ (পা ৩।১।১৩৪)। তীক্ষ্ণ, চলিত ধারাল।

বিষায়ুধ (পুং) বিষমেবায়ুধং যস্য। ১ সর্প। (ক্লী) ২ বিষযুক্ত অস্ত্র, বিষাক্তাস্ত্র। (ত্রি) ৩ গরদ, বিষদাতা।

বিষায়ুধীয় (ত্রি) ১ সর্পসম্বন্ধীয়। ২ বিষাক্তাস্ত্র সম্বন্ধীয়। ৩ বিষদাতা সম্বন্ধীয়।

"অলিন্দ্যথোঽম্বরমদ্রচোলান্ ক্রমান্ সযৌধেয়-বিষায়ুধীয়ান্।"

(বৃহৎসং ৫।৪০)

বিষার (পুং) বিষং ঋচ্ছতি বিষ-ঋ-অণ্। সর্প। (শব্দচ°)

বিষারাতি (পুং) বিষস্যারাতিঃ নাশকঃ। কৃষ্ণধুস্তূর, কাল-ধুতূরা বা কনকধুতূরা। (রাজনি°) ২ বিষনাশক।

বিষারি (পুং) বিষস্যারিঃ। ১ মহাচুঞ্চুশাক। ২ ঘৃতকরঞ্জ। (ত্রি) ৩ বিষনাশক।

বিষালা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ। গুণ—বায়ু ও কফবর্দ্ধক।

"শকুলী চ বিষালা চ জ্ঞেয়ৌ বাতকফাত্মকৌ।" (অত্রি)

বিষালু (ত্রি) বিষযুক্ত।

বিষাসহি (ত্রি) বিশেষরূপে অভিভবকারী।

'বিষাসহির্বিশেষেণাভিভবিত্রী। * * যদ্বা বিষাসহিঃ সপত্নী-নামভিবিত্রী' (ঋক্ ১০।২৫৯।১৭৯ সায়ণ)

বিষাস্য (পুং) বিষমাস্যে যস্য। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিষযুক্ত মুখ।

বিষাস্যা (স্ত্রী) ভল্লাতক। (শব্দচ°) [ভল্লাতক দেখ।]

বিষাস্ত্র (পুং) বিষমেবাস্ত্রং যস্য। ১ সর্প। (ক্লী) ২ বিষযুক্ত অস্ত্র, বিষাক্তাস্ত্র। ৩ গরদ, বিষদাতা।

বিষিত (পুং) ১ প্রকৃষ্ট, বিশিষ্ট। ২ বিবদ্ধ, সম্বদ্ধ। ৩ প্রক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত।

বিষিতস্তুক (ত্রি) ১ বিশিষ্ট কেশসমূহ। ২ প্রকীর্ণ কেশসমূহ, বিক্ষিপ্ত কেশকলাপ।

"বিষিতস্তুকা বিশিষ্টকেশসজ্ঘা। বিপ্রকীর্ণকেশসজ্ঘা বা" (ঋক্ ১।১৬৭।৫ সায়ণ)

বিষিতস্তুপ (ত্রি) সম্বদ্ধভাবে উচ্ছায়যুক্ত।

"বিষিতস্তুপঃ বিশেষেণ সিতো বদ্ধঃ স্তুপো রশ্মীনাং সমুচ্ছ্রায়ো যস্য স তথোক্তঃ" (অথর্ব্ব ৬।৬০।১ সায়ণ)

বিষিন্ (ত্রি) বিষমস্যাস্তীতি ইনি। বিষবিশিষ্ট।

বিষীভূত (ত্রি) অবিষং বিষং ভূতং। বিষীকৃত।

বিষু (অব্য) ১ সাম্য। (ভরত) ২ নানারূপ। (রামাশ্রম)

বিষুণ (পুং) বিষু সাম্যমস্মিন্নস্তীতি (লোমাদীতি। পা ৫।২।১০০) বিষু-ন ণত্বঞ্চ। যদ্বা বিষু নানারূপং গমনং বিষক্ তদস্যাস্তীতি বিগ্রহে অর্শীত্যাত্তরপদলোপশ্চাকৃতসন্ধেরিতি পামাদিসূত্রেণ নঃ ণত্বম্। (ইত্যমরটীকায়াং রামাশ্রমঃ) ১ বিষুব। ২ নানারূপ।

"চরৎপতত্রি বিষুণং বিজাতম্" (ঋক ৩।৫৪।৮)

'বিষুণং বিষ্বক্ নানারূপং' (সায়ণ)

৩ সর্ব্বগ, সর্ব্বগামী। "বজ্ররেকো বিষুণঃ" (ঋক্ ৮।২৯।১) 'বিষুণঃ বিষ্বগঞ্চনঃ' (সায়ণ)

৪ বিপ্রকীর্ণ, প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপ্ত।

"সখায়স্তে বিষুণা অগ্ন এতে" (ঋক্ ৫।১২।৫)

'বিষুণা বিপ্রকীর্ণাঃ সর্ব্বব্যাপ্তাঃ' (সায়ণ) ৫ পরাঙ্মুখ, বিমুখ।

"বিস্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ" (ঋক্ ৫।৩৪।৬) 'বিষুণঃ পরাঙ্মুখঃ" (সায়ণ)

বিষুণক্ (অব্য) ১ বিবিধ, নানাপ্রকার। ২ সকল, সমস্ত, সর্ব্ব, বিশ্বক্। "ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্" (ঋক্ ১।৩৩।৪)

'বিষুণক্ বিবিধং নাশমুদ্দিশ্য যদ্বা বিশ্বক্ সর্ব্বতস্তে বৃত্রানুচরাঃ ব্যায়ন্ বিবিধং আগচ্ছন্।' (সায়ণ)

বিষুদ্রুহ্ (ত্রি) বিস্ বিশ্বান্ সকলান্ শত্রূন্ দ্রুহ্যতি হিনস্তি ইতি বিষু-দ্রুহ্-ক। শব, বাণ। "বিষুদ্রুহেব যজ্ঞমূহথুর্গিরা" (ঋক্ ৮।২৬।১৫) 'বিষুদ্রুহেব। দ্রুহ জিঘাংসায়াং। বিশ্বান্ হিনস্তি শত্রূন্ ইতি বিষুদ্রুহঃ শবঃ' (সায়ণ)

বিষুপ (ক্লী) বিষুব। (ভরত)

বিষুরূপ (ত্রি) ১ নানারূপ, অনেক প্রকার।

"বিষুরূপে অহনী সং চরেতে" (ঋক্ ১।১২৩।৭)

'বিষুরূপে বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ নানারূপে' (সায়ণ)

২ বিষমরূপে। "বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি" (ঋক্ ৬।৫৮।১)

'বিষুরূপে বিষমরূপে অহনী অহশ্চ রাত্রিশ্চ ভবতঃ' (সায়ণ)

৩ নানাবর্ণ, অনেক রঙ্। "দুবোঃ সিক্তা বিষুরূপাণি সব্রতা" (ঋক্ ৬।৭০।৩)

'বিষুরূপাণি নানাবর্ণানি সব্রতা সমানকর্ম্মাণি ভূতানি জায়ন্তে' (সায়ণ)

বিষুব (ক্লী) ১ সমরাত্রিন্দিব কাল। যে সময়ে দিনমান ও রাত্রিমাণ সমান হয়। সূর্য্যের মেষ ও তুলাসংক্রান্তি। চৈত্র-মাসের শেষদিনে যখন সূর্য্য মীনরাশি অতিক্রম করিয়া মেষরাশিতে এবং ঐরূপ আশ্বিনমাসের শেষদিনে যে সময়ে তিনি কন্যারাশি অতিক্রম করিয়া তুলারাশিতে গমন করেন, সেই সময়ের নাম 'বিষুব'; কেন না ঐ দিনে দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। এই উক্তিতে আপাততঃ ধারণা হইতে পারে যে,— বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকাদিতে দিবারাত্রির সমান মান ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন তারিখে লেখা থাকে; তবে কি ঐ তারিখেই বিষুবসংক্রান্তি হইবে? অর্থাৎ সূর্য্য ঐ ঐ তারিখেই মীন হইতে মেষে এবং কন্যা হইতে তুলায় যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না, মীনরাশিতে সংক্রমণ অবধি সূর্য্যকে রাশিভোগকালের নিয়মানুসারে তথায় (ঐ মীনরাশিতে) একমাস যাবৎ অবস্থিতি করিতে হয়; সুতরাং সহজগতিতে ৯ দিন বাদে তাঁহার রাশ্যন্তরে গমন অসম্ভব; অতএব ইহার প্রকৃত মীমাংসা সুবিস্তৃতরূপে নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

বিষুবারম্ভণের নিয়ম,—সূর্য্যের মেষরাশি সংক্রমণের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ, প্রতিলোম ও অনুলোম গতি দ্বারা ২৭ দিনের মধ্যে বিষুব আরম্ভণ হইয়া থাকে। যে যে দিবসে বিষুব আরম্ভ হয় অর্থাৎ সূর্য্য বিষুবরেখার পূর্ব্ব পশ্চিম স্পর্শবিন্দুর মধ্যগত হন, সেই দুই দিবস পৃথিবীর যে সকল স্থানে নিত্য সূর্য্য দর্শন হয়, তথায় দিন ও রাত্রির পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। বিষুব,—দুইটী; অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে মেষরাশিতে যে বিষুব আরম্ভ হয়, তাহার নাম 'মহাবিষুব'; আর চিত্রা নক্ষত্রের শেষার্দ্ধে তুলারাশির প্রারম্ভে সূর্য্যের যে বিষুব রেখা স্পর্শ হয়, তাহাকে 'জলবিষুব' কহে।

প্রতিলোম ও অনুলোমের নিয়ম—যে কোন শকাব্দে সূর্য্যের মেষরাশি সঞ্চারের দিবস বিষুব আরম্ভ হইলে, সেই শকের ৩০ শে চৈত্র এবং ৩০ শে আশ্বিন দিন ও রাত্রির মান সমান হইয়া থাকে এবং ৬৬ বৎসর ৮ মাস কাল পর্য্যন্ত ঐ নিয়মেই চলে। প্রতিলোম গতি স্থলে সূর্য্যের মেষ ও তুলা সংক্র-মণের এক এক দিন পূর্ব্বে বিষুব আরম্ভ হয়; সুতরাং এই (প্রতিলোম) গতিতে প্রত্যেক ৬৬ বৎসর ৮ মাস পরে মেষ ও তুলা সংক্রমণের এক এক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিষুব আরম্ভ হওয়ায় ক্রমে ঐ দুই (চৈত্র ও আশ্বিন) মাসের এক এক দিন পূর্ব্বে পূর্ব্বে অর্থাৎ ১ম ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ৩০শে ২য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৯ শে, ৩য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৮শে, ৪র্থ ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২৭ শে ইত্যাদিরূপে দিন ও রাত্রির মান সমান হইয়া আসিয়া, বিংশ ৬৬ বৎসর ৮ মাস পরে বা একবিংশ

৬৬ বৎসর ৮ মাসের মধ্যে বিষুব আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমানে (১৮২৯ শকাব্দে) ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন তারিখে দিন ও রাত্রির মান সমান ভাবে চলিতেছে। আর অনুলোম গতিস্থলেও মেষ ও তুলা সংক্রমণ দিবসে বিষুব আরম্ভের পর উক্তরূপ ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর এক একদিন পরে পরে বিষুব আরম্ভ হয়। অর্থাৎ ১ম ৬৬ বৎসর ৮ মাস ৩০ শে চৈত্র ও ৩০ আশ্বিনে, ২য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ১লা বৈশাখে ও ১লা কার্ত্তিকে, ৩য় ৬৬ বৎসর ৮ মাস ২রা বৈশাখে ও ২রা কার্ত্তিকে, ইত্যাদি নিয়মে দিন ও রাত্রিমাণের সমতা হইয়া থাকে।

"মেষসংক্রমতঃ পূর্ব্বং পশ্চাৎ তারা-দিনান্তরে।
প্রতিলোম্যানুলোম্যেন বিষুবারম্ভণং ভবেৎ ॥
বিষুবারম্ভণং যত্র সমং মানং দিবানিশোঃ ॥" (জ্যোতির্ব্বচন)

এই বচনানুসারে উল্লেখ করা হইয়াছে—"সূর্য্যের মেষ-রাশি সংক্রমণের পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ, প্রতিলোম ও অনুলোম গতি দ্বারা ২৭ দিনের মধ্যে বিষুব আরম্ভণ হইয়া থাকে।" ইহার স্ফুটার্থ এই যে, সূর্য্যের মেষরাশি সংক্রমণ (৩০ শে চৈত্র) দিন ধরিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭ দিন (৪ঠা চৈত্র) পর্য্যন্ত প্রতিলোম গতিতে এবং ঐ দিন (৩০ শে চৈত্র) হইতে পরবর্ত্তী (সম্মুখবর্ত্তী) ২৭ দিন (১লা হইতে ২৭শে বৈশাখ) পর্য্যন্ত অনুলোম গতিতে বিষুব আরম্ভ হয়। অর্থাৎ এই (২৭+২৭) ৫৪ দিনের মধ্যে যে কোন দিনে একাদিক্রমে ৬৬ বৎসর ৮ মাস কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য একবার করিয়া বিষুব রেখায় উপস্থিত হন এবং সেই দিন দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। ইহাতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ৪ঠা আশ্বিন হইতে ২৭ শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৫৪ দিনের মধ্যে যে কোন দিনে সূর্য্য একাদিক্রমে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত একবার করিয়া বিষুব রেখায় উপস্থিত হন এবং সেই দিন দিবা ও রাত্রির মান সমান হয়। এই জন্যই বৎসরের মধ্যে ২ দিন করিয়া দিবা ও রাত্রির মান সমান দেখা যায়। আরও জানিতে হইবে, ৩০ শে চৈত্রের পূর্ব্বে বা পরে যে তারিখে সূর্য্য বিষুবরেখায় উপস্থিত হইবেন, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব্বে এবং পরেও ঠিক সেই তারিখেই সেই বৎসর আর একবার ঐ বিষুবরেখায় অবস্থিতি করিবেন।

উক্ত প্রতিলোম ও অনুলোম গতির হেতু এই,—সৃষ্টির আরম্ভকালে যে স্থানে অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রারম্ভে রাশিচক্র সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তথা হইতে ঐ রাশিচক্র সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ উত্তরে একে একে ২৭ অয়নাংশ (Degree) এবং দক্ষিণেও ঐরূপে ২৭ অংশ সরিয়া যায়। এই অয়নগতি সমুদয়ে ৭২০০ বর্ষে সম্পূর্ণ হয়; কেন না প্রথমতঃ ৩০ শে চৈত্র হইতে ৪ঠা চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিলোম গতিতে ২৭ অংশ যাইতে (৬৬।৮×২৭) ১৮০০ বৎসর লাগে; পরে ঐ ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিতে আর ১৮০০ বৎসর, এইরূপ অনুলোম গতিতেও ১লা বৈশাখ হইতে ২৭শে বৈশাখ পর্য্যন্ত ২৭ অংশ গিয়া ফিরিয়া আসিতে ঐ কাল অর্থাৎ (১৮০০×২) ৩৬০০ বৎসর লাগে; অতএব মোটের উপর প্রতিলোম ও অনুলোম গতিতে যাইতে (২৭+২) ৫৪ অংশ; অথবা যাওয়া ও আসাতে, অর্থাৎ (৫৪×২) ১০৮ অংশ পর্য্যন্ত যাইতে ও আসিতে, (৬৬।৮×১০৮) ৭২০০ বৎসর লাগে।

রাশিচক্রের এই অয়নগতিবশতঃ সূর্য্যের গতি অনুসারে দিন ও রাত্রিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির কারণ সমুদ্ভূত হয় এবং ৬৬ বৎসর ৮ মাস অন্তর অয়নাংশ পরিবর্ত্তিত হইলে মেষাদি-দ্বাদশ-লগ্ন-মাণেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া পরিবর্ত্তন হয়। এক বৎসরের অয়নাংশ মাত্র ৫৪ বিকলা, এক মাসে ৪।৩০ সাড়ে চারি বিকলা এবং একদিনে মাত্র ৯ অনুকলা হইয়া থাকে। নিম্নে অয়নাংশ নিরূপণের নিয়ম লিখিত হইতেছে।

৪২২ শকাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন শকাব্দার অয়নাংশ আনয়ন করিতে হইলে, ইষ্ট শকাব্দার অঙ্ক হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দুই স্থানে রাখিয়া একটীকে ১০ দ্বারা হরণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহা অপরটী হইতে বিয়োগ করিবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দ্বারা বিভাগ করিলে লব্ধফল ও ভাগশেষাঙ্ক, অয়নাংশ ও কলা বিকলাদি-রূপে নিরূপিত হইবে। উহা সেই শকাব্দার আরম্ভ সময়ের অর্থাৎ ১লা বৈশাখের পূর্ব্বক্ষণের অয়নাংশ জানিতে হইবে।

উদাহরণ, ১৮২৯ শকাব্দার প্রারম্ভে অয়নাংশ যাহা ছিল তাহা এই,—১৮২৯−৪২১=১৪০৮। ১৪০৮÷১০=১৪০।৪৮। ১৪০৮−১৪০।৪৮=১২৬৭।১২; (১২৬৭।১২)÷৬০=২১।৭।১২ অর্থাৎ ১৮২৯ শক হইতে ৪২১ বাদ দিয়া ১৪০৮ হইল উহাকে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া ১৪০।৪৮ লব্ধ হইল। এই লব্ধ-ফল পুনর্ব্বার ১৪০৮ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ১২৬৭ কলা ও ১২ বিকলা থাকিল, উহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া অংশ আনয়ন করিলে ২১ অংশ ভাগফল হইল এবং ৭ কলা ও ১২ বিকলা অবশিষ্ট থাকিল। অতএব জানা গেল ১৮২৯ শকের (সন ১৩১৪ সালের) আরম্ভে অয়নাংশাদি ২১।৭।১২ বিকলা নিরূপিত হইল।

৪২১ শকের প্রারম্ভে মেষসংক্রান্তিদিবসেই বিষুবারম্ভণ হইয়াছিল, ঐ শকে অয়নাংশ শূন্য হয়। তৎপরে ৪২১ শক পূর্ণ হইয়া ৪২২ শকের আরম্ভে অর্থাৎ মহাবিষুবসংক্রান্তিদিবসে অয়নাংশ ৫৪ বিকলা হইয়াছিল। উক্ত ৪২২ শক হইতে প্রতি-বর্ষে অয়নাংশ ৫৪ বিকলা করিয়া বৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমান ১৮২৯

শকের (সন ১৩১৪ সালের) প্রারম্ভে ২১।৭।১২ (একুশ অংশ ৭ কলা ও ১২ বিকলা) অয়নাংশাদি পূর্ণ হইয়াছে ; অর্থাৎ একবিংশতি অয়নাংশ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বাবিংশতি অয়নাংশের ৭ কলা ও ১২ বিকলা হইয়াছে। আগামী ১৮৮৮ শকের (সন ১৩৭৩ সালের) অগ্রহায়ণ মাসে * দ্বাবিংশতি অয়নাংশ পূর্ণ হইয়া ত্রয়োবিংশতি অয়নাংশ আরম্ভ হইবে এবং ঐ শকের চৈত্রমাসের ৮ই তারিখে বিষুব আরম্ভ হইয়া সেই দিনে দিন ও রাত্রির মান সমান দেখা যাইবে। অর্থাৎ তখন সেই কালই 'বিষুব' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিষুবরেখা, (স্ত্রী) বিষুবং সমরাত্রিন্দিবকালো যস্যাং রেখায়াং সা। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিম দিগ্‌বেষ্টিত একটী কল্পিত রেখা ; ইহা উভয় মেরু হইতে সমদূরবর্ত্তী এবং সমমণ্ডল, উন্মণ্ডল ও বিষুবন্মণ্ডল নামে অভিহিত। এই রেখার উত্তরদিকে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই ছয়টী রাশি এবং দক্ষিণ দিকে তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন এই ছয়টী রাশি তির্য্যক্‌ভাবে বৃত্তাকারে রাশিচক্রের উপর অবস্থিত আছে।

[রাশিচক্র দেখ।]

"প্রাক্‌পশ্চিমাশ্রিতা রেখা প্রোচ্যতে সমমণ্ডলম্।
উন্মণ্ডলঞ্চ বিষুবন্মণ্ডলং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (সিদ্ধান্ত-শিরো°)

পাশ্চাত্যমতে, পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্বপশ্চিম বিস্তৃত যে কল্পিত রেখা তাহাই বিষুব রেখা। ইহার অপর নাম নিরক্ষ-বৃত্ত অর্থাৎ ইহার ডিগ্রী চিহ্ন ০°। নভোদেশে ঐরূপ কল্পিত বৃত্তের উপর দিয়া তির্য্যকভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে সূর্য্যের প্রত্যক্ষগতি পথ বা রবিমার্গ (line of the aliptic) অবধাবিত। [সূর্য্য দেখ।]

এই জ্যোতিষ্ক-পথে পৃথিবীর একবার পরিভ্রমণ ৩৬৫ দিনে সম্পন্ন হয় †। ইহাই বার্ষিকগতি, এইজন্য ইহাকে এক বৎসর বলে। বৎসরের মধ্যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সময়ক্রমে এই বিষুব রেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তনহেতু জগতে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই কারণেই এই কল্পিত রেখার ২৩°৪৬৫ ডিগ্রী উত্তরে এবং ২৩°৪৬৫ ডিগ্রী দক্ষিণে আরও দুইটী ক্ষুদ্রতর বৃত্ত কল্পিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে, উত্তরদিকস্থ বৃত্তের নাম কর্কটক্রান্তি (Tropic of Cancer) এবং দক্ষিণদিকস্থ বৃত্তের নাম মকরক্রান্তি (Tropic of Capricoum)। সূর্য্যদেব কখনও উত্তরে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণে মকরক্রান্তির সীমা অতিক্রম করেন না। যখন সূর্য্য বিষুব রেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তির দিকে থাকে, তখন বিষুব রেখার উত্তর দিকস্থ অধিবাসীরা দিন বড় ও রাত্রি ছোট অনুভব করে এবং যখন সূর্য্য বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে গমন করেন তখন উত্তরদিকের দেশসমূহে দিবা ছোট ও রাত্রি বড় উপলব্ধি হয়। এই দক্ষিণভাগে ঠিক তদ্বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যকিরণ বিষুব রেখার উপরে লম্বভাবে পড়ে তখন দিন ও রাত্রি সমান হয় এবং সূর্য্যকিরণ অতিশয় প্রখর থাকে, কাজেই তখন উত্তর ও দক্ষিণক্রান্তির মধ্যবর্ত্তী দেশবাসী শীত ও গ্রীষ্মের সমতা অনুভব করে। সূর্য্যদেব বিষুবরেখা অতিক্রম করিয়া কর্কটক্রান্তি অভিমুখে যতই অগ্রসর হন, ততই উত্তর দিকে গ্রীষ্মের প্রাচুর্ভাব এবং তদ্বিরীতে বিষুবের দক্ষিণস্থ মকরক্রান্তি সন্নিহিত দেশে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

সূর্য্যদেব যখন বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে ৯০° আইসেন, তখন যথাক্রমে অস্মদ্দেশে গ্রীষ্ম ও শীতের এবং দিবা ও রাত্রির বৃদ্ধি বা হ্রাসতা ঘটে। ঐ স্থানদ্বয়কে Summer Solstico ও Winter-Solstice বলে। যখন সূর্য্য উত্তর ৯০° হইতে ধীরে ধীরে ১৮০°তে পুনরায় বিষুব রেখার সমসূত্রপাতে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর অবস্থান করেন ; তখন শারদীয় সমদিবারাত্রি (antumnal equinox) এবং তথা হইতে দক্ষিণে ২৭০° অতিক্রম করিয়া বিষুবরেখায় পুনরায় উপনীত হইলে বাসন্তিক সমদিনরাত্রি (Vernal equinon সংঘটিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য প্রায় ২২এ ডিসেম্বর দক্ষিণে মকরাক্রান্তি হইতে ২৩°৪৬৫ অয়নাংশ ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিতে আরম্ভ করে এবং প্রায় ২১এ মার্চ্চ তারিখে বিষুবরেখায় আসিয়া উপনীত হন। এই দিন পৃথিবীর উষ্ণমণ্ডলের সর্ব্বত্র দিনরাত্রির পরিমাণ সমান। ঐ দিনকে বাসন্তিক বা মহাবিষুবক্রান্তি বলে। তৎপর দিন হইতে সূর্য্য ক্রমশঃ বিষুবরেখা হইতে উত্তর দিকে যাইতে আরম্ভ করেন এবং ২২এ জুন তারিখে ২৩·৪৬৫ অংশ বক্রীভাবে কর্কটক্রান্তিতে আসিয়া সূর্য্য পুনর্ব্বার দক্ষিণে বিষুবরেখার দিকে অগ্রসর হন এবং সূর্য্য ২৪এ সেপ্টেম্বর তারিখ বিষুব

* প্রতিবৎসর ৫৪ বিকলা করিয়া অতিক্রম করিলে ৭।১২ বিকলা যাইতে ৮ বৎসর কাল লাগে ; সুতরাং (১৮২৯—৮) ১৮২১ শকে বাঙ্গলা ১৩০৬ সালের আরম্ভে অর্থাৎ ১৩০৫ সালের ৩০শে চৈত্র মহাবিষুবসংক্রান্তি-দিবসে দ্বাবিংশতি অয়নাংশ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ১৮২১ শকের ১লা বৈশাখ হইতে যাবৎ ৬৬ বৎসর ৮মাস পূর্ণ না হয় তাবৎ দ্বাবিংশতি অয়নাংশ থাকিবে। এই হেতু (১৮২১+৬৬।৮মাস) ১৮৮৭ শক উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৮ শকের ৮ মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি অয়নের অবস্থিতি হইবে। (ইহা ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া গণনা করা হইল, তবে ৩৬৫ দিনে বৎসর ধরিলে আরও ২।১ মাস পর্য্যন্ত ঐ অয়নাংশের অবস্থান হইতে পারে)।

† ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা।

রেখার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই দিনকে শারদ বা জল বিষুবক্রান্তি বলে। তৎপর সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ২২ এ ডিসেম্বর মকরক্রান্তি সীমায় উপনীত হয়। এইরূপে সূর্য্য বিষুব রেখার উপর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর অয়নে ভ্রমণ করে। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ৯ই চৈত্র, ৯ই আষাঢ়, আশ্বিন ও ৯ পৌষ যথাক্রমে উহা সংঘটিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর কল্পিত মেরুদণ্ডের (Axis) মধ্যবিন্দু ও বিষুব রেখার মধ্যবিন্দু একটী সরল রেখা সংযুক্ত হইলে এই দুই রেখা পরস্পরে লম্বভাবে অবস্থান করে।

বিষুব রেখা ও মেরুদণ্ড রেখার সংযোজক বিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি পর্য্যন্ত যে বৃহত্তর তির্য্যক্-বৃত্ত কল্পিত হয়, তাহাকে রবিমার্গ বলে। এই রেখার কোন না কোন স্থলে, সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণের কালে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী সমসূত্র ভাবে থাকে। পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের (Axis) চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরে; তদ্দ্বারা নভোমণ্ডল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

সূর্য্য বিষুবরেখার উপর আগত হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রির পরিমাণ সমান (Equal) হয় বলিয়া এই রেখাকে বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা (Equator) বলে। ভৌগোলিক হিসাবে স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে বিষুব রেখার পর উত্তরে ও দক্ষিণে সমান্তরালভাবে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার আবশ্যক হয়। প্রত্যেক দ্রাঘিমা রেখা উত্তর দক্ষিণে লম্বভাবে বিষুব রেখার উপর পাতিত হইয়াছে; ইহাকে মাধ্যন্দিন রেখাও (meridian lines) বলে। প্রত্যেক অক্ষরেখা ও এই মাধ্যন্দিন রেখার উপর লম্বভাবে পাতিত। মাধ্যন্দিন রেখা ও বিষুব রেখার পরস্পর লম্বভাবে মিলন স্থানে ৩৬০° ডিগ্রীর অথবা চারিটি সমকোণের উৎপত্তি হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ পৃথিবী ও বিষুব শব্দে দ্রষ্টব্য]

বিষু[ষূ]বৎ (ক্লী) বিষুব।

"ভবতি সহস্রগুণং দিনস্য রাহো-
বিষুবতি চাক্ষয়মশ্নুতে ফলম্।" (ভারত ৩।১৯৯.১২১)

২ ব্যাপক।

"বিষুবতো মধ্বঃ পিবন্তি গৌর্য্যঃ" (ঋক্ ১।৮৪।১০)

'বিষুবতঃ ইত্থমনেন প্রকারেণ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু ব্যাপ্তিযুক্তস্য, বিষ ঔণাদিক কুঃ, ততো মতুপ্, 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইতি দীর্ঘঃ, ব্যত্যয়েন মতো বত্বং' (সায়ণ)

বিষূকুহ্ (ত্রি) ১ দ্বিখণ্ডবিশিষ্ট, দ্বিখণ্ডিত।

"বিষূকুহমিব ধন্বনা ব্যস্তাঃ পরিপস্থিনম্" (আশ্বঃশ্রৌ° ৫।৩।২২)

বিষূচক (পুং) বিষূচিকা। [বিসূচিকা দেখ]

বিষূচি (ক্লী) বিষূচীন মনঃ।

"অন্তঃপুরঞ্চ হৃদয়ং বিষূচির্মন উচ্যতে।
তত্র মোহং প্রসাদং বা হর্ষং প্রাপ্নোতি তদ্গুণৈঃ॥"
(ভাগবত ৪।২৯.১৬)

বিষূচিকা (স্ত্রী) বিসূচিকারোগ। [বিসূচিকা দেখ।]

বিষূচীন (ত্রি) ইহলোকে সর্ব্বত্র গমনশীল।

"তা শশ্বতা বিষূচীনা" (ঋক্ ১।.৬৪।৩৮)

'বিষূচীনা ইহলোকে সর্ব্বত্রগমনৌ' (সায়ণ)

২ সর্ব্বতঃপ্রসৃত, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

"বিশ্বক্ত্বেহভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোহবগৃহ্যতে॥"(ভাগ° ১০।১৫।২৫)

'বিষূচীনঃ সর্ব্বত্র প্রসৃতঃ' (স্বামী)

বিষূবৃৎ (ত্রি) সর্ব্বস্থলে পরিবর্ত্তমান।

"বিষূবৃতং মনসাযুজ্যমানং" (ঋক্ ২।৪০।৩)

'বিষূবৃতং বিষ্বক্ সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তমানং' (সায়ণ)

বিষোঢ় (ত্রি) বি-সহ-ক্ত। অসহিষ্ণু, অসহনকারী।

বিষৌষধী (স্ত্রী) বিষস্য ঔষধী। নাগদন্তী। (রত্নমালা)

বিষ্ক, দর্শন। চুরা° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বিষ্কয়তি। লুট্ বিষ্কয়িতা।

বিষ্ক (পুং) বিক, বিংশতিবর্ষীয় হস্তী। (শিশুপালবধ ১৮।২৭)

বিষ্কন্ধ (ক্লী) গতিনিবর্ত্তক, গতির প্রতিবন্ধকারী।

'বিষ্কন্ধং গতি প্রতিবন্ধকম্। রক্ষঃ পিশাচাদিকৃতং বিঘ্নজাতমিত্যর্থঃ। * * স্কন্দির্গতিশোষণয়োঃ। ভাবে ঘঞ্। প্রাদি সমাসে 'বেঃ স্কন্দেরনিষ্ঠায়াম্' ইতি ষত্বম্ ব্যত্যয়েন দকারঃ অব্যয়-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্'। (অথর্ব্ব° ১।১৬।৩ সায়ণ)

বিষ্কন্ধদূষণ (ত্রি) বিঘ্ন-নিবারক। "বিষ্কন্ধ দূষণম্। বিষ্কন্ধঃ রক্ষঃ পিশাচাদিকৃত গতিপ্রতিবন্ধাত্মকঃ শরীরশোষণরূপো বা বিঘ্নঃ তস্য নিবারকম্। বিপূর্ব্বাৎ স্কন্দের্ঘঞি দত্বম্ ছান্দসম্। তস্য বৈরূপ্যে অস্মাদ ণ্যন্তাৎ করণে ল্যুট্। 'দেষোণো' ইতি উক্তম্।" (অথর্ব্ব° ২।৪।১)

বিষ্ক[ষ্কু]ম্ভ (পুং) সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত প্রথম যোগ। শুভকার্য্যাদি স্থলে বিষ্কম্ভযোগের প্রথম পাঁচদণ্ড ত্যাগ করিয়া করিতে হয়।

"ত্যজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (সৎকৃত্যমুক্তা°)

এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সর্ব্ব কার্য্যে স্বাধীন এবং বন্ধু, স্ত্রী ও পুত্র দ্বারা সুখী হয় ও গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে পটুতালাভ করিয়া থাকে।
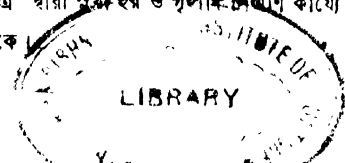
"বিষ্কম্ভযোগো যদি জন্মকালে কার্য্যে স্বতন্ত্রো মনুজস্তদানীং।
সুহৃদ্‌কলত্রাত্মজসৌখ্যযুক্তং গৃহস্থ নির্ম্মাণবিধৌ সমর্থঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

২ বিস্তার। "সাষ্টাংশো বিষ্কম্ভো দ্বারস্ত দ্বিগুণ উচ্ছ্রায়ঃ।"

(বৃহৎসংহিতা ৫৩।২৬)

৩ প্রতিবন্ধ। ৪ রূপকাঙ্গভেদ, নাটকের অঙ্কবিশেষ। এই অঙ্ক গর্ভাঙ্ক সদৃশ, ইহার লক্ষণাদি এইরূপ,—

"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥
মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সম্প্রযোজিতঃ।
শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সঙ্কীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ॥
অপেক্ষিতং পরিত্যজ্য নীরসং বস্তু-বিস্তরম্।
যদা সন্দর্শয়েচ্ছেষমামুখানন্তরং তদা॥
কার্য্যো বিষ্কম্ভকো নাট্য আমুখাক্ষিপ্তপাত্রকঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৬ অ°)

নাটকাঙ্কের প্রথমে (প্রস্তাবনা কালে) যে যে বিষয় বিবৃত হয়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে পৃথক্ রূপে প্রদর্শনের নাম বিষ্কম্ভ; ইহা শুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ ভেদে দুই প্রকার; যেখানে একটী বা দুইটী মধ্যবিধ পাত্রের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয় তথায় শুদ্ধ; যেমন মালতী মাধবে—শ্মশানে কপালকুণ্ডলা। আর যেখানে নীচ ও মধ্যবিধ লোকের দ্বারা ক্রিয়া কল্পিত হয় তথায় সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ বিমিশ্র; যেমন রামাভিনন্দে—ক্ষপণক ও কাপালিক। ফল কথা, প্রস্তাবিত বাহুল্য বিষয়ের মধ্য হইতে অসার গর্ভ ও নীরস অর্থাৎ রসাত্মক নহে এমন অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাত্র মূল প্রস্তাবের অপেক্ষিত পদার্থ অর্থাৎ যাহাকে মূল প্রস্তাবে নিতান্ত অপেক্ষা করে, কেবল সেইটীকে দেখানই নাটকে বিষ্কম্ভকের কার্য্য।

৫ যোগিদিগের বন্ধভেদ (মেদিনী) ৬ বৃক্ষ।

৭ অর্গলা, চলিত হুড়কা বা খিল। (ভরত)

৮ পর্ব্বতভেদ। বরাহপুরাণ ৮০ অধ্যায়ে এবং লিঙ্গপুরাণ ৬১।২৮ শ্লোকে ইহার পরিমাণাদি বিবৃত আছে।

বিষ্কম্ভক (পুং) বিষ্কম্ভ স্বার্থে কন্। বিষ্কম্ভশব্দার্থ।

বিষ্কম্ভিন্ (পুং) বিষ্কম্ভোঽস্যাস্তীতি বি-স্কম্ভ-ণিনি। অর্গলা, হুড়কো। ২ শিব। (ভারত)

বিষ্কর (পুং) বি কৄ-অপ্ সুট্ চ। ১ অর্গল, চলিত খীল। ২ দানবভেদ। (ভারত ভীষ্ম)

বিষ্কল (পুং) বিষং বিষ্ঠাং কলয়তি ভক্ষয়তীতি কল-অচ্। গ্রাম্যশূকর। (রাজনি°)

বিষ্কির (পুং) বিকিরতীতি বি-কৄ-বিক্ষেপে ইগুপধেতি-ক, (বিষ্কিরঃ শকুনির্বিকিরো বা। পা ৬।১।১৫০) ইতি সুট্, পরিনিবিভ্য ইতি ষত্বং। ১ পক্ষিভেদ। *যে সকল পক্ষী পদাদি দ্বারা খাদ্য দ্রব্যগুলিকে অগ্রে ছড়াইয়া পরে খাইতে আরম্ভ করে। ভাবপ্রকাশে বর্ত্তল, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জল, তিত্তির, কুলিঙ্গ ও কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী বিষ্কির নামে অভিহিত। ইহাদের মাংস মধুর-কষায় রসাত্মক, শীতবীর্য্য, কটুবিপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, সুপথ্য ও লঘু। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

সুশ্রুতে বিষ্কিরপক্ষীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—লাব, তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তির, বর্ত্তিকা, বর্ত্তক, নপ্তৃকা, বার্ত্তীক, চকোর, কলবিঙ্ক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, শতপত্রক, কুতিত্তিরি, কুরবাহুক, ও যবলক প্রভৃতি পক্ষী বিষ্কির জাতীয়। ইহাদের মাংস লঘু, শীতল, মধুর, কষায় ও দোষ-শান্তিকর। (সুশ্রুত সূত্র°)

২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প বিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪ অ°)

বিষ্ট (ত্রি) বিশ ক্ত। ১ প্রবিষ্ট। ২ আবিষ্ট। ৩ আশ্রিত।

বিষ্টকর্ণ (ত্রি) বিষ্টঃ কর্ণে যস্য। প্রবিষ্টকর্ণ, যাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।

বিষ্টপ্ (স্ত্রী) স্বর্গলোক। "জূর্ণায়ামধিবিষ্টপি" (ঋক্ ১।৪০।৩) 'বিষ্টপি স্বর্গলোকে' (সায়ণ)

বিষ্টপ (ক্লী) 'বিটপবিষ্টপবিশিপোলপাঃ" ইত্যুণাদি সূত্রে পিষ্টপস্থানে বিষ্টপপাঠেন পিশ ধাতোঃ কপন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ ইতি কেচিৎ। জগৎ, ভুবন, লোক।

"বাণভিন্নহৃদয়া নিপেতুষী সা স্বকাননভুবং ন কেবলাং।
বিষ্টপত্রয়পরাজয়স্থিরাং রাবণশ্রিয়মপি ব্যকম্পয়ৎ॥" (রঘু ২১।১৯)

বিষ্টপুর (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১২৩)

বিষ্টব্ধ (ত্রি) বি-স্তম্ভ ক্ত। ১ প্রতিবন্ধ, বাধাযুক্ত। ২ রুদ্ধ।

বিষ্টব্ধি (স্ত্রী) বি-স্তম্ভ-ক্তিন্। বিষ্টম্ভ।

বিষ্টম্ভ (পুং) বি-স্তম্ভ-ঘঞ্। ১ প্রতিবন্ধ। ২ আক্রমণ।

"প্রবিকর্ষিননাদভিন্নরন্ধ্রঃ পদবিষ্টম্ভনিপীড়িতস্তদানীম্।"

(কিরাতার্জ্জুনীয় ১৩।১৬)

৩ রোগ বিশেষ, বিষ্টম্ভরোগ, চলিত পেটফোলা। আনাহ রোগ। [আনাহ ও বিবন্ধ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

(ত্রি) ৩ বিশেষরূপে স্তম্ভয়িতা, বিশেষরূপে স্তব্ধকারক।

(ঋক্ ৯।৮৬।৩৫)

বিষ্টম্ভকর (ত্রি) বিষ্টম্ভং করোতি-কৃ-অপ্, যদ্বা করোতীতি কর, বিষ্টম্ভস্য করঃ। বিষ্টম্ভজনক, আধ্মানকারক, যাহাতে আধ্মান জন্মায়।

বিষ্টম্ভন (ত্রি) ১ রোধক, সঙ্কোচক। ২ বিষ্টম্ভকারক।

(শুক্লযজুঃ ৯৪।৫)

বিষ্টম্ভয়িষু (ত্রি) সংস্তম্ভয়িষু। স্তম্ভন করিতে সমুৎসুক।
(ভারত ৭ পর্ব্ব)

বিষ্টম্ভিন্ (ত্রি) বিষ্টম্নাতীতি বি-স্তন্ভ-ণিনি। বিষ্টম্ভরোগজনক, যাহাতে বিষ্টম্ভ জন্মায়।

"বৈদলা গুরবা ভক্ষ্যা বিষ্টম্ভিস্তষ্টমারুতাঃ।" (রাজব০)

বিষ্টম্ভোঽস্যাস্তীতি বিষ্টম্ভ-ইনি। বিষ্টম্ভরোগবিশিষ্ট।

বিষ্টর (পুং) বিস্তীর্য্যতে ইতি বি-স্তৃ-অপ্। (বৃক্ষাসনয়োর্বিষ্টরঃ। পা ৮।৩।৯৩) ইতি নিপাতনাৎ ষত্বং। ১ বিটপী, বৃক্ষ। ২ দর্ভমুষ্টি। ৩ পীঠাদি আসন। (অমর) এখানে আদিশব্দ দ্বারা কুশাসনও বুঝিতে হইবে।

বিবাহকালে সম্প্রদাতা জামাতাকে বিষ্টরাসন দিয়া থাকেন। ইহার লক্ষণ—সার্দ্ধদ্বিতয় বামাবর্ত্তাবস্থিত অধোমুখ অসংখ্যাত দর্ভ মুষ্টি, অর্থাৎ একমুষ্টি সাগ্রকুশা তাহার অগ্রভাগে বামাবর্ত্তে আড়াই পেঁচ দিয়া ঐ অগ্র নিম্নমুখে রাখিয়া দিলে বিষ্টর হয়। হোমকালে কুশ দ্বারা যে ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়া বহ্নি স্থাপন করিতে হয়, ঐ ব্রহ্মাও এইরূপে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে এবং ঐ আড়াইপেঁচ দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া দিতে হয়, বিষ্টর ও ব্রহ্মার এইমাত্র প্রভেদ। ভবদেবভট্ট বিধান করিয়াছেন যে "পঞ্চাশৎ সাগ্রকুশ দ্বারা ব্রহ্মা এবং পঞ্চবিংশতি সাগ্রকুশ দ্বারা বিষ্টর প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে এই সংখ্যার বিষয় এবং বিষ্টর দানকালে দুই হাত দিয়া ধরিয়া দেওয়ার বিষয় স্বীকার করেন না।

"বিষ্টরস্তু সার্দ্ধদ্বিতয়বামাবর্ত্তবলিতাধোমুখাগ্রা অসংখ্যাতদর্ভাঃ।

তথাচ গৃহ্যাসংগ্রহঃ।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।

দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ॥

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টং—

দর্ভসংখ্যানবিহিতা বিষ্টরাস্তরণেষ্বপি। এবঞ্চ, পঞ্চাশদ্ভির্ভবেদ্‌ব্রহ্মা তদর্দ্ধেন তু বিষ্টরঃ। এবঞ্চ ইতি যদি সমূলং তদা শাখান্তরীয়ং এতেন বিষ্টরে পঞ্চবিংশতিসংখ্যা ভবদেবভট্টোক্তা নিরস্তা। এবং বিষ্টরগ্রহণং হস্তাভ্যামপি যদুক্তং তদপি নিরস্তং।

"যত্রোপবিশ্যতে কর্ম্ম কর্ত্তুরঙ্গং ন চোচ্যতে।

দক্ষিণস্তত্র বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণাং পারগঃ করঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

অধুনা ৫, বা ৭টী সাগ্রকুশা দ্বারা বিষ্টর প্রস্তুত করিতে দেখা যায়, যখন ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম নাই, তখন উহাই শাস্ত্রসঙ্গত বুঝিতে হইবে।

বিষ্টরভাজ্ (ত্রি) প্রাপ্তাসন।

বিষ্টরশ্রবস্ (পুং) বিষ্টরাবিব শ্রবসী যস্য, বা বিষ্টরে অশ্বত্থবৃক্ষে শ্রূয়তে নিত্যং তত্র বসতীতি। (উণ্ ৪।২২৬) ভগবান্ বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

বিষ্টরস্থ (ত্রি) আসনে উপবিষ্ট বা শয়ান।

বিষ্টরা (স্ত্রী) গুণ্ডাসিনী বৃক্ষ। (রাজনি০)

বিষ্টরাজ্ (পুং) রৌপ্য।

বিষ্টরাশ্ব (পুং) পৃথুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বিষ্টরুহা (স্ত্রী) স্বর্ণকেতকী। (রাজনি০) কোন কোন স্থলে বিষ্টারুহা এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্টরোত্তর (ত্রি) কুশাচ্ছাদিত, কুশমণ্ডিত। "আসনে বিষ্টরোত্তরে" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিষ্টান্ত (ত্রি) ব্যাপ্তাবসান, যাহার অবসান হইয়াছে।

"নেমধিতা ন পৌংস্যা বৃথেব বিষ্টান্তা" (ঋক্ ১০।৯৩।১৩)

'বিষ্টান্তা ব্যাপ্তাবসানা' (সায়ণ)

বিষ্টার (পুং) ১ ছন্দোবিশেষ, পঙ্‌ক্তি ছন্দ। "ছন্দো নাম্নি চ পা ৩।৩।৩৪) বিস্তীর্য্যন্তেঽস্মিন্নক্ষরাণীতি, বিষ্টারঃ পঙ্‌ক্তিছন্দঃ"। ছন্দ বুঝাইলে বি-স্তৃ ধাতুর ষত্ব হইয়া বিষ্টার এইরূপ পদ হয়। ২ বিস্তৃত, বিষ্টার শব্দের বিস্তৃত অর্থ বেদে প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগে ছন্দঃ এই অর্থই হইবে। "নামভিয়জ্ঞং বিষ্টার ওহতে" (ঋক্ ৫।৫২।১০) 'বিষ্টারঃ বিস্তারঃ বিস্তৃতাঃ সন্তঃ ওহতে' (সায়ণ)

বিষ্টারপংক্তি (স্ত্রী) পংক্তি ছন্দোভেদ। ইহার প্রথম ও শেষ চরণে ৮টী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ১২টী পদ থাকে।
(শুক্লযজুঃ ১৩।৪)

বিষ্টারবৃহতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ। ইহার প্রথম ও শেষ চরণে ৮টী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে ১০টী করিয়া পদ থাকে।
(ঋক্ প্রাতি° ১৬।৬)

বিষ্টারিন্ (ত্রি) বি-স্তৃ ণিনি। বিস্তীর্য্যমাণ অবয়ব। প্রথমাক্রান্ত বিশিষ্ট। "বিষ্টারী বিস্তীর্য্যমাণাবয়বঃ। বিপূর্ব্বাৎ স্তৃণাতেঃ কর্ম্মণি ণিনি প্রত্যয়ঃ অথবা 'প্রথনে বাবশব্দে' ইতি ঘঞ্। ততো মত্বর্থীয় ইনি।" (অথর্ব্ব° ৪।১৪।১)

বিষ্টারুহা (স্ত্রী) বিষ্টরুহা, স্বর্ণকেতকী। (রাজনি০)

বিষ্টাব (পুং) ১ স্তোমপাঠের কালের বিভাগভেদ। ২ বিষ্টুতির একাংশ। (লাট্যা° ২।৬।৬)

বিষ্টি (স্ত্রী) বিষ-ক্তিন্। বেতন বিনা ভারোদ্বহনাদি জন্য ক্লেশ, বিনা বেতনে কাজকরা, চলিত বেগার। পর্য্যায় আজূ। (অমর)

"বিষ্টিকর্ম্মান্বিতাঃ সর্ব্বে মার্গশোধকরক্ষকাঃ।"
(রামায়ণ ২।৮২।২০)

২ বেতন। ৩ কর্ম্ম। (মেদিনী)। ৪ বরণ। (বিশ্ব) ৫ প্রেষণ। ৬ বিষ্টিভদ্রা। ৭ ববাদি একাদশ করণের অন্তর্গত সপ্তম করণ। পঞ্জিকায় এই করণ শূন্যাঙ্ক দ্বারা অভিহিত হয়।

বিষ্টিভদ্রা নিরূপণ—বিষ্টিকরণকেই বিষ্টিভদ্রা কহে। ইহা

ভিন্ন তিথিবিশেষে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ তিথির কোন্ কোন্ অংশে বিষ্টিভদ্রা হয়, তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে। শুক্লপক্ষের একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধে, অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধে, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধে এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিভদ্রা হয়। এই বিষ্টিভদ্রা সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্যেই বর্জ্জনীয় অর্থাৎ ইহাতে যাত্রা, সংস্কারাদি কার্য্য বা কোন দৈবকর্ম্ম, এ সকল কিছুই করিতে নাই। কিন্তু ইহার পুচ্ছে সকল কার্য্যেরই মঙ্গল হইয়া থাকে। (বিষ্টিভদ্রার শেষ তিন দণ্ডের নাম 'পুচ্ছ')।

"একাদশ্যাশ্চতুর্থ্যাশ্চ শেষার্দ্ধে শুক্লপক্ষকে।
অষ্টমীপৌর্ণমাস্যোশ্চ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিসম্ভবঃ॥
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যাশ্চ পরার্দ্ধতঃ।
সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিরীরিতা॥
বিনায় বিষরৌদ্রাণি বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডে তু পুচ্ছে কার্য্যং শুভাবহং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বিষ্টিভদ্রায় দোষ ও প্রতিপ্রসব—বিষপ্রয়োগাদি এবং মারণ, উচ্চাটন, ছেদন প্রভৃতি উগ্রকার্য্য ও অশ্বাদির দমন কার্য্য ভিন্ন সমস্ত কার্য্যেই বিষ্টিভদ্রা নিতান্ত অশুভজনক, তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, উহার পুচ্ছভাগে অর্থাৎ শেষ তিন দণ্ডের মধ্যে কোন কার্য্য করিলে তাহা শুভজনক হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, তিথির পূর্ব্বার্দ্ধে যে বিষ্টিকরণ হয়, অর্থাৎ শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী ও চতুর্দ্দশী দিনে যে বিষ্টিভদ্রা হয়, উহার নাম বাসবীরিষ্টি বা দিনভদ্রা। আর শুক্লাচতুর্থী ও একাদশী এবং কৃষ্ণাতৃতীয়া ও দশমীতিথির শেষার্দ্ধে যে বিষ্টিভদ্রা হয়, উহার নাম নৈশিকীরিষ্টি বা রাত্রিভদ্রা। যদি দিবাভাগে রাত্রিভদ্রা এবং নিশাভাগে বাসবীবিষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই বিষ্টিভদ্রা অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল প্রতিপ্রসব প্রমিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে বর্ণিত হইলেও ইহা কেহ মানেন না। সকলেই বিষ্টিভদ্রা বাদ দিয়াই দিন নির্ণয় করিয়া থাকেন।

"রাত্রিভদ্রা যদাহ্নি স্যাদ্দিনভদ্রা যদা নিশি।
ন তত্র ভদ্রাদোষঃ স্যাৎ সা ভদ্রা ভদ্রদায়িকা।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসবীরিষ্টিরপরার্দ্ধে তু নৈশিকী॥" (প্রমিতাক্ষরা)

বিষ্টিভদ্রার আকার সর্পের ন্যায়। তিথিবিশেষের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধদণ্ডে যে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে, তাহাতে তিথিমান ৬০দণ্ড হিসাবে ধরিয়া লইয়া তদর্দ্ধ ৩০দণ্ড বিষ্টিভদ্রার স্থিতিকাল নিরূপিত হইয়া নিম্নোক্তরূপে তাহার ফলাফল কল্পিত হইয়াছে। উক্ত হিসাবে একটী সর্পের মুখ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ৩০ দণ্ড ধরিয়া নিম্ন প্রকারে তাহার বিভাগ করিতে হইবে অর্থাৎ ঐ সর্পাকৃতি বিষ্টিভদ্রার মুখে ৫ দণ্ড, গলদেশে ১ দণ্ড, বক্ষঃস্থলে ১১ দণ্ড, নাভিতে ৪ দণ্ড, কটিদেশে ৬ দণ্ড এবং পুচ্ছে ৩ দণ্ড,* এই সমুদায়ে ৩০ দণ্ডই বিষ্টিভদ্রার স্থিতিকাল। ইহার মুখে কার্য্যহানি, গলদেশে মৃত্যু, বক্ষঃস্থলে নির্ধনতা, কটিদেশে মধ্যমফল অর্থাৎ শুভ ও অশুভ, নাভিদেশে পতন এবং পুচ্ছে জয়লাভ হইয়া থাকে।

"বিষ্টিস্তু সর্পাকৃতিরেব—
মুখে পঞ্চ গলে ত্বেকো বক্ষস্ত্বেকাদশ স্মৃতাঃ।
নাভৌ চত্বরঃ ষট্‌কট্যাং তিস্রঃ পুচ্ছে তু নাড়িকাঃ॥
কার্য্যহানির্মুখে মৃত্যুর্গলে বক্ষসি নিঃস্বতা।
কট্যামুৎপন্নতা নাভৌ চ্যুতিঃ পুচ্ছে ধ্রুবং জয়ঃ॥
আননে পঞ্চ দণ্ডাঃ স্যু র্বক্ষঃস্থানে চতুর্দ্দশ।
মধ্যে চাষ্টৌ বিজানীয়াদ্ বিষ্টিপুচ্ছে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
আননে দেহনাশঃ স্যাৎ বক্ষঃস্থানে মহদ্‌ভয়ম্।
মধ্যে চ মধ্যমং বিদ্যাদ্ বিষ্টিপুচ্ছে ধ্রুবং জয়ঃ॥"

(কাশ্যপসংহিতা ও জ্যোতিঃসাগর)

যদিও এই দুই মতে বিষ্টিভদ্রার দণ্ডবিভাগে পরস্পর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলেও উভয় মতেই পুচ্ছভাগকে শুভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিষ্টিভদ্রাস্থিতি—মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিক লগ্নে বিষ্টিভদ্রা হইলে সেই বিষ্টিভদ্রা স্বর্গলোকে বাস করে, কুম্ভ, সিংহ, মীন ও কর্কটরাশিতে পৃথিবীতে এবং ধনুঃ, মকর, তুলা ও কন্যারাশিতে পাতালে বাস করে। বিষ্টিভদ্রা যখন যে স্থলে অবস্থিতি করে, তখন সেই স্থলেই স্বভাবসিদ্ধ অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে কএকটী রাশিতে বিষ্টিভদ্রা পৃথিবীতে বাস করে, সেই বিষ্টিভদ্রায়ই কোন শুভকার্য্যাদি করিবে না। তদ্ভিন্ন যে সকল রাশিতে স্বর্গে ও পাতালে বাস করে, সেই বিষ্টিভদ্রায় সকল কার্য্যই করা যাইতে পারিবে।

* তিথিমানের ন্যূনাতিরেকে এই নিয়ম খাটিবে না, তথায় তিথির অর্দ্ধেক ধরিয়া লইয়া বিষ্টিভদ্রা স্থির করিতে হইবে। 'বিষ্টিপুচ্ছে ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ' বিষ্টিভদ্রার শেষ তিনদণ্ড যে পুচ্ছ, ইহা কেবল ৬০ দণ্ড তিথিমান বা ৩০ দণ্ড বিষ্টিভদ্রার কাল হইলেই হইয়া থাকে। যে স্থলে তিথিমান ৫৪ দণ্ড সেখানে বিষ্টিভদ্রার পুচ্ছভাগে ৩ দণ্ড হইতে পারে না, তথায় ৩০ : ২৮ :: ৩ : ২।৪৮ পল হইবে এবং তিথিমান ৬৪ দণ্ড হইলে কেবল তিন দণ্ড না হইয়া ৩০ : ৩২ :: ৩ : ৩।১২ পল হইবে। যদি এইরূপ সূক্ষ্মভাবে গণনা না করিয়া মাত্র ৩ দণ্ডকেই পুচ্ছ ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তিথিমান ৫৪ দণ্ড স্থলেও (৫৪ − ২ = ২৮ − ৩) ২৫ দণ্ড পরেই শুভকার্য্য করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা করিলে ১২ পল কালের জন্য অশুভ সময়ে কার্য্য করা হয়; কেননা এস্থলে উক্ত হিসাবে ২৫।১২ পল পর্য্যন্ত অশুভ ও ২।৪৮ পল পর্য্যন্ত মাত্র শুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

"মেষোক্ষকৌর্পমিথুনে ঘটসিংহমীন-
কর্কেষু চাপমৃগতৌলিসুতাসু চন্দ্রে।
স্বর্মর্ত্ত্যনাগনগরীঃ ক্রমশঃ প্রযাতি
বিষ্টিঃ ফলান্যপি দদাতি হি তত্র দেশে॥
স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।
মর্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্রা সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী॥"(কাশ্যপসংহিতা)
(ত্রি) ৮ কর্ম্মকর। (মেদিনী)

বিষ্টিকর (পুং) ১ পীড়নকারী, অত্যাচারী। ২ ভূমি ভোগসর্ত্তে যাহারা রাজার সেনাদিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, জায়গীরদার।
"নির্ব্বিশেষা জনপদাস্তদা বিষ্টিকরার্দ্দিতাঃ।" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিষ্টিকৃৎ (পুং) অনিষ্টকারক, বিষ্টিকর।

বিষ্টির্ (স্ত্রী) বিস্তীর্ণ। "বিষ্টিরঃ পঞ্চসন্দৃশঃ" (ঋক্ ২।১৩।১০)
'বিষ্টিরঃ বিস্তীর্ণাঃ' (সায়ণ)

বিষ্টিব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু°)

বিষ্টীমিন্ (ত্রি) ক্লেদযুক্ত, ক্লেদবিশিষ্ট।
"যদ্দেবাসো ললামগুং প্রবিষ্টীমিনমাবিষুঃ" (শুক্লযজু° ২৩।২৯)
'বিষ্টীমিনং ষ্টীম ক্লেদে বিশেষেণ স্তীমনং ক্লেদনং বিষ্টীমঃ ঘঞ্-প্রত্যয়ঃ, বিষ্টীমঃ ক্লেদঃ অস্যাস্তীতি বিষ্টীমী তং (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫ ইতি ইনি' (মহীধর)

বিষ্টুতি (স্ত্রী) বিবিধ প্রকার স্তুতি, নানাপ্রকার স্তব।
"গ্রহাগ্রহৈঃ স্তোমাশ্চ বিষ্টুতীঃ" (শুক্লযজু° ১৯।২৮)
'বিষ্টুতিভিঃ বিবিধস্তুতিভিঃ' (মহীধর)

বিষ্ঠল (ক্লী) বিদূরং স্থলং (বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলস্য। পা ৮।৩।৯৬) ইতি ষত্বং। বিদূরস্থল, দূরবর্ত্তী স্থান।

বিষ্ঠা (স্ত্রী) বিবিধপ্রকারেণ তিষ্ঠতি উদরে ইতি বি-স্থা-ক, উপসর্গাদিতি ষত্বং। পুরীষ, বিবিধপ্রকারে ইহা উদরে থাকে এই জন্য ইহার নাম বিষ্ঠা। পর্য্যায়—উচ্চার, অবস্কর, শমল, শকৃৎ, গূথ, পুরীষ, বর্চ্চস্, বিট্, বর্চ্চঃ, অমেধ্য, দূর্য্য, কল্ক, মল, কিট্ট, পূতিক। (রাজনি°)

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ, দক্ষিণামুখো রাত্রৌ দিবা চোদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ।" (বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ চারিদণ্ডের নাম অরুণোদয়, তাহার প্রথম দুইদণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত) উঠিয়া রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ, দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ং দিন-রাত্রির এই উভয় সন্ধিকালে উত্তরমুখ হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। তৃণাদিদ্বারা অনাবৃত ভূভাগে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, যজ্ঞীয় বৃক্ষ-ছায়াতে, ক্ষারযুক্ত ভূমিতে, শাদ্বলস্থানে, প্রাণিযুক্ত স্থানে, গর্ত্তে, বল্মীকে, পথে, রথ্যাতে, পরকীয় বিষ্ঠাদি অশুচিবস্তুর উপরে, উদ্যানে, উদ্যান বা জলসমীপে বিষ্ঠা ত্যাগ নিষিদ্ধ। অঙ্গার, ভস্ম, গোময়, গোষ্ঠ (গরু চরিবার স্থান), আকাশ ও জল প্রভৃতি স্থানে এবং বায়ু, অগ্নি,চন্দ্র, সূর্য্য, স্ত্রীলোক, গুরুজন এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিত মস্তকে বিষ্ঠাত্যাগ করিবে না। বিষ্ঠাত্যাগের পর লোষ্ট্র বা ইষ্টকাদি দ্বারা মল মার্জ্জন করিয়া শিশ্নগ্রহণ পূর্ব্বক উঠিবে, তৎপরে উদ্ধৃত জল ও মৃত্তিকা দ্বারা গন্ধলেপক্ষয়কর শৌচ করিবে। পরে মৃত্তিকা প্রস্রাব দ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার এবং বামহস্তে দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পায়ে তিন তিন বার দিবে। গৃহস্থের পক্ষে এই নিয়ম। যতি বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে ইহার দ্বিগুণ। গন্ধ না থাকে ইহাই শৌচের উদ্দেশ্য, কিন্তু জলাদি দ্বারা গন্ধ অপনীত হইলেও উক্ত প্রকার মৃত্তিকাশৌচ করিতে হইবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৬০ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া অবগুণ্ঠিতমস্তকে বাক্‌সংযত ও অনুচ্ছিষ্ট হইয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিবে। দিঙ্নিয়ম পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, যদি রাত্রি বা দিবা-ভাগে মেঘাদি দ্বারা চন্দ্রসূর্য্যাদির জ্যোতিঃ নির্ণয় অথবা অন্ধকারে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান না হয় অথবা ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হয় তাহা হইলে এবং শরীর অত্যন্ত পীড়িত হইলে, ইচ্ছামত যে কোন স্থানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে পারা যাইবে। অগ্নি, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গো ও বায়ু, ইহাদিগকে সম্মুখ করিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং ঐ রূপে বিষ্ঠাত্যাগ বিধেয় নহে। (মনু ৪ অ°)

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে যে, উত্থান স্থান হইতে শর নিক্ষেপ করিলে সেই শর যতদূর পর্য্যন্ত যায়, ততদূর স্থান বাদ দিয়া বিষ্ঠাত্যাগ করিবে।* অবস্থিতির স্থানের নিকটে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করা বিধেয় নহে। বিষ্ঠা ও মূত্রের বেগরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যাকালে বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করিবে না, বেগ হইলেও ঐ সময়ে না করিয়া সময়ান্তরে করা বিধেয়। কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে এই নিয়ম নহে। মল ও মূত্রের বেগরোধে নানাপ্রকার ব্যাধি হয়, এই জন্যই উহা নিন্দিত

* "ইষুবিক্ষেপযোগ্যাদেশাদ্বহিঃ—
মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ম্।
হস্তানাঞ্চ শতে সার্দ্ধে লক্ষ্যং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
সদৈবোদঙ্মুখঃ প্রাতঃসায়াহ্নে দক্ষিণামুখঃ।
বিণ্মূত্রে আচরেন্নিত্যং সন্ধ্যায়াং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সন্ধ্যায়ামিতি তু পীড়িতেতরপরম্।
কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতম্।
বিণ্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাৎ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ।
ন চ সোপানৎকো মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

হইয়াছে। বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ কালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে রাখিয়া দিতে হয়। অথবা মালার ন্যায় স্কন্ধদেশে পৃষ্ঠলম্বিত করিয়া রাখিবার বিধানও আছে। জুতা বা খড়ম পায় দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করিতে নাই।

বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ কালে যে জলদ্বারা শৌচ করা হয়, ঐ জল স্পর্শ করিয়া থাকিতে নাই, বিষ্ঠামূত্রত্যাগের সময় যদি ঐ জল স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ জল মূত্রতুল্য হয়, ঐ জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

"করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে।

মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মলমূত্রত্যাগের পর জল ও মৃত্তিকা শৌচ করিয়া তৎপরে জলপাত্রটীকে, গোময় বা মৃত্তিকাদি দ্বারা মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে জলস্পর্শ করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নিদর্শন করিতে হয়। যে স্থানে জলাদি শৌচ হয়, সেই স্থান পবিত্র জলাদি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়; না দিলে তাহার শৌচ সিদ্ধি হয় না।

"যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্বিশোধয়েৎ।

ন শুদ্ধিস্ত ভবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ।

শৌচানন্তরং হারীতঃ গোময়েন মৃদা বা কমণ্ডলুং প্রমৃজ্য পূর্ব্ববদুপস্পৃশ্য আদিত্যং সোমমগ্নিং বা বীক্ষেত।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, মানবগণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ভগবন্নাম স্মরণপূর্ব্বক উষাকালেই বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবেন। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে অন্ত্রকূজন অর্থাৎ পেট ডাকা, আধ্মান ও উদরের গুরুতা উপস্থিত হইতে পারে না। মলমূত্রের বেগ হইলে কদাচ তাহা ধারণ করিবে না, বেগ ধারণ করিলে মানবের উদরে গুড়গুড় শব্দ এবং নানাপ্রকার বেদনা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মলনিরোধ, ঊর্দ্ধবাত এবং মুখদ্বার দিয়া মল নির্গত হয়। মলাদির বেগ যেমন ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ বেগ উপস্থিত না হইলে বলপূর্ব্বক অকালকুন্থনাদিদ্বারা নিঃসারণ করিতে চেষ্টা করাও অনুচিত।

মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের পর গুহ্য প্রভৃতি মলপথসমূহ জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। এতদ্বারা শরীরের কান্তি ও বল উৎপন্ন, দেহ পবিত্র এবং দুর্ভাগ্য ও কলিকালজাত পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে, মলপথ প্রক্ষালনের পর হস্তপদাদি ধৌত করিবে। ইহাতে উহাদের মলা দূর, শ্রমনাশ, শরীরপুষ্টি ও চক্ষুর হিত হয়।

(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে বলিয়া অনেকে কৃষিক্ষেত্রে বা উদ্যানে বিষ্ঠা ও গো-শকৃৎ প্রভৃতি পচাইয়া সার দিয়া থাকে।

[কৃষিবিদ্যা দেখ।]

বিষ্ঠাভূ (পুং) বিষ্ঠায়াং ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। বিষ্ঠাজাত কৃমি।

"নৈকত্রাস্তে সুতি বাতে বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ।"(ভাগবত ৩।৩১।১০)

বিষ্ঠাব্রাজিন্ (ত্রি) বিষ্ঠায়াং ব্রজতি বিষ্ঠা-ব্রজ-ণিনি। বিষ্ঠাতে ভ্রমণকারী। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

বিষ্ণাপু (পুং) বিশ্বক ঋষির পুত্র।

"দর্শনায় বিষ্ণাপুং দদথুর্বিশ্বকায়" (ঋক্ ১।১১৬।২৩)

'বিষ্ণাপুং নাম বিনষ্টং পুত্রং দর্শনায় দর্শনার্থং' (সায়ণ)

বিষ্ণু (পুং) ১ অগ্নি (শব্দমালা) ২ শুদ্ধ। ৩ বসুদেবতা (ধরণি) ৪ দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। (মহাভারত ১।৬৫।১৬) ৫ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিবিশেষ।

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস°)

বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ, বেষতি সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি বা বিষ্ণাতি বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারেণ সংসারাদিতি বা। বিশতি সর্ব্বভূতানি, বিশন্তি সর্ব্বভূতানি অত্রেতি বা।

৬ ব্রহ্মার রূপ বিশেষ। "বৃহস্বাদ্বিষ্ণুঃ" (মহাভারত ৫।৭০।৩)

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি আরও একটু বিস্তৃত দেখিতে পাই।

"যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।

তস্মা দেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥" (বিষ্ণুপু°)

ইহার পর্য্যায়,—নারায়ণ, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ, বিষ্টরশ্রবস, দামোদর, হৃষীকেশ, কেশব, মাধব, স্বভূ, দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, পীতাম্বর, অচ্যুত, শার্ঙ্গিন্, বিষ্বক্সেন, জনার্দ্দন, উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবরজ, চক্রপাণি, চতুর্ভুজ, পদ্মনাভ, মধুরিপু, বাসুদেব, ত্রিবিক্রম, দৈবকীনন্দন, শৌরি, শ্রীপতি, পুরুষোত্তম, বনমালিন্, বলিধ্বংসিন্, কংসারাতি, অধোক্ষজ, বিশ্বম্ভর, কৈটভজিৎ, বিধু, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, (অমর) পুরাণপুরুষ, বৃষ্ণি, শতধাম, গদাগ্রজ, একশৃঙ্গ, জগন্নাথ, বিশ্বরূপ, সনাতন, মুকুন্দ, রাহুভেদিন্, বাম, শিবকীর্ত্তন, শ্রীনিবাস, অজ, বাসু, (জটাধর) শ্রীহরি, কংসারি, নৃহরি, বিভু, মধুজিৎ, মধুসূদন, কান্ত, পুরুষ, শ্রীগর্ভ, শ্রীকর, শ্রীমৎ, শ্রীধর, শ্রীনিকেতন, শ্রীকান্ত, শ্রীশ, প্রভু, মুরলীধর, জগদীশ, গদাধর, নন্দাত্মজ, নরসিংহ, ইরেশ, গোপাল, নন্দনন্দন, নরকজিৎ, সামগর্ভ, অজিত, জিতামিত্র, ঋতধামন, শশবিন্দু, পুনর্ব্বসু, আদিদেব, শ্রীবারাহ, সহস্রবদন, ত্রিপাৎ, ঊর্দ্ধদেব, হরি, গৃধ্নু, যাদব, অরিষ্টসূদন, পূতনারি, সদাযোগিন্, ধ্রুব, চাণুরসূদন, হেমশঙ্খ, শত্তাবর্ত্তিন্, কালনেমিরিপু, ধেনুকারি, সোমসিন্ধু, বিরিঞ্চি, ধরণীধর, বহুমূর্দ্ধন্, বর্দ্ধমান, শতানন্দ, বৃষান্তক, মথুরেশ, দ্বারকেশ, রন্তিদেব, বৃষাকপি (শব্দরত্নাবলী), জিষ্ণু, দাশার্হ, অব্ধিশয়ন, ইন্দ্রানুজ, নারায়ণ, জলশয়, যজ্ঞপুরুষ, তার্ক্ষ্যধ্বজ, ষড়্বিন্দু, পদ্মেশ, মার্জ্জ, জিন,

সুমোদক, জহ্নু, বম্রু, শতাবর্ত্ত, মুঞ্জকেশিন্, বভ্রু, বেধস, প্রসিশৃঙ্গি; আত্মভূ, পাণ্ডবায়ন, সুবর্ণবিন্দু, শ্রীবৎস, দেবকীসূনু, গোপেন্দ্র, গোবর্দ্ধনধর, যদুনাথ, গদাভৃৎ, শার্ঙ্গভৃৎ, চক্রভৃৎ, শ্রীবৎসভৃৎ, শঙ্খভৃৎ।

সংস্কৃত সাহিত্যে "বিষ্ণু" শব্দটীর বিশালপ্রসার পরিলক্ষিত হয়। বেদে ও উপনিষদে, ইতিহাসে ও পুরাণে, সংহিতায় ও কাব্যে সর্ব্বত্রই বিষ্ণু শব্দের বিপুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আরও বিচিত্রতা এই যে বর্ত্তমান সময়ে বিষ্ণু শব্দটী যে অর্থে সাধারণতঃ প্রযুজ্য হয় এবং সাধারণতঃ বিষ্ণু বলিলে আমরা এক্ষণে যে দেবতাকে বুঝিয়া থাকি, বেদে এবং ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম সাহিত্যে বিষ্ণু শব্দটী ঠিক সেই দেবতার্থে ব্যবহৃত হইত না। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বেদ উপনিষদ্ সংহিতা ইতিহাস পুরাণ ও কাব্যাদি হইতে বিষ্ণু শব্দের ব্যবহার বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা প্রথমতঃ বেদে ব্যবহৃত "বিষ্ণু" শব্দের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি—

১। অতো দেব অবন্তু নো যতো বিষ্ণু র্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ। ১ম ২২সূ ১৬ ঋক্।

সামবেদ-সংহিতায় ২।১০।২৪ সংখ্যক মন্ত্রে এই ঋকটী দৃষ্ট হয়। কিন্তু সামবেদে পাঠের একটুকু পার্থক্য আছে। তথায় "পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ" স্থলে "পৃথিব্যা অধিসানভিঃ" পাঠ দেখা যায়।

২। ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্
সমূঢ়মস্য পাংশুরে। সামবেদ ১৮।

অথর্ব্ববেদে ৭।২৬।৫ সংখ্যক মন্ত্রেও এই সামটি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্। (বাজসনেয় ৩৪।৪৩)

অথর্ব্ববেদের ৭।২৬।৫ সংখ্যক মন্ত্রেও এই সামবেদোক্ত মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

৪। বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পর্শে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (অথর্ব্ববেদ ৭।২৬।৬)

৫। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।

এই মন্ত্রটী সামবেদের ২।১০২৩ সংখ্যায়, বাজসনেয়-সংহিতার ৬।৫ সংখ্যায় এবং অথর্ব্ববেদ সংহিতার ৭।২৬।৭ সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

এই মন্ত্রটী সামবেদের ২।১০২৩ এবং বাজসনেয়-সংহিতার ৩৪।৪৪ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

এস্থলে এই কয়েকটী ঋকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

১। যে স্থান হইতে বিষ্ণু পৃথিবীর সপ্তধামে বিচক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবতাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।*

কিন্তু সামবেদের "পৃথিব্যা অভিসানভিঃ" পাঠ ধরিয়া অর্থ করিলে "পৃথিবীর সপ্তদেশে" এইরূপ অনুবাদের পূর্ব্বে "পৃথিবীর উপর" এইরূপ অনুবাদ হইবে।

২। বিষ্ণু এই বিশ্ব বিচক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি তিনস্থানে পদধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্ব তাঁহার বিচক্রমণব্যাপারে ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল।

৩। অজেয় বিষ্ণু ত্রিপাদ গমন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ধর্ম্মসকলকে ধারণ করিয়াছিলেন।

৪। ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বিষ্ণুর কার্য্যকলাপ দেখ। এই সকল কার্য্যে তিনি ব্রতসমূহ আবদ্ধ করিয়াছেন।

৫। আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সূরগণ নিরন্তর সেই বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করুন।

৬। অপ্রমত্ত নিষ্কাম বিপ্রগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরুক্তগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার উহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"যদিদম্ কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিদধে পদম্। ত্রেধা ভাবয় "পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি" ইতি শাকপুনিঃ "সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি" ইতি ঔর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংশুরে। প্যায়নেঽন্তরীক্ষে পদং ন দৃশ্যতে। অপাব উপমার্থঃ স্যাৎ। সমূঢ়মস্য পাংশুল ইব পদং ন দৃশ্যতে ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সেই সমস্ততেই বিষ্ণু বিচক্রমণ করেন। পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গে এই তিন স্থানে তিনি পদধারণ করেন। ইহাই ব্যাখ্যাকার শাকপুনির অভিপ্রায়। অপর ব্যাখ্যাকার এই ত্রিপদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সমারোহণ, বিষ্ণুপদ ও গয়াশির ইহাই ত্রিপদের অর্থ। অন্তরীক্ষে তাঁহার পদ দৃষ্ট হয় না।

দুর্গাচার্য্য এই নিরুক্তের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

'বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ "ত্রেধা নিদধে পদম্"

* বিষ্ণুর এই বিচক্রমণব্যাপার সম্বন্ধে মহাভারতেও উল্লেখ আছে যথা—
ক্রমণাচ্চাপ্যহম্ পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ। (শান্তিপর্ব্ব ১৩।১৭১)
এই চংক্রমণব্যাপার লইয়াই বেদে বিষ্ণুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিদধে পদম্ নিধানম্ পদৈঃ ক তত্তাবৎ পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুনিঃ। পার্থিবোগ্নিরভূত্বা যৎ পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তদ্‌বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তম্। তমু অকৃণ্বন্ ত্রেধা ভুবে কম্। (ঋক্ ১০.৮৮।১০) ইতি। "সমারোহণে" উদয়গিরবে উদয়ন্ পদমেকং নিধত্তে। "বিষ্ণুপদে" মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে, "গয়াশিরসি" অস্তগিরাবিতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।'

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিত্য। বিষ্ণুকে আদিত্য বলি কেন? যেহেতু এই মন্ত্রদ্বারা জানা যাইতেছে যে ইনি তিনস্থানে পাদ-চারণা করেন। কোথায় কোথায়? পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে, ইহাই ব্যাখ্যাকার শাকপুনির অভিপ্রায়। ইনি পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন। ঋগ্‌বেদেও ইহার ত্রিবিধ-ভাবের কথা লিখিত আছে। ঔর্ণবাভ আচার্য্য বলেন, ইহার একপদ সমারোহণে (উদয়গিরিতে), দ্বিতীয় পদ বিষ্ণুপদে (মধ্যগগনে) এবং অন্যপদ গয়াশিরে (অস্তাচলে) সঞ্চারিত হয়।

যাস্কের কথানুসারে জানা যায় যে তিনি যে দুইজন প্রাচীন প্রামাণিক ব্যাখ্যাকারের অভিপ্রায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই দুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকার "বিষ্ণুপদ" সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

প্রথম শাকপুনির ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে, বিষ্ণুদেব ত্রিবিধভাবে প্রকাশ পান—তিনি পার্থিব পদার্থ সকলের মধ্যে অগ্নিরূপে, আকাশে বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। নিরুক্তে ইহার প্রমাণ আছে যথা :—

"তিস্র এব দেবতা ইতি নিরুক্তঃ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্ব্বা-ইন্দ্রো বান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্ত্যপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাদ্ যথা হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ অপি বা পৃথগেব স্যুঃ। পৃথগ্‌হি স্তুতয়ো ভবন্তি তথাবিধানামিত্যাদি।"

অর্থাৎ নিরুক্ত মতে দেবতা তিন প্রকার। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। অগ্নি পার্থিব পদার্থে, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্য দ্যুলোকে অবস্থান করেন। গুণ কর্ম্মাদি অনুসারে বা মহাভাগ্যা-নুসারে ইঁহারা বহুবিধ নামে অভিহিত হন। যেমন একই ব্যক্তির নানাপ্রকার কার্য্যানুসারে তিনি কখন হোতা, কখন অধ্বর্য্যু, কখন ব্রাহ্মণ এবং কখন বা উদ্গাতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই বিষ্ণু এক হইলেও কার্য্যভেদে বহু নামে অভিহিত হয়েন।

সুতরাং শাকপুনির সিদ্ধান্ত এই যে একই বিষ্ণু পৃথিবীতে অন্তরীক্ষে এবং দ্যুলোকে ভিন্ন ভিন্নরূপে ও ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ঔর্ণবাভের। ঔর্ণবাভ বলেন বিষ্ণুর যে ত্রিপাদ সংক্রমণের কথা বলা হইয়াছে, ঐ ত্রিপাদ সংক্রমণের একস্থান উদয়গিরি, অপর স্থান মধ্যন্দিন অন্তরীক্ষ, তৃতীয় স্থান অস্তগিরি।

সায়ণ ঋগ্‌বেদভাষ্যে বিষ্ণুর ত্রিপাদচক্রমণ সম্বন্ধে বামন অবতারের ত্রিপাদচক্রমণ সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ঋকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আমাদের উদ্ধৃত দ্বিতীয় সংখ্যক বেদমন্ত্রটী বাজসনেয় সংহিতার ৫।১৫ সংখ্যক স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থলে ভাষ্যকার মহীধর লিখিয়াছেন—

'বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমাবতারং কৃত্বা ইদং বিশ্বং বিচক্রমে বিভজ্য ক্রমতে স্ম। তদেবাহ ত্রেধা পদং নিদধে ভূমাবেকং পদমন্তরীক্ষে দ্বিতীয়ং দিবি তৃতীয়মিতি ক্রমাদগ্নি-বায়ু-সূর্য্যরূপেণেত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ বিষ্ণু ত্রিবিক্রমাবতার গ্রহণ করিয়া ত্রিপাদে সমগ্র বিশ্ব বিচক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক পদ পৃথিবীতে, দ্বিতীয়পদ অন্তরীক্ষে এবং তৃতীয় পদ দ্যুলোকে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। (খ)

ঋগ্‌বেদের বহু স্থানে "বিষ্ণু" শব্দের উল্লেখ আছে। এস্থলে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা—

(১) তে অবর্দ্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা আনাকম্ তস্থুর উরু চক্রিরে সদঃ। বিষ্ণুর্যদ্ হ আবদ্ বৃষণম্ মদচ্যুতম্ বায়ো না সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে।'

আত্মবলে বলীয়ান্ মরুৎ সকল মহত্ত্বে বর্দ্ধমান হইয়াছিল। উহারা স্বর্গারোহণ করিয়া উঁহাদের সুপ্রসর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিল। যখন বিষ্ণু দর্পহারী ইন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিলেন, মরুৎগণ তখন তাহাদের প্রিয় যজ্ঞীয় তৃণের উপর পাখীর ন্যায় উপবেশন করিয়াছিলেন।

(২) আর একটী ঋক্ এই যে" উত নো ধীয়ো গোঅগ্রাঃ পূষন্ বিষ্ণবেবয়াবঃ কর্ত্তা নঃ স্বস্তিমতঃ।৫

(৩) শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।৯। (১ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত)

(খ) সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে ঋষিরা বিষ্ণুর প্রকাশ দেখিয়া যে ধ্যান লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই—

'ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী
হারী হিরণ্ময়বপু র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।'

এখনও এই ধ্যানেই গৃহে গৃহে নারায়ণের পূজা হইয়া থাকে। ঋষিরা আরও বলেন—"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।"

হে বিষ্ণো, হে পূষন্, হে দ্রুতগামিন্ আমাদের এই প্রার্থনা গুলির ফলস্বরূপ আমরা যেন পশ্বাদি লাভ করিতে পারি। আমাদিগকে সমৃদ্ধশালী কর। ৫। মিত্র বরুণ অর্য্যমন্, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং উরুক্রম বিষ্ণু আমাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করুন্।৯।

(৩) "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্র বোচম্ যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়ঃ।"

(ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৫৪ সূক্ত)

(বাজসনেয়-সংহিতায় ৫ম ও ১৮শ সংখ্যায় এবং অথর্ব্ববেদের ৭।২৬।১ সংখ্যায় এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।)

আমি বিষ্ণুর বীর্য্য সকলের কথা বলিতেছি। এই বিষ্ণু পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক প্রভৃতি স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়া স্তম্ভিত ভাবে রাখিয়াছেন। ইনি তিন বার বিচক্রমণ করিয়াছেন।

২। "প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যাণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।"যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।"

(অথর্ব্ববেদ ৭।২৭।২-৩ ; নিরুক্ত ১।২০)

বিষ্ণু তাঁহার স্বীয় ক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধ ; ইনি আরণ্য পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, সংহারক এবং গিরিস্থ অর্থাৎ মেঘস্থ, এই বিষ্ণুতে সমস্ত বিশ্বচরাচর প্রতিষ্ঠিত।

৩। "প্রবিষ্ণবে শূষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে। যঃ ইদম্ দীর্ঘং প্রয়তং সধস্থমেকো বিমমে ত্রিভিরিৎ পদেভিঃ॥"

বিষ্ণুর বীর্য্যসূচক এই স্তব প্রবর্ত্তিত হউক, ইনি মেঘস্থ অর্থাৎ মেঘরূপ পর্ব্বতমালাবাসী ও বিস্তৃত বিচক্রমণশীল। বিষ্ণু প্রবল বলশালী, কেবল ইনিই একাকী এই বিশাল গগনে তিন বার বিচক্রমণ করেন।

'যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদানি অক্ষীয়মাণা স্বধায় মদন্তি।

যঃ উ ত্রিধা তু পৃথিবীমুতঃ দ্যামেকো আধার ভুবনানি বিশ্বা॥"

ইহা ত্রিধাম অক্ষয় এবং মধুপূর্ণ ও আমাদিগের সহসা সন্তোষদায়ক, এক বিষ্ণুই তিন বিশ্বকে ধারণ করিয়াছেন, পৃথিবী, আকাশ এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুর দ্বারা বিধৃত হইয়াছে।

৮। "তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ।"

আমি যেন তাঁহার সেই প্রিয়তম স্থান লাভ করিতে পারি, সেখানে দেবানুরক্ত ব্যক্তিগণ সদা আনন্দানুভব করেন। উরক্রম বিষ্ণুর উচ্চ আবাসে মাধুর্য্যের উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে।

৯। "অবাম্ বাস্তূনি উশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরি শৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদ্ উরু গায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদ মবভাতি ভূরি।"

আমরা তোমাদের উভয়ের সেই সকল ধাম লাভ করিতে চাই, যেখানে ভূরিশৃঙ্গ এবং সতত সঞ্চরণশীল গাভীগণ বিচরণ করে। এই ভূরি বিচক্রমণশীল বিষ্ণুর সেই পরমাবাসে বিষ্ণু অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হন।

অনেকের বিশ্বাস যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রই বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, ঔর্ণবাভ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুকে সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায় যে বিষ্ণু, ইন্দ্র ও আদিত্য ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ; আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্ত হইতে এস্থলে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিব যে, বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা হইতে পৃথক্। তদ্‌যথা—

১। "প্র বঃ পান্ত মন্ধসে ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চ্চত।
যা সানুনি পর্ব্বতানামদাভ্যা মহস্তস্থতুরর্বতেব সাধুনা॥"

(হে অধ্বর্য্যুগণ)! তোমরা, স্তুতিপ্রিয় মহাবীর (ইন্দ্রের) নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত কর। তাঁহারা উভয়ে দুর্দ্ধর্ষ ও মহীয়ান্। তাঁহারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

২। "ত্বেষামিত্থা সমরণং শিমীবতোরিন্দ্রাবিষ্ণূ সুতপা বামুরুষ্যতি।
যা মর্ত্যায় প্রতিধীয়মানমিত্ কৃশানোরস্তুরসনামুরুষ্যথঃ॥"

হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা ইষ্টপ্রদ ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদিগের দীপ্তিপূর্ণ আগমন প্রশংসা করিতেছে। তোমরা মর্ত্ত্যাদিগের জন্য শত্রুবিমর্দ্দক অগ্নির নিকট হইতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর। (১) অর্থাৎ তোমরা অগ্নিতে প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া অগ্নিমুখেই তাঁহার ফল প্রদান কর।

৩। "তা ঈং বর্দ্ধন্তি মহ্যস্য পৌংস্যং নি মাতরা নয়তি রেতসে ভুজে।
দধাতি পুত্রোঽবরং পরং পিতুর্নাম তৃতীয়মধি রোচনে দিবঃ।"

প্রসিদ্ধ (আহুতি সকল) ইন্দ্রের মহৎ পৌরুষবৃদ্ধি করিতেছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবীকে) রেতঃ এবং উপভোগের জন্য সেই সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্রের নাম নিকৃষ্ট, এবং পিতার নাম উৎকৃষ্ট। তৃতীয় (নাম) দ্যুলোকের দীপ্তিমান্ প্রদেশে আছে।

৪। "তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য বিড়্‌হঃ।
যঃ পার্থিবানি ত্রিভিরিদ্বিগামভিরুরু ক্রমিষ্টোরুগায়ায় জীবসে।"

আমরা সকলের স্বামী, পালনকর্ত্তা, শত্রুরহিত ও সেচনসমর্থ (অর্থাৎ তরুণ) বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয়, লোকরক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপ দ্বারা, পার্থিব লোকসকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়াছিলেন।

৫। "দ্বে ইদস্য ক্রমণে স্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যো ভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চন পত পত্রিণঃ।"

মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্ত্তন করিয়া উহা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ মনুষ্যের ধারণার অতীত। উড্ডীয়মান পক্ষীরাও উহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

৬। চতুর্ভিঃ সাকং নবতিঞ্চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋকভির্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্।

বিষ্ণু গতিবিশেষদ্বারা বিবিধস্বভাব-বিশিষ্ট চতুর্নবতি কলাবয়বকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট ও স্তুতিদ্বারা পরিমেয়। তিনি নিত্য, তরুণ ও অকুমার। তিনি আহবে গমন করেন।

প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তেও বেদোক্ত বিষ্ণুর গুণক্রিয়াদি সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

১। ভবা মিত্রো ন শেব্যো ঘৃতাসুতির্বিভূতদ্যুম্ন এবয়া উ সপ্রথাঃ। অধাতে বিষ্ণো বিদুষা চিদর্ধ্যঃ স্তোমো যজ্ঞশ্চ রাধ্যো হবিষ্মতা॥

হে বিষ্ণু তুমি মিত্রের ন্যায় আমাদের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতি-ভাজন, প্রভূত অন্নবান্, রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান্ যজমান দ্বারা পুনঃ পুনঃ উচ্চার্য্য এবং তোমার যজ্ঞ হবিষ্মান্ যজ্ঞের আরাধনীয়।

২। যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি। যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎসেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ।

যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্যনূতন ও স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন। যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্মকথা কীর্ত্তন করেন তিনিই যুজ্যস্থান প্রাপ্ত হন।

৩। তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।

হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেই রূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন কর। বিষ্ণুর নাম জানিয়া কীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণো তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি।

৪। তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে।

রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুত্বান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে মিলিত হউন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হইয়া উত্তম অহর্বিদ বলধারণ এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করুন।

৫। আ যো বিবায় সচথায় দৈব্য ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ। বেধা অজিন্বত্ত্রিষধস্থ আর্য্যমৃতস্য ভাগে যজমান-মাভজৎ।

যে স্বর্গীয় অতিশয় শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া আইসেন সেই মেধাবী ত্রিজগৎবিক্রমী আর্য্যকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদি পুরাণে এই ঋক্ মন্ত্রগুলির প্রতিধ্বনি যথেষ্ট পরিমাণে শুনিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু যে দেবগণের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্বগুণের বিলাসভূমি বেদে তাহারও সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঋগ্‌বেদ প্রথম মণ্ডলের ১৮৬ সূক্তের ১০ম ঋকে :—

প্রো অশ্বিনাববসে কৃণুধ্বম্ প্র পূষণং স্বতবাসো হি সান্তি। অদ্বেষো বিষ্ণুর্বাত ঋভুক্ষা অচ্ছা সুম্নায় ববৃতীয় দেবান্।

হে ঋত্বিক্‌গণ আমাদিগের রক্ষার জন্য অশ্বিদ্বয়কে ও পূষাকে স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু ও ঋভুক্ষা নামক স্বাধীন বল-বিশিষ্ট দেবগণকে স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত সমস্ত দেব-গণকে আনয়ন করিব।

আমরা পুরাণে দেখিতে পাই পুরাণকর্ত্তা যখন যে দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তখনই সেই স্তবনীয় দেবতায় অন্যান্য দেবতার আরোপ করিয়াছেন। বেদেও এইরূপ স্তোত্র যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলে বিষ্ণুর প্রাধান্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষ্ণুর স্তব পরিকীর্ত্তনের নিমিত্ত অনেকগুলি ঋক্ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে আমরা বহুল ঋক্ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রারম্ভেই অগ্নির স্তব কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে অগ্নিকেও ইন্দ্র ও বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

ত্বমগ্ন ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ত্বং বিষ্ণুরুরুগায়ো নমস্যঃ।
ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিদ্‌ব্রহ্মণস্পতে ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধ্যা।
২য় ম° ১সূ° ৩ ঋক্।

অর্থাৎ হে অগ্নে! তুমি সৎলোকদিগের অভীষ্টবর্ষী এই নিমিত্ত তুমি ইন্দ্র। তুমি বিষ্ণু কেননা তুমি উরুগায় অর্থাৎ সমগ্র লোকের স্তুত্য। (উরুগায় শব্দের অর্থে সায়ন লিখিয়াছেন "বহুভি র্গীয়মানো নমস্যঃ নমস্কার্য্যশ্চ ভবসি")। তুমি ব্রহ্মণস্পতি তুমি ব্রহ্মা, তুমি বহুবিধ পদার্থ সৃষ্টি কর ও বহুপ্রকার পদার্থে অবস্থিতি কর।

পুরাণে বিষ্ণু উপেন্দ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋগ্‌বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বিষ্ণু ইন্দ্রের অতি আত্মীয়, উভয়ে একত্র সোমপান করেন। যথা—

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যবাশিরং তুবিশুষ্মস্তৃপৎসোমমপিবদ্বিষ্ণুনা সুতং যথাবশৎ। স ঈং মমাদ মহি কর্ম্ম কর্ত্তবে মহামুরুং সৈনং সশ্চদ্দেবো দেবং সত্যমিন্দ্রং সত্য ইন্দুঃ।

পূজনীয় বহুবলশালী তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। ত্রিকদ্রুকে (যজ্ঞবিশেষ) বিষ্ণুর সহিত সেই রূপ যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সহিত পান করিয়াছিলেন। ইত্যাদি।

বেদের প্রত্যেক মণ্ডলেই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও গুণকার্য্যাদি উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। ভাষ্যকারগণ ও টীকাকারগণ নানাপ্রকার অর্থ করিয়া সেই সকল স্থলের অর্থবোধ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা এস্থলে তৃতীয় মণ্ডল হইতেও দুই একটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

"বিষ্ণুং স্তোমাসঃ পুরুদস্মমর্কা ভগস্যেব কারিণো যামনি গ্মন্।
উরুক্রমঃ ককুহো যস্য পূর্ব্বীর্ন মর্দ্ধন্তি যুবতয়ো জনিত্রীঃ।"

৩ম° ৫৪সূ° ১৪ঋক্।

ধনের কারণস্বরূপ এই স্তোত্র ও অর্চ্চনীয় মন্ত্রসকল এই যজ্ঞে বিষ্ণুর নিকট গমন করুন। বিষ্ণু উরুক্রমী। পূর্ব্বকালীনা, যুবতী মাতাস্বরূপ দিক্‌সমূহ তাঁহাকে লঙ্ঘন করে না।

সায়ণ এস্থলে উরুক্রম শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'উরুর্মহান্ ক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য সঃ। ত্রিবিক্রমাবতার একেনৈব পাদেন সর্ব্বং জগদাক্রম্য তিষ্ঠতি।'

বেদব্যাস প্রভৃতিও উরুক্রম শব্দের এইরূপ অর্থই মহাভারতে ও পুরাণে বিবৃত করিয়াছেন।

বিষ্ণু যে অতি পরাক্রমশীল তাহা বেদের অনেক স্থলেই এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে ও পুরাণাদিতে বহু প্রকারে বিষ্ণুর এই পরাক্রমশীলতার উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের বিভাগকর্ত্তা তিনি মহাভারতে ও পুরাণাদিতে বেদের অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। সায়ণ তদীয় ভাষ্যে ব্যাসাদির সম্মত অভিপ্রায়ই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা এই পৌরাণিক সিদ্ধান্ত এ দেশের আবাল বৃদ্ধবনিতা মাত্রেই সুবিদিত। বিষ্ণু যে রক্ষাকর্ত্তা ঋগ্‌বেদের অনেক স্থলেই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"বিষ্ণুর্গোপা পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতাদধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।

(৩ম° ৫৫সূ° ১০ঋক্)

অর্থাৎ বিষ্ণু সমগ্র জগতের রক্ষক। ইনি প্রিয়তম অক্ষয়-ধাম ধারণ করেন এবং পরম স্থান রক্ষা করেন। ইত্যাদি ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর "গোপা" এই বিশেষণটী অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ধামে যে শৃঙ্গবিশিষ্ট গাভীগণ অবস্থান করেন ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ধাম যে মাধুর্য্যের উৎস তাহাও পূর্ব্বে একটী ঋক্ হইতে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই সকল ঋক্ হইতে আমরা শ্রীবৃন্দাবনবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণেরও আভাস পাইতে পারি। নিত্য, সত্য ও পূর্ণ পদার্থ বৈদিক ঋষিদের এবং পরবর্ত্তী মহর্ষিদের যোগনেত্রে ক্রমোৎকর্ষের নিয়মানুসারে বিস্ফুরিত হইয়াছিলেন কি না তাহাও বিবেচ্য ও চিন্তয়িতব্য।

বিষ্ণুকে মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে আনয়ন করার নিমিত্ত ঋষিগণ অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—

"অর্যমণং বরুণং মিত্রমেষামিন্দ্রাবিষ্ণু মরুতো অশ্বিনোত।
স্বশ্ব অগ্নে সুরথঃ সুরাধা এদু বহ সুহবিষে জনায়।"

(৪ম° ২সূ° ৪ঋক্)

অর্থাৎ হে অগ্নে তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম এবং ধন উত্তম। তুমি এই যজমানগণের মধ্যে যাহার অন্ন উত্তম তাহার উদ্দেশ্যে অর্য্যমা বরুণ মিত্র ইন্দ্র বিষ্ণু ও মরুৎগণকে আনয়ন কর।

বিষ্ণু যে বৈদিক দেবতার মধ্যে বহুস্তুত, বহুকীর্ত্তিত, বৈদিক ঋষিগণের উদ্‌ঘোষিত ঋক্‌মন্ত্রে আমরা সেই সকল স্তোত্র-গাথা শুনিতে পাই। ঋগ্‌বেদের চতুর্থমণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ৭ম ঋকেও "বিষ্ণব উরুগায়ায়" বলা হইয়াছে। সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন "প্রভূতকীর্ত্তয়ে বিষ্ণবে"।

বিষ্ণুর পরাক্রম যে দেবগণের বহু স্তুত তাহা সর্ব্বসম্মত। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করার নিমিত্ত বিষ্ণুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—

"উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্রদেবাঃ।
অথাব্রবীদ্‌বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্‌ৎসখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব।"

(৪ম° ১৮সূ° ১১ ঋক্)

ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র দেবগণ কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর দিকে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন সখে বিষ্ণু যদি বৃত্রকে নিহত করিতে চাও তবে বিক্রম লাভ কর।

বিষ্ণুর পরাক্রমেই ইন্দ্রের শত্রু বৃত্র নিহত হইয়াছিলেন। পুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋকের ভাব নিম্নলিখিত ঋকেও পুনরুক্ত হইয়াছে যথা—

"সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব দ্যৌর্দেহি লোকং বজ্রায় বিষ্কভে।
হনাব বৃত্রং রিণচাব সিন্ধূনিন্দ্রস্য যন্তু প্রসবে বিসৃষ্টাঃ।"

৮ মণ্ডল ৮৯ সূ° ১২

এখানেও ইন্দ্র বিষ্ণুকে সখা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বৃত্রাসুর বধার্থ বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিষ্ণু যে ইন্দ্রাদিরও সংপূজ্য বন্ধু এই সকল ঋকে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। ইহাতে আমরা আরও জানিতে পারিতেছি,

আসিতেছে, যাহা নিত্য, তাহা আজানিক এবং যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম শক্তি। আধুনিক সঙ্কেতের অপর নাম পরিভাষা। গো গবয়াদি সঙ্কেত আজানিক, এবং চৈত্র মৈত্রাদি সঙ্কেত আধুনিক। আজানিক সঙ্কেত শক্তি অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল হইতে প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পারিভাষিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব।

[রূঢ় শব্দ দেখ।]

এইরূপ রূঢ়শব্দ সিদ্ধির জন্য লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। গোশব্দ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনশীল মনুষ্যাদিকে না বুঝাইয়া গোপশু এবং কুশলশব্দে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়া দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ যে যে স্থলে রূঢ়শব্দের সিদ্ধি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে। প্রয়োজন সিদ্ধির বিষয় পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণা আবার নানা প্রকার। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। উপাদান লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণা প্রভৃতি ভেদেও এই লক্ষণা অনেক প্রকার।

"মুখ্যার্থস্যেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেঽন্বয়সিদ্ধয়ে।
স্যাদাত্মনোঽপ্যুপাদানাদেষোপাদানলক্ষণা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৪)

বাক্যার্থে অন্বয়বোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অন্বয়-সিদ্ধির জন্য যে স্থলে মুখ্যার্থের ইতর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান-লক্ষণা বলা হয়।

"অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পরস্যান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৭)

যে স্থলে পরের (ভিন্নার্থের) অন্বয়সিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের অর্পণ অর্থাৎ স্বার্থপরিত্যাগ করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম লক্ষণলক্ষণা। এই লক্ষণা সারোপা ও অধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ।

"আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।"
(সাহিত্যদ° ২।১৬)

এইরূপে লক্ষণা সকল চত্বারিংশদ্ভেদযুক্ত।

"তদেবং লক্ষণা ভেদাশ্চত্বারিংশন্মতা বুধৈঃ।" (সাহিত্যদ° ২।২১)

এই সকল লক্ষণার ভেদ শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত হইয়াছে। [শব্দ ও শব্দশক্তি দেখ]

লক্ষণা (লখ্না), যুক্তপ্রদেশের এতাবাজেলার ভর্থানা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৩৮´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১১´৩০´´ পূঃ। নগরমধ্যে রাজা যশোবন্ত সিংহ C. I. E.'র প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। উক্ত মহাত্মা নগরে একটী ধর্ম্মমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকাজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘৃত ও তুলার বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভর্থানায় তহসীলি স্থানান্তরিত হওয়ায়, পূর্ব্বের কাছারী গৃহে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লক্ষণাদোন, মধ্যপ্রদেশের সিওনীজেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৫৮৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

লক্ষণালোহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লক্ষণা-মূল, হস্তিকর্ণপলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, অশ্বগন্ধামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধসেবনের পর চিনির সহিত দুগ্ধ পান বিধেয়। এই ঔষধবিশেষ বলকর। এই ঔষধসেবনে স্ত্রীদিগের কন্যা-প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাজীকরণাধিকারে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

লক্ষণিন্ (ত্রি) ১ লক্ষণ বা চিহ্নযুক্ত। ২ লক্ষণজ্ঞ।

লক্ষণীয় (ত্রি) লক্ষণা দ্বারা জ্ঞাতব্য বা বোধব্য।

লক্ষণোরু (ত্রি) উরুদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পা° ৪।১।৭০)

লক্ষণ্য (ত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্হ। ৩ দৈবশক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। (দিব্যা° ৪৭৪।২৭)

লক্ষদত্ত (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৩।৮)

লক্ষপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (ঐ ৫৩।৯)

লক্ষসিংহ (রাণা), মিবারের এক জন রাণা। বীরবর হামিরের পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই বিজয়বিলাসসুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বিজয়গড়ের পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার-পূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় বিজয়কীর্ত্তির অক্ষয়স্তম্ভ স্বরূপ তদুপরি বেদনোর দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকৃত ভীল প্রদেশের অন্তর্গত জাবুরা নামক স্থানে

রৌপ্য ও টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়। তিনি বহু যত্নে ঐ খনিজ রৌপ্য উত্তোলন করিয়া স্বীয় রাজ্যের সমৃদ্ধি গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাণা লক্ষ অম্বর রাজ্যের অন্তর্গত নগরাচলনিবাসী শঙ্খল রাজপুতদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদশাহ লোদী এই সময়ে রাজপুতনা আক্রমণ করিলে রাণালক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বেদনোর দুর্গ সম্মুখে মুসলমান সেনার সহিত রাজপুত সৈন্তের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হইল এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিল।

লক্ষের রাজ্যকালে বিধর্ম্মী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্ম্মক্ষেত্র গয়াপুরী মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সসৈন্যে তৎপ্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রায় সঙ্গে রাজার তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি সুদীর্ঘ কাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা চণ্ডকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া মারবারপতি রণমল্ল বিবাহের প্রস্তাবসহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। তৎকালে চণ্ড রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। কার্য্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রণমল্লের রোষোৎপাদনের ভয়ে স্বয়ং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন। সেই কন্যার গর্ভে মুকুলজীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাণা তাঁহার উপরে প্রজাপালনভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যভারপরিত্যাগের পর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত জিতেন্দ্রিয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

লক্ষ বৃদ্ধকালোচিত ধর্ম্মব্রতাচরণে সঙ্কল্প করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে গয়াধামে গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হস্তে তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়।

মহারাণা লক্ষ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া যান। আলাউদ্দীন্ বিজাতীয় বিদ্বেষে যে মিবার রাজ্য শশ্মানভূমে পরিণত করিয়াছিলেন, রাণা জাবুরার আকরলব্ধ উপসত্ব হইতে সেই মরুপ্রদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক নগরী নির্ম্মাণ করিলেন। লোকমনোহর সৌধমালা ও মন্দিরনিচয় মিবারবক্ষ পরিশোভিত করিয়াছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একেশ্বরের উপাসনার জন্ম একটী সুবৃহৎ ভজনমন্দির স্থাপন করেন। উহা এখনও বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকের জলাভাব দূর করিবার জন্ম তিনি উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত একএকটী দীর্ঘিকা খনন করিয়া রাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন।

তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ছিল। চণ্ডই তাহার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; কিন্তু তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। অধুনা অগুণা, পানোর ও আরাবল্লীর নানা প্রান্তবাসী লুণাবৎ ও দুলাবৎ বংশীয় সর্দ্দারগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

লক্ষা (স্ত্রী) লক্ষয়তীতি লক্ষ অচ্-টাপ্। লক্ষ, দশাযুতসংখ্যা, একশতহাজার। (মেদিনী)

লক্ষান্তপুরী (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষিত (ত্রি) লক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ দৃষ্ট।

"যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্ব্বকেতূন্
তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ।" (রঘু ৭।৪৪)

৩ অঙ্কিত। ৪ লক্ষণাশ্রয়। ৫ লক্ষণা শক্তিদ্বারা বোধিত অর্থ। ৬ অনুমিত।

লক্ষিতব্য (ত্রি) নির্দ্দেশ্য।

লক্ষিতলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষিতে লক্ষণা। লক্ষণাভেদ, যে স্থলে লক্ষিতার্থে লক্ষণা হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কহে।

[লক্ষণা শব্দ দেখ।]

লক্ষিতা (স্ত্রী) লক্ষ-ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। পরকীয়ান্তর্গত নায়িকাভেদ, এই নায়িকা পুংশ্চলীভাবনিপুণা। উদাহরণ—

"যদ্ভূতং তদ্ভূতং যদ্ভূয়াৎ তদপি বা ভূয়াৎ
যত্নবতু তন্ত্রবতু বা বিফলস্তব গোপনোপায়ঃ॥" (রসমঞ্জরী)

"পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে॥
আজি প্রভু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে,
সোহাগ পড়ুক মরে সতিপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পেয়ে, দেখিতে আইনু ধেয়ে,
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন,
আলুথালুবেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই, দুষ্ট হই, তোমা বিনা কার নই,
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সেজন না মরিলে॥"
(ভারতচন্দ্র-রসমঞ্জরী)

লক্ষীসরাই (লক্ষীসরাই), বাঙ্গালার মুঙ্গেরজেলার অন্তর্গত একটী রেলষ্টেসন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের 'কর্ড' ও 'লুপ' লাইন মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২৬২ মাইল। এখানে কিউল নদীর উপরে একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মিত আছে। সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে লখি-সরাই নগর।

বর্ত্তমানে লখিসরাই-জংসন কিউল-জংসন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর।

[লখ্‌নৌ দেখ।]

লক্ষ্মন্ (ক্লী) লক্ষ্যত্যনেন লক্ষ্যতে ইতি বা লক্ষ-মনিন্। ১ চিহ্ন।

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষলক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥" (শকুন্তলা ১অ°)

২ প্রধান। (অমর)

লক্ষ্মণ (ক্লী) ১ চিহ্ন। (শব্দরত্না°) ২ নাম। (ভরত) লক্ষ্মীরস্ত্যস্যেতি লক্ষ্মী পামাদিত্বাৎ ন, লক্ষ্ম্যা অস্যেতি গণসূত্রেণাস্য বোধ্যং। (ত্রি) ৩ শ্রীবিশিষ্ট। (পুং) লক্ষ্মণমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ৪ সারস। (হেম) ৫ শ্রীরামভ্রাতা, সুমিত্রানন্দন। ৬ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পুত্র।

লক্ষ্মণ, রামায়ণোক্ত একজন অদ্বিতীয় বীর ও রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুমিত্রাগর্ভসম্ভূত বলিয়া তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে নিহত করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় সুলক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ এই নাম হইয়াছিল।

"ভরণাদ্ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্।
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং গুরুরভাষত॥"(অধ্যাত্মরামা° ১।৩।৪৫)

রামায়ণের বালকাণ্ডে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অপর প্রাণের ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন, গমনোদ্যত হইলে পশ্চাদ্‌গমন করিতেন, শয়ান হইলে পাদদেশে উপবেশন করিতেন, তিনি আজন্ম ছায়ার ন্যায় ভ্রাতার অনুগামী ছিলেন। রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি লক্ষ্মণ ধনুর্হস্তে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচররূপে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম তাড়কাদি রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিয়াছেন। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাদ্য-দ্রব্যের অভাবহেতু মহামুনি বিশ্বামিত্র বালকদ্বয়কে অনাহার-ক্লেশ অপনোদনার্থে একটী মন্ত্রদান করেন। তদনন্তর উভয় ভ্রাতায় গোতমাশ্রমে উপনীত হইয়া অহল্যা উদ্ধারান্তে রাজর্ষি জনকভবনে আসিলেন, হরধনুভঙ্গান্তে রাম সীতার এবং লক্ষ্মণ উর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। উর্ম্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দুই পুত্র জন্মে।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক সংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন, "আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি।" এই কথা শ্রবণে রামের স্নিগ্ধ আদরের "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। তিনিও স্বল্পভাষী ছিলেন সত্য, তথাপি রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহা-দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই, এই গর্হিত আদেশ পালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের জন্য ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, 'যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও, রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও, এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও।' সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বনগমনে বাধা না দিয়া বরং তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদসহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরু-রাজি হইতে কুসুমচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাই-তেন; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীতে অব-গাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ

করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জালিবার ব্যবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নার শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নাল-শেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার কখনও চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক ও বক্ত ও বেতসলতা দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জম্বুশাখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—"এই সুন্দর তরুরাজি-পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্য একটী স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিন কৃষ্ণসর্পসঙ্কুল গভীর অরণ্যে অনশন ও পর্য্যটনক্লিষ্ট সীতার সুন্দর মুখখানি একটু হতশ্রী দেখিয়া রামচন্দ্রেরও সেই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" রামের এবম্বিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

এইখানে দশাননভগিনী শূর্পণখা আসিয়া রামের প্রেম-ভিখারিণী হইলে রাম তাহাকে লক্ষ্মণের সমীপে প্রেরণ করেন। সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও অনাহারক্লিষ্ট লক্ষ্মণের রমণীপ্রেম আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি শূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া তাহার নির্লজ্জতার পুরস্কার দিলেন। শূর্পণখার প্রার্থনায় রাক্ষস-সেনাপতি খরদূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় ভ্রাতার শাণিত শরে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইল। শূর্পণখার বাক্যে সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া দশানন ঈর্ষাপর ও ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাহরণ করিলেন। স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল। কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিল; লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সৎকার করিলেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—বনে আসিবার সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—"দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনুর্হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।" বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন।

অতঃপর দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ে সম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণ-হীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহার্দ্র-হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দনুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু সেই জগৎপূজ্য রামচন্দ্র আজ বানরাধি-পতির শরণ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর। রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন রাম আহত

শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপে রক্ষা করে, কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগু-লিয়া বসিয়া আছেন ;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজলচক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমলভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন, "তুমি যেরূপ বনে আমার অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি যমালয়ে তোমার অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?"

রামায়ণী যুদ্ধে বীরবর লক্ষ্মণ বিশেষ বলবীর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করা ব্যতীত তিনি স্বীয় ভুজবলে অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে স্বয়ং শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঘনাদ নিধনে তাহার কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারী ও জিতেন্দ্রিয় না হইলে ইন্দ্রজিৎকে কেহ নিধন করিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল। লক্ষ্মণ বনবাসকালে সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত মন্ত্রই তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের সহায় হইয়াছিল।

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। রক্ষোকুলের বিনাশসাধন হইলে যে দিন রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে ছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলনেত্রে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নাই। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি স্বীয়-অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তিবশতঃ তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে ভ্রাতার সহায়তা করিতেন। কিছুদিন পরে প্রজাকুল সীতার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহজনক জল্পনা উত্থাপন করিলে রাম তাঁহাকে বনবাস দিবার পরামর্শ করেন। লক্ষ্মণ এই গুরুভার লইয়া পরমারাধ্যা সীতাদেবীকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময় হইতে লক্ষ্মণের চিত্তবিকৃতি ঘটে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তিনিই মহামুনির আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আনয়নার্থ গমন করেন। সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে মন্ত্রণাগৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না অনুমতি দিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারপালরূপে রক্ষা করেন। অকস্মাৎ রোষমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা আসিয়া রামের সাক্ষাৎ জন্য অগ্রসর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন, কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপের ভয়ে জ্যেষ্ঠের নিকট প্রবেশাধিকারের অনুমতি লইবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে, তিনি সরযূসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষ্মণ "শেষ" নাগের অবতার।

লক্ষ্মণের চরিত্রে আগুন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। একদা লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছেন, "জল হইতে উদ্ধৃতমীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" বনবাসাজ্ঞা অত্যন্ত অন্যায় এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া মনে করিবে না ? আরব্ধকার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন ? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্য্যাতন প্রাপ্ত হন—"মৃদুর্হি পরিভূয়তে।" ধর্ম্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন ? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে

ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?"

লক্ষ্মণের এই ওজস্বিতাপূর্ণ পুরুষকাভিব্যক্তিতে ভরতের মত করুণরসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদপূর্ণ কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। কোনরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে লক্ষ্মণ নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না" "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে" "পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ্য করিবে?"

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র।"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাপ অনশনকৃশ ভরত রামের চরণ প্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ-স্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই ভীষণ শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন।"

এই লক্ষ্মণ পূর্ব্বে ভরতের প্রতি অতিক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট এক দিন বলিয়াছিলেন, "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—গ্রাম্যসুখে রত মূর্খ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বন্ধুকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক কয়েকটি কথা ছিল—

'যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনু-

সরণ করিও না।' কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা "পুনশ্চ" জুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন। আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।"

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎর্সনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্ব্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে "কোথা রে লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন দুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাই-তেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে "তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছ, রামের কোন অশুভ হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেবি! তুমি আমার নিকট দেবতাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকারী; তাহারা বিমুক্তধর্ম্মা, ক্রূরা ও চপলা। তোমার কথা তপ্তলৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,—আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি"—এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সীতাকে বলিলেন, "বিশালাক্ষি! এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।" ক্রোধস্ফুরিতা-ধরে এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ব্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষবৃপ্ত মহিমা সর্ব্বত্র অনাবিল,—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র। সীতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ূরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদ-বন্দনাকালে তাঁহার নূপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।" কিষ্কিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাস-মুখরনিস্বন শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইতেন; এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধু পুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাঙ্গযষ্টি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাহার বিশাল শ্রোণী-স্খলিত কাঞ্চীর হেমসূত্র লক্ষ্মণের সম্মুখে মুহূতরঞ্জিত হইয়া উঠিল, তখন লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপ দুই একটী ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজার্হ মনে হয়।

লক্ষ্মণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পণ্ডিত। ১ গুরুবংশটীকা-রচয়িতা। ২ চূড়ামণিসার, দৈবজ্ঞবিধিবিলাস ও রমলগ্রন্থ নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রর্ন্থপ্রণেতা। ৩ পরমহংসসংহিতা-রচয়িতা। ৪ সমস্তার্ণবপ্রণেতা। ৫ বৈদ্যকযোগচন্দ্রিকা বা যোগচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগ-নাথ ও নারায়ণের শিষ্য। ৬ মহাভাষ্যাদর্শপ্রণেতা। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৭ পদ্যামৃততরঙ্গিণীধৃত একজন কবি। ৮ মৃচ্ছ-কটিকটীকা-প্রণেতা লল্লা দীক্ষিতের পিতা ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র।

লক্ষ্মণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামস্থ শিলাফলকে ঐ সম্বত উৎকীর্ণ দেখা যায়। ২ কচ্ছপঘাত বংশীয় একজন রাজা বজ্রদামনের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ রাজা। রাজা কেশব সেনের পৌত্রও নারায়ণের পুত্র। ঐতি-হাসিক আবুলফজল্ এই নারায়ণকে "নৌজেব্" নামে ও সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ আচার্য্য, ১ চণ্ডীকুচপঞ্চশতীপ্রণেতা। ২ জগন্মোহন নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাদুকাসহস্র, বিরোধপরিহার ও বেদার্থবিচারপ্রণেতা।

লক্ষ্মণকবচ (ক্লী) ১ লক্ষ্মণের স্তুতিজ্ঞাপক স্তোত্রভেদ। ২ ধরণীবিশেষ।

লক্ষ্মণ কবি, ১ কৃষ্ণবিলাসচম্পূরচয়িতা। ২ চম্পূরামায়ণ নামক গ্রন্থের যুদ্ধকাণ্ডপ্রণেতা।

লক্ষ্মণকুণ্ডক (ক্লী) তীর্থভেদ।

লক্ষ্মণগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত শীকর বংশীয় সর্দাররাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। এই নগর দুর্গাদি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং জয়পুর নগরের অনুকরণে নির্ম্মিত। এখানে ধনী মহাজনদিগের কএকটী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে।

লক্ষ্মণগড়, রাজপুতনার আলবার সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান তৌর নামে পরিচিত ছিল। রাজা প্রতাপ সিংহ দুর্গনির্ম্মাণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করেন। নজফ্ খাঁ এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ গুপ্ত, কাশ্মীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল ও ভট্টনারায়ণের শিষ্য। তিনি ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র (পুং) কীরগ্রামের একজন হিন্দু সামন্তরাজ। উপাধি রাজানক। ইনি ত্রিগর্ত্ত (জালন্ধর)-রাজ জয়চচ্চন্দ্রের অধীনে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার মাতা লক্ষণিকা ত্রিগর্ত্ত-রাজপুঙ্গব হৃদয়চন্দ্রের কন্যা। কীরগ্রামের শিববৈদ্যনাথ মন্দিরে ইঁহার প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

লক্ষ্মণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা। মহারাজ শিবসিংহের পূর্ব্বপুরুষ।

লক্ষ্মণতীর্থ, পুরাণোক্ত একটী প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর পূতসলিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। নারদপুরাণ উ° ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটী শাখা। কুর্গ রাজ্যের ব্রহ্মগিরিসন্নিহিত কুর্চ্চিগ্রামের পার্শ্ব-দেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে মহিসুররাজ্যের মধ্য দিয়া সাগরকট্টে নগর সম্মুখে কাবেরীসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ৭টী বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রণালীযোগে শস্যক্ষেত্রাদিতে জলসরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই সকল বাঁধের মধ্যে হানাগোদ বাঁধই প্রধান।

উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্ব্বতবক্ষে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া আসিলে ব্রহ্মগিরিতে একটী সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, ঐ প্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে স্নানোপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যে পথ দিয়া এই তীর্থে আসিতে হয়, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। পথের দক্ষিণপার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বামপার্শ্বে সুগভীর নদীখাত। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সুঁড়ি-পথে যাত্রিগণ গমনাগমন করিয়া থাকে। অন্যমনস্ক হইলেই পতনের সম্ভাবনা। বীভৎস দৃশ্য ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসিবৃন্দ পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থযাত্রিগণের আরও ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণদাস, শ্রীসূক্তভাষ্যরচয়িতা।

লক্ষ্মণদেব, তর্কভাষা-সারমঞ্জরী-প্রণেতা মাধবদেবের পিতা।

লক্ষ্মণদেশিক, একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিজয় আচার্য্যের পৌত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-দীপদানপদ্ধতি, কুণ্ডমণ্ডপবিধি, তারাপ্রদীপ, শারদাতিলক, শব্দার্থচিন্তামণিনাম্নী শারদাতিলকটীকা ও তন্ত্রপ্রদীপ নামে তারাপ্রদীপটীকা প্রণয়ন করেন।

লক্ষ্মণদ্বিবেদিন্, উপসর্গদ্যোতকত্ববিচার, দ্বিকর্ম্মবাদ ও সারসংগ্রহ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লক্ষ্মণনায়ক, জনৈক নায়কসর্দ্দার। ইনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বালঘাটের অন্তর্গত পরশবাড়া নামক স্থানে একটী জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণপণ্ডিত, সারচন্দ্রিকা নামে রাঘবপাণ্ডবীয় টীকা ও সূক্তি-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

লক্ষ্মণপতি, গৌরীস্নাতকপ্রণেতা।

লক্ষ্মণপ্রসূ (স্ত্রী) লক্ষ্মণস্য প্রসূর্জননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্না°)

লক্ষ্মণভট্ট (পুং) গীতগোবিন্দটীকা-প্রণেতা।

লক্ষ্মণভট্ট, ১ কাব্যপ্রকাশটীকাপ্রণেতা চণ্ডীদাসের একজন সুহৃৎ। গ্রন্থকার স্বীয় টীকায় বন্ধুবরের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ২ পদ্যরচনা ও রত্নমালাপ্রণেতা। ৩ মহাভারত-টীকা-রচয়িতা। ইনিই সম্ভবতঃ ভারতভাবদীপপ্রণেতা নীলকণ্ঠের গুরু। ৪ হৌত্রকল্পদ্রুমপ্রণেতা নারায়ণভট্টের পুত্র। ইনি বাঘেলসর্দ্দার রাজা ভাবসিংহদেবের অনুমত্যনুসারে উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। ৫ আচাররত্ন, আচারসার, গুরুশতক-টিপ্পণ ও গোত্রপ্রবররত্নরচয়িতা। রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণ-ভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। ৬ লক্ষ্মণভট্টীয় নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

লক্ষ্মণমাণিক্য, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঁয়ার একজন, ভুলুয়ায় ইঁহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারসূত্রে ইনি মেঘনার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় এই ভূঁয়াবংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে পুরুষ-পরম্পরায় নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐ সকল অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, আদিশূরবংশীয় বঙ্গজকায়স্থশ্রেণী-সমুদ্ভূত রাজা বিশ্বম্ভর রায়* চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড-তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় মেঘনার একটী চোরাবালুর চরে নঙ্গর করিয়া সেই রাত্রি তথায় বাসের বন্দোবস্ত করেন। রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন, "তুই যে স্থানে অদ্য নিদ্রিত রহিয়াছিস্, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমুদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।" রজনীপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্নবিবরণ আলোচনা করিয়া উহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই গ্রহণ

* ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতেও, ইনি আদিশূরবংশীয় কায়স্থ সন্তান। এখনও ভুলুয়া পরগণার শ্রীরামপুর গ্রামে এই বংশীয় অনেক দরিদ্রকায়স্থের বাস আছে।

করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অরুণোদয়েই রওনা হইলেন। প্রভাতে তিনি প্রশান্ত নদীবক্ষে দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। এইজন্য তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন।

প্রবাদ, ১০ই মাঘ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। তৎপূর্ব্বেই, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও আমরা লক্ষ্মণমাণিক্যের বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে, রাজা বিশ্বম্ভরের ১১শ পুরুষে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের জন্ম এতদুভয়ের মধ্যে ৩৫০ বৎসর।

এদিকে ঐতিহাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহারই সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, বালক রামচন্দ্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণমাণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন। এই শ্লেষোক্তি চন্দ্রদ্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার দলবল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মেঘনা অতিক্রম করিয়া এবং ভুলুয়ায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজা লক্ষ্মণকে সংবাদ প্রেরণ করিল। ভুলুয়ারাজ কোন আশঙ্কা না করিয়া প্রতিবেশী রাজার সম্বর্দ্ধনার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শরীররক্ষী প্রহরিদল কেহই সঙ্গে আসিল না। শত্রুর নৌকায় আরোহণ করিবামাত্রই তিনি বন্দিভাবে চন্দ্রদ্বীপে আনীত হইলেন। এখানে কারাগৃহে অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করায় তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার করেন। রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল।

[বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁয়া শব্দে দেখ।]

লক্ষ্মণমাথুরকায়স্থ, লক্ষ্মণোৎসব ও বৈদ্যসর্ব্বস্ব নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। অমরসিংহের পুত্র।

লক্ষ্মণরাজদেব (পুং) চেদীরাজ্যের কলচুড়িবংশীয় একজন রাজা। কেয়ূরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্যা রাহড়ার পাণিপীড়ন করেন। তদীয় তনয়া বোন্থাদেবীর সহিত পশ্চিম-চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ ৯৭৩-৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

বিলহরি-ফলক হইতে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণরাজদেব কোশলাধিপতিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিতে গমন করেন এবং গুজরাতে সোমেশ্বরলিঙ্গের উপাসনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি সম্ভবতঃ বশিষ্ঠকৃত অধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণ গ্রন্থের দুইশতবৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবেদান্তাচার্য্য, ন্যায়প্রকাশিকা নাম্নী শ্রীভাষ্যটীকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মণশাস্ত্রিন্, অমরকোষব্যাখ্যাপ্রণেতা। বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীর পুত্র।

লক্ষ্মণসিংহ, শতকোটীমণ্ডলপ্রণেতা।

লক্ষ্মণসেন (পুং) বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন রাজা। বল্লালসেনের পুত্র। ইঁহার সময়ে মুসলমানসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে। যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকাপ্রণেতা শূলপাণি, হলায়ুধ, পশুপতি, জয়দেব ও ধোয়ীকবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের সহবাসে তিনিও একজন সুকবি হইয়া উঠেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপিতে তিনি দক্ষিণাব্ধিবিজয়ী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী পণ্ডিতগণের প্ররোচনায় বৃদ্ধরাজা কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়া জগন্নাথ-দর্শনচ্ছলে পলাইয়া যান, তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই। কুলশাস্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষ্মণসোমযাজিন্, সীতারামবিহারকাব্যপ্রণেতা। ওর্গণ্টি-শঙ্করের পুত্র।

লক্ষ্মণস্বামিন্, কাশ্মীরস্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণ-মূর্ত্তি।

(রাজতর° ৪।২৭৬)

লক্ষ্মণা (স্ত্রী) লক্ষ্মণমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্, টাপ্। ১ শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°) ২ সারসী। ৩ ঔষধিভেদ। (মেদিনী) পর্য্যায়—লক্ষ্মণাকন্দ, পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, তুলিনী, মজ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছদা, পুচ্ছদা। গুণ—, মধুর, শীতল, স্ত্রীবন্ধ্যতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদোষ-নাশক। (রাজনি°)

২ মদ্রাধিপতির এক কন্যা। (ভাগবত ১০।৫৮।৫৭)

৩ দুর্য্যোধনের কন্যা, এই কন্যা যখন স্বয়ম্বরা হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব এই কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

"দুর্য্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥" (ভাগবত ১০।৬৮।১)

৪ জবাগাছ। ৫ মুচুকুন্দবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

লক্ষ্মণাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [লক্ষ্মণ আচার্য্য দেখ।]

লক্ষ্মণাজটা (স্ত্রী) লক্ষ্মণামূল।

লক্ষ্মণাদিত্যরাজপুত্র, জনৈক কবি। ইনি ক্ষেমেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

লক্ষ্মণাবতী, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম গৌড়। গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেন (মতান্তরে সেনবংশীয় শেষ রাজা লছমণিয়া) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া "লক্ষ্মণাবতী" নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণও এই নগরকে "লখ্‌নৌতী" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে মিন্‌হাজ এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর তোরণদ্বার এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি যাহা গৌড়রাজধানীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গৌড় শব্দে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অধ্যবসায়ে এই প্রাচীন জনপদের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকাংশ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণের জীবনেতিবৃত্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে।

[গৌড়, বাঙ্গালা ও সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষ্মণোরু (ত্রি) [লক্ষণোরু দেখ।]

লক্ষ্মণ্য (পুং) লক্ষ্মণপুত্র। (ঋক্‌ ৫।৩৩।১০)

লক্ষ্মবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যপথ।

লক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষয়তি পশ্যতি উদযোগিনমিতি লক্ষি (লক্ষের্মুট্ চ। উণ্ ৩।১৬০) ঈপ্রত্যয়ো মুড়াগমশ্চ। ১ বিষ্ণুপত্নী। পর্য্যায়—পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, মা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা, জলধিজা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, দুগ্ধাব্ধিতনয়া, ক্ষীরসাগরসুতা। (কবিকল্পলতা)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও পূজাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, তাঁহার অঙ্গসকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল। এই দেবী স্থিরযৌবনা এবং তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পকতুল্য। তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকেও তিরস্কার করে। এই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুই রূপে বিভক্ত হন। এই উভয় মূর্ত্তিই রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, বাক্যে, মধুরস্বরে, নীতিতে ঠিক সমান। এই দুই মূর্ত্তি রাধিকা ও লক্ষ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসম্ভূতা মূর্ত্তি লক্ষ্মী এবং দক্ষিণাংশসম্ভূতা দেবীই রাধিকা। রাধিকা উৎপন্ন হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন। পরে লক্ষ্মীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয়কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষাংশ হইতে দ্বিভুজ ও বামাংশ হইতে চতুর্ভুজ এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরে দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং স্বীয় চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি লইয়া লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলিয়া তিনি দেবীগণের মহতী—এই জন্য মহালক্ষ্মী নামে খ্যাতা। এইরূপে দ্বিভুজ কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোপীর সহিত গোলোকে থাকিলেন এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। এই লক্ষ্মীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। বৈকুণ্ঠধামই তাঁহার পূর্ণাধিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে, পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশ দ্বারা গৃহিণী ও সম্পদ্‌রূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কন্যারূপে, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলে, রত্নে, ফলে, নৃপপত্নীতে, দিব্যস্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃতস্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা প্রভৃতিতে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। যেথানে যেথানে সামান্যরূপও শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা জানিতে হইবে; কারণ লক্ষ্মীদেবীই একমাত্র শোভার আধার। তাঁহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীদেবী যেথানে বিরাজিত থাকেন না, তাহা হতশ্রী হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। পরে ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহাকে পূজা করেন। অনন্তর ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা দিয়াছিলেন, তদবধিই ত্রিলোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও মঙ্গলজনক দিনে বিষ্ণু তাঁহার পূজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাসে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। মনু পৌষমাসের সংক্রান্তিদিনে প্রাঙ্গণ-মধ্যে লক্ষ্মীর পূজা করেন, ক্রমে ইহাও জগতে প্রচারিত

হয়। পরে রাজেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, বলদেব, সুবল, ধ্রুব, ইন্দ্র, বলি, কশ্যপ, দক্ষ প্রভৃতি সকলে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজন কর্ত্তৃক বন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে পূর্ণভাবে এবং চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে অংশভাবে বিরাজিত আছেন।"

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে একটী মহা সংশয় উপস্থিত হয়, এই সংশয় নিবারণের জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন যে, 'লক্ষ্মীদেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হন, কিন্তু লোকে তিনি সিন্ধুতনয়া নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন? সাগরমন্থন করিয়া দেবগণ কিরূপেই বা লক্ষ্মীকে লাভ করেন? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন।'

তখন ভগবান্ নারদের প্রশ্নে ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, নারদ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্ত্যবাসী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হইয়া পরম দুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে লীন হইলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় কামোন্মত্ত-ভাবে রম্ভাকে লইয়া শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ দুর্ব্বাসামুনি শঙ্করকে পূজা করিবার জন্য সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রকে দেখিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি দুর্ব্বাসা তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, এই পুষ্প সকল পাপনাশক ও সকল প্রকার মঙ্গলনিদান। তিনি আরও বলেন যে, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মস্তকে ধারণ না করেন, তিনি স্বগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হন।

ইন্দ্র তখন অতিশয় কামোন্মত্ত ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ ছিল না। সুতরাং দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে পর তিনি ভ্রমবশতঃ ঐ পুষ্প লইয়া ঐরাবতের মস্তকে প্রদান করেন। ঐরাবত ঐ পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়াই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বজনগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হইল, ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া রম্ভাও তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন ইন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল।

ইন্দ্র নিরানন্দভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন। অমরাবতীতে যাইয়া তিনি পুরী অমরাবতী নিরানন্দময়, শত্রুসমূহে পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববর্জ্জিত দেখিলেন, পরে দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর শ্রীর আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্বলা দীপ্তি ধারণ করিয়াছিলে, তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শচীর ভর্ত্তা, তথাচ সর্ব্বদা তুমি পরস্ত্রীতে লোভ করিয়া থাক, পূর্ব্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে ভগাঙ্গ হইয়াছিলে, পুনর্ব্বার লজ্জাবিহীন হইয়া পরস্ত্রীরমণে লোভ করিয়াছ। যে পরস্ত্রীরমণ করে, তাহার শ্রী ও যশ নষ্ট হয়। ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে কহিলেন, এখন ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে পুনরায় লক্ষ্মীপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

অনন্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্যারম্ভ করিলেন। নারায়ণ ইন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে সিন্ধুকন্যারূপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়া সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্রমন্থনে ইন্দ্র সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী লাভ করেন। নারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার নিজাংশ হইতে সিন্ধুকন্যারূপে লক্ষ্মী প্রাদুর্ভূত হন। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিকে বরদান করেন, লক্ষ্মীর কৃপায় ইন্দ্র রাজ্য ও শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ৩৩-৩৬ অ০)

লক্ষ্মীচরিত।

লক্ষ্মী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় বা অবস্থান করেন না, তাহার বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—এই লক্ষ্মীচরিত্র পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, মাতঃ! আপনি দেবতাদিগের গৃহে ও মর্ত্ত্যলোকে গমন করুন। জগজ্জননী লক্ষ্মী মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ত্ত্যলোকে গমন করিব। হে মুনীন্দ্রগণ! ভারত মধ্যে আমি যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিষয় শ্রবণ কর।

আমি পুণ্যবান্ সুনীতিজ্ঞ গৃহস্থ এবং রাজাদিগের গৃহে স্থির ভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, আমি তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চিন্তা করে এবং সদা ভয়ভীত, শত্রুগ্রস্ত, যে অতি পাতকী, যে ঋণগ্রস্ত বা অতিশয় কৃপণ, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে পদার্পণ করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, যে সর্ব্বদা শোকপীড়িত, মন্দবুদ্ধি, যে

সর্ব্বদা স্ত্রীর বশীভূত, যাহার স্ত্রী ও মাতা বেশ্যা, যে ব্যক্তি কটুভাষী, নিরন্তর কলহ করে, যাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, যাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিব না। যে ব্যক্তি হরিপূজা ও হরির গুণ কীর্ত্তন করে না, অথবা যাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি কন্যা-বিক্রয়, আত্ম-বিক্রয়, ও বেদ-বিক্রয় করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের গৃহ নরক তুল্য, তথায় আমি যাইব না। যে ব্যক্তি কার্পণ্য-দোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, অনাথা, ভগিনী, কন্যা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্ব্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ তাহাদের নিকট গমন করিব না। যে ব্যক্তির দন্ত অপরিষ্কৃত, বস্ত্র মলিন, মস্তক রুক্ষ, গ্রাস ও হাস্য বিকৃত এবং যে মন্দবুদ্ধি মূত্র-বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূত্রাদি ত্যাগ-কর্ত্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি আর্দ্রপদ ধুইয়া শয়ন করে বা চরণ না ধুইয়া শয়ন করে, যে বস্ত্রহীন হইয়া নিদ্রা যায়, সন্ধ্যাকালে বা দিবাভাগে শয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে আমি কখনও চরণ অর্পণ করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্য অঙ্গ স্পর্শ করে বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দ্দন করিয়া যে বিষ্ঠামূত্র-ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চয়ন করে, যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা আমার কৃপা পায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে আমার স্থান নাই। যে মন্দবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞকারক, পাপী এবং মন্ত্র ও বিদ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক ও দেবল, যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ বিবাহকর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করে এবং দিবাভাগে মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সকল ব্যক্তির গৃহে গমন করি না। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণেশখ° ২১, ২২ অ°)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি কোন স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তদুত্তরে বিষ্ণুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা॥
শ্রীরুবাচ।
শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥
ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ।
অন্নঞ্চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥" (স্কন্দপু° লক্ষ্মীচরিত্র)

যে স্থলে শুক্লবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী সুন্দরী ও কলহ-হীনা, তথায় আমি অবস্থান করি। যে যে স্থলে ধান্য সুবর্ণসদৃশ এবং তণ্ডুল রজতবর্ণ, অন্ন তুষরহিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। যাহারা প্রিয়বাক্যভাষী, বৃদ্ধোপসেবী, প্রিয়দর্শন, অল্পপ্রলাপী এবং অদীর্ঘসূত্রী, যাহারা ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যাবিনীত, অগর্ব্বিত, জনানুরাগী ও যাহারা পরোপতাপী নহে, আমি সর্ব্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান ও দ্রুত ভোজন করে, সুগন্ধ পুষ্প পাইয়া ঘ্রাণ করে না, নগ্না-স্ত্রীকে দর্শন করে না, সেই সকল লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটী মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়।

আমলক ফল, গোময়, শঙ্খ ও শুক্ল বস্ত্র, পদ্মোৎপল, চন্দ্র, মহেশ্বর, নারায়ণ, বসুন্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন।

যে সকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, এবং পতির ভুক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তুষ্টা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যযুক্তা, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা, শ্যামা, মৃগাক্ষী, সুশীলা, পতিব্রতা এই সকলগুণযুক্তা স্ত্রীতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি।

পূতি ও পর্য্যুষিত পুষ্পঘ্রাণ, বহুব্যক্তির সহিত শয়ন, ভগ্নাসনে উপবেশন এবং যিনি কুমারীগমন করেন, লক্ষ্মী তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিতাঙ্গার, অস্থি, বহ্নি, ভস্ম, দ্বিজ, গাভী, তুষ, গুরু এই সকল দ্রব্য পাদ দ্বারা সংস্পর্শ-কারী লক্ষ্মীহীন হইয়া থাকে।

(স্কন্দপু° লক্ষ্মীকেশবসংবাদে লক্ষ্মীচরিত্র)

গরুড়পুরাণ ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ প্রভৃতিতেও এই লক্ষ্মীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা।

স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মী পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ভারতেও তিনি লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে। বিষ্ণু এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিন মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পূজা হইয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষ্মীর 'ধন্দপালা' পূজা কহে। লক্ষ্মী পূজা করিয়া তদুদ্দেশ্যে হবিষ্যাশী হইয়া নিয়মপালন করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় 'পালুনী' কহে।

শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে শুভ তিথিনক্ষত্রের যদি যোগ না হয়, হইলে

রবি ও সোমবারে পূজা করা যাইতে পারে, এই পূজায় বৃহস্পতিবার মুখ্য এবং রবি ও সোমবার গৌণ। বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিতে পূজা করাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষ আছে যে, পৌষমাসে দশমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী। তিথি প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপরাহ্নকাল, ত্র্যহস্পর্শ দিন, ও রাত্রিকালে এই পূজা করিতে নাই। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই চারিটী নক্ষত্র ও কৃষ্ণপক্ষে কখন পূজা করিবে না।

একটী আঢ়কধান্য পূর্ণ করিয়া তাহা নানাভরণভূষিত করিবে, পরে ঐ আঢ়ক সুগন্ধ শুক্লপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। এই পূজায় পৌষমাসে পিষ্টক, চৈত্রমাসে পরমান্ন এবং ভাদ্রমাসে পিষ্টক ও পরমান্ন এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা পূর্ব্বমুখে পূজা করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই লক্ষ্মীপূজা করেন, তিনি ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজা স্ত্রীলোকে করিবে, এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইবে, তথায় ঘণ্টাবাদ্য করিতে নাই। ঝিণ্টী ও কাঞ্চন পুষ্পদ্বারা লক্ষ্মীপূজা করিবে না। পদ্মদ্বারা লক্ষ্মীপূজা বিশেষ শুভজনক। *

এই লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মী, নারায়ণ, ও কুবের এই তিনজনের পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিনে সরস্বতীর পূজা এবং সরস্বতী পূজার দিনও লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লক্ষ্মীদেবী শ্বেতবর্ণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুপ্রভাপ্রচ্ছাদিতাননা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩৫ অ°)

কিন্তু অন্য স্থলে ইনি গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যে ধ্যানে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানানুসারে ইনি গৌরবর্ণা।

ধ্যান—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

স্কন্দপুরাণোক্ত ধ্যান—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদসমাবহাম্॥
গৌরবর্ণাঞ্চ দ্বিভুজাং সিতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীম্॥"

'শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা, তুষ্টি, পুষ্টি, কান্তি, মেধা, বিদ্যা, রমা, শ্রুতি, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও নারায়ণপ্রিয়া ইহাদিগকে লক্ষ্মীবীজ-'শ্রীং' এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারায়ণ এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পূজা বিধেয়।

"ধ্যায়েদাদ্যাং সদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।
ততঃ পূজাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীং লক্ষ্মীং নম ইত্যৃচা॥"

---

* "পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ম্।
সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে॥
প্রত্যব্দং পূজয়েল্লক্ষ্মীং শুক্লপক্ষে গুরোর্দ্দিনে।
নাপরাহ্নে ন রাত্রৌ চ নাসিতে ন ত্র্যহস্পৃশি॥
দ্বাদশ্যাঞ্চৈব নন্দায়াং রিক্তায়াঞ্চ নিরংশকে।
ত্রয়োদশ্যাং তথাষ্টম্যাং কমলাং নৈব পূজয়েৎ॥
ন পূজয়েৎ শনৌ ভৌমে ন বুধে নৈব ভার্গবে।
পূজয়েত্তু গুরোর্বারে চাপ্রাপ্তে রবিসোময়োঃ॥
গুরুবারে হি পূর্ণা চ যত্নেন যদি লভ্যতে।
তত্র পূজ্যা তু কমলা ধনপুত্রবিবর্দ্ধিনী॥
ন কুর্য্যাৎ প্রথমে মাসি নৈব কৃষ্ণাদ্বিসর্জ্জনম্।
ন ঘণ্টাং বাদয়েৎ তত্র নৈব ঝিণ্টীং প্রদাপয়েৎ॥
পৌষে চ দশমী শস্তা চৈত্রকে পঞ্চমী তথা।
নভস্যে পূর্ণিমা জ্ঞেয়া গুরুবারে বিশেষতঃ॥
আঢ়কং ধান্যসম্পূর্ণং নানাভরণভূষিতম্।
সুগন্ধিশুক্লপুষ্পেণ শুক্লপক্ষে প্রপূজয়েৎ॥
পৌষে তু পিষ্টকং দদ্যাৎ পরমান্নঞ্চ চৈত্রকে।
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ নভস্যে তু বিশেষতঃ॥
গুরুবারসমাযুক্তা নভস্যে পূর্ণিমা শুভা।
কমলাং পূজয়েত্তত্র পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
একেন কমলেনৈব কমলাং পূজয়েদ্‌যদি।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য পরত্র কেশবং ব্রজেৎ॥
প্রাঙ্মুখী পূজয়েল্লক্ষ্মীং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদ্যুপচারকৈঃ॥
গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ গন্ধেনাবাহয়েদসৌ।
শ্রিয়ে জাত ইতি দ্বাভ্যাং পুষ্পৈরাবাহয়েত্ততঃ॥"

(স্কন্দপুরাণধৃত স্মৃতি)

ন কৃষ্ণপক্ষে রিক্তায়াং দশমী দ্বাদশীষু চ।
শ্রবণাদি চতুর্ঋক্ষে লক্ষ্মীপূজাং ন কারয়েৎ॥ (কালচন্দ্রিকা)

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা কান্তির্মেধা বিদ্যা রমা শ্রুতিঃ॥
হরিপ্রিয়া তথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ।
এতাভিঃ সপ্তদশভির্লক্ষ্মীবীজাদিনার্চ্চয়েৎ॥
লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।
ধীবণঞ্চ কুবেরঞ্চ পূজয়েত্তদনন্তরম্॥" (স্কন্দপু॰ লক্ষ্মীচ॰)

তন্ত্রসারে লক্ষ্মীর মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ বক্ষ্যে শ্রিয়ো মন্ত্রান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্।
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমপি বর্দ্ধতে॥" (তন্ত্রসার)

'শ্রীং' এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

পূজা প্রণালী—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পূজা প্রণালী অনুসারে পীঠন্যাসাদি সকল কর্ম্ম করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া পীঠপূজাদি করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাষিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥"

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া বিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে। লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপ।

মন্ত্রান্তর—'ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে সুখসৌভাগ্যাদি সম্পদ্ লাভ হয়। ইহা ভিন্ন 'নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্রও সকল অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ।

মহালক্ষ্মীমন্ত্র—'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেসা জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

এই সকল পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম তন্ত্রসারে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (তন্ত্রসার) তন্ত্রসারে লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, যিনি প্রতিদিন লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচ পাঠ করেন, তাঁহার দরিদ্রতা থাকে না এবং নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। [শ্রী দেখ।]

আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও কার্ত্তিকী অমাবস্যার দিন দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

[দীপান্বিতা ও কোজাগরী শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ দুর্গা।

"স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়া সংশ্রয়ণাচ্চ বা।
লক্ষ্মীর্বা ললনা বাপি ক্রমাৎ সা কান্তিরুচ্যতে॥" (দেবীপু॰ ৫৫অ॰)

৩ সম্পত্তি। ৪ শোভা। ৫ ঋদ্ধ্যোষধ। ৬ বৃদ্ধিনামৌষধ। ৭ ফলবান্ বৃক্ষ। (মেদিনী) ৮ সীতা। ৯ বীরপত্নী। (শব্দরত্না॰) ১০ স্থলপদ্মিনী। ১১ হরিদ্রা। ১২ শমী। ১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা। (রাজনি॰) ১৫ মোক্ষপ্রাপ্তি। (চণ্ডীটীকায় নাগেশভট্ট) ১৬ পদ্ম। ১৭ শ্বেততুলসী। ১৮ মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি॰)

লক্ষ্মী, একজন বিদুষী স্ত্রীকবি। [লক্ষ্মীদেবী দেখ।]

লক্ষ্মীক (ত্রি) লক্ষ্মীবন্ত। সৌভাগ্যযুক্ত।

লক্ষ্মীকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধভেদ। আগমসার, কূর্ম্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

লক্ষ্মীকান্ত (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ কান্তঃ। ১ নারায়ণ। ২ কল্লোলেশ-লক্ষ্মীকান্ত নামক দেবতাভেদ।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ (ভট্টাচার্য্য), রথপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা গিরীশচন্দ্রের প্রার্থনানুসারে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকুমার তাতাচার্য্য, লঘুভাবপ্রকাশিকা ও সারচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মীকুলার্ণব (পুং) তন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীগৃহ (ক্লী) লক্ষ্ম্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ১ রক্তোৎপল। ২ লক্ষ্মীবেশ্ম, লক্ষ্মীর আলয়।

লক্ষ্মীচন্দ্র মিশ্র, শৈবকল্পদ্রুমপ্রণেতা।

লক্ষ্মীজনার্দ্দন (পুং) লক্ষ্ম্যা সহিতো জনার্দ্দনঃ। শালগ্রাম-শিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ—একদ্বারে চারিটী চক্র বিদ্যমান, নবীন নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম শিলাকে লক্ষ্মীজনার্দ্দন কহে।

"একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনো জ্ঞেয়ো রহিতো বনমালয়া॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ও দেবীভাগ॰ ৯।২৪।৫৯)

২ লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীতাল (পুং) লক্ষ্মীযুক্তস্তালঃ। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি॰) ২ তালভেদ, তৌর্য্যত্রিকের পরিচ্ছেদবিশেষ।

"দ্বৌ লো পূর্ব্বৌ বিরামান্তৌ দলৌ গু দবিরামকঃ।
বিরামান্তৌ দ্রুতৌ লশ্চ দ্রুতৌ লঘুবিরামকঃ॥"
(সঙ্গীতদামো॰ লক্ষ্মীতাল)

লক্ষ্মীত্ব (ক্লী) লক্ষ্মীভাবে ত্ব। লক্ষ্মীর ভাব বা ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মীদত্ত, ১ সহৃদচন্দ্রিকাটীকা ও হিল্লাজদীপিকাটীকা-রচয়িতা। ২ পাণ্ডবচরিতকাব্যপ্রণেতা। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র।

লক্ষ্মীদত্ত আচার্য্য, আকাশনিরূপণ নামক ন্যায়গ্রন্থ, বচনভূষণ (বেদান্ত) এবং পদার্থদীপিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ প্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস (পুং) যোগশতকগ্রন্থপ্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস, ১ অনুমান-লক্ষণপ্রণেতা। ২ যোগশতক নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি শুকসন্দেশ কাব্য রচনা করেন। ৪ ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিত-তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার, বাচস্পতি মিশ্রের পুত্র ও কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

লক্ষ্মীদেব, মঙ্খের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। শ্রীকণ্ঠচরিত কাব্যে ইঁহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মীদেবী (স্ত্রী) মিথিলারাজ চন্দ্রসিংহের মহিষী। লছিমা ও লখিমা নামে প্রসিদ্ধ। বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরুমিশ্র ও মিতাক্ষরা-টীকারচয়িতা বালম্ভট্ট তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রাণী স্বয়ং পণ্ডিতদিগের যত্নে মিতাক্ষরাব্যাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা-টীকা রচনা করেন।

লক্ষ্মীধর, ১ একজন কবি। পদ্যাবলীতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ দ্রাবিড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ভোজপ্রবন্ধে ইঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৩ অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৪ চক্রপাণিকাব্য ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা। ৫ পিঙ্গলটীকাপ্রণেতা। বৃত্তরত্নাকরাদর্শে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ৬ স্মৃতিকল্পদ্রুম বা গৃহস্থকাণ্ডরচয়িতা। ৭ গণিতপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি নাগনাথের ভ্রাতা ও নিম্বদেবের পুত্র। ৮ ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা-রচয়িতা; ইনি কোণ্ডভট্টের শিষ্য এবং যজ্ঞেশ্বর ভট্টের পুত্র। ৯ ইষ্টিকারিকা-প্রণেতা। শ্রীকণ্ঠের পুত্র ও বিদ্যাধরের পৌত্র। ১০ বিরুদ্ধবিধিবিধ্বংস নামক গ্রন্থের রচয়িতা। মল্লদেবের পুত্র ও বামনের পৌত্র।

লক্ষ্মীধর আচার্য্য, নামচিন্তামণি, ন্যায়ভাস্কর ও ভগবন্নাম-কৌমুদীরচয়িতা। বিট্‌ঠলাচার্য্যের পুত্র। অনন্তানন্দ রঘুনাথ যতি ও শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীর নিকট ইনি শিক্ষা সমাপন করেন।

লক্ষ্মীধর কবি, অদ্বৈতমকরন্দ ও ন্যায়মকরন্দ-রচয়িতা।

লক্ষ্মীধর দেশিক, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীধর ভট্ট, ১ কুণ্ডকারিকা-রচয়িতা। ২ কৃত্যকল্পতরু-প্রণেতা। ইনি কান্যকুব্জাধিপতি রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী ও মহাসান্ধিবিগ্রহিক হৃদয়ধরের পুত্র। দানকল্পতরু, রাজধর্ম্ম-কল্পতরু ও ব্যবহারকল্পতরু নামে ইঁহার রচিত আরও তিনখানি খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্মীধরসেন, একজন বৈদ্য পণ্ডিত। কাকুৎস্থসেনের পুত্র ও সাঙ্গ সেনের পৌত্র। তত্ত্বচন্দ্রিকা নাম্নী চিকিৎসাসংগ্রহটীকা প্রণেতা শিবদাসসেন ইঁহার প্রপৌত্র।

লক্ষ্মীনরসিংহ, ১ বিলাস নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। বিশেষণ-বৈয়র্থ্য নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

লক্ষ্মীনাথ, গোপালার্চ্চনচন্দ্রিকা রচয়িতা।

লক্ষ্মীনাথ ভট্ট, পিঙ্গলার্থপ্রদীপপ্রণেতা রায়র ভট্টের পুত্র ও নারায়ণের পৌত্র। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ২ একজন পণ্ডিত। বৃত্তমৌক্তিকপ্রণেতা চন্দ্রশেখর ইঁহার পুত্র।

লক্ষ্মীনাথ মিশ্র, লীলাবতীটীকা ও সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা নামক দুইখানি টীকা ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মন্, শিশুপালবধব্যাখ্যা রচয়িতা। নারায়ণ শর্ম্মার পুত্র ও বংশীধর শর্ম্মার পৌত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ, ১ উপশমার্য্য, কাশীস্তোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, দেব্যাষ্টক, নীরাজনপদ্যালিলক্ষণবিবিক্তি, পাংশুলাবৃত্তিপ্রকাশ, প্রাতঃ-স্মরণাষ্টক, ভারতীনীরাজন, মঙ্গলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্র-পঞ্চদশী, রামপঞ্চদশীকল্পলতিকা, বিন্ধ্যবাসিনীদশক, বিশ্বেশ্বর-নীরাজন, বিষ্ণুনীরাজন, শঙ্করাষ্টক, শিবদশক, শিবস্তোত্র, সূর্য্যষট্-পদী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ তত্ত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দায়াধিকারিক্রমপ্রণেতা। ৪ লঘুসংগ্রহ নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৫ শ্রুতবোধটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনারায়ণ, কুর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তালুপ্রদেশবাসী গৌড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে সেই বিদ্রোহবহ্নি দক্ষিণ-কাণাড়া হইয়া কুর্গরাজ্যে বিস্তারলাভ করে। এই সময়ে অপ্রম্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর প্ররো-চনায় দেওয়ান লক্ষ্মীনারায়ণ ইংরাজের শত্রু হইয়া উঠেন। কিন্তু বিশ্বস্ত কুর্গসেনার সাহায্যে শীঘ্রই দেওয়ানজীর উদ্যম ব্যর্থ হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ (পুং) লক্ষ্ম্যাম্বিতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ। ইহার লক্ষণ,—যে শালগ্রাম শিলার একদ্বারে চারিটী চক্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিত, অর্থাৎ বনমালা চিহ্নযুক্ত।

"একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতম্।
নবীননীরদাকারং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০)

লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, ব্যবহারস্বমালা নামক দীধিতি-কার। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টা-চার্য্যের পুত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ যতি, ন্যায়ামৃতরচয়িতা ব্যাসতীর্থ বিন্দুর গুরু।

লক্ষ্মীনারায়ণ (রাজা), কোচবিহারের একজন রাজা। বাল-গোস্বামীর পুত্র ও নরনারায়ণের পৌত্র। ইনি রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ সবর্দ্ধনাপূর্ব্বক স্বরাজ্যে লইয়া যান। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণব্রত, ব্রতবিশেষ।

লক্ষ্মীনিবাস, প্রিয়হিতৈষিণী নাম্নী বেদান্তটীকাপ্রণেতা।

রত্নপ্রভাহরির শিষ্য ও শ্রীরঙ্গের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থরচনা করেন।

লক্ষ্মীনিবাস (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ নিবাসঃ। লক্ষ্মীর নিবাসস্থান।

লক্ষ্মীনৃসিংহ (পুং) লক্ষ্মীযুতো নৃসিংহঃ। শালগ্রাম শিলাবিশেষ। লক্ষণ—দ্বিচক্র, বিস্তৃতাস্য ও বনমালাবিভূষিত, এই শালগ্রাম গৃহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভপ্রদ।

"দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰)

লক্ষ্মীনৃসিংহ, ১ সর্ব্বতোবিলাস নামক সত্যনিধিবিলাসের টীকাকার। ২ অনঙ্গ-সর্ব্বস্ব ভান-রচয়িতা। নৃসিংহাচার্য্যের পুত্র। ৩ অমলানন্দকৃত বেদান্তকল্পতরুর আভোগ নামক টীকা ও তর্কদীপিকা প্রণেতা। কোণ্ড ভট্টের পুত্র।

লক্ষ্মীনৃসিংহকবচ, (ক্লী) ধারণীয় মন্ত্রৌষধবিশেষ।

লক্ষ্মীনৃসিংহ ভট্ট, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রমলসার-রচয়িতা শ্রীপতির পিতা।

লক্ষ্মীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ইষ্টদর্পণোদাহরণ, জাতকচিন্তামণি, জৈমিনিসূত্রটীকা, ধ্রুবভ্রমণ, নীলকণ্ঠীটীকা, পদ্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টীকা, মকরন্দসারিণী, মুহূর্ত্তসংগ্রহটীকা, শম্ভুবিচার, শীঘ্রবোধটীকা, ষোড়শযোগব্যাখ্যান, সম্রাড়্যন্ত্র, সারণী, হিল্লাজদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নৃপনীতি-গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্যপ্রণেতা। ৪ শ্রাদ্ধরত্নরচয়িতা। ইনি ইন্দ্রপতির শিষ্য। ৫ ছন্দোনাম বিচরণ-প্রণেতা রামচন্দ্রের গুরু।

লক্ষ্মীপতি (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ। ১ বাসুদেব। ২ নরপতি, রাজা।

"অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেসি সুখস্য সাধনম্।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষকার্ম্মুকং জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্॥"

(কিরাত ১।৪৪) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ। ৪ পূগ।

লক্ষ্মীপাশা, বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে রাঢ়ীয়শ্রেণীর বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস আছে।

লক্ষ্মীপুত্র (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পুত্রঃ। ১ কামদেব। ২ ঘোটক। ৩ কুশ। ৪ লব। ৫ (দেশজ) ধনবান্ ব্যক্তি। লক্ষ্মীর বরপুত্র।

লক্ষ্মীপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষ্মীপুর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ বা ঘাট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। অক্ষা॰ ১৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৩° ২০´ পূঃ। এই পথ দিয়া পার্ব্বতীপুর হইতে জয়পুর যাওয়া যায়।

লক্ষ্মীপুর, একটী প্রাচীন দেবতীর্থ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লক্ষ্মীপুর-মাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীপুষ্প (পুং) লক্ষ্মীযুক্তং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টং পুষ্পমিবাস্য। ১ পদ্মরাগমণি। (ক্লী) লক্ষ্মীপ্রিয়ং পুষ্পং। ২ পদ্ম।

লক্ষ্মীপূজা (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যাঃ পূজা। ১ লক্ষ্মীদেবীর পূজা। ২ ব্রতবিশেষ। [লক্ষ্মীশব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীপেঁচা, পেচকজাতীয় ক্ষুদ্রাকার পক্ষিভেদ (Strix flammea)। ইহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রারঞ্জিত সিন্দূরবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ছাপ আছে। [পেচক শব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীফল (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ স্তনজং ফলং যত্র। বিল্ববৃক্ষ (রাজনি॰)

লক্ষ্মীমল্ল (দেওয়ান), একজন শিখসর্দ্দার। সিন্ধুপ্রদেশে শিখাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎপ্রদেশ শাসনার্থ নানাস্থানে শাসনকর্ত্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবনমল্ল ও মূলরাজ যে সময়ে মূলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীমল্ল উত্তর-দেরাজাতের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দৌলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন।

লক্ষ্মীযজুস্ (ক্লী) মন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীয়া, বাঙ্গালায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটী শাখা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরসীমান্তবর্ত্তী তোক গ্রামে মূল নদকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মেঘনা-ধলেশ্বরীসঙ্গমের অদূরে ধলেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (অক্ষা° ২৩° ৩৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩৪´ পূঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর এই নদীর কূলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিষ্কার ও সুশীতল, উভয় তীরে বনরাজি বিরাজিত থাকায় তটশোভা বিশেষ মনোহারিণী হইয়াছে। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নদীতে জুয়ার ভাটা খেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পার হওয়া যায়। বর্ত্তমানে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই নদীর জলস্রোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে।

লক্ষ্মীরমণ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ রমণং। নারায়ণ।

লক্ষ্মীবৎ (পুং) লক্ষ্মীঃ শোভাহস্ত্যস্যেতি মতুপ্, মস্য বঃ। ১ পনসবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ শ্বেতরোহিতবৃক্ষ। (রাজনি॰) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) (ত্রি) ৪ শ্রীযুক্ত। ৫ ধনবান্। পর্য্যায়—লক্ষ্মণ, শ্রীল, শ্রীমান্।

"শেষে ধরাভরাক্রান্তে শেবে বিশ্বম্ভরঃ প্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন পশ্যন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্॥" (উদ্ভট)

৩ অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

লক্ষ্মীবতী, মৌখরীরাজ ঈশানবর্ম্মার মহিষী।

লক্ষ্মীবর্ম্মদেব (পুং) মালবের পরমারবংশীয় একজন হিন্দুরাজা। রাজা যশোবর্ম্মার পুত্র। ইনি রাজ্যাপহারী অজয়বর্ম্মার নিকট হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বনামে রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি উজ্জয়িনী-সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পরে পৌত্র উদয়বর্ম্মদেব সিংহাসন অধিকার করেন।

লক্ষ্মীবল্লভ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ বল্লভঃ। ১ বিষ্ণু। ২ প্রাচীন গ্রন্থকারভেদ।

লক্ষ্মীবসতি (স্ত্রী) পদ্মপুষ্প।

লক্ষ্মীবহিষ্কৃত (ত্রি) ধনহীন। ঐশ্বর্য্যশূন্য। চলিত কথায় 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে।

লক্ষ্মীবাঈ, একজন মহারাষ্ট্র ভূম্যধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে কৌশলে ধৃত করিয়া ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। [চান্দা দেখ।]

লক্ষ্মীবার (পুং) বৃহস্পতিবার—ঐ দিন লক্ষ্মীর পূজা প্রশস্ত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল, বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মুতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধকল্ক দ্বারা তিল তৈল ৪ সের প্রথম পাক করিবে। পরে জটমাংসী, মুরামাংসী দনা, চম্পকপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবকপুষ্প, পিড়িংশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, কুন্দুরখোটী, নখী, নালুকা শুলফা প্রত্যেক ১ পল; ইহার দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খাটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুমকুম্ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি, এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে খাটাশী উদ্ধৃত করিয়া উত্তমরূপ শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। অন্যবিধ—বিল্বাদি পঞ্চপল্লব ক্বাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরুধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। এই তৈলেও গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা মহাসুগন্ধি তৈল নামে খ্যাত।

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্না° বাতাধি°)

লক্ষ্মীবিলাসরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—অভ্র ৮ তোলা; পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলেমূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র পানের রসে মাড়িয়া ৩ গুঞ্জা প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান দুগ্ধ, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর, প্রমেহ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

২ কাসাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—পারদ, হরিতাল প্রত্যেকে দুই ভাগ, খর্পর, বঙ্গ, কান্তলৌহ, অভ্র, তাম্র, কাংস্য, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কেশুরের রসে ভাবনা দিবে, পরে উহা কুলত্থকলায়ের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া চণক পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। অনুপান শীতলজল। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার কাস আশু প্রশমিত হয়। ঔষধসেবনকালীন পথ্য—মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধভোজন। শাক, অম্ল, ভাজা ও পোড়া জিনিস নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ক্ষয়কাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ, ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক।

(রসেন্দ্রসারস° কাসাধি°)

৩ বাতব্যাধিনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—কৃষ্ণঅভ্র, পারদ, গন্ধক, বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুস্তুরবীজ, হিজলবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাঙ্গের বীজ, জাতীফল, জৈত্রী, কর্পূর প্রত্যেকে ২ তোলা; স্বর্ণভস্ম ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চণক পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান ত্রিফলার জল বা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক। (রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধিকা°)

৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জায়ফল, জৈত্রী; বৃদ্ধদারক বীজ, ধুস্তুরবীজ, ভাঙ্গের বীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ঘোর সন্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ঔষধ সেবনানন্তর দুগ্ধ, দধি, মাংস, সুরা প্রভৃতি পানে কামবৃদ্ধি ও বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয়। কদাচ শুক্রক্ষয় ও লিঙ্গ শিথিল হয় না। মত্তহস্তীর ন্যায় বলী হইয়া নিত্য শত স্ত্রীসংসর্গে সক্ষম হয়। নেত্রের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মহাত্মা নারদের উপদেশে জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর বল্লভ হইয়াছিলেন। (রসেন্দ্রসারস° রসায়নাধিকা°)

লক্ষ্মীবেষ্ট (পুং) লক্ষ্মীযুক্তো বেষ্টঃ। শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধ দ্রব্য, সরলনির্য্যাস। (রাজনি০) চলিত তার্পিন্ (Turpentine)

লক্ষ্মীশ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ ঈশঃ। ১ বিষ্ণু। ২ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। ৩ আম্রবৃক্ষ।

লক্ষ্মীশ সূরি, জৈনসূরিভেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মন্ত্রদেবতা-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থরচয়িতা বিষ্ণুদেবের পিতা।

লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি০)

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, মিথিলার একজন রাজা। ইনি উষাহরণ নাটকপ্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন।

লক্ষ্মীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র বা বরপুত্র। ২ রাজা বা ধনী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীসনাথ (ত্রি) রূপ ও ঐশ্বর্য্যশালী।

লক্ষ্মীসাগর সূরি, জৈনসূরিভেদ। ইনি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার শিষ্য শুবশীল গণি পঞ্চশতীপ্রবন্ধসম্বন্ধ ও মাতৃ-পঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজা। রাণী কমলেশ্বরীর পুত্র। (দেশাবলী)

লক্ষ্মীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্দ্রবংশবংশীয় একজন রাজা। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন।

লক্ষ্মীসমাহ্বয়া (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যা সহ আহ্বয়ো যস্যাঃ। সীতা। (শব্দর০)

লক্ষ্মীসহজ (পুং) লক্ষ্ম্যা সহ জাতঃ ইতি জন-ড, ক্ষীরাব্ধিজাত-ত্বাদস্য তথাত্বং। চন্দ্র। শব্দরত্না০)

লক্ষ্মীসূক্ত (ক্লী) শ্রীসূক্ত। [শ্রীসূক্ত দেখ]

লক্ষ্মীসেন (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (৬৬।১৭৩)

লক্ষ্মীস্তোত্র (ক্লী) লক্ষ্মীদেবীর স্তব।

লক্ষ্মেশ্বর (লক্ষ্মীশ্বর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজেন্সীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৫° ৭´ ১০´´ উঃ এবং ৭৪° ৩০´ ৪০ পূঃ। এখানে কএকটী প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

লক্ষ্ম্যারাম (পুং) লক্ষ্ম্যা আরামঃ। বনভেদ। (শব্দমা০)

লক্ষ্য (ক্লী) লক্ষ্যতে যদিতি লক্ষ-ণ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্য্যায়—লক্ষ্য, শরব্য, প্রতিকার, বেধ্য, বেধ। (ত্রি) ২ দর্শনীয়। ৩ ব্যাজ।

রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিং
ভিত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যঃ॥" (রঘু ৬। ৮১)

৪ অনুমেয়। ৫ লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ।

"অর্থো বাচ্যশ্চ লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধামতঃ।"(সাহিত্যদ০ ১০)

বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষণা-শক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষণাশব্দ দেখ]

লক্ষ্যক্রম (ত্রি) ১ যে অজ্ঞাত প্রণালীদ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর আকার ও ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। ২ কাব্যোক্তিতে অনির্দ্দেশ্যবোধক জ্ঞান, যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক থাকে না।

লক্ষ্যতত্ত্ব (ক্লী) ১ চিহ্নানুশীলন জ্ঞান। ২ দৃষ্টান্তদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে।

লক্ষ্যতা (স্ত্রী) লক্ষ্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। লক্ষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, লক্ষ্যত্ব।

লক্ষ্যভেদ (পুং) চিহ্নিতস্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অর্জ্জুন আকাশ-মার্গে ন্যস্ত মৎস্যচিহ্ন চক্রপথে বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্যবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধক পন্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ।

লক্ষ্যবেধিন্ (ত্রি) চিহ্নবিদ্ধকারী।

লক্ষ্যসুপ্ত (ত্রি) নিদ্রার ভানকারী।

লক্ষ্যহন্ (ত্রি) লক্ষ্যং হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ লক্ষ্যভেদকারী। ২ তীর।

লখ, গতি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ লখতি। ইদিৎ লখি লখধাতু লঙ্খতি। লুঙ্ অলখীৎ।

লখ্তার (থান্-লখ্তার), বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা০ ২২° ৪৯´ হইতে ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭১° ৪৬´ হইতে ৭২° ৩´ পূঃ। থান্ ও লখ্তার নামক দুইটী ভূসম্পত্তি ও আহ্মদাবাদ জেলার কএকটী গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্গমাইল।

এখানে নদী বা শৈল নাই। অধিকাংশস্থানই সমতল অথচ পর্ব্বতসানুস্থিত উপলখণ্ডে পূর্ণ। তুলা ও শস্যাদির চাসই অধিক। ধের ও বোরাশ্রেণীর মুসলমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। থানের কুম্ভার জাতির মৃৎ-শিল্প প্রশংসাযোগ্য। জ্বররোগ ব্যতীত এখানে আর অন্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

এখানকার সর্দ্দারগণ তৃতীয়শ্রেণীর সামন্ত বলিয়া গণ্য। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্তে ইহারাও ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। বর্ত্তমান সর্দ্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪) ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০। ইনি স্বরাজ্যে পণ্যদ্রব্যের কোন শুল্ক গ্রহণ করেন না। জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে কর দিতে হয়।

লখন্দৈ (লক্ষ্মণদই), বাঙ্গালায় প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটী শাখা। নেপালের পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইতার্হী গ্রামের সন্নিকট দিয়া মুজঃফরপুরজেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। শৌরান্ ও বাসিয়াড় নামক দুইটী জলধারায় পুষ্টকলেবর হইয়া দক্ষিণাভিমুখগতিতে দ্বারবঙ্গ-মুজঃফরপুর রাস্তার ৭।৮ মাইল দক্ষিণে বাঘমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ

উপরিস্থ লৌহসেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদীতে সীতামাঢ়্হী পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়া যায়। রাজাপতি, দুম্‌ড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজখণ্ড নীলকুঠী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

লখ্‌নোর, রোহিলখণ্ডের রামপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে এই স্থান কাটারিয়া জাতির রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান কালে শাহাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেকগুলি ধ্বস্ত নিদর্শন পড়িয়া আছে।

লখ্‌নৌতী (লক্ষ্মণাবতী), যুক্তপ্রদেশের শাহারণপুর জেলার নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত ও শ্রীভ্রষ্ট। অক্ষা° ২৯° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ পূঃ। প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী ভগ্নদুর্গ এখানে বিদ্যমান আছে।

এই নগর ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত পাঁচখানি গ্রামে পূর্ব্ব হইতে তুর্কজাতির একটী উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীর্য্য ও সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চারে প্রয়াস পায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহারাণপুরের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা বাপু সিন্দে তাহাদের ঔদ্ধত্য দমনে বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে জর্জ টমাসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত হইয়া দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

লখ্‌হাণ্ডাই, বাঙ্গালার ত্রিহুতজেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

লখাত, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্টজেলার সীমান্তস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। পার্ব্বত্য খশ ও সন্‌তেঙ্গ জাতি তথায় পর্ব্বতজাত নানাদ্রব্য লইয়া আইসে।

লখি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশান্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বলুচস্থানের হালা বা ব্রাহুই পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত সংযোজিত। ইহা প্রায় ৫০ মাইল লম্বা। উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার ফিট্। অক্ষা° (মধ্যের) ২৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫০´ পূঃ। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেবান্ নগর সান্নিধ্যে এই পর্ব্বতাংশ ক্রমশঃ সিন্ধুনদের সমতল বেলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতবক্ষে স্থান বিশেষে সীসক, রসাঞ্জন ও তাম্র পাওয়া যায়।

লখি, সিন্ধুপ্রদেশের করাচীজেলার সেবান উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলের অদূরে ও লখি-গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথ লখিনগর হইয়া গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে উক্ত রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ ধারাতীর্থ দুই মাইল। ঐ উষ্ণ প্রস্রবণে গমনার্থ প্রশস্ত রাস্তা আছে।

লখি, সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৫১´ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪৪´ পূঃ। এই নগর হইতে সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের রুক্-জংসন ৩৷৹ মাইল মাত্র। এই নগর বহু প্রাচীন। যখন বর্ত্তমান শিকারপুর বিভাগ বনমালায় সমাচ্ছন্ন তখন সিন্ধুপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বর্দ্ধিকা ও লর্খানা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়াই লখি-নগর পরিগণিত ছিল। এখন সে সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৬° ৫১´ হইতে ২৭° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ৪৯´ হইতে ৯৬° ৪´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১১৫০০ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্ব্বতময়। মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্ত্তমান জরীপে বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্গমাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ডিব্রু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ডিব্রুগড় নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার উত্তর সীমায় দফ্‌লা, মীরী, আবর ও মিশ্‌মী শৈলশ্রেণী ; পূর্ব্বে মিশ্‌মী ও সিঙ্‌ফো-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকৈ পর্ব্বত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিঙ্গ ও দিসঙ্গনদী। উত্তর ও পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত শৈলমালায় তত্তন্নামীয় পার্ব্বত্যজাতির বাস থাকায় অদ্যাপি পর্ব্বতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। দক্ষিণসীমা লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্রহ্ম-গবর্মেণ্টের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকৃত হইলেও তদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক পার্ব্বত্যজাতি আজিও স্বাধীনভাবে পর্ব্বতবক্ষে বিচরণ করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্ত্তী সমতল প্রান্তর শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিলম্বী পর্ব্বতসমূহ বনমালায় বিভূষিত হইয়া আসাম-উপত্যকার এই শ্রেষ্ঠ স্থানকে নানা মনোরম দৃশ্যে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ নানাশাখা বিস্তারপূর্ব্বক হিমালয়-কন্দর পথে নির্গত হইয়াই আসাম-উপত্যকা বিধৌত করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। নদীকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বাঁশবন ও ফলবৃক্ষ পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া গ্রামবাসী প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদই এখানকার প্রধান। বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি "ব্রহ্মকুণ্ড"তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। দিবঙ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা-নদীদ্বয় হিমালয়পাদনিঃসৃত হইয়া এখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। দিহঙ্গই তিব্বতের প্রসিদ্ধ ৎসানপু নদী। এতদ্ভিন্ন সুবর্ণশ্রী নব-দিহিঙ্গ, ডিক্রু, বুড়ী-দিহিঙ্গ, তিঙ্গরাই নদী ও লোহিতনদী ব্রহ্মপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য এখানকার কোন নদী বা জলার বাঁধ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বাঁধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উহার কোন কোনটী সামান্য-রূপে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। বন্যবিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে "রবার" নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্য্যাসই প্রধান। এতদ্ভিন্ন রেশম, মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, বন্যমহিষ, মিথুন নামক বন্যগোরু, হরিণ ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরামকুণ্ড এখানকার প্রধান তীর্থ। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বহু তীর্থ-যাত্রী পর্ব্বতোপরিস্থ এই তীর্থসন্দর্শনে আসিয়া থাকে। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষসকুণ্ড)—একটী গভীর পর্ব্বতগহ্বর। দিসঙ্গ নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত।

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসামের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী রাজন্যবর্গ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া প্রথমেই লখিমপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, বাঙ্গালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদ্দেশে প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালার বারভূঁয়ারাজগণ আত্মকলহে প্রপীড়িত হইয়া বিবাদবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। অদ্যাপি বাঁশকাটা ও লখিমপুরনগর-সন্নিহিত দীর্ঘিকাদ্বয় তাহাদের কীর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শানবংশীয় চুটিয়াগণই প্রথমে পূর্ব্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। তাহারা বারভূঁয়াদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া সুবর্ণশ্রী নদীতীরে বাস করিয়াছিল; কিন্তু এই রাজ্যসম্ভোগ তাহাদের অদৃষ্টে অধিক কাল ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আহম রাজগণ আসাম অধিকারপূর্ব্বক প্রাধান্য স্থাপন করেন। চুটিয়া-জাতি ঐ সময়ে কিছুকালের জন্য আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দরঙ্গজেলায় পলাইয়া আইসে। এখানে তাহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি চুটিয়া নামে পরিচিত।

এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজ্যের পার্ব্বত্য-ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে আসিয়া সমুপস্থিত হয় এবং বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে একটী দুর্দ্ধর্ষ জাতি হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্দৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপত্যকাভূমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রেরিত সেনাপতি মীরজুম্লাকে তাহারা পরাভূত করিয়া বঙ্গসীমান্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই বংশীয় মহাপ্রতাপান্বিত রাজা রুদ্রসিংহের শাসনকালে আসামরাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিয়াছিল।

[আহম ও আসাম দেখ।]

রাজা গৌরীনাথের রাজ্যকালেই লখিমপুরে আহমবংশের শাসকশক্তির লোপ হয়। দুর্ব্বল রাজা গৌরীনাথ বিদ্রোহিদলের ষড়্‌যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও নিম্ন আসামে নির্ব্বাসিত হন। তদনন্তর শত্রুপক্ষীয়েরা সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধ্বস্ত করিয়া দেয়। এই সময়ে মোয়ামারিয়া বা মরনজাতি ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং খম্‌তীরা সদিয়া-বিভাগ লুণ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে। সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ-হারক বড় গোঁসাঞী কিছুতেই সুশাসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। প্রজাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই-বার জন্য রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মরাজ উপর্য্যুপরি লখিমপুর-আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে আরও জনক্ষয় ঘটিল। জনশূন্য প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের সম্মুখে পুনরায় যুদ্ধার্থ আয়োজন করিল, দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্ম-সৈন্যের সমক্ষে হতবল আসামীগণ দাঁড়াইতে পারিল না। তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিজেতৃদল পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের সমূলে নিহত করিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য লখিমপুর হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু লখিমপুরের অদৃষ্টে অত্যাচারস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইংরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার করিলেন। তাঁহারা তখনও এতদ্দেশে সুশাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডিব্রুগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিভাগ তৎকালে দেশীয় সর্দ্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধসর্দ্দারের মৃত্যুর পর, তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজরাজের প্রস্তাব-মত রাজ্যশাসন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পদচ্যুত হন। এই বৎসরে ইংরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজা পুরন্দর সিংহের নিকট হইতে [illegible] ঐ রাজা
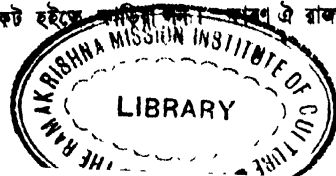
রাজ্যশাসনে অকর্ম্মণ্য ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ অযথা অত্যাচারপূর্ব্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গ প্রপীড়িত করিতেছিল। এই অরাজকতার মধ্যে পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতিরা দলে দলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যলুণ্ঠনপূর্ব্বক জনশূন্য করিয়া ফেলে। এই সময়ে সদিয়া-নগরে একজন খম্‌তী সর্দ্দার স্থানীয় শাসনকর্ত্তারূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ একজন সেনানায়কের অধীনে সদিয়া নগরে একদল সিপাহী স্থাপন করেন। উহার চারবৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন পার্ব্বতীয় খম্‌তীগণ পর্ব্বত হইতে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর হোয়াইট্‌সহ সিপাহীদিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ আসামপ্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণের বিধিমত চেষ্টা করেন। তদবধি এখানে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়।

আবর, আহম, দফলা, কাছাড়ী, খম্‌তী, কুকী, লালঙ্গ, মণিপুরী, মটক, চুটিয়া, মিকির, মিশমী, নাগা, নেপালী, রাভা, সাঁওতাল, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্ব্বত্য-প্রদেশে বাস করে। ঔপনিবেশিক হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহারা অসভ্য ও পার্ব্বতীয় আসাম-রাজগণের পৌরোহিত্য করিত, বর্ত্তমানকালে সকলেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা এখানে সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।) প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে।

এই সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে নাই। মোগল-সম্রাটের অধিকারকালে মুসলমান সৈন্য আসাম-প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া এতদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহম রাজগণ রাজসমৃদ্ধি বৃদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুসলমান কারিকর রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, ঐ সময়ে ঢাকা নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিমপুরে আসিয়া বাস করে; উহারা সকলেই ফরাইজী মতাবলম্বী। মরন বা মোয়ামারীগণ বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। শক্তিউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে বৈষ্ণবগণেই প্রাধান্য লাভ করে।

এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। লবণ, অহিফেন প্রভৃতি কএকটী দ্রব্য ব্যতীত তাহারা আপনা-দের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। কার্পাস-বস্ত্রাদি ব্যতীত এখানকার লোকে রেশমীবস্ত্র বয়ন করে। এখানে দুই প্রকার রেশম প্রস্তুত হয়। উহার কীট এড়িয়া ও মুগা নামে প্রসিদ্ধ। স্ত্রীলোকেরাই প্রধানতঃ রেশমীকাপড় প্রস্তুত করে। পুরুষরা বাগানে পোকা পালন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্য ও সরিষা হইতে তৈল প্রস্তুত করা পুরুষদিগের অপর আর একটী প্রধান কার্য্য।

এখানকার চা-বাগানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ চা এবং কার্পাস বস্ত্র, মুগা ও এণ্ডি-রেশমের কাপড়, মাটির বাসন, পাটী, মাদুর, রবার ও মোম এস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে বাঙ্গালায় রপ্তানী হইয়া থাকে। সদিয়ায় গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রতিবৎসর একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ধুবড়ী, ডিব্রুগড় ও কাছাড় যাতায়াতের জন্য রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথে এবং ষ্টীমার ও নৌকাযোগে নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে।

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটী উপবিভাগ, উত্তর-লখিমপুর নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে দফ্‌লা ও মীরীশৈল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ। লখিমপুর নগর ইহার সদর।

৩ উত্তর-লখিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সুবর্ণশ্রীনদীর গড়িয়াজান শাখার কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৪´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৭´১০´´ পূঃ। এখানে ইংরাজ-রাজের একটী ছাউনী আছে।

লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ২৭°৪৭´১৫´´ উঃ হইতে ২৮°২৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২০´ হইতে ৮১°৪´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল। খেরী, শ্রীনগর, ভূর, পৈলা ও কুকড়া-মৈলানী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর। উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৬´ ৮৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৯´ ২০´´ পূঃ। এই নগরটী বাণিজ্যবাহুল্যহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লখীপুর (লক্ষ্মীপুর), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। গারোশৈলের উত্তরপাদমূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২´৫০´´ পূঃ। এখানে মেচপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদারের প্রাসাদ বিদ্যমান। ইনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

লখীপুর (লক্ষ্মীপুর), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব্ব-দিকস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। বরাক্‌ ও ঝিরী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটী কাছারী আছে।

লখেরা, লাক্ষা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অলঙ্কার ও খেলনা প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ সংস্কৃত লাক্ষাকার শব্দের

অপভ্রংশে লখেরা শব্দের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহারা আপনাদিগকে পটবাস জাতির অন্যতম শাখা এবং তাহাদের ন্যায় কায়স্থজাতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করে। অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পার্ব্বতীর বিবাহকালে, দেবাদিদেব মহাদেব হিমালয়-কন্যার হস্তের বলয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতীর গাত্রমল লইয়া এই জাতির সৃষ্টি করেন। এই জন্য ইহারা দেববংশী নামেও খ্যাত আছে। আর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলয় প্রস্তুত করিবার জন্য এই জাতির সৃষ্টি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে যে, ইহারা প্রথমে যদুবংশীয় রাজপুত ছিল। পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইহারা সেই গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে দুর্য্যোধনের সহায়তা করায় নিন্দিত ও সমাজচ্যুত হয়। তদবধি ইহারা সেই গালার ব্যবসা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা করিলে ইহারা বিবাহবন্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে মদ্য ও মাংস খায়। বিহার অঞ্চলে ইহারা লহেরী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লগ, ১ খঞ্জ। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° খঞ্জার্থে অক° গত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লগতি। লিট্ ললাগ। লুট্ লগিতা। লুঙ্ অলগীৎ। ণিচ্ লগয়তি। ইদিৎ লগি লগধাতু লট্ লঙ্গতি।

লগড় (ত্রি) চারু। (ত্রিকা°)

লগত (পুং) বেদাঙ্গজ্যোতিষপ্রণেতা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ। লগধ এইরূপ নামও পাওয়া যায়।

লগরি, পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

লগা (দেশজ) বাঁশের ধ্বজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কোনস্থানে নৌকা বাঁধিতে হইলে লগা পুতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে। লগার মাথায় "আঁকসী" বাঁধা হয়।

লগালিকা (স্ত্রী) চারিচরণাত্মক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে চারিটী অক্ষর। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর দুইটী লঘু।

লগিত (ত্রি) লগ-কর্ম্মণি ক্ত। সঙ্গযুক্ত, চলিত লাগা।

লগী (দেশজ) লগা।

লগুড় (পুং) দণ্ড, চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগুড় কহে। (অমর) ২ লৌহময় অস্ত্রভেদ। (সুভূতি)

ইহার আকৃতি ও পরিমাণাদির বিষয় শুক্রনীতিতে এইরূপ লিখিত আছে।

"লগুড়ঃ সূক্ষ্মপাদঃ স্যাৎ পৃথ্বংশঃ স্থূলশীর্ষকঃ।
লৌহবদ্ধাগ্রভাগশ্চ হ্রস্বদেহঃ সুপীবরঃ॥
দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্গশ্চ তথা হস্তদ্বয়োন্নতঃ।
উত্থানং পাতনঞ্চৈব পেষণং পোথনং তথা॥
চতস্রো গতয়স্তস্য পঞ্চমী নেহ বিদ্যতে।
দৃঢ়কায়ঃ পত্তিবর্গস্তেন যুধ্যেত শত্রুভিঃ॥" (শুক্রনীতি)

লগুড়ের পাদদেশ সূক্ষ্ম, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থূল হইবে, ইহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা বদ্ধ, সুপীবর ও হ্রস্বদেহ, দণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিদৃঢ় এবং পরিমাণ দুইহাত। দৃঢ়কায় পদাতি সকল এইরূপ লগুড়ের দ্বারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন ইহার এই চারি প্রকার গতি।

লগে (দেশজ) সঙ্গে। সম্পর্কে।

লগ্ন (ক্লী) লগতি ফলে ইতি লগ সঙ্গে (ক্ষুব্ধসন্তেধ্বান্তলগ্নেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। • রাশিদিগের উদয়। অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, সুতরাং অহোরাত্রে দ্বাদশটী লগ্ন কল্পিত হইয়াছে। 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' (দীপিকা) প্রতিদিবারাত্রের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটী রাশির উদয় হইয়া থাকে। ঐ এক এক রাশির উদিতকালের মানকে লগ্নমান কহে।

পৃথিবী ৬০ দণ্ড একবার আপনার কক্ষে আবর্ত্তন করে। ইহাকেই পৃথিবীর আহ্নিকগতি বলা যায়। এই এক আহ্নিকগতিবশতঃ পৃথিবী মেষাদিক্রমে দ্বাদশটী রাশি অতিক্রম করে। সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, একরাশি অতিক্রম করিতে প্রায় ৫ দণ্ডকাল লাগে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে সকল লগ্নের লগ্নমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর আকাশ সম্পূর্ণ গোল নহে, সেই জন্য লগ্নমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয়কালে যে লগ্নের উদয় অর্থাৎ পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে উদয়লগ্ন এবং সূর্য্যের অস্তগমনকালে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে অস্তলগ্ন কহে। এই লগ্নমান সকল দেশে সমান নহে।

কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান—

রাশি	দ° প° বি°	রাশি	দ° প° বি°
মেষ	৪। ৭। ০	তুলা	৫। ৩৭। ০
বৃষ	৪। ৪৯। ৪০	বৃশ্চিক	৫। ৪[illegible]। ২০
মিথুন	৫। ২৮। ৪০	ধনু	৫। ১৭। ২০
কর্কট	৫। ৪০। ২০	মকর	৪। ৩৩। ২০
সিংহ	৫। ৩৩। ০	কুম্ভ	৩। ৫৭। ০
কন্যা	৫। ২৯। ০	মীন	৩। ৪৭। ০

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অয়নাংশশোধিত লগ্নমানের তালিকা।

রাশির নাম।	নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, ঢাকা ও তৎসূত্র সমপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	মুরশিদাবাদ ও তাহার সমসূত্র পাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	চট্টগ্রাম ও তাহার সমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	রঙ্গপুর ও তাহার সমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	কুচবিহার ও তৎসমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।
	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°
মেষ	৪। ৬। ৫০	৪। ৬। ৩১	৪। ৮। ৪	৪। ১। ৩৬	৫। ৫৫। ৫১
বৃষ	৪। ৪৯। ৪৭	৪। ৪৯। ৩৩	৪। ৪৯। ৩	৪। ৪৬। ২৮	৪। ৫৫। ৫১
মিথুন	৫। ২৮। ৪৯	৫। ২৮। ৪৬	৫। ২০। ২২	৫। ২৯। ২৯	৫। ২০। ২১
কর্কট	৫। ৪০। ৩৫	৫। ৪০। ৪১	৫। ৪৯। ৪০	৫। ৪৪। ৩২	৫। ৪০। ৩০
সিংহ	৫। ৩৩। ২২	৫। ৩৩। ৩৩	৫। ৩২। ৪	৫। ৩৬। ৩১	৫। ৪১। ৪৭
কন্যা	৫। ২৯। ৪০	৫। ৫০। ০	৫। ২৮। ২০	৫। ৩৩। ২০	৫। ৩৮। ২০
তুলা	৪। ৪৬। ৪০	৫। ৩৮। ১৫	৫। ৩৪। ২০	৫। ৩১। ২৭	৫। ৩৮। ১৬
বৃশ্চিক	৪। ৪১। ৩৫	৪। ৪০। ৪৮	৫। ৩৯। ২৫	৫। ৪৭। ৪৭	৫। ৪৮। ৩৮
ধনু	৫। ১৭। ২	৫। ১৭। ২০	৫। ১৬। ৩২	৫। ২৬। ২৫	৫। ২৯। ২৮
মকর	৩। ৫৭। ৩	৪। ৩৩। ৪০	৪। ৩৫। ২৬	৪। ৩১। ২৩	৫। ৩৫। ২৬
কুম্ভ	৪। ৪২। ৪১	৩। ৫৫। ৪৯	৩। ৫৮। ১৮	৩। ৫৬। ৫	৩। ৫৯। ৪০
মীন	৩। ৪৭। ২০	৩। ৪৬। ৯	৩। ৪৭। ৩৯	৩। ৪৯। ৪০	৩। ৩। ৪০

এই তালিকার যে লগ্নমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্নমান যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। সূর্য্যের অয়নগতিবশতঃ ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ সরিয়া যায়, সুতরাং লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পঞ্জিকায় অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্নমান স্থির করা হইয়া থাকে। ৬৬।৮ মাস পরে সূর্য্য এক অংশ সরিয়া গেলেও এই লগ্নমান অনুসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই ঠিক হয়। সামান্য ২।১ পলের তারতম্য হইতে পারে।

প্রাচীন লগ্নমান—

রামোগবেদৈর্জলধিস্তু মৈত্রৈর্বাণোরসৈঃ পঞ্চথসাগরৈশ্চ।
বাণঃ কুবৈদৈর্বিষয়োঙ্কযুগ্মৈঃ ক্রমাৎ ক্রমান্মেষতুলাদিমানম্॥"

(জ্যোতিঃসারস°)

	দ° প°		দ° প°
মেষ, মীন	৩। ৪৭	কর্কট, ধনু	৫। ৪০
বৃষ, কুম্ভ	৪। ১৭	সিংহ, বৃশ্চিক	৫। ৪১
মিথুন, মকর	৫। ৬	কন্যা, তুলা	৫। ২৯

প্রাচীন লগ্নমানের সহিত বর্ত্তমান কালের লগ্নমানের কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

লগ্ননিরূপণপ্রণালী—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের লগ্ননিরূপণ করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটী বালকের জন্ম হইলে কিংবা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক একটী প্রশ্ন করা হইলে বালকটীর কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে হইলে নিয়োক্ত প্রণালী অনুসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিভুক্তি স্থির করিতে হয়। সাধারণঃ রবিভুক্তি অর্থে রাশিমান বা লগ্নমানের যত অংশ রবিকর্ত্তৃক ভুক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি ভোগ করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে এক এক রাশিতে অবস্থিতি করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে। যে মাসে যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হয়, তাহার সপ্তমরাশিতে রবি অস্ত যায়। যেমন বৈশাখমাসে সূর্য্যের মেষরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম তুলা, তাহাতে অস্ত হয়। সূর্য্য প্রত্যহ রাশির কিঞ্চিদংশ

করিয়া অগ্রসর হইয়া মাসান্তে রাশির সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হয়। এইরূপে সমস্ত রাশিটী রবিকর্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে, সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে সূর্য্যের দৈনিক রবিভুক্তি কহে। উদয়-লগ্নের রবিভুক্তিকে উদয়-রবিভুক্তি এবং অস্তলগ্নের রবিভুক্তিকে অস্ত-রবিভুক্তি বলা হয়।

লগ্নমানকে মাসের দিন-সংখ্যাদ্বারা হরণ করিলে লব্ধ ভাগ-ফলই দৈনিক রবিভুক্তি হইবে। অন্য উপায় দ্বারাও রবিভুক্তি জানা যায়, কিন্তু এই উপায় দ্বারাই সূক্ষ্মরূপে রবিভুক্তি স্থির হইয়া থাকে।

"লগ্নদণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎসংখ্যা ক্রমতঃ পলম্।
বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমন্ততে॥" (দীপিকা)

লগ্নমানের দণ্ডপলকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক রবিভুক্তি স্থির হইবে। যেমন মেষ লগ্নমান ৪। ৭ পল, ইহার দ্বিগুণ করিলে ৮। ১৪ পল হইবে. এস্থলে ৮ দণ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল দৈনিক রবিভুক্তি হইবে, ইহা স্থির করিতে হইবে। এই যে নিয়ম বলা হইল, ইহা ৩০ দিন মাস স্থলেই ঠিক সূক্ষ্ম হয়। মাসের কমিবেশীতে সময়েরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে।

রবিভুক্তি স্থির করিবার আরও একটী নিয়ম আছে।

"লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয়ন্তথা দিনৈঃ।
ষষ্টিভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে॥" (জ্যোতিঃসারস°)

যে মাসের যে লগ্নের যতদিনের রবিভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নফলকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলকে মাসের অতীত দিনসংখ্যাদ্বারা পুনরায় গুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিবে, পরে ভাগফলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত দণ্ডপল অভীষ্ট দিনের রবিভুক্তি হইবে।

এইরূপে রবিভুক্তি স্থির করিয়া দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করিলে বা প্রশ্ন হইলে উদয় লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হয় এবং রাত্রি-কালে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অস্তলগ্নের রবিভুক্তি জানা আবশ্যক। এইরূপে নির্দ্দিষ্টদিনের উদয় বা অস্ত লগ্নের রবিভুক্তি বাদে লগ্নের অবশিষ্টভোগ্য অংশ যাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নের মান ক্রমান্বয়ে যোগ করিবে, যখন দেখা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দণ্ডপলাদির মধ্যে অন্ত-র্নিহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্ব্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটাই ইষ্টদণ্ডের উদিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্নেই জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

একটী উদাহরণ দিলে ইহা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইবে। ১২৯৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯ ঘটিকায় একটী শিশুর জন্ম হইয়াছে, ঐ শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমে রবিভুক্তি স্থির করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষরাশিতে সূর্য্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে অস্তমিত হইয়াছেন। এই শিশুর রাত্রিকালে জন্ম হওয়ায় অস্তলগ্ন হইতে ধরিতে হইবে। দিবাভাবে জন্ম হইলে দিবালগ্ন এবং রাত্রিতে অস্তলগ্ন ধরিতে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫। ৪০। ২০ বিপল, ঐ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩২ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিভুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক মাসের দিনসংখ্যা যত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিভুক্তিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যায়। এই স্থলে দৈনিক রবিভুক্তি বাদ দিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে লগ্নমান স্থির করা যাইতে পারে।

যথা—

$$\frac{\text{বৃশ্চিক লগ্নমান—৫। ৪০। ২০}}{\text{মাসের দিনসংখ্যা ৩২}} = \text{০ দ ১০ পল ৩৮ } \tfrac{১}{৮} \text{ বি০}$$

দৈনিক রবিভুক্তি ০। ১০।। ৩৮$\tfrac{১}{৮}$ বিপল। × দৈনিক রবি-ভুক্তি ২২ জন্ম তারিখ = ৩। ৫৪। ৫৮। ৪৫ অনুপল। ঐ দিন ইংরাজী ৬। ৩৭ মিনিট গতে সূর্য্য—অস্ত গিয়াছেন, অতএব রাত্রি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২। ২৩ মিনিট রাত্রির সময় জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। এবং ইহাকে দণ্ডপলাদিতে পরি-ণত করিলে ৫। ৫৭। ৩০ বিপল হইবে। সুতরাং ঐ সময় রাত্রি-জাত দণ্ডপলাদি হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বৃশ্চিক লগ্নমান ৫। ৪০। ২০ হইতে উক্ত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রবিভুক্ত ৩। ৫৪। ৫৮। ৪৫ বাদ দিলে ১। ৪৫। ২১। ১৫ বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে যে রাশিতে জাত দণ্ড পতিত হইয়াছে, তখন সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত হইত, তাহা হইলে ইহার পরবর্ত্তী লগ্নমান আর যোগ করিতে হইবে না।

এ স্থলে বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান—১। ৪৫। ২১। ১৫
ধনুর্লগ্নমান—৫। ১৭। ২০। ০
সমষ্টি—৭। ২। ৪১। ১৫

পূর্ব্বে ৫। ৫৭। ৩০ বিপল জাতদণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান অতিক্রম করিয়া ধনু লগ্নমানের মধ্যবর্ত্তি-

কালে জাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ায় ধনুর্লগ্নে তাহার জন্ম হইয়াছে স্থিরীকৃত হইল। যদি জাতক রাত্রি ৯ টার সময় না জন্মিয়া রাত্রি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্নমান ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত।

এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিবাভাগে জন্ম হইলে সূর্য্যোদয়কাল হইতে ধরিয়া লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্নস্থির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নির্ণীত হয় না, এইজন্য বিশেষ যত্নসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্যক, লগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিয়া থাকে। অনেক জ্যোতির্বিদ্ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীক্ষার বহুবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে, যখন কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেখানে ঘটিকা যন্ত্র না থাকায় অথবা নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে না পারায় আনুমানিক সময় ধরিয়া লগ্ন স্থির করা হয়, কিন্তু আনুমানিক সময় ধরিয়া যে লগ্ন নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষার নানা উপায় আছে। যথা—

সন্দেহলগ্নপরীক্ষা।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন ইহার অন্যতম লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা এবং প্রসূতি দ্বিবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হয়; মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহার অন্যতম লগ্ন হইলে ধাত্রী বিধবা এবং প্রসূতি একবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে।

"যুগ্মে চ সধবা ধাত্রী অযুগ্মে বিধবা স্মৃতা।
অযুগ্মাদ্বস্ত্রমযুগ্মং যুগ্মাদ্যুগ্মং ক্রমাদ্বুধৈঃ॥ (বৃহজ্জাতক)

জাতকচন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহ বাটীর পূর্ব্বভাগে ও সূতিকাগৃহের স্ত্রীলোকসংখ্যা ৫ জন; কন্যা, বৃষ ও মকর লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর দক্ষিণাংশে ও স্ত্রীলোকসংখ্যা ৪ জন; কুম্ভ, তুলা ও মিথুন লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর পশ্চিমাংশে ও স্ত্রীলোক সংখ্যা ৭ জন; মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর উত্তরাংশে ও স্ত্রীলোকসংখ্যা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে।

মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা ও কুম্ভ ইহাদের মধ্যে একটী জন্মলগ্ন অথবা লগ্নের উদিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে; ধনু, মীন, মিথুন ও কন্যা লগ্ন হইলে উত্তরদিকে; বৃষ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে; সিংহ ও মকর লগ্ন হইলে বাস্তুর দক্ষিণভাগে সূতিকাগৃহ হইবে। স্থিরলগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহের একটী দ্বার; দ্ব্যাত্মক লগ্নে দুইটী দ্বার, এবং চরলগ্নে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রস্থিত বলবান্ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকাগৃহের দ্বার সেই দিকে নির্ণয় করিবে। কেন্দ্রস্থিত বহু গ্রহ বলবান্ হইলে বহুদ্বার হয়, আর যদি কেন্দ্রে গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জন্মলগ্ন হইতে রাশিদিক্ অনুসারে সূতিকাগৃহের দ্বার নির্ণয় করিবে।

মেষ ও বৃষলগ্নে সূতিকাগৃহের পূর্ব্বভাগে, মিথুন লগ্নে অগ্নিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্যালগ্নে নৈর্ঋত কোণে, তুলা ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনুর্লগ্নে বায়ুকোণে, মকর ও কুম্ভলগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্নে ঈশানকোণে শিশুর প্রসব ও শয্যাস্থান নিরূপণ করিতে হয়।

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্ন রাশির যে দিক্, সেই দিকেই শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে পূর্ব্বশিরা; বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে দক্ষিণশিরা; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ লগ্নে পশ্চিমশিরা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন কোন মতে লগ্নস্থ গ্রহ অথবা লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক্ সেই দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মস্তক পতন নিরূপণ করিতে হইবে। আবার কোনও মতে লগ্নের দ্বাদশাংশপতির দিক্ হইতে সূতিকাগৃহের দ্বার নিরূপিত হয়।

রাশ্যধিপ গ্রহের স্থিতি অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুণ্ডলীচক্রে যে রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা নবম রাশিতে কিংবা সপ্তম রাশি হইতে পঞ্চম বা নবম রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিয়ম প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্যধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে উক্ত যে ৬টী স্থানে জন্মলগ্নের সম্ভাবনা লিখিত হইল, ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্ব্বাপর রাশিতেই লগ্ন হইয়া থাকে।

"চন্দ্ররাশ্যধিপো যত্র তত্ত্রিকোণমথাপি বা।
তৎসপ্তমং ত্রিকোণং বা জাতলগ্নমুদাহৃতম্॥"

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—যদি দিবা দুই প্রহরের মধ্যে জন্ম হয়, তাহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে অর্থাৎ সেই নক্ষত্রঘটিত যে রাশি অথবা রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি জন্মলগ্ন হয়। দিবা দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে দ্বাদশ নক্ষত্রঘটিত যে রাশি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। সন্ধ্যার পর

রাত্রি ২ প্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে সপ্তদশ বা উনবিংশ নক্ষত্র এবং রাত্রি দুই প্রহরের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্রবর্ত্তিত যে রাশি তথায় লগ্ন হইবে। চন্দ্ররাশ্যধিপ ও রবিভোগ্যনক্ষত্র এই যে দুইটী নিয়ম কথিত হইল, এই দুইটী নিয়মানুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। এবং এই অনুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়া থাকে।

"যস্মিন্ ঋক্ষে স্থিতো ভানুস্তদেব সপ্তমেঽপি বা।
যাবদ্দ্বিপ্রহরং জ্ঞেয়ং পশ্চাদ্দ্বাদশভে পুনঃ॥
সপ্তদশভে তু রাত্রৌ যাবদ্যামো ভবেদ্দ্বয়ম্।
চতুর্ব্বিংশতিভে পশ্চাজ্জাতলগ্নমুদাহৃতম্॥" (বৃহজ্জাতক)

জন্মলগ্নে যদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মস্তক দ্বারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ দ্বারা এবং উভয়োদয় হইলে হস্ত দ্বারা প্রসূত হইয়া থাকে। আর জন্ম লগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকে, তাহা হইলে সুখে এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে কষ্টে প্রসব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিত্থনামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, লগ্নপতি বা লগ্নের নবাংশপাত যদি বক্রী হয়, অথবা যদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদাদি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রসূত হয়। বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে গর্ভস্থ শিশু ঊর্দ্ধোদর, ঊর্দ্ধমুখ ও নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া এবং পৃষ্ঠোদয় লগ্নে অধোমুখ ও ঊর্দ্ধপৃষ্ঠ হইয়া প্রসূত হয়।

মেষ, বৃষ বা সিংহ ইহার অন্যতম লগ্নে যদি জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাড়ী-বেষ্টিত হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত নবাংশ যে রাশির স্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাড়ীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। জন্ম-লগ্ন রাশি ও লগ্নের নবাংশ স্বরূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি বলবান্ হয়, সেই রাশির সঞ্চরণ স্থানে প্রসবস্থান কল্পনা করিতে হইবে। লগ্ন বা নবাংশ রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, প্রবাসে, পথিমধ্যে বা পরকীয় স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। স্থিরসংজ্ঞক রাশি হইলে স্বগৃহে, স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গৃহে, প্রসব কল্পনা করিতে হইবে।

দীপবর্ত্তি দ্বারা লগ্নের অংশ নিরূপণ।—স্নেহময় চন্দ্র যদি রাশির আরম্ভে থাকেন, তাহা হইলে প্রদীপে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ মধ্যভাগে থাকিলে প্রদীপে অর্দ্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে প্রদীপে স্বল্পতৈল ছিল জানা যায়। কেহ বলেন, চন্দ্রের পূর্ণাপূর্ণত্ব-ভেদে তৈলস্থিতি নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রদীপের বর্ত্তি কেবল দগ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে লগ্নের আরম্ভে প্রথমভাগে জন্ম হইয়াছে। সেই বর্ত্তির অর্দ্ধেক দগ্ধ হইলে লগ্নের মধ্যভাগে এবং বর্ত্তি অধিকাংশ দগ্ধ হইলে শেষ-ভাগে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

লগ্নই জাতকের শরীর, এইজন্য বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা আবশ্যক। জাতকের পিতৃরিষ্টি, মাতৃরিষ্টি, স্বীয়রিষ্টি প্রভৃতি দ্বারাও লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে। জাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

"শরীরবর্ণাকৃতিলক্ষণানি যশোগুণস্থানসুখাসুখানি।
প্রবাসতেজোবলদুর্বলানি ফলানি লগ্নস্য বদন্তি সন্তঃ॥
তনো রূপঞ্চ জ্ঞানঞ্চ বর্ণঞ্চৈব বলাবলম্।
শীলং বৈ প্রকৃতিঞ্চাথ তনুস্থানান্নিরীক্ষয়েৎ॥
আরোগ্যপূজাগুণমানবৃত্তমায়ুর্বয়োজাতিরশেষসখ্যং।
ক্লেশাকৃতী লক্ষণরূপবর্ণাস্তন্তাগিনেয়স্য ব্যস্তনৌ স্যাৎ॥
আকৃতিঃ প্রকৃতির্দোষো গুণাগুণবয়োরসাঃ।
পুংস্ত্রীচেষ্টাস্বভাবশ্চ গ্রামাদি স্থিতিকর্ম্ম চ॥
লগ্ননাথবশাদ্বাপি লগ্নসংস্থগ্রহাদপি।
বক্তব্যং দৈববিদ্বষা প্রাচীনমুনিসম্মতাৎ॥"

(পরাশর, শম্ভুহোরা ইত্যাদি)

লগ্নে দেহের পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিহ্ন, যশঃ, গুণ ও নির্গুণ, সুখ ও দুঃখ, প্রবাস ও স্বদেশবাস, সবল ও দুর্ব্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, আরোগ্য, প্রশংসা, মান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর স্থূল পরিমাণ, জাতি, ক্লেশ, ভাগিনেয়বপু, পুংস্ত্রীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্তাদিরস, পিতামহী, মাতামহ, পুত্রের ভাগ্য, শত্রুর মৃত্যু, বৈদ্য, শ্যালকপুত্র, শ্বাশুড়ীর মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, স্বদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, মস্তক, সূতিকাগার ও কীর্ত্তি এই সকল চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ চিন্তা করিতে হইলে লগ্ন হইতেই দেখিতে হয়।

জাতকালঙ্কারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্নপতি উভয়ই বলবান্ হইলে লগ্নভাবোত্থ ফলের বৃদ্ধি এবং দুর্ব্বল হইলে ফলের হানি হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাবস্থলেই ভাবরাশির ও ভাবপতির শুভাশুভ অনুসারে শুভাশুভ কল্পনা করিতে হইবে।

"লগ্নলগ্নাধিপৌ স্যাতাং বলাধিকতরৌ যদি।
তৎফলানাং প্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ধীনৌ হানিকরঃ স্মৃতঃ॥
এবং ভাবেষু সর্ব্বেষু ভাবভাবেশয়োর্বলাৎ।
ততো জ্ঞেয়ষি বক্তব্যা হানির্বৃদ্ধিশ্চ কোবিদৈঃ॥"

(জাতকালঙ্কার)

এক লগ্নের উপরই সমস্ত ভাবফলের নির্ভর করে, লগ্নের গোলযোগ হইলে সমস্ত ফলেরই গোল হইয়া থাকে। এই-জন্য লগ্নই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। লগ্ন স্থির না

হইলে জাতকের জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয় না। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা—লগ্ন, ধন, সোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, পত্নী, নিধন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোদর লগ্ন, বন্ধু লগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু রাশিতে রবির উদয় কালরূপ লগ্নই প্রধান। উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিতে হয়। লগ্নভাবফলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"যদ্‌যদ্‌ভাবপতির্বিলগ্নভবনাৎ ষষ্ঠাষ্টরিঃফোপগঃ।
ভাবাদ্‌ভাবপতির্ব্ব্যয়াষ্টরিপুগস্তদ্ভাবনাশং বদেৎ॥" (দীপিকা)

যে যে ভাবপতি লগ্ন হইতে অথবা ভাবস্থান হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোত্থ ফলের হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাশুভ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্ন হইতে এবং সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উভয় স্থান হইতেই শুভ স্থান স্থিত হন, তাহা তদ্‌ভাবফলের সম্পূর্ণ শুভ এবং শুভাশুভ স্থান যোগে ফলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপলের মত এই যে, কেবল ষষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্য স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববৃদ্ধিকর হইয়া থাকেন, ষষ্ঠস্থ অশুভ গ্রহ অশুভপ্রদ হইলেও শত্রুনাশক হইয়া থাকেন। লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান দুঃস্থান, এই স্থানস্থিত গ্রহ বা এই ভাবপতি অশুভপ্রদ হইয়া থাকেন। অতএব গ্রহদিগের ষষ্ঠাষ্টম ও দ্বাদশ সম্বন্ধ হইলেই ফলের ন্যূনতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে,—

"অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ্রয়োঃ।
ব্যয়স্য দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্॥" (দীপিকা)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুভ ও স্বামিগ্রহের যোগে শুভফল হইয়া থাকে; কিন্তু ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে, উহা বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ এই স্থানে থাকিলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ লগ্নরিষ্টি।—মেষ লগ্নে যদি জন্ম হইয়া লগ্নে চন্দ্র, মঙ্গল এবং মকর ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে জাতবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত্যু হয়। যদি বৃষ লগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্ন বৃহস্পতি বা শনি হইতে ষষ্ঠস্থানে থাকে, অর্থাৎ শনি ও বৃহস্পতি ধনুরাশিতে থাকে, আর অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জাতকের চতুর্দ্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, সপ্তমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্নরিষ্টি হয়। কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা কুম্ভে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং রাহু বা মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগ্নরিষ্টি; যদি সিংহলগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র লগ্নে অবস্থিতি করে ও মকর ভিন্ন অন্য রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে সিংহলগ্নরিষ্টি, যদি কন্যালগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র আর বৃহস্পতির কেন্দ্রে শনি থাকে, তাহা হইলে কন্যালগ্নরিষ্টি, তুলালগ্নজাত ব্যক্তির ষষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে চন্দ্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্নরিষ্টি, বৃশ্চিকলগ্নজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধনুর্লগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি এবং মঙ্গলে শনি থাকে, মকরলগ্নজাত ব্যক্তির মেষে চন্দ্র ও সিংহে রবি, কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্দ্র বা কন্যা অথবা তুলায় শুক্র, মীনলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্দ্র ও বৃশ্চিকে শনি থাকিলে এই সকল লগ্নরিষ্টি হয়। এই সকল রিষ্টি হইলে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রত্যেক লগ্নকে সূক্ষ্ম করিয়া ষড়্‌বর্গ করা হইয়া থাকে, এই ষড়্‌বর্গ যথা—লগ্ন, হোরা, দ্রেক্কাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ। ইহা ভিন্ন লগ্নের স্ফুটসাধন করিলে আরও সূক্ষ্ম হয়। স্ফুট ব্যতীত অংশ সূক্ষ্ম হয় না। সিংহলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিলে স্ফুটসাধন করিলে সিংহলগ্নের কত অংশ কত কলায় জন্মিয়াছে, তাহা জানা যায়। [স্ফুটসাধন দেখ]

লগ্নফল—যদি মেষ, সিংহ বা ধনুর্লগ্ন হয়, আর সেই স্থানে যদি রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্ম্মপালক, বন্ধুবর্গের হিতকারী, উদ্ধত, বলবান্, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদারচিত্ত, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রচক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়া হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মশ্লাঘী, ঘৃণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ রবির উভয় পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার পিতৃরিষ্টি হয়। যদি মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় পূর্ণ বা বলবান্ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান্, প্রিয়দর্শন, গুণবান্, ধনী, গর্ব্বিত ও ভাগ্যবান্ হয়। উক্ত তিন রাশি ভিন্ন লগ্নগত চন্দ্র ক্ষীণ হইলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার সপ্তমে কোন শুভগ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণশীল, ক্ষীণদেহ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কখন হ্রাস বা কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার মাতৃরিষ্টি হয়।

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান্, দাম্ভিক ও বীরপুরুষ হয় এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজসদৃশ হয়। কিন্তু পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর বা ত্বক্‌দোষ-

বিশিষ্ট, ক্রূরচেষ্টান্বিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, উদর বা দন্তরোগী ও অর্শাদি গুহ্যরোগী হইয়া থাকে।

লগ্নে বিশেষতঃ মিথুন ও কন্যালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুবর্গের হিতকারী, কৌতুকী, ধনী, সুবক্তা, বণিক্ বা শাস্ত্রবেত্তা হয়। কিন্তু লগ্নস্থ বুধ শনি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, মিথ্যাবাদী, মন্দমতিসম্পন্ন, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক, কপটহৃদয়, চোর বা উন্মাদ হয়।

মকর ভিন্ন অন্য কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান্, স্বধর্ম্মানুরত, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সদুপদেষ্টা, লোকপূজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনাযুক্ত, শিল্পশাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি তুলা লগ্ন হয় এবং তাহাতে শুক্র থাকে, আর কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে পুরুষ সুন্দর এবং তাহার স্ত্রীগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হয়। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াসক্ত ও পরস্ত্রীরত হয়।

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহু লোকপ্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্যালগ্নে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন, দন্তযুক্ত, সর্ব্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়। মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং রাহু তথায় থাকিলে মানব অন্য গ্রহরিষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহার বিপরীত হইলে রাহু অশুভফলপ্রদ হয়। কেতু লগ্নে থাকিলে লগ্নাধীন ফল হ্রাস হইয়া থাকে। লগ্নস্থিত গ্রহ যেরূপ ফলপ্রদ হয়, তদ্রূপ লগ্নাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় করা যায়।

লগ্নাধিপফল—লগ্নাধিপতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক ভাগ্যবান্, রিপুজয়ী, বহু পরিজনযুক্ত ও স্বীয় বন্ধুবর্গের শ্রেষ্ঠ হয়। লগ্নাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য স্বীয় যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে। লগ্নাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকিলে জাতক দাম্ভিক, অভিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা প্রতিবাসীর বশতাপন্ন এবং ভ্রমণরত হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তম বাসস্থান ও ভূমিলাভ করে এবং সেই ব্যক্তি প্রায় কৃষিকার্য্যে সফলকাম হয়। লগ্নাধিপ পঞ্চম স্থানে থাকিলে মানব সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্ হয়। লগ্নাধিপ ষষ্ঠে থাকিলে তজ্জন্য পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে মাতুল বা পিতৃব্যদ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভাবনা। লগ্নাধিপ সপ্তম স্থানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাভ, বাসস্থানের পরিবর্ত্তন, বিদেশ যাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নিজ বুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এবং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয়। লগ্নাধিপ অষ্টম স্থানে থাকিলে মানব রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান্ হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। লগ্নাধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্, বিদ্বান্, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক বা পোতবণিক্ হয়। লগ্নাধিপ দশম স্থানে থাকিলে মান্য, উচ্চপদ, কার্য্যসফলতা ও কোন সমাজের প্রাধান্য লাভ হয়। লগ্নাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বহু মিত্র, প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বুদ্ধি ও উত্তম বাহন হয়। লগ্নাধিপতি দ্বাদশ স্থানে থাকিলে দুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, ঋণ, নির্ব্বাসন, ক্ষীণদেহ, শোক ও গুরু শত্রু হয়।

দ্বিতীয়পতি লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বন্ধুবাহন ও স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান্, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত ও স্বীয়বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্লেশযুক্ত, শত্রুদ্বারা পীড়িত, অল্পায়ু, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদত্ত পীড়াদ্বারা সর্ব্বদা অসুস্থ হয়। সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বিপদ্, শোক, অল্পায়ু, বা সেই গ্রহানুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যা বা বাণিজ্যদ্বারা ধনী ও বহুভ্রমণশীল হয়। দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মান্য ও কীর্ত্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অল্পায়ু হয়।

লগ্ন ও লগ্নপতি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হইলে জাতক সৌভাগ্যশালী ও যশস্বী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লগ্নের ফল বিচার করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককৌ০ ইত্যাদি)

(পুং) লগ-ক্ত নিপাতনাৎ সাধুঃ, যদ্বা লসজ-ক্ত তস্য নত্বং।

২ স্তুতিপাঠক। পর্য্যায়—প্রাতর্জ্জেয়, স্তুতিব্রত, সূত। (জটাধর) (ত্রি) ৩ সক্ত। ৪ লজ্জিত। (মেদিনী)

লগ্নকঙ্কণ, বোম্বাই প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ কালে বর ও কন্যার হাতের কব্জিতে যে সূত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

লগ্নকাল (পুং) লগ্নস্য কালঃ। লগ্নসময়।

লগ্নগ্রহ (পুং) ১ দৃঢ়সংশ্লিষ্ট। ২ লগ্নস্থিত গ্রহ।

লগ্নদিন (ক্লী) লগ্নস্য দিনং। লগ্নের দিন, বিবাহদিন, যে দিনে বিবাহলগ্ন স্থির হইয়াছে, তাহাকে লগ্নদিন কহে।

লগ্নদৃষ্টি (স্ত্রী) লগ্নে নক্ষত্রাদির দৃষ্টি।

লগ্নদিবস (পুং) লগ্নদিন।

লগ্নদেবী (স্ত্রী) পুরাণবর্ণিত প্রস্তরময় গাভী।

লগ্নপত্র (ক্লী) লগ্নস্য পত্রং। বিবাহের দিনস্থিরকরণ। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বিবাহের দিন ও যে লগ্ন স্থির করা হয়, তাহাকে লগ্নপত্র কহে।

"লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়" (অন্নদাম°)

লগ্নফল, লগ্নবিশেষে জন্মহেতু জীবের শুভাশুভ ফলভোগ।

লগ্নবেলা (স্ত্রী) লগ্নস্য বেলা। লগ্নকাল, লগ্ন সময়।

লগ্নায়ু (ক্লী) লগ্নের পরিমাণানুসারে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল। (ফলিত জ্যোতিষ।)

লগ্নাহ (পুং) লগ্নদিন, বিবাহদিন।

লগ্নিকা (স্ত্রী) লগ্নিকা, চলিত নেঙটা স্ত্রীলোক।

লগ্নিকাশ্রম, মঠভেদ। (বৃহন্নীল° ২০)

লগ্‌বগ্ (দেশজ) যে সকল ধ্বজাদি দৃঢ় নহে, উচা করিলে হেলিয়া দুলিয়া পড়ে, তাহাকে লগ্‌বগ্ করা কহে।

লগ্‌বগীয়া (দেশজ) কোমল, যাহা দৃঢ় নহে।

লঘ, লঘি লঘধাতু, ১ শোষণ, অল্পীকরণ। ২ গতি, গমন। ৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষণার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। গত্যর্থে ভ্বাদি° আত্মনে°। লট্ লঙ্ঘতি-তে। লিট্ ললঙ্ঘ-ঙ্ঘে। লুট্ লঙ্ঘিতা। লুঙ্ অলঙ্ঘীৎ, অলঙ্ঘিষ্টাং। সন্ লিলঙ্ঘিষতি-তে। যঙ্ লালঙ্ঘ্যতে। যঙ্‌লুক্ লালঙ্ঘি। ৪ দীপ্তি। লঙ্ঘন। চুরাদি। লট্ লঙ্ঘয়তি। লুঙ্ অললঙ্ঘৎ।

লঘট্ (পুং) লঙ্ঘতে মধ্যস্থানমস্পৃষ্ট্বা উত্তরস্থানে পততি প্লুতং ইতস্ততো গচ্ছতি বা লঙ্ঘ (লঙ্ঘের্নলোপশ্চ। উণ্ ১। ১৩৪) ইতি অটি, নলোপশ্চ ধাতোঃ। ১ বায়ু।

লঘটি (পুং) লঘ-গতৌ-অটি, ইদভাবঃ। বায়ু।

লঘন্তী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লঘরি, অসভ্যজাতি বিশেষ।

লঘিত্র, অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার আকার, প্রকার ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"লঘিত্র ভুগ্নকায়ং স্যাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃ শিতম্।
শ্যামং পঞ্চাঙ্গুলিব্যাসং সার্দ্ধহস্তসমুন্নতম্॥
ৎসরুণা গুরুণা নদ্ধং মহিষাদি নিকর্ত্তনম্।
বাহুদ্বয়োত্থমোক্ষেপৌ লঘিত্রে বল্গিতে মতে॥" (ধনুর্ব্বেদ)

লঘিত্রের কায়া ভুগ্ন অর্থাৎ কোলকুঁজো, পূর্ব্বভাগ স্থূল ও গুরুভারযুক্ত, সম্মুখভাগ তীক্ষ্ণ, ব্যাস পাঁচ অঙ্গুলি ও বর্ণ কাল। ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্ত্তিত করা যায়। দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

লঘিমন্ (পুং) লঘোর্ভাবঃ লঘু (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। ১ লঘুত্ব। ২ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ। সাধনা দ্বারা এই ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে।

"ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পদ্‌ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ।"
(পাতঞ্জলদ° বিভূতিপা° ৪৬)

যোগিগণ সংযম সিদ্ধিদ্বারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত জয় করিতে পারিলে তাহাদিগের অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। লঘুত্বকে লঘিমা বলে, যে ব্যক্তির লঘিমা শক্তির সিদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি তূলার ন্যায় লঘু হইতে পারে এবং তাহার জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে। ৩ অবহুমতত্ব। ৪ হ্রস্বত্ব।

"অগ্রে লঘিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীয়তে নহি মহিম্না।
বামন ইতি ত্রিবিক্রমমভিদধতি দশাবতারবিদঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৬০)

লঘিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘুঃ, লঘু-ইষ্ঠ। অতিশয় লঘুত্বযুক্ত। ব্যাকরণোক্ত শ্লেষাত্মক প্রয়োগভেদ। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনে সীতা ও রাবণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে সপ্তমাক্ষর বর্জ্জন দ্বারা "দশবদনগ্লানি" "স্নাতা যুধি" ও "উচ্চৈঃ পদম্" শব্দে লঘুত্বের মাত্রা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

লঘিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অঙ্কবিশেষ (Least Common multiple)।

লঘীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘুঃ লঘু-ঈয়সুন্। অতিশয় লঘুত্বযুক্ত।

"ন বৈ সমৃদ্ধিং পালয়তে লঘীয়ান্
যস্মাৎ সমানেষ্যতি রাজপুত্রি।" (ভারত ২। ৬২। ১৪)

লঘু (ক্লী) লঙ্ঘ্যতেঽনেনেতি লঙ্ঘ (লঙ্ঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ১। ৩০) ইতি কু, ধাতোর্নলোপশ্চ। ১ শীঘ্র। ২ কৃষ্ণাগুরু। (মেদিনী) ৩ লামজ্জক। (রাজনি°) ৩ হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যানক্ষত্র, এই তিনটী নক্ষত্র লঘুগণ।

"লঘুহস্তাশ্বিনপুষ্যাঃ পণ্যরতিজ্ঞানভূষণকলাসু।" (বৃহৎস° ৯৮। ৯)

৪ কাল পরিমাণ বিশেষ। পঞ্চদশক্ষণ পরিমাণ কালকে লঘু কহে। পঞ্চকাষ্ঠা পরিমাণ কালে একক্ষণ হয়।

"ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘুতা দশ পঞ্চ চ।

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ॥" (ভাগ° ৩।১১।৭)

(পুং) ৫ প্রাণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের নিয়মানুসারে দ্বাদশ মাত্রার প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণায়াম কহে। ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিনই হইবে।

"লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতঃ।

তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ্ব মে॥

লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ।

ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ২৯। ১৩-১৪)

(ত্রি) ৬ অগুরু, গুরুত্বহীন।

"তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ ভিক্ষুকঃ।

ন নীতো বায়ুনা কস্মাদর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া॥" (উদ্ভট)

৭ মনোজ্ঞ। ৮ ইষ্ট। ৯ নিঃসার। (মেদিনী)

"শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।

মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্॥" (রঘু ১২। ৬৬)

১০ ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা, অ, ই, উ, ঋ, ৯কার এই সকল বর্ণ লঘু। "হ্রস্বো লঘুঃ দীর্ঘো গুরুঃ" সংযোগের পূর্ব্বে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ১১ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে 'ন' এই শব্দ থাকিলে তিনটী লঘু, 'ভ' শব্দে আদিগুরু এবং শেষ দুটী লঘু, 'য' শব্দে আদি লঘু, 'জ' আদি ও শেষ লঘু, 'র' লঘু, 'স' প্রথম দুইটী লঘু 'ত' শেষ লঘু 'ল' একটী মাত্র লঘু বুঝাইয়া থাকে।

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।

জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তে কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ॥

গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।" (ছন্দোম°)

১২ রোগমুক্ত। (রাজনি°) রোগ শরীর হইতে মুক্ত হইলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বায়ু ও অগ্নিগুণবহুল। (সুশ্রুত) ১৪ আকাশগুণভূয়িষ্ঠ। (স্ত্রী) ১৫ পৃক্কা নামক ঔষধি। পিড়িংশাক। (মেদিনী)

লঘু আচার্য্য, ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র বা ত্রিপুরাস্তোত্র, দেবীস্তোত্র ও লঘুস্তবপ্রণেতা। লঘুপণ্ডিত নামেও প্রসিদ্ধ।

লঘুকঙ্কোল (পুং) বৃক্ষভেদ (Pimenta Acris)

লঘুকণ (পুং) শুক্লজীরক। (বৈদ্যকনি°)

লঘুকণ্টকী (স্ত্রী) লজ্জালু, লজ্জাবতীলতা (Mimosa pudica)।

লঘুকর্কন্ধু (পুং) ভূমিবদর, মেটেকুল (Zizyphus)। (বৈদ্যকনি°)

লঘুকর্ণী (স্ত্রী) মূর্ব্বা, মূর্গা। (বৈদ্যকনি°) মরাঠী-মোরবেল।

লঘুকায় (পুং) লঘুঃ কায়ো যস্য। ১ ছাগ। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রশরীর।

লঘুকাশ্মর্য্য (পুং) লঘুঃ কাশ্মর্য্যঃ। কট্ফলবৃক্ষ। (রাজনি°)

লঘুকৌমুদী (স্ত্রী) বরদরাজকৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রন্থ।

লঘুক্রম (ত্রি) দ্রুতগমন। (অব্য) দ্রুতপাদবিক্ষেপে।

লঘুক্রিয়া (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কার্য্য।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে।

দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"

লঘুখট্টিকা (স্ত্রী) লঘুখট্টিকা। ক্ষুদ্র খট্টা, পর্য্যায়—আসন্দী।

লঘুখর্ত্তর (ক্লী) প্রাচীন বংশভেদ। খরতর গচ্ছ। [জৈনশব্দ দেখ]

লঘুগঙ্গাধর (পুং) উদরাময় রোগে প্রযোজ্য চূর্ণক (ঔষধ) ভেদ।

লঘুগণ (পুং) লঘুর্গণঃ। অশ্বিনী, পুষ্যা ও হস্তানক্ষত্র।

"উগ্রঃ পূর্ব্বমঘান্তকাগ্রুবগণস্ত্রিণ্যুত্তরাণি স্বভূ-

র্ব্বাতাদিত্যহরিত্রয়ং চরগণঃ পুষ্যাশ্বিহস্তা লঘুঃ॥" (দীপিকা)

লঘুগর্গ (পুং) লঘুর্গর্গ ইব। ত্রিকণ্টকমৎস্য, গর্গর মৎস্য, চলিত গাঁগড়া মাছ। (হারাবলী)

লঘুগোধূম (পুং) হ্রস্বগোধূম, ছোট গম। গুণ—স্নিগ্ধ, শুক্র, বৃষ্য, কফঘ্ন, আমদোষকর, মধুর, বীর্য্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি°)

লঘুচন্দন (ক্লী) কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

লঘুচিত্ত (ত্রি) লঘু চিত্তং যস্য। ক্ষুদ্রচিত্ত, দুর্ব্বলচিত্ত।

লঘুচিত্ততা (স্ত্রী) চঞ্চলমনার ভাব ধর্ম্ম। চিত্তের স্থৈর্য্যহীনতা।

লঘুচিন্তামণিরস (ত্রি) রসৌষধ বিশেষ।

লঘুচির্ভিটা (স্ত্রী) লঘুশ্চির্ভিটা। মৃগের্বারু, ছোট কাকুর (Colocynth)।

লঘুচেতস্ (ত্রি) লঘু চেতো যস্য। ক্ষুদ্রচিত্ত, নীচাশয়।

লঘুচ্ছদা (স্ত্রী) মহাশতাবরী। (বৈদ্যকনি°)

লঘুচ্ছেদ্য (ত্রি) সহজে যাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়।

লঘুজঙ্গল (পুং) লাবকপক্ষী। (ত্রিকা°)

লঘুতর (ত্রি) অতিলঘু, চলিত হাল্‌কা।

লঘুতা (স্ত্রী) লঘু-ভাবে তল্-টাপ্। লঘুত্ব, হীনতা, ক্ষুদ্রত্ব, অল্পত্ব, লঘুর ভাব বা ধর্ম্ম।

লঘুদন্তী (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা দন্তী। ক্ষুদ্রদন্তীবৃক্ষ। ছোট দন্তী। (ভাবপ্র°) [দন্তী দেখ।]

লঘুদুন্দুভি (পুং) লঘুর্দুন্দুভিঃ। বাদ্যভেদ, দ্রগড়বাদ্য। (শব্দরত্না°)

লঘুদ্রাক্ষা (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা দ্রাক্ষা। কাকলীদ্রাক্ষা। (রাজনি°) কিস্‌মিস্।

লঘুদ্বারবতী (স্ত্রী) বর্ত্তমান দ্বারবতী নগরী।

লঘুনাভমণ্ডল (ক্লী) মণ্ডলাত্মক চক্রভেদ।

লঘুনামন্ (ক্লী) লঘু লঘুবর্ণযুক্তং নাম যস্য। অগুরু। (শব্দচ°)

লঘুনারায়ণোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

লঘুপঞ্চমূল (ক্লী) লঘু ক্ষুদ্রং পঞ্চমূলং। ক্ষুদ্রপঞ্চমূলপাচন, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই ৫টী লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন—লঘু, স্বাদু, বলকর, পিত্তানিলনাশক, নাত্যুষ্ণ, বৃংহণ, গ্রাহক, জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র০)

লঘুপণ্ডিত (পুং) একজন নৈয়ায়িক। ইনি লঘুপণ্ডিতীয় নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। [লঘু আচার্য্য দেখ।]

লঘুপতনক (পুং) ১ দ্রুত পতনশীল। ২ হিতোপদেশোক্ত কাক।

লঘুপত্রক (পুং) লঘূনি পত্রাণি যস্য কপ্। রোচনী, গুণ্ডা-রোচনী। (শব্দচ০)

লঘুপত্রফলা (স্ত্রী) লঘু উদুম্বরিকা। (রাজনি০)

লঘুপত্রী (স্ত্রী) লঘূনি পত্রাণি যস্যাঃ ঙীষ্। অশ্বত্থবৃক্ষ। (রাজনি০)

লঘুপরাশর (পুং) স্মৃতিশাস্ত্রভেদ।

লঘুপর্ণী (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বা। ২ শতমূলী। (রাজনি০)

লঘুপাক (পুং) লঘুঃ পাকঃ যস্য। পাকে লঘু, যাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে।

লঘুপাকিন্ (ত্রি) চীনাধান্য, চিনে ধান। (পর্য্যায়মু০)

লঘুপাতিন্ (ত্রি) ১ শীঘ্র পতনশীল। ২ কাক।

লঘুপাণ্ডুরপুষ্পক (পুং) দ্বীপান্তর খর্জ্জুরিকা। (বৈদ্যকনি০)

লঘুপিচ্ছিল (পুং) লঘুঃ পিচ্ছিলঃ। ভূকর্ব্বুদারক, কাঞ্চনগাছ।

লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্ত্যকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

লঘুপুষ্প (পুং) লঘূনি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যস্য। ভূমিকদম্ব। (রাজনি০)

লঘুপ্রযত্ন (ত্রি) অল্পচেষ্টা আলস্যপ্রিয় বা কুঁড়ে।

লঘুফল (পুং) লঘু উদুম্বর, ছোট ডুমুর। (বৈদ্যকনি০)

লঘুবদর (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো বদরঃ। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল। পর্য্যায়—সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, দুস্পর্শ, মধুর, দরহার, শিথিপ্রিয়। পক্কফলগুণ—মধুরাম্ল, কফবাতনাশক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, ঈষৎ পিত্তার্ত্তি, দাহ ও শোষনাশক। (রাজনি০)

লঘুবদরী (স্ত্রী) ভূবদরী। (রাজনি০)

লঘুবুদ্ধপুরাণ (ক্লী) ললিতবিস্তর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লঘুব্যাস, বৃত্তিবল্লভ নাটক-রচয়িতা।

লঘুব্রাহ্মী (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মী। ক্ষুদ্রব্রাহ্মী। পর্য্যায় জলোদ্ভবা, সূক্ষ্মপত্রা। (রাজনি০)

লঘুভণ্টী (স্ত্রী) চিঞ্চোটক, চলিত চেঁচকো। (বৈদ্যকনি০)

লঘুভব (পুং) ১ নিম্নপদ। ২ নিকৃষ্ট জন্ম।

লঘুভাগবত (ক্লী) ভাগবতপুরাণের একখানি চূর্ণক।

লঘুভাব (পুং) ১ হাল্কা। ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য।

লঘুভুজ্ (ত্রি) লঘু লঘুপাকদ্রব্যং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ লঘুপাকদ্রব্য ভোজনকারী। ২ অল্পভোজী।

লঘুভোজন (ক্লী) যাহা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য আহার।

লঘুমন্থ (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো মন্থঃ। ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ, চলিত ছোট গনিয়ারি (Premna spinosa)। (রাজনি০)

লঘুমাংস (পুং) লঘু স্বল্পং মাংসং যস্য। (রাজনি০) তিত্তির-পক্ষী। (ত্রিকা০)

লঘুমাংসী (স্ত্রী) গন্ধমাংসী, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি০)

লঘুমূত্র (ক্লী) বীজগণিতোক্ত অঙ্কবিশেষ (The lesser root of an equation)। ২ যাহার আরম্ভ প্রাঞ্জল।

লঘুমূলক (ক্লী) লঘু মূলং যস্য কপ্। হ্রস্বমূলক, নেপালমূলক।

লঘুযম (পুং) যমোক্ত স্মৃতিবিশেষ।

লঘুরাশি (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত।

লঘুলতা (স্ত্রী) ১ কারবেল্লক, উচ্চে গাছ। ২ অনন্তা, অনন্তমূল। (বৈদ্যকনি০)

লঘুলয় (ক্লী) লঘু শীঘ্রং লীয়তে ইতি লী-অচ্। ১ বীরণ মূল। (অমর) ২ পীতোশীর। (বৈদ্যকনি০)

লঘুবাসস (ত্রি) পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্মবাসপরিধানকারী।

লঘুবিক্রম (পুং) দ্রুত গমন।

লঘুবিষ্ণু (পুং) বিষ্ণু-কথিত স্মৃতি বিশেষ।

লঘুবৃত্তি (ত্রি) নীচ কার্য্যাবলম্বী। নিকৃষ্ট জীবনবৃত্তি।

লঘুবেধিন্ (ত্রি) শীঘ্র বেধকারী। বেধকার্য্যে সুনিপুণ।

লঘুশমী (স্ত্রী) শমীবৃক্ষভেদ।

লঘুশঙ্খ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, ছোটশাঁক। (বৈদ্যকনি০)

লঘুশান্তিপুরাণ, ক্ষুদ্র উপপুরাণভেদ।

লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

লঘুশিখরতাল (পুং) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ।

লঘুসত্ত্ব (ত্রি) লঘুপ্রকৃতিক। লঘুচিত্ত।

লঘুসদাফলা (স্ত্রী) লঘু সদা ফলং যস্যাঃ সা লঘুসদাফলা। লঘুদুম্বরিকা, ছোট ডুমুর। (রাজনি০)

লঘুসার (ত্রি) লঘুঃ অল্পঃ সারো যস্য। অল্পসারযুক্ত।

লঘুসুদর্শন (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত চূর্ণৌষধভেদ।

লঘুস্থানতা (স্ত্রী) চঞ্চলতা। যাহারা একস্থানে অধিক সময় থাকিতে পারে না।

লঘুহস্ত (পুং) লঘুঃ ক্ষিপ্রকারী হস্তো যস্য। শীঘ্রবেধী, যিনি অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন।

"ভূয়ঃ খড়্গপ্রহারেণ লঘুহস্তো দ্বিধাকরোৎ॥"

(কথাসরিৎসা০ ৪২।১৩৩)

লঘুহস্ততা (স্ত্রী) লঘুহস্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লঘুহস্তত্ব, লঘুহস্তের ভাব, ধর্ম্ম বা কার্য্য। শীঘ্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্রকারিতা।

লঘুহস্তবৎ (ত্রি) লঘুহস্ত সদৃশ। ক্ষিপ্রকারী।

লঘুহারিত, হারিত ঋষি-প্রবর্ত্তিত স্মৃতিশাস্ত্রভেদ।

লঘুহৃদয় (ত্রি) চঞ্চল চিত্ত। অস্থির মতি।

লঘুহেমদুগ্ধা (স্ত্রী) লঘুর্হেমদুগ্ধা। লঘুদুম্বরিকা, ছোট-ডুমুর। (রাজনি°)

লঘূকরণ (ক্লী) ১ হালকা করণ, কমান। ২ গণিতোক্ত অঙ্ক-বিশেষ।

লঘূক্তি (স্ত্রী) লঘুঃ উক্তিঃ। লঘুকথন, অল্পকথন।

লঘূত্থানতা (ত্রি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ। ২ উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন (Good-health)। (দিব্যা° ১৫৬।১৩)

লঘূদুম্বরিকা (স্ত্রী) ছোট ডুমুর। (রাজনি°)

লঘ্বগুরু (ক্লী) অগুরুভেদ।

লঘ্বত্রি (পুং) অত্রিঋষি-প্রবর্ত্তিত স্মৃতিভেদ।

লঘ্বাদ্যুড়ুম্বরাহ্বা (স্ত্রী) লঘু উড়ুম্বরিকা, ছোট ডুমুর।

লঘ্বানন্দ (ত্রি) লঘুঃ আনন্দো যস্য। ১ অল্প আনন্দযুক্ত। (পুং) ২ অল্প-আনন্দ।

লঘ্বানন্দরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ, সোহাগা চারিভাগ, ভৃঙ্গরাজ ও অম্লবেতসের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান পাণের রস। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, অরুচি, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর ও বাতশ্লেষ্মরোগ আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুরোগাধি°)

২ বাতব্যাধি রোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, সোহাগা চারিভাগ, ভৃঙ্গরাজ ও দাড়িমের রসে প্রত্যেকটী পাঁচ বার ভাবনা দিয়া দাড়িমের কাথে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান দোষ অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ-সেবনে ভ্রম ও দাহের সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধি°)

লঘ্বার্য্যসিদ্ধান্ত (পুং) আর্য্যসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

লঘ্বাশিন্ (ত্রি) লঘু অল্পং লঘুপাকং দ্রব্যং বা অশ্নাতি অশ-ণিনি। লঘুভোজী, অল্পভোজী, যাহারা লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করে।

লঘ্বাহার (ত্রি) লঘুঃ আহারঃ যস্য। লঘুভোজী, যিনি অল্প আহার করেন। (পুং) ২ লঘু ভোজন।

লঘ্বী (স্ত্রী) লঘু-ঙীপ্। ১ লাঘবযুক্তা, অতি ক্ষুদ্রা। ২ স্যন্দনভেদ। ৩ পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৪ হস্তিকোলী।

লঙ্ক (পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (পাণিনি ৪।১।৯৯)

লঙ্কক, মঙ্খের ভ্রাতা। পূর্ণ নাম অলঙ্কার। (শ্রীকণ্ঠচরিত)

লঙ্কটঙ্কটা (স্ত্রী) ১ সুকেশ রাক্ষসের মাতা ও বিদ্যুৎকেশের কন্যা। (রামায়ণ ৭।৪।২৩) ২ সন্ধ্যার কন্যা।

লঙ্কা (স্ত্রী) রমন্তেঽস্যামিতি রম্ বাহুলকাৎ কঃ রস্য লঙ্কং (উণ্ ৩।৪০) টাপ্। রক্ষঃপুরী, রাবণের রাজ্য।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে এই লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত।

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণা, এই পুরীর প্রাকার সকল সুবর্ণনির্ম্মিত। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট-নামে একটী পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের শিখরে মধ্যম সমুদ্র সমীপে ত্বষ্টা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্য এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে সমর্থ নহে। রাক্ষসগণ সুখে এই পুরীতে বাস করিত। রাক্ষসেরা অমরাবতী সদৃশ এই লঙ্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক দুরাধর্ষ হইয়াছিল।

"ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমাম্বুধিসন্নিধৌ।
পতত্রিভিশ্চ দুষ্প্রাপাং টঙ্কচ্ছিন্নাং চতুর্দ্দিশম্॥
শক্রার্থং মৎকৃতা পূর্ব্বং প্রযত্নাৎ বহুবৎসরৈঃ।
বসন্তু তত্র দুর্দ্ধর্ষাঃ সুখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥
লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ।
দুরাধর্ষা ভবিষ্যন্তি রাক্ষসৈর্বাহুভির্বৃতাঃ॥"

(অগ্নিপু° কপিলদর্শন নামাধ্যায়)

রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট নামে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরে অমরাবতীর ন্যায় বিশালা লঙ্কানামে একটী পুরী আছে। ঐ রমণীয়া পুরী হেমময় প্রাকার ও পরিখায় পরিবৃত এবং তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদুর্য্য-মণিদ্বারা রচিত ও সকল স্থান যন্ত্রসমূহে সুসজ্জিত। রাক্ষস-দিগের বাসের জন্য বিশ্বকর্ম্মা অতি যত্নসহকারে এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। রাক্ষসগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসগণ এই পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই পুরী রাক্ষসশূন্য অবস্থায় থাকে।

পরে কুবের বিশ্রবার আদেশে লঙ্কাপুরীর অধীশ্বর হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরে রাবণ যখন তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল এবং জানিতে পারিল যে, লঙ্কাপুরী আমাদের পূর্ব্বপিতৃপুরুষের নিবাসভূমি। তখন রাবণ

এই পুরী ছাড়িয়া দিবার জন্য কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে ঐ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইলে রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হন। (রামায়ণ উত্তরকা০)

[রাবণ দেখ।]

'উপনিবেশ' শব্দে লঙ্কার বর্ত্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার জন্য 'যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র কপিসৈন্য 'সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্ত্তমান নাম কি? সেই লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নে যথাসম্ভব প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ;—

বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

"সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।"

মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লো°।

"লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা॥ ২০
ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ॥" ২৭

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন ভাগবত ৫।১৯।৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪।১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে—মলয় পর্ব্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ড্যনগর, এই নগরের পুরদ্বার সুবর্ণনির্ম্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্যনিবেশিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতযোজন-বিস্তৃত অতিশয় প্রভাযুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে।

যথা—

* * মলয়স্য মহৌজসঃ॥
দ্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা॥
তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।
সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপধারিণী॥
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।
ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্॥
যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।
ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্॥
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।
চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্ব্বতোত্তমঃ॥
জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ অবগাঢ়ো মহার্ণবম্।
দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ॥
তত্র সর্ব্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ।
তে হি দেশাস্তু বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ। ১৫—২৫ শ্লোঃ।

মলয় পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্ব্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাদ্রি বলে। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro.p.48) তাম্রপর্ণী নদী তিনবেল্লী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ড্যনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক ভৌগোলিকগণ 'কোলকে' ও 'কোএল' এবং নিকটস্থ সাগরকে কোলকিকস্ * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত। ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্ত্তমান মহিন্তল পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্রপর্ণী নদী-প্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাবিদ্‌গণ বলেন, পাণ্ড্যনগর মুক্তা আহরণ জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজসূয়-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসঙ্ঘাস্তথৈব চ।
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্॥"

সভাপর্ব্ব ৫১। ৩৬।

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনূমানাদি বানরগণ সীতান্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব পর্ব্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ঋক্ষবিল। ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী। বানরগণ এইস্থানে আসিয়া ক্লান্ত ও পথভ্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্ব্বে সুগ্রীবের নিকট শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্ব্বতের পরে, সমুদ্রের পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ ; কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা পূর্ব্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে

* কোলকিকস্ সাগরের বর্ত্তমান নাম মান্নার উপসাগর। (Lassen.)

করিতে এই ভয়ঙ্কর গহ্বর মধ্যে এক যোজন গমনের পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্য্য মণি ও পদ্মিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত রহিয়াছে, রজত ও কাঞ্চননির্ম্মিত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মুক্তা-জালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রজতনির্ম্মিত গৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি।) তাহারা অনতিদূরে একজন তপস্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল,—

"ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ।
তেনেদং নির্ম্মিতং সর্ব্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্॥
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্ম্মা বভূব হ।
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে॥
পিতামহাদ্বরং লেভে সর্ব্বমৌশনসং ধনম্।
বিধায় সর্ব্বং বলবান্ সর্ব্বকামেশ্বরস্তদা॥
উবাস সুখিতং কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে।
তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্॥
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ।
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্॥"

কিষ্কিন্ধ্যা ৫১ সঃ। ১০—১৫ শ্লো।

মহাতেজা মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে দানবদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপ ঔশনস-রচিত সর্ব্বপ্রকার শিল্পশাস্ত্র লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও স্বস্পৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ে হেমা নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি বিভাগের নাম ময়। বর্ত্তমান আদমশৃঙ্গ বা শ্রীপাদশৈল ও তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (Tennent's Ceylon, Vol. I. p. 337 n.) যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ এক দ্বীপের পর্য্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বঙ্গরাজকুমার বিজয়-সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম 'সিংহল' হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে যে এই স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া তাম্রপর্ণ (সিংহল) ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়।

রাম কপিসৈন্য সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর নল ১০০ যোজন পরিমিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাভূমি ১০০ যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ।

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরদ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান আদম্স্ ব্রিজকেই কেহ কেহ নল-নির্ম্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান আদমসব্রিজকে আমরা নলসেতুর নিদর্শন বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থান সেই নলসেতুর প্রস্তরখণ্ড বলিয়া অনেকে মনে করেন, সে গুলি সমুদ্রস্রোতে স্তূপীকৃত বালি অথবা বেলেপাথর (Sandstone) মাত্র। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিতান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। (Ouden Nieuw Oost Indien, Ch. XV. P. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বচ্ছসলিল মধ্যে বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ ঐ খণ্ড সকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলাভূমি ১০০ যোজন নহে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। ঐ মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্তু ঐ সময়ে (খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে) প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং সিংহল-দ্বীপে গমন করেন। তিনি সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতকে লোকে লঙ্কা বলে। সেখানে যক্ষ প্রভৃতি বাস করে।" সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, হিউএন্‌সিয়াংএর সময়েও সিংহল-দ্বীপকে কেহ কেহ লঙ্কাদ্বীপ বলিত না। সিংহল-দ্বীপের সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব্বে লঙ্কা নামে একটি সামান্য পর্ব্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। সিংহলে লঙ্কা-পাহাড় আছে শুনিয়াই কেহ যদি সিংহলকেই লঙ্কা বলিতে চান, তাহা হইলে অনেকে কাশ্মীরের অন্তর্গত লঙ্কা দ্বীপকে অনায়াসেই রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন।* কেবল একটি নামের মিল পাইলে প্রাচীন জনপদাদির অবস্থিতি নিরূপিত হইতে পারে

* J. A. S. Bengal. Vol. XXXV. pt. i. p. iii,

না। সেই সেই স্থানের ভূতত্ব, চতুঃসীমা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট স্থানাদির ভূতত্বাদির সৌসাদৃশ্য হইলে তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদাদির কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা লঙ্কা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। এখন দেখা যাউক, কোন স্থানকে আমরা লঙ্কা বলিতে পারি।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

"ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্।
দক্ষিণস্তোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুধিসন্নিধৌ।
পতত্রিভিশ্চ দুষ্প্রাপাং টঙ্কচ্ছিন্নাং চতুর্দ্দিশম্॥
শক্রার্থং মৎকৃতা পূর্ব্বং প্রযত্নাদ্বহুবৎসরৈঃ।
বসন্তু তত্র দুর্দ্ধর্ষাঃ সুখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥"

দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের মধ্যম শিখরে সাগরের নিকটে ৩০ যোজন-বিস্তীর্ণা স্বর্ণ-প্রাকার ও তোরণাদিশোভিত লঙ্কাপুরী। এই পুরী পক্ষি-দিগেরও দুর্গম। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া বহুযত্নে আমার (বিশ্বকর্ম্মা) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ! সেই স্থানে সুখে বাস কর।

রামায়ণেও লিখিত আছে,—

"দক্ষিণস্তোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥ ২২
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরাঃ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে॥ ২৩
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দ্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা॥ ২৪
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্ম্মিতা॥" ২৫

(উত্তরকাণ্ড ৫ম সর্গ।)

হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্ব্বত এবং তাহার মত আর একটি সুবেল নামক পর্ব্বত আছে। সেই শৈলের মধ্যম শিখর মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাষাণ সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা পক্ষীদিগেরও দুর্গম। আমি (বিশ্বকর্ম্মা) সেই শিখরে ইন্দ্রের আদেশে লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়াছি, ঐ নগরী ত্রিশযোজনবিস্তৃত, একশত যোজন আয়ত, স্বর্ণপ্রাকার-শোভিত এবং হেমময় তোরণে পরিবৃত।

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,—

"শিখরস্তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্।
সমন্তাৎ পুষ্পসংচ্ছন্নং মহারজতসন্নিভম্॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা॥
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ॥
সকাঞ্চনেন শালেন রাজতেন চ শোভতে।
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা॥"

(লঙ্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকূট পর্ব্বত পুষ্পসমাচ্ছন্ন হওয়ায় সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে সেই গিরি শতযোজন বিস্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখে রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী। সেই লঙ্কাপুরী দশযোজন বিস্তী এবং বিংশতিযোজন আয়ত। সেই নগরী পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃ সুবর্ণ ও রজত প্রাসাদ এবং বিমানসমূহে বিভূষিত।

রামায়ণের মতে লঙ্কায় নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্ জন্মে—

"চম্পকাশোকবকুলশালতালসমাকুলা।
তমালপনসচ্ছন্না নাগমালা-সমাবৃতা॥
হিন্তালৈরর্জ্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ॥"

(লঙ্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগ কেশর, হিন্তাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার পাটল।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ
স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥
যথোজ্জয়িন্যাঃ কুচতুর্থভাগে
প্রাচ্যাং দিশি স্যাদ্ যমকোটিরেব।
ততশ্চ পশ্চায় ভবেদবন্তী
লঙ্কৈব তস্যাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্॥"

গোলাধ্যায় ৩।৪৪—৪৬।

যখন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অং পূর্ব্বে) যমকোটিতে মধ্যাহ্ন, সিদ্ধপুরে সূর্য্যোস্ত এবং রোমকপত্তনে দ্বিপ্রহর রাত্রিকাল। যমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্ব্বে নব্বই অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটির ঠিক পশ্চিমে উজ্জয়িনী পশ্চিমে নয়।

স্কন্দপুরাণের কুমারিকা-খণ্ডের মতে লঙ্কাদেশে ৩৬০০০ গ্রাম আছে।

"ষট্ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি লঙ্কাদেশঃ প্রকীর্ত্তিত।"

(কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়)

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—"লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর।"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ৩৯)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—যবদ্বীপের পর মলয়দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী।

"তথাচ মলয়দ্বীপং মেরুমেব সুসংস্কৃতম্।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরঃ কমলস্য চ॥
অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসানুদরীগৃহে।
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে॥
নির্য্যূহবহুবিচিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী।
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্যোজনমায়তা॥
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী।
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদ্দেববিদ্বিষাম্॥"

(ব্রহ্মাণ্ডে অনুষঙ্গপাদে ৫৩ অঃ।)

সাধারণে লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া থাকেন। রামায়ণে এক-স্থানে লিখিত আছে,—

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্॥" কিঃ ৪০।৩০

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে, যবদ্বীপের কাছেই সুবর্ণ ও রূপ্যকদ্বীপ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে,—

"অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥ ১৪
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ॥ ৪১॥
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ।"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮ অঃ)

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইতেছে না।

যবদ্বীপকে এখন সকলে "যাবা" বলিয়া থাকেন। ভারতমহা-সাগরে এই দ্বীপটীর অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে যবদ্বীপের নিকটেই যে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে, লঙ্কাপুরী মলয়দ্বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব্ব-উপ-দ্বীপের অন্তর্গত শ্যামদেশের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মলয় প্রায়োদ্বীপ বলে, উহা যবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারা সুমাত্রা দ্বীপস্থ মেনঙ্কাবু নামক স্থানে পূর্ব্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদি-বাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহারা মলয় বলিত। *

এই মলয়জাতির ভাষা এখনও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। † ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে প্রায় এক ভাষা প্রচলিত থাকায় সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্ব্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াও কালক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অবস্থাভেদে নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাষী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখনও যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ফ্লোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদাকার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্যজাতি বাস করে, ‡ তাহাদের সকলকেই রক্ত § বলিয়া থাকে। তাহা-দের স্বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই নরান্তক নামে নামে একটী নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরান্তক¶ শব্দের বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দ্বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষ্মণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে।

যাহা হউক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে স্বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরী। রামায়ণের মতে, এই মলয়ের নাম সুবর্ণ-দ্বীপ, উহার বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা।

বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের সানুদেশে ও সমুদ্রের নিকটে 'সোনীলংক্কা' নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা "স্বর্ণলঙ্কা" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও

* Crawfurd's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2 গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersoneeus Area অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ বলিতেন।

† English Cyclopaedia, Vol. xi. p. 656.

‡ English Cyclopaedia (Geography), Vol. II. p. 1045 ; III, 704,

§ সংস্কৃত রক্ষঃশব্দের প্রাকৃত রূপ।

¶ নরান্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস। রাবণের একজন সেনাপতির নামও নরান্তক।

'লঙ্কা' বলে। এখনও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাঞ্চনগিরি (Golden Mt.) রহিয়াছে।* ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত 'লঙ্কাপুরী' অথবা 'সুবর্ণদ্বীপ' বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ফ্লোরিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার বুগী জাতিরা 'লঙ্কাই' সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্দ্বারাও লঙ্কার কতকটা স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমুদ্রগর্ভশায়ী হইয়াছে, প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের সেই অংশই সম্ভবতঃ 'লঙ্কাই' সাগর নামে পরিচিত হইয়াছে।

যদিও এই সুমাত্রাদ্বীপে হিন্দুজাতি এখনও বাস করেন না, যদিও হিন্দুনির্ম্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিংবা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলাভের আশায় এই স্থানে আগমন করিতেন।† সুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নানা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও হিন্দু-প্রাধান্যের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দু-প্রদত্ত সংস্কৃত নাম নগর ও নদীবিশেষে রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদিজন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠেও স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রা-দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপে অলকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১৯।১৪)

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ' নামে মলয়দ্বীপের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। "তথা কাঞ্চনপাদস্তু মলয়স্যাপরস্তু হি।" ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ

† রামের পর হইতে এই লঙ্কাদ্বীপে অনেকেই স্বর্ণলাভাশায় গমনাগমন করিতেন। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

"ভবিষ্যন্তি কলৌ কালে দরিদ্রা নৃপমানবাঃ।
তেঽত্র স্বর্ণস্য লোভেন দেবতাদর্শনায় চ ॥৪০
নিত্যকৈবাগমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা রক্ষঃকৃতং ভয়ম্।"৪১ নাগরখণ্ড ৯৯অঃ

রাম স্বর্গারোহণ করিলে পর তৎপুত্র কুশ লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও নাগরখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। [নাগরখণ্ড ১৮৮ অঃ ২০-৯২ শ্লোক দেখ]। এই সুমাত্রার পার্শ্বেই রূপৎ নামে একটি দ্বীপ আছে, উহা রামায়ণোক্ত রূপ্যক দ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

২ শাখা। ৩ শাকিনী। ৪ কুলটা। (মেদিনী) ৫ ধান্য-বিশেষ। পর্য্যায়—করালত্রিপুটা, কান্তিকা, রক্তশালিকা। ইহার গুণ—রুচিকর, শীতল, পিত্তনাশক, বাতকারক ও গুরু। (রাজনি॰)

লঙ্কা (দেশজ) কু-মরিচ। [লঙ্কামরিচ দেখ।]

লঙ্কাদাহিন্ (পুং) লঙ্কাং দহতি তচ্ছীলঃ দহ-ণিনি। হনুমান্।

লঙ্কাদ্বীপ, ভারত মহাসাগরস্থিত একটী দ্বীপ। রামায়ণোক্ত রাক্ষসপতি রাবণ এখানে রাজত্ব করিতেন। [লঙ্কা দেখ।]

লঙ্কাধিপতি (পুং) লঙ্কায়া অধিপতিঃ। রাবণ। (জটাধর)

লঙ্কানাথ, লঙ্কাদ্বীপের অধিপতি। রাক্ষসরাজ রাবণ। অর্ক-চিকিৎসা ও নিবন্ধসংগ্রহ নামক দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

লঙ্কাপিকা, লঙ্কায়িকা (স্ত্রী) পৃক্কা, চলিত পিড়িং শাক। (শব্দরত্না॰) লঙ্কোপিকা পাঠও পাওয়া যায়।

লঙ্কামরিচ, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ। ইহার ফল বা বীজকোষ 'লঙ্কা' নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্মীরের নিম্নতর শৈলমালা-সমূহে এবং চন্দ্রভাগা-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্ব্বতজাত লঙ্কা স্বভাবতঃই বেশী ঝাল হইয়া থাকে। কাশ্মীরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ৭ প্রকার লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য, গঠন ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালায়ও ৫টী বিভিন্ন জাতীয় লঙ্কা জন্মে। কিন্তু পার্ব্বতীয় লঙ্কার ন্যায় তাহা ঝাল হয় না। লঙ্কার আকৃতি প্রধানতঃ লম্বা, কতকগুলি চেপ্টা, চৌকা, বক্রাকার, তীক্ষ্ণমুখ, ছিদ্রিদ্রক, মসৃণগাত্র বা অমসৃণ গাত্রবিশিষ্ট, বর্ণ প্রায়ই লোহিত, তবে কোন কোন স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ যুক্তও দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহে লঙ্কামরিচ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মর্ত্তিশ, বাঙ্কক, লালমিরিচ, মরচা, মিরচ্, গাছমিরচ্; বাঙ্গালা—লালমরিচ, লঙ্কামরিচ, গাছমরিচ; ভোট—সুরু-ফমশা; কুমায়ুন—মাটিৎসা-বঙ্কর; কাশ্মীর—মির্ত্তজ্-আ-বঙ্গুন, মিরচ-বাঙ্গুম্; গুর্জ্জর—লালমিরিচ, মরচু; কচ্ছ—মিরচু; মরাঠী—মিরশিঙ্গা; তামিল—মিলগাই, মুলাগাই, মোর্ল্লঘে, মোল্লাগু; তেলগু—মিরপাকয়, মেরপুকাই; মলবার—কপু মোলেগু, কপ্পল-মেলক; কর্ণাটী—মেনসিনা-কায়ি; সংস্কৃত—মরিচফলম্; আরব—ফিল্ফিলে, অহমুর; পারস্য—ফিল্ফিলে-সুর্খ, পিল্পিলে-সুর্খ; সিঙ্গাপুর—মিরিশ, রত্ত-মিরিশ; ব্রহ্ম—নায়ু-শি, না-যোপ; ইংরাজী—Chilly. ফরাসী—*Poivre de Guinée*, poivre du Brésil,

d' Inde. এবং অন্যান্য রাজ্যে—Red pepper ও chilly বা Chilensis প্রভৃতি নামে পরিচিত।

উদ্ভিদতত্ত্বের Solanaceæ বিভাগের Capsicum শ্রেণীমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা লঙ্কাফলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার আস্বাদ ঝাল ও কটু। চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি যেরূপ খাদ্যাদির ঝাল-আস্বাদ বৃদ্ধি করিতে ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া যায়, সেইরূপ লঙ্কাও রন্ধনকালে ব্যঞ্জনাদিতে বাটুনা বা ফোড়ংরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বেশেতি মসলার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ভিদবিদ্‌গণের বিশ্বাস—লঙ্কা আমেরিকায় প্রথমে উৎপন্ন হইত। দক্ষিণআমেরিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লঙ্কা দেখা গিয়াছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে। ইহার উৎকট কটুত্ব দারুণ শীতের ন্যায় তীব্র বলিয়াও হয় ত Chill শব্দ হইতে Chilly নামকরণ হইয়া থাকিবে; কিন্তু অধিক সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমানীত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকালে লঙ্কা ও মহালঙ্কা নামে প্রচারিত ছিল। সেই লঙ্কাদ্বীপ হইতে উহা ভারতে আইসে বলিয়া উহা এখানে লঙ্কা নামেই খ্যাত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে Bontius চিলি ও ব্রেজিলদেশজাত লঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। (*Jac.* Bontii, Dial. V. p. 10.) ফরাশীরাজ্যে প্রচলিত লঙ্কার নামদৃষ্টে বোধ হয় যে, গিনি, ভারত ও ব্রেজিলই এককালে লঙ্কা উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোভ বোম্বাই প্রদেশে লঙ্কা উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। বিদেশজাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তিনি কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে গোয়া প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, তাহা সাধারণে গোয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে য়ুরোপে প্রথম লঙ্কার চাস হয়। তাঁহারা বলেন, উহার পরবর্ত্তিকালে ভারতে লঙ্কা আমদানী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ্ হইতে ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে ও পরে ভারতে আনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ মীমাংসা যুক্তি-সঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্দুগণ এক সময়ে সুমাত্রা, যব, বলি ও লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তী মহালঙ্কা-দ্বীপজাত 'লঙ্কা' নামক এই উদ্ভিজ্জ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল মরিচের ন্যায় কটু জানিয়া তৎকালীন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে উহাকে "মরিচ" জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন নহে দেখিয়া উহা তৎকালে অনাদৃত হইয়াছিল। তাই বৈদ্যকগ্রন্থে কুমারিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লঙ্কাদ্বীপজাত বলিয়া ইহা লঙ্কা বা লঙ্কামরিচ নামে পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার গুণ—কোপন, বিদাহী, অর্শবৃদ্ধিকর, অম্লকর, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ইত্যাদি। [মরিচ শব্দ দেখ।]

লঙ্কাচাসের জন্য মৃত্তিকায় বিশেষ সার দিবার আবশ্যক করে না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা সামান্য ভাবে সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে ঐ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে মেরুপৃষ্ঠাকারে মৃত্তিকারাশি উত্তোলিত করিয়া তাহাতে গাছগুলি রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীজ ছড়াইয়া গাছ উৎ-পাদন করা হইয়া থাকে। ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চারা বড় হইলে রোপণ করাই নিয়ম। চারাগুলি ১৷৷০ বা ২ হাত অন্তর পুঁতিয়া সেই ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জলসেক আবশ্যক এবং ক্ষেত্রে অপর কোন আগাছা না জন্মে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

উপরে লঙ্কার জাতিবিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে Red Pepper বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম *Capsicum annuum* এবং বাঙ্গালায় উহা লাল গাছমরিচ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটী জাতি *C. frutescens* ইহার ইংরাজী নাম Chilly, Goat pepper, Cayenne pepper, Spur pepper। এই জাতীয় লঙ্কার গাছগুলি ঝোপা ঝোপা এবং লঙ্কা উপরোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা গাছমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত; কিন্তু হিমালয় প্রদেশে "খর্সানি", মলয়ালমে "চবে লোম্বোক চীনা মরিচ ও লদামেরা", শিঙ্গাপুরে "বাস মিরিশ' নামে খ্যাত। দক্ষিণ আমেরিকা, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় লঙ্কা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের দেশে চীনে লঙ্কা বা সূর্য্যমুখী লঙ্কা বলিয়া খ্যাত। C. grossum শ্রেণীর লঙ্কা বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে কামরাঙ্গা লঙ্কা বা কাফ্রি লঙ্কা বলিয়া খ্যাত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকেরা এই জাতীয় লঙ্কার চাস করে না। কোন কোন উদ্যানে সখের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্যানপালক এই লঙ্কার গাছ রাখে। ইহার ফল-গুলি সিন্দূরের ন্যায় গাঢ় লোহিতবর্ণ, দেখিতে ঠিক রামবেগুণের মত। ঝালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাঁচা বা ব্যঞ্জনা-দিতে দিয়া খায় না। য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই অম্লের আচারে অথবা বীজ বাহির করিয়া অন্যান্য মসলা তন্মধ্যে পূরিয়া এই লঙ্কা ভিনি-গারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বাঙ্গালীরা "আম্‌তৈল" প্রভৃতি আচারে লঙ্কা ভিজাইয়া রাখে। C. minimum বা C. fas-tigiatum ধান্যের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হয় বলিয়া ধানীলঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বদরী ফল বা বটফলের ন্যায় লালবর্ণ ও গোলাকার আর এক প্রকার লঙ্কা দেখা যায়। উহাকে লোকে

বোঁচ ফলের নামানুসারে বুঁচিলঙ্কা বা কুলে লঙ্কা বলে। চন্দ্রমণি-লঙ্কা নামে ছোট লঙ্কার আর একটী শ্রেণী দেখা যায়।

কাচা, পাকা, শুক্না ও আচারে ভিজান সকল প্রকার লঙ্কাই লোকে খায়। ব্যঞ্জনাদির ঝাল ও আচারাদির গন্ধ বৃদ্ধি করিতে লঙ্কার ব্যবহার অধিক হয়। বাঙ্গালায় লঙ্কার কাথ হইতে ঝোলাগুড়ের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদ ঝাল। অম্লদ্রব্যজাত 'জাম'বা'জেলির' সহিত ইহা মিশাইয়া খাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লঙ্কাসেবনের যথেষ্ট সমাদর আছে। শুক্না লঙ্কা ঢেঁকিতে কুটিয়া ও জাঁতায় পিষিয়া পরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। কারি পাউডারের সঙ্গে এই লঙ্কাচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজজাতির লঙ্কাপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :—"Try a chili with it, Miss Sharpe,' said Joseph, really interested. 'A chili?' said Rebecca, gasping. 'Oh yes!' . . . 'How fresh and green they look,' she said, and put one into her mouth. It was hotter than the curry; flesh and blood could bear it no longer."—*Vanity Fair*, ch. iii.

বৈদ্যকগ্রন্থে লঙ্কা কু-মরিচ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দীপন, অগ্নিকর ও বলবর্দ্ধক। বেদনাযুক্ত স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে। আল্‌জিহ্বা বাড়িলে অথবা জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানদ্বয়ে লঙ্কা ঘসিয়া বা টিপিয়া ধরিলে উপকার দর্শে। সাময়িক বা দুষিত গলক্ষতরোগে লঙ্কাসিদ্ধ জলের কুলকুচা অথবা জিহ্বামূলে জল রাখিয়া কুলকুল্ করিলে বেদনার উপশম হয়। চিনি ও কতিলা সহযোগে লঙ্কার লোজেঞ্জস্ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গদোষ বিদূরিত হয়। গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোজেঞ্জ অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ানাশক ও গলগণ্ডনিবারক। কুকুরের কামড়ানি ক্ষতে ও সর্পদষ্ট স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষনাশ করে। মদাত্যয়রোগে (Delirium Tremens) ২০ গ্রেণমাত্রা সেবনে ফল দর্শে। গলক্ষতে একবোতল জলে ৪ ড্রাম লঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই জল লাগাইলে ক্ষতস্থান শুকাইয়া আইসে। পাঁচড়ায় নারিকেলতৈলে উত্তমরূপে লঙ্কা চোঁয়াইয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়। অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লঙ্কা ও শুঁট সমভাগে পেষণপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। বিসূচিকারোগগ্রস্ত রোগীকে অহিফেনমিশ্রিত লঙ্কার কাথের সহিত হিঙ্গুবীজ মিশাইয়া স্বল্প মাত্রায় খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে আরক্তজ্বরে (Scarlatina) এইরূপ একটা লঙ্কার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা আছে। চা খাইবার চামচের দুই চামচ লঙ্কাচূর্ণ ও দুই চামচ লবণ খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে এক পাইণ্ট (Pint) উত্তপ্ত জল ঢালিয়া দিবে। ঐ জল শীতল হইলে কার্পাসবস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে পুনরায় অর্দ্ধ পাইণ্ট মাত্রা ভিনিগার মিশাইয়া লইবে। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Bucholz ও Braconnot লঙ্কা (capsicum) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা Capsicin নামক একটী পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লঙ্কার সার বা কটুত্ব (acridity)। Capsiacinএর দানা বর্ণহীন $C_9 H_{14} O_2$; ৫৯° সেণ্টি° উত্তাপে গলিয়া যায় এবং ১১৫°C উত্তাপে উপিতে থাকে।

লঙ্কারি (পুং) রামচন্দ্র।

লঙ্কারিকা (স্ত্রী) পিড়িংশাক।

লঙ্কাবতার, সমস্তভদ্রকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থভেদ।

লঙ্কাশিজ, বৃক্ষভেদ (Euphorbia Tirucalli)।

লঙ্কাস্থায়িন্ (পুং) লঙ্কাবৎ তিষ্ঠতীতি স্থা-ণিনি। বৃক্ষবিশেষ, লঙ্কাসিজ। (শব্দচ°) লঙ্কায়াং তিষ্ঠতীতি। (ত্রি) ২ লঙ্কা-বাসী, যাহারা লঙ্কায় অবস্থান করে।

লঙ্কেশ (পুং) লঙ্কায়া ঈশঃ পতিঃ। রাবণ। (ত্রিকা°)

লঙ্কেশ্বর (পুং) ১ রাবণ। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, প্রাকৃত কাম-ধেনু ও শিবস্তুতি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়া প্রকাশ। [লঙ্কানাথ দেখ।] ২ লঙ্কাদ্বীপস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

লঙ্কেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, অভ্র, তাম্র, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজতু, অম্লবেতস এই সকল তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান—মধু ও ঘৃত। ইহা ভিন্ন ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, পাটলা, মূলা, কট্‌কী ও হরিদ্রাকাথ অনুপানেও সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধসেবনে কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্দ্রসারস° কুষ্ঠরোগাধি°)

লঙ্কেশবনারিকেতু (পুং) অর্জ্জুন। "লঙ্কেশস্ত বনারিঃ হনুমান্ স কেতুর্যস্ত সঃ" (ভারত ৪।১২।৯৪ শ্লোকে নীলকণ্ঠ)

লঙ্কোপিকা (স্ত্রী) পৃক্কা। (শব্দরত্না°)

লঙ্কোয়িকা (স্ত্রী) পৃক্কা। (শব্দরত্না°)

লঙ্খনী (স্ত্রী) অশ্বরশ্মির অংশভেদ।

লঙ্গ (পুং) লঙ্গতীতি লগ-গত্যৌ-অচ্। ১ সঙ্গ। ২ বিড়ৃপ, জার, উপপতি। (মেদিনী)

লঙ্গ (দেশজ) লবঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ লবঙ্গ।

লঙ্গক (পুং) উপপতি। জার।

লঙ্গতারাই, পার্ব্বত্য ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। ইহার প্রধান শৃঙ্গ ফেঙ্গপুই ২২৮১ এবং সিম্‌বাসিয়া ১৫৪৪ ফিট্ উচ্চ। [লকবাই দেখ।]

লঙ্গদত্ত, একজন প্রাচীন কবি।

লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুল্মভেদ (Lonicera quinquelocularis)। ২ স্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার অলঙ্কারভেদ, ইহা কর্ণে কিংবা নাসিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের ন্যায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লঙ্গর (পারসী) লৌহনির্ম্মিত বড়শীর ন্যায় বক্রাকার শলাকাভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আট্‌কাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়শীর ফলার ন্যায় দুইটী বা চারিটী বৃহদাকার বক্র শলাকা একত্র গাঁথা থাকে। এক একটী জাহাজের লঙ্গর ৫০।৬০ মণ পর্য্যন্ত ভারি হয়। ইহার এদেশে প্রচলিত নাম লোঙড়্ বা নোঙর।

লঙ্গরীন্, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ইউ-বোর নামক একজন সর্দ্দার এখানকার অধিকারী। চুণের কারবার জন্য এখানে যে চূণাপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার শুল্কগ্রহণই ইহার প্রধান রাজস্ব। ধান্য, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে কয়লার খনি আছে।

লঙ্গল (ক্লী) ১ লাঙ্গল। ২ লাঙ্গল নামক জনপদ।

লঙ্গাই, আসামের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী নদী। আসামসীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্ব্বগতিতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও লুসাইশৈলের মধ্য দিয়া এই জেলার মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাক নদীর কুশিয়ারা শাখায় মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উভয়কূলে জারুল (Lagerstrœmia Flos-Reginæ) ও নাগেশ্বর (Mesua ferrea) বৃক্ষের বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবর্মেন্টের হাতী ধরিবার খেদা আছে।

লঙ্গিম, লঙ্গিময় (ত্রি) সংযোগের উপযুক্ত।

লঙ্গুল (ক্লী) লাঙ্গূল। (উজ্জ্বল)

লঙ্গুলিয়া, দক্ষিণভারতের মধ্যপ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটী নদী। সংস্কৃত নাম লঙ্গল এবং তেলগু ভাষায় নাগুল নামে কথিত। গোণ্ডবামা পর্ব্বতের কালাণ্ডী নামক স্থানের নিকট হইতে উদ্ভূত তিনটী পার্ব্বত্য জলধারার সঙ্গম হইতে এই নদীর উৎপত্তি। অনন্তর দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন ও গঞ্জাম জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ২৪টী খিলানযুক্ত একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মিত আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া "গ্রেট্ ট্রাঙ্করোড্" নামক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকায় সেতুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই নদীর তীরে শিঙ্গাপুর, বিয়াদ, রায়গডড (রায়গড়), পার্ব্বতীপুর, পালকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর অবস্থিত। সালুর ও মকুবা নামক দুইটী শাখা নদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

লঙ্গুর, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত। অক্ষা° ২৯° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ পূঃ। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪০১ ফিট্ উচ্চ। এখানে জলসরবরাহের সুবিধা না থাকায় ঐ দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লঙ্ঘক (ত্রি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়মভঙ্গকারী। ৩ সীমাবহির্গামী।

লঙ্ঘন (ক্লী) লঙ্ঘ-ল্যুট্। উপবাস।

"জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥" (চক্রপাণি জ্বরাধি°)

নবজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন দিতে হয়। তাহা দ্বারা বাতপিত্ত কফের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বাতজজ্বরে; ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিতজ্বরে; ধাতুক্ষয়জনিতজ্বরে এবং রাজযক্ষ্মজনিতজ্বরে লঙ্ঘন বিধেয় নহে। যাহারা বায়ুপ্রধান, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত, শ্রমযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে।

লঙ্ঘনবিহিতজ্বরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অস্থিসন্ধিতে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উদ্গার, মোহ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই সম্যক্‌রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, ঘর্ম্মনির্গম, মুখ ও কণ্ঠপরিষ্কার, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা এবং বিশুদ্ধ উদ্গার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সুশ্রুত)

২ প্লবন, চলিত ডিঙ্গান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি লঙ্ঘন করিতে নাই।

"ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যাৎ মুখেন ন ধমেদ্বুধঃ॥"(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫অ°)

৩ অতিক্রম।

"ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাং।
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে॥" (ভারত ১।১৬৯।৩৬)

৪ অশ্বের গতিভেদ, অশ্বের প্লুত গতির নাম লঙ্ঘন।

'প্লুতস্ত লঙ্ঘনং পক্ষিমৃগগত্যনুহারকম্' (হেম)

৫ লাঘবকর বিধি। ৬ লঘুভোজন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৭ অবমাননা।

"অদ্যাপি স্ববংশস্ত লঙ্ঘনা ক্রিয়তে হি যা।
তাং নালং ক্ষত্রিয়ঃ সোঢ়ুং কিং পুনঃ পিতৃমারণম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৩৪।৩৩)

লঙ্ঘনক (ত্রি) ১ যদ্দ্বারা লঙ্ঘন করা যায়। ২ সেতু। (দিব্যা° ৩৪০।২২)

লঙ্ঘনীয় (ত্রি) লঙ্ঘ-অনীয়র্। লঙ্ঘনের যোগ্য, লঙ্ঘনার্হ, লঙ্ঘনের উপযুক্ত।

লঙ্ঘনীয়তা (স্ত্রী) লঙ্ঘনীয়-তল্-টাপ্। লঙ্ঘনীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, লঙ্ঘনীয়ত্ব, লঙ্ঘন।

লঙ্ঘালঙ্ঘি (দেশজ) ১ লাফালাফি। ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন। ৩ ঘুসোঘুসি।

লঙ্ঘিত (ত্রি) লঙ্ঘ-ক্ত। কৃতলঙ্ঘন, যিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন।

লঙ্ঘ্য (ত্রি) লঙ্ঘ-যৎ। লঙ্ঘনীয়।

লচ্ছ, লক্ষ, চিহ্ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লচ্ছতি। লিট্ ললচ্ছ। লুঙ্ অলচ্ছীৎ।

লছমন্ (হিন্দি) লক্ষ্মণ।

লছমনগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শীকর-সর্দার রাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্ত্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [লক্ষ্মণগড় দেখ।]

লছমনজি, খন্দভাষার একখানি ব্যাকরণপ্রণেতা।

লছমিচাঁদ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় একজন রাজা।

লছমিনারায়ণ, বারাণসীবাসী একজন ঐতিহাসিক। ইনি গুল্-এ-রাণা নামক এক তজকিরা প্রণয়ন করেন।

লছমিরাম, একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য সুরুর উপাধি লাভ করেন।

লছমিবাই, বরদারাজ মলহররাওর মহিষী। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার একটী পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

লছিমাদেবী, মিথিলার একজন রাজমহিষী। [লক্ষ্মীদেবী দেখ]

লজ, ১ ভর্ৎসনা। ২ দীপ্তি। ৩ লজ্জা। ৪ ভর্জ্জন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লজ্জার্থে অক° আত্মনে°। দীপ্ত্যর্থে অক°। লট্ লজতি। ইদিৎ লজি লঞ্জধাতু লঞ্জতি। লিট্ ললাজ, ইদিৎপক্ষে ললঞ্জ। লুঙ্ অলজীৎ, অলঞ্জীৎ।

লজ্জার্থে লট্—লজতে। লিট্ লেজে। লুট্ লজিতা। লুঙ্ অলজিষ্ট। সন্ লিলজিষতে। যঙ্ লালজ্যতে। যঙ্লুক্ লালক্তি। ণিচ্ লাজয়তি। লজ্জতে। ললজ্জে। লজ্জিতা। লজ্জিষ্যতে। অলজ্জিষ্ট। লজ-অদন্ত চুরাদি। ভাবণ। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লজয়তি। লজ্জ-ক্ত। লজ্জিত, লগ্ন।

লজকারিকা (স্ত্রী) লজং লজ্জাং করোতীব কৃ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। লজ্জালুলতা। (শব্দমালা)

লজর, পার্ব্বত্য জাতিভেদ। (দেশজ) নজর, দৃষ্টি।

লজবর্দ্দ, বদাকসানের অন্তর্গত একটী নগর।

লজ্জকা (স্ত্রী) ১ বনকার্পাসী Gossypium। ২ ব্রাহ্মণশ্রেণী ভেদ। (সহ্যা° ২।৫১৫)

লজ্জরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনি°)

লজ্জা (স্ত্রী) লজ্জনমিতি লসজ ব্রীড়নে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ্। অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ, ব্রীড়া, অশুচিত কর্ম্ম করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। চলিত লাজ, পর্য্যায়—মন্দাক্ষ, হ্রী, ত্রপা, ব্রীড়া, অপত্রপা, মন্দাস্য, লজ্যা, ব্রীড়, ব্রীড়ন। (শব্দরত্না°)

"লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্ব্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ॥"
(কুমারস° ১।৪৮)

২ লজ্জালু। (রাজনি°) ৩ বরাহক্রান্তা। (চক্রদ°)

লজ্জাকর (ত্রি) লজ্জাজনক।

লজ্জান্বিত (ত্রি) লজ্জয়া অন্বিতঃ। লজ্জাযুক্ত।

লজ্জাপ্রদ (ত্রি) লজ্জাদানকারী।

লজ্জালু (পুং স্ত্রী) লজ্জেবাস্য অস্তীত্যর্থে আলুঃ। স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ। (Mimosa pudica) লজ্জাবতীলতা। ভিন্নদেশীয় নাম—হিন্দী—লজালু, লজ্জাবতী; বাঙ্গালায়—লাজক, লাজুকীলতা, লজ্জাবতী; কুমায়ুন—লাজবান্তী; পঞ্জাব—লাজবন্তী; পস্ত—ঝান্দ; মরাঠী—লাজালু, লাজরি; গুর্জ্জর—লাজালু-ঋষামুনি; তামিল—তোতলবড়ি; তেলগু—পেঙ্গনিদ্রা-কণ্টী, অওপত্তি; কণাড়ী—মুত্তগুড়বরে; ব্রহ্ম—তকয়ুম্; সংস্কৃত—বারাহক্রান্তা, লজ্জালু; পর্য্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, সমঙ্গী, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অস্ত্ররোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জবিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, মহৌষধি।

ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশমাত্রেই, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে এই গাছ প্রভূত পরিমাণে জন্মে। তথায় রাস্তার উভয় পার্শ্বই সপুষ্প লজ্জাবতীর জঙ্গলে সমাবৃত দেখা যায়। যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাদ্ভাগে সমস্ত পত্রই অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

গুণ—কটু, শীতল, পিত্তাতিসার, শোফ, দাহ, শ্রম, শ্বাস,

ব্রণ, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে—শীতল, তিক্ত, কষায়, কফপিত্তনাশক, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনি-রোগনাশক।

Ainslie বলেন, মলবার উপকূলবাসী পাথরীর বেদনায় ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। করমণ্ডল উপকূলবাসী বাইতীজাতি অর্শ ও ভগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের কাথ এবং দুই বা ততোধিক পরিমাণ দুগ্ধের সহিত দিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ভগন্দর ক্ষতোপরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শে। পঞ্জাব প্রদেশেও পূর্ব্বোক্তরূপে লজ্জাবতীর মূল ও পত্রের ব্যবহার আছে। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়। মূলোৎপাটনের শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা একটী উৎসব সম্পন্ন করে। ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্তজ পীড়ায় ও জ্বরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তোলিত পত্রমূলাদি কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের মূলাদি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মামড়ী রোগে (Scab) বিশেষ ফলদায়ক হয়। কোঙ্কণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া কোরণ্ডের উপর দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মূত্রের সহিত মাড়িয়া যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুপক্ষের ত্বগ্‌রোগে (cornea) লাগাইয়া দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহা ত্বগুপরি লেপন করিলে প্রথমে জ্বালাবোধ হয় এবং সেই স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন ঐ স্থানে নূতন বেদনা জন্মে এবং পরে ঐ পূর্ব্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে। স্ফোটকাদিতে তুলার সহিত ইহার পত্ররস নিষিক্ত করিয়া ক্ষতমধ্যে পূরিয়া দিলে উপকার দর্শে।

রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, লজ্জালু লতার সরু সরু শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ tannin থাকে। হীরাকসের (Salt of iron) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়।

২ লজ্জালুভেদ। [ত্রুম্বিকা শব্দ দেখ] (ত্রি) লজ্জা অস্ত্যর্থে আলু। ৩ লজ্জাশীল, চলিত লাজুক।

লজ্জাবৎ (ত্রি) লজ্জা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লজ্জাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

লজ্জাশীল (ত্রি) লজ্জা এব শীলং যস্য। লজ্জাযুক্ত। লাজুক। স্ত্রিয়াং টাপ্।

লজ্জাশূন্য (ত্রি) নির্লজ্জ।

লজ্জাহীন (ত্রি) যাহার লজ্জা নাই। লজ্জাশূন্য।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জাযুক্ত।

লজ্জিতভাব, গ্রহগণের ষড়্‌ভাবের অন্তর্গত এক ভাব।

"পুত্রগেহগতঃ খেটো রাহুযুক্তো যথা তথা।
রবিমন্দকুজৈর্যুক্তো লজ্জিতো গ্রহ এব চ।" (ফলিত জ্যোতিষ)

কোন গ্রহ যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে রাহুর সহিত মিলিত ভাবে অবস্থান করে, অথবা রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া লগ্নাদি দ্বাদশ স্থান মধ্যে যে কোন স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের পুত্র (পঞ্চম) স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটীমাত্র জীবিত থাকে।

লজ্জিরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনি°)

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জালুকা লতা। লাজুকা। (রাজনি°)

লজ্জ্যা (স্ত্রী) লজ্জা। (শব্দরত্না°)

লঞ্চা (স্ত্রী) ১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ।

লঞ্জম (ক্লী) শস্যভেদ (Eleusine coracana)।

লঞ্জ, ভাসন, দীপ্তি। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লঞ্জয়তি। লঙ্ অললঞ্জৎ।

লঞ্জ (পুং) লঞ্জয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-অচ্। ১ পদ, চরণ। ২ কচ্ছ, কাছা। ৩ পুচ্ছ, লেজ। ৪ অনিদ্রা। ৫ লাম্পট্য। ৬ লক্ষ্মী। ৭ স্রোত।

লঞ্জিকা (স্ত্রী) লঞ্জয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। গণিকা, বেশ্যা। (হেম)

লট, ১ বাল্য। ২ উক্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° উক্ত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লটতি। লোট্ লটতু। লুঙ্ অলটীৎ।

লট (পুং) লটতি যথেচ্ছয়া বদতি লট্-অচ্। ১ প্রমাদবচন, অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিশ্ব) ৩ পাগল। ৪ নির্ব্বোধ। ৫ চৌর।

লটক (পুং) লটতীতি লট্ (কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২। ৩২) ইতি কুন্। দুর্জ্জন, অসাধু ব্যক্তি।

লটকন, শুকজাতীয় পক্ষিভেদ (Psittacus minor)

লটপর্ণ (ক্লী) লটমুগ্রং পর্ণমস্য। গুড়ত্বক্। (রাজনি°)

লট্, ব্যাকরণোক্ত সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ১৮টী বিভক্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টী পরস্মৈপদ এবং ৯টী আত্মনেপদ। এই লট্ বর্ত্তমানকালবোধক, 'বর্ত্তমানে লট্' বর্ত্তমানকালে লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধমতে ইহার নাম কী ও কলাপমতে বর্ত্তমানা। [ধাতু দেখ।]

লট্‌কান (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ (Bixa orellana)। ইহার ফলের বীজে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায়। উহাকে 'লটকানের রঙ্গ' বলে। ঝুলাইয়া দেওন। ৩ ফাঁসি দেওন।

লট্‌খট (হিন্দী) ১ স্বল্পায়াসে যাহা নির্ব্বাহযোগ্য নহে। ২ বিরক্তিজনক।

লইখটিয়া (দেশজ) ১ গোলমালযুক্ত। ২ যাহা সহজসাধ্য নহে।

লট্‌পট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দভেদ। ২ বৃহৎ বস্ত্র পরিধান করিলে খড়মড় শব্দ হয় বলিয়া লোকে বলে 'বড় কাপড় লটপট করে'। ৩ দীর্ঘ বিলম্বিত ও পরস্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শব্দকারী। "লট্‌পট জটাজুটজাল"। ৪ বেদনার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ বা এপিট ওপিট পড়া। যেমন কাটা ছাগলের মত লটপট কো'চ্ছে।

লটাপাটি (দেশজ) পরস্পরে বিবাদকালে বাহুতে জড়াজড়ি করিয়া ভূমিতে পড়ন। ২ ঝুটাপুটি।

লটুআ, লটুক্‌খুরে (দেশজ) লম্পট। (লোচ্চা পুরুষ)

লট্ট (পুং) দুর্জ্জন। (শব্দরত্না°)

লট্টনভট্ট, একজন প্রাচীন কবি।

লট্ব (পুং) লটতীতি লট (অশ্রুপ্রবিলটীতি। উণ্‌ ১। ১৫১) ইতি কন্‌। জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি। ২ রাগভেদ। ৩ তুরঙ্গম। (উজ্জ্বল)

লট্বকা (স্ত্রী) লট্বা।

লট্বা (স্ত্রী) লট্ব-কন্‌-টাপ্‌। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাটাকরঞ্জ। ২ বাদ্যভেদ। ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কুসুম্ভ। ৫ ভ্রমরক। ৬ শিলী। ৭ তুলিকা। ৮ দ্যূত।

"লট্বা তু তূলিকা খ্যাতা লট্বা দ্যূতেঽপি দৃশ্যতে।" (ব্যাড়িরভসৌ)

৯ চূর্ণকুন্তল। ১০ দুশ্চরিত্রা স্ত্রী। ১১ মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

লঠুয়া (হিন্দী) লম্পটশব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে।

লড়, ১ বিলাস। ২ উৎক্ষেপণ। ৩ উপসেবা। ৪ বীপ্সা। ৫ উন্মন্থন, পীড়িতীভাব ও উৎক্ষিপ্তাভাব। ৬ ভাষণ। বিলাসার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। ভাষণার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। উপসেবার্থে চুরাদি°। বীপ্সার্থে চুরাদি° আত্মনে° ক্ষেপার্থে অদন্ত চুরাদি°। উন্মন্থনার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লড়তি। লোট্‌ লড়তু। লিট্‌ ললাট। লুঙ্‌ অলড়ীৎ। চুরাদি লট্‌ লাড়য়তি, লুঙ্‌ অলীলড়ৎ। চুরাদি° আত্মনে° লট্‌ লাড়য়তে। লুট্‌ অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট্‌ লাড়য়তি।

লড়ক (পুং) জাতিবিশেষ।

লড়্‌চড়্‌ (দেশজ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অন্যরূপ। যথা— কথা যেন লড়্‌চড়্‌ হয় না। ইত্যাদি।

লড়ন (ক্লী) লড়-ল্যুট্‌। স্পন্দন, দোলন।

লড়ন (দেশজ) যুদ্ধ বা কুস্তি কার্য্য।

লড়হ (ত্রি) ১ মনোজ্ঞ। সুন্দর (ত্রিকা°) ২ জাতিবিশেষ।

লড়হচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লড়া (দেশজ) ১ যুদ্ধকার্য্য। ২ কম্পন।

লড়াই (দেশজ) যুদ্ধ।

লড়াক (দেশজ) যোদ্ধা।

লড়াককুকড়া (দেশজ) যে সকল কুক্কুড়া লড়াই করে।

লড়াচড়া (দেশজ) নড়াচড়া, সঞ্চলন।

লড়ান (দেশজ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান।

লড়ালড়ি (দেশজ) পরস্পর যুদ্ধ।

লড়ি (দেশজ) লাঠি, যষ্টি।

লডোলে (লাডোল), বড়োদা রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। গাইকবাড়ের শাসনাধীন।

লড্ড (ত্রি) দুর্জ্জন। (ত্রিকা°)

লড্ডু (পুং) লড্ডুক, লাড়ু।

লড্ডুক (পুং) পিষ্টকবিশেষ, চলিত লাড়ু। গুণ—দুর্জ্জর ও গুরু।

"তৈলেন হবিষ পক্বং ভবেৎ চূর্ণঞ্চ লড্ডুকঃ।" (শব্দচ°)

ঘৃত বা তৈলদ্বারা পক্ব হইয়া চূর্ণ হইলে লড্ডুক হয়।

লড্ডুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (শিব° ৫৪। ১। ৯)

লড়্‌বড়্‌ (দেশজ) নড়্‌বড়্‌, অস্থির, অস্থায়ী।

লণ্ড (ক্লী) লণ্ড্যতে উৎক্ষিপ্যতে ইতি লণ্ড-ঘঞ্‌। পুরীষ, চলিত ল্যাড়।

"সমেধমানেন সকৃষ্ণবাহনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্‌।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিসৃজন্‌ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥"
(ভাগ° ১০।৩৭।৮)

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী। টেম্‌সনদীর তীরে অবস্থিত। প্রাসাদতুল্য নানা অট্টালিকায় ও কলকারখানায় এই নগর বিভূষিত রহিয়াছে। [ইংলণ্ড ও বৃটেন্‌ দেখ।]

লণ্ডভণ্ড (দেশজ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট।

লণ্ড্রজ (ফরাসী শব্দজ) লণ্ড্রজাত, ইংরেজজাতি, লণ্ডনজাত।

"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥"
(মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ)

লতা (স্ত্রী) লততি বেষ্টয়তে বাহুলমিতি লত পচাদ্যচ্‌ টাপ্‌। শাখাদিরহিত গুড়ূচ্যাদি, ব্রততী। পর্য্যায়—বল্লী, বল্লি, বেল্লি, প্রভৃতি। লতা যদি শাখা ও পত্রসমাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতানিনী কহে, ইহার পর্য্যায় বীরুধ, গুল্মিনী, উলপ। (অমর) অমাবস্যার দিনে লতা ও বীরুধ ছেদ করিতে নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।

"অপ্‌সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্ব্বং বিশতি চন্দ্রমাঃ।
ততো বীরুৎসু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ॥

"ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে দিশাকরে।
পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি॥"
(বিষ্ণুপু০ ২।১২ অ০)

২ শাখা। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৫ অশনপর্ণী। ৬ জ্যোতিষ্মতী। ৭ লতাকস্তূরিকা। ৮ মাধবীলতা। ৯ দূর্ব্বা। ১০ কৈবর্ত্তিকা। ১১ সারিবা। ১২ বৃহতী। (রাজনি০) ১৩ সুন্দরী নারী, স্ত্রীলোকমাত্র।

"নগ্নাং পরলতাং পশুন্ অযুতং যস্তু সাধকঃ।
প্রজপেৎ স ভবেৎ শীঘ্রং বিশ্বায়া বল্লভঃ স্বয়ং॥"
(তন্ত্রসার শ্যামাসা০)

১৪ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১।২১৭।২০)

১৫ শ্বেতসারিবা। ১৬ শ্বেতযূথিকা। ১৭ জাতীফুলের গাছ। ১৮ রক্তপটল গাছ। (বৈদ্যকনি০) ১৯ মেরুর কন্যা ও ইলাবৃতের পত্নীভেদ। ২০ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ। প্রতি-চরণে ১৮টী অক্ষর। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭ গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু।

লতাকর (পুং) নর্ত্তনকালে নর্ত্তকীগণের হস্তবিন্যাসভেদ।

লতাকদম (দেশজ) লতাবিশেষ (Urtica naucliflora)

লতাকরঞ্জ (পুং) লতারূপঃ করঞ্জঃ। করঞ্জবিশেষ (Guilandina Bonduc)। হিন্দী—কণ্টকরেঞ্জ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দুস্পর্শ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল, কুবেরাক্ষী। ইহার পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক। বীজগুণ—দীপন, পথ্য, শূল, গুল্ম ও বিষনাশক। (রাজনি০)

লতাকস্তূরিকা (স্ত্রী) লতারূপা কস্তূরী, তদ্বৎ গন্ধত্বাৎ, ততঃ স্বার্থে কন্। লতাকস্তূরী, সংস্কৃত পর্য্যায়—কটু, দক্ষিণদেশজা। ইহার গুণ—তিক্ত, স্বাদু, বৃষ্য, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা ও মুখরোগনাশক। (পথ্যাপথ্যবি০)

লতাগৃহ (পুং ক্লী) লতানির্ম্মিতং গৃহং। লতাদ্বারা প্রস্তুত গৃহ, লতা দ্বারা যে ঘর প্রস্তুত করা যায়।

লতাঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি০)

লতাজিহ্ব (পুং) লতেব জিহ্বা যস্য। সর্প। (শব্দমা০)

লতাডুমুর (দেশজ) ডুমুর বৃক্ষভেদ (Ficus vagans)।

লতাতরু (পুং) লতেব দীর্ঘস্তরুঃ। ১ নারঙ্গ বৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ। (শব্দমালা) ৩ শালবৃক্ষ। (ত্রিকা০) ৪ পুষ্পলতিকাভেদ, তরু-লতা নামে প্রসিদ্ধ।

লতাতাল (পুং) হিন্তালবৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (রাজনি০)

লতাদ্রুম (পুং) লতেব দ্রুমঃ দীর্ঘত্বাৎ। লতাশাল, সংস্কৃত পর্য্যায় তার্ক্ষ্য, অশ্বকর্ণ, কুশিক, বজ্র, দীর্ঘ। (রাজনি০)

লতানন (পুং) নৃত্যকালীন হস্তবিন্যাসভেদ।

লতাম্বু (ক্লী) ১ পুষ্প। ২ লতার ডগা।

লতাপনস (পুং) লতায়াং পনসমিব ফলমস্য। ফল-লতা বিশেষ, চলিত তরমুজ। পর্য্যায় চেলাল, চিত্রফল, সুখাশ, রাজতেমিষ, নাটাম্র,। সেতু। (ত্রিকা০)

লতাপর্কটীডুমুর (দেশজ) ডুমুরভেদ (Ficus hederacea)।

লতাপর্ণ (পুং) বিষ্ণু।

লতাপর্ণী (স্ত্রী) ১ তালমূলা। ২ মধুরিকা, মউরি। (বৈদ্যকনি০)

লতাপৃক্কা (স্ত্রী) লতাপ্রতানা পৃক্কা। সমুদ্রান্তা, চলিত পিড়িংশাক। (শব্দমা০)

লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। শাখা-প্রচয়বতী লতা। পর্য্যায়—বীরুধ, গুল্মিনী, উলপ, বীরুধা, বরুধ, প্রতানা, কক্ষ। (জটাধর)

লতাফল (ক্লী) লতায়াং ফলমস্য। পটোল।

"বাস্তুকরকারবেল্লশ্চ বার্ত্তাকুশ্চ শুভপ্রদা।
লতাফলঞ্চ শুভদং সর্ব্বং সর্ব্বত্র নিশ্চিতম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজ০ ১০২ অ০)

লতাবৃহতিকা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (পর্য্যায়মু০)

লতাভদ্রা (স্ত্রী) লতয়া ভদ্রা যস্যাঃ। ভদ্রালী বৃক্ষ। (শব্দমা০)

লতাভবন (ক্লী) লতানির্ম্মিতং ভবনং। লতাগৃহ।

লতামউয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Achyranthes alternifolia)

লতামণি (পুং) লতাসদৃশো মণিঃ। প্রবাল। (ত্রিকা০)

লতামণ্ডপ (পুং) লতাগৃহ।

লতামরুৎ (স্ত্রী) লতায়াং মরুৎ যস্যাঃ। পৃক্কা। (শব্দরত্না০)

লতামাধবী (স্ত্রী) লতাপ্রধানা মাধবী। মাধবীলতা।

লতামাল (দেশজ) লতাবিশেষ (Uvaria Fornicata)।

লতামৃগ (পুং) শাখামৃগ, বানর।

লতাম্বুজ (ক্লী) শসাভেদ।

লতাযষ্টি (স্ত্রী) লতা যষ্টিরিব। মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দমা০)

লতাযাবক (পুং) লতায়াং যাব ইব যস্য কন্। প্রবাল।

লতারসন (পুং) লতেব রসনা যস্য। সর্প। (হারাবলী)

লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীব্রা যস্য। হরিৎপলাণ্ডু, ছুদ্রুম। (অমর)

লতালক (পুং) হস্তী। (ত্রিকা০)

লতালয় (পুং) লতানির্ম্মিতঃ আলয়ঃ। লতাগৃহ।

লতাবলয় (পুং) ১ লতাগৃহ। ২ যিনি হস্তে বলয়াকারে লতা জড়াইয়াছেন।

লতাবৃক্ষ (পুং) শল্লকী বৃক্ষ। (রাজনি০)

লতাবেষ্ট (পুং) লতয়েব আবেষ্টো বেষ্টনং যত্র। ষোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত তৃতীয় প্রকার রতিবন্ধ।

"বাহুভ্যাং পাদযুগ্মাভ্যাং বেষ্টয়িত্বা স্থিরং রমেৎ।
লঘুলিঙ্গতাড়নং যোনৌ লতাবেষ্টোঽয়মুচ্যতে॥" (রতিমঞ্জরী)

২ পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বত দ্বারকানগরীর দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত।

"দক্ষিণস্যাং লতাবেষ্টঃ পঞ্চবর্ণো বিরাজতে।
ইন্দ্রকেতুঃ প্রতীকাশঃ পশ্চিমস্যাং তথা ক্ষুপঃ॥" (হরিব° ১৫৫।১৬)

লতাবেষ্টন, (ক্লী) আলিঙ্গনভেদ। ভুজবল্লীদ্বারা বন্ধন।

লতাবেষ্টিত (পুং) ১ লতাবেষ্ট। ২ আলিঙ্গনভেদ। (ত্রি) ৩ লতাদ্বারা বেষ্টিত।

লতাবেষ্টিতক (ক্লী) লতায়েব বেষ্টিতং বেষ্টনং যত্র। কন্। আলিঙ্গনভেদ।

'উদ্ঘৃষ্টকং পীড়িতকং লতাবেষ্টিতকং তথা।' (শব্দমা°)

লতাশঙ্কুতরু (পুং) লতাশালবৃক্ষ। (ত্রিকা°)

লতাশঙ্খ (পুং) শালবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

লতাশৈল, নামরূপের অন্তর্গত একটী গিরি। (ভবিষ্যব্রহ্মথ°১৬৫১)

লতাসাধন (ক্লী) লতয়া সাধনং। তন্ত্রোক্ত সাধনবিশেষ। এই সাধনের প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধন কহে। এই সাধনের বিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—এই সাধন করিতে হইলে একটী স্ত্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি ইষ্টদেবার পূজা করিয়া ঐ স্ত্রীর কেশে শত, কপালে শত, সিন্দূরমণ্ডলে শত, দুই স্তনে দুই শত, নাভিদেশে শত এবং যোনিদেশে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, পরে উত্থিত হইয়া পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইরূপে সহস্রজপ করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকার—মহারাত্রিতে একটী ঋতুমতী নারী লইয়া তাহার যোনিদেশে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিতে হইবে, এই-রূপে তিন দিন পূজা ও জপ বিধেয়। তিনশত করিয়া জপ করিতে হয়, পর পর দিবস হইতে ৬০ করিয়া অধিক জপ বিধেয়। পরে চক্রবক্ত্রে অষ্টোত্তর শতজপ করিয়া নবপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুনরায় অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তৎপরে পূর্ণাহুতি দিয়া আবার অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্, বলবান্, বাগ্মী এবং যোষিৎদিগের প্রিয় হইয়া থাকে।

"লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দূরমণ্ডলে॥
স্তনদ্বন্দ্বে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্॥
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্।
রজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্॥
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মনুম্।
শতত্রয়ঞ্চ ষট্ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্॥
অষ্টোত্তরশতং পূর্ব্বং চক্রবক্ত্রে জপেদ্বুধঃ।
ততস্তাং নবভিঃ পুষ্পৈর্যজেদষ্টোত্তরং শতম্॥
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতং।
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্ব্বযোষিৎপ্রিয়ঙ্করঃ।
ষোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"
(মায়াতন্ত্র ১২শ পটল)

এই সাধনের বিষয় অন্নদাকল্পে ১৬শ পটল এবং গুপ্ত-সাধনতন্ত্রে ৪র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

লতিআম (দেশজ) আম্রলতিকা (Willoughbeia edulis)। এই লতায় যে আম্রফল উৎপন্ন হয়, তাহার আস্বাদ বৃক্ষজ আম্রের ন্যায় নহে।

লতিকা (স্ত্রী) লতা।

"ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতা হন্ত মলয়াৎ-
তদেকাং ত্বদ্‌গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণোক্তৈবং নবকুসুমিতা চূতলতিকা-
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥" (উদ্ভট)

লতু (পুং) লা-কতু (উণ্ ১।৭৮)

লতোদ্গম (পুং) লতায়া উদ্গমঃ। অবরোহ। (ত্রিকা°)

লত্তিকা (স্ত্রী) লত-ঘাতে (কৃতিভিদিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।১৪৭) ইতি তিকন্-টাপ্। গোধা। (উজ্জ্বল)

লথিয়া, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জামানিয়ার ১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। মাথায় যে দুইটী নারীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ায় এক্ষণে স্তম্ভের পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইয়াছে।

লদনী (স্ত্রী) একজন বিদুষী স্ত্রীকবি।

লদাক্, কাশ্মীরের পূর্ব্বাংশস্থিত একটী প্রদেশ। মহারাজের অধীনস্থ একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত। [লাদক দেখ।]

লনী (দেশজ) ননী, নবনীত, মাখন।

লন্দৌর, যুক্তপ্রদেশের দেহ্‌রাদুন জেলার অন্তর্গত একটী শৈলা-বাস। এই নগরে ইংরাজরাজের একটী ছাউনী আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪৫৯ ফিট্ উচ্চ, হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৮´৩০´´ পূঃ। মসুরী শৈলমালার অন্তর্গত হইলেও ইহা স্বতন্ত্র ক্যাণ্টন্মেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের

শাসনাধীন। এই নগর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পীড়িত ইংরাজ-সেনার স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত হয়। মসুরী নগর ও লন্দোর এখন একটী নগর বলিয়া গণ্য। [মসুরী দেখ।]

লন্ধৌরা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার রূঢ়কী তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। রূঢ়কী হইতে ২১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৮´২৫´´ পূঃ´´। এই নগরে পরিখা-পরিবেষ্টিত একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। উক্ত পরিখা এখন নগরের আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হইতেছে। দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার রামদয়াল সিংহের গুজর জাতীয় আত্মীয় স্বজনের এখানে বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ গুজরগণ বিশেষ অত্যাচার করায় নগর ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হয়।

লপ, ভাষ, কথন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট লপতি। লোট্ লপতু। লিট্ ললাপ। লুঙ্ অলাপীৎ, অলপীৎ। লুট্ লপিতা। ল়ট্ লপিষ্যতে। সন্ লিলপিষ্যত। যঙ্ লালপ্যতে। যঙ্লুক্ লালপ্তি। ণিচ্ লাপয়তি। লুঙ্ অলীলপৎ। অপ+লপ=অপলাপ, অপহ্নব। আ+লপ= আলাপ, আভাষণ। অনু+লপ=অনুলাপ, পুনঃ পুনঃ কথন। প্র+লপ=প্রলাপ, নিরর্থক কথন। বি+লপ=বিলাপ, পরিদেবন। সং+লপ=সংলাপ, পরস্পর কথন। অনু+লপ= অনুলাপ, বারংবার কথন।

লপন (ক্লী) লপ্যতেঽনেনেতি লপ করণে ল্যুট্। ১ মুখ। ভাবে ল্যুট্। ২ ভাষণ, কথন।

"প্রকটয়তি রাগমধিকং লপনমিদং বক্তি মাণমাবহতি।
প্রাণয়তি চ প্রতিপদং দূতিশুকস্যেব দয়িতস্য॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৮১)

'শুকস্যেব দয়িতস্য লপনং সম্ভাষণং পক্ষে বদনম্' (তট্টীকা)

লপিত (ক্লী) লপ-ভাবে ক্ত। ১ বচন। (ত্রি) ২ কথিত। লপিতমস্যাস্তীতি অচ্। ৩ বচনযুক্ত। (অথর্ব্ব° ৪।৩৮।৯)

লপিতা (স্ত্রী) শার্ঙ্গিকা নাম পক্ষীভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

লপেট (দেশজ) পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন। সহযুক্ত।

লপেটা (দেশজ) জরির চিত্রকার্য্যযুক্ত বিনামা বিশেষ।

লপেটিকা (স্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

লপেত (পুং) বালরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভেদ।(পারস্করগৃহ্য°১।১৬)

লপ্সিকা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, লপ্সী।

"সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যস্যেৎ লবঙ্গমরিচাদিকম্॥
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা॥" (ভাবপ্র°)

প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃতে সমিতা (ময়দা) উত্তমরূপে ভাজিয়া দুগ্ধে শর্করা ও ভৃষ্ট সমিতা নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে উহা জ্বাল দিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা দিতে হয়, অনন্তর ইহা সুসিদ্ধ হইলে নামাইতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে লপ্সিকা কহে। গুণ—বৃংহণ, বলকর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরুপাক ও রুচিকর। এই খাদ্যদ্রব্যকে একপ্রকার মোহনভোগ বলা যাইতে পারে। মোহনভোগ সুজী দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লপ্সী সমিতা (গোধূমচূর্ণ) দিয়া প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

লপ্সুদ (ক্লী) কূর্চ, দাড়ি (ছাগলপ্রভৃতির)। (ছান্দো° ব্রা° ১৬।১।৩৮)

লপ্সুদিন্ (ত্রি) কূর্চযুক্ত (ছাগাদি)।

লব, ১ ভ্রংশন। ২ শব্দ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° শব্দার্থে অক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, লবি লবধাতু লট্ লম্বতে। লোট্ লম্বতাং। লিট্ ললম্বে। লুঙ্ অলম্বিষ্ট। ণিচ্ লম্বয়তি-তে। লুঙ্ অললম্বৎ-ত। অব+লব=অবলম্বন। আশ্রয়করণ। বি+লব=বিলম্ব, বিলম্বকরণ। আ+লব=আলম্বন, আশ্রয়।

লব্ধ (ত্রি) লভ-ক্ত। প্রাপ্ত, যাহা লাভ করা হইয়াছে।

"অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদপক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥" (হিতোপ°)

২ উপার্জ্জিত।

লব্ধক (ত্রি) প্রাপ্ত। যিনি পাইয়াছেন।

লব্ধকাম (ত্রি) অভীষ্টসিদ্ধ। যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

লব্ধকীর্ত্তি (ত্রি) যশস্বী। প্রতিষ্ঠাবান্।

লব্ধচেতস (ত্রি) পুনঃ প্রাপ্তচিত্ত। যিনি পুনর্ব্বার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

লব্ধজন্মন্ (ত্রি) প্রাপ্তিজন্ম। জন্মগ্রহণ।

লব্ধদত্ত (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৩।৮)

লব্ধধন (ত্রি) ধনবান্।

লব্ধনামন্ (ত্রি) লব্ধং নাম যস্য। খ্যাতনামা, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লব্ধনাশ (পুং) প্রাপ্ত বস্তুর নাশ। পূর্ব্বধনের বিনাশ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) লব্ধা প্রতিষ্ঠা যেন। যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লব্ধপ্রশমন (ত্রি) সৎপাত্রে অর্পণ। 'লব্ধস্য ধনস্য সৎপাত্রে প্রতিপাদনম্' (মনু ৭।৫৬ কুল্লূক)

লব্ধলক্ষ (ত্রি) অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি। যিনি লক্ষ্য বস্তু লাভ করিয়াছেন। শরব্যের ভেদনার্থ প্রাপ্ত বাণাদি।

লব্ধবর (ত্রি) লব্ধঃ বরো যেন। যিনি বরলাভ করিয়াছেন, বরপ্রাপ্ত।

লব্ধবর্ণ (ত্রি) লব্ধা বর্ণা যশাংসি যেন। পণ্ডিত।

"কৃচ্ছ্রলব্ধমপি লব্ধবর্ণভাক্ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষণম্।"(রঘুব°১১।২)

লব্ধবিদ্য (ত্রি) লব্ধা বিদ্যা যেন। পণ্ডিত, যিনি বিদ্যালাভ করিয়াছেন।

লব্ধব্য (ত্রি) লভ-তব্য। লাভার্হ, লাভের উপযুক্ত। "লব্ধব্য-মর্থং লভতে মনুষ্যঃ" (হিতোপদেশ)

লব্ধশব্দ (ত্রি) লব্ধনাম। খ্যাত।

লব্ধসিদ্ধি (ত্রি) লব্ধা সিদ্ধিঃ যেন। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লব্ধা (স্ত্রী) লভ-ক্ত-টাপ্। নায়িকাভেদ।

'খণ্ডিতোৎকণ্ঠিতা লব্ধা তথা প্রোষিতভর্তৃকা।
কলহান্তরিতা বাসসজ্জা স্বাধীনভর্তৃকা ॥' (জটাধর)

এই লব্ধা শব্দে বিপ্রলব্ধা বুঝিতে হইবে। [বিপ্রলব্ধা দেখ]

লব্ধানুজ্ঞ (ত্রি) লব্ধা অনুজ্ঞা যেন। যিনি অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

লব্ধাবকাশ (ত্রি) লব্ধঃ অবকাশঃ যেন। যিনি অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লব্ধাবসর (ত্রি) যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পেন্‌সনপ্রাপ্ত।

লব্ধি (স্ত্রী) লভ-ক্তিন্। ১ লাভ, প্রাপ্তি। ২ গ্রহণ।

লব্ধোদয় (ত্রি) লব্ধঃ উদয়ঃ উৎপত্তির্যস্ত। ১ জাত, উৎপন্ন। (কুমারস° ১।২৫) ২ যিনি সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

লব্ধিম (ত্রি) প্রাপ্ত, উপার্জ্জিত। (ভট্টি ৭।৬৫)

লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ লভতে। লোট্ লভতাং। লিট্ লেভে। লুট্ লব্ধা। লৃট্ লপ্স্যতে। লুঙ্ অলব্ধ, অলপ্সাতাং, অলপ্সত। সন্ লিপ্সতে। যঙ্ লালভ্যতে। যঙ্‌লুক্ লালভীতি, লালব্ধি। ণিচ্ লম্ভয়তি লুঙ্ অললম্ভৎ। আ+লভ=আলম্ভ, স্পর্শ, বধ। উপ+লভ =উপলব্ধি, অনুভব। উপ+আ+লভ=ভৎর্সনা। সম্+ আ+লভ=স্পর্শ, অনুলেপন। বি+প্র+লভ=বিপ্রলম্ভ, প্রতারণা, বঞ্চনা।

লভন (ক্লী) প্রাপণ।

লভস (পুং) লভ (অত্যবিচমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ইতি অসচ্। ১ বাজিবন্ধনরজ্জু। ২ ধন। ৩ যাচক। (উজ্জ্বল)

লভ্য (ত্রি) লভ্যতে ইতি লভ (পোরদুপধাৎ। পা ৩।১।৯৮) ইতি যৎ। ১ ন্যায্য। (অমর) ২ লব্ধব্য, লাভের যোগ্য।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুধা-শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং ॥"
(মুণ্ডকোপনি° ৩।২।৩)

লম্বক (পুং) রমতে ইতি রম (রমেরশ্চ লোপঃ। উণ্ ২।৩৬) ইতি কন্ রস্য লত্বং। ১ বিড়্গ, জার, উপপতি। ২ তীর্থলোলুক। (উজ্জ্বল) ৩ বিলাসী।

লমান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর, মারবাড় প্রভৃতি জেলাবাসী জাতিবিশেষ। চারণ-বঞ্জারি নামে প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতমতে মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহা-দের মধ্যে চাবন রোলকর, মধু, পবার, রতবার ও সিন্দে প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। বর ও পাত্রপক্ষের উপাধি সমান হইলে ইহারা বিবাহ দেয় না, তদ্ভিন্ন বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে আর কোন বাধা নাই। ইহারা হিন্দু, সকলেই টিকিরাখে, কিন্তু বেশভূষা ও পরিচ্ছদাদি বড়ই অপরিচ্ছন্ন। এমন কি, সপ্তাহে দুই বারের অধিক পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন না।

গোকুলাষ্টমী, শিমগা, দশেরা ও দিবালী উৎসবে ইহারা বিশেষ সমারোহ করে। বিবাহকার্য্যে গ্রামস্থ যোষীরাই ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অন্যতম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সন্তানাদি হইলে প্রসূতির ৪০ দিন অশৌচ থাকে।

বিবাহসম্বন্ধে পাকা করিবার সময় বরের পিতাকে কন্যার হস্তে ১০ হইতে ১০০৲ টাকা, জামা, কাপড় বা ঘাঘরা ও ১টী হইতে ৪ টী ষাঁড় দিয়া থাকে এবং কন্যার পিতার নিকট হইতে বর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পায়। বিবাহের দিন বর কন্যালয়ে যায়, বরযাত্র সঙ্গে যায় না। কেবল একটী বা দুইটীমাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রথামত বরকে ধর্ম্ম-গুরুর প্রণামী স্বরূপ ১টী টাকা উড়ানির কোণে বাঁধিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ তাহাদের কোন ধর্ম্ম গুরু নাই, উহা সংস্কারমাত্র। বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে সম্ভাষণপূর্ব্বক গৃহে বসায় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান কার্য্যে ব্রতী হন। যথারীতি সিন্দূরদানাদি সমাপ্ত হইলে দেবতা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া বর ও কন্যা বাসরগৃহে গমন করে। তদনন্তর উপস্থিত আত্মীয়েরা নাড়ু ভক্ষণ করিয়া গৃহে যায়। বর শ্বশুরালয়ে দুই তিন মাস বাস করে। বর পিতৃগৃহে সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া বিবাহের ভোজ দেয়।

বিবাহিত পুরুষ বা রমণীর মৃত্যু হইলে ইহারা শব দাহ করে। অবিবাহিত ব্যক্তিমাত্রই সমাহিত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে সকলে স্নান করিয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আইসে। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনের অশৌচ হয় না। তৃতীয় দিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। কোনরূপ শ্রাদ্ধাদি হয় না। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে জাতীয় পঞ্চায়তের হস্তে তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

লমেতাঘাট, নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী শৈলমালা।

লমুখন্, কাবুলের অন্তর্গত একটী প্রদেশ, [illegible] এর মুখস্থ। (বেহারুনী) [লম্পাক দেখ।]

লম্ব (পুং) জাতিবিশেষ।

লম্পক (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ। [শৈল দেখ।]

লম্পট (ত্রি) বিট্‌ গ, উপপতি।

"অথেতরাত্রবীদেবং যদ্যপি স্ত্রীষু লম্পটঃ।
তথাপি ন স দুঃখেঽস্মিন্নীদৃশঃ স্যাত্তথাবিধঃ ॥"(কথাসরিৎ ৪৭।১০১)

২ আসক্ত। "যথৈহিকমুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্ ॥" (ভাগ° ৯।১৫ অ°)
৩ কামুক, লোচ্চা।

লম্পা (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ জনপদভেদ।

লম্পাক (পুং) ১ লম্পট। ২ পুরাণোক্ত দেশভেদ। অপর নাম মুরণ্ড। (ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১১৯।৪২) ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্ত্তমান লম্‌ঘন্ প্রদেশ প্রাচীন লম্পাক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়।

৩ পদ্মনাভকৃত স্বরশাস্ত্রভেদ।

লম্পাটহ (পুং) পটহবাদ্য। (হারাবলী)

লম্ফ (পুং) প্লুতগতি, চলিত লাফ্।

লম্ফঝম্ফ (দেশজ) লাফান ঝাপান, অতিশয় আস্ফালন করা।

লম্ফন (ক্লী) লাফান।

লম্ব (পুং) লম্বতে ইতি লবি অবস্রংসনে অচ্। ১ নর্ত্তক। ২ অঙ্গ। ৩ কান্ত। ৪ উৎকোচ।

'প্রামৃতং ঢৌকনং লম্বোৎকোচঃ কোশলিকামিষে।
উপাচারঃ প্রদা নন্দা হারো গ্রাহ্যায়নেঽপি চ ॥' (হেম)

৫ অঙ্গভেদ।

'চরলম্বগমাভেদাঃ পাটকোঽস্কাদিচালনে।' (শব্দমালা)

৬ ক্ষেত্রাদিতে লম্বমান রেখা বা সূত্র। ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমানরেখা, সরলরেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে রেখা থাকে।

"দ্বিভুজে ভুজয়ো যোগস্তদন্তরগুণোভুবাহৃতো লব্ধ্যা।
দ্বিস্থা ভূরূণযুতা দলিতাবাধে তয়োঃ স্যাতাং ॥
স্বাবাধাভুজকৃত্যোরন্তরমূলং প্রজায়তে লম্বঃ।
লম্বগুণং ভূম্যর্দ্ধং স্পষ্টং ত্রিভুজে ফলং ভবতি ॥" (লীলাবতী)

৭ দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ৪৩। ২২) (ত্রি) ৮ দীর্ঘ।

"দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥" (চাণক্য)

৯ লম্বমান।

"পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ।" (রঘু ৬। ৬০)

১০ জ্যোতিষোক্ত বিষুবরেখার সমান্তররেখাভেদ। ১১ মুনিভেদ। ১২ জ্যোতিষোক্ত গ্রহদিগের গতিভেদ।

লম্বক (পুং) লম্ব-স্বার্থে কন্। ১ লম্ব। ২ যন্ত্রবিশেষ। ৩ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশযোগ।

লম্বকর্ণ (পুং) লম্বৌ কর্ণৌ যস্য। ১ছাগ। ২ অঙ্কোটবৃক্ষ।(মেদিনী) ৩ রাক্ষস। ৪ হস্তী। ৫ শ্যেনপক্ষী। (রাজনি°) ৬ শশক, খরগোষ।

"লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ" (ভাবপ্র°)

লম্বঃ কর্ণঃ কর্ম্মধা°। ৭ দীর্ঘশ্রোত্র। (ত্রি) ৮ তদ্যুক্ত, দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট।

"লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ ॥" (ভারত ৯।৪৬।৩৪)

লম্বকেশ (পুং) লম্বঃ কেশ ইবাগ্রভাগো যস্য। দীর্ঘাগ্রযুক্ত কুশময় বিষ্টর।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

বিবাহকালে বরের উপবেশনের জন্য বিষ্টর দিতে হয়। কতকগুলি কুশ লইয়া তাহার অগ্রভাগে বামাবর্ত্তে সার্দ্ধদ্বিতয় (আড়াইপেচ) বেষ্টন করিয়া অগ্রগুলি নিম্নের দিকে লম্বমান করিয়া দিলে বিষ্টর হয়। [বিষ্টর দেখ] (ত্রি) ২ দীর্ঘকেশযুক্ত।

লম্বকেশক (পুং) মুনিভেদ।

লম্বজঠর (ত্রি) লম্বোদর, লম্বা পেটা।

লম্বজিহ্ব (ত্রি) রাক্ষসভেদ।

লম্বজ্যা, লম্বজ্যকা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত জ্যা-রেখাভেদ। Sine of co-latitude

লম্বদন্তা (স্ত্রী) লম্বা দন্তা ইব ফলানি যস্যাঃ। ১ সৈংহলী পিপ্পলী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহদ্দশনবিশিষ্ট।

লম্বন (ক্লী) লম্বতে ইতি লম্ব-ল্যুট্। ১ নাভিলম্বিত কণ্ঠিকাদি, নাভিলম্বিতহার, পর্য্যায় ললন্তিকা। (অমর) ২ অবলম্বন, আশ্রয়। ৩ ঝোলান, দোলন। ৪ আশ্রয়গ্রহণ। (পুং) লম্ব-ল্যু। ৫ কফ। (শব্দচ°)

লম্বপয়োধরা (স্ত্রী) ১ লম্বমান স্তনযুক্ত স্ত্রী। ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

লম্ববীজা (স্ত্রী) লম্বানি বীজানি যস্যাঃ। সৈংহলী পিপ্পলী। (রাজনি°)

লম্বমান (ত্রি) লম্ব-শানচ্। লম্বায়মান বস্তু।

লম্বর্ (দেশজ) ১ আড়ম্বর। ২ ইংরাজী number শব্দের অপভ্রংশ।

লম্বস্ফিচ্ (ত্রি) লম্বা স্ফিক্ যস্য। বিপুলনিতম্ব।

লম্বা (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মী। ২ গৌরী। ৩ তিক্ততুম্বী। (মেদিনী) ৪ দক্ষকন্যাবিশেষ। (হরিবংশ) ৫ স্থাবরবিষের অন্তর্গত পত্র-বিষ। (সুশ্রুতকল্প°) ৬ হিমালয়কন্যা।

"ততস্ত্বাক্ষবচঃ শ্রুত্বা দেবীমম্বামথাব্রবীৎ।
গচ্ছস্ব লম্বে শীঘ্রং ত্বং বাণ সংরক্ষণং কুরু ॥" (হরিবংশ)

(দেশজ) ৭ দীর্ঘ।

লম্বাংশ, জ্যোতিষোক্ত অক্ষাংশ রেখা বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Complement of latitude বা Co-latitude বলে।

লম্বাই (দেশজ) লম্বমান। খাড়াই।

লম্বাই চৌড়াই (দেশজ) ১ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিস্তৃত। ২ বেশী বাগাড়ম্বর।

লম্বাকাঁটা হরিণাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

লম্বাক্ষ (পুং) মুনিভেদ।

লম্বানটীজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Eugenia claviflora)

লম্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়জেলাবাসী ভ্রমণশীল জাতিবিশেষ।

লম্বামুখ (দেশজ) যাহার মুখ একটু লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ।

লম্বালম্বি (দেশজ) সোজাসুজি। সমান লম্বমানভাবে।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বতে বা লম্বা-ণ্বুল্-টাপি অত ইত্বং। তালূর্দ্ধ সূক্ষ্মজিহ্বা, চলিত আলজি, পর্য্যায় ঘণ্টিকা, সুধাস্রবা, গলশুণ্ডিকা, অলিজিহ্বা, অলিজিহ্বিকা। (শব্দরত্না°)

লম্বিকাকোকিলা (স্ত্রী) দেবতাভেদ।

লম্বিন্ (ত্রি) লম্বযুক্ত। লম্বিত।

লম্বিত (ত্রি) লম্ব-ক্ত। ১ স্রংসিত।

"ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয়প্রিয়লোচনে।"

(গীতগোবি° ১২। ১৮) ২ মাংস। বৈদ্যকনি°)

লম্বিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশের বুসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। কুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অক্ষা° ৩.°১৬´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২০´ পূঃ। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ।

লম্বুক (পুং) ১ নাগভেদ। ২ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগ।

লম্বুষা (স্ত্রী) সাতনল হার।

লম্বোদর (পুং) লম্বমুদরং যস্য। ১ গণেশ। (অমর) ২ নৃপবিশেষ। (ভাগবত ১২। ১। ২২) (ত্রি) ৩ ঔদরিক, পেটুক।

"ততো লম্বোদরেণেত্য পুংসারোপিতবাহুকঃ।
সম্পাদিতঃ স যাতস্তদ্ধনং কেশরিণীকৃতে॥"

(কথাসরিৎসা° ৩০। ১০২)

লম্বোষ্ঠ (পুং) লম্ব ওষ্ঠো যস্য, ওষ্ঠোষ্ঠয়োঃ সমাসে ইতি অকারলোপেন সাধুঃ। ১ উষ্ট্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ লম্বমান ওষ্ঠযুক্ত। ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ।

"যুগান্তো বাহুকশ্চাথ লম্বোষ্ঠো বসবস্তথা।"

(প্রয়োগসার ক্ষেত্রপালপ্র°)

লম্বৌষ্ঠ (পুং) ১ উষ্ট্র। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ দীর্ঘ ওষ্ঠবিশিষ্ট।

লম্ভ (পুং) ১ লাভ।

লম্ভক (ত্রি) প্রাপক।

লম্ভন (ক্লী) লভি লভধাতু ল্যুট্। ১ প্রতিলম্ভ। ২ ধ্বনি। ৩ লাঞ্ছনা।

লম্ভা (স্ত্রী) লভি লভ-অচ্ টাপ্। বাটশৃঙ্খলা। (হারাবলী)

লম্ভাড়ি, দাক্ষিণাত্যের আর্কটবিভাগবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি

লম্ভুক (ত্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিদিন গ্রহণ করে।

লয়, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ লয়তে। লুঙ্ অলয়িষ্ট।

লয় (পুং) লী-অচ্। ১ বিনাশ। ২ সংশ্লেষ। ৩ প্রলয়।

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অখণ্ড বস্তু অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তির যে নিদ্রা, তাহাকে লয় কহে।

"অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা" (বেদান্তসা°)

সুবোধিনীটীকা-মতে—এই লয় দুই প্রকার, প্রথম প্রকার লয় যথা—শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান দ্বারা নির্বিকল্পক সমাধিতে পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির লীনতারূপ যে অবস্থা, তাহাকে লয় কহে। অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় অর্থাৎ ঐ লৌহপাত্রে জলনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানে নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম দুঃখাদি হইতে পারে না। জল যেরূপ লৌহাগ্নিতে শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিও পরমানন্দব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, সুতরাং চিত্তবৃত্তিই যখন লীন হইয়া গেল, তখন চিত্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর উপস্থিত হয় না। মূর্চ্ছাবস্থার ন্যায় আলস্যাদিতে চিত্তবৃত্তির বাহ্য শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ আত্মস্বরূপে অনবভাসন হেতু চিত্তবৃত্তির যে শুদ্ধীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়, তামসিক যে কোন বিকার দ্বারা চিত্তবৃত্তি যখন শুদ্ধ বা জড় হইয়া থাকে, তখনই এই লয় হয়।

৪ তৌর্য্যত্রিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাদ্যাদির যে সমতা তাহাকেও লয় কহে। যে স্থলে গীতাদি সমতা পায়, গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে যে, হৃদয়, কণ্ঠ ও কপাল এই তিনস্থলে লয়ের স্থিতি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, লয় ৪০ প্রকার, ভগবান্ একমাত্র লয়ে বশীভূত এবং জনার্দ্দন ইহাতে লীন আছেন।

লয় যথা—দ্বিপদী, বলতিকা, ঝল্লিকা, ছিন্নখণ্ডিকা, বামভ্রুব, ছিন্না, খণ্ডধাবা, ফড়ক্কক, জন্তটিকা, কলতিক, খণ্ডক, খরিক, চতুরস্র, অর্দ্ধচতুরস্র, নর্ত্তক, ত্র্যস্র, ষষ্ঠী, উন্দালনা, অবরুষ্টা, নন্দঘটী, কাদম্ব, চর্ব্বরী, ঘট্টা, মিশ্র, অর্দ্ধবনিতা, অতিচিত্র, সময়, বলিত, অর্দ্ধদল, আবিদ্ধ, টঙ্কবক, চিত্র, বিচিত্রিক, আস্রী, বিকৃতধাবা, মুকুল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই ৪০ প্রকার লয়।* (সঙ্গীতদামো°)

* অথ লয়াঃ হৃদিস্থিতিঃ কণ্ঠস্থিতিঃ কপালস্থিতিরিতি লয়ত্রয়ং। অপরে তু—
দ্বিপদী স্যাদ্বলতিকা ঝল্লিকা ছিন্নঘণ্টিকা।
বামভ্রুবস্ততশ্ছিন্না খণ্ডধাবা ফড়ক্ককঃ॥

(ত্রি) ৫ আবরণাত্মক।

"যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমোমূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়াহিংসয়াশয়া ॥"(ভাগ° ১১।২৫।১৫)

(ক্লী) ৬ লামজ্জক। (ভাবপ্র°)

লয়ন (ক্লী) ১ বিশ্রাম, শান্তি। ২ বাটী, বিশ্রামস্থান। ৩ আশ্রয়-গ্রহণ।

লয়পুত্রী (স্ত্রী) লয়স্য পুত্রীব। নর্ত্তকী। (শব্দরত্না°)

লয়যোগ (পুং) তন্ত্রোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণতো° ২৪০।১।১)

লয়লীমজনু, পারস্তোপাখ্যানোক্ত নায়ক নায়িকাভেদ। ইহাদের প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী শৈল-শ্রেণী। সিংহভূম জেলা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

লয়ারম্ভ (পুং) লয়স্য আরম্ভো যস্মাৎ। নট। (ত্রিকা°)

লয়ালম্ব (পুং) লয়মালম্বতে ইতি লম্ব-অণ্। নট। (ত্রিকা°)

লরাবর, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর ধার ও দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় জায়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবারের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক বৃত্তিদান করিয়া ঐ সম্পত্তি ধার ও দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

লরেন্স (লর্ড Sir John Lawrence Bart. K.C.B) ভারতের একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ ধর্ম্মশালায় লর্ড এল্‌গিনের (Alexander Bruce Earl of Elgin and Kincardine) মৃত্যু হওয়ায় এবং ওহাবী নামক মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার ষড়্‌যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনস্থ মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্সকে ভারতের গবর্ণর জেনারল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া লর্ড লরেন্স রাজকার্য্যভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি অম্বালা অভিযানের অবসান দেখিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইলেন, কারণ তৎকালে চীনের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান-গণের বিদ্রোহিতা ইংরাজের বাণিজ্যস্বার্থের অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমারোহে লাহোরে দরবার করিয়া ৬ শত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ভারতরাজ্যে শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালা-গবর্মেণ্ট ভোটান জাতির উপদ্রবে বিশেষরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাষ্টার, ডান্সফোর্ড, রিচার্ডসন, গাফ্‌, পিউ প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে নানাদিক্ হইতে ভোটান আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ইংরাজসৈন্য ভোটান অভিমুখে প্রধাবিত হইল। নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াও ভোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। ইংরাজ-রাজ ভোটানের দেবরাজের যে সকল প্রদেশ ভারতসীমান্তভুক্ত করিয়া লইলেন, তজ্জন্য তিনি ভোটান-পতিকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে রক্তক্ষয়কারী ভোটানযুদ্ধের অবসান হয়।

এই সময়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি সর হিউরোজ পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে সর উইলিয়ম্ রোজ মান্সফিল্ড কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতদ্রু, পঞ্জাব, সিপাহীবিদ্রোহ ও ক্রিমিয় যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা-বৃন্দের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়ি-য্যায় মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ৪ শত মাইল দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজের লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজের রাজ্যাধিকার লইয়া মহিসুরে গোলমাল উপস্থিত হয়। মহিসুররাজ উপর্য্যুপরি আপনার প্রার্থনা জানাইয়া লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এল্‌গিন্ ও লরেন্সকে আবেদন পাঠান। লরেন্স ধীরভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত সে কার্য্যের মীমাংসাভার ভারতসচিবের (Conservative Secretary of State for India) হস্তে সমর্পণ করেন। ভারতসচিব মহিসুররাজের দত্তকপুত্রকে রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মিশর ও আবিসিনীয় যুদ্ধে ভারত হইতে দেশীয় সেনাদল সুদূর পশ্চিমে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের ভারত-প্রতিনিধি

অন্তণ্টিকা কলতিকঃ খণ্ডকঃ খুরিকস্তথা।
কথিতশ্চতুরস্রোঽর্দ্ধশ্চতুরস্রোঽথ নর্ত্তকঃ।
ত্র্যস্রঃ ষষ্ঠ্যালনাবকুষ্টা নন্দষটীত্যপি।
কারম্বশ্চর্ব্বরী খট্টা মিশ্রোঽর্দ্ধবনিতা ততঃ।
অভিচিত্রঃ সময়শ্চ বলিতোঽর্দ্ধদলস্তথা।
আবিদ্ধস্ত টঙ্কবকস্ততশ্চিত্রবিচিত্রকৌ।
অত্রী বিকৃতধাবা চ মুকুলোঽথ বিলোককঃ।
রমণীয়স্ততশ্চৈব করকণ্টকসংজ্ঞকঃ।
চত্বারিংশদিমে প্রোক্তা লয়া লয়বিদ্ভারদৈঃ।
অয়েন বশ্যো ভগবান্ জয়ে লীনো জনার্দ্দনঃ। (সঙ্গীত দামোদর)

লখ্‌নৌ নগরে একটী রাজদরবারের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে তথাকার উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সম্মাননা ও ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি রাজভক্তির চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল।

এই বৎসরে রুষরাজ-সেনাপতিগণ মধ্য এসিয়ার বোখারা-রাজ্যে ও উজ্‌বেকিস্থান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে আশ্রয় দান করেন। আমীরপুত্র বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। রুষসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে স্বীয় রাজপদ সুদৃঢ় করিয়া আমীর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রুষদিগকে বোখারায় স্থান দান করিলেন। রুষের আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড লরেন্স আফগানপতি ও ইংরাজমিত্র দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের-আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজজাতির ও রাজ্যের মঙ্গলবিধানে তৎপর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুঙ্গব রুষসেনাদলে মিলিত হইয়া রাজ্যাধিকারে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই দারুণ গোলযোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা "as masterly inactivity" বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তিনি ভারতে প্রজার সুখবৃদ্ধির জন্য খাল বিস্তার করিয়া যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্ব্বত্র খালবিস্তারের (complete canalisazation of India) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহুকোটী টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং রাজকোষ হইতে অর্থের সঙ্কুলান না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিদ হয়। তাঁহার আদেশে ভারতের গবর্মেণ্ট স্কুল সমূহে বাইবেল গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া ২৭শে মার্চ তারিখে বৃটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসাম্রাজ্ঞী তাহাকে (Baron Lawrence of the Panjab and Grately in the county of Southamton) মর্য্যাদা এবং নানাবিধ মান্যসূচক উপাধি ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লরেন্স (সর-হেনরী), একজন ইংরাজ সেনাপতি। তিনি সিপাহীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রোহিদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। লখ্‌নৌ অবরোধকালে ও চিন্‌হুতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিন্‌হুতের যুদ্ধে বিদ্রোহিদল জয়লাভ করিয়া বীরদর্পে রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। তাহাদের একটী গোলা হেন্‌রী লরেন্সের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহার আঘাতে ৪ঠা জুলাই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লর্ড (ইংরাজী) ১ ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মানসূচক উপাধি। ২ মহাপ্রভু, খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট ইনি Lord, the saviour অর্থাৎ মহাপ্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া খৃষ্টানসমাজে পূজিত। ৩ পরমপিতা পরমেশ্বর।

লর্ড গাফ্‌, একজন ইংরাজসেনাপতি। [গাফদেখ।]

লর্ড লেক, একজন ইংরাজসেনাপতি। [লেক দেখ।]

লর্ব্ব, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লর্ব্বতি। লুঙ্‌ অলর্ব্বীৎ। লিট্‌ ললর্ব্ব। লুট্‌ লর্ব্বিতা।

লল, ঈপ্সা। অদন্তচুরাদি° উভয়° সক° সেট্‌। লট্‌ ললয়তি, লালয়তি-তে।

ললজ্জিহ্ব (পুং) ললন্তী জিহ্বা যস্য। ১ উষ্ট্র। ২ কুক্কুর। (ত্রি) ৩ হিংস্র। (মেদিনী) ৪ চলদ্‌রসনাযুক্ত।

"তাবচ্চ প্রকটীভূয় ভগবান্‌ ভৈরবাকৃতিঃ।
উদ্‌তাসির্ললজ্জিহ্বঃ কৃত্বা হুঙ্কারমভ্যধাৎ॥" (কথাসরিৎ° ১০৬।১২৭)

ললৎ (ত্রি) লড় শতৃ ডস্য ল। ১ বিলাসযুক্ত। ২ উন্মত্তবিশিষ্ট। ৩ জিহ্বাক্রিয়াবিশিষ্ট। ৪ ভক্ষণবিশিষ্ট। ৫ উৎক্ষেপবিশিষ্ট।

ললদম্বু (পুং) ললৎ চলদম্বু যত্র। ১ লিম্পাক। (জটাধর)

ললন (ক্লী) লল-ল্যুট্‌। ১ কেলি। (হেম) ২ চালন। (নাগোজীভট্ট)

"দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) লল্যতে ঈপ্স্যতে ইতি লল-কর্ম্মণি ল্যুট্‌। ৩ বাল। ৪ সাল। ৫ প্রিয়াল। (রাজনি°)

ললনা (স্ত্রী) ললয়তি ঈপ্সতি কামান্‌ লল-ল্যুট্‌-টাপ্‌। কামিনী।

"রতিলুলিতললিতললনা ক্রমজললববাহিন মুহুর্যত্র।
শ্লথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ॥" (কলাবি° ১।৫)

২ নারীভেদ। ৩ জিহ্বা। (মেদিনী) ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। ৫ অন্য প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। ৬ গাথাভেদ।

ললনাপ্রিয় (ক্লী) ললনানাং প্রিয়ং। ১ হ্রীবের। (রাজনি°) (পুং) ২ কদম্ব। ৩ কামিনীবল্লভ, স্ত্রীদিগের প্রিয়।

ললনিকা (স্ত্রী) ললনা।

ললন্তিকা (স্ত্রী) ললন্তোব স্বার্থে কন্‌। ১ নাভিলম্বকণ্ঠিকাদি, সংস্কৃত পর্য্যায় লম্বন, নাভিলম্বিতহার। ২ গোধা। (শব্দমালা)

ললাক (পুং) মেহন।

ললাট (ক্লী) ললং ঈপ্সাং অটতি জ্ঞাপয়তি অট-অণ্। অবয়ব-বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পর্য্যায়—অলিক, গোধি,মহাশঙ্খ, শঙ্খ, ভাল, কপালক, অলীক, ললাটক। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহাদের ললাট উন্নত, বিপুল ও বিষম, তাহারা নির্ধন এবং যাহাদের ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাহারা ধনবান্। এইরূপ শুক্তিবিশাল হইলে ধার্ম্মিক ও শিরাল হইলে পাপকারী, স্বস্তিকাদি-রেখা ও উন্নতশিরা থাকিলে ধনবান্, সংবৃত হইলে কৃপণ, ও উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইলে পাপকারী হইয়া থাকে। ললাটের উপরি যাহার তিনটী রেখা আছে, তাহার শতবর্ষ পরমায়ু, এইরূপ চারিটী রেখা থাকিলে ৯৫ বৎসর পরমায়ু ও রাজা, রেখা না থাকিলে ৯০ বৎসর পরমায়ু, রেখা ছিন্ন ভিন্ন হইলে পুংশ্চল, কেশান্ত পর্য্যন্ত থাকিলে ৮০ বৎসর পরমায়ু, ৫, ৬, ৭ বা বহুরেখা থাকিলে ৫০ বৎসর, বক্র হইলে ৪০ বৎসর এবং ভ্রূলগ্নগামী রেখা হইলে ৩০ বৎসর এবং বামদিকে বক্ররেখা হইলে বিংশতিবৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। রেখা ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু হয়।* (গরুড়পু০)

সামুদ্রিকেও ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা সামুদ্রিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা ললাট দেখিয়া মানবে আয়ু ও শুভাশুভ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ললাটক (ক্লী) ললাটমেব ললাট-কন্। ১ প্রশস্তললাট। (শব্দরত্না°) ২ ললাটমাত্র। (ধনঞ্জয়)

ললাটন্তপ (ত্রি) ললাটং তপতীতি ললাটন্তপ (অসূর্য্যললাটয়োর্দৃশিতপোঃ। পা ৩।২।৩৬) ইতি খশ্ মুম্। ১ ললাট-তাপক, ললাটতাপকারী। ২ সূর্য্য।

"হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।"(রঘু ১৩।৪১)

* "উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা।
নির্দ্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরাঃ।
আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিশ্চ স্বস্তিকাদিভির্ধনেশ্বরাঃ।
নিম্নৈর্ললাটৈর্বধার্হা ক্রূরকর্ম্মরতাস্তথা।
সংবৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা উন্নতৈর্নৃপাঃ।
ললাটোপসৃতা-স্ত্রিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ।
অরেখেনায়ুর্নবতির্বিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ।
কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ।
পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্ভিঃ পঞ্চাশদ্বহুভিস্তথা।
চত্বারিংশচ্চ বক্রাভিস্ত্রিংশদ্ ভ্রূলগ্নগামিভিঃ।
বিংশতির্বামবক্রাভিরায়ুঃক্ষুদ্রাভিরল্পকম্।
ন পৃথু-বালেন্দুনিভে ভবেৎ চায় ললাটকম্।" (গরুড়পু: ৬৫ অ০)

ললাটপুর (ক্লী) নগরভেদ। (পা০ ৫।৪।৭৪)

ললাটফলক (ক্লী) কপাল।

ললাটরেখা (স্ত্রী) কপালের রেখা। ললাটলেখা। প্রবাদ আছে যে, বিধাতা জাতকের ষষ্ঠী জাগর-বাসরে অর্থাৎ ৬ দিনের দিন রাত্রে ললাটে অক্ষর-সমূহের শুভাশুভ লিখিয়া দিয়া থাকেন।

ললাটাক্ষ (ত্রি) ললাটে অক্ষিণী যস্য। শিব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুর্গা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

ললাটিকা (স্ত্রী) ললাটে ভবোঽলঙ্কারঃ (কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪। ৩। ৬৫) ইতি কন্। স্বর্ণাদিরচিত ললাটাভরণ, কপালের গহনা। পর্য্যায় পত্রপাশ্যা। (অমর) ২ ললাটস্থ চন্দন। পর্য্যায় শঙ্খচর্চ্চী। (শব্দরত্না°) ৩ তিলক।

"তদা প্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে ললাটিকা চন্দনধূসরাঙ্গকা।
ন জাতু বালা লভতেস্ম নির্বৃতিং-
তুষারসংঘাতশিলাতলেষ্বপি॥" (কুমার ৫। ৫৫)

ললাটূল (ত্রি) উচ্চ কপালযুক্ত।

ললাটেন্দুকেশরী, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজা। [উড়িষ্যা দেখ।]

ললাট্য (ত্রি) ললাট সম্বন্ধীয়।

ললাম (ক্লী) লড় বিলাসে ক্বিপ্, তম্ অমতি প্রাপ্নোতীতি অম-গতৌ অন্ ড়স্য লত্বং। ১ চিহ্ন। ২ ধ্বজ। ৩ শৃঙ্গ। ৪ প্রধান। ৫ ভূষা, ভূষণ।

"পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎ কুন্তলমণ্ডিতানাং।" (ভাগ° ৩। ১৪। ৪৮)

৬ বালধি। ৭ পুণ্ড্র। ৮ তুরঙ্গ। ৯ প্রভাব। (মেদিনী) ১০ অশ্বললাটে অন্যবর্ণচিহ্ন। ১১ গবাদির ললাটচিহ্ন। ১২ অশ্বের ভূষণ। এই শব্দ পুং ক্লী এই দুই লিঙ্গই হয়।

"ললামোঽস্ত্রী ললামাপি প্রভাবে পুরুষে ধ্বজে।
শ্রেষ্ঠভূষাপুণ্ড্রশৃঙ্গপুচ্ছচিহ্নাশ্বলিঙ্গিষু॥"
(রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত যাদব)

(ত্রি) ১৩ রম্য, শ্রেষ্ঠ।

"ললামৈর্হরিভির্যুক্তঃ সর্ব্বশব্দসহৈর্যুধি।
রাজ্ঞাং মধ্যে মহেষ্বাসঃ শান্তভীরভ্যবর্ত্তত॥"(ভারত ৭।২২।১৩)

ললামক (ক্লী) পুরোন্যস্তমাল্য; ললাটোপরি লম্বমান মাল্য। 'তদেব মাল্যং পুরঃ সম্মুখভাগে ন্যস্তং ললাটপর্য্যন্তমাগতং ললামকং তিলকমিব ইতি ইবার্থে কঃ'। (ভরত)

ললামগু (পুং) শিশ্ন।

ললামন্ (ক্লী) ললাম।

"প্রধানধ্বজশৃঙ্গেষু পুণ্ড্রবালধিলক্ষ্মসু।
ভূষাবাজিপ্রভাবেষু ললামং স্যাৎ ললাম চ॥" (রুদ্র)

২ পুরুষ। (রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত যাদব)

ললামবৎ (ত্রি) সুন্দর অলঙ্কৃত।

ললামী (স্ত্রী) কর্ণভূষণবিশেষ, কানের গহনা। পর্য্যায় উৎক্ষিপ্তিকা। (শব্দমালা)

ললিত (ক্লী) লল-ক্ত। ১ শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ। সুকুমাররূপে ভ্রূনেত্রাদির ক্রিয়ার সহিত করচরণাদির অঙ্গবিন্যাস।

"ভ্রূনেত্রাদিক্রিয়াশালিসুকুমারবিধানতঃ।
হস্তপদাঙ্গবিন্যাসস্তরুণ্যা ললিতং বিদুঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

সুকুমাররূপে অঙ্গবিন্যাস মসৃণ হইলে তাহাকে ললিত কহে।

"সুকুমারাঙ্গবিন্যাসে মসৃণা ললিতং ভবেৎ।" (ভরত)

উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার এবং ভ্রূবিলাসাদি দ্বারা মনোহর হয়, তথায় ললিত হইয়া থাকে।

"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

"সভ্রূভঙ্গং করকিশলয়াবর্ত্তনৈরাপতন্তী
সা লিম্পন্তী ললিতললিতা লোচনস্তাঞ্জনেন।
বিন্যস্যন্তী চরণকমলে লীলয়া স্বৈরযাতে-
নিঃশঙ্কা চ প্রথমবয়সা নর্ত্তিতা পঙ্কজাক্ষী॥"(অমরটীকায় ভর°)

(পুং) লল্যতে ঈপ্স্যতে ইতি লল কর্ম্মণি ক্ত। ২ রাগবিশেষ। এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ—এই রাগ প্রস্ফুটিত সপ্তচ্ছদ (পুষ্পমাল্যধারী, যুবা, অতিশয় গৌরবর্ণ, লোচনদ্বয় অলস, (ভাবে ঢলঢল) বিলাসবেশে বিভূষিত হইয়া প্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনির্গত হইতেছেন।

"প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমাল্যধারী যুবাতিগৌরোঽলসলোচনশ্রীঃ।
বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ॥"

গানসময়—

"প্রাতর্গেয়াস্তু দেশাগো ললিতঃ পটমঞ্জরী।
বিভাষা ভৈরবী চৈব কামোদা গোণ্ডকীর্য্যপি॥"(সঙ্গীতদামো°)

(ত্রি) ৩ সুন্দর, মনোহর, মনোজ্ঞ।

"অথ তস্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ।"(রঘু ৮।১)

৪ ঈপ্সিত। (মেদিনী) ৫ চলিত। (বিশ্ব)

ললিতক (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ।

ললিতকান্তা (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। মঙ্গলচণ্ডিকা, দুর্গা। লোকে মঙ্গলকামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে।

"যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তকৌষেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥" (তিথিতত্ত্ব)

ললিতচৈত্য (পুং) চৈত্যভেদ।

ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালভেদ।

ললিতপদ (ত্রি) ১ সুন্দর পদযুক্ত। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৩, ৭, ৯, ১০ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ললিতপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৮৭)

ললিতপুর (লালিতপুর), যুক্তপ্রদেশের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ঝাঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৯৪৭ বর্গমাইল। অক্ষা° ২৪°৯´৩´´ হইতে ২৫°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১২´২০´´ হইতে ৭৯°২´১৫´´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী) নদী, দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল ঘাটমালা ও সাগর জেলা, দক্ষিণপূর্ব্বে ও পূর্ব্বে উর্চ্ছারাজ্য ও ধসান নদী; এবং উত্তরপূর্ব্বে যামুনী নদী। ললিতপুর নগর ইহার বিচার সদর।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। সেই ক্রমোচ্চনিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিভাগে বেত্রবতী ও যামুনী নদী প্রবাহিত। দক্ষিণের বিন্ধ্যাচল-সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ বনমালাসমাচ্ছন্ন লালবর্ণের কঙ্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃষ্ট হয়; উহা স্থানবিশেষে মোড়ি ও মার নামে খ্যাত।

এই সমগ্র জেলাই নদীমালায় পূর্ণ। বিন্ধ্যাপাদনিঃসৃত নানা গিরিনদী পর্ব্বতগাত্রবিধৌত করিয়া এই জেলার মধ্যদিয়া যমুনা নদীতে মিশিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই ক্রমোচ্চনিম্ন অববাহিকার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সমগ্র জেলাটী যেন নদীসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতম নদীর মধ্যে বেত্রবতী, ধসান ও যমুনা উল্লেখযোগ্য।

নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাঁধ ও দীর্ঘিকা আছে। তন্মধ্যে তালবেহাত সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উহার জলকর প্রায় ৪৫৩ একার। ধৌরীসাগর, দুধী, বাড় প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা আজিও স্থানীয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। স্থানীয় বনমালার মধ্যে বালাবহৎ ও লক্ষ্মণজীর বন উল্লেখযোগ্য। এখানে সহারিয়া নামে এক পার্ব্বত্যজাতির বাস আছে। তাহারা বনজাত মহুয়া, চিরৌঞ্জী, লাক্ষা, মধু, মোম, গঁদ ও অন্যান্য মূলাদি নিকটবর্ত্তী নগরাদিতে আনিয়া বিক্রয় করে। এই সকল বনে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ, বন্যকুকুর ও শাম্বর, চিতল, চৌশিঙ্গা প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্ব্বে এখানে অসভ্য গোঁড় জাতির বাস ছিল। এখনও বিন্ধ্যশৈলমালার চূড়াদেশে সেই পার্ব্বত্যজাতির প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদি সেই অতীত

স্মৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও পর্ব্বত-প্রান্তস্থিত কএকটী গ্রামে এখনও গোঁড়জাতির বাস দেখা যায়।

পরবর্ত্তিকালে এখানে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই গোঁড়গণ ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া তাহারই অনুরাগী হয় এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে সমুন্নত হইয়া উঠে। তাহাদের স্থাপত্যবিস্তার পরিচয় স্বরূপ আজিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের অধঃপতনের পর মহোবার চন্দেলবংশীয় রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। বান্দা ও হামীরপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তৎপ্রসঙ্গে এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। [বান্দা ও হামীরপুর দেখ।]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এই চন্দেল রাজবংশের অধঃপতন ঘটে। তখন এই জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের শাসনাধীন হয়। ঐ সামন্তগণ দিল্লীর মুসলমান-রাজগণের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে দুর্দ্ধর্ষ বুন্দেলা জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহারা প্রথমে ঝাঁসীতে ও পরে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান ললিতপুর জেলা চন্দেরীর বুন্দেলরাজ্যের অন্তর্গত এবং এখানকার রাজবংশ রাজা রুদ্রপ্রতাপের বংশধর। ১৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদ্বংশীয় নয়জন রাজা চন্দেরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে দিল্লীর মোগলসম্রাট্গণও মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে নবম রাজা রামচাঁদ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্রকে তাঁহারা অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে বাধ্য হন। ইহার দুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাত্যের প্ররোচনায় রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুরপ্রহ্লাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং শাসনকার্য্যে অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তগণ পূর্ব্বাভ্যস্ত লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে উপদ্রব করিতে থাকে। রাজা মুরপ্রহ্লাদ কিছুতেই তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি এইরূপ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তাঁহারা ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সিন্দেরাজের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন গোয়ালিয়ারপতি তাহার প্রতিহিংসা সাধনে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের আদেশে সিন্দে-সৈন্য চন্দেরী আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়র-সেনাপতি জিন্ বাপ্তিস্তে (Jean Baptiste) সদলে অগ্রসর হইয়া কোট্রাবংশী, রাজবাড়া ও ললিতপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। মুরপ্রহ্লাদ ঝাঁসীতে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নগররক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর ভীমবেগে যুদ্ধ করিয়া চন্দেরী-সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। একজন ঠাকুর সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দেরী শত্রুহস্তগত হইল। দেখিতে দেখিতে তালবেহাৎবাসীও সিন্দে রাজকরে আত্মসমর্পণ করিলেন। সিন্দে মহারাজ তখন সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন।

গোয়ালিয়ার-মহারাজ অনুকম্পা করিয়া পূর্ব্বতন জায়গীরদারদিগকে তাঁহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিলেন এবং রাজা মুরপ্রহ্লাদ স্বীয় ভরণপোষণের জন্য ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন।

ইহার পর ৩৫ বৎসর কাল এই প্রদেশে শান্তি বিরাজিত ছিল। সিন্দেরাজের নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালীতে এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অকস্মাৎ বুন্দেলাগণ পূর্ব্বরাজকে নায়ক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন সিন্দেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে রাজ্যে শান্তি বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তানুসারে ললিতপুররাজ্য তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজা মুরপ্রহ্লাদ পাইলেন ও দুইভাগ সিন্দেরাজের রাজ্যভুক্ত রহিল, রাজা মুরপ্রহ্লাদ এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও আপনার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তদিগের সহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কলহপূর্ণ জীবনের অবসান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মর্দ্দনসিংহ রাজা হইলেন। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর-যুদ্ধের অবসানে সিন্দেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভরণপোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চন্দেরীরাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট ঐ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মর্ম্মানুসারে সিন্দে মহারাজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার রক্ষা করিতে ইংরাজগবর্মেণ্ট স্বীকৃত রহিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব মতে কার্য্য চলিয়াছিল। বাণপুররাজ মর্দ্দনসিংহ আপনার সম্মানহ্রাসে দুঃখিত হইয়া এই সময়ে বুন্দেলাসর্দ্দারদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দ্দন সিংহ বিদ্রোহিদলে পরিবৃত হইয়া ঝাঁসী ও গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করেন। এইরূপে বহুশত বিদ্রোহী সেনা এবং

ইংরাজের দেশীয় অনেক সেনানায়ককে সপক্ষে আনয়ন করিয়া রাজা মর্দ্দনসিংহ আপনাকে বাণপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বাণপুরে কামান প্রস্তুতের জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেনাপতি সর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজা মর্দ্দনসিংহ বনবধিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। মার্চ্চ মাসে ইংরাজ-সৈন্য তাঁহাকে ললিতপুর হইতে বাণপুর ও তালবহৎ অভিমুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার পরাজয়ে অধীনস্থ সেনাদল ভীত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। ঐ সময়ে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহদমনার্থ ইংরাজ-সৈন্য চন্দেরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্রোহিদল পুনরায় চন্দেরী-রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে ইংরাজসৈন্য পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। বুন্দেলা-গণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই বিদ্রোহের সময় বুন্দেল ঠাকুর সর্দ্দারগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। অশিক্ষিত সর্দ্দারগণ ইংরাজগবর্মেণ্টের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শান্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তদবধি আর এখানে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই।

এই জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের নিকট ঠাকুর সর্দ্দারদিগের নির্ম্মিত বাসভবন ও দুর্গ দৃষ্ট হয়। সকল দুর্গের অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ললিত-পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি সর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর ঐ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট অযথা কর আদায় করিতে পারেন না। বিন্ধ্যশৈলশ্রেণীর সমু-ন্নত শৃঙ্গে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি প্রাচীন গোঁড় অধিবাসীদিগের কীর্ত্তি। বর্ত্তমান জৈন অধিবাসিবৃন্দের উদ্‌যোগে এখানে একটী সুচারু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসাল। ললিতপুর, বংশী, তালবেহাৎ ও বালাবেহাৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভূরিমাণ ১০৫৯ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ঝাঁসী হইতে সাগর যাইবার পথে সজাদ নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এই নদী যামুনী নদীর একটী শাখা। রাণী ললিতা দেবীর নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল। প্রবাদ—একদা রাজা সুমেরুসিংহ জলোদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া সপত্নীক অযো-ধ্যায় তীর্থযাত্রা করেন। বর্ত্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া রাজা ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন। রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন যে, "নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে কাই (Confervæ) উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।" তদনুসারে প্রাতে রাজা রাণীর স্বপ্নাদেশ পালন করিলেন। রাজা রোগ-মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্নের কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাপুর নগর স্থাপন করিলেন। এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত "সুমেরুসাগর" বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানকার একটী মসজিদে হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু মন্দিরটীকে সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে নাগরী অক্ষরে একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সম্বৎ দৃষ্ট হয়। উক্ত ফলকে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ "রাজাধিরাজ-পতে শ্রীসুরতান পেরোজশাহী" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীর্ত্তি নাশ করিয়াছিলেন।

ললিতপুরাণ (ক্লী) বৌদ্ধপুরাণভেদ। [ললিতবিস্তর দেখ]

ললিতপ্রহার (পুং) অল্প প্রহার।

ললিতললিত (ক্লী) অতি সুন্দর।

ললিতলোচন (ত্রি) সুন্দরচক্ষুঃ। (স্ত্রী) বিদ্যাধর বাণদত্তের কন্যা।

ললিতবনিতা (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী।

ললিতবিস্তর (পুং) বুদ্ধদেবের (শাক্যসিংহ) জীবনচরিতবিষয়ক সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থভেদ। [গাথা দেখ।]

ললিতব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

ললিতা (স্ত্রী) ললিত-টাপ্। ১ কস্তুরী। ২ দারী। (রাজনি°) ৩ নদীবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

পুরাকালে ব্রহ্ম-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাজার শাপে দেহহীন এবং রাজর্ষি নিমিও বশিষ্ঠশাপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন, বশিষ্ঠ এই বরপ্রভাবে অমৃতকুণ্ড নামে এক মহাকুণ্ড নির্ম্মাণ করেন, এই কুণ্ডের পূর্ব্বে ললিতা নামে মনোহারিণী ও দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী আছে, মহাদেব এই নদীকে অবতারিত করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়ার দিন এই নদীতে স্নান করিলে শিবলোক-

প্রাপ্তি হয়। ললিতানদীর পূর্ব্বতীরে ভগবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণু লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন। যাহারা শুক্লাদ্বাদশীতে ললিতাস্নান করিয়া এই পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করে, তাহাদের ইহলোকে নানাসুখ ও পরলোকে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। (কালিকাপু° ৮১ অ°)

বৃহন্নীলতন্ত্রের ২০ অধ্যায়ে এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে।

২ গোপীবিশেষ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সখী। শ্রীমতী রাধিকার প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যে একজন। গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকূপ হইতে এই সকল গোপীর উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে, যিনি ললিতা, তিনিই দুর্গা এবং রাধিকা. ইহাতে কোন ভেদ নাই।

"যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।
এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥"

(পদ্মপু° পাতালখ° রাসলীলা)

৩ রাগিণীভেদ। সঙ্গীতদামোদরের মতে এই রাগ মেঘরাগের পত্নী।

"ললিতা মালসী গৌড়ী লাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

হনুমন্মতে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্নী, সোমেশ্বরমতে বসন্তরাগের পত্নী। এই রাগিণী যথা—স, গ, ম, ধ, নি, স। অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা প্রথম। ধ, নি, স, গ, ম, ধ ইহা দ্বিতীয়। ইহার স্বরূপ ও ধ্যান—

"রিপুবর্জ্যা চ ললিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদূচিরে।
ধৈবতত্রয়সংযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা॥

ধ্যান—

প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমাল্যকণ্ঠা সুগৌরকান্তির্যুবতী সুবৃষ্টিঃ।
বিনিশ্বসন্তী সহসা প্রভাতে বিলাসবেশা ললিতা প্রদিষ্টা॥

(সঙ্গীতরত্নাকর)

ললিতাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ললিতাতৃতীয়াব্রত (ক্লী) যোষিদ্‌ব্রতভেদ।

ললিতাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার উপাধি মুক্তাপীড়। দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। মহারাজ তারাপীড়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ চন্দ্রাপীড় ইহাকে চীনসম্রাট্ সুয়েন্ সঙ্গের সভায় দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭২৩-৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করেন।
[কাশ্মীর দেখ।]

ললিতাদিত্য (২য়), কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

ললিতাদিত্যপুর (ক্লী) ললিতাদিত্যকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ললিতাপঞ্চমী (স্ত্রী) আশ্বিন মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথি, এই দিনে ললিতাদেবীর (পার্ব্বতী) পূজা হইয়া থাকে।

ললিতাপীড় (পুং) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য।

ললিতাপুর, প্রাচীন নগরভেদ। এখানে ললিতাদেবী বিরাজিত আছেন। (বৃহন্নীল° ২২) [ললিতপুর দেখ।]

ললিতাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

ললিতাষষ্ঠী (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

ললিতাসপ্তমী (স্ত্রী) ললিতাখ্যা সপ্তমী। ভাদ্রমাসের শুক্লসপ্তমী ব্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, এই জন্য ঐ ব্রতের নাম ললিতাসপ্তমীব্রত, ইহাকে কুক্কুটীব্রতও কহে।

ললিত্থ, প্রাচীন জনপদভেদ। (মার্ক° ৫৭।৩৭) বামনপুরাণে (১৩।৩৮) নলিঙ্গ এবং অপরাপর পুরাণে কলিঙ্গ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ললিথ (পুং) জাতিবিশেষ।

ললীতিকা (স্ত্রী) তীর্থভেদ। চম্পাজনপদে অবস্থিত।

(ভারত ৩।৮৪।১২৬)

লল্যান (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর° ৬।১৮৩)

লল্ল (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ। লল্লাচার্য্য।

লল্ল, বিধানমালাপ্রণেতা। ঢুণ্ঢিরাজ লল্লোপাধ্য নামে আর একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ ও হৌত্রসামান্য গ্রন্থ দেখিলে বোধ হয় যে উভয়েই এক ব্যক্তি।

লল্ল, জ্যোতিষরত্নকোষ, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং শিষ্যধীবৃদ্ধিদ-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতির্গ্রন্থ রচয়িতা ত্রিবিক্রম ভট্টের পুত্র। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিতে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

লল্ল(ছন্দ), ছিন্দবংশীয় একজন রাজা। মল্হণের পুত্র ও বৈরবর্ম্মার পৌত্র। ইহার মাতা অণহিলা চুলুকীশ্বরবংশীয় ছিলেন।

লল্লবারাহসুত (পুং) ১ লল্ল এবং বারাহের পুত্র। ২ নক্ষত্রসমুচ্চয়প্রণেতা।

লল্লাদীক্ষিত, মৃচ্ছকটিকটীকা-রচয়িতা। লক্ষ্মণের পুত্র এবং শঙ্কর দীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

লল্লিয়শাহী, কাবুলের শাহিবংশীয় একজন হিন্দু রাজা। ইহার অপর নাম কমলুক। উদ্ভাণ্ডপুরে ইহার রাজধানী ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে (৫।১৫৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রভাকরদেবের মন্ত্রী গোপালবর্ম্মা ইহার পুত্র তোরমাণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া-

ছিলেন। খোরাসানপতি আমর ইবন্ সেইর সমসাময়িক (৮৭৪-৯০১ খৃঃ) ছিলেন।

লল্লুজীলাল (পুং) একজন গ্রন্থকার।

লব (ক্লী) লু-অপ্। ১ জাতীফল। (শব্দচ০) ২ লবঙ্গ। ৩ লামজ্জক। ৪ ঈষৎ। (পুং) লবণমিতি লু-অপ্। ৫ লেশ।

"বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি।"

(রঘু ১৬।৬৬)

৬ বিনাশ। ৭ ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, দুই কাষ্ঠায় এক লব।

'অষ্টাদশ নিমেষাস্ত কাষ্ঠা কাষ্ঠাদ্বয়ং লবঃ।' (হেম)

৯ পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী। (রাজনি০) ১০ কিঞ্জল্ক। ১১ পক্ষ। ১২ গোপুচ্ছলোম। (রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত বৈজয়ন্তী) ১২ রামচন্দ্রের পুত্র। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীর গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদ-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ দেন, লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গিয়া বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন। সীতা বাল্মীকির আলয়ে যমজ দুইটী সন্তান প্রসব করেন, এই পুত্রদ্বয়ের নাম লব ও কুশ। বাল্মীকি এই পুত্রদ্বয়কে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কৃত করিয়া রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করেন। (রামায়ণ উত্তরকা০) [সীতা ও রাম শব্দ দেখ।]

লবক (পুং) ১ ছেদক। ২ দ্রব্যভেদ।

লবঙ্গ (ক্লী) লুনাতি শ্লেষ্মাদিকমিতি লু (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) ইতি অঙ্গচ্। স্বনামখ্যাত বণিক্‌দ্রব্যভেদ। (Caryophyllus aromaticus=Cloves) হিন্দী—লোঙ্, লোঙ্গ্, মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ—লবঙ্গকলিকা, লবিঙ্গ; তামিল—কিরম্বের, কিরাম্বু, ইলবঙ্গ-অপ্পু, করুবাপ্পু ইক্রম্বু; তৈলঙ্গ—লবঙ্গলু, দ্রাবিড়—লবঙ্। মলয়ালম্—ছব্ধি, শিঙ্গাপুর—বরল; পারস্য—মেথক্; বাঙ্গালা—লঙ্গ, লবঙ্গ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূন, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, শ্রীপুষ্প, রুচির, বারিসম্ভব, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণকুসুম, চন্দনপুষ্প।

এই বৃক্ষ মালাক্কা দ্বীপে প্রভূত জন্মে। ওলন্দাজ বণিকেরা যখন আম্বয়না দ্বীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কোন সুযোগে দক্ষিণভারতে ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ আনীত যে লবঙ্গ আমরা দেখিতে পাই উহা উক্ত বৃক্ষের ফুল-কলিকামাত্র।

উত্তম সারযুক্ত মৃত্তিকায় লবঙ্গ রোপণ করাই নিয়ম। প্রথমে যথারীতি মৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চ অন্তর এক একটী ফল পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের কলা বাহির হইয়া থাকে। ঐ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এইরূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্যক। সময় মত জমিতে জল না দিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। গাছ ৪ ফিট্ আন্দাজ বড় হইলে এক একটী উঠাইয়া ৩০ ফিট্ অন্তর পুতিতে হয়। বালুকাময় অথবা আগ্নেয়-শৈলোদ্‌গারিত মৃদ্ভূমে রোপণ করিলে ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর বৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা। ঐ সময়ে এক একটী বৃক্ষে বৎসরে ৵৩ হইতে ৵৩।০ পর্য্যন্ত ফুল পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফুল হয়। সেখানে ২০ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে। ঐ সময়ে গাছের পল্লবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। আম্বয়না দ্বীপে ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের ফুল ধরে না। তার পর প্রচুর ফুল হয়। ৭৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বৎসর অন্তর তথায় লবঙ্গের চাস হইয়া থাকে। তাহাতে ফুলকলিকার হ্রাস উপলব্ধি হয় না।

ফুলকলিকাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটী কলিকা উত্তোলন করাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভয় থাকে না। উচ্চ ডালে যে ফুল থাকে, তাহা ছিঁড়িয়া লইবার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার উপযোগী সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়া বৃক্ষোপরি বংশযষ্টি দ্বারা আঘাত করা হইয়া থাকে। এই প্রথায় গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহার পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিয়মিত প্রণালীতে শুকাইয়া কটাশেবর্ণ (Brown) হইয়া আসিলে থলিতে ভরা হয়। সুমাত্রা দ্বীপে মাদুরের উপর কলিকা বিছাইয়া সূর্য্যতাপে শুকান হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে চেটাইর উপর মাদুর বিছাইয়া তদুপরি লবঙ্গ-কলিকা ছড়াইয়া দেয় এবং তাহাই মৃদু অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া কলিকাগুলিকে ধূমনিষিক্ত বা স্বেদযুক্ত করিয়া লয়; কিন্তু এই ধূমনিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লয় না। যখন লবঙ্গগুলি অঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া থাকে।

লবঙ্গের কলিকা ও তাহার বোঁটা জলে চোঁয়াইলে এক প্রকার সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন কখন সামান্য হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। সুগন্ধি দ্রব্য

(perfumery) এবং বসা, সাবান ও মদ্যের গন্ধবৃদ্ধি করিতে উহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। জর্মণরাজ্যে কার্ব্বলিক এসিডের সহিত উহা মিশান হইয়া থাকে। ৪ ঔন্স লবঙ্গ তৈল এক গালন স্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গসার (essence of cloves) প্রস্তুত হয়।

বেনকুলেন, পিনাং, আম্বয়না ও জাঞ্জিবর জাত লবঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঔষধার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট ও তীব্র কটু এবং নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া যায়, উহা পুরাতন বৃক্ষজাত, উহা বিশেষ কোন কার্য্যে লাগে না। আকৃতি, বর্ণ ও আভ্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙ্গের প্রভেদ সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

লবঙ্গ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত। দীর্ঘকালস্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থালীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ ঐন্সলি, শারীরিক অবসন্নতা ও অজীর্ণ রোগে দিবসে দুই বা তিনবার লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্দ্ধ পাইণ্ট উত্তপ্তজলে ১ ড্রাম লবঙ্গচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া তাহার ১ বা ২ ঔন্স প্রতিবার সেবনীয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ও অগ্নিমান্দ্যে চিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকারপ্রদ। ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাধ্মান ও পেটের বেদনা উপশম হয়। গেঁটেবাত, শিরঃপীড়া ও দন্তশূলে লবঙ্গতৈল লাগাইলে উপকার দর্শে। হেকিমী মতে ইহার গুণ—উত্তেজক ও শ্লেষ্মনাশক, বিষনাশক ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর, হৃদয়ের যাতনা-নিবারক, বলকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

তাম্রপাত্রে অথবা পাথরে পদ্মমধু লইয়া লবঙ্গ ঘসিয়া চক্ষের পাতায় পালকে করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জলপড়া ও যোজকত্বগ্দোষ (Conjunctivitis) নিবারিত হয়। লবঙ্গ প্রদীপের শিখায় পুড়াইয়া ভক্ষণ করিলে খুস্‌খুসে কাসি বিদূরিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনাদিতে গরম মসালার সঙ্গে ও পানে লবঙ্গ সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা বাঙ্গালায় অধিক প্রচলিত।

ইংরাজী ভৈষজ্যতত্ত্বে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ Oleum Carysphylli নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে Eugenol বা Eugenic acid, Salicylic acid, Caryophyllic acid, Carmufellic acid ও সামান্য মাত্রায় tannic acid পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিবৎসর ১১০৯৮৪১৲ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জিবর, আদেন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজে আমদানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে প্রায় ৩৭১২৪৯৲ টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড, হংকং, ষ্ট্রেট্‌সেটল্‌মেণ্ট, এসিয়াস্থ তুরুষ্ক, আদেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কটু, নেত্রহিতকর, দীপন, পাচন, রুচিকর, কফ, পিত্ত ও অস্রদোষনাশক, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, আধ্মান, শূল, আশুবিনাশক, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

"বিরহানলসন্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎসৃজ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ ॥" (উদ্ভট)

লবঙ্গক (ক্লী) লবঙ্গ স্বার্থে কন্। লবঙ্গ। (শব্দরত্না°)

লবঙ্গকন্দপত্রী (স্ত্রী) লঘু তালীশপত্র। (বৈদ্যকনি°)

লবঙ্গকলিকা (স্ত্রী) লবঙ্গ। (রাজনি°)

লবঙ্গলতা (স্ত্রী) পুষ্পলতাবিশিষ্ট।

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥" (জয়দেব)

২ রাধার সখী বিশেষ।

লবঙ্গাদি (পুং) অজীর্ণাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ইহা অপামার্গ ও চিতার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। অগ্নির বলাবল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

লবঙ্গাদিচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। এই চূর্ণ স্বল্প ও বৃহদ্ভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—স্বল্পলবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইচ্, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি, অনুপান তণ্ডুলোদক, মধু বা ছাগদুগ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। বৃহল্লবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাচ, পিপলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খই, বালা, কুটজ মূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে

সমভাগ চূর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, বনযমানী, যমানী, মুথা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্ফা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শটী, মউরী, মেথি, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে, মাত্রা এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে। এই চূর্ণ অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক। ইহা ভিন্ন অন্যান্য উদররোগেও বিশেষ উপকারী।(ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণীরোগাধি°)

৩ স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস শুন্দিমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতাইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, জ্বর ও আমরক্তাতিসার হইলে ইহা প্রয়োজ্য। এই চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে ভিজাইয়া তিনদিন ভাবনা দিতে হয়।

৪ গুল্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী (অজমোদা) ও ইন্দ্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার গুল্ম, অর্শ, শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিমোদক, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার°)

লবঙ্গাদিবটী, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এবং অপামার্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যাধি°)

লবঙ্গাদিবটী (স্ত্রী) অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, সাদাজীরা, কালবাহড়া, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, বড়িভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে একভাগ; পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া পাণের রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে গ্রহণী, আমদোষ, পেটবেদনা, প্রবাহিকা, জ্বর, কফজনিত-শূল, কুষ্ঠ, অম্ল, পিত্ত, প্রবলবায়ু, মন্দাগ্নি ও কোষ্ঠগতবাত প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসার° অজীর্ণরোগাধি°)

লবট (পুং) কাশ্মীরস্থ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

(রাজতরঙ্গিণী ৫।১৭৬,২০৪)

লবণ (ক্লী) লুনাতি জাড্যমিতি লু-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু, পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বং। ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্য।

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিন্দী—লোণ, নমক্, নূন, লবণ, নিমোক; বোম্বাই—নমক, নিমক; মরাঠী—মীঠা, গুর্জ্জর—মিঠু, তামিল—উপ্পু; তেলগু—লবণম,উপ্পু; কণাড়ী—উপ্পু, মলয়ালম্—উপ্পু, লবণম্; ব্রহ্ম—শ; শিঙ্গাপুর—লুণু; আরব—মিলহুল আজিন, পারস্য—নমক্, নমকে, খুর্দানি, নুমকে তায়াম্; যব—উয়া; চীন—য়েন; ইংরাজী—Sea-salt, common salt, table-salt, ফরাসী—Sel Commun, sel de Cuisine, sel Marin; জর্ম্মণ—Chlorantrium Kochsalz, দিনেমার ও সুইডিস্—Salt, ইতালী—Chloruro-di-Sodio, Sal commune, স্পেন—Sal.

ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রকার লবণের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম সাদা লবণ (Sodium Chloride) এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণলবণ বা বিট্‌লবণ। বিট্‌লবণে সাধারণ লবণের ভাগ থাকিলেও উহাতে অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণ থাকায় উহা অনেকাংশে ভেষজগুণযুক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে ঐ গুণের অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিট্‌লবণে Sulphuret of iron পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ক্লোরাইড্ ও কার্ব্বনেট অব সোডিয়াম্ উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ পাওয়া যায়, বিট্‌লবণে প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে।

হিন্দুগণ স্মরণাতীতকাল হইতেই লবণের ব্যবহার জানিতেন। অথর্ব্ববেদ ৭।৭৬।১, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ২।১৬।২৪, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৭।৭, শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৫।৪।১২, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ১।৮।১০, গোভিল ২।৩।১৩ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লবণের বহুলপ্রচার দেখা যায়। মহামুনি সুশ্রুত স্বকৃত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লবণের নিম্নোক্ত কয়টী ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল, রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ, বায়ুনাশক, এবং কফ ও পিত্তকর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মলমূত্রের সঞ্চয়কর। সৈন্ধব, স্বচ্ছ, বিট, পাক্য, সাম্ভার, সামুদ্র, পক্তিম, যবক্ষার, উষক্ষার ও সুবর্চ্চিকা প্রভৃতি লবণবর্গ।

ইহাদের গুণ লবণরস, পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রসসমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। ইহা সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং সকল শরীরাংশের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গাত্রে কণ্ডু, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোফ, বিবর্ণতা, মুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি পীড়া হয়।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নিবৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, মধুররস, বৃষ্য, শীতল, দোষনাশক এবং উক্ত সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলদায়ক।

সামুদ্র লবণ—পরিপাকে মধুর, অনতি উষ্ণ, অবিদাহী, ভেদক, ঈষৎ স্নিগ্ধ, শূলনাশক এবং নাতিপিত্তবর্দ্ধক।

সৌবর্চ্চল লবণ—পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধনাশক, মুখপ্রিয়, সুরভি ও রুচিকর।

রোমক (পাংশুলবণ)—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, স্ত্রীসংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, পাকে কটু, বায়ুনাশক, লঘু, বিস্যন্দী, সূক্ষ্ম, মলভেদক ও মূত্রকর। ঔদ্ভিদলবণ লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, হৃদয় ও শ্লেষ্মলক্ষ্যকর, বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকালবণ কফ, বায়ু ও কৃমিশান্তিকর, লেখনকর, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকর, পাচক ও ভেদক। উষক্ষার (ক্ষারমৃত্তিকাসম্ভূত লবণ)—ইহা বালুকেয় অর্থাৎ বালুকাজাত পর্ব্বতের মূলদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [এই সকল লবণের বিষয় তত্তদ্‌-শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই সকল লবণের মধ্যে সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, সামুদ্র ও সাম্ভার এই পাঁচটীকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট্, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট্ ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বুঝিতে হইবে। চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ স্থলে সাম্ভার লবণের পরিবর্ত্তে ঔদ্ভিদ লবণ গৃহীত হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈন্ধব অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদেশজাত পার্ব্বত্য লবণ (Rock-Salt), সামুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক সমুদ্রজলজ লবণ বা কর্কচ, রোমক অর্থাৎ রুমানদীজলজাত এবং শাকম্ভরী বা শাম্ভর হ্রদজাত লবণ, পাংশুজ ও ঊষাসূত অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন লবণ, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চল বা সোঞ্চল অর্থাৎ কালানিমক, ঔদ্ভিদ অর্থাৎ রেহা বা কালর লবণ এবং গুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইরূপ বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণেরও (Sodium chloride = NaCl) দুইটী বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ Rock-Salt ও Sea Salt নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতে তদ্ভিন্ন Marsh Salt ও Earth salt নামে আরও দুইটী শ্রেণীভেদ নির্ণীত হইয়াছে।

ভারতবাসী জনসাধারণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত প্রধানতঃ যে কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

১ পঞ্জাবী-সৈন্ধব (লাহোরী ও সৈন্ধব-লবণ)—ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। "কোহাটী" ও নিমক-সবজ নামক লবণদ্বয় সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরভাগে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হিমালয় প্রদেশের মণ্ডিরাজ্য হইতে আর একপ্রকার লবণের আমদানী হইয়া থাকে।

২ দিল্লীর "সুলতানপুরী" লবণ—ইহা দিল্লীর লবণাক্ত মৃত্তিকা খনি (Pit-brine salt) হইতে প্রস্তুত হয়।

৩ শাম্ভরলবণ—রাজপুতনার শাম্ভরহ্রদের জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ দিদ্দলবণ—রাজপুতনার দিদ্‌বানা বিভাগের মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

৫ কৌশিয়া-লবণ—রাজপুতনার পঞ্চভদ্রা (পচবদ্রা) নামক স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত।

৬ ফলোড়ী-লবণ—রাজপুতানার ফলোড়ীপ্রদেশের মৃত্তিকাজাত।

৭ বরাগড়া-লবণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগে প্রস্তুত হয়।

৮ কোঙ্কণী-লবণ—বোম্বাই-উপকূলজাত।

৯ কর্কচ ও বনবার (কর্কচ) লবণ—মান্দ্রাজ উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১০ পঙ্গা (পাংশু)-লবণ—বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূলে যে লবণ সাধারণতঃ প্রস্তুত হয়।

১১ খারি (ক্ষার) লবণ—লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

১২ পাক্‌বা বা নিমক্-শোর—সোরা (Saltpetre) হইতে যে লবণ পাওয়া যায়।

১৩ নেফরফুলী অর্থাৎ লিভারপুল-লবণ—ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ফ্রান্সরাজ্য হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। উহা প্রধানতঃ Liverpool Salt নামে কথিত। বর্ত্তমান-কালে এই পরিষ্কৃত লবণ ভারতবাসী জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থানে কর্কচ ও সৈন্ধবের প্রচলন আছে। গোড়া-হিন্দু ও হিন্দু-বিধবাগণ সৈন্ধব ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৪ সুফ্‌রী-লবণ—সিংহলদ্বীপে প্রস্তুত হয়।

১৫ অযুদিয়াপুরী-লবণ—লোহিতসাগরের উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৬ আদেন-লবণ—আদেন নগরের নিকট প্রস্তুত হয়। এই লবণ প্রায় প্রতিবৎসর ৩৩ হাজার টন্ আমদানী হয়।

১৭ মস্কট ও মস্কট্‌সেন্ধা—পারস্য উপসাগর উপকূলে প্রস্তুত।

১৮ লেনচা লবণ—তিব্বতদেশে উৎপন্ন।

১৯ মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ।

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিভারপুল সহর হইতে যে 'Cheshire Salt' কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে, মৃত্তিকাস্তর বিশেষে লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লানফোর্ড ও মেড্‌লিকোট—কোহাট, কাঙ্‌ড়া, বাহাদুরপেল, মণ্ডি, লবণপর্ব্বত ও হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পর্ব্বতভাগে প্রচুর লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইওসিন বা নিউমুলিটিক্‌স্তরে সিলিউরীয়-যুগস্তরে, পেলিওজোইক্-স্তরে, জিপসাম্-স্তরে এবং প্রাচীন ও আধুনিক টার্সিয়ারি-যুগস্তরে সৈন্ধব লবণস্তর (beds of rock-salt) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও কোহাট প্রভৃতি স্থানের লবণ-খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইতেছে।

যুগান্তরীয় মৃৎস্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও হ্রদতীরে স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

মান্দ্রাজ—এই প্রেসিডেন্সীতে পূর্ব্বে সমুদ্রের লবণ-জল বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। স্থানবিশেষে লবণাক্ত মৃত্তিকা অথবা ক্ষারজ ভস্ম জলনিষিক্ত করিয়া সেই লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেষোক্ত প্রথা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়।

বাঙ্গালা—পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও যশোহর জেলায় লবণ প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুঙ্গের বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী সোরার কলসমূহে সোরা হইতে লবণ বাহির করিয়া লওয়া হইত। উড়িষ্যায় এখনও সূর্য্যোত্তাপে লবণজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও পাঙ্গা-লবণ প্রস্তুত হইত।

বেরার—এখানে লোণার-হ্রদের জল হইতে এবং আকোলার অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কূপ হইতে লবণ তৈয়ারী হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তুত হয় না।

রাজপুতনা—শাম্ভরহ্রদ, দিদ্‌বানাহ্রদ ও কাচোর-রেবাসা হ্রদের জল হইতে প্রভূত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই—সমুদ্রের লবণজল সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উপকূলদেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কাম্বে উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণপ্রদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং ঠানায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা (Thana salt-works) আছে। ইংরাজরাজ লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে কাম্বের নবাবকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়া ঐ লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন।

পঞ্জাব—এখানে প্রধানতঃ সৈন্ধব লবণই উত্তোলিত হয়। সিন্ধুনদীর অপর পারে বন্নুজেলার কোহাট ও কালাবাগ এবং লবণগিরিতে (Salt-range) প্রভৃত সৈন্ধব উৎপন্ন হয়। কালাবাগ ও লবণগিরির সৈন্ধব সিলিউরীয় যুগস্তরীয়, কাঙড়ায় ও কোহাটে মণ্ডিস্তরের (Mandi deposits) অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন এখানে গুরগাঁও জেলার লবণাস্বাদযুক্ত কূপজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা শাম্ভর-হ্রদজাত লবণ হইতে নিকৃষ্ট।

যুক্তপ্রদেশ—লবণাক্ত কূপবারি হইতে এই বিভাগের নানাস্থানে লবণ প্রস্তুত হয় ; কিন্তু ইহা অপরাপর স্থানজাত লবণের ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। এখানকার লবণে Sodium Sulphate, magnisium sulphates, sodium carbonate ও nitre মিশ্রিত দেখা যায়। বুলন্দসহর ও মুজঃফরনগরে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়।

আসাম—লবণাক্ত কূপ এবং জোড়হাট ও সদিয়ার লবণপ্রস্রবণ হইতে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। কাছাড়, মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশেও ঐরূপ কূপের লোণাজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ সভ্যজাতিরা বাঁশের চোঙ্গে লবণজল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করে।

ব্রহ্ম—পেগুর টার্সিয়ারি যুগস্তরীয় পর্ব্বতসমূহে বহুশত লবণপ্রস্রবণ আছে। উহা হইতে স্থানীয় লোকে লবণ প্রস্তুত করে। আকায়াব হইতে মাণ্ডই পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রজল হইতে সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হয়।

ভারত গবর্মেণ্ট লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণের প্রতিমণ ২৷৷৹ টাকা শুল্ক ধার্য্য করেন। খৃষ্টীয় বিংশশতাব্দের প্রারম্ভে ঐ শুল্কের হার ২৲ টাকার কম হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাজারে

✓৹ আনা সের লবণ বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বহারে প্রতি সের ✓১৫ দরে বিক্রয় হইত। তখন প্রতি মণের ৩৸✓৹ মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান হারের লবণ উহা অপেক্ষা প্রায় ১৲ টাকা কম হইয়াছে। পূর্ব্বহারে ভারতের নানাস্থানে যেরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থানের নাম	টা	আ	পা	স্থানের নাম	টা	আ	পা
শ্রীহট্ট	৪	৩	৪	লাহোর	৩	৫	৪
কামরূপ	৪	০	০	মূলতান	৩	৫	৪
কলিকাতা	৩	১৪	০	করাচী	৩	১	০
কটক	৩	৬	৬	সক্কর	৩	৫	৪
পাটনা	৩	৮	০	বোম্বাই	৩	৮	৯
কাণপুর	৩	৪	৯	সুরাট	৩	১	০
মীরাট	৩	৫	৬	হোসঙ্গাবাদ	৪	৭	০
জয়পুর	৩	৫	৪	জব্বলপুর	৪	৫	৬
আবু	৩	৮	০	আকোলা	৪	০	০
লাখ্নৌ	৩	৫	০	সিকন্দরাবাদ	৪	৭	০
সীতাপুর	৩	৮	০	মহিসুর	৪	৭	০
ইন্দোর	৩	১২	০	শিমোগা	৪	০	০
গোয়ালিয়র	৩	১৪	০	মান্দ্রাজ	২	১২	৬
				বেরেলি	৩	৫	৪

মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লবণের উপর শুল্ক-আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩৮ ধারা অনুসারে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সর্ব্বপ্রথম প্রতি মণ (৮২২/৭ পাউণ্ড) লবণের উপর ১৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের শুল্ক ৩।৹ তিন টাকা চার আনা পর্য্যন্ত উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার লবণশুল্ক অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্ব্বত্রই সমান শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিমণ ২॥৹ ধার্য্য করেন; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে গোলমাল ঘটিবার ভয়ে কোহাট ও মণ্ডির লবণ-খনির উপর তিনি কোন কর ধার্য্য করেন নাই। কেবল কোহাট-খনি হইতে যে লবণ আফগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ (শিক্কা ওজন = ১০২ পাউণ্ড) ॥৹ আনা ধার্য্য হইয়াছিল। মণ্ডির খনিজাত হৈম-লবণের তদপেক্ষা অধিক শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা তাহাও অনেক কম। লবণের এই শুল্কগ্রহণের জন্য ইংরাজ-গবর্মেণ্ট দেশীয় রাজা, সর্দ্দার ও জমিদার-দিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজস্বের কতকাংশ মকুব করিয়া দেন।

বাণিজ্য ও কারবার জন্য ভারতে যত প্রকার লবণ প্রচলিত আছে, ভারত গবর্মেণ্টের রাজবিবরণীতে তাহার একটী তালিকা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে :—

১ খনিজ বা সৈন্ধব লবণ (Rock-salt)—কোহাট, মণ্ডি প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে আমদানী হয়।

২ হ্রদ ও কূপজ লবণ (Lake and Pit salt)—শাম্ভর, দিদ্‌বানা, পচভদ্রা ও দিল্লীর লবণের কারখানায় ইহা প্রস্তুত হয়।

৩ সামুদ্র লবণ (Sea salt ও Pit salt)—ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ আনূপ লবণ (Marsh salt)—লবণাক্ত জল হইতে উৎপন্ন। দিল্লী প্রভৃতি স্থানের লোণামাটী খুঁড়িয়া লওয়ায় যে খাত হইয়াছে, সেইরূপ খাত-জল হইতে প্রস্তুত।

৫ খাড়িজ লবণ (Swamp salt)—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জলখাড়ি-সমূহের লবণাক্ত কর্দ্দম হইতে গৃহীত। সমুদ্রজল ঐ সকল খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পায় না, পরে স্বভাবতঃ শুকাইয়া মাটির উপর দানাকারে নিপতিত থাকে। উহা বিশুদ্ধ। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ Chloride of sodium থাকে।

৬ ক্ষিতিজ-লবণ (Saline efflorescence) বর্ষা ঋতুর পর স্থানবিশেষে নুন ফুটিয়া উঠে। যে স্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে খরিয়ার, লোণহা, রেহ্ ও কল্লার-সোরা (সোরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান হয়, সেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত) বলে।

৭ ক্ষারলবণ (Earth salt)—হিন্দুস্থানে ইহাকে খারি নিমক বলে। গোয়ালিয়ার, পাতিয়ালা ও মধ্যভারতে এই লবণ উৎপন্ন হয়।

৮ নিমক সোর (Saltpetre salt)—সোরা হইতে যে মিশ্র-লবণ প্রস্তুত হয়।

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবণখনি আছে, তৎ-সমূহের মধ্যে যেরূপ স্তরে লবণ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিষ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর-সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শৈলমালা ৭১°৩০´ হইতে ৭৩°০০´ দ্রাঘিমা পূর্ব্বে এবং ৩২°২৩´ হইতে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধুসাগর দোয়াবের অধিত্যকাভূমি ও কোহি-স্তানবিভাগ লইয়া লবণশৈল গঠিত। ইহার একপ্রান্তে ঝিলাম নদী ও অপরপ্রান্তে সিন্ধুনদ। প্রায় ১৫২ মাইল বিস্তীর্ণ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে যেরূপ সুগভীর স্তরে লবণরাশি নিহিত রহিয়াছে

নিম্নে সাধারণের অবগতির জন্য সেই স্তরসমূহের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল—

নাম		স্তরের ঘনত্ব
বর্ত্তমান গঠিত স্তর—		
Debris of gypsum	...	১৫০ ফিট্
চূর্ণপাথর স্তর—		
Nummulitic limestone	...	২০০ ফিট্
কয়লাস্তর—		
Coal alumshab marl	...	২০ ফিট্
বেলে পাথরস্তর—		
Green sandstone	...	৬০০ ফিট্
Blue marl	...	১২৫ ফিট্
Red sandstone	...	৬০০ ফিট্
লবণস্তর—		
Upper layer of white gypsum		৫ ফিট্
Brick red marl	...	১৩০ ফিট
Brown gypsum	...	১৪০ ফিট্
Lower layer of white gypsum		২০০ ফিট্
Salt marl and salt	...	৬০০ ফিট্

এই লবণগিরিবিভাগে প্রধানতঃ মেও-খনি, বার্চ্চ-খনি, কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

কোহাটের লবণময় প্রদেশ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩২°৪৭´ হইতে ৩৩°৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৩৫´ হইতে ৭২°১৮´ পূঃ। এখানে জুট্টা, মাল্গিন্, নড়ি, খরক ও বাহাদুর-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কান্দাহার, বাল্খ ও গজনি প্রভৃতি ভূভাগে এই লবণ প্রচলিত।

মণ্ডির লবণখানি হিমালয়দেশের মণ্ডিরাজ্যে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। গুমা ও দ্রাঙ্গ নামক স্থানে দুইটী খনি আছে। ইংরাজরাজত্বে মণ্ডি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া মণ্ডিরাজকে ইংরাজ-সরকারে বার্ষিক কর স্বরূপ লবণের লভ্যাংশ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন Delhi salt works, Sambhar salt-lake, Didwana salt marsh, Pachbadra salt works, Luni and Falodisalt ও Tibet or Lencha salt নামে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদে সার্জ্জি-খার প্রভৃতি আরও কতকগুলি লবণ (Sodium salts) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকলের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। [ক্ষার ও সোরা দেখ।]

বাঙ্গালায় লবণ প্রস্তুতের প্রণালী।

লবণের বাণিজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের স্বহস্তে পরিচালিত হইতেছে; তাঁহাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ লবণ প্রস্তুত করিলে তৎক্ষণাৎ সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজরাজ ক্রয় করিয়া লইয়া, আট বা ততোধিক গুণ মূল্যে তাহা প্রজাদিগের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে গবর্মেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি টাকা লভ্য হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য-সম্পাদনার্থ তাঁহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কার্য্যালয় সংস্থাপন ও অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের সুশাসন জন্য স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজরাজপুরুষ নিযুক্ত আছে। বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতায় অবস্থিতি করেন এবং তাঁহারা যেখানে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করেন, ঐ গৃহ "সল্টবোর্ড" নামে খ্যাত। ঐ বোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত কার্য্যালয়ে একই নিয়মে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে সকল স্থানের লবণপ্রস্তুতপ্রণালী না লিখিয়া কেবল প্রস্তুত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলুকেরই উল্লেখ করিলাম।

তমলুক নগর কলিকাতার ২২ ক্রোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য-কার্য্যে বিখ্যাত ছিল; সম্প্রতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ৯।১০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয় এবং উহা হইতে কোম্পানির প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

তমলুকের সদরকুঠীর অধীন পাঁচটী কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তমলুক, মহিষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গাবাদ এবং ডুমকুড়ের আড়ঙ্গই প্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত; আবার প্রত্যেক আড়ঙ্গের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যালয় আছে। এই ক্ষুদ্র কার্য্যালয়ের নাম "হুদ্দা"। এই সকল হুদ্দায় দারোগা, মোহরর, আদল্দার, জেলদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট অনেক কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভে পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কার্য্য নিযুক্ত থাকে। কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে লবণসমিতির (সল্ট-বোর্ড) সাহেবেরা কোন্ আড়ঙ্গে কত লবণ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম "তায়দাদ্"। ঐ তায়দাদ অনুসারে প্রত্যেক হুদ্দার কার্য্যকারকেরা নিজ নিজ হুদ্দার অন্তর্গত প্রজাদিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিবে ও কি প্রকারে মূল্য লইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করে এবং তদ্বিবরণপূর্ণ এক এক মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হয়। এই

নির্দ্ধারণ-ক্রিয়ার নাম "সওদাপত্র" এবং যে কাগজে তাহা লিখিত হয় তাহার নাম "হাতচিটা"। যে সকল ব্যক্তিরা এইরূপে সওদাপত্র স্থির করিয়া হাতচিঠা লয়, তাহারা "মলঙ্গ" নামে খ্যাত। লবণ-প্রস্তুতের কার্য্যে অত্যল্প লাভ। সুতরাং কেবল এই কার্য্যে কেহই দিনপাত করিতে পারে না, মলঙ্গী মাত্রেই লবণ প্রস্তুত করা ব্যতীত কৃষিকার্য্যও করে, পরন্তু ঐ উভয় কার্য্যও তাহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না, সকলেই বিপুল ঋণগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র।

তমলুকের লবণ তত্রত্য ভাগীরথী, হলদী, টেঙ্গরাখালী, রায়-খালী প্রভৃতি কএকটী নদীর জলে প্রস্তুত হয়, সুতরাং লবণ প্রস্তুত-করণের কার্য্যালয় সকল ঐ নদীতটে নির্ম্মিত আছে। মলঙ্গীরা যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে বিভাগ করে। তাহার প্রথমাংশের নাম "চাতর"; উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়াংশের নাম "জুরি" অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার জন্য উহার প্রয়োজন; তৃতীয়াংশের নাম "মাদা" অর্থাৎ লবণ ছাঁকিবার স্থান; চতুর্থ "ভূঁরি ঘর" অর্থাৎ লবণ পাক করিবার গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম "খালাড়ি" বা "মলঙ্গ।" এইরূপ এক এক খালাড়ির জন্য দুই তিন বিঘা জমির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে,খালাড়ির অন্যান্যাংশ হইতে চাতর বৃহৎ; তজ্জন্য এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্যক হয়। মলঙ্গীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথা হইতে কয়েক অঙ্গুলীপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে বাঁধ দিয়া ঐ স্থান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রত্রয় খনন করিয়া তদুপরি মই দিয়া ভূমি চৌরস করিয়া লয়। ঐ চৌরাস করা ভূমি ৮।১০ দিবস রৌদ্রে শুকাইলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণা লাগিলে যে প্রকার চূর্ণ জন্মে তদ্রূপ, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তদুপরি পাঁচ ছয় জন মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে দলিত করে, পরে এক সপ্তাহ তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঐ চূর্ণ খুন্তীদ্বারা চাঁচিয়া একত্র করে। অনন্তর কোটালের জলে চাতর সিক্ত থাকিলে ও রৌদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বন্যার জলে চাতর ধৌত হইলে তথা কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত বর্ষায় বা কোয়াসায় অথবা মেঘে আকাশ সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎপত্তির হানি জন্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি নামক কুণ্ড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লবণ-প্রস্তুত-কার্য্যের হানি ঘটে।

একটী জুরি নির্ম্মাণ করিতে চারি কাঠা ভূমির আবশ্যক। ঐ ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত দৈর্ঘ্য ও এক হাত প্রস্থ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া এক পয়োনালী দ্বারা কোন কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত জুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের দিবস উক্ত নালা দিয়া নদীর লবণাম্বুতে জুরি পরিপূর্ণ হইলে, মলঙ্গীরা নালা রুদ্ধ করিয়া সযত্নে ঐ জল রক্ষা করে। বর্ষাকালে জুরি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কার্ত্তিক-মাসে সেই জল সেচনপূর্ব্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোটালের লবণাম্বু দ্বারা তাহা পূরণ করাই লবণ-প্রস্তুত-করণ কার্য্যের এক প্রধান উপাদান; সাবধানে এই কার্য্যটী সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। চাতর জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার নাম "সাজন"। কার্ত্তিক মাসে চাতর প্রস্তুত করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা জন্মিতে পারে, মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রারম্ভে তাহা পুনরায় জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তদুপরি ভস্ম ও মাদার অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকা না ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না।

খালাড়ির তৃতীয়াঙ্গের নাম মাদা; এই মাদা প্রস্তুত করিবার জন্য মলঙ্গীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি ও ৪॥০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ১॥০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত মালসাবয়ব এক গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে এবং মৃত্তিকা, ভস্ম, বালুকাদি দ্বারা তাহার তল এইরূপ সুদৃঢ় করে যে, তাহা জলের অভেদ্য। তদনন্তর তাহার তলে "কুড়ি" নামক একটী মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত স্তূপের সন্নিকটস্থ এক প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয়া দেয়। ঐ জালার নাম "নাদ", এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে।

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে মলঙ্গীরা পূর্ব্বোক্ত কুঁড়ির উপর বংশনির্ম্মিত একখানি ছাকনি ও তদুপরি কিঞ্চিৎ খড় রাখিয়া ঐ মৃত্তিকায় মাদার গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া পাদ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলসী কলসী লবণ-জল তদুপরি ঢালিতে থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৮০ কলস জল ঢালিলে তাহা লবণ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা নাদে আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায় জল লবণ-মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হয় না। উক্ত ৮০ কলস জলের ৩০।৩২ কলস মাত্র নাদে আসিয়া পড়ে, অবশিষ্ট ঐ জল মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলঙ্গীরা ঐ লবণ-জল এক পৃথক্ কলসীতে রাখিয়া দেয় এবং মাদার-ধৌত মৃত্তিকা চাতরে নিক্ষেপ করিবার জন্য স্থানান্তরে রাখিয়া নূতন লবণ-মৃত্তিকা দিয়া ঐ মাদার পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা ছাঁকিতে আরম্ভ করে।

লবণ জলে দিবার ঘরের নাম ভুনুরি ঘর; তাহা চাতরের সন্নিকটেই নির্ম্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২০। ২৫ হাত, এবং প্রস্থ ৭ বা ৮ হাত। মলঙ্গীমাত্রেই ঐ ঘর উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাপেক্ষা উত্তর ভাগ অধিক উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করে; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উত্তর-ভাগে লবণজালের উনুন নির্ম্মাণ করিতে হয়; তজ্জাত-ধূমনির্গমনের নিমিত্ত উহা উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উনুন মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত হয়; তাহা তিনহস্ত উচ্চ। ঐ উনুনের উপরিভাগে কর্দ্দম দিয়া তদুপরি দুই শত বা দুই শত পঁচিশটী মিছরির কুন্দাকার ছোট ছোট মৃৎপাত্র স্থাপিত করিতে হয়; ঐ পাত্রের নাম "কুঁড়ি", তাহার প্রত্যেকটীতে দেড় সের জিনিস আঁটে। তৎসমুদায় উনুনের উপর কাদায় স্থাপিত করিলে যে অবয়ব হয়, তাহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে "ঝাঁট" এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহাকে "ঝাঁটচক্র" কহে।

উনুনে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া তত্রস্থ সমস্ত কুঁড়ি-পাত্রের এক পিণ্ড হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বা ছয় ঘণ্টাকাল তাহাতে নাদের লবণ-জল পাক করিলে দুই ঝোড়া লবণ প্রস্তুত হয়। ঐ ঝোড়া উনুনের পার্শ্বে স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা ঝোড়ার নিম্নস্থ তৃণের উপর পড়িয়া লবণের স্থূল-পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। ঐ লবণ-পিণ্ডের নাম "গাছা-লবণ"; অন্য লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নির্ম্মল; কিন্তু মলঙ্গীরা ঐ লবণ কোম্পানিকে না দিয়া অনায়াসে গোপনে অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাছা-লবণ প্রস্তুত করণের নিষেধ আছে।

V
VV
VVV
VVVV
VVVVV
VVVVVV
VVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVVV
ঝাঁট।

লবণপাকের অন্য আর একটী নাম পোক্তান। কারখানায় এই পোক্তান শব্দটীরই ব্যবহার হইয়া থাকে। দুই ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক কর্ম্মচারী আসিয়া তাহা কাষ্ঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেয়। ঐ মুদ্রার নাম আদল, ঐ আদল হইতে আদলদার নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

লবণের মোহর হইলে উহা মলঙ্গীর খটিতে রাখা হয়, তথায় একদিন ও একরাত্রি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের মৃত্তিকার উপর স্তূপাকারে রাখিয়া দেয়। দশ কি বার দিন গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া গোলাঘরের সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখে। ঐ স্তূপের নাম "বহির কাঁড়ি"। ১০।১৫ দিন ঐ কাঁড়িতে থাকিয়া লবণ শুষ্ক হইলে পর পোক্তান দারোগা আসিয়া উক্ত লবণ মলঙ্গীর নিকট হইতে ওজন করিয়া লয় ও উক্ত পরিমাণ মলঙ্গীর হাতচিঠায় তুলিয়া দেয়। লবণ ওজন করিবার সময় ওজনদার (কয়াল) অনবরত নিম্নোক্ত প্রকার নূতন পদ বলিতে থাকে,—

"রামগোপালে পঞ্চুড়ে
মাল দিতে হবে পঞ্চুড়ে॥
জল্‌দি চলো ভইয়া রে।
এক পাও দিতে হবে পঞ্চুড়ে"॥

পোক্তান-দারোগা কর্ত্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা কোম্পানির হইল। তাঁহারা ঐ লবণ ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন; অবকাশ-মতে তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ঙ্গ ভেদে মণ করা ।৵০ আনা বা ।৵১০ আনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে কোম্পানির ঐ লবণ ৩।৵১৭।০ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বেতন ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাঁহারা মণ করা অন্যূন ২৷০ টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

লবণ, অসুরবিশেষ। রামায়ণে লিখিত আছে,—সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া এক শূললাভ করে। মহাদেবের শূলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান্ হয়। কিন্তু মধু দৈববলে বলীয়ান্ হইয়াও পরমধার্ম্মিক ছিল, কাহারও কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করিয়া এই শূল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করে, কিন্তু মহাদেব তাহাকে এই বর না দিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই শূলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন।

বিশ্বাবসুর কন্যা অনলার গর্ভে কুম্ভীনসী নামে এককন্যা হয়। মধু কুম্ভীনসীকে বিবাহ করিলে তদীয় গর্ভে লবণের জন্ম হয়। ক্রমে লবণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। মধু পুত্রকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া রুষ্ট ও শোকাবিষ্ট হইয়া তাহার হস্তে শূল দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। লবণ এই শূলপ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য হইয়া পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। তখন ভগবদবতার রামচন্দ্র ইহাকে বধের জন্য ভরতকে আদেশ করিলে শত্রুঘ্ন স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। শত্রুঘ্নের

প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাহাকেই লবণবধার্থে প্রেরণ করেন। "লবণের হস্তে শূল থাকিলে দেবদানবাদি যে কেহ যুদ্ধার্থ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে" শক্রঘ্ন ইহা অবগত হইয়া যখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, সেই সময় তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। শক্রঘ্নের হস্তে লবণ নিহত হইলে দেবগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পরে দেবগণ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শক্রঘ্ন দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, "দেববিনির্ম্মিত এই লবণাসুরের মনোহারিণী মধুপুরী (মথুরা) অবিলম্বে জনসমূহে পরিপূর্ণা হউক" দেবগণ তাহাই হইবে, এই বর দিয়া প্রস্থান করেন। পরে শক্রঘ্ন এই নগরীতে দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাকা° ৭৩-৮৪ অ°)

২ রাক্ষসবিশেষ। (মেদিনী) ৩ সমুদ্রবিশেষ, লবণ-সমুদ্র। এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,— শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়। বিরজা এই সপ্তপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজা শৃঙ্গারে আসক্তচিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিরজা শৃঙ্গারে অতৃপ্তমনা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্র হইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র হইয়াছিল। বিরজার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপে সপ্তসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩ অ°)

(ত্রি) লবণেন সংস্পৃষ্টঃ লবণ-ঠক্ (লবণাৎ ঠক্। পা ৪।৪।২৪) ইতি ঠকোলুক্ যদ্বা লবণো রসোঽস্ত্যস্মিন্নিতি অর্শ আদ্যচ্। ৪ লবণরসযুক্ত। ৫ লাবণ্যযুক্ত।

লবণ, চট্টলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ১৫।৪৫)

লবণকিংশুকা (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি°)

লবণক্ষার (পুং) লবণস্য ক্ষারঃ। লোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণখনি (পুং) লবণাকর, লবণের খনি, যেস্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণজল (ত্রি) লবণং জলং যস্য। ১ লবণসমুদ্র। (ক্লী) লবণং জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোণাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল।

লবণজলধি (পুং) লবণসমুদ্র। (ভাগবত ৫।১৭।১১)

লবণজলনিধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩১।৬২)

লবণতা (স্ত্রী) লবণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লবণের ভাব বা ধর্ম্ম, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত।

লবণতৃণ (ক্লী) লবণরসবিশিষ্টং তৃণং। তৃণবিশেষ। চলিত লোণা ঘাস। সংস্কৃত পর্য্যায়—লোমতৃণ, তৃণাম্ল, পটুতৃণক, অম্লকাণ্ড। গুণ —অম্ল, কষায়, স্তনদুগ্ধনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

লবণতোয় (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭।২১)

লবণত্রয় (ক্লী) লবণস্য ত্রয়ং। ত্রিবিধলবণ, সৈন্ধব, বিট, সচল।

লবণত্ব (ক্লী) লবণধর্ম্মান্বিত। লোণা।

লবণদ্বয় (ক্লী) দ্বিবিধ লবণ, সচল ও সৈন্ধব।

লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লবণরসাস্বাদনশীল। (শব্দচ°)

লবণধেনু (স্ত্রী) লবণনির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ লবণাদি-নির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণে এই ধেনুদানের বিধান এইরূপ আছে—মহীতল প্রথমে গোময়াদি দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া তাহার উপর কুশচর্ম্ম আস্তরণ করিতে হইবে, ঐ চর্ম্মের উপর ষোড়শপ্রস্থ পরিমাণ লবণের দ্বারা একটী কল্পিত ধেনু প্রস্তুত করিবে। চারিপ্রস্থ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তুত করিতে হয়, ইক্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধেনুর পাদ, সুবর্ণদ্বারা মুখ ও শৃঙ্গ, রৌপ্যদ্বারা খুর, গুড়দ্বারা মুখ, ফলময় দন্ত সকল, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, গন্ধদ্রব্যে ঘ্রাণ, রত্নদ্বারা নেত্রদ্বয়, পত্রদ্বারা কর্ণদ্বয়, নবনীত দ্বারা স্তন, সূত্রদ্বারা পুচ্ছ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, কুশময় রোম, কাংস্যের দ্বারা দোহনীপাত্র করিবে; পরে এই ধেনুকে ঘণ্টাভরণে ভূষিত করিতে হয়। তদনন্তর সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিয়া এই ধেনুকে যুগ্মবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাতাদিযোগ ও উত্তম-কালে দান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেনু দান করিয়া ইহার দক্ষিণা সুবর্ণ দিতে হয়। দানান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন স্বশক্ত্যা কনকেন তু।
ইমাং গৃহাণ ভো বিপ্র রুদ্ররূপে নমোঽস্তু তে॥
রসজ্ঞা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
কামং কামদুঘে কামা ক্ষারধেনো নমোঽস্তু তে॥"

(বরাহপু° শ্বেতোপা° লবণধেনুমা°)

যথাবিধানে এই লবণধেনু দান করিলে ইহলোকে বিবিধ-সুখ ও অন্তকালে রুদ্রলোকে গতি হইয়া থাকে।

"লবণধেনুং বক্ষ্যামি তাং নিবোধ মহীপতে।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে॥
ধেনুং লবণময়ীং কৃত্বা ষোড়শপ্রস্থসংযুতাম্।
বৎসং চতুর্ভী রাজেন্দ্র ইক্ষুপাদাংশ্চ কারয়েৎ॥
সৌবর্ণমুখশৃঙ্গাণি ক্ষুরা রৌপ্যময়াস্তথা।
মুখং গুড়ময়ং তস্যা দন্তাঃ ফলময়া নৃপ॥
জিহ্বাং শর্করয়া রাজন্ ঘ্রাণং গন্ধময়স্তথা।
নেত্রে রত্নময়ে কুর্য্যাৎ কর্ণৌ পত্রময়ৌ তথা॥
শ্রীখণ্ডং শৃঙ্গকোটৌচ নবনীতময়াঃ স্তনাঃ।
সূত্রপুচ্ছাং তাম্রপৃষ্ঠাং দর্ভরোম্নাং পয়স্বিনীম্॥
কাংস্যোপদোহাং রাজেন্দ্র ঘণ্টাভরণভূষিতাম্।
সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(বরাহপু০ শ্বেতোপাখ্যানে লবণধেনুমা°)

লবণপত্তন, চট্টলের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৫।৩৪)

লবণপাটলিকা, লবণপালালিকা (স্ত্রী) লবণের থলী।

লবণপুর (ক্লী) নগরভেদ।

লবণভেদ (পুং) লবণক্ষার, সোণার ক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

লবণমদ (পুং) লবণস্য মদঃ। সোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণমন্ত্র (পুং) লবণ উৎসর্গকালীন মন্ত্রবিশেষ।

লবণমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। এই মেহরোগে রোগীর লবণতুল্য প্রস্রাব হয়। (সুশ্রুত নি° ৬ অ০)

লবণযন্ত্র (ক্লী) ঔষধপাকের জন্য লবণপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ।
"ঊর্দ্ধং তজ্জলহীনং চেৎ যন্ত্রং ডমরুকাদ্বয়ম্।
তদ্যন্ত্রং লবণৈঃ পূর্ণং লবণাখ্যমিতীরিতম্॥" (বৈদ্যক)
ডমরুকাদ্বয় ঊর্দ্ধদেশে জলহীন করিয়া উহা লবণদ্বারা পূর্ণ করিলে এই যন্ত্র হইবে।

লবণবর্ষ, কুশদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৩৬)

লবণবারি (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র।

লবণব্যাপৎ (স্ত্রী) অশ্বের অত্যন্ত লবণভক্ষণজনিত পীড়াবিশেষ।
"প্রভূতং লবণং যস্য ভোজনে বাজিনো ভবেৎ।
কেবলং বাততশ্চাস্য ব্যাপৎ সুমহতী ভবেৎ॥" (জয়দ০ ৬° অ০)
অশ্ব সকল যদি প্রভূত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া তাহার সুমহতী পীড়া হইয়া থাকে, এই পীড়াকে লবণব্যাপৎ কহে।

লবণসমুদ্র (পুং) লবণসাগর। (ত্রিকা০)

লবণস্থান (ক্লী) জনপদভেদ।

লবণা (স্ত্রী) লুনাতি যা-লূ ল্যু-টাপ্। ১ নদীভেদ। ২ দীপ্তি। (মেদিনী) ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি০) ৪ চুক্রিকা। ৫ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৬ লবণশাক।

লবণাকর (পুং) লবণস্য আকরঃ। লবণের খনি, যে স্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণাখ্যা, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী লাবণ-প্রস্রবণ।

লবণাচল (পুং) লবণনির্ম্মিতঃ অচলঃ। দানার্থ লবণাদিনির্ম্মিত পর্ব্বত। লবণের পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়, তাহাকে লবণাচল কহে। মৎস্যপুরাণে এই পর্ব্বতদানের বিধান আছে।
"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্।
যৎপ্রদাতা নরো লোকং প্রাপ্নোতি শিবসংযুতম্॥"
ইত্যাদি। (মৎস্যপু০ ৭৭ অ০)

ষোড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্ব্বত করিতে হইবে, অর্থাৎ পর্ব্বতাকারে স্থাপিত করিতে হইবে, এই পরিমাণ লবণে প্রস্তুত করিলে তাহা উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তদর্দ্ধ পরিমাণ দ্বারা করিলে মধ্যম, ইহাতেও অশক্ত হইলে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ দ্বারা অধম পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে, কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের ঊর্দ্ধ যথাশক্তি তাহার দ্বারা এই পর্ব্বত করিতে পারিবে। যে পরিমাণে পর্ব্বত প্রস্তুত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিতে হইবে। পর্ব্বতদানের বিধানানুসারে সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রহ্মাদি ও লোকপালাদি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিয়া দান করিতে হইবে। দানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—
"সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তদাত্মকত্বেন চ মাং পাহি পাপান্নগোত্তম॥
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়শ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাৎ শান্তিপ্রদো ভব॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ॥"(মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই পর্ব্বত দান করিয়া দক্ষিণাদান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে যিনি লবণপর্ব্বত দান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া উমালোকে কল্পকাল বাস করেন, তৎপরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। (মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে প্রস্তুত মোদকৌষধবিশেষ। ইহা উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্যরোগে হিতকর। (চিকিৎসাসার)

লবণান্তক (পুং) লবণস্য অন্তকঃ। শত্রুঘ্ন, ইনি লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। (রঘু ১৫।৪০)

লবণাব্ধি (পুং) লবণসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৭)

লবণাব্ধিজ (ক্লী) লবণাব্ধৌ লবণসমুদ্রে জায়তে ইতি জন-ড। সামুদ্র-লবণ। (রাজনি°)

লবণাম্বুরাশি (পুং) লবণস্য অম্বুরাশিঃ। লবণসমুদ্রের জল-সমূহ। (রঘু ১২।৭০)

লবণাম্ভস্ (পুং) লবণজল। সমুদ্র।

লবণার (ক্লী) লবণক্ষার, লোণার ক্ষার।

লবণারজ (ক্লী) লোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণার্ণব (পুং) লবণসমুদ্র। (রামা° ১।১৭০)

লবণালয় (পুং) লবণস্য আলয়ঃ। লবণাসুরের আলয়, মধুপুরী। শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া এই নগর মথুরা নামে আখ্যাত করেন। (রামা° ৪।৪১।৩৪) [লবণ দেখ।]

লবণাশ্ব (পুং) ভারতবর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপর্ব্ব)

লবণিমন্ (পুং) লবণস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ্ পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। লবণের ভাব বা ধর্ম্ম।

লবণোত্তম (ক্লী) লবণেষু উত্তমং। সৈন্ধব, সর্ব্বপ্রকার লবণের মধ্যে সৈন্ধব সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

লবণোত্তমাদিচূর্ণ, অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী :—সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের তণ্ডুল, ডহরকরঞ্জবীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা ২ মাষা পরিমাণ। ইহা তক্রের সহিত পান করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অর্শোরোগাধিকার)

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শোরোগাধিকারে চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব, চিত্রক, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচুমর্দ্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে এই ঔষধ হয়। এই ঔষধের পরিমাণ ৮ মাষা, অনুপান ঘোল। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি°)

লবণোত্থ (ক্লী) লবণাদুত্তিষ্ঠতীতি উদ্-স্থা-ক। লোণার ক্ষার।

লবণোত্থা (স্ত্রী) হ্রস্ব জ্যোতিষ্মতী লতা, ছোট লতা, ফট্কী।

লবণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৩৩১)

লবণোদ (পুং) লবণং উদকং যস্য, উত্তরপদস্য চেত্যুদকস্যোদাদেশঃ। লবণসমুদ্র। (অমর)

লবণোদক (ত্রি) ১ লবণমিশ্রিত জল। ২ সমুদ্র।

লবণোদধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭৪।১৬)

লবন (ক্লী) লূ-ভাবে ল্যুট্। ছেদন। (অমর)

লবনী (স্ত্রী) ১ ফলবৃক্ষবিশেষ। (Anona Reticulata) লোণা, পর্য্যায়—গ্রামজা, অগ্রিমা। (শব্দচ°)

লবনীয় (ত্রি) লূ-অনীয়র্। ছেদনীয়।

লবন্য (পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতর° ৭।১২০১)

লবরাজ (পুং) কাশ্মীরস্থ একজন ব্রাহ্মণ। (রাজতর° ৮।১৩৪৭)

লবলী (স্ত্রী) লবং লেশং লাতীতি লা-ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্য্যায়—সুগন্ধমূলা, শদ্রু, কোমলবল্কলা। ফলগুণ—অম্ল, সুগন্ধি ও কফবাতনাশক। (রাজনি°)

লববৎ (ত্রি) ক্ষণস্থায়ী।

লবশস্ (অব্য) খণ্ড খণ্ড। মুহূর্ত্তের জন্য।

লবাক (পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকতীতি অক-অচ্। ছেদন দ্রব্য। (উজ্জ্বল)

লবাণক (পুং) লূয়তেঽনেনেতি লূ (আণকো-লূ-ধূ-শিঙ্ঘিধাঞ্ভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) ইতি আণক। দাত্রাদি ছেদনদ্রব্য।

লবি (ত্রি) লূয়তেঽনেনেতি লূ (অচইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ই। ছিদুর।

লবিত্র (ক্লী) লূয়তেঽনেনেতি লূ (অর্ত্তি-লূ-ধূ-সূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্র। দাত্র।

লবেরণি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

লব্দরিয়া, সিন্ধুপ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ২৭°১৫´ হইতে ২৭°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°২´ হইতে ৬৮°২৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২০৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের একটী নগর। এখানে দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে।

লব্ধিসাগর, শ্রীপালকথাপ্রণেতা।

লব্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

লব্বয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। মলবার উপকূলেও ইহাদের বাস আছে। ইহারা আরব ও পারস্যদেশীয় ঔপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান। অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ইরাকের শাসনকর্ত্তা হাজাজ্-ইবন্ য়ুসুফের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তদ্দেশবাসী আরব ও পারসিকগণ এদেশে আসিয়া বাস করে। এতদ্ভিন্ন যে সকল আরব ও পারস্যদেশীয় মুসলমান বণিক্ পশ্চিমভারতের বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের অধিবাসী হইয়া পড়ে। ঐ বণিক্সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ বণিক্দলের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিক্সম্প্রদায়ের বাণিজ্য ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া আইসে। ভারতবাসী ঐ সকল মুসলমান-বংশধরগণই বর্ত্তমানে লব্বয় নামে পরিচিত। ইহারা প্রধানতঃ মলবারী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

ইহাদের মুখাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দেখিলে অনুমান হয় যে, নানা বৈদেশিক রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা

স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। আচার-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চর্ম্ম, মুক্তা, মূল্যবান্ পাথর, চাউল ও নারিকেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাফাই সম্প্রদায়ভুক্ত ও সুন্নীমতাবলম্বী। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্ম্মের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসার জন্য তাহারা সুদূর সিংহলদ্বীপে গমন করে।

লশ, শিল্পযোগ। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লাশয়তি। লুঙ্ অলীলশৎ।

লশুন (ক্লী) অশ্যতে ভুজ্যতে ইতি অশ (অশের্লশচ্। উণ্ ৩৫৭) ইতি উনন্, লশাদেশশ্চ ধাতোঃ, রশুন। পর্য্যায়—মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, ম্লেচ্ছকন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ। গুণ—অম্লরস দ্বারা উন, গুরু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, অশুচি, কৃমি, হৃদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, ঐ ভূপতিত অমৃতবিন্দু হইতে লশুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই লশুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অম্লরস নাই। 'রসেন উনঃ' অর্থাৎ অম্লরস দ্বারা উন বা অল্প এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহার 'রসোন' এইরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রস।

লশুন—মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। লশুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক; কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লশুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে, লশুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং দ্বিজাতিদিগের ইহা অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতি কদাপি লশুন ভক্ষণ করিবেন না।

"লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥" (মনু ৫।৫)

লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, কবক ও অমেধ্যপ্রভব অর্থাৎ বিষ্ঠাদিজাত বস্তু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুল্লূকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'দ্বিজাতিগ্রহণং শূদ্রস্যর্য্যুদাসার্থং' দ্বিজাতি পদদ্বারা পর্য্যুদাসার্থ অর্থাৎ অপ্রশস্তার্থ বুঝাইতে শূদ্রও ভক্ষণ করিবে না; যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। লশুন দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য, শূদ্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শূদ্র লশুন ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিমত নহে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মতেই যদি কোন দ্বিজাতি জ্ঞানপূর্ব্বক লশুন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হইবেন। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে কেবল চান্দ্রায়ণ এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণাদি করিয়া পুনঃসংস্কার আবশ্যক, নচেৎ তিনি অব্যবহার্য্য ও পতিত থাকিবেন।

"ছত্রাকং বিড়্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥
অমত্যৈতানি ষড়্জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যতিশ্চান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষূপবসেদহঃ॥"
(মনু ৫।১৯-২০, যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।১৭৬)

[পলাণ্ডু শব্দে দেখ।]

লশুনাদ্যতৈল, কর্ণরোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিল তৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—লশুন, আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণরন্ধ্রে দিলে বধিরতা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

লশূন (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শঃ অকারলোপশ্চ। লশুন।

লষ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ শিল্পযোগ। ভ্বাদি° উভয়° পক্ষে চুরাদি° পরস্মৈ° অক°। স্পৃহা ও কান্ত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লষতি-তে। লিট্ ললাষ, লেষে। লুঙ্ অলষীৎ অলাষীৎ। অলষিষ্ট। লুট্ লষিতা। ৺চুরাদিপক্ষে ণিচ্ লাষয়তি। লুঙ্ অলীলষৎ। সন্ লিলষিষতি-তে। যঙ্ লালষ্যতে। যঙ্লুক্ লালষিত। অভি+লষ=অভিলাষ।

লষ্বণ (ক্লী) বাগুন।

লষণাবতী (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লষমণ (পুং) লক্ষ্মণ।

লষমাদেবী, রাজকন্যাভেদ। অপর নাম লক্ষ্মীদেবী।

লষ্ব (পুং) লাষয়তি নৃত্যে শিল্পং যুনক্তীতি লষ (সর্ব্বনিঘৃষ্বেরিষ্বেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্প্রত্যয়েন সাধুঃ। নর্ত্তক। (উজ্জ্বল)

লস, ১ শ্লেষণ। ২ ক্রীড়া। ৩ শিল্পযোগ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। শিল্পযোগার্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লসতি। লিট্ ললাস। লুঙ্ অলসীৎ অলাসীৎ।

চুরাদিপক্ষে লট্ লাসয়তি। লুঙ্ অলীলসৎ। উৎ+লস=উল্লাস, সমুৎ+লস=সমুল্লাস, স্ফূর্ত্তি। বি+লস=বিলাস।

লসক (পুং) নর্ত্তক। নট।

লসা (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্, টাপ্। হরিদ্রা। (হারা°)

লসিকা (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্ ততঃ কন্ ততঃ টাপ্ অত ইত্বং। লালা।

"লালায়াং পিচ্ছলা খ্যাতা লসিকা লাসিকা তথা॥" (শব্দচ°)

লসীকা (স্ত্রী) ১ ইক্ষুরস। ২ ত্বঙ্‌মাংসমধ্যগত রস।

"লসীকা উদকবিশেষঃ, যথাহ চরকঃ—যত্তু মাংসত্বগন্তরে উদকং তল্লসীকাশব্দং লভতে" (বিজয়রক্ষিতকৃত প্রমেহরোগব্যা°)

লস্জ, ব্রীড়া। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, নিষ্ঠায়ামনিট্। লট্ লজ্জতে। লঙ্ অলজ্জিষ্ট।

লসোফরঞ্চ (ক্লী) নগরভেদ।

লস্কর, অর্ণবপোতাদি-পরিচালক কর্ম্মচারিভেদ।

লস্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটী বিভাগ। মুসলমান অধিকারে পুটিয়া ভূম্পত্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে ১৫টী পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়। রাজস্ব ১২৫৫১৬৲ টাকা।

লস্করী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা রামাৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। রামানন্দীদের মত ইহারা তিলকে সিংহাসন করে, কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী (ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্রের মধ্যরেখা) ধারণ করিয়া থাকে। অযোধ্যায় এই সম্প্র-দায়ী বৈষ্ণবদিগের একটী আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী বৈরাগীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্ত্তে ললাট-দেশে গোপীচন্দন, কখন বা সমগ্র মুখমণ্ডলে আপন আপন ইচ্ছা-মত রামরজোনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে। ইহাদের অন্যান্য আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত। [রামাৎ দেখ।]

লস্ত (ত্রি) লস-ক্ত। ১ ক্রীড়িত। ২ শিল্পযুক্ত।

লস্তক (পুং) ধনুকের মধ্যভাগ। (অমর)

লস্তকিন্ (পুং) লস্তকোঽস্ত্যস্যেতি লস্তক-ইন্, ধনুঃ। (শব্দমালা)

লস্পূজনী (স্ত্রী) বড় সূচী। (শতপথব্রা° ৩।৫।৩।২৫)

লসবারী, (নাসবারি), রাজপুতনা আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। রামগড় নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং আলবার রাজধানী হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৩৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫৪´৪৫´´ পূঃ। এই স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লস্‌বারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পরাভব ঘটে।

মহারাষ্ট্র-সৈন্য গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গভীর রজনীতে এই গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। ১লা নবেম্বর দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধের পর, ইংরাজপক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া লর্ড লেক প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ পদাতিক সেনাদল তাঁহার সাহায্যার্থ উপনীত হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশ্রামের পর পুনরায় যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এবার সিন্দে সৈন্য ভীমবিক্রমে ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল; অবশেষে তাহারা বহু সৈন্য ক্ষয়ে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। ৭১টী কামান ও রসদাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণজয়ী হইলেন।

লহড় (ক্লী) ১ কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী জনপদ। বর্ত্তমান লাহোর বলিয়া অনুমিত হয়। ২ তদ্দেশবাসী। (বৃহৎস° ১৪।২২)

লহনা (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাকা (Outstanding)।

লহর (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ২ কাশ্মীরান্তর্গত লোহর জনপদ।

লহর (দেশজ) জলপ্রণালী। নহর।

লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। পাল-লহরা রাজ্যের রাজধানী। [পাল-লহরা দেখ।]

লহরি (রী) (স্ত্রী) মহাতরঙ্গ। পর্য্যায়—উল্লোল, কল্লোল। (হেম)

"সরিত ইব যস্য গেহে শুষ্যন্তি বিশালগোত্রজা নার্য্যঃ।
ক্ষারাম্বেব স তৃপ্যতি জলনিধিলহরিষু জলদ ইব॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬১৩)

লহার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গা-ধিষ্ঠিত নগর। সিন্ধু নদের দক্ষিণকূলের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৫°১১´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৯´৫´´ পূঃ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০০ সেনা রক্ষিত ছিল। কর্ণেল পপহাম দুর্গাবরোধের পর দুর্গের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাঁহার কয় জন অনুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্রাণের মমতা না করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেশরীগঞ্জ নামক নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পরগণার মধ্যভাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চ একটী অধিত্যকা ভূমি বিলম্বিত দেখা যায়। ঐ উচ্চ ভূমির উত্তরাংশ তরাই নামে খ্যাত। এখানকার মৃত্তিকা কঠিন 'মাটিয়াড়'। উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্ব্বর 'দোমাট'।

মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজা টোডর

মল্ল ১৩টী তপ্পা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গৌড় ও জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বত্বাধিকারী। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য অরাজক দেখিয়া গৌড়রাজ চন্দ্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই সম্পত্তির অধিকারী। স্থানীয় জানবার রাজপুতগণ কুশী পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করায় সৈন্দুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গৌড়রাজবংশের পূর্ব্বে এখানে সমাগত হইয়াছিল।

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। ঘর্ঘরনদ-তীরবর্ত্তী মল্লাপুর নগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪২´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´২৫´´ পূঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫০০ লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি।

এই নগরে ১৩টী মসজিদ, ২টী মুসলমানের সমাধিমন্দির, ৪টী হিন্দুদেবমন্দির ও ২টী শিখদিগের মন্দির বিদ্যমান আছে। রবি-উস্-সানি মাসে এখানে একটী মেলা হয় এবং মহাসমারোহে মহরম-পর্ব্ব নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক বরাইচে সৈয়দ সালর মসায়ুদের সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করেন, উহার ৩০ বৎসর পরে লহরী নামক একজন পাসী এই নগর অধিকার করিয়া উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির গাজি পাসীদিগকে সমূলে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গৌড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজস্বসচিব ও সেনাপতি রাজা টোডর মল্ল এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লহুল (লাহুল), পঞ্জাবপ্রদেশের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ৩২°৮´ হইতে ৩২°৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৯´ হইতে ৭৭°৪৬´৩০´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চম্বা পর্ব্বতমালা ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে কঞ্জামগিরিমালার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চম্বাশৈল। উত্তর ও পূর্ব্বে লাদকের অন্তর্গত রূপসু উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাঙড়া ও কুলু এবং দক্ষিণপূর্ব্বে স্পিতি বিভাগ।

হিমালয়ের সানুদেশস্থিত এই উপত্যকা ভূমি গণ্ডশৈলে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যদিয়া তুষারমণ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত চন্দ্রা ও ভাগা নামক নদীদ্বয় পার্ব্বত্য বেলা ভূমি ভেদ করিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীদ্বয় বড়-লাচা গিরিসঙ্কটের ঢালু প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৫০০ ফিট্ উচ্চস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া তাণ্ডী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে চন্দ্রভাগা নামে চম্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশের উভয় পার্শ্বেই চিরতুষারাবৃত ও সমুন্নত হিমালয়শিখর বিরাজিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া নদীদ্বয় এই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বড়-লাচা গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ ফিট্ উচ্চ এবং তাহার উত্তরপূর্ব্বে যে সকল শৈলমালা সমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহারাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। এই নদীদ্বয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটী বিস্তৃত পর্ব্বত-পঙ্ক্তি দৃষ্ট হয়। উহার শিখরদেশও বরফে আবৃত। দক্ষিণদিকের শৃঙ্গটী ২১৪১৫ ফিট্ উচ্চ। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বরফ জমিয়া থাকে, ঐ বরফরাশি ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চন্দ্রা ও ভাগার কলেবর পুষ্টি করিতেছে।

এই পার্ব্বত্য উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়-শূন্য। মনুষ্যের বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে কুলুবাসী রাখালেরা এই বিভাগে মেষচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। হিমালয়ের পুষ্পমালমণ্ডিত পার্ব্বতীয় শিখরের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে রাখালদিগের কুটীরগুলি বড়ই মনোরম। এইরূপ কতকগুলি কুটীর যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটী নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি স্থানীয় বন্যবৃক্ষের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

চন্দ্রাতীরবর্ত্তী কোক্‌সার হইতে ভাগাতীরে অবস্থিত দার্চা পর্য্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাভূমের নিম্নভূভাগে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। ১১৩৪৫ ফিট্ উচ্চ অধিত্যকাভূমে কাঙ্‌শের নামক গ্রাম অবস্থিত। ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন গ্রাম নাই। রোহ-তঙ্গ ও বারলাপ গিরিপথ দিয়া লাদক ও ইয়ারখন্দ যাইবার প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখনও বণিকেরা এইপথ দিয়া যাতায়াত করে।

বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। পূর্ব্বকালে এখানে

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এইস্থান তিব্বতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ভোটরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত হইলে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লাদকের শাসনভুক্ত হয়। কোন্ সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে লাদকের শাসনপদ্ধতির সংস্কারসংঘটনের পূর্ব্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুকাল এইস্থান ঠাকুরসামন্তগণের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দ্দারগণ সকলেই চম্বারাজকে কর দিতেন। এখনও ঐ সর্দ্দারদিগের ৪।৫টী বংশ তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছে। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐ সম্পত্তি জায়গীরদাররূপে দখল করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দে রাজা জগৎসিংহের পুত্র বুধসিংহের রাজত্বকালে ইহা কুলুরাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা জগৎসিংহ মোগলসম্রাট্ শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন। বুধসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাহুল কুলুরাজের অধিকারে থাকে। তদনন্তর উহা ইংরাজরাজের শাসনাধীন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিলেও ভুটিয়া বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে প্রবাহিত রহিয়াছে। কুনেত নামক পার্ব্বত্য জাতি ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বর্ত্তমান ঠাকুরদিগের উদ্‌যোগে এখানে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নিম্নতম উপত্যকাভাগে কএকঘর ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মযাজকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পুরোহিতেরা উভয় ধর্ম্মান্বিত। অনেক স্থলেই তিব্বতীয় প্রথার ধর্ম্মচক্র দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতোপরি অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রা ও ভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গুরুগণ্ডাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা মদ্যপায়ী ও লম্পট। কিলাং, কার্দোঙ্গ ও কোলঙ্গ গ্রামই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অধিবাসীরা পশম, সোহাগা, গৰ্দ্দভ, ছাগ, ভেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানে অতিশয় শীত বিদ্যমান। চৈত্রমাসে কার্দোঙ্গের বায়ুর তাপ ৪৬° F, জ্যৈষ্ঠে ৫৯° F, এবং আশ্বিনে ২৯° F, তৎপরে ক্রমশঃ কম হইতে থাকে।

লহিক (পুং) ব্যক্তিভেদ। [লহোড় দেখ।]

লহোড় (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।৩।৩৮)

লহ্ম (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ তদ্বংশধরগণ। (বৃহদারণ্যক ৩।৩।১)

লা ১ গ্রহণ। ২ দান। অদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ লাতি। লিট্ ললৌ। লুঙ্ অলাসীৎ।

লাইৎ-মাও-দো, আসামের খসিয়া-পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩৭৭ ফিট্ উচ্চ।

লাইরা, (লেহিরা), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। সম্বলপুর নগর হইতে ৮৷৷০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। লেহিরা গণ্ডগ্রাম (অক্ষা° ২১°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৭´ পূঃ) এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমগ্র সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৩ বর্গমাইল।

লেহিরা-সর্দ্দার কোন যুদ্ধে সম্বলপুররাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্বলপুররাজ লাহিরার বর্ত্তমান সর্দ্দারবংশের সেই পূর্ব্বপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন। এই সর্দ্দারগণ গোঁড়জাতীয়। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার সর্দ্দার শিবনাথ সিংহ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যোগদান করেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নাবালক পুত্র বৃন্দাবন সিংহ জায়গীরী-মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হন।

লাউ (দেশজ) অলাবু।

লাউমাচা (দেশজ) লাউগাছ উঠাইবার বংশমঞ্চ।

লাওবা, আসামবিভাগের খসিয়া ও জয়ন্তী পার্ব্বত্য জেলাদ্বয়ে অবস্থিত একটী শৈলশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট্ উচ্চ।

লাও-বের-সাৎ, খসিয়া ও জয়ন্তী-পার্ব্বত্য জেলায় অবস্থিত শৈলভেদ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিট্।

লাও-সিম্রিয়া, আসামের খসিয়া ও জয়ন্তী পার্ব্বত্য বিভাগে অবস্থিত একটী গিরিমালা। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৭৭৫ ফিট্।

লাক্ (দেশজ, লক্ষ শব্দের অপভ্রংশ) লক্ষ।

লাক্‌সাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের একটী জংসন আছে।

লাকাদোঙ্গ, আসামপ্রদেশের জয়ন্তী শৈলমালার দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই স্থান সরমার শাখা হরিনদীতীরবর্ত্তী বোরঘাট হইতে ৬ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটী ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। এই খনি হইতে উত্তোলিত কয়লা প্রায় ইংরাজী উৎকৃষ্ট কয়লার অনুরূপ। ইংরাজগবর্মেণ্ট এই খনির স্বত্বাধিকারী। লাকাদোঙ্গ হইতে কুলীটানা গাড়ীতে বোরঘাটে আনিয়া কয়লা নৌকা বোঝাই হইত। তাহাতে অনেক খরচ পড়ে বলিয়া এখন কয়লা উত্তোলনকার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

লাকাবাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের হালাবাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-

মাইল। এখানকার সর্দ্দার বড়োদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ১৫৪৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৪৲ টাকা রাজকর দিয়া থাকেন।

লাকিনী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ। তন্ত্রে এই যোগিনীর বিষয় বর্ণিত আছে। দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে 'লাং লাকিনীভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

লাকুচ (ত্রি) লকুচ-বৃক্ষভব।

লাকুচি (পুং) লকুচের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ (ত্রি) লাক্ষা বা লক্ষ্মী শব্দের অপপ্রয়োগ।

লাক্ষকী (স্ত্রী) সীতা।

"রাঘব তে ইয়ং সীতা দ্বারকেশস্য রুক্মিণী।
বিষ্ণোঽবতারমাত্রস্য লক্ষ্মীর্য্যা কমলালয়া॥
লক্ষণঃ কমলা দাস্তো যস্যাঃ সা লাক্ষকী মতা।
এবং শতসহস্রাণামীশ্বরী রাবিকাধিকা॥"
(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায়)

লাক্ষণ (ত্রি) ১ লক্ষণসম্বন্ধীয়। ২ লক্ষণবিৎ।

লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষণিক (পুং) লক্ষণমধীতে বেদ বা লক্ষণ (ক্তুক্থাদি-সূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ লক্ষণাভিজ্ঞ, লক্ষণবেত্তা। ২ লক্ষণা শক্তি দ্বারা প্রতিপাদক অর্থ। 'লক্ষণয়া প্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ' (সাহিত্যদ°) লক্ষণাত্মক বৃত্তিমৎ পদত্বই লাক্ষণিকত্ব। 'লক্ষণাত্মকবৃত্তিমৎ পদত্বং লাক্ষণিকত্বং' (সারসু°) বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদে লিখিত আছে যে, শব্দ ৬ প্রকার শক্ত, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিক, ও যৌগিকরূঢ়।

"শক্তো লাক্ষণিকো রূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যৌগিকঃ।
কচিৎ যৌগিকরূঢ়শ্চ শব্দঃ ষোঢ়া নিগদ্যতে॥"
(বিভক্তিতত্ত্বার্থবা°) [লক্ষণা দেখ]

লাক্ষণ্য (ত্রি) লক্ষণবিৎ।

লাক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটী নদী। (কালিকাপু° ১৭ অঃ) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত। (দেশাবলী)

লাক্ষা (স্ত্রী) লক্ষ্যতেঽনয়েতি লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্ যদ্বা-'বাহুলকাৎ রাজতেরপি সঃ' কপিলিকা-দিত্বাৎ বা লত্বং (উণ্ ৩।৬২) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, চলিত লাহা, গালা। সংস্কৃত পর্য্যায়—রাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, খদিরিকা, রক্তা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, কৃমিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধমাদিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি।

বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাক্ষা, লা, লাহা; বাঙ্গালা—গালা; গুজরাত—লাক্; তামিল—কোম্বুরক্কী; তৈলঙ্গ—কোম্মলক, লস্তুক, লক্ক; মলয়ালম্—অম্বুলু; ব্রহ্ম—খেজিক্; শিঙ্গাপুর—লকদ; মহারাষ্ট্র—লাখ্; কলিঙ্গ—অরগু।

আশনা, বট, মহুয়া, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ-ত্বকে লাক্ষাকীটের (Coccus lacca) অবস্থানহেতু যে রক্তবর্ণ নির্য্যাস উৎপন্ন হয়, তাহাই লাক্ষা বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের ত্বক্ ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ করে, তাহাই জলবায়ু ও বৃক্ষের রসগুণে লাক্ষায় পর্য্যবসিত হয়। এই লাক্ষা বা গালা উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষের স্থান-বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা কীট লইয়া অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, সেই কীট হইতে বৃক্ষত্বকে নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। যখন লাক্ষা-কীটে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটী সজীব থাকে না, বরং রসহীন হওয়ায় তাহার পত্রাদি ঝরিয়া যায় এবং গুঁড়ি হইতে সমগ্র পল্লবাদি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মলসংযুক্ত হরিদ্রাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি-গণ উপযুক্ত সময়ে ঐ লাক্ষামল সুপরিপক্ক হইয়াছে জানিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। ঐ লাক্ষা দেশীয় বাণিজ্যের একটী পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য। উহা হইতে নানাপ্রকার খেলানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেলানা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গাঢ় হইলে পর যে লাল রঙ্ তলায় জমে, তাহা পুনরায় শুকাইয়া লইলে 'Lac dye' প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য-দ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের অলক্তক নামক কার্পাস-পত্র (তুলার পাত) এই লাক্ষার রঙ্গেই প্রস্তুত।

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে থাম্লাখ্ বা লাক্ষার থামি বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কৃত করিবার পর উহা এক একটী ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। উহা লাক্দানা বা Seed-lac নামে পরিচিত। এই দানাগুলি অগ্নির উত্তাপে সামান্য পরিমাণ রজন যোগে গলাইয়া যে পাতগালা (Shell-lac) প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে তাহা চাপ্ড়া-গালা বা চাঁচ্-গালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোতামের ন্যায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার মোটাগুলি বড়া-গালা বা Button-lac নামে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে প্রচুর গালা জন্মে। যুক্তপ্রদেশে তদপেক্ষা

অনেক কম। পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগে তত অধিক জন্মে না। ব্রহ্মের কোন কোন স্থানে পর্য্যাপ্ত ও কোন কোন স্থানে অল্প উৎপন্ন হয়। শ্যাম, সিংহল, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনসাম্রাজ্যে অল্পবিস্তর লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। ঐ সকলের মধ্যে শ্যাম, আসাম ও ব্রহ্মদেশজাত লাক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মনুসংহিতা ও মহাভারতে লাক্ষার উল্লেখ আছে। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত নাই। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা এই সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্ম্মাণেই উপলব্ধি করা যায়। এই জতুগৃহই তৎকালীন লাক্ষা-শিল্পের (Lac-industry) প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় লাক্ষার ইংরাজী নাম Lac এবং লাক্ষাজাত দ্রব্যগুলি Lacquer ও Lackered ware" নামে পরিচিত, ইতিহাস অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, ভারত হইতে এই দ্রব্য আরবীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা সুদূর পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে নীত হইত। তাঁহারা এই দ্রব্য লাখ্ নামেই বিক্রয় করিতেন। আনুমানিক ৮০-৯০ খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা যায় যে, Ariako দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষাজাত দ্রব্য লোহিত-সাগরের পশ্চিমোপকূলস্থিত Barbarikē বন্দরে আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলক্তক বর্ণেরও (Lac-dye) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Ælian-কৃত প্রাণিতত্ত্বে (২৫০খৃষ্টাব্দে) লাক্ষাকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ বৃক্ষে ঐ কীট পালন করে। তাহারা উহা যথাসময়ে ধরিয়া গুঁড়া করে এবং সেই গুঁড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ্ পায়, তাহাতে গৈরিক বসন ও জামা প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকে। ঐরূপ রঞ্জিত বস্ত্রাদি তৎকালে পারস্যরাজসমীপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। (Nat. Animal Vol IV. 46) গার্সিয়া বলেন যে, আরবীয় বণিকৃগণ লাক্ষাকে 'লাক্ সুমুত্রী' বলিতেন, অধিক সম্ভব, পেগুজাত লাক্ষা প্রথমে সুমাত্রার বাণিজ্যভাণ্ডারে আনীত হইত। উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীয় বণিক্‌গণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করিতেন বলিয়া তাহারা উহাকে লক্‌সুমুত্রী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে Della Decima (III 365), ১৫১০ খৃঃ (Varthema, 238), ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে Barbosa, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে Correa প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ভারতীয় এবং পেগু, মার্ত্তাবান্ ও করমণ্ডল উপকূলজাত লাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। গার্সিয়া ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পত্রাদি আঁটিবার জন্য গালার বাতি এবং আবুল ফজল আইন্-ই-অকবরীতে গালার পালিশের কথা লিখিয়াছেন। উক্ত শতাব্দে ভ্রমণকারী লিন্‌সোটেন (Linschoten) মলবার, বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাল জেলার বিস্তৃত বনভূমে ও অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ব্ববিভাগের বনরাজিতে প্রচুর লাক্ষা জন্মে। মৃজাপুরের গালার কারখানায় অযোধ্যাজাত লাক্ষারই অধিক আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবে সামান্য মাত্রায় গালা উৎপন্ন হয়। সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদের অরণ্যবিভাগে যে গালা জন্মে, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিদ্ধ খেলানাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য বনভূমে যে পরিমাণ গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালার চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহার অধিকাংশই রেলপথে চালিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা হইতে জাহাজে বোম্বাই হইয়া য়ুরোপে যায়। মধ্যপ্রদেশে বাহেলিয়া, রাজহোড়, ভিরিজা, কুর্কু, ধানুক, নহিল ও ভোই প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষাবৃত বৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরাল প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, তাহাকে লাক্ষাদণ্ড বা Stick-lac বলা যায়। মহিসুরে এবং ব্রহ্মরাজ্যের শানষ্টেট্ ও উত্তরব্রহ্মবিভাগে প্রচুর লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষাদণ্ড কলিকাতায় আনীত হয়, পরে তথা হইলে চাঁচগালা প্রস্তুত হইয়া য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশজাত লাক্ষার বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রধান। তবে বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে তদপেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণে লাক্ষা দেশান্তরে প্রেরিত হয়। দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে। বাঙ্গালার বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িয্যাবিভাগে বিস্তর লাক্ষার চাস আছে। সিংহভূম, পুরুলিয়া ও হাজারিবাগ হইতে প্রতি বৎসর অনেক লাক্ষা কলিকাতায় আমদানী হয়। বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, ঝালিদা প্রভৃতি স্থানে বড়াগালা এবং মৃজাপুরে চাঁচ্‌গালার কারখানা আছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে গার্ণেট গালা প্রস্তুতের দুইটী কারখানা দৃষ্ট হয়। অধুনা দুইটীই য়ুরোপীয় বণিক্ দ্বারা পরিচালিত।

বাঙ্গালায় বৎসরে দুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত। সময়ের তারতম্যানুসারে ইহা কুসুমী, রঙ্গিণ, বৈশাখী, জলচালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ।

বনে দাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুয়াসা হইলে লাক্ষাকীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিপীলিকা মাত্রই ইহাদের

বিশেষ অপকারক। ইহারা বৃক্ষে উঠিয়া লাক্ষাকীটের স্ত্রী-কোটর-(Female cell)গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ তদুপরি স্বল্প সুমিষ্টরসসম্পন্ন মোমবৎ সাদাছাল খাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই বায়ু ও উত্তাপের প্রখরতায় নষ্ট হইয়া যায়। যে বৃক্ষে পিপ্‌ড়া ধরে, সে গাছের গালা আর পুষ্ট হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন Galleria ও Tinea শ্রেণীর আরও দুই প্রকার কীট ইহাদিগের অপকার করে। উহারা কেবল স্ত্রী-লাক্ষাকীটের রঙের অংশ ও শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা লাক্ষার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় এবং উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া,উহা এত অধিক আগ্রহের সহিত পণ্যদ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক হাচেট্ বিশ্লেষণদ্বারা দেখিয়াছেন যে,পল্লবমণ্ডিত লাক্ষায় (Stick lac) ৬৮ ভাগ রজন, ১০ ভাগ রঙ্, ৬ ভাগ মোম, ৫॥০ভাগ আটাবৎ পদার্থ, ৬।০ভাগ মাড় ও ৪ ভাগ ধূলাগুঁড়া ইত্যাদি আছে। লাক্ষাচূর্ণে (Seedlac) ৮৮°৫ রজন, ১২॥০ রঙ্, ৪॥ মোম ও ২ ভাগ আঠা এবং চাঁচ গালায় (Shell-lac) ৯০ ভাগ রজন, ॥০ ভাগ রঙ্, ৪ ভাগ মোম এবং ২°৮ ভাগ নাইট্রোজেনসম্বন্ধীয় পদার্থ থাকে। উন্‌ভারডোর্‌বেন্ বলেন, চাঁচগালার রজন নামক পদার্থ আল্‌কোহল ও ইথারে দ্রবীভূত হয়। আবার ঐ ধূনাবৎ পদার্থের কতকাংশ আল-কোহলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে হয় না। উহা দানা বাঁধে। উহাতে লাক্ষাকীটের বসা (unsaponified fat) এবং ওলিক ও মার্সারিক এসিড্ আছে। কতক পরিমাণে মোম ও laccine পাওয়া যায়।

গালার পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমে পল্লবমণ্ডিত লাক্ষাগুলিকে জাঁতায় পিষিয়া চূর্ণ করিতে হয়, তদনন্তর বড় কাটকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পরে সেই লাক্ষা খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ফল-বীজের ন্যায় ক্ষুদ্রতম করিবার জন্য তিন বা চারিপ্রকার জাঁতায় উপর্য্যুপরি পেষিত ও চূর্ণ করিয়া ছাঁক্‌নী দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে ছাঁকিতে ছাঁকিতে যখন কেবল গালাচূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটকুটা ছাঁক্‌নীতে আলাহিদা থাকে, তখন সেই কাটকুটা ফেলিয়া দিয়া লাক্ষাচূর্ণগুলি উঠাইয়া স্ত্রীলোকেরা কুলায় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করে। কুলায় পরিষ্কার করিবার সময় আবর্জ্জনামিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণগুলি একধারে রাখিয়া পরিষ্কার লাক্ষার দানাগুলি পাতগালা প্রস্তু-তের জন্য সরাইয়া রাখে এবং ঐ আবর্জ্জনামিশ্রিত অপরিষ্কার লাক্ষাচূর্ণ চুড়ীওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে। তাহারা উহা গলাইয়া ভারতীয় রমণীগণের হস্তালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুলি লইয়া একটী লম্বমান নলের মধ্যে পুরিয়া জলে কচ্‌লান হইয়া থাকে। নলের ভিতর জল থাকায় গালার রঙ্ ক্রমশঃ জলে মিলিত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করে। ঐ দানাগুলি উত্তরোত্তর জল-আলোড়নে চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ (Colouring matter) একবারে লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই রঙ্গিণ জল থিতাইবার জন্য একটী বড় চৌবাচ্ছার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখা হয়। নীল গাঁজাইবার মত চৌবাচ্ছার তলে রঙ্ সঞ্চিত হইলে একটী ছিদ্রপথে উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্ছার বাহির করা হইয়া থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঙ্গিণ পদার্থ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া একটী পাত্রে রাখা হয়। ঐ স্থানে উহা শুকাইয়া গাঢ় হইলে তাহাকে বরফীর আকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের 'লাক্-ডাই' নামক পণ্যদ্রব্য।

উপরোক্ত জলধৌত লাক্ষাকণাই "Seed-lac" নামে পরি-চিত। উহাকে আবৃত পাত্রে বাষ্পোত্তাপে তরল করিয়া লইয়া পাত্রগাত্রস্থ উত্তপ্ত নালীপথ দিয়া রজন মিশ্রিত করা হয়। তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ লাক্ষা আরও তরল হইয়া পড়ে। উহা আর পাত্রের গাত্রে কামড়াইয়া ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে থাকিয়া ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে ঐ রজন উপিয়া যায়।

পূর্ব্বকথিত ভাণ্ডের চারিপার্শ্বে দস্তানির্ম্মিত কতকগুলি নল সজ্জিত থাকে। উহার শিরোদেশ ৪৫° কোণে বক্র। উহাদের ভিতর ফাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরন্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার তাপ অতি সামান্য, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা ঈষৎ ঠাণ্ডা হইতে পায় না, সুতরাং জমিতেও পারে না, আবার একবারে ঠাণ্ডা হইলে গালা শীঘ্র দৃঢ় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় তাহাতে তরল গালা লাগাইয়া টানিলে সহজেই, তাহা ঐ দস্তাস্তম্ভে আটকাইয়া যাইবে। অতএব নিয়মিত উত্তপ্তজলে ঐ দস্তার চোঙ্গাগুলি পূর্ণ হইলে,একজন ব্যক্তি কলার পেটোতে খানিকটা গলিত গালা লইয়া একটী স্তম্ভের শিরোদেশে লাগাইয়া দেয়। গোলাকার ও মসৃণ ঐ দণ্ডের উপর সমানভাবে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া গালা সরল ও পাতলাভাবে ছড়াইয়া পড়ে, তখন একব্যক্তি আনারস, তাল বা নারিকেলপত্র দুই হাতে দুই কোণে ধরিয়া নলের মাথা হইতে সেই তরল গালা টানিয়া বাড়াইতে থাকে। গালার উত্তাপ ও তরলতা কমিয়া বায়ুতে ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিলে উপরের মোটা অংশটুকু ভাঙ্গিয়া

ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট চাদরের ন্যায় পাতলা অংশটুকু একটী দণ্ডের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ড সাধারণতঃ স্ত্রী-লোকেরাই ধরিয়া থাকে। তাহারা সেই গালা কাপড়ের ন্যায় ঝুলাইয়া সেই স্থান হইতে অন্য একটী গৃহে দণ্ডসহ র‍্যাকের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্থানকে 'Drying shed' বা শুকাইবার ঘর বলে। উহা কতকাংশে তামাক-কুঠীর (Drying-houseএর) মত। পর দিন সেই শুষ্ক গালার পাত ভাঙ্গিয়া বাক্সের মধ্যে পুরিয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

কলিকাতার হাতিবাগানে অম্বিকাকুমারের গালার কল প্রসিদ্ধ। য়ুরোপে তাহার O. C. C. মার্কা গার্নেট গালার যথেষ্ট আদর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বণিক্ রেলীব্রাদার ঐ কল কিনিয়া গলষ্টন্ সাহেবকে বিক্রয় করেন। উহা এখন উল্টাডিঙ্গিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরউপকণ্ঠস্থিত এঞ্জিলো ব্রাদারের কলেও গার্নেট গালা প্রস্তুত হয়। দমদমার নিকটে পিট্রোকচিনো ব্রাদারের বড়া গালার একটী কারখানা আছে।

গালার রঙ্ চিরপ্রসিদ্ধ। পদতলে আলতামাখা হিন্দুবালার বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে রেশমী বস্ত্রের সূতা আল্তার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই আলতা চর্ম্মরোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পাঁকুই বা হাজা হইলে অথবা গায়ে চুলকনা হইলে তাহার মুখে আল্তা গুলিয়া গাঢ় রঙ্ টিপিয়া দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লাক্ষাদি-তৈলে ইহার ভেষজ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্ব্বে এই বর্ণের সাহায্যে অপরাপর রঙ্ প্রস্তুত করা হইত, ইহার রঙ্ পাকা।

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহনা এবং বাগানাদি অতি চমৎকার খেলানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুসুমী গালায় প্রস্তুত গলার হার ঠিক্ গিনি-সোণানির্ম্মিত হারের ন্যায় বোধ হয়। একটী ফলফুলপরিশোভিত উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হইলে সহজেই গালার দ্বারা সাজান যাইতে পারে। গালার উপর যেখানে যে রঙ্ লাগান আবশ্যক, তাহাও ঠিক সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গাত্র পালিসের ন্যায় মসৃণ ও চাক্‌চিক্যশালী হইতে পারে। বাঙ্গালার সোণামুখী ও মালদা প্রভৃতি স্থানে গালার অলঙ্কার ও খেলানাদি প্রস্তুত হয়। কলিকাতা সহরেও কোন কোন কারিগর গালার খেলানা প্রস্তুত করিতেছে। পঞ্জাব, সিন্ধু ও পাকপত্তনে প্রসিদ্ধ গালার খেলানার কারখানা (Lac-turnery) আছে। কারখানায় প্রস্তুত গালার দ্রব্যগুলি য়ুরোপে Lacquerwork নামে অভিহিত। অপর কাঠের উপর গালা জমাইয়া তাহাকে যে কোন কাঠের আকারে পরিণত করা যায়। কাশীতে সাদা বাঁখারিতে সূতায় গাঁট বাঁধিয়া চীনা বাঁশের লাটি প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। এইরূপে সুন্দর সুন্দর বাক্স, ফুলদানী, টেপায়া প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। স্বর্ণালঙ্কারাদিতে গালা ভরিবার প্রচলন আছে।

ভারতীয় লাক্ষাকার্য্য হইতে জাপানী লাক্ষাশিল্প স্বতন্ত্র। তাহারা কাঠের উপর গালার পরিবর্ত্তে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের আটার পালিস দিয়া থাকে। গালার পালিস স্বতন্ত্র। আল্‌কোহলে চাঁচ গালা, খুন্‌খারাপী, লোবান্ ও রুই-মুস্তকী যোগ করিলে গালার পালিশ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ বাক্স, আলমারী, দরজা জানালা প্রভৃতিতে ইহা লেপন করিয়া চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

লাক্ষা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্ব্বাপর সমভাবে চলিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁচগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। এই সময় নীলের চাস চলিতেছিল, নীলে রঙের উৎকৃষ্ট জমি হওয়ায় লাক্ষারঙের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হতাদর বাড়িয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার দর একবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্মেণ্টের বিজ্ঞাপনে উহা রপ্তানীর তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন য়ুরোপীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকায় আদৌ শুল্ক আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজ্য চলিতেছে। বৃটেনরাজ্যে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রভৃত গালা রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণি, ইতালী, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, চীন, ষ্ট্রেট্‌সেটল্‌মেণ্ট, স্পেন ও হলণ্ড রাজ্যেও বাঙ্গালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

সমুদ্রগর্ভে যে তাড়িত-বার্ত্তাবহ-তার পরিচালিত হইয়াছে, তাহার উপর লাক্ষার আস্তরণ দেওয়া হয়। কারণ জল ও মৃত্তিকা সংযোগে গালা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার অভ্যন্তরস্থ তারও নষ্ট হইতে পায় না।

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম, পিত্তরোগ, শোফ, বিষদোষ, রক্তদোষ ও বিষমজ্বরনাশক এবং বলকর।

ভাবপ্রকাশ মতে, লাক্ষা বর্ণকর, শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ, লঘু, কফ, পিত্ত, অস্র, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরক্ষত, বিসর্প, কৃমি, ও কুষ্ঠ-রোগনাশক। (ভাবপ্র°) ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, লাক্ষা নূতন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা যেন মৃত্তিকাদি-দোষবর্জ্জিত হয়।

"লাক্ষা চ নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদিবিবর্জ্জিতা।" (ভৈষজ্যরত্না°)

২ শতপর্ণী। ৩ সেবতী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষাগুগ্গুলু, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক এক তোলা এবং গুগ্গুলু ৫ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ভগ্ন স্থানে ইহার প্রলেপ দিলে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারিত হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার চূর্ণের তুল্য পরিমাণ গুগ্গুলু মিশাইলে যথেষ্ট হয়।

লাক্ষাতরু (পুং) লাক্ষোৎপাদকস্তরুঃ। পলাশ বৃক্ষ। (শব্দমা°)

লাক্ষাতৈল (ক্লী) লাক্ষাদিভিঃ পক্বং তৈলং। পক্বতৈলবিশেষ, লাক্ষাদি দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হয়, এজন্য ইহাকে লাক্ষাতৈল কহে।. এই তৈল দ্বিবিধ স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুতপ্রণালী—

স্বল্পলাক্ষাতৈল—সমপরিমাণ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা তৈল পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও জ্বরনাশক। (সুখবোধ)

২ বালরোগাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরামুল, কটুকী ও রেণুক মিলিত ১সের; এই সকল কল্ক দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায়। (ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাধিকা°)

অন্যবিধ—কুট্টিত লাক্ষা ৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার দোলাযন্ত্রে পরিশ্রুত করিয়া ১৬ শরাব গ্রহণ করিবে। অথবা লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব গ্রহণ করিতে হইবে। পরে তিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস বা কাথ ১৬ শরাব, দধিমস্তু ১৬ শরাব, কল্কার্থ শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুষ্ঠ, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুস্তা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ হইলে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা মিশ্রিত করিতে হইবে। এই তৈল জ্বরাদি রোগনাশক। (রসর°)

লাক্ষাদিতৈল, জ্বররোগে উপকারক তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ২৪ সের; কল্কার্থ—লাহা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈলমর্দ্দনে জ্বর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল নামে ইহার আর একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রণালী—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের।) দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কট্কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু,মুথা, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা, ও নখী ২ তোলা ঐ তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিষম-জ্বরাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর ঐ জল দোলাযন্ত্রসাহায্যে পরিস্রাবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ করা যাইতে পারে, উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অথবা ৮ সের লাক্ষা ৬৪ সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ কাথ ঔষধপ্রস্তুতকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকা°)

লাক্ষাদিবর্গ (পুং) সুশ্রুতোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ যথা—লাক্ষা, রেবত, কুটজ, অশ্বমার, কট্ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, সপ্তচ্ছদ, মালতী ও ত্রায়মাণা। (সুশ্রুত সূত্র°৩৮অ°)

লাক্ষাদ্যতৈল, মুখরোগে হিতকর ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, খদিরের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—লোধ, কটুফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডূষ করিলে,দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরুচি ও মুখের বিরসতা নষ্ট হইয়া দন্ত সকল সুদৃঢ় হয়।

লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদূরবর্ত্তী একটী দ্বীপপুঞ্জ। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° হইতে ১৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪০´ হইতে ৭৪´ পূঃ মধ্য। ভারত উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল ব্যবধান। ১৪টী দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহার ৯টীতে লোকের বাস আছে। ২টীতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টী কেবলমাত্র সাগরজলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণকণাড়ার কলেক্টারের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোন্নুরের আলীরাজার শাসনাধীন। উহা মলবার জেলার একটী অংশ বলিয়া পরিগণিত।

এখানে একত্র বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব্দ হইতে লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযোগে শ্রেণীবদ্ধভাবে গঠিত হইয়াছিল। তখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া উহার নাম লাক্ষাদ্বীপ রাখে। আবার অনেকে বলেন, প্রবালসমষ্টিযোগে এই দ্বীপের উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া লোকে ইহাকে লাক্ষাদ্বীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীয় বণিক্গণ

বহুকাল হইতে লাক্ষার বাণিজ্যের জন্য মলবার উপকূলে যাতায়াত করিত। তাহারা লাক্ষার নাম হইতেই এই দ্বীপের নাম লাক্কাদ্বীপ বলিয়া ঘোষিত করিয়া থাকিবে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্বোসা লাক্কাদ্বীপকে মলনদ্বীপ ও মালদ্বীপকে পলনদ্বীপ শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তুহফৎ-উল-মজাহিদীন্ গ্রন্থে ইহা মলবার-দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে বর্ত্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

দক্ষিণ কণাড়া বা আমীনদীবি দ্বীপাবলী—	লোকসংখ্যা
আমীনি বা আমীনদীবি	২০৬০
চেৎলাৎ	৫৭৭
কদম	২৪৫
কিল্তান্	৭৯০
বিত্রা (বসবাস নাই)	——
কোন্নুর দ্বীপাবলী—	
অগত্তি	১৩৭৫
কবরত্তি	২১২৯
অন্দ্রোথ	২৮৮৪
কালপেণি	১২২২
মিনিকোই (মীনকট)	৩১৯১
সুহেলী (বসবাস নাই)	——

মিনিকোই দ্বীপবাসীরা লাক্কাদ্বীপবাসীর ন্যায় মলয়ালম্ ভাষায় কথা কয় না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাক্কাদ্বীপি ভাষার অনেকটা পার্থক্য ও মালদ্বীপবাসীর ভাষার সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমষ্টির সংযোগে উৎপন্ন। সকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০ বা ১৫ ফিট্ উচ্চ এবং ভূপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্শ্বেই প্রবালজ পর্ব্বতশিখর দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাংশের প্রবাল গিরি পশ্চিমের অপেক্ষা কম। পশ্চিম দিকে উহা ৫০০ গজ হইতে কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ স্থানের স্বল্প-গভীরতা নিবন্ধন জল 'লেগুণের' মত স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে কয়ার (নারিকেলের ছোবড়া) ভিজান যাইতে পারে। ভাসিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না। জুয়ারের সময় এই স্থির ভাগ জল পূর্ণ থাকে, ভাটা পড়িলে খাতের মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ নিকাশ হইয়া যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শুষ্ক দেখায় এবং সেই নালী দিয়া দেশীয় বড় বড় নৌকাগুলি চালিত হইয়া লেগুণের বন্দরাংশে যেখানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই অংশে সরিয়া আইসে। উক্ত দ্বীপসমূহের পশ্চিম ভাগে যেরূপ প্রশস্ত প্রবালজ গিরি বিদ্যমান, পূর্ব্বভাগে সেরূপ নাই। সে-দিকের উচ্চ পর্ব্বতগাত্র একেবারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ অনেক পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকের উপরি ভাগে চূণা পাথর বা প্রবালজন্তুর দৃষ্ট হয়। উহার উপর কখন জল উঠে না। ঐ স্তর ১ হইতে ১।৹ ফুট পর্য্যন্ত মোটা। ইহা খনন করিলে নিম্নে বালুমাটী পাওয়া যায়। কোদালে করিয়া ঐ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত্ত জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাদি কাটিয়া জল উৎপন্ন হইলে কয়ার ভিজান হইয়া থাকে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। অন্য কোন প্রকার সবজি সেরূপ উৎপন্ন হয় না। ইন্দুর ব্যতীত অন্য কোন চতুষ্পদ পশু নাই। ইহারা নারিকেলের পরম শত্রু। কচ্ছপ ও মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোন্নুর-রাজ্যের শাসনাধীন রহিয়াছে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কোলত্তিরী-রাজ সুপ্রসিদ্ধ চিরক্কল এখানকার সর্দ্দারকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহার অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর দ্বীপ-বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মহিসুররাজের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কণাড়া বিভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল দ্বীপ কোন্নুরের নবাব-জাদীকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই; কেবল তাঁহার রাজস্বের ৫২৫০৲ টাকা ইংরাজরাজ কমাইয়া দেন। সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালার দুইটী বিভাগ হইয়াছে।

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজনা বাকী পড়ায় উহার রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য ন্যাসী নিযুক্ত হয়। তদনন্তর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্বের অনাদায় ঘটিলে উক্ত বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (Collector of Malabar) অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ ঘটে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট উত্তর বিভাগে এবং কোন্নুরের আলী রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উৎপন্ন কয়ারের উদ্বৃত্ত হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই প্রজাবর্গের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কয়ার খরিদ করিয়া উপকূলস্থ বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। মূলধনবাদে যাহা লভ্য হয়, তাহাই উভয়ে রাজস্ব বাদে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। আলীরাজা স্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পেস্‌কস দিয়া থাকেন।

ইংরাজরাজশাসিত কণাড়ার অধীন দ্বীপভাগে কয়ারের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। ইংরাজ-কর্ম্মচারী চাউল ও নগদ টাকা দিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিয়া দেন। আলীরাজার অধিকৃত ভূভাগে তাহার ঠিক বিপরীত। তথাকার দেশীয় সর্দ্দারগণ কয়ারের মূল্য লইয়া রাজার সহিত নানা গোলযোগ উত্থাপিত করে। তাহাতে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। নারিকেল, কড়ি, কচ্ছপের খোলা প্রভৃতি দ্রব্যে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

কণাড়ার অধীন দ্বীপসমূহ একজন সব্‌মাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফের দ্বারা এবং কোয়নুর-দ্বীপপুঞ্জ আমীনদিগের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়। কোন জাবিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামস্থ অধ্যক্ষের নিকট তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। উপকূলবাসী মাপিল্লা-দিগের ন্যায় তাহারাও পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই-রূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধার্ম্মিক প্রধান রাজা চেরমান্ পেরুমলের অনুসন্ধানার্থ মলয়াল হইতে মক্কাভিমুখে অভিযান করেন। পথিমধ্যে এই দ্বীপে আট্‌কাইয়া জাহাজ ভগ্ন হইলে তাহারা এখানে উঠিতে বাধ্য হয়। বাস্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আনু-মানিক তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে তাহারা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হই-য়াছে। তথাপি তাহারা জাতিগত কএকটী চিরন্তন প্রথা বিসর্জ্জন করে নাই। তাহাদের কন্যারাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা রাজকর্ম্মের অন্বেষণে মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বালকেরাও পিতার সঙ্গে বিদেশে আইসে। এই কারণে দ্বীপসমূহে রমণীকুলেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

রমণীগণ নির্ভয়ে নগরে বিচরণ করিয়া থাকে। নৌকা-চালন ব্যতীত তাহারা স্ত্রী ও পুরুষের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে। কেহ মাথায় ঘোমটা দেয় না। তাহাদের কথিত ভাষা মলয়ালম্, কিন্তু আরবীয় বর্ণমালায় তাহারা লেখা পড়া করে। মিনিকোই দ্বীপের ভাষা মালদ্বীপী ও মলয়ালম্-মিশ্রিত।

লাক্ষাপ্রসাদ (পুং) লাক্ষায়াঃ প্রসাদো যস্মাৎ। পট্টিকা লোধ্র। (রাজনি°)

লাক্ষাপ্রসাদন (পুং) লাক্ষাং প্রসাদয়তীতি প্র-সদ-ণিচ্-ল্যু। রক্তলোধ্র, পর্য্যায় ক্রমুক, পট্টিকা, পট্টী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষারস (পুং) লাক্ষায়াঃ রসঃ। লাক্ষাজল বা ক্বাথ। লাহার রস। প্রস্তুত প্রণালী—

"ক্ষুণ্ণগোলাজলা লাক্ষা লোমাকষ্যেৎপায়িতা।
ত্রিসপ্তধা পরিস্রাব্য লাক্ষারসমিমং বিদুঃ॥" (শাঙ্গধর° ২ খ°)

যে পরিমাণ লাক্ষা তাহার ৬ গুণ জল দিয়া লোমারক্ত ত্রিসপ্তবার পরিস্রুত করিয়া লইলে তাহাকে লাক্ষারস কহে।

লাক্ষাবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাক্ষা, জেলা, যমানী, শ্বেত অপরাজিতার ছাল, অর্জ্জুন ফল ও পুষ্প, বিড়ঙ্গ, মাক্ষিক ও গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ গৃহে থাকিলে সর্প মুষিকাদি দূরে পলায়ন করে। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুরোগাধিকা°)

লাক্ষাবৃক্ষ (পুং) কোশাম্রবৃক্ষ, চলিত জলপাই গাছ। ২ পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি°)

লাক্ষিক (ত্রি) লাক্ষাসম্বন্ধী। ২ লাক্ষাভাব।

লাক্ষেয় (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্মণ (পুং) ১ লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য। ২ লক্ষ্মণাবৃক্ষসম্বন্ধীয়।

লাক্ষ্মণি (পুং) লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্মণেয় (পুং) ১ লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য। ২ বাঙ্গালার সেন-বংশীয় একজন রাজা। [সেনরাজবংশ দেখ।]

লাক্ষ্যিক (ত্রি) লক্ষ্যমধীতে বেদ বা (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি লক্ষ্য-ঠক্। যিনি লক্ষ্যাভ্যাস করেন বা যিনি ভেদ করিতে পারেন।

লাখ, ১ শোষণ। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য। ৪ নিবারণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লাখতি। লিট্ ললাখ। লুঙ্ অলাখীৎ। ণিচ্ লাখয়তি। লুঙ্ অললাখৎ।

লাখ (দেশজ) লক্ষশব্দের অপভ্রংশ।

লাখ্‌নৌ (লখ্‌নৌ, লক্ষ্ণৌ), অযোধ্যা প্রদেশের কমিশনরের অধীন একটী বিভাগ। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৬´ হইতে ২৭°২১´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৭´ হইতে ৮১°৫৬´ পূঃ মধ্যে। লাখ্‌নৌ, বারাবাঙ্কি ও উণাও জেলা লইয়া এই বিভাগ ঘটিত। ইহার উত্তরে হার্দোই ও সীতাপুর জেলা, পূর্ব্বে বরাইচ ও গোণ্ডা জেলা, দক্ষিণে ফৈজাবাদ, সুলতানপুর ও রায়বরেলী জেলা এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী। ভূ-পরিমাণ ৪৫০৪০৫ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১৮টী নগর ও ৪৬৭৬টী গ্রাম আছে।

লাখ্‌নৌ, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোট লাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩০´ হইতে ২৭°৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৪´ হইতে ৮১°১৫´৩০´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৯৮০৬ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হার্দোই ও সীতাপুর, পূর্ব্বে বারাবাঙ্কী, দক্ষিণে রায়বরেলী এবং পশ্চিমে উণাও জেলা। লাখ্‌নৌ নগর ইহার বিচার-সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই উর্ব্বর ও শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ রণক্ষেত্রের অতীতস্মৃতি বহন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বীরকীর্ত্তির উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নদীমালার বালুকাময় সৈকতভূমি ভুর নামে এবং অনুর্ব্বর লোণাজমি উষর নামে পরিচিত। গোমতী ও সাইনদী শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক এখানে প্রবাহিত আছে। তন্মধ্যে বেহতা, নাগবা, লোনী ও বাকাঁ নদীই প্রধান।

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সাহাব্‌-উদ্দীন্‌কর্ত্তৃক বিজিত (১১৯৪ খৃঃ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়চাঁদের রাজত্বকালের পূর্ব্বে লখ্‌নৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিভাগে ঔপনিবেশিক রাজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে।

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জানবার, পরিহার, ও গৌতমগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জানবার জাতির ইতিহাস ভর ও বহরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কনোজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাঈজাতি এদেশে আসিয়াও কনোজরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লীশ্বরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের জন্য আসিয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পাঠান-রাজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজয়ে গৃহভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া আইসে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটী স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথাকার প্রভু হইয়া পড়ে। মোহন, লালাগঞ্জ ও নিগোহান পরগণায় আমেঠিয়া ও গৌতমগণ এইরূপে প্রভুত্বলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে শেখগণ অমেঠী পরগণা হইতে অমেঠিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাসী জানবারগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

বাঈ ও চৌহানগণ বিজ্‌নৌর অধিকার করে। তদনন্তর বাঈগণ কাকোরী অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ঔরস্‌ নামকস্থানে আসিয়া বাস করে। অতঃপর নিকুম্ভ, গাহরবাড়, গৌতম ও জানবারগণ মলিহাবাদ পরগণায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণবার ও চৌহানগণ মহোনা আক্রমণ ও অধিকার করিবার পর, জানবারগণ উত্তরের কুর্সী ও দেবা জয় করে। তদনন্তর তাহারা কুর্সী হইতে কল্যাণী নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল। পরে বাঈগণ তাহাদের নিকট হইতে দেবা অধিকার করিয়া লয়।

ইহার পর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হয়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম সৈয়দ মসাউদ্‌ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমানগণের ভগ্নপ্রায় কীর্ত্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যে স্থান দিয়া এই জেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অনুচরগণ কর্ত্তৃক মহল্লাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোহনলালগঞ্জের নগ্রাম ও অমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সদলে কিছুদিন বাস করেন। সত্রিখ্‌ নগরে তাঁহার সদর ছিল। সেনাদল ছাউনী পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথায় আসিয়া বাস করিতে সাহসী হন নাই।

অনন্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২০২ খৃষ্টাব্দে খিল্‌জীপুঙ্গব মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার সাময়িক কোন মুসলমানকীর্ত্তি এখানে নাই। অধিক সম্ভব, তিনি মলিহাবাদের নিকটবর্ত্তী বখ্‌তিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নগরে একটী পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাঠানগণ কাকোরীর বাঈ-রাজা সাথ্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতেই এখানে মুসলমানের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিকের মধ্যে পরগণার ফস্‌মন্দীরবাসী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। তদনন্তর কিদ্‌বাড়ার শেখগণ আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। ইহার পর, অন্যান্য মুসলমান-সম্প্রদায় কুর্সী ও দেবার মধ্য দিয়া এখানে আসিয়া নানাস্থানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ মুসলমানগণ সত্রিখ্‌ হইতে এখানে আইসে।

সত্রিখ্‌ হইতে মুসলমানগণ উপর্য্যুপরি এই জেলার নানাস্থান আক্রমণ করিয়াও স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা সালর মসাউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে দেবা নগর আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ লাখ্‌নৌ অভিমুখে আসিয়া মণ্ডিয়াওন্‌ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে শাহবেগ হিন্দুগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হন। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। উহার চূড়ার উচ্চতানিবন্ধন লোকে উহাকে নৌ-গজাপীর বলিয়া অভিহিত করে। অনন্তর, এখানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমশঃ দেবাস, কুর্সী ও লাখ্‌নৌ হইতে কাকোরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের গ্রামাদিতে মুসলমানের

উপনিবেশ ঘটে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটীস্থান অধিকার করিয়া তত্তদ্‌ বিভাগের স্বত্বাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাজপুত ও মুসলমান ঔপনিবেশিকগণের পূর্ব্বে এখানে ভর, অরথ্‌ ও পাশী নামক নিম্নশ্রেণীর কএকটী জাতির বাস ছিল। অযোধ্যায় সূর্য্যবংশী রাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, ভরগণ এই প্রদেশ লুণ্ঠন করে। এখানকার গহন অরণ্যে আর্য্যঋষিগণ তপস্যায় নিরত থাকিতেন, এইজন্য কোন কোন বন স্থানীয় লোকের নিকট পরম পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইত, ঐ সকল ঋষিগণ যে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা এখন নগররূপে পরিণত হইলেও সেই সেই ঋষির নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মণ্ডিওয়াওন্‌—মণ্ডল ঋষির নামে, মোহন—মোহনগিরি গোস্বামীর নামে, জগৌর জগদেব যোগীর নামে এবং দেবা—দেবল ঋষির নামে খ্যাত হয়। ভরদস্যুগণ সেই সকল ঋষির আশ্রম লুণ্ঠন করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে সই নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহারা কিরাত নামক পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় তরাই প্রদেশ হইতে এখানে আগমন করে। এখনও ভরডিহির ভগ্নাবশেষ এখানকার নানা গ্রামে নিপতিত রহিয়াছে। কনোজ-রাজবংশ অধঃপতনের পূর্ব্বে ভরদিগকে উৎসাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজা জয়চাঁদ অলা, উদন ও বণাফর রাজপুত জাতির সাহায্যে বিজনৌরের নিকটস্থ নাথবন আক্রমণ করেন। তিনি এখানকার পাসীরাজ বিগুলীকে পরাজিত করিয়া সর্সাবা ও দেবা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পাসী ও অরথ্‌গণ মলিহাবাদ এবং কাকোরী ও বিজ্‌নৌরের দক্ষিণে সইতীরবর্ত্তী সাসৈন্দী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই পূর্ব্বে ভরজাতির অধিকার ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

পাসী ও অরথ্‌গণ এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ও মদ্যপ। অন্যান্য অধিবাসীকে মদ্যপানে ভুলাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ভরজাতির সম্বন্ধেও পূর্ব্বাপর ঐরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা তিলকচাঁদ হইতেই এখানে ভররাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বরাইচ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিল্লীপতিকে পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ৯ জন রাজা দিল্লী হইতে অযোধ্যার পর্ব্বতপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা গোবিন্দ চাঁদের মহিষী ভীমাদেবী রাজ্যশাসন করিয়া ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু সময়ে স্বীয় সম্পত্তি আপন ধর্ম্মগুরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া যান। উক্ত হরগোবিন্দের বংশ ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন।

লাখ্‌নৌ নগর ও সেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী এখানকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রবি, খারিফ ও হৈমন্তিকাদি নানা শস্য এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকাপথে এখানকার বাণিজ্য বড় চলে না। অধিকাংশই রেলপথে ও পাকা রাস্তায় গোশকটে পরিচালিত হইতেছে। সীতাপুর, ফৈজাবাদ ও কাণপুর যাতায়াতের জন্য যে পাকা রাস্তা আছে, উহা প্রায় ৫ শত মাইল লম্বা, এতদ্ভিন্ন কুর্সী, দেবা, সুলতানপুর, গোঁসাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়া সুলতানপুর; মোহনলালগঞ্জ হইয়া রায়বরেলী; সই নদীর সুন্দর সেতু পার হইয়া মোহন ও উণাও জেলার রসুলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হার্দোই জেলার শাণ্ডিল্য নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল রাস্তা ধরিয়া লাখ্‌নৌ নগরে আসা যায়। এতদ্ভিন্ন কএকটী রাস্তা এখান হইতে অন্যান্য জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে মহোনা হইতে কুর্সী ও দেবা অতিক্রম করিয়া বারাবাঙ্কী পর্য্যন্ত, গোঁসাইগঞ্জ ও মোহনলালগঞ্জ হইয়া কাণপুরের রাজবর্ত্ম পর্য্যন্ত বনি সেতু হইতে মোহন ও ঔরস্‌ পর্য্যন্ত, সই নদীর পাকা পুল পার হইয়া মোহন-ঔরসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্য্যন্ত এবং লাখ্‌নৌ হইতে বিজনৌর পর্য্যন্ত কয়টী রাস্তা প্রধান। জেলার উপরোক্ত কয়টী রাস্তাই উত্তমরূপে বাঁধান। বর্ষাকালে পথ খারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা সেতু নির্ম্মিত আছে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্তৃত। ইহার তিনটী শাখা পূর্ব্ব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্বে গিয়াছে। একটী লাখ্‌নৌ হইতে বারাবাঙ্কী ও ঘর্ঘরা-তীরবর্ত্তী বহরামঘাট পর্য্যন্ত গিয়া ফৈজাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অপর একটী লাখ্‌নৌ হইতে কাণপুর এবং শেষোক্তটী কাকোরী ও মলিহাবাদ নগর হইয়া হার্দোই নগর অতিক্রমপূর্ব্বক শাহজাহানপুর, বরেলী ও মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যের লখ্‌নৌ নগরই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অপরাপর নগরে সামান্য বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

লখ্‌নৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, বিজনৌর, চিনহাট্‌, আমানীগঞ্জ, ইতৌঞ্জা ও গোঁসাইগঞ্জ নগরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ায় নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ১৭৬৯, ১৭৮৪-৮৬, ১৮৩৭, ১৮৬১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭৩, ১৮৭৭-৭৪ প্রভৃতি বৎসরে এখানে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা০ ২৬°-৩৮´৩০´´ হইতে ২৭°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°৪২´ হইতে ৮১°৮´৩০´´ পূঃ মধ্য। লাখ্‌নৌ, বিজনৌর ও কাকোরী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা লাখ্‌নৌ সহরের চতুষ্পার্শ্ব লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ-মাইল। লাখ্‌নৌ নগর ব্যতীত এই পরগণার মধ্যে উন্নারিয়াওন্‌, জগ্‌গম, চিন্‌হাট্‌, মহাবল্লিপুরওথাবাড় নামে পাঁচটী নগর আছে।

লাখ্‌নৌ[লখ্‌নৌ] (নগর), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। গোমতী নদীর উভয়কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫১´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪´১০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই নগর ৬১০ মাইল এবং বারাণসী হইতে ১৯৯ মাইল দূরবর্ত্তী। নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৩ ফিট্‌ উচ্চ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ। সৌধমালা ও বিপণিসৌন্দর্য্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা মনোরম; কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহর ইহার স্থাপত্য-বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এখানে তদ্বিভাগীয় বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখানে সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা যথেষ্টই বিদ্যমান আছে। সঙ্গীতবিদ্যালয়, ব্যাকরণ-শিক্ষাসমিতি ও ইস্‌লামধর্ম্মের আলোচনার জন্য কএকটী সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় অদ্যাপি স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

গোমতী নদীর উভয় তীরভূমি নানা সৌধমালায় পরিবৃত হওয়ায় নগরের সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম হইয়াছে। নগরসীমা অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দূরব্যাপী উদ্যানবাটিকাসমূহ স্থানীয় সৌন্দর্য্যের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। নগরের পারাপার হইবার জন্য উভয়তীরস্পর্শী চারিটী সেতু গোমতীবক্ষে ভাসমান আছে। উহার দুইটী স্থানীয় মুসলমান রাজগণের যত্নে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের উদ্যোগে অপর দুইটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে নবনির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিলে আর জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্ভাসিত মর্ম্মরসন্নিভ সুরম্য হর্ম্ম্যমালা দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন ক্রমশঃই ফলফুলভারাবনত শ্যামল-বৃক্ষরাজি সমাবৃত উদ্যান-বাটিকাই সাধারণের মনোরঞ্জক হইয়া উঠে। এইরূপে কতকদূর নদীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার প্রাচীন

লাখ্‌নৌ সেতু

প্রস্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উহারই বামভাগে মচ্ছিভবন দুর্গের সুবৃহৎ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লক্ষ্মণ-টিলা নামক প্রাচীন নগরভাগ। ইহারই পার্শ্বদেশে নানা অট্টালিকাদি-পরিশোভিত আসফ্‌উদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া। এখান হইতে কিছুদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মস্‌জিদ্‌ উচ্চচূড়া তুলিয়া যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে। ইহারই সন্নিকটে নদীর তীরে রেসিডেন্সী ভবনের ভগ্নপ্রাচীর। তথাকার স্মৃতিক্রুশ (Memorial Cross) আজিও দর্শকের হৃদয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয় দিতেছে। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে নদীসৈকতোপরি স্থাপিত ছত্রমঞ্জিল নামক বিখ্যাত প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদোপরিস্থ স্বর্ণময় ছত্র সূর্য্যালোকে প্রভাবিত হইয়া দূরস্থানবাসীকেও প্রাসাদচূড়ার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দূরে বামদিকে দুইটী মসজিদ। উহারই মধ্য দিয়া কৈসরবাগ নামক প্রাসাদ। এখানে অযোধ্যারাজবংশের সিংহাসনচ্যুত বংশধরগণ বাস করিতেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়েও অযোধ্যার উজীরবংশের প্রাধান্যসময়ে, লক্ষৌ রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত

মুসলমান রাজবংশ যথাক্রমে রোহিলখণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে সয়াদৎ খাঁর বংশপরম্পরা এই নগরে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহার পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। মচ্ছিভবন দুর্গের প্রাকারমধ্যস্থ লক্ষ্মণটীলা নামক উচ্চভূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন। প্রবাদ, এই স্থানে অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ শেষনাগের পবিত্রতীর্থের নিকটে স্বনামে লক্ষ্মণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রতীর্থের উপর মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব একটী মস্জিদ স্থাপন করেন, কিন্তু লক্ষ্মণপুরের পবিত্র স্মৃতি আজিও লক্ষ্ণৌবাসীর হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই।

শেখ বা লখ্নৌর শেখজাদা নামে প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজবংশই প্রথমে অযোধ্যা জয় করিয়া এখানে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তদনন্তর রামনগরের পাঠানগণ গোল-দরবাজা পর্য্যন্ত মুসলমান শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্ব্বেই শেখদিগের অধিকারসীমা। তাঁহারাই ধ্বস্তপ্রায় মচ্ছিভবন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে ঐ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে জনসমাগম হইতে থাকে। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বসময়ে উহাই লাখ্নৌ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা টোডরমল্লের জরিপ-বিবরণীতে গোমতী-তীরবর্ত্তী সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এখানে মুসলমান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দির ছিল, লোকে তাঁহার পূজার জন্য এখানে আসিয়া ভজনাদি করিত। তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাদের তুষ্টিবিধান জন্য লক্ষ টাকা দিয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি ছিল না। তাঁহার উদ্যোগে ও পরে সয়াদৎআলী খাঁ ও আসফ্উদ্দৌলার অধ্যবসায়ে এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগরভাগ যেখানে বর্ত্তমান চক্ ও চকের সংলগ্ন নগরের দক্ষিণাংশ সম্রাট্ অকবর শাহ বিশেষ যত্নে নির্ম্মাণ করান। তদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য স্থানের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ বিশেষ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মীর্জা সেলিম শাহ (জাহাঙ্গীর) বর্ত্তমান দুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে 'মীর্জমণ্ডি' স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর অযোধ্যা-রাজবংশের পূর্ব্বে আর কোন মোগলসম্রাট্ই প্রাসাদাদি স্থাপন দ্বারা এই নগরের উৎকর্ষ-সাধন করেন নাই।

নৈশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ পারসিক বণিক্ সয়াদৎ খাঁ বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে স্বীয় সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং লাখ্নৌ নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যায় এই স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার উজীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

সয়াদতের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবান্বিত হইয়া লাখ্নৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্পন্ন নানা অট্টালিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সুবাদার সয়াদৎ খাঁ মচ্ছিভবনের পশ্চাদ্ভাগে একটী সামান্য অট্টালিকায় বাস করিতেন। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অস্ত্রাগার (ordnance stores) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজগণের নির্ম্মিত দুইটী সুপ্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়, সয়াদৎ খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া উহার একটী ভাড়া লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ আর অধিকারীদিগকে ঐ অট্টালিকার কোনরূপ খাজানা দেন নাই। সফ্দর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলা ঐ অট্টালিকার একখানি বন্দোবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া ধার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে নবাব আসফ্ উদ্দৌলা ঐ অট্টালিকা রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সয়াদৎ খাঁ প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন সেখগণ উপর্য্যুপরি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে কাতর হন নাই, অবশেষে তাঁহারা সেই বীরবরের বলবীর্য্য দেখিয়া নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সয়াদৎ স্বীয় শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটী স্বাধীন জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার বলবীর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাঁহার যুদ্ধকৌশলে পরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর ভগবন্ত সিংহ খীচি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ও অধ্যক্ষের শিক্ষাগুণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সফ্দরজঙ্গ (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাইসবাড়ার দুর্দ্ধর্ষ বাঈজাতিকে ভীত রাখিবার জন্য নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ দুর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষ্মণপুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়া মচ্ছিভবন নাম দেন। ঐ দুর্গ বাটিকার চূড়াদেশে একটী মৎস্য স্থাপিত থাকায় উহা মচ্ছিভবন বা মচীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরগাত্রবাহী নদীবক্ষে দুইটী সেতুনির্ম্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, পরে আসফ্ উদ্দৌলার যত্নে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

কারণ তৎপুত্র সুজা উদ্দৌলা (১৭৫৩ খৃঃ) বক্সার যুদ্ধের পর, ফৈজাবাদেই বাস করিতেন। তিনি লাখ্‌নৌ নগরে না থাকায় নগরের কোনরূপ সৌষ্টব সাধিত হয় নাই।

অযোধ্যার এই নবাববংশের প্রথম তিনজন রাজাই যোদ্ধা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও রোহিল্লা এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তাঁহারা রাজ্যশাসন ব্যতীত রাজ্যের স্থাপত্যশিল্পের কোনরূপ ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী দুর্গমালা, কূপসমূহ ও সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট ছিল।

চতুর্থ নবাব আসফ্‌ উদ্দৌলা হইতে লাখ্‌নৌর রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ইংরাজরাজের বন্ধুত্ব লইয়া সুখী হইলেন। ইংরাজ-সেনার সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিয়া তিনি মনে মনে স্বীয় শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন এবং বিশেষ উদ্যমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও মস্‌জিদ এবং লাখ্‌নৌ সহরের গৌরবকীর্ত্তি ও স্থাপত্য-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমাম্‌বাড়া নামক প্রাসাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দিল্লী ও আগ্রার ইমাম্‌বাড়ার ন্যায় খাঁটী মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও 'রূমিদরবাজা' নামক মস্‌জিদের সংলগ্ন থাকায় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার গঠন সাদাসিধা ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে অন্নাহারক্লিষ্ট প্রজাবর্গকে পারিশ্রমিক দিয়া তদ্বিনিময়ে এই ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, অনেক মান্যগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া-নির্ম্মাণকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক গভীর রাত্রে প্রদান করা হইত, কারণ দিবাভাগে একত্র বেতন লইতে আসিলে অপরের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠ ১৬৭ ফিট্‌ × ৫২ ফিট্‌ লম্বা, উহাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই গৃহের দেওয়ালে চাক্‌চিক্যশালী ও প্রভাসম্পন্ন যে সকল চারুশিল্প চিত্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, মূলদ্রব্য স্থানভ্রষ্ট বা অপহৃত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত স্থান দুর্গসীমার মধ্যে থাকায় ইংরাজরাজ এক্ষণে তাহাতে অস্ত্রাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অট্টালিকায় কাষ্ঠের কোনরূপ শিল্প খোদিত হয় নাই। ফার্গুসন সাহেব ইহার খিলানাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ইমামবাড়া ব্যতীত রূমীদরবাজাও আসফ্‌ উদ্দৌলার একটী প্রধান কীর্ত্তি। তৎপরে দুর্গের পশ্চিমস্থ নদীতীরবর্ত্তী দৌলৎ-খানা নামক প্রাসাদ। উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেন্সীতে পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্ত্তী এই সুবৃহৎ অট্টালিকা লাখ্‌নৌর একটী গৌরবস্থল। নবাব সয়াদৎ আলী ফর্‌হৎবক্স নামক সুরম্য প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানান্তরিত করিলে, এই অট্টালিকায় ইংরাজ রেসিডেণ্টের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হয়। নগরের বহির্ভাগে ও নদীর অপরপারে নবাব আসফ্‌ উদ্দৌলা-প্রতিষ্ঠিত বিবিয়াপুর নামক প্রাসাদ। নবাব বাহাদুর মৃগয়ায় বহির্গত হইলে প্রথমে এই গ্রাম্য-ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরের অপরাপর স্থানেও এই নবাবের উদ্‌যোগে নির্ম্মিত আরও অনেক অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সেগুলির গঠনপারিপাট্য ও দৃশ্য-গাম্ভীর্য্য লাখ্‌নৌ নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে সেনাপতি ক্লড্‌ মার্টিন্‌ Martiniero নামক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত সুবৃহৎ উদ্যানবাটিকা সম্পূর্ণরূপ ইতালীয় শিল্পে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পাছে মুসলমানরাজ ঐ অট্টালিকা হস্তগত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহার মধ্যে স্থাপয়িতার অস্থি সমাহিত করা হয়, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্থিগুলি বাহিরে ছড়াইয়া ফেলে।

আসফ্‌ উদ্দৌলার রাজত্বকালে লাখ্‌নৌ-রাজদরবার জাঁকজমকের শীর্ষসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজ্যসীমার বৃদ্ধি সহকারে রাজস্বেরও যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, নবাব আসফ্‌ উদ্দৌলা স্বীয় বদান্যতা ও জাঁকজমকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজকোষে সঞ্চিত সেই প্রভূত রাজস্ব প্রাচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ-সংগ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, য়ুরোপে বা ভারতবর্ষে আসফ্‌ উদ্দৌলার গৌরবময় কীর্ত্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতাধিক অর্থব্যয়ে স্বরাজ্যে স্থাপত্যগৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে সাধারণ সীমার বহির্ভূত করিয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা নিজাম যাহাতে হস্তী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্‌ না হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র উজীর আলী খাঁর (যিনি মিঃ চেরির হত্যাপরাধে চুণার দুর্গে বন্দী থাকিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন) বিবাহ সমারোহে তিনি বরযাত্রীদিগের সঙ্গে ১২শত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার যুবক পুত্রের গাত্রে তৎকালে প্রায় ২০লক্ষ টাকার হীরা-জহরতের অলঙ্কার শোভিত হইয়াছিল।

তাঁহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি যে ভারতীয় প্রজার রক্ত-শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা Tennant এর বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখ্নৌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"I never witnessed so many varied forms of wretchedness, filth and vice," অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপকলঙ্ক-কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। তৎকালে খোজামিঞা আল্মাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ্‌উদ্দৌলার অধিকৃত সমগ্র অযোধ্যারাজ্য শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল।

আসফ্‌উদ্দৌলার পুত্র সয়াদৎ আলী খাঁ (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-সেনার আশ্রয়চ্ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যসুখের ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সয়াদৎ পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বলবীর্য্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টিসাধন না করিয়া ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকরে স্বীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়াই আত্মতৃপ্তির পথে অগ্রসর হইলেন। মস্‌জিদ্, কূপ, দুর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্য উপর্য্যুপরি কএকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান, ঐ প্রাসাদগুলি উত্তরোত্তর নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও ঐরূপ প্রাসাদ-নির্ম্মাণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অট্টালিকার অধিকাংশ স্থলেই য়ুরোপীয় স্থাপত্য-শিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

যে সয়াদৎ খাঁ ও তাঁহার বংশধরদ্বয় সামান্য একটী বাস-ভবনে থাকিয়া এই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন; ইমামবাড়া, চক্ ও বাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় যে আসফ্‌উদ্দৌলা একটী মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই বংশে সয়াদৎ আলী বহুসংখ্যক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরা-কাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই বংশে নসীর্ উদ্দীন্ হাইদার অপরিমিত অর্থব্যয়ে রাজপরিবার ও রাজমহিষীগণের জন্য কএকটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহিত-পত্নীগণ যে প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা ছত্রমঞ্জিল নামে খ্যাত। কৈসর-পসন্দ ও অন্যান্য আলয়ে তাঁহার রক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন-প্রাঙ্গণে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপনার্থ বন্য পশুসমূহ রক্ষিত হইয়াছিল। নবাব স্বয়ং ফরহৎবক্স, হজুর বাগ, বিবিয়াপুর ও অন্যান্য প্রাসাদে বাস করিতেন। ওয়াজিদ্ আলী শাহ ৩৬০ জন রমণীকে পত্নীত্বে বরণ না করিয়া আশ্রিতারূপে স্বীয় বেগম মহলে রক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সয়াদৎ আলী খাঁ ফরহৎবক্স নামক প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করাইয়া রাজপ্রাসাদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার) পূর্ব্বাংশ হইতে দিল্‌খুস্ পর্য্যন্ত নগরবহিঃপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গুলি বর্ত্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে অবস্থিত। উহাদ্বারা নদীকূল, নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৎপরে ওয়াজিদ্ আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নন্দনকাননে দেবপুরী সদৃশ নানা শিল্পপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাই স্বীয় বাসভবনরূপে পরিণত করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত জেনারল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রাসাদের নদীতীরবর্ত্তী কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বহু অর্থব্যয়ে সেই সুরম্য হর্ম্ম্যের সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলষিত প্রাসাদে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, অর্থাৎ যেখানে সুবিস্তৃত নানা শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা লালবার দ্বারী বা কসর্ উষ্ সুলতান্ নামে পরিচিত। ওয়াজিদের রাজত্বকালে লখ্নৌ নগরী চিত্র-বৈচিত্র্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে এই মুসলমান-রাজবংশ ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময় হইতে লখ্নৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকিবার ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্ত্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের রাজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেন্ট আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাঁহার রাজশক্তির প্রাধান্য-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে রাজনজর দিতেন।

সয়াদৎ আলী খাঁর পুত্র গাজি উদ্দীন্ হাইদার ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্রকৃত রাজনামের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অনু-ষ্ঠিত মোতিমহল গম্বুজের চতুষ্পার্শ্বে মোতিমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। নদীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উভয় তীরবর্ত্তী মুবারক মঞ্জিল ও শাহ মঞ্জিল নামক প্রাসাদ তাঁহার আগ্রহে সংস্কৃত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রাসাদে তিনি রোমক-সম্রাট্‌গণের ন্যায় দুরন্ত বন্য পশুদিগের রণকৌতুক সন্দর্শন করিতেন। লখ্নৌ-রাজ-বংশের অবসান পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে ভয়াবহ পাশব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গাজি উদ্দীন্ হাইদার চীনি-বাজর, সুপ্রসিদ্ধ 'ছত্রমঞ্জিল কলান্' ও তৎপশ্চাতে 'ছত্রমঞ্জিল খুর্দ্দ' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার সমাধির জন্য তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ্ নামে

একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় তিনি ঐস্থানে বাস করিতেন, তাহার উপর তাঁহার পিতা ও মাতার জন্য দুইটী সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের সুবিধার্থ তিনি একটী খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নিদর্শন নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে রহিয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ তিনি উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কদম্-রসুল অর্থাৎ মহম্মদের পদচিহ্নস্থাপিত কৃত্রিম স্তূপোপরি একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একজন মুসলমান ঐ পদচিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উচ্চ ভূমে স্থাপন করিয়া উহাকে একটী মুসলমান তীর্থরূপে ঘোষিত করিয়া যান। গাজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঐ প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা আর কদম্রসুল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গাজি উদ্দীনের পুত্র নাসির উদ্দীন্ হাইদার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'তারাবালী কোঠী' নামক একটী বেধালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ণেল উইলকক্স তাঁহার কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত বেধালয়ের যন্ত্রাদির পরিদর্শন করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উইল্কক্সের মৃত্যুর পর, ওয়াজিদ্ আলীশাহ এই বেধালয় বন্ধ করিয়া দেন, সিপাহীবিদ্রোহের ঘোরবিপ্লবে বিদ্রোহীদিগের উপদ্রবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্রোহিদলের নেতা ও পরামর্শদাতা ফৈজাবাদবাসী মৌলবী আহ্মদ উল্লাশাহ সেই সময়ে এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহদানার্থ ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় সময় এক একটী সভার অনুষ্ঠান করিতেন।

নাসির উদ্দীন্ হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইরাদৎ নগরে একটী মহতী 'কারবালা' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে।

নাসির্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ আলীশাহ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হুসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লাখ্নৌ দুর্গের প্রসিদ্ধ রূমী দরবাজা ছাড়িয়া গোমতীতীরবর্ত্তী প্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে আসা যায়। এই স্থানে রাস্তার একটু পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দেখিলে দক্ষিণদিকে আসফ্ উদ্দৌলার ইমামবাড়া ও রূমীদরবাজা এবং বামভাগে হুসেনাবাদের ইমামবাড়া ও জুমা মস্জিদ্ দৃষ্টিগোচর হয়। এই কয়টী অট্টালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাপত্যবিৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, স্থাপত্যশিল্পের এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন জগতে অতি বিরল।

রাজা মহম্মদ আলীশাহ স্বীয় ইমামবাড়ায় আসিবার জন্য ছত্রমঞ্জিল হইতে দুর্গমধ্য দিয়া ইমামবাড়া পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত পথ বাহির করিয়া দেন। এই পথের ধারে তাঁহার যত্নে একটী দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর জুমামস্জিদের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে স্বনির্ম্মিত ইমামবাড়ার পার্শ্বে একটী মসজিদের পত্তন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয় নাই। তদবধি উহা অর্দ্ধগ্রথিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। তিনি "সাতখণ্ড" নামে আর একটী দুর্গস্তম্ভ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উহার চারিখণ্ড নির্ম্মিত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাও ঐরূপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তদনন্তর লাখ্নৌর চতুর্থ রাজা আম্জাদ্ আলীশাহ (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) কাণপুর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা, হজরৎ গঞ্জের স্বীয় সমাধিমন্দির ও গোমতীর লৌহসেতু নির্ম্মাণ করান। রাজা গাজি উদ্দীন্ হাইদার এই সেতু ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র নাসির উদ্দীন্ রেসিডেন্সীর সম্মুখে উহা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে স্তম্ভ নির্ম্মাণ সহজসাধ্য না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে আমজাদ্ আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ্ আলীশাহ ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাখ্নৌসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কৈসরবাগ নামক প্রমোদোদ্যান নগর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জ্জিত রুচিনিবন্ধন উহার নির্ম্মিতা বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্যারম্ভ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। উহাতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বেধালয়ের সম্মুখস্থ উত্তরপূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক প্রথমে জিলৌখানা নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। এই প্রাসাদ হইতে রাজকীয় যাত্রোৎসব সাধিত হইত। এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটী আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম করিলে চীনিবাগে আসা যায়। এখানে চীনে কাচের পাত্রাদিতে উদ্যানভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে নগ্নাকৃতি রমণীমূর্ত্তিপরিশোভিত একটী প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎবাগে উপনীত হওয়া যায়। ঐ নগ্ন প্রতিকৃতিসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীর অমার্জ্জিত যুরোপীয় রুচিপ্রসূত। হজরৎবাগের দক্ষিণে

চাণ্ডীবালী, বারদ্বারী এবং খাস মুকাম বা বাদশাহ মঞ্জিল। এই বারদ্বারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। বাদশাহমঞ্জিল সয়াদৎ আলী খাঁর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিদ আলী শাহ তাহা আপনার নবপ্রাসাদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। উহার বামভাগে আর কতকগুলি অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজকোর-কার আজিম উল্লা খাঁর চাঁদলক্ষ্মী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য।' নবাব ওয়াজিদ আলী ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এই অট্টালিকায় প্রধানাবেগম ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাঁহার একজন বেগম বিদ্রোহিদলের সাহায্যার্থ দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্বস্থ আস্তাবলে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার পার্শ্বস্থ রাস্তার ধারে মর্ম্মরপ্রস্তরে বাঁধান একটী বৃক্ষ-তলে মেলার দিন নবাব ফকিরের ন্যায় হরিদ্রারঞ্জিত পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেন।

পূর্ব্বদিকের লাখীদ্বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের প্রকৃত উদ্যান-প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজান্তঃপুর-কামিনীগণের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে একটী মেলা হয়, তাহাতে লাখ্‌নৌবাসী সকলেই সমবেত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রস্তরনির্ম্মিত বারদ্বারী, উহা এক্ষণে রঙ্গমঞ্চে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পশ্চিমের লাখীদ্বার অতিক্রম করিলে "কৈসর-পসন্দ" নামক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা নাসির উদ্দীন্ হাইদারের মন্ত্রী রোশন উদ্দৌলা কর্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার উপরিভাগ অর্দ্ধগোলাকার স্বর্ণ-ময় আবরণে আচ্ছাদিত। নবাব ওয়াজিদ্ আলীশাহ উহা হস্তগত করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী মস্তুক্-উষ্-সুলতানাকে বাসার্থ দান করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটী জিলৌখানা অতিক্রম করিলে পুনরায় রাজপথে সমুপস্থিত হওয়া যায়।

লাখ্‌নৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার স্থাপত্যশিল্পের গৌরবজ্ঞাপক আর কোনরূপ অট্টালিকাই নির্ম্মিত হয় নাই। কএকটী দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও রাজকার্য্যালয় মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। বলরামপুরের মহারাজ সর দিগ্বিজয়সিংহ কে সি এস্ আই রেসিডেন্সীর পার্শ্বে একটী হাঁস্‌পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরোক্ত ইমামবাড়াদ্বয়, ছত্রমঞ্জিল, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার রাজবংশধরগণের অন্যান্য প্রাসাদ ব্যতীত এখানে সয়াদৎ আলী খাঁ, মুসিদ্‌জাদি, মহম্মদ আলী শাহ ও গাজি উদ্দীন্ হাইদারের সমাধিমন্দির স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি উদ্যানবাটিকা, হাওয়াখানা, দেবমন্দির, মস্‌জিদ ও ধনাঢ্য নগরবাসীদিগের বাসভবনও স্থাপত্যশিল্পে পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের ঘৃণিত স্থাপত্যরুচি ইংলণ্ড হইতে দূরীকৃত হইলে ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে এবং তাহারই কদর্য্য প্রতিকৃতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুসলমান-রাজগণের পদাশ্রয়ে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ফার্গুসন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন;— "No caricatures are so ludicrous or so bad as those in which Italian detail are introduced."

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজরাজ অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লাখ্‌নৌর রাজা ওয়াজিদ্ আলী শাহকে কলিকাতায় আনিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুচীখোলা নামক স্থানে নজরবন্দিরূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ ভাগে লাখ্‌নৌর শেষ নবাবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সিপাহীবিদ্রোহ।

মিরাট নগরে সিপাহীবিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার মাসদ্বয় পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ সর্‌হেন্‌রী লরেন্স নবাধিকৃত অযোধ্যা প্রদেশের চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত হন। সেই সময়ে লাখ্‌নৌ দুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সৈন্য, ৭ম সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদল এবং ১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাদল এবং নগর সন্নিকটে দুইদল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক পুলিশ সেনা, দুইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট কথায় তৎকালে তথায় ৭৫০ জন ইংরাজ ও প্রায় ৭০০০ ভারতীয় সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই দেশীয় সিপাহীদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে জাতিনাশের অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ সিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক দলের সার্জ্জনের গৃহ জ্বালাইয়া দেয়। সর্ হেনরী লরেন্স উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার ও খাদ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ৭ম সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বসা মিশ্রিত জানিয়া কার্ট্রিজ্ কাটিতে অস্বীকার করিল। তথাপি নানা প্ররোচনায় তাহাদিগকে পুনরায় লাইনে আনিয়া রীতিমত সেনাআজ্ঞাপালনে বাধ্য করা হইল। ৩রা মে তারিখে হেন্‌রি লরেন্স বিদ্রোহী সেনাদলকে অস্ত্রচ্যুত করিতে সক্ষম করিয়া অচিরে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে আদেশ প্রচার করিলেন। তদ্দণ্ডেই সেই আদেশমত কার্য্য হইল।

১২ই মে তারিখে সর্ হেনরী লরেন্স একটী দরবার করিয়া

সাধারণ লোককে হিন্দুস্থানী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ-শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর; সুতরাং সকলেরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাটের হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ লাখ্নৌ নগরে আসিয়া পৌছিলে, এখানে সেনা-দলের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। ১৯শে তারিখে সর হেনরী লরেন্স অযোধ্যাস্থ সেনাদলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া রেসিডেন্সি মধ্যে য়ুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্ব্বক দুর্গ এবং মচ্ছিভবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০শে মে রজনীতে লাখ্নৌ নগরে বিদ্রোহী সেনাদলের হৃদয়নিহিত অগ্নি ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অন্যান্য দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাঙ্গালায় অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিল। পরদিন প্রাতে য়ুরোপীয় সেনাদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অশ্বারোহিদল বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ১২ই জুন পর্য্যন্ত লাখ্নৌ নগর ইংরাজ অধিকারে থাকিল বটে, কিন্তু অযোধ্যার অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা অধিকার করিয়া লইল।

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অশ্বারোহী বিদ্রোহী সেনাদল প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। ২০এ জুন কাণপুর বিদ্রোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহী-গণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২৯এ জুন ৭০০০ হাজার বিদ্রোহী ফৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্সীর আট মাইল অদূরবর্ত্তী কিন্হাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেনরী লরেন্স যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি শত্রুর সম্মুখে অধিক-ক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সীর বলপুষ্টি করিতে তথায় সমস্ত সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শত্রুদল রেসিডেন্সী অবরোধপূর্ব্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২রা শত্রুপক্ষের একটী গোলা সর্ হেনরীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আহত করিল। সেই আঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি ৪ঠা তারিখে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন মেজর বাঙ্কস্ সিভিল বিভাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্‌গ্লিস্ সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন। ২০এ জুলাই শত্রুগণ পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। পরদিন মেজর বাঙ্কস্ নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার ইন্‌গ্লিস্ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। ১০ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রুদল ইংরাজদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্সীস্থিত ইংরাজগণও পুনঃ সাহায্যলাভের আশায় ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতে-ছিলেন। এমন সময়ে আউট্রাম ও হাবেলকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার বিদ্রোহীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলেন এবং ২৫এ পর্য্যন্ত শত্রু-দিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসি-ডেন্সীর দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বেই শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। শত্রুদল ইংরাজের বলহীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় নগর আক্রমণ করিল, আউট্রাম ও হাবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০ই নবেম্বর সর কলিন্ কাম্বেলের অধীনস্থ সেনাদল কাণপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া উপনীত হইলে তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়াই লাখ্নৌ উদ্ধারমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ করিলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর শত্রুদল পরাস্ত হইল। তদনন্তর তিনি দিলখুস প্রাসাদ অধিকারপূর্ব্বক মার্টিনেয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহী দল অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান অধিকার করিয়া তিনি খাল উত্তরণপূর্ব্বক ১৬ই তারিখে শত্রুদলের প্রধান কেন্দ্র সিকেন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন। এখানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত হইল। ইংরাজসেনা দুর্গ অধিকারান্তে নববলে বলীয়ান্ হইয়া মোতিমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন।

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেনাদল লাখ্নৌ নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সর্ কলিন্ কাম্বেল শত্রুপক্ষের প্রতিপক্ষতাচরণ দুরূহ বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুরুষ, রমণী ও বালকবালিকাদিগকে এখান হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক কাণপুরে লইয়া কলিকাতায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি ২০এ নবেম্বর সদলে অগ্রসর হইলেন। রেসিডেন্সী পুনর্ব্বার শত্রুর হস্তগত হইল। পথিমধ্যে সর হেনরী হাবেলকের মৃত্যু হওয়ায় আলমবাগে তাঁহার সমাধি হয়।

সকলেই কাণপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল সর্ জেমস্ আউট্রাম ৩৫০০ সৈন্য লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া প্রধান সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বিদ্রোহিদল নগরের চতুঃসীমা ঘিরিয়া ফেলিল এবং আত্মরক্ষার জন্য চারিদিক্ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষিত সিপাহী ও ৫০ হাজার ভলান্টিয়ার একত্র হইয়া নগরের চারিদিকের প্রায় ২০ মাইল স্থান আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের নিকট ১০০ কামান ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ সর কলিন্ কাম্বেল পুনরায় লাখ্নৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিলখুস অধিকার করিয়া মার্টীনিয়ার রক্ষার জন্য কামান সজ্জিত করিয়া লইলেন। ৫ই ব্রিগেডিয়ার ফ্রাঙ্কস্ নেপালরাজের প্রেরিত ৩ হাজার গোর্খা ও ৩ হাজার ইংরাজসৈন্য লইয়া সমুপস্থিত হইলেন, আউট্রাম তখন সদলে গোমতী অতিক্রম করিয়া ফৈজাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সিপাহীদল দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর (৯ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত) সিপাহীদল পরাজিত হইল। ইংরাজগণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুরক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া হইলেন। সিপাহীদল লাখ্নৌ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন সেনাপতি কাম্বেল অযোধ্যার সেনাদলকে বিভক্ত করিয়া তাহার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর লর্ড কানিং সস্ত্রীক এখানে আসিয়া ধ্বস্ত নগরের পুনঃসংস্কার কার্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

এই নগরে নানাপ্রকার শিল্পের বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে জরি, রেশম ও জহরতের কার্য্যই প্রসিদ্ধ। কএক ঘর কাশ্মীরীবণিক্ এখানে শাল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। কাচের বাসন ও কাগজ প্রস্তুতের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফতেগঞ্জ, দিগ্বিজয়গঞ্জ, সয়াদৎগঞ্জ, শাহগঞ্জ, চিকমণ্ডী ও নখাস্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তৃত হাটে স্থানীয় শস্য, তুলা, চর্ম্ম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগে মার্টিনেয়ার ব্যতীত লাখ্নৌর কানিং কলেজ প্রসিদ্ধ। বিভাগীয় কমিসনর শেষোক্ত কলেজের সভাপতি। এতদ্ভিন্ন আমেরিকান মিসনের অধীনে ৭টী ও ইংলিস চার্চ্চ মিসনের অধীনে ৫টী বিদ্যালয় আছে। হিন্দুস্থানীদিগের বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এখানে অনেক ওস্তাদের অধীনে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাখ্নৌর দেশীয় রঙ্গমঞ্চ সাধারণের আদরের জিনিস। ঐ রঙ্গালয়ের অভিনীত পুস্তকগুলি ভারতবাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়া সাধারণতঃ রচিত।

লাখ্পতি (দেশজ) ১ ধনশালী ব্যক্তি। যিনি লক্ষমুদ্রার অধিকারী।

লাখ্রাজ (আরবী) নিষ্কর ভূমি, যে জমির কোন খাজনা দিতে হয় না।

লাখ্রাজী (আরবী) লাখ্রাজভুক্ত জমি।

লাখেরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষা হইতে চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের উপজীবিকা। তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে আহ্মদনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে শ্রেণিগত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আদান প্রদান চলে না। বালাজীর প্রতিমূর্ত্তি ও তিরুপতির ব্যঙ্কোবা মূর্ত্তিই তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। বিবাহাদিতে তাহারা মদ্যপান করে।

রমণীগণ ও বালকেরা পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি প্রস্তুত করে। তাহারা স্থানীয় কুন্বিদিগের অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা হীন। সিমগা, দশেরা, দিবালী, একাদশী ও শিবরাত্রি পর্ব্বে ইহারা উপবাসাদি করিয়া থাকে। জাতকর্ম্ম ও অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কোন সংস্কার নাই। জাতকর্ম্ম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। বিবাহকার্য্যে রমণীরা মারবাড়ীভাষায় গান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান করে। সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহান্তে বর কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যায় এবং আত্মীয়কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। বালিকাবধূ ঋতুমতী হইলে তিন দিন অশৌচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। পরে রমণীরা আসিয়া বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পক্ক ফল ও পাণ দিয়া থাকে। তদনন্তর সে স্বামিসহবাস করিতে পায়। একবৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু ঘটিলে তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলে; তদূর্দ্ধ সকলেরই দাহের ব্যবস্থা আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহান্তে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে স্বহস্তে পাক করে না। কোন আত্মীয়ের বাটীতে খিচুড়ী খাইয়া থাকে। তৃতীয়দিনে তাহারা মৃতের ভস্মরাশি একত্র করে এবং দধি ও তণ্ডুল খায়। দশদিনে তাহারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়া পিণ্ড এবং দ্বাদশাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। ছয় মাসে ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ও বৎসরান্তে বাৎসরিক শ্রাদ্ধেও তাহারা জ্ঞাতি-ভোজ দিয়া থাকে। মহালয়া পক্ষেও তাহারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। জাতীয় পঞ্চায়ত সামাজিক বিবাদের নিষ্পত্তি

করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

লাগ্‌লাগ, পক্ষিবিশেষ (Cioonia alba)।

লাগা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত হওয়া। ২ বাদ-বিসম্বাদ করা।

লাগাই (দেশজ) সংযোগ পর্য্যন্ত।

লাগাইদ্ (হিন্দী) সেই সময় পর্য্যন্ত।

লাগাইল্ (দেশজ) নিকট পর্য্যন্ত। ঠিক্ পশ্চাতে। হেরাহেরি।

লাগাও (দেশজ) ১ বেত্রাঘাতের আজ্ঞা। ২ মারা। ৩ পার্শ্বস্থ।

লাগান (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্য ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া নিন্দিত ব্যক্তির নিকট তাহা কহা।

লাগানঘাট (দেশজ) নদীর যে স্থানে নৌকাদি বান্ধা হয়, সাধারণ লোকে যে স্থানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও নামিয়া যাতায়াত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেয়াঘাটা বা পারঘাটা কহে।

লাগাম্ (পারসী) অশ্ববন্ধনরজ্জু।

লাগালাগি (দেশজ) একজনের কথা আর একজনের নিকট বলা। কোন লোকের একজনের কুৎসাদি শুনিয়া আবার তাহার নিকট সেই কথা বলা।

লাগুড়িক (ত্রি) ১ লগুড়যুক্ত। ২ প্রহরী।

লাগোয়া (দেশজ) পার্শ্বস্থিত।

লাঘ্, শক্তি, সামর্থ্য। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ লাঘতে। লিট্ ররাঘে। লুট্ রাঘিতা। লুঙ্ অরাঘিষ্ট। ণিচ্ লাঘয়তি। লুঙ্ অললাঘৎ।

লাঘরকোলস (পুং) কামলা রোগের প্রকারভেদ।

লাঘব (ক্লী) লঘোর্ভাবঃ কর্ম্ম বা (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা ৫। ১। ১৩১) ইতি অণ্। ১ আরোগ্য। (রাজনি°) ২ লঘুত্ব, লঘুর ভাব। ৩ অল্পত্ব। ৪ ক্লৈব্য।

"যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবম্॥"
(কুমার ৪১। ১৭)

লাঘবায়ন (পুং) গ্রন্থকর্ত্তৃভেদ। ইনি একখানি শ্রৌতসূত্র ও তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

লাঘবিক (ত্রি) সংক্ষিপ্ত।

লাঙ্কায়নি (পুং) লঙ্কার অপত্য। (পা° ৪।১।১৫৮)

লাঙ্কায়ন (পুং) লঙ্কের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯)

লাঙ্গল (পুং) লঙ্গতীতি লগি গতৌ বাহুলকাৎ কলচ্। (বৃদ্ধিশ্চ ধাতোঃ। উণ্ ১। ১০৮) স্বনামখ্যাত ভূমিকর্ষণযন্ত্র। পর্য্যায়—হল, গোদারণ, সীর, হাল, শীর। (ভারত) ২ লিঙ্গ। (ত্রিক°) ৩ পুষ্পবিশেষ। ৪ তালবৃক্ষ। ৫ গৃহদারু। (মেদিনী)

লাঙ্গলক (পুং) লাঙ্গলাকার ভগন্দরচ্ছেদ বিশেষ। ভগন্দররোগ হইলে অস্ত্রদ্বারা লাঙ্গলের ন্যায় যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাঙ্গলক কহে। "কুটা সহিতঃ হলাকারঃ পার্শ্বদ্বয়ে যচ্ছেদঃ স সম্পূর্ণ-হলাকারঃ" (বাভট উ° ২৮ অ°) সুশ্রুত মতে, দুই পার্শ্ব সমান-ভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক কহে।

"দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো মতঃ।"
(সুশ্রুত চি° ৮ অ°)

লাঙ্গলকী (স্ত্রী) লাঙ্গলীক্ষুপ, বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাঙ্গলং গৃহ্লাতি (শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশযষ্টিতোমর-ঘটঘটীধনুঃষু। পা ৩। ২। ৯) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা অচ্। কৃষক।

লাঙ্গলগ্রহণ (ক্লী) লাঙ্গলধারণ।

লাঙ্গলচক্র (ক্লী) লাঙ্গলাকারং চক্রং। কৃষিকার্য্যের শুভাশুভ-জ্ঞাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রানুসারে গণনা করিলে কৃষিকার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।
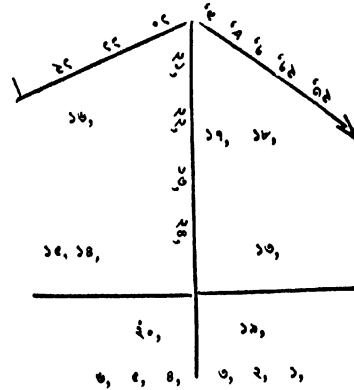
লাঙ্গলের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ রূপে নক্ষত্রবিন্যাস করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

"লাঙ্গলং দণ্ডিকাযুপযোক্ত্রদ্বয়সমন্বিতম্।
দণ্ডিকাদি লিখেৎ ভানি দিনেশাক্রান্তভাদিতঃ॥
দণ্ডিকাহলযুপানাং দ্বিদ্বিস্থানে ত্রিকং ত্রিকম্।
যোক্ত্রয়োশ্চ ত্রিকঞ্চৈব মধ্যে পঞ্চাগ্রকে দ্বিকম্॥
দণ্ডস্থে চ গবাং হানির্যুপস্থে স্বামিনো ভয়ম্।
লক্ষ্মীর্লাঙ্গলযোক্ত্রে স্যাৎ ক্ষেত্রারম্ভদিনর্ক্ষকে॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্র লাঙ্গলাকার করিতে হইবে, এই জন্য ইহার নাম লাঙ্গলচক্র হইয়াছে। যে দিন গণনা করিতে হইবে, সেই দিন সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিবে। নক্ষত্র সকল যথাস্থানে বিন্যাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিনের নক্ষত্র

কোন্ স্থানে আছে, যদি দণ্ডে থাকে তাহা হইলে গোহানি, যুগস্থ হইলে স্বামিভয়, লাঙ্গল ও যোক্ত্রে হইলে লক্ষ্মীলাভ হয়। সুতরাং লাঙ্গল ও যোক্ত্রস্থিত নক্ষত্রে ক্ষেত্রকর্ম্ম করিলে কৃষিকার্য্যে শুভফল হইয়া থাকে।

লাঙ্গলদণ্ড (পুং) লাঙ্গলস্য দণ্ডঃ। লাঙ্গলের ঈশ, পর্য্যায় ঈশা, ঈষা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলধ্বজ (পুং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল যাহার বংশচিহ্ন।

লাঙ্গলপদ্ধতি (স্ত্রী) লাঙ্গলস্য পদ্ধতিঃ। লাঙ্গলরেখা, চলিত সিরাল। পর্য্যায়— শীতা, সীতা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলফাল (পুং ক্লী) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক।

লাঙ্গলাখ্য (ত্রি) বিষলাঙ্গুলিয়া নামক বৃক্ষভেদ।

লাঙ্গলাপকর্ষিন্ (ত্রি) ১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী। (পুং) ২ বৃষ।

লাঙ্গলায়ন (পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য।

লাঙ্গলাহ্বয়া (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া ক্ষুপ।

লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী।

লাঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকৃতিরস্ত্যস্যেতি। লাঙ্গল-ঠন্। স্থাবরবিষভেদ। (হেম)

লাঙ্গলিকা (স্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি ঠন-টাপ্। লাঙ্গলীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

"রুদ্রলাঙ্গলিকামূলং হিঙ্গুলস্য তথৈব চ।
তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ক্ষণাৎ॥"
(গরুড়পু° ১৯২ অ°)

লাঙ্গলিকী (স্ত্রী) লাঙ্গল-ঠন্-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া, পর্য্যায়—অগ্নিশিখা, অগ্নিজ্বালা, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলী, গৌরী, দীপ্তা, হলিনী, গর্ভঘাতিনী, অগ্নিজিহ্বা, ইন্দ্রপুষ্পা, অগ্নিমুখী, বহ্নিশিখা। ইহার গুণ— কুষ্ঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। (রাজনি°)

লাঙ্গলিন্ (পুং) লাঙ্গলমস্ত্যস্যেতি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম। (শব্দরত্না°) ২ নারিকেল।

"নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গস্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥" (ভাবপ্র°)

৩ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ৪ লাঙ্গলবিশিষ্ট।

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী॥"(রামায়ণ ২।৩২।৩০)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৫ নদীবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৯)

লাঙ্গলী (স্ত্রী) লাঙ্গলাকারোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ্-ঙীষ্। লাঙ্গলাকার পুষ্প, জলজশাকবিশেষ। এই শাক জলে জন্মে এবং ইহার পুষ্প লাঙ্গলাকৃতি, চলিত কাঁচড়া শাক। পর্য্যায়— শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী, জলাক্ষী, জলপিপ্পলী, পিত্তলা, শ্যামাদিনী, মৎস্যগন্ধা, কলিকারী। (রাজনি°) ২ শালপর্ণী।

"স্থিরা বিদারীগন্ধা চ শালপর্ণ্যংশুমত্যপি।
লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টুপুচ্ছা গুহা মতা॥"(গরুড়পু° ২০৮অ°)

লাঙ্গলীশ, শিবলিঙ্গভেদ। (সৌরপুরাণ ৬অঃ)

লাঙ্গলীষা (স্ত্রী) (এঙি পররূপং। পা ৬।১।৯৪) ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। ঈষ শব্দ পরে লাঙ্গলশব্দের অকারটী লোপ হইয়া এই শব্দটী সাধু হইয়াছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণ্ড।

লাঙ্গুল (ক্লী) পুচ্ছ। (অমরটীকা সারসু°)

লাঙ্গুল (ক্লী) লঙ্গ (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উলচ্, বাহুলকাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পশুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী লম্বমান লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্য্যায়—পুচ্ছ, লুম, বালহস্ত, বালধি, লঙ্গুল, লাঙ্গূল, লুলাম, আবাল, লঞ্জ, পিচ্ছ, বাল। (জটাধর) গোলাঙ্গুলের জল মস্তকে দিলে পাপ বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্থজলের ন্যায় পবিত্র।

"লাঙ্গুলেনোদ্ধৃতং তোয়ং মূর্দ্ধ্না গৃহ্লাতি যো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (বরাহপু°)

২ শেফ। (মেদিনী) ৩ কুশূল।

লাঙ্গুলিন্ (পুং) প্রশস্তং লাঙ্গুলমস্ত্যস্যেতি লাঙ্গুল-ইনি। ১ বানর। ২ ঋষভ নামৌষধ।

লাঙ্গুলিয়া, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। সম্ভবতঃ ইহাই পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(?)।

লাঙ্গুলীকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলাকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি লাঙ্গুল-ঠন্। পৃশ্নিপর্ণী। (রাজনি°)

লাঞ্ছ, লক্ষ্ম, চিহ্ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাঞ্ছতি। লুঙ্ অলাঞ্ছীৎ।

লাজ, ১ ভৎর্সন। ২ ভর্জন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাজতি। লুঙ্ অলাজীৎ।

লাজ (ক্লী) লাজ-অচ্। ১ উশীর। (মেদিনী) ২ ভৃষ্টধান্য। চলিত খই, সকল ধান ভাজিলেই যে খই হয়, তাহা নহে। কনকচূর প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়।

"যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টাণি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানীতি মনীষিণঃ॥" (ভাবপ্র°)

যে সকল ধান্যে তণ্ডুল আছে, সেই সকল সতুষ-ধান্য ভাজিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে লাজ এবং চলিত কথায় খই কহে। গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক; পিত্ত, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। (ভাবপ্র°) (পুং) লাজ-অচ্। ২ আর্দ্রতণ্ডুল। (মেদিনী)

লাজতর্পণ (ক্লী) লাজকৃতং তর্পণং। লাজশক্তুকৃত তর্পণবিশেষ।

"দাহবম্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্।
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণম্॥" (ভাবপ্র° অরচি°)

দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও মধুসংযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

লাজপেয়া (স্ত্রী) লাজেন কৃতা পেয়া। খইয়ের মণ্ড।

"লাজপেয়া শ্রমঘ্নী তু ক্ষামকণ্ঠস্য দেহিনঃ।
তৃট্‌ক্ষামাদিদের্ৰ্বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী॥" (রাজব°)

লাজভক্ত (পুং) লাজস্য ভক্তঃ। খধিভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও রুচিকর, কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী।

"লাজভক্তো লঘুঃ শীতশ্চাগ্নিদীপ্তিকরো মধুঃ।
বৃষ্যো নিদ্রারুচিকরঃ কফপিত্তবিনাশকঃ।
ব্রণশোধনকারী স্যাদ্বুধৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

লাজমণ্ড (পুং) লাজস্য মণ্ডঃ। খইয়ের মণ্ড।

লাজবর্ণা (স্ত্রী) লাজস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্যাঃ। অসাধ্য লূতাবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

লাজশ[স]ক্তু (স্ত্রী) লাজস্য শক্তুঃ। খইয়ের ছাতু, খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে লাজশক্তু হয়।

লাজহোম (ক্লী) লাজদ্বারা কৃত হোমবিশেষ।

লাজা (স্ত্রী) লাজ-ঘঞ্-টাপ্। ১ অক্ষত। ২ ভৃষ্টধান্য, খই। পর্য্যায়—অক্ষত, অক্ষতা। গুণ—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, অতীসার, প্রমেহ, মেদ ও কফনাশক, কাস ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু ও শীতল। ইহার মণ্ডগুণ—অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও অতীসারনাশক, অশেষ দোষনাশক ও আমপাচক। ইহার পেয়াগুণ—ক্ষামকণ্ঠের শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্ব্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক। (রাজনি°) (পুং) ৩ ভূমা।

লাজুক (দেশজ) লজ্জাশীল।

লাঞ্ছন (ক্লী) লাঞ্ছ-ল্যুট্। ১ নাম। ২ চিহ্ন। (মেদিনী)

"দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাষা
বালাদনা বিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।" (কুমার ৭।৩৫)

(পুং) ৩ রাগীধান্য। (রাজনি°) কোন কোন পুস্তকে লাঞ্ছনী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

লাঞ্জি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বুঁর্হা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫´ পূঃ। এই নগরের চারিদিক্ পুষ্করিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত। ঐ বনান্তরাল মধ্যে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও কতকগুলি ধ্বস্ত অট্টালিকাস্তূপ দেখা যায়। তাহা প্রাচীন লাঞ্জি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে একটী দুর্গ অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে গোঁড়-রাজগণ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গ পরিখার প্রান্তভাগে লাঞ্জকাই নামে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত একটী দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্ত্তির নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে।

লাট (পুং) দেশবিশেষ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রান্তভাগ।

"দদৌ তস্মৈ সপুত্রায় প্রীত্যা বীরবরায় চ।
লাটদেশে ততো রাজ্যং সর্বাটিযুতে নৃপ॥"(কথাসরিৎসা° ৭৮।১১৯)

নর্ম্মদানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত এবং খান্দেশ বিভাগ লইয়া এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ভৌগোলিক মসুদী (A D. 940 Vol. 1. 381), অল্‌বিরুণী (A D 1020 in Elliot. I. 66) এবং টলেমি AD. 150, VII. ii. 63), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়, লারিস্ বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা এই জনপদের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অল্‌বিরুণী, আবুল ফাদা ও ইবন্ সৈয়দ বলেন যে, ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়া এই লাটদেশ গঠিত হয়। মুসলমান বণিক্ সুলেমান কাম্বে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পর্য্যন্ত সাগরাংশকে লাটসমুদ্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মসুদী সৈমুর, সুপার, ঠানা ও অন্যান্য নগর লইয়া লারিয়া (লাট) প্রদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া যান। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত সুরাট, ভরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত। ইহারা অনহিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা কুমারপাল লাটদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নানা স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছে। রাজপুতনার মরুদেশে, বেরারের মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে তাহারা আর সেরূপ সুবিস্তৃত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত নহে। ইহারা সকলেই হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে, বেরারের লাড়েরা রেশমী বস্ত্র বয়ন করে। বিখ্যাত ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার মলবার উপকূলে এবং থুনবার্গ সিংহল দ্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান ধাতব মুদ্রার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপভ্রংশ লাড়ী নামে খ্যাত হইয়াছিল। [আর্য্যাবর্ত্ত ও লাহরী বন্দর দেখ।]

২ বস্ত্র। (মেদিনী) ৩ জীর্ণভূষণাদি। (শব্দরত্না°)

লাট (ইংরাজী Lord শব্দের অপভ্রংশ)। বাঙ্গালায় লাট সাহেব অর্থে গবর্ণর-জেনারল এবং ছোট লাট সাহেব অর্থে লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকেই বুঝায়। কখন কখন সামরিক ও রাজকায় বিভাগের প্রতিনিধিদ্বয়কে জঙ্গীলাট সাহেব ও মুল্কী লাট সাহেব বলা হয়। হিন্দুস্থানীরা চিফ্‌জাষ্টিস্‌কে লাট জাষ্টি সাহেব এবং লর্ড বিশপ্‌কে লাট্‌ পাদ্রি সাহেব বলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার লাট সাহেব ও লাট পাদ্রি শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দেশীয় ভাষায় লাট শব্দে লর্ডের ন্যায় সম্মানসূচক অর্থও প্রকাশ করে, যেমন, বাবু যেন লাট। কখন কখন লাট শব্দ শ্লেষাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, মেরে লাট কোরে দিব।

লাট (ইংরাজী Lot শব্দজ)। নিলামের সময় উচ্চ মূল্যে বিক্রয়ার্থ দ্রব্যসমূহের বিভাগ।

লাট (হিন্দী ও সংস্কৃত) স্তম্ভ। উত্তরপশ্চিমভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রাচীন কীর্ত্তির আদর্শ বলিয়া ঐগুলি বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের আদরের জিনিস। ইহা ভিন্ন এই সকল স্তম্ভের উপর অতি প্রাচীন অক্ষরে যে সকল ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বড়ই চিত্তাকর্ষক, তাহারা বহুপরিশ্রমে ও আলোচনা দ্বারা ঐ সকল লিপিমালা পাঠ করিয়া উহার প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মহামাত জেমস্‌ প্রিন্সেপ প্রথমে এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (Lat Character) বলিয়া পরিচিত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এইরূপ লাট-স্তম্ভ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান আছে, তন্মধ্যে আলাহাবাদের লাটই সুপ্রসিদ্ধ। ঐ স্তম্ভের একপার্শ্বে গুপ্তরাজবংশের সাময়িক অক্ষরে এবং অপর পার্শ্বে বৌদ্ধসম্রাট্‌ অশোকের প্রশস্তির অনুরূপ অক্ষরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। দিল্লীর লাটের লিপির সহিত কটকের ধৌলীলিপির ও গির্ণরের পার্ব্বত্যলিপির বর্ণমালার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাতে কপর্দগিরির সেমিতিক অক্ষরমালার অনুরূপ লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ লাটে ২৬টী মাত্র শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির বিভাগ ও তাহার নাম, তৎকালীন রাজবংশের বিবরণ এবং পারস্য ও শকজাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং মনুসংহিতা বা মহাভারতে শূরসেন (জেলার) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও আমরা এই লাট হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে বৌদ্ধসম্রাট্‌ অশোকের রাজত্বকালে এই আলাহাবাদ ভূভাগ একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

২ ভিতরী লাট—গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী স্তম্ভ। উহাতে আলাহাবাদ লাটের অনুরূপ রাজবংশের পরিচয় ও বংশতালিকা বিদ্যমান আছে।

৩ দিল্লীলাট—ফিরোজস্তম্ভ নামে পরিচিত। পাঠানরাজ ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় একটী কলস লাগাইয়া দেন। তদবধি উহা স্বর্ণলাট বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। ইহাই কৌটিল্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটী অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ। পূর্ব্বকাল হইতে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,—হিন্দুগণ উহাকে ভীমসেনের গদা, মুসলমানেরা সম্রাট্‌ ফিরোজের ভ্রমণযষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাত্মা আলেকসান্দারের পুরুবিজয়স্মৃতিস্তম্ভ এবং টম কোরিয়েট্‌ প্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারিগণ উহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়াই জানিতেন। পরবর্ত্তিকালে য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় উহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে।

ঐ স্তম্ভ পূর্ব্বে যমুনার অপর পারে সাঢোরা জেলার শিবালিক পাদমূলস্থ খিজিরাবাদের সন্নিকটে ছিল। পরে উহা দিল্লীদ্বারের বহির্ভাগে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। ডাঃ কানিংহাম বলেন যে, ঐ স্তম্ভ প্রাচীন শ্রুঘ্ন রাজধানীর কোনস্থানে ছিল, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং উহার পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধস্মৃতি সংযুক্ত সম্রাট্‌ অশোকের সমকালীন সুবৃহৎ স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ, উক্ত প্রাচীন জনপদ হইতে এই স্তম্ভ শকটসাহায্যে খিজিরাবাদে আনীত হয়, পরে তথা হইতে নদীবক্ষে নৌকার উপরি স্থাপিত করিয়া নূতন দিল্লী রাজধানী ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আনুমানিক ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ হিন্দুর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি উহার শিরোদেশ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে সুশোভিত করিয়া স্বর্ণকলস স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে উহা মিনার জরিন্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ফিঞ্চ্‌ দিল্লী নগরে আসিয়া ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চূড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপরিভাগ ভীমসার প্রস্তরস্তম্ভ বলিয়া কথিত।

ইহা অন্যান্য অশোকস্তম্ভের ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ প্রস্তরে গঠিত। উচ্চ ৪২ ফিট্‌ ৭ ইঞ্চ। উহার উপরিভাগ ৩৫ ফিট্‌ উৎকৃষ্ট পালিশযুক্ত ও মসৃণ, নিম্নভাগ খস্‌খসে। উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত মণ।

এই স্তম্ভগাত্রে দুইটী প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দের শেষভাগে বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রশস্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা পালী অক্ষরে লিখিত। উহার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন, এখনও উহার অক্ষরাবলী পরিষ্কার খোদিত রহিয়াছে, কেবল মাত্র দুএকটী স্থানে পাথরের চটা উঠিয়া যাওয়ায় সেই স্থানের লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটী ছত্রে সম্রাট্ অশোকের এইরূপ অনুজ্ঞা উৎকীর্ণ আছে :—"ধর্ম্মের রক্ষা হেতু শিলাস্তম্ভোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন ইহা আবহমানকাল বিদ্যমান থাকে।" উহার উপরিভাগের চারিপার্শ্বে চারিখানি ও নিম্নে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। পূর্ব্বমুখী ফলকের শেষ দশ ছত্র ও অন্যান্য ফলকগুলির লিপি এই দিল্লীস্তম্ভের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় একখানি ফলকে চৌহানরাজ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বার্ত্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহা পাঠে জানা যায় যে, তিনি হিমাদ্রি হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন।

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি দুইখণ্ডে বিভক্ত। উহার অর্দ্ধাংশ প্রাচীন অশোকলিপির উপরে এবং শেষার্দ্ধ তাহার নিম্নে উৎকীর্ণ। উভয় লিপিখণ্ডেই ১২২০ সংবৎ লিখিত আছে। নিম্নখণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কৃত। উহাতে লিখিত আছে, শাকম্ভরীরাজ বিশালদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে এই শিলাফলক নূতন খোদিত করিয়া দেন। ঐরূপ আর একটী লাটস্তম্ভ মীবাট হইতে আনীত হইয়া দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অনুশাসন রাজ্যমধ্যে প্রচারার্থ যে সকল স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরবর্ত্তী রাজন্য ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিবর্গ আপন আপন বীরকীর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আর নূতন স্তম্ভ নির্ম্মাণের কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

৪ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—মস্‌জিদের মধ্যস্থলে স্থাপিত। উচ্চতা ২২ ফিট্ এবং ব্যাস ১৬ ইঞ্চ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ্স উহাকে খৃষ্টীয় ৩য় বা চতুর্থ শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। উহার গাত্রস্থ লিপি "কনোজী নাগরী" ও অন্যান্য মিশ্রবর্ণমালায় লৌহগাত্র খোদিত। ইহাতে হস্তিনাপুর-রাজ্যাপহারক রাজা ধব এবং বাহ্লিকাদি জাতির উল্লেখ থাকায় উহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীয় পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

৫ নিগমবোধ—যমুনাতীরবর্ত্তী একটী তীর্থস্থান, দিল্লী হইতে কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত। চাঁদ কবির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরবপ্রকাশক একটী স্তম্ভ এখানে বিদ্যমান ছিল। কালবশে উহা নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬ বারাণসীস্থ অশোকের প্রশস্তিযুক্ত স্তম্ভ। উচ্চতা ৪২ ফিট্ ৭ ইঞ্চ। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য্য আছে।

৭ গাজিপুরস্তম্ভ—গাজিপুরে স্থাপিত একটী বৌদ্ধস্তম্ভ। উহার বর্ণমালা পূর্ণসংস্কৃত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। ইহার গাত্রে যে শিলাফলক খোদিত আছে, তাহা আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্তম্ভের ন্যায় বৌদ্ধস্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ মহেন্দ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়।

৮ রূপবাস-শৈলস্তম্ভ—ভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের একটী গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত। ইহা বেলেপাথরে নির্ম্মিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। উহার বৃহৎ দুইটীর একের উচ্চতা ৩৩॥০ ফিট্ এবং অপরটীর ২২॥০ ফিট্।

৯ ধৌলীস্তম্ভ—কটকের ধৌলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলভী ও সিওনী লিপির অক্ষরমালা দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যা-বিভাগে যে সকল অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ই বেলেপাথরে গঠিত।

১০ জুনরস্তম্ভ—ইহাতে দুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। নানাঘাটের স্তম্ভোপরি উৎকীর্ণ লিপির সহিত দিল্লীস্তম্ভের ও গির্ণর পর্ব্বতস্থ শিলাফলকের সৌসাদৃশ্য আছে। গির্ণরের পার্ব্বত্য-লিপিকে জেমস্ প্রিন্সেপ্স্ পালি বলিয়া অনুমান করেন।

লাটলিপি।

মহামতি কর্ণেল টড্ রাজস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্তম্ভখোদিত লিপিমালা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, প্রয়াগ, মেবার, জুনাগড়ের শৈলমালা, বিজলী ও আরাবল্লী শিখরে স্থাপিত স্তম্ভাদির, পর্ব্বতগাত্রখোদিত লিপির এবং ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অবশ্যই আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতে পারি।" সেই মহৎ সঙ্কল্পে ব্রতী হইয়া মহামতি জেমস্ প্রিন্সেপ্স্ গভীর গবেষণার সহিত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান্ হন। তিনি প্রথমে লাটলিপি উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা পালী ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও অপরাপর পদগুলি পালিবিভক্তি ও প্রত্যয়যোগে সাধিত এবং ক্রিয়াপদগুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভিলসা স্তম্ভেও গুপ্তবংশীয় ফলকাদির অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে. তিনিই প্রথমে ভিলসা স্তম্ভের সংখ্যানিরূপণ দ্বারা কালনির্ণয়

সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধস্তম্ভাদিতে পদবিন্যাস দ্বারা কালমান বর্ণিত দেখা যায়।

লাটলিপির অক্ষরমালা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্তম্ভোপরি ভিন্ন অন্যত্র ঐরূপ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়ায় উহা লাটলিপি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আফগানস্থানের কপর্দ্দীগিরির বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে অঙ্কিত; কিন্তু কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিয়া, মুলাটিয়া ও রাধিয়া প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভলিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী।

উপরে যতগুলি লাটস্তম্ভের কথা বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটী চতুষ্কোণ, কোনটী পলকাটা, কোনটী বা কোণাকার গোল, ঐ সকলের মধ্যে দিল্লীর ফিরোজস্তম্ভ নামে পরিচিত লাটই সাধারণে সুপরিচিত। উহা একটী উচ্চ অট্টালিকার উপরি স্থাপিত। যে স্থানে এই স্তম্ভ গৃহছাদে সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় উহার পরিধি ১০৷৷০ ফিট্; উহার ৩৭ ফিট্ মসৃণাংশ একখণ্ড কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরের লাটলিপি বহুপ্রাচীন এবং নিম্নদেশে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালের সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

অধুনা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত যে চতুর্দ্দশটী লাট-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল রাজানুশাসন বিবৃত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

অশোকের অনুশাসন ও তাহার বিষয়।

১ম—খাদ্যার্থে বা যজ্ঞার্থে পশুহিংসার নিষেধ এবং ধর্ম্মনীতির পরিবৃদ্ধ্যর্থ আদেশ।

২য়—রাজ্যময় আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা-প্রচার ও বিনামূল্যে দুঃস্থ প্রজাবর্গের চিকিৎসাব্যবস্থা, পথপার্শ্বে কূপখনন ও বৃক্ষরোপণ।

৩য়—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের দ্বাদশবার্ষিক সমারোহপ্রচার ও পঞ্চমবার্ষিক রাজানুগত্য বা রাজভক্তিপ্রদর্শন।

৪র্থ—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য-শাসনের সহিত বর্ত্তমান নির্ব্বিরোধ রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার।

৫ম—বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ ধর্ম্মগুরু ও প্রচারকনিয়োগ।

৬ষ্ঠ—পতিবেদক, রাজ্যরক্ষক, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি পদে ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের মঙ্গল ব্যবস্থাপ্রচার।

৭ম—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঐক্য-মত স্থাপনে রাজার আগ্রহজ্ঞাপন।

৮ম—পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের পার্থিব ভোগবিলাসের সহিত স্বীয় নিরীহ আমোদের পার্থক্যনির্দ্দেশ ও পবিত্রচিত্ত সাধুপুরুষ সন্দর্শন, ভিক্ষাদান ও ধর্ম্মগুরু প্রভৃতি মাননীয়গণকে যথাযোগ্য সম্মাননা দানের অনুজ্ঞা।

৯ম—ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক কথা, ধর্ম্মমঙ্গল, ধর্ম্মসেবীর সুখ, ভিক্ষুকদিগকে দান, সর্ব্বজনে দয়া ও গুরুজনদিগের প্রতি মান্যের ফলনির্দ্দেশ ও তাহার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আদেশপ্রচার।

১০ম—'যশো বা ক্ষিতি বা' বাদের মীমাংসা, অনিত্য সংসারের অবিদ্যাজনিত গর্ব্বের প্রত্যাখ্যান ও জীবন্মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থানির্দ্দেশ।

১১শ—ধৌলী ও গির্ণর প্রশস্তিতে বর্ণিত "ধর্ম্মই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

১২শ—বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি সান্ত্বনয়ে মতা-ভিব্যক্তি।

১৪শ—সমগ্র অনুশাসনের সারমর্ম্ম ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

লাট(লাড্), কোরাণোক্ত অপদেবতাভেদ। মহম্মদের সময়ে বামিয়া ও কোরেশ জাতি এই দেবতার উপাসনা করিত।

লাটক (পুং) লাটজাতিসম্বন্ধীয়।

লাট ডিণ্ডীর, একজন প্রাচীন কবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলকে ইহার উল্লেখ আছে।

লাটাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত।

লাটিকা (স্ত্রী) রীতিভেদ। বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। মোটামুটি রচনাপদ্ধতিকে রীতি বলা যায়।

"লাটী তু রীতির্বৈদর্ভীপাঞ্চাল্যোরন্তরাস্থিতা।"

(সাহিত্যদর্পণ ৯।৬২৯)

বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যস্থিতা যে রীতি তাহাকে লাটী কহে। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বৈদর্ভী রীতি অনুসারে রচনা বা পাঞ্চালী রীতি অনুসারে রচনা না হইয়া ইহার মাঝা-মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটীরীতি। বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী এই উভয় রীতিরই নিয়ম অনুসরণ করিয়া যে রচনা, তাহাই লাটী-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ—

"মৃদুপদসমাসসুভগাযুক্তৈর্ব র্ণৈর্ন চাতিভূয়িষ্ঠা।
উচিতবিশেষণপূরিতবস্তুন্যাসা ভবেল্লাটী॥"

(সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

এই রীতিতে মৃদুমৃদু পদবিন্যাস হইবে, অথচ দীর্ঘসমাস বহুল ও যুক্তবর্ণ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ দ্বারা বস্তু বিন্যাস হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইবে যে, বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তাহার সঙ্গতি থাকে। অন্যবিধ লক্ষণ—

"গৌড়ী ডম্বরবন্ধা স্যাৎ বৈদর্ভী ললিতক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেণ লাটী তু মৃদুভিঃ পদৈঃ॥"(সাহিত্যদ° ৯পরি°)

ডম্বরবন্ধযুক্ত রচনা হইলে গৌড়ী রীতি, ললিতপদ বিন্যস্ত

হইলে বৈদর্ভী, মিশ্রভাবে পাঞ্চালী এবং মৃদু পদবিন্যাস করিলে লাটী রীতি হয়। উদাহরণ যথা—

"অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনা-
মুদয়গিরিবনালী বালমন্দারপুষ্পম্।
বিহরবিধুরকোকদ্বন্দ্ববন্ধুর্বিভিন্দন্
কুপিতকপিকপোলক্রোড়তাম্রস্তমাংসি॥"

(সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

লাটানুপ্রাস (পুং) অনুপ্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ।—

"শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্তং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ।
লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তোঽনুপ্রাসঃ পঞ্চধা মতঃ॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৩৮)

তাৎপর্য্যানুসারে শব্দ ও অর্থের পৌনরুক্ত হইলে এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়া ইহার নাম লাটানুপ্রাস হইয়াছে। উদাহরণ—

"স্মেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।
পশ্য নির্জ্জিতকন্দর্পং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

লাটায়ন (পুং) লাট্যায়ন।

লাটিম (দেশজ) ক্রীড়নকভেদ, ছেলেদের একপ্রকার খেলাইবার জিনিস।

লাটীয় (ত্রি) লাটক।

লাটেশ্বর, পশ্চিমভারতস্থিত একটী শৈবতীর্থ।

লাট্টু (হিন্দী) লাটিম।

লাট্যায়ন (পুং) শ্রোতসূত্রপ্রণেতা ঋষিভেদ।

লাঠাগাছ (দেশজ) মৎস্যভেদ (Nandus murmoratus)।

লাঠি (দেশজ) লগুড়, বংশযষ্টি।

লাঠিয়াল (দেশজ) যাহারা লাঠি খেলে। লাঠীবাজ।

লাঠী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১°৪১´ হইতে ২১°৪৫´ ৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৭১°২০´ হইতে ৭১°৩২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। এখানকার কতক স্থান গণ্ডশৈলে পূর্ণ এবং অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ঐ উর্ব্বর মৃত্তিকায় তূলা, ইক্ষু ও কলাই শস্য প্রচুর জন্মে। নিকটবর্ত্তী ভাবনগর বন্দরে এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভাবনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যমভ্রাতা শার্ঙ্গজী হইতে এখানকার সর্দ্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশীয় এক জন ঠাকুর-সর্দ্দার দামাজী গাইকোবাড়কে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ স্বীয় কন্যাকে ছভারিনামক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে দামনগর নামে খ্যাত। গাইকোবাড়-রাজ দামাজী এই সম্পত্তিলাভের পর স্বীয় শ্বশুরের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সর্দ্দারগণ উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষে একটি করিয়া অশ্ব পাঠাইতে বাধ্য আছেন। তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ৭৩১১০৲ টাকা, তন্মধ্যে তিনি বড়োদার গাইকোবাড়কে এবং জুনাগড়ের নবাবকে এক-যোগে ২০০৭৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহাদের দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী। এখানকার সর্দ্দার বাপুভা (১৮৮৪ খৃঃ) গোহেলবংশীয় রাজপুত। ইনি ইংরাজ-রাজসরকারে ৪র্থ শ্রেণীর সামন্তরূপে গণ্য। ইনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের শুল্কগ্রহণ করেন না।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৪৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮´৩০´´ পূঃ। ভাবনগর-গোণ্ডাল-রেলপথের ধোরাজী শাখা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। নগরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে ঐ রেলপথের একটি ষ্টেসন আছে। এখানে ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

লাড় (ক্ষেপ) অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাড়য়তি, লুঙ্ অললাড়ৎ।

লাড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতী নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই সুপ্রাচীন লাট-জনপদ-বাসী লাটজাতির বংশধর। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরঙ্গ এবং তুলজাভবানী ও যেল্লমা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও সুন্দর গঠন। দেখিতে অনেকাংশে শিল্পিদিগের মত। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ, শুকপক্ষীর ন্যায় নাসা উন্নত, ওষ্ঠদ্বয় পাতলা এবং মুখাকৃতি সুগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা মদ্যপান বা মাংস ভোজন করে না। অধিকাংশই নিরামিষাশী। দুগ্ধের জন্য সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা করিয়া অথবা পশ্চাতে কাছা দিয়া কাপড় পরে। আতিথ্যসৎকার প্রভৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সকলেই বিশেষ আলস্যপ্রিয়। ইহাদের ক্ষত্রিয় লাড় থাকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আতর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত অন্য কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা কন্যার বিবাহেই অধিক খরচ হয়। কারণ ঐ সময়ে জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই বিশেষ ভক্তিমান্। বিবাহাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই পৌরোহিত্য করে। পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুরে দেবদর্শনে যায় এবং হিন্দুর প্রধান প্রধান সকল পর্ব্বাহেই উপবাসাদি করিয়া থাকে। বারাণসীতে ইহাদের ধর্ম্মগুরুর বংশ আছে। তাঁহারা জাতিতে গোসাবি (গোস্বামী?)। তাঁহারা সময় সময় দাক্ষিণাত্যে শিষ্যদিগকে মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন। অন্য জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না।

বালকের জন্মের পর নাভিচ্ছেদ করা হইলে প্রসূতিকে স্নান করান হয়। পঞ্চমদিবসে ষষ্ঠীপূজান্তে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং ঐ দিনেই জাতবালকের নামকরণ হইয়া থাকে। উহার পর তিনমাস পর্য্যন্ত প্রতি সোমবারে প্রসূতি ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রসূতি পুত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক দেবতাকে পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্য পান ও কদলী দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে।

ঐ দিন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। বিবাহের পূর্ব্বদিন "দেবকৃতা", ঐ দিনে কুলদেবতার পূজা দেওয়া হয়। বিবাহদিনে বর ও কন্যাকে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর ও ক'নেকে একত্র বসাইয়া যাজক ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করে এবং তাহার মাথায় সিন্দূরমাখা চাউল ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহান্তে একটী ভোজ হয়।

ইহারা মৃতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া থাকে। পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত মৃতের প্রেতকৃত্য হয়। শেষ দিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইবার পর সকল চুকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পরে বেশ মিল আছে। সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিলে জাতীয় প্রধানগণের বিচারে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধের নিষ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। যদি কেহ এই বিচার লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং দণ্ডস্বরূপ দশ টাকা দিলে পুনরায় স্বজাতিসমাজে আসিতে পায়।

লাড় কসাব, বোম্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান-শ্রেণীভেদ। ভেড়া ছাগ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। মহিসুররাজ টিপুসুলতানের (১৭৮৫-১৭৯৯ খৃঃ) প্রভাবে সকলেই ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষদিগের বেশভূষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন কোন পুরুষ কেবল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটী বড় কাণবালা ঝুলাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা সুন্দরী, তাহারা রাস্তায় বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে না। স্বচ্ছন্দে দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইহারা মিতব্যয়ী, কর্ম্মঠ, চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

ইহারা আপনাদের সমাজেই বিবাহাদি করে। 'পাটিল' নামক নির্ব্বাচিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তে তাহার নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চায়তে দোষীর অপরাধ সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। ইহারা হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া থাকে। হিন্দুর দেবতার পূজাদিতে এবং পর্ব্বোৎসব পালন করিতে ইহারা বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমাংস ভক্ষণ করে না। কাজির দ্বারা বিবাহকার্য্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা কোরাণ বা কল্মা পড়ে না অথবা মস্জিদে যায় না। অন্যান্য মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে ইহারা ঘৃণা বোধ করে।

লাড়খান, একজন মুসলমানরাজ। ইনি অনঙ্গরঙ্গপ্রণেতা কল্যাণ মল্লের প্রতিপালক।

লাড়বানী, বোম্বাই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল-কর্ত্তৃক দক্ষিণ-গুজরাতের লাটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে ইহারা সম্ভবতঃ এখানে আসিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু। ইহাদের মধ্যে অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, গৌতম, জমদগ্নি, কৌশিক, কাশ্যপ, নৈধ্রুব ও বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত। সগোত্রে অথবা একপদবীযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহারা প্রত্যহ স্নান ও কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তুলজাপুরের ভবানীদেবী, সাতারার অন্তর্গত সিঙ্গনাপুরের মহাদেব, পণ্ঢরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর্থে ইহারা সচরাচর গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশভূষাদি স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মত। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্ম্মঠ, আতিথেয় ও চতুর। চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই কৃষিকার্য্য করে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য্য করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহারা গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মই করে।

ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা সমাজে নীচ এবং কুনবি-দিগের অপেক্ষা উচ্চ। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সকল কার্য্যেই পৌরোহিত্য করেন। হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজায় ইহাদের

বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। ইহারা হিন্দুর সকল পর্ব্বই পালন এবং প্রতিবৎসর শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে (নারিকেলপূর্ণিমা নামে খ্যাত) সকলে জনাও বা যজ্ঞসূত্র পরিধান করিয়া থাকে। বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বালকের অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্তকাল। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বালকের বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংস্কৃত নহে। উহা দেশীয় ভাষায় অনূদিত। ইহারা শবদাহ করে। ১০ দিন মাত্র অশৌচ থাকে। তদনন্তর শ্রাদ্ধান্তে শুদ্ধ হইয়া জ্ঞাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলযোগ জাতীয় পঞ্চায়তের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অপরাধী ব্যক্তির অর্থদণ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জ্ঞাতিভোজ দিয়া পরিত্রাণ পায়।

লাড়সূর্য্যবংশী, বোম্বাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা অশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে নাভিচ্ছেদের পর ইহারা জাতবালকের মুখে কএক বিন্দু রেড়ীর তৈল ঢালিয়া দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটী ছাগহত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে জাতাশৌচান্তে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই। বিবাহের দিন বর ও কন্যাকে একটী উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়া গ্রাম্যজ্যোতিষী কন্যা সম্প্রদান করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মস্তকোপরি হরিদ্রারঞ্জিত চাউল ছড়াইয়া দেন। তদনন্তর বর ও কন্যা পরস্পরের কপালে হরিদ্রা মাথাইলে পুরোহিত বর্ত্তিকা জালিয়া উভয়কে নীরাজন করেন। বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজনের ভোজ হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ স্নান করাইয়া উপবিষ্টভাবে রাখিয়া দেয় এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করায়। তার পর তাহাকে পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত করে। তৃতীয় দিনে ইহারা সেই কবরে আসিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। যদি কোন অশুভদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ বাটীতে চাবি দিয়া দ্বারদেশে ইহারা-কাঁটা ছড়াইয়া রাখে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, অশুভ-ক্ষণে মৃত্যু জন্য যে দোষ হয়, তাহা ঐ বাটীতে থাকিলে গৃহস্থিত অপর ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহই স্পর্শ করিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা পঞ্চায়তের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য অমান্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচ্যুত হইয়া থাকে।

ইহারা ধার্ম্মিক, ধর্ম্মকর্ম্মেও ইহাদের মতি আছে। বেলগাম-জেলার সবদত্তি নগরস্থ যেল্লম্মা দেবীতীর্থে এবং নবলগুণ্ডের মুসলমান সাধু দবল-মালিকের সমাধি-সন্দর্শনে ইহারা আসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদির প্রতিও ইহাদের ভক্তি অচলা। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণেরাও যাজকতা করে। ইহাদের কোন ধর্ম্ম-গুরু নাই।

লাড়া (দেশজ) আলোড়ন।

লাড়ালাড়ি (দেশজ) স্থানান্তরিত করণ।

লাড়ি (পুং) পাণিনীয় ক্রৌড্যাদি গণোক্ত একটী শব্দ। (পা ৪।১।৮০)

লাড়ু (দেশজ) লড্ডুক, লড্ডুক শব্দের অপভ্রংশ।

লাণ্ঠণী (স্ত্রী) কুলটা স্ত্রী। (হেম)

লাৎ (হিন্দী) লাথি।

লাতব্য (পুং) বিক্রমোর্ব্বশীবর্ণিত রাজপুররক্ষিভেদ।

লাতি (দেশজ) পদাঘাত।

লাথি (দেশজ) পদাঘাত।

লাথালাথি (দেশজ) পরস্পরে পদাঘাত।

লাদখ (লদাক্), কাশ্মীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়-সীমান্তবর্ত্তী একটী বিভাগ। ইহা কাশ্মীরের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত এবং একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত। হিমালয়-শৈলের চিরতুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এইস্থান দিয়া সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিন্ধুনদের উপত্যকা ভূমি বলা যায়। অক্ষা° ৩২° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯´ হইতে ৭৯°২৯´ পূঃ মধ্য।

রূপসু ও নিওরা নামক মধ্যভাগের দুইটী জেলা, হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কুএনলুনের অধিত্যকা ভূমি ও লিন্‌ঝিথঙ্গের পার্ব্বত্য প্রান্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ডাঃ কনিংহামের মতে জানস্কর সহ ইহার ভূপরিমাণ ৩০ হাজার বর্গমাইল।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যাংশবর্ত্তী সুবিস্তৃত শৈলপৃষ্ঠে স্থাপিত হওয়ায় ইহার জনতানিরূপণ করা সুকঠিন। উক্ত মহাত্মার গণনানুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ১৬৮০০০, কিন্তু মুরক্রফ্‌ট ১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০০০০ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। লাদকের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত-সঙ্কলয়িতা এফ্‌ ড্রু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি মতে লোকসংখ্যা ২০৬০১। ডাঃ বিলিউ ও মিঃ ড্রু একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভবতঃ মিঃ ড্রু নির্দ্দিষ্ট জেলাদ্বয়েরই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লাদকের ন্যায় পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে

মনুষ্যের বাস নাই। এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকামাত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ও ১৭০০০ ফিটের মধ্যবর্ত্তী এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। এখানে সিন্ধু এবং তাহার সায়ক, নিওব্রা, চান্‌চেঙ্গমো ও জানস্কর শাখা প্রবাহিত। পার্ব্বত্য খাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, তন্মধ্যে পাঙ্গকোঙ্গ ও ছোমোরিরি প্রধান।

এই জনপদের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ও অসাধারণ তুষার-শীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে গ্রীষ্মের মাত্রা অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা এবং রাত্রিতে মর্ম্মভেদী শৈত্য। শীতের আধিক্য এবং বায়ুর রুক্ষতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন বিষয়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র পর্ব্বতশিখরজাত ঝাউ, কএকপ্রকার ফল বৃক্ষ ও কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব অধিত্যকায় এবং পর্ব্বতের ঢালু সানুদেশে মধ্যে মধ্যে বনমালা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই পত্রহীন এবং সেই জমিতে কোন প্রকার সব্‌জিই উৎপন্ন হয় না। এখানকার বন্য জন্তুর মধ্যে কিয়াঙ্গ নামক বন্য-গর্দ্দভ, ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও Marmot এবং পক্ষীর মধ্যে ঈগল, পেরু, পার্ট্রিজ ও বাল-হাঁস প্রধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর পনিঘোড়া, গর্দ্দভ, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। লাদকবাসীর পালিত ভেড়ার লোমে শাল্ প্রস্তুত হয়। ঐ লোম প্রধানতঃ কাশ্মীর, নেপাল ও ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কনিংহাম লাদক হইতে কাশ্মীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার ছাগই সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। ঐ সকল বৃহদাকার পার্ব্বতীয় ছাগলের দুগ্ধ তাহারা পান করে এবং ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যসমূহ চাপাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। কনিংহাম্ একদিন ঐরূপ ছয় হাজার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, সোহাগা ও গন্ধক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন। লাদকবাসী বণিক্ সম্প্রদায় ঐ সকল দ্রব্য লইয়া পার্ব্বত্যপথে দক্ষিণপশ্চিমপ্রদেশভাগে অবতরণ করিত।

এখানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, সোহাগা, গন্ধক ও শুষ্ক ফলাদি প্রধান। ঐ সকল দ্রব্য তাহারা কাশ্মীর ও নিকটবর্ত্তী হিন্দুস্থান, ইয়ারকন্দ, খোটান এবং উত্তর ও পূর্ব্বে তিব্বতীয় প্রদেশভাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যবিক্রয়ে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহারা সেই মূল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্র, কাঁচা চামড়া, পরিষ্কৃত চর্ম্ম, নানাপ্রকার শস্য, বন্দুক, কামান ও চা প্রভৃতি দ্রব্য এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, স্বর্ণরেণু, রূপা, নানারূপ প্রাচীন মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী রূপসু জেলায় আসিতে দুইটী উৎকৃষ্ট পথ আছে। রূপসু হইতে বড়-লাচা গিরিসঙ্কট দিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে উপনীত হওয়া যায় এবং পরঙ্গ-ঘাট দিয়া লাহুল ও সিমলার শৈত্যাবাসে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলিয়া অনেক ভ্রমণকারী বণিক্ ঐ পথে ভারত হইতে রূপসু ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে। লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসায়িগণ সে প্রদেশে গমনকালে রূপসুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের খর্ব্বাকৃতি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে কদর্য্য তুরাণীয় জাতির শাখাভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহারা সাধারণতঃ নির্ব্বিরোধী। দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, চাসবাসই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০০ নাগাদ্ ১৩৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা সর্ব্বদাই মনের আনন্দে বিভোর; কোন বিশেষ কারণে, মদিরাদি মাদকদ্রব্য বা চঙ্গপানে উন্মত্তপ্রায় না হইলে ইহারা কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না। ইহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই। পশমনির্ম্মিত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্দ ও পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরার ন্যায় এক প্রকার অঙ্গরাখায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে, স্কন্ধ-দেশে সলোম চর্ম্মচ্ছদ ও মস্তকে কড়ি বা শামুক দ্বারা অলঙ্কৃত বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুযায়ী ইহাদের বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল লাদখী পরিবারেই অল্প বিস্তর কৃষিক্ষেত্র রাখে। এখানে যবেরই অধিক চাস হয়। কোথাও কোথাও নিম্নজমিতে গম ও কলাই বোনা হয়। ঘনদুগ্ধে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে ভালবাসে। চঙ্গ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয়। অপেক্ষাকৃত ধনবান্ ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় ও কর্ম্মঠ। অনায়াসেই বড় বড় বোঝা উচ্চ পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু। ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহারা ইচ্ছামত যথাস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ধনবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী-দিগের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহারা কোন দোষ বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক পরিবারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থাকায়, তাহার উৎপন্ন শস্যাদি হইতে ইহারা আপন আপন পরিবারদিগকে লালন পালন করিতে পারে

না। এই জন্য রমণীগণও বহুস্বামিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী বৌদ্ধমঠ বা বিহার আছে। প্রত্যেক গ্রামের অদূরে একটী জনশূন্য শৈলশৃঙ্গোপরি ঐ মঠগুলি স্থাপিত। ঐ সকলে প্রায়ই এক বা দুইটী লামা এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধযতি বাস করে। এখানকার মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্য্যায়ক্রমে ঐ ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। মঠে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই তাহারা বিদ্যাভ্যাস করে। পর্ব্বতগাত্রখোদিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রস্তর-স্তূপ, শিলাফলকোৎকীর্ণ প্রাচীর এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতিকৃতি দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ কিএ-ছ শব্দে এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্লিনি Akhassa Regio নামে এখানকার অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠাদির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎকালে একজন রাজকুমার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতেন এবং লাসার প্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত হইতেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যখন সুবৃহৎ তিব্বত সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন প্রান্তসীমাস্থিত জনপদসমূহ এক একটী স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎকালে পাল্‌গ্যিগোণ এখানকার রাজা ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে স্কার্ডোর সর্দ্দার শেরআলী এইস্থান আক্রমণ করিয়া মঠ, মন্দির ও বিহারাদির যাবতীয় হস্তলিখিত পুথিসমূহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার ইতিহাসে একটী সুদীর্ঘ অবচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এখন গ্রন্থাভাবে তাহার একটী অধ্যায়ও উদ্ধারের উপায় নাই।

রাজা সিউঙ্গে নামগ্যালের রাজত্বকালে লাদকরাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাহায্যপ্রাপ্ত বল্‌তি-সর্দ্দারকে পরাভূত করিয়া লাদকী জাতির বলবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সোক্‌পো ও লাদকী জাতির মধ্যে উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে সোক্‌পোগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ঐ সময়ে কাশ্মীরবাসী মুসলমানগণ লাদখীদিগকে সহায়তা করিয়াছিল। সোক্‌পোগণ তৎকালে বাসের জন্য রূদোখ্ বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সাহায্যলাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সম্ভবতঃ সেই সময়ে লাদক্‌রাজ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তদবধিই তাঁহারা কাশ্মীররাজকে রাজকর দিয়া আসিতেছেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মূরক্রফ্ট লাদক পরিদর্শনে আগমন করেন। তৎকালে গ্যালপো বা লাদকের শাসনকর্ত্তা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লাদকের তৎকালীন সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ দোগ্রা সৈন্য লইয়া লাদক্ আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাবর সিংহ এই যোদ্ধ্‌দলের নায়ক হইয়া যথাক্রমে দুইটী অভিযানের পর, লাদক্ ও বল্‌তি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে স্পর্দ্ধিত হইয়া শিখসেনাপতি রূদোখ্ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কোন ফল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও সোক্‌পো সেনার সহিত যুদ্ধে এবং দারুণ পার্ব্বত্য শীতে শিখসৈন্য সমূলে নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আফগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্যও ঐরূপে বিপর্য্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্যের পঞ্জাববিজয়ের পর, কাশ্মীর ও তদধীন প্রদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পুনরায় ইহা গুলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট এখানকার বাণিজ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে Dr Cayleyকে লাদকে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও'র একটী সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় কমিসনর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহারা উভয়ে একযোগে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। (Dr Aitchison কৃত Trade Products of Leh 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যদ্রব্যের সুবিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত আছে।)

লাদ্‌বা, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার পিপলী তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। পিপলী হইতে রদৌর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৫৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫´ পূঃ। ইহা পূর্ব্বে একটী সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের সময় এখানকার সর্দ্দার রাজা অজিৎসিংহ বিসদৃশ আচরণ করায়, উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এখনও দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির কোনরূপ হ্রাস হয় নাই।

লান্ত (পুং) তন্ত্রোক্ত সঙ্কেতভেদ, এই শব্দ বলিলে 'ব' বুঝায়।

লান্তকজ (পুং) জৈনমতে দেবগণভেদ। (জৈনহরিবংশ ৯৩)

লান্দীখানা, আফগানস্থানের অন্তর্গত "খাইবার-পাস" নামক প্রসিদ্ধ গিরিপথের একটী অংশ। এরূপ কঠিন ও দুর্গমস্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বমুখের কদম নামক স্থান হইতে এই স্থান ২৩ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গিরি-সঙ্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম। অক্ষা° ৩৪°৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উচ্চ। এই গিরিপথের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩৩৭৮ ফিট্ উচ্চ। এখানে একটী দুর্গ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্য গমনকালে ঐ দুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। দুর্গ-পরিখার নিম্নস্থ বপ্রভূমে একটী সরাই আছে। ভ্রমণকারিগণ এবং বণিক্‌গণ গমনাগমনকালে ঐ স্থানে থাকিয়া আহারাদি করেন।

লান্দীকোটালস্থ ইংরাজরাজের একজন কর্ম্মচারীর (Political officer) অধীনে এই সঙ্কট রক্ষিত হয়। পার্ব্বত্যজাতি হইতে গৃহীত একটী সেনাদল (Irregular Levies) এই স্থান রক্ষা করিতেছে। লান্দীকোটালের অদূরে পিস্‌গাহ্ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ। বিগত আফগানযুদ্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়া স্থানীয় ইংরাজকর্ম্মচারী জালালাবাদ পর্য্যন্ত আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

লান্দীকোটাল অতিক্রম করিয়াই গিরিপথের পরিসর ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, সেই কন্দরমুখেই লান্দীখানা গ্রাম। তথা হইতে কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্রে আসা যায়। আফগানসীমান্ত-রক্ষিগণ বণিক্‌দিগকে এই সঙ্কটমুখে আনিয়া দিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার লেভি নামক সেনাদল তাহাদের লান্দীখানাস্থ ইংরাজ অধিকারে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়।

লান্দ্র, পাণিনীয় যাবাদিগণোক্ত একটী শব্দ। (পা° ৫।৪।২৯)

লাপ (পুং) লপ-ঘঞ্। কথন, লপন।

লাপিন্ (ত্রি) লপ-ণিনি। কথনশীল।

লাপ্য (ত্রি) লপ্যতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়।

লাফ (দেশজ) লম্ফ।

লাফা (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ খরগোস।

লাফা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী সম্পত্তি, ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। ৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানকার জমিদারবংশ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। স্থানীয় অধিকারী কুনবার বংশীয়।

লাফাগড়, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরি-দুর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাফাশৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ২২°৪২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৬' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ৩২০০ ফিট্ উচ্চ। দুর্গের চারিপার্শ্বের অধিত্যকা-ভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে।

এই সুখশীতল অধিত্যকাভূমে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়-বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রত্নপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অভগ্ন-অবস্থায় রহিয়াছে।

লাফালাফি (দেশজ) লাফাইয়া বেড়ান।

লাভ (পুং) লভ-করণে ঘঞ্। মূলধনের অধিক উপার্জ্জিত ধন। পর্য্যায়—ফল, লভ্য, বৃদ্ধি। (শব্দরত্না°)

"সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং নন্ দৈবস্য কর্ম্ম তৎ ॥" (রামায়ণ ২।২২।২২)

২ প্রাপ্তি। সপ্তপ্রকার ধর্ম্মজনক বিত্তাগমের মধ্যে একপ্রকার।

"সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ॥" (মনু ১০।১১৫)

লাভক (পুং) লাভ স্বার্থে কন্। লাভ।

লাভলিপ্সা (স্ত্রী) লাভের ইচ্ছা।

লাভলিপ্সু (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক।

লাভবৎ (ত্রি) লাভঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লাভযুক্ত, লাভবিশিষ্ট।

লাভস্থান (ক্লী) লাভস্য স্থানং। জাতবালকের তন্বাদি দ্বাদশভাবের মধ্যে লগ্নাবধিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে লাভস্থান কহে। ষষ্ঠীদাস লাভস্থানে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়াছেন—

"গজাশ্বযানবস্ত্রাণি শয্যাকাঞ্চনকন্যকাঃ।
আয়ুর্ব্বিদ্যার্থলাভঞ্চ লক্ষয়েল্লাভলগ্নতঃ॥" (ষষ্ঠীদাস)

হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভূষণাদি, শয্যা, ধনরত্নাদি, কন্যা, আয়ু, বিদ্যা ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে, অর্থাৎ লগ্নাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

লাভ্য (ক্লী) লভ-ণ্যৎ। লাভ। (শব্দরত্না°)

লামকায়ন (পুং) ১ লমকের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯) ২ আচার্য্যভেদ।

লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য।

লামকায়নিন্ (পুং) লামকায়ন শাখাধ্যায়ী।

লামজ্জক (ক্লী) বীরণমূল। [বীরণ শব্দ দেখ] ২ উশীরবৎ পীতচ্ছবিতৃণবিশেষ। পর্য্যায়—সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল, জলাশয়। গুণ—হিম, তিক্ত, বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, মূর্চ্ছা, রক্ত ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)।

লামা (ব্'লামা*), তিব্বতস্থ বৌদ্ধযতিভেদ। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধসন্ন্যাসী দলই লামা নামে পরিচিত। মোঙ্গলীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজককে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ব্'লামা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় দলই শব্দে সমুদ্র বুঝায়।

রাজা খিস্রোঙ্গদে-ৎসান্ (৭২৮-৮৬ খৃষ্টাব্দ) তিব্বতীয় বৌদ্ধযতিদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কালে সেই প্রাচীন পদ্ধতির বিলোপ ঘটে এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ধর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ লামা ৎসেন্খাপা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে লাসা নগরীতে গাঃলদন সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেই মঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন। সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের উপর মহতী শক্তি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও তাহারা সেই দেবাংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিত। সেই বিশ্বাসবলেই, তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ অদ্যাপি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু লাসা নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য দলই লামা এবং তষিল্হুণপোর পঞ্চেন্-খন্-পোছের ধর্ম্মপ্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত গাঃ-ল্দন্ মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শেষোক্ত লামাদ্বয়কে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহারা দেবতারূপে পূজ্য জ্ঞান করে।

দলই লামা সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিসত্ত্ব চেন্‌রেশীর অংশসম্ভূত বা তাঁহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের বিশ্বাস, বোধিসত্ত্ব চেন্‌রেশী যখন যে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মনুষ্যের দেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মনুষ্যের দেহে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঞ্চেন্ খন্-পোছে নামধেয় লামা চেন্‌রেশী বোধিসত্ত্বের পিতা অমিতাভের অবতার বলিয়া পূজিত।

কিংবদন্তী আছে, ৎসোন্খাপা তাঁহার দুইটী প্রধানতম শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা ও পরিপালন জন্য আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাদের আচার্য্যমর্য্যাদার পার্থক্য ও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন তদনুসারেই উপরোক্ত দেবাংশসম্ভূত লামাদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। আমরা Csoma'র বংশতালিকা হইতে জানিতে পারি যে, গেদুন্ গ্রুব্ (জন্ম ১৩৮৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৪৭৩ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথমে গ্যেল্ব খন্-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন; সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমান হয় যে, গেদুন্ গ্রুব্ই প্রথমে দলই লামারূপে সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন; গাঃলদন্' সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ ৎসোন্খাপার বংশধর ধর্ম্ম-ঋচেন্ উক্ত মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তষিল্হুণ্-পোর সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মঠের উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঞ্চেন্-খন্-পোছে নাম ধারণ করিয়া দলই লামার ন্যায় স্বীয় ঐশী শক্তি বিস্তারে সচেষ্টিত হন। তিনি আপনার দৈবশক্তি সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেও, দলই লামার ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার তাদৃশ প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদধিকৃত ভূভাগে তাঁহার বাক্য বা উপদেশ ততদূর দেববাক্যবৎ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় নাই। কেবলমাত্র তিব্বতভূমে দলই লামার ন্যায় তিনি সমভাবে রাজশক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ম গ্যেল্ব-খন্‌পোছে ঙগ্ঙ্গ লোব্জঙ্গ গ্যাম্ৎসো উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ভোটরাজের সহিত বিরোধকালে কুকু-নোর নামক হ্রদতীরবর্ত্তী কোষোৎ-মোঙ্গলীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভোটরাজধানী দিগার্চী আক্রমণার্থ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিগার্চীর ভোটরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধে মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া ঙগ্ঙ্গ লোব্জঙ্গকে সমর্পণ করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। সুতরাং তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজ্যে দলই লামার অধিকার (temporal government) বিস্তৃত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বোধিসত্ত্বের অংশসম্ভূত। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাঁহাদের কেহ কেহ নরদেহে ভূতলে অবতীর্ণ, কেহ বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভদ্বারা অংশাবতাররূপে পূজিত। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ যেরূপ সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই লামাগণও তদনুকরণে প্রাচীনতম বৌদ্ধযতি(ভিক্ষু)দিগের সত্য, শ্রমণের ও অর্হৎ-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ লামাদিগের সহিত সমধর্ম্মানুশীলনে রত থাকিলেও সাধারণের চক্ষে সেরূপ সম্মাননার সহিত গৃহীত হন না। তাঁহারা সাধারণ উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সংসারধর্ম্মনিরত গৃহিব্যক্তির যদি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ধার্ম্মিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহারা পঞ্চোপদেশ পালন করিয়া সংসার-কার্য্য-নির্ব্বাহ করিলে 'উপাসক বা

* তিব্বতভাষায় অগ্রবর্ত্তী 'ব' অনুচ্চার্য্য।

উপাসিকা', ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিলে 'পবিত্রকর্ম্মা' (সৎসান-নম্প্যাদ) এবং চারিটী উপদেশ পালন করিলে গ্রেন্-থো বা গ্রেন্-না নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতীয় সমাজে লামাগণ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারভূত এবং সর্ব্বসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া-সাধারণে সেই আচার্য্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। এই কারণে তদ্দেশবাসী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্ম্ম-শক্তিবলে অনুপ্রাণিত এই আচার্য্যগণ লামাপদপ্রার্থী বালকদিগের উপর যথেচ্ছ অর্থদণ্ডও (ব্ৎস্থন্ গ্রল) করিয়া থাকেন। শিক্ষা-নবিশী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই সকল অমানুষিক কঠোরতা সত্বেও তিব্বতবাসী প্রত্যেক গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অন্যান্য সন্তানসন্ততিরা বিবাহিত হয় এবং গৃহস্থের ভরণপোষণার্থ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। যাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বৌদ্ধপ্রধান ভোটরাজ্যে প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটী লামা হইয়া পড়িয়াছে। সিকিমে ঐরূপ ১:১০ জন, লাদকে ১:১৩, ভোটানে ১:১০, স্পিতিতে ১:৭, সিংহলে ১:৩০ বর্ম্মায় ১:৩০, এবং উত্তর এসিয়ার কালমক্ জাতির মধ্যে ১৫০ হইতে ২০০ তাম্বুতে ১টী মাত্র লামা বিদ্যমান দেখা যায়।

স্লাগিন্‌টুইট্, ডাঃ কনিংহাম, ডাঃ কাম্বেল, মুরক্রফট্, ম্বিড্‌ট্ হুক্ প্রভৃতির তিব্বত ও লাদকভ্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর দ্বাদশটী মঠে এবং তাহার সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত বা লাদক বিভাগের বর্ত্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬ষ্ঠাংশই লামা।

সাধারণ সন্ন্যাসাশ্রমে পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ১ শিষ্য বা শিক্ষানবিশ, ২ দীক্ষিত শিষ্য। ইহারা পুরোহিতপদপ্রাপ্ত এবং ৩ মহামান্য আচার্য্য বা ধর্ম্মগুরু পদাধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে শ্রমণের, শ্রমণ বা ভিক্ষু এবং স্থবির বা উপাধ্যায় প্রভৃতি পদ দৃষ্ট হয়; তিব্বতীয় লামা-সম্প্রদায় মধ্যেও সেইরূপ সামান্য বালক হইতে মহামান্য আচার্য্যপদ লাভ করিবারও চারিটী ক্রম আছে। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল দুইভাগে বিভক্ত।

১ 'গে-গ্রেন্' বা উপাসক। ধর্ম্মজীবন অতিবাহনের অভি-প্রায়ে যাহারা মঠে প্রবেশপূর্ব্বক শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়। এই উপাসক দ্বিবিধ,—পঞ্চ-মহাপাতক পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মমতানু-বর্ত্তনকারী ব্যক্তিমাত্র এবং ২ সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী শিষ্য। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ১০টী উপদেশ পরিপালন এবং সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক এই ধর্ম্মপথের পথিক হইতে প্রস্তুত হন, তাঁহারা 'রব্‌ব্যুঙ্' নামে খ্যাত। মোঙ্গলেরা তাহাদিগকে স্বাবি, বন্দি, বন্দ বা বন্তে বলে। কালমাকগণ তাহাদিগকেই মাঁঝি বলিয়া থাকে।

২ গে-ৎষুল বা শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্য্যায়। এই সময়ে তাহাদিগকে ৩৬টী ধর্ম্মনিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপ-রাপর লোকের নিকট তাহারা তখন কতকটা উপধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু বৌদ্ধযতির ন্যায় সম্মানিত নহে।

৩ গে-লোঙ্গ—ধর্ম্মাচার্য্য ও ভিক্ষু। ২৪ বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহই এই পদমর্য্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই সময়ে তাহারা প্রকৃত দীক্ষিত-যতি বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫৩টী নিয়ম রক্ষা করিতে হয়।

৪ খান্-পো—মঠাধ্যক্ষ বা উপাধ্যায়। ইহাই লামা-সন্ন্যাস-ব্রতের চরম সীমা; কারণ 'খান্ পো'ই শিক্ষিত, দীক্ষিত ও যতিদিগের প্রকৃত গুরু। তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী থাকিবেন। কেবলমাত্র যাঁহারা ঐশীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বা বোধিসত্ত্বাবতার, 'ছুত্‌ক্‌', এবং আচার্য্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত এরূপ লামাই খান্-পোদিগের উপর রহিলেন। বাস্তবিক, ইহারাও পূর্ব্ব-কথিত উপাধ্যায় বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রাজশক্তিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্ম্মযাজকগণই লামা বা আচার্য্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য মঠাধিকারী হইতে তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ লামা (Grand Lama) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। কেবল বড় বড় মঠেই এক এক জন খান্-পো থাকেন; নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লামাস্থান ও মন্দিরাদির পরিদর্শকরূপে তাঁহারা তথাকার যাবতীয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই পদ কতকাংশে কাথলিক্ বিশপদিগের মত।

লামার দীক্ষা-প্রণালী।

দেপুঙ্গ, সেরা, গাঃ-লদন ও তষিলহুনপো প্রভৃতি ভোটরাজ্যস্থ সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমে যে প্রণালীতে (গো-লুগ্-প লামা-শিষ্য গৃহীত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। তিব্বতের অন্যান্য মঠাধ্যক্ষগণও ঐ সকল মঠের আচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

যে বালককে (ব্ৎসন্-ছুউঙ্) পিতামাতা লামা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, সে স্বীয় ভবনে অষ্টম বৎসর (ছয় হইতে বার পর্য্যন্তও) কাল বাস করিবে, কিন্তু সেই সময়ে সে

মঠে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। মঠে যাইবার সময় তাহাকে মস্তকে লাল বা হরিদ্রাবর্ণের টুপি দিয়া যাইতে হয়। এখানে পাঠাভ্যাসকালে শিক্ষাভিলাষী ছাত্রবৃন্দ শিক্ষানুরূপে উত্তরোত্তর উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে। ঐ শ্রেণীগুলি ড়াপা, গো-ৎষ্‌-উল্‌ ও গে-লোঙ্‌ অর্থাৎ যথাক্রমে শিক্ষানবিশ-শিষ্য, দীক্ষিত শিষ্য এবং যতি। তাহারা বৌদ্ধযতিপদের অধিকারী হইয়া শিক্ষাবিভাগীয় কোন একটী বিশেষ বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে যত্নপর হইতে পারেন।

অনেক বালকই প্রধান মঠে বা সঙ্ঘারামে লামা-পদ ও তদনুরূপ শিক্ষালাভার্থ প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্ব গ্রাম্যক্ষুদ্রমঠে প্রাথমিকপাঠ শিক্ষা সমাপন করিয়া থাকে এবং দীক্ষালাভের সময় মঠে আসিয়া সমাগত হয়। সিকেমের পেমিওঙ্গছি মঠে এবং মিন্দোলিঙ্গের নিঙ্‌মা-সঙ্ঘারামে যেরূপ প্রথায় বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাই প্রকাশিত হইল।

উক্ত মঠদ্বয়ে কোন বালক শিক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাম, কুলমর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদা জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা ধনবান্‌ হইলেই তাহারা তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিন্তু সাধারণতঃ সকলগুলিই আবশ্যক। বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল পরীক্ষা করা হয়; কেন না, তাহার শরীর দুর্ব্বল হইলে সে কখনই এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে সমর্থ হইবে না। প্রথমে তাঁহারা বালক খঞ্জ, বধির, মূক বা তোত্‌লা কি না, তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করেন। যদি বালক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যাদি কোন দোষ-যুক্ত হয়, তাহা হইলে সে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পায় না। শারীরিক পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবার পর, বালকের পিতা বা অভিভাবক মঠস্থ কোন যতি বা লামার নিকট স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে যতি বালকের পরিদর্শক ও উপদেষ্টা হন, তিনি প্রায়ই তাঁহার নিকট আত্মীয়। যেখানে এইরূপ কোন নিকট আত্মীয়ের অভাব ঘটে, সেইখানে বালকের কোষ্ঠী-ফল বিচার করিয়া মঠস্থ কোন বৃদ্ধ যতির হস্তে বাল-কের ভারার্পণ করা হয়। তখন সেই বৃদ্ধ যতিই বালকদিগের উপদেষ্টা হন। গুরুর হস্তে সমর্পণকালে বালকের পিতা যতিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ কিছু টাকা, খাদ্যসামগ্রী ও মদ্য দিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে এই টাকা দিবার পার্থক্য আছে। সিকিমের পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামে প্রায় দেড়দশ টাকা এবং ভোটানে ১০০ ভোটানী মুদ্রা দিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

গেয়্‌-গান্‌ বা উপদেশক যথোপযুক্ত অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী লাভ করিয়া বালককে মঠের মধ্যে লইয়া যান। পরে যে বিস্তৃত কক্ষে যতিরা সমবেত হইয়া বসিয়া থাকেন, সেই গৃহে বালককে আনিয়া সকলের সম্মুখে তাহার বংশপরিচয় এবং তাহার পিতার প্রদত্ত উপহারাদিপ্রাপ্তির কথা জানাইয়া প্রধান যতির বা দব্‌-উ-ছওসের নিকট বালককে শিষ্যত্বে নিয়োগ করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। শ্রেষ্ঠ-যতি এবিষয়ে অনুমোদন করিলে ঐ বালক শিক্ষার্থিরূপে গৃহীত হয়।

শিক্ষানবিশ অবস্থায় ঐ বালকের কেশ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। তখন সে শিক্ষকের অধীনে সাধারণ বাস পরিধান করিয়া পাঠা-ভ্যাস করিতে পায়। ক, খ ও গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সে কএকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত তাহাকে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কতকাংশ শিক্ষা এবং তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ এই সময়ে তাহাকে—দশবিধ দুষ্কর্ম্ম, নীচজন্মের লক্ষণ, সত্ত্বের উদ্দেশ্য ও বাক্যকথনপ্রণালী বিষয়েও নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঠ্যাবস্থার প্রথম বৎসরে বালকের পিতা বা আত্মীয়বর্গ মাসে একদিন মাত্র দেখিতে আইসেন এবং শিক্ষকের বেতন ও বালকের খোরাকী খরচ দিয়া তাহারা কতদূর শিক্ষাপ্রাপ্তি হইয়াছে জানিয়া চলিয়া যান। এই-রূপ অবস্থায় দুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবশ্যকীয় সকল পাঠ্য কণ্ঠস্থ এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষক তাহাকে গে-ৎষ্‌-উল্‌ পদের উপযুক্ত জানিয়া প্রধান যতির (স্পিয়্‌-র্গন্‌) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া পাঠান। দরখস্ত পাঠাইবার সময় বালককে একখানি উওরীয় ও ১০৲ টাকা পাঠাইতে হয়। প্রধান যতি পুনরায় তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা লন, তদনন্তর তাহাকে গে-ৎষ্‌-উল্‌ পদের উপযোগী জানিয়া তৎপদে নিয়োগার্থ একখানি জামিন-নামা লিখাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া লন। পরে শাখা-বিশেষে শিক্ষা সমাধানার্থ শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে তথাকার প্রধান মঠাধ্যক্ষের (উপাধ্যায়) নিকট লইয়া যান। ঐ উপাধ্যায়কে তৎকালে প্রণামী স্বরূপ ১৲ টাকা ও একখানি উত্তরীয় দিতে হয়।

গুরু শিষ্যসঙ্গে উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় গুরুকে এই কয়টী প্রশ্ন করেন। "লামা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইহার বলবতী ইচ্ছা আছে কি না? এ বালক ক্রীতদাস, ঋণী কিংবা সৈনিকবৃত্তিধারী কি না? ইহার বংশমর্য্যাদা কিরূপ, কেহ ইহার এই ধর্ম্মগ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে কি? এ কখন বুদ্ধের আজ্ঞাত্রয়ের অবহেলা করিয়াছে? জলে বিষ ঢালিয়াছে বা পর্ব্বতান্তরাল হইতে পক্ষীদিগকে ঢেলা মারিয়াছে?" ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে উপাধ্যায় তাহাকে অধীত পাঠ্যগ্রন্থসমূহের আনুপূর্ব্বিক পাঠ আবৃত্তি করিতে বলেন। মঠাচার্য্য বালকের মেধা ও বিনয়াদি গুণে

মুগ্ধ হইলে মঠের নাম-তালিকায় ঐ শিষ্যের ও গুরুর নাম লিখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং বালককে একখানি উত্তরীয় পারিতোষিক দেন। তদনন্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকালীন বাসধারণের অনুরূপ লাল বা হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় লামা ধর্ম্মগ্রহণের অনুপযোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন এবং ঐ শিক্ষক মঠে আলোক জ্বালাইবার জন্য কএক সের মাখম দিতে বাধ্য হন।

উপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে,শিক্ষক পুনরায় ঐ বালককে লইয়া মঠস্থ 'জাল্-ঙো' বা শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং তাঁহাকেও একখানি উত্তরীয় ও একটী টাকা প্রণামী দিয়া স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবাসের অধিকার ও স্থানদানপূর্ব্বক পুনরায় একখানি খাতায় তাহার নাম লিখিয়া রাখেন। এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে ও তাহার গুরু দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

জাল্ঙো-লামা কর্ত্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক ড়াপা পদাভিষিক্ত হইয়া মঠে ফিরিয়া আইসে। অবস্থানুসারে সে সেই মঠের অপরাপর সহাধ্যায়ীদিগকে চা পান করাইয়া থাকে। যদি সেখানে তাহার কোন আত্মীয় না থাকে এবং খাদ্যাদি রন্ধনের অসুবিধা ঘটে,তাহা হইলে মঠের ভাণ্ডার হইতে সে খাদ্যাদি পায়। তাহার আত্মীয়েরা খাদ্যহিসাবে যাহা কিছু পাঠাইয়া দেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তাহার একভাগ মঠ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট হইতে সে স্তোদ্-গগ্, ব্ষ্ম্-ঠাব্স্, গ্জন, জ্বা-গম্, যাব-সের, স্গ্রো-লুগ্স্ প্রভৃতি যতির উপযোগী বস্ত্র, পানপাত্র, ময়দার থলি ও একছড়া মালা পায়। অতঃপর প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করিয়া সে যত দিন না সন্ন্যাসিবৎ আচারানুষ্ঠান করিতে পারে, ততদিন সে গেৎষুল বা শ্রমণপদ পায় না এবং মঠের ধর্ম্ম-কার্য্যে যোগ দিবার অধিকারী হয় না।

ড়াপা পদাভিষিক্ত বালক কর্ম্মনিষ্ঠায় পারদর্শী হইয়া ধর্ম্ম-কার্য্যে লিপ্ত হইবার আশায় মঠাধিকারী শ্রেষ্ঠলামাকে (দ্গে-লদেন্-খ্রি-ঋন্-পোছে) স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে তাহাকে একখানি উত্তরীয় ও সাধ্যমত অধিক টাকা (পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী) প্রণামী দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অনুসারে সে গেৎষুল-পদলাভ করিয়া থাকে। বালককে গেৎষুল পদাভিষিক্ত করিতে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ 'উপোসথ' বা উপবাসদিনই প্রশস্ত। ঐ দিনে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটী শিখা থাকে। তদনন্তর তাহাকে সঙ্ঘের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুখে আনিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারণ করান হয়। একটী মন্ত্র পাঠের পর, শ্রেষ্ঠ লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্ন্যাসাশ্রমের একটী স্বতন্ত্র নামকরণ করেন। তৎপরে ঐ বালক সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা-কার্য্যের সময় উপস্থিত লামা সেই শিখা কাটিয়া দেন। তখন সেই গেৎষুল্ ৩৬টী ধর্ম্মোপদেশ ও ৩৬টী নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নরদেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাঁহার কথিত "আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রম গ্রহণ করিলাম।" এই মহামন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলে সংস্কারকার্য্য সমাধা হইয়া যায়। সংস্কার-সমাধানান্তে সে লামাকে একখানি কাপড় ও ১০টী টাকা প্রণামী দেয়। এখন হইতে সেই গেৎষুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে পরিচিত থাকে।

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া 'মঠের সহিত তাহার বিবাহরূপ' একটী প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তখন তাহার মাথায় টোপর এবং হস্তে প্রজ্বলিত ধূপ থাকে। তদনন্তর তাহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বৌদ্ধ যতি এই সময়ে তাহাকে যতিধর্ম্মের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেয় তিনি ব-গ্রাগ্ নামে অভিহিত। বজ্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার্য্য-গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকতা নেপালী "বাঁড়া"দিগের মত।

[নেপাল দেখ।]

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কর্ম্মে অধিকারী হইলেও, সে ড়াপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ সময়েও প্রায় ৩ বৎসর কাল তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। তদনন্তর সেই বালক যতিধর্ম্মের 'ঋগ্-ছ'উন' শিক্ষাকাল অতিক্রম করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্য একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পায়। এইরূপে শিক্ষার পারদর্শিতানুসারে সে পর্-পা ও গে-লোঙ্ (পূর্ণ যতি) পদে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষ যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

ঋগ্-ছ'উন পদাসীন হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম করিতে পারে না। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত সেই শিষ্য কোনরূপ শিল্প বা চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে পারে। তখন পাঠে অবহেলা করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়া থাকে। এই সময়ে যে আচার্য্য গেৎষুলকে বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ়-রহস্য উদ্ভেদন করিয়া দেন, তিনি 'ৎসস-বৈ-লামা' নামে ঐ বালকের নিকট চিরদিন পূজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

একটী সঙ্ঘারামের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মঠেই এক একজন ধর্ম্মাচার্য্য থাকেন। তাঁহারা তথায় শ্রেষ্ঠ-লামার পদে অধিষ্ঠিত। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামক ধর্ম্মশাখার একটী বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে কেহই লামা পদ পান না। লামাদিগের মধ্যে যিনি যত অধিক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পূজ্য। এই কারণে গেৎষুল-গণও স্ব স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় এক একটী বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-শব্দ হয়। ঐ শব্দ শুনিয়া তাহারা পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করে এবং স্বীয় আচার্য্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে এক বৎসর পরে এবং তদনন্তর এক বা দুই বৎসর পরে পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চা প্রস্তুত ও সঙ্ঘের বৃদ্ধ যতিদিগের আজ্ঞাবহন করিতে হইয়া থাকে।

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সঙ্ঘারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ও যতিগণ একটী প্রকোষ্ঠে সমবেত হন। তথায় সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যস্থলে গেৎষুল দাঁড়াইয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পাঠ আবৃত্তি করে। যদি সে কোন স্থান ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পাঠ স্মরণার্থ অপর একজন তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাইয়া দেয়। প্রথম পরীক্ষায় সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইরূপে আবৃত্তি করিতে প্রায় ৩ দিন লাগে এবং প্রত্যেক দিনে সেই বালক দুই বার বিশ্রাম করিতে পায়। ঐ অবসরে সে পরবর্ত্তী গ্রন্থখানি পুনরায় দেখিয়া লইতে পারে।

যে সকল যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনার সহিত ঐ গৃহ হইতে বাহির করিয়া 'ছ'ওস্ খ্রমস্পা' উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়া থাকে। যদি কোন বালক উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেবলমাত্র ধনী সন্তানেরাই এরূপ স্থলে অধিক অর্থদণ্ড দিয়া মঠে লামাপদ প্রার্থী থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। নির্দ্ধনপুত্রেরা এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মজীবন অতিবাহন করিতে প্রয়াসী হইলে সাধুবেশে গৃহীরূপে দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সঙ্ঘারামের কোন কোন মঠের দাস্যবৃত্তি করিতে হয়। যদি সে পরে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের লামাচার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সে লামার ন্যায় মর্য্যাদাযুক্ত হইলেও তৎপদাধিকারে প্রকৃত অধিকারী নহেন।

উপরোক্ত পরীক্ষা অপেক্ষা ছাত্রসঙ্ঘের পরস্পর বিচার বড়ই মনোরম। উহাতে ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ দে-পুঙ্গ, তষিল্হুন্‌পো, সের ও গাংলদন সঙ্ঘারামে সময় সময় ঐরূপ বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। ঐ স্থলে প্রায় ৪ হইতে ৮ হাজার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় ভাষায় 'মৎষান্-ঞিদ্' বলে। শিষ্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় আলোচিত হয়। যেস্থানে এই সভা হয়, তাহা শালগাছের গুঁড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরা। বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের তথায় প্রবেশ নিষেধ। উহার মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ প্রস্তরাসনে স্ক্যবস্-মগোন্, তন্নিম্নের ক্ষুদ্রাসনে গ্ৎখান্-পো এবং তদপেক্ষা নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট আসনে প্রধান গায়ক উপবেশন করে। তাহার চতুর্দ্দিকে সাতভাগে বিভক্ত দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান। প্রশ্ন-কারী করিদারগের উষ্ণীষ পরিশোভিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে করযোড়ে স্বীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সমবেত ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ ঐ প্রশ্নগুলির সম্যক্ উত্তর দান করিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তকালে চারিবার এই বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল শিক্ষা করিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে, অন্ততঃপক্ষে বিংশ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষের পর গেৎষুল্ স্বীয় অধ্যবসায়বলে গে-লোঙ্-পার প্রাপ্ত হন। গেৎষুল হইবার সময় যেরূপ প্রথার অনুসরণ করিয়া উপাধ্যায় ও শ্রেষ্ঠ-লামার অভিমত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবারও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের যতিদিগের নাম লেখাইয়া প্রকৃত যতি হইতে হয়। যে যতি স্বীয় অধ্যবসায় বলে একাধিক বিচার-সভায়, অথবা মঠের প্রধান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি সকল প্রকার আচার্য্যমর্য্যাদা লাভের অধিকারী হন।

গে-বে এবং রব্-জম্-পা বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপাধি। গে-লোঙ শিক্ষা বলে 'গে বে' হইলে কোন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু যতদিন না তিনি ঐ পদে উন্নীত হইবেন; ততদিন তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রই আলোচনা করিতে হইবে। গে-বে উপাধি প্রাপ্ত অনেক বৌদ্ধযতি তিব্বত, মোঙ্গ-লিয়া, আম্দো ও চীন-রাজের গবর্মেণ্টের পরিদর্শনে পরিচালিত সঙ্ঘারামের প্রধান লামা বা স্ক্যবস্-মগোন্ পদে অভিষিক্ত আছেন। যাঁহারা মঠাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন না, তাঁহারা মঠে থাকিয়া তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তন্ত্রশাস্ত্রের

বক্ষ্যমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বজনমান্য গাঃ-ল্দন্ সঙ্ঘারামের 'থ্রুপ' পদ লাভ করেন।

রব্-জম্-প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সাধারণে লামা বলিয়াই গৃহীত। তাঁহারা প্রকাশ্যস্থানে সকলকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন। তিব্বতের দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম ব্যতীত অন্য কোন মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি দানের অধিকার নাই। দেবাংশসম্ভূত লামাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদ ও কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের অধিকার আছে। রাজশক্তিধারী দলই লামা এরূপ ছাত্রদিগকে 'ছ'ওজে' ও 'পণ্ডিত' উপাধি দিয়া থাকেন। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী উপাধির নাম লো-ৎস-ব। 'রব্-জম প' ও 'ছ'ওজে' উপাধি প্রায় সমান। ইহারা তৈ-জী বলিয়া সম্মানিত। সুতরাং দেবাংশসম্ভূত লামাদিগের নিম্নে যথাক্রমে থান্-পো, ছ'ওজে এবং রব্-জম-প পদাধিকারিগণ মর্য্যাদাসম্পন্ন। ছ'ওজে ও রব্-জম্-প শ্রেণী হইতে থান্ পো নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। কোন কোন মঠে থান্-পো'র সহকারিরূপে ছ'ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে প্রধান লামার কার্য্য ছ'ওজে বা রব্-জম-প-দিগের হস্তে ন্যস্ত আছে।

রমো-ছে ও মো-রু নামক মঠে ভোজবিদ্যা ও ভৌতিকবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহারা ঙগ্-রম্-প নামে অভিহিত। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, ভূততত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন। শৈবসম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারা বেশভূষা ধারণ করে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই শ্রেণির অজ্ঞ ব্যক্তিরা 'ঙগ্-প' বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত। তাহারা ঝাড়ন, ফুকন ও ভূতনামান প্রভৃতি কার্য্য দেখাইয়া থাকে।

মঠের শাসন ব্যবস্থা।

এক একটী সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম সহস্র সহস্র বৌদ্ধযতি বাস করে। একটী সুনিয়ম-সম্বদ্ধ শাসনপ্রণালী ব্যতীত উহার কার্য্যপরম্পরা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না দেখিয়া লামাগণ তথাকার কার্য্যাবলী নির্ব্বিরোধে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তথায় একরূপ রাজতন্ত্রই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিদর্শক রূপে কএকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা তথাকার হিসাব লেখকের কার্য্য করেন এবং আবশ্যকমতে দুর্বৃত্ত ছাত্রসঙ্ঘেরও অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

'কু ষো, ঠুল-কু প্রভৃতি উপাধিধারী দেবানুগৃহীত লামারাই এই সকলের সঙ্ঘারামের একমাত্র কর্ত্তা। মোঙ্গলীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে তাঁহারা খুবিলিঘন নামে খ্যাত। কোন্ কোন সঙ্ঘারামে থান্-পো বা উপাধ্যায়ই অধ্যক্ষ। এই সকল থান্-পো দলই লামার অনুমতিক্রমে বা প্রাদেশিক লামা-প্রধানগণের আদেশানুসারেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা এক্রক্রমে সাতবৎসর মাত্র একটী মঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের অধীনে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ মঠের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন রক্ষা করিতে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সকলেই মঠবাসী যতিদিগের অভিমতানুসারে নির্ব্বাচিত এবং সকলেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নিয়োজিত পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য।

১ লোব্-পোন্ বা অধ্যাপক—ইনি সঙ্ঘারামের ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষার পরিদর্শক।

২ ছগ্-দসো—কোষাধ্যক্ষ ও খাজাঞ্চী।

৩ ঞের্-প বা প্যি ঞের্—ভাণ্ডারী।

৪ গে-কো এবং ঝাল্ নো—হাকিম ও সেনাধ্যক্ষ। ইহারা দুই ব্যক্তি, পুলিশ কর্ম্মচারির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রহরীরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং মঠবাসিগণের দোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। ইহাদের সহকারীরূপে দুই জন হগ্-ঞের আছেন।

৫ উম্-দসে—প্রধান গায়ক।

৬ কু-ঞের্—ধর্ম্মালয়ের পরিচারক।

৭ ছ'অব্-দ্রেন্—জলদানকারী।

৮ জ-ম—চা-সরবরাহকারী।

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিদর্শকগণ, পাচকদল, পুররক্ষী, অতিথি-সৎকারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, চিকিৎসক, চিত্রকর, বণিক্-যতি, ভূতের রোঝা ও মাঙ্গল্য-দণ্ডবাহী প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

সঙ্ঘারামসমূহের কার্য্যাবলী সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দে-পুঙ সঙ্ঘারাম ৭৭০০ যতি বাস করেন। তাঁহারা ব্লো-গ্সাল-গ্লিঙ্, সগো-মঙ, ব্দে-যঙস্ ও সগুগস্ প নামক চারিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। যতিগণ প্রাদেশিক ও জাতীয় বিভাগানুসারে বিভিন্ন মঠাবাসে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন শ্রেণীগত বাসাগুলি খম্স্-ৎষন (Proviucial messing club) এবং বিদ্যালয়গুলি গ্রব্-ৎষন্ (College) নামে খ্যাত। প্রথমোক্ত স্থানে যতিগণ আহার, শয়ন ও অধ্যয়ন করে এবং শেষোক্ত টোলে যাইয়া তাহারা স্ব স্ব গুরুর নিকট অধীত পাঠের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ঐ সঙ্ঘারামের সর্ব্ব বৃহৎ প্রকোষ্ঠে (ঠ্সোগ্স্-ছেন-গ্রহ্-খঙ্) সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।

সের সঙ্ঘারামে ৫৫০০ যতি বাস করেন। তন্মধ্যে বয়েরা, সৃঙগ্‌স-প-দ্‌প বিদ্যালয়ের প্রত্যেকের অধীনে এক একটী শাখাসমিতি আছে। গাং ল্‌দন্‌ সঙ্ঘারামে ৩৩০০ বৌদ্ধ যতি থাকেন। ব্যঙ্‌-ৎসে ও ষর-ৎসে নামক দুইটী শাখা বিদ্যালয় ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং তৎ সংস্পর্শে বাসা আছে। তষিলহুংণপোর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামে তিনটী 'ত-ৎষঙ্গ' বা বিদ্যালয় আছে। তদধীনে প্রায় ৪০টী খমৎষন্‌ বা শিষ্যাবাস দেখা যায়।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাসবাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ তষিলহুংণপো সঙ্ঘারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (উহা তৎসম্পাদিত Jour. Bud. Text. Socy. India IV. p. 14 (1893) এবং Journey to Lhasa and Central Tibet নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত আছে।) শেষোক্ত গ্রন্থের ৭৬পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—তু-খম্‌ প্রদেশ-বাসী তষিলহুংণপোর একজন দেবকৃপালব্ধ নবীন লামা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পর্ব্বদিন জানিয়া বৌদ্ধযতি-দিগের তু-খম্‌ৎসন্‌ পদলাভের ইচ্ছা করেন। তদনুসারে তিনি কুন্‌-খ্যব লিঙ্‌ হইতে পঞ্চেন্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত সঙ্ঘারামের মধ্যস্থ ৩৮০০ যতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা, শ্রেষ্ঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিদ্যালয়ে (College of Incarnate Lamas) বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন। পঞ্চেন্‌ আসিলে সকলে বাদ্যোদ্যমসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা-গৃহে (ৎসো-খঙ্গ) আসিয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট হইলে এই উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরব্ধ হয়। তাহা সমাধা হইতে রাত্রি ১০টা হয়। তৎপরে ভোজ্যদ্রব্য, মাল্য ও অপরাপর দ্রব্য লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ সমাপনের পর উক্ত নবীন লামা তুষিলহুংণপো সঙ্ঘারামে শিক্ষা-নবিশরূপে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়া লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তষিলামা নামে খ্যাত। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধতীর্থদর্শনোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সঙ্ঘারাম-সংলিপ্ত ছাত্রাবাসসমূহে দুই জন করিয়া লামা থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লামাই ছাত্রাবাসসংলগ্ন মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পূজক এবং ছাত্রমণ্ডলীর উপদেষ্টা। কনিষ্ঠ লামা কেবল ভাণ্ডারগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন। যদি তাঁহাদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহারা দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই দুই কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন হয়। এই সকল কর্ম্মচারিনিয়োগকালে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়।

প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া ছ্‌হোস্‌দ্‌ গান করে। ঐ গীত শ্রুত হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রমণ্ডলী শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জাগিয়া উঠে এবং স্ব স্ব আবাসস্থ ঘণ্টাশব্দ করিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ করে। তদনন্তর তাহারা মুখ ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান করে। পরে মাথায় ভ্লা-গম্‌ ঢাকা দিয়া এবং হরিদ্রাবর্ণের টুপি মস্তকে দিয়া একটী বাটী ও ময়দার থলি হস্তে লইয়া তাহারা ভাণ্ডারীর নিকট ময়দা আনিতে যায়। পরে তাহারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠপ্রদক্ষিণ করে এবং কেহ কেহ মঞ্জুশ্রীমন্দিরে যাইয়া ওম্‌-হু-প-ৎচন্‌দ্রি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে।

বেলা ১টার সময় মিগ্‌-ৎসে-ম লামা মিগ্‌ৎসেম স্তোত্র উচ্চস্বরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের দ্বারদেশে আসিয়া শিরে হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া সমস্বরে সেই স্তোত্র গান করে। কিছুক্ষণ পরে হত্রিল আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে তাহারা মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর মুখোমুখি করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। তৎকালে তাহাদের থলি ও বাটী হাঁটুর নীচে লুকান থাকে। অতঃপর প্রধান গায়ক কর্ত্তৃক দেবপদাশ্রয়গীতি গীত হইবার পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উষ্ণীষ মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লৌহদণ্ডদ্বারা স্তম্ভগাত্রে আঘাত করিলে ছাত্রগণ জল খাবার ঘরে যাইয়া চা পান করে এবং তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার ঘরের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান করে বাহুল্যবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা বণ্টনকার্য্য পরিদর্শনার্থ ৫ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। দুই জন জদ্‌পোন্‌ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধ্যক্ষের আদিষ্ট চা-বণ্টনের কর্ম্মকর্ত্তা এবং দুইজন জ-ম ও একজন পরিদর্শক ঠব-গ্যোগ্‌গি দ্‌পোন্‌ পো ও তদধীন ২৫ জন পরিবেশক অহরহঃ এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠস্থ যতিগণ দিবসে তিন বার (প্রত্যেক বারেই ৩ বাটী) চা খাইতে পায়। অধি-কাংশ চা'ই চাঁদায় প্রাপ্ত। কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও চীনের সম্রাট্‌ বিশেষ বিশেষ দিনে লামাদিগকে চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাহে চা'র জল গরম হয়, তাহাতে প্রায় ২০০ মণ জল ধরে।

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিলে, কোন প্রকার অসৌজন্য বা অসদ্ব্যবহার প্রকাশ করিলে অথবা ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিলে প্রতিমোক্ষবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও সাজা হইয়া থাকে। সামান্য অপরাধে তিরস্কার বা লাঞ্ছনা দ্বারা অব্যাহতি

পায়, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ বারংবার করে; তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর তদনুরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপর্য্যুপরি মদ্যপান বা চুরি করে,তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও ছাত্রাবাস-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমণ্ডলীর সমক্ষে নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। পরে দুইজন লোকে ঐ ছাত্রের পায় দড়ি বাঁধিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া যায় এবং তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিতে থাকে। এক সময়ে তাহার উপর প্রায় সহস্রাধিক বেত্রাঘাত হয়, তদনন্তর তাহাকে মঠের সীমাবহির্ভাগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন্-লোক নামে খ্যাত।

মঠের বহিঃপ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্তৃত আছে। কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সঙ্গ বা কপালে কৃষ্ণবর্ণ রেখাধারী গেকোর লামাগণ মঠপ্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিতে পারেন। এই গেকোর লামাগণ মঠাধ্যক্ষ অপর প্রতিযোগিদ্বয়ের সাহায্যে লামা বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ প্রাচীন বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ন্যায় সুখস্পৃহাবর্জ্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা অর্থলালসা ও ভোজনলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাদের ভোজ্য এবং চঙ্গ, চা প্রভৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। গে-লুগ-প প্রভৃতি তিব্বতীয় প্রধান সঙ্ঘারামের অধীনে অনেক ভূসম্পত্তি আছে। উহার আয়ে তাঁহাদের ব্যয়ভার চলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শরতের শস্যকর্ত্তনকালে বহুশত লামা মঠের বাহির হইয়া ভিক্ষা করিয়া শস্য এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস প্রভৃতি ভরণপোষণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। কোন কোন লামা পুতুল গড়িয়া বা প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া, ছবি আঁকিয়া, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, বুজরুকী দেখাইয়া, চিকিৎসা করিয়া ও ঝাড়া ফুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া মঠের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। যে সকল লামা তাদৃশ প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাঁহারাই মঠের অন্যান্য কার্য্য করেন। কেহ কেহ বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া সঙ্ঘারামের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্যবসা ব্যপদেশে সুদ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা সুব্যবসায়ী এবং দেশের মহাজন বলিয়া পরিগণিত।

ভারতীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষাদি ভারতীয় ঋতুগুলির অনু-কূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত প্রভৃতি তুষারময় প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই বেশভূষার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তিব্বতীয় লামা বা বৌদ্ধ যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক পীড়াদায়ক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জুতা, মোজা ও গাত্র-বস্ত্র প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই নির্ম্মাণ করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্ত্তমান লামাদিগের জপমালা, শিরস্ত্রাণ, আল্‌খাল্লা, কোমরবন্দ, ছোটজামা, চোগা, ডোরাকাটা পশমী জোব্বা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উষ্ণীষ শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অনুকরণে গঠিত, কএকটী মাত্র চীন ও মোঙ্গলীয় ধরণে নির্ম্মিত দেখা যায়। তিব্বতীয় লামাগণের বিশ্বাস এই যে, লামা-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মসম্ভব এবং তাঁহার সহযোগী শান্তরক্ষিত খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ভারত হইতে যে শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক তিব্বতে পদার্পণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্ত্তমান টুপীগুলি গঠিত হইয়া থাকে। পণ্ডেন্‌জ-দমর নামক লাল উষ্ণীষ দিয়া স্বয়ং শান্তরক্ষিত তিব্বতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগ্-প ব্যতীত তিব্বতের সর্ব্বত্রই ঐ টুপীর প্রচলন ছিল। উহা ভার-তের শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত তূলার 'কাণ ঢাকা' টুপীর মত। ৎসোঙ-খাপা সেই লাল বর্ণ টুপীর পরিবর্ত্তে হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ (ষ-সের) প্রচলন করিয়া যান। উহাই গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের পরিধেয়।

মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ পশমী বস্ত্র বা লোমের দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন। সম্প্রদায়ভেদে উহা লাল ও কৃষ্ণবর্ণের হয়। সিকিম, ভোটান ও হিমালয়ের প্রান্তস্থ অনেক জনপদে যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না, সেই সকল প্রদেশ-বাসী বৌদ্ধলামাগণ গ্রীষ্মকালে খড়ের টুপী পরিধান করিয়া থাকেন। কেহ বা আদৌ টুপী পরেন না। চীনবাসীর ন্যায় উহারা টুপী খুলিয়া আগন্তুককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব-মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপি রাখেন না, কেবলমাত্র কএকটী ধর্ম্মকার্য্যে টুপি পরিধানের বিধি আছে।

তাঁহাদের গাত্রবস্ত্রেও উক্ত দুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। গে-লুগ্-প সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কুঙ্কুমরঞ্জিত হরিদ্রাবাস ধারণ করেন। যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্য্যের নিকট কোন উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে ঐরূপ হরিদ্রাবাস পরিধান করিতে পারে, তদ্ভিন্ন যদি অপর কোন ব্যক্তি ঐ বাস পরিধান করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের

সজ্ঘাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসজ্ঘাটির সহিত তিব্বতীয় লামাদিগের জান, নম্ জার ও ব‍্ল্ গোম্ নামক গাত্রবস্ত্রাদির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের স্থায় তাহারা মালা-জপ করে। ঐ মালায় ১০৮টী দানা থাকে এবং উহার দুই পার্শ্বের সূত্রে ১০টী করিয়া 'সাক্ষী' রাথে। ১০৮ বার মালাজপের পর এক একটী সাক্ষী ধরিয়া তাহারা মন্ত্রসংখ্যা নিরূপণ করে। এইরূপ দুই দিকের ১০×১০ সাক্ষীতে তাঁহাদের ১০৮০০ জপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রধান তষিলামার নিকট মুক্তা, চুনি, পান্না, নীলা, প্রবাল, স্ফটিক প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরে নির্ম্মিত মালা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে মালার দানা পৃথক্ হইয়া থাকে। গে লুগ্ প সম্প্রদায় মধ্যে হরিদ্রা বর্ণ কাষ্ঠের মালা প্রচলিত। তম্-দিন্ পূজায় লাল চন্দনকাষ্ঠের এবং ছ-রণী উপাসনায় শ্বেতশঙ্খের মালা, তান্ত্রিক উপদেবতাগণের পূজায় রুদ্রাক্ষ (Elæocarpus Janitus), সাপের হাড়ের মালা, অবলোকিতের পূজায় স্ফটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের ও তাম্ দিনের পূজায় প্রবাল এবং বজ্রভৈরবের উপাসনায় নৃকরোটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লামারা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাথেন। মালা-জপের সময় প্রত্যেক দানা ধরিবার অগ্রে তাঁহারা ওম্ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দানা ধরিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত্র বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজ্রদণ্ড, ঘণ্টা, করোটি-নির্ম্মিত ঢক্কা, খঞ্জনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। তষিল হুণপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কণ্ঠহার ধারণ করেন। কাহার কাহারও ভিক্ষাপাত্র ও সন্ন্যাসদণ্ড আছে।

তিব্বতবাসী লামাগণ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবাসী যতি, গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লামাদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

লামানগরীর পোতল পর্ব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসঙ্ঘারামে বৌদ্ধযতিগণ যে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাই নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত হইল,—

রাত্রিকালে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সংযত, হৃদয়ে গৃহমধ্যস্থ বেদীর সমক্ষে তিনবার দেবোদ্দেশে প্রণাম করিবেন। তদনন্তর জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপায় প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের উদ্দেশে স্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে সূত্রগ্রন্থ হইতে কএকটী মন্ত্র পাঠ করিবেন। স্তব ও মন্ত্র পাঠান্তে "ওঁ খে চরগণয় হ্রী হ্রী স্বাহা" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ স্ব স্ব পদতলে থুতু প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, দিবাভাগে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ জন্য যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এই মন্ত্রবলে তাহারা অমরাবতীর ইন্দ্রপুরে দেবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

এই সকল দেবারাধনার পর, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু যদি দুই বা চারি দণ্ড বাকী থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বল্পকাল "স্মোন্ লম্" ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন এবং ঘণ্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে সুপ্তোত্থিত হইবেন, তখন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিঙ্গাধ্বনি পর্য্যন্ত আপনার বেশ পরিধানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিঙ্গাধ্বনি হইবামাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 'দে'াব্ ছল্' নামক প্রস্তর মণ্ডপে উপাসনার্থ সমবেত হইবেন। ঐ সকল প্রস্তরাসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহারা "ওঁম্ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে! উৎসুষ্ম মহাক্রোধ হুংফট্" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মনের পাপ ও কলুষাদি চিন্তা করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর সুগ্ পা নামক ক্ষারমৃত্তিকা বা সাবান যোগে স্ব স্ব তাম্র ঝারিস্থ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিবেন। হস্তপদের স্থান বিশেষ প্রক্ষালনকালে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মুখাদি প্রক্ষালনের পর শৌচ দেহে তাঁহারা হস্তে মালা লইয়া জপ করিতে করিতে তারা দেবী ও মঞ্জুশ্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে কেহ কেহ স্ব স্ব কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তুতি পাঠও করিয়া থাকেন।

এই সকল কার্য্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। তাহার পর দ্বিতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ যতিগণ মন্দিরদ্বারের সমক্ষে যাইয়া এবং গেৎস্থলেরা মন্দিরসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম করেন। তাহার পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে দণ্ডহস্তে গেকো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন। সকলে নিজ নিজ মাদুরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মর্য্যাদানুরূপে বৃদ্ধের ন্যায় আসনপিড়ি হইয়া উপবিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন সকলে সমস্বরে ঐ সময়কার কএকটী নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর চা পান করেন। চা পান করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষ লামা সমবেত সকলের স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা-

পানপাত্র বাহির করেন। মঠস্থ শিক্ষানবিশ বা কোন ভৃত্য চা ঢালিয়া দিয়া যায়। পানের পূর্ব্বে যতিগণ অঙ্গুলী দ্বারা দুই ফোঁটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধ, অপরাপর দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং পান করেন। মিষ্টান্ন ও মাংসভোজনের সময়েও ঐরূপ নিবেদনমন্ত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থ নিম্নে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির ভাবার্থ উদ্ধৃত হইল,—

চব্য চষ্য লেহ্য পেয়াদি গুণযুক্ত এই আস্বাদমধুর ভোজ্য দ্রব্য আমরা ধ্যানী বুদ্ধ ও স্বর্গস্থ বোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই খাদ্যোপরি করুণা বিস্তার করুন। "ওম্ অঃ হুং।" তদনন্তর যথাক্রমে "ওম্ গুরু বজ্র নৈবিদ্য অঃ হুং। ওম্ সর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবিদ্য অঃ হুং। ওম্ দেব ডাকিনি শ্রীধর্ম্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবিদ্যঃ অঃ হুং।" ভূতেশ্বরের উদ্দেশে—"ওম্ অগ্রপিণ্ড অসিভ্যঃ স্বাহা। ওম্ হারিতে মহা বজ্রযক্ষিণি হর হর সর্ব্বপাপবিমোক্ষি স্বাহা" ইত্যাদি। জীবমাংস হইলে জীবহিংসা ও তন্মাংস ভক্ষণ জাত পাপক্ষালনের নিমিত্ত এবং পশুর স্বর্গকামনায় "ওম্ অবির খেচর হুং" মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। তদনন্তর মঠ ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্যপ্রদাতার মঙ্গল-কামনায় এই মন্ত্র পঠিত হয়—"নমো! সমস্তপ্রভরাগায় তথাগতায় অর্হ্তে সম্যক্‌বুদ্ধায় নমো মঞ্জুশ্রিয়ে। কুমারভূতায় বোধিসত্ত্বায় মহা সত্ত্বায়! তদ্‌যথা! ওম্ রলন্তে নিরভসে জয়ে জয়ে লব্ধে মহামতরক্ষিণস্মৈ পরিশোধায়. স্বাহা।" ইহার পর তাঁহারা আরও কতকগুলি স্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ গুলি ধর্ম্ম, নির্ব্বাণ, চিন্তামণি, কল্পতরু, মঙ্গল ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রার্থনা মাত্র।

চা-পানের পর, ধর্ম্মানুবেদকগণের অর্চ্চনা, স্থবিরগণের পূজা, মণ্ডলার্পণ, ভৈরব এবং তারা, দেম-ছোগ্ ও সঙুহ্ প্রভৃতি কুলদেবতাগণের পূজা যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকলের পূজা সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে চা পানের বিধি আছে। কুলদেবতার পূজাকালে মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার এবং পীড়িতের রোগমুক্তির জন্য মঙ্গল কামনা করা হইয়া থাকে। পীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাম "কু-রিক্" পূজা। অনন্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পূজা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা চা ও সূপ পান করেন। তাহার পর সকলে শেব-রাব্ সঞ্জিঙ-পো গান করিয়া সভাভঙ্গ করেন এবং একে একে মন্দিরের বাহির হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। প্রধান লামা সর্ব্বশেষে মন্দিরের বাহির হন।

গৃহে আসিয়া তাঁহারা আপন আপন অভীষ্ট মন্ত্র জপ ও কুল-দেবতার পূজা করেন। তাহার পর উক্ত দেবতাদিগকে ভোগ দিয়া থাকেন। সূর্য্যকালে "অনলচক্র" ঘুরাইয়া সকলে সময় নিরূপণ করিয়া লয়। এই সময়ে সূর্য্যদেব আকাশমার্গে দৃষ্টিপথারূঢ় হইলে তাঁহারা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া দুই হস্ত উত্তো-লনপূর্ব্বক "ওম্ মরীচীনাং স্বাহা" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্তুতি গান করেন। তদনন্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় যখন সূর্য্যালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত এবং আতপ তাপে শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে। তখন মঠবাসী সকল সন্ন্যাসীই মলত্যাগার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং শৌচ কর্ম্মাদি সমাধানান্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় শঙ্খধ্বনি হইলে সকলে পাঠার্থ প্রস্তরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটী বিস্তৃত কক্ষে আসিয়া পাঠ করেন। পনের মিনিট পরে তৃতীয় শঙ্খধ্বনি হইলে সকলে তথা হইতে মন্দিরে যাইয়া পুনরায় উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। দ্বিপ্রহরের পর পুনরায় শঙ্খনাদ হইলে তাঁহারা ঐরূপে প্রথমে প্রাঙ্গণে ও পরে মন্দিরে সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। এই সময়ে তাহারা তিনবার চা পান করিতে পারেন।

অতঃপর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জুতা খুলিয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা ও ভোগ দান করেন। তাহার পর মঠের ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী দিয়া যায়। ঐ খাদ্য দ্রব্য হইতে কিছু কিছু তাহারা পিতৃপুরুষগণকে এবং হারিতী ও তাঁহার পুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনারা ভক্ষণ করেন। তার পর যতিরা কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। বেলা ৩টার পর, তাঁহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। ঐ সময়েও পূর্ব্বের মত তিনবার শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে। এবার দেবতাদিগকে ভোগদানের সময়ে তিনবার চা খাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। শিক্ষানবিশ ও 'পার-পা যতিগণ এই সময়ে ঘরে আসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। বেলা ৭টার সময় পঞ্চমবার সান্ধ্যসম্মিলন হয়। ঐ সময়ে তিনবার শঙ্খনাদের পর সকলে পূজাদি সমাপন করিয়া ৩বার চা পান করেন এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে শিক্ষানবিশ ও দীক্ষিত যতি সম্প্রদায় স্ব স্ব অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করে। তৃতীয় বার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে সকলে শুইতে যায়।

ঞিঙ্-মা সম্প্রদায়ের মঠসমূহে প্রায় ঐরূপ প্রণালী আচরিত হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক মঠে [illegible] সময় শঙ্খধ্বনি হয় না। বেলা ৮টার সময় শঙ্খঘণ্টা [illegible] সকলে মন্দিরে সমবেত হইয়া পূজাদি উৎসব সমাপন [illegible] তথায় বসিয়া চা ও মুড়ি খান। প্রাতে ১০টার সময় [illegible] [illegible] হয়। ঐ সময়ে [illegible]

সমবেত হইয়া ভোজন করেন। সকলেই ভোজ্যদ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া খান না, বৈকালেও তাঁহারা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন। তদনন্তর টীন ঢক্কা নিনাদিত হইলে সকলে চঙ্গ মদ্য পান করিতে পান। এই সময়ে মহাকালের পূজা এবং তাহার পর সাধারণের মঙ্গলকামনায় দেবপূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ১০৮টী প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহারা স্কঙ্-যাগ্ পূজা সমাধা করেন। গুরু পদ্মসম্ভবের পূজাই ঞিঙ্-মা সাম্প্রদায়িক মঠের প্রধান অঙ্গ। এখানকার যতিরা দিবসে নয়বার চা ও খাদ্য পান। সান্ধ্যসম্মিলনের পর ঢক্কানিনাদে আর একবার যতিগণ একত্র আহূত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে একত্র হইয়া তাঁহারা অন্ন ও মাংস ভক্ষণ করেন।

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অনুকরণ করেন। তবে পূজা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে কতকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ভজনকালে অনেকে হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। যাঁহাদের রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাঁহারা প্রাতঃকালে মুখাদি প্রক্ষালনের পর উপরোক্তরূপ আচারানুষ্ঠান করেন। তদনন্তর দেবার্চ্চনা, প্রেতার্চ্চনা ও ভোগ দিয়া তাঁহারা চা মুড়ি প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করেন। বেলা ২টার সময় সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁহারা পুনরায় কুলদেবতা প্রভৃতির পূজা ও স্তবাদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে তাঁহারা শয়ন করিয়া থাকেন।

তপঃপরায়ণ লামা যোগীদিগের ঐরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান নাই। তাঁহারা পর্ব্বতগুহার মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃত সন্ন্যাসীর পালনীয় আচারানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। এই যোগাভ্যাস তিন মাস তিন দিন ধরিয়া করিতে হয়। ঐ সময়ে 'মূলযোগ সঙ্গোন গো'র চারিশাখাই তাঁহারা লক্ষবার জপ করেন এবং আশ্রমে ভিক্ষামন্ত্রপাঠকালে লক্ষবার দেবোদ্দেশে নত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রযান-মতাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর হঠযোগসাধনকারী। ইঁহারা সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভোটরাজ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ করেন, তৎসমুদায়ই মঠের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধেয় বাস প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে দর্জ্জি, মুচী ও চিত্রবিদ্যাদি শিক্ষা করিয়াছে। কেহবা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া মঠের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

লামাগণ প্রধানতঃ চাউল, দুধ, নবনীত, [illegible] ও মাংস খান। মাংসের মধ্যে ছাগ, ভেড়া, ও চমরী গো তাহাদের সেবনীয়, মৎস্য এবং কুক্কুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙ্ গণ কোনরূপ মাংসই ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। তষিলহুণপোর প্রধান লামা মাংস ভক্ষণ করেন। প্রসিদ্ধ লাসা-মঠের লামাগণ সাধুপ্রকৃতিক, তাঁহারা মদ্যপান করেন না। অন্যান্য স্থানের লামাদিগকে চঙ্গ মদ্য পান করিতে দেখা যায়, লাসা-মঠের লামারা ভূতাদির তৃপ্তির জন্য মদ্য উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

লামাধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিরূপে ও কোন্ সময়ে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাসহ তন্ত্রমতপ্রসূত এই লামাধর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাত্রই বর্ব্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটরাজ স্রোঙ্-ৎসান্ গম্পো (৬৩৬-৪১ খৃঃ) স্বীয় ভুজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়া একটী বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। থঙ্গবংশীয় চীনসম্রাট্ থৈৎসুঙ্গ স্বীয় কন্যা বেন্‌ছেঙ্গের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে ভোটরাজ স্রোঙ্ ৎসান গম্পো ছিৎসুঙ্গ পুঙ্ সান্ নামে পরিচিত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার কন্যা ভ্রুকুটী দেবীর পাণিপীড়ন করেন। উভয় রাজকন্যাই বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং পত্নীদিগের অনুরোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে বৌদ্ধরাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি স্বীয় মহিষীদ্বয়ের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার কামনায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহে কৃতসংকল্প হন। তাঁহারই উদ্যোগে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য আনয়নের ব্যবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানাস্থানে ভোটরাজদূত গমন করিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম থোন্ মি সম্ভোট। এই ব্যক্তি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি ভারতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ লিপিদত্তের এবং পণ্ডিত দেববিৎ সিংহের (সিংহঘোষ) নিকট বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বদেশ-যাত্রাকালে তিনি বহু শত বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল বর্ণমালা মিশ্রিত যে অক্ষরে পুঁথিগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই অক্ষরে তিব্বতীয়

ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। কেবল তিব্বতীয় বর্ণমালার স্বরসামঞ্জস্য রক্ষা তিনি সেই অক্ষরমালায় আবশ্যক মত কতকগুলি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তি-কালে তিব্বতীয় বর্ণমালা বলিয়া পরিচিত হয়।

থোন্মি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলেও, প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক বা বৌদ্ধযতিরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা স্রোঙ্-ৎসন্ গম্পো বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের অবতার-রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী চীনরাজদুহিতা ওেন্‌ছেঙ্গ অবলোকিতের পত্নী তারাদেবীর নামে শ্বেতাঙ্গিনী তারা এবং নেপালরাজকন্যা ভ্রুকুটী তারা দেবী বলিয়া পূজিতা হন। ভ্রুকুটী তারার বর্ণ নীল এবং মূর্ত্তি অতীব ভীষণা। তিনি অহরহঃ স্বীয় সপত্নী বেনছেঙ্গের সহিত কলহ করিতেন বলিয়া তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা স্রোঙ্-ৎসন্ গম্পো পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র মঙ্গস্রোঙ মঙ্গ-ৎসন রাজার বৌদ্ধধর্ম্মযাজক মগ্‌রের প্রতিনিধিত্বে রাজ্য শাসন করেন। উহার পরবর্ত্তিকাল হইতে তিব্বতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূতোপাসক ষামান ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। প্রায় শতাব্দ পরে উক্ত বংশে রাজা থি-স্রোঙ্-দেৎসানের রাজত্বকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। চীনসম্রাট্ ৎছঙ্গ-ৎসোঙ্গের পালিতা কন্যা ছিন্ ছেঙ্গের গর্ভে এই রাজকুমারের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারতীয় বৌদ্ধযতি শান্ত-রক্ষিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে গুরু পদ্মসম্ভবকে আনিতে দূত প্রেরণ করেন। পদ্মসম্ভব তৎকালে বিহারস্থ নালন্দা মঠে তান্ত্রিক যোগাচার্য্য শাখায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ, গুরু পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের ভগিনী মন্দারবাকে বিবাহ করেন।

রাজার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া পদ্মসম্ভব নেপাল রাজ্য মধ্য দিয়া তিব্বতে যাত্রা করেন। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজসকাশে যাত্রা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে তিনি কিরূপ ডাকিনী ও যক্ষিণীগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহাও রাজসমীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, "তাহারা বুদ্ধের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও অপকার করিবে না। আমিও তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছি যে, তোমরাও আমার আদেশে পূজা ও বলি পাইবে।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের অর্দ্ধ-সভ্য ও অসভ্য জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়া যখন বৌদ্ধাচার্য্যগণ দেখি-লেন যে, তাহারা কুসংস্কারে এবং পর্ব্বত, বৃক্ষ ও ভূতাদির উপাসনা লইয়া এতই মোহাভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের হৃদয় হইতে এই কুসংস্কাররূপ কুজ্ঝটিকা অপনোদিত করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি ও প্রতীত্য-সমুৎপাদরূপ মহাধর্ম্মবীজ তাহাতে বপন করা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার, তখন তাঁহারা দেবরূপে পূজ্য সেই সকল ভীষণদৃশ্য অপদেবতাদিগকে প্রকৃত দেবরূপে গণ্য করিয়া "ন দেবাঃ স্বষ্টিনাশকাঃ" বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, "এই সকল পিশাচ, যক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বুদ্ধের মঙ্গলময় করুণায় মন্দকারী শক্তি বিসর্জ্জন করিয়া এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আর জীবের অপকার করিবেন না। বরং যাহাতে জীবসত্ত্বের মঙ্গল ও মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন; সুতরাং তাঁহারা সাধারণের পূজ্য, তাঁহাদেরও বলি দেওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-যুগে সাধারণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে দশবাহু-শালিনী দুর্গা, লোলরসনা করালবদনা কালী, বিস্ফারিতনেত্র বিরূপাক্ষ, রক্তবর্ণা ভীষণদৃশ্যা শীতলা, করালদংষ্ট্রা বারাহী প্রভৃতি দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবও তিব্বতে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মে বিশ্বস্ত রাখিয়া তাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রাধান্য স্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌত্তলিকমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্ম মূলধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া লামা (ব্লম) বা ব্রহ্মধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বতীয় ভাষায় লা-ম শব্দে পরম পুরুষ বুঝায়; বুদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ যাঁহার মহীয়সী শক্তি-প্রভাবে অপকর্ম্মা ভূতগণও বশীভূত হইয়া সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুষার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ উপাধ্যায় মাত্রে ও বৌদ্ধযতি সাধারণে আরোপিত হইল।

গুরু পদ্মসম্ভবের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ও প্রভাব অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাচীন ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড-গুলিতে তাহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজা থি-স্রোঙ্-দেৎসন তৎপ্রবর্ত্তিত লামা বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হন। তাঁহারই আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সম-যাস্ নগরে প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা মগধের ওদন্তপুরীর সুপ্র-সিদ্ধ বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়, স্বয়ং পদ্মসম্ভব ঐ মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যতিবর শান্তরক্ষিত প্রতিষ্ঠাকার্য্যে গুরুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ মঠেই প্রথমে লামা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শান্তরক্ষিত তথাকার প্রথম আচার্য্য বা উপাধ্যায় হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল অসীম পরিশ্রমে ধর্ম্মকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে লামাসমাজে আচার্য্য-বোধিসত্ত্বরূপে পূজিত। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য শারিপুত্র, আনন্দ,

নাগার্জ্জুন, গুণকর, শ্রীগুপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ প্রভৃতির ন্যায় তিনি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

তিব্বতবাসিগণ এই নবপ্রবর্ত্তিত লামামতকে ধর্ম্ম বা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়ামাত্র বিদ্যমান আছে। তান্ত্রিক বীরাচারে উহা সম্যক্ রূপে বিপ্লাবিত। নানাদেবতার উপাসনা এবং ভৌতিক ক্রিয়া ও ভোজবিদ্যা সেই প্রাচীন সূক্ষ্মতম ধর্ম্মতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে। এই ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ "নঙ্ প" এবং যাহারা এই মতবহির্ভূত তাহারা "প্যি ড়িঙ" নামে কথিত।

উপাধ্যায় শান্তরক্ষিতের পর "পল বঙ্স" আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে "ব্য থ্‌গ্ ঋিগ্স" সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত লামা হইয়াছিলেন। শিক্ষানবিশ শিষ্যগণের মধ্যে লামা সগোর বৈরোচনই সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি লামা-সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা ও সহচর আনন্দের অংশাবতাররূপে সম্মানিত। বৈরোচন তিব্বতীয় ভাষায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গুরু পদ্মসম্ভব লামাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসঙ্গে যে সকল আচারানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎসম্প্রদায়ভুক্ত পঁচিশ জন শিষ্য তাঁহার তিরোধানের কএক শতাব্দ পরে তৎপ্রবর্ত্তিত প্রকৃত ধর্ম্মমত ও পদ্ধতি বলিয়া যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তৎকালীন আচারবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আদি পদ্ধতি অনুসৃত এবং ভৌতিকবিদ্যাসমাশ্রিত ক্রিঙ্-ম-প সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, পদ্মসম্ভব তাঁহার জন্মভূমি উদ্যান এবং কাশ্মীরে প্রচলিত ঘোর তান্ত্রিক ও ভোজবিদ্যাপ্রসূত মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্ত্রমূলক শৈবধর্ম্ম ও ভূতোপাসক বোন্-পা ধর্ম্ম মিশ্রিত ছিল।

গুরু পদ্মসম্ভবের যে পঞ্চবিংশতি শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভৌতিক ও ভোজবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহারা মন্ত্রবলে ভূতগণকে বশীভূত করিয়া তিব্বত ভূমে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণ পদ্মসম্ভবের অসামান্য তিরোধান ও তাঁহার ভোজবিদ্যাপ্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখনও প্রাচীন লামাসম্প্রদায়দিগের মঠে তাঁহার আট প্রকার মূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। তিব্বতবাসীর বিশ্বাস, গুরু পদ্মসম্ভব সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজা থি-স্রোঙ্-দেৎসন্ ও তাঁহার দুই জন বংশধরের প্রগাঢ় উৎসাহে তিব্বতে লামাধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বোন্-পা ধর্ম্মাশ্রিত তিব্বতবাসী আচরিত প্রথার সামঞ্জস্যসাধক এই নবীন মতের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া বরং রাজার ভয়ে তাহার পোষকতাই করিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এই মতে দ্বিধা ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকন্তু ইহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই শক্ত্যাত্মক নবধর্ম্মে তিব্বতবাসী অনুরক্ত হওয়ায় লামাধর্ম্ম শীঘ্রই পুষ্টি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু শিক্ষাবলে তিব্বতবাসী যতই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, ততই তাহারা লামাধর্ম্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিল। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপদ্ধতিরও সংস্কার হইয়াছিল; এই কারণে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটী যুগ নিরূপণ করা যায়। ১ম আদি যুগ অর্থাৎ রাজা থি-স্রোঙ দেৎসনের রাজ্যকালে লামাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধদিগের তাড়না পর্য্যন্ত। ২য় মধ্যযুগ বা লামাধর্ম্মের সংস্কার কাল পর্য্যন্ত এবং ৩য় বর্ত্তমান লামা ধর্ম্ম বা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে ধর্ম্মাচার্য্য দলই-লামার প্রাধান্য ও রাজত্ববিস্তার কাল।

৮২২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লাসানগরীর লাটস্তম্ভের অনুশাসনপাঠে জানা যায় যে, তিব্বত ও চীনবাসিগণ তিনটী পরম পুরুষ এবং পবিত্রচেতা সাধুগণ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের উপাসনা করিতেন। উহাই প্রকৃতপক্ষে তথাকার আদি-লামাযুগের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায়।

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে থি স্রোঙ্ দেৎসনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুথিৎ-সান পো রাজা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিষপ্রয়োগে নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা সদ্ ন লেগ্স্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারার্থ কমলশিলাকে তিব্বতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রালপছন ৮১৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের শেষভাগে) সিংহাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার রাজ্যকালে নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু ও আর্য্যদেবের প্রসিদ্ধ টীকা ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ভোটভাষায় অনূদিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি ভারতবাসী কএকজন বৌদ্ধযতিকে ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদকার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে স্থবিরমতির শিষ্য জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ম্মন্, দানশীল এবং বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজা রালপছনের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্-দর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী হইয়া পড়েন এবং ৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন হস্তগত করেন। তিনি রাজপদারূঢ় হইয়া লামাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে থাকেন; এমন কি, তিনি মন্দির ও মঠ ধ্বংস করিয়া লামাসন্ন্যাসীদিগকে জীবহিংসাকারী কসাইর কার্য্য

করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আদেশে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ ভস্মসাৎ হইয়াছিল।

সুখের বিষয়, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্বেষ বহুকালস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে লালুঙ-বাসী লামা পাল-দোর্জে মুখোস প্রভৃতি ভয়াবহ বেশভূষা পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। লামা পাল দোর্জে বাউলের ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের সমক্ষে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। পরে রাজসৈন্য তাঁহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চাদ্ধাবিত হইলে তিনি একটী কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী সন্তরণপূর্ব্বক পলাইয়া যান। জলমগ্ন হওয়ায় অশ্বের কৃত্রিম গাত্রবর্ণ বিধৌত হইয়া মূলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাঁহার ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া অপর পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসী তাঁহাকে অপর ব্যক্তি মনে করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই। তীরের আঘাতে রাজা পঞ্চত্ব পাইবার কালে বলিয়াছিলেন যে, "বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাদনরূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিন বৎসর অগ্রে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।" রাজা লঙ্ দর্ম্মের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার বালক পুত্র আর লামাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং লামাগণ ধীরে ধীরে আপনাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শতাব্দের প্রারম্ভে ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ কাশ্মীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযতি তিব্বতপরিদর্শনে আগমন করেন। তাহাদের মধ্যে স্মৃতি, ধর্ম্মপাল, সিদ্ধপাল, গুণপাল, প্রজ্ঞাপাল এবং প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদক সুভূতি, শ্রীশান্তি প্রভৃতি যতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামাধর্ম্মসংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি অতীশ তিব্বতে পদার্পণ করেন। তিনি লামাগণের নিকট "জো-বো-র্জে-দ্পাল-ল্দন্ অতীশ" নামে পরিচিত ও দেবতার ন্যায় সম্মানিত।*

অতীশের প্রধান শিষ্য ড্রোম্-টৌন্ সংস্কৃত কদম-সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্ত হইয়াছিলেন। উহাই সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দের পরে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইয়া তন্নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রবর্ত্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের অনুকরণে অর্দ্ধ সংস্কৃত কর-গ্যু-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে লামাধর্ম্ম তিব্বতে দৃঢ়মূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভূত হয় এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে পারমার্থিক মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পৌরোহিত্য শক্তি বিস্তার করিতে থাকে। ধর্ম্মযাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় সর্দ্দারগণের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। সেই সুযোগে চীন ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

খৃষ্টীয় ১২০৬ অব্দে খাকনমোগল বংশধর জেন্ঘিজ্ (জেঙ্গিস্) খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন-সম্রাট খুবিলই (কুব্লাই) খাঁ বর্ব্বর অশিক্ষিত ও অসভ্য-প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটী সদ্ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেষ্ঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আহ্বানপূর্ব্বক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি উহা একটী নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজধর্ম্মরূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে।

খুবিলাই খাঁ স্বীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা শাক্যপণ্ডিতকে লামাধর্ম্ম-

---

* ভারতে তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ভোট-ইতিবৃত্তমতে বাঙ্গালার গোড়রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ওদণ্ডপুরিবিহারে আসিয়া বৌদ্ধযতি-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ বা সুধর্ম্ম-নগরের বৌদ্ধাচার্য্য সুপরিচিত চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবোধিবিহারের উপাধ্যায় মতিবিতর এবং মহাসিদ্ধি নারোর নিকট তিনি মহাযানমত ও মহাসিদ্ধি অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিব্বতযাত্রাকালে তিনি মগধের বিক্রমশিলা সঙ্ঘারামের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকেন। রাজা মহীপালের পুত্র নয়পাল তাঁহার সমসাময়িক।

১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামা নগ-ৎভোর সহিত যখন তিনি নারি খোর্সুম পথে তিব্বতে আইসেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বৎসর। তিনি এখানে আসিয়া লামা-ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে লামানগরীর নিকটবর্ত্তী স্ক্রেঠাঙ্ সঙ্ঘারামে তাঁহার দেহাবসান হয়। লামামতের সংস্কারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি স্বমতপ্রতিপাদক কয়খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—বোধিপথপ্রদীপ, চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহ-গর্ভ, হৃদয়নিশ্চিত, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্ম্মাদিমার্গাবতার, শরণাগতোপদেশ, মহাযানপথসাধনবর্ণসংগ্রহ, মহাযান-পথসাধনসংগ্রহ, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, দশকুশলকর্ম্মোপদেশ, কর্ম্মবিভঙ্গ, সমাধিসম্ভরপরিবর্ত্ত, লোকোত্তর সপ্তকবিধি, গুরুক্রিয়াক্রম, চিত্তোৎপাদ-সম্বরবিধিকর্ম্ম, শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময় (সুবর্ণদ্বীপাধিপতি রাজা ধর্ম্মপাল, দীপঙ্কর ও কমলকে যে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সারমর্ম্ম) ও বিমলরত্নালোক। তিব্বতযাত্রাকালে দীপঙ্কর অতীশ শেষগ্রন্থ মগধরাজ নয়পালকে লিখিয়া পাঠান। তিব্বতে ইনি বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পূজিত।

মণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে চীন-রাজপৌরোহিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিব্বতরাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন। তদনন্তর ১২৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই যত্নে উক্ত পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র মতিধ্বজ (ভোটনাম লোদোই গাল্-ৎষন্) ফাগ্‌স্-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি রাজানুগ্রহে রোমক পোপের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ খুবিলাই খাঁ লামাধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে মোঙ্গলীয়ার নানাস্থানে এবং পেকিন্ নগরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটীমাত্র সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শাক্য-পণ্ডিত মতিধ্বজ পণ্ডিত-মণ্ডলে সমাবৃত হইয়া লামাধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কর-গ্যুর গ্রন্থ মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

পরবর্ত্তী মোগলসম্রাট্‌গণের অধীনে শাক্য-পুরোহিতগণের রাজকীয় প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দিকুঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কর-গ্যু-প সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিঙ্গরাজবংশ চীনসাম্রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত বংশীয় সম্রাট্‌গণ শাক্য-পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে কর-গ্যু-প দিকুঙ্গ ও ক-দম-প-ৎষল সঙ্ঘা-রামের আচার্য্যত্রয়কে তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে লামা ৎসোঙ-খ-প অতীশ-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত-লামাধর্ম্মের পুনঃসংস্কার সাধন করিয়া উহাকে গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অন্যান্য সম্প্রদায়কে হীনতেজ করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজক তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য আজিও সেই সম্মানে ভূষিত আছেন।

লামা ৎসোঙ-খ-প'র ভ্রাতুষ্পুত্র গেদেন-ডূব্ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Grand Lama) হন। তিনি সাধারণের নিকট অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পঞ্চম পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের বিমলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিঘোষিত হয়েন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মোগলরাজ গুস্রি খাঁ তিব্বত জয় করিয়া পঞ্চম লামাচার্য্য ঙগ্-বঙ্-লো-জঙ্গকে দান করেন। তদবধি গে-লুগ-প সম্প্র-দায়ের লামাচার্য্যগণ রাজশক্তিতে ভূষিত হন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ তাঁহাকে তিব্বতের অধিরাজ বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক মোঙ্গলীয় 'দলই' (সমুদ্র) উপাধি দান করেন; তদবধি য়ুরোপীয় পরিব্রাজকগণের নিকট তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ দলই-লামা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে তিনি গল্-ব-রিণ-পোছে নামে অভিহিত।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লাসানগরের সন্নিকটে শৈলোপরি সুপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দির স্থাপন করেন। তিব্বতের অপরাপর লামা সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে ও তদ্বংশধর-দিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজশক্তিপ্রাপ্ত লামা ঙগ-বঙ শেষজীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রভুত্বস্থাপনে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা এবং মাঞ্চুজাতির বিদ্রোহে প্রপীড়িত হইয়া তিনি লীলাবসান করেন। ষষ্ঠলামা চীনসম্রাটের আদেশে নিহত হন। তদনন্তর তিনি স্বহস্তে তিব্বতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তথাকার মোহন্ত-নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু গে-লুগ্-প সম্প্রদায় পঞ্চম লামার প্রণোদিত প্রথায় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এ সময়ে কএকজন মাত্র চীনরাজকর্ম্মচারী তিব্বতে উপস্থিত থাকিলেও এই সাম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লামাগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতেন।

এই লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ তিব্বত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে বিস্তৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে য়ুরোপীয় ককেসস্ হইতে পূর্ব্বে কামস্কাট্‌কা এবং উত্তরে বুরিয়াৎ সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে সিকিম ও য়ুন্-নান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সুবিস্তৃত ভূভাগে লামাধর্ম্ম বিস্তৃত হইলেও, তথাকার অধিবাসিসংখ্যা নিতান্তই কম; কিন্তু সকলেই লামাকে রাজা ও ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করে।

সমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্ম্মোপাসক, পূর্ব্ব-ভোটবাসিগণ বোন্ ধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশ উভয়ধর্ম্মই মান্য করে। বোন্ ধর্ম্মাচারিগণ লামাধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিরত হন না।

য়ুরোপে কালমাক্ তাতার জাতির বাসভূমি ভল্‌গা নদীতীর পর্য্যন্ত লামাধর্ম্মের শেষ সীমা। তোরগোৎ জাতির পলা-য়নের পরেও য়ুরোপের রুষরাজ্যে ডন ও দৈক নদীর মধ্য-বর্ত্তী স্থানে ২০ হাজার ঘর কালমাক্ তাতারের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্ম্মে বিশ্বস্ত রহিয়াছে। উক্ত পলায়নের পর হইতে তাহারা আর দেবরূপী পুরোহিত লামাকে শ্রেষ্ঠ-লামা বলিয়া সম্মান বা তাঁহার আদেশ পালন

করে না এবং কথনও কোন উপঢৌকনাদি পাঠায় না; তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে। * আজিও তিনি গোপনে তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি ভল্‌গাতীরে তাঁহার ধর্ম্মশক্তি বিস্তারিত হইতেছে। কালমাকগণের শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত আজিও লামা নামে পূজিত। দলই লামাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও রুষগবর্মেণ্টের নির্ব্বাচিত এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহারা আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে।

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে সুদূর ভল্‌গা-তীর পর্য্যন্ত দলই লামার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নিকট দায়িত্বগ্রস্ত অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসর তাঁহাকে লাসা-নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। ঐ সকল লামা-পুরোহিত এক্ষণে স্কাবিনার নামে পরিচিত। তোরগোৎদিগের পলায়নের পর হইতে আর স্কাবিনারগণ ঐ কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের (Ulluse) স্কাবিনারগণ এখন বিভিন্ন চুরুল্লে বিভক্ত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কালমাকজাতির জনসংখ্যার দশমাংশ পুরোহিতপ্রধান হওয়ায় এবং তাহারা স্বজাতি-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে প্রতিপালিত হইত বলিয়া রুষগবর্মেণ্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান-লামা জম্বোনম্‌কের সাহায্যে উক্ত অযৌক্তিক প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। পূর্ব্বে দুষ্ট ও অলস লোকে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইত এবং ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্‌-দিগের নিকট হইতে ধর্ম্মের ভান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। রুষ-গবর্মেণ্ট সহস্র সহস্র অকর্ম্মণ্য পুরোহিতকে সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রুষসাম্রাজ্যের আদমসুমারি হইতে জানা যায় যে, তথায় ৮২ হাজার কির্কিজ্, ১১৯১৬২ কালমাক্ ও ১৯০০০০ বুরিয়াৎ লামাধর্ম্মসেবী বিদ্যমান আছে। অপরাপর স্থানের লামা ও লামাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তালিকা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নেপালে গোর্খাজাতির প্রাদুর্ভাবে শৈবহিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাহারা অনেকাংশে বৌদ্ধদ্বেষী হইলেও, অধিকাংশ নেপালীবৌদ্ধই লামামতাবলম্বী। বর্ত্তমান ভোটান (ভোটান্ত) জনপদে লামাধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তথাকার তাসিসুদন জেলায় ৫শত, পুণাখায় ৫শত, পারোজেলায় ৩শত, তোঙ্গসোরে ৩শত, টাগনায় ২॥০শত, ও বন্দীপুরে (অন্দিপুর) ২শত লামা-পুরোহিত আছে। এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতগুহা মধ্যে অসংখ্য লামাসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুণী দেখা যায়। মঠবাসী ভিন্ন প্রায় ৩ হাজার লামা-পুরোহিত রাজকর্ম্মে ও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন।

সিকিমে লামামতই রাজধর্ম্ম। তথাকার লামা ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ধর্ম্মাত্মা পদ্মসম্ভব (গুরু রিম্-বো-ছে) লামামত-স্থাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের লামাপরিব্রাজক ল্‌হা-ৎসুন-ছেম্বো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তদ্দেশবাসীরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পর সিকিমবাসী লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি এখানে পরিত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। *

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে ল্‌হা-ৎসুন ছেম্বোর মৃত্যুর পর হইতে সিকিমে লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধযতি ও সঙ্ঘারামে সিকিমরাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে এবং লেপ্‌ছা জাতির বর্ণমালার উৎপত্তিকাল লামাধর্ম্মের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যায়। সিকিমে ঞিঙ-ম-প ও কর-গ্যু-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভাবই অধিক। তথায় ডুক্-প সম্প্রদায়ের কোন মঠ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিব্বতে লামাধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়। ভারতীয় মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-জনপদস্থ প্রাচীন বোন্ ধর্ম্ম একত্র করিয়া তথাকার লামামতের উৎপত্তি ঘটে। ৭৪৭খৃষ্টাব্দে ওগ্যেন বা উদ্যানবাসী গুরু পদ্মসম্ভবের চেষ্টায় পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহা সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা লঙ-দর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকামনায় বৌদ্ধ-দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মত ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে। তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে মহাত্মা অতীশের শুভাগমন পর্য্যন্ত লামাধর্ম্ম আর কোনরূপ পুষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে অতীশ ও তাহার শিষ্য ব্রোম্‌তোঙ্ কদম-প সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া আদি লামাধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়া পূজিত হন। এই শাখামতাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ লামা ৎসোন-খ-প ১৪০৭খৃষ্টাব্দে গ্যাল-

* ল্‌হা-ৎসুন ছেম্বো দক্ষিণপূর্ব্ব তিব্বত ভূভাগের কোঙ্গবু জেলার ৎসঙ্‌পো (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকায় ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে সিকিম আসিবার সময় পথিমধ্যবর্ত্তী নানা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে লাসানগরে সমুপস্থিত হন। এখানে প্রথম দলই-লামা ঙগ্-বঙের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য মহাত্মা ভীমমিত্রের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা গ্রিক্‌মি-প-বো তাঁহারই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দন সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে উঁহাই তিব্বতের পারমার্থিক-মণ্ডলরূপে পরিগণিত হইয়া সংস্কৃত গেলুগপ (কদম-প শাখান্তর্ভুক্ত) সম্প্রদায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পারিমার্থিক মণ্ডলেশ্বর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক মত ও আপনার প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

১০৬২ খৃষ্টাব্দে ঞিঙ্-ম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিকরূপে সংস্কৃত হইয়া পরিশেষে ঞিঙ্-ম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের শাখারূপে যথাক্রমে ওর্গ্যেন-প, দোর্জ্জে-তক্-প, মিন্দোলিন্-প, ঙ-দক্-প, কর্তোক্-প ও, লহা-ৎস্থন-প প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ঞিঙ্-ম-প বা প্রাচীন অসংস্কৃত লামা মতসম্বন্ধীয় শাখা বলিয়া কথিত।

১০৭২ খৃষ্টাব্দে শাক্য মোন্ যে শাখা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শাক্য-প শাখা নামে সমভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে। তাহা হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে জোনঙ-প শাখার উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে তারনাথ জোনঙ-প শাখার মতপ্রাধান্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর একটী শাখা গঠিত হয়, কিন্তু তাহা প্রাধান্যলাভ করে নাই।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে মর্-প ও মিল-রস্-প কর-গ্যু-প শাখার পত্তন করিয়া যান। লামা দ্বগ্-পো-লহর্জে উক্ত সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্ত্তকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনুমান ১১৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কর-গ্যু-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ ও সংস্কৃতভাবে দিকুন্-প, কর্ম্মপ এবং প্রাচীন বা উত্তর দ্রুক্-প (১১৫০ খৃঃ) শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্রুক্-প সম্প্রদায় হইতে সংস্কৃতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটান্তের দ্রুক্-প এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটান্ত দ্রুক্-প হইতে আধুনিক বা দক্ষিণ দ্রুক্-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে দিকুন্-প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর একটী স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর্‌গ্যু-প ও শাক্যপ সম্প্রদায়াশ্রিত শাখাগুলি অর্দ্ধসংস্কৃত-লামামত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন লামা গুরু পদ্মসম্ভবের গুহায় লুক্কায়িত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়া যে সকল শাখা মত প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তৎসমুদয় "তের-ম" বা গুরুর অভিব্যক্ত সাম্প্রদায়িক মত ঞিঙ-ম-প সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে শামানী বোন্-প ও ভূতাদির উপাসনার সহিত বিশুদ্ধ লামা মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি পরস্পর পৃথক্। তাহাদের পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণ অনেকটা বিভিন্ন। নিম্নচিত্রে তাহা বিবৃত হইল।

মোঙ্গললামা শে-রাব। কর্-গ্যু লামা। শাক্যলামা।
লামা উগ্যেন্-গ্য ৎসো। ঞিঙ্-মা লামাদ্বয়। কর্ম্মলামা।

উপরোক্ত সম্প্রদায়সমষ্টির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাসহকারে লামাধর্ম্মরাজ্যে অসংখ্য মঠ ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় ও তদন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং তত্তন্মতপ্রতিষ্ঠাতৃদিগের জীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন বাহুল্যবোধে লিপি-

বদ্ধ হইল না। সাংসারিক প্রলোভন হইতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করাই বৌদ্ধযতিদিগের প্রধান কর্ম্ম, কেন না তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন; এই কারণে তাঁহারা নির্জ্জন ও প্রলোভনশূন্য বিজন প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। ঐ সকল বাসভূমিই বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারাম বা মঠ নামে খ্যাত। লামাধর্ম্মবিস্তারকল্পে তিব্বত রাজ্যে এবং তৎপার্শ্বস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, রুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নানা সঙ্ঘারাম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থান ভোট-ভাষায় গোন্‌-প (নির্জ্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিম্নে কএকটী বিভিন্ন দেশীয় প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

তিব্বত—তষিলহুণপো, শাস্ক্য, মিন্দোলিঙ, হীমিস্ (লাদক্), সঙ-ঙ ছো-লিঙ্, পদ্ম-যঙ-ৎসে (পেমিওঙ্গছি), ত-ক-তষি দিঙ, ফো-দঙ, ল-ব্রঙ, দোর্জেলিঙ্ (দার্জ্জিলিং), দেঠাঙ, রি-গোন্, তু-লুঙ্, এন্-চে, হুব্-দে, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মণি, সে-নোন্, যঙ গঙ, লহুন্-ৎসে, নম-ৎসে, ৎস্থুন-ঠাঙ, রব্-লিঙ, হুব্-লিঙ দে-ক্যি-লিঙ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সম-যাস্, গাংলদন, দে-পুঙ্গ, সের্-র, নম্-গ্যল-ছোই-দে, রমো-ছে ও কর্ম্মক্য, দেযেরিপ-গয়, জন-লছে, ছমনমরিন্ (১২২২০ ফুট উচ্চে), দোর্ক্য-লুগু-দোঙ, শাক্য বা শস্ক্য, র-দেঙ্গ, তিঙ্গ-গে, ফুন্-ৎষোগস্‌গ্লিঙ, সম-দিঙ্ (১৪৫১২ ফিট্ উচ্চ), দি-কুঙ্গ (ব্রি-গুঙ,) শ্মিন্-গ্রোল্ গ্লিঙ (মিন্দোল্লিঙ্গ), দোর্জ্জে-দগ্, দপল্-রি, যালু, গুরু ছো-বঙ্, সঙ্গ্-কর-গু-থোক্, কছুছ, গ্যান্-ৎসি, দের্জ, ছাবমদো, কার্থোক, রিছচে দোর্জ্জে-যু, মর-পুঙ লেক্-পুঙ, মেন্‌দেলদেম্, ফু-প-রোন্, কোন-দেম, ভো-লুন্, ছমনক, ক্যোন্-স, নর্তোন্, রিণ-ছেন-স্থুন, ৎসেনচুক্, গ্যপুন্, গিলিন্ ও দেমু প্রভৃতি প্রধান প্রধান কএকটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম বা সঙ্ঘারাম লইয়া গণনা করিলে প্রায় ৩ হাজার হইবে। এই সকল প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে পবিত্র ছোর্তেন (চৈত্য বা স্তূপ) এবং মেনদোঙ (স্মৃতিস্তম্ভ) বিদ্যমান দেখা যায়।

চীন—যুন-হো-কুঙ্গ বা প্রসিদ্ধ পেকিন-সঙ্ঘারাম, বু-তৈ-যান, কুম্বুম (এখানে এক শ্বেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ ঐ বৃক্ষ ৎসোঙ্-খ'পার জন্মকালীন নিঃস্রাবিত রক্তে উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিচিত্র চিত্রসম্বলিত। উহাতে নরসিংহ তথাগতের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ হুক্ ঐ পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহার পত্রে তিব্বতীয় বর্ণমালা বিন্যস্ত রহিয়াছে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো-বো-খ ঙ নামক সুবৃহৎ মন্দির।

মোঙ্গলীয়া—উর্গ্য-কুরেন্ ও তারানাথমন্দির—এখানে ৩০ হাজার বৌদ্ধযতি এবং কুকু-খোতুন বিভাগের ৫টীর সঙ্ঘারামে প্রায় ২০ হাজার লামার বাস আছে।

সাইবেরিয়া—বৈকাল হ্রদের নিকটবর্ত্তী সেলিংজিনস্কের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটী সঙ্ঘারাম। এখানকার মঠাচার্য্য বুরিয়াৎদিগের মধ্যে খান্‌পো পণ্ডিত নামে পরিচিত।

য়ুরোপ—ভল্‌গা নদীতীরবর্ত্তী কালমাক্ তাতারদিগের মঠ 'ছুরুল্ল' নামে কথিত। উহা সাধারণতঃ তাঁবুতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তাম্বু প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত:—যে স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার ছুরুল্লুন্-ওএর্গো এবং যেখানে দেবমূর্ত্তি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত চিত্রাবলী সজ্জিত থাকে, তাহা শিতানী বা বুর্চ্ছানুন্-ওএর্গো নামে প্রসিদ্ধ। এক একটী ছুরুল্ল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে দেখা যায়।

লদাক্ বা ছোট তিব্বত—হেমি বা হীমিস, লম-যুর-রু, মথো-গ্লিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে থোৎলিঙ্গমঠ), থেগ্-ছোস, কোর্ দজোগ্‌স, বম লে, মযো, স্পিথুগ; শের-গল, ক্যি-লঙ, গু-গে, কমুম হুব্-লিঙ, পোয়ি ও পঙাগি।

নেপাল—এখানকার নিম্ন উপত্যকায় কোন সঙ্ঘারাম দৃষ্ট হয় না। উত্তরদিগ্বর্ত্তী অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্ধতীর্থ-সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে।

ভোটান—তাষি-ছো-দসোঙ্গ, পুণ-থাঙ, উ-গ্যান-র্ৎসে, বাক্‌রো, বাহ্, তমছোগ-র্গন, ক্র-হ-লি, সম-ঝিন্, খা-ছাগ্‌স-র্গন-খা, ছাল্-ফুগ্, কালিমপোঙ্গ, পেছোঙ্গ প্রভৃতি। ভোটানের মহালামা ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ তাষিছোদসঙ্ঘ সঙ্ঘারামে বাস করেন।

সিকিম—সঙ্গছেলিঙ, হুব্-দি, পেমিওঙ্গছি, গ্যান্টোক, তষিদিঙ্গ, সেনন্, রিন্‌চিন্‌পোঙ্গ, রলোঙ্গ, মলি, রম-থেক্, কহুঙ্গ (ফোব্রঙ), ছে'উঙ্গটোঙ্গ, ফেটস্থপেরি, লছুঙ্গ্, তলুঙ্গ (দেঁা-লুঙ), এণ্ট্‌ছি, ফেন্‌মুঙ্গ, কর্তোক, দলিঙ্গ (দোঁগ্লিঙ্) যনগঙ্গ (গ্যঙ-সগঙ) লব্রঙ, লছুঙ্গ, লহুন-র্ৎসে, সিনিক্ (জিমিগ্), রিঙ্গিম (ঋদগোন্), লিঙ-থেম, র্সগ্-নেস, লছেন, লিঙ্কোদ, কহুঙ্গ (কগ্‌সর্গ্যাল), নোগ্লিঙ্গ (হুব্-গ্লিঙ্), নমছি (নর্ম্‌ৎসে), পবিয়া স্পে বিওগ্), সঙ লতাম্।

এই সকল সঙ্ঘারামবাসী বৌদ্ধযতিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক মত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্য অনুসারে উঁহাদের লাল ও হরিদ্রাবর্ণ উষ্ণীষ দেখা যায়। সিকিমে যতগুলি মঠ

আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রিঙ্-ম সম্প্রদায়ভুক্ত। কেবল নমছি, তাবিদিঙ্গ, সিনোন ও থঙ মোছে সঙ্ঘারামে ঙদক প এবং কর্তোক ও দোলিঙ্গ মঠে কর্তোক-প শাখামত বিস্তারিত দেখা যায়।

পূর্ব্বকথিত সঙ্ঘারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানাস্থানে মন্দির বিরাজিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে লাসানগরীর সুবৃহৎ মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। মন্দিরের দ্বার হইতে গর্ভপীঠ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে দ্বারপালগণের আকৃতি অতীব ভয়াবহ। লামারাজ্যের পশ্চিম দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিক্‌পতি বিরূধক, ভূতগণের ঈশ্বরী দেবীমূর্ত্তি, দ্বাদশ তান্ মা ভূতিনী মূর্ত্তি, বজ্রপাণি মূর্ত্তি; পূর্ব্বদিক্‌পতি ধৃতরাষ্ট্র এবং উত্তরদিক্‌পতি যক্ষেশ্বর বৈশ্রবণ; যম, অগ্নি বায়ু, বরুণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সোম, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও ভূপতি নামক দশলোকপালমূর্ত্তি প্রভৃতি দেবচিত্র বিস্ময়প্রদ। এতদ্ভিন্ন তথায় অমিতাভ, অমিতায়ুঃ, নাগার্জ্জুন, মঞ্জুশ্রী, সমন্তভদ্র, একাদশশিরস্ক, অবলোকিত, নারো, একবিংশ তারামূর্ত্তি, পদ্মসম্ভব, শান্তরক্ষিত, অতীশ, বজ্রধর, মরপ, মিল-রঃ প, শাক্যবুদ্ধ, অক্ষোভ্য, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, মরীচী বা বারাহীমূর্ত্তি, বজ্রভৈরবমূর্ত্তি, হয়গ্রীবমূর্ত্তি, বিভিন্ন শক্তি (কালী) মূর্ত্তি, বিভিন্ন ডাকিনী, যক্ষিণী, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর, মহোরগ, গরুড় প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধাচার্য্য, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা এবং ডাকিনী, ভূতিনী ও তান্ত্রিক হিন্দু-দেবদেবীমূর্ত্তি তিব্বতীয় লামা সমাজে পূজিত দেখা যায়।

লামাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি বিশেষ ভক্তিসহ করিয়া থাকে। তাঁহারা যমরাজকে নরকের অধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। সঞ্জীব, কলাসূত্র, সঙ্ঘাট, রৌরব, মহারৌরব, তাপন, প্রতাপন ও অবীচি নামক ৮টী অগ্নিময় এবং অর্ব্বুদ, নিরর্ব্বুদ, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পদ্ম ও পুণ্ডরীক নামক ৮টী শীতময় ও তদ্ভিন্ন পৃথ্বীপৃষ্ঠে, পর্ব্বতে, মরুদেশে, উষ্ণ প্রস্রবণ ও হ্রদাদিতে প্রায় ৮৪ হাজার নরক নিরূপিত আছে। এই সকল নরক 'লোকান্তরিক' নামে কথিত। নরক হইতে উচ্চে এবং সিতবন হইতে নিম্নে তাঁহারা প্রেতলোক কল্পনা করিয়া থাকেন।

লামাযতিগণের মৃতদেহ ধ্যানিবুদ্ধের ন্যায় আসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করা হয়। যে স্থানে তাঁহাদের সমাধি হয়, ঐ স্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লামাগণের দেহ দাহ করা হয় এবং সেই ভস্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তদুপরি এক একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে ঐরূপ কোন উৎসবই হয় না। কোন কোন স্থলে তাঁহারা মৃতদেহ পর্ব্বতোপরি লইয়া ফেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ নিঃক্ষেপের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। মোঙ্গলীয় লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তদুপরি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া জন্মমৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া রাখেন। কখন বা শীতপর্ব্বতশিখরে ফেলিয়া দেন। মাংসাশী পক্ষী পশু প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্থলবিশেষে তাঁহারা শবদেহ ভস্ম করিয়া থাকেন। শিশু সন্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা পথের ধারে ফেলিয়া দেয়। স্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ভাসাইবার নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙ্গলকামনায় তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করেন। একমাত্র লাল উষ্ণীষধারী সামানি গে-লোঙ লামারাই বিবাহ করিতে পান।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অপরাপর বিবরণ পরিব্রাজক বৌদ্ধাচার্য্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রতীত্য সমুৎপাদ, ভবচক্র, ভৌতিকবিদ্যা, ভোজবিদ্যা ও তিব্বত শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল না।

[তত্ত্ব শব্দ দেখ।]

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তিব্বতের কএকটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য লামাগণের বংশতালিকা ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—

১ দলই লামা-বংশ।

সংখ্যা	নাম	আবির্ভাব	ও তিরোভাবকাল
১	দ্গেহ্বন গ্রুব্‌প	১৩৯১	১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ
২	দ্গেহ্বন গ্যাম্‌ৎষো	১৪৭৫	১৫৪৩
৩	ব্‌সোদ্ নম্‌স্	১৫৪৩	১৫৮৯
৪	যোন্ তান্	১৫৮৯	১৬১৭
৫	ঙগ দ্বঙ ব্লোব্‌সন্ গ্যাম্‌ৎষো	১৬১৭	১৬৮২ প্রথম 'দলই'
৬	ৎষঙস্ দ্যান্‌স গ্যাম্‌ৎষো	১৬৮৩	১৭০৬
৭	স্কল্ ব্জন্ ,,	১৭০৮	১৭৫৮
৮	ঝম্ দ্পল ,,	১৭৫৮	১৮০৫
৯	লুঙ র্তোগ্‌স্ ,,	১৮০৫	১৮১৬
১০	ৎষুল খ্রিমস্ ,,	১৮১৬	১৮৩৭
১১	ম্খস্ গ্রুব্ ,,	১৮৩৭	১৮৫৫
১২	ফ্রিন্ লস্ ,,	১৮৫৬	১৮৭৪
১৩	থুব্ ব্স্তান ,,	১৮৭৫	— বর্ত্তমান

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালামা গেহ্বন গ্রুব শ-স্কোর নিকট কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তষিল্ হ্রুণপো সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ লামা চরিত্রদোষে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে তাতাররাজ গিস্কির খাঁ পোতলের মঠের অধ্যক্ষপদে

ছগ্‌ফোরিলাস ঙগ্‌বঙ্‌ যেষে গ্যমৎষোকে নিয়োগ করেন, কিন্তু অচিরে রটনা হইল যে, লিথঙ্গ নগরে দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধযতির পুত্ররূপে কলজঙ নামে ষষ্ঠ লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তখন চীনসম্রাট্‌ ঐ বালককে কারারুদ্ধ করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ পর্য্যন্ত তাতার-রাজের নিয়োজিত লামাকেই লাসা নগরীর ধর্ম্মগুরুপদে নিযুক্ত রাখেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাধে তিনি ভোটরাজকে পদচ্যুত করেন এবং ছোতিন সঙ্ঘারামের কেশরী রিন্‌পোছে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছু পরে তিনি পুনরায় স্বীয় শক্তিদ্বারা প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনরাজশক্তি তিব্বত হইতে অপসৃত হইয়াছিল।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালামা বাল্যাবস্থাতেই স্ব স্ব অভিভাবক কর্ত্তৃক কৌশলে বিষপ্রয়োগ অথবা ঘাতকদ্বারা গোপনে নিহত হন। শেষোক্ত লামা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কালকবলে পতিত হইলে ১৩শ লামা থুব্‌-ৎসান্‌ তৎপদ অধিকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ "তাষি"-লামাবংশ।

১ খুগ-প ল্‌হস্‌ ৎসস্‌—র্তনগ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধযতি।
২ শাক্য পণ্ডিত (১১৮২—১২৫২ খৃঃ)।
৩ যুন্‌ স্তোন র্দোজেপাল (১২৮৪—১৩৭৬ খৃঃ)
৪ খস্‌গ্রুব গেলেগপালজঙ্গপা (১৩৮৫—১৪৩৯ খৃঃ)
৫ পঞ্চেন্‌ সোদনম ফ্যোগ্‌ ফিৎস্নঙপো (১৪৩৯—১৫০৫)
৬ বেন্‌ স প লোজন্‌ দোঙ্গ গ্রুব (১৫০৫—১৫৭০)

উপরি উক্ত বৌদ্ধযতি বা লামাগণ 'তষি' বা 'তাষি' লামা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা তষিলহুণপোর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উক্ত তালিকার শেষ দুইজন লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্‌ রিন্‌পোছে উপাধিধারী নিম্নোক্ত লামাগণই প্রকৃত তাষি-লামারূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

	জন্ম খৃঃ	তিরোভাব
১ লোংজঙ ছোস্‌ কিা গ্যালম্‌ৎষন	১৫৬৯	১৬৬২ খৃঃ।
২ ,, যেষে দ্‌পল জঙ পো	১৬৬৩	১৭৩৭
৩ ,, দ্‌পল ল্‌দন্‌ যেষে	১৭৩৮	১৭৮০
৪ র্জে স্তান পহি ঞিম	১৭৮১	১৮৫৪
৫ র্জেদ্‌পাল্লাদন ছোস্‌কি্য	১৮৫৪	১৮৮২
৬	১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে	

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে তিনি লামাপদ প্রাপ্ত হন।

শাক্যসাম্প্রদায়িক লামাচার্য্যগণ।

১ শাক্য-ব্‌সঙপো	১২ ওদ্‌-সের-সেঙগে
২ ষঙ-ব্‌ৎস্থন	১৩ কুন্‌রিন্‌
৩ বন্‌-করপো	১৪ দোন্‌,চৌদ-দ্‌পন
৪ ছ্যঙরিন্‌ স্কোম্প	১৫ যোন-ব্‌ৎস্থন
৫ কুঙ্গ্‌ব্রঙ	১৬ ওদ্‌-সের সেঙগেহেয়
৬ ষঙ-বঙ	১৭ গ্যাল্‌-ব-সঙপো
৭ ছঙ র্দোর	১৮ দ্বঙ-ফ্যঙ্গ দ্‌পল
৮ অঙ লেন	১৯ সোদ-নম-দ্‌পল
৯ লেগস্‌প-দ্‌পল	২০ গ্যাব্‌-ব-ৎসন পোয়ের
১০ সেঙ-গে দ্‌পল	২১ দ্বঙ্‌-ব্‌ৎস্থন।
১১ ওদ্‌ জের দ্‌পল	

এই মঠাচার্য্যগণ অদ্যাপিও "শাক্য পন্‌ ছেন্‌" নামে পরিচিত।

ভোটানের মঠাচার্য্য মহালামাগণ কর-গ্যু-প সম্প্রদায়ের দক্ষিণ-দ্রুক্‌-প শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভোটানীগণ শতাব্দত্রয় পূর্ব্বে বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটানীদলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক দুপগণি যেপতুন নামক একজন লামা ক্রমশঃ সেনাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্ম্মরাজরূপে গণ্য হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় আত্মা লাসানগরীর যে বালকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে ভোটানে আনা হয়। এই লামাবতার 'রিন্‌পোছে' ও 'ধর্ম্মরাজ' নামে পরিচিত। বালক লামা রাজদণ্ড পরিচালনের জন্য যে অভিভাবক নিযুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত।

ভোটানের লামাচার্য্যগণ।

১ ঙগ বঙ্‌ র্নম গ্যাল দ্রুদ্‌ ঝোম র্দোর্জে।
২ ,, ঝিগ্‌ মেদ র্তগস্‌ পা।
৩ ,, ছোস্‌ কিা গ্যাল ম্‌ৎসান।
৪ ,, ঝিগ মেদ্‌ দ্বঙ পো।
৫ ,, শাক্য সেঙ গে।
৬ ,, ঝম দ্বাঙস্‌ গ্যাল ম্‌ৎষান।
৭ ,, ছোস কিা দ্বঙ ফুগ।
৮ ,, ঝিগ মেদ র্তগস্‌ প (দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ)
৯ ,, ঐ ঐ নোর্বু
১০ ,, ঐ ঐ ছোস গ্যাল

(ভোটানের মহালামা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে)

এই ১০জন লামাবতারের স্বতন্ত্র জীবনী আছে। প্রথম লামা বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালামা সোনম গ্যৎষোর

সমসাময়িক। অবশিষ্ট লামাগণ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী। ধর্ম্মরাজ গ্রীষ্মকালে তষিছো দুর্গে অবস্থান করেন। ঐ প্রাসাদ প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং সাত তোলা উচ্চ। এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধযতির বাস আছে। নেপালবাসী লামাদিগের উপর ইনিই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। গোর্খা গবর্মেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন।

খন্দপ্রদেশবাসী মোঙ্গলীয়দিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উর্গ্যা-কুরেন নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহারা জেৎসুন-দম্প নামে পরিচিত। খন্দবাসী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ তাহাদের জেৎসুন্ দম্পদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবিস্তার করিতেছেন। মোঙ্গলীয়দিগের উর্গ্যা সঙ্ঘারাম প্রথমে শাক্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, পরে উহা গে-লুপ সাম্প্রদায়িক মঠাশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সম্রাট্ কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খৃঃ) পীত নদী তীরস্থ কোকো-খোতোন নগরে ধর্ম্মাচার্য্য জেৎসুন-দম্প বাস করিতেন। ঐ সময়ে কাল্মাক বা সিউথ জাতির সহিত খন্দদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খন্দগণ পরাভূত হইয়া চীন-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাক্গণ চীনসম্রাটের নিকট জেৎসুন দম্প ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকুমার তুশ্বেতু খাঁকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট্ উভয় ভ্রাতাকে কালমাক্দিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহারা দলইলামাকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লামা বা তাঁহার প্রতি-নিধি বিচার করিয়া উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ করিলেন, ইহাতে সম্রাটের সহিত কালমাক্ জাতির যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে একদিন সম্রাট্ জেৎসুন দম্পের সহিত দেখা করিতে যান এবং তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। এই ঘটনায় খন্দগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং জেৎসুন দম্প তাঁহার অকারহণত্যার প্রতিহিংসাসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। চীনসম্রাট্ বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া দলই লামার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার বিচারে স্থিরীকৃত হইল যে, জেৎসুন দম্পের পরবর্ত্তী অবতারগুলি তিব্বতেই হইবে। খন্দবাসিগণ ঐ সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হইতে বঞ্চিত হইল।

এক্ষণে মধ্য বা পশ্চিম তিব্বত হইতেই সাধারণতঃ জেৎসুন দম্পের অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান জেৎসুন দম্প লাসানগরীর বাজারের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য তালিকার ৮ম স্থানীয়। তিনি দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামে গেলুগ্‌প লামা-শিক্ষার্থিরূপে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই খন্দেরা তাঁহাকে উর্গায় লইয়া যায়, সঙ্গে এক জন দেপুঙ্গ লামার শিক্ষকরূপে গমন করেন।

অবতাররূপে পূজ্য পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্যতীত তদপেক্ষা হীনপ্রভাবসম্পন্ন আরও কতকগুলি লামাচার্য্য আছেন, তাঁহারা জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়া পূজিত। এই শ্রেণীর লামাচার্য্য তিব্বতে ৩০টী, উত্তর মোঙ্গলীয়ায় ১৯টী, দক্ষিণমোঙ্গলীয়ায় ৫৭টী, কোকোনোরে ৩৫টী, ছিয়ামদো ওর্জেছবনে ৫টী এবং পেকিনে ১৪টী আছেন। ঐ সকল দেহান্তর-প্রবিষ্ট লামার মধ্যে পশ্চিম-তিব্বতের সেঙছেন রিণপোছে, যঙ্জিন্ লো প, বিলুঙ, লো ছেন, ক্যি জর তিম্বি, দে ছন অলিগ, কঙ্লা ও কোঙ এবং খামবিভাগে তু, ছম্‌দো দোর্জ্জে প্রভৃতি প্রধান।

পেকিনের লামামণ্ডল তিব্বতীয় ভাষায় ছঙ্-স্ক্য (শাক্য?) বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচার্য্য রোল পহীর অবতার-রূপে পূজিত। সম্রাট্ কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে ১৬৯০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ দান করেন।

লাদকের অবতীর্ণ লামাগণ কু-ষো নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে লামাবতার ছিলেন, তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। ইনি ১৪শ বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। লামাচার্য্য তালিকায় ইনি সপ্তদশ।

যম্‌দোক হ্রদতীরস্থ সঙ্ঘারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচার্য্যাণী পদ পাইয়াছেন। তিনি বজ্রবারাহীর অবতার বলিয়া সম্মানিত। মিঃ বোগল্ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

লামাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম প্রকটন করিয়া যান। তাঁহারা কোন্ গ্রামে ও কোন্ পরিবারে জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র প্রথায় গৃহীত হইয়া থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিশুদ্ধচেতা লামা একত্র হইয়া তাহার নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লন। নামনির্দ্দেশকালে ভজনা ও পূজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাঁহাদের মনে উঠে, তাহাই তাঁহারা এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটী স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁহারা সকলেই স্তোত্রগান করিতে করিতে ৩১ম হইতে ৭১ম দিন পর্য্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া এক একখানি কাগজ উঠাইয়া লন। ঐ কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের নাম পাওয়া যায়। পেকিনরাজ "নঁছুঙে"র ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া মহালামা নিয়োগ করিয়া থাকেন। লামাচার্য্য নির্ব্বাচন-প্রণালীর গূঢ় রহস্য ও তাহার প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হইল না।

লায়ক (পুং) সংলগ্ন।

লার্কাকোল, পশ্চিমবাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ কোল-জাতির একটী শাখা। ইহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ। [কোল দেখ।]

লার্খানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। লার্খানা, লব্‌দরিয়া, কম্বর, রতদেরো ও সিজাবল নামে ৫টী তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৮৯৪ বর্গমাইল।

ইহার উত্তরসীমায় খিলাতের খাঁর অধিকৃত প্রদেশ, পূর্ব্বে সিন্ধু ও শক্কর নদী এবং শীকারপুর উপবিভাগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে মেহর, খেলাৎ এবং খীরথর পর্ব্বতমালা। খীরথর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল। এই বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রাকৃতিক শোভা নাই; কেবলমাত্র সিন্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদী এবং নারা হইতে গার-খাল পর্য্যন্ত ভূভাগ শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। এখানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামাদি আছে, অপর সকল স্থান "কালর" বা লবণময় উষর ভূমি। সিন্ধুকূলের বালুকাময় প্রদেশের স্থানে স্থানে বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল দৃষ্ট হয়।

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয় চাসবাসের সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ সকল খালের কতকগুলি স্থানীয় জমিদারদিগের যত্নে এবং কতকগুলি ভারত গবর্মেণ্টের ব্যয়ে সাধিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই সর্ব্বপ্রধান, উহা ৩০ মাইল লম্বা ও প্রায় ১০০ ফিট্ প্রস্থ। এতদ্ভিন্ন গার-(২২ মাইল, ৮০ ফিট্), নৌরঙ্গ (২১ মাইল-৭০ ফিট্), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট্) এবং ইদেনবাহ ২৩ মাইল লম্বা। জমিদারী খালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে-জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২০ মাইল লম্বা।

লার্খানা এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে স্থানীয় প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী পুরাতন কেল্লা, শাহাল মহম্মদ কল্‌হোরা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহম্মদের পৌত্র আদম শাহ একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ পরে সিন্ধুপ্রদেশের অধীশ্বর হন।

রতো দেরো ও কম্বর নগর এখানকার অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর গোল্ডন এখানকার জরিপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৯০·৬ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৫´ পূঃ। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম দেখিয়া ইংরাজ-ভ্রমণকারিগণ ইহাকে সিন্ধুপ্রদেশের নন্দনকানন (Eden of Sind) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টী বাজার ও কতকগুলি রাজকার্য্যালয় আছে। তালপুর মীর রাজগণের অধিকারকালে পূর্ব্বকথিত দুর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল ও কতকাংশ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবহারার সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বোক্ত দুর্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

লার্খানী (লাড়খানী), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দস্যুসম্প্রদায়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে উহারা দস্যুবৃত্তির দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেণ্ডারি ও কজক দস্যু-সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সুপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী জনপদবাসীর ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই দলে প্রায় ৫ শত অশ্বারোহী দস্যু সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা-তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান আক্রমণ করিত, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইত। লার্থান্ মারবাড় রাজ্যের সীমান্তস্থিত শম্বররাজের অধীনস্থ দস্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দস্তরামগড় ব্যতীত এই দস্যুসম্প্রদায় নসুল তপ্পা ও ৮০টী মৌজা লাভ করিয়াছিল। এই দস্যুসম্প্রদায়কে শান্ত রাখিবার জন্য মারবাড় ও বিকানের-রাজ তাহাদিগকে অনেকগুলি মৌজা প্রদান করেন।

লাল্ (পারসী) ১ রক্তবর্ণ। ২ রৌপ্য। ৩ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। (Fringilla Amendava)

লাল উদ্দীন্, নাজিবাবাদের নবাব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাধীন হইয়াছিলেন।

লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দেবী-দাসের পিতা, কান্যকুব্জ ইহার জন্মস্থান। ২ একজন লুসাই দল-পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। (ত্রি) রক্তবর্ণ।

লালক (ত্রি) লালনকারী, যত্নকারক। (পুং) একজন হিন্দু রাজা। ইঁহার পৌত্র হথিসিংহের কন্যাকে কলিঙ্গরাজ খারবেল (ভিখুরাজ) বিবাহ করেন।

লালকঙ্ক, লোহিতবর্ণ কঙ্কজাতীয় পক্ষিভেদ (Ardea purpurea)।

লাল্করবী (দেশজ) রক্তকরবীর বৃক্ষ।

লাল কবি, বুন্দেলখণ্ডবাসী একজন হিন্দুকবি।

লাল্কাঁটাবাটানা (দেশজ) দেবদারুভেদ (Quercus armata)

লাল্‌কেশ্‌রিয়া (দেশজ) গুল্মভেদ, রক্তকেশূর।

লাল খাঁ, ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিল্লীশ্বর অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

লালখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল, পরে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সর্দ্দার লাল খাঁর নামানুসারে "লালখানি" নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্গত রাঙ্গোড়ের বড় গুজরবংশীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া স্বীকার করে। কুমার প্রতাপসিংহ মহোবা-যুদ্ধে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সহায়তা করেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি পথিমধ্যে মীনাজাতির বিদ্রোহ দমনকার্য্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর-রাজের সাহায্য করায় রাজা সানন্দচিত্তে রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং পুরস্কার বা যৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে বুলন্দসরের নিকট ১৫০ খানি গ্রাম দান করেন। উক্ত প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রাজা লালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ লালসিংহের বীর্য্য ও রাজভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন। তদবধি এই রাজবংশ লালখানী নামে পরিচিত হয়। লালখানের পৌত্র ইতিমদ্ রায় মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইতিমদ্ রায় হইতে সপ্তম পুরুষ অধস্তন নহর আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুন্দে খাঁ বুলন্দসহরের কুমোনা দুর্গে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন। ইংরাজরাজ পরে এই সম্পত্তি আলীমর্দ্দন খাঁ নামক এই বংশের একজনকে দান করেন। এক্ষণে ছিতারী, পহাসু ও ধর্ম্মপুর প্রভৃতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিতেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুমর্য্যাদা ভুলিতে পারেন নাই। কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কার্য্যে হিন্দু পদ্ধতি অদ্যাপি ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতারীর শাখাবংশ বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকে ইহাদিগকে নৌ মুস্‌লিম নামেও অভিহিত করে। ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, ইহাঁরা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত পুত্রকন্যাদির আদান প্রদান করে না। বিবাহকালে কুলমর্য্যাদা ও গোত্রাদির উপর লক্ষ্য রাখে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সংস্কার মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাজি পৌরোহিত্য করেন এবং শবদেহ সমাধিস্থ হয়। কেহই কল্‌মা পাঠ বা 'সিজ্‌দা' করে না। ইহারা হিন্দুর দেবদেবীরও পূজা দিয়া থাকে। হিন্দু জ্ঞাতিকুটুম্বের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় যোগদান করে এবং পৃথক্ আসনে উপবেশন ও পৃথক্ স্থানে ভোজনাদি করিতে পায়।

লালকুমারী, দিল্লীশ্বর জাহান্দর শাহের এক প্রিয়তমা রক্ষিতা রমণী। নর্ত্তকীকুলে ইহার জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী বেশ্যার ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে নৃত্যগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত-বৃন্দকে পরিতুষ্ট করিত। মোহনকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত ও অতুলনীয় রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া জাহান্দর শাহ ইহার পদতলে আত্মজীবন বিক্রয় করেন। তাঁহারই অনুগ্রহে এই বেশ্যা রাজকুলাঙ্গনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুরুষগণের নিকট বিশেষ সম্মানার্হ হয়। এমন কি, অনেক সময় লাল-কুমারীর আত্মীয়েরা ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

লালখলিশা, একপ্রকার খলিশা মাছ। (Trichogaster lalius)

লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গণ্ডক নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৫° ৫১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫° ১২´ ৫০´´ পূঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশস্য, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক মাইল দক্ষিণে যে গঞ্জঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোঝাই হয়, তাহা বসন্তঘাট নামে খ্যাত।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। কুয়ানু নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। গোরক্ষ-পুর-সেনানিবাস হইতে সুলতানপুর যাইবার রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটী সুন্দর বাজার আছে। অক্ষা° ২৬° ৪৩´ উঃ এবং ৩২° ৫৬´ পূঃ।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গাঙ্গেয় উপত্যকার তারাঘাট শৈলের সানুদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২° ২৫´ পূঃ। এখানে একটী বাজার আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ ফিট উচ্চ।

লালগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার দালমৌ তহ-সীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৬° ৯´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১° ০´ ৪৯´´ পূঃ। এই নগরে নিকটবর্ত্তী স্থানের শস্যাদি বিক্রয়ার্থ সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। পূর্ব্বে এখানে তহসীলী সদর ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহা দালমৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

লালগড়, বাঙ্গালার দিনাজপুর (?) জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন পীরস্থান বিদ্যমান আছে।

(ভবিষ্য০ ব্রহ্মখ০ ৪৮।১২৫)

লাল্গরাণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Dioscorea purpuria)

লালগলা, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। জয়পুর সামন্তরাজ্যের উত্তরাংশে (অক্ষা০ ১৯° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩° ১৮´ পূঃ) উদ্ভূত হইয়া জয়পুর ও বিজাগাপাটম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে (অক্ষা০ ১৮° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৪°) পতিত হইয়াছে।

লালগুলি, বোম্বাই প্রদেশের চেল্লাপুর উপবিভাগের একটী প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেল্লাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে কালী নদী প্রায় ৩০০ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নাভিমুখে নিপতিত হইতেছে। এই প্রপাতপার্শ্বে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। স্থানীয় প্রবাদ, গোঁড় সর্দ্দারগণ দুর্দ্দান্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে দুর্গের ছাদ হইতে এই গভীর জলস্রোতে নিক্ষেপ করিত।

লালগুরু, উত্তরভারতবাসী ভঙ্গি জাতির পূজিত দেবতাভেদ। ইনি রাক্ষস আরণ্য-কিরাত নামে পরিচিত।

লালগোরি, পক্ষিবিশেষ (Himantopus Candidus)

লালগোলা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। পদ্মানদীর কূলে অবস্থিত। ইহা একটী স্থানীয় বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

লাল্ঘড়ী (দেশজ) গুল্মভেদ।

লালঙ্গ, আসামের পার্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। [আসাম দেখ।]

লালচন্দ্র (পুং) ভাষালীলাবতীপ্রণেতা।

লালচাঁদ, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি পারস্য ভাষায় একখানি দিবান্ রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

লালচ (দেশজ) লালসা।

লাল্চাঁদা (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি সুস্বাদ।

লাল্চিতা (দেশজ) রক্তচিতা।

লাল্চিয়া (দেশজ) ১ লালসা। ২ রক্তাভ।

লাল্চেঙ্গুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, রক্তবর্ণ চেঙ্গুয়ামাছ।

লাল্ঝাউ (দেশজ) রক্তবর্ণ ঝাউগাছ।

লালতরুলতা (দেশজ) লতাভেদ (Ipomœa quamoclit)।

লালদঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম অক্ষা০ ২৯° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ২৩´ পূঃ। এখানে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রোহিল্লাসর্দ্দার ফৈজুল্লা খাঁ তেভুনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইংরাজ ও অযোধ্যা-রাজসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া এই স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

লালদর্বাজা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহারাণপুর ও দেহরাদুন জেলার মধ্যবর্ত্তী শিবালিক গিরিমালাস্থ একটী গিরিপথ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২৯৩৫ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা০ ৩০° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ৫৮´ পূঃ।

লালদাস, আলবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ; ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বান্দোলী ও গুর্গাঁও জেলার ডোড়ী গ্রামে যাইয়া স্বমত প্রচারের চেষ্টা পান। বান্দো-লীতে বাস কালে তাঁহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায় তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিলেন।

লালন (ক্লী) লল-ণিচ্-ল্যুট্। অত্যন্ত স্নেহকরণ। প্রেমপূর্ব্বক বালকদিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ।

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)

লাল্নটিয়া (দেশজ) রক্তবর্ণ নটেশাকবিশেষ।

লালনপালন (ক্লী) লালন এবং পালন, যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন, ভরণপোষণ।

লালনীয় (ত্রি) লল-ণিচ্-অনীয়র্। লালনার্হ, লালনের যোগ্য।

লাল্পুঁই (দেশজ) রক্তপুতিকা।

লালপুর, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭° ২০´ পূঃ। পূর্ণিয়া নগর হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আলমোরা যাইবার পথে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ৫৪´ পূঃ।

লালপুর, গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২২° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৬´ পূঃ।

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ফতেগড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০° ৯´ পূঃ।

লালমণি, প্রশ্নসুধাকর ও মুহূর্ত্তদর্পণপ্রণেতা।

লালমণি ত্রিপাঠিন্, পরিভাষাশিরোমণি ও বিদ্বদকৌমুদীনামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লালমণি ভট্টাচার্য্য, নির্ণয়সাররচয়িতা।

লালমণির হাট, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

লালমাই, বাঙ্গালার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। কুমিল্লা নগরের ৫ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে ১০

বিস্তৃত। এই শৈলশ্রেণী কোথাও ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে ত্রিপুরাবাসী জুম প্রথায় চাস করে। এখানে লৌহ ও রৌপ্য খনি আছে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ২১ হাজার টাকায় ময়নামতী ও লালমাই শৈল ত্রিপুরারাজকে বিক্রয় করেন। এই শৈলপৃষ্ঠোপরি জঙ্গলাবৃত স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও কতক গুলি প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নিপতিত আছে। ভাস্করখোদিত প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্ত্তি দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ অনুমান করেন যে, ঐ সকল ধ্বস্ত নিদর্শন পর্ব্বতবাসী অসভ্য অহিন্দু জাতিরই কীর্ত্তি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতাদৃশ নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত থাকায় স্পষ্টই অনুমান হয় যে, উহা ত্রিপুরারাজবংশের কোন প্রাচীন রাজারই কীর্ত্তি, মূর্ত্তি শেষ-নাগের এবং বরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের সুদূর পূর্ব্বের পার্ব্বত্যবিভাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, তখন সম্ভবতঃ ঐ দুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে শাক্তধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হয়, বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পূজ্য স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শক্তিমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে সেই মন্দির ও দেবমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে ঐ পর্ব্বতপীঠ ঘোষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন ত্রিপুর-রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়া থাকিবে। অনুমান হয়, উক্ত রাজকন্যা স্বনামে পর্ব্বতোপরি দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই সেই কীর্ত্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি আজিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

লালমাটী, (হিন্দী) মৃত্তিকাভেদ। চলিত কথায় গেরিমাটী বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৈরিক মৃত্তিকা। ভূস্তরের যেখানে গ্রিন্‌ষ্টোন (greenstone) অর্থাৎ চূর্ণিত ট্রাপরক্ (trap-rock) থাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটী পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাটী দেখা যায়, উহা গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—"বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী।"

লালমুনিয়া, ক্ষুদ্র মুনিয়া পক্ষিভেদ (Estralda amandera)

লাল্‌মুর্গা (পারসী) গুল্মভেদ।

লাল্‌লঙ্কামরিচ (দেশজ) লঙ্কা (Red pepper)।

লাল্‌লতাকদম্ব (দেশজ) লতিকাভেদ (Urtica globultora)

লালবাক্যা, বাঙ্গালার ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী শাখানদী। অদৌরী গ্রামের নিকট বাঘমতী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় মুরপা পর্য্যন্ত এই নদীবক্ষে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

লালয়িতব্য (ত্রি) লল-ণিচ্-তব্য। লালনের যোগ্য।

লালবৎ (ত্রি) লালা।

লালবাঁধ, বাঙ্গালার মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। (দেশাবলী)

লালবাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদাবাদ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৪°৬′২৬″ হইতে ২৪°২৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩′৫৫″ হইতে ৮৮°৩২′৪৫″ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। মামুল্লাবাজার, শাহনগর, ভগবানগোলা, সাগরদীঘী, মহিমাপুর ও আসনপুত্তথানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

লালবাগ, (হিন্দি ও পারসী) ভারতীয় মুসলমান-রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান। পদ্মরাগ মণির ন্যায় ইহা সর্ব্বদাই উল্লাসে প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়া উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। ক্রমে এই উদ্যানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া তাহা এক একটী ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগরে ও বঙ্গলুরে ঐরূপ সৌধমালাসঙ্কুল সুপ্রসিদ্ধ উদ্যান-নগরী বিদ্যমান আছে।

লালবাগ, খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সৌধমালা ও বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ।

লালবাজার, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর।

লালবাহাদুর, মহিম্নস্তোত্র ও শূদ্রকৃত্যপ্রণেতা। ইনি লাল পণ্ডিত নামেও পরিচিত।

লাল্‌বিছুটি (দেশজ) রক্তবর্ণ বিছুটী।

লালবিহারিন্, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা প্রণেতা।

লালবেগী, ঝাড়ুদার মেহ্‌তর সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা মুসলমান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ত্বক্‌চ্ছেদ করে না। নিষিদ্ধ শূকর-মাংস ভক্ষণে ইহাদের কোন কোন দ্বিধাই নাই। য়ুরোপীয় রাজপুরুষ অথবা বণিক্‌দিগের গৃহে এবং সিপাহীবারিকে ইহারা প্রধানতঃ ঝাড়ুদারের কার্য্য করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাদার বলিয়া ডাকে।

ইহারা য়ুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার মদিরা পান করিয়া থাকে। মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশুচি বোধ করে। ইহাদের আচরিত ধর্ম্ম ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান রীতির অনুযায়ী। মুসলমানগণের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও এক বৃদ্ধা রমণী ঘটকী হইয়া পাত্র ও পাত্রীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে; কিন্তু "কাবীন্" বা বিবাহের চুক্তিপত্র না লিখিয়া ইহারা

একরার দেয়, তাহাতে বিবাহিত পত্নীকে ভালবাসিবার ও লালন-পালন করিবার এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়পত্নী ঘরে না আনিবার অঙ্গীকার থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বদিন ইহারা "খন্দুরী" উৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আচরিত অন্যান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করে, কিন্তু ঐ সময়ে ইহারা আচার্য্য ব্রাহ্মণ ডাকে না। বরের গৃহে কন্যাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইলে পঞ্চায়তকে ১।০ সিকা এবং কন্যার গৃহে হইলে ।৴০ আনা সেলামী দিতে হয়।

কোন কোন লালবেগী রমজান পর্ব্বে উপবাস করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাহা পালন করে না। ইহারা মস্‌জিদে প্রবেশপূর্ব্বক উপাসনা করিতে পায় না।

ইহাদের অন্ত্যেষ্টিপ্রথা স্বতন্ত্র। মুসলমানের নির্দ্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গোর দিতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে অথবা জনমানবপরিশূন্য কোন অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে ইহারা শব লইয়া গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে ইহারা পাঁচখানি বস্ত্রে সেই দেহ আবৃত করে, দুই বাহুর নীচে দুইখানি রুমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসাবা বা গামছা জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি "খিরকা" (জামা বিশেষ) পরাইয়া গহ্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে ঐ কবর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরে একখানি চাদর বিস্তার করিয়া দেয়, উহাকে "ফুল কা চাদর" বলে। ঐ বস্ত্রের চারি কোণে চারিখানি অগুরু কাষ্ঠ পুঁতিয়া আগুন লাগাইয়া ভস্মসাৎ করে। ইহার পর মুসলমানদিগের আচরিত যাবতীয় সৎকারপ্রথারই অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর চার দিন পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির গৃহে কোনরূপ আলোক বা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় না। ঐ চারি দিন তাহারা প্রতিবেশী বা কোন আত্মীয়ের গৃহে ভোজনাদি করিয়া থাকে। পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সম্মুখে এক থালা সুপারী রাখিয়া তদুপরি ফল দিয়া ঢাকা দেয় এবং সেই দিনে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

ইহারা হিন্দুর অনেক পর্ব্বই পালন করিয়া থাকে এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে। দিবালী ও হোলী পর্ব্বে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা আপনাদের আদিপুরুষ লালবেগের উদ্দেশে মৃত্তিকা দ্বারা পঞ্চ গুম্বজযুক্ত একটী মসজিদ বা সমাধি-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে মুরগী বলি এবং তাঁহার নামে পোলাও, সরবৎ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া পূজা দেয়।

ঐতিহাসিক ইলিয়ট বলেন, ইহাদের উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগুরু (রাক্ষস আরণ্য কিরাত) হইবেন। কিন্তু বারাণসীবাসী লালবেগীরা পীর জহরকেই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ শাহ জুহুর) লালবেগ বলিয়া অনুমান করেন, পঞ্জাবের কামারগণ যেমন হজরৎ দাউদ ও রঙ্গর-গণ যেমন পীর আলী রঙরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার মেথরেরা লালপীর বা বাবা ফকিরের উপাসনা করিয়া থাকে। [লালগুরু দেখ।]

লালবেগীরা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসল-মান সাধুকে আপনাদের বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাঙ্গালায় কর্ম্মান্বেষণে আসিয়া বাস করিয়াছে।

লালবেগী, বাঙ্গালার ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী নদী।

লাল্‌বেড়েলা (দেশজ) রক্তবেড়েলা।

লালবেহারী দে, (রেভারেণ্ড), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন বঙ্গ সন্তান। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেভারেণ্ড উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের স্থাপিত হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দসামন্ত ও বাঙ্গালার গল্প গাথায় (Govinda Samanta, a Bengal Peasant life ও Folktales of Bengal) নামক গ্রন্থদ্বয় তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও রচনাশক্তির চরম নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্কলিত আরও কএকখানি স্কুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লাল্‌শর্করাকন্দ (দেশজ) শকরকন্দ আলু।

লাল্‌শাক (দেশজ) রক্তশাক।

লাল্‌শেলেঞ্চি (দেশজ) খাদ্যোপযোগী শাকবিশেষ।

লালশ্যামা (দেশজ) লালবর্ণের শ্যামাঘাস।

লালস (পুং) লালসা।

লালসর্ব্বজয়া (দেশজ) পুষ্পভেদ। (Cama Indica)

লালসা (স্ত্রী) লস্-যঙ্, ততঃ (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অ, টাপ্। ১ মহাভিলাষ। (অমর) ২ ঔৎসুক্য। ৩ যাচ্‌ঞা। (মেদিনী) ৪ দোহদ। 'দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা স্পৃহা মাসিতু।' (হেম) ৫ লোল।

(ত্রি) ৬ লোলুপ। "তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশান-সন্দর্শনলালসানাম্।" (কুমার৭।৫৬)

লালসাত, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস আছে।

লালসাবনী (দেশজ) গুল্মভেদ (Trianthema obcordata)

লালসাহবাজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেহ্‌বানে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। মুসলমানগণ প্রায়ই এই পবিত্র তীর্থ সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত

মন্দির ও তাহার চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তর্খান রাজবংশীয় মীর্জা জানি এই সাধুর উদ্দেশে আর একটী সুবৃহৎ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সিন্ধুরাজ মীর করম আলী খাঁ তালপুর ইহার দ্বার ও চূড়ার গুম্বেজ রূপার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। এই মন্দিরে আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ কএকখানি শিলাফলক আছে।

লালসিংহ (রাজা), এক জন শিখসর্দ্দার। তিনি রাণী চাঁদ কুমারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সূত্রে রাজসরকারে তাঁহার প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা জবাহির সিংহের মৃত্যুর পর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল আগ্রা নগরীতে নজরবন্দিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

লালসিংহ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

লালসীক (স্ত্রী) পিচ্ছিল। (শব্দরত্না°)

লালা (স্ত্রী) লল—ণিচ্ অচ্ টাপ্। মুখভবজল, চলিত নাল্। পর্য্যায়—স্যণিকা, স্যন্দিনী, দ্রাবিকা, সৃণীকা, মুখস্রাব। (রাজনি°) "হীনচ্ছেদাৎ ভবেচ্ছোপো লালানিদ্রাপ্রবর্ত্তনঃ।" (সুশ্রুত ৪।২২)

লালা, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী কায়স্থজাতির সম্মানসূচক উপাধি। কখন কখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেরাণী বা হিসাব রক্ষকদিগকে সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লালাজী বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায়।

লালা জয়নারায়ণ, চণ্ডীকাব্য ও হরিলীলাপ্রণেতা। ইনি লালা রামপ্রসাদের পুত্র। [রামপ্রসাদ দেখ।]

লালাট (ত্রি) ১ ললাটসম্বন্ধীয়।

লালাটি (পুং) ললাটের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌ°)

লালাটিক (ত্রি) ললাটং পশ্যতীতি ললাট (সংজ্ঞায়াং ললাটকুক্কুটৌ পশ্যতি। পা ৪।৪।৪৬) ইতি ঠক্। প্রভুর কপালদর্শী, কার্য্যাক্ষম, যে ভৃত্য ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিহ্ন জ্ঞানের জন্য প্রভুর ললাট অবলোকন করে। "লালাটিকঃ সদালক্ষ্যে প্রভুভাবনিদর্শিনি।" (অজয়) (পুং) ২ আশ্লেষণবিশেষ। (ত্রি) ৩ ললাটসম্বন্ধী। যথা "প্রাপ্তিস্তু লালাটিকী"

লালাটী (স্ত্রী) ললাট।

লালাঠকুর, আহ্নিকসংক্ষেপ-রচয়িতা বামদেবের প্রতিপালক।

লালাভক্ষ, (ত্রি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ নরকভেদ। যাহারা দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্তু নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহারা এই ঘোর নরকে গমন করে।

লালামিক (ত্রি) ললামগ্রাহী, সৌন্দর্য্যগ্রাহী।

লালামেহ (পুং) লালাবৎ মেহতীতি মিহ-অচ্। প্রমেহ বিশেষ। এই মেহরোগে লালার ন্যায় শুক্র প্রস্রুত হয়, এই জন্য ইহাকে লালামেহ কহে।

"লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।" (ভাবপ্র°)

[প্রমেহ রোগ শব্দ দেখ]

লালায়িত (ত্রি) লালা-"নমস্তপো বরিবঃ কণ্ড্বাদিভ্যঃ ক্যঙ্তৌ" ইতি-ক্য, লালায়-ক্ত। লালাবিশিষ্ট, কাতর। অত্যন্ত কাতর হইলে মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে।

লালাবাবু, একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাধু ও পরম বৈষ্ণব। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী নগরের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভূম্যধিকারী হরেকৃষ্ণ সিংহের বংশে তাঁহার জন্ম। কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাঁহাদের একটি বাসভবন আছে। এইজন্য তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। লালাবাবু—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম্মজীবনে পরদুঃখে কাতর হইয়া মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে লালাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভারতপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (পরে দেওয়ান) স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত রাধাগোবিন্দের (বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিষয়কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া স্বীয় স্বভাবজাত দয়ার্দ্রতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মহানুভবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু পিতার ন্যায় সদ্‌গুণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বর্দ্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃই নির্ব্বাপিত হইয়া আইসে। শুনা যায়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় প্রাসাদোপরি বায়ুসেবনার্থ পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরস্থ রজকগৃহ হইতে এক রজকিনী তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও বেলা গেল গেল বাস্‌না গুলা জালিয়ে দে।" সাধকের প্রাণ অকস্মাৎ ঐ কথায় চমকিয়া উঠিল। রজকের ব্যবহারের কথার বাস্‌না তাহার মনে হইল না, তিনি মনে করিলেন কে যেন তাঁহাকে বিষয়মদে মত্ত দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "সময় অতিবাহিত হইয়া চলিল, বাস্‌না গুলি জ্বালাইয়া দাও।" তখন তাঁহার হৃদয়ে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষাভ্যন্তরস্থ কীটের পীড়ার ন্যায় বিষম জ্বালা উপস্থিত হইল। তিনি বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

বৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিষয়-ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। এখানে আসিয়া প্রতি তীর্থেই তিনি স্বীয় দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি রাজপুতনার

মর্ম্মর-প্রস্তরে একটি সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহা অদ্যাপি 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনায় মর্ম্মরপ্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়া তিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্য্যে বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্ব্বক পুনরায় বৃন্দাবনবাসী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানে নিরত হন। বৃন্দাবনবাসীর বিশ্বাস, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, কখন কখন প্রেমোন্মাদে তাঁহার মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমুনাকূলে প্রধাবিত হইতেন।

বৃন্দাবন-বাসকালে তিনি মথুরা জেলার অন্তর্গত "রাধাকুণ্ড" নামক তীর্থের চতুর্দ্দিক্ শ্বেতপ্রস্তরসোপানদ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান করিয়া বৃন্দাবনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। যে স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বালকপুত্র দেওয়ান শ্রীনারায়ণ-সিংহ ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন।

লালাবিষ (পুং) লালায়াং বিষং যস্য। লূতাদি, ইহাদিগের লালায় বিষ।

লালাস্রব (পুং) ১ লালা-নিঃসরণ। ২ লূতা, মাকড়সা।

লালাস্রাব (পুং) লালাং স্রাবয়তীতি স্রু-ণিচ্-অণ্। ১ উর্ণনাভ। (হেম) (ত্রি) ২ লালাক্ষারক।

"লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ডুমান্ শৌষিরো গদঃ।" (সুশ্রুত ২।১৬)

লালাস্রাবিন্ (ত্রি) লাল-স্রাবকারী।

লালিক (পুং) মহিষ। (হেম)

লালিত (ত্রি) যাহাদিগকে লালন করা হইয়াছে। (ক্লী) ২আহ্লাদ, উল্লাস।

লালিতপুর, যুক্তপ্রদেশের একটী নগর ও জেলা। [ললিতপুর দেখ]

লালিত্য (ক্লী) ললিত-ষ্যঞ্। ললিতের ভাব বা ধর্ম্ম, ললিত-গুণবিশিষ্ট।

"সক্লিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীং।" (লীলাবতী)

লালিয়াদ, কাঠিয়াবাড়-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য ও তদধীন গণ্ডগ্রাম, ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের চূড়া ষ্টেসন হইতে ১৷৷০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান সম্পত্তির দুই জন অংশীদার। তাঁহারা ইংরাজগবর্মেণ্টকে বার্ষিক ৩৬২৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

লালী, একজন ফরাসী সেনাপতি। সমগ্র নাম কাউণ্ট লালী টেল্লেণ্ডল। ফরাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশসমূহের প্রধান সেনাপতি হইয়া ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। ইঁহার পিতা সর্ জিরার্ড ও'লালী আয়র্লণ্ডবাসী ছিলেন। লিমা-রিক্ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি ফরাসী সেনার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়া "আইরিশ ব্রিগেড়" নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাঁহার পুত্র টমাস আর্থার এক বৎসর বয়সেই (১৭০২ খৃঃ) ফরাসী সেনাদলের প্রাইভেট্ পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৭৪৫ খৃঃ) তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত কাউণ্ট ডিল্লোঁর পরিচালিত ব্রিগেড সেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া ফণ্টিনয় রণক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজ-বাহিনী তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজিত হয় এবং সেই দিন হইতেই ফরাসী সৈন্যের রণপাণ্ডিত্য-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালী রুষযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া স্বীয় গুণে ফরাসী রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ফরাসী সেনাপতি Marshal Saxeএর অধীনে যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই বীর পুরুষকে প্রকৃতই ফ্রান্সের ভাবী সেনা-নায়ক (Marchal de France) জ্ঞান করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন।

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের (French possessions in the East) প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নীতি-তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়া সেই স্বভাবসিদ্ধ নীতিমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক তিনি ভারতীয় ফরাসী সেনাদলের শিক্ষা ও সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে মদগর্ব্বে এবং স্বীয় শক্তিপ্রাধান্যে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও শক্তিচালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও দাম্ভিকতা অচিরে তাঁহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডুপ্লের সাম্যবাদ বিসর্জ্জন দিলেন এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে ফরাসীর অধিকৃত প্রদেশসমূহে স্বীয় প্রভাব বিস্তার মানসে প্রজাবর্গের উপর কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন। যাহা স্পর্শ করিলে শরীর অশুচি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তুও ব্রাহ্মণকে বহন করাইতে অথবা শূদ্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে এক্কা গাড়ী টানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ যথেচ্ছকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া De Layrit ও মন্ত্রিসভা (Council) তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করি-লেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎকোচগ্রাহী অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তদুপযোগী ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মান্দ্রাজে যুদ্ধকালে মান্দ্রাজ নগরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার

অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার ব্যবহারে বিশেষরূপে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঘৃণার সহিত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণে বিরত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাকর্ত্তৃক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইলেন এবং তাঁহার উপর বিদ্রোহী সেনাদলও স্বীয় নৌবাহিনীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া বুশিকে যুদ্ধের অধিনায়কপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বন্দিবাস রণক্ষেত্রে কর্ণেল কুটের নিকটে তিনি সদলে পরাজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্গের মধ্যে থাকিয়া তিনি পুঁদিচেরী রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন। ক্রমশঃ খাদ্যাভাবে যখন দুর্গবাসীর জীবনকাল ফুরাইতে লাগিল, (১৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

এই অবরোধকালে ফরাসি-সৈন্য ও নগরবাসিগণ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত। এমন কি, তৎকালে ২৪ টাকা মূল্যে একটী দেশী কুকুর ফরাসীদিগের খাদ্য সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভারতীয় কার্য্যাবলির তত্ত্বানুসন্ধান ও বিচার আরম্ভ হয়। তাহাতে তিনি রাজদ্রোহী ও সেনাপতিবৃন্দের উপর অযথা অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তজ্জন্য তাঁহাকে ময়লার গাড়ীতে বসাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "জগদীশ্বর বিচারকদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। যদি তাহাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই সে কার্য্য করিতাম না।" এই কথা বলিবার পর জহ্লাদ আসিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য করিয়া গেল।

লালী (দেশজ) ঈষৎ লালবর্ণযুক্ত। যাহাতে লালের আমেজ আছে।

লালীনদী, আসামে প্রবাহিত একটী নদী। দিপুঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। অক্ষা০ ২৮° উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৯৫°১´ পূর্ব্বে আবরজাতির বাসভূমি জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতখণ্ড হইতে উদ্ভূত।

লালীল (পুং) অগ্নি। (তৈত্তিরীয় আর০ ১০।১।৭)

লালুকা (স্ত্রী) কণ্ঠহারভেদ।

লালুনন্দলাল, একজন কবিওয়ালা। ইহার রচিত অনেক 'কবি' গান পাওয়া যায়।

লালের-ফোর্ট (লালের দুর্গ), যুক্তপ্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২৮°১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৭´ পূঃ। খাসগঞ্জ হইতে মীরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ ছিল।

লাল্য (ত্রি) লল-ণিচ্-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ।

লাব (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়া। ইহার মাংসগুণ—লঘু, কটু, মলবদ্ধকারক, স্বাদু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশমতে গুণ—অগ্নিকর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ, শীতল, হৃদ্‌রোগ ও রক্তপিত্তরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

লাবক (পুং) লাব এব স্বার্থে কন্। ১ লাবপক্ষী। পর্য্যায় লঘুজাঙ্গল। (ত্রিকা°) লুনাতীতি লূ-ণ্বুল্। ২ ছেদক।

"যথা প্রাগ্ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা।"(মার্ক°পু০৪৬।১৬)

লাবণ (ত্রি) লবণ-অণ্। লবণ দ্বারা সংস্কৃত, যে বস্তুর লবণ দ্বারা সংস্কার করা হয়।

'সার্পিষ্কং দাধিকং সর্পির্দধিভ্যাং সংস্কৃতং ক্রমাৎ।
লবণোদকাভ্যামুদকং লাবণিকমুদশ্বিতি।
উদশ্বিতমৌদশ্বিৎকং লবণে স্যাত্তু লাবণম্॥' (হেম)

(ত্রি) ২ লবণ সম্বন্ধী।

"স মাং পরিভবন্নেব স্বাং বেলাং সমুপাক্রমন্।
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরম্বু বিপ্রবৈঃ॥" (হরিবংশ ৫৩।২০)

(ক্লী) ৩ নস্য। (রত্নমালা)

লাবণিক (ত্রি) লবণ-ঠঞ্। লবণ দ্বারা সংস্কৃত, লবণোদক দ্বারা সংস্কৃত। (হেম) ২ লবণ সম্বন্ধী। (পুং) ৩ লবণবিক্রেতা।

"লীলয়ৈব সুতনোস্তলয়িত্বা গৌরবাদ্যমপি লাবণিকেন।"(মাঘ১০।৩৮)

(ক্লী) ৪ লবণপাত্র।

লাবণ্য (ক্লী) লবণ-ষ্যঞ্। ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা ধর্ম্ম। লবণা স্থিট্ বিগ্যতে যস্যেতি লবণঃ অর্শ আদিত্বাদচ্ তস্য ভাবঃ দৃঢ়াদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। সৌন্দর্য্যবিশেষ, শরীরের কান্তি, চাকচিক্য। ইহার লক্ষণ—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

মুক্তাফলের মধ্যে ছায়ার তরলতার ন্যায় অঙ্গে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে প্রকৃষ্ট সৌন্দর্য্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে।

"নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতিঃ
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাং।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিস্সু মনসা শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥" (অমরসিংহ)

৩ শীলনৈপুণ্যাদি।

লাবণ্যশর্ম্মন্, লাবণ্যশর্ম্মতন্ত্র ও শকুনপ্রদীপপ্রণেতা।

লাবণ্যার্জ্জিত (ক্লী) লাবণ্যেন অর্জ্জিতম্। বিবাহকালীন শ্বশুর ও শাশুড়ী কর্ত্তৃক প্রদেয়বিশেষ। বিবাহের সময় শ্বশুর ও শাশুড়ী যে ধন যৌতুক স্বরূপ দেন।

"প্রীত্যা দত্তঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্র্বা বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকং যত্তল্লাবণ্যার্জ্জিতমুচ্যতে॥"
(বিবাদচিন্তামণিধৃত কাত্যায়নবচন)

লাবা, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সুখেশ্বর ও লবণ পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪১´৪৫´´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৮´৩০´´ পূঃ। ইহা একটী সুবৃহৎ 'আবাদ্' গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চতুঃসীমাস্থিত কুটীর লইয়া ভূপরিমাণ ১৩৫ বর্গমাইল।

লাবা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ১৮ বর্গমাইল। জয়পুররাজ কোন সময়ে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামন্তপদ প্রদান করেন। পরে মহারাষ্ট্র-সর্দার আমীর খাঁ লাবা অধিকার করিয়া তথাকার ঠাকুরকে মহারাষ্ট্রের পদানত করিয়াছিলেন। উহার পর লাবার ঠাকুরগণ তোঙ্কের সামন্তরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্ট এই অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া দেন।

লাবা নগর তোঙ্কের ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

লাবা (স্ত্রী) লাব-টাপ্। পক্ষিবিশেষ, পর্য্যায় লাবক, লাব, লব।

লাবাড়, যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মীরাট সদর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে মহলসরাই নামে একটী সুন্দর প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্তৃত উদ্যান এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। মীরাট নগরের নিকটস্থ সুদীর্ঘ সূর্য্যকুণ্ড-দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিক্‌শ্রেষ্ঠ জবাহির সিংহ অনুমান ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

লাবাণক (পুং) মগধরাজ্যের নিকটবর্ত্তী জনপদভেদ।

লাবাক্ষক (পুং) ব্রীহিভেদ। (সুশ্রুতসূ° ৪৬ অ°)

লাবিক (পুং) লালিক, মহিষ। (হেম)

লাবিন্ (পুং) লূ-ণিনি। ছেদক। চয়নকারী।

লাবু, লাবূ (স্ত্রী) অলাবু। (শব্দরত্না°)

লাবুয়ান, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। বর্ণিও দ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব উপকূল হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া বন্দর এবং তাহারই সম্মুখভাগে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ (Islet) আছে। ইহা লম্বে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৫ মাইল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূপৃষ্ঠস্থ কর্দ্দম ও রেলপথের উপর্য্যুপরি স্তর দেখিয়া অনুমান হয় যে, উক্ত স্তরেই এই দ্বীপ গঠিত।

এখানে কয়লার খনি আছে। তাহাতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অবিশুদ্ধ লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। দ্বীপবাসীরা সেই লৌহ গলাইয়া পাত্রাদি প্রস্তুত করে। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের যে সকল উপনিবেশ আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

লাবুর্দনে, এক জন ফরাসী শাসনকর্ত্তা। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে ভারত মহাসমুদ্রস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া পূর্ব্বদেশে আগমন করেন। তিনি ভারত উপকূলে ফরাসীবাহিনী আনিয়া মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন।

লাবেরণি (পুং) লবেরণির গোত্রাপত্য।

লাবেরণীয় (ত্রি) লাবেরণির গোত্রাপত্য।

লাব্য (ত্রি) লূ-ণ্যৎ। ছেদ্য, ছেদনযোগ্য।

লাষুক (ত্রি) লষ-উকঞ্। গৃধ্নু, লোভী।

লাস (পুং) লস-ঘঞ্। ১ নৃত্যমাত্র। ২ স্ত্রীদিগের নৃত্য।

"মদনজনিতলাসৈ দৃষ্টিপাতৈর্মুনীন্দ্রান্।
স্তনভরনতনার্য্যঃ কাময়ন্তি প্রশান্তান্॥" (ঋতুসংহার ৬।৩১)

২ যূষ। (শব্দচ°)

লাস (দেশজ) ১ শব। ২ আটা। (হিন্দি) ৩ নিকৃষ্ট জমি।

লাস, আফগানস্থানের হিরাট বিভাগের নিকটস্থ একটী প্রদেশ। সিস্তানের উত্তরে অবস্থিত। কামরান্ যখন লাস নগর আক্রমণ করেন, তখন এখানকার দুর্গবাসী সেনাগণ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

লাস, বলুচস্থানের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। আরব্যোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। সিন্ধুনদের 'ব'দ্বীপভূমি ও হালাপর্ব্বতমালা দ্বারা ইহা মিম্ন সিন্ধুপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ লম্বে প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় ঝালবান পর্ব্বত ও বুধরাজ্য, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উন্নতচূড় পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এখানকার শাসনকর্ত্তা জাম (সর্দ্দার) নামে খ্যাত।

এখানে জামোট, সাধ্‌রা, আছ্‌বা, গুদোড়, অজাদিও, রুণ্ডা, গুঙ্গা, বুগা, মুজ্রাণী, শেখ, মুসোন্মা, গুদড়া, মুসুর, বরাড়িয়া, মেরী, ধীরা বুধোর, মঙ্গা, বাওরা, জোঁয়, মুন্দ্রি বা মুন্দ্রি, জগদল, গুজর, সঙ্গুর, হোরমারা প্রভৃতি জাতির বাস আছে। জামোত জাতির দ্বাদশটী থাকের একটী থাক হইতে জামসর্দ্দারগণ সমুদ্ভূত। সোণমিনী এখানকার প্রধান বাণিজ্যবন্দর। ইহার কিছু উত্তরে বেরলা নগর। উহাই স্থানীয় রাজধানী বলিয়া গণ্য। এখানে অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বৈদেশিক

বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমান্ সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাসী মুসলমান বণিক্‌গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

লাসক (ক্লী) লসতীতি লস-ণ্বুল্। ১ মট্টক, চলিত মট্‌কা। (পুং) ২ লাস্যকারী। ৩ ময়ূর। ৪ লসক। ৫ বেষ্ট ৬ দীপ্তিকারক। "নবজলকণসেকাচ্ছীততামাদধানঃ কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।" (ঋতুসংহার ২।২৩)

লাসকী (স্ত্রী) লাসক-ঙীষ্। নর্ত্তকী। (অমর)

লাসা, (Lhassa) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত তিব্বত-রাজ্যের রাজধানী। এই জনপদ ভোট ভাষায় খ-ছন্-প বা তুষার প্রদেশ নামে অভিহিত। আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শব্দের অর্থ দেব এবং সা শব্দে বিশ্রাম-নিকেতন। লাসা অর্থাৎ দেবস্থান। সুতরাং ল্হাসা বা লাসা শব্দে দেবস্থানই বুঝাইয়া থাকে*। এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্য্য ও যতি প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মনিরত থাকিয়া এখানকার মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর পূজ্য ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধাবতার শাক্যমুনির প্রসাদে এখানকার ধর্ম্মমণ্ডল আজিও বৌদ্ধধর্ম্মের উদার মত পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্ত্তমান লামাধর্ম্মে, পার্ব্বত্য জাতির বোন্-পা ধর্ম্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই নগরে তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান লামাচার্য্য "দলইলামা" রাজশক্তি সম্পন্ন হইয়া রাজদণ্ডের প্রভাবে ধর্ম্মরাজ্য ও কর্ম্মরাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। [তিব্বত ও লামা দেখ।]

বর্ত্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুম্ফা নামক দলই লামার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। উহার গঠন-বৈচিত্র্য এবং তথাকার অপর দুইটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে বিস্ময় সমুৎপাদিত হয়।

দলইলামার পোতল প্রাসাদ।

দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কার্য্যের এবং ধর্ম্মরক্ষা ও প্রচার-বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও এই নগরে চীনরাজের দুইজন অম্বন্ বা রাজদূত বাস করেন। তাঁহাদের পরামর্শমতে লাসাপতি দলই-লামা যাবতীয় রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাজকর্ম্মচারিদ্বয়ের অধীনে দলু-হে নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাঁহারা স্ব স্ব পদ ও মর্য্যাদানুসারে তিব্বতরাজ্যের সুশাসন বন্দোবস্তের জন্য সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিয়া থাকেন। দলুহের নিম্নতন চীনকর্ম্মচারিদ্বয় ফোপুন নামে খ্যাত। তাঁহারা সেনাবিভাগের বেতনদাতা বক্সী ও ইংরাজসেনাবিভাগের এড্‌জুটেণ্ট ও কোয়া-র্টার-মাষ্টার জেনারলের ন্যায় কার্য্য করেন। একজন দলুহে ও একজন ফোপুন দীগার্চিতে থাকিয়া তিব্বতীয় সেনাদলের সাধারণ পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই দুই কর্ম্মচারী বা সেনাধ্যক্ষের নিম্নে তিনজন "চোঙ্‌ঘর" আছেন। তাঁহারা চীনজাতীয় এবং এক একটী সেনাবিভাগের নায়ক মাত্র। ইহাদের মধ্যে একজন দীগার্চিতে ও অপর এক জন নেপাল সীমান্তবর্ত্তী টিঙ্‌রি নগরে সসৈন্য অবস্থিত থাকিয়া তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। উক্ত সেনানায়কত্রয়ের

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হক্ বলেন, লাসা শব্দে প্রেতভূমি বুঝায়। মোঙ্গলীয়গণ "মোঙ্গোত ধোত" বা স্বর্গীয় দেবপীঠ এবং ছেবু লামাগণ ইহাকে দেবনগর বলে।

অধীনে ৩ জন চীনজাতীয় 'তিঙ্গ্‌পুন্' বা 'নন্ কমিসনড্ অফিসার' আছেন। এতদ্ভিন্ন তিব্বতরাজ্যের সামরিকবিভাগে আর কোন চীন কর্ম্মচারী নাই। রাজকীয় শাসন ও বিচারবিভাগীয় যাবতীয় কার্য্য তিব্বতবাসী ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমগ্র তিব্বতে চীনরাজের প্রায় ৪ হাজার সেনা আছে। তাহার মধ্যে লাসানগরে ২ হাজার, দীবাচিতে ১ হাজার, গ্যান্‌ৎসিতে ৫০০ শত ও টিঙ্‌রিতে ৫ শত মাত্র।

লাসিকা (স্ত্রী) লাসোঽস্ত্যস্য। ইতি লাস-ঠন্। নর্ত্তকী। (অমর)

লাসিন্ (ত্রি) লস ণিনি। নর্ত্তক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। লাসিনী।

লাসেন্ (Lassen), জর্ম্মণরাজ্যবাসী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শব্দবিৎ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক্, হিব্রু, লাটিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাসমূহ আলোচনা করিয়া তত্তদ্দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং ভারতীয় শিলালিপি ও আসিরীয় কোণাকার লিপি হইতে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে স্বীয় গবেষণায় চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত যে গ্রন্থগুলি সে সময়ে মুদ্রিত হইয়া য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল:—Commentatio Geographica atque Historica de Pentapomia Indica ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, বন্ন্ নগরে; Die Altpersischen, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, কায়েল নগরে; Die Taprobane Insula ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, Indische Alterthum Skunde বা, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব— ১৮৪৭ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ৪ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসাবলে তদানীন্তন আবিষ্কৃত কোণাকার শিলাফলকসমূহ হইতে ৩৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালা নিরূপণ করিয়া সাধারণের সমক্ষে তাহার একটী তালিকা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং যে কয়প্রকার লিপি তৎকালীন য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক ফলকাদি তিনি অনুবাদ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

লাস্ফোটনী (স্ত্রী) ১ আস্ফোটনী। ২ বেধনিকা। (রায়মুকুট)

লাস্য (ক্লী) লস (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। ১ নৃত্য। ২ তৌর্য্যত্রিক। (মেদিনী) ভাবাশ্রয় ও তালাশ্রয় নৃত্য। ভাব ও তালের সহিত যে নৃত্য তাহাকে লাস্য কহে। (ভরত) সঙ্গীতনারায়ণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ যে নৃত্য করে তাহাকে লাস্য কহে।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রাহুঃ স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।"

(সঙ্গীতনারায়ণ নারদস°)

"সম্ভোগস্নেহচাতুর্য্যৈর্হাবলাস্যমনোহরৈঃ।
রাজনাং রময়ামাস তথা রেমে তথৈব সঃ॥"(ভারত ১।৯৮।১০)

সাহিত্যদর্পণে লাস্যের দশবিধ অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—

"গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা।
প্রচ্ছেদকস্ত্রিগূঢ়ঞ্চ সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগূঢ়কম্॥
উত্তমোত্তমকঞ্চান্যদুক্তপ্রত্যুক্তমেব চ।
লাস্যে দশবিধং হ্যেতদঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ॥"(সাহিত্যদ° ৬।৫০৪)

মনীষিগণ—গেয়পদ, স্থিতপাঠ, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধবাখ্য, দ্বিগূঢ়ক ও উত্তমোত্তমক এই দশবিধ লাস্যের অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(পুং) লাস্যমস্যাস্তীতি লাস্য-অচ্। ৪ নর্ত্তক। (শব্দরত্না°)

লাস্যক (ক্লী) লাস্যমেব স্বার্থে কন্। নৃত্য। (শব্দরত্না°)

লাস্যা (স্ত্রী) লাস্যমস্যাস্তি ইতি লাস্য-অচ্-টাপ্। নর্ত্তকী। (শব্দরত্না°)

লাহা (দেশজ) লাক্ষা।

লাহুল, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপত্যকা ও উপবিভাগ। [লহুল দেখ।]

লাহেরী (লাহেরা), বেহারবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষার চুড়ি (লাহ কা চুরি) প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি নহে, নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে গঠিত। এই অভিনব বৃত্তি অবলম্বনে "লাহা" হইতে ইহারা লাহেরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গানদীর উত্তর ও দক্ষিণকূলে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে তিরহুতিয়া ও দক্ষিণিয়া নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। নূরী জাতির একটী শাখা গালার গহনা প্রস্তুত করে বলিয়া তাহারাও লাহেরা শ্রেণীর একটী থাকরূপে গণ্য হইয়াছে। [লাখেরী দেখ।]

ইহাদের মধ্যে কাশী ও মহুরিয়া নামে দুইটী গোত্র বা শ্রেণীবিভাগ আছে। সপিণ্ড সাতপুরুষ বাদ দিয়া ইহারা পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার বিবাহ হইলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু বাল্যবিবাহই প্রশস্ত। বিবাহপ্রথা স্থানীয় সাধারণ হিন্দুদের মত, কেবল বরের পিতাকে তিলকদানের ব্যবস্থা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে।

বিধবারা সাগাই মতে বিবাহিত হয়। এরূপ স্থলে দেবরকে বিবাহ করাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু বিধবা রমণী তাহার ইচ্ছামত অন্য পুরুষকেও বরণ করিতে পারে। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে পঞ্চায়তের সমক্ষে তাহার অপরাধ প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করাইয়া স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন রমণীকে কুপথে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বীয় সমাজের

প্রধানদিগকে ভোজ দিয়া অব্যাহতি পায়, কিন্তু ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অপর পুরুষে আসক্ত হইয়া যদি ঐ রমণী পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বেহার প্রদেশের প্রকৃষ্ট হিন্দুর মধ্যে পুত্রকন্যার উত্তরাধিকার মিতাক্ষরা মতে প্রচলিত আছে। ইহারা মুখে সেই মত অনুসরণ করিলেও কার্য্যতঃ পঞ্চায়তের আদেশেই যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের "চূড়াবন্দ" প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাহাতে স্ত্রীসংখ্যানুসারেই স্বামীর সম্পত্তি বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর যদি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে মৃত পিতার সম্পত্তি দুইভাগ করিয়া প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে এবং দ্বিতীয়ার সন্তানগণ অপরার্দ্ধ সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে। সম্পত্তিবণ্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্নীর কোন রূপ পার্থক্য থাকে না।

ইহারা আপনাদিগকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া জানে। ভগবতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাঁহারই উপাসনা করে, কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেবতাকে অবজ্ঞা করে না। ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদি কর্ম্মে যাজকতা করেন, তাহাতে তাঁহারা সমাজে নিন্দনীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গ্রাম্য দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পূজা করে। তাহাতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য আবশ্যক করে না। এই দুই দেবতাকে গৃহকর্ত্তাই ছাগ, দুগ্ধ, রুটী ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া দেয়।

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুর্ম্মিদিগের সমশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালার চুড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাসবাস করে।

লাহোর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী বিভাগ। লাহোর, ফিরোজপুর ও গুজরান্‌বালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা শাহপুর ও গুজরাত জেলা; পূর্ব্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলা, কপুরথলা রাজ্য ও জালন্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা রাজ্য এবং শীর্ষা, মণ্টগোমরি ও ঝঙ্গ জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮´ হইতে ৩২° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১১´ ৩০´´ হইতে ৭৫° ২৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮৯৮৭ বর্গমাইল। এখানে ২৬টী নগর ও ৩৮৪৫টী গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। [লাহোর, গুজরাণবালা ও ফিরোজপুর দেখ।]

লাহোর, পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত একটী জেলা। অক্ষা° ৩০° ৩৭´ হইতে ৩১° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪০´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ বর্গমাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার উত্তর পশ্চিমে গুজরান্‌বালা, উত্তরপূর্ব্বে অমৃতসর দক্ষিণপূর্ব্বে শতদ্রু নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মণ্টগোমরি জেলা।

সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যানুসারে ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণানুসারে একাদশ স্থানীয়। ইহা চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত। শরথপুর তহসীল ইরাবতী নদীর বহির্ভূতপ্রদেশ লইয়া গঠিত। দক্ষিণপশ্চিমার্দ্ধের চুনিয়ান তহসীল ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যস্থলে অবস্থিত, কসুর তহসীল শতদ্রুর কূলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্ব্বার্দ্ধের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট হইতে শতদ্রুতীরবর্ত্তী কসুর উপবিভাগ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। শতদ্রু হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেক্‌না-দোয়াব নামক শস্যসমৃদ্ধ অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত। শতদ্রু, ইরাবতী ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভূত সুমিষ্ট জল বহন করিয়া এই জেলার অধিকাংশস্থান, বিশেষতঃ উক্ত নদীত্রয়প্রবাহিত অববাহিকা ও উপত্যকা প্রদেশ উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ যেন সমান্তরাল বন্ধনীর ন্যায় উপত্যকাভূমের স্থানে স্থানে এক একটী গণ্ডশৈল বেষ্টন করিয়া আছে। পর্ব্বতসানুও উর্ব্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে।

শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থলে মাঁঝা নামক অধিত্যকা বা উচ্চভূমি অবস্থিত। উহা একসময়ে শিখজাতির আদি বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই বিস্তৃত প্রদেশের উত্তরাংশ উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রপরিশোভিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণকলেবর হইয়া অনুর্ব্বর মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার সর্ব্বশেষাংশে সামান্য মাত্রায় ঘাস জন্মে বটে, কিন্তু খালে বা নদীতে জল না থাকায় তত বেশী তৃণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে তথায় যে তৃণ ও গুল্মাদি বিরাজিত থাকে, তাহা ভক্ষণ করিয়া উষ্ট্রগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার জলে সেই সকল তৃণ সজীব হইয়া আবার বাড়িতে থাকে। তখন সেই সুবৃহৎ তৃণপূর্ণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটী গণ্ডগ্রাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই উচ্চভূমির অধিকাংশ স্থানেই প্রাচীন পুষ্করিণী, কূপ, নগর ও দুর্গাদির ধ্বস্ত নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই অধিত্যকা ভূমিতে এক সময়ে একটী সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অতীত গৌরবস্মৃতি আজিও ভগ্ন অট্টালিকাসমূহ বহন করিয়া আসিতেছে। শতদ্রু নদী হইতে কিছু দূরে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী উচ্চ বাঁধ দৃষ্ট হয়, উহা এই 'মাঁঝা' ভূমির দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই বাঁধ হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত যে ত্রিকোণাকার উর্ব্বরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতার নামে খ্যাত। ইরাবতী নদীর পলিময় কূলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মিতে

দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেঘ নদী তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলাবৃত।

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিকা প্রদেশ এবং খালপ্রবাহিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয় না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। যেখানে কূপ খনন করিয়া জল পাওয়া যায়, অথবা খাল হইতে বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করা যায়, তথায় অন্যান্য জেলার সমান শস্য উৎপাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হুসিয়ারপুর বা জালন্ধরের ন্যায় শস্যোৎপাদন করা যায় না।

ইরাবতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া এবং লাহোর নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে ইহার জলগতি পার্ব্বত্য ভূমিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও পুনরায় কিছু দূরে আসিয়া পরস্পরে সম্মিলিত হইয়াছে। শতদ্রু ও বিপাশা নদী এক্ষণে জেলার সীমান্তভাগে পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহা স্বতন্ত্র শাখায় এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও মাঁঝার পূর্ব্বোক্ত বাঁধের নিকট বিপাশা নদীর পূর্ব্বতন খাত দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোন অনৈসর্গিক কারণে এই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, বিপাশা নদীর প্রখরস্রোত প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে তপস্যানিরত শিখগুরুর কুটীর ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাধকপ্রবর তাহাতে কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তৎপ্রদেশে বিপাশার গতিরোধ হইয়াছে। কসুর ও চুনিয়ান্ নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এই পুরাতন নদীগর্ভের পার্শ্বে অবস্থিত।

চাসবাসের সুবিধার জন্য এই জেলার চতুর্দ্দিকে খাল কাটিয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নানা শাখা বিস্তৃত বড়িদোয়াব খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিঞান্ মীরের সেনানিবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কসুর শাখা ও সোব্রাওন শাখা পুনরায় ঘুরিয়া শতদ্রুতে মিশিয়াছে। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের প্রসিদ্ধ স্থপতি আলীমর্দ্দন খাঁ এখানকার হসলী খাল কাটাইয়াছিলেন। উহা পূর্ব্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও ফোয়ারার জল সরবরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কটোরা, খান্‌বা ও সোহাগ নামক তিনটী খাত শতদ্রুর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঁঝা ও উক্ত নদীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার ভূমিভাগে জলদান করা হইতেছে।

এখানে কীকর, সিরীষ, তুখ, ঝন্দ, বান, ফুলাহি, করীল, শিশু, আম্র, বকাইন, আমলতা, বর্ণা, পিপুল, বট প্রভৃতি বৃক্ষ প্রধানতঃ জন্মে। বনভাগে অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে চিতা, নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পশু এবং নদীতীর প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই জেলা আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখনও জনশূন্য বনান্তরাল-প্রদেশস্থ ধ্বস্ত নগর এবং কূপতড়াগাদি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমে অবস্থিত থাকায় অনুমান হয় যে, তৎকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন সুশিক্ষিত ও সভ্যদেশবাসিগণ সুকৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জলানয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার কএকটী মাত্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইতিবৃত্তের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। উক্ত নগরের নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। আফগানস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ায়, এই নগর মাকিদনবীর আলেকসান্দারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্ব হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক শত্রু হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে। পঞ্চনদের সহিত গান্ধাররাজ্যের সম্বন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত দেখা যায়। ইস্‌লামধর্ম্মস্রোত রোধ করিবার জন্য এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রবল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনন্তর গজনীরাজবংশ এখানে রাজধানী স্থাপন করিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর মোগলসম্রাট্‌গণ কিছুকালের জন্য এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্থান উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহা পঞ্চনদ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা ইংরাজাধিকৃত একটী সুবিস্তৃত প্রদেশের বিচারসদররূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মাকিদনপতি আলেকসান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যখন চীন-পরিব্রাজক বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালন্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে লাহোর নগর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্দের শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোর নগরে আজমীর রাজবংশের একজন রাজা

রাজত্ব করিতেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিন শতাব্দ কাল এখানকার হিন্দুরাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে পঞ্চনদ প্রদেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে গজনীপতি সুলতান সবক্তগীন্ প্রবল বন্যার ন্যায় স্বীয় বিপুল মুসলমানবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হতাশহৃদয়ে অগ্নি-কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ সুলতান মাহ্মূদ ভারতলুণ্ঠনে আসিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়-পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদলে অগ্রসর হন এবং পঞ্চনদের সমীপস্থ অন্যান্য প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনঙ্গপালকে জয় করিবার ত্রয়োদশবর্ষ পরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার করেন। তদবধি ঐ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাজবংশেরই অধিকারে থাকে। শিখজাতির অভ্যুদয়ে এখানকার মুসলমান-রাজবংশ হীনপ্রভ হয় এবং শিখসর্দ্দারগণ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ-গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।

[সবক্তগীন, মাহ্মূদ, জয়পাল ও অনঙ্গপাল দেখ।]

সুলতান মাহ্মূদের অধস্তন আটজন গজনীরাজের রাজত্ব-কালে লাহোরনগর মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। ১০০২ খৃষ্টাব্দে সেলজুক্-(তাতার)গণ গজনীর সুলতানকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলে, তিনি ভারতে পলাইয়া আইসেন। তদবধি মহম্মদ ঘোরীর ভারতবিজয় পর্য্যন্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয় মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খিলজী ও তুগলকবংশীয় পাঠান রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সর্দ্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন, তাঁহার একজন সেনাপতি স্বয়ং এই নগর লুণ্ঠন করেন। তৎকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোল লোদী ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যকালে এখানকার আফগান শাসনকর্ত্তা রাজদ্রোহী হইয়া মোগল-সম্রাট্ বাবর শাহকে ভারতাক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে, বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হন। লাহোরের নিকটে ইব্রাহিমের সেনাদলের সহিত বাবরের যুদ্ধ হয়। বাবর ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহোরনগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী অধিকারপূর্ব্বক ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মোগলসম্রাট্‌গণের রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুঙ্গবগণের নানা শিল্পসমন্বিত অট্টালিকা ও সমাধিমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপি মোগলকীর্ত্তির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। [লাহোর নগর দেখ।]

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদির শাহ অপ্রতিহত গতিতে এই জনপদের মধ্য দিয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক মোগলরাজশক্তিকে পদদলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়-লাভ সন্দর্শন করিয়া বলবীর্য্যসম্পন্ন শিখজাতি আপনাদের হৃদয়ে অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল। গুরু নানকের ধর্ম্মমত পূর্ব্বেই তাহাদের হৃদয় দৃঢ়মূল হইয়া সমগ্র পঞ্জাবে ধীরে ধীরে একটী জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়া-ছিল। শিখগণ সেই ধর্ম্মমন্ত্রের অনুবলে ক্রমশঃ একতাবদ্ধ ও বলদৃপ্ত হইয়া বৈদেশিকের পদাঘাত অসহ্য জ্ঞান করেন এবং সাগ্রহে সকলে বৈদেশিক রাজার অধীনতাপাশ উচ্ছেদের প্রয়াস পান। তাঁহারা প্রথমে দস্যুর ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ লুণ্ঠন দ্বারা ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক পঞ্জাবের এক একটী প্রদেশে সর্দ্দাররূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে তাঁহারা পরস্পরে সম্মি-লিত হইয়া দুই বা তিনটী মিশ্‌লে এক একটী শক্তিপুঞ্জ সংগঠন-পূর্ব্বক প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। [পঞ্জাব ও শিখ দেখ।]

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দুরাণী সর্দ্দার আহ্মদশাহ আবদালী লাহোর আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শত্রুগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও লুণ্ঠনে লাহোরনগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উৎসন্ন যায় এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে; শিখগণ এই সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ শেষবার ভারত লুণ্ঠন ও বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর কাল লাহোর নগরে আর কোনরূপ অত্যাচার ও অবিচার ঘটে নাই এবং উদ্ধত শিখসম্প্রদায় এই সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ক্লিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপুষ্ট হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলায় তৎকালে ভঙ্গী মিশ্‌লের তিন জন সর্দ্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দ্দার রণজিৎসিংহ আফগান-আক্রমণ-কারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ করিয়া

স্বীয় রাজপদ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। ক্রমে তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও ভুজবলে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অধীশ্বরপদে উন্নীত হইয়া "পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ" বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল উদ্যমে ও বীরত্বপ্রতিভায় অর্জ্জিত এই পঞ্চনদ-রাজ্য তদ্বংশধরগণের শাসকশক্তির অভাবে এবং গৃহবিপ্লবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎপরেই লাহোরে বৃটীশ শাসনাধিকার আরম্ভ হইল। [রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

পঞ্জাব-প্রদেশ-শাসনকল্পে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (Council of Regency) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেজ রেসিডেণ্টই প্রকৃত-পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনভিমতে কোন শিখসর্দারই রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ্চ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়। যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ ইংরাজকরে লাহোর রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রাজপদ ত্যাগ করেন। তদবধি এই জেলার শাসনকার্য্য ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে।

[খড়্গসিংহ, নবনেহাল সিংহ ও দলীপ সিংহ দেখ।]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মিঞান্-মীর সেনাবাসের দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর দুর্গ আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপ্তকল্পনা বৃটীশ গবর্মেণ্ট জানিতে পারেন। ইংরাজসেনাপতি তথাকার ইংরাজ-কামানবাহী ও পদাতিক সেনাদলের সাহায্যে সেই বিদ্রোহী সেনাদলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন। তাহাতে তাহাদের পোষিত আশা ব্যর্থ হইলেও লাহোর রাজ্যের বিদ্রোহবহ্নি উপশমিত হয় নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে ইংরাজরাজকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে মিঞান্-মীরস্থ ২৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোহী হইয়া কএক জন সেনানায়ককে নিহত করে এবং বাত্যাসমুত্থিত ধূলিরাশির মধ্য দিয়া গোপনে পলাইয়া যায়। অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনর মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা ইরাবতী নদীতটে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে দেশীয় পদাতিকদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। তদনন্তর দিল্লী-নগরের অধঃপতন পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পদানত হইল দেখিয়া এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীর্য্য ও বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া পড়ে। তদবধি এখানে আর কোনরূপ বিপদের সূচনা হয় নাই।

লাহোর নগর ও মিঞান্মীর-গোরাবাজার, কসূর, চুনিয়ন পট্টি, কেমকর্ণ, রাজা জঙ্গ ও শূরসিংহ নগর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। খুদিয়ান্ ও শরখপুরে মিউনিসিপালিটী থাকিলেও লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। গবর্মেণ্ট সাহায্যে এবং দেশীয় লোকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ব্যতীত এই সকল নগরে আমেরিকান বাপ্তিস্ত মিসন, চার্চ্চ মিসনরি সোসাইটী ও জেনানা মিশন শিক্ষা-বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকল্পে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন রিলিজস্ ট্রক্ট সোসাইটীর সহযোগে পঞ্জাব রিলিজস্ ট্রাক্ট সোসাইটী এখানকার আর্ণাকালী বাজারে একটী পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে সুশিক্ষা ও সুশাসন বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তারপ্রসঙ্গে তাঁহারা পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগরের ওরিএণ্টাল কলেজ, গবর্মেণ্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহ, স্কুল অব্-আর্ট (চিত্র বিদ্যালয়), ল' স্কুল, জেনানা-মিশনের অধীনে ও আমেরিকা প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মিসনের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ, চার্চমিসনারি সোসাটীর কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত সেণ্টজনস্ ডিভিনিটি স্কুল এবং য়ুরোপীয় দেশীয় বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যালয় এই ইউনিভার্সিটীর নিয়মাধীনে চলিতেছে। কসুরবিভাগে ১৮৭৪ খৃঃ অঃ একটী শ্রমজীবী বিদ্যালয় (School of Industry) স্থাপিত হয়। উহাতে এখনও কার্পেট ও বস্ত্রবয়ন, সল্মা চুমকীর কাজ, দর্জ্জির কাজ, চর্ম্ম ও ধাতুর শিল্পচাতুর্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন মেডিকাল কলেজ, মেওহাসপাতাল, ভেটারিনারি স্কুল (পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়) ও লুনাটিক্ এসাইলাম (পাগলা-গারদ) এখানকার রোগবিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাট জাতির সংখ্যাই অধিক। উহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। উহাদের প্রায় নয় আনা ভাগ অর্থাৎ ৮০ হাজার লোক পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত হিন্দু বা শিখধর্ম্ম পালন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইস্‌লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অপরাপর অধিবাসিগণ হিন্দু হইলেও মুসলমানজাতির সাহচর্য্য হেতু অনেকাংশে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে মুসলমানের আচারাদি মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে; কোন কোন জাতির শাখা ইস্‌লামধর্ম্মদীক্ষিতের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে চুহরা, অরাইন্, রাজপুত, জুলাহা, অরোরা, ক্ষত্রি, কুমার, তর্খান, মচ্ছি, তেলী, ঝিনবার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুম্বো, ধোবী, নাই, লোহার, মিরাসী, লবানা, খহরম্, সোণার, গুজর ও দোগ্‌রা জাতিই

উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত মুসলমানবংশের মধ্যে শেখ, খোজা, কাশ্মীরের সৈয়দ, পাঠান, বলুচী ও মোগলই প্রধান। ইহারা সকলে সিয়া, শুন্নি বা ওহাবী মতাবলম্বী।

ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। কতকাংশ শিক্ষা ও সভ্যতাগুণে রাজকার্য্যে অথবা অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। নিরক্ষর প্রজাবৃন্দ গৃহকর্ম্মে নিরত থাকিয়া অথবা পরের দাসত্ব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া কেহ বা মুটেগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছে।

এখানে রবি ও খরিফ দুই প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে গম, যব, ধান্য, জোয়ার, বজ্‌রা, মক্কা, ছোলা এবং তৈলশস্য ও অন্যান্য শস্য প্রধান। তূলা, তামাক ও শণ এখানে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল শস্য নৌকাপথে, রেলপথে এবং যানারোহণে নানা দূরবর্ত্তী স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী এবং ইণ্ডাস্ ভেলী রেলপথ দিয়া এই জেলার পণ্যদ্রব্য রায়বিন্দ হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া থাকে। অপর দিকে নর্দ্দার্ন পঞ্জাব ষ্টেট্ রেলপথ পেশবার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া যাইতেছে। গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্করোড নামক পথ ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর সেতু অতিক্রম করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরাভিমুখে পেশবার পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ পথে এবং জেলার অপরাপর নগর-সংযুক্ত পথে এখানকার পণ্যদ্রব্য গোশকটে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম্র, কমলালেবু, তুথফল, কুল, লকাট, খরবুজা, পেয়ারা, আনারস, ফলসা, দাড়িম, সরবতী নেবু ও কদলী প্রচুর পাওয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। বড়িদোয়াবের উত্তরপূর্ব্ব-বিভাগ লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ৭৪০ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩১°১৩´ ৩০´´ হইতে ৩১°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২´৪৪´´ হইতে ৭৪°৪২´ পূঃ। এখানে ৭টী থানা, ৪৯০ রেগুলার পুলিশ ও ৩২২ জন-গ্রাম্য চৌকীদার আছে।

লাহোরনগর, পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ও লাহোর বিভাগের বিচার সদর। ইরাবতী নদীর অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে (অক্ষা° ৩১° ৩৪´৫´´ উ· এবং দ্রাঘি° ৭৪°২১´ পূঃ) অবস্থিত। প্রাচীন লাহোরনগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইলেও এখন তাহার সমুদায় প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিতে পারে নাই। অদ্যাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রাচীন নিদর্শন—অতীত স্মৃতির কীর্ত্তিমালা সাধারণের নয়নপথে সমুদিত রহিয়াছে।

লাহোর নগরের সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত ও প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে আজিও কোনরূপ সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় হিন্দুগণের কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে,রামায়ণোক্ত অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে লাহোর জনপদ কতকাংশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র লব ও কুশ স্ব স্ব নামানুসারে লবাবাড় ও কুশর নগর স্থাপন করিয়া তদ্দেশে আপনাদের শাসন-বিস্তার করিয়াছিলেন। উহাই পরে লাহোর ও কস্থর্ নামে খ্যাত হয়। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ (লবারণ্য) নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই জনপদের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া যান নাই, অথবা বাহ্লিক-যবনবংশীয় (Graeco Bactrian) রাজগণের প্রচলিত কোন প্রকার মুদ্রা এখানকার ধ্বস্তস্তূপ মধ্য হইতে আজিও বহির্গত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতেতিহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের কোনরূপ সমৃদ্ধির পরিচয় ভারতবাসী অবগত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে বৌদ্ধ-ধর্ম্মতত্বানুসন্ধিৎসু চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৭ম শতাব্দের মধ্যে লাহোর নগর শ্রীসমৃদ্ধিপূর্ণ থাকিয়া সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল। দেশীয় হিন্দুরাজগণ এবং প্রাচীন মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লাহোর নগরের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা লাহোর জেলার ইতিহাসে কতকাংশে বিবৃত হইয়াছে। আজমীর রাজবংশীয় এক জন চৌহানরাজপুত এখানে রাজত্ব করিতেন। তদ্বংশীয় জয়পাল ও অনঙ্গপালের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে হিন্দুরাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদনন্তর যথাক্রমে গজনী ও ঘোরীবংশীয় মুসলমান সুলতানগণ পঞ্চনদ বিজয়ের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা যে সকল সৌধমালায় এই নগর বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বস্তাবস্থায় পতিত।

মোগল-সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সীমা পরিবর্দ্ধিত এবং নানা সুবৃহৎ অট্টালিকায় ইহার শ্রীসম্পাদিত হইয়াছিল, মোগলরাজ হুমায়ুন, অকবর শাহ, জাহাঙ্গীর, শাহ জহান ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিকারকালে লাহোর নগরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ অকবর এখানকার দুর্গের আকার পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দ্দিকে

যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ অত্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই বর্ত্তমান প্রাচীরের মধ্যে গাঁথাইয়া লন। হিন্দু ও মুসলমান-শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর দুর্গে বর্ত্তমান দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে দুর্গের স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা অকবর শাহের রাজ্যকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি-সহকারে নগরের পরিসরও বর্দ্ধিত হয়। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান লাহোর নগর বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্ত্তমান জনশূন্য প্রদেশে এক্ষণে সুবৃহৎ বাজার এবং বহুলোকের বসতি হইয়া একটী উপকণ্ঠ গঠিত হইতেছে।

মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখানে থাকিয়া তাঁহার পুত্র খুশ্রু পিতার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে "আদিগ্রন্থ"-সঙ্কলয়িতা শিখগুরু অর্জ্জুনমল্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। মোগলরাজপ্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজনমন্দিরের মধ্যস্থলে ধর্ম্মার্থ জীবনদানকারী ঐ শিখগুরুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ খাব্‌গা (বিশ্রামনিকেতন), মোতি মসজিদ ও আর্ণাকালীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ ইরাবতী-তীরে অবস্থিত।

শাহদ্রা পল্লীতে নির্ম্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের একটী প্রধান ভূষণ। মুসলমান-রাজগণের ও শিখদিগের উপদ্রবে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সমাধিভবন এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত মন্দিরের সমাধিস্থলের উপরিদেশে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত যে সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজ ছিল, বাদশাহ অরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজহান ও শ্যালক আসফ খাঁর সমাধিমন্দিরের মর্ম্মর-প্রস্তরসমূহ এবং নানা বর্ণের মীনার শিল্পকারুসমূহ শিখদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় উহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত জাহাঙ্গীর-প্রাসাদের পার্শ্বদেশে তৎপুত্র শাহজহান বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন ঐ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিদ্যমান আছে। উহার মর্ম্মরপ্রস্তরগুলির উপর এক প্রকার কঠিন চূণকাম আচ্ছাদিত থাকায় শিখগণ ভ্রমে পতিত হইয়া সেই মর্ম্মরগুলি উঠাইয়া লইতে পারে নাই। উক্ত সম্রাট্ "খাব্‌গা" প্রাসাদের বামপার্শ্বে বারিকের ন্যায় সুদীর্ঘ অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে 'সমান বুরুজ' নামে একটী অষ্টকোণ দুর্গ আছে। তাহার মধ্যপ্রাঙ্গণের বিস্তৃত চাঁদনী নানা মূল্যবান্ প্রস্তরে খোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণে "নৌলাখ্" নামে প্রসিদ্ধ। উহারই পার্শ্বে "শিস্ মহল" নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ ঐ স্থানে বসিয়া বৈদেশিক ও সামন্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথবা তাঁহাদের প্রেরিত দূতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ গৃহে বসিয়াই তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টের হস্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে উহা ইংরাজের বিশেষ আদরের জিনিষ হইয়াছে।

অরঙ্গজেবের চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত হইয়া লাহোর-বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাঁহার রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে জাহানাবাদ (বর্ত্তমান দিল্লী) নগর স্থাপনকালেও কতক (রাজকর্ম্মচারী ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শূন্য করিয়া তথায় যাইয়া বাস করে। জাহানাবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল-সম্রাট্‌গণ প্রায়ই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, সুতরাং সম্রাটের স্থানত্যাগে এই নগরের ভাবী উন্নতির আশা কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের Council of Regency সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলীপ সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। তদবধি লাহোর ইংরাজাধিকৃত পঞ্জাবপ্রদেশের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নশীল হইয়া ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান করিতেছেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এই নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপরাশিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণস্থ নিম্নভূমে প্রাচীন গোরাবাজারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ উহা পূর্ব্বমুখে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পূর্ব্বে ধ্বস্তপ্রায় অট্টালিকায় ও জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান নানাবিধ সৌধমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদনন্তর প্রতি বৎসরে নূতন অট্টালিকাদি বিনির্ম্মিত হইয়া নগরের নূতন শ্রীসম্পাদন করিতেছে।

বর্ত্তমান লাহোর নগর প্রায় ৬৪০ একর জমি লইয়া ব্যাপ্ত আছে। উহা পূর্ব্বে প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ ইষ্টকপ্রাচীরে পরি-

বেষ্টিত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিখা ও নগররক্ষণোপযোগী দুর্গ বুরুজাদিও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ঐ পরিখা ভরাট করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বতন ৩০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন হওয়ায় সংস্কারকালে উহার চতুর্দ্দিকে ১৬ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছে। প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বস্থ উক্ত পরিখার পরিবর্ত্তে এক্ষণে নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে পরিশোভিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিতেছে, কেবল মাত্র উত্তরদিকের কতক স্থান খালি আছে।

ইরাবতী নদীর পলিময় সৈকতোপরি এই নগর স্থাপিত হইলেও কালবশে বর্ত্তমান নগরস্থান উচ্চ স্তূপে পরিণত হইয়াছে। নগরের বপ্রস্থানের বহির্ভাগে একটী পাকা রাস্তা নগরকে বেষ্টন করিয়াছে। ঐ পথ দিয়া প্রাচীরগাত্রস্থ ১৩টী দ্বারপথে নগরে প্রবেশ করা যায়। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে প্রাচীন নদীখাত পর্য্যন্ত লাহোর দুর্গ বিস্তৃত। দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দান দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

লাহোর নগরের রাস্তাগুলি সরু ও বক্রাকার হওয়ায় এবং তথাকার অট্টালিকাগুলি উন্নত মস্তকে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিলম্বিত থাকায় নগরের কোনরূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। ঘেঁসা ঘেসী বাড়ী থাকায় রাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে কদর্য্য, কিন্তু মোগলসম্রাট্গণের রাজ্যকালে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যসমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় সাধারণ অট্টালিকাদির স্থাপত্যশিল্পের অভাব ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছে। মোগলকীর্ত্তির মধ্যে নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে স্থাপিত আরঙ্গজেবের মস্‌জিদ ও রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মস্‌জিদের শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত গুম্বেজ ও চূড়াস্তম্ভগুলি; রণজিতের সমাধিমন্দিরের বারাণ্ডা ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহৃত ও অপবিত্রীকৃত মোগলপ্রাসাদের সম্মুখদেশ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পসৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী দ্বারের সম্মুখে একটী রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে। উহা আর্ণাকালী বা সদরবাজার রাস্তা নামে খ্যাত। ঐ পথ দেশীয় নগরভাগ য়ুরোপীয় নিবাসের ও আর্ণাকালীর পূর্ব্বতন সেনানিবাসের সহিত সংযুক্ত। লাহোর নগরের য়ুরোপীয় বিভাগে রাজকীয় কার্য্যালয়-সমূহ, আদালত ও ষ্টেশনচার্চ্চ বিদ্যমান আছে। আর্ণাকালী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে লরেন্স উদ্যান ও গবর্মেণ্ট হাউস্ পর্য্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে য়ুরোপীয়গণের যে নূতন বসতি হইয়াছে, তাহা ডোনাল্ডটাউন নামে পরিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সর্ ডোনাল্ড মাক্‌লিওডের নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হয়। মল (Mall) নামক প্রশস্ত রাস্তা এই য়ুরোপীয় নগরভাগের মধ্য দিয়া আর্ণাকালী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উত্তরাংশে রেলষ্টেসন ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান এবং উহার দক্ষিণে মুজঙ্গ নামক নগরোপকণ্ঠে য়ুরোপীয়গণের বাসভবন দৃষ্ট হয়।

লাহোর নগরে নিম্নোক্ত কয়টী রাজকীয় ও শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভার্সিটী ও সেনেট হল (দেশীয় রাজা ও নবাববৃন্দের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত), ওরিএণ্টাল কলেজ, লাহোর গবর্মেণ্ট কলেজ, মেডিকাল স্কুল, সেণ্ট্রাল-ট্রেনিং কলেজ, ল'স্কুল, ভেটারিনারী স্কুল, লাহোর হাইস্কুল, মেও হাসপাতাল, মিউজিয়ম, রবার্ট্‌স ইনিষ্টিটিউট্, লরেন্স ও মণ্টগোমরী হল এবং এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী গৃহ দেখিবার সামগ্রী।

এখানকার প্রস্তুত রেশমিবস্ত্র, শাল, সোণালী ও রূপালী সাঁচ্চা জরি, ধাতব পাত্র, পাথরের খেলানা ও শস্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে। রেলপথে করাচী বন্দরে আনীত হইয়া অনেক মাল পত্র পোত যোগে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা, অম্বালা, পেশবার, মুলতান ও দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ নগরে আবশ্যক মত তদ্দেশবাসিকর্ত্তৃক দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে। স্থানীয় এবং য়ুরোপীয় বণিক্‌সমিতির অর্থসমাগমের সচ্ছলতা নিবন্ধন এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাঙ্ক, সিমলা ব্যাঙ্ক ও এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে।

লাহোরিবন্দর, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধু প্রদেশের করাচীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর। সিন্ধু নদের পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত বাঘিয়ার নামক শাখার বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°২৮´ পূঃ। পিতি মোহানা হইতে ১০ ক্রোশ অদূরে অবস্থিত। সমুদ্রের এই খাড়ির মুখে মৃত্তিকা পড়ায় খাতের গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পণ্যদ্রব্যবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দরে আসিতে পারে না। মর্ণটন বলেন, ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে ইহা সিন্ধুপ্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ২০০ টন বোঝাই এইরূপ পোতগুলি অনায়াসে এ বন্দরে প্রবেশ করিয়া মাল পত্র লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে এখানে ইংরাজ বণিক্‌দিগের একটী কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানের প্রকৃত নাম লাড়ী-বন্দর, কারণ ইহা প্রাচীন লাট বা লাড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঐরূপ নামকরণ হয়। পরে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী জানিয়া লাহোর নগরের নামানুসারে উহার লাহোরী বন্দর নাম দেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বিরুণী এই নগরকে লহরাণী

এবং ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা লাহরি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ্ ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ফিরিঙ্গীগণ "লাহোরী বন্দর" আক্রমণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সেন্সবারি, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে থেবেনট এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেকসান্দার হামিল্টন এই নগরকে লোরে বন্দর ও লাড়িবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বলেন, তিনি আমীর আলাউল্ মূল্কের নিকট শুনিয়াছেন যে, তৎকালে এই স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত।

লাহ্য (পুং) লহের গোত্রাপত্য।

লাহ্যায়নি (পুং) ভুজ্যুর গোত্রাপত্য। (শত°ব্রা° ১৪।৬।৩।১)

লি (পুং) ১ শ্রান্তি, ক্লান্তি। ২ ক্ষতি, ধ্বংস। ৩ শেষ। ৪ সমতা। ৫ হস্তালঙ্কারভেদ।

লি, একজন চীন দার্শনিক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতাব্দ পরে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন-সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পরিপোষক হইয়াছিল।

লি (চীন) ১ চীনদেশীয় মুদ্রাভেদ। ১০ লিতে ১ কান্দারীন, ১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তায়েল=ইংরাজী ৫ শিলিং।

২ ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক মানভেদ। ২৯৩ গজ বা ইংরাজী মাইলের ষষ্ঠাংশ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে ভারতীয় নগরাদির দূরত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লি, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলায় প্রবাহিত একটী নদী।[স্পিতি দেখ।]

লিও, পঞ্জাবপ্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ঝাবারের অন্তগত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমস্থলে স্পিতির দক্ষিণকূলে একটী গণ্ড শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ৩১° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শৈলশিখরোপরি একটী ভগ্নদুর্গের নিদর্শন আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৩৬২ ফিট্ উচ্চ। এখানকার অধিবাসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

লিকুচ (ক্লী) লক্যতে আস্বাদ্যতে ইতি লক-বাহুলকাৎ উচ্, পৃষোদরাদিত্বাদিত্বং। ১ চুক্র। (রাজনি°) ২ ডহু। ডেহুয়া ফল। গুণ—পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

"পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপীণি কর্কন্ধুলিকুচান্যপি।" (চরক সূত্রস্থা° ২৭অ°)

(পুং) লকুচ। (অমর)

লিকুচি, একজন পণ্ডিত। ইনি শিবস্তুতিপ্রণেতা নারায়ণ পণ্ডিতের পিতা।

লিক্কা (স্ত্রী) লিখ্যা। (শব্দরত্না°)

লিক্ষা (স্ত্রী) লিশ-গতৌ বাহুলকাৎ শ, সচ কিৎ। (উণ্ ৩।৬৬) ১ যূকাণ্ড, চলিত লিকি। পর্য্যায়—লিক্কা, লীক্ষা, লীক্কা, লিক্ষিকা। (শব্দরত্না°)

"বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।" (বাভট নি° ১৪অ°)

২ পরিমাণবিশেষ।

'জালান্তরগতে ভানৌ যশ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।

তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিক্ষা লিক্ষষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥' (শব্দচ°)

সূর্য্যের আলোক গৃহাদিতে পতিত হইলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কহে, চারিটী অণুতে এক লিক্ষা এবং ৬ লিক্ষায় এক সর্ষপ হয়।

লিক্ষিকা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লিখ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লিঙ্খতি। লুঙ্ অলিঙ্খীৎ।

লিখ, লেখন, অক্ষরবিন্যাস। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লিখতি। লিট্ লিলেখ। লুট্ লেখিতা। লৃট্ লেখিষ্যতি। লুঙ্ অলেখীৎ, অলেখিষ্টাং অলেখিষুঃ। সন্ লিলিখিষতি, লিলেখিষতি। যঙ্ লেলিখ্যতে। ণিচ্—লেখয়তি। লুঙ্ অলীলিখৎ। উদ্+লিখ=উল্লেখন, কর্ষণ। বি+লিখ= বিলেখন, ভেদ।

লিখ (ত্রি) লিখতীতি লিখ (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। লেখক।

লিখন (ক্লী) লিখ-ল্যুট্। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

"যস্য যল্লিখনং পূর্ব্বং যত্র কালে নিরূপিতম্।
তদেব খণ্ডিতুং রাধে ক্ষমো নাহঞ্চ কো বিধিঃ॥
বিধাতুশ্চ বিধাতাহং যেষাং যল্লিখনং কৃতম্।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ক্ষুদ্রাণাং ন তৎ খণ্ড্যং কদাচন॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৫ অ°)

লিখা (দেশজ) লিখনকার্য্য।

লিখাবৎ (হিন্দী) ১ হস্তলিপি। ২ লিখিত দলিলপত্র।

লিখিখিল্ল (পুং) ময়ূর।

লিখি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকাস্থা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী মকবানা কোলীবংশোদ্ভব। ইঁহারা ইংরাজরাজ অথবা কোন দেশীয় রাজাকে কর দেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্টের অনুমোদিত দত্তকগ্রহণের কোন ব্যবস্থাপত্র বা সনন্দ ইঁহাদের নাই।

লিখিত (ক্লী) লিখ-ভাবে ক্ত। ১ লিপি। ২ লেখন। (ভরত) লিখ—কর্ম্মণি ক্ত। (ত্রি) ৩ লিখিত পত্রাদি।

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।"

(মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য)

৩ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রযোজক ঋষিভেদ। ইনি যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহিতা উনবিংশসংহিতার মধ্যে একখানি।

"পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"(শ্রাদ্ধতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য)

পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকালে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক এই সকল ঋষির নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

লিখিতরুদ্র, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লিখিতস্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্মৃতি। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লিখ্যা (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষের ডিম্ব। ২ পরিমাণবিশেষ, লিক্ষা পরিমাণ। [লিক্ষা শব্দ দেখ।]

লিগ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লিঙ্গতি। লিট্ লিলিঙ্গ। লুঙ্ অলিঙ্গীৎ। লিগ—চিত্রণ, চিত্রকরণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লিঙ্গয়তি, লুঙ্ অলিলিঙ্গৎ।

লিগ্ (ইংরাজী) ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক পরিমাণভেদ (League)। তিন মাইলে ১ লিগ্ হয়।

লিগু (ক্লী) লিঙ্গতি বিষয়াৎ বিষয়ান্তরং গচ্ছতি লিগ (খরুশং-কুপীযুনীলঙ্গুলিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন সাধু। ১ মন। (উজ্জ্বল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ ভূপ্রদেশ। ৪ মৃগ। (নানার্থরত্নমালা)

লিঙ্, তিঙ্ ভেদ। পাণিনিতে ধাতুর উত্তর লিঙ্ এই ১৮টী প্রত্যয় হয়, তন্মধ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এই দুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরস্মৈপদ—যাৎ, যাতাং যুস্। যাস, যাতং, যাত। যাং, যাব, যাম। ঈত, ঈয়াতাং, ঈরন্। ঈথাস, ঈয়াথাং ঈধ্বং। ঈয়, ঈবহি, ঈমহি। এই ৯টী করিয়া বিভক্তি তিনটী পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনরূপে বিভক্ত। যথা—যাৎ, যাতাং যুস্। ইহা পরস্মৈপদের প্রথমপুরুষ এবং যাৎ এক বচন, যাতাং দ্বিবচন ও যুস্ বহুবচন বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্‌কে সাধারণতঃ বিধিলিঙ্ কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধিলিঙ্ হয়। বিধি দ্বিবিধ—প্রবর্ত্তবিধি ও নিবর্ত্তবিধি।

[বিশেষ বিবরণ ধাতুশব্দে দেখ।]

লিঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গ্যতে অনেন ইতি লিঙ্গ-ঘঞ্। 'পুংসি ঘঞপ্' ইতি নিয়মেঽপি অভিধানাৎ ক্লীবলিঙ্গত্বং। ১ চিহ্ন।

"যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সমুপলক্ষ্যতে।

তেনৈব নাম্না তং দেশং বাচ্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥" (ভারত ১।২।১২)

২ অনুমান। ৩ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।

"তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।

লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥" (সাংখ্যকা° ৫৫)

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রকৃতির বিকৃতিকার্য্যও লিঙ্গ নামে কথিত।

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥" (সাংখ্যকা° ১০)

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ কহে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে যে 'লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং' লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশব্দ দেখ]

৪ ব্যাপ্য। ৫ ব্যক্ত। ৬ পুংস্ত্বাদি।

"একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।

উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥" (মনু ৫।১৩৬)

৬ সামর্থ্য।

"যাবতামেব ধাতূনাং লিঙ্গং রূঢ়িগতং ভবেৎ।

অর্থশ্চৈবাভিধেয়স্তু তাবদ্ভির্গুণবিগ্রহঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

৭ শেফ। পর্য্যায়—শিশ্ন, স্মরস্তম্ভ, উপস্থ, মদনাঙ্কুশ, কন্দর্প-মুষল, মেহন, শেফস্, মেঢ্র, লাঙ্গু, ধ্বজ, রাগলতা, ব্যঙ্গ, লাঙ্গূল, সাধন, সেফ, কামাঙ্কুশ। (জটাধর)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্‌দল পদ্ম আছে, এই পদ্মে বকার আদি করিয়া লকার পর্য্যন্ত বর্ণ থাকে।

"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।

মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্॥

তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং ব স বর্ণচতুর্দ্দলম্।

তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরকপ্রভম্॥

বাদি লান্ত ষড়্‌বর্ণেন যুক্তঞ্চাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্।

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥" (তন্ত্র)

লিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—লিঙ্গ বড় হইলে দীর্ঘজীবী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং স্থূল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত হইয়া থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র হইয়া থাকিলে পুত্রবান্ ও নিম্নদিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী এবং স্থূলগ্রন্থিযুক্ত হইলে পুত্রাদি নানাবিধ সুখসম্পদ্‌যুক্ত হয়। দীর্ঘলিঙ্গ হইলে দরিদ্র, স্থূললিঙ্গ হইলে অর্থহীন, কৃষ্ণবর্ণ-লিঙ্গ হইল ভাগ্যবান্ এবং লঘুলিঙ্গ হইলে রাজা হয়। লিঙ্গ

কঠিন ও কর্কশ হইলে পরস্ত্রীরত; লিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম বা রক্তবর্ণ হইলে সুখী, পরস্ত্রীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। কৃশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মনুষ্যের উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য ও সুখ সম্পদ্ হইয়া থাকে।*

৮ শিবমূর্ত্তিবিশেষ, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই এই লিঙ্গপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে শিবলিঙ্গপূজার অনন্ত ফল কথিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণের শিবলিঙ্গপূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিতে নাই।

মহাদেব কিজন্য এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় পাদ্মোত্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"বেদ্মিস্মাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্ত্রিপুরহন্তকঃ।
কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া॥
যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্যাৎ সুমহাত্মনঃ।
পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ব্বাহুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ॥
কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ দ্বিজপুঙ্গব।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মিত্রাবরুণনন্দন॥"
(পদ্মপু° উত্তরখ° ৭৮ অ°)

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্য্যার সহিত এই বিগর্হিত রূপ কেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মন্দরপর্ব্বতে ঋষিগণ এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরস্পরে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন্ দেবতা পূজ্য, তাহা আপনারা নির্দ্দেশ করুন। তখন ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পূজনীয় হইবেন। তখন ঋষিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ঋষিগণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, নন্দি দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। তখন ঋষিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া মহাদেবকে আমাদিগের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। নন্দি তখন পরুষ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিততেজাঃ ঋষিগণকে কহিলেন, তোমাদের যদি জীবনের ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। নন্দি এই কথা বলিলে ঋষিগণ বহুদিন তথায় অবস্থান করিলেন, তথাচ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তখন প্রবল তপোদৃপ্ত মহর্ষি ভৃগু অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে নিম্নোক্ত রূপ শাপ প্রদান করেন,"হে শঙ্কর! তুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সুতরাং যোনিলিঙ্গস্বরূপ তোমার মূর্ত্তি হইবে। তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্য তোমায় নিবেদিত জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্য হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পূজা করিবে না, যদি পূজা করে, তাহা হইলে অব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। ভস্মলিঙ্গাস্থিধারী যে সকল লোক রুদ্রভক্ত হইবে, তাহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে।" ভৃগু এইরূপ শাপ দিয়া মুনিদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

"এবমুক্তস্ততস্তূর্ণং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।
জগাম বামদেবেন যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ॥
গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
শূলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্দ্বিজঃ॥
সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুর্বিপ্রো হরং দ্রষ্টুং সুরোত্তমম্।
নিবেদয়স্ব মাং শীঘ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দিঃ সর্ব্বগণেশ্বরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং মহর্ষিমমিতৌজসম্॥
অসান্নিধ্যঃ প্রভোস্তস্য দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥
এবং নিরাকৃতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসাংস্তস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্।
বিনষ্টস্তমসারূঢ়ো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥

* "মহদ্ভিরায়ুরাখ্যাতং হ্রস্বলিঙ্গে ধনী নরঃ।
অপত্যরহিতো লোকে স্থূললিঙ্গে বিপর্য্যয়ঃ॥
মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতান্নরহিতো ভবেৎ।
বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাৎ দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধঃ॥
অল্পে তু তনয়ো লিঙ্গে শিরালেঽথ সুখী নরঃ।
স্থূলগ্রন্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ॥
দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র্যং স্থূললিঙ্গেন নির্ধনঃ।
কৃশলিঙ্গেন সৌভাগ্যং হ্রস্বলিঙ্গেন ভূপতিঃ॥
কর্কশৈঃ কঠিনৈর্লিঙ্গৈঃ পরদাররতঃ সদা।
রমতে চ সদা দাসীং নির্ধনো ভবতি ধ্রুবম্॥
কৃশলিঙ্গেন সূক্ষ্মেণ রক্তলিঙ্গেন ভূপতিঃ।
পরস্ত্রীং রমতে নিত্যং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ॥
কৃশলিঙ্গেন রক্তেন লভতে চোত্তমাঙ্গনাম্।
রাজ্যং সুখঞ্চ বিদ্যাদ্যাঃ কন্যকায়াঃ পতির্ভবেৎ॥" (সামুদ্রিক)

[illegible]।
যোনিলিঙ্গস্বরূপং যে রূপং তস্মাৎ ভবিষ্যতি॥
[illegible] ন জানন্তি তমসা চাপ্যুপাসতে।
অব্রহ্মণ্যমাপন্নো ন পূজ্যোঽসৌ দ্বিজন্মনাম্॥
তস্মাচ্চ জলমন্নঞ্চ তস্মৈ দত্তং হবিস্তথা।
শিবভারং জলঞ্চৈব পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্।
নির্মাল্যমস্তু চাগ্রাহ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
এবং শপ্ত্বা মহাতেজাঃ শঙ্করং লোকপূজিতম্।
উবাচ গণমত্ত্যগ্রং নন্দিনং শূলভৃতং নৃপ॥
রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে ভস্মলিঙ্গাস্থিধারিণঃ।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্না বেদবাহ্যা ভবন্তি বৈ॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ° ৭৮ অ°)

লিঙ্গপুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদ রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ সন্দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। (১। ১২) ঐ লিঙ্গ কি, এবং কেনই বা তাহা সংসারে সকলের পূজ্য হইয়াছে, তাহা সূত্রের অভিব্যক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"শব্দব্রহ্মতনুং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মপ্রকাশকম্।
বর্ণাবয়মব্যক্তলক্ষণং বহুধা স্থিতম্॥
অকারোকারমকারং স্থূলং সূক্ষ্মং পরাৎপরম্।
ওঙ্কাররূপমৃগ্বক্ত্রং সাম জিহ্বাসমন্বিতম্॥
যজুর্বেদমহাগ্রীবমথর্ব্বহৃদয়ং বিভুম্।
প্রধানপুরুষাতীতং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্॥
তমসা কালরুদ্রাখ্যং রজসা কনকাণ্ডজম্।
সত্ত্বেন সর্ব্বগং বিষ্ণুং নির্গুণত্বে মহেশ্বরম্॥
প্রধানাবয়বং ব্যাপ্য সপ্তধাধিষ্ঠিতং ক্রমাৎ।
পুনঃ ষোড়শধা চৈব ষড় বিংশকমজোদ্ভবম্॥
সর্গপ্রতিষ্ঠাসংহারলীলার্থং লিঙ্গরূপিণম্।
প্রণম্য চ যথান্যায়ং বক্ষ্যে লিঙ্গোদ্ভবং শুভম্॥"

(লিঙ্গপু° পূর্ব্ব ১। ১৮-২৩)

এই লিঙ্গরূপ সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণময় শিব অলিঙ্গ এবং জগৎকারণরূপ শিবই লিঙ্গ। এই অলিঙ্গ শিব হইতে লিঙ্গ শিবের উৎপত্তি; তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, জন্মরহিত, মহাভূতস্বরূপ, বিশ্বরূপ ও জগৎকারণ। লিঙ্গ বলিলেই শিবসম্বন্ধীয় লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। (লিঙ্গপু° ৩। ১-১০) আবার উক্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে "প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।" বচন দৃষ্টে অনুমান হয় যে, লিঙ্গই প্রধান এবং সেই [illegible] প্রকৃতি বা [illegible] বিশেষকেই [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] অধ্যায়ের [illegible] কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিরোধ ভঞ্জনার্থ শতসহস্র কালানলসদৃশ লিঙ্গরূপী মহাদেবের আবির্ভাবের কথা আছে (১৭। ৩১-৩২)। লিঙ্গরূপ দর্শনে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অকস্মাৎ ওঁকার বাণী সমুত্থিত হইল। এই ওঙ্কারের তাৎপর্য্য কি তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে—

"অস্য লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারং বীজিনঃ প্রভোঃ।
উকারযোনৌ বৈ ক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ॥" ৬৪

অর্থাৎ বীজি মহেশ্বর লিঙ্গ হইতে অকার বীজ উৎপন্ন হইল, এবং তাহা উকাররূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই শ্লোক বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লিঙ্গই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শিবশক্তির উত্তরসাধক লিঙ্গমূর্ত্তিতে যেমন শিবপূজা বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ শক্তিবোধক যোনিমূর্ত্তিতেও শক্তিপূজার ব্যবস্থা দেখা যায়।

"পীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ॥"

(লিঙ্গপু° উত্তরখ° ১১।৩১)

উক্ত অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৪০ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঐশ্বর্য্যশালী রাজগণ, মানবগণ ও মুনিগণ সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও ব্রহ্মার বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির সহিত বিধিবৎ লিঙ্গারাধনা করিয়াছিলেন। লিঙ্গার্চ্চনা করিলে শত ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতক বিদূরিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯—৮৩ শ্লোকে লিখিত আছে যে, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, বহুদক্ষিণক যজ্ঞাদি শিবলিঙ্গার্চ্চনার এক কলাংশেরও সমতুল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিঙ্গার্চ্চনকারীও সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া কথিত। শিবপূজায় ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষফল প্রাপ্তি ঘটে।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে ২৫-২৭ অধ্যায়ে শিবপূজার স্থান নির্ব্বাচন ও পূজোপকরণাদির যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শক্তি বিনা শিবপূজা করিতে নাই। একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজায় শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা বলিয়া পুরাণে ও তন্ত্রে তৎপূজায় বিধিই কীর্ত্তিত হইয়াছে *।

---

* "লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ সংপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥"

(প্রাণতোষিণীধৃত লিঙ্গপুরাণবচন)

আবার লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে [illegible] হইয়াছে যে,—
[illegible] বিনা [illegible] তত্র [illegible]।

লিঙ্গপূজাপ্রবর্ত্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় উপাসনাপ্রচার জন্য শৈব, পাশুপত, কালবদন ও কপালী নামে চারিটী শৈবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ও তাঁহার শিষ্য গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্বী ভারদ্বাজ ও তাঁহার শিষ্য সোমকাধিপতি রাজা ঋষভ পাশুপত, আপস্তম্ব ও বক ক্রাথেশ্বর নামক বৈশ্য কালবদন, ধনদ ও তাঁহার শূদ্রবংশীয় শিষ্য কন্দোদর কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লিঙ্গোপাসনাপ্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটি শাখাবিভাগ ঘটিয়াছিল এবং চারিজন প্রধান যোগী ঐ বিভিন্ন মত প্রচার করেন।

স্কন্দপুরাণে লিঙ্গশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" (স্কন্দপু°)
"গেহে লিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ং তথা।
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্ত নার্চ্চ্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা॥
অভক্ষ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্‌ভবেৎ সদা॥"

আকাশ শব্দে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার পীঠিকা। ইহা সকল দেবতার আলয়। ইহাতে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ কহে। একগৃহে লিঙ্গদ্বয় পূজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাম শিলাদ্বয়েরও পূজা নিষিদ্ধ। শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে না, কিন্তু শালগ্রাম শিলার যোগে নির্ম্মাল্য গ্রহণীয়।

লিঙ্গশব্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায়। দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দুজগতে কি কারণে লিঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পাদ্মোত্তরখণ্ডে তাহার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভারত-সাম্রাজ্যে আড়াই হাজার বর্ষের পূর্ব্ব হইতে এই লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়।

মনুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষ্ণুশক্তি শ্রীর উল্লেখ আছে (মনু ৩।৮৯)। উক্ত গ্রন্থের ৩।১৫১-১৫২ শ্লোকে বহু যাজক ও দেবলদিগের নিন্দাবাদ এবং দেব-প্রতিমার (মনু ৯।২৮৫) প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গাধীন আখ্যায়িকা ঐতরেয় (৮।২১-২৩) ও শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।১) থাকায় এবং মনুতে রাম ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হয় যে, মনুসংহিতাখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মনুসংহিতা-কালে দেবগণকে ঘৃতাহুতি দিবার বিধি ছিল, এখনকার ন্যায় পুষ্পচন্দনলিপ্ত নৈবেদ্যাদি দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যায় না। যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা-সঙ্কলনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; তদবধি তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন।

শক্তিসংযোগমাত্রেণ কর্ম্মকর্ত্তা সদাশিবঃ।
অতএব মহেশানি পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গকম্॥"

রামায়ণ (৭।৩১।৪২) ও মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ব্বে ৭ম অঃ শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে। রাজতরঙ্গিণী (১।১৯৪ ও ২।১২৯-১৩০) পাঠে জানা যায় যে, জলৌক (Seleukos) রাজার অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশ নামক শিবলিঙ্গের পূজা প্রচলন ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্বে শককুষণ ও খরোষ্ঠী রাজগণের সময়েও লিঙ্গোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের শিবভক্তি কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত বৃষ, ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিরূপই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণভারতেও খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে লিঙ্গারাধনা প্রচারিত ছিল। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা হইতে জানা যায়, পাণ্ড্যরাজ রোমকসম্রাট্ অগাষ্টাসের সভায় দূত প্রেরণ করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ হইতে ২১৪ অব্দ মধ্যে পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য এক হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ লিঙ্গস্থাপক ও শিবভক্ত ছিলেন *। দাক্ষিণাত্য হইতে শৈব ধর্ম্মস্রোত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার প্রম্বনন নামক স্থানে দুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময় ও পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।† [যব ও বালি দেখ।]

গ্রীক্ ভৌগোলিক আরিয়ান্ কন্যাকুমারীর বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন, কুমারীনাম্নী দেবীর নামে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

* লিঙ্গসম্বন্ধে Sonnerat লিখিয়াছেন,—"The lingam may be looked upon as the phallus or the figure representing the virile member of Atys, the well-beloved of Cybele, and the Bacchus which they worshipped at Heiropolis. The Egyptians, Greeks and Romans had temples dedicated to Priapus, under the same form as that of the lingam. The Israelites worshipped the same figure, and erected statues to it."

† Vide Journal of the Indian Archipelego, vol. iii.

দুর্গার একটী নাম কুমারী। আরিয়ানের সময় (২য় খৃষ্টাব্দে) তথায় ঐ দেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্গেরই উহা শক্তি হইবেন।

জগৎসৃষ্টির আদিভূতা প্রকৃতিপুরুষাত্মিকা উৎপাদিকা শক্তিই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর-পার্ব্বতীর লিঙ্গশক্তিকেই জীবোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গমেই সৃষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই চিহ্নস্বরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে। একটী মঙ্গলময় ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া পরমপিতা জগতের হিতসাধনার্থ প্রকৃতিপুরুষসঙ্গমে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ প্রকৃতির উপাসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবত্ব আরোপ করিয়া থাকিবেন। তদবধি শৈবসম্প্রদায় সেই লিঙ্গরূপী যুগ্মমূর্ত্তিই শিব নামে উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী অব্যয়াত্মার নিরাকারত্ব অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাঁহার সাকারত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্বাসীর উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।* রোমক-দিগের মধ্যে "প্রিয়াপস্" এবং গ্রীকগণের মধ্যে "ফালাস্" নামে লিঙ্গমূর্ত্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপাস্য লিঙ্গমূর্ত্তি-গুলি চীনভাষায় হুঙ্-হি-ফুহ্ নামে কথিত। ইস্রাইলগণও পূর্ব্বে লিঙ্গপূজা করিত। মক্কায় যে মক্কেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহা এক সময়ে ইস্রাইলগণের উপাস্য ছিল। ভবিষ্যপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে এই মক্কেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, রেহোবোয়ামের পুত্র আশা তাহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্ষে বলি দিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেন (1 Kings xv. 13)। য়িহুদীগণ সোৎসাহে লিঙ্গরূপী দেবতা বেল্‌ফেগোর গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। মোয়াবীয় ও মদিনাবাসিগণ ফেগোর পর্ব্বতস্থিত এই লিঙ্গেরই উপাসনা করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে মিশরীয়দিগের বেলফেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। জুদা-(Judah)বাসিগণ পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ বনভাগে এবং সুবৃহৎ বৃক্ষ-তলে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলেন। বাল্ (Baal) তাহাদের উপাস্য ছিল এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তম্ভই তাঁহার মূর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা এই দেবতার বেদী সমক্ষে ধূপ ধুনা জ্বালাইত এবং প্রতি অমাবস্যায় সেই লিঙ্গমূর্ত্তির সম্মুখস্থ বৃষ-সমক্ষে পূজোপহার দিত। ইস্রাএল্ লিঙ্গমূর্ত্তি সম্মুখস্থ এই বৃষভ-মূর্ত্তি হিন্দুর সত্ত্বগুণপ্রধান বালেশ্বর শিবলিঙ্গসম্মুখস্থ ধর্ম্মরূপী বৃষ-মূর্ত্তির অনুরূপ। মিশরীয় ওসিরিস্ মূর্ত্তির এপিসের সহিতও ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমক্রমে ঐ বৃষমূর্ত্তিকে শিবানুচর নন্দী* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ উহাকে শিবের বাহন বলেন।

কর্ণেল টড্ বলেন, আরবীয় দেবমূর্ত্তি লাত বা অল্‌হাতের সহিত হিন্দুর লিঙ্গমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রোমকজাতির প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ফ্রান্স-রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্‌মেস্ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, ইতালীর সুপ্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরসমূহে, টোলৌস্ নগরের গীর্জ্জায় এবং বুর্দ্দোর কএকটী ধর্ম্মমন্দিরে অদ্যাপিও ঐ শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান দেখা যায়।†

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা টড্ লিঙ্গোপাসনার তত্ত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খৃষ্টান-দিগের দ্বারা বংশপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক phallic শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিস্ফুট অর্থ নিরাকৃত হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাষা সংস্কৃতের জনয়িতা আদি আর্য্য-ভাষা হইতেই এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে। সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদাতা ফলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গত্ব আরোপ করিয়া গ্রীক ফালাশ্ শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিলে শব্দার্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অন্যান্য বিষয়ে অনেক সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্ঠাত্রী। ওসিরিস যেমন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত চন্দ্রশৈলনিঃসৃত নীল-নদের (Nile) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইরূপ সিন্ধুনদ (ইহার অপর নাম নীল—ফিরিস্তা) ও চন্দ্রগিরিনিঃসৃত গঙ্গার পতি। এই চন্দ্রগিরিতুষারাবৃত কৈলাসশিখরে শিব পার্ব্বতীসহ বিরাজিত বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট হইতে, অথবা তাহাদের অনুরূপ উপায়েই এই ফলেশ লিঙ্গপূজার

* W. Taylor's Ex. & Analy. of Mack. Manus, and Jour. Roy. As. Soc. vol III. & 202-218.

* দাক্ষিণাত্যে শিববাহন বৃষের অপর একটী নাম নন্দী।
"উলূকং বৃষভং দেবি নাম্না নন্দী প্রকীর্ত্তিতঃ।" (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে ২য় পটল)

† প্লুতার্কের লেখনী হইতে জানা যায় যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস্ সর্ব্বত্রই লিঙ্গরূপে বিরাজিত (with the Priapus exposed) ছিলেন। Ptah Sokari মূর্ত্তিও ঐরূপ আকারে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এইরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি সকল তৎকালে Ptah Sokari Osiri নামে খ্যাত ছিল।

পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাহারা ফলের আকারে লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন অথবা কখন কখন সেই ফলকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কৃত সফল ফলেশ (ফল+ঈশ) হইতে গ্রীক Phallus শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ফাল্গুনে নবপল্লব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি যখন ধরিত্রীকে নবাম্বরে ভূষিত করিয়া শোভা দান করে, তখন জগদ্বাসী আপনাপন ইষ্টদেবতাকে অভীষ্ট ফল-পুষ্পদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্গুনমাসে এই পূজোৎসব বিহিত হইয়া আসিতেছে *।

বাসন্তীদেবীর (Goddess of the Spring Saturnalia) এই ফাল্গুন মহোৎসব, গ্রীকৃদিগের ডাইওনিসেয়াসের ফাগোসিয়া উৎসব, মিসরের ফাল্লিকা (Phalles) এবং হিন্দুস্থানের ফলগূৎসব বা হোলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসন্তোৎসবের পর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে পর্ব্বে এবং চড়ক সংক্রান্তিতে শিবকে বিল্বফল, নারিকেল প্রভৃতি ফলদানের বিধি আছে। [মদনমহোৎসব ও বসন্তোৎসব দেখ।]

আর্য্যজাতির ও ভারতীয় আর্য্যসমাজের প্রথমারব্ধ লিঙ্গ-পূজার চিরন্তন পদ্ধতি, উৎপত্তি ও বিস্তারের সম্যক্ ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত হইয়া মিশরবাসীর ন্যায় ক্রমশঃ কিংবদন্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। পরবর্ত্তিকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিঙ্গার্চ্চন বিধি স্বতন্ত্রভাবে ও তৎসাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সেই আদিম উপাসনাপদ্ধতির কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কৌলিক আচারাদি যে উহাতে গৃহীত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। রাজা কাম্বিশ্ পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া পুরোহিতদিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এসিস্ ধ্বংস করেন। সেরূপ কঠোরাচার অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাসনা উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তিকালে গ্রীক্ ও রোমকজাতি নীলনদের অববাহিকা প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমণ্ডলী রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিচিত্তে সেই সেই দেবতার মন্দির সংস্কার করিয়া তাহা স্থাপত্যশিল্পে পরিশোভিত করেন *।

খৃষ্টানধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এবং প্রভাববিস্তারে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জনপদবাসিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিল। নীলনদের দেবসঙ্ঘ, রোমের দেবলোক এবং আথেন্স নগরীর দেবসমাজ কিছুতেই খৃষ্টধর্ম্মের গৌরব অতিক্রম করিতে পারিল না। পারিপাট্যহীন ও আড়ম্বরশূন্য উপাসনায় লিপ্ত হইয়া তত্তদ্দেশবাসিগণ পৌত্তলিক উপাসনার হতাদর করিল। দেবতা ও মন্দিরাদি অনাদরে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োফিলাস কর্ত্তৃক আলেকসান্দ্রিয়ার সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেম্ফিসের ওসিরিস্ মন্দিরও লিঙ্গভ্রষ্ট হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের আদিকারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও যোনিই জীবোৎপত্তির অবান্তর কারণ জানিয়া জগদ্বাসী জাতিমাত্রই পরমপিতা মহান্ ঈশ্বরের সেই মুখ্য শক্তির উপাসনা করিতে থাকে। প্রাচীন আর্য্যসমাজে সমাদৃত ও পূজিত সেই মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি আর্য্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় ও রোমীয় লিঙ্গমূর্ত্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিব্রুগণ যে "বাল্" দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙ্গমূর্ত্তি Chiun বা শিউন নামেই উক্ত হইয়াছে*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্ত্তিকে শিব, শিউ, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে জম্বু ও শাকদ্বীপের আর্য্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি অব-

---

* "I have derived Phallus from Phalisa the *Chief fruit.* The Greek, who either borrowed it from the Egyptions or had it from the same source, typified the *fructifier* by a *Pine apple* the form of which resembles Sitaphala, * *. In like manner Gouri the Rajpoot Ceres is typified under the coco-nut or sriphal, the *Chief of fruit* or *fruit* sacred to Sri or Isa (Isis), whose other elegant emblem of abundance the *Camacumpa* is drawn with branches of palmyra, or coco-tree gracefully pendent from the vase (cumbha).

The sriphala is accordingly presented to all the votaries of Iswara and Isa on the conclusion of the spring festival of Phalguna, the ***Phagasia*** of the Greeks, the *Phamenoth* of the Egyptians and the Saturnalia of antiquity, a rejoicing at the renovation of the powers of nature, the empire of heat over cold—of light our darkness." Tod's Rajasthan, Vol. 1. p, 603.

* "Isis and Osiris, Serapis and Canopus, Apis and Ibis adopted by the Romans, whose temples and images yet preserved, will allow full scope to the Hindu antiquary for analysis of both systems. The temple of Serapis at Pazzouli is quite Hindu in its gronnd plan."
Tod's Rajasthan vol 1. 606 n.

* Ezekiel xvi. 17. Amos. v. 25-27. পাঠে জানা যায় যে, ৯৫৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দেও বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে লিঙ্গোপাসনা ও কপালে তিলকধারণ প্রচলিত ছিল।

গত ছিলেন, সেই সময়ে হিব্রুগণও বাল্ দেবের লিঙ্গরূপ উপাসনা করিতেন ; কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাসনা ভারতে অথবা সুদূর পশ্চিম য়ুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের ধারণা, যখন হিব্রুজাতি অথবা গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে লিঙ্গোপাসনার প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যখন রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান হয় নাই, যখন যীশুখৃষ্ট আদৌ জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের সূচনা হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আর্য্য সভ্যতাস্রোত-পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্ব্বাণের শতাব্দ পরে বুদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের যত্নে সমগ্র জম্বুদ্বীপে এবং উত্তর-পশ্চিম এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের নিকট বৌদ্ধেরা মূর্ত্তিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে। [শিব দেখ।]

আমেরিকা মহাদেশের পেরুভিয়া নামক স্থানে 'রাম-সীতোয়া' মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সূর্য্যবংশোদ্ভবতার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐ স্থলের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু। আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক জনপদবাসীরা সেবা বা সেবাজিয়াস্ নামক দেবতার উপাসনা করে। ঐ দেবোপাসকগণ দীক্ষাকালে সর্পঘটিত কএকটী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মিশরবাসীর বাকাস্ (ব্যাঘ্রেশ?) ভিন্ন অপর একটী দেবতার নাম সেব্, সেব্বা বা সোবক্ দেখা যায়; এই নামসাদৃশ্য এবং সর্পগত প্রক্রিয়াদি অনুধাবন করিলে, আমাদের ব্যালমালবিভূষিত ও ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিত শিবের কথাই মনে পড়ে।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাসনাপদ্ধতি প্রাচীন তাতাররাজ্য (শাকদ্বীপ?) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহারা শিবপূজা সম্বন্ধে ঐরূপ কোন একটী অদ্ভুত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টজন্মাব্দের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনা-পদ্ধতি সিন্ধুসৈকত হইতে রাজপুতনার মধ্য দিয়া আর্য্যাবর্ত্তভূমে বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওঙ্কারেশ্বরের মহোৎসব সাধিত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেও হিন্দুরাজগণের অধিকারে ঐ স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। তখনকার বিন্দুস্বর্ণ নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ।

আমাদের দেশে এক খণ্ড লম্বমান গোলাকার বা কোণাকার প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। উহার নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্থূল ও আসন নামে অভিহিত ; বস্তুতঃ এই আসন রাখিবার আবশ্যক নাই। স্তম্ভের মধ্যস্থলে কোষার আকার যোনিপট্ট বা গৌরীপট্ট স্থাপিত। উহা স্থল-বিশেষে প্রণালিকা বলিয়া গৃহীত। এই গৌরীপট্টই পার্ব্বতীর যোনি বা মূলপ্রকৃতির স্ত্রী-চিহ্ন এবং উহা ভেদ করিয়া তদুপরিস্থ উর্দ্ধায়ত শলাকা বা দণ্ডমূল পুরুষের লিঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। একযোগে এতদুভয়ই, অথবা যোনিপট্টের উপরিস্থ পুংচিহ্নই শিবলিঙ্গ নামে কথিত ; এই কারণে প্রধান প্রধান শৈবপীঠে আসন না রাখিয়াই যোনিপট্টের উপর লিঙ্গ স্থাপিত দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় অন্যূন আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বদরিকাশ্রম ও পশুপতি-নাথ হইতে সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার উভয় কূলে বিশেষতঃ বারাণসীক্ষেত্রে ও বাঙ্গালায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গমূর্ত্তিস্থাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বারাণসীর বিশ্বেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাঙ্গালার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ এবং কাল্না নগরে বর্দ্ধমানরাজের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টী মন্দির শৈবকীর্ত্তির নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন কাঞ্চীপুর, জম্বু-কেশ্বর, তিরুমলয়, চিদম্বরম্ ও কালহস্তী প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শৈব কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণ (৩৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন যে, 'আমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সৌরাষ্ট্রে—সোমনাথ, কৃষ্ণাতীরস্থ শ্রীশৈলে—মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীনগরে—মহাকাল, ওঙ্কার, ও অম-রেশ্বর, চিতাভূমে—বৈদ্যনাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে—রামেশ্বর, বারা-ণসীক্ষেত্রে—বিশ্বেশ্বর, গোমতীতীরে—ত্র্যম্বক, হিমালয় পৃষ্ঠে—কেদারনাথ, দারুকবনে—নাগেশ, শিবালয়ে—ঘৃষ্ণেশ, ডাকিনীতে—ভীমশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে আমি বিদ্যমান আছি।'

১০২৪ খৃষ্টাব্দে বা ৪১৫ হিজিরায় সুলতান মাহ্মুদ গজনীতে আনিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধ্বংস করেন। ১১৫২ শকে সুলতান আল্তামাস্ উজ্জয়িনীর মহাকাল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। হিমালয়স্থ কেদারতীর্থে অদ্যাপি হিন্দুতীর্থযাত্রী গমন করে। দক্ষিণে রাজমহেন্দ্রীর অন্তর্গত দ্রাক্ষারাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্ত্তি

* Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia, by Hyde Clarke. p. 10-11.

বিদ্যমান, উহা পুরাণোক্ত ডাকিনীস্থিত ভীমশঙ্কর বলিয়া উক্ত। নর্ম্মদাতীরে ওঙ্কারমান্ধাতা নামক স্থানে ওঙ্কার শিব বিদ্যমান। কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথে ও সেতুবন্ধে রামেশ্বর অদ্যাপি পূজিত হইয়াছেন। ত্র্যম্বক, ঘৃষ্ণেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথায় কিরূপে অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপূজা ও শৈবোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে শৈবসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সুদূর পূর্ব্বে আনাম ও কম্বোজে শৈবপ্রস্তাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈবসম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনকল্পে শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৌদ্ধশাক্তবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা।

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিলিঙ্গ বা ত্রিমূর্ত্তি, ইলোরার গুহায় ও অন্যান্য স্থানে চৌমূর্ত্তি বা চতুর্ম্মুখ, মথুরাসন্নিহিত স্থানে পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উত্তরস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গনাথ মূর্ত্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শিবলিঙ্গের নিদর্শন।

একলিঙ্গ মূর্ত্তি একখণ্ড নলাকার অথবা কোণাকার প্রস্তরে গঠিত। ঐরূপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পার্শ্বে এবং ঊর্দ্ধদিকে চারিটী বা পাঁচটী মুখ খোদিত করিয়া চতুর্ম্মুখ বা পঞ্চমুখ শিবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগণিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট আরও কএকপ্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেষলিঙ্গ, কোটীশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটী সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভে সহস্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদিত করিয়া উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় গঠিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগে ঐরূপ একটী কোটীশ্বর লিঙ্গের সুপ্রাচীন মন্দির এবং সৌরাষ্ট্রজনপদে শেষলিঙ্গের কএকটী মূর্ত্তি ও মন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রীস ও মিশররাজ্যে ব্যাকাস্ (Bacchus) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহার সহিত কোটীশ্বরের যথাযথ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্যাকাস্‌কে ব্যাঘ্রেশ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর ব্যাঘ্রেশ শিবমূর্ত্তির অনুকরণে ব্যাকাসের লিঙ্গমূর্ত্তিস্থাপনার কল্পনা করা যাইতে পারে। যেহেতু উভয় মূর্ত্তিই সর্ব্বতোভাবে এক এবং ব্যাঘ্রাম্বরধারী। প্রাচীন ঢোলপুরে (বর্ত্তমান বারোল্লী নামক স্থানে) যোনিচক্রে ভ্রাম্যমাণ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তি ঘাটেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। বহু তীর্থযাত্রী কৌতূহল পরবশ হইয়া বিজন অরণ্যমধ্যস্থিত এই ঘাটেশ্বরতীর্থস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে লিঙ্গোপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এখান হইতে প্রায় ১৮ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্ তথাকার একটী শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্ ও তাঁহার ভার্য্যা আইসীস দেবীর সহিত শিব ও শক্তির অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তিযন্ত্র যেমন ত্রিকোণাকৃতি, আইসীস্ দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটী ত্রিকোণযন্ত্র ছিল। শিব যেমন সংহারকর্ত্তা, ওসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্ম্মরূপী বৃষ যেমন পূজনীয়, ওসীরিস্ দেবের এপিস্ নামক বৃষও সেইরূপ তাঁহার অংশস্বরূপ বলিয়া পূজিত।

পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ব্যাকাস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটীর নাম এপিস্। শিব ও ওসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ওসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটী ত্রিফলকযুক্ত দণ্ড বিলম্বিত দেখা যায়। মিশর দেশের ওসীরিস্ দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তির সহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত শিবমূর্ত্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। মিঃ উইলকিন্স কৃত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাসে ওসীরিস দেবের চর্ম্মপরিধৃত প্রতিরূপ বিদ্যমান আছে। শিবপ্রিয় বিল্ববৃক্ষের ন্যায় তাঁহার একটী প্রিয় বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষের পত্র বিল্বপত্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ,—মেম্ফিস্ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্ দেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যক্ষেত্র। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হইয়া থাকে, ফিলিদ্বীপে ওসীরিস্ দেবের পীঠস্থানেও সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত ওসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ, ওসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্ত্তিবিশেষও কৃষ্ণবর্ণ*। এ ছাড়া ভারতের নানা তীর্থে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ঘোর ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিদ্যমান দেখা যায়।

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজার ন্যায় মিশরদেশেও ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পূজাবিস্তার প্রসঙ্গে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণাপূর্ব্বক ওসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আইসীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে

* "মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।" (তন্ত্রসার)

প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন†।

মিশর দেশের স্থানে স্থানে তত নামে এইরূপ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর দেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বাঁস্ কেনেডি এ দেশীয় লিঙ্গ উপাসনার সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গপূজার দুইটী বিষয়ে পার্থক্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গমূর্ত্তির গ্রামযাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই‡। তাঁহার এ কথাটী নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালা দেশে চৈত্রোৎসবের সময়ে সন্ন্যাসীরা সমারোহপূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিবলিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। বহুদিন হইতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে চৈত্রমাসে লিঙ্গরাজের রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। চৈত্রমাসে নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে একটী মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে মহাসমারোহপূর্ব্বক ভগবতীর বাটীতে যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপূজার ন্যায় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় মদ্যপানাদি প্রচলিত নাই। প্রকাশ্যরূপে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্য ভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক সুস্পষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান আছে।*

গ্রীকদেশেও এক সময়ে লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। তথাকার নগররাজির প্রায় প্রত্যেক পথেই বহুমন্দির ও শিবলিঙ্গমূর্ত্তি† প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত লিঙ্গসমূহের মধ্যে কএকটী প্রধান ও প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উদ্দেশে সময় সময় নানা অনুষ্ঠানের সহিত এক একটী উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্ দেবের ফেলিফোরিয়া নামক মহোৎসবে তথাকার লোকেরা মেষচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বাঙ্গে মসীলেপন এবং একটী সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে চর্ম্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে নাচিয়া বেড়াইত। ব্যাকাসের পুত্র প্রায়েপাসের উৎসব কুৎসিত ও বীভৎসব্যাপার। তাঁহার প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ঐ রমণীমণ্ডলী তাঁহার অর্চ্চনাকালে গর্দ্দভ বলি দিত এবং মদ্যাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া নৃত্য গীত ও বাদ্যসহ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

ব্যাকাস্ ও প্রায়েপাসের পূজা এবং মহোৎসব প্রসঙ্গে তদ্দেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর য়ুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্ব্বে তন্ত্রোক্ত বীরাচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে চড়ক-পূজার সময় ধূলিক্রীড়া ও বাণফোঁড়ার সময় সন্ন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকেরা নীলোৎসবের দিন গাত্রে ধূলি, কর্দ্দম, মসী, চূর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎসিৎ ব্যবহার করিতে করিতে গমন করে। এতদুভয় দেশবাসীর এই আচার এতই লজ্জাকর, যে তাহা কোনক্রমেই ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে।

আথেনিয়াসের লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রাকবাসিগণ ব্যাকাস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ একটী স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আলেকসান্দ্রিয়ারাজ টলেমি এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (Athenaeus. lib. v.)

---

† এই ঘটনা হইতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দক্ষের ষড়যন্ত্র, বিনা নিমন্ত্রণে সতীর পিত্রালয়ে গমন এবং শিবের নিন্দাশ্রবণে সতীর দেহত্যাগ, সকলই মনে পড়ে। পরে শিবস্কন্ধস্থিত সেই সতীদেহ বিষ্ণুকর্ত্তৃক সুদর্শন চক্র সাহায্যে ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হয়। সেই সতী-অঙ্গ হইতে ৫১ পীঠের উৎপত্তি। এখনও কামরূপে যোনিপীঠ বিদ্যমান। ঐ সকল সতীপীঠের পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে। জানিনা ওসীরিসের অঙ্গখণ্ডগুলি স্বতন্ত্র পীঠরূপে গৃহীত হইয়াছিল কি না? এই পাশ্চাত্য উপাখ্যানে সতী পতিকে লওয়ায় বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে। মদন-ভস্মের সময় রতি কামদেবের ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; সম্ভবতঃ শিব-প্রসঙ্গাধীনে এই দুইটী উপাখ্যানের সহযোগে মিশরীয় উক্ত কিংবদন্তী বিবৃত হইয়া থাকিবে।

‡ Vans Kennedey's Researches into the nature and affinity of Ancient and Hindoo Mythology, p. 305.

* "বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগসাধনে।
কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শত্রুনিগ্রহে॥"

বাণলিঙ্গস্তোত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে—

"পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ।
কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমোনমঃ॥"

(শব্দকল্পদ্রুম ধৃত যোগসারবচন)

† G. A. St. John's Hist. of the Manners and Customs of ancient Greece, Vol I. p. 411.

প্রাচীন ফিনিকীয়া রাজ্যেও (কানানরাজ্য) অতি জঘন্য-ভাবে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সিরিয়ার একটী সুবৃহৎ মন্দিরে ৩০০ ফাদম্ (?) উচ্চ লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩০০ হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিত। বাবিলন হইতে যে সকল পিত্তলনির্ম্মিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিঙ্গের অনুরূপ*। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কাশীধামে আসিয়া ১০০ ফিট্ উচ্চ তাম্রময় শিবলিঙ্গ এবং ন্যূনাধিক ৬৬ হস্ত দীর্ঘ একটী পিত্তলময় শিবমূর্ত্তি ও ২০টী সুন্দর মন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। [কাশী দেখ।] কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, এখনও ইতালীর রোমান্ কাথলিক্ সম্প্রদায়ে তাহার অঙ্গবিশেষ বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম খৃষ্টানগণ লিঙ্গাকৃতিমূলক পূর্ব্বোক্ত 'তও' নামক বস্তু গলে ধারণ করিতেন। পূর্ব্বতন খৃষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির বা স্তম্ভে ঐ তওমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ঐ তও-লিঙ্গ পরে ক্রুশ-চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায় না। ভারতীয় হিন্দুদিগের এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া মূর সাহেব লিখিয়াছেন,—

"This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingaic, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rite"—*Moor's Oriental Fragments*, p. 147.

ভারতে শিবলিঙ্গপূজায় চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আছে। শিবলিঙ্গের মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন, স্বর্ণ, রজত, তাম্র, স্ফটিক ও পারদাদির লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গমহিমা—জগতে যে সকল পুণ্য কার্য্য আছে, তাহার মধ্যে শিবপূজা প্রধান, অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ অপেক্ষা শিবপূজায় অধিক ফল হইয়া থাকে। যথা—

"অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহেশার্চ্চনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"(মৎস্যসূ° ১৬প°)।

শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই জগতে জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ॥
হিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হিত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ।
যজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে॥
অনেকজন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ জন্মসু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনং নরঃ॥"(স্কন্দপুরাণ)

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপূজনে চতুর্ব্বর্গ ফল এবং অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই সেই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

"শিবস্য পূজনাদ্দেবি চতুর্ব্বর্গাধিপো ভবেৎ।
অষ্টৈশ্বর্য্যযুতো মর্ত্ত্যঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥
স্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদা।
তেষাং পূজা ভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চ্চন ব্যতীত যাহার কাল অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। একদিকে সকল প্রকার দান, বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপূজা এই উভয়ই তুল্য। লিঙ্গারাধনা ব্যতীত যাগ যজ্ঞাদি বিফল হইয়া থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাপনাশক, শিবলিঙ্গারাধনাবলে অন্তকালে শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

"বিনা লিঙ্গার্চ্চনং যস্য কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ।
মহাহানির্ভবেত্তস্য দুর্গতস্য দুরাত্মনঃ॥
একতঃ সর্ব্বদানানি ব্রতানি বিবিধানি চ।
তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গারাধনমেকতঃ॥
ন লিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ষ্বপি।
বিদ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রাণামেষ এব সুনিশ্চিতঃ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং বিবিধাপন্নিবারণম্।
পূজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ক্রিয়াজালমশেষতঃ।
ভক্ত্যা পরময়া বিদ্বান্ লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ॥" (স্কন্দপু°)

* Jour Roy. As. Soc. of Great Britain and Ireland, Vol. 1. p. 91-92.

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র মতে, লিঙ্গপূজা ব্যতীত অন্য পূজাদি নিষ্ফল হইয়া থাকে, এই জন্য যে কোন পূজাদি করিতে হইবে, তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়।

"সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্।
লিঙ্গপূজাং বেনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ ॥
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥"

(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ১ প°)

যে রাজ্যে শিবপূজা হয় না, সে রাজ্য পতিত বলিয়া স্থির করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই।

মৎস্যসূক্ত, স্কন্দপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শিবলিঙ্গ পূজার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই শিবলিঙ্গ পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব সন্ধ্যা বন্দনাদির ন্যায় শিবপূজা নিত্যকর্ম্ম। স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতির মধ্যে আহ্নিকতত্ত্বে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া পূজার মন্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনাদি লিঙ্গ বা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাষাণময়।

যে সকল দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য চ।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্ ॥
এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ।
শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ ॥" (গরুড়পুরাণ)

গন্ধলিঙ্গ—দুই ভাগ কস্তূরিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন ভাগ কুঙ্কুম ইহা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে শিবসাযুজ্য লাভ হয়।

পুষ্পময় লিঙ্গ—নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে পুষ্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি-বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অন্তে গণাধিপতি হইয়া থাকে।

গোশকৃল্লিঙ্গ—(গোবরের শিব) স্বচ্ছ কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, এই লিঙ্গপূজনে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এ বিষয়ে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহার জন্য গোবরের শিবপূজা করা হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। গোবরের শিবপূজায় একটু বিশেষ এই যে, মৃত্তিকাপতিত গোবরের দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে নাই।

রজোময় লিঙ্গ—রজঃ দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিলে বিদ্যাধরত্ব এবং তৎপরে শিবসাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

যবগোধূমশালিজ—যব, গোধূম ও শালিজ তণ্ডুলের লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে।

সিতাখণ্ডময় লিঙ্গ—সিতাখণ্ডে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়।

লবণজলিঙ্গ—হরিতাল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করিলে উত্তম বশীকরণ হয়।

লবণজলিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, পার্থিবলিঙ্গ সকল কামনাসিদ্ধিদ, তিলপিষ্টোত্থ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধিদ, তুষোত্থ লিঙ্গ মারণশীল, ভস্মময় লিঙ্গ সর্ব্বফলপ্রদ, গুড়োত্থ লিঙ্গ প্রীতিবর্দ্ধন, গন্ধময়লিঙ্গ গুণদায়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সুখপ্রদ, বংশাঙ্কুরনির্ম্মিত লিঙ্গ বংশকর, গোময়লিঙ্গ সর্ব্বরোগপ্রদ ও কেশাস্থিসম্ভব লিঙ্গ সর্ব্বশত্রুনাশক। এ ছাড়া দ্রুমোদ্ভূত লিঙ্গ দারিদ্র্যপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিদ্যাপ্রদ, দধি-দুগ্ধোদ্ভব লিঙ্গ কীর্ত্তি, লক্ষ্মী ও সুখপ্রদ, ধান্যজ লিঙ্গ ধান্যপ্রদ, ফলোত্থ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবনীতজাত লিঙ্গ কীর্ত্তি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক, দূর্ব্বাকাণ্ডজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, কর্পূরজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ। ক্ষোভণ ও মারণ কার্য্যে পিষ্টময় লিঙ্গ প্রশস্ত।

অয়স্কান্তমণিজ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌক্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, স্বর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গ মহামুক্তিপ্রদ, রাজতলিঙ্গ ভূতিবর্দ্ধক, পিত্তল ও কাংস্যজ লিঙ্গ সামান্য মুক্তিপ্রদ; ত্রপু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ শত্রুনাশক; মিশ্র অষ্টধাতুনির্ম্মিত লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, অষ্টলৌহ-জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈদূর্য্যমণিজাত লিঙ্গ শত্রুদর্পনাশক, স্ফাটিকলিঙ্গ সর্ব্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও দ্রব্যাদি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে ঐ সকল ফল লাভ হইয়া থাকে*।

* "কার্য্যং পুষ্পময়ং লিঙ্গং হয়গন্ধসমন্বিতম্।
নবখণ্ডাং ধরাং ভুক্ত্বা গণেশোঽধিপতিপতির্ভবেৎ ॥
রজোভির্নির্ম্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥
শ্রীকামো গোশকৃল্লিঙ্গং কৃত্বা ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥
স্বচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥
কার্য্যং যষ্টিক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্।
শ্রীকামঃ পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকামস্তদর্চ্চয়েৎ ॥
সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কার্য্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্।

পূর্ব্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকালে তাম্রাদিনির্ম্মিত লিঙ্গপূজা করিতে নাই। যথা—

"তাম্রলিঙ্গং কলৌ নার্চ্চেৎ রৈত্যস্য সীসকস্য চ।
রক্তচন্দনলিঙ্গঞ্চ শঙ্খকাংস্যায়সং তথা ॥
তুষ্টিকামস্তু সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্।
কীর্ত্তিকামো যজেন্নিত্যং লিঙ্গং কাংস্যসমুদ্ভবম্ ॥
শত্রুমারণকামস্তু লিঙ্গং লৌহময়ং সদা।
সদা সীসময়ং লিঙ্গমায়ুষ্কামোঽর্চ্চয়েন্নরঃ ॥" (মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র)

তাম্রনির্ম্মিত লিঙ্গ, রৈত্য, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংস্য, লৌহ এবং সীসকনির্ম্মিত লিঙ্গ কলিকালে পূজা করিতে নাই।

পারদ দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

বশ্যে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকান্বিতম্।
গব্যঘৃতময়ং লিঙ্গং সংপূজ্য বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥
লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্ব্বকামদম্।
কামদং তিলপিষ্টোত্থং তুষোত্থং মরণে স্মৃতম্ ॥
ভস্মোত্থং গুণদং ভূরি শর্করোত্থং সুখপ্রদম্।
বংশাঙ্কুরোত্থং বংশকরং গোময়ং সর্ব্বরোগদম্ ॥
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্।
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥
দারিদ্রদং দ্রুমোদ্ভূতং পিষ্টং সারস্বতপ্রদম্।
দধিদুগ্ধোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিলক্ষ্মীসুখপ্রদম্ ॥
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোত্থং ফলদং ভবেৎ।
পুষ্পোত্থং দিব্যভোগায়ুর্ম্মুক্ত্যৈ ধাত্রীফলোদ্ভবম্ ॥
নবনীতোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
দূর্ব্বাকাণ্ডসমুদ্ভূতমপমৃত্যুনিবারণম্ ॥
কর্পূরসম্ভবং লিঙ্গং চলং বৈ ভুক্তিমুক্তিদম্।
অয়স্কান্তং চতুর্ধা তু জ্ঞেয়ং সামান্যসিদ্ধিষু ॥
মহামুক্তিপ্রদং হৈমং রাজতং ভূতিবর্দ্ধনম্।
আরকূটং তথা কাংস্যং শৃণু সামান্যমুক্তিদম্ ॥
ত্রপুসীসায়সং লিঙ্গং শত্রূণাং নাশনে হিতম্।
কীর্ত্তিদং কাংস্যজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
পৈত্তলং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং মিশ্রজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥
পিতৃণাং মুক্তয়ে লিঙ্গং পূজ্যং রজতসম্ভবম্।
হৈমজং সত্যলোকস্য প্রাপ্তয়ে পূজয়েৎ পুমান্ ॥
শ্রীপ্রদং বজ্রজং লিঙ্গং শিলাজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ধাতুজং ধনদং সাক্ষাদ্দারুজং ভোগসিদ্ধিদম্ ॥
লিঙ্গং গোরোচনোত্থঞ্চ রূপকামস্তু পূজয়েৎ।
কান্তিকামস্তু সততং লিঙ্গং কুঙ্কুমসম্ভবম্ ॥
শ্বেতাগুরুসমুদ্ভূতং মহাবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং কৃষ্ণাগুরুসমুদ্ভূতম্ ॥"

(মৎস্যসূক্ত, মাতৃকাভেদতন্ত্র)

"পারদঞ্চ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।" (পদ্মপুরাণ)

লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার সংস্কার করিয়া পূজা করিতে হয়। কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গ স্বর্ণ-পাত্রে তিন দিন দুগ্ধ মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া কাল-রুদ্রের পূজা করিবে, পরে বেদীতে ষোড়শ উপচার দ্বারা পার্ব্বতীর পূজা বিধেয়। তৎপরে ঐ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়া গঙ্গাজলে তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে।

"সংস্কারং সংপ্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যদ্ভবেৎ।
রৌপ্যঞ্চ স্বর্ণলিঙ্গঞ্চ স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥
তস্মাদুত্তোল্য তল্লিঙ্গং দুগ্ধমধ্যে দিনত্রয়ম্।
ত্র্যম্বকেণ স্নাপয়িত্বা কালরুদ্রং প্রপূজয়েৎ ॥
ষোড়শে নোপচারেণ বেদ্যান্তু পার্ব্বতীং যজেৎ।
তস্মাদুত্তোল্য তল্লিঙ্গং গঙ্গাতোয়ে দিনত্রয়ম্।
ততো বেদোক্তবিধিনা সংস্কারমাচরেৎ সুধীঃ ॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল)

পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

"লিঙ্গপ্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
পার্থিবে চ শিখাদৌ চ বিশেষো যত্র যো ভবেৎ ॥
মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ম্।
এতদন্যন্ন কুর্ব্বীত কদাচিদপি পার্ব্বতি ॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল)

পার্থিব লিঙ্গপূজনে মৃত্তিকাভেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ নির্ম্মাণ কালে ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্য পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। যে স্থলে ঐরূপ মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে দোষ হইবে না।

"চতুর্ধা পার্থিবং লিঙ্গং মৃৎস্না ভেদেন পার্ব্বতি।
শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চ পরমেশ্বরি ॥
শুক্লন্তু ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষ্যতে।
পীতন্তু বৈশ্যজাতৌ স্যাৎ কৃষ্ণং শূদ্রে প্রকীর্ত্তিতম্।"

(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ৩প°)

লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে লিঙ্গের যেরূপ বিস্তার ও পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিস্তার ও পরিমাণ করিতে হইবে।

লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদর্দ্ধ পরিমাণ যোনিপীঠ করিতে হইবে। লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাষাণাদি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থূল করিতে হইবে। রত্নাদি ধাতু-নির্ম্মিত লিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছানুরূপ হইবে।

"লিঙ্গস্য যাদৃগ্বিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ।
লিঙ্গস্য দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা॥
কুর্ব্বীতাঙ্গুষ্ঠতো হ্রস্বং ন কদাচিদপি ক্বচিৎ।
রত্নাদিশিবনির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাত্তবে॥
শিলাদৌ চ মহেশানি স্থূলঞ্চ ফলদায়কম্।
অঙ্গুষ্ঠমানং দেবেশি যথা হেমাদ্রিমানকম্॥"
(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ও তন্ত্রান্তর)

লিঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অশুভকর, এই জন্য উহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্যহীন হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিমাণের হ্রস্ব দীর্ঘ করা উচিত নহে। যোনিপীঠ এবং মস্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না। তাহাতে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গে স্বাঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে।

"লিঙ্গং সুলক্ষণং কুর্য্যাৎ ত্যজেল্লিঙ্গমলক্ষণম্।
দৈর্ঘ্যহীনে ভবেদ্ব্যাধিরধিকে শত্রুবর্দ্ধনম্॥
মানহীনে বিনাশঃ স্যাদধিকে চ শিশুক্ষয়ঃ।
বিস্তারে চাধিকে হীনে রাষ্ট্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
পীঠহীনে তু দারিদ্র্যং শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মসূত্রবিহীনে চ রাজ্ঞাং রাষ্ট্রঞ্চ নশ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লিঙ্গং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণম্॥"
(মাতৃকাভেদত° ৭ প°)

"স্বাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমানন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
মৃদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। লিঙ্গের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরে প্রণবাখ্য মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজায় সকল দেবতার পূজাই হইয়া থাকে।

"মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যে বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ॥
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ প্রপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

পারদ-শিবলিঙ্গপূজার বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পারদ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য সেই সময় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক। পকার শব্দে বিষ্ণু, আকার অর্থে কালিকা, রকার শব্দে শিব, এবং দকার ব্রহ্মা, সুতরাং পারদ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক পারদ লিঙ্গ যিনি পূজা করেন, তিনি শিবতুল্য হইয়া থাকেন এবং ধন, জ্ঞান ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে।

"পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং।
রেফং শিবং দকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চান্যথা॥
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করোঽব্যয়ঃ॥
আজন্ম মধ্যে যো দেবি একদা যদি পূজয়েৎ।
স এব ধন্যো দেবেশি স জ্ঞানী স চ তত্ত্ববিৎ॥
পারদে শিবনির্ম্মাণে নানা বিঘ্নং যতঃ প্রিয়ে।
অতএব মহেশানি শান্তিস্বস্ত্যয়নঞ্চরেৎ॥"

এই যে সকল লিঙ্গের বিষয় বলা হইল, এই সকল লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহা ভিন্ন নর্ম্মদাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক। নর্ম্মদা, দেবিকা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ-লিঙ্গ সকল আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন।

"বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥
নর্ম্মদাদেবিকায়াঞ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যন্মুখে॥
ইন্দ্রাদি পূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নে বিহিতানি চ।
সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থদায়কঃ।
ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্যাহুঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ॥"
(বীরমিত্রোদয়ধৃত কালোত্তর)

বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে তাহার বেদিকা করিয়া তাহার উপর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। তাম্র, স্ফটিক, স্বর্ণ, পাষাণ, রজত বা রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে।

"তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ॥"
(হেমাদ্রিধৃত বচন)

নর্ম্মদাদি পুণ্যনদী হইতে বাণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া পরে সংস্কার করিবে। পরীক্ষার নিয়ম—প্রথমে তুলাদণ্ডে একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তণ্ডুল সমান করিয়া দিয়া একবার ওজন করিবে। পরে আবার ঐ তণ্ডুল দ্বারা ওজন করিলে যদি

ঐ তণ্ডুল অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পূজনীয়। ওজন ৩, ৫ বা ৭ বার করিতে হয়। যদি তুলায় প্রত্যেক বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক ওজনই থাকে, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। তণ্ডুল অপেক্ষা যদি লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ উদাসীনদিগের পক্ষে হিতকর।

"ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাতন্ত্রকোবিদৈঃ।
ত্রিঃসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে।
তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণসম্ভবম্॥"
(বীরমিত্রোদয়ধৃত শ্লোক)

'তুলাকরণন্তু তণ্ডুলেন,অপরতুলাদিষু তণ্ডুলা যদ্যধিকাঃ স্যুস্তদা তল্লিঙ্গং গৃহিণাং পূজ্যমবধার্য্যং লিঙ্গঞ্চেদধিকং তদোদাসীনপূজ্যং তদিতি কিংবদন্তীতি হেমাদ্রিধৃত লক্ষণাক্রান্তম্।'

"সপ্তকৃত্যস্তুলারূঢ়ং বৃদ্ধির্মেতি ন হীয়তে।
বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেষং নার্ম্মদমুচ্যতে॥
ত্রিপঞ্চবারং যস্যৈব তুলাসাম্যং ন জায়তে।
তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণসম্ভবম্॥"
(স্বতসংহিতা)

বাণলিঙ্গ কি না এইরূপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া তাহার সংস্কারপূর্ব্বক পূজা করিবে।

লিঙ্গপূজাবিধি। বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতা পূজা করিয়া বাণলিঙ্গকে স্নান করাইতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পূজা যথাশক্তি ষোড়শাদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্॥"

এই ধ্যানে পূজা ও জপাদি করিয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। বাণলিঙ্গপূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,—আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, নৈর্ঋতলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জললিঙ্গ, ত্রিপুরারিলিঙ্গ, অৰ্দ্ধনারীশ্বর লিঙ্গ ও মহাকাল লিঙ্গ প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ স্থির করিতে হয়। বাণলিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

নিন্দ্যলিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুত্রদারাদিক্ষয়, চিপিটাকার অর্থাৎ চেপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্শ্বস্থিত হইলে পুত্রদারাদি ধনক্ষয়, শিরোদেশ স্ফুটিত হইলে ব্যাধি, লিঙ্গ ছিদ্র হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাকিলে ব্যাধি হয়, সুতরাং এই সকল দোষযুক্ত বাণলিঙ্গ পূজা করিতে নাই। ইহা ভিন্ন তীক্ষ্ণাগ্র, বক্রশীর্ষ, এবং ত্র্যস্র (ত্রিকোণ) লিঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। ইহা ভিন্ন অতি স্থূল, অতিকৃশ, স্বল্প ও ভূষণযুক্ত লিঙ্গ গৃহী পূজা করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতকর।

"কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
একপার্শ্বস্থিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ।
শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্ম্মরণমেব চ॥
ছিদ্রলিঙ্গেঽৰ্চ্চিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ।
লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট্বা ব্যাধিমান্ জায়তে পুমান্॥
তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্রলিঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ।
অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম্॥
গৃহী বিবর্জ্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্॥" বীরমিত্রোদয়

শুভলিঙ্গ—ঘনাভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ বিশেষ শুভ, এই লিঙ্গ পূজায় শুভ হইয়া থাকে। লঘু বা স্থূল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃহী কদাপি পূজা করিবে না। ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অপীঠ বা মন্ত্র সংস্কার রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পূজা করিতে পারে।

"অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ।
লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ॥
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎসপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতম্॥" (বীরমিত্রোদয়)

বাণলিঙ্গের আকার পদ্মবীজের সদৃশ। এই বাণলিঙ্গ ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক। পক্ক জম্বু ফলের ন্যায় ও কুক্কুটাণ্ড সমাকৃতি যে লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পূজায় বিশেষ প্রশস্ত। মধুবর্ণ, শুক্ল, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসডিম্বের আকৃতিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত। এই লিঙ্গ নর্ম্মদাদি নদী জলে পর্ব্বত হইতে স্বয়ংই উদ্ভূত হন। সুতরাং নদী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়া পূজা করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বাণ তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট বর লইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা পর্ব্বতে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত থাকিবেন, এইজন্য জগতী তলে ঐ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটী বাণলিঙ্গ পূজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফললাভ হয়।

"পক্কজম্বু ফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতি।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চৈব বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্॥
পক্কজম্বুফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতি॥
প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পক্কজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥

হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্ম্মদাতটে ।
আবিরাসীৎ গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোঽর্থা জগতীতলে ॥
অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ ॥"

(হেমাদ্রিধৃত পুরাণবচন)

পার্থিব লিঙ্গপূজা—পার্থিব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'ওঁ হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। মৃত্তিকা সমান তিন ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরীপীঠ এবং শেষ ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তুত করিতে হয়। উপরের ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গৌরীপীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী কহে। দুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করাই প্রশস্ত। নিতান্ত অসমর্থ হইলে দুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে। এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের মস্তকোপরি দিতে হইবে। ইহার নাম বজ্র। অপরে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে পূজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া 'ওঁ হরায় নমঃ' ও 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র পড়িবে। পূজার সময় শিবলিঙ্গের পিণাক উত্তরদিকে করিয়া বিল্বপত্রের উপর বসাইতে হয়। সামান্য পূজাবিধি অনুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, গণেশাদি প্রভৃতি দেবতা পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে। পূজার সময় ললাটে ভস্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ বিধেয়।*

পরে শিবের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পরে ধ্যান পাঠ করিয়া শিবের মস্তকে ফুল দিতে হইবে। পরে 'ওঁ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধ্যস্ব ইহ সন্নিরুদ্ধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।' এইরূপে আবাহনাদি করিবে। আবাহনী প্রভৃতি পাঁচটী মুদ্রা দেখাইয়া আবাহনাদি করিতে হয়। পরে 'ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব' এইরূপে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'ওঁ পশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মস্তকোপরি জল দিয়া শিবের মস্তকের বজ্র ফেলিয়া দিয়া তদুপরি চারিটী আতপ তণ্ডুল দিতে হয়। পরে পাদ্যাদি দশোপচার দ্বারা পূজা বিধেয়। 'ওঁ এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'

"ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দিতে হইবে। শিবের অর্ঘ্যে কলা ও বিল্বপত্র দিতে হয়। পরে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে—এতে গন্ধপুষ্পে 'ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' ঈশানকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ' উত্তরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' বায়ুকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ' পশ্চিমে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ' নৈঋর্তে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ' দক্ষিণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ' অগ্নিকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ' এইরূপে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ ও গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রে জপ ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গাল বাদ্য করিতে হয়। এই সময় মহিম্নঃ স্তব প্রভৃতি শিবের স্তবকবচ পাঠ করা আবশ্যক। অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২।১টী শ্লোকও পাঠ করা বিধেয়। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে:

মন্ত্র—ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥
নমস্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণহস্তে অর্ঘ্যজল গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিতে হইবে।

মন্ত্র যথা—'ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যৎকৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে।'

* "বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
বিনা মালূরপত্রেণ নার্চ্চয়েৎ পার্থিবং শিবম্ ॥"

এইরূপে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥"

এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। ঈশান-কোণে জলের দ্বারা একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহার-মুদ্রা দ্বারা একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করত ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিন্তা করিতে হয় যে, পূজিত দেবতা আমার হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ' 'ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব' বলিয়া শিব লইয়া ঐ মণ্ডলের উপর কাত করিয়া দিতে হয়।

প্রস্তরময় শিবলিঙ্গপূজায়—আবাহন, বিসর্জ্জন ও গঠনাদি নাই। পূজাপ্রণালী সমস্তই পূর্ব্বরূপ, কেবল স্নানের সময় 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে। জলে শিবপূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জ্জনাদি নাই। ধ্যান পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। 'হৌঁ বাণেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্রে উপচারাদি দিতে হয়। সকল পুষ্পে শিবপূজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালতী, জাতী, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাট টগরপুষ্প নিষিদ্ধ।

বাণলিঙ্গ পূজার পর নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করা বিধেয়, স্তব যথা,

"বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাত্ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে॥
সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥
দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥
নমঃ কামপ্রণাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে॥
বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য ক্ষয়ায় চ।
রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ॥
মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ॥"

ইত্যাদি।

শিবপুরাণে দ্বাদশটী জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই জ্যোতির্লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কাশীক্ষেত্র প্রধান। এই স্থলের বিশ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রথম, বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন নামক লিঙ্গ ও ভীমশঙ্কর লিঙ্গ, ওঁকারে অমরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, সুরাটে সোমনাথ, পারলীতে বৈদ্যনাথ, ঔড্রদেশে নাগনাথ, শৈবালে সুষমেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্র্যম্বক এবং সেতুবন্ধে রামেশ্বর লিঙ্গ এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনপূজনাদিতে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়া থাকে।*

লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কপিত্থ বৃক্ষ।

লিঙ্গজা (স্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি°)

লিঙ্গগুণ্ঠমরাম, শৃঙ্গাররসোদয় নামক মিশ্রভাণপ্রণেতা।

লিঙ্গতোভদ্র (ক্লী) ১ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাত্মক চক্রভেদ। ২ দীধিতিভেদ।

লিঙ্গত্ব (ক্লী) লিঙ্গস্য ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

লিঙ্গদেহ (পুং) সূক্ষ্মদেহ, লিঙ্গশরীর।

লিঙ্গদ্বাদশব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্নধারণকারী। গুণবান্।

"ধর্ম্মাৎ পরিচ্যুতো রামো ধর্ম্মলিঙ্গধরশ্চ সন্।" (রামা° ৩।১৬।২০)

"সুহৃল্লিঙ্গধর" (ভাগ° ৭।৫।:৮)

লিঙ্গধারণ (ক্লী) বংশ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যসূচক চিহ্নাদি ধারণ।

লিঙ্গধারিন্ (ত্রি) ১ চিহ্নধারিমাত্র। ২ যাহারা শিবলিঙ্গ ধারণ করে। শৈব বা জঙ্গমসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুরা গলদেশে অথবা বাহুতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

লিঙ্গধারিণী (স্ত্রী) নৈমিষস্থ দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

লিঙ্গনাশ (পুং) লিঙ্গং ইন্দ্রিয়শক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি। ১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ। ইহাকে চলিত কথায় তিমির, বা ঝাপ্‌সা বলে।

"কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং
পটলং বা গতে লিঙ্গনাশো জায়তে"

---

* "কুত্র কুত্র স্থলে লিঙ্গং ভবেজ্জ্যোতির্ম্ময়ং ভব।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

আদ্যস্থানং প্রবক্ষ্যামি কাশীক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্।
তত্র বিশ্বেশ্বরং নাম্না জ্যোতির্লিঙ্গং ভবিষ্যতি॥
বদরিকাশ্রমে পুণ্যে দ্বিতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্।
কেদারেশমিতি খ্যাতং মম জানীহি সুব্রত॥
তৃতীয়ং বিদ্ধি মল্লিঙ্গং শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
চতুর্থং শৃণু মত্তস্থং ভীমশঙ্করমুত্তমং॥
ওঙ্কারে অমরেশঞ্চ পঞ্চমং লিঙ্গমীরিতম্।
পত্যুজ্জয়িন্যাং ষষ্ঠঞ্চ মহাকালেশ্বরং হরম্॥
সৌরট্যাং সোমনাথঞ্চ সপ্তমং লিঙ্গমীরিতম্।
পারল্যামষ্টমং লিঙ্গং বৈদ্যনাথং সমীরিতম্॥
ঔড্রে চ নবমং লিঙ্গং নাগনাথং সুসজ্ঞকং।
শৈবালে সুষমেশঞ্চ দশমং লিঙ্গমীরিতম্॥
একাদশং ব্রহ্মগিরৌ ত্র্যম্বকং নামমুত্তমম্।
সেতৌ রামেশ্বরং লিঙ্গং দ্বাদশং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ইমানি জ্যোতির্লিঙ্গানি ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ।
অনুগ্রহায় সর্ব্বেষাং কথিতানি তবাগ্রতঃ॥" (শিবপু উত্তরখ° ৩ অঃ)

দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়।

সুশ্রুতে এই রোগ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—দৃষ্টি-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত, বাহ্যপটল অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং খদ্যোতের বিস্ফুলিঙ্গদ্বয়ে নির্ম্মিত মসুরদল-পরিমাণে বিবরাকৃতি দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দৃষ্টিশক্তির হ্রাস করিয়া থাকে। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। ইহাতে এককালে দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ অতিগভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্ম্মলতেজ ও জ্যোতিঃ-পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে নীলিকাকাচ কহে।

এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদি দোষে দুষ্ট হইয়া নানাবিধ হইয়া থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্তৃক হইলে আদিত্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ুরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্র নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্রাবিতের ন্যায় দেখায়। রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। কফজন্য এই রোগ জন্মিলে—সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ দেখায়। সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধূম্র প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হয়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয়, অথবা হ্রস্ব, দীর্ঘ, বা জ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। বায়ুজরোগে দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্তৃক পরিম্লায়িরোগ বা নীলবর্ণ, শ্লেষ্মকর্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিম্লায়িরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্ত জন্য অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থূলকাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎনীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টি-শক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত উত্তরত° নেত্ররোগাধি°)

[ইহার চিকিৎসাদির বিষয় নেত্ররোগশব্দে দেখ।]

২ লিঙ্গস্য নাশঃ। সূক্ষ্মদেহের বিনাশ, মোক্ষ। "বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপ° ১।১৩) 'লিঙ্গনাশঃ সূক্ষ্মদেহস্য বিনাশঃ।' (শঙ্কর)

৩ ধ্বজভঙ্গ রোগ। শিশ্নোত্থানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিধৃত মর্য্যাদক চিহ্নাদির বিলয়।

লিঙ্গপরামর্শ (পুং) ন্যায়োক্ত লক্ষণাসিদ্ধ মীমাংসার প্রকার-ভেদ। যেমন ধূমত্ব, ধূমচিহ্নই অগ্নির উদ্বোধক। ধূমচিহ্নের অনুমান দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা লিঙ্গপরামর্শে সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গপীঠ (ক্লী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহাকে গর্ভপীঠও বলা যায়। (রাজতরঙ্গিণী ২।১২৬)

লিঙ্গপুরাণ (ক্লী) মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

[পুরাণ দেখ।]

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং) শিবাদি লিঙ্গস্থাপনপদ্ধতি।

লিঙ্গভট্ট, জনৈক অমরকোষটীকা-রচয়িতা।

লিঙ্গমাহাত্ম্য (ক্লী) দেবলিঙ্গের মহত্ত্ব। পুরাণাদিতে তীর্থপ্রসঙ্গে তত্তদ্‌স্থানের দেবলিঙ্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের অবন্তিখণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

লিঙ্গমূর্ত্তি (পুং) লিঙ্গরূপা মূর্ত্তির্যস্য। শিব।

লিঙ্গয়সূরি, অমরকোষপদবিবৃতিপ্রণেতা। বঙ্গলকাময় ভট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

লিঙ্গরোগ (পুং) লিঙ্গস্য রোগঃ। লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, চলিত গরমির পীড়া।

"হস্তাভিঘাতান্নখদন্তঘাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥
(ভাবপ্র° উপদংশরোগাধি°)

লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ বা দন্ত দ্বারা অভিঘাত হইলে, শিশ্ন-প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিলে, দূষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অপচার দ্বারা শিশ্নদেশে বাতিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব্দ দেখ।]

লিঙ্গলেপ (পুং) রোগভেদ।

লিঙ্গবৎ (ত্রি) ১ চিহ্নযুক্ত। (ভাগ° ৭।২।২৪), লিঙ্গোপাসক বা শিবলিঙ্গধারী শৈব সম্প্রদায়ভেদ। অধিকসম্ভব এই লিঙ্গবৎ শব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

লিঙ্গবর্দ্ধ (পুং) লিঙ্গং বর্দ্ধতীতি বৃধ-ণিচ্-অচ্। ১ কপিথ-বৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ লিঙ্গবৃদ্ধিকরণ, লিঙ্গের বর্দ্ধন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

"কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্।
বল্কলৈঃ সাধিতং লিপ্তং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে॥ অপিচ—
কুষ্ঠমাষমরীচানি তগরং মধুপিপ্পলী।
অপামার্গাশ্বগন্ধা চ বৃহতীসিতসর্ষপাঃ॥
যবাস্তিলং সৈন্ধবঞ্চ পাণিকোদ্বর্ত্তনং শুভম্।
লিঙ্গবাহুস্তনানাঞ্চ কর্ণয়োশ্চ দ্বিবৃদ্ভবেৎ॥" (গরুড়পু° ১৮০অ)

কুষ্ঠ, মাষ, মরীচ, তগর, মধুপিপ্পলী, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লিঙ্গ ও স্তনাদিতে মর্দ্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়।

লিঙ্গবর্দ্ধন (ত্রি) শিশ্নের বৃদ্ধিকরণ।

লিঙ্গবর্দ্ধিন্ (ত্রি) ১ লিঙ্গবৃদ্ধি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। লতাভেদ (Achyranthes Aspera)।

লিঙ্গবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) লিঙ্গং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ্-ণিচ্ ইনি, ঙীপ্। অপামার্গ। (শব্দচ°)

লিঙ্গবিপর্য্যয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত পুংস্ত্র্যাদি লিঙ্গের পরিবর্ত্তন। চিহ্নের বৈপরীত্য।

লিঙ্গবৃত্তি (পুং) লিঙ্গমেব বৃত্তির্জীবনোপায়ো যস্য। জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারণ। পর্য্যায়—ধর্ম্মধ্বজী।

"জীবিকাদিনিমিত্তস্তু যো বিভর্ত্তি জটাদিকম্।
ধর্ম্মধ্বজী লিঙ্গবৃত্তির্দ্বয়ং তত্র নিগদ্যতে॥" (শব্দরত্না°)

লিঙ্গবেদী (স্ত্রী) দেবমূর্ত্তি স্থাপনের চত্বর।

লিঙ্গশরীর (ক্লী) লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মশরীর, মৃত্যুদ্বারা যাহার ধ্বংস হয় না। [প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

লিঙ্গশাস্ত্র (ক্লী) ব্যাকরণোক্ত শব্দসমূহের লিঙ্গাদিনির্ণায়ক নিয়মাবলী। ২ ব্যাকরণ গ্রন্থভেদ।

লিঙ্গসম্ভূতা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী।

লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী।

'ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ॥" (মনু ৮।৬৫)
'লিঙ্গস্থঃ ব্রহ্মচারী' (কুল্লূক)

লিঙ্গহনী (স্ত্রী) মূর্ব্বা।

লিঙ্গাগ্র (ক্লী) মেঢ্রাগ্রভাগ।

লিঙ্গানুশাসন (ক্লী) ১ লিঙ্গব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণোক্ত শব্দাদির লিঙ্গনিরূপণার্থ যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ, দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়। লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কৌটায় কবচরূপে স্বর্ণ বা প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বাহুতে বা গলদেশে ধারণ তাহাদের প্রধান কর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জঙ্গম, লিঙ্গধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গমৎ প্রভৃতি নামে পরিচিত। তাঁহারা বীরাচারী শৈব। গলদেশে বা বাহুতে লিঙ্গধারণ ও তাঁহার উপাসনাদি ব্যতীত তাঁহারা বিশেষ কোন ধর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা জাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না। কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যপরিচালনই তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তথাকার বর্ত্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজ্জল রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈনধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের পর, বাসব নামক এক ব্রাহ্মণকুমার জৈন ধর্ম্মমত নিরসন করিয়া শিবপূজা প্রচার উদ্দেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার মধ্যবর্ত্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুরাণে তাঁহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙ্গমেরা উক্ত পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক অন্যান্য গ্রন্থানুসারে তাঁহাকে শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূর্য্যোপাসনা করিতে হয় বলিয়া বাসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'আমি শিব ভিন্ন অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মতপ্রতিপোষক একটী অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।'

বাসব হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত সূর্য্য, অগ্নি ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ, মরণান্তর যোনিভ্রমণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসন্তান ও শুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রাধান্য ও অপদস্থতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ-প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, সুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং তাহা পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ দেন।

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ওঁম্, গুরু, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চারিটী পরমেশ্বরকৃত পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ নামক শৈবচিহ্ন দুইটী ধারণ করেন।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই গুরুপদগ্রহণের অধিকার আছে। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে মন্ত্রোপদেশ দান করেন এবং তাহার গলদেশে কিংবা হস্তে লিঙ্গমূর্ত্তি বাঁধিয়া দেন। গুরুর পক্ষে মদ্য, মাংস ও তাম্বূল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন! এই বিধবাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহাতে বিশেষ খরচ নাই। পাত্র বিধবাকে ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা দিলেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। এই সময়ে বিধবা কন্যাকে স্বামিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া বিবাহ করিতে হয়। গ্রামাধ্যক্ষদিগের পুত্রের প্রথম বিবাহে ২০০৲ টাকা লাগে; কিন্তু ঐ পুত্র যদি বিধবাবিবাহ করে, তাহা হইলে ৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। এই বিবাহের উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও, তদ্দেশ-প্রচলিত কতকগুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহের পর, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অন্যান্য পুরুষে আসক্ত হয়। জঙ্গমেরাও এই ঘৃণিত প্রথার অনুসরণ করিয়াছে।

বাসব শবদাহপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িকদিগকে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া যান। সহমরণেচ্ছু সতীদিগকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তীর্থযাত্রানিষেধাদি এবং জীবিত-সমাধি প্রভৃতি তৎপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কদর্য্য নিয়ম ও কঠোর উপদেশ পালনে অশক্ত হইয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্যেরা আর তাহা পালন করে না! বরং তাহারা এক্ষণে শিবরাত্র্যাদি শিবব্রত পালন এবং শ্রীশৈল, কালহস্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে গমন করিয়া থাকে; দাক্ষিণাত্যের কোন কোন শিবমন্দিরে তাহাদিগকে পূজারি কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। কাশীস্থ কেদারনাথ লিঙ্গের পাণ্ডারা জঙ্গম। পুরোহিতগণের জঙ্গম উপাধি হইতেই সাম্প্রদায়িকগণ জঙ্গম নামে অভিহিত। বারাণসীর যে অংশে তাহাঁরা বাস করে, তাহা জঙ্গমবাড়ী নামে খ্যাত।

অনেকেই ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, কোন কোন ভিক্ষুক হস্তে ও পদে ঘণ্টা বাঁধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহাদিগকে গৃহে আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ের এক একটী মঠ আছে। ঐ মঠে অনেকে পরিচারক স্বরূপ অবস্থিতি করে। মঠস্বামীরা কতকগুলি শিষ্য রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। *

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাট-প্রদেশে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিল ও তেলগু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্য স্থাপিত নাই। তবে কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থের স্থানে স্থানে এই সাম্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্য কোনও একটী শাখা বাঙ্গালার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা কপর্দ্দকাদি দ্বারা সজ্জীভূত হইয়া বৃষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। এদেশের লোকে ঐ গোরুকে বৈদ্যনাথের ষাঁড় বলে।

তেলগু, কণাড়ী প্রভৃতি ভাষায় এই সাম্প্রদায়িক মতের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। মেকেঞ্জী সাহেবের সংগৃহীত পুস্তক-তালিকায় বাসবেশ্বর পুরাণ, প্রভুলিঙ্গ লীলা, স্মরণলীলামৃত, বিরক্তারু কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম ভারতে নীলকণ্ঠ রচিত বেদান্তসূত্রভাষ্যই এই সম্প্রদায়ের এক খানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

মতপ্রবর্ত্তক বাসবের উপদেশানুসারে জাতিভেদ, পুং-স্ত্রী-ভেদ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ভেদ এবং বেদাদি শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাণিজ্যগত নানা পার্থক্য দেখা যায়।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পালন করিয়া তাহারা জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ জ্ঞানই বিসর্জ্জন দিয়াছে। আর্য্যঋষিদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্‌বেদাদি সংহিতা তাহারা যেমন বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও তাহাদের সেরূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই। লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ-তনয়গণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকিলেও শূদ্র শ্রেণীর লিঙ্গায়ত সন্তানগণ তাঁহাদিগকে সেরূপ সম্মাননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গায়তেরাই প্রধানতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত নামে তাঁহাদের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়।

সামান্য ভক্তের সহিত সামান্য লিঙ্গায়তদিগের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ে পরস্পরের বিভাগগত সামাজিক মর্য্যাদা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। বিশেষ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টান্ পিউরিটান্‌দিগের মত। তাহারা জাতিভেদ মানে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলদেশে যে লিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অয়িগলু নামে পরিচিত। শিবের এই মূর্ত্তি জঙ্গম লিঙ্গ ও মন্দির মধ্যে স্থাপিত মূর্ত্তি স্থাবর লিঙ্গ নামে কথিত। তাহাদের ধর্ম্মপদ্ধতিতে জাতিগত পার্থক্য-বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহা-

* Vide Buchanan's History of Mysore, vol. I. and Jour. Roy. As. Soc. Vol V. pt 1. art. 6th

দের মধ্যে জাতীয়তার গোঁড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। এতন্নিবন্ধন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া আপনাপন ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মান্দ্রাজের দেশীয় সেনাবিভাগে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা নিরামিষাশী, কখনও ভোজনার্থে হস্তব্য পশু বিক্রয় করে না, এমন কি স্বীয় প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে না।

তাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে যথেষ্ট ভক্তি ও মান্য করে। ওঁম্, গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গম ভিন্ন তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণীয় আর কিছুই নাই। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আচরিত পৌরোহিত্যে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণেরা পাছে গ্রাম মধ্যে আসিয়া বাস করে, এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কূপাদি খনন করে না। ঘাটপ্রভা নদীর অদূরবর্ত্তী কালাদগি নগরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাকার লোকেরা গ্রামমধ্যে কূপ বা তড়াগ খনন না করিয়া ঘাটপ্রভার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রায়িকস্বাতন্ত্র্যনিবন্ধন প্রতিমূর্ত্তি-উপাসক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ যাজকগণের স্পৃষ্ট জল গ্রহণীয় নহে বিচার করিয়া তাহারা এই বিদ্বেষ কল্পনা করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের সমগ্র মহারাষ্ট্ররাজ্যে বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে এই সম্প্রদায়ের অধিক বাস আছে। তাহারা লিঙ্গোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাই পূজা করে না; কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠিত মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, অথবা খৃষ্টানের গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া গমনকালে, তাহারা শিবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল ধর্ম্মগৃহে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন।

বাম বাহুতে অথবা গলদেশে কৌটায় করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ এবং কপালে ভস্মানুলেপন সাম্প্রদায়িক পুরুষ ও রমণীগণের প্রধান কর্ম্ম। তাহারা সাধারণতঃ আতিথেয়ী ও মিতব্যয়ী, ধীরপ্রকৃতি, কর্ম্মঠ ও সুসভ্য। সকলেই বাণিজ্যব্যবসায় জীবন পাত করে। তাহাদের মধ্যে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ নাই, কেবল গদকর, হিঙ্গমীরে, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকব, পরমালে, ফুটানে, বৈকর ও বীরকর নামে কয়টী উপাধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধ্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে। পুরুষ ও রমণীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্ব্বতীর নামেই রাখা হয়। সকলেই গৃহে কণাড়ী এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেশভূষা মরাঠীদিগের ন্যায়, সকলেই নিরামিষাশী। তাহাদের পুরোহিত জঙ্গম নামে খ্যাত। এই পুরোহিতদিগকে তাহারা বিশেষরূপ ভক্তি করিয়া থাকে।

পুত্রবধূ গর্ভিণী হইলে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজ্জু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের জন্মবার্ত্তা তাহার পিত্রালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া জাত বালকের পিতা স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগের গৃহে পাণ ও চিনি পাঠাইয়া থাকে। প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমদিনে মাতার গলদেশে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে একটী লিঙ্গ রক্ষা করা হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে সূতিকাগৃহের এক কোণে একটী চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়দা ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একখণ্ড কাগজ ও একটী কলম এবং তাহার নিম্নে নাভিকর্ত্তন ছুরিকাখানি রাখিয়া দেয়। তাহাই ষষ্ঠীদেবী জানিয়া প্রসূতি প্রণাম করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটী রৌপ্যনির্ম্মিত পার্ব্বতীমূর্ত্তি সূতিকাগৃহে কাষ্ঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনন্তর ধাত্রী তাহার সম্মুখে ফুল ছড়াইয়া দেয় এবং কর্পূর ও ধুনা জ্বালাইয়া থাকে। প্রসূতি সেই দেবীমূর্ত্তিকে পূজা ও প্রণাম করিবার পর, সূতিকাগারের সম্মুখে জঙ্গমকে আনিয়া উক্ত চৌকীতে বসান হয়। বাটীর গৃহকর্ত্রী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দেন। সেই পাদোদক পরে বাটীর সকল ঘরেই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া জঙ্গম বিদায় হন। কন্যারত্ন প্রসূত হইলে দ্বাদশ দিনে এবং পুত্র জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত বালকের নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ দিনে পাঁচটী সধবা স্ত্রীলোক (এয়ো) আসিয়া বালকের নামকরণান্তে সমবেত কুটুম্বরমণীগণের সহিত একত্র ভোজন করে।

অশৌচান্তদিনে প্রসূতি স্নানান্তে নিকটস্থ কোন মহাদেবমন্দিরে পুত্রসহ গমন করিয়া থাকে। তাহার পর পুত্র কোলে করিয়া সে পূতদেহে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারে। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবার বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিয়া জাত বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। বালিকা হইলে তাহার মাতুল আসিয়া সম্মুখের কেশাগ্র ছাঁটিয়া দেয়। ইহাই সম্ভবতঃ তাহাদের চূড়াকরণ।

বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে এবং দ্বাদশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকা ষোড়শবর্ষীয় না হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অধিকারিণী হয় না। বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে ২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। বালকের পিতাই প্রথমে কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। বরকর্ত্তা, জঙ্গম

ও বরপক্ষীয় নিকটাত্মীয়েরা কন্যাগৃহে যাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসেন। কথা পাকা হইলে, তাহারা কন্যাকে নব বস্ত্র ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়া তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কন্যা-কর্ত্তা অতিথিদিগের হস্তে পাণ দিয়া বিদায় দেন।

জঙ্গম বা স্থানীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে বরগৃহে ও কন্যালয়ে একটী চাঁদোয়া খাটান হইয়া থাকে। কন্যাগৃহে বিবাহের জন্য একটী বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, ঐ বেদীর উপর সিন্দূর চিত্রিত চারিটী সাদা মাটীর ঘটী পাঁচ থাকে উপরি উপরি সাজান থাকে। বর অশ্বারোহণে বাদ্যাদি সহকারে সদলে কন্যাগৃহে গমন করে। তখন কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা সেই নবদম্পতীকে লইয়া নিকটস্থ মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট চতুষ্কোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাষ্ঠের চৌকীতে তাহা-দিগকে আনাইয়া বসান হয়। উহার চারি কোণে চারিটী ও সম্মুখে একটী পিত্তল কলস জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও কন্যা জঙ্গমের সাহায্যে সম্মুখস্থ বৃষভবাহন শিবমূর্ত্তি পূজা সমাপন করিলে, জঙ্গম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আত্মীয়েরা সকলে উভয়ের মস্তকেব উপর চাউল ফেলিতে থাকেন। জঙ্গম কর্ত্তৃক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাধা হইলে বর ও কন্যা উভয়ে সম্মুখস্থ শিব ও নন্দীকে প্রণাম করে। তখন হইতেই তাহারা স্বামিস্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর কন্যাকর্ত্তা বর ও কন্যেকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটী তাম্যা (তাম্রনির্ম্মিত কলস) ও পিত্তলের থাল (পিতালী) উপহার দিয়া থাকে। তাহার পর জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বরযাত্র-গণের ভোজ হয় এবং একটী পাণের খিলি লইয়া সকলে চলিয়া যায়। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বস্ত্রের উপহার বিনিময়ের পর বরকর্ত্তা পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং নববধূ সন্দর্শনার্থ আগত বন্ধুবান্ধবকে পাণ দিয়া বিদায় করেন।

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনেরা মরণাপন্ন ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ অপর আত্মীয়েরা সেই শবদেহ একখানি কাষ্ঠচৌকীর উপর বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং দুই জনে দুই পার্শ্বে ধরে। তার পর সেই চৌকীর চারি-দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া উহার চারি কোণে চারিটী কলাগাছ বাঁধিয়া দেয় এবং ঐ বেড়ার তিন দিক্ রাঙ্গাবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শবসহ ঐ কাষ্ঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে। এখানে শীতল জলে স্নান করাইয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে নববস্ত্র পরিধান করায়। তাহার কপালে, বক্ষে ও বাহুতে ভস্ম মাখাইয়া দেয় এবং কণ্ঠদেশ পুষ্পমালায় সুশোভিত করে। তদনন্তর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন করিয়া চারি জনে সেই চৌকী স্কন্ধে করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। শবের সম্মুখে এক জন জঙ্গম মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি এবং অপরাপর স্ত্রীপুরুষগণ তাহার পশ্চাতে "হর, হর, মহাদেব" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাঁশের বেড়া খুলিয়া ফেলে এবং যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটা-ইয়া চারি হাত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তে তাহারা শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্ব্বধৃত লিঙ্গ খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং সেই লিঙ্গোপরি বিল্বপত্র দিয়া মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে শবদেহ লবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পুনরায় সেই গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই গর্ত্তের উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করা হয়, জঙ্গম সেই প্রস্তরে দাঁড়াইয়া প্রেতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জঙ্গম সেই প্রস্তরনির্দ্দিষ্ট স্থানে বিল্বপত্র দিয়া পূজা করেন। অবশেষে সকলে মৃত ব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে স্থানে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে, তথাকার প্রজ্বলিত দীপ বহ্নি সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়, তখন ঐ প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হয়।

ইহা ভিন্ন তাহাদের শোকপ্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহারা মৃতের সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী সমেত একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে তাহারা আত্মীয় স্বজনকে একটী ভোজ দেয়, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে তাহারা ঐরূপ আর একটী ভোজ দিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে আর কোন কর্ম্মই করেনা। তাহাদের সামাজিক দলাদলি পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্চ্চন (ক্লী) লিঙ্গপূজা।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ। ইহাতে শিবলিঙ্গের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত আছে।

লিঙ্গালিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র মূষিক, পর্য্যায়—দীনা। (হারাবলী)

লিঙ্গিন্ (পুং) লিঙ্গমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ হস্তী। (জটাধর) (ত্রি) ২ ধর্ম্মধ্বজী, কপট ধার্ম্মিক।

"অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন যো লিঙ্গমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরেদেনং তির্য্যগ্‌যোনৌ চ গচ্ছতি॥" (কূর্ম্মপু° ১৫অ°)

৩ বাসনাশ্রয়।

"তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্দধৎস্বানমুভূতোঽর্থো ন মনস্পৃষ্টু মিচ্ছতি॥" (ভাগ° ৪।২৯।৬৫)

৪ সন্ন্যাসাদি চিহ্নধারী।

লিঙ্গিনী (স্ত্রী) লিঙ্গ-ইনি, ঙীপ্। লতাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চগুরিয়া, পর্য্যায়—বহুপত্রী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভু, লিঙ্গসম্ভূতা, লেঙ্গী, চিত্রফলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডা, আপস্তম্বিনী, শিবজা, শিববল্লী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দুর্গন্ধ, রসায়ন, সর্ব্বসিদ্ধিকর, ও রসনিয়ামক। (রাজনি°)

২ সন্ন্যাসাদি চিহ্নধারিণী। ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রী।

"লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু।
বৃদ্ধাশ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ॥" (সুশ্রুত ৪।২৪)

লিঙ্গিবেশ (পুং) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমাচারীর চিহ্ন।

লিচ্ছবিরাজবংশ, ভারতের একটী প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—

"শ্রীমত্ত্বঙ্গরথস্ততো দশরথঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ সমং
রাজ্ঞোঽষ্টাবপরান্ বিহায় পরতঃ শ্রীমানভূল্লিচ্ছবিঃ॥"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় দশরথের অধস্তন অষ্টম পুরুষে লিচ্ছবি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতেই লিচ্ছবিবংশ সমুদ্ভূত।

এই লিচ্ছবি শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নিচ্ছবি, নিচ্ছিবি এবং পালিভাষায় লিচ্ছবি নামে ব্যবহৃত। মনুসংহিতার মতে—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরে চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥" (১০।২২)

অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ভার্য্যায় (দেশভেদে বিভিন্ন নামে) ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ ও দ্রবিড় জাতির উদ্ভব। কিন্তু পালিগ্রন্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার। পালিগ্রন্থ মতে কাশীরাজের পূজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটী মাংস পিণ্ড প্রসব করেন। সেই মাংসপিণ্ড লইয়া কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া ধাত্রী আসিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া গেল। গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই মাংসপিণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং তাহাতে একটী বালক ও একটী বালিকা দেখা দিল। জনৈক ঋষি তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। উভয় শিশু ছবি বা মূর্ত্তিতে কোন রকম ভেদ ছিল না, একারণ তাহারা নিচ্ছবি নাম পাইল।

এদেশে সাধারণে ন স্থানে ল উচ্চারণ করে, যেমন 'নবীন' স্থানে 'লবীন' 'নৌকা' স্থানে 'লৌকা'। ঐরূপ নিচ্ছবি স্থানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বকালে কোশল ও মিথিলায় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশেই জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। মিথিলা অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, মিথিলা-রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হইয়াছিল। লিচ্ছবি-বংশ বৈদিককর্ম্মদ্বেষী।

জ্ঞানবীর তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং তাঁহাদের সাম্যবাদে জন সাধারণে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পড়ায়, বৈদিক ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে লিচ্ছবিশাসিত মিথিলার অংশ 'বর্জ্জিতরাজ্য' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিভক্ত পালিগ্রন্থকারগণ যেন তাহার উত্তরে বর্জ্জিতরাজ্যের ভিন্নরূপ নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পালিগ্রন্থের মতে, যে ঋষি পূজাবলীর পুত্রকন্যাকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি প্রতিপালন করা কষ্টজনক মনে করিয়া শিশুদ্বয়কে একজন গৃহস্থকে অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহদিগকে অতিযত্নে পালন করিতে লাগিল। তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা করিত। লিচ্ছবি পিতৃমাতৃহীন বলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গিগণ তাঁহা-দিগকে 'বজ্জিতব্ব' অর্থাৎ ফেলানে বলিয়া ডাকিত। উত্তর-কালে সেই 'বজ্জিতব্বে'র বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটী পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল। সেই রাজ্যই 'বজ্জি' (অর্থাৎ বর্জ্জিত) আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ।

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল-প্রান্তে মিথিলায় এবং এক শাখা পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখায় মহাবীর স্বামী, ও নেপালপ্রান্তে শাক্যশাখায় বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতায় এই জাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় বলিয়া চিহ্নিত হইলেও সকল প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আজও শত শত প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি যজ্ঞোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তিকালেও নেপালের প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, মনুসংহিতারচনাকালে লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও তৎপরবর্ত্তিকালে সংস্কারাদি দ্বারা তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। নচেৎ অশ্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিবেন কেন?

লিচ্ছবিগণ সাধারণতন্ত্র প্রিয় ছিলেন। কোন কোন বৌদ্ধ-

গ্রন্থে 'বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলে সকলে সম্মিলিত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত উত্তরভারত স্তম্ভিত হইত! এ কারণে মগধের মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্গণও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্য বৈশালী নগরে একটী মহাসভা ছিল। সেই মহাসভা যাহা ব্যবস্থা করিতেন, তদনুবর্ত্তী হইয়াই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য সুশাসিত হইত।

লিচ্ছবি-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে তাঁহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ কেহ পূর্ব্বপুরুষাচরিত ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মগধপতি বিম্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মগধপতিকে 'সেচনক' নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরত্নখচিত একছড়া হার প্রদান করেন। বিম্বিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৮ বর্ষ পূর্ব্বে পিতাকে বিনাশ করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসন কলঙ্কিত করেন! আত্মরক্ষা করিবার জন্য বেহল্ল বৈশালীতে গিয়া মাতামহকুলে আশ্রয় লইলেন। তখন জাতীয় একতাসূত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাতশত্রু সেই ভাবনায় কাতর হইলেন। বৌদ্ধদিগের মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে লিখিত আছে—নির্ব্বাণের অল্পকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রধান ব্রাহ্মণমন্ত্রী বিশ্বাকরকে ডাকিয়া জানাইলেন, 'মন্ত্রিন্! আপনি ভগবানের নিকট গমন করুন, তাঁহাকে জানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রমশালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন। ভগবান্ শুনিয়া কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। তাঁহার কথা অন্যথা হইবার নহে।'

মন্ত্রিবর বুদ্ধ সমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন্ করিলেন। তাঁহাকে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ আনন্দকে বলিলেন, "তুমি জান, বজ্জি (লিচ্ছবিগণ) সর্ব্বদা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া একতার সহিত সকল বিষয় মীমাংসা করেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহারা কখন অত্যাচার করেন নাই। তাঁহারা চৈত্যের সম্মান ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্হৎদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও রক্ষা করিয়া থাকেন!" আনন্দ উত্তর করিলেন, "হাঁ ভগবান্! আমি এ সমস্তই জানি।" বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, "তাই কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।" পরে তিনি রাজমন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি বৈশালীনগরীস্থিত সারন্দদ চৈত্যে থাকিবার সময় লিচ্ছবিদিগকে যে সাতটী উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাঁহারা সেই সকল উপদেশ যত্নের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, তত দিন তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গাতীরস্থ পাটলী* গ্রামে আসিয়া দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বাকর ও সিন্ধু নামক মগধরাজের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব বৈশালীতে আসিয়া আম্রপালীর উদ্যানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। তাঁহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন যে, আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশীনগরে মহানির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তৎপরে বুদ্ধ বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া কুশানগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্য কেমন করিয়া বিদায় দিবেন?

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলেই বুদ্ধের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথাগতের এ নিদারুণ আদেশ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 'এ দেহ ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই মরিতে হইবে' এইরূপ বুঝাইয়া বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন। কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সম্মুখে এক গভীর নদী আসিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া লিচ্ছবিগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল ভিক্ষাপাত্র দিয়া চলিলেন। সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া তুমুলযুদ্ধ বাধিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মল্লক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকারভুক্ত। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন

* এই পাটলীদুর্গ হইতেই কালে বিশ্ববিখ্যাত পাটলীপুত্র নগরীর সৃষ্টি।

যে, ভগবান্ যখন আমাদের অধিকার মধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন আমরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র অধিকারী। এদিকে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ, মগধপতি অজাতশত্রু, অলকাপুরের বালেয় ক্ষত্রিয়গণ এবং উট্টদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ দেহাবশেষ পাইবার জন্য মল্লরাজদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত। অবশেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ভগবানের দেহাবশেষ ৮ ভাগে বিভক্ত হইল। লিচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ পাইলেন। তাঁহারা সেই অপার্থিব পদার্থ মহাসমারোহে বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

• অত্থকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন ভগবান্ ধরাধামে ছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু লিচ্ছবিগণের কিছুই করিতে পারেন নাই। মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ত্র অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনির্ব্বাণের ৩ বর্ষ পরে বহুকাল চেষ্টার পর তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অজাতশত্রু লিচ্ছবিরাজ্যে গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাজগৃহে ফিরিলেন।

অজাতশত্রুর নির্যাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লাদকে আশ্রয় লইলেন। পরে সেই সেই স্থানে এক একটী লিচ্ছবিরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধগ্রন্থের মতে মগধপতি নাগাশোকের ঔরসে লিচ্ছবিকন্যার গর্ভে সুসুনাগ (পুরাণোক্ত শিশুনাগ) রাজার জন্ম। তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই যত্নে বিখ্যাত বৈশালী নগরী পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপুত্র কালাশোকের সময়েই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়। যাহা হউক, মগধসম্রাট্‌গণের প্রতাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ একতাসূত্রে সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। তন্মধ্যে যিনি একটু প্রধান হইয়া উঠিতেন, মগধপতি তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতেন ;—বলিতে কি এই রাজনীতি মগধপতিগণ পুরুষপরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে লিচ্ছবিরাজগণ পাটলিপুত্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;—এই কারণেই বোধ হয় পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্যার গর্ভে জন্ম বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াই নিজ মুদ্রায় "লিচ্ছবয়ঃ" ইত্যাদি স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মগধপতি অজাতশত্রুর নির্য্যাতনে লিচ্ছবিগণ নেপালেও পলাইয়া গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা পরচক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম। লিচ্ছবির বংশে সুপুষ্প নামে এক রাজা পুষ্পপুরে (পরে পাটলিপুত্র) থাকিতেন, তিনিই নেপালে আগমন করেন। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রেও লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া যান, তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। এই দুর্গ নির্ম্মাণের পর যে লিচ্ছবিপতি সুপুষ্প বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সুপুষ্পের পর ২৩জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব নামে এক নৃপতি আবির্ভূত হইলেন। ইনিই নেপালের লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত।

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তৎপরে বৃষনামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বংশধর মানদেবের শিলালিপিতে তিনি অদ্বিতীয় বীর ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তৎপুত্র শঙ্করদেব সংগ্রামে অজেয়, অতি তেজস্বী, অনুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীর্য্যবান্ ছিলেন। তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মদেব পরম ধার্ম্মিক, অতি নম্রপ্রকৃতি ও পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

ধর্ম্মদেবের ঔরসে মহিষী রাজ্যবতীর গর্ভে নিষ্কলঙ্ক শারদীয় শশাঙ্কসদৃশ সুন্দর রাজা মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের চঙ্গুনারায়ণের মন্দিরদ্বারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট সাহেব এই অঙ্ক গুপ্তসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* কিন্তু মানদেবের লেখমালা আলোচনা করিলে উহা কোন মতেই এত আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রথম গুপ্তসম্রাট্‌দিগের যে সকল শিলালিপি খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—সেই সকল আদিগুপ্তলিপির বর্ণবিন্যাসের সহিত উক্ত মানদেবের

*Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. p. 182.

লিপির বিশেষ পার্থক্য নাই, উভয় লিপি মিলাইলে এক সময়ের বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উত্তর-ভারতে গুপ্তসম্রাট্‌দিগের পূর্ব্ব হইতে যে সকল 'সংবৎ' নাম নামধেয় লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ 'শকসংবৎ' জ্ঞাপক বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরাও মানদেবের উক্ত লিপিখানি ৩৮৬ শক সংবৎজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ খৃষ্টাব্দের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিন্যাস দ্বারাও মানদেবকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত হইতে বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের পিতা ১ম চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভলিপিতে "লিচ্ছবিদৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধি-রাজশ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য" ইত্যাদি পরিচয়ে সুপরিচিত। অধিক সম্ভব চন্দ্রগুপ্ত ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধর্ম্মপ্রচার, ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যস্থাপন ও দিগ্বিজয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন। তৎকালে নেপালে বুদ্ধভক্ত বৃষদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। লিচ্ছবিপতি ১ম গুপ্তসম্রাটের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার কন্যা বা আত্মীয়া কুমারদেবীকে প্রদান করিয়া আনুগত্য করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ-কুমার শৈবধর্ম্ম স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলিতেও লিখিত আছে যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করদেব পশুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক প্রস্তরবেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রিশূল বিদ্যমান। সেই প্রস্তরবেদিকায় মানদেবের সময়কার ৪১৩ (শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে। এই লিপি পাঠে জানা যায় যে, জয়বর্ম্মা নৃপতি মানদেব ও জগতের হিতার্থ জয়েশ্বর নামক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবানির্ব্বাহার্থ 'অক্ষয়নীবী' অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। মহীদেবের পুত্র বসন্তদেব। কাটমাণ্ডুর লগনতোলস্থ লুগাল-দেবীর মন্দির হইতে বসন্তদেবের ৪৩৫ (শক) সংবতের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্খচক্র চিহ্নিত থাকায় বসন্তদেবকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে হয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে ইনি 'শান্তারিবিগ্রহ' ও 'উদ্দান্তসামন্তবন্দিত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বসন্তদেবের পুত্র উদয়-দেব। ২য় জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তদ্বংশীয় ১৩ জন রাজত্ব করেন। এই ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তন্মধ্যে কেবল মাত্র ধ্রুবদেব নামক এক রাজার নাম বাহির হইয়াছে। এই ধ্রুবদেবের সময়ে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার অভ্যুদয়। নেপালে বর্ত্তমান কালে জঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ধ্রুবদেবের পর অংশুবর্ম্মা কতকটা সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মা প্রথমে মহাসামন্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী ভোগদেবীর সহিত শূরসেন-নৃপতির বিবাহ হয়। অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার ভগিনী শূরসেন-মহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ভোগদেবী নিজ পতির পুণ্য কামনায় (দেবপাটনে) শূরভোগেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভোট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভোট (তিব্বত) দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি স্রোন্-ৎসন্ গম্পো ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নেপালপতি অংশুবর্ম্মার কন্যা ভ্রুকুটী দেবীকে বিবাহ করেন; আজও ভোটদেশে ভ্রুকুটী দেবী পূজিত হইতে-ছেন। [লামা দেখ।]

অংশুবর্ম্মার সময়েই লিচ্ছবিকুলে নরেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র শিব-দেব আবির্ভূত হন। নেপালে গোলমাঢ়িটোল হইতে শিবদেবের এক খানি শিলাফলক পাওয়া যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার প্রসঙ্গ থাকায় ঐ লিপিকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাট্‌দিগের সহিত নেপাল রাজগণের বহুকাল হইতে সম্বন্ধ ছিল, এরূপ স্থলে উহা গুপ্ত সংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+৩১৮=৬৩৭ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে।

লিচ্ছবিপতি শিবদেবের সহিত মৌখরিপতি ভোগবর্ম্মার কন্যা ও মগধপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী শ্রীমতী বৎসদেবীর বিবাহ হয়। সেই বৎসদেবীর গর্ভে লিচ্ছবি-কুলকেতু পরচক্রকাম উপাধিধারী ২য় জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলপতি ভগদত্তবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্য-মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাফলকে ত্যাগী, মানধন, বিশালনয়ন ও সৌজন্যরত্নাকর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে লইয়া বহুদিন হইতে গোল চলিতেছিল। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষে (আসামে) রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাণভট্ট হর্ষ-চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"নরকো···মহাত্মনোঽস্যান্বয়ে ভগদত্ত-ব্রজদত্ত-পুষ্পদত্তপ্রভৃতিষু বহুষু মরুমহিতেষু মহৎসু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজ ভূতিবর্ম্মণঃ পৌত্রশ্চন্দ্রমুখবর্ম্মণঃ পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিতেঃ স্থলবর্ম্মণঃ সুরবর্ম্ম নাম মহারাজাধিরাজ জজ্ঞে···তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য মহাদেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করদ্যুতির্ভাস্করবর্ম্মাপরনামা শন্তনোস্তনয়ো ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ।"

(শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস)

নরক মহাত্মার বংশে ভগদত্ত, বজ্রদত্ত, পুষ্পদত্ত প্রভৃতি বহু মহীপাল রাজত্ব করিবার পর (ঐ বংশে) মহারাজ ভূতিবর্ম্মার প্রপৌত্র, চন্দ্রমুখ বর্ম্মার পৌত্র এবং কৈলাসবাসী দেব শ্রীস্থলবর্ম্মার পুত্র সুরবর্ম্মা নামে মহারাজাধিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সুরবর্ম্মের ঔরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শান্তনুর পুত্র ভীষ্মসদৃশ ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী ভাস্করবর্ম্মা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং এই ভাস্করবর্ম্মাকে ব্রাহ্মণবংশীয় লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য অনেক পুরাবিদ্ও চীনপরিব্রাজকের অনুসরণ করিয়াছেন। মহাভারতে ভগদত্ত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া পরিচিত। বর্ম্মা উপাধিও ক্ষত্রিয়-নির্দ্দেশক। এরূপ স্থলে বাণভট্টের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা নিঃসন্দেহে প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

ভাস্করবর্ম্মা একজন অতি পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুপুত্র আদিত্যসেন মগধে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে ভাস্কর বর্ম্মার বংশধরও গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল অধিকার করিয়া একজন রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। এই সময়ই ভগদত্তবংশীয় কামরূপপতিগণ "গৌড়োড্র কলিঙ্গকোশলপতি" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের শ্বশুর ভগদত্তবংশীয় হর্ষদেব উক্ত ভাস্করবর্ম্মার পুত্র অথবা পৌত্র ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক গৌড়োড্র কলিঙ্গবিজয় কিছু অসম্ভব নহে। আসামের তেজপুর হইতে আবিষ্কৃত ভগদত্তবংশীয় বনমালবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে উক্ত শ্রীহর্ষদেব "শ্রীহরিষ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। ২য় জয়দেবের সহিত শ্রীহর্ষদেব কিরূপে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

"অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ
কাঞ্চীগুণাঢ্যবনিতাভিরুপাস্যমানঃ।
কুর্ব্বন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিন্তাং
যঃ সার্ব্বভৌমচরিতং প্রকটীকরোতি॥"

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. p, 768.

উক্ত শ্লোকটীর দ্ব্যর্থ থাকিলেও উহা হইতে ইহাও জানা যায় যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্চী ও সুরাষ্ট্রদেশের রাজগণকে জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই সম্ভবতঃ তিনি কামরূপপতি হর্ষদেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশীয় আর কোন্ রাজা নেপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত না হওয়ায় গৃহীত হইল না।

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামন্তগণ শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন।

লিচ্ছবি-সংবৎ।

নেপাল হইতে মহাসমান্ত অংশুবর্ম্মা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অংশুবর্ম্মার নামাঙ্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, ৪৫ ও ৪৮ সংবৎ, ২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবৎ এবং ২য় জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৩ সংবৎ উৎকীর্ণ আছে।

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বুহ্‌লর ও ফ্লিট্ সাহেব অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ নেপালে সম্রাট্ হর্ষদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তাঁহার সহিত কোন কালে সম্বন্ধ ঘটে নাই। এরূপ স্থলে নেপালপতি হর্ষসংবৎ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তরভারতে শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্ব্বত্র শকসংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপ গুপ্তসম্রাট্ কর্ত্তৃক নেপালবিজয় ও লিচ্ছবিরাজগণের সহিত সম্বন্ধহেতু তথায় গুপ্তসংবৎ প্রচারিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্ষদেবের প্রবর্ত্তিত সংবৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেরূপ কোন সুবিধা ঘটে নাই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষসংবৎ আরম্ভ। এরূপস্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপি ধরিলে ৬০৬+৪৮=৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে অংশুবর্ম্মার রাজ্যাবসান ঘটিয়াছিল। † চীনপরিব্রাজকের উক্তি হইতেও আমরা অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির অঙ্কগুলি হর্ষসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের

† Beal's Si-yu-ki. Vol. II. p, 18.

বিশ্বাস, উহা কোন পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজের প্রবর্ত্তিত অব্দ। উপযুক্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ পরে বাহির হইতে পারে।

লিট, ব্যাকরণের পরোক্ষার্থবোধক বিভক্তিসংজ্ঞাভেদ।

লিট্য, অল্প চিন্তা করা। লিট্যতি।

লিদর, (লদর), পঞ্জাব-প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বিতস্তার শাখারূপে প্রবাহিত। কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চ হইতে নির্গত। অক্ষা° ৩৪°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৮´ পূঃ। দ্রুতপাদবিক্ষেপে পর্ব্বতের ঢালু প্রদেশ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় ইহা ধীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষা° ৩৩°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫´ পূর্ব্বে ইস্‌লামবাদের ৫ মাইল দক্ষিণে ঝিলাম নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

লিধু, ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাভেদ। লিঙ্গ ও ধাতু বুঝাইতে সংক্ষেপে "লিধু" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল। (ছান্দোগ্য উপ° ৪।১৪)

লিন্‌সোটেন্, (Jan Hugo Van Linschoten) এক জন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী। ইনি ১৫৮৩-১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থখানি "Voyages into the East and West Indies" নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণের পরস্পর বিরোধবৃত্তান্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও খনিজ ধাতু প্রভৃতির পরিচয় সুচারুরূপে বিবৃত আছে।

লিপ্, উপদেহ। ২ বৃদ্ধি। ৩ লেপন। তুদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লিম্পতি-তে। লিট্ লিলেপ, লিলিপতুঃ, লিলিপে। লুট্ লেপ্তা। লৃট্ লেপ্‌স্যতি-তে। লুঙ্ অলিপৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপ্‌সাতাং অলিপন্ত, অলিপ্‌সত, সন্ লিলিপ্‌সতি-তে। যঙ্ লেলিপ্যতে। যঙ্ লুক্ লেলেপ্তি। ণিচ্ লেপয়তি। লুঙ্ অলীলিপৎ। অব+লিপ= অবলেপ, গর্ব্ব। আ+লিপ=আলেপন। উপলেপ, লেপন।

লিপ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্ত্তা।

লিপি (স্ত্রী) লিপ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ স চ কিৎ। লিখিত বর্ণ; পর্য্যায়—লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি, লিখন, লেখন, অক্ষরবিন্যাস, লিপী, লিবী, অক্ষররচনা, লিপিকা। (শব্দরত্না°)

"অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতি বৈধসীং
লিপিং ললাটেঽর্থিজনস্য জাগ্রতীম্।
মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ
প্রণীয় দারিদ্র্যদরিদ্রতাং নৃপঃ॥" (নৈষধ ১।১৫)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিপি পাঁচ প্রকার, যথা মুদ্রালিপি, শিল্পলিপি, লেখনীসম্ভবা লিপি, গুণ্ডিকালিপি ও ঘুণলিপি।

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনিসম্ভবা।
গুণ্ডিকা ঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥" (বারাহীতন্ত্র)

এই সকল বিভিন্ন প্রকার লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবনাগর শব্দে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং সুদূর পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, কাল্‌দীয়, মিসর ও পূর্ব্বে চীন প্রভৃতি রাজ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় লাটলিপি, বাবিলোনীয় ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক্ বর্ণ-লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। [দেবনাগর ও বর্ণমালা দেখ।]

লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-কৃ (দিবানিশেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ লেখক। (অমরটীকা) 'যিনি লিপি প্রস্তুত করেন। ২ খোদাইকর। ৩ লেপক।

লিপিকা (স্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপিকার (পুং) লিপিং করোতীতি কৃ-অণ্। লেখক, লিপিকারক। (অমর)

লিপিজ্ঞ (ত্রি) সুলেখক।

লিপিন্যাস (পুং) লেখনী দ্বারা মসীযোগে পত্রাদিতে বর্ণবিন্যাস।

লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাম্রপত্র বা বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি ন্যাস করা হইয়া থাকে।

লিপিশালা (স্ত্রী) লিপীনাং শালা। লিপিগৃহ, যেখানে লেখা বা অক্ষরবিন্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়। (ললিতবি°)

লিপিসজ্জা (স্ত্রী) লিপিকরণোপযোগী যন্ত্র বা দ্রব্যাদি।

লিপী (স্ত্রী) লিপি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপ্ত (ত্রি) লিপ-ক্ত। ১ ভক্ষিত। ২ কৃতলেপন, পর্য্যায়—দিগ্ধ, বিলিম্পিত, চর্চ্চিত। (জটাধর)

"তল্লিপ্তাশ্চৈলখণ্ডাশ্চ চত্বারো বিহিতাস্তথা।"(কথাসরিৎসা°৪।৪৮)

৩ মিলিত, সংযুক্ত, বদ্ধ। ৪ বিষদিগ্ধ। (মেদিনী)

লিপ্তক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্। বিষাক্ত বাণ। (অমর)

লিপ্তহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা ম্রক্ষিত হস্ত।

লিপ্তা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত ৬০ ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট।

লিপ্তাঙ্গ (ত্রি) যাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা লেপা হইয়াছে

লিপ্তিকা (স্ত্রী) লিপ্তৈব স্বার্থে কন্। দণ্ড।

"বৈশ্বস্য চতুর্থোঽংশঃ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্কং অভিজিৎ"
(সংকৃত্যমুক্তা°)

লিপ্সা (স্ত্রী) লব্ধুমিচ্ছা লভ্-সন্, অ-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ, লাভ করিবার ইচ্ছা।

"লিপ্সাং চক্রে প্রসেনাত্তু মণিরত্নে স্যমন্তকে।"(হরিবংশ ৩৮।২৬)

লিপ্‌সিতব্য (ত্রি) লিপ্‌স-তব্য। লাভার্হ, লাভ করিবার উপযুক্ত।

লিপ্‌সু (ত্রি) লব্ধুমিচ্ছুঃ লভ্‌-সন্‌, সন্নন্তাদুঃ। লাভ করিতে ইচ্ছুক, পর্য্যায় গৃধ্নু, গর্দ্ধন, তৃষ্ণক্‌, লুব্ধ, অভিলাষুক, লোলুপ, লোলুভ। (হেম)

"উপপ্রদানং লিপ্সূনামেকং হ্যাকর্ষণৌষধম্‌॥"

(কথাসরিৎসা° ২৪।১১৯)

লিপ্সুতা (স্ত্রী) লিপ্সু-তল্‌-টাপ্‌। লিপ্সুর ভাব বা ধর্ম্ম, লাভ করিবার ইচ্ছা।

লিপ্স্য (ত্রি) পাইতে বাঞ্ছনীয়। যাহা লাভ করিতে স্বতঃ ইচ্ছা জন্মে।

লিবি (স্ত্রী) লিপ-ইন্‌, বাহুলকাৎ পস্য বত্বং। লিপি। (অমর)

লিবিকর (পুং) লিবিং করোতীতি কৃ-(দিবাবিভানিশেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। লিপিকর।

লিবিঙ্কর (পুং) লিবিং করোতীতি কৃ-ট, পৃষোদরাদিত্বাৎ দ্বিতীয়ায়া অলুক্‌। লিপিকার। (অমরটীকা ভানুদীক্ষিত)

লিবী (স্ত্রী) লিবি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিবুজা (স্ত্রী) লতিকা।

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প-(অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। লেপনকর্ত্তা।

লিম্পট (পুং) বিড়্‌গ, লম্পট। (হারাবলী)

লিম্পাক (ক্লী) নিম্বূকবিশেষ, পাতিলেবু। গুণ—সুরভি, স্বাদু, নাত্যম্ল, অন্নরুচিকর, বাতশ্লেষ্মহর, হৃদ্য, ছর্দ্দিনাশক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক। (রাজব°) (পুং) নিম্বূকবৃক্ষ, পাতিলেবুর গাছ। ২ খর। (শব্দরত্না°)

লিম্পি (পুং) লিপি।

লিম্‌রা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। বার্ষিক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ২৭৮৲ টাকা রাজকর দিতে হয়। লিম্‌রী নগর শোণগড় হইতে ৯ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজী শাখার জানিয়া ষ্টেসন এই নগর হইতে ১৷৷০ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লিম্‌রী, (লিম্বাড়ী), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২°৩০´ ১৫´´ হইতে ২২°৩৭´১৫´´ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪´৩০´´ হইতে ৭১°৫২´১৫´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১টী নগর ও ৪৩টী গ্রাম আছে।

এই স্থান স্বভাবতঃই সমতল। বালুকাময় ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লালবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে তুলা এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ভোগবতী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, গ্রীষ্মকালে উহার জল লবণাক্ত হয়। সময় সময় নদীতে বন্যা আসিয়া স্থানীয় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। এখানকার সামন্তরাজ অর্থের পরিবর্ত্তে শস্যাদি দ্বারাও রাজকর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্থান উষ্ণপ্রধান হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। লিম্‌রী নগরে এক প্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত।

লিম্‌রী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তাঁহারা কোন সনন্দ পান নাই। ঠাকুর সাহেব যশোবন্ত সিংহজী ফতেসিংহজী ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি রাজকোটের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পলিটিকাল এজেণ্টের বিনা পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবৃন্দকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০৲ টাকা। তন্মধ্যে ৪৫৫৩৩৲ টাকা ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। রাজা পণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাঁহার উৎসাহে এখানে ১৭টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৩´ পূঃ। এই নগর পূর্ব্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখানকার প্রাচীন দুর্গাদি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

লিম্বভট্ট (পুং) একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পূর্ণানন্দ প্রবন্ধপ্রণেতা নারায়ণের পিতা।

লিম্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমান্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্ব্বত্য কিরাত জাতির একটী শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকাংশে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মসেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ; গো, শূকর ও পালিত পশুপক্ষিরক্ষা এবং পার্ব্বত্য ভূমে শস্যাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহারা অন্য কোন কার্য্যই করে না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা আলস্যে দিনপাত করিয়া থাকে। ছেঁচা বাঁশের বেড়ার উপর বন আদা ও এলাচী গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে।

দার্জ্জিলিঙ্গের সমীপবাসী লিম্বুগণ অতিরিক্ত মদ্য পান করে এবং দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর প্রাণবায়ুই দেবতার গ্রহণীয় এবং তাহার মাংসপিণ্ড মনুষ্যেরই উপভোগ্য।

ডাঃ কাম্বেল ইহাদের ভাষায় জিহ্বামূলীয় ও তালব্য বর্ণের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, লেপছা জাতির ভাষা অপেক্ষা লিম্বু ভাষাই অধিকতর শ্রুতিমধুর। ভারতীয় ও তিব্বতীয় ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। লেপছাদিগের নিকট ইহারা চুঙ্গ নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়।

লিশ্, ১ তৌচ্ছ্য, অল্পীভাব। ২ গতি। দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্। গত্যর্থে তুদাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ লিশ্যতে লিশতি। লিট্ লিলেশ লিলিশে। লুট্ লেষ্টা। লৃট্ লেক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অলিক্ষৎ-ত। সন্ লিলিক্ষতি-তে। যঙ্ লেলিশ্যতে। যঙ্লুক্ লেলেষ্টি; ণিচ্ লেশয়তি। লুঙ্ অলীলিশৎ।

লিঘ্ব (পুং) লঘ-কর্ত্তরি বন্, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপধায়া ইত্বং। নর্ত্তক।

লিসরি, হিমালয়-পর্ব্বতপ্রান্তবাসী জাতিবিশেষ। মিথুনকোটের অদূরস্থ গুর্চ্চানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের বাস। ইহারা গুর্চ্চানি জাতির একটী শাখা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাদের অপেক্ষা বলহীন। ১৮৫০ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দুইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যপরি আটবার ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই।

লিহ্, আস্বাদন, লেহন। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লেঢ়ি, লীঢ়, লিহন্তি, লেক্ষি। লীঢ়ে। লোট্ লেঢ়ু। লীঢ়ি, লেহানি, লীঢ়াং। লিঙ্ লিহ্যাৎ, লিহীত। লঙ্ অলেট্, অলীঢ়। লিট্ লিলেহ, লিলিহতুঃ। লুট্ লেঢ়া। লুঙ্ অলিক্ষৎ, অলিক্ষত, অলীঢ়, অলিক্ষাতাং অলিক্ষন্ত। সন্ লিলিক্ষতি-তে। যঙ্-লেলিহ্যতে, যঙ্লুক্ লেলেঢ়ি। ণিচ্ লেহয়তি। লুঙ্ অলীলিহৎ। অব+লিহ—অবলেহন। আ+লিহ—বেধ।

লী, ১ শ্লেষণ, লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° পক্ষে দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্। দ্রাবণার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ লিনাতি, লীয়তে। লিট্ লিলায়, লিল্যৌ, লিল্যতুঃ, লিল্যে। লুট্ লেতা, লাতা। লৃট্ লেষ্যতি, লাস্যতি। লেষ্যতে, লাস্যতে। লোঙ্ লীয়াৎ, লেষীষ্ট, লাসীষ্ট। লুঙ্ অলৈসীৎ, অলাসীৎ, অলৈষ্টাং অলাষ্টাং অলৈষুঃ অলাসিষুঃ অলেষ্ট, অলীষ্ট, অলেষাতাং অলাসাতাং। অলেষত, অলাসত। সন্ লিলীষতি। যঙ্ লেলীয়তে। যঙ্লুক্ লেলয়ীতি, লেলেতি। চুরাদি পক্ষে লাপয়তি, লায়য়তি। ভ্বাদি পক্ষে লয়তি।

লীকা (স্ত্রী) হ্রস্বমূষিকমারী। চলিত ছোট ইন্দুরমারী।

লীক্কা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লীক্ষা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লীন (ত্রি) লী-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫)° ইতি নিষ্ঠাতস্য ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ শ্লিষ্ট।

"দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসামতীব॥"
(কুমারস° ১।২১

লীলা (স্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, লিয়ং লাতীতি লা-ক। ১ কেলি। ২ বিলাস। ৩ শৃঙ্গারভাব চেষ্টা। (মেদিনী) ৪ খেলা। (বিশ্ব)

"লীলাবিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥" (ভাগবত ১।২।১৮)

৫ নায়িকাদিগের প্রিয়তমের সমাগম লাভ না হইলে স্বচিত্তবিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, দৃষ্টি, হাস্য ও ভণিতাদির অনুকরণের নাম লীলা।

"অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনায়িকায়াঃ
সখ্যাঃ পুরোঽত্র নিজচিত্তবিনোদবুদ্ধ্যা।
আলাপবেশগতিহাস্যবিলোকনাদ্যৈঃ
প্রাণেশ্বরানুকৃতিমাকথয়ন্তি লীলাম্॥" (অমরটীকায় ভরত)

৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। চলিত প্রবাদ আছে যে,—

"ভগবানের বেলা লীলাখেলা,
পাপ লিখিছে মানবের বেলা।"

প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা দ্বিবিধ।

"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।" (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বাল্যক্রীড়া ব্যপদেশে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলা যায়। শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উভয়বিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে—

"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে॥
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ।
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা॥
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা॥
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ।
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ॥

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটা-স্তত্র তত্রৈব সন্তিতাঃ॥" (শ্রীভাগবতামৃত)

৭ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, ১০, ১৫ ও ১৬ বর্ণ গুরু এবং ২৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫ বর্ণ লঘু।

লীলাকমল (ক্লী) লীলার্থং কমলম্। ক্রীড়াপদ্ম। (মেঘ° ৬৬)

লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ।

লীলাকলহ (পুং) কলহের ভান।

লীলাখেল (ত্রি) ক্রীড়াশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্। ছন্দোভেদ। উহার প্রত্যেক চরণে ১৫টী অক্ষর আছে, সকল গুলিই গুরু।

লীলাগার (ক্লী) লীলার্থং আগারং। লীলাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ।

লীলাগৃহ (ক্লী) খেলাঘর।

লীলাগেহ (ক্লী) ক্রীড়াগার।

লীলাঙ্গ (ত্রি) চঞ্চল বা নিরন্তর ক্রীড়েচ্ছু অঙ্গযুক্ত। (বৃষাদি)

লীলাচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লীলাজন, (নৈরঞ্জন) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। গয়াধামের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে মোহনার সহিত মিলিত হইয়া ফল্গু নামে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

লীলাচল (পুং) জনপদভেদ। [নীলাচল দেখ।]

লীলাতনু (স্ত্রী) লীলাপ্রকটনার্থ ধৃতদেহ।

লীলাতামরস (ক্লী) ক্রীড়াকমল, লীলাকমল।

লীলাদগ্ধ (ত্রি) স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত।

লীলানটন (ক্লী) কৌতুকাবহ নৃত্য।

লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল।

লীলাধর ভট্ট, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

লীলাপদ্ম (ক্লী) লীলার্থং পদ্মং। ক্রীড়াকমল।

লীলাপর্ব্বত (পুং) লীলাচল।

লীলাব্জ (ক্লী) লীলাকমল।

লীলাভরণ (ক্লী) পদ্মমালায় নির্ম্মিত অলঙ্কার।

লীলামনুষ্য (পুং) ছদ্মবেশী মনুষ্য। মনুষ্যাকার কিন্তু মনুষ্য নহে এইরূপ দেহাকৃতিবিশিষ্ট।

লীলাময় (ত্রি) লীলাস্বরূপে ময়ট্। লীলাস্বরূপ।

লীলামাত্র (অব্য) খেলিতে খেলিতে।

লীলামানুষবিগ্রহ (ত্রি) ১ ছদ্মবেশী মনুষ্য। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

লীলাম্বুজ (ক্লী) লীলাপদ্ম। (কথাসরিৎসা° ২৩। ৬৯)

লীলায়ুধ (পুং) জাতিবিশেষ। [নীলায়ুধ দেখ।]

লীলারতি (স্ত্রী) ক্রীড়া

লীলারবিন্দ (ক্লী) লীলাকমল।

লীলাবজ্র (ক্লী) বজ্রাকার শস্ত্রভেদ।

লীলাবতার (পুং) লীলাপ্রকটনার্থ বিষ্ণুর অবতার।

লীলাবৎ (ত্রি) লীলা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লীলা-বিশিষ্ট, ক্রীড়াযুক্ত।

লীলাবতী (স্ত্রী) লীলাবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ কেলিযুক্তা। ২ বিলাসবতী। ৩ শৃঙ্গারভাবচেষ্টান্বিতা। ৪ খেলাবিশিষ্টা। ৫ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পত্নীর নাম লীলাবতী। এই লীলাবতী একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও লীলাবতী। লীলাবতীমঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকায় গণেশ লিখিয়াছেন যে,—

"গোদাবরীতীরনিবাসিনঃ মহারাষ্ট্রদেশোদ্ভবস্য শ্রীভাস্করাচার্য্যস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিক্ষিপ্তহৃদয়স্য তাং পদৈলীলাবত্যা লীলাবতীমিব" (লীলাবতীটীকায় গণেশ)

ভাস্করাচার্য্যও লীলাবতী নামে একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রীতিং ভক্তজনস্য যে জনয়তে বিঘ্নং বিনিঘ্নন্ স্মৃত-
স্তং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদং নত্বা মতঙ্গাননম্।
পাটীং সদ্গণিতস্য বচ্মি চতুরপ্রীতিপ্রদাং প্রস্ফুটাং
সংক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্॥"(লীলাবতী)

৬ অবিক্ষিৎ নৃপতির স্ত্রী। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২৩।১৭)

৭ বেশ্যাবিশেষ। (মৎস্যপুরাণ)

৮ ন্যায়গ্রন্থ বিশেষ।

"দ্রব্যং নাকুলমুজ্জ্বলো গুণগণঃ কর্ম্মাধিকং শ্লাঘ্যতে
জাতির্বিপ্রতিমাগতা ন চ পুনঃ শ্লাঘ্যা বিশেষ স্থিতিঃ।
সম্বন্ধঃ সহজো গুণাদিভিরয়ং যত্রাস্ত সৎপ্রীতয়ে
সাম্বীক্ষানয়বেশ্মকর্ম্মকুশলা শ্রীন্যায়লীলাবতী॥" (মণ্ডনমিশ্র)

লীলাবধূত (ত্রি) স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল।

লীলাবাপী (স্ত্রী) জলকেলির নিমিত্ত পুষ্করিণী।

লীলাবেশ্মন্ (ক্লী) লীলাগৃহ।

লীলাশুক (পুং) ভক্তকবি বিল্বমঙ্গলের নামান্তর।

লীলাসাধ্য (ত্রি) সহজসাধ্য। যাহা অবহেলায় নিষ্পন্ন করা যায়।

লীলাস্বাত্মপ্রিয় (পুং) তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তি (দুর্গা) ভক্তগণের মধ্যে সুপরিচিত। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে।

লীলোদ্যান (ক্লী) লীলার্থমুদ্যানং। দেববন। (ত্রিকা)

"অথ মানসমুল্লঙ্ঘ্য দেবর্ষি-ব্রাতসেবিতম্।
অতীত্য গণ্ডশৈলঞ্চ লীলোদ্যানং দ্যুযোষিতাম্॥" (কথাসরিৎসা°)

লীলোপবতী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী গুরুবর্ণ থাকে।

লুআড়ি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Phylanthus longifolius)

লুই (দেশজ) লোমদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রভেদ। স্বনামপ্রসিদ্ধ পশমী বস্ত্র।

লুক্ (পুং) লোপ, ব্যাকরণের সংজ্ঞাভেদ, লুক্ ও লোপে প্রভেদ আছে।

লুক, কৃদন্ত প্রত্যয়ভেদ। এই প্রত্যয়যোগে ধাতুর বিশেষণরূপ হইয়া থাকে।

লুকা [ন] (দেশজ) গোপন।

লুকা (লুবা), আসাম প্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্রনদী। পর্ব্বতগাত্র-বিধৌত কতকগুলি সরিৎমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জয়ন্তীর পার্ব্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা শ্রীহট্টজেলার মূলাবুল গ্রামের নিকট সুরমা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

লুকাচুরি (দেশজ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক-জন চোর সাজিয়া অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

লুকিবিদ্যা (স্ত্রী) ১ গুপ্তবিদ্যা। ২ রহস্যপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া।

লুকোলুকি (দেশজ) পুনঃ পুনঃ গোপনের ছলনা।

লুক্কায়িত (ত্রি) লুক-কায়স্য যস্য তাদৃশ ইবাচরতীতি লুক্কায়-ক্বিপ্ ততঃ ক্ত। অন্তর্হিত।

লুকেশ্বর (ক্লী) তীর্থভেদ।

লুগু, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অধিত্যকা ভূমির দক্ষিণস্থ একটি গণ্ডশৈল। অক্ষা° ২৩°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪৪´৩০´´ পূঃ। এই শৈলখণ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিট্ উচ্চে একটি প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা স্থানীয় প্রাচীন সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পর্ব্বতাংশের সর্ব্বোচ্চ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট্ উচ্চ।

লুঘাসী, বুন্দেলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভারতগবর্মেণ্ট ও মধ্যভারত এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ছত্রপুর রাজ্য, এবং পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হামীরপুর রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইংরাজরাজ যখন বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন, তখন এখানকার সর্দ্দারেরা ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। তিনি যথারীতি ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার ও বন্দোবস্তীপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বীয় সম্পত্তি ও সামন্তপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়, এখানকার সামন্ত সর্দ্দারসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত দেখিয়া বিদ্রোহিদল লুঘাসী লুণ্ঠন করিয়া বহু ক্ষতি করিয়াছিল। রাজা বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ্য করিয়াও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাঁহার এই রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি, রাজ-পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করেন। এতদ্ভিন্ন সনন্দের দ্বারা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান করা হয়। তাঁহার পৌত্র রাও বাহাদুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পৈতৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজকার্য্য পরিচালন করেন। ঐ সময়ে লুঘাসী রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজস্ব প্রায় ১০ হাজার টাকা।

কাল্পী হইতে জব্বলপুর যাইবার পথে কাল্পী হইতে ৪৩ ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর বাজার আছে। নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। ঐ দুর্গে রাজার ৯০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৭টী কামান ও কামান-বাহী সেনাদল বাস করে।

লুঙ্গ (পুং) মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ, চলিত ছোলঙ্গলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি°)

লুঙ্গমাংস (ক্লী) মাতুলুঙ্গমাংস। (বৈদ্যকনি°)

লুঙ্গাম্ল (ক্লী) মাতুলুঙ্গাম্ল। (রসেন্দ্রসারসং)

লুঙ্গুষ (পুং) ছোলঙ্গ লেবু। (রত্নমা°)

লুচি (দেশজ) গোধূমচূর্ণ (ময়দা) জলে মাখিয়া ও পিণ্ডাকৃতি করিয়া চাকী ও বেলন সহযোগে বেলিয়া যে চক্রাকার ময়দার পাত উত্তপ্ত ঘৃতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য। গরমলুচি লবণ যোগে ভক্ষণ করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

লুচ্চা (পারসী) ১ কামুক। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ বেশাদি দ্বারা রমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী।

লুচ্চাপনা (পারসী) কামুকের হাবভাব বা কার্য্য। এই অর্থে লুচ্চাম ও লুচ্চামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লুজ, দীপ্তি। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লুঞ্জয়তি। লুঙ্ অলুলুঞ্জৎ।

লুঞ্চ, ১ অপনয়ন, অপসারণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লুঞ্চতি। লিট্ লুলুঞ্চ। লুট্ লুঞ্চিতা। লুঙ্ অলুঞ্চীৎ।

লুঞ্চিতকেশ (পুং) জৈন সাম্প্রদায়িকভেদ। তাহারা ঔষধাদি যোগে মাথার কেশ ও গাত্রলোম নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লুট্, বিলোড়ন। ভ্বাদি°, পক্ষে দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোটতি। দিবাদিপক্ষে লুট্যতি। লিট্ লালাট, লুলুটতুঃ। লুট্ লোটিতা। লুঙ্ অলোটীৎ, অলুটৎ। ণিচ্ লোটয়তি। লুঙ্ অলুলুটৎ। লুট প্রতিঘাত। ভ্বাদি° আত্মনে° সক°

সেট্। লট্ লোটতে। লুট্ লোটিতা। লুঙ্ অলোটিষ্ট। প্রলুট্—স্ফূর্তি, অপহ্নব, চৌর্য্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লুণ্টতি। লুঙ্ অলুণ্টীৎ। এই অর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লুণ্টয়তি। লুঙ্ অলুলুণ্টৎ।

লুট্ (দেশজ) লুণ্ঠন শব্দের অপভ্রংশ। পরস্বাপহরণ।

লুটপাট্ (দেশজ) লুণ্ঠন।

লুট্পুটান (দেশজ) গোলে পড়া। বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাতড়ান।

লুটা (দেশজ) ১ গড়াগড়ি। ২ লুণ্ঠন করা।

লুটান (দেশজ) ১ লুণ্ঠনকার্য্য। ২ ধূলায় বিলুণ্ঠিত করণ।

লুটিয়ারা (দেশজ) ডাকাইত। লুটেরা।

লুটী (দেশজ) ১ গোলাকার সূতার পিণ্ড। ২ জড়ান বস্ত্রখণ্ড।

লুটীসুটী (দেশজ) গোলযোগ। বিশৃঙ্খলা।

লুটের দ্রব্য (দেশজ) লুণ্ঠনদ্বারা লব্ধ পদার্থ।

লুঠ, ১ উপঘাত। ২ আলস্য। ৩ স্তেয়। ৪ খোড়ন। ৫ প্রতীঘাত। ৬ লোট। উপঘাতার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ°, প্রতীঘাতার্থে আত্মনে° চৌর্য্যার্থে চুরাদি° পরস্মৈ° লোটার্থে তুদাদি° পরস্মৈ° উভ° সেট্। লট্ লুণ্ঠতি, লোঠতে, লুঠতি। লুঙ্ অলোঠীৎ, অলুলুণ্ঠৎ।

লুঠন (ক্লী) লুঠ-ভাবে ল্যুট্। ভূমিতে অশ্বের পুনঃ পুনঃ শ্রমোপহনন, চলিত লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া, পর্য্যায় বেল্লন। (ত্রিকা°)

লুঠনেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহাকে লুঠেশ্বর বা লুকেশ্বর তীর্থও কহে। হেমচন্দ্র এই তীর্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

লুঠিত (ত্রি) লুঠ-ক্ত। মুহুর্মুহুঃ ভূমিতে পরাবৃত্ত হওয়া। শ্রম-শান্তির জন্য যে সকল অশ্ব ভূমিতে বারংবার গড়াগড়ি দেয়, তাহাকে লুঠিত কহে। পর্য্যায় বেল্লিত, অপাবৃত্ত, পরাবৃত্ত। (হেম)

"শিলাকলাপো লুঠিতঃ কিমঞ্জনগিরেরয়ং।
কিমুতাকালকল্লান্তমেঘৌঘঃ পতিতো ভুবি॥"
(কথাসরিৎসা° ১০২। ৭৭)

লুড়, ১ মন্থন, আলোড়ন। ২ সংবৃতি। ৩ শ্লেষ। মন্থনার্থে—ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, সংবৃতি ও শ্লেষার্থে তুদাদি° পরস্মৈ°। লট্ লোড়তি। লুট্ লোড়িতা। লুঙ্ আলোড়ীৎ, ক্ত লোড়িত, ণিচ্ লোড়য়তি। আ+লুড়=আলোড়ন। বি+লুড়—বিলোড়ন। তুদাদিপক্ষে লুট্ লুড়তি। লুড়্ অলুড়ীৎ।

লুড়্ঝুড়্ (দেশজ) গুল্মভেদ (Casearia glomerata)

লুড়্বুড়্ (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ নড়িয়া বেড়ান।

লুড়ী (দেশজ) উপলখণ্ড।

লুণ (দেশজ) লবণ।

লুণাবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকাণ্ঠা পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তর সীমায় রাজপুতনার অন্তর্গত ডুঙ্গরপুর সামন্ত রাজ্য, পূর্ব্বে রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত শুঁথ ও কছানা রাজ্য, দক্ষিণে পঞ্চমহলের অন্তর্গত গোধ্ড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহীকাণ্ঠার ইদর রাজ্য ও রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য। অক্ষা° ২২°৫০´ হইতে ২৩°১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২১´ হইতে ৭৩°৪৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১টি নগর ও ১৬৫টি খানি গ্রাম আছে।

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত বাঁধ আছে। কূপাদি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়। গুজরাত হইতে মালব পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের পার্শ্ব দিয়া গমন করায় এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গম, কলাই এবং সেগুণ কাষ্ঠ এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। গুজরাতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। জ্বর ভিন্ন এখানে সাধারণতঃ অন্য ব্যাধি দৃষ্ট হয় না।

অনহিলবাড়পত্তনের-রাজপুত রাজবংশ হইতে এখানকার রাজবংশ উৎপন্ন। প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ১২২৫ খৃষ্টাব্দে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীয় কোন রাজা লুণাবাড়ে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। অধিক সম্ভব, গুজরাত প্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহীনদী অতিক্রমপূর্ব্বক এখানে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামন্তরাজগণ গাইকোবাড় ও সিন্দেরাজের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্ট সিন্দেরাজের কর্ত্তৃত্ব অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুণাবাড় মহীকাণ্ঠার পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ পঞ্চমহল জেলার সহিত এই রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বও ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন।

মহারাণা বখৎ (ভক্ত) সিংহজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি সোলাঙ্কীবংশীয় রাজপুত। পলিটিকাল এজেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তিনি স্বীয় অপরাধী প্রজাদিগকে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি মান্যসূচক ৯টী তোপ পান। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। রাণার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই। মোট রাজস্ব ১৬২২৬০৲ টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ১৮০০০ টাকা দিতে হয়। রাজসৈন্যসংখ্যা ২০৪ জন। এখানে ২২টী বিদ্যালয় আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। দুর্গ ও প্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত। মহী ও পনাম নদীর সঙ্গমের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৯´৩০´´ পূঃ।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রাণা ভীমসিংহজী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাণা মহীনদী উত্তরণ করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হন। ঘটনাচক্রে বনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় দল ছাড়া হইয়া পড়েন। রজনী সমাগমে বনান্ধকারে পথ হারাইয়া তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা সেই যোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কুটীরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু যোগবলে রাজার দৈন্যতা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার সাধুতাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যোগভঙ্গ হইলে রাজাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—তোমার ও তোমার বংশধরগণের অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন; তুমি এই বনে একটী নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্য প্রত্যূষে এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া যেখানে তোমার সম্মুখ দিয়া একটী শশক গমন করিতে দেখিবে, সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে পথ অতিবাহিত করিয়া পার্শ্বস্থিত গুল্মলতাভ্যন্তর হইতে একটী শশক নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বল্লমের আঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। যোগিবর লুণেশ্বরের উপাসক ছিলেন। রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন। নগরের দরকুলী দ্বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে এই নগর গুজরাত ও মালবের বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত। বোম্বে-বড়োদা-মধ্যভারত রেলপথের গোধ্‌ড়া শাখার শেষ ষ্টেসন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র গোধ্‌ড়ায় আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েদখানা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

লুনিয়া (দেশজ) ১ গুল্মভেদ। (Portulaca oleracea) ২ লবণব্যবসায়ী।

লুন্ট, অবজ্ঞা, চৌর্য্য। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ লুণ্টয়তি, পক্ষে লুণ্টতি। লুঙ্ অলুলুণ্টৎ, পক্ষে অলুণ্টীৎ।

লুন্টক (পুং) লুণ্টতীতি লুন্ট-ণ্বুল্। ১ শাকবিশেষ। চলিত নটেশাক।

লুণ্টা (স্ত্রী) লুণ্ট-অঙ্-টাপ্। লুণ্ঠন। (শব্দরত্না°)

লুণ্টাক (পুং) লুণ্টতীতি লুণ্ট-(জল্প-ভিক্ষ-কুট্টলুণ্টবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫) ইতি কন্। ১ চৌর।

লুণ্টাকী (স্ত্রী) লুণ্টাক-ষিত্বাৎ ঙীপ্। স্ত্রীচৌর।

লুণ্ঠক (ত্রি) লুণ্ঠতীতি লুণ্ঠ-ণ্বুল্। স্তেয়কারক, লুণ্ঠনকারী, চলিত লুঠেরা।

"যে চৌরা বহ্নিনা দুষ্টা গরদা গ্রামলুণ্ঠকাঃ।

সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যন্তে পাতকান্বিতাঃ॥" (পদ্মপু° পাতালখ°)

লুণ্ঠন (ক্লী) লুণ্ঠ-ল্যুট্। লুণ্ঠন, লুঠ করা।

"হরণং লুণ্ঠনং তদ্বৎ তৎপত্নীনাং নরাধিপঃ।" (দেবীভাগ° ৫।১।১৮)

২ গড়াগড়ি দেওন।

লুণ্ঠনদী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লুণ্ঠা (স্ত্রী) লুণ্ঠ-অঙ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। লুণ্ঠন। (শব্দরত্না°)

লুণ্ঠাক (পুং) লুণ্ঠ-ষাকন্। ১ কাক। (ত্রিকা°) ২ চোর।

"বিয়োঽভিসারিকাণাং ভবনগণস্ফাটিকপ্রভানিকরঃ।

যত্র বিরাজতি রজনীতিমিরপটপ্রকটলুণ্ঠাকঃ॥" (কলাবি° ১।৩)

লুণ্ঠি (স্ত্রী) দস্যুবৃত্তি। অপহরণ।

লুণ্ঠী (স্ত্রী) লুণ্ঠন, লুট হওয়া।

লুণ্ড, চৌর্য্য। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লুণ্ডয়তি লুঙ্ অলুলুণ্ডৎ।

লুণ্ডিকা (স্ত্রী) লুণ্ডী স্বার্থে কন্, ততষ্টাপ্। ১ ন্যায়সারিণী। (হারাবলী) একত্র বেষ্টিত মেষলোমাদি, মেষলোমাদি একত্র করিয়া যে দলার মত হয়, তাহাকে লুণ্ডিকা কহে। চলিত ইহাকে নুড়ি কহে।

"সৈন্ধবঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে।

প্রতপ্তমূর্ণয়া স্পৃষ্টং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ॥

তামভাজনে ঘৃতং সৈন্ধবং দত্বা রৌদ্রে তপ্তং কৃত্বা মেষলোমলুণ্ডিকয়া ঘৃষ্ট্বা মলগ্রহং কৃত্বা তেন প্রক্ষয়েৎ।" (ভৈষজ্যরত্না°)

লুণ্ডী (স্ত্রী) ন্যায়সারিণী। (ত্রিকা°)

লুথ, কুন্থন, বধ ও ক্লেশ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ লুন্থতি। লুঙ্ অলুন্থীৎ।

লুদ্‌জু, (লাদজু), চীন ও ভারতসীমান্তবাসী পার্ব্বতীয় জাতি বিশেষ। নৌকিয়াং নামক স্থানে পশ্চিমে লুদ্রজু নামক স্থানে ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্ব্বর। কতকগুলি কাটের খুটী পাশাপাশি পুতিয়া তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ বিচার নাই। সাধারণতঃ তাহারা চিতাবাঘ, ছাগল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি পশুচর্ম্মে আপনাদের গাত্র আবৃত করে। যোদ্ধারা চর্ম্মবর্ম্মেই দেহাচ্ছাদন করে, কিন্তু গৃহস্থ ও জাতীয় সর্দারগণ কার্পাস বস্ত্র পরিধান

করিয়া থাকে। যাহারা খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারা চীনবাসীর অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় তাহারা চীনবাসীর ন্যায় দড়া বিনাইয়া বড় চুল রাখে। যুদ্ধ কার্য্যে তাহারা সুনিপুণ। পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসীদিগকে, বিশেষতঃ যুন্-নান্ জাতিকে নিরন্তর উপদ্রবে উৎকণ্ঠিত করিতে তাহারা কাতর হয় না। বড় ছুরি, বড়শা ও ধনুকও তাহাদের এক মাত্র অস্ত্র। আসাম সীমান্তস্থিত খামতী জাতির বাসভূমি হইতে তাহারা ঐ সকল অস্ত্রাদি লইয়া যায়। চীনরাজকে তাহারা কোন কর দেয় না অথবা তাহার রাজশক্তির বশীভূত বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু চীনরাজের আদেশ পাইলে তাহারা স্বেচ্ছায় লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আছে। ভূতাদির তৃপ্তিসাধনার্থ তাহারা মুরগী বলি দিয়া থাকে।

লুধিয়ানা, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোট লাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শতদ্রু নদী, পূর্ব্বে অম্বালা জেলা, দক্ষিণে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা ও মালের কোট্‌লা সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে ফিরোজপুর জেলা। অক্ষা° ৩০°৩৩´ হইতে ৩১°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৪´৩০´´ হইতে ৭৬°২৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৩৭৫ বর্গমাইল। সরমালা, লুধিয়ানা ও জগরাওন্ তহসীল লইয়া এই জেলা গঠিত।

এই জেলার সর্ব্বত্র সমতল। কোথাও একটী গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয় না। নদী না থাকায় জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। দক্ষিণসীমায় শতদ্রু নদীর একটী প্রাচীন খাত আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। বর্ষাঋতুতে বিশেষতঃ বৃষ্টিপাতের পর এই খাত পূর্ণ হইয়া উঠে। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাহা শুকাইয়া যায়। অম্বালা হইতে সর্‌হিন্দ-খাল এই জেলার পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীয় জলাভাব কতকাংশ বিদূরিত হইয়াছে। ঐ খালের অপর দুইটী শাখা জেলার পশ্চিম পরগণাসমূহে প্রসারিত থাকায় চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুসদৃশ। মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকাপূর্ণ ভূমিখণ্ড শ্যামল শস্যে পরিবৃত হইয়া স্থানীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এখানে বন্যজন্তুসঙ্কুল সেরূপ গভীর বনপ্রদেশ নাই। শতদ্রুর প্রাচীন গর্ভ সমীপবর্ত্তী 'বেৎ' বিভাগ ব্যতীত জেলার আর কোথাও ফুলফিয়া, পিপুল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছ দেখা যায় না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের পুষ্করিণীতটে এক একটী অশ্বত্থ ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অভাব দূর করিবার জন্য এখন রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় জাতীয় বৃক্ষসমূহ রোপিত হইতেছে। এখানে স্থানবিশেষে মৃত্তিকা হইতে কাঁকর উত্তোলিত হয়। উহা রাস্তায় ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কাঁকর পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান লুধিয়ানা নগর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অধিক পূর্ব্বে গঠিত হয় নাই, কিন্তু এই জেলার অন্যান্য স্থানে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সকল নগর বহুকাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহা ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান লুধিয়ানা নগরের সন্নিকটে সুনেত নামক স্থানে একটী সুদূর বিস্তৃত ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাদিপূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ধ্বস্ত স্তূপরাশি আজিও তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ভারতে মুসলমান সমাগমের পূর্ব্বে ঐ জনপদের গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপাদি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্ব্বতন হিন্দুরাজধানী মৎস্যবাট নগরীর পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের নিদর্শন মাত্র পরিলক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে।

মুসলমান অধিকারে এই স্থানের রাজকোটের রাজপুত রায়বংশ প্রবল ছিলেন। পরে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজানুগ্রহভাজন হন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজবংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর লোদীবংশীয় রাজগণের উদ্যোগে লুধিয়ানা নগর স্থাপিত হয়, পূর্ব্বোক্ত সুনেত নগরীর ইষ্টকাদি লইয়া মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অট্টালিকায় আজিও ত্রি-অঙ্গুলিচিহ্নযুক্ত সুনেত নগরীর প্রাচীন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট্ বাবর শাহ কর্ত্তৃক লোদীবংশের অধঃপতন সাধিত হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিকৃত হয়। তদবধি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা মোগলবাদশাহগণের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের শাসনাধিকারী হইয়াছিলেন।

মোগল অধিকারে এই স্থান দিল্লী সুবার সর্‌হিন্দ্ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজকোটের রায়বংশ তৎকালে এই জেলার পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনে মোগলরাজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহারা এই জেলার বর্ত্তমান অধিকৃত বিভাগ ও ফিরোজপুরের কতকাংশ লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিখগণ সর্‌হিন্দ্ জয় করেন। তৎকালে কএকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখসর্দ্দারের হস্তে এই জেলার পশ্চিমাংশ নিপতিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রায়কোট-

রাজসিংহাসনে বালক রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া শিখসর্দারগণ রাজকোটরাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে রাজকোটরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া সৌভাগ্যান্বেষী ভারতীয় সামন্তরাজ জর্জ্জ টমাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখসর্দ্দারদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে রাজকোটের রায়বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিতের করকবলিত হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার দুইটী বিধবা মাতার ভরণপোষণার্থ দুইটীমাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজগবর্মেণ্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ শতদ্রু পার হইয়া আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই। উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ স্বাধিকাররক্ষণমানসে লুধিয়ানায় একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তৎকালে ঐ সেনাবাস ঝিন্দরাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঝিন্দরাজকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে লুধিয়ানার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতকস্থান ইংরাজাধিকারে আইসে, তাহা হইতেই বর্ত্তমান লুধিয়ানা জেলার উৎপত্তি।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে লাহোর রাজ্যের কতকাংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তদবধি এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। অতঃপর শিখজাতি শান্তভাব ধারণ করিলে ইংরাজগবর্মেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহের সময় স্বল্পসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটী কমিশনর দিল্লী অভিমুখে যাত্রাকারী জালন্ধরস্থ বিদ্রোহী সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহীদলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুকাসম্প্রদায়ের কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইয়া এখানে ঘোরতর অনিষ্ট করে। ইংরাজরাজ সেই বিদ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের দলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যে বন্দিরূপে প্রেরণ করেন। সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সরহিন্দ খাল বিস্তারের সঙ্গে এখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত সুলতান শাহসুজার বংশধরেরা এই নগরে বাস করিতেছে।

লুধিয়ানা, জগরাওন্, রায়কোট, মচ্ছিবাড়া, খান্না ও বহলোলপুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হয়। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জাট জাতিই প্রধান। রাজপুত, গুজর, কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রী ও বেণিয়ার সংখ্যাই অধিক।

এখানে পশমী কাপড়ের প্রভূত কারবার আছে। শাল, মোজা, দস্তানা, রামপুরী চাদর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশমী বস্ত্র এবং খেস, লুঙ্গী, গাবরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কার্পাস বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন আসবাব, গাড়ী ও কামান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এখানে বড় বড় কারখানা আছে। পাকা রাস্তায় ও রেলপথে প্রধানতঃ এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। ভূপরিমাণ ৬৭৮ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩০°৪৫´২০´´ হইতে ৩১°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০´৩০´´ হইতে ৭৬°১২´ পূঃ মধ্য।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, শতদ্রুনদীর দক্ষিণ উচ্চকূলে বর্ত্তমান নদীখাত হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৫´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৩´৩০´´ পূঃ। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

নগরের উত্তরাংশে প্রশস্ত প্রান্তরে এখানকার কেল্লা অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি বিস্তৃত ময়দানে পরিণত করা হইয়াছে। দিল্লীর লোদী রাজবংশের কুসুফ ও নিহঙ্গ নামক দুই জন রাজকুমার ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজসরকার হইতে ইহা রায়কোটের রায়দিগের অধিকারে আইসে। ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া ঝিন্দের রাজা ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)।

শতদ্রুপ্রবাহিত সামন্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেণ্ট জেনারল অক্টার্লনী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারত-গবর্মেণ্ট এই অবৈধ আচরণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঝিন্দরাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজবংশধরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ-গবর্মেণ্টের শাসনভুক্ত হয়। তদবধি এই নগর ইংরাজ-সেনার একটী ক্ষুদ্র ছাউনীরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সেনাদল অন্যত্র পরিচালিত হয়, কেবল একদল মাত্র সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্য রহিয়াছে। মুসলমান সাধু শেখ আবদুল কাদির-ই জলানীর পবিত্র তীর্থে আগমন করেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। ঐ সময় বহু হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রী এখানে

সমবেত হইয়া থাকে। এখানে মুসলমান, পাঠান ও কাশ্মীরী-দিগের বাসই অধিক। কাশ্মীরীগণ বৎসরে ১।৷০ লক্ষ টাকার শাল প্রস্তুত করে।

লুপ, ১ ছেদন, উচ্ছেদন। ২ লোপ। তুদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লুম্পতি-তে। লিট্ লুলোপ, লুলুপে। লুট্ লোপ্তা। লৃট্ লোপ্স্যতি-তে। লুঙ অলুপৎ, অলুপ্ত, অলুপ্সাতাং, অলুপ্সত। লুপ—বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লুপ্যতি। লিট্ লুলোপ, লুট্ লোপিতা। লৃট্ লোপিষ্যতি। লুঙ্ অলুপৎ। সন্ লুলুপ্সতি-তে। লুলোপিষতি, লুলুপিষতি। যঙ্-লোলুপ্যতে। লুপ্ ধাতুর উত্তর ভাবগর্হা অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্লুক লোলোপ্তি। ণিচ্ লোপয়তি, লুঙ্ অলূলুপৎ, অলুলোপৎ। অব+লুপ্=ভঙ্গ, ছেদ।

লুপ্ (পুং) লুপ্ ছেদে-ক্বিপ্। লোপ।

লুপ্ত (ক্লী) লুপ-ক্ত। ১ চৌর্য্যধন, চলিত লোভ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ লোপযুক্ত।

"পরিবৃত্তনাভিলুপ্তত্রিবলিশ্যামস্তনাগ্রমলসাক্ষি।
বহুধবলজঘনরেখং বপুর্ন পুরুষায়িতং সহতে॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৬৩)

লুপ্তবিসর্গতা (স্ত্রী) সাহিত্যদর্পণোক্ত দোষভেদ।

"বর্ণানাং প্রতিকুলত্বং লুপ্তাহত বিসর্গতে।
অধিকন্যূনকথিতপদতাহতেবৃত্ততা॥"
(সাহিত্যদ° ৭। ৫৩৭)

বিসর্গের লোপ হইয়া এই দোষ হয়, এইজন্য ইহার নাম লুপ্তবিসর্গতা হইয়াছে। 'গতা নিশা ইমা বালে' এইস্থলে সমস্ত স্থলে বিসর্গের লোপ হওয়ায় এই দোষ হইয়াছে।

লুপ্তোপম (ত্রি) উপমাশূন্য।

লুপ্তোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"লুপ্তা সামান্যধর্ম্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বয়োঃ।
ত্রয়াণাং বানুপাদানে শ্রৌত্যার্থী সাপি পূর্ব্ববৎ॥"
(সাহিত্যদ° ১০। ৬৫১)

যেখানে উপমান বা উপমেয়ের সামান্য ধর্ম্মাদির এক বা দুইটী বিষয়ের লোপ করিয়া সাধর্ম্ম্য হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।
[উপমা শব্দ দেখ]

লুব্ধ (ত্রি) লুভ-ক্ত। আকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, পর্য্যায় গৃধ্নু, গর্দ্ধন, অভিলাষুক, তৃষ্ণক্। (অমর)

"লুব্ধো যশসি নত্বর্থে ভীতঃ পাপান্নশক্রতঃ।
মূর্খঃ পরাপবাদেষু ন চ শাস্ত্রেষু যোঽভবৎ॥"
(কথাসরিৎসা° ৫৫। ৩০)

লুব্ধক (পুং) লুব্ধ এব স্বার্থে কন্। ১ ব্যাধ। (অমর) ২ লম্পট।

"নির্দ্ধর্তির্নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তথা যাতি পুরঞ্জনঃ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ॥" (ভাগব° ৪।২৫।৫৩)

লুব্ধতা (স্ত্রী) লুব্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লুব্ধের ভাব বা ধর্ম্ম-লুব্ধত্ব, লোভ।

লুভ, গার্দ্ধ্য, আকাঙ্ক্ষা, লোভ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ লুভ্যতি। লিট্ লুলোভ লুলুভতুঃ, লুলোভিথ। লুট্ লোব্ধা, লোভিতা। লৃট্ লোভিষ্যতি। লুঙ্ অলুভৎ। সন্ লুলুভিষতি। লুলোভিষতি। যঙ্ লোলুভ্যতে। যঙ্লুক্ লোলোব্ধি। ণিচ্—লোভয়তি। লুঙ্ অলূলুভৎ। লুভ—বিমোহন, আকুলীকরণ। তুদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লুভতি। লিট্—লুলোভ। লুঙ্—অলোভীৎ, অলোভিষ্টাং অলোভিষুঃ।

লুভিত (ত্রি) লুভ-ক্ত। ১ বিমোহিত। ২ বিরক্ত।

লুম্বিকা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

লুম্বিনী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। ইহার নামে একটী বিহার নির্ম্মিত ছিল। (ললিতবিস্তর)

লুরিস্থান, পারস্যের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। ফার রাজ্য সীমা হইতে পশ্চিমে কর্ম্মাণ্‌শা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা° ৩১° হইতে ৩৪°৫´ উঃ। ইহার মধ্য দিয়া দিজফুল নামক নদী প্রবাহিত। ঐ নদীর দক্ষিণস্থিত বখ্তিয়ারীর পার্ব্বত্য ক্ষেত্র লুরি-বুজুর্গ এবং আসিরীয় প্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নদীর উত্তর লুরি-কুচ্ছুক নামে খ্যাত।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে লুর নামক একটী পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। তাহাদের মধ্যে কোঘিলু লেক ও খুর্দ্দ নামে কয়টী শাখা আছে। কিন্তু শীতকালে তাহারা পর্ব্বতকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দিজ্ফুল অথবা আসিরীয় সমতল প্রান্তরে অবতীর্ণ হয় এবং তথাকার তুর্কিস্থানের সীমান্তস্থিত ভ্রমণকারী আরব ও তুর্ক-জাতির সহিত তাহারা এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, দেখিলেই তাহাদিগকে আরবীয় অথবা তুর্কজাতীয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকই তাহারা আরব বা তুর্কজাতীয় নহে। তাহারা মহম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত কোরাণ শাস্ত্রকে মান্য করে না। তাহারা এক মাত্র বাবা বুজুগ ও অপর সাতটি পবিত্রাত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপে মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে শকজাতির উপাস্য মিথ্ ও অনাহিতা দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। ঐ পূজার জন্য তাহারা রাত্রিকালে সমবেত হইয়া ভৌতিক আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

লুরি কুচ্ছুক বা উত্তর বিভাগে পেষ্-কো জেলায় শিলালিনে,

দিলফুল, আমলহ্ ও বালখেরিবে (বালগ্রীব?) নামক চারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি লেক শাখা সমুদ্ভূত এবং শেষোক্ত দুইটী লুর বলিয়া খ্যাত। শিলাশিলে ও দিলফুল্‌দিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ঘরের বাস দেখা যায়। শিলাশিলেগণ অতিশয় পরাক্রমশালী ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না।

বর্ত্তমান কাজর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা মহম্মদ খাঁর আদেশে আমলাহগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফার রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহাদের অনেকে উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহারা আর পূর্ব্ববৎ বীর্য্যশালী নহে। ভ্রমণকারী De Bode পার্সিপোলিস্ প্রান্তরস্থ ইস্তাখর পর্ব্বতপাদমূলে আমলাহ্ শাখার একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্য্যে তাহাদের ব্রতী করা যায়, তাহারা অনায়াসে তাহা পালন করিয়া থাকে।

লুর শাখাও অপর কাহারও অত্যাচার বা উৎপীড়ন সহ্য করিতে চাহে না। যদি কোন রাজা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহারা তদ্দণ্ডেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। বালগ্রীব শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও দুর্দ্ধর্ষ। পার্শ্ববর্ত্তী জনপদবাসীদিগকে তাহারা নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

পুস্ত-ই-কোহ্ বা জাগ্রোস শৈলবাসী লুরজাতির একশাখা ফইলি নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে খুর্দ, দিনারবেদ, স্লহোন, কলহর বদ্‌রাই, ও মকি নামে কয়টি বিভাগ আছে। খুজিস্তান প্রদেশেও ফেইলি জাতির বাস আছে। ঐতিহাসিক রলিনসনের মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাজার ঘর লোক আছে; পুষ্-কোহ এবং পুস্ত-ই-কোহ্‌বাসীরা বিখ্যাত দস্যু। তাহাদের উপদ্রবে ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী অথবা তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পায় না। পথিকের নিকট একটি কপর্দ্দক থাকিলেও তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র লুরিস্তানে প্রায় ৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার বন্দুকধারী সেনা আছে, এই সকল পার্ব্বতীয় সৈন্য আবশ্যক হইলে একত্র হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

ফেইলিগণ বখ্‌তিয়ারীদিগের ন্যায় নররক্তে ধরা কলুষিত করিতে ও পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য ও দয়ালু। পেষ্-কোহ ও পুস্ত-ই-কোহ পর্ব্বতবাসী ব্যতীত বুরুজিলু ও খোরেমবাদের মধ্যবর্ত্তী চক্ প্রান্তরে বজিলান ও বেইরানেবেনেদ নামে দুইটি জাতির বাস আছে। তাহা লেক শাখা সমুৎপন্ন।

লুল, বিলোড়ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোলতি। লুঙ্ অলোলীৎ।

লুলাপ (পুং) লুল্যতে ইতি লুল বিমর্দ্দনে ভিদাদিত্বাৎ অঙ্, লুলাং আপ্নোতীতি আপ-অণ্। মহিষ।

"মহিষো যোটকারিঃ স্যাৎ কাসরশ্চ রজস্বলঃ।
পীনস্কন্ধঃ কৃষ্ণকায়ো লুলাপো যমবাহনঃ॥" (ভাবপ্র°)

লুলাপকন্দ (পুং) লুলাপপ্রিয়ঃ কন্দঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। মহিষকন্দ। (রাজনি°)

লুলাপকান্তা (স্ত্রী) লুলাপস্য কান্তা। মহিষী। (রাজনি°)

লুলায় (পুং) মহিষ।

লুলিত (ত্রি) লুল-ক্ত। আন্দোলিত।

'প্রেঙ্খোলিতস্তরলিতো লুলিতান্দোলিতাবপি।' (ভূরিপ্রয়োগ)
২ বিকীর্ণ। (ভাগবত) ২।৬৫।১৯) ৩ ব্যাপ্ত।
"ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাক্রলুলিতাননা।"(রামা° ২।৬৫।১৯)
৪ গ্লান।
"প্রাতর্নিদ্রাতি যথা যথাত্মজা লুলিতনিঃসহৈরঙ্গৈঃ।
জামাতরি মুদিতমনাস্তথা তথা সাদরা শ্বশ্রূঃ॥"(আর্য্যাসপ্তশতী)
৫ উন্মূলিত। (ভাগবত ৩।১৯।২৪) ৬ খণ্ডিত। (ভাগবত ৪।৯।১০) ৭ বিধ্বস্ত।
"যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জ্জিতেন লুলিতাঃ সতু তে নিরস্তঃ॥"(ভাগবত ৭।৯.২৩)

লুবানা, মধ্যভারতবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ক্ষেত্রকর্ষণ এবং শস্য বপন, কর্ত্তন ও বহন তাহাদের প্রধান কার্য্য। গুজরাত প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের নানাস্থানে এবং পঞ্জাব-বিভাগের ইরাবতীতটে যাইয়া বাস করিয়াছে। তাহারা শান্ত ও নির্ব্বিরোধ এবং শূদ্রশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত।

লুশ (পুং) ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ, ১০।৩৫-৩৬ সূক্ত-সঙ্কলনকর্ত্তা।

লুশাকপি (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ১৭।৪।৩)

লুষ, স্তেয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোষতি। লুঙ্ আলোষীৎ। হিংসার্থে 'লুষ' এই ধাতু সৌত্রধাতু।

লুষভ (পুং) রোষতীতি রুষ হিংসায়াং (রুষের্ন্নিলুষ্ চ। উণ্ ২।১২৪) ইতি অভচ্, লুষাদেশশ্চ ধাতোঃ। মত্তহস্তী।

লুসাইপর্ব্বতমালা, ভারতের উত্তরপূর্ব্বসীমান্তস্থিত একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্ব্বত্য

বিভাগের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত পর্ব্বতময় ভূখণ্ড। উহার মধ্যস্থলে কোন্ কোন্ জাতির বাস আছে, তাহা আজিও জানা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্তুসঙ্কুল পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইয়া দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয়গণের সহিত মিশিতে সাহসী হন নাই।

এই লুসাই পর্ব্বতে নানা বন্য জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে বলবীর্য্যসম্পন্ন কুকী ও লুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকীদিগের বহুবিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈন্য আসাম যুদ্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিল। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অভিযানে ইংরাজ সেনাদলকে যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিদিত নাই।

এই পূর্ব্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ লুসাই নামে পরিচিত। পর্ব্বতের অংশবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ নামগুলি প্রধান সর্দ্দারদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। লুসাই পর্ব্বতের সর্ব্বোত্তরভাগে অর্থাৎ মণিপুর ও নাগাশৈলের মধ্যভাগে কোইরেয়িং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি, ইহারা মণিপুররাজের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজরাজ মণিপুর হস্তগত করিবার পর ইহারা ইংরাজগবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে। কাছাড়ের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতভাগে প্রকৃত লুসাইদিগের বাস। ঐ লুসাইগণ তিনটী প্রধান প্রধান সর্দ্দারের অধীন ও তিনটী স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম সীমান্তে এই লুসাইজাতির যতগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের মধ্যে হৌলোঙ্গ, সাইলু ও থঙ্গলোবাগণই প্রধান। ইহারা সকলেই ভ্রমণশীল, কখনই এক স্থানে বাস করে না। শত্রুপক্ষীয়ের আক্রমণ নিবন্ধন, অথবা ভূমির উর্ব্বরতাদি সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে অন্য স্থানে যাইয়া বাস করে। লুসাই সীমান্তে জনরব এইরূপ যে, ব্রহ্মরাজ্যের পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী সোক্তি জাতির আক্রমণে ও উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া লুসাইগণ পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ইংরাজাধিকারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

আসাম-সীমান্তবাসী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত লুসাইদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে এক এক জন সর্দ্দার থাকে। ঐ সর্দ্দারবংশ পুরুষানুক্রমে তাহাদের রাজপদের অধিকারী। প্রত্যেক লুসাই-গ্রামেই এক এক জন 'লাল' থাকে। তাহারাই দলের নেতা হইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দ্দারগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশসমুদ্ভূত, প্রজা সাধারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের আদেশ মান্য করিয়া থাকে এবং তিনিই গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত। এই সকল লাল সর্দ্দার সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। সর্দ্দারেরা অবস্থানুসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন আপন পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কতকাংশ সর্দ্দারকে ভাগ দিয়া থাকে।

লুসাইগণ জঙ্গল কাটিয়া ঝুম প্রথায় ধান্যাদির চাস করিয়া থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশুশিকার তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাহারা গয়াল নামক বন্য গোরু, পার্ব্বতীয় ছাগ, শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু পালন করে। ঐ গয়াল তাহারা দেবপূজায় উৎসর্গ করিয়া থাকে।

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম্ম করে। তাহারা খদির, গঁদ, হস্তিদন্ত, বনজ তূলা ও মোম লইয়া পর্ব্বতপ্রান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্ত্তে চাউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কার্পাস বস্ত্র এবং রৌপ্য কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা পুরী নামক এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়া আপনারা পরে এবং তাহা বাজারেও বিক্রয় করিতে আনে। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে। কর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিম্নস্থ মাংসখণ্ডে হস্তিদন্ত বা গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড পূরিয়া রাখে। এই ছিদ্র সময় সময় এরূপ বাড়িয়া পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখাকৃতি কদাকার দেখা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় ও মাংসল, কিন্তু তাহাদের মুখাকৃতি সর্ব্বদাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাবব্যঞ্জক।

বহুকাল হইতে লুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আসিয়া দস্যুবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। লুণ্ঠনকালে তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়া তাহাদের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাইত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রেতাত্মার সদ্গতি হইবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া নররক্তে ধরা প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে কুকীদিগের এইরূপ প্রথম উপদ্রবের কথা শুনা যায়। তৎকালে চট্টগ্রামের একজন সর্দ্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে স্বীয় প্রজারক্ষণে অসমর্থ হইয়া ইংরাজপ্রতিনিধির নিকট একদল সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে

কাছাড় সীমান্তে আসিয়া একদল লুসাই স্বাধীন জাতিবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বরাক্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরদিকে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। ঐ লুসাইদল শান্তভাব ধারণ করিয়া এখন ইংরাজরাজের প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ঐ সকল লুসাইগণ অত্যাপি 'পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলায় নামিয়া ১৮৬ জন বাঙ্গালী গ্রামবাসীকে নিহত করে এবং প্রায় শতাধিক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই উপদ্রব-দমনার্থ সময় সময় সিপাহী সেনাদল প্রেরণ করিতেন বটে, কিন্তু পার্ব্বত্যপথ ছুরারোহ হওয়ায় ও শত্রুদল পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইতে অভ্যস্ত থাকায় সিপাহী সেনা তাহাদের পশ্চাৎ অনুগমন করিয়াও বিশেষ কোন ফলসাধন করিতে পারে নাই।

সীমান্ত প্রদেশে লুসাই জাতির উপদ্রবের শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া ভারত-গবর্মেণ্ট বিশেষরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে একটী অভিযান প্রেরিত হইলেও কার্য্যতঃ কোন ফল হইল না। পার্ব্বত্য প্রদেশ শত্রুর অগম্য জানিয়া এবং ইংরাজসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, লুসাই দল ক্রমশঃ স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের নানা গ্রাম আক্রমণ করিল। কাছাড়ে একদল হোলোঙ্গ আলেকজান্দ্রাপুরের চাবাগান লুণ্ঠন করে। উভয়পক্ষের বিরোধে চা-কর ইংরাজ-অধ্যক্ষ নিহত হন এবং তাহার কন্যা মেরি উইঞ্চেষ্টার বন্দিভাবে অপহৃত হন। নগিয়ার থাল থানার প্রহরীদিগের সহিত আর এক লুসাই দলের দুইদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে রণজয়ী হইয়া লুসাইগণ ধনরত্ন, বন্দুক, কামান ও বহুসংখ্যক কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে।

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি লুসাই-উপদ্রব হইতে ইংরাজ-সীমান্তপ্রদেশ নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। তদনুসারে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে একটী ক্ষুদ্র সেনাদল গঠিত হয়, তাহাতে দুইদল গোর্খা, দুইদল পঞ্জাবী ও দুইদল বঙ্গদেশীয় পদাতিক সৈন্য, দুইদল খনক ও একদল পর্ব্বতভেদী পেশাবরী সৈন্য সজ্জিত হইল। জেনারল বুর্চিয়ার কাছাড়পথে এবং জেনারল ব্রাউসলো চট্টগ্রাম পথে উক্ত বাহিনী দুইভাগে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়-সেনাদল উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে শিলচর হইতে অগ্রসর হইয়া তিপাই-মুখ নামক স্থানে লুসাই পর্ব্বতে প্রবেশ করিল। তাহারা ১১০ মাইল পর্য্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়া লুসাই জাতিকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। চট্টগ্রামের বাহিনীও ঐরূপে ৮৩ মাইল অগ্রসর হইয়া লুসাই সর্দ্দারদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিল। লুসাই সর্দ্দারগণ ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলে, সেনাবিভাগের জরিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল স্থান ত্রিকোণমিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, এই সময় হইতে চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত হয়। চাকর-কন্যা মেরি উইঞ্চেষ্টার ও প্রায় শতাধিক ইংরাজ-প্রজা বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় ; পর্ব্বতে অবস্থান কালে বহুসংখ্যক সৈন্য বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই যুদ্ধের পর হইতে লুসাই জাতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তদবধি তাহারা সমতল ক্ষেত্রবাসী জনগণের সহিত নির্ব্বিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য-বিস্তার ব্যপদেশে তিপাই-মুখ, লুসাইহাট ও ঝালুয়াচারা নামকস্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ হাট স্থাপিত হইয়াছে। ঐ তিনটী নগরই পর্ব্বতগাত্রবাহী এক একটী নদীতটে অবস্থিত। ঐরূপে চট্টগ্রামসীমান্তেও দেমাগিরি, কসলঙ্গ ও রাঙ্গামাটী নামক স্থানে বাজার খোলা হইয়াছে। লুসাই সর্দ্দারগণের সহিত এক্ষণে সদ্ভাবের সহিত বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য সীমান্তে লুসাইদল রাঙ্গামাটী নদীতে সিপাহীদিগের দুইখানি নৌকা আক্রমণ করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহারা নৌকাস্থিত অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। লুসাইজাতি তাহাদের চিরশত্রু হোলোঙ্গ জাতির উপর ইংরাজরাজের বিদ্বেষদৃষ্টি আকর্ষণাভিপ্রায়ে সেন্দুজাতিকে এই অত্যাচার করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। ইংরাজরাজ গোপনে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই বিরোধী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাঁহারা কেবল সীমান্তস্থিত থানার বলবৃদ্ধি করিয়া এবং ইংরাজ-পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বন্দুক ও বারুদ দান করিয়া আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী কমিশনার রাঙ্গামাটীতে একটী দরবার ও মেলার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে প্রায় সকল লুসাই সর্দ্দারই সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল দুইজন মাত্র প্রধান হেউলোঙ্গ সর্দ্দার উপস্থিত হয় নাই। উক্তবর্ষে আসাম ও চট্টগ্রাম-সীমান্তে লুসাইদিগের পুনরাক্রমণের গুজব উঠে, কিন্তু তাহারা আর উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই। [কুকিশব্দ দেখ।]

লুহ, গার্দ্ধ্য, লাভেচ্ছা। ভ্বাদিং পরস্মৈং সকং অনিট্। লট্ লোহতি। লুঙ্ অলুক্ষৎ।

লু, ছেদ। ক্র্যাদিং উভয়ং সকং অনিট্ লট্ লুনাতি, লুনীতে। লিঙ্ লুনীয়াৎ, লুণীত। লঙ্ অলুনাৎ, অলুণীত। লিট্-লুলাব, লুলুবে। লৃট্ লবিষ্যতি-তে। লুঙ্ অলাবীৎ, অলাবিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে লট্ লূয়তে। লুঙ্ আলাবি। সন্ লুলূষতি তে। যঙ্ লোলূয়তে। যঙ্লুক্ লোলোতি। ণিচ্ লাবয়তি। লুঙ্ অলীলবৎ। ণিচ্-সন্ লিলাবয়িষতি।

লুক্ষ (ত্রি) রুক্ষ, লস্ত রত্বং। রূক্ষ।

লূতা (স্ত্রী) লুনাতীতি লূ-বাহুলকাৎ তন্, গুণাভাবশ্চ। ১কীট-বিশেষ, চলিত মাকড়সা। পর্য্যায়—তন্তুবায়, উর্ণনাভ, মর্কটক, মর্কট, লূতিকা, উর্ণনাভ, শনক, তন্তুবায়।

"লূতাতন্তুনিরুদ্ধদ্বারঃ শূন্যালয়ঃ পতৎপত্যাঃ।
পথিকে তস্মিন্নঞ্চলপিহিতমুখো রোদিতীব সখি॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫০৪)

২ রোগবিশেষ, ইহার পর্য্যায়—মর্ম্মব্রণ, বৃক্কা। (রাজনিং) লূতার দংশন জন্য বিষে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা লূতারোগ নামে কথিত। এই রোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্রে লূতার (মাকড়সা) উৎপত্তি, দংশন এবং ঔষধাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একদা রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন করেন, তথায় বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথন সময়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি অতিশয় কুপিত হন। তখন বশিষ্ঠদেবের কপোলদেশ হইতে তীক্ষ্ণ তেজোবিশিষ্ট ঘর্ম্মবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। গাভীর নিমিত্ত যে ছিন্ন তৃণরাশি ছিল, সেই তৃণরাশিতে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার মহাবিষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লূতা উৎপন্ন হইল। মুনির স্বেদবিন্দু সকল তৃণরাশিতে পতিত হইয়া এই কীট জন্মিয়াছিল, এই জন্য ইহাদিগের নাম লূতা হইয়াছে।

এই লূতার বিষ অতিশয় ভয়ানক। মন্দবুদ্ধি চিকিৎসক ইহার গতি সহসা বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, এইরূপ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে যে, যাহাতে অন্য কোন দোষ না জন্মে। বিষার্ত্ত রোগীর পক্ষেই ঔষধ প্রশস্ত। বিষহীন শরীরে সুখসেব্য ঔষধ প্রয়োগ করা অনুচিত। অতএব বিষ আছে কি না, অগ্রে নিশ্চয় রূপে জানা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয় না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবননাশের সম্ভাবনা।

যেরূপ অঙ্কুরমাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ, তাহা জানা যায় না, সেইরূপ লূতাবিষ শরীরে বিকীর্ণ হইবামাত্র কোন্ জাতীয় লূতার বিষ তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রথম দিনে শরীরে কণ্ডুযুক্ত প্রসারণশীল, মণ্ডলাকার ও অস্পষ্ট বর্ণবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ হয়। দ্বিতীয় দিনে সেই সকল মণ্ডলাকারের মধ্যস্থল নিম্ন ও চতুর্দ্দিকের অন্তর্ভাগ ফুলিয়া উঠে এবং যে রূপ বর্ণ হয়, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তৃতীয় দিনে কোন্ জাতীয় লূতার বিষ তাহা জানা যায়। চতুর্থ দিনে বিষের প্রকোপ হয়। পঞ্চমদিন হইতে বিষের প্রকোপ জন্য বিকার সকল জন্মিতে থাকে। ষষ্ঠদিনে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সকল মর্ম্মস্থান আবৃত করে। সপ্তমদিনে বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধি ও সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণ নাশ করে। এইরূপ সপ্তরাত্রের মধ্যে প্রাণনাশ হওয়া কেবল লূতার তীক্ষ্ণ বিষেই ঘটিয়া থাকে। যে সকল লূতার বিষ মধ্যমবীর্য্যবিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে সপ্তরাত্রের অধিককালে প্রাণনাশ হয়। যাহাদিগের মন্দবিষ, তাহাদের দংশনে একপক্ষ কাল মধ্যে মৃত্যু হয়। এই সকল কারণে দংশন অথবা শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্নপূর্ব্বক বিষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। লালা, নখ, মূত্র, দংষ্ট্রা, রজঃ, পুরীষ ও শুক্র এই সপ্তপ্রকারে লূতার বিষ নিঃসৃত হয়। এই বিষ তিন প্রকার বীর্য্যবিশিষ্ট, উগ্র, মধ্য ও মন্দ।

লূতার লালা দ্বারা এই সকল লক্ষণ হয়, ইহাতে কণ্ডু এবং ঐ স্থান কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও অল্পমূল অর্থাৎ যাহার মূল অধিক ভিতরে প্রবেশ না করে এরূপ হয়। নখের দংশনে ফুলিয়া উঠে, কণ্ডু ও পুলালিকা (ক্ষুদ্র দাড়) জন্মে এবং ঐ স্থান হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ উঠিতে থাকে। মূত্র কর্তৃক দষ্ট স্থানের মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া থাকে। দংষ্ট্রা দ্বারা দংশনে দষ্টস্থান কঠিন ও বিবর্ণ হয় এবং শরীরে মণ্ডল (চাকা চাকা দাগ) জন্মে ও ঐ সকল মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লূতার রজঃ পুরীষ ও শুক্রের সংস্রবে পক্ব পিলুফলের ন্যায় স্ফোটক জন্মে।

সাধারণতঃ লূতার বিষ দুই প্রকার, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য। অসাধ্য লূতাবিষে কোনরূপ চিকিৎসা করিবে না, ইহাদিগের দংশনে চিকিৎসায় কোনরূপ ফল হয় না, এই জন্য উহা অসাধ্য। ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, অলিবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কসনা এই আট প্রকার লূতাবিষ কষ্টসাধ্য। ইহাদের দংশনে মস্তকের যাতনা, কণ্ডু ও দষ্টস্থানে বেদনা হয় এবং বাতশ্লেষ্ম-জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে।

সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এণীপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালাগুণা এই অষ্ট প্রকার লূতাবিষ অসাধ্য। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্তনিঃসরণ হয়। স্বেদ, দাহ, অতিসার ও সন্নিপাত জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে,

বিবিধ আকার বিশিষ্ট পীড়কা ও বৃহদাকার মণ্ডল সকল হয় এবং রক্ত বা শ্যামবর্ণের আয়ত ও কোমল শোফ সমস্ত জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়।

লূতাবিষের চিকিৎসা।

ত্রিমণ্ডলা দংশন করিলে সেই দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয় এবং বধিরতা, নেত্রদ্বয়ের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা জন্মে, ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা, নাকুলী, পৃশ্নিপর্ণিকা এই সকল দ্রব্য নস্য, পান ও দষ্টস্থানে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

শ্বেতার দংশনে কণ্ডূযুক্ত শ্বেতপীড়কা, তজ্জন্য দাহ, মূর্চ্ছা, ও জ্বর হয় এবং সেই সকল পীড়কা প্রসারিত ও ক্লেশযুক্ত হয় ও তাহাতে অতিশয় যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, রাস্না, এলাইচ, রেণুকা, নল, অশোক, কুষ্ঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও চক্র এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কপিলার দংশনে দষ্টস্থান তাম্রবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল পীড়কা জন্মে এবং মস্তকের ভার, দাহ, তিমিররোগ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পদ্মকাষ্ঠ, কুষ্ঠ, এলাচি, করঞ্জ, অর্জ্জুনবৃক্ষের ত্বক, অপামার্গ, দূর্ব্বা, ব্রাহ্মী, ইশের মূল ও শালপর্ণী এই সকল দ্রব্য একত্র পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে।

অলিবিষের দংশনে দষ্টস্থানে রক্তবর্ণের মণ্ডল হয় ও এই মণ্ডলে সর্ষপাকার পীড়কা জন্মে, এবং তালুশোষ, ও দাহ এই দুইটী উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু, কুষ্ঠ, বেণামূল, অশোক, বালা, শুলফা, পিপ্পলী ও বটের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মূত্রবিষের দ্বারা দষ্টস্থান পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে এবং কাস, শ্বাস, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিলা, এলাচি, যষ্টিমধু, কুষ্ঠ, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বেণামূল একত্র সেবন করিবে।

রক্তলূতার বিষকর্ত্তৃক দষ্টস্থানে দাহ ও ক্লেদযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ পীড়কা জন্মে এবং তাহার অন্তভাগ রক্তযুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এবং অর্জ্জুনবৃক্ষ, শেলুর, ও আম্রাতকের ত্বক্ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কসনার বিষে দষ্টস্থান হইতে শীতল ও পিচ্ছিল রুধিরস্রাব হয় এবং কাস, শ্বাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্ব্বোক্ত রক্তলূতার বিষের ন্যায় এই বিষের চিকিৎসা করিবে।

কৃষ্ণার দংশনে পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট অল্প রক্ত নিঃসৃত হয়। জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, বমি, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্র, রাস্না ও চন্দন এই সকল দ্রব্য মহাসুগন্ধি নামক অগদ সহযোগে সেবন করিবে। অসাধ্য লূতাবিষের স্থলে রোগীর আশা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিবর্ণার দংশনে অতিশয় দাহ ও রসরক্তাদির স্রাব হয়, এবং জ্বর, কণ্ডূ, রোমাঞ্চ, দাহ ও শরীরে স্ফোটকের উৎপত্তি এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণার দংশনে, যেরূপ প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। শ্যামালতা, বেণামূল, যষ্টিমধু, চন্দন, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ ও শ্লেষ্মাতকের ত্বক্ এই সকল প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ক্ষীরপিপ্পলীও সকল প্রকার লূতাবিষে বিশেষ উপকারী।

অসাধ্য লূতাবিষের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সৌবর্ণিকার দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে ফেনাযুক্ত আমিষগন্ধবিশিষ্ট আস্রাব নির্গত হয়, এবং অতিশয় শ্বাস, কাস, জ্বর, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। জালিনীর দংশন অতিশয় ভয়ানক, দীপ্তিমান্ ও বিদীর্ণ হয় এবং স্তম্ভশ্বাস, অতিশয় তমোদৃষ্টি ও তালুশোষ এই সকল উপদ্রব হয়।

এণীপদের দংশনের আকৃতি কৃষ্ণতিলের ন্যায়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। কাকাণ্ডার দংশনে দষ্টস্থান পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিক্ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব হয়।

অসাধ্য লূতাবিষের চিকিৎসা কালে দোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না। যে সকল লূতার বিষ সাধ্য, তাহাদিগের দংশনমাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রের দ্বারা দষ্টস্থান ছেদন করিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং জাম্ববোষ্ঠ শলাকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিবে। রোগী যতক্ষণ নিষেধ না করে, ততক্ষণ দগ্ধ করিতে থাকিবে, মর্ম্মস্থান না হইলে লূতার দংশনে অল্প ফুলিয়া উঠিলেই দষ্টস্থান কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগীর যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে দষ্টস্থান কর্ত্তন করিবে না। কর্ত্তিতস্থানে মধু ও সৈন্ধব সহযোগে নিম্নলিখিত অগদ লেপন করিবে। অগদ যথা—প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। অথবা শ্যামালতা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, ইক্ষুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটী দ্রব্য মধুসহযোগে পান করিবে। অর্কপ্রভৃতি ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল ক্বাথ দ্বারা সেবন করাও কর্ত্তব্য। উপদ্রব সকল দোষ অনুসারে বিষঘ্ন ঔষধের দ্বারা প্রতিবিধান করা আবশ্যক। নস্য, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, পান, ধূম, অবপীড়ন, কবলগ্রহ, বমন ও বিরেচন এই সকলও দোষ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়। (সুশ্রুতকল্প ৮ অঃ)

৩ পিপীলিকা।

লূতাতন্তু (স্ত্রী) লূতায়াস্তন্তুঃ। লূতার তন্তু, মাকড়সার জাল।

লূতামর্কটক (পুং) ১ বানরশ্রেণীভেদ। ২ আরবদেশীয় যূঁথিকাপুষ্প, পুত্রী।

লূতারি (পুং) লূতায়া অরিঃ। দুগ্ধফেনী ক্ষুপ। (রাজনি°)

লূতিকা (স্ত্রী) লূতৈব স্বার্থে কন্. টাপি অত ইত্বং। মর্কটক। (শব্দরত্না°)

লূন (ত্রি) লূয়তে স্মেতি লূ-ক্ত (ল্বাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৪৪) ছিন্ন।
"তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।"
(কুমার ৩। ৬১)

লূনক (পুং) লূন এব স্বার্থে কন্। ১ ভেদিত। ২ পশু। (মেদিনী)

লূনি (স্ত্রী) লূ-ক্তিন্ (ঋকারল্বাদিভ্যঃক্তিন্নিষ্ঠবদ্ভবতীতি বক্তব্যং। পা ৮। ২। ৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তস্য নঃ। ১ ছেদ। ২ ব্রীহি।

লূনী, লূন শব্দার্থ। (বোপদেব ৩। ৬১ সূত্রে এই পদ সাধিয়াছেন।

লূম (ক্লী) লূয়তে ইতি লূ-বাহুলকাৎ মক্। লাঙ্গূল। (অমর)

লূমবিষ (পুং) লূমে লাঙ্গূলে বিষমস্য। বৃশ্চিকাদি। (হেম)
লূয়মানযবস্ (অব্য°)

লূষ, ১ বধ। ২ স্তেয়। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লূষয়তি। লুঙ্ অলুলূষৎ।

লূহসুদত্ত (পুং) বৌদ্ধভেদ।

লে (দেশজ) কুকুরকে ডাকিয়া কোন দ্রব্যাদি দেখাইয়া দিবার সময় এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "তু তু লে" এই শব্দে লও বা গ্রহণকর বুঝায়।

লেই (দেশজ) তরল দ্রব্যবিশেষ, তুলট কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তেঁতুলের বীজের লেই প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মাখাইতে হয়। ময়দা গুলিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও লেই কহে।

লেইয়া, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইস্মাইল খান্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ৩০°৩৫´৪৫´´ হইতে ৩১°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৪৯´ হইতে ৭১°৫২´৩০´´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ২৪২৮ বর্গমাইল।

এই স্থান বালুকাময় উষর ভূমিপূর্ণ। সিন্ধু-প্রবাহিত প্রদেশাংশ প্রায়ই তৃণবহুল। এই উচ্চ ভূমিতে গোচারণ ভিন্ন অপর কোনরূপ কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয় না। বালুকাময় "থল" ভূমিতে কূপখনন করিয়া স্থানে স্থানে চাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তদপেক্ষা নিম্ন "কাচি" বা সিন্ধুসৈকতবর্ত্তী পলিময় ভূমিভাগে অধিক পরিমাণে চাস হয় বটে, কিন্তু সিন্ধুনদীর বন্যা আসিয়া ঐ সকল স্থান প্লাবিত না করিলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না। এই বিভাগে প্রচুর মুঞ্জঘাস জন্মিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং উপবিভাগের বিচার সদর। সিন্ধুনদের প্রাচীন খাতের বামকূলে অবস্থিত নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় এক্ষণে বর্ত্তমান নদীগর্ভ এই নগরের কতক পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। অক্ষা° ৩০°৫৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৫৮´২০´´ পূঃ মধ্যে। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরের প্রাচীন সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে দেরাগাজী খাঁর প্রসিদ্ধ মীরহাণী-বংশীয় বলুচজাতীয় সর্দ্দার কমাল খাঁ সম্ভবতঃ এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দ্বিশতাব্দকাল এই নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই স্থানই তখন তাঁহাদের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরে সিন্ধু প্রদেশের কলহোরাবংশীয় রাজগণ কর্তৃক তাঁহারা স্বাধিকারচ্যুত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খাঁ সদোজৈ মানখেরায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। শিখ-শাসনাধিকারে এই নগরে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে লেইয়া জেলার বিচারসদর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সেই জেলা ভাঙ্গিয়া ভক্কর সহ লেইয়া তহসীল দেরাইস্মাইল খাঁর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আফ্গানস্থানের সহিত এই প্রদেশের যাবতীয় বাণিজ্য এই নগর হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

লেওড়া (হিন্দী) শিশ্ন।

লেংট (দেশজ) বস্ত্রশূন্য, উলঙ্গ।

লেংটা (দেশজ) ১ বস্ত্রশূন্য। ২ ইন্দুর ভেদ, নেংটে ইন্দুর।

লেংটাসন্ন্যাসী (দেশজ) দিগম্বর সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়।

লেক (পুং) আদিত্যভেদ।

লেকড়া (দেশজ) বস্ত্রের টুক্রা।

লেকুঞ্চিক (পুং) বৌদ্ধভেদ।

লেঙ্গ্যুত, আসাম প্রদেশের জয়ন্তীশৈলপ্রান্ত ও মওগাঁর সীমান্তস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। ঐ স্থানে একটী হাট আছে। তথায় পর্ব্বতবাসী খস সেনতেঙ্গ জাতি পর্ব্বতজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসে।

লেখ (পুং) লিখ্যতে ইতি লিখ-ঘঞ্। ১ দেব। ২ লেখ্য লিপি।
"ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্।"(কুমারস°১।৭)

লেখক (পুং) লিখতীতি লিখ-ণ্বুল্। লেখনকর্ত্তা, যিনি লিখিয়া থাকেন। পর্য্যায়—লিপিকর, অক্ষরচন, অক্ষরচুঞ্চু, বোলক, কর্ণক, সমীপণ্য, করপ্রণী, বর্ণী। (জটাধর)

ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ॥
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্।
অক্ষরান্ বৈ লিখেৎ যস্ত লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ॥
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যাদ্ভৃগূত্তম॥
বাক্যাভিপ্রায়তত্ত্বজ্ঞো দেশকালবিভাগবিদ্।
অনাহার্য্যো নৃপে ভক্তো লেখকঃ স্যাদ্ভৃগূত্তম॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

যিনি সকল দেশের অক্ষরাভিজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, তিনি রাজার সকল অধিকরণস্থলে লেখক হইবেন। যিনি অক্ষর সকল সমানভাবে সমানশ্রেণিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ সে সকল অক্ষর লিখিবেন, তাহা সমান হইবে, পঙ্‌ক্তি ঠিক থাকিবে, এবং অক্ষর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই লেখকশ্রেষ্ঠ।

চাণক্যসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ॥" (চাণক্যসংগ্রহ)

যিনি একবার বলিলেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা শুনিয়াই বিশুদ্ধভাবে দ্রুত ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিতে সমর্থ এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, তিনিই উত্তম লেখক।

রাজলেখকের লক্ষণ—

"প্রবীণো মন্ত্রণাভিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ।
নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নানাভাষাসমন্বিতঃ॥
মন্ত্রণাচতুরো ধীমান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্য্যে বিচক্ষণঃ॥
সদা রাজহিতান্বেষী রাজসন্নিধিসংস্থিতঃ।
কার্য্যাকার্য্যবিচারজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মজ্ঞো রাজধর্ম্মবিৎ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ স এব রাজলেখকঃ॥
নৃপানুবর্ত্তী সততং নৃপবিশ্বাসরক্ষকঃ।
নৃপতের্হিতকাম্বেষী স এব রাজলেখকঃ॥" (পত্রকৌমুদী)

প্রবীণ, মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি বিষয়ে অভিজ্ঞ, মেধাবী, নানা ভাষায় পণ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদাদিতে কুশল, রাজকার্য্যে বিচক্ষণ, সর্ব্বদা রাজার হিতাভিলাষী, এবং রাজার সমীপে অবস্থিত, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বরূপবাদী, বিশুদ্ধস্বভাব, ধার্ম্মিক ও রাজধর্ম্মকুশল এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন।

পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্যকর্ম্ম কায়স্থের কার্য্য।

"লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্।"
(পরাশরসংহিতা ১০ অ°)

"শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ॥"
(বৃহৎপরাশর স° ২০।২০)

বৃহৎ পরাশরের এই বচনানুসারে বিদ্বান্ কায়স্থই লেখক হইবে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে—

"গণনাকুশলো যস্ত দেশভাষাপ্রভেদবিৎ।
অসন্দিগ্ধমগূঢ়ার্থং বিলিখেৎ স চ লেখকঃ॥"
(শুক্রনীতি ২।১৭৭)

যিনি গণনাকুশল, দেশভাষার প্রভেদাদিতে অভিজ্ঞ এবং নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেখক হইবেন। শুক্রনীতির মতেও কায়স্থ লেখক হইবেন।

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥"
(শুক্রনীতি ২।৪২০)

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, শুল্কগ্রাহী বৈশ্য এবং শূদ্র প্রতিহার হইবে।

মহাভারতের লেখক গণেশ। ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমায় লেখনী ক্ষণকালও নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে ব্যাস বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না।

"শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনীক্ষণম্।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্॥
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মালিখ ক্বচিৎ।
ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ॥"
(ভারত ১।১৭৮।৭৯)

লেখন (ক্লী) লিখ-ল্যুট্। ১ ছর্দ্দন। ২ ভূর্জত্বক্। ৩ অক্ষর-বিন্যাস, চলিত লেখা, অক্ষর সাজান। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ভূমিতে লিখিতে নাই।

"ন ভূমৌ বিলিখেৎ বর্ণং মন্ত্রং ন পুস্তকং লিখেৎ।"(যোগিনীতন্ত্র৬।৩)

২ লেখনাঙ্কন। (ভাপ্র°) (পুং) ৩ কাশ। (রাজনি°)

লেখনপড়ন (দেশজ) লেখা ও পড়া।

লেখনি (স্ত্রী) কলম। [লেখনী দেখ।]

লেখনিক (পুং) লেখনং শিল্পমস্য ঠন্। ১ লেখহারক। ২ পরহস্ত দ্বারা লেখক। ৩ স্বহস্ত দ্বারা লেখক। (মেদিনী)

লেখনিকা (স্ত্রী) স্ত্রীচিত্রকর।

লেখনী (স্ত্রী) লিখ্যতেঽনয়া লিখ-ল্যুট্-ঙীপ্। লেখন-সাধন বস্তু, চলিত কলম, পর্য্যায় বর্ণতূলিকা, বর্ণতূলী, কলম, অক্ষরতূলিকা, করাগ্রয়, চিত্রক। (শব্দরত্না°)

লেখনীর শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বাঁশের কলম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লিখিলে অশুভ তাম্রনির্ম্মিত কলমে লিখিলে উন্নতিলাভ, সুবর্ণনির্ম্মিত কলমে মহতী লক্ষ্মীলাভ, বৃহন্নলের কলমে মতিবৃদ্ধি ও চিত্রকাষ্ঠের কলমে লিখিলে ধনধান্যাদি লাভ হয়। রৈত্য কলমে লক্ষ্মীলাভ এবং কাংস্যের কলমে লিখিলে মরণ হয়। কলম আট অঙ্গুলি পরিমিত হইবে, চারি অঙ্গুলি পরিমাণ কলমে লিখিবে না, তাহাতে আয়ুঃক্ষয় হয়।

"বংশসূচ্যা লিখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
তাম্রসূচ্যা তু বিভবো ভবেন্ন তৎক্ষয়ো ভবেৎ॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং সুবর্ণস্য শলাকয়া।
বৃহন্নলস্য সূচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
তথা অগ্নিময়ৈর্দেবি পুত্রপৌত্রধনাগমঃ।
রৈত্যেন বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ।
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন দশাঙ্গুলেন বাথবা॥
চতুরঙ্গুলসূচ্যা বা যো লিখেৎ পুস্তকং শুভে।
তত্তদক্ষরসংখ্যে তু স্বল্পায়ুর্যাতি বৈ দিনে॥"
(যোগিনীতন্ত্র ৩ পটল)

২ খটিকা, চলিত খড়ি, খড়ি দিয়া লেখা যায়, এইজন্য ইহাকে লেখনী কহে।

"খটিকী কঠিনী বাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

সরস্বতী পূজার দিন লেখনীপূজা করিতে হয়।

লেখনীয় (ত্রি) লিখ-অনীয়র্। ১ লেখ্য, লেখিতব্য।

"স্নেহনো লেখনীয়শ্চ রোপণীয়শ্চ স ত্রিধা।" (সুশ্রুত ৬।১৮)

লেখপত্র (ক্লী) ১ চিঠি। ২ বিষয়সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাগজ।

লেখপত্রিকা (স্ত্রী) লিখিত আবশ্যকীয় কাগজপত্র।

লেখপ্রতিলেখলিপি (স্ত্রী) লেখনপ্রথাভেদ। (ললিতবিস্তর)

লেখর্ষভ (পুং) লেখেষু দেবেষু ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ, লেখ-ঋষভইবেতি বা। ইন্দ্র। (অমর)

লেখসন্দেশহারিন্ (ত্রি) পত্রবাহক। (কথাসরিৎসা° ১০২।২৩০)

লেখহার (পুং) লেখং হরতি অণ্। পত্রবাহক।

"নিগূঢ়ং স নৃপস্তত্র লেখহারং ব্যসর্জ্জয়ৎ।"
(কথাসরিৎসা° ৫। ৬৫)

লেখহারক (পুং) লেখহার এব স্বার্থে কন্। পত্রবাহক।

লেখহারিন্ (ত্রি) লেখং হরতি হৃ-ণিনি। পত্রবাহক।

লেখা (স্ত্রী) লিখ্যতে ইতি লিখ বাহুলকাৎ অপ্-টাপ্। ১ লিপি, পঙ্‌ক্তি। ২ রেখা। রলয়োরৈক্যাৎ।

লেখাধিকারিন্ (পুং) রাজকর্ম্মচারিভেদ। ইনি দপ্তরখানার সম্পাদক (Secretary)।

লেখাভ্র (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। বহুবচনে তদ্বংশধরগণ বুঝায়। (পা ৪।১।১২৩)

লেখাভ্রূ (স্ত্রী) শিবাদিগণে উক্ত প্রাচীন রমণীভেদ। (পা ৪।১।১২৩)

লেখার্হ (পুং) লেখে অর্হঃ। ১ স্ত্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ লেখনযোগ্য, লিখিবার উপযুক্ত।

লেখাবলম্ব (পুং ক্লী) অঙ্কিতবৃত্ত।

লেখিন্ (ত্রি) ১ অঙ্কন। ২ লিখন। স্ত্রীয়াং ঙীপ্। ৩ চামচ, হাতা।

লেখিত (ত্রি) লিখ্যতে যৎ লিখ ণিচ্-ক্ত। অপরের দ্বারা লিখিত।

লেখ্য (ত্রি) লিখ-ণ্যৎ। ১ লেখিতব্য, লেখনীয়, লেখনযোগ্য।

২ ব্যবহারাঙ্গ ক্রিয়াপাদাঙ্গ। মিতাক্ষরা ও ব্যবহারতত্ত্ব প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। লেখ্য দ্বিবিধ, শাসন ও জানপদ। ইহার মধ্যে জানপদ আবার দ্বিবিধ—স্বহস্তকৃত ও অন্যহস্তকৃত, স্বহস্তকৃত অসাক্ষিক, আর পরহস্তকৃত সসাক্ষিক।

"সাম্প্রতং লেখ্যং নিরূপ্যতে। তত্র লেখ্যং দ্বিবিধং শাসনং জানপদঞ্চ। জানপদমভিধীয়তে। তচ্চ দ্বিবিধং স্বহস্তকৃতমন্যহস্তকৃতঞ্চেতি। তত্র স্বহস্তকৃতমসাক্ষিকং অন্যকৃতং সসাক্ষিকং।" (ব্যবহারতত্ত্ব) ছয়মাস সময়ের পর ভ্রান্তি হইতে পারে, এই জন্য বিধাতা অক্ষরসৃষ্টি করিয়াছেন, এই অক্ষর দ্বারা পত্রে লিখিয়া রাখিলে, তাহাকে লেখ্য কহে।

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥
লেখ্যন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বহস্তান্যকৃতন্তথা।
অসাক্ষিকং সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধির্দেশস্থিতেস্তয়োঃ॥"
(ব্যবহারতত্ত্বধৃত বৃহস্পতি)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই লেখ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি ও সময়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যৎকালে বিস্মৃতাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এইজন্য এই সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিতে হইবে এবং ঐ লেখ্য বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়নপ্রযুক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, যথা অমুক

মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইবে। অধমর্ণ আমি অমুকের পুত্র, অমুক ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত। এই কএকটী কথা স্বহস্তে লিখিতে হইবে, এবং এই লেখ্যপত্রে সাক্ষিগণ পিতার নাম লিখিয়া লিখিবে যে, আমি অমুক এই বিষয়ের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে। অনন্তর লেখক আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম।

সাক্ষী ভিন্নও স্বহস্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্তু বলাৎকার বা লোভপ্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত প্রমাণ হইলে ঐ লেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। লেখ্যলিখিত ঋণ তিন পুরুষের দেয়। ঋণগৃহীতা যদি পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌত্র পরিশোধ করিবে।

লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদক্ষরলিখিত, নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অৰ্দ্ধিত, বিদলি, দগ্ধ কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্যপত্র করিতে পারিবে। নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষিনির্দ্দেশাদিক্রিয়া, অসাধারণ 'শ্রী' কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদান ও ঋণ গ্রহণরূপ সম্বন্ধ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যপায় এই সকল হেতু সংদিগ্ধ লেখ্যপত্রের শুদ্ধি হইবে।

অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ লেখ্যপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে।

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্য ত্রিবিধ রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্ত্তমান দলিল বলা যাইতে পারে। রাজার বিচারালয়ে রাজার নিযুক্ত কায়স্থ লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাঞ্জাদি চিহ্নযুক্ত যে লেখ্য তাহাকে রাজসাক্ষিক কহে। (এই রাজসাক্ষিক দলিল বর্ত্তমান কালে রেজেষ্ট্রী দলিলের অনুরূপ)। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তলিখিত লেখ্য সসাক্ষিক। পরহস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্ব্বক কৃত হইলে তাহা অপ্রমাণ হইবে এবং ছলপূর্ব্বক কৃত সকল লেখ্যই অপ্রমাণ। দুষিত কর্ম্মদুষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত, কূটসাক্ষী প্রভৃতি, অথবা দুষিত এবং কর্ম্মদুষ্ট, সাক্ষিগণের অঙ্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ।

স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত যে লেখ্য তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ, সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অনুপূর্ব্বক্রম বর্ণমালাযুক্ত সুযোগ্যব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ চিহ্ন, ও পত্রান্তর, যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখনপরিপাটীর ন্যায় লিখনপরিপাটী এই সকল দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। লেখক বা অধমর্ণাদি বা সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদির দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। যেখানে ঋণী, ধনী, সাক্ষী কিংবা লেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্তচিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৭ অঃ)

লেখ্যগত (ত্রি) ১ চিত্রিত। ২ লিখিত। ৩ অঙ্কিত।

লেখ্যচূর্ণিকা (স্ত্রী) লেখ্যস্য চূর্ণিকা। তূলিকা। (শব্দরত্না°)

লেখ্যপত্র (পুং) লেখ্যং লেখার্হং পত্রং অস্য। ১ তালবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ২ লেখনীয় পত্র।

লেখ্যময় (ত্রি) ২ আলেখ্যযুক্ত। চিত্রিত।

লেখ্যস্থান (ক্লী) লেখ্যস্য স্থানং। লেখ্যের স্থান, যেখানে লেখা হয়, চলিত দপ্তরখানা, আফিস। পর্য্যায় গ্রন্থকুটী।

লেট, বর্ণসঙ্কর জাতিভেদ।

লেণ্ড (ক্লী) গুখ, চলিত ল্যাড়।

"উৎসসর্জ্জ বৃহল্লেণ্ডং মূত্রঞ্চ ভয়মাপহ।"(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ২২ অ)

লেণ্ডু (দেশজ) পুচ্ছবিহীন।

লেত (পুং) অশ্রুবিন্দু। [লোত দেখ।]

লেদরী (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৮৭)

লেপ, গতি, গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্‌। লট লেপতে। লুট্ লেপিতা। লিট্ লিলেপে। লুঙ্ অলেপিষ্ট।

লেপ (পুং) লিপ-ঘঞ্। ১ লেপন।

"ভূমির্বিশুধ্যতে কালাৎ দাহমার্জ্জনগোক্রমৈঃ।

লেপদাদুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্মসংমার্জ্জনার্চ্চনাৎ॥"(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৫)

২ ভোজন। (মেদিনী) লিপ্যতেঽনেনেতি। ৩ সুধা, চলিত কলিচুণ। (বিশ্ব)

লেপক (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণ্বুল্। ১ জাতিবিশেষ। পর্য্যায় পলগণ্ড, লেপী, লেপ্যকৃৎ। (হেম) (ত্রি) ২ লেপনকারী।

লেপ্‌ছা, হিমালয়-পর্ব্বতপৃষ্ঠবাসী জাতিবিশেষ। সিকিম্, পূর্ব্ব-নেপাল, পশ্চিমভোটান ও দার্জ্জিলিঙ্গ নামক পর্ব্বতাংশে এই পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। উহা সাধারণতঃ লেপ্‌ছা জাতির বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ স্থানের প্রস্থ প্রায় ৬০ মাইল। ইহারা কোট জাতীয়, নেপালে নেবার ও অপরাপর জাতি এবং ভোটানের লেফা জাতির সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। মুখাকৃতি ও অবয়বাদির গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে সেই মোঙ্গলীয় জাতির শাখাসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই লেপ্‌ছা জাতির মধ্যে রোঙ্গ ও খাম্বা নামে দুইটী থাক আছে। প্রথমোক্ত লেপ্‌ছা সম্প্রদায় আপনাদিগকে সিকিমের আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, খাম্বাগণ চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত খাম প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিংবদন্তী এই—প্রায় আড়াই শতবৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ সিকিমজনপদের একজন রাজা নির্ব্বাচন করিবার জন্য উক্ত খাম প্রদেশে দূত প্রেরণ করেন। খাম্বারা রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইলে তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন পূর্ব্বতন বাসস্থানের নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। উভয় থাকের পরস্পরের মধ্যে অবাধে আদান প্রদান হইয়া উভয়ে এক্ষণে একটী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, দুইটী মোঙ্গলীয় উপনিবেশ পর্য্যায়ক্রমে সিকিমে আসিয়া বসতি করায় সম্ভবতঃ এই নামপার্থক্য ঘটিয়াছে।

ডাঃ কাম্বেল তিব্বতযাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে এই জাতির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচারনীতি সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। লেপ্‌ছাগণ খর্ব্বাকৃতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিট্ ৮ ইঞ্চি, কদাচ ৫ ফিট্ ৬ ইঞ্চি লম্বা লোক দেখা যায়। পুরুষের অনুরূপ রমণীগণও খর্ব্বাকার। লেপ্‌ছারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং বিস্তৃতবক্ষ, দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন সুবলিত ও কমনীয় হইয়াছে। গাত্রবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় সাদা, চক্ষুর্দ্বয় কর্ণায়ত, চলিত কথায় যাহাকে পটোলচেরা বলে। শীতপ্রধান স্থানে বাস-নিবন্ধন তাহাদের গণ্ডদ্বয়, এমন কি, সর্ব্বশরীর গোলাপের ন্যায় রক্তাভ হইয়া থাকে। মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় ঢঙ্গের চেপ্টা ও গোল এবং নাক খাঁদা না হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত।

লেপ্‌ছা স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যপ্রভা এতই বলবতী যে, সহজে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না। অবয়বাদির সুবলিত গঠন, মাথার মধ্যস্থানে সীঁতি, আলখাল্লার ন্যায় পরিচ্ছদ, নয়নকোণে বিমল হাস্যরেখা, বিনান চুল ও কমনীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তবিকই যুবকদিগকেও যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ, বিশেষের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথায় একটী বিনানী ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটী বা তিনটী বিনানী থাকে।

ইহারা স্বভাবতঃ অপরিষ্কার। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় ইহারা কখনই গাত্র ধৌত করে না। এই সময়ে ইহাদের গাত্রে প্রচুর ময়লা জন্মে। তখন ইহারা কাছে আসিলে এক প্রকার ভেপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন বারিপাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য্য উপলক্ষে বাটীর বাহিরে আসিলেই ঐ গাত্রমল ধৌত হইয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের শরীর দুর্গন্ধহীন হয় এবং কমনীয় কান্তির সহিত রূপ-প্রভা উথলিয়া উঠে। ধর্ম্মভীরুতা ও লোকরঞ্জকতা-গুণে ইহা-দের এই সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লিম্বু, মুর্মি ও গুরুঙ্গ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা লেপ্‌ছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি সদ্‌গুণে ইহারা অপরের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। কখন ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাদ করে না। অকস্মাৎ কোন কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে; কিন্তু সময়ান্তরে ইহাদিগকে সেই অন্যায় ক্রোধের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, ইহারা পরিতাপ করে। ইহাদের সকলের নিকট ভোজালী নামক ছুরিকা থাকে বটে, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বসায় না। আহার, বিহার, বাক্যালাপ ও পানাদি বিষয়ে ঘোর সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। ইহারা পর্ব্বতজাত ফলমূল ও শাকশব্‌জী খাইতে বরং ভালবাসে, তথাপি কাহারও অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে চাহে না। দার্জ্জিলিঙ্গে ইহারা ইংরাজের আদালতে আসিয়া বিচার-প্রার্থী হয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কয়টী বিভাগ আছে, উহা থর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরফুঙ্গপুযো ও অদিনপুযো বংশীয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং সিঙথঙ্, তিঙ্গিলমুঙ্গ, রঙ্গোমুঙ্, তার্জ্জুকমঙ্গ, সুঙ্‌গুটুমুঙ্গ, নামজ্জিন্তমুঙ্, লুক্‌সোম ও সঙ্গমি নামক অপর আটটী থর সমাজে অপেক্ষাকৃত হীনমর্য্যাদ বলিয়া গণ্য। উপরোক্ত বরফুঙ্গপুযো ও অদিনপুযোরা নিম্নোক্ত আটটী থরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে অপর ৮টী থরের লোকেরা পরস্পরে এমন কি, লিম্বুজাতির মধ্যেও পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক থরের মধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কখন মামেরা, চাচেরা প্রভৃতি প্রথায় ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। যেখানে পাত্র 'মিত্র' দত্তক সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই খানে নয়পুরুষ বাদ চলে।

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। দুই জন বন্ধুর পত্নী আসিয়া বিবাহকালীন অপরাপর আয়োজন ও ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রধানতঃ ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং যুবকেরা অর্থসঙ্কুলন করিতে পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কন্যাপণ দিবার শক্তি

থাকিলে অল্পবয়সেই বিবাহ হয়, নচেৎ ঐ ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিয়া বয়সকালে বিবাহ করিতে পারে। কন্যাপণ ৪০৲ হইতে ১০০৲ টাকা লাগে।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা তাহার মনোনীত ভাবিপতির সহিত একত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসাদি দোষ ঘটিলেও তাহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। কন্যা যদি গর্ভবতী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ সে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে কন্যার পিতাকে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। ঐ কন্যার সহিত অপরের বিবাহ হইলে কন্যার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে না।

সাধারণ বিবাহে কন্যার পিতা পাত্রের নিকট একজন পিবু (ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, কর্ত্তৃপক্ষ, অথবা স্বয়ং পাত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পিবু কন্যার পিতার নিকট হইতে ৫৲ টাকা, ১০ সের মউয়া মদ ও একথানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া পাত্রকে দিয়া আসে, উহাতেই বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। অতঃপর লামাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে প্রথমে কন্যালয়ে ও পরে বরগৃহে বিবাহের অঙ্গবিশেষ সম্পাদিত হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ কিছু নাই। যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। বর ও কন্যাকে একথানি আসনে উপবেশন করাইয়া লামা তাহাদের উভয়ের গলদেশে এক একথানি রেশমের উড়ানি বাঁধিয়া দেয়। পরে "মালাবদল" স্বরূপ তাহারই বিনিময় হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাদের মাথায় চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর ও কন্যা একপাত্রে ভোজন ও মউয়া মদ্য পান করে। প্রথমে কন্যালয়ে পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাটীতে এইরূপ ক্রিয়ার পর বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজের পর উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। কন্যা তিন দিন মাত্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এক মাসের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে।

যে ব্যক্তি কন্যাপণ দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যত দিন না তাহার ঐ পণের টাকা শোধ যায়, তত দিন তাহাকে স্বীয় শ্বশুরালয়ে থাকিয়া শ্বশুরের আদিষ্ট কর্ম্ম করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তাহার বিবাহিতা পত্নীকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতে পারে না।

বহুবিবাহ ও বহুস্বামিকবৃত্তি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা রমণীগণ স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রমণী স্বীয় দেবর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর ঐ ভ্রাতৃজায়ার গর্ভজাত স্ববংশীয় সন্তানসন্ততিদিগকে পালন করিয়া থাকে এবং ভ্রাতৃজায়ার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত কন্যাপণ আদায় করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই লামা উভয়ের বিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণা করিয়া দিলেই বিবাহ হইয়া যায়। দম্পতীর মনোগত ভাব বিষম হইয়া উঠে, তাহা হইলে পিবুদিগকে ডাকাইয়া বিসংবাদের কারণ নির্দ্দেশ সহকারে মীমাংসা দ্বারা পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি দুই বা তিন বার এইরূপ চেষ্টার পর যদি তাহাদের মনের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহকালে যে লামা থাকে, তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন ঐ স্ত্রী স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে এবং ঐ স্বামীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পুনরায় স্বীয় পত্নীর পিতাকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে পঞ্চায়ত তাহার বিচার করিয়া উপপতিকে অর্থদণ্ড করিয়া থাকে। যদি পঞ্চায়তের বিচারে স্ত্রীর সতীত্বহানি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। এই পত্নীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে ক্ষতিপুরণ স্বরূপ পত্নীর পিতার হস্তে অর্থদান করিতে হয় না, বরং সে স্বদত্ত অলঙ্কারাদি পত্নীর গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যভিচারদোষদুষ্টা স্ত্রীও পুনরায় বালিকা কন্যার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে।

বিবাহপ্রথার এইরূপ বিপর্য্যয় হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পঞ্চায়তগণ জাতীয় প্রথামত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির যেরূপ বিভাগ মীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণে তাহাই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য, কেহ তজ্জন্য রাজদ্বারে উপনীত হয় না। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র সমান অংশ পায়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। আবার পুত্রদিগের মধ্যে যাহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, তবে যদি পঞ্চায়ত অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে অংশ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মৃত্যুকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া স্বীয় সম্পত্তির অংশ যাহাকে যেরূপ দিতে হইবে, পঞ্চায়তের সমক্ষে সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পঞ্চায়ত মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে কার্য্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অবিবাহিতা কন্যাগণ পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ঐ কন্যাদিগের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কন্যারা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রাদি না থাকিলে বিবাহিতা কন্যাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিলাভের পর পিত্রালয়ে বাস করাই ইহাদের জাতীয় বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উত্তরাধিকারিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইলেও, অনেক সময়ে পঞ্চায়তের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লেপ্‌ছাই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামানী পশ্বাচারের অভাব নাই। ইহারা পর্ব্বতাংশ বিশেষ ও তথাকার স্রোতস্বিনীদিগকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক জানিয়া পূজা করে। তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও বরফ পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাগুরু বলিয়াও উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি সূর্য্যোত্তাপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও শস্যক্ষেত্রাদি পরিপ্লাবিত করে। এতদ্ভিন্ন এসেগেওপ্‌, পালদেন, ল্হামো, লাপেন রিন্-পোছে, গেঙ্‌পু-মালেঙ ক্যাগ্‌পু ও বসুঙ্গমা প্রভৃতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহুয়ামদ, ফল, তণ্ডুল, পুষ্প ও ধূপধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহারা চিরেঙ্গী বা লছেন-ওঁম-ছুপ্‌-ছিমুকে মহাদেব বলিয়া স্বীকার করে। তাঁহার পত্নীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পূর্ব্বে ইহারা এই শঙ্করমূর্ত্তি ও উমাদেবীর উপাসনা করিত। [লামা দেখ।]

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে তিব্বতীয় লামাগণই ইহাদের যাজকতা করে। ইহাদের মধ্যে কেহই লামাধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিয়া "বিজুয়া" (ওঝা) হইয়াছে। ভূতপ্রেতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা করিয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ শবদেহ পূর্ব্বমুখী রাখিয়া কবর মধ্যে গোর দেয়। সমাহিত করিবার পূর্ব্বে তিন দিন ঐ মৃতদেহ গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে নিয়ম মত ভোজ্যাদি স্থাপন করে। গর্ত্তমধ্যে মৃতদেহ স্থাপনের পূর্ব্বে উহার চতুর্দ্দিক্ পাথর দিয়া ঘেরা হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটী গোলাকার পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি নিশান দেওয়া হয়। রোঙ্গ-লেপ্‌ছাগণ মৃত্যুর একমাস পরে ওঝা ডাকাইয়া প্রেতের শান্তি ও মঙ্গলকামনায় একদিন শ্রাদ্ধ করে। ঐ সময়ে একটী বন্য গোরু বা ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়া নেশায় বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা ঐরূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করে। নবশস্য ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্ত্তাই পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে নূতন তণ্ডুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে।

উচ্চশ্রেণীর খাম্বা লেপ্‌ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। দেহ ভস্মীভূত হইবার পর, শবের দগ্ধ অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারিণী রমণীদিগের শ্রাদ্ধপ্রথাও স্বতন্ত্র।

সিকিম রাজ্যের ব্রহ্মচারিণী এক রমণীর শ্রাদ্ধে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ;—

শ্রাদ্ধকালে মৃতার একটী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাদ্য সামগ্রী, অপর এক খানিতে তাহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১০৮টী পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উষ্ণীষধারী ও রক্তাম্বরপরিহিত অনেকগুলি লামা ঐ সময়ে কএকদিন ধর্ম্মমন্দিরে সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামে আনিয়া ঐ প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ স্তোত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। শেষ দিনে মৃতার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ বস্ত্র, অর্থ ও খাদ্যাদি উপহার যাহা পাঠাইল, তাহা ঐ প্রতিকৃতির সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে মঠের প্রধান লামা সেই মূর্ত্তির সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া তদুদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ করিয়া দেয় এবং লামারা আসিয়া ঐ সময়েই মূর্ত্তির সমক্ষে চা ও মউয়া পান করে। তার পর সেই মৃত ব্যক্তির বা রমণীর পরিচিত ও আত্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশে সেই মূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং তাহার বস্ত্রাঞ্চল চুম্বন করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। ঐ সময়ে সমবেত লামাগণ প্রেতাত্মার বিদায়কামনায় সর্ব্বোচ্চস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করে এবং প্রধান লামা স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটী মেজের নিকট আসিয়া কএকটী গুপ্ত প্রক্রিয়া সাধন করেন। রাত্রি ৯টা বাজিলে স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাহার

মর্ম্ম এই যে, "তোমার ভবপারে গমনের সুবিধার্থ যাবতীয় প্রক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইল। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে একাকী ধর্ম্মরাজ যমের নিকট গমন করিতে পার।" ইহাই তাহাদের বৈতরণী-পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে।

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ আসিয়া সেই মূর্ত্তিকে বস্ত্রহীন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে অপরাপর লোকে শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক, করতাল প্রভৃতি বিবিধ বিকট বাদ্য করিতে করিতে মঠের বাহিরে আসিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে অন্ধকারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানন্তর পুনরায় মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেপ্‌ছাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজার অধীনে বাস করে, তাহারা সেইরূপ রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন ধর্ম্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা করিতে পারে না। দার্জ্জিলিঙ্গে কিন্তু ইহারা গো শূকর প্রভৃতি যাবতীয় পশুমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মৃত পশ্বাদিতে ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতজাত ফল, মূল, চাউল ও ময়দার রুটী প্রভৃতি তাহাদের ভক্ষ্য। চাউল, ও ময়দার জন্য ইহারা ধান্য, গোধূম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের চাস করিয়া থাকে। এই চাউল, ভুট্টা বা মউয়া হইতে ইহারা মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন করে, তখন ইহারা বাঁশের চোঙ্গায় মদ লইয়া যায়। পথিমধ্যে বাঁশের চোঙ্গায় চাউল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু ঘরে থাকিলে সাধারণতঃ লৌহ কড়াতেই ভাত রাঁধে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই।

লেপন (ক্লী) লিপ-ল্যুট্। লেপ, চলিত লেপা।

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

গোময়াদি দ্বারা দেবগৃহ লেপন করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেপনের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে—

"শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি লিপ্যমানস্য যৎ ফলম্।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমে মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
ন্যস্তানি তত্র যাবন্তি পদানি চ বিলিম্পতঃ॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে।
যদি দ্বাদশ বর্ষাণি লিপ্যতে মম কর্ম্মসু॥"(বরাহপুরাণ)

২ গাত্রে লেপপ্রদান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, স্নানের পর লেপন বিধেয়, এই লেপন অঙ্গে প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। ইহা দেহের দৌর্গন্ধ ও শ্রমনাশক। যে সকল অবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ, সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ।

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিষনাশক এবং বর্ণ্যকর। ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতশ্লেষ্মনাশক। লেপ রাত্রিকালে নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্রণাদিতে লেপ দিতে হইলে রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

"দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্যো লেপস্ত্বেবং ত্রিধা মতঃ।
দ্বৌ তস্য কথিতৌ ভেদৌ প্রলেহাখ্যপ্রদেহকৌ॥" (সুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া স্নান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়।

স্নানের পর পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রে লেপন করিবে। শীতকালে চন্দন, কুঙ্কুম এবং কৃষ্ণাগুরু একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে, ইহা উষ্ণ বায়ু এবং কফনাশক। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে চন্দন, কর্পূর ও বালা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, ইহা সুগন্ধি ও অতি শীতল। বর্ষাকালে চন্দন, কুঙ্কুম এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, কারণ এই লেপ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে।

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, ঘর্ম্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, প্রীতি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লেপন নিষিদ্ধ। স্নান না করিয়া লেপন প্রয়োগ করিবে না।

এই লেপন কফঘ্ন, মেদোনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং চর্ম্মের প্রসন্নতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ দ্বারা চক্ষু স্থির, গণ্ডস্থল স্থূলতর এবং বদন স্থূল, কমনীয়, ব্যঙ্গ ও পীড়করহিত ও কমল সদৃশ হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাবপ্র. পূর্ব্বখ°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল বা অল্প হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এবং শুষ্ক এরূপ হইলে প্রদেহ, এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে।

রক্তপিত্ত জন্য রোগে আলেপ বিধেয় এবং বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ হইলে অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে অথবা ব্রণের শোধন বা পূরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদনা হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই

প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে নিরুদ্ধা লেপন কহে, ইহা দ্বারা ব্রণের স্রাব রুদ্ধ ও ব্রণ কোমল এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধযুক্ত মাংসনির্গম হইয়া থাকে। যে শোফ ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলেপ হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরে ত্বকৃস্থিত সেই দোষের শান্তি হয় এবং ব্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক্ সংশোধন ও ব্রণের দাহ শান্তি করিতে হইলে আলেপনই প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার শান্তি হইয়া থাকে। শরীরের মর্ম্মস্থানে বা গুহ্যস্থানে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়।

আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্তজন্য রোগে সকল আলেপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ দ্রব্য (ঘৃত তৈলাদি) সংযোগ করিতে হইবে। বায়ু জন্য রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং শ্লেষ্মজ রোগে অর্দ্ধ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের চর্ম্ম আর্দ্র হইলে যে পরিমাণ উচ্চ হয় (ফুলিয়া উঠে), শরীরের আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলেপন রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পর্য্যন্ত ব্রণ হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ ব্রণের উষ্ণতা নির্গত না হইলে সেই উষ্ণতা বদ্ধ থাকিয়া ব্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই হিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাত জন্য অথবা বিষ জন্য রোগে দিবাভাগেই লেপন করা কর্ত্তব্য।

যে প্রলেপ পূর্ব্ব দিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। কারণ সেই প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না। যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৯ অ°)

২ সুধা, কলিচূণ। ৩ ভোজন। (পুং) ৪ তুরুষ্ক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৫ সিহ্লক, শিলারস।

লেপাপোঁছা (দেশজ) দেয়ালাদির গাত্রাদি হইতে কোন দাগ উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলা।

লেপিন্ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণিনি। ১ লেপক। (ত্রি) ২ লেপকর্ত্তা, লেপবিশিষ্ট।

লেপ্য (ত্রি) লিপ-ণ্যৎ। লেপনীয়, লেপ্তব্য।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥" (ভাগব° ১১।২৭।১২)

লেপ্যকৃৎ (পুং) লেপ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। লেপক।

লেপ্যনারী (স্ত্রী) ১ অগুরুচন্দনচর্চ্চিত রমণী। লেপ্যস্ত্রী। ২ প্রস্তর বা মৃদাদি দ্বারা নির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তি।

লেপ্যময়ী (স্ত্রী) লেপ্য-ময়ট্, ঙীপ্। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুত্তলিকা, পর্য্যায় অঞ্জলিকারিকা। (হেম)

লেপ্যযোষিৎ (স্ত্রী) লেপ্যনারী।

লেপ্যস্ত্রী (স্ত্রী) লেপ্যা স্ত্রী। সুগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী। (শব্দরত্না°)

লেফাফা (আরবী) খাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র পূরিয়া দেওয়া হয়।

লেম (হিন্দী) ১ একতা। ২ সুমিলন। ৩ সদ্ভাব, সম্প্রীতি।

লেম্রো, নিম্নব্রহ্মের অন্তর্গত একটী নদী। আরাকান প্রদেশের উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃত শৈলমালা মধ্যে ইহার উৎপত্তি। পর্ব্বতবক্ষ অবতরণকালে এই নদী শৈলগাত্রবাহী নানা স্রোতোমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া আকায়াব জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক হাণ্টার্স্ বে নামক সাগরোপকূলে সমুদ্রবক্ষে মিশিয়াছে।

লে-ম্যোৎ-হ্না, ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতীবিভাগের বেসিন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বেসিন বা ঙ্গা-বুনা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩৪´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৩´৪০´´ পূঃ। নদীতে বন্যা হইলে এই নগরের পথঘাট সময় সময় ৩ ফিট্ জলে ডুবিয়া যায়।

লেয় (পুং Leo) সিংহরাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লেয়াকৎ (আরবী) ১ গুণ। ২ সামর্থ্য। ৩ দক্ষ। ৪ কুশলবুদ্ধি।

লেয়াকতী (আরবী) ১ দক্ষতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা।

লেলয়া (স্ত্রী) কম্পমানা।

লেলিহ (ত্রি) লিহ-যঙ্, যঙ্লুক্, লে-লিহ-অচ্। পুনঃ পুনঃ লেহন।

লেলিহান (পুং) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা লেঢ়ীতি লিহ-যঙ্, শানচ্ বা। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ সর্প। (হেম) (ত্রি) ৩ পুনঃ পুনঃ লেহনকর্ত্তা।

"সপ্তজিহ্বাননঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।" (ভারত ১।২৩৩।৫)

লেলিহানা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। মুখ বিবৃত করিয়া অধোমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উভয় হস্তের মুষ্টি উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা তারাপূজায় প্রশস্ত।

অন্য প্রকার—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাগে

অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এই লেলিহান মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা জীবন্যাসে বিশেষ প্রশস্ত।

"বক্ত্রং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ।
পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা ॥
এষাতারারাধনেঽস্যা লেলিহা বক্তব্যা—
যোনির্ময়োধরঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চ্চং ক্রমান্বিতঃ।
বীজানি চোচ্চরেন্মন্ত্রী মুদ্রাবন্ধনমাচরেৎ ॥
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্।
অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাং ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্।
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা ॥" (তন্ত্রসার)

লেল্য (ত্রি) গাঢ় সংলিপ্ত।

লেবার (পুং) অগ্রহারভেদ। (রাজতর° ১৮৭)

লেবোঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী গিরি-শ্রেণী, হিমালয়-পর্ব্বতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষা° ৩০°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৯´ পূঃ। এই গিরিশাখা বিয়ান্ ও ধর্ম্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে। পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ অপর দিকে গিয়াছে। ঐ সঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত।

লেশ (পুং) লিশ-ঘঞ্। কণা। (অমর)

"এষ তে রাজধর্ম্মাণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ।"(ভারত ১২।৫৮।২৫)

লেশোক্ত (ত্রি) ১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত।

লেশ্যা (স্ত্রী) দীপ্তি, আলোক।

লেষ্টব্য (ত্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণোপযোগী।

লেষ্টু (পুং) লিশ্যতে ইতি লিশ্-বাহুলকাৎ তুন্। লোষ্ট।

"অথ যো ব্রাহ্মণান্ ক্রুষ্টঃ পরাভবতি সোঽচিরাৎ।
যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলেষ্টুর্বিনশ্যতি।"
(ভারত ১৩।৩৪।২৭)

লেষ্টুঘ্ন (পুং) লেষ্টুং হন্তি হন-টক্। লোষ্ট্রভেদন। (শব্দরত্না°)

লেষ্টুভেদন (পুং) লেষ্টুং ভিনত্তীতি, ভিদ-ল্যুট্। লোষ্টভঙ্গ-সাধন মুদ্গর, পর্য্যায় কোটীশ, লেষ্টুঘ্ন, লেষ্টুভেদী, চূর্ণদণ্ড।

লেসিক (পুং) হস্ত্যারোহক, পর্য্যায় কটিরোহক। (শব্দমা°)

লেহ (পুং) লেহনমিতি লিহ-ঘঞ্। আহার, ভক্ষণ। পর্য্যায়—স্বাদন, রসন, স্বদন, স্বদি। (রাজনি°) লিহ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ রস।

"পচেল্লেহং সিতা ক্ষৌদ্রং পলার্দ্ধকুড়বান্বিতম্।"
(সুশ্রুত ১।৪৪) লেঢ়ীতি লিহ-ঘঞ্। (ত্রি) ৩ লেহনকর্ত্তা।

"দহেঽহং মধুনো লেহৈর্দ্দাবৈরুগ্রৈর্যথা গিরিঃ।" (ভট্টি ৬।৮২)

৪ অবলেহ, চলিত জটা। দোষের বলাবল অনুসারে স্থান-বিশেষে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই উর্দ্ধজত্রুগত রোগ নষ্ট করে, এ কারণ উহা সায়ংকালে প্রয়োগ করিতে হয়। এই অবলেহ অষ্টাঙ্গ ও চতুরঙ্গ প্রভৃতি ভেদযুক্ত।

অষ্টাঙ্গাবলেহ—কায়ফল, পুষ্করমূল,অভাবে কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দুরালভা এবং সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অষ্টাঙ্গাবলেহ কহে। ইহা লেহন করিলে সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস এবং কণ্ঠরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সন্নিপাতে ইহা আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। মতান্তরে—লেহিক মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত সেবন করিলে তন্দ্রা ও কাসযুক্ত দারুণ মোহ বিনষ্ট হয়।

চতুরঙ্গাবলেহ—সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা ও শুঁঠের সহিত মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

দ্রব ও কল্ক প্রস্তুত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে, অবলেহের ভাগ তদ্রূপ জানিবে।

"লেহে যত্রাস্তি যো ভাগো নির্দ্দিষ্টো দ্রবকল্কয়োঃ।
তত্রাপি পাদিকঃ কল্কঃ দ্রব্যাৎ কার্য্যো বিজানতা॥" (বাভট)

[অবলেহ শব্দ দেখ।]

লেহ, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ্ রাজ্যের প্রধান নগর। সিন্ধুনদের উত্তর কূল হইতে ১॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূঃ। এই স্থান সিন্ধুনদ ও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত সমতল প্রান্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, ঐ প্রাচীর পর্ব্বতগাত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার দুর্গবাটিকা নির্ম্মিত আছে। কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ এখান-কার রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যভুক্ত করেন। [লাদখ্ দেখ।]

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী দুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ ত্রিতল ও সামান্য ধরণে গঠিত হইলেও উহার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বারাণ্ডাদি দেখিবার সামগ্রী। চীন, তাতার ও পঞ্জাব-প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পর্ব্বতবক্ষস্থিত তুষারব্যাপ্ত এই নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত। এখানে শালনির্ম্মাণার্থ পশম বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। একটী বেধালয় এখানে স্থাপিত আছে।

লেহন (ক্লী) লিহ-ল্যুট্। জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, চলিত চাটা। পর্য্যায়—জিহ্বাস্বাদ। (হেম)

লেহরা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পণ্ডোল নীল-কুঠীর অধীনে এখানে একটী নীলের কারখানা থাকায় স্থানীয়

সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই গ্রামের একপার্শ্বে ৩টী বৃহদাকার দীর্ঘিকা আছে। তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় নামক দীর্ঘিকা দুই মাইল বিস্তৃত। এই দীর্ঘিকার তীরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। উহা এখন জঙ্গলে আবৃত। স্থানীয় প্রবাদ, ত্রিহুতরাজ শিবসিংহ ঐ স্থানে বাস করিতেন, ঐ স্তূপ তাঁহারই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

লেহাই (দেশজ) ময়দার কাই।

লেহিন্ (ত্রি) ১ লেহযুক্ত। ২ লেহনকারী।

লেহিন (পুং) লিহ-বাহুলকাদিনন্। টঙ্কণক্ষার, চলিত সোহাগা, সোহাগার খৈ। (হেম)

লেহ্য (ক্লী) লিহ-ণ্যৎ। ১ অমৃত। (শব্দমালা) ২ অষ্টবিধ অন্নের অন্যতম। (রাজনি°) ৩ ষড়্বিধ আহারের মধ্যে আহার বিশেষ।

"আহারং ষড়্বিধঞ্চোষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্॥"(ভাবপ্র°)

(ত্রি) ৪ লেহনীয়, লেহনযোগ্য।

"তত্তন্নানাবিধং ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদি ষড়্রসম্।
দিব্যমন্নং বুভুজিরে পপুঃ পানমথোত্তমম্॥"(কথাসরিৎসা° ৪৫।২৩০)

লৈখ (পুং) লেখের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১১২)

লৈখাভ্রেয় (পুং) লেখাভ্র বা লেখাভ্রুর গোত্রাপত্য।

লৈগবায়ন (পুং) লিগুর গোত্রাপত্য।

লৈগব্য (পুং) লিগুর গোত্রাপত্য।

লৈঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইতি লিঙ্গস্যেদমিতি বা লিঙ্গ-অণ্। লিঙ্গপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।"
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ৩৪ অঃ)

(ত্রি) ২ লিঙ্গসম্বন্ধীয়।

লৈঙ্গিক (ত্রি) ১ লিঙ্গসম্বন্ধীয়। ২ লিঙ্গ বা প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণকারী।

লৈঙ্গিকী (স্ত্রী) বমন ও বিরেচনের শোধনবিশেষ।(চক্রদ°বমনাধি°)

লৈঙ্গী (স্ত্রী) ১ লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি°) ২ লিঙ্গসম্বন্ধিনী।

লো (পুং) ওলো শব্দার্থ। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী জাতিকে ডাকিবার শব্দ।

লো-আজিম (আরবী) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

লোক, দর্শন, অবলোকন। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। দীপ্ত্যর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোকতে। লিট্ লুলোকে। লুট্ লোকিতা। লুঙ্ অলোকিষ্ট। চুরাদিপক্ষে লট্ লোকয়তি। লুঙ্ অলুলোকৎ। অব+লোক=অবলোকন। আ+লোক=আলোকন, দর্শন। বি+লোক=বিলোকন।

লোক (পুং) লোক্যতে ইতি লোক-ঘঞ্। ভুবন, লোক ৭টী, সপ্তলোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপু°)

[বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ]

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, লোক দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা ও তৃণ প্রভৃতি স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীট, মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম রূপ লোকদ্বয় উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। এই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার—যথা স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাতা।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১ অ°)

যাঁহারা পুণ্যকারী তাঁহাদিগের উত্তমলোক এবং যাঁহারা পাপকারী তাহাদিগের অধমলোকে গতি হইয়া থাকে। পুণ্যাত্মাদিগের জন্য নানাপ্রকার অতি বিচিত্র ও পবিত্র লোক আছে। এই সকল লোক কামময় অতি বিচিত্র।

"এবং বিভজ্য রাজ্যানি পুরা প্রোক্তানি যানি চ।
লোকাংশ্চ বিদধে দিব্যান্ দদাবথ পৃথক্ পৃথক্॥
কস্যচিৎ সূর্য্যসঙ্কাশান্ কস্যচিদ্বহ্নিনির্ম্মলান্।
কস্যচিদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোতান্ কস্যচিচ্চন্দ্রনির্ম্মলান্॥
নানাবর্ণান্ কামময়াননৈকশতযোজনান্।
সতাং সুকৃতিনাং লোকান্ পাবনায় চ সংস্থিতান্॥"

(অগ্নিপু° বরাহ-প্রাদুর্ভাব নামাধ্যা°)

২ জন। (অমর)

লোককণ্টক (পুং) ১ মন্দ লোক। ২ দোষী ব্যক্তি। ৩ লঙ্কেশ্বর রাবণের নামান্তর।

লোককথা (স্ত্রী) প্রচলিত প্রবাদ, কিংবদন্তী। ২ নীতিমূলক গল্প।

লোককর্ত্তৃ (পুং) লোকস্য কর্ত্তা। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ব্রহ্মা।

লোককম্প (ত্রি) মানবের ভীতিকর।

লোককল্প (ত্রি) ১ জগৎ সদৃশ বা অনুরূপ। ২ জগৎস্থিতির তুল্য।

লোককান্ত (ত্রি) লোকানাং কান্তঃ। লোকপ্রিয়, জনপ্রিয়।

"লোককান্তং প্রিয়ং পুত্রং কুশচীরাম্বরং বনম্।
প্রস্থিতং পশ্যতো মেহস্য হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে॥"

(গোঃ রামায়ণ ২। ৩৮। ৬)

স্ত্রিয়াং টাপ্। লোককান্তা, লোকপ্রিয়া। ২ ঋদ্ধি নামক ঔষধ।

লোককার (পুং) লোককর্ত্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝায়।

লোককৃৎ (ত্রি) ১ সৃষ্টিকারী। সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ স্থলকারী।
লোককৃত্নু (ত্রি) সৃষ্টিকর্ত্তা।
লোকক্ষিৎ (ত্রি) স্বর্গগামী, আকাশচারী।
লোকগতি (স্ত্রী) জীবনযাত্রা।
লোকগাথা (স্ত্রী) লোকপরম্পরাশ্রুত গাথা।
লোকগুরু (পুং) জগদ্বাসীর উপদেষ্টা আচার্য্য।
লোকচক্ষুস্ (ক্লী) লোকানাং চক্ষুরিব। ১ সূর্য্য।
"লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।" (সূর্য্যস্তব)
২ লোকদিগের চক্ষুঃ, জনসমূহের লোচন।
লোকচর (ত্রি) ১ জীব। ২ জগৎভ্রমণকারী।
লোকচরিত্র (ক্লী) জীবনযাত্রা। মানবের জীবনেতিবৃত্ত।
লোকচারিন্ (ত্রি) লোকচর।
লোকজননী (স্ত্রী) লক্ষ্মী।
লোকজিৎ (পুং) লোকং জিতবানিতি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ লোকজেতা। "যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্বৈ তল্লোকজিদেব" (শতপথব্রা° ১৪।৪।১।৩৩)
লোকজ্ঞ (ত্রি) মানবতত্ত্বদর্শী।
লোকজ্যেষ্ঠ (ত্রি) ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ বুদ্ধভেদ।
লোকতত্ত্ব (ক্লী) মানবতত্ত্ব।
লোকতন্ত্র (ক্লী) জগতের ইতিবৃত্ত।
লোকতস্ (অব্য) লোকানুরূপ। পূর্ব্বোক্তরূপ (ভাগব° ৪।২৪।৭)
লোকতুষার (পুং) লোকে তুষার ইব। কর্পূর। (রাজনি°)
লোকত্রয় (ক্লী) স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল।
লোকদম্ভক (ত্রি) প্রবঞ্চক।
লোকদ্বার (ক্লী) স্বর্গদ্বার।
লোকদ্বারীয় (ক্লী) সামভেদ।
লোকধাতৃ (পুং) লোকস্য ধাতা। শিব।
লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের অংশবিশেষ।
লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা°)
"লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেচন।
যে জন্তবো গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥" (রাজতর° ১।১৩৮)
২ ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°) ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব।
"অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং স লোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিণাকিনঃ॥"
(কুমারসম্ভব)
(ত্রি) ৫ লোকের প্রভু। (রামায়ণ ২।৩৩।১৬) ৬ পারদ।
লোকনাথ, ১ অদ্বৈতমুক্তাসারচয়িতা। ২ মল্লপ্রকাশপ্রণেতা।
লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, কর্ণপূরকৃত অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা ও মনোহরা নাম্নী রামায়ণটীকারচয়িতা।
লোকনাথ ভট্ট, কৃষ্ণাভ্যুদয় নামক প্রেক্ষণকপ্রণেতা।
লোকনাথরস (পুং) প্লীহারোগাধিকারে ঔষধবিশেষ, লোকনাথরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রস্তুত-প্রণালী—পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ দুইভাগ, তাম্র দুইভাগ, কড়িভস্ম ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিয়া পিপুল-চূর্ণ ও মধু, বা গুড় ও হরীতকী কিংবা গোমূত্র ও গুড়ের সহিত জীর্ণ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, গুল্ম ও শোথনাশ হয়।

বৃহল্লোকনাথরস—পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগে কজ্জলী করিবে, একভাগ অভ্র উহার সহিত মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে, পরে দ্বিগুণ তামা ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। পরে গন্ধক ২ ভাগ ও কড়ি-ভস্ম ২ ভাগ জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া, মুষাদ্বয়ের মধ্যে ঐ ঔষধ গোলক রাখিয়া দিবে; তদনন্তর উক্ত মুষাদ্বয় শরাবসম্পুট করিয়া উক্ত শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটী, লবণ ও জলে লেপিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ছয়রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ, মধু, হরীতকী-চূর্ণ, গুড়, জোয়ান বা, গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, শোথ, বাত, অষ্ঠীলা, কামঠী, প্রত্যষ্ঠীলা, কাঁসর, অগ্রমাস, শূল, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস আশু প্রশমিত হয়।
(রসেন্দ্রসারসং প্লীহযকৃদধি°)

অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দূর একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পূরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পুটপাকে পাক করিবে, এই ঔষধের মাত্রা ৪ রতি। ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও বচ ইহাদের কষায় অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অতীসার রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° অতিসাররোগাধি°)
লোকনাথ শর্ম্মা, অমরকোষটীকা পদমঞ্জরীপ্রণেতা।
লোকনিন্দিত (ত্রি) লোকেষু নিন্দিতঃ, জননিন্দিত, যিনি জনসমাজে নিন্দিত।
লোকনেতৃ (পুং) লোকানাং নেতা। ১ শিব। ২ জন-সমাজের প্রভু। সমাজপতি।
লোকপ (পুং) লোকপাল।
লোকপক্তি (স্ত্রী) সম্ভ্রম, খ্যাতি, যশঃ।
লোকপতি (পুং) লোকানাং পতিঃ। বিষ্ণু। (ভাগ° ২।৪।২০) জনসমাজের পতি অর্থাৎ পালক।

লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়।

লোকপদ্ধতি (স্ত্রী) চিরন্তন পন্থা।

লোকপাল (পুং) লোকান্ পালয়তীতি পাল-ণিচ্-অণ্। ১ রাজা। (হলায়ুধ) ২ দিক্‌পাল।

"সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।" (মনু ৫।৯৬)

৩ শিব। ৪ বিষ্ণু।

লোকপালক (পুং) লোকস্য পালকঃ। লোকপাল।

লোকপালতা (স্ত্রী) লোকপালস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোকপালত্ব, লোকপালের ভাব বা ধর্ম্ম, লোকপালের কার্য্য।

লোকপিতামহ (পুং) ব্রহ্মা।

লোকপুণ্য (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর° ৪। ১৯৩)

লোকপুরুষ (পুং) ব্রহ্মাণ্ডদেব।

লোকপূজিত (ত্রি) লোকেষু পূজিতঃ। জনপূজিত। জনসমাজে মান্য।

লোকপ্রকাশক (পুং) লোকস্য প্রকাশকঃ। সূর্য্য।

"লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।" (সূর্য্যস্তব)

লোকপ্রকাশন (পুং) সূর্য্য, যিনি জগৎকে আলোক দান করেন।

লোকপ্রত্যয় (পুং) জগদ্ব্যাপ্ত, চিরপ্রসিদ্ধ (আচারাদি)।

লোকপ্রদীপ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকপ্রবাদ (পুং) লোকে প্রবাদঃ। জনপ্রবাদ, জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ।

লোকপ্রসিদ্ধি (স্ত্রী) খ্যাতি।

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

লোকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ। ১ সূর্য্য। (জটাধর) ২ জনসমূহের বন্ধু।

লোকবাহ্য (পুং) লোকাৎ লোকসমাজাৎ বাহ্যঃ। সর্ব্বাচারবর্জ্জিত। "লোকবাহ্যস্ত বাজিগবাখ্যাচারবর্জ্জিতঃ।" (জটাধর)

লোকবিন্দুসার (ক্লী) সুপ্রাচীন চতুর্দ্দশ জৈন পূর্ব্বীর শেষাংশ।

লোকভর্ত্তৃ (পুং) জনসাধারণের অন্নদাতা।

লোকভাজ্ (ত্রি) স্থানাধিকারী। স্থানব্যাপী। (শতপথব্রা° ৭।২।১।৮)

লোকভাবন (ত্রি) জগতের মঙ্গলবর্দ্ধনকারী। (ভাগ° ৩।১৪।৪০)

লোকভাবিন্ (ত্রি) জগৎকর্ত্তা। (রামা° ৪। ৪৪। ৪৭)

লোকময় (ত্রি) স্থানময়। জগদাধার। (ভাগ° ২।৫।৩১)

লোকমর্য্যাদা (স্ত্রী) ১ চিরন্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা।

লোকমাতৃ (স্ত্রী) লোকানাং মাতা। ১ লক্ষ্মী, কমলা। ২ লোকের জননী।

"প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ।" (ভাগবত ২।৩।৫)

লোকমার্গ (পুং) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ সাধারণ পন্থা।

লোকংপৃণ (ত্রি) ১ জগদ্ব্যাপী। ২ সর্ব্বগামী। "লোকংপৃণৈঃ পরিমলৈঃ পরিপূরিতস্য কাশ্মীরজস্য" (ভামিনীবিলাস) স্ত্রিয়াং টাপ্। লোকংপৃণা—ইষ্টকাভেদ। লোকংপৃণা, মন্ত্রপাঠ সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়।
(বাজসনেয়সংহিতা° ১২।৫৪)

লোকযাত্রা (স্ত্রী) লোকানাং যাত্রা। সংসারযাত্রা, জীবন।

লোকযাত্রাবিধান (ক্লী) (Political Economy) সংসারযাত্রানির্ব্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

লোকযাত্রিক (ত্রি) জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়।

লোকরক্ষ (পুং) রাজা, নরপতি।

লোকরঞ্জন (ক্লী) লোকস্য রঞ্জনং। লোকের প্রীতিসম্পাদন, লোককে সন্তুষ্ট করা।

লোকরব (পুং) জনরব।

লোকলেখ (পুং) রাজবিজ্ঞপ্তি।

লোকলোচন (পুং) লোকানাং লোচনমিব। ১ সূর্য্য। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লোচন।

"সোঽখন্তৎপাঞ্চঘাতেন যন্ত্রেণেবেরিতঃ শরঃ।
জগাম কাপ্যতিজবাদলক্ষ্যো লোকলোচনৈঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ১৮। ৯২)

লোকবচন (ক্লী) জনরব।

লোকবৎ (ত্রি) লোক সদৃশ।

লোকবর্ত্তন (ক্লী) মনুষ্যচরিত্র। রীতি-নীতি।

লোকবাদ (পুং) লোকস্য বাদঃ। লোকপ্রবাদ, জনশ্রুতি, যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে।

লোকবার্ত্তা (স্ত্রী) জনরব।

লোকবাহ্য (ত্রি) ১ লোকবহির্ভূত, আচারভ্রষ্ট। ২ লোকবহনীয়। ৩ জাতিচ্যুত।

লোকবিক্রুষ্ট (ত্রি) যে স্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। লোকবিদ্বিষ্ট।

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
ধর্ম্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ॥" (মনু ৪।১৭৬)
'লোকবিক্রুষ্টং যত্র লোকানাং বিক্রোশঃ' (কুল্লূক)

লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রসিদ্ধ।

লোকবিদ্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকবিদ্বিষ্ট (ত্রি) লোকনিন্দিত, জনসমূহের নিকট বিদ্বেষভাবাপন্ন।

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ২।৫৭)

লোকবিধি (পুং) ১ সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ জগতের নিয়ন্তা।

লোকবিনায়ক (পুং) লোকে বিনায়ক ইব। গ্রহবিশেষ। ইহারা রোগের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কল্পিত।

"স্কন্দগ্রহাদয়ো যে চ আর্য্যকত্রাসকাদয়ঃ।
কৌমারান্তে ভুবি জ্ঞেয়া যে চ লোকবিনায়কাঃ।
সহস্রশতসংখ্যাতা মর্ত্ত্যলোকবিচারিণঃ॥" (অগ্নিপু°)

লোকবিন্দু (ত্রি) ১ স্থানকারী। ২ মুক্তি বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত।

লোকবিশ্রুত (ত্রি) বিখ্যাত।

লোকবিশ্রুতি (স্ত্রী) লোকে বিশ্রুতিঃ। জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

লোকবিসর্গ (পুং) জগৎসৃষ্টি। প্রজাসর্জ্জন।

লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপৃতি।

লোকবীর (পুং) পৃথিবীস্থ সুপ্রসিদ্ধ বীরবৃন্দ। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

লোকবৃত্ত (ক্লী) ১ অল্প কথোপকথন। ২ লৌকিক আচার।

লোকবৃত্তান্ত (পুং) ১ মনুষ্যচরিত্র। ২ জীবনের ঘটনা-নিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

লোকব্যবহার (পুং) সাধারণে প্রচলিত রীতিনীতি।

লোকব্রত (ক্লী) মনুষ্যসমাজের প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতি।

লোকশ্রুতি (স্ত্রী) ১ জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

লোকসংব্যবহার (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য।

লোকসংস্থিতি (স্ত্রী) অদৃষ্ট। "জীবলোকস্য লোকসংস্থিতিঃ" (ভাগ° ৩।২৯।৩)

লোকসঙ্কর (পুং) ১ জাগতিক বিপ্লব। ২ জনসমাজে মিথ্যা-চরণকারী। (রামায়ণ ২।১০৯।৬)

লোকসংক্ষয় (পুং) ১ জনক্ষয়। ২ জগতের ধ্বংস।

লোকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসমন্বয়। ২ সাংসারিক অভিজ্ঞান। ৩ জগদ্বাসীর পরস্পরের সম্প্রীতি ও সম্ভাষা। ৪ সমগ্র জগৎ। ৫ জাগতিক মঙ্গল।

লোকসনি (পুং) ১ স্থানকারী। ২ নিরুদ্বেগমার্গসাধক। (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)

লোকসাক্ষিক (ত্রি) ১ জগদ্বাসীর অনুমোদিত। (অব্য) সাক্ষি-সমক্ষে।

লোকসাক্ষিন্ (পুং) ১ ব্রহ্ম। ২ অগ্নি। (রামায়ণ ৬।১০১।২৮) ৩ সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহাঃ" (সূর্য্যস্তব)

লোকসাৎ (অব্য°) সাধারণের মঙ্গলার্থে। (কথাসরিৎসা° ৯০।৩০)

লোকসাৎকৃত (ত্রি) লোকের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত।

লোকসাধক (ত্রি) জগৎসৃষ্টিকারী।

লোকসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৫।১০)

লোকসিদ্ধ (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ প্রচলিত। ৩ সাধারণে গৃহীত।

লোকসীমাতিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ১ সাধারণ সীমার বহির্ভূত। ২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক।

লোকসুন্দর (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর) (ত্রি) ২ সাধা-রণে যাহাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে।

লোকস্থল (ক্লী) দৈনন্দিন ঘটনা। (কুসুমাঞ্জলি ৫।৩।৮),

লোকস্থিতি (স্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ জাগতিক নিয়ম।

লোকস্পৃৎ (ত্রি) লোকসনি। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।২৪।১)

লোকস্মৃৎ (ত্রি) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী।

"লোকস্মৃৎ পৃথিবীলোকস্য স্মর্ত্তা" (মৈত্রেয়োপনিষদ্ ৬।৩৫ ভাষ্য)

লোকহাস্য (ত্রি) ১ জগতের হাস্যাস্পদ। ২ সাধারণের উপ-হাস্য (ঘটনা বা বস্তু)।

লোকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙ্গল। মানবের হিতকর।

লোকাকাশ (পুং) ১ আকাশ, শূন্যস্থান। জৈনমতে, জগতের অংশ বিশেষ, এইস্থান অমুক্ত জীবসত্ত্বের বাসভূমি।

লোকাক্ষি (পুং) আচার্য্যভেদ। মনুসংহিতার ৩।১৬০ টীকায় কুল্লূকভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকাক্ষি, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরনিবাসী চিত্রকেতুর পুত্র। তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশৈলে আসিয়া বাস করেন। "মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি বাক্য তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি একখানি জ্যোতিষ, স্মৃতি ও তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া যান। [লৌগাক্ষি দেখ।]

লোকাক্ষিন্, লৌগাক্ষির নামান্তর। [লৌগাক্ষি দেখ।]

লোকাচার (পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার, সাধারণ লোকে যে আচার পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া থাকে,তাহাকে লোকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শাস্ত্রবৎ মান্য।

লোকাচার্য্য, অষ্টাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যা, তত্ত্বত্রয় ও বচনভূষণটীকা-প্রণেতা। লোকাচার্য্যসিদ্ধান্ত নামক বেদান্ত গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত বলিয়া বোধ হয়।

লোকাতিগ (পুং) ১ অসামান্য। ২ অদ্ভুত। ৩ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত।

লোকাতিশয় (পুং) ১ লোকাতিগ। ২ নিত্যসাধ্য প্রথাবহির্ভূত।

লোকাত্মন্ (পুং) ১ জগতের আত্মা। ২ বিষ্ণু। (রামা° ১।৪৫।৩১)

লোকাদি (পুং) জগৎসৃষ্টির আদিকর্ত্তা। ব্রহ্মা। (ভারত° ৭পর্ব্ব)

লোকাধিপ (পুং) লোকস্য অধিপঃ। ১ লোকপাল। ২ দেবতা মাত্র। ৩ নরপতি।

লোকাধিপতি (পুং) ১ লোকপাল। ২ দেবতা।

লোকানন্দ, কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকা-রচয়িতা।

লোকানুগ্রহ (পুং) ১ জগন্মঙ্গল। ২ প্রজাবর্গের উন্নতি। ৩ সাধারণের প্রতি অনুকম্পা।

লোকানুরাগ (পুং) জনসাধারণের প্রতি স্নেহ বা দয়া।

লোকান্তর (ক্লী) অন্যৎ লোকং। পরলোক। অন্যলোক। (ভাগ০ ৪।২৮।১৮)

লোকান্তরগ (ত্রি) লোকান্তরং যাতি গচ্ছতি বা লোকান্তর-গম ড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা প্রাপ্ত। ২ লোকান্তরগামী।

লোকান্তরিক (ত্রি) লোকদ্বয়ের মধ্যে অবস্থানকারী।

লোকাপবাদ (পুং) লোকে অপবাদঃ। জনাপবাদ, লোকনিন্দা। 'লোকাপবাদো দুর্নির্বারঃ' (উত্তরচ°)

লোকাভিভাবিন্ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী (আলোক)।

লোকাভিভাষিত (ত্রি) ১ জগদ্বাঞ্ছিত। ২ বুদ্ধভেদ।

লোকাভ্যুদয় (পুং) লোকস্য অভ্যুদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়, জনসমূহের উন্নতি।

লোকায়ত (ক্লী) লোকেষু আয়তং বিস্তীর্ণমিব। তর্কভেদ। চার্ব্বাকশাস্ত্র। (অমর) "প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তী কৃতা" (কুমারিলভট্ট)

লোকায়তন (পুং) ১ চার্ব্বাক। যাহারা চার্ব্বাকের নাস্তিকমত অনুসরণ করিয়া চলে।

লোকায়তিক (পুং) লোকায়তং শাস্ত্রমস্ত্যস্যেতি, লোকায়ত-ঠন্। চার্ব্বাক।

"ঐক্যনানাত্মসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ।
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্॥"
(হরিবংশ ২৪৯।৩০)

২ বৌদ্ধভেদ। ইঁহারা নাস্তিক লোকায়ত মতানুসারে চলেন, এইজন্য ইঁহাদিগকে লোকায়তিক কহে। "নানুমানং প্রমাণ-মিতি বদতা লোকায়তিকেন" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ০)

লোকায়ন (পুং) নারায়ণ।

লোকালোক (পুং) লোক্যতেঽসৌ ইতি লোকঃ, ন লোক্যতে ঽসৌ ইতি আলোকঃ ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স্বনামখ্যাত পর্ব্বত-বিশেষ। পর্য্যায়—চক্রবাড়। এই পর্ব্বত সাব্ধিদ্বীপা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই পর্ব্বতের কোন স্থলে সূর্য্যালোক পরিদৃশ্যমান হয়, এইজন্য লোক এবং কোন স্থলে সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্য অলোক; অতএব সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ যায় না, এইজন্য লোকালোক নামে খ্যাত হইয়াছে।

"সোঽহমিজ্যা বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ॥" (রঘু ১।৬৮)

এই পর্ব্বতের বিষয় দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! শুদ্ধ সাগরের চরে লোকালোক নামে পর্ব্বত অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত লোক (প্রকাশ-মান) ও অলোক (অপ্রকাশমান) এই উভয় স্থানের বিভাগের জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম লোকালোক হইয়াছে। মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগই সুবর্ণময় ও দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। ঐ স্থানে দেবতা ভিন্ন অন্য প্রাণীর সমাগম নাই। ঐ স্থানে যে কিছু বস্তু স্থাপন করিলেই তাহা সুবর্ণ হইয়া যায়, এইজন্য ঐস্থলে কেহ আসে না। পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে তিন লোকের সীমাস্থানে রাখিয়াছেন, সূর্য্য প্রভৃতি ধ্রুবাবধি জ্যোতিষ্মান্ গ্রহগণের কিরণসমূহ উহার অধীনেই চতুর্দ্দিকে লোকত্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কদাচ উহাকে পশ্চাৎ করিয়া বাহির হইতে পারে না। এই পর্ব্বত এত উচ্চ ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদূর যায় না। ঋষিগণ এই লোকালোকের পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমণ্ডলের চতুর্থাংশ। আত্মযোনি ব্রহ্মা এই পর্ব্বতের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে ঋষভ, পুষ্পচূড়, বামন ও অপরাজিত নামে চারিটী দিগ্‌গজ স্থাপন করিয়াছেন, এই দিগ্‌গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য নিজাংশসম্ভূত দিক্‌পালদিগের বীর্য্য, সত্বগুণ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বিষক্‌-সেনাদি অনুচরগণের সহিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। সনাতন বিষ্ণু নিজ মায়ারচিত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকেন। (দেবীভাগ০ ৮।১৪ অ০)

লোকাবেক্ষণ (ক্লী) জগতের মঙ্গলসাধনার্থচিন্তা।

লোকিন্ (ত্রি) ১ লোকপ্রাপ্ত। ২ লোকপতি। ৩ জগদ্বাসি-মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লোকেশ (পু) লোকানামীশঃ। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা০) ৩ পারদ। (রাজনি০) ৪ ইন্দ্র।

"যথাচ বৃত্তান্তমিমংসদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
তথৈব সন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ শৃণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং॥"
(রঘু ৩।৬৬)

৫ লোকপাল। (মনু ৫।৯৭) (ত্রি) ৬ লোকাধিপতি। (ভাগবত ৩।৬।১৯)

লোকেশকর, তত্ত্বদীপিকা বা তত্ত্ববোধিনী নাম্নী রামাশ্রমকৃত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা-রচয়িতা। ক্ষেমঙ্করের পুত্র।

লোকেশপ্রভবাপ্যয় (ত্রি) লোকপালগণ হইতে উদ্ভূত এবং তাহা হইতেই প্রতি নিবৃত্ত।

লোকেশ্বর (পুং) লোকানামীশ্বরঃ। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ লোকের প্রভু। ৩ লোকপাল।

"গ্রহনক্ষত্রতারাভিশ্চর্যচিত্রং নভস্তলম্।
সুরাসুপ্রেতবিত্তানাং পতীন্ লোকেশ্বরান্ হয়ান্॥"
(ভারত ৮।৩৪।২৯)

লোকেশ্বরাত্মজা (স্ত্রী) লোকেশ্বরস্য বুদ্ধস্য আত্মজেব। বুদ্ধশক্তিভেদ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কার, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, খদূরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম)

লোকেষ্টি (স্ত্রী) ইষ্টিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১০।১৯)

লোকৈকবন্ধু (পুং) লোকানাং এক এব বন্ধুঃ। গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যমুনি।

লোকৈষণা (স্ত্রী) স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা।

লোকোক্তি (স্ত্রী) প্রবাদ, কিংবদন্তী। প্রচলিত বাক্য।

লোকোত্তর (ত্রি) ১ অসামান্য, অলৌকিক। ২ আদর্শ পুরুষ। ৩ রাজা।

লোকোত্তরবাদিন্ (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

লোকোদ্ধার (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ ত্রিলোকপূজিত, এই তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয়।
(ভারত ৩।৮০।১১ শ্লোক)

লোক্য (ত্রি) ১ লোকান্বিত। ২ বিস্তৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদ্ধার্থ পরিষ্কৃত স্থানযুক্ত। ৪ জগদ্ব্যাপ্ত।

লোক্যতা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ লোকপ্রাপ্তি। (শতপথব্রা° ১০।৩।২।১৩)

লোগ (পুং) ১ মৃৎপিণ্ড, লোষ্ট।

লোগাক্ষ (পুং) পণ্ডিতভেদ। [লোগাক্ষি দেখ।]

লোঙ্গর (পারসী) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া রাখিবার জন্য বড়শীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ।

লোগেষ্টকা (ত্রি) মৃত্তিকানির্ম্মিত ইষ্টকভেদ।
(শতপথব্রা° ৭।৩।১।১৩)

লোচ, ১ ঈক্ষণ, দর্শন। দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। দীপ্ত্যর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোচতে। লিট্-লুলোচে। লুট্-লোচিতা। লুঙ্ অলোচিষ্ট, অলোচিষাতাং অলোচিষত। সন্ লুলোচিষতে। যঙ্ লোলোচ্যতে। চুরাদিপক্ষে লট্ লোচয়তি। লুঙ্ অলুলোচৎ। আ+লোচ=আলোচন।

লোচ (ক্লী) লোচ্যতে পর্য্যালোচয়তি সুখদুঃখাদিকমিতি লোচ-অচ্। অশ্রু। (জটাধর)

লোচক (পুং) লোচতে ইতি লোচ-ণ্বুল্। ১ মাংসপিণ্ড। ২ অক্ষিতারকা। ৩ কজ্জল। ৪ স্ত্রীদিগের ললাটাভরণ। ৫ কদলী। ৬ নীলবস্ত্র। ৭ নির্ব্বুদ্ধি। ৮ কর্ণপুর। ৯ মূর্ব্বা। ১০ ভ্রূপ্রথচর্ম্ম। (মেদিনী) ১১ নির্ম্মোক। (শব্দরত্না°)

লোচন (ক্লী) লোচ্যতেঽনেনেতি লোচ-ল্যুট্। চক্ষুঃ। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—বক্রান্ত ও পদ্মাভ লোচন হইলে সুখ, বিড়ালের ন্যায় চক্ষু হইলে পাপী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়, কেকরাক্ষ (টেরা) হইলে ক্রূর, হরিণের ন্যায় হইলে পাপী, কুটিল হইলে ক্রূর, গজচক্ষু হইলে সেনাপতি, গম্ভীর লোচন হইলে প্রভু, স্থূলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক্ষ হইলে বিদ্বান্, শ্যাবচক্ষু হইলে সৌভাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর উৎপাটক, মণ্ডলাক্ষ হইলে পাপী ও দীর্ঘলোচন হইলে নিঃস্ব হইয়া থাকে।

"বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।
মার্জ্জারলোচনৈঃ পাপো মহাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥
ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিণাক্ষাঃ স কল্মষাঃ।
জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ ক্রূরা সেনান্যোগজলোচনাঃ॥
গম্ভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ সুমন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ।
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যাবচক্ষুষাম্॥
স্যাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণামক্ষামুৎপাটনঃ কিল।
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃস্যু র্নিঃস্বাঃ স্যুর্দীর্ঘলোচনাঃ॥"
(গরুড়পু° ৬৫অ°)

২ জীরক। (বৈদ্যকনি°) ৩ গবাক্ষ। (বাভট উ° ৩৯ অ°)

লোচনগোচর (পুং) দৃষ্টিপথ। দিগ্বলয়। (ত্রি) দৃষ্টিপথারূঢ়।

লোচনকার (পুং) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেতা। সাহিত্যদর্পণে (২২।১৫) ইহার নাম উল্লেখ আছে। অনেকে ইহাকে অভিনবগুপ্ত বলিয়া মনে করেন।

লোচনপথ (পুং) লোচনস্য পন্থাঃ। নেত্রপথ, দৃষ্টিমার্গ।

লোচনপুর, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। কাঁসবাঁশ নদীতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে নদীর মোহানা পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় ঐ নগরের চারি পার্শ্ব এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া নৌকাদি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়া যাইতে পারে না; সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূহে মাল লইয়া অদূরে সমুদ্রবক্ষে রাখিয়া আসিতে হয়। চাউল ও অন্যান্য শস্যাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নৌকায় বোঝাই হয়। ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ঝড়ে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ইহার পার্শ্বে চূড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত। নদীর মোহানা ভরিয়া উঠায় ক্রমশঃ বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে।

লোচনহিত (ত্রি) চক্ষুর হিতকর (অঞ্জনাদি)।

লোচনহিতা (স্ত্রী) লোচনাভ্যাং হিতা। তুথাঞ্জন।

লোচনা (স্ত্রী) লোচতে পর্য্যালোচয়তীতি লোচ-ল্যু-টাপ্। রোচনা, বুদ্ধশক্তিভেদ। (হেম)

লোচনাময় (পুং) লোচনয়োরাময়ঃ। চক্ষুরোগবিশেষ, পর্য্যায় অভিমন্থ। (ত্রিকা°) [চক্ষুরোগ শব্দ দেখ]

লোচনী (স্ত্রী) লোচ্যতেঽসৌ লোচ-ল্যুট্, ঙীপ্। মহাশ্রাবণিকা, চলিত মুণ্ডিরী। (রাজনি°)

লোচনোৎস (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৪। ৬৭২) ইহার অপর নাম লবণোৎস।

লোচমর্কট (পুং) লোচমস্তক। (অমরটীকায় স্বামী)

লোচমস্তক (পুং) লোচং দৃশ্যং মস্তকং ময়ূরশিখেব যস্য। ময়ূরশিখৌষধ, চলিত রুদ্রজটা, কাহারও কাহার মতে ক্ষেত্রযমানী। পর্য্যায় খরাশ্বা, কারবী, দীপ্য, ময়ূর, লোচমর্কট। (অমর) ২ অজমোদা। (ভাবপ্র°)

লোচিকা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, লুচি, দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দ্দিত এবং উষ্ণোদকের সহিত দলিত ও মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত ঘৃতদ্বারা ভৃষ্টসমিতা। (পাকরাজেশ্বর)

লোট, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈং অক° সেট্। লট্ লোটতি। লুঙ্ অলোটীৎ। ণিচ্ লোটয়তি। লুঙ্ অলুলোটৎ।

লোট, পাণিন্যুক্ত বিভক্তিভেদ। লোটের বিভক্তি যথা—তুপ্, তাম্, অন্তু। হি তং ত। আনি আব আম। তাং আতাং অন্তাং। স্ব আথাং ধ্বং। ঐপ্ অবহৈপ্ আমহৈপ্। এই ১৮টী বিভক্তি, ইহার পূর্ব্বোক্ত ৯টী পরস্মৈপদ এবং শেষোক্ত ৯টী আত্মনেপদ। ঐ সকল বিভক্তি প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তম পুরুষভেদে তিন প্রকার। অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদার্থে লোট্ প্রয়োগ হয়। [ধাতুশব্দ দেখ]

লোটন (ক্লী) ইতস্ততঃ চালন। ধূলায় লুণ্ঠিত হওন।

লোটনপায়রা (দেশজ) পারাবতভেদ, ইহাদের মাথা নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে পুনঃ পুনঃ ডিগ্‌বাজী খাইতে থাকে।

লোটা (স্ত্রী) চুকাপালং শাক।

লোটা (দেশজ) ১ গড়াগড়ি। (হিন্দী) ২ ঘটি, জলপানপাত্র।

লোটান (দেশজ) ১ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠিত করান। ২ লুণ্ঠন।

লোটী (দেশজ) ক্ষুদ্রকাষ্ঠ গোলক, ক্রীড়াসামগ্রী।

লোটিকা (স্ত্রী) চুকাপালংশাক।

লোটুল (পুং) লোটতীতি লোট বাহুলকাৎ উলচ্। অভিলোটক। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

লোঠক, দুইজন কবি। ১ ঈশ্বরের পুত্র। ২ জয়মাধবের পুত্র।

লোড়, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোড়তি। লঙ্ অলোড়ীৎ। ণিচ্ লোড়য়তি। লুঙ্ অলুলোড়ৎ।

লোড়ন (ক্লী) ইতস্ততঃ চালন, চালা, লোটা। (মাধবনি°)

লোড়া (দেশজ) ১ প্রস্তরখণ্ড।

লোড়ী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phyllanthus longifolius)

লোণক (ক্লী) লবণ। (বৈদ্যকনি°)

লোণতৃণ (ক্লী) লোণং লবণরসযুক্তং তৃণং। লবণতৃণ। (রাজনি°)

লোণা (স্ত্রী) লবণমস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ক্ষুদ্রাম্লিকা।

"লোণা লোণী তু কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা।" (ভাবপ্র°)

২ চাঙ্গেরী, আমরুলশাক। লোণিকাদ্বয়, ছোটলুণী ও বড়লুণী। (রাজনি°)

লোণা (দেশজ) লবণাক্ত লবণযুক্ত।

লোণাভাটী (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ (Solanum pubescens)

লোণামাছ (দেশজ) ১ লোণাজলে যে মাছ জন্মে, তাহাকে লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মৎস্য। লবণ মধ্যে জরাইয়া যে মৎস্য রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোণামাছ বলিয়া থাকে।

লোণাম্লা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাম্লিকা, খুদেলুনী। (রাজনি°)

লোণার (ক্লী) লবণং ঋচ্ছতীতি লবণ-ঋ-অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ক্ষারবিশেষ, পর্য্যায় লবণোত্থ, লবণাকরজ, লবণমদ, জলজ, লবণক্ষার, লবণ। গুণ—অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ, পিত্তবৃদ্ধিকারক, ঈষল্লবণ ও বাতগুল্মাদিশূলনাশক। (রাজনি°)

লোণার, মধ্যভারতের বেরার বিভাগের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৯°৫৮´৫০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৩´ পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পর্ব্বতের ক্রমনিম্নোচ্চ পাদমূলে অবস্থিত। এখানে লোণার নামক লবণ-জলপূর্ণ একটী হ্রদ আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ হ্রদগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণাসুর বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষ্ণু সুন্দর বালকের রূপ ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হন। বালকের মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া লবণাসুরের ভগিনীদ্বয় তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহারা বিষ্ণুর নিকট ভ্রাতার নিভৃত নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়। তখন বিষ্ণু পাদস্পর্শে সেই গুপ্ত বাসভবনের আবরণ প্রস্তর উন্মোচন করিয়া ভূতলে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবণাসুরকে নিহত করেন। বিষ্ণু কর্ত্তৃক লবণাসুর নিহত হইলে সেই ভূগর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে ঐ গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও স্থানীয় লোকে লোণার হ্রদের লবণাক্ত জলকে লবণাসুরের রক্ত এবং বিষ্ণুপাদস্পর্শে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান

করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী ধাকেয়াল নামক স্থানে একটী গণ্ডশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোণাহ্রদের বেড় প্রায় সমান। লোকে ঐ শৈলকে লবণাসুর-ভবনের আচ্ছাদনপ্রস্তর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুকর্ত্তৃক ঐ প্রস্তর পাদাঙ্গুল স্পর্শে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম, ইহার চারিদিকে বৃত্তাকারে ৪০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতসানু বিরাজিত। এই সানুদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এখন সে সমুদায় প্রায় জঙ্গলে আবৃত। উহার উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সমীপবর্ত্তী স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এতদ্ভিন্ন পাড়ের খাড়াইএর কোণ ৭৫° হইতে ৮০°। হ্রদের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, উহা এক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ঢালু পাড়ভূমি বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সর্ব্বনিম্নস্তরে প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও বাব্‌লা গাছেব সার দেখা যায়। তাহার উপরে সেগুণ গাছের বন, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য গাছও আছে।

হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতপৃষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত বা প্রস্রবণ আছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর সুমিষ্ট জলরাশি উদ্গত হইয়া স্রোতোবেগে হ্রদগর্ভে আসিয়া পড়িতেছে। ঐ প্রস্রবণের সম্মুখে একটী মন্দির আছে।

হ্রদের ঢালু দেশের বনপ্রদেশ ও জলগর্ভের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বিস্তৃত কর্দ্দমাক্ত ভূমিভাগ দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতুতে উহা জলমগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু অপর সময়ে জল শুকাইয়া বা সরিয়া গেলে চতুষ্পার্শ্বে ই একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাকে, উহাতে কখনও কোন শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। হ্রদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় ঐ কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রও লবণরসসিক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য সামান্য শুকাইয়া আসিলে উহা সাদা দেখায়। তখন ঐ মৃত্তিকা হইতে লবণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তথাকার লবণে শতকরা ৩৮ ভাগ অঙ্গারাম্ল, ৪০.৯ ক্ষার (Soda), ২০.৬ জল ও ০.৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্য মাত্রায় সল্‌ফেট পাওয়া যায়। এই ক্ষার সাবান প্রস্তুত কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়।

লোণিকা (স্ত্রী) লোণীশাক, খুদেলুণী, বনলুণী। (পর্য্যায়মু°) ২ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৩ চক্রিকা, চুকাপালং। (বৈদ্যকনি°)

লোণিতক, একজন প্রধান কবি। ইহার অপর নাম লোঠিতক।

লোণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ, (Portulaca quadrifida) বড় বা বন লুণী, খুদেলুণী। হিন্দী—লুণিয়াশাক বা লুণিয়া, ঘুরকা, তৈলঙ্গ—পইলকুর, বম্বে—কুর্কা, তামিল—কোরিলকীরই। ইহা দুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্রের গুণ—রুক্ষ, গুরু, বাতশ্লেষ্মহর, অর্শোঘ্ন, দীপন, অম্ল ও মন্দাগ্নিনাশক। বৃহতের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, বাতবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, বাগ্‌দোষনাশক, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর।

লোণী, যুক্তপ্রদেশের মিরাট্ জেলার গাজিয়াবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন শ্রীভ্রষ্ট ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও সেই কীর্ত্তিস্মৃতি বহন করিতেছে। মোগলসম্রাট্‌গণ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া প্রায়ই এখানে আসিতেন। তাঁহাদের প্রাসাদ শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদশাহ এখানে একটী উপবন ও দীর্ঘিকা স্থাপন করান। ঐ দীর্ঘিকা ও উপবনে জল আনাইবার জন্য প্রথমে তাঁহারই উদ্যোগে পূর্ব্ব-যমুনা-খাল কাটা হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের মহিষী জিনাৎ মহল উদ্দীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোভিত একটী সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।. উহার মধ্যে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত গুম্বেজশোভিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন তথায় মোগল-রাজবংশধরগণের আরও অসংখ্যকীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই নগর মোগলাধিকার হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌন্দর্য্যহীন।

লোত, (পুং ক্লী) লুনাতীতি লু (হসিমৃগ্রিণিতি। উণা° ৩।৮৬) ইতি তন্। ১ স্তেয়ধন। ২ লোপ্ত্র, লোত্র, লুম্প। ৩ নেত্রাম্বু। ৪ চিহ্ন। ৫ লবণ। ৬ অশ্রুপাত।

লোত্র (ক্লী) লুনাতীতি লু-(সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্, যদ্বা লা (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) ইতি উত্র। লোত, নেত্রজল।

লোদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ মুসলমান রাজবংশ। [ভারতবর্ষ দেখ।]

লোধ (পুং) রুধ-অচ্, রস্য লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

লোধরান্, পঞ্জাবপ্রদেশের মূলতান জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯°২১´৪৫´´ হইতে ২৯°২৯´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪´ হইতে ৭১°৫১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল।

এই দেশভাগ শতদ্রুনদীকূলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত ও বালুকাময় হওয়ায় এখানে শস্যাদি উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা নাই। গম, জুয়ার, বজ্‌রা, তূলা, যব ও নীল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। লোধরান্ নগরে একজন তহসীলদার থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের

বিচার করেন। এই তহসীলে সর্ব্বসমেত ১১৭টী নগর ও গ্রাম আছে।

লোধা, ঠগী দস্যুসম্প্রদায়ের মুসলমানবিভাগের একটী শাখা। ইহারা অযোধ্যার মুসলমান ঠগীবংশসমুদ্ভূত। নেপালের তরাই প্রদেশে ও অযোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে।

লোধি, কৃষিজীবী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথায় ইহারা কুর্ম্মী জাতির অনুরূপ। এক সময়ে ইহারা জব্বলপুর ও সাগর জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বুন্দেলখণ্ড হইতে মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তৎপরে কুর্ম্মীরা অনুমান ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দোয়াব হইতে তদ্দেশে গমন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধিরা 'লোধি পরদেশী' নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও ঘরামীর কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। কৃষিকার্য্যে কুর্ম্মীদিগের তুল্য; কিন্তু তাহাদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় নহে। ইহারা দাম্ভিক, অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নর্ম্মদা সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকার্য্য ব্যতীত ইহারা দস্যুর ন্যায় অপরের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের সূচনা দেখিলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়া আপনাদের অর্থাপহরণস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকে। মৃগয়ায় ইহারা বিশেষ পটু। ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দূরস্থ শিকার পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত। এই কারণে ইহারা সর্ব্বতোভাবে সৈনিকের কার্য্য করিবার উপযুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহিত বিধবা পত্নী ও শাস্ত্রমতে পরিণীতা ভার্য্যায় কোনরূপ পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা বিধবা স্বজাতীয় না হইলে স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দূরসম্পর্কীয় হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহিতা পত্নীর সন্তানাদির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা পত্নীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান অধিকার।

লোধিকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হল্লার প্রান্তস্থিত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি এখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় সামন্তরাজবংশের মোট আয় ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৮৭৲ ও জুনাগড়ের নবাবকে ৪০৫৲ টাকা কর দিতে হয়। লোধিকা গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোণ্ডাল হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

লোধিখেরা, মধ্যভারতের ছিন্দবাড়া জেলার সৌসর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধির অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিত্তলের বাসন ও তামার হাঁড়ি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী স্থানবাসীরা উহা পরিধানার্থ ক্রয় করিয়া থাকে।

লোধ্র (পুং) রুণদ্ধীতি রুধ-বাহুলকাৎ রন্ রস্য লত্বম্। লোধবৃক্ষ। (Symplocos racemosa) লোধকাঠ। হিন্দী—লোধ, তৈলঙ্গ—তেল্ললোট্টুগচেট্টু, গর্জ্জ, লোদর, লোদ্দ্ুগ। মহারাষ্ট্র—হুরা। সংস্কৃত পর্য্যায়—গালব, শাবর, তিরীট, তিল্ব, মার্জ্জন, এই ৬টী শ্বেত লোধ্রের পর্য্যায়। রক্ত লোধ্রের পর্য্যায়—লোধ্র, ভিল্লতরু, তিল্বক, কাণ্ডকীলক, হেমপুষ্পক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অস্রনাশক, চক্ষুর হিতকর, বিষনাশক। (রাজনি°)

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমায়ুনের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, কোটার জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট পর্ব্বতমালার অত্যুচ্চ জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার কাষ্ঠ দৃঢ়, শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে।

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রঙ্ পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রঙ করিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। ঐ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি টাকায় ⁄৪ সের মাত্র বিক্রীত হয়। শিকড় চূর্ণ করিয়া আবীর প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাত্রেই দোলপর্ব্বে ঐ ফাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। [আবীর দেখ।]

উত্তেজক, বলকর ও রেচকাদি গুণযুক্ত হওয়ায় বৈদ্যকে এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

লোধ্রকবৃক্ষ (পুং) লোধ্র এব লোধ্রক স এব বৃক্ষঃ। লোধ।

লোধ্রপুষ্প (পুং) মধুকবৃক্ষ, চলিত মউল গাছ। (বৈদ্যকনি°)

লোধ্রপুষ্পক (পুং) শালিধান্যবিশেষ। (ভাবপ্র°)

লোধ্রপুষ্পিণী (স্ত্রী) হ্রস্বধাতকী, ক্ষুদ্র ধাইফুল। (বৈদ্যকনি°)

লোনারা, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রায় সার্দ্ধত্রিশতাব্দ পূর্ব্বে নিকুম্ভগণ মুহম্মদী হইতে

দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া এই স্থানের আদিম অধিবাসী কামান্গার-দিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার পূর্ব্বক বাস করে। এখনও নিকুম্ভগণ এই স্থানের সত্বাধিকারী রহিয়াছে।

লোনেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভোর গিরিসঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্ব্ব শাখার মধ্যে ইহা একটী প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারখানা থাকায় বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে। নগরের ২ মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটী সুন্দর গাথনীকরা বাঁধ আছে। ঐ বাঁধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা, প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মমন্দির, মেসনিক লজ্, রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ ষ্টোর প্রভৃতি বিদ্যমান দেখা যায়। নগর পার্শ্বে একটী সুন্দর বন আছে।

লোপ (পুং) লুপ-ঘঞ্। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব।

"সোঽহমিজ্যা বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ॥" (রঘু ১।৬৮)

৪ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্।

"সকলেভ্যো বিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী লোপবিধিস্তথা।
লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশো বিধির্ব্বলী॥" (দুর্গাদাস)

লোপক (ত্রি) নাশকারী, বিঘ্নকারী।

লোপন (ক্লী) লুপ-ল্যুট্। নাশন।

"কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥" (মনু ১১।৬২)

লোপাক্‌ (পুং) লোপং শীঘ্রমদর্শনমকতি প্রাপ্নোতীতি অক-অণ্। শৃগাল ভেদ। চলিত লেয়ো, খ্যাক্‌শিয়াল, ইহাকে লাঙ্গলকমৃগও কহে। (ত্রিকা°)

লোপাপক (পুং) লোপং দ্রুতমদর্শনং আপ্নোতীতি আপ-ণ্বুল্। শৃগাল ভেদ। (শব্দমালা)

লোপাপিকা (স্ত্রী) লোপাপক-স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। শৃগালী। (শব্দমালা)

লোপামুদ্রা (স্ত্রী) লোপয়তি যোষিতাং রূপাভিধানমিতি লোপা পচাদ্যণ্, আমুদ্রয়তি স্রষ্টুঃ স্বষ্টিমিতি আ-মুদ্রা-অণ্, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ, কিংবা ন মুদং রাতি অমুদ্রা পতিশুশ্রূষায়া লোপে অমুদ্রা। অগস্ত্যমুনির পত্নী।

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনে অগস্ত্যকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

"অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষভূতৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ॥
অর্ঘ্যং দদ্যুরগস্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥" (মলমাসতত্ব)

এই অর্ঘ্য দক্ষিণদিকে শঙ্খে জল রাখিয়া শ্বেতপুষ্প, অক্ষত ও চন্দনাদি রচনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দিতে হয়।

"শঙ্খে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পাক্ষতৈর্য্যুতম্॥
মন্ত্রেণানেন বৈ দদ্যাদ্দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ॥"

অর্ঘ্যদানমন্ত্র—

"কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥"

প্রার্থনামন্ত্র—

"আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদ তু॥"

লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

"লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে॥" (মলমাসতত্ব)

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। মহর্ষি অগস্ত্য একদা তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর মধ্যে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা কি জন্য এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগস্ত্য! তুমি পুত্র উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর, ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগস্ত্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি আপনাদের এই অভিলাষ পূর্ণ করিব। তৎপরে অগস্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু মনোমত কন্যা দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়া যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট, সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটী কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে বিদর্ভাধিপতি অপত্যের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্য আপনার জন্য নির্ম্মিতা এই কন্যা বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। রাজা এই কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। ক্রমে এই কন্যা যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল।

মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রতি হইয়াছে, অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন, রাজ্ঞীও কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্রা রাজা ও রাজ্ঞীকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি

আমায় ঋষিকে সম্প্রদান করুন। অনন্তর বিদর্ভরাজ কন্যার বাক্যানুসারে বিধিপূর্ব্বক অগস্ত্যকে এই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যালাভ করিয়া কহিলেন, তুমি এখন বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর বল্কল পরিধান কর। লোপামুদ্রা স্বামীর আজ্ঞানুসারে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর-বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অগস্ত্যের অনুগমন করিলেন।

অগস্ত্য গঙ্গাতীরে আসিয়া অনুকূলা সহধর্ম্মিণীর সহিত উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা অগস্ত্য তপঃপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যাভিজ্ঞতা, জিতেন্দ্রিয়তা শ্রী ও রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতিমানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা অতিশয় লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, আপনি অপত্যার্থে ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমার অভিলাষ এইরূপ যে, আমার পিতৃগৃহে যেরূপ শয্যা, বসন ও ভূষণাদি ছিল, তদ্রূপ শয্যা ও বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া আমি আপনার সহিত সঙ্গত হই। তখন অগস্ত্য কহিলেন, আমি তপস্বী, রাজোচিত বসন ভূষণ ও শয্যা কোথায় পাইব? তাহাতে লোপামুদ্রা কহিলেন, আপনি তপোধন, তপঃপ্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতে পারে। অগস্ত্য কহিলেন, ইহা সত্য, এরূপ করিলে আমার তপোবিঘ্ন ঘটিবে, অতএব যাহাতে আমার তপোবিঘ্ন না হয়, এইরূপ আদেশ কর। তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি ব্যতীত আপনার নিকটবর্ত্তিনী হইতে আমার কোন প্রকারে ইচ্ছা হইতেছে না, এবং কোনরূপে আপনার ধর্ম্মলোপ করিবারও আমার ইচ্ছা নাই; অতএব যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, এরূপে আপনি আমার অভিলাষ সম্পাদন করুন। ইহাতে অগস্ত্য কহিলেন, সুভগে! যদি তোমার এই প্রকার অভিলাষ দৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা করি, এখানে থাকিয়া তুমি যথাভিলষিত আচরণ কর।

তখন অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি আমাকে অন্যের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং বিভাগানুসারে যথাশক্তি ধনদান করুন। তখন রাজা শ্রুতর্ব্বা আপনার আয়ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য না থাকায় তাঁহাকে কহিলেন, আমার এই আয় ও ব্যয় পরীক্ষা করিয়া যাহা আপনার অভিমত হয়, তাহা গ্রহণ করুন। তখন অগস্ত্য রাজার আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া এবং তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিলে রাজা ও প্রজার ক্লেশের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া ধনগ্রহণ করিলেন না এবং রাজা শ্রুতর্ব্বার সহিত ব্রধ্নশ্বের নিকট গমন করিলেন, তথায় কৃতকার্য্য না হইয়া পুরুকুৎস ত্রসদস্যু প্রভৃতির নিকট গমন করিলেন, তথায়ও অপরিমিত অর্থ না থাকায় বাতাপির ভ্রাতা ইল্বল দানবের নিকট গমন করিলেন। ইল্বল মেষরূপধারী বাতাপির মাংসে ঋষিকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর ইল্বল বারংবার বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন অগস্ত্য কহিলেন আমি বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি, তখন ইল্বল অতি বিষণ্ণ ও ভীত হইয়া ঋষিকে প্রচুর ধন দিলেন।

তখন রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অগস্ত্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, ভগবন্! আপনি অতি পবিত্র এবং বলবান্ একটী পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি তথাস্তু বলিয়া লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হইলেন। লোপামুদ্রা গর্ভবতী হইলে, ঋষি বনগমন করিলেন। লোপামুদ্রা ৭ বৎসর গর্ভধারণ করিয়া একটী পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় রূপবান্। ঋষিগণ ইহার নাম ইধ্মবাহ রাখিলেন। এই ইধ্মবাহও তপঃপ্রভাবে পিতারই অনুরূপ হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব ৯৫-৯৮ অঃ)

লোপামুদ্রাপতি (পুং) লোপামুদ্রায়াঃ পতিঃ। অগস্ত্য।

লোপাশ (পুং) খ্যাকশিয়ালের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট শৃগালভেদ।

লোপাশক (পুং) লোপং আকুলীভাবং চকিতমশ্নাতি অশ-ণ্বুল্। শৃগালভেদ। (হারাবলী)

লোপাশিকা (স্ত্রী) লোপাশক-স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। শৃগালী।

লোপিন্ (ত্রি) ক্ষতিকারক। মন্দকারী। বিলোপকারী।

লোপ্তৃ (ত্রি) নিয়মভঙ্গকারী। ক্ষতি-কারক।

লোপ্ত্র (ক্লী) লুপ-ষ্ট্রন্। ১ স্তেয়ধন, লোত।

"তে তত্রাবসথে লোপ্ত্রং দস্যবঃ কুরুসত্তম।
নিধায় চ ভয়াল্লীনাস্তত্রৈবানাগতে বলে॥" (ভারত ১।১০৭।৫)

লোপ্ত্রী (স্ত্রী) লোপ্ত্র-ষিত্বাৎ ঙীষ্। লোপ্ত্র। (শব্দরত্না°)

লোপ্য (ত্রি) লোপযোগ্য।

লোভ (পুং) লুভ-ঘঞ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের জিনিস লইবার ইচ্ছা। পর্য্যায়—তৃষ্ণা, লিপ্সা, বশ, স্পৃহা, কাঙ্ক্ষা, শংসা, গার্দ্ধ্য, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, তৃষ্, মনোরথ, কাম, অভিলাষ। (হেম)

ইহার লক্ষণ—

"পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে।
অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৬ অ°)

পরবিত্তাদি দেখিয়া তাহা লইবার জন্য হৃদয়ে যে অভিলাষ হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ব্রহ্মার অধর দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

"ভ্রূমধ্যাদভবৎ ক্রোধো লোভশ্চাধরসম্ভবঃ॥" (মৎস্যপু° ৩ অ°)

গীতায় লিখিত আছে যে, নরকের তিনটী দ্বার, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এইজন্য সর্ব্বতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্ত্তব্য।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" (গীতা ১৩অ°)

জগতে একমাত্র লোভ হইতেই যত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, লোভই পাপের প্রসূতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাপের কারণ, জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

"লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্য প্রসূতির্লোভ এব চ।
দ্বেষক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্য কারণম্॥
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্॥
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা সুহৃত্তমম্।
লোভাবিষ্টো নরো হন্তি স্বামিনং বা সহোদরম্॥" ইত্যাদি।
(নানা পুরাণাদি নীতিশাস্ত্র)

লোভন (ক্লী) লুভ-ল্যুট্। ১ লোভ। ২ মাংস। (বৈদ্যকনি°)

লোভনীয় (ত্রি) লুভ-অনীয়র্। লোভার্হ, লোভের উপযুক্ত।

লোভয়ান (ত্রি) লোভোদ্রেককারী।

লোভা (দেশজ) লোভী।

লোভিন্ (ত্রি) লোভোঽস্যাস্তীতি লোভ-ইনি। লোভযুক্ত, লুব্ধ। পর্য্যায়—গৃধ্নু, গর্দ্ধন, লুব্ধ, অভিলাষুক, তৃষ্ণক, লোলুভ, লিপ্সু। (হেম)

লোভ্য (ত্রি) লুভ্যতে ইতি লুভ-যৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্হ। (পুং) ২ মুদ্গ। (হেম) ৩ হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

লোম [লোমন্] (ক্লী) ১ লাঙ্গূল। ২ রোম। পর্য্যায়—তনুরুহ, শরীরস্থ কেশ। মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্য জীববিশেষের গাত্রচর্ম্মোপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূচ্যগ্র ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মজ্জাজ শারীর কেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রোঁয়া বলিয়া প্রচলিত। ত্বকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার অপর একটী নাম তনূরুহ বা তনুরুট্ হইয়াছে। যে বিবরে মূলদেশ রাখিয়া এই সকল শরীরস্থ কেশচয় পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা লোমকূপ নামে কথিত।

জীবদেহবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীর বিভিন্ন অংশে অতি সূক্ষ্ম হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার ও বৃহদায়তন লোমরাজি বিরাজিত দেখা যায়। স্থান পার্থক্যানুসারে উহাদের বর্ণও ভিন্ন। বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মনুষ্য শরীরের মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমূল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘোর কৃষ্ণকুন্তল হইতে ক্রমে কৃষ্ণমিশ্র লোহিত ও লোহিতাভ লোমরাজির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ গুলি সাধারণতঃ কেশ বা কুন্তল, চুল, লোম, রোঁয়া প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়ে সন্নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়ও মাথার কেশ ও গাত্রলোমের পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যের গাত্রলোম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা বিশেষ কোন কাজে আইসে না। মনুষ্য জাতির কেশচয় বিশেষতঃ রমণীকুলের আলুলায়িত কুন্তলদাম দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন প্রয়াগতীর্থে পুরুষ ও রমণীগণের মস্তকমুণ্ডনের বিধি আছে, ঐ সকল সুদীর্ঘ কেশচয় তথায় রক্ষিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। উহাতে দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী নানা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশে "চুলের দড়ি" দিয়া বেণী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রোমক কর্ত্তৃক কার্থেজ নগরী অবরুদ্ধ হইলে কার্থেজনিবাসিনী বীরনারীগণ রাজধানী রক্ষা কামনায় স্ব স্ব শিরোভূষণ সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [রোম-সাম্রাজ্য দেখ।]

শারীরিক রোমসংস্থান লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পাদ পশুশ্রেণীকে আবার স্বল্পলোমা ও অতিলোমা নামক দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তিব্বত দেশীয় ছাগ, ভেড়া, কাবুলী দুম্বা, চামরীগো (yak) এবং আইবেক ও লাহুলের ৎসোদ্‌কি নামক হরিণজাতির লোম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন দেশীয় কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর গাত্রে বহুল পরিমাণে লোম জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশের বন্য ভল্লুকের এবং সুমেরু প্রদেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী শ্বেতকায় ভল্লুকজাতির গাত্রেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। মহিষ, বরাহ প্রভৃতি স্বল্পলোমা পশুর লোম বিশেষ কোন কার্য্যে আইসে না। বরাহের পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘাকার খোঁচা খোঁচা এক প্রকার কঠিন লোম উৎপন্ন হয়, উহা "শূকরের কুঁচি" নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে ব্রুস্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের মাথার কেশ বা জটাগুলি কেশর; অশ্বের মস্তক ও গ্রীবাদেশস্থ বিলম্বিত কেশরাশি চুল, ঝুঁট এবং পুচ্ছের কেশগুলি বালামচি; এতদ্ভিন্ন প্রায় অপর সকল পশুর গাত্রাবরণ চুলগুলি "বাল" বা রোম নামে পরিচিত।

দ্বিপাদ ও খেচর পক্ষিজাতির ডিম্বোদ্ভেদনের পর শাবকগুলির গাত্রত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলী দেখা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহা পালকে পর্য্যবসিত হইয়া মাংসপিণ্ডকে আবৃত করিয়া ফেলে। তখন আর বড় সেই লোমগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বাদুড় জাতির গাত্রে পালক জন্মিয়া ক্রমশঃ লোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উভচর অর্থাৎ স্থলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, জলইন্দুর, ভোঁদড়, উদ্বিড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম দেখা যায়। ইহাদের লোম এতাদৃশ মসৃণ যে, জলমগ্ন হইয়া উপরে উঠিলে গাত্রলোম কদাচ জলসিক্ত হয়। পদ্মানদীতীরবাসী জালিকেরা "উদ্বিড়াল" পোষে। উহারা নদীবক্ষে নামিয়া মাছ তাড়াইয়া আনে।

মনুষ্যের কেশ, সিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীবালোম ও কালামৃচী মোটা হয় বলিয়া তাহা সূক্ষ্মকার্য্যের উপযোগী নহে, উহাতে দড়ি, চেন, চেটাই প্রভৃতি বয়ন করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে; কিন্তু তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, কির্গাণ, বোখারা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশজাত ছাগাদি পশুর গাত্রলোম সূক্ষ্মতম এবং অপেক্ষাকৃত নিবিড় হওয়ায় শাল, রামপুরী চাদর, পট্টু, নামদা, লুই, মলিদা, কম্বল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবস্ত্র-প্রস্তুতোপযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে ঐ ঘন সন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম লোমরাজি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দেশবাসী বণিক্‌গণ ছাগাদি পালন করিয়া বৎসর বৎসর পশম ছাঁটিয়া লইতেছে। চাঙ্গথান্, তুর্ফান ও কির্ম্মাণের সাদা পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহাতে একমাত্র কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উষ্ট্রের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়।

পাট, শণ বা কার্পাস সূত্রের সহিত রঙ্গীণ পশম বিনাইয়া বুনিলে 'কার্পেট' নামক আসন প্রস্তুত হয়। পারস্য ও তুর্কিস্থানে পাটযুক্ত কার্পেট-বয়নের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্তু ভারতে পাকান কার্পাসসূত্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধু, আগ্রা, মীর্জাপুর, জব্বলপুর, বরঙ্গল, মসলিপত্তন ও মলবার প্রভৃতি স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন পশমী শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। বারাণসীক্ষেত্রে এখনও মখমলের কার্পেট ও মুর্শিদাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। [বিস্তৃত বিবরণ পশম ও শাল শব্দে দেখ।]

লোমক (ত্রি) লোমযুক্ত।

লোমকরণী (স্ত্রী) মাংসচ্ছদা, মাংসরোহিণী ভেদ। (রাজনি০)

লোমকর্কটী (স্ত্রী) অজমোদা। (বৈদ্যকনি০)

লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্তৌ কর্ণৌ যস্য। ১ শশক।

"লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ।" (ভাবপ্র০)

(ত্রি) ২ লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট।

লোমকাগৃহ (ক্লী) স্থানভেদ। (পা ৬।৩।৬৩)

লোমকিন্ (পুং) পক্ষী।

লোমকীট (পুং) উকুণ নামক কীট।

লোমকূপ (পুং) ত্বক্‌রন্ধ্র, লোমের গোড়ার ছিদ্র। শরীরে যত লোম, ততগুলি লোমকূপ আছে।

"সন্তি যাবন্তি রোমাণি তাবন্তি লোমকূপকাঃ।" (ভাবপ্র০)

লোমগর্ত্ত (পুং) লোমকূপ।

লোমঘ্ন (ক্লী) লোমানি হন্তীতি হন-টক্। ১ ইন্দ্রলুপ্তক, চলিত টাক্। (ভূরিপ্রয়োগ) (ত্রি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক।

লোমদ্বীপ (পুং) শোণিতজ ক্রিমিভেদ। (চরক চি০ ৭ অ০)

লোমধি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ১২।১।২৫)

লোমন্ (ক্লী) লূয়তে ছিদ্যতে ইতি লূ-(নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপ্মন্ ধ্যামন্। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শরীরস্থ কেশ, পর্য্যায় তনূরুহ, তনুরুহ, রোম, তনুরুট্। (শব্দরত্না০)

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ প্রভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"

মুণ্ডকোপনিষদে ১।১।৭।

গর্ভস্থিত বালকের ষষ্ঠমাসে লোম জন্মে। এই জন্য ৬মাস গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্ম্মে অধিকার থাকে না।

"ষষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিতা।
উদরস্থস্য বালস্য নখলোমপ্রবর্ত্তনাৎ॥" (স্মৃতি)

অস্থির মল লোম, ইহা শরীরে অসংখ্য হয়।

"অস্থো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তি হি।" (বৈদ্যক)

লোমন (পুং) পাণিনীয় অধর্চ্চাদি গণোক্ত শব্দ। (পা০ ২।৪।৩১)

লোমপাদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্যস্য। অঙ্গদেশীয় রাজবিশেষ। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গমুনির শ্বশুর। মহাভারতে লিখিত আছে যে, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। কোন সময় রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এইজন্য তাঁহার রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়। এই অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য তিনি ছলক্রমে বেশ্যাদ্বারা বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং নিজ কন্যা শান্তাকে ইহার হস্তে সম্প্রদান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ

অঙ্গরাজ্যে আগমন করিবামাত্রই পর্জ্জন্যদেব কামবর্ষী হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব ১১০-১১২ অ০)

লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা।

লোমপাদপূ (স্ত্রী) লোমপাদস্য পূঃ। পুরীবিশেষ, পর্য্যায় চম্পা, মালিনী, কর্ণপূ। (হেম) প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই নগরীকে বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন।

লোমপ্রবাহিন্ (ত্রি) লোমং প্রবাহতীতি প্র-বহ-ণিনি। লোমযুক্ত শরাদি।

লোমফল (ক্লী) লোমযুক্তং ফলং। ভব্যফল, চলিত চালতা।

লোমমণি (পুং) লোমনির্ম্মিত কবচ, পোট্টলি।

লোময়ুক (পুং) ১ উকুণ। ২ রোমনাশক কীট, পশমীশালের মধ্যে সূত্রাকার যে সকল কীট জন্মিয়া পশম কাটিতে থাকে।

লোমবৎ (ত্রি) রোম সদৃশ। রোমযুক্ত।

লোমবাহন (ত্রি) ১ লোমবহুল। ২ রোমযুক্ত।

লোমবাহিন্ (ত্রি) রোমবাহী (শরাদি)।

লোমবিবর (ক্লী) লোম্নাং বিবরং। লোমকূপ।

লোমবিধ্বংস (পুং) কৃমি। (বৈদ্যকনি০)

লোমবিষ (পুং) লোম্নি বিষং যস্য। ব্যাঘ্রাদি। (হেমচ০)

লোমবেতাল (পুং) অপদেবতাভেদ। (হরিবংশ)

লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যস্যেতি লোমন্ 'লোমাদিভ্যঃ শঃ' ইতি শ। ১ মুনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই মুনির নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব লোমশযুধিষ্ঠিরস০) (ত্রি) ২ অতিশয় রোমান্বিত, যাহাদের গাত্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে যে, লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ ব্যক্তি প্রায়ই দুঃখী হয়।

"কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।" (সামুদ্রিক)

যে ধান্য চুরি করে, পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ধান্যং হৃত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সংপ্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১১।১১৯)

৩ মধ্বালু, চলিত মউ আলু। ৪ ধাতুকাশীশ। ৫ মেষ। ৬ কোকড় নামক বিলেশয় মৃগ। (রাজনি০)

লোমশকর্ণ (পুং) শশক। (সুশ্রুত সূ০ ৪৬ অ০)

লোমশকান্তা (স্ত্রী) লোমশঃ কান্তো যস্যাঃ। কর্কটী, কাকুড়।

লোমশচ্ছদ (পুং) দেবতাড় বৃক্ষ, চলিত দেয়াতাড়া। (পর্য্যায়-মুক্তা০) ২ পীত দেবদালী। (ত্রিকা°)

লোমশপত্রা (স্ত্রী) পীত দেবদালী। (বৈদ্যকনি°)

লোমশপত্রিকা (স্ত্রী) লোমশপত্রা।

লোমশপর্ণিনী (স্ত্রী) লোমশং পর্ণমস্ত্যস্যা ইতি ইনি ঙীপ্। মাষপর্ণী।

লোমশপুষ্পক (পুং) লোমশানি পুষ্পাণি যস্য, কপ্। শিরীষবৃক্ষ। (রাজনি°)

লোমশমার্জ্জার (পুং) লোমশো লোমবহুলো মার্জ্জারঃ। মার্জার বিশেষ, গন্ধমার্জার, গন্ধনকুল। পর্য্যায়—পূতিক, মারজাতক, সুগন্ধী, মূত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনি°)

ইহার মুষ্কগুণ—বীর্য্যবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, কণ্ডু ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক, চক্ষুর হিতকর, সুগন্ধ, স্বেদ ও গন্ধনাশক।

"গন্ধমার্জারবীর্য্যন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ।

কণ্ডুকোষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

লোমশবক্ষস্ (ত্রি) লোমাচ্ছাদিত বক্ষ বা বপুঃ।

লোমশসক্থি (ত্রি) পশ্চাদ্ভাগে লোমযুক্ত। শুক্লযজুঃ (২৪।১)-ভাষ্যে মহীধর "বহুরোমপুচ্ছিকা' অর্থ করিয়াছেন।

লোমশা (স্ত্রী) লোমানি সন্ত্যস্যা ইতি লোমন্-টাপ্। ১ কাকজঙ্ঘা। ২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বচা। ৪ শূকশিম্বি। ৫ মহামেদা। ৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (মেদিনী) ৮ অতিবলা। (বিশ্ব) ৯ শণপুষ্পী। ১০ এর্ব্বারু। ১১ গন্ধমাংসী। ১২ কাকোলী, কাঁকলা। ১৩ মিষী, চলিত মউরী। (রাজনি০)

লোমশাতন (ক্লী) লোম্নাং শাতনং। লোমপাতন, লোমনাশক। ঔষধবিশেষ, এই ঔষধ লোমস্থানে লাগাইয়া দিলে লোম আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিতাল ও শঙ্খচূর্ণ, কদলীদলভস্মের সহিত একত্র করিয়া লোমস্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিতাল, তণ্ডুলীফল এবং লাক্ষারস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোমশাতন হয়। কলিচূণ, হরিতাল, শঙ্খ, মনঃশিলা, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ লোমশাতন হয়।

"হরিতালং শঙ্খচূর্ণং কদলীদলভস্মনা।

এতদ্দ্রব্যেণ চোদ্বর্ত্ত্য লোমশাতনমুত্তমম্॥

লবণং হরিতালঞ্চ তণ্ডুল্যাশ্চ ফলানি চ।

লাক্ষারসসমাযুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্॥

সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খশ্চৈব মনঃশিলা।

সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেণ পেষয়েৎ।

তৎক্ষণোদ্বর্ত্তনাদেব লোমশাতনমুত্তমম্॥" (গরুড়পু° ১৮৫অ°)

বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপক্ব করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। (ভৈষজ্যধন্বন্তরি বশীকরণাধি০)

লোমশী (স্ত্রী) কর্কটী বিশেষ। (বৈদ্যকনি০)

লোমশ্য (ক্লী) লোমবহুলতা।

লোমসংহর্ষণ (ক্লী) লোমহর্ষণ।

লোমসার (পুং) মরকত মণি।

লোমসিক (স্ত্রী) লোপাসিকা, শৃগালী।

লোমহর্ষ (পুং) লোম্নাং হর্ষঃ। ১ রোমাঞ্চ, পুলক।

"বেপথুশ্চ শরীরে মে লোমহর্ষশ্চ জায়তে।" (গীতা ১ অ০)

২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৫।১২।১৩)

লোমহর্ষণ (ক্লী) লোম্নাং হর্ষণমিব। ১ রোমাঞ্চ। লোম্নাং হর্ষণমস্মাদিতি। (ত্রি) ২ লোমহর্ষকারক।

"তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।

ববর্ষুঃ শরজালানি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥" (ভারত ৬।৬৭।১৩)

(পুং) বিচিত্রপুরাণকথাশ্রবণাৎ লোম্নাং হর্ষণং উদ্‌গমো যস্মাৎ। ৩ সূত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া সূতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥"(বিষ্ণুপু° ৩।৭ অ°)

কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্ষণ বলরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন।

"তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।

বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎস্ববাঞ্ছয়া ॥" (কল্কিপু০ ২৭অ০)

লোমহর্ষণকৃত সংহিতাকে লোমহর্ষণিকা সংহিতা বলা যায়।

লোমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণ সম্বন্ধীয়।

লোমহর্ষিন্ (ত্রি) লোমহর্ষকারক।

লোমহারিন্ (ত্রি) লোমবাহিন্।

লোমহৃৎ (পুং) লোমানি হরতি নাশয়তীতি হৃ-ক্বিপ্। হরিতাল। (হেম)

লোমা (স্ত্রী) বচা। (বৈদ্যকনি০)

লোমায়য়নি (পুং) লোমায়ণের গোত্রাপত্য। প্রবরাধ্যায়ে লোমায়ণের অপত্যবাচক লৌমায়ন বা লৌতায়ণ শব্দ আছে।

লোমালিকা (স্ত্রী) লোমাল্যা লোমশ্রেণ্যা কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। শৃগালিকা। আলেয়া, খ্যাকশিয়ালী। (ত্রিকা০)

লোমাশ (পুং) শৃগাল।

লোমাশিকা (স্ত্রী) শৃগালী।

লোর্ম্মী (লুর্ম্মি), মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। এই সম্পত্তির অধিকারী একজন বৈরাগী। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে এইস্থান জায়গীর স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। ভূপরিমাণ ৯২ বর্গমাইল। লোর্ম্মীগ্রাম এখনকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোল (ত্রি) লোড়তীতি লুড়-বিলোড়নে অচ্। ১ চঞ্চল। ২ সাকাঙ্ক্ষ। (অমর) (পুং) ৩ তামসমনু। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৪১)।

লোলা (স্ত্রী) লোল-টাপ্। ১ জিহ্বা। ২ লক্ষ্মী। ৩ চঞ্চলা স্ত্রী।

"সর্ব্বাঙ্গমর্পয়ন্তী লোলা সুপ্তং ভ্রমেণ শয্যায়াং।

অলসমপি ভাগ্যবন্তং ভজতে পুরুষায়িতেব শ্রীঃ ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩৯)

৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—"দ্বিঃসপ্তচ্ছিদি লোলা ম্সৌ স্তৌ গৌ চরণে চেৎ।" উদাহরণ—"যুগ্মে যৌবনলক্ষ্মীর্বিদ্যুৎ বিভ্রমলোলা।

ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপো গোবিন্দোঽতিদুরাপঃ।

তদ্‌বৃন্দাবনকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভৃঙ্গসনাথে

শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিং ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

লোলাক্ষিকা (স্ত্রী) ঘূর্ণিতলোচনা।

লোলার্ক (পুং) লোলনামা অর্কঃ। সূর্য্য।

"ততো দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শঙ্করঃ।

কৃত্বা নামাস্য লোলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ ॥"(বামনপু° ১৫ অ°)

মহাদেব সূর্য্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্য সূর্য্যকে লোলার্ক কহে। (কূর্ম্মপু° ও কাশীখ°)

লোলিকা (স্ত্রী) লোলতীতি লুল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। চাঙ্গেরী। 'ক্ষুদ্রাদন্তশতাম্বষ্ঠা চাঙ্গেরী লোলিকা চ সা।' (জটাধর)

লোলিত (ত্রি) লুল-বিমর্দ্দে ঘঞ্ লোলঃ সোঽস্য জাতঃ ইতি। শ্লথ, চলিত ঝোলা।

লোলিম্বরাজ (পুং) বৈদ্যকনিঘণ্টু প্রণেতা। দিবাকরের পুত্র ও হরিহরের শিষ্য। ইনি চমৎকার-চিন্তামণি, রত্নকলাচরিত্র, বৈদ্যজীবন, বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাস, বৈদ্যাবতংশ, হরিবিলাসকাব্য ও লোলিম্বরাজীয় নামে আরও কয়খানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

লোলুপ (ত্রি) গর্হিতং লুম্পতীতি লুভ-যঙ্ অচ্। অতিশয় লুব্ধ।

লোলুপতা (স্ত্রী) লোলুপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোলুপত্ব, লোলুপের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় লোভ।

লোলুভ (ত্রি) ভৃশং লুভ্যতীতি লুভ-যঙ্ অচ্। লোলুপ। অতিশয় লুব্ধ। "স্ত্রিয়োঽপীচ্ছন্তি পুংভাবং যং দৃষ্ট্বা রূপলোলুভাঃ।"

(কথাসরিৎসা° ১১৭।৪৬)

লোলুব (ত্রি) পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনশীল।

লোলুয়া (স্ত্রী) কর্ত্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

লোলোর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৮৬)

লোল্লট, কল্পবৃক্ষলতা নামক দীধিতিরচয়িতা।

লোল্লটভট্ট, কাব্যপ্রকাশধৃত আলঙ্কারিকভেদ।

লোবা, অযোধ্যাপ্রদেশের উন্নাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর, সই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৯´ উ° এবং দ্রাঘি°

৮১° ৩´ পূঃ। পূর্ব্বা ও উনাও নগরের সহিত এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইয়েছে।

লোবাগড়, পঞ্জাব প্রদেশের বন্নু জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। [মৈদানী দেখ।]

লোশশরায়ণি (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

লোষ্ট, সংহতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ লোষ্টতে। লিট্ লুলোষ্টে। লুট লোষ্টিতা। লুঙ্ অলোষ্টিষ্ট।

লোষ্ট (পুং ক্লী) লোষ্টতে ইতি লোষ্ট-ঘঞ্, যদ্বা লূয়তে ইতি লূ (লোষ্টপলিতৌ। উণ্ ৩।৯২) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ মৃত্তিকখণ্ড, চলিত ডেলা। পর্য্যায় লোষ্টু, দলি। (হেম) ২ লৌহমল। (রাজনি°) ৩ লেষ্টু। (অমর)

লোষ্টক (পুং) ১ মৃৎপিণ্ড। ২ তিলকাদি ধারণযোগ্য পদার্থ-বিশেষ।

লোষ্টঘ্ন (পুং) লোষ্টং হন্তীতি হন-টক্। লোষ্টভেদন। কৃষক-দিগের ভূম্যাদির মৃৎপিণ্ড-চূর্ণকারী যন্ত্রবিশেষ। (অমরটীকা ভরত)

লোষ্টদেব, দীনাক্রন্দনস্তোত্ররচয়িতা। রম্যদেবের পুত্র। ইনি শ্রীকণ্ঠচরিতপ্রণেতা মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন।

লোষ্টসর্ব্বজ্ঞ, একজন প্রাচীন কবি।

লোষ্টন্ (ক্লী) মৃৎপিণ্ড।

লোষ্টভেদন (পুং) ভিনত্তীতি ভিদ্-ল্যু, লোষ্টস্য ভেদনঃ। লোষ্টভঙ্গসাধন মুদ্গর, পর্য্যায় লোষ্টভেদন, লোষ্টঘ্ন, লোষ্টুঘ্ন, কোটিশ, কোটীশ। (অমরটীকা)

লোষ্টমর্দ্দিন্ (ত্রি) লোষ্টুঘ্ন।

লোষ্টময় (ত্রিং) লোষ্টস্বরূপে ময়ট্। লোষ্ট স্বরূপ।

লোষ্টবৎ (ত্রি) মৃত্বিকার। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। লোষ্ট স্বরূপ।

লোষ্টাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

লোষ্টু (পুং) লোষ্ট। (হেম)

লোষ্ট্র (পুং) লোষ্ট-রন্। লোষ্ট, ডেলা।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" (চাণক্য)

লোসর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া জেলার স্পিতিরাজ্যের অন্তর্গত পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৩৪০০ ফিট্ উচ্চ। পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে সুসমৃদ্ধ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষা° ৩২°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৭´ পূঃ।

লোহ (পুং ক্লী) লূয়তেঽনেনেতি লূ বাহুলকাৎ হ। (Ferrum, Iron) স্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত—লোহা, হিন্দী—লোওয়া, তৈলঙ্গ—ইনুমু। সংস্কৃত পর্য্যায়—লৌহ, জোঙ্গক, সর্ব্বতেজস, রুধির। তীক্ষ্ণ, মুণ্ড ও কান্তভেদে লৌহ তিন প্রকার। মুণ্ডলোহের পর্য্যায়—মুণ্ড, মুণ্ডায়স, দৃষৎসার, শিলাত্মজ, অশ্মজ। কান্তলোহের পর্য্যায়—আর, কৃষ্ণায়স। তীক্ষ্ণ লৌহের পর্য্যায়—তীক্ষ্ণ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডজ, অয়স, চিত্রায়স, চীনজ।

[বৈজ্ঞানিক বিবরণ লৌহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ রুক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলনাশক। (রাজনি°)

মনুতে লিখিত আছে যে, অশ্ম (প্রস্তর) হইতে লৌহের উৎপত্তি হয়।

"অদ্ভ্যোঽগ্নি-র্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি॥" (মনু৯।২৭২)

বৈদ্যকে লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং সুরৈর্য্যুধি।
উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ" ॥ (ভাবপ্র°)

পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়। লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহা সেবন বা ঔষধে ব্যবহার করিতে হইলে, শোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহই বিশেষ উপকারক। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডতা, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইজন্য উহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—লৌহের সূক্ষ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, পরে ঐ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়।

মারণবিধি—লৌহ শোধন করিয়া পরে উহার মারণ করিবে। বিশুদ্ধ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বারা পেষণ করিয়া পুটে পাক করিতে হইবে, পরে ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া তিনবার ও কুঠারছিন্নিকার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৬ বার পুটে পাক করিবে।

অন্য প্রকার—লৌহচূর্ণের দশ অংশের এক অংশ হিঙ্গুল নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটে পাক করিবে, এইরূপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লৌহ মারিত হয়।

অন্যবিধ—পারদের সহিত দ্বিগুণ গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী করিতে হইবে। পরে কজ্জলীর সমান পরিমাণ লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দিয়া দুই প্রহর কাল পেষণ করিতে হইবে। যখন উহা পিণ্ডাকৃতি হইয়া আসিবে, তখন

ঐ লোহপিণ্ড একটী তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া দুই প্রহরকাল রৌদ্রে রাখিবে, পরে এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। দুই প্রহর পরে ঐ লোহপিণ্ড উষ্ণ হইলে ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া শরা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে। তিন দিন পরে ঐ আচ্ছাদন তুলিয়া ফেলিয়া ঐ লোহ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ লৌহচূর্ণ চতুর্গুণ জলের সহিত দাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লৌহচূর্ণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুটে পাক করিবে, এইরূপে একবিংশতি বার পাক করিলে লোহ নিশ্চয়ই মারিত হয়।

মারিত লোহগুণ—তিক্ত ও কষায়মধুর রস,সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক ; কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, কৃমি ও কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে নয়রতি পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে।

(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে শোধনপ্রণালী।—কান্তলোহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ এবং সালিঞ্চাশাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, উহা রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মান, ওল, হাড়জোড়া, শুণ্ঠী, দশমূল, মুণ্ডিরী, তালমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ বা রসে পুট দিলে লৌহ শোধিত হয়।

লোহভস্ম—বিশুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লোহ তিন ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পাতা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটপাক করিতে হইবে, তৎপরে তিনদিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া পরে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এইরূপে লোহভস্ম হয়।

অন্যবিধ—লোহের বারভাগের একভাগ হিঙ্গুল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, পরে উহা ৭ বার পুটপাক করিলে লোহভস্ম হয়।

অন্যবিধ—গব্যঘৃত, গন্ধক এবং লোহ তপ্তখোলায় ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন এবং রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিলে লোহভস্ম হয়।

রসায়নে লোহ ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। ঘৃত, মধু, কুঁচ ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত লৌহভস্ম মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে রসায়নে প্রয়োগ করিবে।

গুণ—কৃষ্ণ-লোহ শোথ, শূল, অর্শ, কৃমি, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষদোষ, মেদ ও বায়ুনাশক, বয়ঃস্থাপক, গুরু, চাক্ষুষ্য, আয়ু, শুক্র, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসায়নশ্রেষ্ঠ। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, সর্ষপ, রশুন, মদ্য এবং অম্ল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ।

যে সকল ঔষধে লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম।

বৃহদ্‌গগনসুন্দর, ক্রব্যাদরস, নবায়সচূর্ণ, অষ্টাদশাঙ্গলোহ, খণ্ডখাদ্যলোহ, অগ্নিরস, ভূতভৈরবরস, লোহরসায়ন, স্বায়স্তুব গুগ্‌গুলু, গলৎকুষ্ঠারিরস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্পটীরস, বাতপিত্তান্তকরস, বিশ্বেশ্বররস, চিন্তামণিরস, জয়মঙ্গলরস, নন্দভৈরব, অঞ্জনভৈরব, রসরাজেন্দ্র, মৃতসঞ্জীবনীরস, কস্তুরীভৈরবরস, বৃহৎকস্তুরীভৈরব, স্বচ্ছন্দনায়ক, জ্বরাশনিরস, চন্দনাদি লৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ, মহারাজবটী, ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, বৃহজ্জ্বরান্তকলোহ, চূড়ামণিরস, ভীমচূড়ামণি, বৃহচ্চূড়ামণি, অমৃতার্ণবরস, অতিসারবারণরস, কলাঙ্কলোহ, পর্ণকলা বটী, গ্রহণীগজেন্দ্রবটী, পীযূষবল্লীরস, পঞ্চামৃতপর্পটী, গ্রহণীকপর্দ্দকপোটলী, গ্রহণীকপাট, অগ্নিকুমাররস, নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভ, বৃহন্নৃপবল্লভ, তীক্ষ্ণমুখরস, অর্শঃকুঠাররস, চক্ররস, নিত্যোদিতরস, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, মালাদ্যলোহ, চঞ্চৎকুঠাররস, পঞ্চাননবটী, পাশুপতরস, রসরাক্ষস, ত্রিফলাদ্যলোহ, শঙ্খবটী, বিড়ঙ্গাদিলোহ, নিশালোহ, ধাত্রীলোহ, প্রাণবল্লভরস, দার্ব্ব্যাদিলৌহ, সম্মোহ-লৌহ, লঘ্বানন্দরস, সুধানিধিরস, রক্তপিত্তান্তক রস, শর্করাদ্যলোহ, রাস্নাদিলোহ, কাঞ্চনাভ্ররস, বারিশোষণরস, সর্ব্বতোভদ্ররস, ত্রিকট্বাদ্য লৌহ, কটুকাদ্যলোহ, কৃষ্ণাদ্য লৌহ, সুবর্চ্চলাদ্য লৌহ, নিত্যানন্দরস, ভগন্দরহররস, কুষ্ঠকালানলরস, মহাতালেশ্বররস, অম্লপিত্তান্তকরস, লীলাবিলাসরস, পানীয়ভক্তবটিকা, ক্ষুধাবতীবটী, কালাগ্নিরুদ্ররস, নেত্রাশনিরস, নয়নামৃতরস, তিমিরহরলোহ, শিরোবজ্ররস, চন্দ্রকান্তরস, মহালক্ষ্মীবিলাসরস, প্রদরান্তকলোহ, মহারাজনৃপতিবল্লভরস, বৃহদগ্নিকুমাররস, বৃহল্লবঙ্গাদি বটী, কৃমিকালানলরস, কৃমিবিনাশরস, কৃমিরোগারিরস, ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ, ত্রৈলোক্যসুন্দররস, চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস, আমলকাদ্যলোহ, শতমূলাদ্যলোহ, রত্নগর্ভপোটলীরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, বৃহৎকাঞ্চনাভ্র লৌহ, মৃত্যুঞ্জয়রস, মহামৃত্যুঞ্জয়রস, প্রদরান্তক রস, সূতিকারিরস, মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, বৃহদ্রসশার্দ্দূল, ভীমরুদ্ররস, শ্রীমন্মথ রস, মন্মথেশ্বররস, পূর্ণচন্দ্ররস, কাশ্যহরলোহ, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, মকরধ্বজ, বসন্ততিলক রস, বসন্তকুসুমাকর রস, নীলকণ্ঠরস, মহানীলকণ্ঠরস, শিলাজত্বাদি লৌহ, যক্ষ্মকেশরিরস, বৃহচ্চন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা, পিত্তকাসান্তক রস, কাসসংহারভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সার্ব্বভৌমরস, মহোদধিরস, জয়া-

গুড়িকা, বিজয়াগুড়িকা, স্বচ্ছন্দভৈরব, শ্রীচন্দ্রামৃত লৌহ, বিজয়াবটী, লৌহপর্পটীরস, পিপুলাদ্যলৌহ, শ্বাসকাসচিন্তামণি, ভূতাঙ্কুশরস, উন্মাদভঞ্জনী, ইন্দ্রব্রহ্মবটী, বাতগজাঙ্কুশ, বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ, বাতনাশনরস, বাতকণ্টকরস, চতুর্মুখরস, গগনাদিবটী, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, গুড়ূচ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তকরস, মহাপিত্তান্তক রস, লাঙ্গল্যাদ্য লৌহ, বাতরক্তান্তকরস, আমবাতারিবটিকা, আমবাতেশ্বররস, বৃদ্ধদারাদ্য লৌহ, আমবাতগজসিংহমোদক, সপ্তামৃতলৌহ, চতুঃসমলৌহ, শূলরাজলৌহ, বিদ্যাধরাভ্র, বৃহদ্বিদ্যাধরাভ্র, শূলবজ্রিণী বটিকা, গুল্মকালানলরস, মহাগুল্মকালানলরস, গুল্মশার্দ্দূল, সর্ব্বেশ্বররস, বরুণাদ্য লৌহ, বৃহদ্বরিশঙ্কররস, মেহমুদ্গররস, মেঘনাদরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, মেহবজ্র, মেহকেশরী, যোগেশ্বররস, তালকেশ্বররস, গগনাদিলৌহ, সোমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, সোমেশ্বররস, বড়বাগ্নিলৌহ, বৈশ্বানরী বটী, রোহিতক লৌহ, লোকনাথ রস, বৃহল্লোকনাথরস, তাম্রেশ্বরবটী, অগ্নিকুমারলৌহ, যকৃদরিলৌহ, মৃত্যুঞ্জয়লৌহ, প্লীহাশার্দ্দূল, প্লাহারিরস, অর্শোহররস, পঞ্চামৃতরস, অগ্নিমুখলৌহ, চব্যাদি লৌহ, পঞ্চামৃতচূর্ণ, নবায়স লৌহ, যোগরাজলৌহ, লৌহামৃত, পঞ্চাস্যরস, মৃগাঙ্ক রস, বজ্রেশ্বররস, প্রাণত্রাণরস, কামকলারস, চিত্রকাদ্য চূর্ণ, ভূদাররস, গৌড়ারস, কৃষ্ণাদ্য লৌহ, বৃহত্ত্রিফলাদ্য লৌহ, লৌহগুড়িকা, কলায়গুড়িকা, লৌহগুগ্‌গুলু, মূত্রকৃচ্ছ্রহরলৌহ, শ্বদংষ্ট্রাদি লৌহ, মেঘবন্ধরস, মেঘদ্বিরদরস, শুক্রমাতৃকা বটিকা, উদরারিরস, উদকারিলৌহ, শোথোদরারি লৌহ, অগ্নিগর্ভবটিকা, যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহ, শ্লীপদারিলৌহ, ব্রণগজাঙ্কুশ, কাকণন্নবটী, লঙ্কেশ্বর রস, কুষ্ঠান্তকরস, বেতালরস, কুষ্ঠশৈলেন্দ্র রস, সর্ব্বসমলৌহ, অমৃতাঙ্কুরলৌহ, লৌহামৃতলৌহ, কালকচূর্ণ, রসাভ্রচূর্ণ, ভক্তপাবকগুড়িকা, ধাতুবন্ধরস, সুরসুন্দরীগুড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসন্দীপচূর্ণ, কামদূতরস, মদনসুন্দররস, রত্নগিরিরস, নবজ্বরেভসিংহ, পীযূষসিন্দূররস, ষড়াননরস, ভল্লাতক লৌহ, পাণ্ডুগজকেশরী, পাণ্ডুনিগ্রহরস, লৌহসুন্দররস, দ্বিহরিদ্রাদ্য লৌহ, কালকণ্টকরস, লৌহাভয়াচূর্ণ, বৃহৎ পানীয় ভক্তগুড়িকা, অগস্তিরস, বৈশ্বানররস ও পুষ্ট্যঙ্কুশ।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ মতে, সামান্য লৌহ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চলৌহ দ্বিগুণ গুণযুক্ত, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ অষ্টগুণ, কালিঙ্গ হইতে ভদ্র শতগুণ, ভদ্র হইতে বজ্র সহস্রগুণ, বজ্র হইতে পাণ্ডি শতগুণ, পাণ্ডি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ, এবং নিরঙ্গ হইতে কান্তলৌহ সহস্রকোটি গুণযুক্ত। লোহার উপরিভাগে যে ময়লা পড়ে, তাহাকে মণ্ডূর কহে, এই মণ্ডূরও ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°) [মণ্ডূর শব্দ দেখ।]

ব্রাহ্মণের লৌহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লৌহপাত্রে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার রৌরব নামক নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"যদা তু আয়সে পাত্রে পক্বমশ্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোঽপি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং রৌরবে পরিপচ্যতে॥"(মৎস্যসূক্ততন্ত্র)

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং সিদ্ধান্নমেব চ।
ভৃষ্টাদিকং মধুগুড়ং নারিকেলোদকং তথা।
ফলং মূলঞ্চ যৎকিঞ্চিদভক্ষ্যং মুনিরব্রবীৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

৩ লক্ষণান্বিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণছাগবিশেষ। (মনু ৩।২৭২)
৪ পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ।

"লোহান্ পরমকাম্বোজানূর্ষিকানুত্তরানপি।
সহিতাংস্তান্ মহারাজ! ব্যজয়ৎ পাকশাসনিঃ॥"(ভারত ২।২৭।২৫)

(ত্রি) ৫ রক্তবর্ণ। (ভারত ১।১।৩৬।২৩) (ক্লী) ৬ অগুরু।

লোহক (পুং ক্লী) লোহ শব্দার্থ।

লোহকণ্টক (পুং) লোহঃ কান্তোঽস্য। অয়স্কান্ত। (রাজনি°)

লোহকান্ত (ক্লী) লোহঃ কান্তোঽস্য। অয়স্কান্ত। (রাজনি°)

লোহকার (পুং) লোহং লৌহময়ং শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-অণ্। লৌহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"প্রখ্যাতাশ্চর্ম্মকারাশ্চ লোহকারাস্তথৈব চ।" (রামায়ণ ২।৯০।২৩)

লোহকারক (পুং) লোহং তন্ময়শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-ণ্বুল্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্য্যায় ব্যোকার, লোহকার, অয়স্কার, বর্ম্মকার, কর্ম্মার। (অমরভরত) জাতিমালার মতে, গোপালের ঔরসে ও তন্তুবায়ীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

"গোপালাত্তন্তুবায্যাং বৈ কর্ম্মকারোঽপ্যভূৎ সুতঃ।"(পরাশরপদ্ধতি)

লোহকারী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত অতিবলা দেবী।

লোহকিট্ট (ক্লী) লোহস্য কিট্টং। লোহমল, পর্য্যায়—কিট্ট, লোহচূর্ণ, অয়োমল, লোহজ, কৃষ্ণচূর্ণ, লোষ্ট। গুণ—মধুর, কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, পক্তিশূল, মেহ, গুল্ম ও শোফনাশক। (রাজনি°)
[মণ্ডূর শব্দ দেখ।]

লোহগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোরগিরিসঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটী নগর ও দুর্গ। খণ্ডলার দুইক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-জলদস্যু কান্‌হোজী অঙ্গ্রিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। শতাব্দ পরে, শেষ মরাঠা পেশ্‌বা বাজীরাঁওর সহিত ইংরাজের যুদ্ধকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি লেফ্‌টনাণ্ট-কর্ণেল প্রোথার এই স্থান অধিকার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে একজন সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে।

লোহগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

লোহঘাতক (পুং) কর্ম্মকার। যাহারা উত্তপ্ত লৌহে আঘাত করে।

লোহচারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ) লোহতারণী পাঠও দেখা যায়।

লোহচূর্ণ (ক্লী) লোহস্য চূর্ণং। লোহকিট্ট। (রাজনি°)

লোহজ (ক্লী) লোহাজ্জায়তে ইতি জন-ড। লোহকিট্ট, মণ্ডূর। (রাজনি°) ২ কাংস্য।

লোহজঙ্ঘ (পুং) ১ একজন ব্রাহ্মণ। (কথাসরিৎসা° ১২।৮৪) ২ জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

লোহজাল (ক্লী) ১ লৌহনির্ম্মিত জাল। ২ বর্ম্ম, সাঁজোয়া। ৩ লোহার পাত। 'রথং লোহজালৈশ্চ সংছন্নম্' (হরিবংশ)

লোহজিৎ (পুং) হীরক।

লোহতারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

লোহদারক (পুং) নরকভেদ।

"লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ॥" (মনু ৪।৯০)

লোহদ্রাবিন্ (পুং) লোহানি দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (রাজনি°) ২ অম্লবেতস। (পর্য্যায়মুক্তা°)

লোহনগর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৭।১৮৮)

লোহনাল (পুং) লোহস্য নালং দণ্ডো যত্র। নারাচ। (ত্রিকা°)

লোহপঞ্চক (ক্লী) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ ও সীসক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ত্রপু ও কান্তলোহ। বৈদ্যক মতে পঞ্চ লোহ বলিলে উক্ত পাঁচটী ধাতু লইতে হয়।

লোহপাশ (পুং) লৌহশৃঙ্খল। (হরিবংশ)

লোহপুর (ক্লী) একটী প্রাচীন নগর।

লোহপৃষ্ঠ (পুং) লোহস্যেব কঠিনং শ্যামলং বা পৃষ্ঠং যস্য। ১ কঙ্কপক্ষী। (অমর) (ত্রি) ২ লৌহময় পৃষ্ঠযুক্ত।

লোহপ্রতিমা (স্ত্রী) লোহস্য প্রতিমা। লোহময়ী প্রতিমা, পর্য্যায়—সূর্ম্মী, স্থূণা, শূর্ম্মি, শূর্ম্ম, শূর্ম্মিকা। (শব্দরত্না°)

লোহবদ্ধ (ত্রি) লৌহমণ্ডিত।

লোহময় (ত্রি) লোহ-স্বরূপে ময়ট্। লোহাত্মক, লোহ নির্ম্মিত।

লোহমারক (পুং) লোহং মারয়তি জারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শালিঞ্চ শাক (Achyranthes Triandra) (ত্রিকা°) ২ রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্যগণভেদ। এই গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক কহে, এবং ইহাকে ত্রিফলাদিগণও কহে।

"মাণঃ খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহ্বাং লোহমারকঃ।
গিরিশান্তনকঃ প্রোক্তঃ ত্রিফলাদিরয়ং গণঃ॥" (রসেন্দ্রসারস°)

এই গণ যথা—ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, পুনর্ণবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, শুণ্ঠী, দাড়িমপত্র, শলুফা, তুলসী, মুতা, ওল, গুড়ূচী, মণ্ডূকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাস, কুলিশ, কেশরাজ, মাণ, খণ্ডিত-কর্ণ, ও দার্ব্বীশাক, এই সকল দ্রব্য দ্বারা লোহে পুট দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

লোহমুক্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহমেখল (ত্রি) ১ ধাতুনির্ম্মিত মেখলাধারী। স্ত্রিয়াং টাপ্ লোহমেখলা, স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

লোহযষ্টি (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লোহর (ক্লী) জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লাহোর। (রাজতর° ৪।১৭৭)

লোহরজস্ (ক্লী) লোহকিট্ট। মরিচা।

লোহরাজক (ক্লী) রৌপ্য। রূপা।

লোহল (ত্রি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক্। ২ লোহগ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্য্য। শৃঙ্খলের প্রধান আচার্য্য বা বন্ধনীর বৃহদাকার গোলকড়া। (মেদিনী)

লোহলিঙ্গ (ক্লী) রক্তপূর্ণ স্ফোটকাদি।

লোহবৎ (ত্রি) লোহার সদৃশ।

লোহবর (ক্লী) লোহেষু সর্ব্বতৈজসেষু বরং। স্বর্ণ।

লোহবর্ম্মন্ (ক্লী) লোহার সাঁজোয়া।

লোহবাল (পুং) ধান্য বা তণ্ডুল জাতিভেদ।

লোহশঙ্কু (পুং) নরকভেদ। (মনু ৪।৯০) ২ লৌহনির্ম্মিত কীলক।

লোহশ্লেষণ (পুং) লোহানি সর্ব্বতৈজসানি শ্লেষয়তি যোজয়-তীতি শ্লেষি-ল্যু। টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (হেম)

লোহসঙ্কর (ক্লী) লোহানাং সঙ্করো যত্র। ১ বর্ত্তলোহ। ২ মিশ্রিত তৈজস।

লোহসিংহ (লোহসিং), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইল। এখানে ২৬খানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ প্রজাই গোঁড় ও খন্দজাতীয়। গ্রামসমীপবর্ত্তী স্থানে তাহারা চাসবাস করে। তদ্ভিন্ন অপর সকল স্থানেই শাল ও সর্জ্জ গাছের নিবিড় বন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদলনেতা সুরেন্দ্র শার অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দ্দার চন্দরু'র ভ্রাতা মধু ডাক্তার মুরকে নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদ্রোহ-শান্তির পর, ইংরাজরাজকে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করায় সর্দ্দার চন্দরু রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোহাকর (ক্লী) লোহস্য আকরঃ। লোহের আকর, লোহার খনি।

লোহাকর্ণ (ত্রি) লোহিতবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাত্যা°শ্রৌ°২২।১১।২৯)

লোহাখ্য (ক্লী) লোহমেব আখ্যা যস্য। ১ অগুরু। ২ লোহ।

লোহাগড়া, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মধুমতী নদীকুল হইতে অদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪১´ ৪০´´ পূঃ। এখানে গুড় ও চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। খাজুরা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এখানে চাউল খরিদের জন্য গুড় বিক্রয় করিতে আসে। ঐ গুড় হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ চিনি কলিকাতা ও বাখরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু দূরদেশ হইতে অনেক যাত্রী ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা দিতে আইসে।

লোহাঘাট (ঋক্ষেশ্বর), যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী সেনাবাস। ক্ষুদ্র লোহানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৮´ ১০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫৬২ ফিট্ উচ্চ। এই গোরাবারিকের চারি পার্শ্ব উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে এই নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ায় এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সেনাবাস ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এখানে চা'র চাস হইতেছে। আল্‌মোরা হইতে এই নগর ৫৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

লোহাগাঁও, যুক্তপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড বিভাগের অজয়গড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, আলাহাবাদ হইতে ১৯৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২´ ২৫´´ পূঃ। পান্না ও বান্দের-শৈলমালার মধ্যবর্ত্তী নিম্ন স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৭০ ফিট্ উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনানিবাস ছিল, পরে উহা পরিত্যক্ত হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে।

লোহাঙ্গারক (পুং) নরকভেদ।

লোহাচল (পুং) পর্ব্বতভেদ। মহিসুরের অন্তর্গত সন্দূররাজ্যে অবস্থিত একটী তীর্থ। লোহাচল বা কুমার মাহাত্ম্যে এই স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত আছে।

লোহাজ (পুং) লালবর্ণ ছাগজাতি।

লোহাজ-বক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

লোহাণ্ড (ত্রি) লালবর্ণ অণ্ডযুক্ত জীব বিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পাণিনি গৌরাদিগণ ৪।১।৪১)

লোহাভিসার (পুং) লোহানাং শস্ত্রাদীনাং অভিসারো যত্র। লোহাভিহার। (ভরত)

লোহাভিহার (পুং) লোহানামভিহারো যত্র। শস্ত্রধারী রাজাদিগের নীরাজনা বিধি। 'মহানবমীদীক্ষায়াং অশ্বাদীনাং নীরাজনে সতি পশ্চাৎ শস্ত্রধারিণাং রাজ্ঞাং যঃ শাস্ত্রোক্তো নির্ম্মঞ্ছন-প্রধানো বিধিঃ প্রস্থানাৎ প্রাক্ স লোহাভিহারঃ' (ভরত)

লোহামিষ (ক্লী) লাল লোমযুক্ত ছাগমাংস।

লোহায়স (ক্লী) তাম্র সংযুক্ত মিশ্র ধাতু।

লোহারডাগা, পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্ব্বতময় ভূভাগে ভূষিত। অক্ষা° ২২° ২৪´ হইতে ২৪° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২´ হইতে ৮৫° ৫৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরসীমায় শোণ নদী হাজারিবাগ, গয়া ও শাহাবাদ-জেলাকে পৃথক্ রাখিয়াছে; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে মীর্জাপুর জেলা এবং সরগুজা, যশপুর ও গাঙ্গপুর সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা। ইহার পূর্ব্ব-সীমার একপার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। রাঁচী নগর এখানকার বিচারসদর। বঙ্গেশ্বর ছোট লাটের অধীন স্থানীয় কমিসনর কর্ত্তৃক পরিচালিত।

প্রাকৃতিক গঠন-বৈলক্ষণ্য হেতু এই জেলা প্রধানতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা আসল ছোট নাগপুর, পঞ্চ-পরগণা ও পালামৌ উপবিভাগ নামে খ্যাত।

এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ায়, উহা আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্যকা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোন্নত ও বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতের সাতপুরা শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বত্রই ২০০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোড়ী পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া হাজারিবাগের মধ্য অধিত্যকায় মিলিত হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চ নিম্ন ভূমিতে পরিণত। ঐ ঢালু ভূমিতে স্তর কাটিয়া ধান্যের চাস হইয়া থাকে।

সিল্লী, রাহী, বুন্দু, বরৌদা ও তমাস লইয়া পঞ্চপরগণা ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকার ঘাট প্রদেশ হইতে পূর্ব্বাংশে মানভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন বাসিয়া পরগণার দক্ষিণাংশ, চৌরুপরগণা ও টোরী পরগণা ছোট নাগ-পুরের উত্তর ও মধ্য অধিত্যকার দক্ষিণে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিমুখী

অধিত্যকা-শাখা লইয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে যে উপবিভাগ হইয়াছে, তাহাই পালামৌ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র জেলাভাগ জনমানবপরিশূন্য উন্নত পর্ব্বতশিখর অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলে পূর্ণ। এই সকল শৈলমালা প্রধানতঃ পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্ব্বতময় প্রদেশ সর্ব্বত্রই প্রায় ১২০০ ফিট্ উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩০০০ ফিটেরও অধিক উর্দ্ধ দৃষ্ট হয়। রাঁচী নগরের পশ্চিমস্থ সারুশৃঙ্গ ৩৬১৫ এবং উত্তরদিক্স্থ ববোগাই বা মরঙ্গবরুচূড়া ৩৪৪৫ ফিট্ উচ্চ।

প্রকৃত ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালামৌ বিভাগে অধিকতর পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার ভূমিভাগ এতই ক্রমোচ্চনিম্ন যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর কোয়েল ও অমানৎ নদীদ্বয়প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র ধান্যাদি উৎপন্ন হয় না। এই জেলার সুবর্ণরেখা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তদ্ভিন্ন কাঞ্চী, কর্করী, অমানৎ, উরঙ্গা, কারু ও দেও নামক শাখা কয়টী উপরোক্ত নদীত্রয়ের কলেবর পুষ্ট করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

ছোট নাগপুরের উক্ত পর্ব্বতদ্বয় ব্যতীত পালামৌ বিভাগে বুলবুল্ (৩৩২৯ ফিট্), বুরী (৩০৭৮ ফিট্) ও কোতাম (২৭২১ ফিট্) নামে আরও তিনটী উচ্চ শৈল আছে। এই সকল পর্ব্বতের নিম্নদেশ বনকুন্দে ও পলাশবনে পূর্ণ। বরা-সৌদ, পালামৌ প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহুয়া, জামুন, করঞ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাষ্ঠ চেরাই হইয়া নদীবক্ষে ভাসাইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। বন-ভাগে কাষ্ঠ ব্যতীত মহুয়াফুল, জাম ও তুথফল, করঞ্জবীজ, লাক্ষা, তসর (গুটী), রজন, মধু, গঁদ ও আরারুট প্রভৃতি জন্মে। সেই বনপ্রান্তবাসী আদিম অধিবাসিবর্গ ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চূণা পাথর প্রধান। পলাশে বিভাগে তাম্র এবং সিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট উপত্যকায় নদীর বালুকাকণা বিধৌত করিয়া স্বর্ণ আহৃত হইয়া থাকে। কোয়েল হইতে অমানৎ নদীর উপত্যকার কতকাংশ পর্য্যন্ত এবং প্রায় পূর্ব্বপশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত আনুমানিক ২০০ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা ডাল্টনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কর্ণপুর কয়লার খনি দক্ষিণে তোরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানকার বনবিভাগে ব্যাঘ্র, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, বনবরাহ, হায়না, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীলগাই পাওয়া যায়। অপরা-পর ক্ষুদ্র জন্তু এবং শিকারযোগ্য পারাবত, হংসাদি পক্ষীরও অভাব নাই। নদী ও পার্ব্বত্য খাদ সমূহে নানাজাতীয় রুই, কাতলা প্রভৃতি মৎস্য জন্মে, তন্মধ্যে মহাশীর মৎস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার সীমাভুক্ত হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পূর্ব্বে এই স্থান পর্ব্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম "ঝারখণ্ড" আজিও সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যপ্রদেশের পরিচয় দিতেছে। সেই বিজন বনবাসে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী মুণ্ডাগণ ও পরে ওরাওনগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতে বাস করিতেছে। এই দুইটী জাতি একস্থানে বহুকাল আবদ্ধ থাকিলেও পরস্পরে বিবাহাদি যৌবনসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। পরস্পরে জাতীয় পার্থক্য রক্ষাপূর্ব্বক আজিও স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের উভয়েরই শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মণ্ডলের প্রবর্ত্তিত "পর্হা" প্রথায় ইহারা এক একটী গ্রামকর্ত্তা বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া তাঁহারই আদেশ পালনপূর্ব্বক রাজনিয়ম রক্ষা করিতে বাধ্য।

বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই বনান্তরাল প্রদেশে পার্ব্বত্য অনার্য্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে স্বেচ্ছা-বিহারী হইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের এই নৈসর্গিক শান্তিসুখ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহাদিগকে শাসনশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে রাজমান্য দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল সামাজিকতায় পদার্পণ করিতে চাহে নাই। তাহারা আনন্দহৃদয়ে বনবিহঙ্গমের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং কুটীর বাঁধিয়া একত্র এক একটী গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের আদেশ বা পরামর্শানুসারে দূরস্থ কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কাতর হইত না। তীর ধনুক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত।

অনার্য্য গ্রাম্য দলপতিগণ কালে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামন্ত-রাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের অধীনে ক্রমশঃ অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটী রাজশক্তি সংগঠন করিয়াছে। ঐ সকল গ্রাম্য দলপতির মধ্যে যাহারা দলবল লইয়া পর্ব্বতকক্ষস্থ ঘাটী বা গমনপথ শত্রুর আগমন হইতে রক্ষা করিত, তাহারা ঘাটবাল বা সর্দ্দার নামে পরিচিত।

ঐ সকল সর্দ্দারেরা এখন স্বদেশে ও স্বসমাজে পূর্ব্ববৎ পূজ্য। তথায় ইংরাজরাজের সুশাসন বিস্তৃত হইলেও, মুণ্ডা বা ওরাওন-নেতৃগণের কর্ত্তৃত্বের বিশেষ কিছুই খর্ব্বতা ঘটে নাই। তবে ইংরাজরাজত্বে বাস করিয়া আর তাহারা পূর্ব্ববৎ রণজয়ে অথবা লুণ্ঠন দ্বারা লব্ধ বন্দীকে নৃশংসরূপে হত্যা, ও অমানুষিক মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে তাহারা এখন শান্ত শিষ্ট।

অনুমান ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে মোগল-সৈন্য কোক্রা (আসল ছোট নাগপুর) অধিকার করে। ঐ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিজয় এবং হীরকপ্রাপ্তির সংবাদে দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোল্লাস হইয়াছিল। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপর্য্যুপরি পালামৌ আক্রমণ করিলে বিফলমনোরথ হন, অবশেষে শেষোক্ত বর্ষে দাউদ খাঁ পালামৌ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ঐ দুর্গ মধ্যে ৩০ × ১২ ফিট্ আয়তন একখানি সুবৃহৎ চিত্রপটে তাঁহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার অঙ্কন-পরিপাট্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ।

দাউদ কর্ত্তৃক পালামৌ দুর্গ-জয়ের পর হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে আর ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। শেষোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামন্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র জয়কৃষ্ণ রায় গদীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া জয়কৃষ্ণ একটী ক্ষুদ্রযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তদনন্তর তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মেগ্‌রা নামক স্থানে আসিয়া তথাকার কানুনগো উদ্‌বন্ত রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্‌বন্ত রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত রাজা রণজিৎ রায়ের পৌত্র গোপাল রায়কে পাটনায় আনিয়াছিলেন, পরে তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইয়া তথাকার ইংরাজ এজেণ্ট কাপ্তেন কার্ণাকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পালামৌ-রাজের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কানুনগোর প্রার্থনায় কাপ্তেন কার্ণাক গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি তৎকালীন পালামৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের সনদ দিয়া তদ্দেশ পরিত্যাগ করেন। তদবধি পালামৌ বিভাগ ইংরাজাধিকৃত রামগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, কানুনগো উদ্‌বন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক গোপাল রায় কারারুদ্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদীতে আরোহণ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, পাটনানগরে গোপালরায়ের মৃত্যু ঘটে; ঐ বৎসরই রাজা বসন্তরায় পরলোকগত হইলে চূড়ামণ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। তজ্জন্য বাকী খাজনার দাবিতে পালামৌ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাবত উহা স্বয়ং খরিদ করেন।

গয়াজেলার অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা ফতেনারায়ণ সিংহের সাহায্যলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট প্রত্যুপকার ও পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পালামৌ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজা ফতে নারায়ণ সুশৃঙ্খলে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক নানা অত্যাচার করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে প্রজাবর্গ তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট দানপত্রের সর্ত্ত রহিত করিয়া ঐ সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন এবং রাজাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহার বেহারস্থ সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ৩ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব কমাইয়া দেন।

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিবার পর, পালামৌ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ছোট নাগপুরে কোল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে "চুয়াড় বিদ্রোহ" নামে খ্যাত। ছোট নাগপুরের মহারাজের আত্মীয় ও অনুচর-গণের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের কারণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজের যত্নে উহা থামিয়া যায়। [মানভূম দেখ।]

এই ভীষণ বিদ্রোহে কোলগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা প্রশমিত হয় নাই। বহু-সংখ্যক গ্রাম লুণ্ঠিত ও দগ্ধ এবং নররক্তে কলুষিত হইবার পর গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি দস্যুদলনেতা ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেও আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশ আলোড়িত করিলেও পালামৌ বিভাগের কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এই বিদ্রোহের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনবিভাগীয় যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা হাজারিবাগ জেলার বিবরণী মধ্যে বিবৃত হইল। [হাজারিবাগ দেখ।]

উপরোক্ত চুয়াড়-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই চেরো ও খরবার জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অবিলম্বে তাহা থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার জাতি স্থানীয় রাজপুত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়।

ভোগ্‌তারণ এই বিদ্রোহে যোগদান করায় ক্রমশঃ তাহাদের দল বল পুষ্ট হইতে থাকে। ঐ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাদল পালামৌ নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া তথাকার রাজদ্বেষী ভূম্যধিকারী নীলাম্বর সিংহ ও পীতাম্বর সিংহের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া তুলে; ২৬ সংখ্যক মান্দ্রাজ পদাতিক দল এবং রামগড়ের কতকগুলি রাজভক্ত সেনার সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সাত বারওয়া দুর্গ সমক্ষে বিদ্রোহিদল পরাজিত হইলে নীলাম্বর ও পীতাম্বর বন্দিরূপে কারাগারে প্রেরিত হন, অবশেষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিচারে তাঁহাদের ফাঁসি হয়।

এই পর্ব্বতময় জেলায় সর্ব্বসমেত ৪টী নগর ও ১২১২৬ খানি গ্রাম আছে। আদমসুমারির তালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানে প্রায় ১৬|০ লক্ষ লোকের বাস। ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে আদিম কোল ও ওরাওনদিগের সংখ্যাই অধিক। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও অর্দ্ধ সভ্য ভূঁইয়া, খরবার, দোষাদ, গোঁড় প্রভৃতিকে গণনা করা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়া সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইতেছে। মুণ্ডা বা ওরাওন্দিগের মধ্যে অনেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও তত্ত্বান্বেষণতৎপর হইয়া আপনাদিগকে খৃষ্টান্ বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়াবাসী গ্রোস্‌নার সর্ব্বপ্রথমে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহার পর জর্ম্মাণ লুদারণ ইভাঞ্জেলিকান মিসন ও চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড মিসন পরস্পরে খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যবিস্তারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোহারডাগা নগরে এখানকার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তাহা রাঁচিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রাঁচিনগরের দক্ষিণে দোরেন্দার: গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটী না থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। রাঁচি নগরের ২ মাইল পূর্ব্বে ছুটিয়া নামক গণ্ডগ্রাম, ঐ গ্রামের নামে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালামৌ উপবিভাগের বিচার সদর ডাল্টনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীরবর্ত্তী গড়্‌বা নগর বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। রাঁচী নগরে মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। লোহারডাগা, গড়্‌বা ও দোরেন্দায় একএকটী চৌকি আছে।

রাঁচী নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত জগন্নাথপুর গ্রামে একটী গণ্ডশৈলের শিরোদেশে একটী সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা পুরীধামস্থ জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। দোইসা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার রাজপ্রাসাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ছোট নাগপুর রাজবংশের পূর্ব্বতন রাজগণ এখানে বাস করিতেন। তিল্‌মী গ্রামে ছোট নাগপুর রাজবংশের অন্যতম শাখা ও ঠাকুর উপাধিধারী সামন্ত রাজগণের বাস ছিল। আজিও তথায় তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাহাটু গ্রাম। এখানে মুণ্ডাদিগের একটী বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান দেখা যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুটিয়া গ্রামে ও ডাল্টনগঞ্জ নগরে বৎসরে দুইটী মেলা হয়।

এখানে প্রধানতঃ গম, যব, মক্কা, কাওনিদানা, মটর, ছোলা ও অন্যান্য তৈলকর শস্য, ধান্য, পাণ, তূলা, তামাক, তিল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাস হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য রাঁচী, লোহারডাগা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বুন্দু, গড়বা, নাগর, উঁওারি, সাতবারওয়া ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে আনীত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে গালা, রজন, ধুনা, তসরের গুটী, চামড়া ও বনজ ভেষজাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বুন্দুতে পাতগালার কারখানা আছে। পূর্ব্বে এখানে গালা রঙেরও কারবার ছিল। এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং পিত্তল ও লৌহনির্ম্মিত পাত্রাদি নির্ম্মাণের যথেষ্ট কারবার চলিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার সদর উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৮০৪ বর্গমাইল। বালুমাৎ, বারোয়া, বাসিয়া, বীরু, ছোরিয়া, কোরম্বে, লোধমা, লোহারডাগা, পালকোট, শীল্লি, তমাক, তোরপা ও রাঁচী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২৫´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৪৩´১৬´´ পূঃ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তথা হইতে ৪|৫ মাইল পূর্ব্বে রাঁচী নগরে স্থানান্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটী থাকায় এই নগরী বেশ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ মনোরম। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

লোহারা, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার ধামতারি তহসীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ১২০ খানি গ্রাম ও ৩৬৮ বর্গমাইল ভূমি লইয়া এই বিষয় গঠিত।

ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত ভাগে তেন্দুলা ও কর্করা নদী প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন শৈলগাত্রবাহী বহু নদী নালার শাখা প্রশাখা এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ জলাভাব ঘটে না। উক্ত পর্ব্বতমালার একাংশ দল্লীপাহাড় নামে খ্যাত। উহা প্রায় ২০০০ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতোপরিস্থ বন প্রদেশে

সেগুণ, বীজ, শাল, মহুয়া ও কুসুম বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেগুণ কাষ্ঠ কাটিয়া নষ্ট হওয়ায় অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়া গোঁড়গণ বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। বঞ্জারাগণ এখানে আসিয়া শণ ও তূলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ গালাই হইয়া থাকে। এখানকার অধিকারী গোঁড় জাতীয় রত্নপুররাজের অধীনে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করায় এই বংশের কোন রাজা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। লোহারা গণ্ড-গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এখানে গবর্মেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, জমিদারের স্বব্যয়ে রক্ষিত থানা ও সাধারণের বায়ু-সেবনার্থ সুন্দর উদ্যান আছে।

লোহারা সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১৯৭ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৮৫ খানি গ্রাম ও প্রায় ৫৷৷০ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের জঙ্গলাবৃত নিম্ন প্রদেশ লইয়া এই জমিদারীর অধিকাংশস্থান গঠিত। প্রসিদ্ধ ও পণ্ডারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূম্যধিকারীদিগের কুটুম্বিতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা। এখানে নানারূপ শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহারা-সাহসপুর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান।

লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী জলপ্রপাত। অক্ষা° ৩১°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৪´ পূঃ। কএকটী পর্ব্বতস্তর ভীমবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল জলরাশি ভাগীরথী বক্ষে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। এখানে ভাগীরথী-তীরে একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত নদীতীরস্থ রাস্তার ধারে ৬টী দড়ির ঝোলা সেতু আছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮৯ ফিট উচ্চ।

লোহারু, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২৮° ২১´৩০´´ হইতে ২৮°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২২´ হইতে ৭৫°৫৭´ পূঃ মধ্য। আহ্মদ বক্স খাঁ নামক একজন মোগল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আলবাররাজের দূত স্বরূপ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট গিয়া পরস্পরের রাজকীয় সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রস্তাব মীমাংসা করিয়া যান। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আলবারপতির নিকট হইতে লোহারু জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ফিরোজপুর পরগণার শাসনভার সমর্পণ করেন। ইংরাজের সহিত সন্ধি অনুসারে ইনি বিশ্বাস রক্ষাপূর্ব্বক যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন।

আহ্মদের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সামস্ উদ্দীন্ খাঁ পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দিল্লীনগরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ইংরাজরাজ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া ফিরোজপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত করেন। অবশেষে আমীন উদ্দীন্ খাঁ ও জিয়াউদ্দীন্ খাঁ নামক সামসউদ্দীনের অপর দুই ভ্রাতাকে লোহারু সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহের সময় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে বাস করিতে ছিলেন। বিদ্রোহীকর্ত্তৃক দিল্লী অবরোধকালে ইংরাজপ্রতি-নিধিগণ তাঁহাদের উপর কড়া পাহারা দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহে যোগদান না করায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিদ্রোহ থামিলে পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় রাজপদ ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমীন উদ্দীনের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র আলা উদ্দীন্ লোহারুর নবাবী মসনদে আরোহণ করেন। পূর্ব্বে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অনু-সারে আমীনের ভ্রাতা জিয়া উদ্দীন্ সহকারী নবাব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজরাজের নির্দ্দিষ্ট ১৮০০০৲ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিশ্বাসভাজন হওয়ায় এবং ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করায়, ভারত গবর্মেণ্ট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীনকে নবাব উপাধি ও দত্তকগ্রহণের অধিকার দান করিয়া একখানি সনন্দ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজা ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ায় সম্পত্তিরক্ষার জন্য ১২ বৎসরে শোধ করিবার মিয়াদে স্থানীয় গবর্মেণ্টের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন। এই সময়ে লোহারু রাজ্যের পরিচালনভার আলাউদ্দীনের পুত্রের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং নবাব আলাউদ্দীন্ অন্যতম সামন্ত জিয়াউদ্দীনের ন্যায় বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা মাসহরা পান। এই সম্পত্তির ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৫৪টী গ্রাম আছে।

লোহারু নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। গুরগাঁও জেলার ফরুখনগরে এখানকার নবাবগণ প্রায়ই বাস করেন।

লোহার্গল (ক্লী) লোহস্য অর্গলমিব। তীর্থ বিশেষ। বরাহ-পুরাণে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

"ততঃ সিদ্ধবটে গত্বা ত্রিংশদ্‌যোজনদূরতঃ।
ম্লেচ্ছমধ্যে বরারোহে হিমবন্তং সমাশ্রিতম্ ॥
তত্র লোহার্গলং নাম নিবাসো মে বিধীয়তে।
গুহ্যাঃ পঞ্চদশাঃ যত্র সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্ ॥"

(বরাহপু° লোহার্গলমাহাত্ম্য°)

২ লৌহকীলক।

লোহাসুর (পুং) অসুরভেদ। লোহাসুর-মাহাত্ম্যে ইঁহার বিষয় লিখিত আছে।

লোহি (ক্লী) শ্বেতটঙ্কণ। (রাজনি°)

লোহিকা (স্ত্রী) লোহমস্ত্যত্রেতি লোহ-ঠন্। লৌহপাত্র। পর্য্যায়—খরসেন্দি, খরপাত্র। (ত্রিকা°)

লোহিত (ক্লী) রুহ্যতে ইতি রুহ (রুহেরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৯৪) ইতি ইতন্ রস্য লত্বং। ১ রক্তগোশীর্ষ। ২ কুঙ্কুম। ৩ রক্তচন্দন। ৪ গত্তঙ্গ, পিতল। ৫ হরিচন্দন। ৬ তৃণকুঙ্কুম। ৭ রুধির।

"নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥" (মনু ৪।৫৬)

৮ যুদ্ধ। (হেম) ৯ সরোবর বিশেষ। (মৎস্যপু° ১২০।১২) ১০ মাণিক্য।

"মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতং।" (ভাবপ্র°)

(পুং) ১০ নদবিশেষ। ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা। [লৌহিত্য দেখ।]

১১ সাগর বিশেষ। এই সাগরের জল রক্তবর্ণ, এইজন্য ইহার নাম লোহিত সাগর।

"ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গত্বা প্রেক্ষত তাঞ্চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্।"(রামায়ণ ৪।৪০।৩৯)

এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত বনপর্ব্ব) ১২ ভৌম। (বৃহৎসংহিতা ৬।৮) ১৩ রক্তবর্ণ। (মেদিনী) ১৪ রোহিত-মৎস্য। ১৫ মৃগবিশেষ। (শব্দরত্না°) ১৬ সর্পভেদ।

"বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবণস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চিত্রশ্চ বীর্য্যবান্॥" (ভারত ২।৯।৮)

১৭ সুরভেদ। দ্বাদশ মন্বন্তরের দেবতাভেদ। ১৮ মসূর। (শব্দর°) ১৯ রক্তালু। ২০ রক্তশালি।

"ষষ্টিকা যবগোধূমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কী মসূরাশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ॥" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২১ বলভেদ। (হেম) ২২ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২০।১১) ২৩ কুশদ্বীপস্থ বর্ষভেদ। (মৎস্যপু° ১২১।৬৫) ২৪ চক্ষুরোগ বিশেষ। (শার্ঙ্গধরস° ১।৬।৮৭) ২৩ নাগভেদ। (ত্রি) ২৫ রক্তবর্ণ যুক্ত।

"লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা॥" (মনু ৫।৬)

২৬ দূর্ব্বাবিশেষ। (হরিবংশ)

লোহিতক (ক্লী) লোহিতমিব ইবার্থে কন্। ১ রীতি। ২ কাংস্য। (রাজনি°) (পুং) লোহিত এব স্বার্থে কন্। ৩ মঙ্গল-গ্রহ। ৪ পদ্মরাগমণি।

"নয়নেষু লোহিতকনির্ম্মিতা ভুবঃ
শিতিরত্নরশ্মিহরিতীকৃতান্তরাঃ॥" (মাঘ ১৩।৫২)

৩ ধান্যভেদ। ৪ বৌদ্ধস্তূপভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

লোহিতকল্মাষ (ত্রি) লালবর্ণ চিহ্ন (ছাপ) যুক্ত।

লোহিতকূট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্ব্বত-সানুদেশস্থ স্থান। (হরিবংশ)

লোহিতকৃষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণাভ লালবর্ণ। গাঢ়লাল। (শ্বেতাশ্ব-তর উপ° ৪।৫) উক্ত গ্রন্থে "লোহিত শুক্লকৃষ্ণা" শব্দে মিশ্র বর্ণের উল্লেখ আছে।

লোহিতক্ষয় (পুং) ১ রক্তক্ষয়। রক্তাল্পতারোগ। ২ রক্তনাশ। ৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। (সুশ্রুত)

লোহিতক্ষয়ক (ত্রি) রক্তাল্পতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী। (শার্ঙ্গধরসং ১।৭।১০২)

লোহিতক্ষীর (ত্রি) রক্তবর্ণ গাঢ় দুগ্ধক্ষরণশীল।

(অথর্ব্ব° ১২।৯।৮)

লোহিতগঙ্গ (ক্লী) প্রাচীন জনপদভেদ। (হরিবংশ)

'মধ্যে লোহিতগঙ্গস্য (সিন্ধোঃ) প্রদেশবিশেষস্য' (নীলকণ্ঠ)

(অব্য) ২ যেখানে গঙ্গা লালবর্ণের দেখা যায়।

(পাণিনি ২।১।২১ ভাষ্য)

লোহিতগঙ্গক (ক্লী) প্রাচীন স্থানভেদ।

লোহিতগ্রীব (পুং) লোহিতং রক্তবর্ণং গ্রীবা যস্য। অগ্নি। (মার্ক°পু° ৯৯।৫৯)

লোহিতচন্দন (ক্লী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুঙ্কুম। জাফ্-রান্ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচন্দন।

"পরিভ্রমন্ লোহিতচন্দনোচিতঃ
পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরুংসিতঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১।৩৪)

লোহিতজহ্নু (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (আশ্বশ্রৌ° ১২।১৪)

লোহিতত্ব (ক্লী) ১ লোহিতের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ লোহিতবর্ণ।

লোহিতধ্বজ (ত্রি) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব) (পুং) ২ সম্প্রদায় ভেদ। ৩ পূগ। (পা ৫।৩।১১২)

লোহিতপাদদেশ (পুং) দেশভেদ।

লোহিতপুর (পুং) নগরভেদ।

লোহিপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তপিত্তরোগী। (সুশ্রুত)

লোহিপুষ্প (ত্রি) লালবর্ণ পুষ্পধারী, রক্ত কুসুমসমন্বিত।

লোহিতপুষ্পক (পুং) লোহিতং পুষ্পমস্য কপ্। দাড়িম-বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

লোহিতমুক্তি [মুক্তা] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহিতমৃত্তিকা (স্ত্রী) লোহিতা মৃত্তিকা। ১ গৈরিক, গিরি-মাটী। (রত্নমালা) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাঙ্গামাটী।

লোহিতরাগ (পুং) লালরঙ্।

লোহিতবৎ (ত্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত যুক্ত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।১২।২)

লোহিতবাসস্ (ত্রি) রক্তবর্ণ বস্ত্রযুক্ত।
"অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।" (অথর্ব্ব ১।১৭।১)
'লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রাঃ। লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ। যদ্বা লৌহিতস্য রুধিরস্য নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছাদনে, বস নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্যতরস্মাৎ বসোণৎ (উণ্ ৪।২১৭) ইতি ঔণাদিকঃ অসুন্‌প্রত্যয়ঃ। তস্য গিদ্বত্ত্বাৎ উপধাবৃদ্ধিঃ।' (ভাষ্য)

লোহিতশতপত্র (ক্লী) রক্তোৎপল। লাল পদ্ম। (ভাগবত ৫।২৪।১০)

লোহিতশবল (ত্রি) লালবর্ণের চিহ্ন বা ছাপযুক্ত।

লোহিতসারঙ্গ (ত্রি) লাল বিন্দুবিশিষ্ট।(শতপথব্রা° ৩।৩।৪।২৩)

লোহিতা (স্ত্রী) লোহিত-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ ক্রোধাদিজন্য রক্তবর্ণা। (জটাধর) ২ বরাহক্রান্তা। (শব্দচ°) ৩ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি°) ৪ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্ষিণী যস্য (সকৃথ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্)। ১ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ২ কোকিল। (শব্দচ°) ৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশাভেদ। যুধিষ্ঠির বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ভারত ৪।১।১২) ৪ সর্পভেদ। (সুশ্রুত) ৫ স্কন্দানুচর ভেদ (ভারত ৯ পর্ব্ব) ৬ ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।
"যথা সুতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা
পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুরস্তাৎ॥" (ভারত ১।৫১।৬)

লোহিতাক্ষী (স্ত্রী) লোহিতাক্ষ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ রক্তলোচনা। ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য পর্ব্ব) ৩ জানুসন্ধি ও বাহুসন্ধি (কনুই) স্থিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (ক্লী) ৪ জানু ও বাহুর সন্ধি-স্থান। (সুশ্রুত)

লোহিতাগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। (পা ৬।৩।১১৭)

লোহিতাঙ্গ (পুং) লোহিতং অঙ্গং যস্য। ১ মঙ্গলগ্রহ। (হরিবংশ ২২৮।১২) ২ কম্পিল্লকবৃক্ষ। (রাজনি°)

লোহিতানন (পুং) লোহিতমাননং মুখং যস্য। ১ নকুল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মুখ।

লোহিতামুখী (স্ত্রী) অস্ত্রভেদ। (গৌ° রামা° ১।৩০।৯)

লোহিতায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ, লোহিতের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী) হরিবংশে 'লোহিতায়নপূতাশ্চ' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

লোহিতায়নি (স্ত্রী) লোহিতায়নস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী। লোহিতায়নের বংশোদ্ভবা। সম্ভবতঃ লোহিতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ।
"লৌহিতস্যোদধেঃ কন্যা ধাত্রী স্কন্দস্য সা স্মৃতা।
লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পূজ্যতে॥" (ভারতবনপর্ব্ব)

লোহিতায়স্ (ক্লী) লোহিতময়ঃ। তাম্র। (ত্রিকা°)

লোহিতায়স (ক্লী) লোহিতং আয়সম্। ১ রক্তবর্ণ লোহজাতি। (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ) ২ তাম্র। (ত্রি) ৩ তাম্রনির্ম্মিত (পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৫।৬।৫)

লোহিতার্ণ (পুং) ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)

লোহিতার্দ্র (ত্রি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুধিরার্দ্র।(রা°৬।৯২।৫৯)

লোহিতার্ম্মন্ (ক্লী) চক্ষুগোলকের পার্শ্ববর্ত্তী শ্বেত ত্বকের উপরিভাগে সে রক্তগুটিকা বা স্ফীতি উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত)

লোহিতাবভাস (ত্রি) রক্তাভ। (সুশ্রুত)

লোহিতাশোক (পুং) রক্তাশোক। লালবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট অশোকবৃক্ষ। (কথাসরিৎসা° ১০৪।৯১)

লোহিতাশ্ব (ত্রি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী।

লোহিতাস্য (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ। (অথর্ব্ব ৮।৬।১২) 'লোহিতাস্যান্ সর্ব্বদা নবমাংসভক্ষণেন লোহিতোপেতমুখান্ লোহিতবর্ণমুখান্।' (ভাষ্য)

লোহিতাহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুক্লযজুঃ ২৪।৩১)

লোহিতিকা (স্ত্রী) রক্তবহা নাড়ী।

লোহিতিমন্ (পুং) লোহিত্য। লালবর্ণ। (শাঙ্খা°ব্রা°১৮।১১)

লোহিতীভূত (ত্রি) রক্তবর্ণতাপ্রাপ্ত।

লোহিতেক্ষণা (স্ত্রী) রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা।

লোহিতৈত (ত্রি) রোহিতৈত, লালচিহ্নবিশিষ্ট।

লোহিতোৎপল (ক্লী) রক্তপদ্ম। (ভাগবত ৩।২৩।৪৮)

লোহিতোদ (ত্রি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদকযুক্ত। রক্তবর্ণ জলবিশিষ্ট। (রামা° ৪।৪৪।৬৫) ২ রক্ত। (পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নরকভেদ।

লোহিতোর্ণ (ত্রি) লোহিতানি উর্ণানি যস্মিন্। লালবর্ণ উর্ণাবিশিষ্ট। (শুক্লযজুঃ ২৪।৪) 'লোহিতোর্ণী রক্তলোমবতী (বেদদীপ)

লোহিত্য (পুং) লোহিত-ষ্যঞ্। ১ ধান্য বিশেষ। (হেম) ২ ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ) ৩ ব্রহ্মপুত্রনদ। [লোহিত দেখ।] ৪ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামা° ২।৭১।১৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। লোহিত্যা—স্বর্গস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। "লোহিত্যা জনমাতা" (হরিবংশ)। 'লোহিত্যায়নমাতা' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ৫ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)।

লোহিত্যায়নমাতৃ (স্ত্রী) দেবীভেদ। "লোহিত্যা জনমাতা।"

লোহিনিকা (স্ত্রী) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [লোহিতক দেখ।]

লোহিনী (স্ত্রী) লোহিতা-(বর্ণাদনুদাত্তাদিতি। পা ৪।১।৩৯) ইতি ঙীপ্। তকারস্য নকারাদেশশ্চ। ১ রক্তবর্ণা স্ত্রী। ক্রোধে রক্তবর্ণা রমণী।

"রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা॥" (জটাধর)

লোহিনীকা (স্ত্রী) রক্তবর্ণ দীপ্তিবিশিষ্টা। (তৈত্তিরীয়ব্রা°২।১।১০।২)

লোহিন্য (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) সম্ভবতঃ ইহা লৌহিত্যের প্রামাদিক পাঠ।

লোহোত্তম (ক্লী) লোহেষু সর্ব্বতৈজসেষু উত্তমম্। স্বর্ণ। (হেম)

লৌকাক্ষ (পুং) ধর্ম্মশাখাভেদ। পাণিনি ৬।২।৩৭ সূত্রের কার্ত্তকৌজপাদিগণে "কৌথুম লৌকাক্ষাঃ" শব্দে শাখা বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌকায়তিক (পুং) লোকায়তমধীতে বেদ বা লোকায়ত- (ক্রতূক্‌থাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ১ তার্কিকভেদ।

"কশ্চিন্ন লৌকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥" (রামা°২।১০০।২৯)

২ চার্ব্বাকশাস্ত্রবেত্তা। লোকায়তং বেত্তি ইত্যর্থে ঠিক্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নোঽয়ম্। [লোকায়তিক দেখ।]

লৌকিক (ত্রি) লোকে বিদিতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোকং বেত্তি বা। লোক-ঠঞ্। লোকব্যবহারসিদ্ধ।

"বৈদিকা লৌকিকাশ্চৈব যে যথোক্তাস্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থাস্তু বিজ্ঞেয়া লোকান্তেষামসংগ্রহঃ॥"
(কলাপব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি)

মুগ্ধবোধমতে,—লোকায় হিত ইত্যর্থে চ ঠক্-প্রত্যয়-নিষ্পন্নঃ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থিব বা লোকাচার সম্বন্ধীয় বুঝায়, ইহা বৈদিক আর্ষ বা শাস্ত্রীয় হইতে ভিন্ন।

২ কাশ্মীরের অব্দভেদ। (রাজতর° ১।৫২) [কাশ্মীর দেখ।]
৩ ন্যায়ভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

লৌকিকজ্ঞান (ক্লী) শাস্ত্রাদিজ্ঞান। (কুল্লূক) মেধাতিথি লিখিয়াছেন—'লোকে ভবং লৌকিকং লোকাচারশিক্ষণমথবা গীতবাদিত্রকলানাং জ্ঞানং বাৎস্যায়নবিশাখিকলাবিষয়গ্রন্থজ্ঞানং বা।' (মনু ২।১১৭ ভাষ্য)

লৌকিকতা (স্ত্রী) লৌকিকস্য ভাবঃ। লৌকিক-তল্ টাপ্। ১ লোকব্যবহারসিদ্ধত্ব। ২ শিষ্টাচার (ভূরিপ্রয়োগ) আত্মীয় স্বজন মধ্যে সামাজিক কার্য্যবিশেষে বস্ত্র মিষ্টান্নাদি উপঢৌকনের পরস্পরের আদান প্রদান। চলিত কথায় ইহাকে "লোকলৌকতা বা নৌকিকতা" বলা হইয়া থাকে।

লৌকিকত্ব (ক্লী) লৌকিকতা। লোকপ্রসিদ্ধত্ব।

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসোভবৎ॥" (সাহিত্যদ° ৪৯)

লৌকিকবিষয়বিচার (পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের মীমাংসা বা বাদানুবাদ।

লৌকিকাগ্নি (পুং) লৌকিকোঽগ্নিঃ। অসংস্কৃত অগ্নি।

"ন পৈত্র্যযজ্ঞিয়ে হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।" মনু ৩।২৮২।
'লৌকিকে শ্রৌতস্মার্ত্তব্যতিরিক্তাগ্নৌ শাস্ত্রেণ বিধীয়তে। তস্মাৎ ন লৌকিকাগ্নাবগ্নৌকরণহোমঃ কর্ত্তব্যঃ।' (কুল্লূক)

লৌকিকাচার (ক্লী) ১ লোকাচার। ২ কুলাচার।

লৌকিকী (স্ত্রী) ১ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা। ২ প্রখ্যাতা।

"তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী॥"মনু ৩।১৩৭।

লৌকিকীযাত্রা (স্ত্রী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি সাংসারিক কার্য্য।

"দায়াদস্য প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী॥" (মনু ১১।১৮৫)
'লৌকিকীযাত্রা সঙ্গতয়োঃ কুশলপ্রশ্নাদিকা বিবাহাদৌ নৈমিত্তে গৃহানয়নং ভোজনঞ্চেত্যেবমাদি।' (মেধাতিথি)

লৌক্য (ত্রি) লোকভব ইতি ষ্যঞ্। ১ লোকসম্বন্ধীয়। ২পার্থিব। ৩ সাধারণ। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। (শাঙ্খা° ব্রা° ১৫।১।৭২)

লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ইনি ধর্ম্মসূত্রপ্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার শিষ্যসম্প্রদায় তন্নামক স্বতন্ত্র শাখাধ্যায়ী বলিয়া কথিত।

"লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্পঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্॥"(ভাগ°১২।৬।১৯)

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১।৬।২৪) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে। আর্ষাধ্যায়, উপনয়নতন্ত্র, কাঠকগৃহ্যসূত্র, প্রবরাধ্যায় ও শ্লোক-তর্পণ নামক কয়খানি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠীনসী, বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাদ্রি লৌগাক্ষি স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসাশাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ইঁহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

লৌড়্, উন্মাদ। ভ্বাদি পরস্মৈ°। লোড়্, রোড়্। চতুর্দ্দশ স্বরী। লট্ লোড়তি, লৌডতি, লোটতি। লুঙ্ অলৌড়ৎ।

লৌপ্স (ক্লী) সামভেদ।

লৌম (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়। লোমজাত।

লৌমকায়ন (ত্রি) লোমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ)

লৌমকায়নি (পুং) লোমকের গোত্রাপত্য।(পা ৪।১।১৫৪ তিকাদিগণ)

লৌমকীয় (ত্রি) লোমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ কৃশাশ্বাদিগণ)

লৌমন্য (ত্রি) রৌমণ্য। রোমবহুল। (পা ৪।২।৮০ সঙ্কাশাদিগণ)

লৌমশীয় (ত্রি) লোমশসম্ভূত। ২ লোমশসম্পর্কীয়। (পা ৪।২।৮০ কৃশাশ্বাদি)

লৌমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণকৃত (সংহিতা)।

লৌমহর্ষণি (পুং) লোমহর্ষণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১।৫)

লৌমায়ন (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়, রোমবহুল। রৌমায়ণ। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ) (পুং) লোমনের গোত্রাপত্য। লৌমায়ন্য। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। (পা ৪।১।৯৮ কুঞ্জাদিগণ)

লৌমায়ন্য (পুং) লোমনের বংশধর মাত্র।

লৌমি (পুং) লোমের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৬ বাহ্বাদিগণ)

লৌলাহ, প্রাচীন স্থানভেদ। (রাজতর° ৭।১২৫৭)

লৌল্লিক, একজন প্রাচীন কবি।

লৌল্য (ক্লী) লোলস্ত ভাবং। ১ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ২ অস্থায়িত্ব, লোপত্ব। "ধর্ম্মলৌল্যেন সংযুতাঃ" (হরিবংশ) 'ধর্ম্মলোপেন' নীলকণ্ঠ। ৩ ইচ্ছা, ফলস্পৃহা। ৪ শৈথিল্য। (ভাগবত ৭।১৫।১৯)

লৌল্যতা (স্ত্রী) লৌলুপতানিবন্ধন বস্তু বিশেষে বলবতী আকাঙ্ক্ষা।

"গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লৌল্যতা ॥"
(ভাগবত ৭।১৫।৩৮)

লৌল্যবৎ (ত্রি) ১ অতিশয় স্পৃহাশীল। ২ অর্থগৃধ্নু। ৩ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। (কথাসরিৎসাং ২২।২০০)

লৌশ (ক্লী) কএক প্রকার সাম।

লৌহ (পুং) লোহ এব। (প্রজ্ঞাত্বণ্। পা° ৪।৩।১৫৪ স্বত্রে রাজতাদিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন)। স্বনাম-প্রসিদ্ধ লোহ নামক ধাতু। ভূগর্ভে এই ধাতুর উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া ঔষধরূপে ইহা সেবন করিতে আদেশ দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারান্তে যথাবিধি গ্রহণ করিয়া অন্যান্য ঔষধের যোগে পাক করিতে হয়। বৈদ্যক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে—১ শালিঘর্ষণ, ২ উদ্বর্ত্তন, ৩ অম্লভাবন, ৪ আতপশোষ, ৫ নিষেক, ৬ মারণ, ৭ দলন, ৮ ক্ষালন, ৯ সূর্য্যপাক, ১০ স্থালীপাক, ১১ চূর্ণন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিষ্পন্ন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহের আকর দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে মৃদস্তর বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুদায় লৌহই সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলপ্রদ। আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ কাঞ্চী, পাণ্ডি, কান্ত, কালিঙ্গ ও বজ্রক নামে লৌহের পাঁচটী ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধেয় লৌহই শ্রেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। ইহার গুণ—আয়ু, বল, বীর্য্য ও কামদ, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রসায়ন। কৃষ্ণবর্ণ লৌহের গুণ—শোথ, শূল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, মেদ ও বায়ুনাশক, বয়ঃস্থৈর্য্য ও চক্ষুস্তেজকারী, সারক ও গুরু। শোধিত লৌহের গুণ—সর্ব্বরোগনাশক, মরণরোধক। অশুদ্ধ-লৌহের গুণ—জারণাযোগ্য ও আয়ুর্নাশক। লৌহের জারণ মারণাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

[রসায়ন ও লোহ দেখ।]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এই ধাতু পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত। হিন্দী লোহা, লোহ; বাঙ্গালা—লোহা, লৌহ; মরাঠী—রোখণ্ড; গুজরাটী—লেবু; তামিল—ইরুম্বু; তেলগু—ইনুমু; কনাড়ী—কবিনা; মলয়ালম্—ইরুম্বা, ব্রহ্ম—দান, থান; আরব—হদিদ্; পারস্য—আহন্; শিঙ্গাপুর—যকব; ইংরাজী—Iron; লাটিন—Ferrum; ফরাসী—Fer; জর্ম্মণী—Eisen; পর্ত্তুগাল ও ইতালী—Ferro; স্পেন—Hierro; দিনেমার ও সুয়েডিস্—Jern; ওলন্দাজ—Jizer, Yzer; গথ—Ais; গ্রীক্—Sideros; তুর্ক—দেমির, তিমুর, পোলণ্ড—Zelazo; রুষ—Scheleso; পয়্তু—অয়স্পণা; মলয়—বসি, বেসি। রাসায়নিকদিগের মতে এই ধাতু মঙ্গল-গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন।

ভারতের ভূপঞ্জর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পার্থিব পদার্থের সহযোগে লৌহধাতু মিশ্রভাবে বর্ত্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত বিভিন্ন স্তরের অপরিস্কৃত লৌহ (Iron ores) বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃত অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত স্বল্প বা অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে। আবার কোন কোন স্থলে লৌহের সহিত অন্য ধাতুর সংস্রব থাকে না, কেবল কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগিক-রূপে এই লৌহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অপেক্ষাকৃত দুর্ল্লভ পদার্থ। লৌহের স্বাভাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। ইহার অক্সাইড্, কার্ব্বনেট্, ফস্ফাইড্ প্রভৃতি রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কতকগুলি অপরিস্কৃত যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের পরিমাণ অন্যান্য স্তরীয় মৃত্তিকারাদির লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএকটী বিশুদ্ধ ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

চুম্বক-প্রস্তর বলিয়া যে দ্রব্যটী সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা লৌহের একটী অক্সাইড মাত্র, ইহাকে Ferroso-ferric বা Magnetic Oxide (Fe_3O_4) বলে, ইহার অপর নাম Magnetite or magnetic iron, ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই যৌগিককে Protosesquioxide বলা যায়। বিশুদ্ধ লৌহপ্রাপ্তির আশায় ভারতের নানা স্থানের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ বালুকা বিশেষ (Black sand) অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লয়। উহাতে Magnetite ও titaniferous লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত থাকে। গিরিমাটী—বৈজ্ঞানিক ভাষায় Red haematite ও

ইংরাজীতে Red ochre (Fe_2O_3) নামে পরিচিত। ইহা Sesquioxide ও ইহাতে ৭০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। এলামাটী বা Yellow ochre (2 Fe 2O3, 3H2O) রাসায়নিকের নিকট Brown hæmatite or Limonite নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সাধারণতঃ ৫৯.৯ লৌহ বিদ্যমান আছে।

কার্ব্বনেট্ অব্ আয়রণকে Spathic iron ore বা Siderite বলা যায়। উহাতে ৪৮.৩ ভাগ লৌহ থাকে। এই কার্ব্বনেট্ বা স্পাথিক্ লৌহের সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে Clay-ironstone বা Argillaceous ironstone ore বলে। Black-sand নামক মৃত্তিকান্তর কার্ব্বন্ মিশ্রিত ক্লে-আয়রণ ষ্টোন্ লইয়া গঠিত। Hæmatite শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত Ilmenite নামে আর একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহার কতকাংশ Titanium দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ায় রাসায়নিকগণ উহাকে Tatiniferous iron বলিয়া থাকেন। এই সকল যৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান নহে।

ভূগর্ভ-মধ্যে অতি প্রাচীনযুগীয় স্তরে লৌহধাতুর সংস্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু সাধারণে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা এই ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং কোন্ সুপণ্ডিত ইহার ব্যবহারোপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রাচীন ঋক্‌সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আর্য্য-ঋষিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্ম্মলীকরণবিধি (ঋক্ ৪।২।১৭), তাহার কাঠিন্য (ঋক্ ১।১৬৩।৯) এবং তীক্ষ্ণধারত্ব (ঋক্ ৬।৩।৫) অবগত হইয়াছিলেন। শুক্লযজুর্ব্বেদের "মেহয়শ্চ মে শ্যামঞ্চ মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥" (১৮।১৩) মন্ত্রাংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্য্যহিন্দুগণ লৌহের প্রকারাদিও অবগত হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের ৫।২৮।১ ও ১১।৩।১ মন্ত্রে লৌহের উল্লেখ আছে।

বৈদিক সংহিতাযুগের পর, ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগে লৌহের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলন হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।১।৩।৫; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৭।৪।৩৪, ২০।৭।১, ২০।৭।৪, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।৭।৯ প্রভৃতি পাঠ করিলে আয়স ক্ষুরাদি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মনুসংহিতার ৫।১১৪।১৬ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে যজ্ঞপাত্রাদিও লোহাদি ধাতুযোগে নির্ম্মিত হইত। তাঁহারা ভস্ম ও অম্লযোগে লৌহপাত্র মার্জ্জনা করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইতেন, তাহাতেই ঐ পাত্র শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। আবার উক্ত গ্রন্থের ১১।১৬৭ শ্লোকে লৌহপাত্রহরণের নিষেধ বচন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আদিমযুগে লৌহকে একটী মূল্যবান্ ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় (২।১০৭) লৌহপিণ্ড, মহাভারতের বনপর্ব্বে লৌহভাজন, রামায়ণে (১৬০।১২) লৌহময় আভরণ, সুশ্রুতে (১২৩।২০) কুষ্ঠ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।১২) লৌহী (সুবর্ণাদি অষ্টধাতুময়ী)-প্রতিমা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আর্য্য-হিন্দুগণ সর্ব্বাগ্রেই লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই ধাতু হইতে প্রকৃষ্ট দেবদেবী-প্রতিমা বিনির্ম্মাণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির রেখামাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও তদপেক্ষা পরবর্ত্তিযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভ লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়াছি। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ (সূর্য্যস্তম্ভ) সেই প্রাচীনকালের শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ১৫শ শতাব্দাধিককাল জলবায়ুর প্রকোপ ভোগ করিয়াও উহা নষ্ট হয় নাই। [দিল্লী দেখ।]

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, লৌহখণ্ডসমূহ কোন সময় আকাশ হইতে উল্কাপাতরূপে পৃথিবীবক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, কেন না প্রাকৃতাবস্থায় লৌহ যেরূপ যৌগিকভাবে অবস্থিত দেখা যায়, উল্কারও প্রায় তদ্রূপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে স্বতঃই অনুমান হয় যে, উহা প্রধানতঃ উল্কাজ-(Meteoric origin) পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহাতে নানা অম্লের (acids) ক্ষার-(soda) রূপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক মিশ্রিত আছে; তদ্ভিন্ন তাহাতে অন্যান্য ধাতু ও বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সমাবেশ থাকায় সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। [উল্কা দেখ]

চিরপ্রসিদ্ধ এই লৌহধাতু ভারতের যে যে বিভাগের ভূস্তরে যৌগিকভাবে অবস্থিত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল :—

মান্দ্রাজ-বিভাগ।

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	গলাইবার স্থান
ত্রিবাঙ্কোর	ব্লাকমাগ্নেটাইট্ ও লাটেরাইট্	শ্বেনকোট্টা
তিন্নেবলী	মাগ্নেটিক আয়রণ স্যাণ্ড	বঙ্গকুলম্
মদুরা	লাটেরাইট্	এখন দুষ্প্রাপ্য
পুদুকোট্টই	মাগ্নেটাইট্	—
ত্রিচীনপল্লী	ফেরুজিনাস্ নডিউল্	—
কোয়ম্বাতোর	ব্লাক্ স্যাণ্ড	—
নীলগিরি	হিমাটাইট্ ও মাগ্নেটাইট,	—

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	গলাইবার স্থান
মলবার	মাগ্নেটাইট্ ও লাটেরাইট্	কর্ম্মনাড়, শেরনাড়, বল্লবনাড় এরনাড় ও তেমেলপুর তালুক।
সালেম*	মাগ্নেটাইট্	পোর্টো-নভো
দক্ষিণআর্কট	ষ্টীল	তিরুণমলয়,কল্লকুর্চ্চি
উত্তর	ব্লাক-স্যাণ্ড	—
চেঙ্গলপৎ	মাগ্নেট্যাইট্ ও হিমাটাইট্	—
নেল্লূর	মাগ্নেটাইট্ ও হিমাটাইট্	—
কোড়গ	হিমাটাইট্	—
কর্ণূল	ঐ	—
বেল্লরী	ঐ	—
কৃষ্ণা	—	গুন্টূর, মসলীপত্তন
গোদাবরী	লাইমোনাইট্ ও হিমাটাইট্	—

বিজাগাপটম্, গঞ্জাম, অনন্তপুর ও দক্ষিণ-কানাড়ার স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মহিসুর-রাজ্য

অষ্টগ্রাম	মাগ্নেটাইট	—
বঙ্গলুর	ব্লাক-সাণ্ড	চীনপত্তন†
নাগর	ঐ ও হিমাটাইট্	বাবা-বুদন,চিত্তলদুর্গ,

উপরোক্ত তিনটী বিভাগের বিভিন্ন জেলার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কডুর নামক স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার ওব্রাণী নগরের চতুষ্পার্শ্বে ও বাবাবুদন গ্রামের পূর্ব্বস্থিত শৈলপাদমূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। তদ্ভিন্ন এখানে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হাইদরাবাদ বিভাগ

এখানে হিমাটাইট্,টিটানিফেরাস্ সাণ্ড এবং বরঙ্গলে হবিদ্রাবর্ণ এলামাটী ও লাল গিরিমাটীতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর জেলায় প্রসৃত ধারবাড়-শৈলমালার পেন্নার-হগ্‌গেরী-শৈলস্তরে মাগ্নেটাইট্ লৌহেরও সংস্থান আছে। তথাকার সিংহরেণী কয়লার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। অনন্তগিরি, কল্লূর প্রভৃতি পরগণায় লোহা গালাই করিবার কারখানা আছে। যেলগণ্ডলের অন্তর্গত কএকখানি গ্রামে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এখানকার কোণসমুদ্রমের ইস্পাত-কারখানা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বলিখিত একখানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারস্তবাসী বণিক্-সম্প্রদায় কোণসমুদ্রে আসিয়া এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইস্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। উহাতে দামাস্কাসের চিরন্তন প্রসিদ্ধ তরবারির ফলক প্রস্তুত হইত। ঐ ইস্পাত সাধারণতঃ মিট-পল্লীর Iron-sand এবং দিমৃদুর্ত্তির magnetite লৌহ হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং তারতম্যানুসারে চারিটী শ্রেণী বিভক্ত; যথা,—১ গোহুমল্লা গ্রূপ্, ২ তুল্লমল্লী-কোলিমল্লী গ্রূপ্, ৩ সিঙ্গীপট্টী গ্রূপ্, ৪ তীর্থমল্লী গ্রূপ্।

† বাদ্যযন্ত্রের ইস্পাতের তারের জন্ত এই স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ

বস্তার, সম্বলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাঘাট, ভাণ্ডারা, নাগপুর,মণ্ডল,শিওনী, ছিন্দবাড়া, নিমার, হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট্, মাগ্নেটাইট্, লাইমোনাইট্, লাটেরিটিক্ প্রভৃতি শ্রেণীর যৌগিক-লৌহ পর্য্যাপ্তভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। ঐ সকলের মধ্যে সম্বলপুরের অন্তর্গত গড়জাত-মহলসমূহে, রায়রাখোলে, রায়পুরের অন্তর্গত দণ্ডী-লোহারা, ঘৈরাগড়, বোরার-বাঁধ, গণ্ডাই, ঠাকুরতলা ও নন্দগাঁও ভূভাগে; বান্দা-জেলার মধ্যে লোহারা, দেবলগাঁও, পিপ্পলগাঁও, গুঞ্জবাহী, ওগোলপেট, মেটাপুর ও ভানপুর এবং লোরা পর্ব্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোগ্রা, দানবাই ও ঘোষালপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উমারিয়া-কয়লার খনির কারখানায়, জব্বলপুরের উত্তরপশ্চিমস্থ যাবতীয় স্থানের খনিজ লৌহ য়ুরোপীয় প্রথার পরিষ্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী লৌহে পরিণত হইতেছে।

রেবা, বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ধার, চন্দ্রগড় ও আলি-রাজপুর প্রভৃতি ভূভাগে হিমাটাইট্ ও মাঙ্গানিফেরাস্ যৌগিক-লৌহ পাওয়া যায়। ঐ সকল লৌহ অধিকাংশই 'Coal-measure strata' ও 'metamorphic rocks' নামক স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সান্তান, মাইশোরা, গোকুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রায়পুর পার-শৈল, মাঙ্গোর, বিনাওরী, বরোদা, ইমিসিয়া গুঞ্জারী, ও বারোন্ প্রভৃতি গ্রামে হিমাটাইট্ ও লাইমোনাইট্ শ্রেণীর লোহার খনি আছে। ইন্দোর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাঘ-গ্রামের Transition rocks স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাইট্ লৌহের আকর বিদ্যমান।

বোম্বাই

উত্তর-কানাড়া, ধারবাড়, কালাদগি, বেলগাম্, গোয়া, সাবন্তবাড়ী, কোল্হাপুর, রত্নগিরি, সাতারা, সুরাট, রেবাকাণ্ঠা, পঞ্চমহাল, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ-প্রদেশে মাগ্নেটাইট, লাটেরাইট্ ও হিমাটাইট্ শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রত্নগিরির অন্তর্গত মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট, রেবাকাণ্ঠার জম্বু-

ঘোড়া, লিমোদ্রা ও লাদকেশ্বর নামক স্থানে এবং কাঠিয়াবাড়ের ওমিয়া-শিখরে জুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে; কিন্তু এখন অনেক স্থানেই লোহা গলাইবার জন্য চুল্লীতে আগুন জলে না।

রাজপুতনা

জয়পুর, মেবার, আলবার, মারবাড়, আজমীঢ়, বুন্দী, কোটা ও ভরতপুর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যৌগিকভাবে লৌহ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে আরাবল্লী-পর্ব্বতের ট্রান্সিশন্-স্তর, সিন্ধুপ্রদেশের কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেবারের গঙ্গোর বিভাগের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি উল্লেখযোগ্য। এখানকার লৌহ ম্যাগ্নেটাইট্, হিমাটাইট, ও ম্যাঙ্গানিজ্ অক্সাইডের যৌগিকরূপে অবস্থিত।

পঞ্জাব

বন্নু, পেশাবর, ঝিলাম্, কাঙ্ড়া, মণ্ডী, সিমলা-শৈলরাজ্য-সমূহ ও গুরগাঁও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে কাঙড়ার magnetic ironsand বিশেষ প্রশস্ত। কাশ্মীর রাজ্যের পঞ্চ নামক নদীতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশে, পঞ্চশিরের উত্তরস্থ-দ্রাগড়-শৈলের নিকটে, ভীমবারা নদীর তীরবর্ত্তী সুফাহন্ গ্রামে; কাশ্মীর উপত্যকার সোপুরে ও পামপুর নামক স্থানের নিকট দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের কারখানা আছে।

যুক্তপ্রদেশ

কুমায়ুন, ললিত, বান্দা ও মীর্জাপুর জেলায় প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কুমায়ুনের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, লোসগিয়ানী, নাতুনা-খাঁ, পাববাড়া, খৈরানা এবং শিবালিক স্তরের কালধুঙ্গী ও দেচৌরী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ। এই স্থানের লৌহ সকল micaceous hæmatite and limonite বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা

বাঙ্গালা-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লোহার কারখানা (Barakar Iron-works) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির মধ্যে Ironstone shales ও nodules of clay-iron -stone পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, গয়া, মানভূম, সিংহভূম, লোহারডাগা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের সামন্তরাজ্য সমূহ এবং দার্জ্জিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। Birbhum Iron-works Company চুল্লীতে কাদা মাখা প্রথায় (a sort of puddling process) যৌগিক লৌহ গালান হইয়া থাকে।

খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলে, নাগা শৈলমালায় এবং মণিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ টার্শিয়ারি কয়লা-স্তরে titaniferous magnetite, pisolitic nodule of limonite ও nodules of clay ironstone দেখা যায়। খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলের যে প্রস্তর-স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা ভঙ্গপ্রবণ হওয়ায় তথাকার লোকে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লয়। পরে একটা নালীপথে যথায় প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে ঐ চূর্ণগুলি লইয়া ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্তিকা ও তদনুরূপ লঘু পদার্থগুলি জলস্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণাগুলি নিম্নে সঞ্চিত হয়। এইরূপে উপর্য্যুপরি প্রক্ষালনের পর যখন সেই যৌগিক লৌহচূর্ণ মৃদাদি পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা অগ্ন্যুত্তাপে গলাইয়া লৌহ বাহির করে। এইরূপে উপর্য্যুপরি লৌহ গলাইলে উহা পরিষ্কৃত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে পরিণত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরাজ্য

উত্তরব্রহ্ম, পেগু ও তেনাসেরিম বিভাগে এবং শানরাজ্যের নানা স্থানে, মার্গুই নগরের ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দুইটী দ্বীপে লৌহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার নগরের কএক মাইল দক্ষিণে 'রঙ্গ-উ-ছাঙ্গ' নামকস্থানে প্রচুর পরিমাণে hæmatite যৌগিক আছে, কিন্তু উহা কোয়ার্ট্জ্ ও পাইরাইট্ মিশ্রিত থাকায় কোন কাজে আইসে না।

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় বিরাজিত দেখা যায়:—১ Sulphide or Iron Pyrites = FeS_2; ২ Carbonate $FeCO_3$; ৩ Oxide। এই অক্সাইড্ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা,—Anhydrous ferri-oxide = FeO_3, hydrated ferri-oxide = Fe_2O_3 এবং ferrous and ferric oxide। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে magnetic oxide of iron = Fe_3O_4 এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটী Red hæmatite and specular ores ও দ্বিতীয়শ্রেণীতে এলামাটী (Brown hæmatite, bog-iron ore or limonite) অন্তর্ভুক্ত।

প্রধানতঃ Sub-metamorphic or transition rocks মধ্যে; বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিভিন্ন স্তরে (অর্থাৎ Conglomerates, Sandstones and shales of Gondwana system); রাণীগঞ্জ-খামঠী ও দামুদর-উপত্যকাভাগে; কয়লার খনি মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের ত্রিচীনপল্লী জেলার cretaceous rocks নামক স্তরে এবং ভারত বহির্ভূত দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশে, আফগান-স্থানে, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মরাজ্য Tertiary formation ও older metamorphic rock-স্তরে এই সকল লৌহশ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাথুরে কয়লার একটী প্রকাণ্ড চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের খনিজ যৌগিকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে মুক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় জল, কার্ব্বণিক্ আন্‌হাইড্রাইড্ ও গন্ধকাদি অক্‌সিজেনকর্ত্তৃক সাল্‌ফার ডাইঅক্‌সাইড্‌রূপে বহির্গত হয় এবং লৌহ প্রায় ফেরিক্ অক্‌সাইড্ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই ফেরিক্ অক্‌সাইডের সহিত কয়লা, কিংবা কোক্ এবং লাইম্ ষ্টোন (কার্ব্বণেট্ অব লাইম্) মিশ্রিত করিয়া ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস্ (Blast furnace) নামক বিস্তীর্ণ চুলায় উত্তপ্ত করিলে লৌহ অক্‌সিজেনবিহীন হইয়া আইসে।

সুইডেন, রুসিয়া ও পূর্ব্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রথায় লৌহ গালাই হইয়া থাকে। নিম্নে লৌহ গলাইবার চুল্লী এবং লৌহের পর্য্যায়িক পরিণতির বিষয় উদ্ধৃত হইল :—

ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস—ইষ্টক দ্বারা এই চুলা গঠিত হয়। ইহা প্রায় ৮০ ফিট্ উচ্চ। উহার উর্দ্ধ এবং নিম্নদেশ মধ্যদেশাপেক্ষা অল্প বিস্তীর্ণ। নিম্নদেশে বায়ু প্রবেশ করিবার জন্য নল এবং ধাতু গলিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে। চুল্লীর উর্দ্ধদেশ দিয়া উপরোক্ত ফেরিক্ অক্‌সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস্ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত নলের দ্বারা যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তদ্দ্বারা কোক্ দগ্ধ হইয়া কার্ব্বণিক্ আন্‌হাইড্রাইড্ উৎপন্ন করে। ঐ বাষ্প যতই উর্দ্ধগামী হইতে থাকে, অঙ্গারের দ্বারা উহা ততই অক্‌সিজেনবিহীন হইয়া কার্ব্বণিক অক্‌সাইডে পরিণত হইয়া যায়। পরে এই কার্ব্বণিক্ অক্‌সাইড্ উত্তপ্ত ফেরিক্-অক্‌সাইডের অক্‌সিজেন আকর্ষণ করিয়া লয়; তখন লৌহ মুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় দ্রবাভূতাবস্থায় নিম্নদেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা কিঞ্চিৎ অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম্ ষ্টোন ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা উত্তপ্তাবস্থায় কার্ব্বণিক আন্‌হাইড্রাইড্ বাষ্প বিবর্জ্জিত হইয়া কাল্‌সিয়াম্ অক্‌সাইডে (চুণে) পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কর্দ্দমাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাকে স্লাগ্ (Slag) কহে। চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত ছিদ্রবিশেষ দিয়া ইহা বাহির হইয়া যায় এবং লৌহ অপর ছিদ্র দ্বারা বাহিরে আইসে। এই তরল লৌহ কঠিন হইলে তাহাকে কাষ্ট বা পিগ্ (Cast or pig) বলে। ভারতের নানা স্থানে সাধারণতঃ ৩। ৪ ফিট্ হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ ফার্ণেস দেখা যায়।

কাষ্ট আয়রণে শতকরা ২ হইতে ৫ ভাগ অঙ্গার এবং সিলিকা, গন্ধক, ফস্ফরাস, আলুমিনাম্ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত থাকে।

লৌহকে বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিতে হইলে, উহাকে পুনর্ব্বার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বায়ুর অক্‌সিজেনের দ্বারা অন্যান্য পদার্থের সহিত লৌহকে সম্মিলিত করিয়া, পরে উহাকে পিটিয়া যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রট্ (Wrought) আয়রণ কহে। রট্ আয়রণে শতকরা ০·১৫ হইতে ০·৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। যখন শতকরা ০·৬ হইতে ২·০ ভাগ অঙ্গার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিতি করে, তখন তাহা ইস্পাত (Steel) নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে রট্ আয়রণকে কয়লার অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতে হয়। পরে লোহিতোত্তপ্ত সেই লৌহখণ্ড শীতল জলে কিংবা তৈলে সহসা নিমজ্জিত করিলে অতিশয় কঠিন ইস্পাতে পরিণত হয়। ঐ ইস্পাত ভঙ্গুর এবং স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। যে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে প্রকার ইস্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পান দেওয়া আবশ্যক। ইস্পাতকে ২২১° সেণ্টিঃর উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে অতিশয় কঠিন হয় এবং তদ্দ্বারা ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদ্যপি ২৮৭° সেঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করা যায়, তাহা হইলে ইহা অতিশয় স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করে। ইহার দ্বারা ঘড়ির স্প্রাং প্রভৃতি গঠিত হয়।

বেপুর, সালেম, পালম্‌কোট, পেণাতুর ও পুদুকোট্ট নামক স্থানে লৌহের যে magnetic oxide যৌগিক পাওয়া যায়, পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া Blast furnace মধ্যে তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লৌহ থাকে। উহা গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা ফস্ফরাস-বিবর্জ্জিত। পানপাড়া ও হোনোর নামক স্থানের খনিজ লৌহই ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত।

বেপুর লোহার কারখানায় ভারতীয় কাষ্ট-ষ্টীল (cast-steel) প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে Bessemer-process বলে। সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রথায়ই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রেট-বৃটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সেফিল্ড নগরের সুপ্রসিদ্ধ লোহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সেফিল্ডের ছুরী কাঁচি (Cutlery) প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইস্পাত নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সুকঠিন ও বহু ব্যয়সাধ্যবোধে এ দেশীয় লোহার কারখানাসমূহে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথায় "পিগ্-আয়রণ" প্রস্তুত করণার্থ একটী আলোড়ন বা প্রতিঘাতকারী

চুল্লী (reverberatory furnace) থাকে। ঐ চুল্লীর উত্তাপে কাষ্ট-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হইয়া Converter বা Bessemer vessel নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়। সুইডেন বা মান্দ্রাজের বেপুর-কারখানায় সেরূপ চুল্লী নাই। ঐ দুই স্থানে ব্লাষ্ট-ফার্ণেস হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়া হাতার ন্যায় পাত্র বিশেষে (ordinary founder's ladle) পরিচালিত হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ উত্তোলক যন্ত্রের (travelling crane) সাহায্যে ঐ লৌহপূর্ণ হাতা উর্দ্ধে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ ঢালিয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী প্রথায় রক্ষিত কনভার্টার-পাত্র চক্রদণ্ডোপরি (axles) স্থাপিত, উহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে ন্যস্ত থাকে এবং উহার চারিদিকে অগ্ন্যুত্তাপসহ ইষ্টকচূর্ণ (Fireclay, sand and pulverized english fire-bricks) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। তৎপরে বয়লারে আনুমানিক ৫০ পাউণ্ড বাষ্প সমুত্থিত করিয়া ঐ গলিত ধাতুর প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানে ৬॥ হইতে ৭ পাউণ্ড পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিতাড়নার্থ ⅞ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত ১১টী নালী (tuyeres) উক্ত পাত্রের তলদেশে সোজাসুজি ভাবে সংন্যস্ত থাকে। ঐ পাত্রস্থ ষ্টীল নরম করিতে মাঙ্গানিজ বা অপর কোন ধাতু-মিশ্রণ আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র মুহুর্মুহু বাত্যা-সন্তাড়ন দ্বারা চাপ দিলে ও আবশ্যকমত অধিকক্ষণ অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিলে ঐ ষ্টীল বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়া আইসে।

যখন ঐ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্ব্বণ বিমুক্ত (decarbonized) হয়, তখন ঐ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ্ খুলিয়া দিলে তরল ইস্পাত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া তলস্থ ladle নামক পাত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ পাত্রেরও তলদেশে তরল ইস্পাত গড়াইয়া পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইস্পাত পূর্ণ ঐ লাড্‌ল পরে ঢুলাইয়া ছাঁচের (Cast-iron ingot moulds) উপর লইয়া যায় এবং তথায় ছিদ্রের ছিপি (fire-clay plug) খুলিয়া দিলে ইস্পাত জলস্রোতের ন্যায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়। উহা শীতল হইলে পর ছাঁচের থামিগুলি উঠাইয়া Nasmyth hammer নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাখিয়া পিটিয়া লয় এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহারা বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত ইংরাজী প্রথায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চুল্লী আবশ্যক এবং উহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্ঠের কয়লা সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিসহকারে তাপের মাত্রা সমান রাখিতে হয়; এই অসুবিধা নিবন্ধন এবং কাষ্ঠের খরচ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া এখানকার কারখানাসমূহে ইংরাজী প্রথায় আর লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটের সালেম জেলার পোর্টো-নভো নগরে এবং মলবার উপকূলে বেপুর নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। সালেমের কারখানা হইতে পিগ্-আয়রণ গালাই হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। পরে তথা হইতে ইস্পাতে রূপান্তরিত হইয়া উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ঐ ইস্পাতে বৃটানিয়া ও মেনাই-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেপুরের কারখানায় উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র লাভ না পাওয়ায়, তথায় উক্ত প্রথায় আর ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্কস্ কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনের লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই গ্রামে একটী লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কার্য্যারম্ভ হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাহন নগরে একটী কারখানা স্থাপিত হয়। কিছুদিন কার্য্যারম্ভের পর পরিচালকগণ ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া কার্য্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর নগরে 'Bengal Iron Company' লৌহ গলাইবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পর্য্যন্ত কাষ্ঠের কয়লাই জ্বালানী-কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চান্দা জেলায় লোহা গালাই করিবার জন্য কাষ্ঠের কয়লার পরিবর্ত্তে পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরাকরের লোহার কারখানায়ও কোক্‌কয়লা জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগ্-আয়রণ প্রস্তুত হইলেও বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারখানা বন্ধ রাখা হয়। উহার তিন বৎসর পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে কারখানার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া Ritter von schwartz নামক একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী একটী বৃহৎ চুল্লি (ব্লাষ্ট ফার্ণেস) লইয়া প্রথমে কার্য্যারম্ভ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উহাতে ৩০৩১৬ টন্ মাল প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সংস্কৃত প্রথায় আর একটী ব্লাষ্ট ফার্ণেস স্থাপন করা হইল, তাহাতে ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগ্-আয়রণ গলান হইয়াছিল। ঐ কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার টন্ পিগ্-আয়রণ গলাইয়া Pipes, sleepers, bridge-piles railway axle-boxes এবং নানা ফুলের কাজ ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজ

গবর্ণমেন্ট বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ একটী স্বতন্ত্র কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপীয় প্রথায় লৌহ গলাইবার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষা

লৌহ এবং ইস্পাতের পার্থক্য-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এক বিন্দু তীব্র নাইট্রিক্ এসিড্ উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে; যদ্যপি তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইস্পাত বলিয়া জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

ধর্ম্ম

বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ন্যায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জ্বল দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। সূত্রগুচ্ছের ন্যায় ইহার গঠন, এই নিমিত্ত ইহা ভারবহন করিতে সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৭·৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ করিতে পারে। ইহা অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিণ, ব্রোমিণ এবং আইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক্ এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে গলিয়া যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। ১·৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইট্রিক্ এসিডে লৌহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু জলমিশ্রিত নাইট্রিক্ এসিডে ইহা সহজে গলিয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা অত্যুক্তি মাত্র। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই লৌহের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে। লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতের ঔষধাদিতে লৌহের যে যৌগিকগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বৈদ্যকমতের ঔষধাদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [রসায়ন ও লোহশব্দ দেখ।]

লৌহের যৌগিকবৃন্দ।

লৌহ প্রধানত দুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা,—ফেরাস্ এবং ফিরিক্।

Ferrous oxide FeO	Ferrous hydrate $Fe(OH)_2$
Ferroso-ferric Oxide Fe_3O_4	Ferrous chloride $FeCl_2$
Ferrous iodide FeI_2	Ferrous sulphide FeS
Ferrous carbonate $FeCO_3$	Ferrous Phosphate $Fe_3P_2O_8, 8H_2O - FePO_4, 2H_2O$.
Ferrous sulphate $FeSO_4$	
Ferric oxide Fe_2O_3	Ferric hydrate $Fe_2(OH)_6$
Ferric Chloride Fe_2Cl_6	Ferric sulphide FeS_2

ফেরাস্ অক্সাইড।—ইহা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। হিরাকসের জলে ক্ষারঘটিত দ্রাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইড্রেট অধঃস্থ হয়, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক্ অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে সবুজবর্ণ এবং পরে লোহিতাভাযুক্ত হয়।

ফেরাস্ ক্লোরাইড।—লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ। দেখিতে সবুজ, জলে এবং আল্কহলে দ্রাবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ুতে ইহা বিকৃত হইয়া ফেরিক্ ক্লোরাইড্ এবং অক্সাইডরূপ ধারণ করে।

ফেরাস্ আইওডাইড।—আইওডিনের দ্রাবকের সহিত লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিবার বিধি আছে।

ফেরাস্ সাল্ফাইড।—হিরাকসের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত সাল্ফাইড্ সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধঃস্থ হয়। ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক্ অক্সাইড এবং গন্ধক উৎপন্ন হয়।

ফেরাস্ সাল্ফেট বা হিরাকস।—জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সবুজবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অণুতে ৭ অণু জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে এবং আল্কহলে সহজে গলিয়া যায়। লোহিতোত্তাপে হিরাকস বিকৃত হইয়া সাল্ফার ডাইঅক্সাইড্ ও ট্রাইঅক্সাইড্ বাষ্প এবং ফেরিক্ অক্সাইডে পর্য্যবসিত হয়। নর্ডসন্ (Nordhausen) সালফিউরিক্ এসিড্ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। হিরাকসের দ্রাবণ বায়ুস্পৃষ্ট হইলে বেসিক্ ফেরিক্ সাল্ফেট্ জন্মিয়া থাকে।

ফেরাস্ কার্ব্বণেট।—হিরাকসের দ্রাবকে কার্ব্বণেট্ অব্ সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্ব্বণেট্ অধঃস্থ হয়, কিন্তু হাইড্রেটের ন্যায় বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংযোগে ফেরিক্ হাইড্রেট হইয়া থাকে।

ফেরাস্ ফস্ফেট্।—ফস্ফেট অব্ সোডার দ্রাবণ হিরাকসের দ্রাবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাস্ ফস্ফেট্ অধঃপতিত হয়।

ফেরিক্ অক্সাইড।—ফেরিক্ ক্লোরাইডের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত দ্রাবক মিশ্রিত করিবামাত্র পাটকিলা বর্ণের গুঁড়াবৎ পদার্থ নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড্রেট কহে। হাইড্রেটের জল বিদূরিত করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক্ অক্সাইড ক্ষারাদি পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহা এসিডে গলিয়া থাকে।

ফেরসো-ফেরিক্ অক্সাইড।—সমভাগ ফেরাস্ এবং ফেরিক্ সাল্ফেটের দ্রাবকে আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ অধঃস্থ হয়। উহা নাইট্রিক্ এবং হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়।

ফেরিক্ ক্লোরাইড।—ফেরিক্ অক্সাইডকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হয়; অথবা লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবীভূত করিয়া, পরে উহার সহিত নাইট্রিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলেও ফেরিক্ ক্লোরাইড্ প্রস্তুত হইতে পারে।

জলশূন্য ফেরিক্ ক্লোরাইড প্রস্তুত করিতে হইলে লোহিতো-ত্তপ্ত লৌহের সহিত ক্লোরিণ বাষ্প সংযোগ করিতে হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক। জলে, আল্কোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়।

ফেরিক্ সাল্ফেট্।—হিরাকসের সহিত সাল্ফিউরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রণের সহিত পুনরায় নাইট্রিক্ এসিড সংযোগ করিয়া ফুটাইলে ফেরিক্ সাল্ফেট প্রস্তুত হইবে। হাইড্রেট, কার্ব্বণেট্, ফস্ফেট্ এবং সাল্ফাইড ব্যতীত ফেরো-সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের দ্রাবকযোগে ফেরাস্ শ্রেণীর লবণসমূহ শ্বেতবর্ণের যৌগিকরূপে অধঃস্থ হয়। বায়ুর সংযোগে উহা ক্রমে নীলবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ফেরিডসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়াম্ মিশ্রিত করিলে গাঢ় নীলবর্ণের অধঃপাতন ঘটে। ইহাকে টার্ণবুল্ ব্লু বলে। সাল্-ফোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত ফেরাস্ শ্রেণীর লবণদিগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

ফেরিক্ শ্রেণীর যৌগিকদিগের ক্ষারাদি পদার্থের দ্বারা হাইড্রেট হয়। ক্ষারঘটিত সাল্ফাইডের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধঃস্থ হয় এবং তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত থাকে। ফেরাসে তাহা থাকে না।

ফেরোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত গাঢ় নীলবর্ণ অধঃস্থ হয়। ইহাকে প্রুসিয়ান্ ব্লু কহে। ফেরিড সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সংযোগে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। এই লক্ষণের দ্বারা ফেরাস্ এবং যৌগিকদিগকে পৃথক্ করা যায়। সাল্ফো-সায়ানাইডের সহিত গাঢ় রক্তবর্ণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফেরাসে তাহা হয় না।

বাণিজ্য।

এই ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গেই জনসমাজে ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবাসিগণ লৌহপাত্রের ব্যবহার জানিতেন। তৎকালে ভারতীয় লৌহ-পাত্রাদি দেশান্তরে পরিচালিত ও বিক্রীত হইত কি না, তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই। তবে বহু প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিকের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যসংস্রব থাকায় অনুমান হয় যে, প্রাচীন সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র ভারত হইতে লৌহ-নির্ম্মিত পাত্রাদি, অথবা ইস্পাত প্রভৃতি ভারত হইতে সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও রপ্তানী হইত।

মহিসুর, সালেম প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বহুপ্রাচীন কাল হইতে ইস্পাত প্রস্তুত হইত। তথাকার লোকে খনিজ Magnetite লৌহ গলাইয়া আঘাত সহনশীল (Malleable) একপ্রকার নরম লৌহ ঢালিয়া লইত। এখনও তথায় সেই প্রথা চলিতেছে। ঐ লৌহ শীতল হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে অগ্নিবৎ তপ্তোজ্জ্বল করিয়া হাতুড়ীযোগে পিটিয়া একখানি চৌকা থামি প্রস্তুত করে। ঐ থামি গুলি সাধারণতঃ ১২″ × ১½ × ½ পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে। পরে ঐ থামিগুলি অগ্নিযোগে উপর্য্যুপরি পিটিবার পর উপযুক্ত অবস্থায় আসিলে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লয়। অনন্তর তাহারা সেই খণ্ড গুলি বিভিন্ন মুচীতে পুরিয়া, প্রত্যেক মুচির মধ্যে লৌহ-পরিমাণের দশমাংশ Cassia auriculata বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মিশ্রিত করিয়া দেয়। মুচীতে লৌহ ও কাষ্ঠখণ্ড রাখিবার পূর্ব্বে তাহারা অভ্যন্তরের চতুর্দ্দিকে Asclepias gigantea, অথবা Convolvulus laurifolia নামক বৃক্ষদ্বয়ের কাচা পাতা পাতিয়া তদুপরে লৌহ ও কাষ্ঠখণ্ডগুলি স্থাপনপূর্ব্বক উপরে আর একখানি পাতা চাপা দিয়া মুচীর মুখে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হয়। পরে একটী ক্ষুদ্র চুল্লীতে ঐ মুচী স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে বাষ্পতাড়না* করিতে হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ প্রখর উত্তাপে মুচিগুলি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে মুচী নামাইয়া রাখে। উহা শীতল হইলে পর, মুচী ভাঙ্গিয়া তদভ্যন্তরে যে ইস্পাতপিণ্ড থাকে তাহা বাহির করিয়া পুনরায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অতঃপর তাহারা ঐ ইস্পাতপিণ্ডকে কএক ঘণ্টা অগ্ন্যুত্তাপে রাখিয়া দেয় বটে, কিন্তু আর দ্রব হওনযোগ্য তাপদান করে না, বরং উল্টাইয়া পাল্টাইয়া উহার গাত্রে জাঁতাদ্বারা বায়ুসন্তাড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যখন ঐ লৌহপিণ্ড যথা-প্রক্রিয়ায় ইস্পাতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে হাতুড়ীর দ্বারা পিটিয়া ছোট ছোট ইস্পাত দণ্ডরূপে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দেয়। দাক্ষি-ণাত্যে এই ইস্পাত 'বুৎজ' (wootz)† নামে পরিচিত। ১৭১৫

---

* চলিত কথায় "তাওয়ান" বলে। সেক্‌রা বা স্বর্ণকারগণ সোণা গলাইবার কালে 'ধন্‌কা' বা জাঁতা দিয়া যেরূপ হাপোড়ের নীচে ও উপরে বেগে বায়ু সঞ্চালিত করিয়া অগ্নির তেজ প্রখর রাখে সেইরূপ।

† কণাড়িভাষায় 'উকু' শব্দ ইস্পাত অর্থবোধক। উহা সাধারণতঃ 'বুকু' রূপে উচ্চারিত হয়। বুকু হইতে পরে বুক্ বা বুত্‌জ শব্দ অনুকৃত হইয়া

খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন George Pearson M D রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে "Experiments and observations to investigate the nature of a kind of steel, manufactured at Bombay and there called wootz......" †। ইহার পর Mr. Heath একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও উপযোগিতা প্রকাশ করেন। ‡

আমরা পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীয় কবিতাসমূহে সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ইস্পাত-নির্ম্মিত তরবারির উল্লেখ আছে। প্রাচীন স্পেনবাসীর নিকট ইহা অল্-হিন্দে নামে পরিচিত ছিল। পারসিক বণিকগণ উহাকে 'হুন্দ্বানী' বলিতেন। মার্কোপোলের বিবরণীতে উহা "ওন্দানিক্" (ondanique) শব্দে বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ কানাড়া উপকূলস্থিত ভাটকল প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়া য়ুরোপে রপ্তানী করিতেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালরাজ গোয়ার গবর্ণরকে একখানি আদেশপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত-সাগরতীরবর্ত্তী তুর্কজাতির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। (Archivo Port. Orient, Fasc. 3, 318)

Wilkinson কৃত Engines of war (১৮৪১ খৃঃ) নামক পুস্তকে এবং Percy রচিত ধাতববিজ্ঞান (Metallurgy, Iron and Steel) গ্রন্থে "বুৎজ্" নামক ইস্পাতের বিশেষ প্রশংসা আছে। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির ফলক ভারতীয় বুৎজ ইস্পাত হইতেই নির্ম্মিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা য়ুরোপীয় লৌহেরই আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য হাতা, বেড়ী, খুন্তি, ঝাঁঝরী, কড়া, তস্‌লা প্রভৃতি পাত্র এবং কড়ি, বরগা, থাম, কল, কব্জা প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত হইতেছে। রেল-পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকানেক সুবৃহৎ অসংসাহসিক কার্য্যও লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। লৌহের ইস্পাত হইতে ইঞ্জিন্ প্রস্তুত হয়।

২ ছাগবিশেষ। "অজেন বাপি লৌহেন মঘাস্বেব যতব্রতঃ।" (ভারত ১৩।৮৮।১৩)

লৌহকচূর্ণ, চিকিৎসাসারোক্ত চূর্ণৌষধভেদ।

থাকিবে। অধিক সম্ভব, ইস্পাতার্থবোধক এই উক্ত শব্দই পরে ইস্পাতজ্ উকো নামক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† Philos. Transactions for 1795, pt II.

‡ Journ. Roy. As. Soc, Vol. V, p. 390.

লৌহকান্তক (ক্লী) কান্তলোহ। (রাজনি°)

লৌহকিট্ট (ক্লী) মণ্ডূর।

লৌহচারক (পুং) লৌহেন লৌহনিগড়েন চারঃ প্রচারো যত্র। নরকভেদ। যেখানে নিগড়ে বন্ধন করিয়া সাজা দেওয়া হয়। [লৌহদারক দেখ]

লৌহজ (ক্লী) লোহাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ মণ্ডূর। (রত্নমালা) ২ বর্ত্তলোহ, চলিত বিদরী। (রাজনি°)

লৌহদাহ (পুং) অশ্বচিকিৎসাভেদ। বায়ুপ্রকোপাদি হেতু অশ্বশরীরে রোগ জন্মিলে লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধকরণরূপ ব্যাপারভেদ।

লৌহনিরুত্থীকরণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে লোহভস্মীকরণ।

লৌহনিরুত্থীকরণমিত্রপঞ্চক (ক্লী) ঘৃত, মধু, কুঁচ, সোহাগা ও গুগ্‌গুলু পাঁচটী পদার্থ ধাতুপদার্থে সংযুক্ত হয় বলিয়া মিত্রপঞ্চক নামে অভিহিত। মিত্রপঞ্চকসহ বিপক্ব ও মৃত লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি মাত্রা সেবন করা যাইতে পারে। (রসেন্দ্রসারস°)

লৌহপত্রী (স্ত্রী) ১ লৌহচটকা, লোহার চটা। ২ লৌহ মারণ। ৩ লৌহপুর, একটী প্রাচীন নগর। (ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ৭।৩২)

লৌহপর্পটী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলী পত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধনের ক্বাথ। ঔষধ সেবনকালে বিদাহী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণী, সুতিকা, অতীসার, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণ্যধি°)

লৌহপর্পটীরস, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কাসাদি রোগনাশক ঔষধ-ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ব্রহ্মযষ্টি, মুণ্ডিরী, বক, ত্রিফলা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, ঘৃতকুমারী ও আদা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে তাম্রপাত্রে রাখিয়া গন্ধ নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ পাণের রস, পিপুল,

স্বরস ক্বাথ, অথবা বাসক পাতার রস অনুপানে সেবন করিলে শ্বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেঁতুল, তৈল, বেগুণ, কুষ্মাণ্ড, কলা, মাংসযূষ ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধে লৌহের পরিবর্ত্তে তাম্র দিয়া পাক করিলে তাম্রপর্পটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তাম্রপর্পটী দেখ।]

লৌহবন্ধ (পুং ক্লী) লৌহস্য বন্ধমিব বন্ধনং যত্র। লোহার শৃঙ্খল। শিকলী।

লৌহভাণ্ড (পুং) লৌহস্য ভাণ্ডমিবাকৃতির্যত্র। অশ্মভাল। (শব্দচ০) চলিত কথায় হামানদিস্তা বলে। (ক্লী) লৌহনির্ম্মিত পাত্র বা ভাণ্ড।

লৌহভূ (স্ত্রী) লোহস্য ভূরিব। ১ কটিনী নামক লৌহপাত্র বিশেষ, চলিত কথায় কটাহ।

'লৌহাস্যা চাযুগা লৌহা লৌহভূঃ কটিনীত্যপি ॥' (শব্দচ০)

লৌহভেকীবীজ (ক্লী) রসজারণ বীজভেদ।

(রস° চিন্তা০ ৩ অঃ)

লৌহময় (ত্রি) ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্ম্মিত।

লৌহমল (ক্লী) লৌহস্য মলম্। লোহকিট্ট, মণ্ডূর। ইহার বিষয় ভৈষজ্য-ধন্বন্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সম্যো লৌহমলাজ্যমাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমামানতঃ
পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তনথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাত্তদ্ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ
পাত্রে তাম্রময়ে বিধেয়মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥
পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ্বা জলং শীতলম্
পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতোহস্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্ন রৈঃ।
জেতুং শূলহুতাশমান্দ্যকসনশ্বাসান্নপিত্তজ্বরো-
ন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বারুজঃ ॥"(ভৈষজ্যধন্বন্তরি)

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস, প্লীহারোগনিবারক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী :—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, মনঃশিলা, বিষমুষ্টি, কড়ি, তুঁতে, শঙ্খ,রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকে সমভাগ সূর্য্যাবর্ত্ত রসে ও বেলপাতার রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া পরে পুনরায় সূর্য্যাবর্ত্তরসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, অগ্রমাস, শোথ, উদরী, বাতরক্ত ও বিদ্রধিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

লৌহযন্ত্র (পুং) লৌহেন নির্ম্মিতঃ যন্ত্র ইব। ১ লোহার কল (ইঞ্জিন প্রভৃতি)। ২ রসায়নোক্ত ভাণ্ড বিশেষ। ইহাতে ঔষধাদি পাক করিতে হয়।

লৌহরসায়ন, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শ্লথ পোট্টলী-বদ্ধ গুগ্‌গুল, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, ভূকদম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল, সিজমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্বাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগ্‌গুলু ১০ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর কোন তাম্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও গুগ্‌গুল মিশ্রিত ক্বাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ২ পল, মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও ছাগাদি জাঙ্গল মাংসের যূষ। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। কদলী, কন্দমূল, কাঁজি, করমচা, করীর ও করলা এই সমুদয় বর্জ্জনীয়। (ভৈষজ্যরত্না° মেদোঽধিকার)

লৌহবিশুদ্ধিদ (পুং) টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (রসেন্দ্রসার°)

লৌহশঙ্কু (পুং) লৌহস্য শঙ্কু যত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে পাপীদিগকে সূচীদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহনির্ম্মিত কীলক মাত্র।

লৌহশাস্ত্র (ক্লী) স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা-নির্দ্দেশক গ্রন্থ বিশেষ।

লৌহশোধন (ক্লী) লৌহস্য শোধনং। লৌহ নামক ধাতু বিশুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ। লৌহকে অগ্নিযোগে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া সাতবার কদলীমূলের রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক্ব এবং চতুর্থ ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিফলার ক্বাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১।০ সের লৌহ আগুনের উত্তাপে লাল করিয়া সাতবার নিক্ষেপ করিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

কান্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ ও শালিঞ্চ শাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নির উত্তাপে পোড়াইয়া লালবর্ণ করিবে। তদনন্তর তাহা জলে ডুবাইয়া হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মাণ, ওল, হাড়যোড়া, শুণ্ঠী, দশমূল, মুণ্ডিরী ও তালমূলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের ক্বাথে বা রসে যত্নপূর্ব্বক পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গজপিপ্পলী, শ্বেতবেড়েলা, গুড়ূচী, অপামার্গ,ক্ষুদ্র ন'টে, পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মণ্ডূরের ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিন্যস্ত করিয়া গোমূত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া ঢাকা দিবে। ঐরূপে তিন দিন রাখিয়া দিলে অন্তর্বাষ্পে উহা নিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিলে, উহাকে বাহির করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ও শুকাইয়া লইবে।

লৌহা (স্ত্রী) লৌহভূ। (শব্দচ°)

লৌহাচার্য্য (পুং) ১ ধাতুবিজ্ঞান-(Metallurgy)-শিক্ষাদাতা। ২ লৌহশিল্পজ্ঞ।

লৌহাত্মা (স্ত্রী) লৌহ আত্মা যস্যাঃ। লৌহভূ।

লৌহামৃতলৌহ, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার°)

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৯ নড়াদিগণ)

লৌহায়স (ত্রি) ধাতুনির্ম্মিত।

লৌহাসব, জ্বররোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামুল প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২৸৹ সের ও জল ১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুম্ভে রাখিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

লৌহি (পুং) অষ্টকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

লৌহিত (পুং) লোহিতঃ ইতি লোহিতশব্দাৎ স্বার্থে ষ্ণ (অণ্) প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লোহিত-সম্বন্ধীয়।

লৌহিতধ্বজ (পুং) লোহিতধ্বজের মতানুবর্ত্তী সম্প্রদায়-ভেদ। (পা° ৫।৩।১১২)

লৌহিতাশ্ব (পুং) লোহিতাশ্বের বংশধর।

লৌহিতীক (ত্রি) লোহিত ইব। লোহিত-(কর্ক-লোহিতা-দীকক্। পা ৫।৩।১১০) ইতি ঈকক্। ১ লোহিতবর্ণতুল্য। ২ স্ফটিক।

লৌহিত্য (পুং) লোহিতস্য ভাবঃ। লোহিত-ষ্যঞ্। লোহিতত্ব। (মেদিনী)

(পুং) লোহিত ইব। স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সাগরভেদ। (শব্দমালা) সম্ভবতঃ ইহাই আরব ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী লোহিতোপসাগর (Red sea)। ইহার জল ঘোর লোহিতবর্ণ এবং জলের আভ্যন্তরিক তাপও নিতান্ত কম নহে। সুয়েজ-খাল কাটা হইবার পর লোহিত-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের সংযোগ ঘটিয়াছে। [সুয়েজ দেখ।]

২ নদবিশেষ, ইহার অপর নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা-পুরাণে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—হরিবর্ষে শান্তনুমুনি বাস করিতেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ-মুনিকন্যা অমোঘাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। শান্তনু স্বীয় প্রিয়-তমা পত্নী লইয়া কখন কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে কখন বা গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদিন তপস্বী শান্তনু ফল পুষ্প চয়নোদ্দেশে বনান্তরে গমন করিলে, অবসর পাইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা শান্তনুভার্য্যা অমোঘার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই সুরসুন্দরী দেবজনমনোলোভা যুবতী অমোঘার অসামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মদনপীড়ায় সাতিশয় ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কামশরে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মা সেই মহাসতী অমোঘাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। সতী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতস্খলন হইল, ব্রহ্মাও প্রস্থান করিলেন। শান্তনু আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হংসপদচিহ্ন ও ব্রহ্মবীর্য্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক তদ্বিবরণ জানিবার উদ্দেশে বিস্ময়বিহ্বল হৃদয়ে স্বীয় পত্নীকে প্রশ্ন করিলেন। অমোঘার মুখে ব্রহ্মার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং দিব্য জ্ঞানবলে জগতের হিতার্থে তীর্থোৎ-পাদন দেবগণের অভীষ্ট জানিয়া তিনি স্বীয় পত্নীকে সেই ব্রহ্মবীর্য্য পান করিতে আদেশ করিলেন। পতি পত্নীতে অনেক বাদানুবাদের পর শান্তনু পত্নীর পরামর্শানুসারে সেই ব্রহ্মবীর্য্য পান করিয়া পরে স্বয়ং সেই তেজ অমোঘাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল। সেই জলরাশি মধ্যে নীলাম্বরপরিহিত রত্নমালা-বিভূষিত উজ্জ্বল কিরীটধারী চতুর্ভুজ পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধারী আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিশুমার মস্তকারূঢ় এক পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। শান্তনু সেই জলময় পুত্রকে কৈলাস (উত্তরে), সম্বর্ত্তকাদি (পূর্ব্বে), গন্ধমাদন (দক্ষিণে) এবং জারুধি (পশ্চিমে) শৈল চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাচ যোজন বৃদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোচনার্থ জামদগ্ন্য পরশুরাম ঐ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে স্নানার্থ আগমন করেন। তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লোকহিতাভিলাষে পরশু-সাহায্যে হেম শৃঙ্গগিরি বিভেদপূর্ব্বক উপযুক্ত পথ করিয়া লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। ঐ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহার আর একটী নাম লৌহিত্য হইয়াছিল। কামরূপ পরিপ্লাবিত এবং সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া লৌহিত্য দিব্য-যমুনা সঙ্গে দক্ষিণসাগরের অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ যোজন অতিক্রম করিয়া যমুনা পুনরায় ঐ লৌহিত্যনদে মিলিত হইলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করিয়া

থাকেন, তিনি কৈবল্য ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। (কালিকা-পুরাণ জামদগ্ন্যোপাখ্যান ৮৪।৪৫ অঃ।)

বর্ত্তমান লোহিত নদী ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখারূপে আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭০ মাইল অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরী সঙ্গমের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবন্ধন উভয় নদীর মধ্যে দ্বীপাকার যে বালুকাময় চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা 'মজুলিচর' নামে খ্যাত। সুবর্ণশ্রী নদী ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে।

লৌহিত্যায়নী (স্ত্রী) লৌহিত্যের গোত্রাপত্য স্ত্রী। (পা ১।৪।১৮)

লৌহেষ (ত্রি) লৌহময় ঈষাযুক্ত। শকটাদির চক্রদণ্ড-সংলগ্ন লৌহদণ্ড। (পা° ৬।৩।৩৯)

ব্লী, শ্লিষি। সংশ্লিষ্টকরণ। (কবিকল্পদ্রুম) ক্র্যাদি° পর° সক° অনিট্। ঔষ্ঠ্যবর্গাদ্যোপধঃ। ব্লিনাতি ব্লীনঃ ব্লীনিঃ। "অন্তঃস্থাদ্যোপধ ইতি।" (রমানাথ)

ল্যুট্, ব্যাকরণোক্ত কৃৎ প্রত্যয় সংজ্ঞাভেদ।

ব্লী, গত্যাম্। গতিঃ। (কবিকল্পদ্রুম) ক্র্যা° পর° সক° অনিট্। বকারোপধঃ। ব্লীনাতি ব্লীতঃ ব্লীতিঃ। ব্লিনাতি ব্লীনাতি ব্লীনঃ ব্লীনিঃ। 'গিনৈব ক্র্যাদিত্বসিদ্ধৌ গকরণং প্বাদিত্ববিকল্পার্থম্।' (দুর্গাদাস)

ব

ব, বকার। ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত উনত্রিংশবর্ণ, ইহা অন্তস্থবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'অন্তস্থা য র ল বাঃ।' (কলাপব্যাকরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজৎ ভগবানজঃ।

অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥" (ভাগ০ ১২।৬।৪৩)

'ততস্তেভ্যোঽক্ষরাণাং সমাম্নায়ং সমাহারং তমেবাহ— অন্তস্থা যরলবাঃ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ, স্বরা অকারাদ্যাঃ স্পর্শাঃ কাদয়ো মাবসানাঃ। হ্রস্বদীর্ঘাশ্চ, আদিশব্দাৎ জিহ্বামূলীয়াদয়ঃ। ত এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তম্।' (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)

কলাপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত্য, কিন্তু অন্যত্র দন্তোষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে—

"জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দন্ত্যোষ্ঠো বঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥" (শিক্ষা ১৮)

মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস পবর্গীয় বকার ও অন্তস্থ ব'র উচ্চারণস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—'যবরলীয়বকারস্য প ফ ব ভ ম বা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠমুক্ত্বা দন্ত্য-কার্য্যার্থং দন্ত্যমধ্যেঽপি তথদধনলসা ব ইতি ভিন্নপদে পঠিতবান্। যথা সংবুবূর্ষতি ইত্যাদৌ বকারস্য ওষ্ঠত্বাৎ উর্ দন্ত্যত্বাৎ অনুস্বারস্য মকারো ন স্যাৎ। বৈদিকাস্তু অন্তোৎ-পত্তিস্থানং দন্ত এবেত্যাহুঃ। অতএব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদৌ তথৈবোচ্চারন্তি।"

বীজবর্ণাভিধানতন্ত্রে, রুদ্রযামলের মন্ত্রকোষে ও অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রে 'ব' বর্ণের যে কয়টী পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বো বাণো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো দেবসংজ্ঞকঃ।

তোয়ং লান্তশ্চ বামাংশঃ॥" (বীজবর্ণাভিধান)

"বকারো বরুণো বাণঃ স্বেদঃ খড়্গীশ্বরো জবঃ॥"

(রুদ্রযামলে মন্ত্রকোষ)

"বো বাণো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণা দেবসংজ্ঞকঃ।

খড়্গীশো জালিনীবক্ষঃ কলসধ্বনিবাচকঃ॥

উৎকারীশস্তু নাবীতো বজ্রা ক্ষিক্ সাগরঃ শুচিঃ।

ত্রিধাতুঃ শঙ্করঃ শ্রেষ্ঠো বিশেষো যমসাদনম্॥" (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

এই বর্ণ পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সমন্বিত, চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। শিব আদ্যাশক্তিকে ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

"বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষমব্যয়ম্।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা॥

ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণমাত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতাহ্বয়ং॥

চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।

ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনু তন্ত্র)

মহাশক্তিসম্পন্ন এই বর্ণের ধ্যানপ্রণালীও তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে; যথা—

"কুন্দপুষ্পপ্রভাং দেবীং দ্বিভুজাং পঙ্কজেক্ষণাম্।

শুক্লমাল্যাম্বরধরাং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্॥

সাধকাভীষ্টদাং সিদ্ধাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধসেবিতাম্।

এবং ধ্যাত্বা বকারং তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত 'ব' অক্ষরের লিখন-প্রণালী—

"কোণত্রয়যুতা রেখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।

মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় 'ব' অক্ষর লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত তন্ত্রবর্ণেরই অনুসৃত। প্রথমে ঊর্দ্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটী রেখা টানিয়া পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে নিম্নমার্গে নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাভিমুখী এই দক্ষিণরেখা ঊর্দ্ধরেখার আরম্ভণ স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে, তখন উহাকে পুনরায় লম্বভাবে ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া ঐ আরম্ভণবিন্দুতে সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচূড় একটী ঊর্দ্ধায়ত ত্রিভুজ অঙ্কিত হইলে তাহার ঊর্দ্ধকোণে সোজাসুজি ভাবে একটী সরল রেখা টানিয়া লইবে।

ব (অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ।

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।

নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং ব যশঃ পপুঃ॥" (রঘু০ ৪।৪২)

ব (ক্লী) বা ল গমনহিংসয়োঃ কঃ। ১ প্রচেতা। (মেদিনী) ২ বরুণবীজ। (তন্ত্র)

ব (পুং) বানমিতি বা ভাবে ঘঃ। ১ সান্ত্বন। বাতি গচ্ছতীতি বাল-গমনে কঃ। ২ বায়ু। ৩ বরুণ। (মেদিনী) ৪ বাহু। ৫ মন্ত্রণ। ৬ কল্যাণ। ৭ বলবান্। ৮ বসতি। ৯ বরুণালয়। (শব্দচ০) ১০ শার্দ্দূল। ১১ বস্ত্র। ১২ শালুক। ১৩ বন্দন।

ব [স্] (ত্রি) যুষ্মান্, যুষ্মভ্যম্ যুষ্মাকম্ শব্দার্থ। যুষ্মৎ

শব্দের দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে এইরূপ হইয়া থাকে।

"পুষ্ণাতু বো নোঽপি হরির্ধনং বো।
দদাতু নো হস্তশুভানি বো নঃ॥" (মুগ্ধবোধ)

' বৈয়াকরণগণ বলেন, পাদবাক্যাদিতে ইহার প্রয়োগ হয় না।

বংক্ষু (বক্ষু) ইক্ষুনদ। বর্ত্তমানে Oxus নামে পরিচিত। ইহা মধ্য-এসিয়ার একটী সুবৃহৎ নদী। এই নদীর অধিকাংশ তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুচ্চ অধিত্যকায় (অক্ষা° ৩৭°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৪০´ পূঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া তুর্কিস্তানকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বোখারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের সুবিস্তৃত মরুস্থল ভেদ করিয়া ১৩০০ মাইল গিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া আরল সাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বে এই নদী কাস্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্ষু (Oxus) বা বংক্ষু নদীর কূলেই আর্য্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই আর্য্য সভ্যতা সুদূর য়ুরোপখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, হেরোদোতাস্ প্রভৃতির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাণ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতে শাকদ্বীপ নামে প্রথিত হইয়াছে। [শাকদ্বীপ দেখ] মৎস্য ও মহাভারতে শাকদ্বীপের সীমায় যে ইক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই বর্ত্তমান অক্ষু নদী। পুরাণ মতে বংক্ষু নদী জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত। পুরাণের অনুবর্ত্তী হইলে মনে হইবে যে শাকদ্বীপের সীমায় যে অংশ প্রবাহিত, তাহা ইক্ষু এবং জম্বুদ্বীপে যে অংশ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বংক্ষু নামে খ্যাত ছিল।

এই নদীতীরে "বক্ষ" বা "বখম্" জাতির বাস থাকায় * ইহার বংক্ষু নাম হইয়া থাকিবে। এখানে সূর্য্য ও অগ্নি উপাসক শকগণের অভ্যুদয়ের পর বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি ও অশোক স্তূপের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও এই নদীকে পোৎসু বা বক্ষু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় অনবতপ্ত (বর্ত্তমান সরীকুল) হ্রদের পূর্ব্বাংশ হইতে গঙ্গা, দক্ষিণ হইতে সিন্ধু, পশ্চিম হইতে বক্ষু এবং উত্তরাংশ হইতে সীতা নদী বাহির হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল আছে। চীনপরিব্রাজক যাহাকে "অনবতপ্ত" হ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই পুরাণে "বিন্দুসর" বলিয়া পরিচিত। [বিন্দুসরঃ দেখ]

* Wood's Journey to the source of the Oxus, p. xxiii.

বংশ (পুং) বমতি উদ্গিরতি পূর্ব্বপুরুষান্ বশ্যতে ইতি বা। টু বম উদ্গিরণে ইতি ধাতোর্যদ্বা বন শব্দে ইতি ধাতোর্বাহুলকাৎ শঃ। যদ্বা, বষ্টি উশ্যতে ইতি বা বশ কান্তৌ অব্ ঘঞ্ বা। ততো নুম্। ১ পুত্রপৌত্রাদি। পর্য্যায়—সন্ততি, গোত্র, জনন, কুল, অভিজন, অন্বয়, অন্ববায়, সন্তান, নিবন, জাতি। (জটাধর)

বিদ্যা ও জন্মদ্বারা একলক্ষণাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই বংশ পদবাচ্য। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এ বিষয়ে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন,—"কুলঞ্চ বিদ্যয়া জন্মনা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ সন্তানো বংশঃ।' (জয়াদিত্য) সুভূতি বলিয়াছেন,—"ধনেন বিদ্যয়া বা খ্যাতস্যাপত্যধারা বংশঃ।" অর্থাৎ ধন ও বিদ্যা-গৌরবে প্রসিদ্ধ অপত্যধারার নামই বংশ। 'বমতি উদ্গিরতি পূর্ব্বপুরুষান্ বংশনাম্নীতি শঃ।' (অমরটীকায় ভরত)

"ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥" (রঘু ১।২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। ঐ সকল বিভিন্ন বংশীয় রাজসন্ততিপরম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি সুপ্রাচীন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সর্ব্বপ্রধান। সূর্য্যবংশে মহারাজ মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু ও দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণবিজয় সূর্য্যবংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্দ্রবংশে বহুশত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছি।

[সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ দেখ।]

এই চন্দ্রবংশের অন্যতম শাখা যদুবংশে ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যাদব রাজবংশ সমুদ্ভূত। [যাদব রাজবংশ দেখ]

তুর্ব্বসুর বংশে (তুয়ার রাজবংশ?) উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শকজাতির অভ্যুদয়ে ভারতে শককুষণবংশীয় বৈদেশিক রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়। ঐ বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া রাজপুত নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তদবধি রাজপুত সমাজে ৮৭ শাখায় বিস্তৃত অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমার

পরিহার, চৌলুক্য ও চাহমান এই চারিটী অগ্নিকুল। ইতিহাসে এই চারি বংশের প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে।

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, যবনরাজবংশ, মিত্র, কাণ্ব ও অন্ধ্রবংশ প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারতপ্রসিদ্ধ। শকবংশের বিলয় ঘটিলে ভারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। স্কন্দগুপ্তকে পরাভূত করিয়া তোরমাণ ভারতে হূণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ যশোবর্ম্মদেব হূণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদনন্তর মগধ, বলভী, উজ্জয়িনী স্থাণ্বীশ্বর, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর-বংশ, ভোজ ও চন্দেল্ল এবং কনোজের আয়ুধরাজবংশের প্রভাব কাহারও অবিদিত নাই। এতদ্ভিন্ন ভারতের নানাস্থানে বুন্দেলা, জাট এবং নিজামশাহী, কুতবশাহী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উত্তরভারতীয় ঐ সকল মহাপ্রভব আয়ুধ রাজবংশের সমকালে বাঙ্গালায় শূরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন-বিবরণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করেন।

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, দাসবংশ, খিলিজিবংশ, তোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, সুর ও মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনন্তর ইংরাজরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

২ পুত্র।

"নৃপস্য বংশঃ সুমতির্ভুতজ্যোতিস্ততো বসুঃ ॥"

(ভাগ ৯।২।১৭)

বংশ (পুং) তৃণজাতিবিশেষ। চলিত কথায় বাঁশ বলে। ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকার বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বেন্থাম ও হুকার ২২ প্রকার বাঁশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও মলয়-প্রায়োদ্বীপের স্থানে স্থানে প্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা যায়। এই বাঁশের দণ্ড, বাখারি, চটা ও চিয়াড়ী কাটিয়া ভারত-বাসী নানারূপ গৃহকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটী লম্বমান সুপক্ব বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খুঁটী, চালের বাতা, ডাশা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। বাখারি চিরিয়া প্রাঙ্গণের বেড়া ও ঘরের চালের পাটা দেওয়া হয়। বাঁশ কাটারি দ্বারা লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তদুপরি উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়া চওড়া চটা প্রস্তুত করা হয়। উহা ঘরের দেওয়ালরূপে আটিয়া তদুপরি মৃত্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। চিয়াড়ীর সরুমোটা অনুসারে ঝুড়ী, কুলা, চাটাই বা দরমা, ধুচুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সরু গোল শলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিক্, ঝাঁপী, মাছধরা ঘুণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাঁশ (Bambusa arundinacea) সর্ব্ববিষয়ে মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বাঁশ, কাটাঙ্গ, মগর বাঁশ, নল-বাঁশ; বাঙ্গালা—বেহুড় বা বেউড় বাঁশ, বাঁস; আসাম—ব্রাহ্, কোলকতঙ্গা; সাঁওতালী—মাট; গারো—বাহ্-কাণ্ডে; চট্টগ্রাম—বরিয়ালা; পঞ্জাব—মগর, নাল; গুজরাত—বংশ, কোঙ্কণ—কলক, পোদই; পঞ্চমহল—বশ; বোম্বাই—মন্দলে, মাণ্ডগয়; দাক্ষিণাত্য—ভাঁস, ছোট বাঁশ হইলে ভাঁসা ও বড় হইলে বাম্বু; গৌড়—কটিবহুর; আরব—কাসাব, পারস্য—মই; তামিল—মনগল, মল্গিল; তেলগু—মূলকাশ, কঙ্ক, বোঙ্গা, বেদুরু, বোঙ্গ-বেদুরু, পোন্ত্-বেদের, বেম্রেমুক, বেন্ন্শনি, বেত্তু; কনাড়ী—বিদুরুলু, মঘ—বা-নাহ্; ব্রহ্ম—ব-য়াক্যাৎ, ক্যাক-ৎবা; শিঙ্গাহর—কাটুউনা, উনা; চীন—ছুহ্, ইংরাজী—Bamboo। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের তৃণবিভাগের (Gramineæ) দণ্ডতৃণ (Bambuseæ) শ্রেণীর অন্তর্ভূত। সংস্কৃত পর্য্যায়—কীচক; ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন, কিষ্কুপর্ব্বা, রম্ভ, তৃণ-কেতুক, কণ্ঠালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুদ্রুম, ধানুষ্য, দৃঢ়কাণ্ড, কিলাটী, পুষ্পঘাতক।

এই বংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০।৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে লম্বা উঠিয়া থাকে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঁশঝাড় গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্ব্বভারতীয় জনপদসমূহে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাঁশ গাছ দেখা যায়, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ তাহাদের আবয়বিক গঠন, দৈর্ঘ্যতা, গ্রন্থি ও পত্রপার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১ *Bambusa affinis*—মার্ত্তাবানে জন্মে, মাথা ঝাঁকড়া ঝাকড়া, ১৫ হইতে ২০ ফিট্ লম্বা হয়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় থৈকা ও থিশে বলে।

২ *B. Agrestis*—জন্মস্থান চীন, কোচীন চীন ও মলয়-দ্বীপপুঞ্জ। বক্রাকার গঠন, ১ ফুট্ মোটা ও ১৷৷০ ফুট্ খাড়াই। ভিতর ফাঁপা নহে।

৩ *Amahussana*—পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আম্বয়না ও মনিপা নামক স্থানে জন্মে। ছোট গাছ,মাথা ঝাঁপড়া ঝোপড়া, ঘন জঙ্গলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি হুলের ন্যায় শুঁয়াযুক্ত। গাঁইটগুলি খুব ঘেঁস ঘেঁস হইয়া থাকে।

৪ *B. Apus*—যবদ্বীপের অন্তর্গত শালক পর্ব্বতের উপরিভাগে এই জাতীয় বাঁশ জন্মে। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ লম্বা ও মানুষের উরু দেশের ন্যায় মোটা হয়। পাতাগুলি বড় বড় ও সূচাগ্র।

৫ *B. Aristata*—পূর্ব্বভারতের নানা স্থানে; সরু ও মসৃণ গঠন, কিন্তু দণ্ডাকার নহে। এই শ্রেণীর বাঁশগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

৬ *B. Arundinacea*—মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকার, ৩০ হইতে ৫০ ফিট্ উচ্চ, ভিতর ততদূর ফাঁপা নহে, গাত্রের আবরণ মসৃণ ও কঠিন এবং দলে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাতলা পাতলা। গাছগুলি ত্রিশ বৎসরে প্রাচীন হইলে ফুল হয়।

৭ *B. Arundo*—ছড়ি বাঁশ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে মহাবলেশ্বরের প্রসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮ *B. Aspera*—আম্বয়না দ্বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ লম্বা হয়।

৯ *B. Atra*—আম্বয়না দ্বীপ, বংশদণ্ড চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পাতার ডাঁটায় কাঁটার মত শুঁয়া আছে।

১০ *B. baccifera*—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রামবাসী ইহাকে পগুটুলু বলে। দাক্ষিণাত্যে ইহা বিষা বাঁশ নামে খ্যাত। ইহাতে জামের মত এক প্রকার ফল হয়। উহার একটী মাত্র বীজ থাকে। এই বাঁশেই প্রচুর পরিমাণে তবাশীর বা বংশলোচন পাওয়া যায়।

১১ *B. Balcooa*—পূর্ব্ববঙ্গ আসামের স্থানে স্থানে জন্মে। বাঙ্গালায় বালকু বাঁশ বা ধুলি বাঁশ এবং আসাম ও কাছাড় বিভাগে বেতবা, ভালুকা বাঁশ নামে পরিচিত। লেপছারা ব্রিঙ্ বলে। এই বাঁশ স্ত্রীজাতি বলিয়া গৃহীত।

১২ *B. Bitung*—যবদ্বীপজাত। পত্র চওড়া ও খস্‌খসে।

১৩ *B. Blumeana*—যবদ্বীপ। দণ্ডাকার, নবপ্রসূত শিশুর হস্তের ন্যায় সরু।

১৪ *B. Brandisii*—ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত পর্ব্বতপৃষ্ঠে জন্মে। বংশদণ্ড ১২৬ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দণ্ডের পরিধি বা বেড় প্রায় ৩০ ইঞ্চ। কচি কচি কঞ্চি বা পল্লবাদিতে লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত কটা বর্ণের শুঁয়া দেখা যায়। অভ্যন্তর দেশ কুঞ্চিত। এই বাঁশ বাঙ্গালায় ওড়া, ব্রহ্মে বা বো ও মগদিগের মধ্যে তুর্‌বা নামে পরিচিত।

১৫ *B. Falconeri*—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় শৈলপৃষ্ঠে, বিশেষতঃ শিমলা শৈলের পাদমূলে ৫৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রাণ্ডিজ ইহাকে বালকু বাঁশের অনুরূপ শ্রেণী বলিয়া অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় ১ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যে কতকটা তল্‌দা বাঁশের ফুলের মত। পার্ব্বতীয় ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

১৬ *B. Glauca*—ভারতের নানা স্থানে পত্র ১ ইঞ্চের বড় হয় না। প্রস্থেও দুই সূতার অধিক নহে। গাছ দুই ফিটের অধিক বাড়ে না; কিন্তু ডাল পালায় বিজড়িত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল বর্ণ অনেক ফুল হয়।

১৭ *B. khasiana*—খশিয়া শৈলজাত। খশজাতি ইহাকে তুমার বাঁশ বলিয়া থাকে।

১৮ *B. Maxima*—কাম্বোজ, বালি, যব প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি দ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদণ্ডগুলি প্রায় মনুষ্যদেহের ন্যায় মোটা। ভিতর ফাঁপা। উহার গাত্র এতাদৃশ পাতলা যে, তাহাতে চেঁচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

১৯ *B. Mitis*—আম্বয়নায় বন মধ্যেও পর্য্যাপ্ত ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কোচীন-চীনে ইহার চাস আছে। গাছ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ডগুলি সাধারণতঃ সরু হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এক একটী বংশযষ্টি মানুষের পায়ের মত মোটা হয়।

২০ *B. Multiplex*—কোচীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ায় লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে।

২১ *B. nana*—ব্রহ্ম ও চীনরাজ্যে জন্মে। এই বাঁশ ক্ষুদ্রাকার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক্ সাদা হয়,ঘন করিয়া বেড়ায় সন্নিবিষ্ট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীরা ইহাকে কিউ-ফা এবং ব্রহ্মবাসিগণ পিলবপিনঙ্‌ব বলে।

২২ *B. Nigra*—চীন-সাম্রাজ্যের ইংরাজাধিকৃত কাণ্টন প্রদেশে এই বাঁশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ডগুলি মানুষের ন্যায় দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিয়া লওয়া হয়। উহাতে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট যষ্টি ও রমণীগণের ব্যবহার্য্য ছাতির সুন্দর বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বাঁশ জন্মে।

২৩ *B. nutans*—নেপাল, সিকিম, খশিয়া শৈলমালা,

আসাম, শ্রীহট্ট ও ভোটানের গ্রামাদির প্রান্তদেশে এই বাঁশ-ঝাড় দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তল্দা বাঁশের মত, ভিতর কিন্তু ফাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে। মোটা বাঁশ-গুলির ভিতর কিছু ফাঁপ হয়, খুব শক্ত ও ভারসহ। বাঙ্গালায় ইহা নল বাঁশ, নেপালে মহল বাঁশ, লেপচা দেশে মহলু, ভূটিয়া ঝিউসিঙ্গ, আসামে বিতুলী ও মুকিয়াল এবং শ্রীহট্টে পিচ্‌লে নামে খ্যাত।

২৪ *B. Orientalis*—একমাত্র দক্ষিণভারতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৫ *B. Pallida*—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট্ দীর্ঘ হয়। খশিয়ারা ইহাকে উস্‌কেন এবং কাছাড়ীরা বূর্ব্বাল ও বথাল বলে।

২৬ *B. Picta*—সিরাম, কেলঙ্গা, নেলিতিস্ ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দুই ইঞ্চের অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট্ অন্তর এক একটী গাঁইট আছে। কাষ্ঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে ইহা সর্ব্বতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে।

২৭ *B. Prava*—আম্বয়নার উপকূল দেশে ও অন্যান্য স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চ লম্বা ও ৩।৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। উহাতে কাঁটার ন্যায় শুয়া আছে। ঐ বাঁশ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়।

২৮ *B. Polymorpha*—পেগুযোমা শৈলে এবং মার্ত্তাবান্ বিভাগের পর্ব্বত সানুদেশে এই বাঁশবন দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবাসী ইহাকে ক্যাথৌঙ্গা বলে।

২৯ *B. Pubescens*—ইহার দণ্ড ৩০ ফিট্ দীর্ঘ হয়, কিন্তু ১৷৷০ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। ঝাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন হয় না।

৩০ *B. Spina*—দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম ও গুম্‌সুর জেলায় উৎপন্ন হয়, এই বাঁশ ৮০ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। উড়িষ্যাবাসীরা ইহাকে কাঁটা বাঁশ বলে।

৩১ *B. Spinosa*—ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলজাত প্রসিদ্ধ বংশ-জাতি। হিন্দী—বুর বা বেহুর বাঁশ; বাঙ্গালা—বেউড় বাঁশ; আসাম—কোটে; কাছাড়—ফিকৈট্; ব্রহ্ম—যকৎবা। বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মরাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পূর্ব্বাংশ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ঝাড় বাঁধিয়া এই গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে সুন্দর, গঠন মধ্যমাকৃতির হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট সহরতলী ও ব্রহ্মরাজ্যে ৩০ হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কঞ্চি এরূপ বিস্তৃত ও কঠিন হয় যে, সে বাঁশ-বনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। পাতা ক্ষুদ্র ও নীচের দিকে শুঁয়াযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারম্ভের প্রাক্কালে প্রাচীন গাছগুলিতে পুষ্পোদ্গম হয়। এই বাঁশ চেরাই করিয়া গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যজ্ঞসূত্র ধারণ কালে এই বাঁশের যষ্টি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তে দণ্ড দিবার বিধি আছে।

৩২ *B. Striata*—চীন দেশে জন্মে। ঝাড় হয় না। ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, সুচিক্কণ ও সবুজ ডোরাকাটা, এই বিচিত্র গঠন নিবন্ধন ইংলণ্ডের ভেষজোদ্যানের উষ্ণ-নিকেতনে (hot-houses) ইহার চাস হইতেছে। এই গাছ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

৩৩ *B. Stricta*—কতকাংশে ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। হিন্দু-স্থানে ইহা বাড়-বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগু ভাষায় ইহার নাম সন্দনপবেদুরু। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও সরল হওয়ায় ইহা দ্বারা বরশার দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা পুংজাতি বলিয়া খ্যাত।

৩৪ *B. tabacaria*—আম্বয়না, যব ও মনিপা দ্বীপে প্রভৃত জন্মে। ইহার গাত্রে ৩।৪ ফিট্ অন্তর এক একটী গাঁইট, প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না। এই কারণে ইহার উপর পালিস দিয়া উৎকৃষ্ট যষ্টি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দণ্ডের বহিরাবরক এরূপ কঠিন যে, তদুপরি কুঠারাঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে।

৩৫ *B. teres*—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৬ *B. trilda*—বাঙ্গালার সাধারণ বাঁশ। পেগুপ্রদেশের জলময় বনভাগেও উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় তল্দা বাঁশ, পিকাবাঁশ, জোবা বা জাওয়া বাশ; মিটেঙ্গা, মাটেলা ও খোবা বাঁশ; হিন্দী—পেকা, সাঁওতাল—মাক্, কোল—পেপেসিমান্; গারো—বিঘি; মঘ—মদইবা (মহাদেবা ?), ব্রহ্ম—থিইবা, থৌক্‌বা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই বাঁশ গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট মোটা হইয়া থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাকৃতি, কোমল ও শিরাবিশিষ্ট। গাঁইটগুলি কিছু উচুঁ উচুঁ, তাহার চারি পার্শ্বে শুঁয়ার একটী চক্র আছে। এই বাঁশ চিরিয়া কিছু দিন জলে ডুবাইলে অতিশয় শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইহাতে ঘরের খুঁটী, বাতা, ও বেড়ার বাঁখারি প্রভৃতি এবং দরমা, ঝুড়ি, পাখা ও চিক প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাওয়া বাঁশ এই শ্রেণীর হইলেও অপেক্ষাকৃত বড় হয়। তল্দা বাঁশের অপেক্ষা ইহার গ্রন্থিগুলি অধিকতর দৃঢ়।

এই বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে খায়। গাছ দুই ফিট উর্দ্ধে উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি মাখিয়া আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বাঁশের কোঁড়ার উপর হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখে। ক্রমে সেই বংশাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া হাঁড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বাঁধা কপির মত দেখায়। ঐ কোঁড় কাটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে খাইতে উত্তম লাগে।

৩৭ *B. Verticillata*—আম্বয়না দ্বীপে জন্মে। প্রায় ১৫।১৬ ফিট্ উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাগিলে এরূপ চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পায় না। Rumphius এই জাতীয় বৃক্ষকে Leleba alba নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৮ *B. Vulgaris*—ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে। এই বাঁশ দেখিতে হরিদ্রা-বর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গাত্রে সবুজ ডোরা থাকে। বাঙ্গালায় ইহা বাসিনী বাঁশ নামে খ্যাত। বোম্বাই—কল্লক, বংশকলক ও শিঙ্গাপুরে উনা নামে পরিচিত। এই বাঁশগুলি সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ফিটের অধিক লম্বা হয় না এবং বালকদিগের বাহুমূলের ন্যায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোটা মোটা শিরাযুক্ত। বাঁশের গাঁইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চ। গায়ের দল কিছু পাতলা। বর্ষার সময় গোড়ায় জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় ১৮ ইঞ্চ বাড়িতে থাকে। গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে B. arundinacea শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ছুচাল। এতদ্ভিন্ন *B. Beechyana, B. flexuosa, B. marginata, B. regia, B. tuldoides B. Thouarsii* প্রভৃতি কএকটী শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণী B. Vulgaris শ্রেণীর সমনামীয় বলিয়া কথিত। অপর কয়টী শ্রেণীর বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁশ-ঝাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদের জাতিগত চারিটী থাক (sub-tribe) নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থাক *Arundinarieæ*—ইহার মধ্যে Arundinaria শ্রেণীজ বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। ২য় থাক *Eubambuseæ*—Bambusa, Gigantochloa ও Oxytenanthera শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩য় *Dendrocalameæ*—Dendracalamus, Melocalamus, Pseudostachyum, Teinostachyum ও Cephalostachyum শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ *Meloconneæ*—Dinochloa, Melocanna ও Ochlandra শ্রেণিজ বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাঁশগাছগুলির উপরে একটী কঠিন ত্বগাবরণ আছে। তাহার নিম্নে ও ভিতরের ফাঁক পর্য্যন্ত যে কাষ্ঠভাগ থাকে, তাহাকে 'দল' বলা যায়। জাতি বিশেষে ঐ দল মোটা বা পাতলা হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটী নিরেট ও কঠিন মোটা গাঁইট থাকে। কোন কোন বাঁশের গাঁইট এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাষ্ঠ নাই বলিলেও চলে। শিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাঁশের সুন্দর সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়। উহা চীনে বাঁশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাঁশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২।৩ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। প্রধানতঃ বর্ষা সমাগমেই বাঁশের কলা গজাইতে দেখা যায়। কাপ্তেন শ্লিমান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ষা ঋতুতে বজ্রধ্বনির সঙ্গেসঙ্গেই বাঁশের কোঁড় বাহির হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর বারিপাতে উহা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃতায়তন হইয়া উহা প্রকৃত বাঁশঝাড়ে পরিণত হইয়া থাকে। চীন দেশে 'চেকিয়াং' নামে এক প্রকার চোকা বাঁশ পাওয়া যায়। উহা গৃহাদি সাজাইতে, অথবা আসবাব প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়।

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বাঁশের গোড়াকাটাগুলি স্থানান্তরে পুতিয়া দিলে তথায় নূতন কোঁড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয়া তথায় দুই বা তিন ফুট্ লম্বা একটী কাটা গোড়া লম্বভাবে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ঐ গোড়ার শিকড়-যুক্ত গাঁইট (nodes) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটী ফলা নির্গত হয়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে পৃথক্ ভাবে রোপণ করিয়া দেয়।

কাটা গোড়া ভিন্ন বাঁশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। Lodicules ও palea সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কখন কখন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তখন ঐ কচি কোঁড়গুলিকে স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। ঐ অঙ্কুরিত বীজগুলি স্বল্পকাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ যত্নে ও সাবধানে সংগ্রহ-পূর্ব্বক রক্ষা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই গাছগুলি ১০

হইতে ১২ বৎসর অতিক্রম না করিলে সুপক্ক ও কাটিবার উপযুক্ত হয় না।

বাঁশ গাছ প্রধানতঃ যেরূপ কোঁড় লইয়া অঙ্কুরিত হয়, পূর্ণমাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় একরূপই থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন স্থূলতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্যতার বা আয়তনের বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না, কেবল উহার কাষ্ঠ পরিপক্ব হইতে থাকে। নারিকেল, তাল, খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের যেরূপ ডালের চিহ্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা যায়, বাঁশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দ্দেশ করা যায় না। উহার পুষ্পোদ্গম বা বীজাধান দেখিয়া সাধারণে বয়স নির্ণয় করিয়া থাকে। মধ্যভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী জাতিরা পার্ব্বত্য বাঁশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়স পর্য্যন্ত গণনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাঁশের দুই "কাটঙ্গ" অর্থাৎ দুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হয় না।

উপরে বাঁশের পুষ্পোদ্গমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে বাঁশ গাছে ফুল ধরে। অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় সময় বাঁশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। ঐ চাউল অনেকে খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বাঁশ গাছে চাউল জন্মে; কিন্তু বস্তুতঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের Trans. Agri Horti. Soc of India Vol III p. 139-43 গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সময় নানা স্থানে বাঁশ গাছে চাউল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তখন কুত্রাপি দুর্ভিক্ষ ছিলনা। ক্ষেত্রাদিতেও অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্ষেত্রজ তণ্ডুল ১৲ টাকায় ১৬ সের এবং বংশজ তণ্ডুল ১৲ টাকায় ২০ সের বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বাঁশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ যত বিচ্ছিন্নভাবে ও যত উর্ব্বর ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটী আপনা আপনি শুকাইয়া আইসে, কিন্তু তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কলা বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষে বাঁশের কোঁড়া ব্যঞ্জনাদিতে রাঁধিয়া অথবা আচার করিয়া খায়। গবাদি জন্তু বাঁশপাতা খাইতে ভাল বাসে। গোরুর এসোরোগে বাঁশ পাতা বিশেষ উপকারী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের চাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ধারবাড় ও বেলগাম্-জেলাবাসী প্রায় ৫০ হাজার লোক কাণাড়ায় আসিয়া বাঁশের বীজ সঞ্চয়-পূর্ব্বক তাহার তণ্ডুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলায় ১৲ টাকায় ১৩ সের বাঁশের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঐ সময় তথায় প্রতি টাকায় ১০ সের চাউল ছিল। দুর্ভিক্ষের দায়ে পড়িয়া লোকে বাঁশের চাউলে উদর-পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উহা বিশেষ সুখকর নহে। Dr Bidie বলেন, উহাতে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় জল পাওয়া যায়। ঐ জল বিশেষ শৈত্যগুণসম্পন্ন। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বাঁশের উপকারিতা সম্বন্ধে খনার এইরূপ একটী বচন প্রচলিত আছে,—

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ * * * *।
উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে,
বাড়ী ক'রগে ভেড়ের ভেড়ে।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে কুমুদকহ্লার পরিশোভিত হংস বিরাজিত পুষ্করিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিকা গৃহস্থের বিশেষ মঙ্গলপ্রদ।

খাদ্যদ্রব্যরূপে ইহার উপযোগিতার বিষয় সাধারণে বিশেষভাবে গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে বাঁশঝাড় রক্ষার ও পালনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। সহরতলীর অন্তর্ভুক্ত খাপ্‌রেলের ঘরসমূহ এবং তদ্বহির্ভূত পল্লীপ্রদেশে উলু, গোলপাতা, খড় প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত যে সকল চালা ঘর দেখা যায়, তৎসমুদায়ই বাঁশ, দড়ি, খড় ও কাদার সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এ সকল ঘরের খুঁটী, রোয়া, বাতা, টানা প্রভৃতি সকলই বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত হয়। চারি পার্শ্বের দেওয়ালগুলিতে বাঁশের টাটী, চেটাই, অথবা ছেঁচা বাঁশের কাচা বা চাঁচের বেড়া দেওয়া হয়। বাঁশের সরু গোলকাটী প্রস্তুত করিয়া সূতার দ্বারা বিনাইয়া 'চিক্' প্রস্তুত হয়। ঐ চিক্ দরজা জানালা প্রভৃতির সম্মুখে আবরকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একটী গৃহস্থ পরিবারের আবশ্যকীয় আসবাব প্রভৃতি সকল পদার্থই বাঁশ হইতে নির্ম্মিত হয়। একটী করেণ পরিবারের গৃহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিস্ফুট চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। করেণগণ সপরিবারে অর্থাৎ ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক একত্র একটী বাসভবনে থাকে। উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে। উহার সকলই বংশনির্ম্মিত। বাঁশের মাচা বা পাটাতন করিয়া তাহাতে শয্যাতল বিনির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন বংশখণ্ডে বসিবার

মোড়া, কেদারা, ইজিচেয়ার, ছেলের দোলা, টেপয়া প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। জালিকেরা জলাজমির উপর অথবা নদীবক্ষে বাঁশের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। স্থানে স্থানে নদীখাতের উপর অথবা রাস্তার মাঝে মাঝে বাঁশের সেতু দেখা যায়।

যে সকল বাঁশ অধিক ফাঁপা অর্থাৎ যাহার ভিতরের ফাঁক অন্যান্য শ্রেণীর ফাঁপা বাঁশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এইরূপ বাঁশ হইতে জলনালী, জলপাত্র, পানপাত্র, রন্ধনপাত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়। হিমালয়শিখরবাসী অনেক জাতিই এইরূপ বাঁশের পাত্রে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক করিয়া খায়। পার্ব্বত্য জলবাহকেরা মশকের পরিবর্ত্তে ৩ ফিট্ হইতে ৬ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা বংশখণ্ড লইয়া উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাঁইটগুলি ফুটা করিয়া লয়। পরে তাহা জল পূর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক একখণ্ড দড়ি দিয়া উহা কপালে বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের পর্ব্বতারোহণে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ঐ চোঙ্গের অভ্যন্তরস্থিত জল কএকদিন পর্য্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা নষ্ট হয় না। বৈশাখে জলসত্রদানের সময় অথবা চৌবাচ্ছার উপর হইতে কলের জল অন্যত্র লইবার জন্য বাঁশের জলনালীর ব্যবহার দেখা যায়, এখনও কৃষকেরা বাঁশে তৈলপাত্র বা দুগ্ধপাত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিবার হাতা, মাছকাটা ছুরি, দোহনপাত্র, মন্থান দণ্ড, মই, চরকা, লাটা, আন্‌লা, প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই বাঁশে প্রস্তুত হয়।

মাঝিরা বা জেলেরা ইহাতে নৌকার দাঁড়, মাস্তুল এবং মাছ ধরার অন্যান্য আবশ্যকীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে জলাজমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি ধরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তুত হয়। উহা চিয়াড়ীর ন্যায় সুপক্ব বাঁশের একটী শলাকা মাত্র। উহার মধ্যস্থলে দড়ি বাঁধিয়া দুই মুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত হয়, ঐ দুই সূচ্যগ্র মুখে একটী ফড়িং আট্‌কাইয়া জেলেরা জলে ছাড়িয়া দেয়। মাছ ফড়িংএর লোভে ঐ বড়শি আসিয়া ধরিলেই বংশশলাকা পূর্ব্বাবস্থায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং কান্‌কুয়া মধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ফাঁক করিয়া ফেলে, তখন আর নড়িবার শক্তি থাকে না। এতদ্ভিন্ন ছিপ, বড়শা, বড়শার দণ্ড, যষ্টি প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সচরাচর প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিরা বাঁশের কঠিন, আবরণাংশ হইতে ছুরিকা ও বড়শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শত্রু হইতে গ্রামাদি রক্ষার জন্য তাহারা 'পঞ্জী' নামে এক প্রকার ছুঁচাল ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বনাভ্যন্তরে প্রবেশের পথে পথে বিছাইয়া রাখে। উহার একটী শত্রুর অভিমুখে ও দুইটী তাহার বিপরীতে গ্রামের অভিমুখে থাকে। শত্রুরা আসিয়া অগ্রমুখী কাঁটায় বিদ্ধ হইলে যেমন পা পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায়, অমনি অপর দুইটী কাঁটায় গোড়ালী বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। নাগারা চিড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার বাঁশের কল নির্ম্মাণ করিতে জানে। সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এখনও বাঁশের ধনুক লইয়া বেড়ায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য-যোদ্ধ্ বর্গের তীর, ধনুক ও ছিলা প্রভৃতি বাঁশে নির্ম্মিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশের 'পাচ্‌ড়া' মারার রীতি আছে।

এই সকল ব্যতীত, বংশে উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশরী এবং লোকপরম্পরাশ্রুত মিঞা তানসেনসৃষ্ট শানাই নামক বাদ্যযন্ত্র বেণু নামক বংশ দ্বারাই নির্ম্মিত। এদেশে সরু তলদা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বাঁশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগারা এক প্রকার বাঁশের বীণা (Jew's harp) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তারগুলিও তাহারা কাচা বাঁশের উপরের ছাল হইতে সরু ও গোলভাবে চাঁচিয়া প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর ঔক্‌লোঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্র আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এক একটী গাঁইটযুক্ত বাঁশের চোঙ্গে নির্ম্মিত। বাজাইবার সময় উহা কতকাংশে জলতরঙ্গ বাজানার ন্যায় বাজান হয়। উহাতে সুরেরও তারতম্য স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। গোপীযন্ত্র, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের পৃষ্ঠদণ্ডও বাঁশের নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদণ্ড হইতে মনুষ্যজগতে আর একটী মহদুপকার সাধিত হইতেছে। উহা মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোন্নতির সৌকর্য্যসাধক লিপিবিদ্যার অন্যতম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনোভাব বা গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই বংশদণ্ড হইতে সেই কাগজের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। ঐ কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায় লিপিকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, বরং দ্রব্যাদি মোড়ক করিয়া রাখিতেই উহার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

Indian forester নামক পত্রিকায় ৪র্থ ভাগে চীনদেশীয় বাঁশের কাগজ প্রস্তুত প্রথা প্রদত্ত হইয়াছে। উহা এরূপ সহজ যে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারে। বাঁশগাছকে কুঞ্চি ও পত্র নির্ম্মূল করিয়া তিন চারি ফিট লম্বা খাদি কাটিতে হয়। পরে সেই [illegible] বেত্রাকার খাখারিতে পরিণত করিয়া [illegible]

ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে বা চৌবাচ্ছায় বাখারীর তাড়া ভিজাইবার সময় একস্তর ঐরূপ বাখারী সাজাইয়া তাহার উপর পর্য্যাপ্ত চুণ ছড়াইয়া দিতে হয়, যেন চুণে বাখারিগুলি ঢাকা পড়ে। এইরূপে উপর্য্যুপরি বাখারী ও চুণ চৌবাচ্ছায় সাজাইয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে অল্প অল্প জল ঢালিতে হয়। ক্রমে তন্মধ্যসঞ্চিত জলরাশি উপরের বাখারিস্তরকে ঢাকিয়া ফেলিলে জল দেওয়া বন্ধ করা হয়। এইরূপে চূণ মিশ্রিত জল মধ্যে ৩। ৪ মাস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাখারী পচিয়া আইসে। তখন উহাকে তুলিয়া ঢেকিতে বা উদূখলে কুটিয়া গুঁড়া করে। অতঃপর সেই গুঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্ব্বক পুনরায় পরিস্কৃত জলে মাখা হইয়া থাকে। কাগজের আয়তন বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও স্থূলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাখান নিয়ম। অনন্তর ঐ জলমাখা বংশ-চূর্ণের মাড় চৌকা ছাক্‌নীর ন্যায় আকারের ছাঁচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কাগজের অনুরূপ ছাঁচে ঐ মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়া কাগজের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তখনও উহা ভিজা থাকে; ঐ ভিজা কাগজ শুকান আবশ্যক। ছাঁচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে ঈষদুষ্ণ একটী দেওয়াল গাত্রে তাহাকে শুকাইতে দেওয়া হয়। তদনন্তর পুনর্ব্বার আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হয়। এই প্রকারে বাঁশের কোঁড়া ফটকিরি মিশ্রিত জলে পচাইয়া কাগজ করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশ-যষ্টির হরিদ্বর্ণ নাশ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং বংশ-চূর্ণ হইতে প্রধানতঃ যে কাগজ হয়, তাহা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপে ছয়-খানি কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে।

আমেরিকা ও য়ুরোপবাসী কাগজব্যবসায়িগণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সহস্র সহস্র টন "বাঁশের আঁইস" (Bamboo fibre) আনাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রেজিল-বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সূক্ষ্ম তন্তুসমূহ রেশম, অথবা পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রবয়নের উপযোগিতা প্রতিপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন। Mr. Routledge ভারতবর্ষে বাঁশের আঁইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু কচি কোঁড় ব্যতীত, অপর পরিপক্ব বাঁশে উহার উপযোগিতা অল্প দেখিয়া এবং তাহাতে ব্যয় বাহুল্য জানিয়া উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় নাই।

উপরে বংশের সামান্য ভৈষজগুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্যক মতে এই বাঁশ দ্বিবিধ—সামান্য ও রক্ত বংশ। রাজনির্ঘণ্ট মতে এই দুই প্রকার বংশের গুণ—কষায়, ঈষত্তিক্ত, শীতল, মূত্রকৃচ্ছ্র, [illegible] পিত্তদাহ ও [illegible]নাশকারী। মতান্তরে অম্লকর। রক্ত বংশের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দীপন, অজীর্ণ-নাশক, রুচ্য, পাচন, হৃদ্য ও শূলঘ্ন।

বংশাঙ্কুর বা বাঁশের কোঁড়ের গুণ—কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, শীতল, পিত্তরক্তদাহ-কৃচ্ছ্রঘ্ন ও রুচিকর।

"করীরো বংশজো রুক্ষঃ বাতপিত্তকরঃ কটুঃ।
স কষায়ো বিদাহী চ শ্লেষ্মঘ্নঃ পাকতঃ কটুঃ॥" (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—

"বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধকঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্ন কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্ব্বিদাহী বাতপিত্তলঃ॥
তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহা॥"

অর্থাৎ বাঁশ সারক, শীতবীর্য্য, মধুর ও কষায়রস, বস্তি-শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথনাশক; বাঁশের কোঁড়—কটু, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, রুক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক; বেণুফল সারক, রুক্ষ, কষায় রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক।

নল, শর প্রভৃতি তৃণবিশেষও বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় বংশ-জাতীয় বলিয়া বর্ণিত। প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইহা তৃণজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত এবং স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

[নল ও সার শব্দ দেখ।]

বাঁশের পাতা ও কচি কোঁড় সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের রজোনির্গম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও চীনরাজ্যের স্থানে স্থানে প্রসবের পর প্রসূতিকে ঐ কাথ খাইতে দেয়। তাহাতে রীতিমত রক্তস্রাব হইয়া জরায়ু পরিষ্কার হইয়া থাকে। হস্তপদ ভগ্ন হইলে বাড় বাঁধিবার জন্য বাঁশের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। স্থানবিশেষে বাঁশ দ্বিখণ্ডিত ও উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া লইলে অথবা বংশপত্রাবরক লইয়া ভগ্নস্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধিলে বাড়ের কার্য্য হয়। ভগ্নপদের ছিন্নাগ্রে বাঁশের চোঙ্গ পুরিয়া দিলে অথবা পাদসন্ধি ছেদনের পর বাঁশের গাঁইট সেই স্থানে আবদ্ধ করিলে উহা সন্ধিস্থানের কার্য্য করে।

২ গৃহের ঊর্দ্ধকাষ্ঠ। আড়কাঠা।

'বংশঃ পৃষ্ঠাস্থি, গেহোর্দ্ধকাষ্ঠে বেণৌ-গণে কুলে॥'

(৭।৩৯ রঘুটীকায় মল্লিনাথ ধৃত কেশব)

৩ পৃষ্ঠাবয়ব। পিঠের দাঁড়া।

"যদ্যষ্টিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ-
[illegible] রোমনখৈঃ [illegible]॥" ([illegible])

৪ বর্ণ।

"উত্থাপিতঃ সংযতিরেণুরশ্বৈঃ
সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ ॥" (রঘু ৭।৩৯)

৫ বাদ্যভাণ্ডবিশেষ। চলিত বাঁশী।

"স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ ॥"
(রঘু ২।১২)

[বংশী শব্দে বাঁশীর বিবরণ দেখ।]

৬ ইক্ষু। (রাজনি°) ৭ সর্জ্জ নামক সালবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং টাপ্।
(স্ত্রী) ৮ প্রাধাগর্ভসম্ভূত অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৮৬)

বংশ (পুং) ১ পৃষ্ঠমধ্যোচ্চভাগ। (বৃ° সং ৫০।১) ২ যুদ্ধসামগ্রী পরম্পরা বা সমূহ (রথধ্বজাদি)। ৩ জনসংখ্যা। ৪ অতিথি। ৫ লম্বমান ভেদ=১০ হস্ত। ৫ গ্রন্থিবিস্তৃত হস্তপদাদির অস্থি। 'বংশ শব্দেন দৈর্ঘ্যং বিবক্ষিতং বাহূ চ নলকাবূরূ জঙ্ঘে চেত্যষ্টবংশকাঃ। নলকাবঙ্গুল্যাবিতি।' (রামা° ৫।৩২।৪৪ তীর্থ) ৬ বিষ্ণু। ৭ বংশলোচন।

বংশঋষি (পুং) বংশব্রাহ্মণবর্ণিত আচার্য্য ঋষিভেদ।

বংশক (ক্লী) বংশ ইব কায়তীতি কৈ-কঃ। ১ অগুরু। (হারাবলী) বংশ ইব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। ২ মৎস্য বিশেষ। চলিত বাঁশপাতা মাছ। (শব্দমালা) ৩ ইক্ষু ভেদ। ইহা বাঁশাই বা শামসাঁড়া আক বলিয়া পরিচিত। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মল, সারক, অবিদাহী, গুরু, বৃষ্য ও সলবণ।

"বংশকস্তনভিষ্যন্দী লঘুর্দ্দোষত্রয়াপহঃ।" (রাজবল্লভ)

আবার সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অবিদাহী গুরুর্বৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকাস্তথা।
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎ সক্ষারো বংশকো মতঃ ॥"
(সুশ্রুত ১।৪৫)

হ্রস্বো বংশঃ (সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫।৩।৮৭) ৪ ক্ষুদ্র বাঁশ।

বংশকঞ্জ (ক্লী) কৃষ্ণাগুরুকাষ্ঠ।

বংশকঠিন (পুং) বংশা বেণবঃ কঠিনা যস্মিন্দেশে স বংশকঠিনঃ। বাঁশবন, বাঁশঝাড়।

বংশকফ (ক্লী) ১ আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র। বৃক্ষ হইতে বায়ু কর্ত্তৃক আকাশে নীত শাল্মলীতুলা। বংশতুলা। চলিত বুড়ির সুতা।

"বৃক্ষস্রকনিত্যাহরিদ্রতূলং মনীষিণঃ।
গ্রীষ্মহাসং বংশককং বাততূলং লরুজ্জ্বম্।" (হারাবলী)

বংশকর (পুং) বংশং করোতীতি কৃ-অচ্। ১ বংশের কর্ত্তা আদি পুরুষ, পূর্ব্ব পুরুষ।

বংশকরা (স্ত্রী) মহেন্দ্রপর্ব্বতপাদনিঃসৃত নদীভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৯) বংশধারাও পাঠ দেখা যায়।

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। রামাই বা রামু নামে পরিচিত। টলেমির ভূবৃত্তান্তে Barakoura শব্দে এই স্থানের বাণিজ্যপ্রভাব উল্লিখিত আছে।

বংশকরীর (পুং) বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোঁড়। [বংশ দেখ]

বংশকর্পূর [রোচনা] (পুং স্ত্রী) বংশস্য কর্পূরঃ। কর্পূর ইব শোভতে ইতি রুচ্-ল্যু। ততঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। বংশরোচনা। (রাজনি°) [বংশলোচন দেখ]

বংশকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) ১ ঘরামীর কার্য্যকারী। ২ বাঁশ কাটিয়া যাহারা ঝুড়ি, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। (রামায়ণ ২।৮০।৩)

বংশকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বাঁশের কাজ। ২ বংশাশম (ঝুড়ি) প্রভৃতি।

বংশকার (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

বংশকীর্ত্তি (ত্রি) বংশস্য কীর্ত্তিঃ। বংশের গৌরব, কুলগরিমা।

বংশকুটজা (স্ত্রী) কৃষ্ণকুটজ। (বৈদ্যকনি°)

বংশকৃৎ (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বাঁশের কার্য্যকারী।

বংশক্রমাগত (ত্রি) বংশস্য ক্রমঃ ইতি বংশক্রমঃ তেন আগতঃ। ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত, বংশাগত। ২ কুলপ্রথা-প্রসিদ্ধ। (কামন্দক নীতি ৭।৩১)

বংশক্ষয় (পুং) বংশস্য ক্ষয়ঃ। বংশনাশ, বংশলোপ।

বংশক্ষীরী (স্ত্রী) বংশস্য ক্ষীরমিবাস্ত্য অস্তীতি অচ্। গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। বংশরোচনা। (রাজনি)

বংশগুল্ম (ক্লী) পবিত্র তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশঘটিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বিশেষ। (দিব্যা° ৪৭৫।১৯)

বংশচরিত্র (ক্লী) বংশাখ্যান। প্রসিদ্ধ বংশাদির ইতিবৃত্ত।

বংশচিন্তক (পুং) বংশধারাভিজ্ঞ। যিনি স্বীয় বংশপরিচয়-দানে সম্যক্ অভিজ্ঞ।

বংশচ্ছেত্তৃ (পুং) ১ বংশচ্ছেদক। ২ ঘরামী। ৩ যাহা হইতে বংশধারায় ছেদ পড়ে। রাজবংশাদির শেষ নরপতি, যাহা হইতে বংশের গৌরব ও পর্য্যায় লোপ ঘটিয়াছে।

বংশজ (পুং) বংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ। ১ বেণুযব। (ত্রি) বংশাৎ সদ্বংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ। ২ সদ্বংশজাত। পর্য্যায়—বীজ্য, বংশ্য। ৩ [illegible]ৎপন্ন (দ্রব্যাদি)।

"যন্নিয়তনির্গুণং যন্ন বংশজং যচ্চ নিত্যনির্ব্বাণম্।
কিং কুর্ম্মস্তন্নিহিতং ধনুঃ পদে দেবরাজেন ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৭৯)

৪ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির কুলীনেতর শ্রেণীভেদ। ইহারা কুলীনসন্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়া ছিলেন। ৫ পুত্র, তনয়।

বংশজা (স্ত্রী) বংশে জায়তে ইতি জন-ড: ততষ্টাপ্। ১ বংশ-রোচনা। (শব্দরত্নাবলী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, বল্য, স্বাদু ও শীতল গুণযুক্ত এবং তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, পিত্ত, অস্র, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, বাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

"বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাসক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডু কষায়া বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥"
(ভাবপ্রং পূর্ব্বখং ১ম ভাগ)

২ কন্যা। ৩ ফলিত জ্যোতিষোক্ত ভূমিভেদ।

"পাবকে সৌম্যনৈঋ‌র্ত্যে ইন্দ্রবায়ুবনে হরে।
জলাগ্ন্যুত্তরনৈঋ‌র্ত্যে পূর্ব্বে চৈত্রাদিমাসতঃ॥
বংশজেয়ং মহাভূমির্দৈত্যবংশক্ষয়ঙ্করী।
দক্ষপৃষ্ঠগতা যুদ্ধে জয়দা নাত্র সংশয়ঃ॥"
(নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়)

বংশতণ্ডুল (পুং) বংশজাতস্তণ্ডুলঃ। বেণুযব, বাঁশে। চাউল।

বংশতৈল (ক্লী) অরংবিকা রোগঘ্ন তৈলভেদ।

"কটুতৈলমরুংষিগ্নঃ মূত্রে ব পক্বৈঃ শৃতম্।" (রসং)

বংশদলা (স্ত্রী) জীরিকা নামক তৃণবিশেষ। বাঁশপাতা ঘাস।
[বংশপত্রী দেখ]

বংশদা (স্ত্রী) পুরুরপত্নীভেদ। (নৃসিংহ ২৮।৯)

বংশদূর্ব্বা (স্ত্রী) ১ বটুনী। ২ শতপর্ব্বা নামক দূর্ব্বাভেদ। ৩ কিংশুক। (রাজনিং)

বংশধর (ত্রি) বংশং ধরতীতি ধৃ-অচ্। ১ বাঁশধারিমাত্র। ২ বংশমর্য্যাদারক্ষাকারী। ৩ পুত্রপৌত্রাদি। ৪ বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় ভেদ।

"এতৈ স্ত্যাভবংস্তেবাং রাজসর্ক্ষ্যন্দনর্ব্বুদম্।
ভোক্ষ্যন্তে বংশধরৈর্বিনষ্টী মন্বন্তরং পরম্॥" (ভাগং ৪।২৮।৩০)

"তেষাং বংশধরৈঃ দত্তপ্রভৃতিঃ সম্প্রদায়ভেদাঃ ক্রমা নষ্টী মন্বন্তরং অতঃপরঞ্চ ভোক্ষ্যতে অবিকামকর্ম্মভ্যোঽপি রক্ষিষ্যন্ত" (স্বামী)

৫ মহাভারতবর্ণিত রাজভেদ। (মহাং ৩৩।৬৫)

বংশধর মিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়তত্ত্ব-পরীক্ষা, যোগরূঢ়িবিচার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বংশধান্য (ক্লী) বংশস্য ধান্যম্। বেণুযব। দেশভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। (রাজনিং)

বংশধারা (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রপাদনিঃসৃত নদীভেদ। এই নদী মধ্য প্রদেশের কালহন্ডী জেলার লোঞ্জীগড় জমিদারীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অক্ষাং ১৯° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৮৩° ৩২´ পূঃ। ইহা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বিশাখপাটন জেলার মধ্য দিয়া কিমেড়ী বিভাগের বট্টিলি নগর সন্নিকটে গঞ্জাম্ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্ব গতিতে প্রবাহিত হইয়া কলিঙ্গপত্তনের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদী ১৭০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার প্রায় অর্দ্ধাংশে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

২ কুলপদ্ধতি। ৩ বংশবল্লী।

বংশধারিন্ (ত্রি) বংশং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। বংশরক্ষাকারী। বংশধর।

বংশনর্ত্তিন্ (পুং) ১ গৃহনর্ত্তক। ভাঁড়। যাঁহারা বংশানু-ক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্ত্তকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। (শুক্লযজুঃ ৩০।২১)

বংশনাড়িকা (স্ত্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্র। ১ বংশনালী। বংশনির্ম্মিত নল। ২ বাঁশী।

বংশনাথ (পুং) বংশের প্রধান বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
(রামাং ৪।২৯।২৬)

বংশনালিকা (স্ত্রী) বংশনালোঽস্ত্যস্যা ইতি বংশনাল ঠন্-টাপ্। বংশী। (শব্দরত্না)

বংশনাশ (ক্লী) বংশস্য নাশঃ ক্ষয়ঃ। বংশ নশ-ঘঞ্। ১ বংশ-লোপ। ২ ফলিতজ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। গ্রহগণের যে সন্নিবেশভেদে মানুষের অচিরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহাকে বংশনাশ যোগ বলা যায়। যদি জন্মকালে রবি, শনি ও রাহু একগৃহে থাকে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের বংশনাশ হইয়া থাকে।

"রবিণা সহিতো মন্দো রাহুযুক্তো ভবেদ্যদি।
বংশনাশকরো যোগঃ কথিতো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥" (ফলিতজ্যোং)

খনার বচনে আরও কএকটী নাশযোগ বিবৃত আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সহজেই তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"লগনে রোহিত শশিসুত যায়, তার কায়া শৃগালে খায়। ১
সাতে কুজা থাকে যবে, বাপের আগে শুকায় তবে॥ ২
বাপে পুত্রে দেখে লগ্ন, তাহার কুঠি না কর ভগ্ন।
যদি হয় তাহার দশা, তাহার জীবন না কর আশা॥ ৩
বাপে পুত্রে এক ঘরে থাকে, চৌর হইয়া তার সোর না রাখে।
সপ্তমে কুজা থাকে যবে, দুদেশ কুজী হয় তবে।
তুঙ্গাতুঙ্গী কিসের কাজ, যুগাযুগি পড়ুক বাজ।
চান্দ লগ্ন না দেখে শুভাশুভে, তাহার কুঠে পেলায় গৃহে।

চান্দে গুরু দেখ এক সঙ্গ, কুজে জীয়া অতি বড় রঙ্গ।
ইহা ছাড়ি সাতে পায়, সে নর গজকক্ষে যায়।
দুই কুজা মাখন গা, তাহার কুঠি ছেদা যোগা।
কাকে শৃগালে খায় তাকে, সাত ইন্দ্র না তায় রাখে॥ ৪
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে, নিত্য ক্রীড়ায় যায় রঙ্গে।
ইষ্ট কুটুম্বে করায় ভোগ, সোম কুঠি নৃপতি যোগ।
সাতে শনি লগ্নে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ॥ ৫
রাশি লগ্ন সাগরে বান্দ, জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ।
লগ্নে থাকে আকা বাকা, অগ্নি জলে করিবা শঙ্কা।
যার মঙ্গল সাতে দেখে, মেঘের নাদে পাড়ে তাকে॥ ৬
যবে শুভে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে।
লগ্নে কুজা লগ্নে সুজা, লগ্নে থাকে ভানুতনুজা।
রাকা দিঠে শুকা চায়, অষ্টদিনে যমঘরে যায়॥ ৭
চাইর সাগরে রাহুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা।
আচুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে মিলায় নিধি।
চাইর সাগর রাহুর মেলা, তবে কুঠি ছাদা তোলা।
লগনে চান্দ সুরগুরুযুতা, অবশ্য হয় নৃপতি সমতা।
কুজার ঘরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুটুম্বের নাহিক আশা॥ ৮
কুজা খোঁড়া থাকে সঙ্গে, এক কাল না জায় রঙ্গে।
জীবা যবে নিজ ঘরে, রাজপাশে অবশ্য বরে।
রাজভোগে যায় কাল, ভাই কুটুম্বের অঙ্গে উজ্জাল।
কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষ্ট করেন ভগন॥ ৯
জীয়া ভূয়া থাকে যবে, রাজা সম হয় তবে।
জীয়া ভূয়া দেখে এক সঙ্গে, শেষে কুঠি করিব রঙ্গে।
সঙ্গ পরিহরি থাকে সাতে, সকল কাল যায় ভাতে পুতে।
এক পাপে অপরে পায়, পাপগ্রহ যবে চান্দে পায়।
চান্দের সাতে থাকে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ॥ ১০
চাইর সাগরে লগন চান্দ * সাগরে তবে পাতিল ফান্দ।১০
কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানিব ভিতর ডুবায় তবে।১১
শুভে না দেখে লগন সাতে, অবশ্য মরে জলাঘাতে। ১২
সঙ্গে থাকে সৌরি, দুইপত্নী উমাগৌরী।
এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে। ১৩
শেষে কর্কটে থাকে জীয়া, ঘরে থাকে লক্ষ্মী বসিয়া।
গঙ্গা-সাগর পুচ্ছে বাত, অবশ্য দেখে জগন্নাথ।
বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা।
ধন ভাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবশ্য কালে মিলায় নিধি।
সয়ে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পায়।
খোঁড়া যদি দেখে সাতে, রাজদুর্ল্লভ হয় তাতে।
তিন পাপ থাকে এক ঠাই, কর্ম্ম ঘরে যবে মঙ্গল পাই।
শুভ গ্রহে দেখে পাপ, তারে না দেখে তাহার বাপ। ১৪
খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা, ধন পুত্র ভাতে করিব আশা।
শুকা থাকে ধন বিনাশ, রাহু থাকে বৈরি নাশ। ১৫
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন †, গলায় দড়ি অবশ্য মরণ।১৬

বংশনেত্র (ক্লী) বংশস্যেব নেত্রাণ্যস্য। ইক্ষুমূল। (রাজনি°) আকের চক্ষু।

বংশপত্র (পুং) বংশস্য পত্রাণীব পত্রাণ্যস্য। ১ নল। বংশস্য পত্রম্। (ক্লী) ২ বংশদল, বাঁশের পাতা। ৩ হরিতাল ভেদ। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিয়া কথিত। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুষ্মাণ্ড সলিলে ও চূণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তণ্ডুলাকারে চূর্ণ করিয়া শরাবে স্থাপনপূর্ব্বক জ্বাল দিবে। পরে পাত্র শীতল হইলে মাণিক্যাভ রস উঠাইয়া লইতে হয়।

"তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যম্লেন চ বা পুনঃ॥
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতি।
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ॥"
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহার বিভিন্ন শোধনপ্রণালী, গুণ ও অপরাপর বিষয় হরিতাল শব্দে দ্রষ্টব্য।

৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বংশপত্রক (ক্লী) বংশপত্রমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। (হেম) (পুং) বংশস্য পত্রমিবাকৃতিরস্যেতি ইবার্থে কন্। ২ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ (Cynoglossus Lingua) চলিত—বাঁশ-পাতা মাছ। [মৎস্য শব্দ দেখ।]

৩ নল। ৪ শ্বেতবর্ণ ইক্ষুভেদ। (রাজনি°)

বংশপত্রপতিত (ক্লী) সপ্তদশাক্ষর পাদছন্দোবিশেষ। "দিঙ্মুনিবংশপত্রপতিতং ভরনভনলগৈঃ। ইহার ১,৪,৬,১০ ও ১৭ বর্ণ গুরু এবং অপরগুলি লঘু। উদাহরণ যথা—

* মেষ কর্কি তুলা মকরে শশধর, হইলে সর্ব্বদা খেলে জলের ভিতর।
শনিকুজা উভয়েতে দেখিবে যখন, জলের ভিতর তারে ডুবায় তখন।

† জন্মকালে শনিকেতু একত্র ঘটনে, কিন্তু যদি থাকে তারা আপন ভবনে
গলে দড়ি মরিষেক জ্যোতিষেতে কয়, উদ্বন্ধন যোগ এই জানিবে নিশ্চয়

"নূতনবংশপত্রপতিতং রজনিজললবং।
পশ্য মুকুন্দ মৌক্তিকমিবোত্তমমরকতগম্।
এষ চ তং চকোরনিকরঃ প্রপিবতি মুদিতো
বাস্তমবেত্য চন্দ্রকিরণৈরমৃতকণমিব ॥"

কেহ কেহ ইহাকে বংশপত্রচরিত ছন্দ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিত শঙ্কর মতে, ইহার অপর নাম বংশদল। (ছন্দোমঞ্জরী)

বংশপত্রিকা (স্ত্রী) ১ বেণুদল, বাঁশের পাতা। ২ বংশপত্রাকার তৃণ, বাঁশপাতা ঘাস। [বংশপত্রী দেখ।]

বংশপত্রী (স্ত্রী) বংশপত্র-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ নাড়ী-হিঙ্গু। ২ তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—বংশদলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা। ইহার গুণ—সুমধুর, শীতল, রুচ্য, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং পশ্বাদির দুগ্ধবিবর্দ্ধিনী। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে, বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিরাটিকা এই কয়টী পর্য্যায়ক শব্দ। বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর তুল্যগুণদায়ক, অর্থাৎ ইহা রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরস এবং হৃদ্‌রোগ, বস্তিগত দোষ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্ম ও বায়ুনাশক।

(ভাবপ্র°পূ° ১ ভাগ)

বংশপরম্পরা (স্ত্রী) সন্তানসন্ততিক্রম। পুত্রপৌত্রাদিক্রম।

বংশপাত্র, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১০৬)

বংশপাত্রকারিণী (স্ত্রী) ঝাড়ি চুবড়ী কুলা প্রভৃতি পাত্র যে রমণী বাঁশ হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বংশপাল, শিলালিপিবর্ণিত একজন রাজা।

বংশপীত (পুং) বংশঃ বংশপত্রমিব পীতঃ। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

বংশপুষ্পা (স্ত্রী) বংশস্য পুষ্পাণীব পুষ্পাণি যস্যাঃ। সহদেবী লতা।

বংশপূরক (ক্লী) বংশস্যেব পূরকমস্য। ইক্ষুমূল।

বংশপ্রতিষ্ঠানকর (পুং) বংশখ্যাতি বা প্রতিপত্তিবিস্তারকারী। বংশের আদিপুরুষ।

বংশবীজ (ক্লী) বংশস্য বীজং। বেণুযব। বাঁশের চাউল।

বংশব্রাহ্মণ (ক্লী) ১ বৈদিক আচার্য্যপরম্পরাভেদ। ২ সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

বংশভার (পুং) বাঁশের ভার বা মোট।

বংশভৃৎ (পুং) ১ বংশের ভরণপোষণকারী। ২ বংশস্থ প্রধান ব্যক্তি।

বংশভোজ্য (ত্রি) ১ বংশের উপভোগ্য। ২ বংশানুক্রমপ্রাপ্ত। (ক্লী) ৩ পৈতৃক রাজ্য। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশময় (ত্রি) বংশ ইত্যর্থে ময়ট্। বংশনির্ম্মিত।

বংশমর্য্যাদা (স্ত্রী) বংশস্য মর্য্যাদা। ১ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত গৌরব। কুলক্রমাগত মর্য্যাদা। ২ রাজদত্ত উপাধি বা খেতাব।

বংশমূলক (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশযব (পুং) বাঁশের চাউল।

বংশরাজ (পুং) বংশানাং রাজা ইতি রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। ১ ঝাড়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা সর্ব্ব বৃহৎ বাঁশ। (হরিবংশ) ২ রাজভেদ। (ললিতবিস্তর)

বংশরোচনা (স্ত্রী) রোচতে ইতি, রুচ্ নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যুঃ। টাপ্। বংশস্য রোচনা। স্বনামখ্যাত বংশপর্ব্ব মধ্যস্থিত শ্বেতবর্ণ ঔষধবিশেষ। সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত। পর্য্যায়—ত্বক্‌ক্ষীরা, বংশলোচনা, তুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী, বংশজা, ক্ষীরিকা, তুগা, ত্বক্‌ক্ষীরী, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্‌সারা, কর্ব্বরী, শ্বেতা, বংশকর্পূররোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা, বংশশর্করা, বেণুলবণ। ইহার গুণ—রুক্ষ, কষায়, মধুর, হিম, শ্বাসকাসঘ্ন, তাপনাশক, রক্তশুদ্ধিকারক ও পিত্তোদ্রেকপ্রশমনকারী। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংশজা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [বংশজা ও বংশলোচন দেখ।]

বংশলক্ষ্মী (স্ত্রী) কুললক্ষ্মী।

বংশলোচনা (স্ত্রী) বংশরোচনা রস্য লত্বম্। বাঁশের পর্ব্বমধ্যে নীলাভ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ। চলিত কথায় ইহার নাম বংশলোচন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Bamboo Manna বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বেতর বাঁশ বা নল বাঁশেই (Bambusa arundinaceæ) জন্মে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই ঔষধ দ্রব্য "তবাশীর" নামে প্রচলিত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বংশলোচন, বংশকর্পূর; বাঙ্গালা—বাঁশকপূর, বংশলোচন; আসাম—সুতোরিয়া; আরব ও পারস্য—তবাশীর; মরাঠী—বংশ-লোচন, বনশমীঠা; গুর্জ্জর—বাঁশকপূর বাঁশ-মু-মীঠা; তামিল—মুঙ্গলুপ্প, তেলগু—বেদরুপ্প, তবক্ষীরি; মলয়ালম্—মোলেউপ্প; কনাড়ী—বিদরুপ্প, তবক্ষীরা; শিঙ্গাপুর—উণা, লুণু, উণাকপূর; ব্রহ্ম—বা-ডা, বাঠেগা—কিয়ো বাঠেগসা, বসন; সংস্কৃত—পর্য্যায়গুলি বংশরোচনা শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

বাজারে এই দ্রব্য সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায়—১ কবুদী বা নীলাভ এবং ২ সফেদ বা শ্বেতবর্ণ। প্রাচীন বৈদ্যকে ইহার ভেষজ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"কষায়মধুরা রুক্ষা বাতঘ্নী বংশলোচনা।
তুগাক্ষীরী ক্ষয়শ্বাসকাসঘ্নী মধুরা হিমা ॥" (রাজবল্লভ)

শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, সুদূর আরব ও গ্রীসবাসী যবনগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বংশজ দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়াছিলেন। ডাওকোরাইডস, প্লিনি, সালমাসিয়াস, স্প্রেঙ্গেল ফি, ফ্রেরে, হাম্বোল্ট প্রভৃতি মনীষিগণ এই মহামূল্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির "Saccharon et Arabia fert sed

Laudatius India. Est autem mel in arundinibus Collectum প্রভৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাশীরের কথা বলিয়া মনে হয়। সাল্মাসিয়াস্ প্রভৃতি তর্ক দ্বারা উহাকে ইক্ষুজ শর্করা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু হাম্বোল্ট তাহার মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারস্ত তবাশীর শব্দ শর্করা-বোধক নহে উহা সংস্কৃত ত্বক্ক্ষীর (Bark-milk) শব্দের অপভ্রংশমাত্র।*

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শাস্ত্রে তবাশীরের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা শীতল, বলকর, কামোদ্দীপক ও শ্বাসকাসনিবারক, অন্যান্য ঔষধের সহিত ইহা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, আমাশয় এবং উদরাধ্মান প্রভৃতিতে ইহা আশু ফলপ্রদ। ইহা পিপাসানিবারক ও কফনিঃসারক। বিষম জ্বরে পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের একটী চূর্ণক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ পিপুল, ৪ ভাগ এলাইচ ও ১ ভাগ দারুচিনি একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত অথবা মধুযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা ১ হইতে ২ স্ক্রুপল্ পর্য্যন্ত। কফনিঃসারণের নিমিত্ত ৫ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাঁশ গাছের মধ্যে কিরূপে এই মহদুপকারী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আজও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, বাঁশ ঝাড়ে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলে বংশলোচন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্বিদ্গণের ধারণা, বাঁশ গাছের স্বভাবজাত রস অর্থাৎ পর্ব্বমধ্যস্থিত জলাকার তরল পদার্থ (Natural sap) বিকৃত হইয়া এই মহামূল্য পদার্থ উৎপাদন করে। যে সকল কচি কোঁড়ে এই রসাধিক্য থাকে, তাহাতে এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। ঐ রস পরিপক্ব হইয়া ক্রমে ত্বক্ক্ষীরায় পরিণত হয়। অহিফেন বিভাগীয় ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী Mr Peppe বলেন, "তিনি একজন দেশীয় বণিককে তবাশীর উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশচ্ছেদনকারী এক প্রকার কীটের সমাবেশ হেতু বংশপর্ব্বস্থিত রস লবণাশ্রিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তিনি এক গাছ হইতে ঐরূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অর্দ্ধপক্ক অপর কতকগুলি গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি সহজে বংশলবন প্রাপ্ত হন। উপর্য্যুপরি এইরূপে চেষ্টা করিয়া তিনি সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও বিলক্ষণ অর্থ লাভ করেন।" আবার কেহ কেহ বলেন, বাঁশের পাব্গুলির ভিতরদিকে স্বাভাবিক রসসঞ্চারহেতু সিলিকা-মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (Silicious concretions, of an opaline nature) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাশীর নামে খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ কোন্ ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা ভিন্ন তাহা জানিবার উপায় নাই।

* Birdwood's Economic Products of the Presidency of Bombay, pp. 95-96.

গ্লাসগো নগরের রসায়নাধ্যাপক টি, টমসন বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯০.৫০ অংশ সিলিকা, ১.১০ পটাশ, ০.৯০, পেরক্সাইড্ অব আয়রণ ০.৪০, আলুমিনিয়া ৪.৮৭ জল এবং নাশ—২.২৩ অংশ আছে। বংশলোচন ভিন্ন বাঁশের অপরাপর অংশও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঁশের কোঁড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকের অভ্যন্তরে শিকড়ের ন্যায় সরু সরু যে সকল শুঁয়া থাকে, তাহা বিষাক্ত। ঐ শিকড় সহজে খাদ্যাদির মধ্যে দিয়া সেবন করান যাইতে পারে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিষের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বংশবর্দ্ধন (ত্রি) বংশং বংশমানং বর্দ্ধয়তি বংশ-বৃধ-ল্যুট্। ১ বংশাভিমানরক্ষাকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। (রামায়ণ ২।২৩।৪২) ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।৯৫)

বংশবর্দ্ধিন্ (ত্রি) বংশং বর্দ্ধয়তীতি বংশ-বৃধ্-ণিনি। ১ বংশ-মর্য্যাদাস্থাপনকারী। "মম ত্বং বংশবর্দ্ধিনী" (ভারত বনপর্ব্ব) ২ বংশলোচনা। (বৈদ্যকনি°)

বংশবাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৫৭´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৬´ ৩৫´´ পূঃ। লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০০ হাজার। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি আছে, বর্ত্তমান বাঁশবেড়ে নামে পরিচিত।

মোগল-সম্রাট্ শাহজহানের আমলে বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঘব রায় কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের সহিত এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকায় নিম্নে ঐ রাজবংশের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত বঙ্গদেশের রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক ছিলেন। মুরশিদাবাদ জেলায় দত্তবাটী নামক গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস। দত্তবংশীয় জমিদারদের বাসবাটী থাকায় ঐ গ্রামটীর ঐরূপ নাম হইয়াছে। দেবাদিত্য হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন দ্বারকা নাথ দত্ত দত্তবাটী পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত ভাগীরথীতীরস্থ পাটুলী নামক স্থানে নগরস্থাপনপূর্ব্বক বাস করেন।

দ্বারকানাথের পৌত্র সহস্রাক্ষ দত্ত সন ৯৮০ সালে (১৫৭৩ খৃঃ অঃ) মোগল বাদশাহ অকবরের নিকট এক ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে "জমিদার" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সহস্রাক্ষ জায়গীর স্বরূপ—পরগণা ফয়জল্লপুর লাভ করেন। সহস্রাক্ষের পুত্র উদয় দত্তকে বাদশাহ অকবর বংশানুক্রমে "সভাপতি রায়" উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১০৩৫ সালে (১৬২৮ খৃঃ অঃ) উদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ানন্দ সম্রাট্ সাহ্‌জহানের নিকট হইতে "মজুমদার" উপাধি ও কোটএকৃতিয়ার-পুর পরগণার জায়গীর লাভ করেন। জয়ানন্দ রায় মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবকে বাদশাহ শাহজাহান ১২ রুরি ১০৬৬ হিজরী শকে (১৬৪৯ খৃঃ অঃ) "মজুমদার" ও "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন মজুমদার ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব একজন। এই উপাধির সঙ্গে রাঘব নিম্নলিখিত ২১টী পরগণার জমিদারী ও বিস্তর নিষ্কর ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন—আর্শা, হলদা, মামদানিপুর, পাঞ্জনৌর, বোড়ো, জাহানাবাদ, শায়েস্তানগর, শাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ালি, পাউনান, খোসালপুর, বকস বন্দর, পাইকান, আমিরাবাদ, জঙ্গলীপুর, মাইহাটী, হাবলী সহর, মজঃফরপুর, হাতিকান্দি, মৌলপুর প্রভৃতি। সম্পত্তি শাসনার্থ রাঘব বাঁশবেড়িয়ার একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। নদীগর্ভে পাটুলী প্রাসাদ অন্তর্লীন হইবার আশঙ্কা দেখিয়া রাঘবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়ায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করিলেন। তখন উহা একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। রামেশ্বর নানা স্থান হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে এবং শতাধিক সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বাঁশবাড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন। কাশী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্ক-বাগীশকে আনাইয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১টী টোল স্থাপন করিয়া এবং কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়া ছাত্রদিগের স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত।

বাঁশবাড়িয়ার রাজবাটী।

বর্গীদিগের অত্যাচার ভয়ে রাজা রামেশ্বর বাঁশবাড়িয়ার রাজপ্রাসাদ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। রামেশ্বরের গড় হইতে ঐ রাজবাটী 'গড়বাটী' নামে খ্যাত হয়। এই পরিখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, তরবারী ও বন্দুক সঙ্গে লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। আবশ্যক মত তথায় মাঝে মাঝে কয়েকটী কামানও রাখা হইয়াছিল। বর্গীরা ত্রিবেণী লুঠ করিতে আসিলে তথাকার লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। বর্গীরা এই সংবাদ পাইয়া একবার গড়বাটী অবরোধ করে। রাজা রামেশ্বরের পুত্র রাজা রঘুদেব সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া নৈশযুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাস্ত করেন এবং তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। রঘুদেব পূর্ব্বপরিখার সংস্কার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পুনরায় একটী নূতন পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন।

রাজা রামেশ্বর রায় ১০ই সফর ১০৯০ হিজরী অব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে "রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

এই সনন্দের সঙ্গে বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জ-পাত্তা (পঞ্চ-

পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্মানের সহিত রক্ষা করিবার জন্য বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর এবং কলিকাতা, বালিন্দা, হাতিয়াগড়, আলোয়ারপুর, মেদনমল, মাগুরা, ধার্শা, খালোড়, মানপুর, সুলতানপুর, কুক্ষপুর ও কাটনিয়া নামক দ্বাদশটী পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন। উহার একখানি সনন্দের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেষু—

মোকাম বাঁশবেড়িয়া,

পরগণে আর্শা সরকার সাতগাঁ

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে হেতু তুমি রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, যে হেতু তুমি যথেষ্ট যত্নের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, এজন্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ পাট্টা খিলাত ও "রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০৯০ হিজরী।"

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবমন্দিরও রাজা রামেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং তদুপরি নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত।

বাসুদেব মন্দির।

১৬০১ শকাব্দে (১৬৭৯ খৃঃ অঃ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দিরের গাত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে এই শ্লোকটী অদ্যাপি খোদিত রহিয়াছে—

"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংশু গণিতে শকবৎসরে।

শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্॥"

রাজা রঘুদেবকে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ "শূদ্রমণি" উপাধি দিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ে মুরশীদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ-গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। শুনা যায়, যথাসময়ে রাজস্ব উশুল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদার নবাব কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইতে আদিষ্ট হন। রাজা রঘুদেব একথা শুনিতে পাইয়া আপনি সেই দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম "শূদ্রমণি রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়" হয়।

বস্তুতঃ এক সময়ে কি রাজকার্য্যে, কি সমরকৌশলে, কি দানধর্ম্মে, কি নীতিনিপুণতায় পাটুলীর মহাশয় বংশ বাঙ্গালার গৌরব স্থান ছিলেন। বিচক্ষণ অকবর, ক্রূরনীতি অরঙ্গজেব, জাঁহাঙ্গীর ও সমৃদ্ধিশোভমান শাহজহান পাটুলীবংশকে গর্বীয়ান রাগকলাপটু করিতে সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন। মুরশীদকুলী ও মুয়াজম প্রভৃতি সকলেই এই তান্ত্রিক হিন্দু কায়স্থবংশকে সুনয়নে দেখিয়াছিলেন। কুলজী-পঞ্জিকায় এবং মুসলমান ইতিহাসে পাটুলীবংশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। রাজা রঘুদেবের পুত্র রাজা গোবিন্দদেব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগকে একলক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পুত্র রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃঃ অঃ) পৌষমাসে ভূমিষ্ঠ হন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বিহারের মসনদে সমাসীন। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র আলীবর্দ্দী খাঁকে সংবাদ দেন যে, বাঁশবাড়িয়ার রাজা গোবিন্দ-দেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। আলীবর্দ্দী খাঁ গোবিন্দদেবের সমুদায় জমিদারী বর্দ্ধমানের জমিদারকে দান করেন। পাঁচ মাসের শিশু নৃসিংহ দেব শত্রুর কৌশলে নিজের মধ্যে বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলেন। নৃসিংহদেব স্বহস্তে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন—"সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত পুস্তানের জরখরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারী সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে

পানাপা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজবপুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এমত বেআইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই।"

রাজা নৃসিংহ দেব।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে বাঙ্গালার মুসলমান সিংহাসন বিলুপ্ত হয়। ষোল বৎসরে সাত জন নবাব মুরশিদাবাদে নবাবীর অভিনয় করেন। তাহাতে বঙ্গের প্রজা ভীতচকিত ও পীড়িত হইয়া পড়ে। কুমার নৃসিংহদেব ঐ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালায় অরাজকতার কথঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন, নৃসিংহদেবও তাঁহার শরণ লইলেন। তাহার ফল, রাজা নৃসিংহ দেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

"সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্তর হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া, আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিশ পরগণার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের জমিদারীতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌন্সল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।"

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রদত্ত সনন্দ অনুযায়ী নৃসিংহ দেব তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কেবল নয়টী

পরগণা পুনঃ প্রাপ্ত হন। নৃসিংহদেব তাঁহার পৈতৃক বিপুল জমিদারীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র পরগণা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসেন, নৃসিংহ তাঁহার নিকট সমুদায় জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেকটারসদিগের নিকট আবেদন করিতে বলেন। নৃসিংহদেব বিলাতে আপিলের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে থাকেন। সেই উদ্দেশে কিছুদিন ৺কাশীধামে বাস করেন। সেখানে ধার্ম্মিক যোগপথাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার মতি গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি এই সময় তাঁহাদিগের সাহায্যে যোগমার্গে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিলাত আপিলে বিপুল ব্যয় হইবে, অথচ তাহার ফল অনিশ্চিত। যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে। এই মনে করিয়া তিনি ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। নৃসিংহদেব ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺স্বয়ম্ভবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অঙ্কিত আছে :—

"আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহস্থ শ্রীনৃসিংহদেবদত্ততঃ॥"

নৃসিংহ দেব সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উড্ডীশতন্ত্র বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ভূকৈলাস-রাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

"মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
সতরশ চৌদ্দ শকে পৌষ মাস যবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শুদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাসী।
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী॥
* * * * * * * * *
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জমা থসড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥"(জয়নারায়ণের কাশীখ)

রাজা নৃসিংহ দেবের পত্নী রাণী শঙ্করী সুবিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে :—

শাকাব্দে রসবহ্নিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদারচতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।
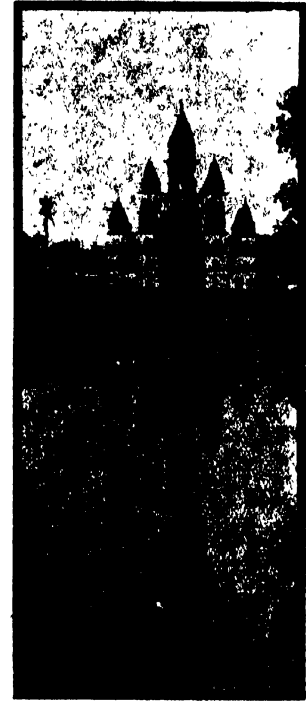
হংসেশ্বরী মন্দির।

৺হংসেশ্বরী মন্দির বাঙ্গালার একটী উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি। নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী এই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। একটী ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবাদিদেব শায়িত আছেন। তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে প্রস্ফুটিত পদ্ম উত্থিত হইয়াছে, দারুময়ী দেবী মূর্ত্তি হংসেশ্বরী তাহার উপর বিরাজিত আছেন। ইহার গঠননৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী শঙ্করী বৈষয়িক কার্য্য পর্য্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহার মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা 'রাণীমা'র নাম স্মরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাণীমাতা সামান্য চালচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাস দেবের সৌখীনতা ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাহা বলিয়া

তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি মুক্ত-হস্তে দান করিতেন। পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে বিশেষ দোল-যাত্রার সময় রাণী বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক শরা আবীর ও এক শরা টাকা দিয়া প্রত্যেককে প্রণাম করিতেন।

১২৪৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পুত্র কৈলাস দেব পরলোক গত হন। কৈলাস দেবের পুত্র দেবেন্দ্র দেব ১২৫৯ সালে বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। পৌত্রের মৃত্যুর ছয় মাস পরে রাণী শঙ্করীর মৃত্যু হয়। রাণী স্বীয় সমস্ত জমিদারী মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এক উইল করিয়া ৺হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। নাবালক প্রপৌত্র রাজা পূর্ণেন্দু দেব, সুরেন্দ্র দেব ও ভূপেন্দ্র দেবকে বংশানুক্রমিক সেবাইত নিযুক্ত করেন। নাবালকদের মাতা রাণী কাশীশ্বরী উইলে একজি-কিউটার হন। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর পুত্র শ্রীযুত রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত রাজা কৈলাস দেবের কন্যা করুণাময়ীর বিবাহ হয়।

১২৯৭ সালে ৭ই কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়, ১৩০৩ সালের ১১ই শ্রাবণ জ্যেষ্ঠ রাজা পূর্ণেন্দুদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মধ্যম সুরেন্দ্র দেব ১৩০৪ সালের ১৬ই চৈত্র মানব-লীলা সম্বরণ করেন। সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাঘ রাণী কাশী-শ্বরী এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠের চারি পুত্র—রাজা সতীন্দ্র দেব, কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব, কুমার মুনীন্দ্র দেব ও কুমার রমেন্দ্র দেব। মধ্যমের এক পুত্র কুমার বীরেন্দ্র দেব ও কনিষ্ঠের এক পুত্র কুমার কুমারেন্দ্র দেব।

বংশবিততি (স্ত্রী) ১ বংশগুচ্ছ। ২ বাঁশবন। ৩ কুলজ-বংশ।

বংশবিদল (পুং) বংশনির্ম্মিত সন্দংশিকা, বাঁশের চিম্টা।

বংশবিদারিণী (স্ত্রী) বংশং বিদারয়তীতি বংশ-বি-দৃ-ণিচ্-ণিনি। বংশবিদারণকারী রমণী।

বংশবিশুদ্ধ (ত্রি) বংশানি বিশুদ্ধানি যত্র। পরিষ্কার বংশ বিনির্ম্মিত। ২ বিশুদ্ধ কুলাগত।

বংশবিস্তর (পুং) বংশস্য বিস্তরঃ। সমগ্র বংশধারা। বংশপরম্পরা।

বংশবৃদ্ধি (স্ত্রী) বংশস্য বৃদ্ধিঃ। ১ পুত্র কলত্রাদির জন্ম দ্বারা বংশের বিস্তার। ২ বংশসমৃদ্ধি।

বংশব্যজনবায়ু (পুং) বংশনির্ম্মিত তালবৃন্তের বায়ু। বাঁশের পাখার বাতাস। বৈদ্যকে ইহার গুণ লিখিত আছে। "বংশ-ব্যজনজো বাতঃ রুক্ষোষ্ণো বাতপিত্তদঃ।" (রাজ° ২ পরি°)

বংশশর্করা (স্ত্রী) বংশস্য শর্করেব। ১ বংশরোচনা। (রাজনি°) ২ বংশেক্ষুকৃত শর্করা। সামশাঁড়া আখের চিনি। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, বল্য, সুমধুর ও রুক্ষ।

বংশশলাকা (স্ত্রী) বংশস্য শলাকেব দার্ঢ্যাৎ। ১ বীণামূল। মতান্তরে বীণা, সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের বংশদণ্ড। বংশ-নির্ম্মিতা শলাকেতি মধ্যপদলোপী সমাস। ২ বংশনির্ম্মিত শলাকা।

বংশসমাচার (পুং) বংশস্য সমাচারঃ। বংশাখ্যান।

বংশস্তনিত (ক্লী) জগতীছন্দোভেদ। [বংশস্থবিল দেখ]

বংশস্থ (ত্রি) বংশে তিষ্ঠতীতি বংশ-স্থা-কা। ১ বংশস্থিত। ২ ছন্দোবিশেষ।

বংশস্থবিল (ক্লী) দ্বাদশাক্ষর পাদ ছন্দোবিশেষ যথা,—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ॥" ইহার ১,৩,৬,৭,৯ ও ১১ বর্ণ লঘু এবং অবশিষ্ট গুরু। উদাহরণ যথা—

"বিলাসবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ
প্রপূর্য্য যঃ পঞ্চমরাগমুদ্গিরম্।
ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

বংশস্থিতি (স্ত্রী) বংশস্য স্থিতিঃ প্রতিপত্তিরিতি। বংশমর্য্যাদা। বংশখ্যাতি। (রঘু ১৮।৩০)

বংশহীন (ত্রি) ১ পুত্রশূন্য। ২ আত্মীয়পরিশূন্য।

বংশাগত (ত্রি) ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত। ২ বংশক্রমাগত।

বংশাগ্র (ক্লী) বংশস্য অগ্রম্। প্রথমজাতত্বাৎ। বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোঁড়। (রাজনি°)

বংশাঙ্কুর (পুং) বংশস্য অঙ্কুরঃ। বংশকরীর, বাঁশের কোঁড়া। (হলায়ুধ) পর্য্যায়—বংশাগ্র, যবফলাঙ্কুর। ইহা কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লঘু ও শীতল এবং রুচিকর ও পিত্তাস্র-দাহকৃচ্ছ্রঘ্ন।

বংশানুকীর্ত্তন (ক্লী) বংশবল্লী কথন। রাজবংশপরম্পরায় পরিচয় প্রদান।

বংশানুক্রম (পুং) বংশস্য অনুক্রমঃ। বংশপরম্পরা।

বংশানুক্রমে (অব্য) পুত্রপৌত্রাদি অনুসারে।

বংশানুগ (ত্রি) ১ বংশের ন্যায়। ২ তরবারির মধ্যস্থ বক্রাংশের অনুগত। (বৃহৎস° ৫০।৩) ৩ একবংশ হইতে অন্যবংশে অনুগমনকারী (লক্ষ্মী)।

বংশানুচরিত (ক্লী) বংশস্য অনুচরিতম্। বংশের চরিত্রবর্ণন। ইহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

বংশানুবংশচরিত (ক্লী) পুরাণোক্ত প্রাচীন ও আধুনিক বংশের আখ্যান।

বংশান্তর (পুং) নল, খাগড়া। (রাজনি°)

বংশাবতা (স্ত্রী) পাণিনির শরাদি গণোক্ত বর্ণভেদ। (পা° ৬।৩।১২০)

বংশাবলী (স্ত্রী) পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী।

বংশাবলেহ (পুং) বাঁশের ত্বক্।

বংশাস্থি (ক্লী) মর্কটাস্থি। (বৈদ্যকনি°)

বংশাহ্ব (পুং) বেণুযব। (রাজনি°)

বংশিক (ক্লী) বংশোঽস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ অগুরুকাষ্ঠ। (অমর) (ত্রি) ২ বংশসম্বন্ধীয়। ৩ বংশোদ্ভব। বংশোৎপন্ন। (পুং) ৪ কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুভেদ। কাজলী আখ।

বংশিকা (স্ত্রী) বংশিক-টাপ্। ১ অগুরু। (ভরত) ২ বংশী, মুরলী, বেণু। (শব্দচ°) ৪ পিপ্পলী।

বংশিন্ (ত্রি) বংশ-ইনি। বংশসম্বন্ধীয়, বংশজাত।

"ধন্যা খলু ভবন্তো যে দ্বিজাতীনাং স্ববংশিনঃ।" (হরিবংশ)

বংশিবাদ্য (ক্লী) বংশীবাদ্য, বাঁশরী।

বংশী (স্ত্রী) বংশকারণত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মুরলী, বেণু। (শব্দচ°) চলিত কথায় বাঁশী বা বাঁশরী বলে।

"নির্ম্মিতা কাপি গোপীনাং কুলশীলবিনাশিনী।
বিধিনা পামরেণেয়ং ন বংশী মুরবৈরিণঃ।" (কাব্যচন্দ্রিকা)

বংশীবাদনপটু শঠচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের মনোরঞ্জনার্থ বৃন্দারণ্যে বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন, বৃন্দারণ্যে "বংশীধ্বনি" অর্থ মনপ্রাণহরণকারী কৃষ্ণের বাঁশরী নিনাদই অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই কবিগণ বংশীতে কবিত্ব প্রভাব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। বাঁশী যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ ছিল, তাহা প্রেমরসাস্বাদী বৈষ্ণব কবিগণের ভক্তিগাথাতেও সমদ্ভাসিত দেখা যায়। গোস্বামিবিরচিত নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান—

"স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই বংশীবাদ্য যন্ত্রের প্রকার ও প্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।— যেমন তাল না হইলে গানের শোভা হয় না। সেইরূপ বাদ্যযন্ত্র না থাকিলে তাল মহিমা বুঝা যায় না; কেন না তাল বাদ্যযন্ত্র হইতেই সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে মুখে লাগাইয়া ফুৎকার দিয়া যে বংশনির্ম্মিত শুষির বাজান যায়, তাহাকে বাঁশী বলা হইয়া থাকে। সঙ্গীত দামোদরে এই শুষির যন্ত্রের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বংশোঽথ পারী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খকাহলাঃ।
তোড়হী মুরলী বুক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভিয়ঃ॥
শৃঙ্গং কাপালিকং বংশশ্চর্ম্মবংশস্তথা পরঃ।
এতে শুষিরভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।"

বাঁশী যে বংশ নির্ম্মিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তদাকার বর্ত্তুল, সরল ও পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ লইয়া শিল্পীর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য ছিদ্র করাইবে। তাহার পর তদুপরে উপর হইতে অধোদিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কৌশলে সাতটী ছিদ্র করিবে, যেন ঐ সপ্তরন্ধ্র হইতে সপ্তস্বর নির্গত হইতে পারে। আবশ্যক মত এক বা অর্দ্ধ অঙ্গুলী অন্তর ছিদ্র করিয়া সেই স্থানে মধ্যম ও কোমলাদি সুর বাহির করা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বংশের মান ও বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল,—

"বর্ত্তুলঃ সরলশ্চৈব পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
বৈণবঃ খাদিরো বাপি রক্তচন্দনজোঽথবা॥
শ্রীখণ্ডজোঽথ সৌবর্ণো দন্তিদন্তময়োঽপি বা।
রাজতস্তাম্রজো বাপি লৌহজঃ স্ফটিকোঽথবা॥
কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেণ শোভিতঃ।
শিল্পবিদ্যাপ্রবীণেন বংশকার্য্যো মনোহরঃ॥
বংশেনৈব মতোঽপ্রীতিমতঙ্গমুনিনোদিতম্।
ততোঽন্যেঽপি তদাকারা বংশা ইব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্র ত্যক্ত্বা শিরোদেশাদধোদ্বিমিতিমঙ্গুলম্।
ফুৎকাররন্ধ্রং কুর্ব্বীত মিতমঙ্গুলিপর্ব্বণা॥
পঞ্চাঙ্গুলানি সংত্যজ্য তাররন্ধ্রাণি কারয়েৎ।
কুর্য্যাত্তথান্যরন্ধ্রাণি সপ্ত সংখ্যানি কৌশলাৎ॥
বদরীবীজতুল্যানি সংত্যজ্যার্দ্ধমঙ্গুলম্।
প্রান্তয়োর্ব্বন্ধনং কার্য্যং স্বরাদ্যৈর্নাদহেতবে॥
সিক্থকেন কলা দেয়া তেন সুস্বরতা ভবেৎ।
পঞ্চাঙ্গুলোঽয়ং বংশঃ স্যাদেকৈকাঙ্গুলিবৃদ্ধিতঃ॥
ষড়ঙ্গুল্যানি নাম্না স্যাৎ যাবদষ্টদশাঙ্গুলম্।
ফুৎকারতাররন্ধ্রস্য যাবদঙ্গুলিমন্তরম্।
তদেব নাম বংশস্য বাংশিকৈঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
একাঙ্গুলো দ্ব্যঙ্গুলশ্চ ত্র্যঙ্গুলশ্চতুরঙ্গুলঃ।
অতিতারতরত্বেন বাংশিকৈঃ সমুপেক্ষিতঃ॥
ত্রয়োদশাঙ্গুলো বংশোঽপরঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।
নিন্দিতো বংশতত্ত্বজ্ঞৈস্তথা সপ্তদশাঙ্গুলঃ॥
মহানন্দাস্তথানন্দো বিজয়োঽথ জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গমুনিসম্মতাঃ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মা রুদ্রো রবির্বিষ্ণুঃ ক্রমাদত্র ব্যবস্থিতাঃ॥

নৈবিড্যং প্রৌঢ়তা চাপি সুস্বরত্বঞ্চ শীঘ্রতা।
মাধুর্য্যমিতি পঞ্চমী ফুৎকৃতেষু গুণাঃ স্মৃতাঃ॥"
যদি ফুৎকার দেওয়া মাত্র বাঁশী মুহুর্মুহু শীৎকারযুক্ত হয় অথবা তাহা হইতে সমুত্থিত সুরের শব্দ স্তব্ধ, বিস্তর, স্ফুটিত, লঘু ও অমধুর শুনা যায়, তাহা হইলে সেই ষড়্‌দোষাশ্রিত বংশী গীত-বাদনে প্রয়োগ করা অবৈধ। বংশীবিদ্‌গণ এরূপ দোষাশ্রিত বংশীকে নিন্দা করিয়া থাকেন। (সঙ্গীত-দামোদর)

২ কর্ষচতুষ্টয়=৮ তোলা। ৩ বংশলোচনা। ৪ সংগ্রহণী চিকিৎসায় জাতীফলাদি চূর্ণ।

বংশীদাস, ভেদাভেদবাদ নামে বৈদান্তিক গ্রন্থপ্রণেতা।

বংশীধর (পুং) ১ যে বংশী ধারণ করে। বংশীধারী। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। যিনি বৈদ্যকুতূহল ও বৈদ্যমহোৎসব নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পুত্র বিদ্যাপতি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি বাচস্পতি মিশ্র-রচিত তত্ত্বকৌমুদীর টীকা ও শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডন রচনা করেন।

২ ছন্দোমঞ্জরী ও পিঙ্গলের পিঙ্গলপ্রকাশ নামক টীকাকার।

৩ একজন বৈদিক, ইনি কুশপঞ্জিকা ও হোমবিধি নামে দুইখানি বৈদিকগ্রন্থ রচনা করেন।

বংশীধরদৈবজ্ঞ, দৈবজ্ঞকালনিধি নামক সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বংশীধারিন্ (পুং) বংশীং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বংশীবাদক।

বংশীপত্রা (স্ত্রী) যোনিভেদ। "বংশীপত্রা তু যা যুক্তবংশীপত্রদ্বয়াকৃতিঃ।" (লোকপ্র° ৫৭ অঃ)

বংশীয় (ত্রি) বংশে ভবং ইতি বংশ-ছ্য। সদ্বংশজাত। বংশোদ্ভব। সম্বন্ধ।

বংশীবট (ক্লী) বৃন্দারণ্যস্থ স্থানভেদ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে লীলা করেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

বংশীবদন (ত্রি) বংশীস্তাধর। যিনি সর্ব্বদা বংশী বাজান।

বংশীবদন দাস, এক জন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। ছকড়ি পাটুলীতে বাস করিতেন, পরে তিনি নদীয়ার কুলিয়াপাহাড়ে আসিয়া বাস করেন। ১৪১৬ শকে চৈত্র মাসে পূর্ণিমার দিনে এই কুলিয়াপাহাড়ে বংশীদাসের জন্ম। এ সম্বন্ধে প্রেমদাসের একটী পদেও আছে যথা—

"নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণী কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥"

বংশীবদন অল্প বয়স হইতেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলিতে গৌরাঙ্গপ্রেমের উৎস ছুটিয়াছে। তাঁহার একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই,
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন,
চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হইল রূপে, ডুবিলাম রূপের কূপে,
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা,
অলপ উড়িবে মন্দ বায়।
কিবা যে মোহন চূড়া, দোসুতি মুকুতা বেড়া,
মত্ত ময়ূরপুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্বমালা, জিনিয়া মদন কলা,
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুনি,
বলিহারি যাও বংশীদাস॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বংশীদাস শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়াপাহাড়ে বংশীবদন "প্রাণবল্লভ" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি বিল্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্যেরা বংশীবদনের জ্ঞাতি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন কিছুদিন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানে তিনি "দীপান্বিতা" নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার দুই পুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। শচীনন্দন "গৌরাঙ্গ-বিজয়" নামক একখানি কাব্যও রচনা করেন।

বংশীবদনশর্ম্মা, গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা এবং নৈষধকাব্যের টীকা-রচয়িতা।

বংশীবাদক (পুং) শুষিরযন্ত্র-বাদনাভিজ্ঞ, যাহারা উত্তমরূপ বাঁশী বাজাইতে জানে। সুরতালজ্ঞ বংশীবাদকের লক্ষণ সঙ্গীত-শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"স্থানকাদিনয়াভিজ্ঞো গমকাঢ্যঃ স্ফুটাক্ষরঃ।
শীঘ্রহস্তঃ কলাভিজ্ঞো বাংশিকো রক্ত উচ্যতে॥

প্রবৃত্তির্বক্তবৃত্তিশ্চ বৃত্তিশ্চেত্যনুনৈর্গুণাঃ ॥
সুস্থানত্বং সুস্বরত্বং অঙ্গুলীসারণক্রিয়া।
সমস্তগমকজ্ঞানং রাগরাগাঙ্গবেদিতা ॥
ক্রিয়াভাষাবিভাষাস্তু দক্ষতা গীতবাদনে।
স্বস্থানে চাপি দুঃস্থানে নাদনির্ম্মাণকৌশলম্ ॥
গাতৃণাং স্থানদাতৃত্বং তদ্দোষাচ্ছাদনং তথা।
বংশকস্য গুণা এতে ময়া সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

বংশোদ্ভবা (স্ত্রী) ১ বংশরোচনা। ২ বাসাখণ্ড।

বংশ্য (ত্রি) বংশে ভবঃ। বংশ-(দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। ১ সদ্বংশজাত। পর্য্যায়—কুল্য, বীজ্য।
"স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্‌বংশ্যা মনবোঽপরে॥" (মনু ১।৬১)
২ বংশোৎপন্ন মাত্র।
"বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোককান্তা
প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ॥" (রঘু ১৮।৪৯)
৩ গৃহোর্দ্ধ কাষ্ঠবিশেষ। ৪ বাঁশের বাঁশা। ৫ পৃষ্ঠাবয়ববিশেষ।
"যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।" (ভাগবত ১১।৮।৩৩)
'বংশোনাম স্থূণাসু নিহিততির্য্যগ্বেণুঃ। বংশ্যাঃ তস্মিন্ উভয়তো নিহিতা বেণবঃ। অস্থিভিরেব নির্ম্মিতা বংশাদয়ো যস্মিংস্তৎ। তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। পার্শ্বাস্থীনি বংশ্যানি। স্থূণা হস্তপদাস্থীনি।' (শ্রীধরস্বামী)

বংসগ (পুং) বৃষভেদ। চলিত ষাঁড়।
'বৃষা যূথে চ বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্তি' (ঋক্ ১।৭।৮)

বংহিয়স্ (ত্রি) বহুল, প্রচুর।

বংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়, অধিক।

বক্, ই ঙ। কৌটিল্য, বক্রীভাব কুটিলীকরণ। গতি। (কবিকল্পদ্রুম) ভ্বা° আত্ম° অক° ও সক° সেট্। কৌটিল্যার্থে বক-ধাতু কুটিলীভাবপ্রকাশন বা কুটিলীকরণ বুঝায়। ই, লট্ বঙ্কতে ঙ, লট্ বঙ্কতে কাষ্ঠং কুটিলং স্যাদিত্যর্থঃ। বঙ্কতে কাষ্ঠং কুটিলং করোতীত্যর্থঃ। (দুর্গাদাস) লিট্ ববঙ্কে, লোট বঙ্কিতা। লুঙ্ অবঙ্কিষ্ট।

বক, ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষিজাতিবিশেষ (Ardea Nivea) ইহারা জলে মাছ ধরিয়া উদর পূরণ করে। ২ হরপ্রিয় পুষ্পবৃক্ষভেদ। চলিত বাসকোনা গাছ বা বক ফুলের গাছ। ৩ দৈত্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে নিহত করেন। ৪ ভীম কর্ত্তৃক নিহত রাক্ষসভেদ। ৫ কুবের। ৬ যন্ত্রবিশেষ। ৭ দাল্‌ভ্যগোত্রীয় ঋষিভেদ। ৮ রাজভেদ। ৯ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। [বিস্তৃত বিবরণ পরবর্গীয় বকশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বককচ্ছ (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদ ভেদ। নর্ম্মদার তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনীপতি সাতবাহন সর্ব্ববর্ম্মা আচার্য্যের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া এই রাজ্য তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দান করেন।
"রাজার্হরত্ননিচয়ৈরথ সর্ব্ববর্ম্মা,
তেনার্চ্চিতো গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞা।
স্বামীকৃতশ্চ বিষয়ে বককচ্ছনাম্নি
কূলোপকণ্ঠবিনিবেশিনি নর্ম্মদায়াঃ॥" (কথাসরিৎসা° ৬তর°)

বককল্প (পুং) যুগান্তরীয় কল্পভেদ।

বককুণ্ড, বোম্বাই-প্রদেশে বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও প্রাচীন তীর্থস্থান। সম্পগাঁও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে যথনাচার্য্যের একটী সুন্দর প্রস্তর-মন্দির আছে। এ ছাড়া কএকটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানকার দেখিবার জিনিস।

বকচর (বকচর) (পুং) বকস্যেব চরতীতি চর-অচ্। ১ বকব্রতিন্, বকের ন্যায় বৃত্তী বা আচারধারী। (ক্লী) ২ বকজাতির বিচরণ-স্থান।

বকচিঞ্চিকা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ।

বকজিৎ (পুং) ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বকত্ব (ত্রি) বকের ভাব বা ধর্ম্ম। কুটিলতা।

বকদ্বীপ, বিষ্ণুপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। দেশাবলী পাঠে জানা যায়, এখানে শিলাবতী অবস্থিত। বর্ত্তমান এইস্থান 'বগড়ী' নামে পরিচিত রহিয়াছে। (দেশাবলী)

বকধূপ (পুং) গন্ধদ্রব্য বিশেষ। বৃকধূপ।

বকন (দেশজ) ১ বৃথা বক্ বক্ করা। অনর্থক ভাষণ। জল্পন। ২ তিরস্কারকরণ।

বকনখ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। বকনক এরূপ পাঠও পাওয়া যায়।

বকনা (দেশজ) অল্পবয়স্কা গবী। যে গবীর এখনও বাছুর হয় নাই।

বকনি (দেশজ) অনর্গল কথন। বৃথা তিরস্কার।

বকনিসূদন (পুং) বকস্য নিসূদনঃ। ভীমসেন।

বকপঞ্চক (ক্লী) কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটী তিথি। [পরবর্গে বকপঞ্চক দ্রষ্টব্য]

বকপুষ্প (পুং) অগস্তি বৃক্ষ, বাসনা ফুলের গাছ। (Æschynomene grandiflora)। (স্ত্রী) বকফুল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ বকপুষ্পী। [অগস্তি দেখ]

বকযন্ত্র (ক্লী) আসবাদি পরিশ্রুত করিবার যন্ত্রবিশেষ। বকগ্রীবার ন্যায় ইহার উপরিভাগে একটী বক্রাকার নল থাকায় এই নাম হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Retort বলে।

বকয়া, চম্পারণের অন্তর্গত একটী নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৪২।১৪১)

বকরাক্ষস, একচক্রানগরবাসী রাক্ষসভেদ। কুন্তীদেবী পঞ্চ পাণ্ডবসহ একচক্রার এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকস্মাৎ একদিন ব্রাহ্মণগৃহে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইলে কুন্তীদেবী ত্বরান্বিতা হইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, ঐ নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিতেছে। নগরবাসিগণ তাহাকে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে এক একটী মনুষ্য ও দুইটা করিয়া মহিষ দিতে বাধ্য আছে। অদ্য ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রন্দনের কারণ হইয়াছে। যদি তাহারা ঐ দিন কাহাকেও না পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে। ব্রাহ্মণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুন্তী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার একটী বালক পুত্র ও একমাত্র বয়স্থা কন্যা আছে, তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা স্বয়ং তুমি অথবা তোমার পত্নীর উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্ব্বক পাপ রাক্ষসের নিকট গমন করিবে। অনেক বাদানুবাদের পর কুন্তীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া এই দুর্ব্বহ কার্য্য সম্পাদনে অনুনয় করিলেন। ভীমও মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন খাদ্য সামগ্রী লইয়া রাক্ষসের আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে নামোচ্চারণপূর্ব্বক রাক্ষসকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবর বক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন রাক্ষসের পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাহাতেই তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

বকরাজ (পুং) রাজবর্দ্ধন্ নামক রাজবিশেষ, ইনি কশ্যপের পুত্র। (ভারত শান্তিপর্ব্ব°)

বকরী (দেশজ) ছাগী। বর্করী শব্দজ।

বকবধ (পুং) ১ বকাসুরের নিহনন। ২ মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের অন্তর্গত একটী পর্ব্বাধ্যায়। এই অধ্যায়ে ভীমসেন কর্ত্তৃক একচক্রানগরীতে বকাসুরের নিধনবৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

বকবৃক্ষ (পুং) বকফুলের গাছ।

বকল (পুং) বৃক্ষত্বকের অভ্যন্তরস্থ পাতলা বল্কল। "যস্য বৃক্ষস্য প্রসব্যা বকলাঃ স বৃপ্যঃ" (শাখা° ব্রা° ১০।২)

বকবৃত্তি (পুং) বকস্যেব স্বার্থসাধিকা বৃত্তির্যস্য। বকের ন্যায় কপটাচারী সন্ন্যাসী। [পবর্গে বকবৃত্তি শব্দ দেখ।]

বকবৈরিন্ (পুং) বকস্য বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বকব্রত (ক্লী) বকের ন্যায় কপট বিনীত আচরণ।

বকব্রতচর (পুং) বকবৃত্তিধারী মাত্র।

বকব্রতিক, বকব্রতিন্ (পুং) কপট সন্ন্যাসী। যে ব্যক্তি স্বার্থসাধনোদ্দেশে কপটভাবে ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে।

বকসকৃথ (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে বকসকৃথের বংশধরগণকে বুঝায়।

বকসহবাসিন্ (পুং) পদ্ম।

বকসুহান্, প্রাচীন নগরভেদ।

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি, কুপথগামী। বকাটে।

বকাই (দেশজ) ফাজিল, বহুভাষী।

বকাচী (স্ত্রী) বকচিঞ্চিকা মৎস্য।

বকাটী (দেশজ) তন্তুবায়দিগের বস্ত্রবয়নসাধনোপযোগী দণ্ডবিশেষ। তাঁত চালাইবার কালে পাদতলস্থ দণ্ড সঞ্চালনকালে ইহা ইচ্ছামত সঞ্চালিত হইয়া মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে।

বকাটে (দেশজ) কুপথগামী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা (স্ত্রী) বৃথা আশা। ন্যায়োক্ত বিচারবিশেষের মীমাংসাসাধ্য গল্পবিশেষ। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

বকান (দেশজ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান।

বকারি (পুং) বকস্য অরিঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ভীমসেন।

বকাম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন। জ্যেঠামীকরণ।

বকাল (আরব্য) ১ দোকানী, পশারী, বেণিয়া। ২ পূর্ব্ববঙ্গবাসী চণ্ডালজাতি ভেদ। ইহারা বকালীনামেও খ্যাত। এই জাতি চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান অথবা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অথচ একই ব্রাহ্মণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাকা জেলাস্থ জাফরগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইহারা চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌকা আছে, নিজে নিজেই নৌকা বাহিয়া থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইহারা হরিদ্রাদি রন্ধনের মসলা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সকলের এক কাশ্যপগোত্র ও অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক। ইহাদের বিশ্বাস যে, ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ইহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, একারণ

চণ্ডালের সহিত আর সংস্রব নাই। ইহারা চণ্ডালের মত ঘৃণ্য পশুমাংস অথবা মদ্য ব্যবহার করে না।

বকাসুর, দৈত্যবিশেষ। পূতনা নামক রাক্ষসীর ভ্রাতা ও কংসের অনুচর। কংসাদেশে বক কৃষ্ণকে বধার্থ আগমন করে এবং তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। পরে কৃষ্ণ ঠোঁট চিরিয়া তাহাকে নিহত করেন। (আদিপুরাণ ও ভাগবত)

বকুনা (দেশজ) পিত্তলনির্ম্মিত রন্ধনপাত্র বিশেষ।

বকুয়া (দেশজ) অত্যন্তকথনশীল।

বকুল (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ। ইহার ত্বক্‌পত্র ও পুষ্পগুণ—শীতল, হৃদ্য, বিষদোষহর, মধুর, কষায়, মদাঢ্য, রুচ্য, হর্ষদ, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহী, ক্ষীরাঢ্য ও সুরভি। ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া তাহাতে দন্তমার্জ্জন করিলে দাঁতের গোড়া দৃঢ় হয়। [বিস্তৃত পবর্গে বকুল শব্দে দেখ।]

বকুলপুষ্প (ক্লী) বকুলফুল।

বকুলা (স্ত্রী) বকুল-টাপ্‌। কটুকা। (রাজনি°)

বকুলাদ্য তৈল, তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ক্বাথার্থ বকুল ফল, লোধ, হাড়ঞ্চ, নীলঝাঁটী, সোঁদালপত্র, বাবলার ছাল, শালবৃক্ষের ছাল, খদিরকাষ্ঠ মিলিত ১২৷৷০ সের। তিল তৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্যরূপে গৃহীত হইলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। (ভৈষজ্যরত্না° মুখরোগাধিকা°)

বকুলিত (ত্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত।

বকুলী (স্ত্রী) কাকোলী। কাঁকলা। (শব্দচ°)

বকুলা (পুং) পর্ণমৃগ। (সুশ্রুত)

বকেয়া (আরবী) পূর্ব্বের বাকী, সাবেক। "বকেয়া বদমাশ" বলিলে পুরাতন অর্থাৎ অতি দুষ্টই বুঝায়।

বকেরুকা (স্ত্রী) বলাকা।

বকেশ (পুং) বকপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

বকোট (পুং) বক পক্ষী।

বক্ক, গতি। ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্‌। লট বক্কতে।

বক্কলিন্‌ (পুং) ঋষিভেদ।

বক্কস (পুং) মদ্যবিশেষ। ইহা জগল মদ্যের ন্যায়। ইহার গুণ—

"হৃদ্যঃ প্রবাহিকাটোপদ্রুন্মানিলশোকহৃৎ।
বক্কসো হৃতসারত্বাৎ বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।
দীপনস্থষ্টবিণ্মূত্রো বিশদোঽল্পমদো গুরুঃ॥" (সুশ্রুত)

বক্কল, বৌদ্ধভেদ।

বক্‌ত্‌ (আরবী) সময়। সুযোগ বা সুবিধা। চলিত ওক্ত।

বক্‌তপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্থার পাণ্ডুমেবাসের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি রাচল উপাধিধারী তিনজন সামন্তের অধীন। ইহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন। নগরভাগ ১১০ বর্গমাইল।

বক্তব্য (ত্রি) ক্র বচ্‌ বা তব্য। ১ কুৎসিত, হীন।

"নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্ম্মকৃৎ॥" (মনু ৮।৬৬)

২ বচনীয়, কথনীয়, বচনার্হ, বলিবার যোগ্য।

"বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্ব্বে সহ সুহৃজ্জনৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধো ভবদ্ভিরনুভূয়তাম্‌॥" (ভারত ১৪।৭৮।২৩)

বচ ভাবে তব্য। (ক্লী) ১ বচন। কথন। ২ বাচ্য। ৩ নিন্দা।

বক্তব্যতা, বক্তব্যত্ব (ক্লী) কথনযোগ্যতা, নিন্দনীয়তা, তিরস্কারের উপযোগী।

বক্তশালী (পুং) স্বনামখ্যাত মধ্যদেশসম্ভূত শালিধান্য। মরাঠী—ধকোই ধান। ইহা লঘু ও সুখপাচ্য।

বক্তা (বক্তৃ) (ত্রি) বচ্‌-তৃচ্‌। ১ বাগ্মী। ২ ভাষণপটু। বাক্‌পটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। 'যো বক্তুং জানাতি সঃ' (ভরত) 'ঔচিত্যাৎ বহুবিশিষ্টং বদতি।' (রায়মুকুট)

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌॥" (হিতোপ°)

পর্য্যায়—বদ, বদাবদ, বদান্য, বক্তা, সুষ্ঠুবক্তা, বহুভাষী, বাগ্মী, বাবদূক, বচক্ন, সুবচা, প্রবাক্‌, পণ্ডিত।

বক্তি (স্ত্রী) উক্তি, কথা, বাক্য। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৩।২৬)

বক্তু (পুং) মন্দবাক্যভাষী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে। "পরুষবাক্যানাং বক্তৃ" ইতি সায়ণ; (ঋক্‌ ৭।৩১।৫) কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকার ইহাকে বচ্‌ ধাতুর "বক্তবে" ক্রিয়া রূপের আর্ষ উক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন।

বক্তুকাম (ত্রি) বক্তুং কাময়তে যঃ সঃ বা বক্তুং কামো যস্য সঃ। বলিতে ইচ্ছুক বা অভিলাষী।

বক্তুমনস্‌ (ত্রি) বক্তুং মনো যস্য সঃ বক্তুমনাঃ। কথিতমানস, যিনি বলিতে মানস করিয়াছেন।

বক্তৃ (ত্রি) কথনশীল। বক্তা।

বক্তৃক (ত্রি) বক্তৃ-স্বার্থে কন্‌। কথনপটু। সত্যবাদী।

বক্তৃতা (স্ত্রী) বচ্‌-তৃচ্‌ তস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। বাক্‌পটুতা, বলিবার ক্ষমতা। বাগ্বিন্যাস, বাগ্মিতা।

বক্তৃত্ব (ক্লী) বক্তার কার্য্য। বাগ্বিন্যাসশক্তি।

বক্তৃত্বশক্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমতা (Eloquence)।

বক্ত্র (ক্লী) বক্তি অনেনেতি বচ্‌-(গুধৃবীপচিবচিযমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ। উণ্‌ ৪।১৬৭) ইতি ত্রঃ। ১ মুখ।

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসে চয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥" (মনু ৮।২৭২)

বদন, আস্য, আনন, মুখার্থবাচক। এই বক্ত্র শব্দে বন্দুকের মুখ, হাতির শুঁড়, পক্ষীর চঞ্চু, তীরের ফলক, ভৃঙ্গারের নল প্রভৃতিও বুঝায়।

২ তগরমূল। (শব্দমালা) ৩ বস্ত্রভেদ। (মেদিনী) ৪ ছন্দোবিশেষ। ইহা অনুষ্টুভের অনুরূপ। লক্ষণাদি যথা,—

"ভবত্যর্দ্ধসমং বক্ত্রং বিষমঞ্চ কদাচন।
তয়োর্দ্বয়োরুপান্তেহত্র শব্দস্তদধুনোচ্যতে॥
বক্ত্রং যুগ্ভ্যাং মগৌ স্যাতামব্ধের্য্যোহনুষ্টুভিঃ খ্যাতম্॥

এখানে দ্বিরাবর্ত্ত্য শ্লোক পূরণ করা হইল—

"বক্ত্রাম্ভোজং সদা স্মেরং চক্ষুর্নীলোৎপলং ফুল্লম্।
বল্লবীনাং স্মরারাতেশ্চেতো ভৃঙ্গং জহারোচ্চৈঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কার্য্যের আরম্ভ। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্যা (The initial quantity of a progression)। ৭ তগর-পুষ্প, টগর ফুল। (রাজনি°)

বক্ত্রক (ত্রি) বক্ত্র শব্দার্থ। মুখসম্বন্ধীয়।

বক্ত্রকটুতা (স্ত্রী) মুখবৈর।

বক্ত্রক্ষুর (পুং) বক্ত্রস্য ক্ষুর ইব। পৃষোদরাদিত্বাৎ খঃ। দণ্ড। (ত্রিকা°)

বক্ত্রজ (পুং) ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ জায়তে ইতি। "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। জন-ড। ব্রাহ্মণ। (ত্রিকা°) (ত্রি) মুখজাত।

বক্ত্রতাল (ক্লী) বক্ত্রস্য তালম্। মুখবাদ্য। ত্রিকাণ্ডশেষে 'মুখবাদ্যং বক্ত্রতালমিতি' লিখিত আছে। মুখ হইতে ফুৎকার-দানদ্বারা বংশীবাদন। কেহ কেহ বলেন, মুখবিবরে বায়ু রাখিয়া উভয় গণ্ডে হস্ত তালুদ্বারা আঘাত করিলে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে যে বাদ্য সমুত্থিত হয়।

বক্ত্রতুণ্ড (পুং) গণেশ।

বক্ত্রদংষ্ট্র (ত্রি) বক্ত্রে মুখদেশে দংষ্ট্রাণি যস্য। দীর্ঘদন্ত-বিশিষ্ট। বক্রদন্তধারী। শূকরাদি। [বক্রদংষ্ট্র দেখ।]

বক্ত্রদল (ক্লী) তালুদেশ।

বক্ত্রদ্বার (ক্লী) মুখবিবর।

বক্ত্রপট (ক্লী) মুখাবরণবস্ত্র। ঘোমটা।

বক্ত্রপট্ট (পুং) বক্ত্রস্য পট্ট ইব। অশ্বদিগের চণকভোজনপাত্র। চলিত তোবড়া। পর্য্যায়—তলিকা, তলসারক।

বক্ত্রপরিস্পন্দ (পুং) বক্তৃতাকালীন মুখকম্পন। ২ কথন,বাচন।

বক্ত্রভেদিন্ (পুং) বক্ত্রং ভিনত্তীতি ভিদ-ণিনি। ১ তিক্তরস। (ত্রি) ২ মুখবিদারক।

বক্ত্রযোধিন্ (পুং) ১ অসুরভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ মুখ-দ্বারা যুদ্ধকারী (পক্ষ্যাদি)।

বক্ত্ররন্ধ্র (ক্লী) মুখবিবর।

বক্ত্ররুহ (ত্রি) ১ মুখদেশে যাহা উৎপন্ন হয়। শ্মশ্রুগুম্ফাদি। ২ হস্তিশুণ্ডস্থিত কেশরাশি। (বৃহৎস° ৬৭।১০)

বক্ত্ররোগ (পুং) মুখরোগ।

বক্ত্ররোগিন্ (ত্রি) মুখরোগভোগকারী। (বৃহৎস°)

বক্ত্রবাস (পুং) বক্ত্রং বাসয়তি সুরভীকরোতীতি বাসি-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। ১ নারঙ্গ। [নারঙ্গ দেখ।]

বক্ত্রস্য বাসঃ। ২ মুখতাম্বূ।

বক্ত্রশল্যা (স্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, শ্বেতগুঞ্জা। ২ রক্ত-গুঞ্জা। (বৈদ্যকনি°)

বক্ত্রশোধন (ক্লী) বক্ত্রস্য শোধনমিব। ১ নিম্বুফল, লেবু। ২ ভব্য, চালতা। (রাজনি°) ৩ মুখশোধন। মুখশুদ্ধিকরণ।

বক্ত্রশোধিন্ (পুং) বক্ত্রং শোধয়তীতি শুধ-ণিচ-ণিনি। ১ জম্বীর লেবু। ২ মুখশোধক (তাম্বূলাদি)।

বক্ত্রাধিবাস (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ।

বক্ত্রবালু (পুং) বারাহীকন্দ।

বক্ত্রাসব (পুং) বক্ত্রস্য আসবঃ। অধরমধু। লালা।

বক্ত্রী (স্ত্রী) স্ত্রীবক্তা।

বক্ত্ব (ত্রি) বক্তব্য। বেদবাক্যার্থোপদেশ। (ঋক্ ৩।২৬।৯)

'বক্ত্বানাং বক্তব্যানাং বেদব্যাখ্যানাম্' (সায়ণ)

বক্মন্ (ক্লী) ১ মার্গ, মার্গভূত।

"স্বর্জেষে ভর আপ্রস্য বক্মন্যবর্ধঃ" (ঋক্ ১।১৩২।২)

'বক্মনি বর্ত্মনি মার্গভূতে' (সায়ণ)

বক্মরাজসত্য (ত্রি) স্তোতৃকর্ত্তাদিগের বিশ্বস্ত। (ঋক্ ৬।৫১।১০)

'বক্মরাজসত্যাঃ বক্মবচনং স্তোত্রং। তস্য রাজান ঈশানা বক্মরাজানঃ স্তোতারঃ তেষু সত্যা অবিতথাঃ।' (সায়ণ)

বক্ম্য (ত্রি) ১ প্রশংসার্হ। ২ স্তুতিযোগ্য।

"প্র তং বিবক্মি বক্ম্যো এষাং মরুতাং মহিমাসত্যো অস্তি।" (ঋক্ ১।১৬৭।৬)

'বক্ম্যঃ সর্ব্বৈঃ স্তুত্যঃ সত্যোহবাধ্যোহমোঘোহস্তি তম্।' (সায়ণ)

বক্র (ক্লী) বঙ্কতে ইতি বকি-কৌটিল্যে রন্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। যদ্বা, বঞ্চতীতি বঞ্চু গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ নদীবঙ্ক, নদীর বাঁক। পর্য্যায়—পুটভেদ, বঙ্ক। ২ তগরপাদুকা।

"কালানুশারি বা বক্রং তগরং কুটিলং শঠম্।
মহোরগং নতং জিহ্মং দীনং তগরপাদিকম্॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

চক্রপাণি শিরোরোগাধিকারোক্ত শ্বেতাদ্যাদ্য তৈলে ইহার ব্যবহারোপযোগিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(পুং) বঞ্চতীতি বঞ্চ গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ শনৈশ্চর। (মেদিনী) ২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ৩ রুদ্র। ৪ ত্রিপুরাসুর। ৫ পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া (রাজনি°) ৬ বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ। যে কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে সূর্য্যাধিষ্ঠিত রাশি ত্রিংশাংশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রবি থাকিবেন। [বক্রগতি দেখ।]

৭ করূষদেশীয় নৃপতিভেদ। (ভারত ২।১৪।১১) (পুং) ৮ স্থানচ্যুত ও বক্রীভূত অস্থিভঙ্গ বিশেষ। ৯ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৫।১২।১৩) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনান্তে প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণান্তরে 'চক্রা' এইরূপ পাঠও আছে।

(ত্রি) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিল্যে-রন্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। যদ্বা বঞ্চি-রক্। ১১ অনৃজু, অসরল। চলিত কথায় বাঁকা বলে। পর্য্যায়—অরাল, বৃজিন, জিহ্ম, উর্ম্মিমৎ, কুঞ্চিত, নত, আবিদ্ধ, কুটিল, ভুগ্ন, বেল্লিত, বঙ্কুর, বেঙ্কু, বিনত, উন্দুর, অবনত, আনত, ভঙ্গুর।

"স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়-
দষ্টাবক্রঃ প্রোথিতো বৈ মহর্ষিঃ।" (ভারত ৩।১৩২।১২)

কবিকল্পলতায় নিম্নোক্ত কয়টী বক্রচিহ্নের নাম উদ্ধৃত আছে, তদ্‌যথা—

অলক, ভাল, ভ্রূ, নখচিহ্ন, অঙ্কুশ, কুঞ্চিকা, ভগ্নকঙ্কণ, বালেন্দু, দাত্র, কুদ্দাল, চন্দ্রক, শুকাস্য, পলাশপুষ্প, বিদ্যুৎ, কটাক্ষ, শক্রধনুঃ, ফণা, প্রবোধ, কর, হস্তিদন্ত, শূকর-দন্ত, সিংহনখাদি। (কবিকল্পলতা) ১২ ক্রূর। ১৩ শঠ। (মেদিনী)

বক্রকণ্ট (পুং) বক্রাঃ কণ্টাঃ কণ্টকা যস্য। ১ বদরবৃক্ষ, কুলগাছ। (রাজনি°)। ২ কুটিলকণ্টক।

বক্রকণ্টক (পুং) বক্রাঃ কণ্টকা অস্য। খদিরবৃক্ষ।

বক্রখড়্গ [ক] (পুং) বক্রঃ খড়্গঃ। করবাল। (রাজনি°)

বক্রগ (পুং) বক্রং যাতি গচ্ছতীতি গম-ড। সর্প। (বৈদ্যকনি°)

বক্রগতি (স্ত্রী) বক্রা গতির্যস্যাঃ। ১ যাহার গতি বাঁকা। ২ মঙ্গল অথবা নদ্যাদি।

খগোলস্থিত গ্রহগণ একস্থান হইতে গমন আরম্ভ করিয়া একনির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। গ্রহগণের এই চিরন্তন প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের কারণ থাকাতেই গ্রহগণ এই গতিশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। গ্রহগণ একপ্রকার গতির দ্বারা চালিত হয় না। তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণে ও অন্যান্য শক্তিপ্রভাবে একটী বক্রগতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্যোতিস্তত্ত্বে আটপ্রকার গতির উল্লেখ দেখা যায়—

"সূর্য্যমুক্তা গ্রহা-শীঘ্রাস্তথা চার্কে দ্বিতীয়গে।
সমাস্তৃতীয়গে জ্ঞেয়া মন্দাভানুচতুর্থকে॥
বক্রাঃ স্যুঃ পঞ্চষষ্ঠেঽর্কে হ্যতিবক্রা নগাষ্টগে।
নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ।
দ্বাদশৈকাদশে সূর্য্যে লভন্তে শীঘ্রতাং পুনঃ।
রবিস্থিত্যংশকস্ত্রিংশাবধেঃ সংখ্যাত্র কল্প্যতে।
রাহুকেতূ সদাবক্রৌ শীঘ্রগৌ চন্দ্রভাস্করৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলাদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের বক্রগতি ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুক্রের ১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন। [বিস্তৃত বিবরণ গ্রহশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বক্রগামিন্ (ত্রি) ১ অসরল গতি। ২ যাহা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ৩ অসৎ ব্যক্তি। ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্চক।

বক্রগুল্‌ফ (পুং) উষ্ট্র। (বৈদ্যকনি°)

বক্রগ্রীব (পুং) বক্রা গ্রীবাস্য। উষ্ট্র। (ত্রিকা°)

বক্রচঞ্চু (পুং) বক্রা চঞ্চুর্যস্য। শুকপক্ষী। চলিত টিয়াপাখী।

বক্রণ, বক্রণা (ক্লী, স্ত্রী) বক্রীকরণ।

বক্রতা, বক্রত্ব (স্ত্রী ক্লী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম্ম। অনৃজুত্ব। ২ ক্রূরতা, শঠতা।

বক্রতাল (ক্লী) বক্রং তালং যত্র। বাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—মুখবাদ্য। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে।

বক্রতালী (স্ত্রী) বক্রতাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মুখবাদ্য। (শব্দরত্না°)

বক্রতু (পুং) দেবতাভেদ। (মার্ক° পু° ৮০।৬)

বক্রতুণ্ড (পুং) বক্রং তুণ্ডং যস্য। ১ শুকপক্ষী। ২ গণেশ। (ত্রি) বক্রোষ্ঠ।

"স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্।
বক্রতুণ্ডানূর্দ্ধরোম আত্মানং নেতুমাগতান্॥"
(ভাগবত ৬।১।২৮)

বক্রদংষ্ট্র (পুং) বক্রা দংষ্ট্রা যস্য। শূকর।

বক্রদন্ত (পুং) দন্তবক্র নামক রাক্ষস।

বক্রদন্তী (স্ত্রী) হ্রস্বদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

বক্রদল (ক্লী) তালু। [বক্তৃদল দেখ।]

বক্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ১ বঙ্কিম চাহনি। ২ ক্রোধদৃষ্টি। ৩ মন্দদৃষ্টি।

বক্রনক্র (পুং) বক্রঃ কুটিলঃ নক্র ইব হিংস্রশ্চ। ১ পিশুন, খল। ২ শুকপক্ষী।

বক্রনাল (ক্লী) ১ মুখবাদ্য। ২ বাঁক নল।

বক্রনাস (ত্রি) ১ বক্রনাসা বা চঞ্চুযুক্ত। (রামা° ৩।৭।৬)

বক্রনাসিক (পুং) বক্রা নাসিকা যস্য। ১ পেচক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ কুটিল নাসাযুক্ত।

বক্রপাদ (ত্রি) বক্রং পাদং যস্য। বাঁকা পাদযুক্ত। খঞ্জ।

বক্রপুচ্ছ (পুং স্ত্রী) বক্রং পুচ্ছং যস্য। ১ কুক্কুর। ২ সলোম-কুটিললাঙ্গূল। বাঁকালেজ।

বক্রপুচ্ছিক (পুং) কুক্কুর।

বক্রপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৭।১৩৬)

বক্রপুষ্প (পুং) বক্রাণি পুষ্পাণ্যস্য। ১ বকবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ।

বক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলিকা। বিষলাঙ্গুলিয়া।

বক্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশযুক্তলাঙ্গূলং যস্য। ১ কুক্কুর। ২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রভণিত (ক্লী) বক্রং কুটিলং ভণিতম্। কুটিলবাক্য। পর্য্যায়—ছেকোক্তি। (ত্রিকা) বক্রোক্তি, শ্লেষোক্তি।

বক্রভাব (পুং) ১ বক্রতা, বাঁকাভাব। অসরলতা, কুটিলতা।

বক্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। অল্লোপঃ। পলায়ন। (শব্দরত্না°)

বক্রয় (পুং) মূল্য।

বক্ররেখা (স্ত্রী) বাঁকা রেখা। যে রেখা সরল নহে, বৃত্তাকার অথবা কোণাকার রেখা।

বক্রলাঙ্গল (পুং) বক্রং লাঙ্গূলং যস্য। ১ কুক্কুর। (ক্লী) ২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রবক্ত্র (পুং) বক্রং বক্ত্রমস্য। ১ শূকর। (ত্রি) ২ বক্রমুখবিশিষ্ট।

বক্রশল্যা (স্ত্রী) বক্রং শল্যমিব পত্রাদিকং যস্যাঃ। কুটুম্বিনীক্ষুপ। ২ কটুতুম্বী, তিৎলাউ। ৩ রক্তলাঙ্গুলিকা, লালবিষলাঙ্গুলিয়া।

বক্রশৃঙ্গ (ত্রি) যাহার শৃঙ্গ বাঁকা (মহিষাদি)। প্রবাদ—"মহিষের শিঙ বাঁকা বুঝিবার বেলা একা।"

বক্রা=বকরা (দেশজ) ১ বর্করশব্দজ। (পুং) ছাগ। ২ বখরা, যৌথকারবারের অংশ।

বক্রাগ্র (ক্লী) বক্রং অগ্রং যস্য। কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত বেতুগাছ।

বক্রাঙ্গ (ক্লী) বক্রং অঙ্গং যস্য। ১ হংস। (হেম) ২ সর্প। (ক্লী) ৩ কুটিল অবয়ব, বাঁকা অঙ্গ। (ত্রি) ৪ কুটিল-অবয়ববিশিষ্ট।

"তরঙ্গবিষমাপীড়া চক্রবাকোন্মুখস্তনী।
বেগগম্ভীরবক্রাঙ্গী ত্রস্তমীনবিভূষণা॥" (হরিবংশ ১০২।৩৮)

বক্রাঙ্ঘ্রি (পুং) বক্রপাদ।

বক্রাতপ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত° ভীষ্মপর্ব্ব) বক্রাতি পাঠও দেখা যায়।

বক্রি (ত্রি) মিথ্যাবাদী, অনৃতভাষী। বক ধাতুর উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় দ্বারা এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বক্রিত (ত্রি) বক্র-ইতচ্। ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ বক্র। ৩ বক্রগতি অনুসৃত।

"দ্বাদশদশমৈকাদশনক্ষত্রাদ্বক্রিতে কুজেঽশ্রুমুখম্।"
(বৃহৎস° ৬।২)

বক্রিন্ (পুং) বক্রো বক্রতাস্ত্যস্তীতি ইনি। বৈদিকধর্ম্মবিরুদ্ধ-বাদিত্বাদস্য তথাত্বম্। ১ বুদ্ধ। (শব্দর°) ২ গর্ভবিকারজন্য পুরুষভেদ। যথা—

"মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ।"

(ত্রি) ৩ বক্রতাবিশিষ্ট।

"লগ্নেশো যদি বক্রী স্যাৎ পুংসঃ কার্য্যেষু বক্রতা।
লগ্নেশেঽস্তং গতে মর্ত্ত্যো দুঃখাদিব্যাধিসংযুতঃ॥"

ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বক্রী কোন গ্রহ, স্থিতি-রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহ অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বক্র বা অতিবক্র কুজাদি পঞ্চ গ্রহেরই হইয়া থাকে।

বক্রিম (ত্রি) বঞ্চ্-ভাবে ক্রিমচ্ যদ্বা বক্র-ইম। বক্র, কুটিল, অসরল।

বক্রিমন্ (পুং) বক্র-ইমনিচ্। বক্রতা, কৌটিল্য, শঠতা।

বক্রী (দেশজ) বকরী। ছাগী।

বক্রীকরণ (ক্লী) বাঁকান। কোন সরল বস্তুকে যন্ত্র বা অগ্নিযোগে বাঁকাইয়া ফেলা।

বক্রীকৃত (ত্রি) অবক্রী বক্রীকৃতঃ অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। ১ বক্র। যাহার বক্রতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

বক্রীভাব (ত্রি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবঞ্চকতা।

বক্রীভূ (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবঞ্চনাযুক্ত। ৩ অসরলচিত্ত।

বক্রেতর (ত্রি) যাহা বক্র নহে অর্থাৎ সরল।

"বক্রেতরাগ্রৈরলকৈঃ" (রঘু ১৬।৬৬)

বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্ত্তমান প্রধান সহর সিউড়ী হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। হরিপুর পরগণায় তাঁতিপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে "বক্কেশ্বর" নালার ধারে উক্ত প্রাচীন তীর্থ-ভূমের ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও "বক্কেশ্বর" স্রোতস্বতীর দক্ষিণে এখনও ৩০০ শিবমন্দির ও বহু উষ্ণ প্রস্রবণ তীর্থযাত্রীর নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রাচীন বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের নামানুসারে আজও এই স্থান "ভূম বক্কেশ্বর" নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

গৌড়দেশের মধ্যে বক্রেশ্বর শৈবদিগের একটী প্রধান ও

প্রাচীন তীর্থ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে ক্রমেই যে এই সুপ্রাচীন ক্ষেত্র দূর বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পরিচয় ও মহিমা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর এই তীর্থপরিচয় সবিশেষ জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য হইতে এই তীর্থের পরিচয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল,—

"গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরসুসঙ্গতম্।
যন্নামস্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥"

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ ক্ষেত্র আছে, যাঁহার নাম স্মরণমাত্র মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই বক্রেশ্বরের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এ সম্বন্ধে দেখা যায়—

"পুরা কৃতযুগে বিপ্রা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।
প্রথমো নাম তস্যাসীৎ সুব্রতো নাম পুঙ্গবঃ॥
পুরা দেবসভায়াস্তু নৃত্যমাসীন্মনোহরম্।
লক্ষ্মীস্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসংযুতে॥
তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
সমাজগ্মুঃ পরং দ্রষ্টুং কমলায়াঃ স্বয়ম্বরম্॥
তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ।
অগ্রে দত্তাল্লোমশায় পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্॥
লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ মুনিম্।
সুব্রতো ন শশাপেন্দ্রং তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ॥
মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্বমগমন্মুনিঃ।
অষ্টাবক্রাভিধেয়ত্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ॥
দেবপ্রথ্যা সমাগত্য ক্ষেত্রেঽস্মিন্ দুশ্চরং তপঃ।
চকার বিপুলং বিপ্রঃ সর্ব্বলোকপ্রতাপনম্॥
দশবর্ষসহস্রাণি কেবলাম্বুপিবস্তথা।
পর্ণাশনস্ততশ্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিঃ॥
তাবৎ কালং তদা বায়ুর্ভক্ষ্যমাসীজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
এবমেব তপশ্চক্রে স মুনিঃ সংযতাত্মবান্॥...
নাতপ্তস্তং প্রবাধেত মুনিং বক্রশরীরিণম্।
ত্রিকুণ্ডং বিদ্যতে তত্র পাবকাগার এব চ॥
দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ।
তস্মাৎ পায়াৎ সুসুরভিজলং স্বর্গপ্রদায়কম্॥
অগ্নিত্রয়ং হি পাতালে অতলাখ্যে তু তিষ্ঠতি।
ভোগবত্যা জলং তত্র বিতলে শিবমর্চ্চয়েৎ।
হাটকাখ্যং মহাদেবং সুমেরুর্যস্য মস্তকে॥
ততশ্চোর্দ্ধজলং যাতি যত্র চাগ্নিত্রয়ং বুধা।
তমালিঙ্গ্য ততশ্চোর্দ্ধং তেজসা পাবকেন চ॥
নিপত্য শ্বেতগঙ্গারামুষ্ণতোয়ং বহেন্নদী॥
কেচিদ্ভোগবতীং প্রাহুর্গঙ্গাঞ্চ কেচিদূচিরে।
কেচিৎ শ্বেতস্য নাম্না তাং শ্বেতগঙ্গাং বদন্তি বৈ॥
পাতালেশং বটঞ্চৈব স্নাত্বা চৈব নন্দীশ্বরম্।
ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মশিলাং স্নাপয়িত্বা মহানদীম্॥
একাংশেন শিবং স্নাত্বা প্রায়াদ্বৈ দক্ষিণাং দিশং।
বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচনে॥
ধনুস্ত্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপমোচনী।
তামাক্রম্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে যমজাতনাৎ॥
ধনুঃশতপ্রমাণা বৈ বহেৎ পাপহরা ততঃ।
তস্যাঃ সন্দর্শনে নাপি অতিরাত্রং ফলং লভেৎ॥
সর্পাকারং মহৎক্ষেত্রং পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র তিষ্ঠেন্মহাদেবস্ত্রৈলোক্যত্রাণহেতবে॥
তমুদ্দিশ্য তপস্তেপে স চ বক্রো মহাতপাঃ।
তং মুনিং সুপ্রসন্নোঽভূৎ স স্বয়ং পার্ব্বতীপতিঃ॥"

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথমে নাম ছিল সুব্রত। ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্য্যের আস্পদীভূত লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে দেবসভায় মনোহর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই কমলার স্বয়ম্বর দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় অমরপতি শচীনাথ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে সর্ব্বপ্রথমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ সুব্রত তপোভঙ্গভয়ে অভিসম্পাত না করিলেও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধহেতু তাঁহার অষ্টাঙ্গ বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাঁহার অষ্টাবক্র নাম হয়; এইরূপে বক্রাঙ্গ হইয়া মুনিবর এই ক্ষেত্রে আসিয়া দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সর্ব্বলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল। তিনি দশ হাজার বর্ষ কেবল জলমাত্র পান করিয়া, তৎপরে দশ হাজার বর্ষ কেবল মাত্র গাছের পাতা খাইয়া, তৎপরে উক্ত সংখ্যক বর্ষ বায়ু ভক্ষণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিবর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন। বক্রশরীরী মুনির নিকট পাবকাকার তিনটী কুণ্ড বিদ্যমান হইল, তাহাই দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি। সেই অগ্নিত্রয় অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই সুরভি জল স্বর্গপ্রদায়ক, তথায় ভোগবতীর জলপ্রবাহিত যাঁহার মস্তকে সুমেরু সেই হাটক নামক মহাদেবকেও বক্রঋষি অর্চ্চনা করিলেন। তাহার ঊর্দ্ধজটা হইতে জল গিয়া তিনটী অগ্নিকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পাবক সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উষ্ণতোয়া শ্বেতগঙ্গা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকেই কেহ ভোগবতী, কেহ বা শ্বেতের নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা বলিয়া থাকে। এখানে পাতালেশ, অক্ষয়বট ও নন্দীশ্বরে স্নান, পরে ব্রহ্মযোনি ও ব্রহ্ম-

শিলার স্নান এবং নদীতে একাংশে শিবকে স্নান করাইয়া দক্ষিণদিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাৎভাগে তিন ধনু দূরে পাপহারিণী বৈতরণীতে স্নান ও তাহা দর্শন করিলেও অতিরাত্রের ফল হয়। এই পাপহর ক্ষেত্র সর্পাকার। ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিবার জন্য মহাদেব এখানে অবস্থান করেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই মহাতপা বক্র তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ং পার্ব্বতীপতি মুনির প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। (বক্রমুনি আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন।) তাঁহার প্রভাবে অষ্টাবক্র অভীষ্ট লাভ করেন।

এই ক্ষেত্রের কোথায় কোন্ তীর্থ আছে এবং সেই সেই স্থলে কিরূপ পূজাদি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীর্থপরিক্রমায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

'এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের দক্ষিণে ক্ষারকুণ্ডাদি তীর্থক্রমে যাত্রা করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান ও শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পঞ্চ তীর্থ বিধানে এইরূপে যাত্রী পরিক্রমা করিবে। প্রথমে ক্ষারকুণ্ডে স্নান করিয়া কুশোদক ছিটাইয়া সঙ্কল্প করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে'[1]—

ওঁ মহাক্ষারাব্ধিসংজাতো মহাপাতকনাশন।
ক্ষারকুণ্ড হরাশু ত্বং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
শিবস্য মূর্ত্তয়ে দেব ক্ষারোদায় হরায় চ।
পবিত্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকায় চ॥
জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যপোহয় মম প্রভো।
সংসারার্ণবমগ্নস্য কর্ণধারস্ত্বমাব্রজ॥

এই ক্ষারকুণ্ডের পূর্ব্বে সিদ্ধসেবিত সর্ব্বপাপনাশক ভৈরবকুণ্ড আছে। অনন্তর তীর্থযাত্রী ভক্তিপূর্ব্বক এই ভৈরবকুণ্ডে গমন করিবে। ভৈরবকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে[2]—

অনেকজন্মসম্ভূতং নানাযোনিষু যৎকৃতম্।
পাতকং যাতু মে নাশং ভৈরবাম্বুনিষেবণাৎ॥

ভৈরবকুণ্ডের পূর্ব্বে সর্ব্বপাপনাশক মহাপুণ্যপ্রদ অগ্নিকুণ্ড আছে। পরে যাত্রী কুশসংযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের জল দ্বারা অভিষেক করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,[3]—

ওঁ মহানৃসিংহরূপোঽসি সর্ব্বপাপপ্রণাশন।
ত্বদ্বারিস্পর্শনাদ্ যাতু মম পাপমশেষতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
জলরূপ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবন॥

অগ্নিকুণ্ডের পূর্ব্বে জীবকুণ্ড (অপর নাম অমৃতকুণ্ড), সর্ব্বপাপনাশন ও সর্ব্বরোগনিবারণ অগ্নিকুণ্ড হইতে এই জীবকুণ্ডে আসিয়া সর্ব্বপাপবিনাশার্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে,[4]—

ওঁ স্নাত্বা ত্বজ্জীবনেনাঘং যাবজ্জীবং ময়ার্জ্জিতম্।
নাশয়ামি নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবন॥
হর চূড়ামণিস্ত্বং হি অমৃত ত্বাং পিবাম্যহং।
ক্ষয়ং মে দুরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃত॥

জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদ সৌভাগ্য নামক কুণ্ড আছে। সর্ব্বপাপবিনাশ ও সর্ব্বসৌভাগ্যলাভের জন্য যাত্রী এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিবে[5]—

ওঁ সৌভাগ্যাম্ভসি মগ্নস্য সৌভাগ্যমুপজায়তে।
সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ুঃ জন্ম জন্মনি॥
পার্ব্বতীস্বেদসংভূত মহেশাঙ্গসমুদ্ভব।
ত্বদ্বারিস্নানতোঽস্মাকং সৌভাগ্যং চাস্তু সর্ব্বদা॥ * *

---

(১) "অস্মিন্ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণে ক্রমযোগতঃ।
ক্ষারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
নরো বক্রেশ্বরং ক্ষেত্রং গত্বা স্নাত্বা নতিং শুচিঃ।
ক্ষৌরং কৃত্বা হরং দৃষ্ট্বা কুর্য্যাত্তীর্থোপবাসনম্॥
পঞ্চতীর্থবিধানন্তু শৃণ্বন্তু মুনিপুঙ্গবাঃ।
পঞ্চতীর্থবিধানেন কর্ত্তব্যং তীর্থমুত্তমম্॥
হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥
ক্ষেত্রোপবাসমাচর্য্য তিষ্ঠেদ্বক্রেশসন্নিধৌ॥
প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ।
গীতৈর্ব্বাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
অপরেহনি সংপ্রাপ্তে ক্ষেত্রে পরমদুর্ল্লভে।
প্রথমং ক্ষারকুণ্ডস্য বারিণা স্নানমাচরেৎ॥
স্নাত্বা সংকল্পমাচর্য্য মন্ত্রেণানেন ভো দ্বিজাঃ। * * *

(২) স্নাত্বা দর্ভোদকেনাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ক্ষারকুণ্ডস্য পূর্ব্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে।
অস্তি তদ্ভৈরবং কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
ততো গচ্ছেন্নরো ভক্ত্যা কুণ্ডং ভৈরবসংজ্ঞিতম্।
গৃহীত্বা তজ্জলং ভক্ত্যা মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ॥ * *

(৩) অগ্নিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
অস্তি ভৈরবকুণ্ডস্য পূর্ব্বস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ॥
ততোঽগ্নিকুণ্ডপয়সা দর্ভসংস্থেন মানবাঃ।
অভিষেকং প্রকুর্ব্বন্তি মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥ * *

(৪) অগ্নিকুণ্ডস্য পূর্ব্বে তু জীবকুণ্ডং মুনীশ্বরাঃ।
সর্ব্বাঘশমনং চাস্তি সর্ব্বরোগনিবারণম্॥
জীবকুণ্ডং ততো গচ্ছেন্মন্ত্রেণানেন তত্র বৈ।
স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন নিঃশেষাঘাপনুত্তয়ে॥ * *

(৫) সৌভাগ্যসংজ্ঞিতং কুণ্ডমস্তি তত্র দ্বিজোত্তমাঃ।
দক্ষিণে জীবকুণ্ডস্য সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কম্॥

অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণে পাপমোচনী বৈতরণী, ইহার জলস্পর্শে পাপসঙ্কট হইতে মানব মুক্তিলাভ করে। এখানে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়,[৬]—

ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
সা ত্বং নদী মহাঘোরা প্রসীদ তরণির্ভব॥
ত্বাং তরিষ্যামি ভক্ত্যাহং প্রসীদ তাপদুঃখিতম্।
পরিত্রাহি নমো দেবি সর্ব্বপাপং প্রণাশয়॥
ময়া তীর্ণাসি হে তপ্তে মাং প্রসীদ সুরেশ্বরি।
পুনর্নাহং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ বৈতরণীং নদীম্॥

এই ক্ষেত্রে ক্ষারকুণ্ডের দক্ষিণে পাপহরা নামে এক সর্ব্ব-পাপহরা সরিৎ আছে। বৈতরণী পার হইয়া এখানে আসিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়,[৭]—

ওঁ ত্রিকুণ্ডনিঃসৃতে দেবি হরাভিষেককারিণে।
নাম্না পাপহরাসি ত্বং মম পাপহরা ভব।
জন্মকোটিসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে॥

তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিবে। জীবকুণ্ডের ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ড প্রতিষ্ঠিত, এই কুণ্ড মানবের ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্ব্বপাপ-নাশক। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে[৮]—

ওঁ ব্রহ্মন্ চতুর্ম্মুখোঽসি ত্বং সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ।
দেবানাং জনকঃ শ্রীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু।
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ।
দ্রবরূপ মহাদেব জগন্নিস্তারকারকঃ।
যদ্‌যন্ময়া কৃতং পাপং তত্তন্নাশয় সেবনাৎ।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্বেতগঙ্গা নামে সর্ব্বপাপনাশক একটী কুণ্ড আছে। শ্বেতগঙ্গায় আসিয়া স্নান ও এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়[৯]—

ওঁ শ্বেতাখ্যে দেবি গঙ্গে হরমুকুটলসন্মৌলিকল্লোলমালে
তুঙ্গিষ্ঠে ত্বং সুরাণামচিরমমৃতদে বিদ্যুদালোলভঙ্গে।
রুদ্রাঙ্গে রুদ্ররূপে সুরজলনিলয়ে খাত্রিকে স্বর্গমার্গে
ভব্যে দিব্যস্বরূপে হর মম দুরিতং মোক্ষদেবীস্বরূপে॥
শ্বেতকীর্ত্তিবহে শ্বেতগঙ্গে সর্ব্ববিনাশিনি।
জন্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশবল্লভে॥
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং হর মে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমো নমঃ॥

শ্বেতগঙ্গার উত্তরে পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও সুখপ্রদ অক্ষয় নামে এক বট আছে। এই বট বৃক্ষ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবভাবে ভক্তি চিত্তে এই মন্ত্রে পূজা করিবে[১০]—

ওঁ হরিবল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমূর্ত্তিধরাক্ষয়।
কল্পবৃক্ষস্বরূপোঽসি মম পাপক্ষয়ং কুরু॥

বট বৃক্ষের নিকটে মাধব দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হয়।[১১] তাঁহার পূজামন্ত্র এই—

ওঁ শ্রীমন্মাধব দেবেশ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ।
সর্ব্বেশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোঽস্তু তে॥

মাধবের নিকট বহু দেবতা সমুপস্থিত, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাদেরও পূজা করিতে হয়। তৎপরে কামধেনুকে পূজা করিবে। শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার জলের নিকট বৃষরূপী ধর্ম্ম অবস্থিত, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে চতুর্ব্বেদ পাঠের ফল হয়।[১২] মন্ত্র এই—

ওঁ কৃতাদিযুগরূপায় ধ্যানাদিব্রতরূপিণে।
ধর্ম্মাদি ফলরূপায় বৃষভায় নমো নমঃ।

ততঃ সৌভাগ্যকুণ্ডেঽপি নরঃ স্নানং সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনাশার্থং সর্ব্বসৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে॥ * *

(৬) দক্ষিণে বহ্নিকুণ্ডাদ্বৈতরণী পাপমোচনী।
তামাক্রম্য নরো মুচ্যেৎ সঙ্কটাদ্যমদর্শনাৎ॥ * *

(৭) তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ।
সর্ব্বপাপহরা চাস্তি ক্ষারকুণ্ডস্য দক্ষিণে॥
ততো পাপহরাং গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রমোচনীম্।
আক্রম্য তাং বৈতরণীং মন্ত্রেণানেন মানবঃ॥ * *

(৮) জীবকুণ্ডস্য ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণামস্তি সর্ব্বাঘনাশনম্॥
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা বাক্যমেতদুদীরয়েৎ। * *

(৯) শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনম্।
অস্তি তদ্‌ব্রহ্মকুণ্ডস্য পূর্ব্বভাগে দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্বেতগঙ্গাং ততো গচ্ছেচ্ছ্বেতপুষ্পৈঃ প্রপূজ্যতাম্।
তত্র স্নানং নরঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥ * *

(১০) অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৃণাং যতমানসঃ।
যথা শক্ত্যা চ বিপ্রেভ্যো দানং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
বটস্তত্র মহানস্তি নাম্নাক্ষয় ইতীরিতঃ।
উত্তরে শ্বেতগঙ্গায়াঃ পুত্রৈশ্বর্য্যসুখপ্রদঃ।
নির্ব্বর্ত্ত্য বিধিবৎ কর্ম্ম বটবৃক্ষং প্রপূজ্য চ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা শিবভাবেন সংস্পৃশেৎ॥ * *

(১১) বটবৃক্ষসমীপে তু মাধবং যে নরোত্তমাঃ।
প্রপশ্যন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা॥ * *

(১২) মাধবস্য সমীপে তু সর্ব্বান্ দেবান্ সমাগতঃ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কামধেনুঞ্চ পূজয়েৎ।
দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গায়াঃ শ্বেতগঙ্গাজলোকিতৈঃ।
বৃষমভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদ্যৈশ্চতুর্ব্বেদফলং লভেৎ। * *

বৃষকে আলিঙ্গন করিয়া পরে বক্রেশ্বরকে দর্শন করিবে। পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভিষেক করিয়া যথাক্রমে পূজা করিবে। বৃষ মূর্ত্তির পশ্চিমে বেদী মধ্যে বক্রেশ্বরদেব অবস্থিত।[১৩] তাঁহার মন্ত্র—

ওঁ পার্ব্বতীকান্ত দেবেশ ভক্তত্রাণপরায়ণ ॥
বক্রেশ্বর নমস্তভ্যং পরমানন্দরূপিণে।
অষ্টাবক্রার্চ্চিতেশান পরমাত্মন্নিরঞ্জন।
গৌরীশ সর্ব্বজীবাত্মন্ পাপসংহারকারক।
সংসারকারণাতীত গুণাতীত গুণাকর।
বিরূপাক্ষ নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং মহেশ্বর।
নমস্তভ্যং ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলপাণয়ে নমঃ॥

এই অষ্টাবক্র-নির্ম্মিত পরম রমণীয় পুণ্য শিবক্ষেত্র যে প্রণাম করে বা স্মরণ করে, সর্ব্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়।[১৪]

পূর্ব্বে যে সকল কুণ্ডের উল্লেখ করা হইল, কিরূপে ঐ সকল কুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে একটী ঐতিহাসিক কথার ইঙ্গিত আছে—

"শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যবন্তো মহোদারঃ সত্ত্ববান্ দানতৎপরঃ॥
রাজা কৃতযুগে চাসীৎ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং তস্য প্রতিষ্ঠিতম্॥
নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুঙ্ক্তেঽসৌ শ্বেতপার্থিবঃ।
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্।
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ।
তমেবাসৌ বরং প্রাদাদ্বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ।
শক্রন্ জাহি দুরাধর্ষান্ ব্রহ্মণ্যো ভব সর্ব্বদা॥
দেবদ্বিজপ্রিয়ং দত্ত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
অস্তু তে বিপুলা কীর্ত্তিরায়ুষ্মান্ ধনবান্ ভব।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তং ভবনং তেঽস্তু সর্ব্বদা।
ইতি বক্রেশবচনং শ্রুত্বা শ্বেতো নরাধিপঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ চ তপঃ শ্রেষ্ঠং দৃঢ়ভক্তং জিতেন্দ্রিয়ং॥
বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
তদেব তে প্রযচ্ছামি সত্যং সত্যং বদাম্যহং।

রাজোবাচ।

যদি তেঽনুগ্রহো দেব ময়ি ভৃত্যোঽস্তি হে প্রভো।
প্রযচ্ছতু তদা মহ্যং দ্বৌ বরৌ কিঙ্করায় বৈ।
সমীপে তব দেবেশং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ ভুক্তিমুক্তিদে।
সংভবিষ্যতি মন্নাম প্রথমং সুরসত্তম।
তব সান্নিধ্যমন্তে চ দেহি মে ত্রিপুরান্তক।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমম্॥

শ্রীশিব উবাচ।

ধন্যস্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ যস্মাত্তে মতিরীদৃশী।
ন লোভং প্রযযৌ যস্মাদ্বরং নান্যং প্রযচ্ছতি।
শৃণু শ্বেতমহারাজ মৎসমীপে তু জাহ্নবী।
নানাতীর্থৈন সংপ্রাপ্তো স্নানায় মম নিত্যশঃ।
অস্যারভ্য ভবেন্নাম্না শ্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা।
ভবিষ্যতি ত্রিলোকেঽস্মিন্ খ্যাতো নৃপতিসত্তম।
অন্তকালে মম পদং প্রযাস্যসি ন সংশয়ঃ।
তব যে চরিতং সর্গৈঃ শ্রোষ্যন্তি ভুবি দুর্লভম্।
ত্বৎ কৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিষ্যন্তি চ যে নরাঃ।
স্বর্গভাজো ভবিষ্যন্তি ন যাস্যন্তি যমালয়ম্।
শ্বেতগঙ্গাজলে স্নাত্বা মৎসমীপে চ যে নরাঃ।
পিণ্ডং দাস্যন্তি তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ॥" (২ অধ্যায়)

সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ, বীর্য্যবান্, জিতেন্দ্রিয় ও দয়ালু শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শিবপাদার্চ্চনরত ও মঙ্গলকোট নামক নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ ৫ যোজন পথ আসিয়া বক্রেশ্বরের পূজা করিয়া ফিরিয়া ঘরে গিয়া আহারাদি করিতেন। তাঁহাকে ভক্তবৎসল ভগবান্ বক্রেশ্বর এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি শত্রুগণের দুরাধর্ষ ও সর্ব্বদা ব্রহ্মণ্য (বা ব্রাহ্মণে অনুরক্ত) হও; দেবদ্বিজের প্রিয় বস্তু দান করিয়া অকণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তোমার রাজভবন সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্ত হউক, তুমি বিপুল ধনবান্, আয়ুষ্মান্, ও কীর্ত্তিমান্ হও। বক্রেশ্বরের বচন শুনিয়া শ্বেত নরপতি ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রণত হইয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বক্রেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমায় বর দিতেছি। রাজা কহিলেন, যদি ভৃত্যের প্রতি করুণা হইয়া থাকে, তবে দুইটী বর দিন। এই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার নিকটে আমার

(১৩) ততো বৃষভমালিঙ্গ্য সংপশ্যেদ্বক্রমীশ্বরম্।
তত্রাভিষিচ্য পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়েচ্চ যথাক্রমাৎ।
বেদীমধ্যগতং দেবং বৃষভস্য তু পশ্চিমে।
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা যজেদ্বক্রেশ্বরং শিবম্। * *

(১৪) অনেন বিধিনা যস্তু পশ্যেদ্বক্রেশ্বরং শিবম্।
সোঽত্র সর্ব্বসুখং ভুঙ্ক্তে অন্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥
ইদং ক্ষেত্রবরং রম্যং পুণ্যদং বক্রনির্ম্মিতম্।
যঃ স্মরেৎ প্রণমেৎ বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য ১১শ অধ্যায়)

প্রাণান্ত হইলেও আমার নাম যেন থাকে এই প্রথম বর চাই, এবং তোমার নিকটই যেন আমার অন্তিম কাল শেষ হয়, এই বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ! তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার ঈদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে; তোমার অন্য বর লইতে লোভও হইল না। মহারাজ শ্বেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, আমার স্নানার্থ যাহাতে নানা তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাত হইবে ও তুমিও অন্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। তোমার চরিত্র যে শুনিবে ও তোমার স্তোত্র যে পাঠ করিবে, তাহার স্বর্গলাভ হইবে, তাহাকে আর যমালয়ে যাইতে হইবে না। আমার নিকট এই শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিয়া যে পিণ্ড দান করিবে, তাহার গয়া শ্রাদ্ধের সমান ফল হইবে।'

উদ্ধৃত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নানা উষ্ণ-প্রস্রবণশোভিত এই নিভৃত স্থান বহু ঋষি তপস্বীর প্রিয় নিকেতন বলিয়া গণ্য হইলেও শ্বেত নামে কোন হিন্দু রাজার যত্নেই এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এখনও নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার কুণ্ডরূপী উষ্ণ প্রস্রবণসমূহের জল প্রকৃতই নানা রোগনাশক।

বক্রোক্তি (স্ত্রী) বক্রা কুটিলা উক্তিঃ। ১ কাকুক্তি। দ্ব্যর্থ-উক্তি।

"অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ।
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টস্ত নির্জ্জনে॥
তৎকিঞ্চিদন্যো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্।
ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥"

(কামধেনুকল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

২ কুটিলোক্তি। বাঁকা কথা।

"বাদী ব্যাকরণং বিনৈব বিদুষাং ধৃষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সভাম্
জল্পন্নল্পমতিঃ স্মায়াৎ পটুবটুভ্রূভঙ্গবক্রোক্তিভিঃ।
হ্রীতঃ সন্নুপহাসমেতি গণকো গোলানভিজ্ঞস্তথা
জ্যোতির্ব্বিৎসদসি প্রগল্‌ভগণকঃ প্রশ্নপ্রপঞ্চোক্তিভিঃ॥"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি-গোলাধ্যায়)

বক্রা অর্থান্তরগ্রহণেন কুটিলা উক্তিঃ। শব্দালঙ্কার বিশেষ। কাব্যাদিতে শ্লেষবাক্যপ্রয়োগ বা ব্যঙ্গোক্তিকে বক্রোক্তি বলা যায়। সাহিত্যদর্পণের ১০ম পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি।
অন্যঃশ্লেষেণ কাক্বা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা॥"

(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৪২ পৃ°)

সাধারণতঃ বক্রোক্তিতে দুইটী অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার একটী শ্লেষার্থক ও অপরটী কাকু অর্থবাচক। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—

"কে য়ূয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্নো বিশেষাশ্রয়ঃ
কিং ব্রূতে বিহগঃ স বা ফণিপতির্যত্রাস্তি সুপ্তো হরিঃ।
বামা য়ূয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীদৃক্ স্মরো বর্ত্ততে
যেনাস্মাসু বিবেকশূন্যমনসঃ পুংস্বেব যোষিদ্ ভ্রমঃ॥"

'কে য়ূয়ং' তোমরা কে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিল, আমরা জলে নহি, সম্প্রতি স্থলেই আছি। এখানে 'কে' টাকে কিম্‌শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচন-নিষ্পন্ন গ্রহণ না করিয়া জলবাচক কং শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন 'কে' পদ গ্রহণ করিয়া উত্তর সাধিত হওয়ায় বক্রোক্তি ঘটিয়াছে। প্রত্যুত্তরে—'প্রশ্নো-বিশেষাশ্রয়ঃ' পদে জিজ্ঞাস্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ স্থলে 'বি' পক্ষী ও 'শেষ' অনন্ত (নাগ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই উত্তর হইয়াছিল; বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।—তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে হরি শয়ন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শব্দে পক্ষী ও শেষ শব্দে সর্প অর্থ গৃহীত হওয়ায় বক্রোক্তি হইয়াছে।'

দ্বিতীয়ার্দ্ধে—আহা! তবে কি তোমরা বামা, অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, (বামা শব্দের একটী অর্থ প্রতিকূলবাদী)। কারণ আমরা এক অর্থে প্রশ্ন করিতেছি, তোমরা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতেছ! উত্তরবাদী বামাশব্দের প্রতিকূলবাদী অর্থ গ্রহণ না করিয়া বামাশব্দে সাধারণতঃ স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিল,—ওহে প্রতারণাপটু, তোমার কিরূপ কামনা হইতেছে, যে কামনোদিত হওয়ায় বিবেকশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার নারীভ্রান্তি উপস্থিত! এ স্থানে বামাশব্দেরও দুইটি অর্থ ১ম স্ত্রী—২য় প্রতিকূলবাদী। প্রশ্নকর্ত্তা প্রতিকূলবাদী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরদাতা স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহাই বক্রোক্তি। এই অর্থ দ্বয়ের যোগ হেতু ইহা সভঙ্গ শ্লেষ বলিয়া কথিত। অন্যপক্ষে ইহা অভঙ্গ।

"কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে।
কৃতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তস্যাশ্চেতো ন দূয়তে॥"

কোকিল কলরব পরিপূর্ণ আম্রমুকুল বিকসিত মনোহর বসন্ত কালে কৃতাপরাধ কান্তকে ত্যাগ করিয়া কামিনীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছে না, বস্তুতঃ ব্যথিত হইতেছে। এখানে নিষেধার্থে নঞ্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে কাক্বা অর্থাৎ ধ্বনি-বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও সংঘটিত হইতেছে।

বক্রোলক (পুং) একটী গণ্ডগ্রাম। (কথাসরিৎসা° ৭৬।১৮) ২ তন্নামীয় একটী নগর। (কথাসরিৎসা° ৯৩।৩)

বক্রোষ্ঠিকা (স্ত্রী) বক্রোষ্ঠোঽস্ত্যস্যা ইতি, ঠন্। ঈষদ্ধসনেন হি-ওষ্ঠস্য বক্রতা জায়তে অতোঽস্যাস্তথাত্বম্। যদ্বা বক্র ওষ্ঠো যস্যাঃ। ততঃ স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বম্। ১ অদৃষ্টরদহাস্য, ঈষদ্ধাস্য। পর্য্যায়—স্মিত। (দুর্গাদাস)

বক্ক (ত্রি) তির্য্যগ্‌গামী। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল। নক্রাদির ন্যায় বক্রগতিবিশিষ্ট। "প্রাগ্রুবো নভন্বোঽন বক্কা ধ্বস্রা" (ঋক্ ৪।১৯।৭)
'বক্কা ন সেনা ইব ধ্বস্রা কূলানাং ধ্বংসিকা' (সায়ণ)

বক্কন্ (ত্রি) গুণবক্তা। স্তোতা।
"বেপী বক্করী যস্য নূ গীঃ।" (ঋক্ ৬।২২।৫) 'বেপী বেপো যাগাদিলক্ষণং কর্ম্ম। তদ্বতী বক্করী গুণানাং বক্ত্রী'। (সায়ণ)

বক্করী (স্ত্রী) গুণবক্ত্রী। (ঋক্ ১।১৪৪।৬)

বক্কস (পুং) বৈদ্যকোক্ত মদ্যবিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার বক্কস ও বক্কস পাঠ পাওয়া যায়। [বক্কস দেখ।]

বক্ষ, রোষ, কোপ, সংঘাত। ভ্বা° পর° রোষে অক° সংহতৌ সক° সেট্। বক্ষতি। ববক্ষ, ববক্ষিথ, ববক্ষুঃ, ববক্ষে, ববক্ষিরে।

বক্ষঃ [স্] (ক্লী) উচ্যতেঽনেনেতি। বচ্ (পচিবচিভ্যাং সুট্ চ। উণ্ ৪।২১৯) ইতি অসুন্ সুট্চ। বক্ষতেরসুন্ ইতি রমানাথঃ ধাতুপ্রদীপশ্চ। ১ অঙ্গবিশেষ। কণ্ঠের অধোভাগে হৃদয়োপরিস্থ যে দেহাংশভাগ তাহা বক্ষ বলিয়া পরিচিত। ইহাকে চলিত কথায় বুক বলে। পর্য্যায় ক্রোড়, ভুজান্তর, উরঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বক্ষণ, গণপীঠক ও বক্ষস্থল।
গরুড়পুরাণে বক্ষের শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে। সমবক্ষোবিশিষ্ট অন্নবান্ পীনবক্ষোব্যক্তি বীর ও শক্তিশালী এবং বিষমবক্ষ নিঃস্ব ও শস্ত্রদ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।
"অন্নবান্ সমবক্ষাঃ স্যাৎ পীনৈর্ব্বক্ষোগভিরূর্জ্জিতঃ।
বক্ষোভির্বিষমৈর্নিঃস্বঃ শস্ত্রেণ নিধনস্তথা ॥"
(গরুড়পুরাণ ৬৬ অঃ)
(পুং) বহতীতি বহ-(বহিহাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন্, সুট্ চ। অনড্বান্। (উজ্জ্বলদত্ত)

বক্ষণ (ত্রি) শক্তিশালী, বলদায়ী। (ক্লী) বক্ষত্যনেনেতি। বক্ষরোষসংহত্যোঃ ল্যুট্। ১ বক্ষ। (শব্দচ°) ২ বাহক।
"ক্রিয়াস্ব বক্ষণানি যজ্ঞৈঃ" (ঋক্ ৬।২৩।৬)
'বক্ষণানি বাহকানি স্তোত্রাণি ক্রিয়াস্ব করবাম।' (সায়ণ)
৩ অগ্নি। (ঋক্ ৫।১৯।৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। বক্ষণা।

বক্ষণা (স্ত্রী) ১ নদী। (ঋক্ ৫।৪২।১৩) ২নদীগর্ভ। (ঋক্১০।২৬।১১) ৩ উদর।
"সা বঃ প্রজাং জনয়ৎ বক্ষণাভ্যঃ" (অথর্ব্ব ১৪।২।১৪)

বক্ষণি (ত্রি) শক্তিদাতা। "ইন্দ্রো বাকস্য বক্ষণিঃ" (ঋক্ ৮।৫২।৪)

বক্ষণী (স্ত্রী) বক্ষণ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শক্তিদাত্রী। ২ আনন্দ-বর্দ্ধিনী।
"সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।"
(ঋক্ ১০।৬৪।৯)

বক্ষণেস্থা (স্ত্রী) অগ্নি মধ্যে স্থাপিত। (ঋক্ ৫।১৯।৫)
'বহ্নৌ স্থিতঃ' (সায়ণ)

বক্ষথ (পুং) ১ বলাধান। ২ বৃদ্ধিপ্রকাশ।
"সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাম্।" (ঋক্ ৭।৩৩।৮)
৩ বাহক। বহনীয় শরীর। "অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ"(ঋক্৪।৫।১)
বৃহতা প্রভূতেন বক্ষথেন বোঢ়ব্যেন স্বশরীরেণোপ। যদ্বা বক্ষথেনোক্তথলক্ষণেন ফলাদিবাহকেন স্তোত্রেণ' (সায়ণ)

বক্ষস্ (পুং ক্লী) ১ হৃদয়োপরিস্থ দেহভাগ। ২ বৃষ। [বক্ষঃ দেখ।]

বক্ষঃসংমর্দ্দিনী (স্ত্রী) বক্ষসি সংমর্দ্দতে ইতি সং-মৃদ্-ণিনি। স্ত্রী, পত্নী।

বক্ষঃস্থল (ক্লী) ১ বক্ষ। ২ হৃদয়।

বক্ষস্তটাঘাত (পুং) বক্ষসঃ তটঃ-বক্ষস্তটঃ তেষু আঘাতঃ বক্ষঃ। স্থলোপরি মুষ্ট্যাঘাত।

বক্ষী (স্ত্রী) অগ্নিশিখা।
"তা অস্য সন্ধৃষজো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ।"
(ঋক্ ৫।১৯।৫) 'হবির্ব্বহন্তীতি বক্ষ্যো জ্বালাঃ।' (সায়ণ)

বক্ষু, স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষু (Oxus) নদী। বংক্ষু বা বক্ষ, পাঠও দেখা যায়। [বংক্ষু দেখ।]

বক্ষোগ্রীব (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বক্ষোজ (ক্লী) বক্ষসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ স্তন।
"মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতাং
দূরং যাত্যুদরঞ্চ লোমলতিকা নেত্রার্জ্জবং ধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণাৎ
অঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নিলুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ ॥"
(সাহিত্যদর্প° ৩ পরি°)

বক্ষোমণ্ডলিন্ (পুং) নৃত্যকালীন হস্তবিন্যাসভেদ।

বক্ষোরুহ (পুং) বক্ষসি রোহতীতি রুহ-কঃ। স্তন। (ত্রিকা°)
"মা শাবরতরুণি পীবরবক্ষোরুহয়োর্ভবেণ ভজগর্ব্বম্।
নিম্নোকৈরপি শোভা যয়োর্ভুজঙ্গীভিরুন্মুক্তৈঃ ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৪৬)

বক্ষ্যমাণ (ত্রি) ভবিষ্যৎ কথনীয় বিষয়। বচ্ ধাতোঃ স্যমান-প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। যথা, অত্র বক্ষ্যমাণবচনাৎ মধ্যরাত্র প্রাপ্তাবেব জয়ন্তীত্বম্। (তিথ্যাদিতত্ত্ব)
২ বাচ্য, বক্তব্য। ৩ মনোজ্ঞ বচন।

বক্ষ্যমাণত্ব (ক্লী) বক্ষ্যমাণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বথ, স্বপি, গতৌ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বথতি। লিট্—ববাথ, ববথতুঃ বথিতা। লুঙ্ অবথীৎ।

বথ্, ই স্বপি। ভ্বা° পর° সক সেট্; ইদিৎ। ই, বন্থ্যতে। স্বপি গতৌ। (দুর্গাদাস)

বগ, ই, খঞ্জে। ভ্বা° পর° অক° সেট্। ই বঙ্গ্যতে।

বথ্তিয়ার খিলিজী, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বঙ্গবিজেতা মুসলমান-সেনাপতি। [মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার দেখ।]

বগড়ী, (বকদ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ)—প্রাচীন গৌড়রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বগড়ী একটী বিভাগ। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যে উপবঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥"

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত উপবঙ্গ। যশোরাদি দেশ, কানন ও বহু নদী এই উপবঙ্গের অন্তর্গত।

সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথীর পূর্ব্ব, পদ্মার পশ্চিম ও সাগরের উত্তরবর্ত্তী বদ্বীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন ভাগীরথীর পশ্চিম পার রাঢ় ও পূর্ব্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত। রাঢ় ও বগড়ী বিভাগের বিশেষত্ব এই যে রাঢ় ভূভাগ শৈল ও কঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডাঙ্গা ও উচ্চ সমতল, কিন্তু বগড়ী ভূভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল। বন্যায় সহজে ডুবিয়া যায় এবং সর্ব্বাংশে উর্ব্বরা।

[রাঢ় ও বকদ্বীপ দেখ]

বগর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৪২।১৪১)

বগলা, বগলামুখী (স্ত্রী) দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। কিরূপে এই দশবিধ শক্তিমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা দশমহাবিদ্যা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণাদি ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেও বগলাদি দেবীর উৎপত্তি বিবরণ দৃষ্ট হয়। [দশ মহাবিদ্যা দেখ]

এই মহাদেবীর পূজামন্ত্র ও পূজামাহাত্ম্য তন্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের হিতকর ও শত্রুদলের স্তম্ভনকারী ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। এই মন্ত্রে সকলকে স্তম্ভিত করিতে পারা যায়। এমন কি, বায়ুরও গতিরোধ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃপ্রত্যয়কারণম্।
সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিণাম্॥
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি স্থিরায়তে।
প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি॥
তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততোবাচং মুখং পদম্।
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্॥
বুদ্ধিং নাশায় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ।
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ॥
ষট্‌ত্রিংশাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী মতা॥
স্থিরমায়াং হ্লীং। তথাচ।
বহ্নিহীনেন্দ্রমায়ায়ুক্ স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা॥

"ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়ঃ জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। এই ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্র সাধককে সর্ব্বসম্পৎ দান করে। স্থিরমায়া শব্দে হ্লীঁ বুঝিতে হইবে।

তন্ত্রান্তরে চতুস্ত্রিংশদক্ষর অপর একটী মন্ত্রের এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে যে,—

"বহ্নিহীনেন্দ্রযুঙ্মায়া বগলামুখি সর্ব্বযুক্।
দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্ত্বা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ॥
জীহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তৎ বিনাশয় পদং বদেৎ।
পুনর্ব্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়াবধির্ভবেৎ।
তারাদিকা চতুস্ত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী॥

"ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পূজাপ্রণালী এইরূপ—প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কার্য্য সমাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, দেবতা বগলামুখী, বীজ হ্লীঁ ও শক্তি স্বাহা।

"নারদোঽস্য ঋষিং মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চ তন্মুখে।
শ্রীবগলামুখীদেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ।
হ্লীঁ বীজং গুহ্যদেশেতু স্বাহা শক্তিস্ত পাদয়োঃ॥"

অতঃপর অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিতে হইবে। যথা—ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সর্ব্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ। জিহ্বা কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

দিব্যতন্ত্র মতে উক্ত মন্ত্রের দুই, পাঁচ, সাত ও অষ্টবর্ণ যথাক্রমে করাঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়া অবশিষ্টবর্ণ সকল করতলে ন্যাস করিবে। এই নিয়মে করন্যাস সমাপন করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

পূর্ব্বক 'আত্মতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মূলাধারাদি স্থানে ন্যাস করা আবশ্যক।

"যুগ্মবাণেষু সপ্তাহি শেষার্ণৈশ্চ মনূত্তবৈঃ।
করশাখাসু তলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ ॥"

ততোঁ মূলান্তে আত্মতত্ত্বব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলাধারে। মূলান্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি শিরসি। বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি সর্ব্বাঙ্গে।"

অনন্তর মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিতে হয়। সাধক যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণ গুলি স্বীয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত করিবেন; অর্থাৎ মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে হ্লীং নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বং নমঃ, বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মুং নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে খিং নমঃ, বামগণ্ডে সং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় র্ব্বং নমঃ, বামনাসিকায় দুং নমঃ। উত্তরওষ্ঠে ষ্টাং নমঃ, অধরওষ্ঠে নাং নমঃ, মুখে বাং নমঃ, দক্ষিণস্কন্ধে চং নমঃ, দক্ষিণকূর্পরে মুং নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে খং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে স্তং নমঃ, গলে স্তং নমঃ, দক্ষিণস্তনে য়ং নমঃ, বামস্তনে জিং নমঃ, হৃদয়ে হ্বাং নমঃ, নাভিতে কীং নমঃ, কটিদেশে লং নমঃ, গুহ্যদেশে য়ং নমঃ, বামস্কন্ধে কীং নমঃ, বামকূর্পরে লং নমঃ বামমণিবন্ধে য়ং নমঃ, বামহস্তাঙ্গুলিমূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে দ্ধিং নমঃ, দক্ষিণ জানুতে নাং নমঃ, দক্ষিণ গুল্‌ফে শং নমঃ, দক্ষিণ পদাঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, বামোরুতে ওঁ নমঃ, বাম-জানুতে হ্লীং নমঃ, বাম-গুল্‌ফে স্বাং নমঃ এবং বাম পদাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ।

শরীরে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস সমাপ্ত হইলে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥"

এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমেই অর্ঘ্য স্থাপন আবশ্যক। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে রক্তচন্দনচর্চ্চিত পুষ্প ও তণ্ডুল দ্বারা "গ্লৌঁ গণপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গজমদ বা মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবে। তৎপরে তিনবার পুনরায় মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে।

বগলামুখী দেবীর পূজায় যন্ত্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম—

"ত্র্যস্রং ষড়স্রং বৃত্তমষ্টদলপদ্মভূপুরান্বিতম্।"

প্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহির্ভাগে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার বহির্দ্দেশে পুনরায় ভূপুর অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ আঁধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এবং শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ায় ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়। ষড়ঙ্গন্যাস সমাপ্ত হইলে পুরোভাগে ষড়ঙ্গমন্ত্রে মণ্ডলের পূজা এবং মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার তিনবিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-যোগে মূলান্তে 'সাঙ্গাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধক যথাসম্ভব উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবেন। তখন যন্ত্রস্থ ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ, ঈশানে ওঁ ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভগসিদ্ধায়ৈ নমঃ, নৈঋতে ওঁ ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভগমালিন্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া অষ্টদলপদ্মে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পত্রাগ্রে 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ওঁ স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ওঁ জম্ভিন্যৈ নমঃ, ওঁ মোহিন্যৈ নমঃ ওঁ আকর্ষিণ্যৈ নমঃ, মন্ত্রে যথোক্ত ক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর দ্বারদেশে ওঁ ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি দশদিক্ পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ধূপাদি দান ও যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবীকে ত্রিশূলমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে এবং তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবীকে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর ভৈরবকে বলি প্রদানপূর্ব্বক বিসর্জ্জনাদি কার্য্য সমাপন করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী সংযতচিত্ত ও ধ্যানেশ্বর সাধক পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হরিদ্রাগ্রন্থিনির্ম্মিত মালা লইয়া একলক্ষ জপে বগলামুখী দেবীর পুরশ্চরণ এবং প্রতিদিন প্রিয়ঙ্গু কুসুম অথবা অন্য কোন পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া হোম করিবেন।

পূর্ব্বে বগলামুখী দেবীর যে দ্বিতীয় [illegible] বিবর উল্লিখিত

হইয়াছে, তাহার ন্যাসাদি পূজা প্রণালী সকলই পূর্ব্ববৎ, কেবল ধ্যান স্বতন্ত্র। ধ্যান যথা—

"গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্॥
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্।
পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্॥
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাম্।
পীতভীষণভূষাঞ্চ রত্নসিংহাসনে স্থিতাম্॥"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই দেবীর পূজায় বাক্‌স্তম্ভন, বুদ্ধিনাশ ও শত্রুক্ষয়াদি ঘটিয়া থাকে। কিরূপে এই দেবীমন্ত্র প্রয়োগ করিলে এই সকল আধিভৌতিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

দশ সহস্রবার মন্ত্রজপ করিয়া নিশাকালে হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ হোম করিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাকস্তম্ভন ও বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে এবং ইহা দ্বারা শত্রুসৈন্যকে স্তম্ভন করিতে পারা যায়। ঘৃত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপুষ্পের হোম স্তম্ভক কার্য্যবিশেষে ফলপ্রদ। কার্য্যসাধনার্থ প্রথমে একটী যন্ত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। তৎপরে স্তম্ভনার্থ হোমাদি পূজাই বিধি।

যন্ত্র অঙ্কনপ্রণালী—

ওঁকারয়োঃ সম্মুখয়োরূর্দ্ধাধঃ শিরসো লিখেৎ।
মধ্যগং নাম সাধ্যস্য তদ্বাহ্যে চাক্ষরত্রয়ম্॥
বীজং দ্বিতীয়বর্গস্য তৃতীয়ং বিন্দুভূষিতম্।
চতুর্দ্দশস্বরোপেতং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্॥ (গ্লৌ)
ঠকারেণ সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বহিঃ।
তৎকোণরেখাসংসক্তৈঃ শূলৈর্ব্বজ্রাষ্টকং লিখেৎ।
ত্রিশূল মধ্যরেখাভ্যাং পৃথ্বীবীজানি পার্শ্বয়োঃ। (লং)
অষ্টস্বপি চ কোণেষু তদ্বহির্ব্বগলাং লিখেৎ॥
পৃথিব্যাস্তরিতং বাহ্যে মাতৃকাপরিমণ্ডলম্।
আবেষ্ট্য চাষ্টধা পশ্চাৎ তদ্বাহ্যে স্থিরমায়য়া॥
নিরুধ্যাঙ্কুশবীজেন নাদসংলিতাক্ষ্যেণা।
লিখেৎ পূর্ব্ববদাবেষ্ট্য পশ্চাচ্চ বগলামুখীম্॥"

অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধঃক্রমে মুখ সংযুক্ত করিয়া ওঁকারদ্বয় অঙ্কিত করিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং উভয় পার্শ্বে গ্লৌ এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঠকার দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তাহার বহির্দ্দেশ চতুষ্কোণ দ্বারা পুটিত করিবে, ঐ চতুষ্কোণদ্বয়ের অষ্টকোণে অষ্টবজ্রসহ ত্রিশূল এবং সেই ত্রিশূলের মধ্যরেখার পার্শ্বদ্বয়ে লং বীজ আঁকিয়া রাখিবে। তাহার বহির্ভাগে ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। এই যন্ত্র বৃত্তাকারে লিখিবে। তৎপরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া মাতৃকা বর্ণ দ্বারা মণ্ডল করিবে। তদনন্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীজ দ্বারা আটবার বেষ্টন করিয়া ক্রোং এই বীজ দ্বারা একবার বেষ্টনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বগলামুখী মন্ত্রে আটবার বেষ্টন করিবে।

ধাতুফলকে অথবা পাষাণপট্টে অথবা হরিদ্রা, ধুস্তুর ও হরিতাল দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করাই প্রশস্ত। দেবস্তম্ভন ও শত্রুগণের মুখস্তম্ভনার্থ উক্ত যন্ত্র লিখিয়া গাঢ় আক্রমণ করিবে। হরিদ্রাদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যন্ত্র আঁকিয়া সেই যন্ত্রে কুম্ভকারচক্রের মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃষ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বগলামুখীর আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। ঐ বৃষের নাসিকাতে পীতবর্ণ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপচার দ্বারা স্বীয় গৃহে পূজা করিলে দুষ্টের মুখস্তম্ভন হয়।

বগলামুখীস্তোত্র।

"চলৎ কনককুণ্ডলোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং
লসৎ কনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃস্তম্ভিনীম্॥১
পীযূষোদধিমধ্যচারু বিলসৎ রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রতাং
ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ॥২
দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥৩
বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণামন্ত্রিতঃ,
শ্রীনিত্যে বগলামুখী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ॥
মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে,
যন্ত্রং বাদিনিয়ন্ত্রিণং ত্রিজগতাং জৈত্রন্তু চিত্রং নু তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্ম্মুখে
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্॥৫
দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃদ্ভূশমনং বলন্মৃগদৃশাঃ চেতঃ সমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্ম্মারণমাবিরস্তু পুরতোমাতস্তদীয়ং বপুঃ॥৬
মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।

শত্রুংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোহহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং ॥৮
সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥৯
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানো হরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পামৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥১০
ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংচ্ছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ॥১১
বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিঃ।
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্যসৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্ নরেণ ॥১২
যৎ কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্‌গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥১৩
ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥১৪
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্ ॥১৫

প্রাতে ও মধ্যাহ্নকালে এই স্তবপাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। (রুদ্রযামল)

বগদোগ্‌রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। জন সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।

বগয়-ম, নিম্নব্রহ্মের তানাসেরিম বিভাগের থোন্‌গ্ব জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ব-গয়-ম নদীকূলে অবস্থিত। ঐ নদীর উত্তর তীরস্থ উপকণ্ঠভাগ তব্‌-ত-নো নামে পরিচিত। এখানে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

বগরু, দক্ষিণব্রহ্মের তানাসেরিম বিভাগের আমর্হাষ্ট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার পূর্ব্বসীমায় তৌঙ্গ-স্থ্য পর্ব্বতমালা এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ভূপরিমাণ প্রায় ২৮ মাইল। এই উচ্চ পার্ব্বত্যভূমি বনমালা-সমাচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র ও গণ্ডগ্রাম বিরাজিত। দানাদার প্রস্তরের উচ্চচূড় পর্ব্বতশিখরসমূহ সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে ঐশ্বরিক মহিমা বিকাশ করিতেছে। বাত্যান্দোলিত জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে সমুদ্রোপকূলে অসংখ্য খাঁড়ি গঠিত হইয়াছে; উহা প্রশস্ত হওয়ায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকায় দেশীয় নৌকা-চালনার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

বগবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সোরাত প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সামন্তবংশদ্বয় এক্ষণে গাইকোবাড়কে ১৩৫৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯৲ টাকা বার্ষিক খাজানা দিয়া থাকেন। বগবাড়ী গ্রাম ৩ বর্গমাইল বিস্তৃত।

বগাসড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন ছয় জন অংশীদারে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণ জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪০৲ টাকা এবং বড়োদার গাইকোবাড়কে ২৫৫০৲ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। বার্ষিক রাজস্ব ১০ হাজার টাকা।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° পূঃ। সুরাট হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় প্রায়োদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী গীর্ নামক উচ্চ ভূমির সমীপ দেশে অবস্থিত।

বগাসপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বগাহ (পুং) অব-গাহ ভাবে ঘঞ্। অলোপঃ। অবগাহ।

'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ' ভাগুরি মুনি অব ও অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। (মুগ্ধবোধটী° ভরত)

"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য। (কুমার ১।১)

বগী (পারস্য) ১ তরবারি। (দেশজ) ২ রেশমী সূত্রবিশেষ। বগীলক। ভোজ্যপাত্রভেদ। (ইংরাজী) ৩ অশ্বযানভেদ।

বগুলা, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ৫৭॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেসন আছে। নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইবার জন্য এখান হইতে ১১ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তা আছে।

বগেপল্লী (বগেনহল্লী), মহিসুর রাজ্যের কোলাবা জেলায় কম্পল্য তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩°৪৭´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´৩১´´ পূঃ। এখানে বিচার সদর স্থাপিত আছে।

বগেসর, (বকসর), যুক্ত-প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী

নগর। সরযূ ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৪৯´২০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´৩৫´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৯১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আল্‌মোরা হইতে ২৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে ভুটিয়া জাতির একটী মেলা হয়। ঐ স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গজাত দ্রব্যসমূহের বিনিময় হইয়া থাকে।

প্রবাদ, মোগল সম্রাট্‌ তৈমুর প্রথমে বগেসর উপত্যকাভূমে একটী মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই মোগল জাতির বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র পার্ব্বত্য বেনিয়াগণ বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে।

বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা মহারাণা সোহান সিংহের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বগ্নু (পুং) বক্তি ইতি। বচ্‌ (বচের্গশ্চ। উণ্‌ ৩।৩৩) ইতি নুঃ গশ্চান্তাদেশঃ। ১ বক্তা, বাগ্মী, কথক। ২ বাবদূক। ৩ পক্ষ্যাদির চীৎকার। ৪ ভেকরব।

"গবামাহনমাযুর্বৎসিনীনাং মণ্ডুকানাং বগ্নুরত্রাসমেতি।" (ঋক্‌ ৭।১০৩।২)

'মণ্ডুকানাং বগ্নুঃ শব্দঃ সমেতি সঙ্গচ্ছতে' (সায়ণ)

বগ্‌লী (দেশজ) থলি।

বগ্নন (ত্রি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্তুতিবাক্য। (ঋক্‌ ১০।৩২।২)

"বগ্ননান্‌ বচনেন স্তুত্যা" (সায়ণ)

বগ্ননু (পুং) শব্দ। (ঋক্‌ ৯।৩।৫)

বঘ্‌, ই ঙ, গতি নিন্দা গত্যারম্ভ আক্ষেপার্থ। ভ্বা° আত্ম° সক° (গ্রবার্থে), অক° চ সেট্‌। ই বঙ্ঘ্যতে। ঙ বঙ্ঘতে। টীকাকার দুর্গাদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বঙ্ঘতে পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লিট্‌ ববঙ্ঘে। লুঙ্‌ অবঙ্ঘিষ্ট।

বঘা (স্ত্রী) পতঙ্গবিশেষ। শলভ বা তদ্বৎ অহিতাচরণশীল জীবভেদ।

"তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্টজম্ভা আশৃণোত মে। (অথর্ব্ব° ৬।৫।৩)

'হে তর্দাপতে তর্দানাং হিংসকানাং আখুনাং স্বামিন্‌ হে বঘাপতে। অবঘ্নন্তি অববাধন্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। অবপূর্ব্বাৎ হন্তেঃ "ডোন্যত্রাপি দৃশ্যতে" ইতি ডপ্রত্যয়ঃ। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপম্‌" ইতি অবশব্দস্য আদিলোপঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ বত্বম্‌। বঘানাং' পতঙ্গাদীনাং অধিপতে তৃষ্টজম্ভাঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা যূয়ং' (সায়ণ)

বঘাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটী পার্ব্বতীয় সামন্তরাজ্য। সিমলা শৈলাবাসের পার্শ্বদেশে অবস্থিত এবং অম্বালা বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূমি-পরিমাণ ৩৬ বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১৭৮টী গ্রাম আছে। রাজ্যের মধ্যস্থ অক্ষা° ৩০°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭´ পূঃ।

এখানকার সর্দ্দার রাণা দলীপ সিংহ (১৮৮৫) রাজপুত-বংশীয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে বার্ষিক ২০০০৲ টাকা কর দিতেন; কিন্তু কাল্কা ও সিমলার মধ্যবর্ত্তী কসৌলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিত্ত ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে স্থান লওয়ায় রাজস্ব হইতে ১৩৯৲ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঘল-রাজের ন্যায় এখানকার সর্দ্দারগণও ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। [বাঘল দেখ]

বঘার (বঘিয়াড়), সিন্ধুনদের একটী শাখা। করাচী জেলার ঠাঠা নগরের দক্ষিণে অক্ষা° ২৪°৪০´ উঃ সিন্ধুগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। হালোরী বন্দরের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এই নদীপথেই তৎকালে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রোপকূলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালুকার চর পতিত হওয়ায় সিন্ধুর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই নদীবক্ষ ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুনা ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকা-যোগে গমনাগমন করা যায়।

বঘেল, রাজপুত জাতির একটী শাখা। আদি সোলাঙ্কী বা চৌলুক্য শ্রেণি হইতে এই শাখা সমুদ্ভূত। রেবাপতি মহারাজ রঘুরাজ সিংহ রচিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,—তাহা হইতে জানা যায়, প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে স্নান করিবার জন্য গুজরাতে যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কী দেব গুজরাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি কবীরের নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্ব্বাদে সোলাঙ্কী-রাজের দুইটী পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে একটীর আকার ব্যাঘ্রের মত ছিল। এই ব্যাঘ্রাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাঘ্রদেব। রাজপুরোহিতগণ সেই দুর্লক্ষণ পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য অনুমতি করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমারকে ফিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং এই কুমারের নামে স্বতন্ত্র থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দৈব-বিড়ম্বনায় ব্যাঘ্রদেবেরও পুত্র হইল না, অবশেষে কবীরের

অনুগ্রহে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। ব্যাঘ্রদেবের নামানুসারেই তাঁহার বংশপরম্পরা "বঘেল" বা 'বাঘেল" নামে খ্যাত হইল।

ব্যাঘ্রদেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। পিতামহের আদেশে তিনি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। নর্ম্মদা-কূলে আসিয়া তিনি গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। এখানে সুজিয়া খেরার বৈশরাজপুতকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার বংশধর করণসিংহ ও কেশরীসিংহ দিগ্বিজয় উপলক্ষে নানা স্থান জয় করিয়া মুসলমান নবাবের অধিকারভুক্ত গোরখপুর দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের পর মল্লার সিংহ, সারঙ্গ দেব ও ভীমল দেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন। ভীমলের পুত্র ব্রহ্মদেব গহরবাড় রাজপুতগণের সহিত সম্মিলিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। প্রবাদ, তাঁহার লক্ষ অশ্বারোহী ছিল।

বীরসিংহ মুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্য প্রয়াগ-তীর্থ উদ্ধার করেন। সে সংবাদ পাইয়া বাদশাহ সসৈন্যে চিত্র-কূটে বীরসিংহের সম্মুখীন হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার প্রজাগণের শান্তিভঙ্গ করিতে তোমার ভয় হইল না। বীরসিংহ উত্তরে জানাইলেন, ক্ষত্রিয়ের নিজাধিকার থাকা চাই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। বাদশাহ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র বীরভানুকে "রাজা" উপাধি দান করেন। বাদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ ১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বান্ধোগড়ে গিয়া বাস করেন। দক্ষিণে তমসা পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হইয়াছিল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রয়াগে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। বীরভানু কচ্ছবহ-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে ৫৮০ হইতে ৬৮৩ সংবৎ পর্য্যন্ত বঘেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন। তৎপরে কলচুরি, চন্দেল, চাহুমান, সেঙ্গর ও অবশেষে গোঁড়গণ ঐ স্থান দখল করিয়া বসে।

ফরুখাবাদের বঘেলেরা বলেন যে, মাধোগড়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাঁহারা এদেশে আসিয়া বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি ছত্রশাল বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহাদের বাস হেতুই রেবারাজ্য "বঘেল" বা 'বাঘেলখণ্ড' নামে খ্যাত হয়।

যমুনার দক্ষিণে বঘেলেরা পরিহার ও গহরবাড় রাজপুতের ঘরে কন্যা দিয়া থাকে এবং বৈশ, গৌতম ও গহরবাড়ের কন্যা লইয়া থাকে।

আলাহাবাদ অঞ্চলের বঘেলেরা অত্যন্ত অবাধ্য ও দুষ্টস্বভাব বলিয়া পরিচিত। সুবিধা পাইলে দস্যুবৃত্তি করিতে বিরত হয় না।

বঘেলখণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। বঘেল জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বঘেলখণ্ড* নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে এই সামন্তরাজ্যপুঞ্জ বঘেল-খণ্ড-এজেন্সী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজপ্রতিনিধি বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেণ্ট, এবং রেবারাজ্যের পরিদর্শক পলিটিকাল এজেণ্টরূপে এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ পলিটিকাল এজেণ্ট সাতনা বা রেবানগরে অবস্থিতি করেন।

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্ব্বে ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও মণ্ডলা জেলা এবং পশ্চিমে জব্বলপুর ও বুন্দেল-খণ্ডের সামন্তরাজ্যসমূহ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগ বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির কীর্ত্তিনিকেতন বলিয়া এই স্থান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংস্রবে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলাপ্রভাব খর্ব্ব হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া ভবিষৎ শক্তিসংগ্রহের পথ অবরোধের চেষ্টা পান। তদুদ্দেশ্যেই উক্ত বর্ষে বঘেলখণ্ড ভূভাগ লইয়া স্বতন্ত্র এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়। [বুন্দেলখণ্ড ও বুন্দেলা দেখ]

এই সমগ্র দেশভাগের ভূপরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৫টী নগর ও ৫৮৩২টী গ্রাম বিদ্যমান। রেবা, নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য লইয়া এই এজেন্সী গঠিত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

ঐ সকল সামন্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজকেই ইংরাজরাজ সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সনদ লাভে অনুগৃহীত। এখানকার সামন্তগণ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য জন্য কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন না।

বঙ্ক্ কৌটিল্য। বক্রীভাব ভ্বা° আত্ম°। লট্ বঙ্কতে, লিট্ ববঙ্কে। বঙ্কিতা। লুঙ্ অবঙ্কিষ্ট।

বঙ্ক (পুং) বঙ্কতীতি বঙ্ক-অচ্। ১ নদীবক্র, চলিত কথায় নদীর বাঁক বা টেঁক বলে।

---

* যে বঘেলা জাতির নাম হইতে এই প্রদেশের নাম করণ হইয়াছে। তাহারা শিশোদীয় রাজপুতগণের একতম শাখা। গুজরাত প্রদেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বাস করিয়াছে, সম্রাট্ অকবর শাহ এই বীর জাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। [বঘেল দেখ।]

বঙ্কাটক (পুং) পর্ব্বতভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৮।৪৯)

বঙ্কর (পুং) নদীর বাঁক।

বঙ্কসেন (পুং) অগস্তিবৃক্ষ। বকবৃক্ষ।

বঙ্কা (স্ত্রী) বঙ্ক-টাপ্। বল্গাগ্রভাগ। পল্যয়ন। চলিত পালান।
"বঙ্কঃ পর্য্যাণভাগে নদীপাত্রে চ ভঙ্গুরে" (মেদিনী)
'পর্য্যাণস্থাগ্রভাগঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

বঙ্কালকাচার্য্য, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

বঙ্কালা (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৩.৪৮০) বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী।

বঙ্কিণী (স্ত্রী) কোলনাসিকা নামক ক্ষুপভেদ। (হারাবলী)

বঙ্কিম (ক্লী) বঙ্ক-ইমনিচ্। ১ বক্র। ২ ঈষৎ বাঁকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল কবি এবং একজন প্রধান দার্শনিক। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, নৈহাটী ষ্টেসনের পার্শ্বস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামে সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। (কোষ্ঠীঅনুসারে শকাব্দা ১৭৬০।২।১২।৩৯।৩০ তাঁহার জন্মকাল।)

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ডিপুটি-কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিনেই তাঁহার বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল! কাঁটালপাড়ার পাঠশালায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা। তাঁহার যখন অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, এই তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে দিলেন। এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও অসাধারণ। প্রতিবর্ষে দুইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উঠিতেন, অথচ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদীতটের দৃশ্যাবলী—স্বচ্ছ, বিরলতরু, সিকতাভূমির নির্জ্জন স্বভাব-সম্পৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব কপালকুণ্ডলার দৃশ্যাবলীতে সেই আলেখ্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পতিত হইয়া তাহা পরম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে হুগলীকলেজে প্রবেশ করিলেন। কলেজেও তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হইতেন! তিনি কেবল পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কলেজের পুস্তকালয়ে গিয়া সর্ব্বদাই তিনি ভাল ভাল পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। হুগলীকলেজ হইতে তিনি সিনিয়র-স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের নিকট চারিবৎসর কাল সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কলেজে পাঠকালে তাঁহার প্রশংসা সকল অধ্যাপকের মুখেই শুনা যাইত। সাহিত্য বলিয়া নহে, অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি, এ, পরীক্ষা প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২০ বর্ষ। তিনি আইন পড়িতে পড়িতেই বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি, এ। বি, এ উপাধি তখন এ দেশে এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বঙ্কিমবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া লোকজন আসিত, এবং বঙ্কিমবাবু শিক্ষিতমণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল "বি, এ বঙ্কিম" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বি, এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করিয়া পাঠাইলেন। কাজেই তাঁহার আইন পাশ দেওয়া হইল না।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার বরাবর অনুরাগ ছিল। পরের জিনিষ হইতে যে ঘরের জিনিষ ভাল, এ কথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি মাতৃভাষার সেবাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

বালককাল হইতে তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়। তিনি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতামালা আনন্দের সহিত পাঠ করিতেন। ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "মানস ও ললিত" নামধেয় কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার কবিতা শুনিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করেন এবং প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। সেই দিন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বিরচিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হইল। যদিও ইংরাজী আদর্শ লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষার উপর অসাধারণ আধিপত্য ও চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়া কাহারও ভাগ্যে [illegible]

নাই। তৎপূর্ব্বে তিনি Indian field নামক পত্রিকায় "রাজমোহনের স্ত্রী" (Rajmohan wife) নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার ইংরাজী উপন্যাসখানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি যে, ইংরাজীভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। ষ্টেট্সম্যান্ পত্রিকায় জেনেরল এসেম্বির ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে মসিযুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ইংরাজী লেখা পড়িয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টি সাহেবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, "এতদিন পরে বাঙ্গালায় একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছি।"

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে সে পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।
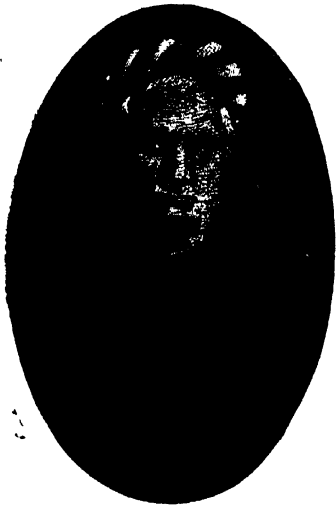
বঙ্কিমবাবুর প্রতিমূর্ত্তি।

দুর্গেশনন্দিনী প্রচারের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল! বঙ্গীয় লেখকগণের রুচিও পরিবর্ত্তিত হইল। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্গদর্শনের যেরূপ আদর হইয়াছিল, এরূপ কোন সাময়িক পত্রের সমাদর দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র আজ-কালকার শ্রেষ্ঠ অনেক লেখককেই লিখিবার রীতি শিখাইয়াছিলেন এবং নিজেও বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যজগতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্গভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা-বোধ করিতেন, বটতলার পুঁথি দেখিয়া যাঁহারা নাসাকুঞ্চন করিতেন, ইংরাজীভাষায় লিখিত পুস্তকই যাঁহাদের একমাত্র বেদস্বরূপ ছিল, বিদেশীর অনুকরণকেই যাঁহারা জীবনের এক-মাত্র কৃতকৃতার্থতার কারণ বলিয়া গণ্য করিতেন—সেই পরম উদ্ধত প্রাজ্ঞমানী নব্যবঙ্গকে বঙ্কিমবাবুই বঙ্গভারতীর মন্দিরে উপস্থিত করিয়া তচ্চরণে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে বাধ্য করেন, তদবধি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীই বঙ্গভাষার সেবকগণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্য মাতৃভাষা-চর্চাকল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই জন্যই তিনি "বঙ্গভাষার সম্রাট্" পদবাচ্য। তিনি বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন:—

১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়; ১২৮১ সালে রজনী; ১২৮০।৮১ ও ৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ, ১২৮৭ সালে মুচীরামগুড়ের জীবনচরিত, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে কিয়দংশ বাহির হইয়া শেষে পুস্তকা-কারে সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হন। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

কএক বর্ষ পরে সাধারণী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় নবজীবন প্রকাশিত হয়। নবজীবনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আনন্দমঠের শেষে এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের সূত্রপাত করেন, সীতারামে তাহার পরিণতি।

বঙ্গের শেষ গৌরবরবি সীতারামের প্রকৃত আলেখ্য তাঁহার তুলিকায় একটু ভিন্নরূপে চিত্রিত হইলেও, তাঁহার জীবনে যে সন্ন্যাসিরূপী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রচার" নামক এক মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই মাসিক পত্র খানি যে বঙ্কিম বাবুর সম্পূর্ণ পরামর্শানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচারে তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও গীতামর্ম্ম এবং নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার নবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধারণের চিত্তগোচর করিয়াছিলেন।

ডেপুটীকার্য্যে ও বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। যথাকালে তিনি পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া অবসর

লইলেন। বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। অবসরের পর তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা, ও জ্যোতিঃশাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতেন।

তাঁহার পুত্র হয় নাই; দুইটী মাত্র কন্যা জন্মে। অবসর-গ্রহণের পর তাঁহার শরীরও অপটু লইয়া পড়ে। অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র অপরাহ্ণ ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বহুমূত্রজনিত জ্বর ও মূত্রনালীর বিস্ফোটক রোগে বঙ্গের সাহিত্য-রথী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হই-বার নহে।

তৎকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ সাময়িক ও সংবাদ-পত্র-সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্য রাজহীন হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়-গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিণতির কালে অপর সুসভ্য জাতির মধ্যেও কদাচিৎ এরূপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য সকল বিষয়েই তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য, বাঙ্গালায় এরূপ জীবনের নিতান্ত অসম্ভাব। কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলের কাছেই তিনি সমান স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা না হারাইয়া বাঙ্গালী কিরূপে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা লাভ করিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আদর্শ। বাঙ্গালীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ধর্ম্ম ও সামাজিক মত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনুক্রমণিকা মাত্র! তাঁহার ধর্ম্মমত গীতার অনুরূপ। নিদ্বাম ভক্তি বা সকল বৃত্তির অফলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরমুখিতা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মানুশীলনের মুখ্য সাধন। বঙ্গের ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি যে "বন্দে মাতরম্" গাইয়াছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের দ্বাদশবর্ষ পরে আজ তাহা ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীতরূপে কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে।

বঙ্গমাতার যে মূর্ত্তি বঙ্কিমের মনশ্চক্ষে প্রভাসিত ছিল, তাহার আভাষ 'কমলাকান্তের দপ্তরে' "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে; বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা দেশকে দীন হীন বলিয়া জানিতেন না,—তাঁহার "বন্দে মাতরম্" গানে জাতীয় হীনতাসূচক কাতরোক্তি নাই, তাহাতে সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতিতে শক্তি-হীন নিশ্চেষ্ট স্পর্দ্ধা নাই—তাহাতে বঙ্গমাতাকে তিনি ভগবতীর ন্যায় মহীয়সী শক্তিশালিনী স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন,—এই হিসাবে "বন্দে মাতরম্" গান জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্তরে যে মহা-শক্তি লুক্কায়িত, 'বন্দে মাতরম্' গানে বঙ্কিমবাবুই তাহা আবিষ্কার করেন, সেই জাতীয় শক্তি এখন আমাদের চক্ষে স্ফুরমাণ হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার একখানি "আত্মচরিত" লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেন তাঁহার জীবনী প্রকাশিত না হয়,—তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং বাঙ্গালী মাত্রের নিকট তিনি এই প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বজীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া তদীয় মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে যেন একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্রগণের প্রতি এই অনুজ্ঞা আছে। এই বৎসর সেই দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, এই বৎসর "বন্দে মাতরম্" গান নূতনভাবে ভারতবর্ষের কোটিকণ্ঠ হইতে নববল সঞ্চয় করিয়া বঙ্কিমবাবুর জাতীয় অনুরাগকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। এই বৎসরের পূর্ব্বে জীবনচরিত রচিত হইলে তাঁহার একটা প্রধান কীর্ত্তির কথা অকথিত থাকিত। তিনি কি দিব্য চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইয়া সেই দ্বাদশবর্ষের গণ্ডী প্রদান করিয়াছিলেন। যতদিন বঙ্কিম বাবুর আত্ম-জীবনী প্রকাশিত না হইবে, ততদিন সেই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনীর সমালোচনার সুবিধা হইবে না। বঙ্গবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকাহিনীসমন্বিত বিস্তৃত জীবনীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বঙ্কিমদাস কবিরাজ, 'বৈষম্যোদ্ধরণী'নামে কিরাতার্জ্জুনীয়কাব্যের টীকারচয়িতা।

বঙ্কিল (পুং) বঙ্কতি ইতি বঙ্ক-ইলচ্। কণ্টক। (ত্রিকা°)

বঙ্কু (ত্রি) ১ বক্রগামী। ২ বক্রগমনশীল।

"ইন্দ্রো বঙ্কু বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি" (ঋক্ ১।৫১।১১)

উক্ত ঋক্‌সংহিতার অন্য একস্থলে সায়ণাচার্য্য বঙ্কুশব্দে 'বন-গামিন্' অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"যথা বনিগ্বঙ্কুরাপা পুরীষম্" (ঋক্ ৫।৪৫।৬)

বঙ্কু, প্রাচীন নদীভেদ। সম্ভবতঃ বক্ষু নদী। (ভারত সভাপর্ব্ব) [বংক্ষু দেখ।]

বঙ্ক্য (ত্রি) বঞ্চ-ণ্যৎ। (বঞ্চের্গতৌ। পা ৭।৩।৬৩) ইতি অগত্যর্থে কুত্বম্ চ। বক্র। যথা বঙ্ক্যং কাষ্ঠম্। (মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ।)

বঙ্ক্রি (পুং, স্ত্রী) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিল্যে (বঙ্ক্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) ইতি ক্রিন্ প্রত্যয়েন নিপাত্যতে। ১ বাদ্যবিশেষ। (উণাদিকোষ) ২ গৃহদারু। ৩ পার্শ্বাস্থি। পর্শুক, পাঁজরা।

"চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য" (ঋক্ ১।১৬২।১৮)
'চতুস্ত্রিংশদ্বঙ্ক্রীরেতৎসংখ্যাঃ্যভয়পার্শ্বাস্থীনি' (সায়ণ)

বঙ্ক্ষণ (পুং) বঙ্কতি সংহতো ভবতীতি বঙ্ক-ল্যুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ নুম্। উরুসন্ধি। চলিত কথায় কুঁচ্‌কী।

"চতুর্দশাস্থ্নাং সংঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়ো গুল্ফজানুবঙ্ক্ষণেষু।" (সুশ্রুত শারীর ৫ অধ্যায়)

বঙ্ক্ষু (স্ত্রী) বহতীতি বহ-বাহুলকাৎ কুন্। নুম্ চ। গঙ্গা-স্রোতোবিশেষ। গঙ্গার একটী শাখা। যথা—

"তস্যাঃ স্রোতসি সীতা চ বঙ্ক্ষুভদ্রা চ কীর্ত্তিতা॥"

এই গঙ্গা কেতুমাল বর্ষে প্রবাহিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান Oxus নদীকে প্রাচীন বঙ্ক্ষু নদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে,—এই নদী মাল্যবৎ শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া কেতুমালবর্ষাভিমুখে পতিত হইয়াছে। সরিৎপতি বংক্ষু পরে তথা হইতে প্রতীচ্যদেশে গিয়াছে। (ভাগ° ৫।১৭।৭)

মহাভারতীয় যুগে এই পুণ্যতোয়া নদী হিন্দু সাধারণের নিকট আদরণীয় ছিল।

"গোদাবরী চ বেণা চ কৃষ্ণবেণা তথা দ্বিজা।
দৃষদ্বতী চ কাবেরী বঙ্ক্ষুর্মন্দাকিনী তথা॥"
(মহাভারত ১৩।১৬৫।২২) [বংক্ষু দেখ।]

বঙ্গ (ক্লী) বঙ্গতীতি বগি-গতৌ অচ্। ধাতুবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে রাং বলে। পর্য্যায়—ত্রপু, স্বর্ণজ, নাগজীবন, মৃদঙ্গ, বঙ্গ, গুরুপত্র, পিচ্চট, চক্রসংজ্ঞ, নাগজ, তমর, কস্তীর, আলীনক, সিংহল, স্বরেত, নাগ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে, খুরক ও মিশ্রক ভেদে বঙ্গ দুই প্রকার। মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। ইহার গুণ—লঘু ও সারক এবং প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক। ইহা শরীরের সুখদায়ক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতাসম্পাদক ও মানবদেহের পুষ্টিসাধক।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে বঙ্গের বিভিন্ন প্রকার শোধন-প্রণালী লিখিত হইয়াছে। চূণের জলে চারি দণ্ড কাল স্বেদ দিলে বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়। পরে হরিতাল আকন্দ দুগ্ধে মাড়িয়া সেই লেহ পদার্থ বিশুদ্ধ বঙ্গের পাতায় লেপ দিয়া অশ্বত্থের ছালের আগুনে সাতবার পুট দিবে, অথবা বিশুদ্ধ বঙ্গে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ, দ্বিতীয়ে জোয়ান, তৃতীয়ে জীরা, চতুর্থে তেঁতুল ছাল চূর্ণ ও পঞ্চমে অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ দিয়া যথাবিধান পাক করিলে বঙ্গ ভস্ম হইয়া থাকে।

"বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ।
দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিন্ চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ॥
প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকা।
তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবম্॥
অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ।
এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥"(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

বিশুদ্ধ বঙ্গ অন্য হাঁড়িতে গলাইয়া তৎপরিমাণ অপামার্গ-ভস্মচূর্ণ তাহাতে মিলিত করিয়া স্থূলাগ্র লোহার হাতা দিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। অনন্তর ছাই ফেলিয়া দিয়া শরাব পুটে তীব্রাগ্নি দ্বারা তাপ দান করিলে বঙ্গভস্ম হয়।

বঙ্গভস্মের গুণ—তিক্ত, অম্ল, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, মেদ, শ্লেষ্ম, ক্রিমি ও মেহরোগনাশক।

অবিশুদ্ধ বঙ্গের গুণ—তিক্ত, মধুর, ভেদন, পাণ্ডু, ক্রমি ও বাতনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং লেখনোপযোগী।

২ সীসক। নাগবঙ্গ।

সীসক ও বঙ্গ ধাতু প্রায়ই অনুরূপ। স্থানান্তরে ইহাদের বৈজ্ঞানিক সংযোগ ও গুণাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

[ত্রপু, রঙ্গ ও সীসক শব্দ দেখ।]

বঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ। বঙ্গভূমি। মহাভারতে এই জন-পদের উল্লেখ আছে।

"অঙ্গস্যাঙ্গো ভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।"(ভারত ১।১০৪।৫০)

এই দেশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত—

"অঙ্গবঙ্গা মদ্গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।
শাখা মাগধগোনর্দ্দা প্রাচ্যাং জনপদা স্মৃতাঃ॥"

আবার জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী জনপদ-সমূহের এইরূপ একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

"আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রিপুরকোশলাঃ।
কলিঙ্গৌড্রান্ধ্রকিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবভাদয়ঃ॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রবচন)

এই প্রাচীন বঙ্গের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে বঙ্গের যেরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত রহিয়াছে।

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

[বিস্তৃতবিবরণ বঙ্গদেশ শব্দে দ্রষ্টব্য]

বঙ্গ (পুং) চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র। (গরুড়পুরাণ ১৪৪ অঃ) দীর্ঘতমার ঔরসে বলির ক্ষেত্রজ এই পুত্রের উৎপত্তিবিবরণ মহাভারতে লিখিত আছে—

"ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনস্তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈ তাং প্রাহিণোৎ পুনঃ॥
তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি ॥
অঙ্গস্যাঙ্গো ভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ ॥
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ ॥
পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রা প্রখ্যাতা সুহ্মা সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ।
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজঃ।"

(ভারত ১।১০৪।৪৭-৫১)

এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা জনপদের প্রতিষ্ঠা হয়।

[বঙ্গদেশ শব্দে পুরাবৃত্ত দেখ]

২ কার্পাস। (মেদিনী) ৩ বার্ত্তাকু।

বঙ্গজ (ক্লী) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সিন্দূর। (ত্রি) ২ বঙ্গদেশ জাত। ৩ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির শ্রেণীবিভাগভেদ। ইহা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ঐ শাখা বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করায় বঙ্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪ পিত্তল।

বঙ্গজীবন (ক্লী) রৌপ্য।

বঙ্গদেশ (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ। ভারতের উত্তর পূর্ব্বাংশে হিমালয় পাদ হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গভূমি, বঙ্গরাজ্য, বাংলা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তবর্ত্তী পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীপ্রবাহিত 'ব' দ্বীপাংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত। বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের বাণিজ্যখ্যাতি সুদূর আরব ও চীন-সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল এবং এতদ্দেশবাসীর জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং শিল্পাদি বিভিন্নবিষয়িণী কলাবিদ্যার প্রখর প্রভাব চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল। বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায় সমুদ্রপথে আসিয়া এখানকার সুবর্ণগ্রামাদি বন্দর হইতে এতদ্দেশজাত বহুতর দ্রব্য লইয়া যাইতেন। সেই সময় হইতেই বাঙ্গালার গৌরব দিগন্ত বিস্তৃত হয়। বঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত সমুদ্রভাগ ও দেশের নামে বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গবাসীও তদবধি বাঙ্গালী নামে বিদিত হইয়াছিল। ভারতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে এই বাঙ্গালী জাতির বিদ্যাগৌরব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ও সমাদর দান করিয়াছে।

নামনিরুক্তি।

এই বিশাল বাঙ্গালা রাজ্য মহাভারতীয় যুগে কিরূপ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার সঠিক কোন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই। তৎকালে বঙ্গরাজ্য কেবল অঙ্গ রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ বলিয়া উক্ত ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে যখন বঙ্গবাসী জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া তান্ত্রিক আলোকলাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা তন্ত্রের মহিমাবিস্তার এবং প্রভাব-প্রচার প্রসঙ্গেই বাঙ্গালার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লন। তাই আমরা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বাঙ্গালার একটী সীমানির্দ্দেশ দেখিতে পাই। [বঙ্গ দেখ।]

তবকাৎ-ই-নাসিরি নামক মুসলমান ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় শেষ নরপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে পরাজয়পূর্ব্বক মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে লক্ষ্মণাবতী, বেহার, বঙ্গ ও কামরূপজনপদবাসিগণ মহাভীত হইয়াছিলেন।* মার্কো পোলো (১২৯৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিজিত হয় নাই। বঙ্গ উক্ত জনপদ চতুষ্টয়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল।† উক্ত দুইটী বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমান সমাগমের পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মার্কোপোলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন। রসিদ্‌উদ্দীন্ বলেন, আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা বঙ্গালা (বাঙ্গালা) রাজ্যের ও তথাকার ধান্য-প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, খোরাসানবাসী এতৎপ্রদেশকে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-পরিপূর্ণ নগর বলিত।‡ সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফিজের (১৩৫০ খৃঃ) কবিতায় বাঙ্গালায় উল্লেখ দেখা যায়।§ ভাস্কো দা-গামা ১৪৯৮ খৃঃ বাঙ্গালার মুসলমানপ্রাধান্য এবং এখানকার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, রৌপ্য প্রভৃতির বাণিজ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুবাতাসে ৪০ দিনে কালিকট হইতে বাঙ্গালায় আসা যায়।¶ এতদ্ভিন্ন ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লিওনার্দো ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বার্থেমা ও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বোসা বাঙ্গালা রাজ্যের ও তদ্দেশবাসীর বাণিজ্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আবুল ফজলকৃত আইন্-ই-অক্‌বরী নামক মুসলমান ইতিহাসে বাঙ্গালা শব্দের একটী ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিখিত হইত। বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পর্ব্বতপাদমূলস্থ নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল দিতেন। বাঙ্গালার বহুস্থানে উক্ত রাজন্যবর্গের বিনির্ম্মিত ঐরূপ বহুশত আল বিদ্যমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ অর্থে 'বঙ্গাল' নামকরণ হইয়াছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাঙ্গালার

* Tabakat-i-Nasiri Elliot. ii, 507.

† Marco Polo Bk. ii, ch. 55.

‡ Ibn Batuta, iv. 210.

§ শকর শিকন্ শবন্দ্ হমা তুতিয়ান্-ই-হিন্দ।
জীন্ কন্দ ই-পারসী কি ব বঙ্গাল মিরবদ্ ॥ (হাফিজ)

¶ Roteiro de V. da Gama 2nd. ed. p 110.

সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া দর্পের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থান সকল জাতির পক্ষে স্বর্গ তুল্য।* ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ওভিংটন লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা রাজ্য আরাকানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে বিদ্যমান।

[বিস্তৃত বিবরণ পুরাবৃত্তাংশে দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পুরাবৃত্তপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। লুই বার্থেমা এবং অপরাপর পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সন্নিকটে বাঙ্গালা নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।† প্রাচীন মানচিত্রে তাহার স্থান নির্দ্দেশ রহিয়াছে।‡ অধিক সম্ভব, বার্থেমা বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবার উপকূলে থাকিয়াই, আরবীয় বণিকদিগের প্রথানুবর্ত্তী হইয়া দেশের নামানুসারে বাঙ্গালার প্রধান নগরের নাম বাঙ্গালা লিখিয়া যান; কিন্তু ঐ বাঙ্গালা নগরের কোন নিদর্শন বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, পর্ত্তুগীজগণ বাঙ্গালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া তাহার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রামকে বাঙ্গালীর বাসভূমি জানিয়া চট্টগ্রামকেই বাঙ্গাল-নগর নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।§

সীমা ও বিভাগ।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বদ্বীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদেশের নিম্নতম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালা গঠিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম-বিভাগ বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্র শাসনাধীন করা হয়, তদবধি খাস-বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা° ১৯°১৮′ হইতে ২৮°১৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° হইতে ৯৭°পূঃ মধ্য। শেষে গত ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গকে আসামের সামিল করিয়া একজন ভিন্ন ছোটলাটের অধীনে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। শাসন-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে যে দ্বাদশটী শাসন বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব্ব বৃহৎ। নদী, হ্রদ, বাঁধ, জনীপবিহীন বনমালা ও পার্ব্বত্য ভূখণ্ড বাদে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও নূনাধিক প্রায় ৮ কোটি।

ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটান রাজ্য, পূর্ব্বে আসাম এবং চীন ও উত্তর-ব্রহ্মের সীমান্তবর্ত্তী অনাবিষ্কৃত পার্ব্বত্য বনভাগ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ; পশ্চিমে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধিত্যকা ভূমি। এই অধিত্যকা ভূমিই বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের সীমান্ত রেখারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা বরাবর এক জন ছোটলাটের শাসনাধীন ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে দুই জন ছোটলাটের অধীন হইয়াছে।

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাঙ্গেয় বদ্বীপকেই সংস্কৃত নামানুসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর নামানুসারে এই প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী-ধ্বংসের পর যখন রাজপাট ঢাকা ও নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়, তখনও নিম্নবঙ্গ বাঙ্গালা বলিয়া পরিগণিত থাকে। তৎপরে মুসলমানগণ পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বাঙ্গালার সীমা বৃদ্ধি করেন। দিল্লীর অধীনস্থ আফগান শাসনকর্ত্তারা এবং তৎপরবর্ত্তী স্বাধীন আফগান নৃপতিবর্গের রাজ্যশেষে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ বাঙ্গালা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজা টোডরমল্লের জরীপের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী সুবা গঠিত হয় এবং সেই সুবেগুলি হইতে আবার জেলা, সরকার ও পরগণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সুবে বাঙ্গালা শাসনের জন্য দিল্লীশ্বরের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা নবাব বাঙ্গালায় থাকিতেন। এই শেষোক্ত নবাব বংশপরম্পরায় মুর্শিদাবাদের নবাব বলিয়া পরিচিত। একজন নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদের রাজস্ব আদায়ের সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহার অধীনে বেহার, উড়িষ্যা ও ঢাকায় এক একজন নায়েব-নাজিম (Deputy governor) রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

[মুসলমান ইতিহাসাংশে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]

ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালার সন্নিবেশ ধরিলে প্রকৃত বঙ্গনামের অনেক বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে। উড়িষ্যার উপকূলস্থিত বালে-

---

* Stavorinus, Vol I. p. 29In.

† Varthema লিখিয়াছেন, 'আমি Banghella নগর পরিদর্শন করিয়াছি।" (Varthema 210) কিন্তু তিনি যে কালিকট ও কোচীন ভিন্ন অপর কোথাও পদার্পণ করেন নাই, তাহা গার্সিয়া ডি ওর্টার লেখনীতে বিবৃত রহিয়াছে। (Colloquios, f. 30)

‡ A chart of 1743 in Dalrymples Collection.

§ "Arracan......is bounded on the *North West* by the kingdom of *Bengala*, some Authors making *Chatigam* to be its first Frontier City; but *Teixeira*, and generally the *Portugues*, writers, reckon that as a City of BENGALA; and not only so, but place the City of Bengala itself...... more South than *Chatigam*. Tho I confess a late French geographer has put *Bengala* in his catalogue of imaginary Cities." Ovington, (1690) 554.

শ্বর হইতে বেহারের মধ্যবর্ত্তী পাটনা পর্য্যন্ত স্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যতগুলি কুঠি ছিল, তাহা উক্ত কোম্পানীর দপ্তরে 'Bengal Establishment' বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। ফ্রান্সিস্ ফার্ণণ্ডেজ্ চট্টগ্রামের সুদূর পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা প্যেণ্ট (Palmyra Point) পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা-প্রবাহিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পার্কাসের (Purchas) মতে, এই উপকূলভাগ প্রায় ৬০০ মাইল।

বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ নদীমালা ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ পর্ব্বতমণ্ডিত, উহা মধ্যপ্রদেশের অধিত্যকা হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। উড়িষ্যাবিভাগ মহানদী ও অন্যান্য কতকগুলি নদীর বদ্বীপে সমাচ্ছন্ন। ঐ নদীগুলি প্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করদ পার্ব্বত্য রাজ্য (Tributary Hill State) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল হইতে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের সাগর-সীমা এবং উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ পদবাচ্য। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বদ্বীপ-ভূমি বলিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নদীদ্বয়ের ও তাহার শাখা প্রশাখার প্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেহার বিভাগ খাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উহা গঙ্গার উচ্চ উপত্যকা লইয়া গঠিত। যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের সীমায় গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্ব্বত্য ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়া পরিগণিত।

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার সীমা কোন সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত হইলেও আরাকান ও ব্রহ্মবাসিগণ বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন অপসৃত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুপ্রীমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া নিজামত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্মেণ্ট বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী "ভারতসম্রাজ্ঞী" পদে অভিষিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। ভোটানযুদ্ধ ও মণিপুরযুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার সীমা পরিবর্দ্ধিত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট বাঙ্গালাকে প্রেসিডেন্সীভুক্ত করিয়া লইলেন।

ইংরাজাধিকৃত এই বাঙ্গালা রাজ্য ক্রমে একটী প্রেসিডেন্সী-রূপে বিভক্ত হইল। শুদ্ধ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অববাহিকা প্রদেশ বলিয়া নহে, সিন্ধুনদের সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার হিমালয় পৃষ্ঠস্থ শাখা প্রশাখাব্যাপ্তস্থান লইয়া প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগ গঠিত। মোট কথায়, বিন্ধ্যশৈলমালার উত্তর দিগ্বর্ত্তী প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুনা কেবল ঐতিহাসিকতাই বিদ্যমান আছে, ফলে তদ্দ্বারা শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। ইংরাজরাজের ভারতীয় সেনাদলের সামরিক বিভাগে Commanders-in-chief for Bengal, Madras ও Bombay নামে আজিও সেই বিভাগের সাক্ষ্য রহিয়াছে। যে পাঁচটী সুবৃহৎ প্রদেশ মাত্র লইয়া 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটী প্রদেশেই এখন নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন; কিন্তু সকলের উপর ভারতরাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী স্বতন্ত্র গবর্ণরের দ্বারা শাসিত; কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীঢ় ও আসাম স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়াছে। বস্তুতঃ ছোটলাটের অধীন সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্সী পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল সেন্সাস রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এইরূপ একটী বিভাগ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

প্রদেশের নাম		ভূপরিমাণ মাইল
১ লেফ্‌নাণ্ট গবর্ণরসিপ্	অব বেঙ্গল	১৯৩১৯৮
২ ঐ ঐ	যুক্তপ্রদেশ	১১১২২৯
৩ ঐ ঐ	পঞ্জাব	১৪২৪৪১
৪ চিফ কমিসনরসিপ্	আসাম	৪৬৩৪১
৫ কমিশনরসিপ্	আজমীঢ়	২৭১১

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী এই ঐতিহাসিক বিভাগ সংঘটিত হইবার বহুপরে অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে একটী স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর জন্মভূমি, যাহা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা লইয়া প্রধানতঃ গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীয় দপ্তরে নিম্ন বঙ্গ (Lower Bengal) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

উপরোক্ত সীমা-সন্নিবিষ্ট বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন অসদ্ভাব ঘটে নাই। দক্ষিণে তরঙ্গ-সঙ্কুল বঙ্গোপসাগর উত্তাল ঊর্ম্মিমালায় সাগর-সৈকত বিধৌত

করিতেছে। উত্তরে হিমাচলশিখর ক্রমোচ্চ শৃঙ্গমালায় সমারোহিত হইয়া যেন একটী অভিনব দৃশ্যপট উন্মোচিত করিয়া দিতেছে। সেই তুষারমণ্ডিত শিখরশিরে অরুণকিরণ প্রতিফলিত হইয়া তুষারধবল পর্ব্বতসানু একটী জ্যোতির্ম্ময় হৈমস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দিবাভাগে কখন তাহা সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া দিগন্ত আলোকে পূর্ণ করিতেছে, কখন বা গাঢ় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছাদিত থাকিয়া অপূর্ব্ব মেঘমালার ন্যায় নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতগাত্র বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীসমূহ প্রখর গতিতে সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের সংযোগে পুষ্টকলেবর হইয়া এক একটী প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপাদনিঃসৃত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান প্রবাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা বা খাল মাত্র। [গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দেখ।]

এই নদীমালাই বাঙ্গালার শোভা ও শস্য-সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ। হিমালয়পৃষ্ঠ, অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চস্থানসমূহ বিধৌত করিয়া এই নদীমালা নিম্নবঙ্গের নিম্নভূমিতে একটী মৃদ্স্তর আনিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্ব্বরতাশক্তি এতাদৃশ অধিক যে, যে স্থলে ঐরূপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর উপত্যকা খণ্ড এবং নিম্নবঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদীজালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্যক্ষেত্রসমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কখন কখন ঐ নদী সকল বন্যাবিতাড়িত হইয়া উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠে এক প্রকার পলি পড়ে। ঐ পলিও শস্যোৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল প্রভৃতিতে জল আনিয়া চাসবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতে কূপ বা পুষ্করিণ্যাদি খনন দ্বারাও কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল কৃষিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী, গণ্ডগ্রাম, নগর বা বাণিজ্যপ্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সন্নিধানে নগরবাসিগণের স্বহস্তরোপিত পুষ্পোদ্যান, অথবা ফলবৃক্ষাদি পরিশোভিত উপবনসমূহ ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গাদি নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম বা নগরসমূহ, বিশেষতঃ স্নানের ঘাটে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতার ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রাম-মধ্য বা পার্শ্বস্থ এই সকল অট্টালিকা বা মন্দির শ্যামল গ্রাম্য বৈচিত্র্যের একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। কোথাও কোথাও ভগ্নমন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি বিধ্বস্ত হইয়া জঙ্গলপূর্ণ স্তূপরাশিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তিনিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচনার জিনিস। পার্ব্বত্য বনমালায়। ঐ সকল স্তূপোপরি গঠিত জঙ্গলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ না থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় হিংস্র জীবের বাস ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাজির অদূরেও ভিন্ন দৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন নদীবর্ত্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এতই বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূষায় সজ্জিত হইয়া দর্শকের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে।

এই বাঙ্গালা প্রদেশে যতগুলি নদী বা শাখা নদী দেখা যায়, তন্মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডক, কুশী, তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙ্গী-সঙ্গমে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত), দামোদর, রূপনারায়ণ ও মহানদী প্রভৃতি অপর কয়টী নদী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি শাখা নদী, অথবা নদীর অংশ বিশেষ বিভিন্ন নামে পরিচিত আছে। যথা—অজয়, আলংখালী, অমানৎ, আঁধারমাণিক, আড়িয়াল-খাঁ, আড়পাঙ্গাসী, আঠারবাঁকা, আত্রাই (আত্রেয়ী), ঔরঙ্গা, বহুদোনা, বাগ্দা, বাগ্দেবী খাল, বাঘখালি, বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈতরণী, বক্রেশ্বর, বক্রা, বলবীয়া, বলেশ্বর বা হরিংঘাটা, বানর, বনাস, বঙ্গদুনী, বঙ্গালী, বাণগঙ্গা, বাঙ্গারা, বাঁকা, বড়ফেনী, বরাকর, বড়কুলিয়া, বড়াল, বড়ানাই, বারাসিয়া, বর্ণার, বরুয়া, বাটী, বয়া, বেঙ্গা, বেণী, বেতনা বা বুধহাটা, ভদ্রা বা হরিহর, ভৈরব, ভার্গবী, ভোলা, ভোলারী, ভোলী, ভুরেঙ্গী, বিদ্যাধরী, বিজয়গঙ্গ, বিঞ্জাই, বিরূপা, বিষখালী, ব্রাহ্মণী, বুড়ো ধর্লা, বড়তিস্তা, বুড়ামন্ত্রেশ্বর, বড়বলঙ্গ, বুড়ীগণ্ডক, বুড়ীগঙ্গা, বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইমা, চলোনী, চন্দনা, চাঁদখালী, চেক্নাই, চেঙ্গা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিত্রা, চূর্ণী, ডাকাতিয়া, দাঁক, দুর্গাবতী, দাউস, দয়া, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী, ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনার্জি, ধনৌতী, ধাপা, ধর্ণা, ধর্ত্তা, ঢাউস, ধোবা বা কাওনদী, ধেরেম, ধূষণা, ডিম্ড়া, দুধকুমার, দুধুয়া, দুলাই, গর্ভেশ্বরী, গদাধর, গলঘসিয়া, গণ্ডকী, গণ্ডার, গাঙ্গনী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়ুই, ঘাঘর, গাজীখালী, ঘোড়াখালি, ঘুগ্রী, গোমতী, গুমানী, গুয়ামুবা, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হল্দা, হলদী, হাঁচা-কাটাখাল, হাঙ্গরা, হাঁলী, হনু, হারোয়া, হারাবর্ত্তী, হরসাগর, হাড়ভাঙ্গা, হবোরা, হাতিয়া, ইব্, ইছামতী, ইজ্নী, জয়পাল, জলধক্কা, যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, ঝপঝপিয়া, ঝরাহী, ঝিকিয়া, ঝিনাই, যৌবনেশ্বরী, কপোতাক্ষ, কালাকুমী, কালাই, কালানদী, করতোয়া, কালীগঙ্গা, কালীগাছী, কালীকুণ্ড, কালিন্দী, কালজানী, কমলা, কাণানদী, কাঞ্চী, কাংসা, কঙ্কাই, কাক্ড়া,

কাঁকশিয়ালী, কালা, কাঁসবাঁশ, কাপ্তাই, কর্করী, উত্তর ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালঙ্গ, কাশীগঞ্জ, কস্তুরাখাড়ী, কট্কী, কটুনা, কয়া, কেলো, কিউল, খয়রাবাদ, খান্‌বানদী, খারী, খড়িয়া, খরখাই, খণ্ড্য়া, খাট্‌সা, খোলপেটুয়া, খুদিয়া, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল, কোহেরা, কোইনা, ফুইয়া, কুকুই, কুল্টীগাঙ্গ, কুমারী, কুণুর, কুশভদ্রা, কৌশিকী বা কুশী, লাক্‌হাওাই, লক্ষীয়া, লক্ষীদোনা, লালবক্যা, লীলাঞ্জন, ছোট রণজিৎ, ছোট বলান্‌, লোক, লোরান্‌, মাদারি, মাতামুড়ি, মহোন, মহানন্দা, মাইপাড়া, মান, মনু, মরা-হিরণ, মেঘনা, মরানদী, মরা-তিস্তা, মর্জাতা বা কাজানদী, মরিচ্ছাপ-গাঙ্গ, মসান, মাতাভাঙ্গা বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা রায়মাতলা, ময়ূরাক্ষী, মেচী, মেন্দিখালী, মোহনী, মুহুরি, মুজনাই, মুরহর, মুড়িপালী, নাগর, নক্তি, নন্দাকুজা, নারদ, নরশিলা, নর্ত্তা, নেয়ুর, নীলকুমার, নূননদী, নুনা, পদ্মা, পাইকা, পণার, পঞ্চান, পাঁচপাড়া, পাণ্ডই, পাঙ্গাসী, পর্ব্বাণ, পসর, পাট্‌কি, পাত্‌রো, পটুয়াখালী, ফল্গু, ফেণী, ফুলঝুর, পিয়ালী, পীতাম্বু, পিথ্‌রাগঞ্জ, প্রাচী, পুণ্‌পুন্‌, পুর্ণভবা (পুনর্ভবা), রায়ঢাক, রায়-মা, রাম্মান বা রম্মান, রামরায়কা, রথেওঙ্গ, রংগুন, রণজিৎ, রারো, রাগদা, রড়ুয়া, রেহর, রোলী, রূপনারায়ণ, রূপসা, সালন্দী, শালী, শালিগ্রামী, (গণ্ডকাংশ), সন্দীপ, সঙ্গম, সঙ্কোশ, সরস্বতী, সণ্ড্য়া, সাতখড়িয়া, সৌরা, শাহবাজপুর, শিয়ালভাঙ্গা, শিয়ালমারী, শিবসা, শিখরেণা, শিঙ্গা, সিংহরণ, সিঙ্গিয়া, সিংহীমারী, শোভনালী, সোণাই, সোণাখালী, শঙ্খুয়া, শ্রী, সুবর্ণরেখা, শুন্‌ক, শূরা, তলাবা, তালেশ্বর, তাম্লানদী, তম্সন, তেরলো, তিলেয়া, তিলাই, তিলযুগা, তিতাস, তুলসীগঙ্গা, তুর্ণানদী প্রভৃতি।

উপরোক্ত নদী বা তাহার শাখাসমূহ এবং তাহাদের সংযুক্ত খালগুলি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত থাকায় কৃষিক্ষেত্রাদিতে জলদানের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে, নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াতেরও সেইরূপ সুযোগ আছে। দুঃখের বিষয়, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে নদীর গতি ভিন্নদিকে চালিত হওয়ায় অনেক নদীর প্রাচীন খাত প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ খাতগুলিতে বর্ষাঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে অতি সামান্যই জল থাকে। এরূপ খাতগুলি মরাতিস্তা, বুড়ীগঙ্গা প্রভৃতি নামে পরিচিত। অপর কতকগুলিতে স্থানে স্থানে আদৌ জল থাকে না। ইহার উপর, নানাস্থানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে কোন কোন নদীর বেগ খর্ব্ব হইয়া পলিজাত চর দ্বারা উহার পরিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। অনেক মরা নদী ভরাট করিয়া তদুপরি লৌহবর্ত্ম বিস্তারিত হইয়াছে। আবার রাজস্বের সুবিধা ও বাণিজ্যের বিস্তারকল্পে গবর্মেণ্ট বাহাদুর স্থানে স্থানে নূতন খাল কাটিয়া একদেশবাসীর মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া অপর প্রজার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন অনেক নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া এখন শস্যক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। তদ্দেশবাসী জলকষ্টে হাহাকার করিতেছে। বারিপাতরূপ জগদীশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত তথাকার প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কোথাও বা লক্‌গেট, বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা দেশরক্ষার বিধান হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় নদীর বাহুল্য থাকিতেও এখন জলাভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষে ও অন্নকষ্টে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত।

নদী ব্যতীত স্থানে স্থানে কূপতড়াগাদি হইতে স্থানীয় জলাভাব বিদূরিত হইতেছে। সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানাস্থানে পার্ব্বতীয় ক্রমোচ্চ-নিম্ন ভূমিতে বাঁধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ব্যতীত এই বাঁধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকারী। উড়িষ্যার চিল্‌কাহ্রদ ব্যতীত বাঙ্গালার আর সেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হ্রদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণাক্ত থাকায় সাধারণের নিকট ততদূর আদরণীয় নহে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ বিস্তৃত "বাদা ভূমি" গবর্মেণ্টের তালিকায় "Salt lake" বলিয়া উক্ত আছে।

মুঙ্গের, রাজগৃহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম প্রভৃতি নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উষ্ণ জলপূর্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই তীর্থক্ষেত্ররূপে বিদিত হইয়া আসিতেছে। আকাশগঙ্গা, লবণাখ্যা, মোতিঝরণা, ঋষিকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি নামে ঐ সকল প্রস্রবণতীর্থ বিদিত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। প্রস্রবণগুলি যে প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

ভূতত্ত্ব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ গবেষণা ও অনুশীলনপর হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, নিম্নবঙ্গের অধিকাংশস্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। কালবশে সমুদ্রগর্ভ যতই পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে, ততই নিম্নবঙ্গ চররূপে অভ্যুত্থিত হইয়া জনসমাজের বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভনিহিত শম্বুক মৎস্যাদির প্রস্তরীভূত অস্থি এবং নবীভূত মৃদ্‌স্তরাদি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মহাভারতের বনপর্ব্বের ১১৩ অধ্যায় যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাবিবরণে

কৌশিকী তীর্থের কিছু দূরে পঞ্চশত নদীবুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিঙ্গদেশ থাকায় বেশ বুঝা যায় যে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌশিকীর বর্ত্তমান নাম কুন্তী। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের নিকট কৌশিকীর প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাজদূত মেগেস্থনিস পাটনার ৩০০ মাইল দূরে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন *। এই বিবরণগুলি যে প্রাগুক্ত ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আজকাল যেরূপ আমরা নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে সন্দ্বীপ প্রভৃতি চরজাত দ্বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্ত্তী নদী সকলের মোহানায় পলি পড়িয়া চর হইতে ক্রমে দ্বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই কারণে অনেক স্থানের নাম-শেষে 'দ্বীপ' 'দিয়া' ও 'চর' শব্দ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, শুকচর, বকচর, কাঁটাদিয়া, রূপদিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ ঐরূপেই পলিজ চর হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

তৎকালীন লোকসমাজের প্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উপবন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সেই চরাভিধান অপসৃত হয় নাই। চক্রদহ, খড়দহ, শিবাদহ প্রভৃতি যেরূপ নদীগর্ভ হইতে কালে সৌধমালামণ্ডিত সুরম্য নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীস্রোতে সমানীত বালুকণাও মোহানাস্থ সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়া চরভূমির উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে সাগরতীর্থযাত্রিগণ সমবেত হইয়া স্নানাদি করেন, কিছুকাল পরে উহা সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে নগরে পরিণত হইয়া যাইবে।

মেঘনা নদীর সাগরসঙ্গম স্থলে বাহুরা, মানপুরা প্রভৃতি দ্বীপ যাহা ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল ভাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত, যাহা তখন সম্পূর্ণ বাদার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নাজীরচর, ফাল্কনচর নামে আরও দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও উহা জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহু লোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাবণাবাদ নামক কয়েকটী দ্বীপ, কুকুড়িমুকুড়ি চর, ধোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দ্বীপ গত ৬০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অত্যন্ত দক্ষিণভাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উত্থিত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইয়া থাকে এবং নূতন জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নদীস্রোতঃ-চালিত বালুকাকণা নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের উৎপত্তি ঘটায়, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য বহন করিয়া সমুদ্রমুখে ঢালিয়া দিতেছে, তাহা গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ গত হইল, কএকজন অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিত গাজীপুরে বসিয়া নানা উপায়প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮২৪০০০০ মণ মাটি বহন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, সুন্দরবনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী এবং তাহার পর উত্তরপূর্ব্ব-কোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও কত মাটি বাহিয়া আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

উপরোক্ত মৃত্তিকান্তরের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংসাধিত হইয়াছিল, নিম্নে বিভাগ নির্দ্দেশ সহকারে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমধার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, মোটামোটী প্রায় এক প্রকৃতির মাটি দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে উহা প্রায় একই প্রকার। ইহার সর্ব্বত্রই সমান কাঁকর ও পাথর পূর্ণ, অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি বিদ্যমান। বিন্ধ্য ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মাটির প্রকৃতির সহিত ইহার অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ এক বিষয়ে উভয়ই সমান—কাঁকর ও পাথর পূর্ণ পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে কাঁকর বা পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, (যেমন বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ,) সেখানে মাটি এত কঠিন যে তাহাকেও পাথরের অনুকৃতাবস্থা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে এবং তাহার প্রকৃতিও এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোথায়ও তদনুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই ভূভাগের মাটি বহু যুগযুগান্তর হইতে নির্ম্মিত, সুতরাং সোজা কথায় ইহাকে পাকা মাটি বলা যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, এক সময়ে সমুদ্র

* Magesthanes Fragments, vi.

গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথবা আরও পূর্ব্বে, গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় অঙ্গীভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে পদ্মার উত্তর তট পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্ব্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার—সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্রবিধৌত বালুকারাশি বিস্তৃত। তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি জন্মিয়া ঐ মৃত্তিকাকে চাস আবাদাদি কার্য্যের উপযোগী করিয়াছে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই স্বল্পপরিমাণে জলসিক্ত ও আর্দ্র রহিয়াছে। ঐ মৃত্তিকায় বালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল প্রদেশে কূপ খনন ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীর্ঘিকা খনন করা যাইতে পারে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সমুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়-পাদমূলে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মিত হওয়ার "ইওসিন্" যুগে, হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। কেবল তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ইওসিনের পর মিওসিন্, প্লিওসিন্ এবং তাহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর-নির্ম্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন্ স্তরেই প্রথম মনুষ্যসৃষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিহ্নগুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। উপর মিওসিন্ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের স্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উহাকে মানবীয় যুগের আরম্ভকাল বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া যে নিজাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বর্ত্তমান বালুকারাশি হিমালয়ের গাত্রবিধৌত প্রস্তররেণুকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একে হিমালয়ের ঢালুপ্রদেশ তায় প্রস্তর-প্রবণ অববাহিকা ভূমি, সুতরাং বালী জমিবার পক্ষে অসুবিধা কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিম্নাংশের জমি তদপেক্ষা কিছু আধুনিক হইলেও, অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকায় যে পরিমাণে দৃঢ়তা দেখা যায়, এই পুরাতন জমির কোন অংশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহক্রিয়া নিরন্তর সম্পাদিত হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ; তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, এই সকল ভূভাগ জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে এই স্তূপীকৃত অসীম বালুকারাশি ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতট হইতে নওয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে তমোলুকের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ। নৈসর্গিক কারণ বিশেষে* সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমুদ্র অন্তর্হিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে,(যাহাকে বালিয়াড়ী বলা হয়), তাহাই ঐ সকল নবোদিত স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু। এই সকল স্তূপ কোথাও খণ্ড খণ্ড পর্ব্বতাকারে বিদ্যমান আছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটস্থ বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র, কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পর্ব্বতাকারে পরিণত। এই সকল পর্ব্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্ব্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীর্থের নিকট যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে আগ্নেয় স্বভাববিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি এবং পরিণতি কতকাংশ উক্ত প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড় হইতে ঘটিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমায় দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে যে পর্ব্বতমালা প্রধাবিত হইয়া হিমালয়ে

* ইওসিন যুগে যে সাগর-জল হিমালয়তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রেতা-যুগে লঙ্কাধ্বংসের পর, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে হিমাচল পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কাস্থানে সরিয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের বিস্তৃত ভূখণ্ডও ঐ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে জলপ্রবাহে স্থানান্তরিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জনপদ ও দ্বীপাবলী পুনর্গঠন করে। নদীকূলে এই সাক্ষ্য বলবৎ। অনুমান হয় তাহাতেই বা ক্রমে নিম্নবঙ্গের উৎপত্তি।

সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্ব্বত হইতে এই বালিয়াড়ীনির্ম্মিত পর্ব্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সকল পর্ব্বতমালা বহুযুগ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকল উদ্ভূত করিয়াছে। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে।

চতুর্থ বিভাগ।—এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্ব্বত্র পললময়, কোন কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার এবং উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে অতি সুন্দরভাবে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্য্যন্ত পাথর ও কাঁকর-যুক্ত কঠিন রাস্তা ও এঁটেল মাটি এবং ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলার দোআঁস পলিযুক্ত মাটি বা কেবল রাজমহল ও মালদহের পার বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথীর ব্যাপ্ত দুই পারের মাটির তুলনা করিলে, তদুভয়ের প্রকৃতিগত ভেদ সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। যে পর্য্যন্ত নদীর ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভূভাগই চতুর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদীসমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকায় সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বদ্বীপের সমস্ত ভূমিভাগই নির্ম্মিত হইয়াছে। এজন্য প্রায় সমস্ত ভূভাগেই পলি মাটি সকল অতি অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়। ফলতঃ এই পলি মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত জমির উর্ব্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকার তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং জমি পতিত থাকিলেও যত শীঘ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না।

পূর্ব্ব কথিত ভূমিসমূহের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় জমি সর্ব্বাপেক্ষা নীরস; বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের জমির ন্যায়, কোন কালেই ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্ব্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থবিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্ম্মাণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক। এই প্রকার মাটি নির্ম্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাটার সময় সমুদ্রের ঢালু তীর ভূমিতে যে প্রকার স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসর্গিক কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল স্তবকে স্তবকে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বালুকারাশি স্তূপীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিকা-প্রকার নির্ম্মাণ করিবার প্রকরণ অন্যবিধ।

বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং সুন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভূমিনির্ম্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিয়াদ্বারা নদীর সঙ্গম-স্থলস্থ সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে খানিকটা পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট করিয়া জমাট বাঁধে না বা একবারে সেইভাবে উঁচু হইয়া উঠে না।

নদীপ্রবাহ সন্তাড়িত ঐরূপ মৃত্তিকারাশি সমুদ্রগর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে মোহনাস্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণ-ক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ, অতি অল্প পরিসরযুক্ত স্থানসমূহকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ-ভূখণ্ড নির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটী অল্পবিস্তর লম্বা আকার

প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রজলের স্রোত-বেগ আর তাহার গাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে, এই সকল গভীর রেখাই, তখন বদ্বীপ মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদিত ভূমিভাগ উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইলে, একরূপ চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্ম্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্ম্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্ম্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনায় ও আয়তনে সামান্য এবং তদ্দ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মৃদুভাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাও বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে চলিতেছে। নিত্যই মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত ভূগঠনপ্রক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। ঐ সকল জমির স্রোতবেগে তখন তাহাদের উপর নদী ও খালের যে খাত-রেখা পড়িতে দেখা যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি সুন্দরভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। কালে এ সকল নদীনালাও বিস্তৃতায়তন হইয়া সময়ে শুষ্কগর্ভ হইয়া সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌড়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণস্থ সমুদ্রভাগও এইরূপে ভরাটপ্রাপ্ত ভূমিখণ্ডের উদয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ সেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় অসংখ্য নদী বা খাল পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মূল-প্রবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মূলপ্রবাহ আজিও দুর্জ্জয় পদ্মার আকারে তটভূমি বিচূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

ফলতঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় যখন সমুদ্রগর্ভে প্রথম বদ্বীপ সমুত্থিত হয়, তখন গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল এই কারণে চিরন্তন কাল হইতে লোকে গঙ্গার সাগর-সঙ্গমকে 'গঙ্গাসাগরসঙ্গম' বলিয়া অভিহিত করে। পদ্মা বা মেঘনা সম্ভবতঃ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল, পরে নদীগর্ভে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তেজপাত ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বক্ষে নৌকা বা জাহাজ যোগে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীর খাদে প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে ঐ সকল বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গার দ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে ; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রগাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া ডাকিত। পেরিপ্লুসে গাঙ্গেয় বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে সেই অর্থেই গঙ্গার নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। পেরিপ্লুস হইতে প্রাপ্ত ইহার আনুসঙ্গিক আরও এই দুইটী প্রমাণ হইতে এই শেষোক্ত অনুমানই ঠিক বলিয়া অবধারিত করা যায়;—গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত ; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই সামুদ্রিক পোত ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ "খ্রুসে" নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ ছিল। সুতরাং গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত সমুদ্রখাড়ী বিদ্যমান না থাকিলে পেরিপ্লুসের এ দুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বদ্বীপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্ম্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তলন করিলে বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বনপূর্ব্বক, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলের আরও উত্তরপূর্ব্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে পদ্মার গতি কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙের নিম্ন দিয়া যাইয়া কীর্ত্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তথায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার মূল খাত ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে। যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে

ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, অন্যূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, তাহার অনেকাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পদ্মা এখন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থা যখন এইরূপই ছিল, তখনকার দেশবিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কাজিনগড়ের পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থান কাজিনগড় বলিয়া অনুমিত হয়। তথায় পর্ব্বতোপরি তেলিয়াগড় নামক একটী প্রাচীন কেল্লা, অনেক সুরম্য ও সুন্দর গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং অনেক ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর পূর্ব্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য।

হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্ সিয়াংএর অভিপ্রেত। বর্ত্তমান ঢাকা, পাবনা, প্রভৃতি জেলা বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পদ্মার বর্ত্তমান খাতের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত থাকে। পদ্মা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের সমতট রাজ্যের আয়তন পদ্মার প্রসরণশীল গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন ?—এ কালের বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অনার্য্য-জাতির নিবাস ছিল।

পূর্ব্বোক্ত কাজিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তট বাহিয়া প্রাচীন বঙ্গরাজ্য। উহা দক্ষিণে মেদিনীপুরের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন এক সময়ে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। উহার দক্ষিণভাগস্থিত বর্দ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গৌড়-নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল ; পরে গৌড়নগরের সমৃদ্ধি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন কি, বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড়দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমানাধিকারে লক্ষ্মণাবতীরও প্রসিদ্ধি ঘটে। গৌড় নাম প্রবল হওয়ায়, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম গুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলারও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্ত্তমান তমলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চশত নদীসমন্বিত গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানাদি করিয়া, সমুদ্রের ধার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। [তাম্রলিপ্তি দেখ।]

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লান্‌ফোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বালুকা-কর্দ্দমমিশ্রিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাদিজাত পলিজ স্তরবিশেষ (Loam) রূপান্তরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি ন্যস্ত হয়। ক্রমে তদুপরি নদীজলবিধৌত বালুকাকণা সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণা ও যশোর-জেলার নানাস্থানের পুষ্করিণী খননকালে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকান্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার শিবাদহের নিকটে একটী পুষ্করিণী খননকালে তিনি ভূপৃষ্ঠের পর যথাক্রমে 'ফাইন্ সাণ্ড' লোম, ব্লু ক্লে ও পিট্ লেয়ার (Peat layer) বা অপরিণত পাথুরে কয়লার সামান্য স্তর দেখিতে পান। নিম্নবঙ্গের স্থানবিশেষে এই পিট্ লেয়ার বা কৃষ্ণবর্ণ কয়লাস্তর ২০´ হইতে ৩০´ ফিট্ পর্য্যন্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট আছে। এই কৃষ্ণস্তরের অব্যবহিত পরে প্রায় ১১ ফিট্ পর্য্যন্ত বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমস্তর (Sand clay), তাহার পর ১৫ ফিট্ পর্য্যন্ত পুনরায় ব্লু ক্লে নামক স্তর। শেষোক্ত দুইটী স্তরে তিনি অসংখ্য উন্নতশিরঃ সুন্দরী গাছের গুঁড়ি,

বাদাবন সুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ ও শম্ব শম্বুক শ্রেণীর বহুবিধ জীবাস্থি নিহিত দেখিয়া ছিলেন। তাহাতে বেশ অনুমান হয় যে, এক সময়ে শিবাদহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশঃ উহা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সুন্দরী গুঁড়িগুলি সুন্দরবনের বিস্তৃতির সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ৪৮১ ফিট্ গভীর একটী কূপ কাটা হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ঐ কূপগর্ভ হইতে বালুকা, কর্দ্দম, পিট্ ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০ ফিট্ নিম্নে প্রথমে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি, তদনন্তর ৩৮০ ফিট্ নিম্নে সুমিষ্ট জলজীবী শম্বুক জাতির মৃতাস্থি-স্তর এবং তাহার পর ধ্বস্ত বনমালার নিদর্শন (a bed of decayed wood) লক্ষীভূত হয়। ঐ বৃক্ষাবয়বাদি নিরীক্ষণ করিলে উপলব্ধি হয় যে, বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৮০ ফিট্ নিম্নে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠস্তরটী বহুদিন পূর্ব্বে নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু ঐ ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান সুন্দরবনের সমতল প্রান্তরের ন্যায় যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে অবশ্যই উহা সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়াই সম্ভব। এরূপ স্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে ঐ বৃক্ষাদি প্রাচীন বঙ্গপৃষ্ঠ পরিশোভিত করিয়াছিল, কালে উহা ভূমিকম্পাদি কোন নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর নদীস্রোতে এই প্রভূত মৃৎপিণ্ড তদুপরি সঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে; অথবা সেই সময়ে ঐ স্থান ক্রমশঃ চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

ভূপঞ্জর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই কয়লার খনির অভাব নাই। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ বিখ্যাত। এখন বরাকর ও বাঁকুড়া জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে কয়লার খাদ কাটিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। এই সুবিস্তৃত খাদ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত একটী নিবিড় বন বিরাজিত ছিল। [কয়লা ও প্রস্তর শব্দ দেখ]

কয়লা ভিন্ন ভূগর্ভে লৌহও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীরভূমে কারখানা করিয়া লোহা গালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে দেশীয় প্রথায় লোহা গালাই হইয়া থাকে। [লৌহ দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত কারবার ছিল। গবর্মেণ্ট বিলাতী লবণ-বাণিজ্যের হিতার্থে দেশীয় লবণ প্রস্তুত প্রথা রহিত করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীয় বিধি অনুসারে দেশীয় সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। [লবণ দেখ]

বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য কোন পর্ব্বত নাই। উত্তরে একমাত্র হিমাচলপৃষ্ঠস্থ দার্জ্জিলিঙ্গ শৃঙ্গভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর তথায় রাজকার্য্যালয়াদি স্থাপন করিয়া একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন ঐ স্থান ও তৎপাদমূলস্থ কার্সীওঙ্ নগর স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমাংশে বাঁকুড়া হইতে ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পর্ব্বতগুলি বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির উদ্গারিত গলিত স্রাব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতের এক একটী অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। খশিয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি পর্ব্বতমালা এখন আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পর্ব্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত আছে। [পর্ব্বত ও প্রস্তর দেখ।]

উৎপন্ন দ্রব্য ও অধিবাসী।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা প্রদেশ বৃটিশরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা-কল্পে ৪৭টী জেলায় বিভক্ত ছিল। ঐ জেলাগুলির মধ্যে বরিশাল (বাখরগঞ্জ), ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মুজঃফরপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হয়। বাঁকীপুর বা পাটনা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুঙ্গের, সারণ, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান্য অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গোধূম জন্মে। ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব্বকথিত ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে পাট, তামাক, শুঁট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া তথাকার নানা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বগুড়া, গয়া, পুর্ণিয়া, হাজারিবাগ, লোহারডাগা, বালেশ্বর, কটক, দার্জ্জিলিঙ্গ, যশোর, মানভূম, পুরী, চম্পারণ্য (চম্পারণ), সিংহভূম, ত্রিহুত, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত চাস আছে। বর্ত্তমান কালে হাবড়া উপবিভাগে মেজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হওয়ায় উহা একটী সদর জেলারূপে পরিগণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটী জেলা বলিয়া পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সদর তত্তৎ স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত। বিশেষ বিবরণ জেলার ইতিহাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে অনেকগুলি নগর আছে, ঐ নগরগুলি প্রধানতঃ তথাকার

বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে যে গুলি বিশেষ সমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ, নিম্নে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল—

নগরের নাম	লোক	নগরের নাম	লোকসংখ্যা
কলিকাতা সহরতলী, ভবানী-পুর কালীঘাট একত্র	৮ লক্ষ	বর্দ্ধমান	৩৪ হাজার
		মেদিনীপুর	৩৩॥ "
পাটনা ১ লক্ষ	৭১ হাজার	হুগলী ও চুঁচুড়া	৩১ "
হাবড়া ১ "	৫ "	আগরপাড়া	৩০॥ "
ঢাকা	৮০ "	বরাহনগর	৩০ "
গয়া	৭৭ "	শান্তিপুর	২৯॥ "
ভাগলপুর	৬৯ "	কৃষ্ণনগর	২৭॥ "
দরভাঙ্গা	৬৬ "	শ্রীরামপুর	২৫॥ "
মুঙ্গের	৫৬ "	হাজীপুর	২৫ "
ছাপরা	৫২ "	বহরমপুর	২৩॥ "
বেহার	৪৯ "	পুরী	২২ "
আরা	৪৩ "	নৈহাটী	২১॥ "
কটক	৪৩ "	বেতিয়া	২১ "
মুজঃফরপুর	৪২॥ "	সিরাজগঞ্জ	২১ "
মুর্শিদাবাদ	৩৯॥ "	চট্টগ্রাম	২১ "
দানাপুর	৩৮ "	বালেশ্বর	২০ "

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় নিয়মানুসারে বঙ্গরাজ্যকে দ্বিখণ্ড করিয়া উহার কতকাংশ লইয়া আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও রাজশাহী জেলা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভাগে সংযুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু মধ্যপ্রদেশ হইতে সম্বলপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীভুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হইবে। এই ৭ কোটির মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বেকার। এই কারণেই যে দেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ৪॥০ কোটি লোকের মধ্যে শিশু বালিকা ও রমণীগণ গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক গৃহকর্ম্মাদি ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই করে না। অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষিকার্য্যের সহযোগিতা করে এবং তদবশিষ্ট কলকারখানায় ও গৃহস্থের বাটীতে কার্য্যে লিপ্ত থাকে। কতকগুলি বা বাঁশের কাজে, ডাকের গহনা ও জরি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে বা তদনুরূপ সামান্য শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বেকার। ইহাদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক। প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার লোক কৃষি ও ভূসম্পত্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কলকারখানায় ও বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অনুমান ১০ লক্ষ বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত। তদপেক্ষা কিছু কম দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার লোক গবর্মেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি লইয়া বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্রকৃত বঙ্গবাসীর মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদানুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম বা সামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল :—

হিন্দু—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত, বৈদ্য, বাভন, বেণিয়া, গোয়ালা, আহীর, সদ্গোপ, কৈবর্ত্ত, জেলে, তিওর, পোদ, তেলী, কলু, শুঁড়ী, কুমার, কামার, গোঁড়, তাম্বুলী, কোএরী, কুর্ম্মী ইত্যাদি এবং অনার্য্য—সাঁওতাল, কোল, ওরাওন, মুণ্ডা, ভুঁইয়া, ভূমিজ, খরবার, কোচ ইত্যাদি। অর্দ্ধহিন্দু—চণ্ডাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাগ্দী, বাওরী, চামার, মুচী, দোসাধ, মুসাহর, পাসী প্রভৃতি।* এই সকল ও বঙ্গবাসী অন্যান্য জাতির বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্যই এখানকার অধিবাসি-বর্গের প্রধান উপজীবিকা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও পাট প্রধান, তদ্ভিন্ন এখানকার কৃষকগণ আবশ্যক মত তৈলকর বীজ, ছোলা, কলাই প্রভৃতি নানা শস্যের চাস করিয়া থাকে। আমন, আউস, বোরো এবং উরী বা জাড়া (জলা) ধান বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শস্য সময়ান্তরে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাট বা কোষ্টার চাস এখন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলের চাস উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের নীল-কুটীমাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কএকটী স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে। হিমালয়-পাদমূলস্থ দার্জ্জিলিঙ্গ জেলাসমূহে চা ও সিন্‌কোনা এবং ভাগলপুর ও বেহার অঞ্চলের নানাস্থানে অহিফেনের চাস আছে।

বর্ত্তমান অবস্থা।

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্টও ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রপটে প্রতি-ফলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজি অন্নদায়ে লালায়িত। মহাভারতীয় যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব দিগন্তে রাষ্ট্র হইয়াছিল। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন। শূরবংশ, পালবংশ ও সেনবংশীয়

* Tribes and Castes of Bengal by Risley.

নরপতিগণের বীরত্বগৌরব শিলালিপিতে ও প্রাচীন কুলগ্রন্থে বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদাবনত হইবার পরও বারভূঁয়ার অতুল প্রতাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য, কংসনারায়ণ, সীতারাম প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিষয় কে না অবগত আছেন? বেশী দিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে জানকীরাম, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা বাঙ্গালার রণক্ষেত্রে সদলবলে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। তৎপরে উনবিংশ শতাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট কালুঘোষও সে বীরত্ব প্রভাবের অক্ষুণ্ণ রশ্মি বহন করিয়াছিলেন—আজিও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্রেজিল রাজ্যে বাঙ্গালীর বীরত্ব ভাতি উদ্ভাসিত করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে ও রাজদণ্ডবিধির নিয়মবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাত্রও যেন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশগুলি আর সেরূপ রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন। দরিদ্রতাদোষে তাঁহারাও সকলে এখন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে উপাধিভারমাত্র বহন করিয়াই সন্তুষ্ট। কোন কোন রাজবংশ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় গবর্মেণ্টের অধীন থাকিয়া বৃত্তিমাত্রের উপভোগী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্দ্ধমান-রাজ, বিষ্ণুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চঙ্গ-ভাকরের রাজদ্বয়, দরভাঙ্গাপতি, খুর্দ্দারাজ, যশোররাজ, কোচবিহার-রাজ, নদীয়ারাজ, নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও উদয়পুরের নরপতিবংশ এক্ষণে বল, বীর্য্য ও সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ ভিন্ন, কখনও স্বাধীনতা লাভেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। বরং রাজানুগ্রহলাভেচ্ছায় এবং স্বীয় বিষয়বাসনা পরিতৃপ্তি-কামনায় নিরন্তর অবিবেচকের ন্যায় দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ত-শোষণ করিতেছেন। অর্থক্ষয়নিবন্ধন প্রজার বাহুবল অপনোদিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব ঘটিতেছে। ধনহারা প্রজাগণ এইরূপে অন্ন বিনা মারা যাইতেছে। তাহার উপর ভগবান্ কষ্টের উপর কষ্ট দিতেছেন, দীনদুঃখীর দুরদৃষ্টক্রমে দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিতেছে, অনাবৃষ্টি হেতু জলাভাবে অন্নাভাব ঘটিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

ধর্ম্ম।

এই সকল অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় ও বৈদেশিক খৃষ্টান্ এবং আদিম অনার্য্য-ধর্ম্মসেবী দৃষ্ট হয়। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহারা সম্প্রদায়-বিশেষে বিভিন্ন। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যেরূপ হিন্দুর শ্রেণীভাগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, কবীরপন্থী প্রভৃতি যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের মধ্যেও সেইরূপ সিয়া ও সুন্নী ব্যতীত ওহাবী, ফরাজী প্রভৃতি পৃথক্ মত বিদ্যমান আছে। আবার খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান্ কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ ও প্রটেষ্টাণ্ট সমাজ ব্যতীত মেথডিষ্ট চাপেল, ওয়েস্‌লিয়ান মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুথারন্ মিসন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনার্য্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মস্রোতের প্রবল বন্যা এক সময়ে বাঙ্গালায় অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণের অধিকারে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঙ্গালায় বিরাজ করিয়াছিল, আজিও তান্ত্রিক উপাসনায় তাহার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। বৈদিক উপাসনাপদ্ধতি তৎকালে একবারেই বঙ্গ-রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হয়। তাই মহারাজ আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙ্গালায় বেদমার্গ প্রশস্ত রাখিতে চেষ্টিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণও হিন্দুধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই ব্রহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের অবান্তর ফল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালায় জৈনধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীর্ত্তির বিবরণ বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর সেনবংশের অধঃপতনে বাঙ্গালার মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীর অভ্যুদয় হয়। সেই সঙ্গে বঙ্গবাসিগণও ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালায় অনেক মুসলমান সাধু, ফকির পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল পীরস্থানে আজিও মেলা হয় এবং হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক তথায় যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা দিয়া থাকে। বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

বাঙ্গালায় মুসলমানরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষ সময়ে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত সুলতান হুসেনশাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তাঁহার তিরোধানের পর, বৈষ্ণবধর্ম্ম উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ

ধর্ম্মপ্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা এবং কাহারও কাহারও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের নিকট ভাগবতাদি প্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশদ মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া যান। তাঁহাদের সেই সুললিত পদলহরী পাঠ ও গান করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীচৈতন্যের পদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপসনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকর্ণপুর, নরোত্তম দাস, বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জ্ঞানগাথা অদ্যাপিও বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। [শ্রীচৈতন্য ও অপরাপর কবির নাম দেখ।]

বৈষ্ণব-ধর্ম্মবৃক্ষের শাখা প্রশাখারূপে কর্ত্তাভজা, গুরুসত্য, সতী-মা, হরিবোলা, রাতভিকারী এবং উৎকলের সৎকুলী, অনন্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্ম্মমত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভকালে রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মমত প্রচার করেন। তাঁহা হইতেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতি। তৎপরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান (ব্রাহ্ম) মত প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহাত্মা রামমোহন যে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে সতীদাহাদি নিবারণরূপ হিন্দুধর্ম্ম মত বিরুদ্ধ ঘোরতর সমাজ বিপ্লবকর আন্দোলন লইয়া হিন্দু অধিবাসিবর্গকে বিব্রত করিয়া তুলিতে ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে হাজী সরিৎ উল্লা ফরাজী নামক সংস্কৃত ইস্‌লাম ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন দ্বারা সুন্নী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন *। [ফরাজী দেখ।]

বঙ্গের পুরাবৃত্ত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত। এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা পশ্চিমে বেহারের সীমা হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমা এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উড়িষ্যার সীমা পর্য্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, কখন বা নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

* Bhattacharja's Castes and Sects of Bengal গ্রন্থে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংক্ষেপ পরিচয় দ্রষ্টব্য

বৈদিককালের বঙ্গ।

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটী কত প্রাচীন? এবং 'বঙ্গ' বলিলে কোন্ স্থান বুঝায়? জগতের আদি-গ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় অনার্য্যনিবাস 'কীকট' (পরবর্ত্তী নাম মগধ)[1], ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র'[2] এবং অথর্ব্ব-সংহিতায় 'অঙ্গ'[3] দেশের উল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ' নাম নাই। আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্ব প্রথম বঙ্গ নাম পাই। যথা—

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি"॥[4]

'বঙ্গাঃ' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, 'বগধাঃ' অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং 'চেরপাদাঃ' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ। এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্ব্বলতা কি দুরাহার ও কি বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদি সদৃশ।

বাস্তবিক বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনার্য্যজাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

কেবল ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়া নহে, ঋক্‌সংহিতায় কীকট বা মগধ অনার্য্যনিবাস বলিয়া নিন্দিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও 'পুণ্ড্রাঃ' বা পুণ্ড্রজনপদবাসী 'দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠা'

(১) ঋক্ সংহিতা ৩।৫৩।১৪। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮। (৩) অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।১৪।

(৪) এখানে ভাষ্যকার 'বঙ্গাঃ বনগতা বৃক্ষাঃ' 'অবগধাঃ ব্রীহিযবাদ্যা ওষধয়ঃ' 'ঈরপাদাঃ উরঃপাদাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্যটীকাকার আনন্দতীর্থ 'বয়াংসি' অর্থে পিশাচ, 'বঙ্গাবগধঃ' অর্থে রাক্ষস এবং 'ঈরপাদাঃ' অর্থে অসুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার ও টীকাকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার যেখানে বৃক্ষ, ওষধি ও সর্প অর্থ করিলেন, তাঁহারই টীকাকার সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষস ও অসুর অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ দেখিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—"Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Chera &c." (Sacred Books of the East, Vol I. p.202f,) অধ্যাপক সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয়ও তাঁহার ত্রয়ীটীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অস্মন্মতে তত্র 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানায়েদৃশং কষ্টকল্পনং নিষ্প্রয়োজনম্; অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়াঃ 'বগধা' মগধা, 'চেরপাদাঃ' চেরনামজনপদবাসিনঃ। তাস্ত্রিবিধা এব প্রজাঃ 'বয়াংসি কাকচটকপারাবতাদিসদৃশাঃ। দুর্ব্বলত্বেন চ সাদৃশ্যম্। ইহাঙ্গদেশস্যাপি মগধত্বেন পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গসৌরাষ্ট্রয়োঃ কলিঙ্গাঙ্গয়োর্ব্বোভয়োরেব চেরপাদ ইতি।" (পৃঃ ১৬৩)

ঐতরেয় আরণ্যকের উদ্ধৃত অংশের শেষোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অর্থাৎ দস্যুদিগের জনক বলিয়া ঘৃণিত এবং অথর্ব্বসংহিতায় অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনার্য্যোচিত শ্লেষোক্তি দেখা যায়। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্ত্তমান বেহার হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত ভূভাগে অনার্য্য বা আর্য্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনার্য্যপ্রভাব হেতুই ঐ সকল স্থানে আর্য্যগণ বাস করা সুবিধাজনক বা নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণকারীকে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হইত।

মনুসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নির্জ্জন বনমধ্যে দুই একজন আর্য্যঋষির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন আর্য্যসন্তান যাইতে পারিবে না,—তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে দ্বিজাতিকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।[৫]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ * বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট *। অথচ মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রকগণের বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। (১০।৪৪) ইহাতে মনে হইবে যে যখন বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন এদেশে অপর আর্য্য ত্রৈবর্ণিকের বাস ছিল না, একারণ ব্রাহ্মণ অভাবে তাঁহাদের সংস্কার লোপের সহিত তাঁহারা বৃষল ও এখানকার অনার্য্যজাতির সংস্রবে দস্যু বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।
[দস্যু ও বৃষল দেখ।]

কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে সূত্রপাত ও মহাভারতীয় যুগে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্তরজা নামে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্‌জ্যোতিরপুর স্থাপন করেন।[৮] শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু পূর্ব্বকালে মিথিলায় বিদেঘ মাথব কর্ত্তৃক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।[৯] বর্ত্তমান জল্‌পাইগুড়ী রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রাচীন 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' দেশ বিস্তৃত ছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) উক্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজধানী। এখন কথা হইতেছে যে, মিথিলা (বর্ত্তমান দরভাঙ্গা) ও আসামে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর ? মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে (৪৫অঃ) লিখিত আছে, "পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন"।[১০] এই মহাভারতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্ব্বেই পৌণ্ড্রে অর্থাৎ এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র পুরুর অধস্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।[১১]

মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, "ভূলোক পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে অনেক ক্ষত্রিয়-পত্নী বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাভারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য ঋষিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষীর

(৫) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥" (মনু)

(৬) মালদহজেলায় এখনও পুণ্ড্রগণের বাস আছে। [পুণ্ড্র দেখ]

(৭) "এতেহন্ধ্রা পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা
বহবো ভবন্তি, বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

(৮) রামায়ণ ১।৩৫ সর্গ।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৬০ পৃষ্ঠা।

(১০) "কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতং।" (কর্ণপর্ব্ব ৪৫।১৪)

(১১) "মহাযোগী স তু বলির্ব্বভূব নৃপতিঃ পুরা॥
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥
পুণ্ড্র কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি॥"
(হরিবংশ ৩১।৩৩-৩৫)

গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। তাঁহাদের নামানুসারে এক একটী দেশ বিখ্যাত।[১২]

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। এজন্য তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মহাতেজস্বী মুনিবর দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাত্মা বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগমার্গ আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়)

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙ্গবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত হয়।[১৩]

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অথর্ব্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবর্ত্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ড্রের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি যে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামানুসারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ড্রের অধিপতি মহাবল বাসুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌণ্ড্রক' নামেই পরিচিত আছেন।

বলিপুত্র অঙ্গের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাদের প্রপ্রৌত্র চম্প হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাধিপ চম্পের প্রপৌত্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। হরিবংশে তিনি 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর'[১৪] বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বিজয়ের প্রপৌত্রপুত্র অধিরথ সূতবৃত্তি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। সূত অধিরথ কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে সকলে সূতপুত্র বলিত।[১৫]

যাহা হউক, হরিবংশের বিবরণে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌরব ক্ষত্রিয়রাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই (বর্ত্তমান সময়ের পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বকালে) অঙ্গবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। এমন কি, এখানকার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সাত্বিক যোগী, ঋষি, জ্ঞানী,মানী ও মহাবীরের লীলাস্থলী হইয়াছিল। এই কারণে বোধায়ন ধর্ম্মসূত্রে ও মনুসংহিতায় যে স্থান আর্য্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গদেশ 'যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত' পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৬]

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভীমের পূর্ব্ব দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে,—

"ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর পাণ্ডববীর মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। তৎপরে তীব্র পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি, ও সাগরবাসী সকল ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন।"[১৭]

---

(১২) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি ॥"
(মহাভারত আদি• ১০৪।৫০)

(১৩) "বলে চাপ্রতিমস্তং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতেতি হ ॥" (হরিবংশ ৩১।৩৮)

(১৪) "ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়োনাম বিশ্রুতঃ।" (হরিবংশ ৩১।৫৭)। এখানে 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর' শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,—"শান্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বীর্য্যাদি দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ।"

(১৫) হরিবংশ ৩১ অধ্যায়ে পুর্ব্বাপর বংশাবলি ও অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১৬) "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥" (বনপর্ব্ব ১১৪।৪-৫)

(১৭) "ততঃ সুহ্মান্ প্র ক্ষাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাবলী ।১৬

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের উক্ত অংশ রচনাকালে বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি মগধ (বর্ত্তমান বেহার), কর্ণের রাজ্য অঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা), মোদাগিরি (বর্ত্তমান মুঙ্গের), পুণ্ড্র (বর্ত্তমান মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত), কৌশিকীকচ্ছ(বর্ত্তমান হুগলী জেলা), বঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ), সুহ্ম[১৮] (রাঢ়), প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক জেলা), কর্ব্বট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও তত্তৎপ্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিন্যস্ত ছিল। নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রিয় বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু নরপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপতি অদ্বিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক তাঁহার বন্ধু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিধন করিলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তারের সহিত কৃষ্ণদ্বেষিতাও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাঁহার অনুরক্ত ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেবের তাহা অসহ্য হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বসমক্ষেই প্রায় বলিতেন যে, "সেই গোপনন্দন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকে। আমার নিশিত সুদর্শন, আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র, আমার শার্ঙ্গনামক মহারবসম্পন্ন মহাধনু, কৌমোদকীনামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধনু, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, খড়্গ ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব। হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শঙ্খ চক্র গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধান্য দণ্ড করিব।"[১৯]

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অধিকারভুক্ত বাঙ্গালী সামন্ত ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পুণ্ড্রাধিপ কৃষ্ণদ্বেষী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্ত্তিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভুতপূর্ব্ব বীর্য্যদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন নরকহন্তা শ্রীকৃষ্ণের দিগন্তবিস্ফারিত যশোগাথা পুণ্ড্রাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও প্রায় অর্ব্বুদ পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণকারের লেখনীতেও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত যাদববীর ধরাশায়ী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌণ্ড্রকের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, কৃতবর্ম্মা, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্রূর, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীগণ আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গবীরকে পরাজয় করিতে কোন যাদববীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে যখন সাত্যকীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ড্রাধিপ সম্মুখে আততায়ীকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। দেবকীনন্দন পুণ্ড্রাধিপের শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া

দণ্ডঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ ॥১৭
জারাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ কর্ণমভ্যদ্রবদ্বলী ॥১৮
স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা।
যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥১৯
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত।
ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥২০
অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥২১
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥২৫ (সভাপর্ব্ব ৩০ অঃ)

(১৮) সুহ্মকে কেহ কেহ মেদিনীপুর জেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ।"

(১৯) হরিবংশ ভবিষ্যপ০ ৯৯ অঃ।

সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "এই পৌণ্ড্রকের কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! কি দুঃসহ ধৈর্য্য!" যাহা হউক অতিশ্রান্ত বঙ্গবীরকে নিপাতিত করাও শ্রীকৃষ্ণের সহজসাধ্য হয় নাই। দুই বাসুদেবে বহুক্ষণ রণক্রীড়া চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব সহস্রঅরসংযুক্ত নিশিত চক্রদ্বারা বঙ্গাধিপকে নিপাতিত করিলেন। সেইদিন বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী পুণ্যভূমি দ্বারকায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাঁহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিষ্কাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাজের প্রবর্ত্তক।[২০]

কর্ণপর্ব্বে মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র-মগধাদি দেশের মহাত্মারা পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। সেই শাশ্বত ধর্ম্ম কি? তাহা ঔপনিষদ ধর্ম্ম—তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদে পাইয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা ও ওঁঙ্কার-তত্ত্ব লাভ করেন।[২১] উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা অন্তর্যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণাদিকেও শিখাইতেন।[২২] বলিতে কি অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।[২৩] মিথিলায় অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, মগধে বিস্তৃতি এবং অঙ্গবঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রস্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডপর আর্য্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেন।[২৪] তাঁহারা উপনিষদ্ হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয়জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার ধম্মপদে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয়প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।[২৫] ইহা যে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সংঘর্ষের ফল এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যে বোধিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে।[২৬] অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন।[২৭] পূর্ব্ব ভারতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে যেরূপ সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেরূপ মনে করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অপর শাখা, ঔপনিষদ-ধর্ম্মসম্ভূত! তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্ত্বিক ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের সম্মান[২৮] ও সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা[২৯] প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই আমরা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্ব্বেদ[৩০] ও সকল প্রাচীন ব্রহ্মশাস্ত্রে অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাহ্মণশাস্ত্র এবং

(২০) হরিবংশ ৩১ অধ্যায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১।৯।১, ৫।৩।৭।

(২২) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১৮।১, কৌষীতকী উপনিষদ্ ২।৫।

(২৩) কৌষীতকী উপনিষদ্ ১।২-৩।

(২৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৫।১।

(২৫) জিনসংহিতা, ও আচারাঙ্গ সূত্র প্রভৃতি জৈন এবং মহাবগ্‌গ, অম্বট্ঠ-সুত্ত প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদে-৬।২।৭ "শ্রমণ" এবং গৌতমধর্ম্মসূত্রে ৩।২৭ "শ্রামণ্যক" ভিক্ষুসূত্রের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বুদ্ধের ধম্মপদ ও আচারাঙ্গসূত্রে শ্রমণের লক্ষণ দেখ। এছাড়া আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে ২।৯।১০ ও গৌতম-ধর্ম্মসূত্রে (৩।১৮-১৯) যেরূপ ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈন-বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত শ্রমণ-ধর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

(২৭) মহাবগ্‌গ ৬।৩৫।২ দ্রষ্টব্য।

(২৮) ধম্মপদ দেখ।

(২৯) মহাবগ্‌গে বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সকল যজ্ঞ মধ্যে অগ্নিযজ্ঞ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাবিত্রী মন্ত্র প্রধান।" (মহাবগ্‌গ ৬।৩৫।৮)

(৩০) Jacobi's Kalpasutra (Sacred Books of the East, Vol. xxii. p. 221)

বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ আলোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপণ্ডিত জেকোবি লিখিয়াছেন, 'জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিক্ষু বা শ্রমণধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইলেও তাহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জন্যই বিহিত হইয়াছিল।'[৩১]

বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও নানাপুরাণ আলোচনা করিয়া পাইয়াছি যে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, ও সুহ্মের ক্ষত্রিয় বীরগণ পরস্পর আত্মীয়তা ও মিত্রতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন ; তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। তাহার কারণ এই, এখানকার ক্ষত্রিয়বংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই সাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া উন্নত ও একভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগ্রন্থ এ সম্বন্ধে অনেকটা নিস্তব্ধ থাকিলেও প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি ব্রাহ্মণশাস্ত্রসমূহ যেরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, আদি জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহও সেইরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরম্পরাগত জৈন গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে জিনধর্ম্ম প্রচারক ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কেবল আদি জিন ঋষভ দেব ব্যতীত ২ অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ৪ অভিনন্দন, ৫ সুমতিনাথ, ৬ পদ্মপ্রভ, ৭ সুপার্শ্ব, ৮ চন্দ্রপ্রভ, ৯ সুবিধিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংসনাথ, ১২ বাসুপূজ্য, ১৩ বিমলনাথ ১৪ অনন্তনাথ, ১৫ ধর্ম্মনাথ, ১৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুন্থুনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ মুনিসুব্রত, ২১ নমীনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্শ্বনাথ ও ২৪ মহাবীর এই ২৩ জন তীর্থঙ্করের সহিত বাঙ্গালীর সংস্রবঘটিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন সমাজে 'দেবাধিদেব' অর্থাৎ দেবব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত।[৩২]

উক্ত তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাঙ্গালার মানভূম জেলাস্থ সমেতশিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়বঙ্গে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই তৎপ্রচারিত চাতুর্যামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩৩] অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়া জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।[৩৪] যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মরক্ষার সাত্বত ধর্ম্ম প্রচারে নিরত, সেই সময়ে তাঁহারই এক জ্ঞাতি ক্ষাত্র ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচার্য্যগণ তাহা রক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজের আর এক দিক্‌কার চিত্র দেখিবার অবসর দিয়া গিয়াছেন। যদিও তৎকালে জিনধর্ম্ম আর্য্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পূর্ব্ব ভারতের এক প্রান্তে ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যুক্ত ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অল্পবিস্তর চিত্রিত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় ক্ষত্রিয়-প্রচারকদিগের উত্তেজনায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত ইতিবৃত্ত তর্কসঙ্কুল বলিয়া ও নিঃসন্দেহ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

মহাভারতকার "বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানঃ"[৩৫] বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণ ভারত-প্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাহ্মণপ্রাধান্যও বাড়িয়া উঠে। ঐ সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মকাণ্ডপ্রচারের সহিত পৌরাণিক দেবপূজাপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়েতর জনসাধারণ অনেকেই আদরের সহিত কর্ম্মকাণ্ড-বহুল সহজ পূজায় অনুরক্ত হইতেছিল। কিন্তু সে সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয় প্রভাব হ্রাস হইলেও পূর্ব্ব ভারতে এক কালে হ্রাস হইতে পারে নাই। বরং এখানকার ক্ষত্রিয়গণের অভ্যুদয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডবহুল দেবপূজায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র-জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা অসিচালনা অপেক্ষা মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুষার্থ মনে করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পূর্ব্বভারতে বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

(৩১) "It may be remarked that the monastical order of the Jainas and Buddhist though copied from the Brahmans were chiefly and originally intended f r Kshatriyas"—*Sacred Books of the East*, Vol. xxii. . p. xxxff

(৩২) অঙ্গরাজবংশে বিজয় প্রভৃতি দুই একজন রাজকুমার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণেরও পূজিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এ কথা আমাদের হরিবংশ হইতেও পাওয়া যায়।

(৩৩) জৈন শব্দ এবং ভগবতী সূত্রে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩৪) জৈন হরিবংশে ৬১ ও ৬২ সর্গ।

(৩৫) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৩০।১৯।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৬।২।১০০) ও জৈন হরিবংশ পাঠে জানিতে পারি যে ভারতীয় যুগের পর পূর্ব্বভারতে "অরিষ্টপুর" ও "গৌড়পুর" নামে দুইটী প্রধান নগর ছিল। জৈন হরিবংশে অরিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপুরের নামকরণ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। ঐ তিনটী প্রাচীন নগরীর মধ্যে গৌড়পুর পুণ্ড্র-দেশে ও অরিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হয়। গৌড়পুর হইতেই পরে গৌড়রাজ্যের নামকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থোক্ত সিংহপুর নামক প্রধান নগর সুহ্ম বা রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ়দেশও পূর্ব্বকালে এক সময় সিংহপুর রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখন "সিংহভূম" প্রাচীন সিংহপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

জৈনদিগের অঙ্গ ও কল্পসূত্র অনুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্ধাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজভবনে অগ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ ঔপনিষদীয় অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন।

পার্শ্বনাথ স্বামী বৈদিক পঞ্চাগ্নিসাধনাদির প্রতিকূলে স্বীয় মত প্রচার করিলেও জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ ভগবতীসূত্র হইতে জানিতে পারি যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর চতুর্ব্বেদাদি অবহেলা করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পার্শ্ব উপাসক ও শ্রমণের শিষ্য। তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।[৩৬] এক সময়েই মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়, উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।[৩৭] উভয়েই আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা এবং জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জন্মকালে অঙ্গদেশে ব্রহ্মদত্ত এবং মগধে শ্রেণিক বিম্বিসারের পিতা ভট্টিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাজয় করেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অঙ্গের রাজধানী চম্পা পুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি রাজগৃহে আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রেণিক বিম্বিসার যে সময় চম্পায় অধিষ্ঠিত, সেই সময় বুদ্ধদেব সঙ্ঘের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন।[৩৮] সেই সময় হইতেই বুদ্ধদেবের প্রতি মগধপতির ভক্তিশ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়।

মহাবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারই কিছুপূর্ব্বে জটিল উরুবিল্ব কাশ্যপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞসভায় অঙ্গ ও মগধের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল।[৩৯] উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্ব্বভারতে যাগযজ্ঞের আদর ছিল, বহুদূর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আসিত।

বৈদিক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট আদর ছিল। আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ঋষি-রমণীগণ শিক্ষিত আর্য্যমহিলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে বেদপাঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে মহাবীর ও বুদ্ধদেব রমণীগণকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।[৪০] সাধারণের বিশ্বাস যে, মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শূদ্রকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তখনও কেহ দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে বর্ণধর্ম্মের কঠোরতা শিথিল করিতে সমর্থ হন নাই। দুই একজন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সাধারণ শূদ্রজাতিকে উচ্চ জ্ঞানমার্গের অনধিকারী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।[৪১]

রাজগৃহপতি বিম্বিসার (শ্রেণিক) মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েরই ধর্ম্মোপদেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ হয়, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাতশত্রু, জৈন গ্রন্থে ইনি কুণিক নামে খ্যাত। অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া চম্পায় আসিয়া রাজধানী করেন।[৪২] এই সময় হইতে কিছুকাল চম্পা নগরী (ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পাই নগর) ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অজাতশত্রুর সময়ে গণধর সুধর্ম্ম স্বামী জম্বূস্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন।[৪৩] কিন্তু তৎকালে বেশী লোক বুদ্ধমতেরই অনুরক্ত ছিল। কিছুকাল পরে জম্বূস্বামীর শিষ্য বৎসগোত্রসম্ভূত শয়ম্ভব আসিয়া চম্পায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বহু লোক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত

---

(৩৬) Sacred Books of the East, Vol. XXII p 194

(৩৭) অম্বট্‌ঠ সুত্ত In the Sacred Book of the Buddhist Vol I and আচারাঙ্গসূত্র in the Sacred Book of the East Vol XXII p, 191.

(৩৮) মহাবগ্‌গ ৯ম স্কন্ধ ১। (৩৯) মহাবগ্‌গ ১।১৯।১-২।

(৪০) বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের অধিকার ও কার্য্য-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

(৪১) মহাবগ্‌গ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিতেছেন, 'কোন দাস (শূদ্র) প্রব্রজ্যা লইবে না। যে তাহাকে প্রব্রজ্যা উপদেশ দিবে, সে দুষ্কট পাপে লিপ্ত হইবে।" (মহাবগ্‌গ ১।৪৭)

(৪২) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৬।২২।

(৪৩) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৪।৯।

হইয়াছিল। এই সময়ে মগধাধিপ অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ী গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ মতে, বীর মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারিবর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জম্বুস্বামী মোক্ষলাভ করেন।[৪৪]

প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কল্পকপুত্র শকটালের ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ৯ম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্রের কিছু পূর্ব্বে জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যে সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার কাশ্যপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটী শাখার সৃষ্টি,—এই চারি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসী কর্ব্বটিয়া।[৪৫] এই শাখা চতুষ্টয়ের নাম হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক্) কোটিবর্ষ (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোট পরগণা), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্ব্বট* (সম্ভবতঃ মানভূম জেলায়) অর্থাৎ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বতন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনদিগের প্রতিপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার। চাণক্যের কৌশলে নন্দকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্বমতে—বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক।

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত, সর্ব্বত্রই জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে জৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহূত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অনুষ্ঠান সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্তগণের চেষ্টায় সমস্ত ভারতে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র ভারত হইতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব অতিশয় খর্ব্ব হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাজগণের চেষ্টায় এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল, তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন যে আর ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি 'বৃষল' বলিয়া লাঞ্ছিত হইলেন। ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি এবং অশোকের অভ্যুদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তের অপত্য বলিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" (Sandrakoptas) নামেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত। [ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শূদ্র বলিয়া চিহ্নিত হইলেও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি ক্ষত্রিয় এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি কতকটা ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভোজনশালায় শত শত পশুবধ হইত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে আফগানস্থানের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর য়ুরোপ ও আফ্রিকায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবন-রাজগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের সময়ে তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গের নানাস্থানে অশোকের ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশোকের সময় বঙ্গভূমে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২৪১৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর মুসলমান অধিকার চলিয়াছিল।[৪৬] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বলি-পুত্র অঙ্গ বঙ্গাদি হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকারের সূত্রপাত। তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্বে বা পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বেকার কথা। অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই এদেশে ক্ষত্রিয়াধিকার প্রচলিত হইয়াছিল।[৪৭] এখন আবুল-

---

(৪৪) পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৪।৬১।

(৪৫) জৈনকল্পসূত্র দ্রষ্টব্য।

* মূলে "দাসীখব্বটীয়া" আছে। 'কর্ব্বটীয়া' পাঠই সাধু। মহাভারতে "কর্ব্বট" নামই আছে। (সভাপর্ব্ব ২৯।২৩)

(৪৬) Col. H S Jarrett's Ain-i-Akbari. Vol I p. 143-146.

(৪৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঞ্চলের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিল এবং সেই পুরাকালীন কায়স্থরাজগণ তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপ-গণেরই মতানুবর্ত্তী ছিলেন।

অশোকের পর তৎপৌত্র সম্রাট্ দশরথ জৈনধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জ্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আজীবকগণের সম্মানার্থ বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌর্য্যবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম সঙ্গত, শালিশূর্ক, সোমশর্ম্মা, শতধন্বা ও বৃহদ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌর্য্য-প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। অশোক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাঁহার পরলোকগমনের সহিত সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক দূরদেশে শাসন-সুনির্ব্বাহের জন্য রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সুযোগ-ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌর্য্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার ক্ষীণালোকও পাই নাই।

অশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৭৫-২৭৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [প্রিয়দর্শী দেখ] অবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, অশোকের পর ১০০ বর্ষ মৌর্য্যাধিকার চলিয়াছিল।

উদয়গিরির হাথীগুম্ফায় ১৬৪ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের সুবৃহৎ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল তাঁহার ১২শ রাজ্যাব্দে (অর্থাৎ ১৬৩ মৌর্য্যাব্দে) গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি তাঁহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়, ঐ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। এরূপ স্থলে ২০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। তিনি অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষী না হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান্ জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে জৈনা-চারই প্রবল হইয়াছিল। বঙ্গাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে কুসুম্বক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। খারবেল ভিক্ষুরাজ যে মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌর্য্যপতি বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বৃহদ্রথও পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

বৃহদ্রথের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্যবল পরিদর্শন করাইবার ছলনায় দুষ্ট পুষ্পমিত্র নিজ স্বামী মৌর্য্য বৃহদ্রথকে পিষিয়া ফেলিয়াছিলেন।† এইরূপে সেনাপতি পুষ্যমিত্র মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রী কারারুদ্ধ হইলেন। পুষ্যমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মণাভ্যুদয়।

পুষ্যমিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণপুরোহিতের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ৫ম অঙ্কে পুষ্পমিত্র বিদিশায় প্রিয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই। যথা—'স্বস্তি, যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৈদিশস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, বিদিত হও, আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিবর্ত্তনীয় ও নিরর্গল অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার আদেশে শতরাজপুত্র পরিবৃত হইয়া শ্রীমান্ বসুমিত্র অশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত। সেই অশ্ব সিন্ধুর দক্ষিণ কূলে উপস্থিত হইলে অশ্বা-রোহী যবনসৈন্য ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অশ্বরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। সগরপৌত্র অংশুমান্ যেমন অশ্ব ফিরিয়া আনিয়া যজ্ঞ সমাধা করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া বধূদিগকে লইয়া যজ্ঞ সেবার্থ আগমন কর।‡

অশ্বমেধসম্পন্ন করিয়া পুষ্যমিত্র ভারতের সম্রাট হইয়া-ছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্বভারতে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হন। এই পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি মিনিন্দ (Menander) মধ্যমিকা ও সাকেত জয় করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাঁহাকে

* Actes du Sixieme congres Orient. tome iii. pp. 174-7.

† "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বলঞ্চ বলদর্শনব্যপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যঃ
সেনানীরনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনম্।" (হর্ষচরিত)

‡ "স্বস্তি যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষজ্যানুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু। যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গল-স্তুরঙ্গমো বিসর্জ্জিতঃ। স সিন্ধোর্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। তত উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দ্দঃ।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ॥...

সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরপৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীম-কালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেবনায়াগন্তব্যমিতি।"
(মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক)

ফিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্ব্বে যবনেরা অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। অনেকে মনে করেন যে, তৎকালে যবনেরা অশোককীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ মতে পুষ্যমিত্রই অশোকের কীর্ত্তিলোপের কারণ। যাহা হউক, যবন আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে বৃদ্ধ নৃপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরকে ফাঁকি দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে অভিনয় কালে মিত্রদেবের হস্তে অগ্নিমিত্র ছিন্নশিরা হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা অগ্নিমিত্রের কনিষ্ঠ সুজ্যেষ্ঠকে রাজা করিলেন। কিন্তু শুঙ্গ সুজ্যেষ্ঠের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজ্যভোগ ঘটিল না। মহাবীর বসুমিত্র অল্পদিন পরেই পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যই মহাবীর বসুমিত্র দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ বিপ্র আনাইয়া তাঁহাদিগকে রাজগৃহ প্রদান করিয়াছিলেন। বসুমিত্র ও তৎপরবর্ত্তী অন্তক, পুলিন্দক, ঘোষবসু, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূমি প্রভৃতি শুঙ্গ রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। এই বংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় ৭৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন।

দেবভূমি অতিলম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বসুদেব সিংহাসন অধিকার করেন। বসুদেব হইতেই কাণ্ব বা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা। বসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্ম্মা কাণ্ব বংশীয় এই ৪ জন নৃপতি ৪৫ বর্ষ মাত্র (প্রায় ২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগকে শাকদ্বীপী বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের সময়ে কেবল পূর্ব্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং পৌরাণিকগণেরও অভিনব অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের আধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে শকজাতির অভ্যুদয়। [ভারতবর্ষ শব্দে শক বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বসুমিত্রসম্মানিত রাজ্যগৃহস্থিত বৈদিকবিপ্রগণ বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই ১৪টী গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসন্তান বঙ্গের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও জৈন-বৌদ্ধপ্রভাবময় বঙ্গের জলবায়ুগুণে কিছুকাল পরে অনেকটা বৈদিকাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের স্থানে স্থানে বন্য প্রদেশে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির আধিপত্য হইতে দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজগণের হস্তে কাণ্ববংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর পশ্চিমভারতে শকক্ষত্রপগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখনকার রাজধানী তাঁহাদের বাসপোযোগী হয় নাই। তাঁহারা এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তৎকালে পূর্ব্বভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধিগণের স্বার্থ সাধনচেষ্টায় রাজ্য মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল; তাহারই ফলে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক এক স্বাধীন নরপতির শাসনাধীন হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শকাধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাকদ্বীপী কাণ্বব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোপদেশে শাকরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্জক হইয়া পড়িলেন। প্রজাগণও তাঁহাদের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাঁহাদিগকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকদিগের শুভদিন আসিয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে শকাধিপ কনিষ্ক ভারত সম্রাট্ হইলেন। সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহারাজ কনিষ্কের যে স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, যে পূর্ব্বভারতও কনিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও তাঁহার শিলালিপিসমূহ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার যত্নে বারাণসীর ন্যায় অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেও মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজ কনিষ্কের পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশাবরে) রাজধানী ছিল। তিনি এই সুদূর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কাসঘর, য়ারকন্দ, খোতন প্রভৃতি মধ্য এসিয়াস্থ সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাদ্রি এবং পূর্ব্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মপিটকসম্প্রদায়-নিদান'নামক বৌদ্ধগ্রন্থমতে মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার রাজাকে জয় করিয়া বৌদ্ধস্থবির অশ্বঘোষকে লইয়া যান। সম্প্রতি সারনাথ হইতে তথাকার সমতল ভূমির ১০হাত মৃত্তিকা নিম্নে সম্রাট্ কনিষ্কের শিলালিপি ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলালিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে বারাণসী-প্রদেশ মহারাজ কনিষ্কের অধীন খরপল্লন নামক এক (শক) ক্ষত্রপের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্ঘাটিত হইলে সারনাথের ন্যায় সুপ্রাচীন কনিষ্ককীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব, পূর্ব্বভারতে তাঁহার অধীনে কোন্ ক্ষত্রপ (Satrap) আধিপত্য করিতেছিলেন।

কনিষ্কের প্রভাবেই শক, যবন, পারদ ও ভারতীয় ভাস্কর-শিল্পের সমীকরণ হয়। সম্রাট্ অশোকের সময় কেবল ভারত বলিয়া নহে, সুদূর মধ্যএসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পূজার আবশ্যকতাও কেহ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, শাকদ্বীপায়গণই ভারতে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রচার করেন। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া মহাযান মত প্রচারের সহিত শাকপতি বুদ্ধের লীলাবিষয়িণী নানা প্রতিমা গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপূর্ব্ব ভাস্করশিল্পের নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে ভারতীয় শিল্পিগণ সভ্যজগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

কনিষ্ক যে মহাযান মত প্রচার করিয়া যান, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব।

মহারাজ কনিষ্কের পর তৎপুত্র হুবিষ্ক বা হুষ্ক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পেশাবর হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। নানাস্থান হইতে তাঁহার যে সকল শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও সময়ে পূর্ব্বভারত শাসন করিবার জন্য পাটলিপুত্রে তাঁহার অধীনে একজন ক্ষত্রপ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হুবিষ্কের পুত্র শকাধিপ বসুদেব বা বাসুদেব। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার মুদ্রায় শিব, ত্রিশূল ও নন্দিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় তাঁহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। কনিষ্ক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া যান, বসুদেবের সময় তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তাঁহার অধীন দূরদেশবাসী ক্ষত্রপগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীপতি রুদ্রদাম প্রধান। তিনি অল্পকাল মধ্যেই অবন্তী, অনূপ, নীবৃদ, আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্রের ক্ষত্রপও তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই রাজদ্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। অঙ্গ-বঙ্গের সামন্তরাজগণও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারসিক সাসনবংশ মস্তকোত্তলন করিতে থাকেন। বলিতে কি, বসুদেবের মৃত্যুর সহিত উত্তরভারতীয় শাকসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল এবং আভীর, গর্দ্দভিল্ল, লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানাস্থান অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল, ক্ষত্রপনাম উত্তরভারত হইতে বিলুপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইতিহাস লিখিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্ব্বভারতের নানা স্থানে কর্তৃত্বস্থাপনে প্রয়াসী সামন্তগণের দ্বারা অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর কম্বোজ (বর্ত্তমান কম্বোডিয়া), অঙ্গদ্বীপ (অন্নম্) ও যবদ্বীপে গমন করেন এবং নবজিত কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে শৈব ও ব্রাহ্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন ; বহুশত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে মধ্যভারতে ত্রৈকুটক বা হৈহয়বংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদিগকে পরাজয় করিয়া চেদি বা কলচুরি সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। তাহার অভ্যুদয়ে হৈহয়গণ অঙ্গবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দের শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচ নামে দুইজন সামন্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া উঠেন। ঘটোৎকচের পুত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পুষ্করাধিপ চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করেন। বাঁকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্দ্রবর্ম্মা, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, গণপতিনাগ, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এছাড়া অচ্যুত ও নাগসেনের ধ্বংস-সাধন, এবং কোশলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকান্তারপতি ব্যাঘ্ররাজ, কেরলপতি মণ্টরাজ, পিষ্টপুরাধিপ মহেন্দ্র, কোট্টুরপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লির দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবিমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গির হস্তিবর্ম্মা, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রপতি কুবের, কুস্থলপুরাধিপ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের নরপতিগণকে পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিল। দৈবপুত্র, শাহী, শাহানুশাহী, শক, মুরুণ্ড, এবং সিংহল ও অপর দ্বীপবাসিগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানস্তান হইতে পূর্ব্বে কামরূপ চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত তাঁহার

অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিবার জন্ম সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট্‌গণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের যত্নে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের নানাস্থানে গুপ্তরাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কায়স্থ-সামন্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্ণসুবর্ণে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে শুঙ্গ ও কাণ্বংশের যত্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের রুচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ কনিষ্কের সময় ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ও বহু দেবদেবীপূজামূলক মহাযান মত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপ্রচারে যত্ন ও আগ্রহ থাকিলেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধ-শ্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। মহাযান মতের রূপান্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় গুপ্ত নৃপালগণ নিষ্ঠাবান্ শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্ম তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন কোন গুপ্তরাজ গোঁড়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্য কালেই গৌড়বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই গৌড়ীয় তান্ত্রিকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদিকতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তান্ত্রিক প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্ব্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী আনাম ও কম্বোজ রাজ্যে এবং দক্ষিণে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিংহলে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কম্বোজ ও যবদ্বীপ হইতে নির্জ্জন বন মধ্যে যে সকল প্রাচীন তান্ত্রিক দেবদেবীমূর্ত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল শিল্প মধ্যে গৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্ত স্মৃতির অভাব নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্ত্তিতে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় আদর্শ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বীরজাতির আদর্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের তান্ত্রিক প্রভাবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া এবং বঙ্গীয় তান্ত্রিক আচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তমলুক হইয়া সমুদ্র পথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন-সম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের "কাষায়" ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষ-বিজয়ধারণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থদ্বয় জাপানের প্রসিদ্ধ 'হোরিউজি' মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

গুপ্তসম্রাট্‌গণ সকলেই দেবব্রাহ্মণভক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা বিশেষ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গুপ্ত-রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে অশোকের অম্বরচুম্বি প্রভৃত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজ-ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম ও মঠ দেখিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য্য অবস্থিতি করিতেন। তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধতন্ত্রানুরাগী প্রধান আচার্য্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্ম আগমন করিতেন। এখানে ফা-হিয়ান্ বুদ্ধদেবের রথ-যাত্রা মহোৎসব উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিন বর্ষকাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ নকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে চম্পায় আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়াও তিনি ২৪টী সঙ্ঘারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য্য সন্দর্শন করেন। এখানেও চীনপরিব্রাজক দুই বর্ষকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধসূত্র নকল করেন ও বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি আঁকিয়া লয়েন। তিনি হিন্দুদিগকে ঘৃণার

* Anecdota Oxoniansis, Aryan series, part iii.

চক্ষে দেখিতেন, সেজন্য ঐ সকল স্থানের হিন্দুকীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ রাঙ্গামাটী) ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তরাজগণ কে কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি এক জন ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাস করাইয়াছিলেন।† প্রায় ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনোজপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন সসৈন্যে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি, তৎকালে এ দেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইলে গৌড়রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এ সময়ে গৌড়বঙ্গ হিরণ্যপর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর জেলা), কজুঘির, পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলা), সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ), এবং কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান রাঢ়ভূভাগ) এই কয়টী ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং ঐ সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম, মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণসুবর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনতা ও নানা ফলফুলশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ এবং তাম্রলিপ্তে বাণিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধন-সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মগধে গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেন প্রবল হইয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি ও পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন! তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে সৌর ছিলেন এবং তাঁহাদের যত্নে পূর্ব্ব ভারতে অনেকেই সৌর মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহারই কিছু কাল পরে ভগদত্তবংশীয় ভাস্করবর্ম্মার বংশধর কামরূপপতি হর্ষদেব গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের প্রতাপশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্তরাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাপরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। ইহারই অত্যল্প কালে পরে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদলাভাশায় কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্মীরপতি গৌড়পতিকে বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা তাঁহার বধ সাধন করিলেন। তৎকালে গৌড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাগণ্য ছিল। কএক জন রাজভক্ত বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাসকেশবের মন্দিরাভিমুখে এক দিন সহসা অগ্রসর হইল। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বেই মন্দিরের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস করিল ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যেই সাগরতরঙ্গের মত কাশ্মীর সৈন্য আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়দিগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল।

রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিল। ধন্য বাঙ্গালীর রাজভক্তি! ধন্য সাহস! কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্হণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

"তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমত্তুদুজ্জ্বলীকৃতা।
স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥৩৩১
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩৫)

অর্থাৎ তাহাদের রুধিরধারায় অসামান্য স্বামিভক্তি আরও উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বসুন্ধরা ধন্যা হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামীর গৌরবাস্পদ মন্দির শূন্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভূমণ্ডলে গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে!

কাশ্মীরপতির গৌড় আক্রমণ ও গৌড়পতির কাশ্মীর গমন হেতু গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ (ব্রাহ্মণকাণ্ড)৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ খড়্গাবংশ ও রাঢ়ে দেবদ্বিজভক্ত শূরবংশ প্রধান। খড়্গাবংশের যিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাঁহার নাম খড়্গোদ্যম,* এবং শূরবংশে যিনি প্রথম মস্তকোত্তলন করেন, তাঁহার নাম কবিশূর।† উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বহু বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। খড়্গোদ্যম সমতটে (বর্ত্তমান ঢাকা জেলায়) এবং কবিশূর উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গা এবং জাতখড়্গোর পুত্র দেবখড়্গা। দেবখড়্গোর তাম্রশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

শূরবংশের অভ্যুদয়।

দেবখড়্গোর সময়েই উত্তররাঢ়ে বা কর্ণসুবর্ণে আদিশূরের অভ্যুদয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত, তিনি পূর্ব্বোক্ত কবিশূরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার রাজধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্হণ উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জপতি (বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক) যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাঁহার হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাক্‌পতির গৌড়বধ কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্ম্মদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

[যশোবর্ম্মদেব দেখ।]

ব্রাহ্মণভক্ত মহারাজ জয়ন্তশূর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্যকুব্জেই মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের আশ্রয়ে প্রধান সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন, এ কারণ আদিশূর তাঁহার নিকটই ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। গৌড়দেশ বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজপতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে আদিশূর কৌশল করিয়া কএক জন বীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাইলেন।‡ গোব্রাহ্মণবধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্নে গৌড়ে বৈদিকাচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে থাকে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি কালেই কাশ্মীরপতি কায়স্থবীর ললিতাদিত্যের পৌত্র মহারাজ জয়াদিত্য নানাস্থান জয় করিয়া ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাত ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছদ্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহবধ করেন, এই সময়েই তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ুর পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত সিংহ ও কেয়ুর দর্শন করিয়া তাহা গৌড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়ুর পাইয়া গৌড়পতি জানিলেন যে কাশ্মীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য ছদ্মবেশে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কাশ্মীরপতিকে বাহির করিয়া ফেলিলেন! জয়ন্তশূরের এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহার নাম কল্যাণদেবী। গৌড়পতি পরম সমাদরে জয়াদিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে তাঁহার করে কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশের সহিত গৌড়ের কায়স্থরাজ জয়ন্তশূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকার মধ্যে নানাবিধ নিরগ্নিক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলায় সপ্তশত ঘর একত্র বাস করিতেন; যে স্থানে এই সপ্ত শত ঘর বাস করিতেন সেই স্থান "সপ্তশতিকা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই স্থাননাম হইতে এই শ্রেণির ব্রাহ্মণেরাও পরবর্ত্তী কালে "সপ্তশতী" নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা মতে তাঁহারা 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত' অর্থাৎ শূদ্রাচারী হইলেও সকলে কুলাচারী, আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর, শান্তিকার্য্যে পটু ও গুণবান্ ছিলেন। আদিশূরের অনুগ্রহে নবাগত সাগ্নিকব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পুনঃসংস্কৃত হইয়া হিন্দুরাজসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্নিক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিপ্রগণ বৈদিকাচারপ্রবর্ত্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার কারণ কি?

প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার বিলুপ্ত হয়, এবং প্রজাসাধারণ শূদ্রাচারী অথবা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এইরূপ রাঢ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ

---

* আসরফপুর হইতে আবিষ্কৃত দেবখড়্গের তাম্রশাসন।

† বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম।

‡ কোন কোন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনকাল লিখিত হইয়াছে। আদিশূরের অভিষেকাব্দকেই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণাগমন কাল বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ ধরিয়া থাকিবেন। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ ১ মাংশ দ্রষ্টব্য]

গণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিল। তৎকালে গৌড়দেশের প্রতি গণ্ডগ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অধিকাংশ স্থলে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই সকল আচার্য্যের বিনা অনুমতিতে তাহারা কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ ছিল না। তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আচ্ছন্ন ও বিষয় সুখে কতকটা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শান্তিকার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ভক্তি করিত। আদিশূরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না; আজ তাহারা যেরূপ জন সাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে বহু শাসন গ্রাম দান দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন! এই সংবর্দ্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞিমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিশূরের আহ্বানে রাঢ়ের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়াছিলেন।† সেই জাতীয় অভ্যুত্থান কালে, সেই অসাধ্য সংসাধনে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড়াধিপ আদিশূরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কহ্লণও লিখিয়াছেন, মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর আদিশূরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। ঐ পাঁচ জন রাজার নাম জানা যায় না, ঐ পাঁচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কজঘির, তাম্রলিপ্ত ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের রাজা হইবেন।

† এই সপ্তশতিকা জনপদ এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "সাতশইকা" পরগণা। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ ১মাংশ দ্রষ্টব্য।].

কায়স্থবীর জয়াদিত্য কল্যাণদেবীকে লইয়া সসৈন্যে মিলিত হইয়া কাশ্মীর-যাত্রাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান। এ সময়ে মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তৎপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ জৈনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন! বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণদর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সম্মান লাভের আশায় গৌড়রাজাশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও কনোজ হইতে বহু বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল এবং মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীয় বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্তশতীদিগকে শূদ্রাপবাদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতেও কায়স্থগণ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের অত্যল্প কাল পরেই আদিশূর জয়ন্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণকায়স্থ উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে রাঢ়ের সুপ্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে;—তৎকালে কর্ণসুবর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশূরের আত্মীয় আদিত্যশূর রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থগণ তাঁহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তররাঢ়বাসী হইলেন এবং উত্তররাঢ়ে বাস হেতু সেই কায়স্থগণের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন।

যত দিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবসান কালে পশ্চিমোত্তর গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জন সাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাঁহা দ্বারা পুনবায় বৌদ্ধপ্রাধান্যস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল,* কিন্তু মগধপতি গোপাল বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশূরের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি

* খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের শিলালিপি। মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র দেবপালের জন্ম।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গৌড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবল্লভ এবং উত্তরভারতে যশোবর্ম্মপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত ধর্ম্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। †

এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধভূপতি ধর্ম্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভূশূর বৌদ্ধ অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্ম্মপালের নিকট পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূশূরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপরবর্ত্তী পালরাজগণ এক প্রকার পূর্ব্বভারতের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাঢ়ের ক্ষমতাশালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে শূররাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূশূর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণের সন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণশাসনে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। যে কয়জন সাগ্নিক বিপ্রসন্তান ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্র দক্ষ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। * তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদিশূর জয়ন্তের সময়ে তাঁহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাসামন্তরূপেই হউক, আদিত্যশূর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তররাঢ়ের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন হইয়াছিল। † আদিশূরের পুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। আদিশূরবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে সপ্তজনের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

"আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণশূরঃ॥
এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ।
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

অর্থাৎ ১ম আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাশূর এবং ধরাশূরের পুত্র রণশূর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন। ‡ ইহাদের মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন এবং

---

† ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন ও প্রস্তাবক-চরিত দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১মাংশ ৩৪২ পৃঃ ও ৬ষ্ঠ অংশ ২০-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কুলানন্দ রচিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

"গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম॥
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র আইল শ্রীকরণ॥
শুন শুন কুলবর কথা পুরাতন।
রাজার সভায় কার্য্য করে পঞ্চজন॥
অতি বড় মহারাজ যুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চজনার নাম থুইল পঞ্চ খেয়াতি॥" ইত্যাদি।

‡ কেহ কেহ শূরবংশে প্রদ্যুম্নশূর প্রভৃতি কএকজন শূর নৃপতির নাম করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রাচীন ইতিহাসে বা [illegible] প্রদ্যুম্নশূরের নাম নাই।

৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশূরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আদিশূরের পিতা মাধবশূর এবং পিতামহ কবিশূরও রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম হইতে তাহার সন্ধান বাহির হইয়াছে। জয়ন্তশূরই শূরবংশীয় মধ্যে সর্ব্ব প্রথম, সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি "আদিশূর" উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে জয় করেন। এ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডভুক্তি বা বেহারে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারাও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হন।

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে শূরবংশীয় শেষ নৃপতি রণশূরের পূর্ব্বেই উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। [গৌড় শব্দ দেখ]

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধররচিত ন্যায়কন্দলী নাম্নী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণরাঢ়ের ভুরিশ্রেষ্ঠি (হুগলী জেলাস্থ বর্ত্তমান ভূরশুট্) নামক স্থানে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাঁহারই প্রার্থনায় ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিক সূত্রের টীকা রচনা করেন।*

ন্যায়কন্দলীর উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ভূরশুটে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং রণশূরের পূর্ব্বে তথায় পাণ্ডুদাস নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ধরাশূরের কোন আত্মজ অথবা কোন আত্মীয় হইবেন।

যাহাহউক শূরবংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে শূরবংশের অভ্যুদয় এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল হইয়া খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূরের সহিত শূরবংশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেনবংশ ক্রমে শূর-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।†

* "ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রী পাণ্ডুদাস-কায়স্থযাচিত ভট্টশ্রীধরেণেয়ম্। সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা।"

† খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তাঁহার বংশধরগণ এককালে রাজশ্রী হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ রাঢ়ে প্রথম মুসলমান-আক্রমণ কালে আমরা বিশ্বম্ভর শূর নামে আদিশূরবংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে এক জন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও এক জন প্রধান সামন্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভুলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় এই বিশ্বম্ভরশূরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শনে আগমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া ১১২৫ শকে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি নোয়াখালী জেলায় ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারাহী দেবীর প্রত্যা-দেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতি-হত প্রভাবে ভুলুয়া-রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারভূঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহারই অধস্তন বংশধর। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও এক সময়ে এ অঞ্চলের কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন-কায়স্থের সহিতই তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। নিম্নশ্রেণির কায়স্থের ঘরে তাঁহারা পদার্পণ করিতেন না। ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর ও কল্যাণপুরে আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং দত্তপাড়া, বাবুপাড়া ও খিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে। [ভুলুয়া ও লক্ষ্মণমাণিক্য দেখ।]

পালরাজবংশ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রায় ৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধনৃপতি ধর্ম্ম-পালের অভ্যুদয়। ৭৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি অধিকার করেন। তিনি রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করি-বার জন্য তাঁহাদের দুই এক জনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আহ্বান করিয়া শাসন গ্রাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শূর-বংশের অনুরক্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। উত্তররাঢ়েও এই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে "বসুধাভুজঃ" অর্থাৎ 'ভূম্যধিকারী' বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের 'ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশে' লিখিত আছে যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই আদিশূরের সময় কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাঢ়ে তালবাটী, চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড ও বাপুলী এই পঞ্চ কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ধর্ম্মপাল রাঢ়দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ না হইলেও তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্ব্বে কামরূপ এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ে পুনরায় বৌদ্ধপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল,নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়িয়াছিল।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়-সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাণ্ডিল্যগোত্রজ দর্ভপাণির কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল বহু চেষ্টার পর উত্তর রাঢ় অধিকার করেন এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে

(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

নারায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষ* পঞ্চ গ্রামপতি হইয়া বিত্তায় ও অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। তৎপুত্র ধর্ম্ম, পৌত্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌত্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর-গ্রামণী উমাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।†

কেন জয়পাল উমাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন? এই উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন যে 'সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উমাপতি এক জন সাধারণ লোক ছিলেন না। এরূপ লোককে হস্তগত করায় বৌদ্ধ নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল গৌড়-মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়রাজ-কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত দর্ভপাণির পৌত্র ও কেদার মিশ্রের পুত্র রামগুরব মিশ্র। ইনিই বদালে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল, তৎপরে গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য-সম্ভোগ করেন। এই মহীপালের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুদয়। দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। নয়পালের উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্ব্বত্র তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, সকলেই তৎপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তির) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গূঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

নয়পালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,—রাজ্য লাভের অল্পকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল এবং শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। ইঁহারই নামানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। গোপালের পর তাহার পিতৃব্য ও রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করিতেন। মদনপালের পর কোন্ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল পুঁথির শেষে 'গোবিন্দপাল-দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে' এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়।

[পালরাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

* ইনিই কনোজ হইতে আসিয়া উত্তররাঢ়বাসী হন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে তালবাটী প্রভৃতি ৫ খানি কুলস্থান লাভ করেন।

† "অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া॥
তস্মাচ্চতুর্থখণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথাচ বাপুলী।
হিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃস্বতমনঘং কুলস্থানম্॥৪
যজ্ঞেঽথ ভুবনত্রয়পাবনহেতুরেকঃ
শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্পূজিতো দ্বিবিধসংসদি ধর্ম্মনামা
নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ॥৫
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং
ভদ্রেশ্বরো নিখিল-কোবিদ-বন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ
সেবাভিষিক্ত-হৃদয়ঃ পদয়োর্ম্মুরারেঃ॥৬
তস্মাদ্গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্ত্তী
রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ-মানসোঽভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন্ যঃ
শান্তিশ্চিরায় সময়ং গময়াংবভূব॥
তস্মাদ্ভূষিতসাদ্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥"
(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

নিম্নে পালরাজগণের রাজ্যকালনির্দ্দেশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম		রাজ্যকাল
১। গোপাল	(মগধে)	৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অঃ।
২। *ধর্ম্মপাল	(মগধ ও গৌড়ে)	৭৮৫—৮৩০ ”
৩। দেবপাল	”	৮৩০—৮৬৫ ”
৪। শূরপাল ১ম	”	৮৬৫—৮৭৫ ”
৫। বিগ্রহপাল ১ম	”	৮৭৫—৯০০ ”
৬। নারায়ণপাল	”	৯০০—৯২৫ ”
৭। রাজ্যপাল	”	৯২৫—৯৫০ ”
৮। গোপাল ২য়	”	৯৫০—৯৭০ ”
৯। বিগ্রহপাল ২য়	”	৯৭০—৯৮০ ”
১০। মহীপাল ১ম	”	৯৮০—১০৩৬ ”
১১। নয়পাল	”	১০৩৬—১০৫৩ ”
১২। বিগ্রহপাল ৩য়	”	১০৫৩—১০৬৮ ”
১৩। মহীপাল ২য়	”	১০৬৮—১০৭৮ ”
১৪। শূরপাল ২য়	”	১০৭৮—১০৯১ ”
১৫। রামপাল	(মগধ ও উত্তর গৌড়ে)	১০৯১—১১০৩ ”
১৬। কুমারপাল	”	১১০৩—১১১০ ”
১৭। গোপাল ৩য়	”	১১১০—১১১৫ ”
১৮। মদনপাল	”	১১১৫—১১৩০ ”
১৯। মহেন্দ্রপাল	”	১১৩০—১১৪০ ”
২০। গোবিন্দপাল	”	১১৪০—১১৬১ ”

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, আদিশূরের অভ্যুদয়ে এই খড়্গবংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আদিশূরের পরলোক এবং শূরবংশের প্রভাব-হ্রাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের আনুকূল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অল্পায়াসে সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন্ কোন্ রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। গৌড়ের মূল পালবংশীয় রাজাদিগেরই কোন শাখা পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল এবং সাভারের নিকটবর্ত্তী কাটীবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষয়-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের অপূর্ব্বস্বার্থত্যাগ ও সন্ন্যাসের গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

বিষয়বিরক্ত এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংশীয় ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "গোপীপাল" নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন।* এই গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশ।

জৈনপতি রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে পূর্ব্ববঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়। বর্ম্মবংশীয় কোন্ ভূপতি সর্ব্ব প্রথম পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবর্ম্মদেব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে এই নরপালের কীর্ত্তি ও পরিচয় বিবৃত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসম্ভূত রাঘবেন্দ্র কবিশেখর হরিবর্ম্মদেবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

'যাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের যিনি শাস্তিসুখ বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরিহর ব্রহ্মা সীতা রাম লক্ষ্মণ হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা পরিশোভিত, সুরভিকুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দন-কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছ-তোয় কমলকহ্লার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানাশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্যও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশে যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি

* "যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।" (চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেবের জয় হউক।*

কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটীও অত্যুক্তি নহে। একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভবদেব-ভট্টের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি, রাঢ়ী শ্রেণী সিদ্ধল গ্রামীণ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের একজন সচিব এবং ভবদেবের কুলপ্রশস্তি-রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।† অনন্ত বাসুদেবের সুন্দর মন্দির ভবদেবেরই কীর্ত্তি। তিনিও রাঢ়দেশে নানা পথ ও পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের সমূহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উৎকলে হরিবর্ম্মার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ভবদেব এখানে দেবকীর্ত্তি রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান বিন্দুহ্রদের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমরা মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্দ্র পত্তন বা নাগপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তৎপূর্ব্বে বঙ্গে ও উত্তর রাঢ়ে বৌদ্ধপ্রভাব এবং জৈন নরপতি বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল;—মহাবীর হরিবর্ম্মদেব সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্ম্মদেবের সপ্ত সচিবের মধ্যে যে বালভট্ট ও বাচস্পতির কথা লিখিয়াছেন, অনন্তবাসুদেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশস্তি হইতে ঐ দুই প্রধান সচিবের নাম বাহির হইয়াছে। বালভট্ট কুলপ্রশস্তিতে "বালবলভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট" নামে খ্যাত। পরম বৈষ্ণব মহারাজ হরিবর্ম্মদেব গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলাস্থ সামন্তসার হইতে আবিষ্কৃত হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদার্থবাচক ঋগ্বেদী বৎস গোত্রজ কৃষ্ণধর ভট্টারককে (ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত) বেজ্জণিসার প্রভৃতি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।* এইরূপে তিনি বৈদিক বিপ্রতিলক শুনক যশোধর মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করিয়া বৈদিকাচার-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী মন্ত্রিবর ভবদেব ভট্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে "সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি" রচনা করেন। অদ্যাপি সেই পদ্ধতি অনুসারেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেব ভট্ট যেমন এক জন অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন, তাঁহার বন্ধু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ এক জন সর্ব্বদর্শনবিদ্ অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার ষড়্‌দর্শন টীকা ও ন্যায়সূচীনিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন। তাঁহার ন্যায়সূচীনিবন্ধে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ "বস্বঙ্ক বসু বৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার পর তিনি মিথিলার রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তথায় ষড়্‌দর্শনের টীকা রচনা করেন। পালরাজগণের প্রভাবে মিথিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণভক্ত দক্ষিণরাঢ়ের সভায় আগমন করেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণে রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বাচস্পতি মিশ্রও তীর্থবাস করিবার জন্য উৎকল যাত্রা করেন। ঐ সময়ে হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয়। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যদর্শনে তাঁহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জে যবনাগম

* "স্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোদ্দণ্ড ভুজদণ্ডসমণ্ডিত-বিকরালকরবালভয়-প্রকম্পিতদক্ষিণাপথাগতাশেষরিপুরাজন্যজৈন-বৌদ্ধাদি-বিধর্ম্মি-শর্ম্ম-সম্মর্দ্দন-খর্ব্বীকৃত-সর্ব্বোর্ব্বীপতি-গর্ব্বগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনাদ্যনেকদেশবিজয়লব্ধোদ্দামজয়শ্রীরেকাম্রকাননপ্রতিষ্ঠাপিত-হরিহর-বিরিঞ্চিবৈদেহীরাঘবলক্ষ্মণ-হনুমদাদ্যষ্টোত্তরশতাদ্ভুত-বৈজয়ন্তীবিভাসিতামন্দগন্ধ প্রসূপ্রসূনপটলসৌন্দর্য্যাদিন্যক্কৃত-নন্দন-কাননবৈভবপরমামোদময়োদ্যানসমলঙ্কৃতসুরপথসংস্পর্শি সুন্দর-মন্দির-মন্দাকিনী-বিমলকীলালকমলকহ্লারেন্দীবরশোণারবিন্দবৃন্দ-সংশোভিতসুবিশালসরোবরসংহতিঃ···দেশনিবাসনিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনি-পুণপরিজ্ঞানলব্ধানন্যবৈচক্ষণ্য-বালভট্ট-ভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখ-বিশ্ব-বিখ্যাত সপ্তসচিব সাহচর্য্যনির্ব্বর্ত্তিত-সম্যক্ স্বপররাষ্ট্রসর্ব্ব-ব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্দসন্দর্শনার্থসমুদ্যতস্বজননী-স্বচ্ছন্দেপরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মাসদনুমতপ্রতিনিয়তসন্নীতি-পরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্যশেষজনপদবহুমতাদ্ভুত-কর্ম্মা দয়ার্দ্রচেতা ভূদেবভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধি-রাজো দেব শ্রীহরিবর্ম্মা।" (রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ মাংশে ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য়াংশে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন দেখ।

ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই সময়ে গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে হরিবর্ম্মরাজের রাজধানীতে আগমন করেন। † তাঁহারা কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেবদ্বেষী সুলতান মাহ্মুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে বা ৯৪৩ শকে কনোজজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে কনোজরাজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বৈদিকবিপ্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিপ্রভক্ত বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার প্রতিপালনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১৯ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয় ঘটে। ১০১১ কি ১২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হইলে এবং বিজেতা বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হরিবর্ম্মের পিতা জ্যোতির্বর্ম্মদেব বঙ্গ অধিকার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৎপুত্র হরিবর্ম্মদেব রাঢ়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রায় ১০১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন মহারাজাধিরাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার ৪২ রাজ্যাঙ্কিত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

সেনরাজবংশ।

মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্দ্র হইতে গয়া পর্য্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়দেশ আক্রমণকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্তসেনের নাম শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বাহির হইয়াছে। মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয়কালে দাক্ষিণাত্যরাজবংশীয় সামন্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে ভাগীরথীতীরে তীর্থবাস করিতে থাকেন। তাঁহারই পুত্র হেমন্তসেন। ঈশ্বর বৈদিকের প্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জীর মতে, হেমন্ত ওরফে ত্রিবিক্রম প্রথমে স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরী* নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।† রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী মতে, সামন্ত বা হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের শূরবংশীয় নৃপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শূররাজ নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা ঘটে, এই সময় হেমন্তসেন শূররাজ্য অধিকার করিয়া "শ্রীধর" নাম গ্রহণপূর্ব্বক ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।‡ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই অরাজকতা শূরবংশের রাজ্যহানির জন্য ঘটে নাই, কারণ রণশূরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের মৃত্যুতে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা ঘটে, এই সুযোগে হেমন্তসেন রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অধিকারে এবং দক্ষিণাংশ রাজা হরিবর্ম্মের পুত্রের অধিকারে থাকে। হেমন্তসেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব্ব সাহস ও তদ্দ্বারা নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী মহাকবি উমাপতিধরের উজ্জ্বল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালনরপতিগণের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে (১০৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিক্রমশিলায়§ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ীয়কুলপঞ্জী মতে হেমন্তসেন ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এ দিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপঞ্জী মতে, হেমন্ত-ত্রিবিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুর অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যে অভিষিক্ত হন।¶ এরূপ স্থলে ৯৯৪ শকের পূর্ব্বে হেমন্তপুত্র বিজয়সেনের রাজ্যলাভ, এবং তাঁহার ৩৪ বর্ষ পূর্ব্বে হেমন্তসেনের অভিষেক হইয়াছিল, বলিতে হয়।

বিজয়সেন প্রায় ৯৯০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি মিথিলা হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। "বল্লালোদয়" নামক

* "রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য।
এতদ্ধি যুক্তং ধনধর্ম্মদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্ ॥"
(রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

† "ততোঽভ্যগচ্ছৎ কিল রাজধানীমনন্তরং শ্রীহরিবর্ম্মরাজঃ।
বাচস্পতিস্তস্য সভাপতিশ্চ তেনৈব রাজ্যে ভবনং বিবেশ ॥
তমাশিষা ভূপতিং বর্দ্ধয়িত্বা তত্র স্থিতৈর্বাড়বৈর্বন্দিতোঽসৌ।
মিশ্রেণ বাচস্পতিনা সমেত্য পরস্পরং ক্ষেমমথাবভাষে ॥"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ৬।/০ পৃষ্ঠা।

* বর্ত্তমান নাম কাশীয়াড়া।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃষ্ঠা ও ৬ষ্ঠ অংশ ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ যেহারের বর্ত্তমান শিলাও নামক গ্রাম।

¶ "বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরান্বয়ানতিমদান্ বিজিতান্তরাত্মা শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ ॥"
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশ ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থে আছে, মহারাজ বিজয়সেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অধীশ্বর হইয়া কুরঙ্গেষ্টির আয়োজন করেন, এই সময়েও কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য পঞ্চ বৈদিক বিপ্রের শুভাগমন হইয়াছিল। দ্বিজ বাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে"ও লিখিত আছে—

"নয়শ চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান করিয়া ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

উক্ত কুলগ্রন্থের প্রমাণে ৯৯৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক বিপ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-প্রধানদিগের বীজপুরুষগণের গৌড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক বিপ্র বিনা কারণে গৌড়-রাজসভায় আসেন নাই। বল্লালোদয়ের কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরঙ্গেষ্টি সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক বিপ্রগণ আহূত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ৯৯৪ শকে বিজয়সেনের রাজ্যে অভিষেক ও কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞ এবং ঐ সময়ে বিজয় কর্তৃক তৎপুত্র শ্যামলবর্ম্মার যৌবরাজ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের "ঢাকুর" নামক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"যাহার বংশের লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা॥"

অর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে সকল কায়স্থ আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বল্লালমর্য্যাদা ছিল না।

নানা কুলগ্রন্থে ৯৯৪ শক দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ অব্দ বঙ্গীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজপদে অভিষেক, কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞোপলক্ষে বৈদিক বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন এবং বিক্রমপুরের শ্যামলবর্ম্মার যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রভৃতি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিজয়সেন বারেন্দ্রের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ তখনও বৌদ্ধ-পালরাজাদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল বৌদ্ধাধিকারে থাকায় বারেন্দ্রের সকল লোকই প্রায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে "রাঢ়ী-বারেন্দ্রদোষ-কারিকা" হইতে জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারী হইয়া উপবীতবর্জ্জিত হইয়াছিলেন,—অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মানুরক্ত মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয়ে তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন।* বিজয়সেন ও তৎপুত্র বল্লালসেনের সময়ে দক্ষিণ বারেন্দ্রের বিপ্রগণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিলেও উত্তর-বারেন্দ্রে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বিপ্রগণ উত্তর-বারেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধত্যাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বৈদিকাচার ও বেদচর্চ্চা অনেকটা লোপ হইয়াছিল, তাহা হলায়ুধের ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব পাঠ করিলেও জানা যায়।* বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগকে বৈদিকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" রচনা করেন।*

রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশূর নামে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্যামলের প্রভাবে গৌড়মণ্ডলের উচ্চ জাতীয় জনসাধারণের হৃদয়ে আবার দেবদ্বিজ-ভক্তি উদ্রিক্ত হইতেছিল।

১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের কুরঙ্গেষ্টি-যজ্ঞের সপ্ত বর্ষ পরে শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে শাকুনসত্র উপলক্ষে পুনরায় কর্ণাবতী হইতে শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি গোত্রের বৈদিক বিপ্রগণকে আনাইয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে প্রধান বলিয়া সম্মানিত।

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মা তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয়কে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণসমাজের ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়ের তিন পুত্র—মল্ল, শ্যামল ও বল্লাল। মল্ল সুবর্ণরেখা-তীরবর্ত্তী কাশীপুরী নামক সামন্তরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্যামল পিতার সহিত দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত হন। বিজয়ের গৌড়-বঙ্গের অধিরাজ্যে অভিষেককালে শ্যামলও বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ম্মরাজগণের ন্যায় তিনিও বর্ম্মোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৬ষ্ঠ অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* "কৃৎস্নবেদাধ্যয়নাসমর্থানাং বারেন্দ্রকদ্বিজাতীনাং কাণ্বশাখিবাজসনেয়িনাং কর্ম্মানুষ্ঠানার্থং…গার্হস্থ্যকর্ম্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যা প্রস্তোতব্যা।"—
(হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য়াংশ ২১-২৪ পৃষ্ঠায় বিজয়পুত্র শ্যামলের "বর্ম্মা" উপাধি ধারণের কারণ ও ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বিজয়ের দীর্ঘরাজত্বকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও শ্যামল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই কারণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার অপর পুত্র বল্লাল ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়সেন গৌড়াধিপ পালরাজকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয়চিহ্ন স্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বরশিবালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাঁহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্ত্তী অধিকাংশ জনপদ আবার পালবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, মিথিলা বিজয়কালেই তাঁহার প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন। গৌড় হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত এক সময় সর্ব্বত্র এই অব্দ প্রচলিত ছিল, বল্লালসেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। বল্লালও প্রথমে পৈতৃকধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, কিন্তু সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার ও গৌড় নগরে রাজপাট স্থাপনের সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম্মানুরক্ত। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এক কালে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। পালরাজগণের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ের পূর্ব্বতন প্রভাবশালী সারস্বত (সপ্তসতী) ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্ম্মপালপ্রমুখ পালরাজগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বত বিপ্রকে আনিয়া বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে পালরাজগণের অনুকরণে ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের ধর্ম্মোপদেশগুণে বৌদ্ধতন্ত্রে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বল্লাল এইরূপ বারেন্দ্র সারস্বত বিপ্রবংশসম্ভূত অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহার মতিগতিও ফিরিল। তিনি প্রথমে তান্ত্রিক মতেই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়া রমণী ও বেশ্যাদি লইয়া ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; তজ্জন্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্ম্মকার বা ডোম-কন্যার পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল। এমন কি, বৈদিক বিপ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল একদিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। ইহার পর তিনি হিন্দু জনসাধারণকে নিজ মতানুবর্ত্তী করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ দেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল, সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, "এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত কার্য্যমাত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ"। মহারাজ বল্লালসেন তন্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় ও অভিনব বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়া বিপ্রসন্তান রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রগণ অনেকে তাঁহাদের অধিপতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে লইয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন। তাহা হইতেই বল্লালসেনের অভিনব কৌলীন্য-মর্য্যাদার সৃষ্টি। প্রথমে যাঁহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মানুরক্ত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কুলাচারী ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহাদিগকেই গৌড়াধিপ সর্ব্ব প্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া বল্লালসভায় পূজিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অল্পকাল মধ্যে গৌড়বঙ্গে সর্ব্বত্রই রাজা বল্লালসেনের উৎসাহে হিন্দুতান্ত্রিক মত প্রবর্ত্তিত হইল, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ সহজেই এখন হিন্দুতান্ত্রিকগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। রাজা বৌদ্ধদ্বেষী, তাঁহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন; সুতরাং রাজভয়েই হউক, অথবা রাজার অনুগ্রহলাভাশায় হউক, প্রজা সাধারণ বৌদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুতান্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহারা হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম না মানিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা দেখাইতে লাগিল, তাহারা রাজাদেশে অতিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বল্লালও তাঁহার পিতা পিতামহগণের ন্যায় প্রথমে শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার "নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধির মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর তিনি ঘোর শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি কুলীন গুরু নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্য তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে বহুগ্রামও দান করিয়াছিলেন। আগমোক্ত প্রমাণদ্বারাও তিনি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ([illegible]) [illegible] অংশ ৩৩ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা।

কুলীন গুরুর শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। ক্রমে বল্লাল-পূজিত কুলীনগণই গৌড়-বঙ্গের বিস্তৃত শাক্তসমাজের মন্ত্রগুরু হইয়া পড়িলেন। বল্লালসেন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও তাঁহাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা প্রচলন করিলেন।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে গৌড়াধিপেরও বৈদিক ধর্ম্মের উপর আস্থা বর্দ্ধিত হয়, তাহা তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রচিত "দানসাগর" পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তৎ-প্রবর্ত্তিত কুলবিধিপালন এবং সময়োপযোগী বৈদিকমিশ্রিত তান্ত্রিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয়া যান।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ব হইতেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে সেরূপ অনুরাগ ছিল না, তাঁহার পিতামহাদির মত তিনিও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর এবং বৈদিক বিপ্রে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতি এবং তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী (Chief-justice) হলায়ুধ বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রুতিশাস্ত্রবিৎ বৈদিকবিপ্র-গণের উদ্দেশ্যেই নিবদ্ধ, রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রবিপ্রগণের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁহার কোন তাম্রশাসনই পাওয়া যায় নাই।

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষ্মণসেন পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই পিতৃপূজিত কুলীন-দিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমীকরণ করিলেন এবং হলায়ুধ ও পশুপতির সাহায্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন। সাধারণে তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রমাণ্য বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সেই সময়ের উপযোগী 'মৎস্যসূক্ত' নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দু সমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায়েই মৎস্যসূক্ত তন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই মৎস্যসূক্ততন্ত্রে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রম, তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে। প্রথমাংশ পাঠ করিলে মৎস্যসূক্ত যেন বীরাচারীর প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার সমর্থন করা মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রকার হলায়ুধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যে সদাচারের বিধান আছে, পরবর্ত্তী পটল হইতে গ্রন্থ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অদ্যাবধি পালন করিতে-ছেন, বর্ত্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় আহ্নিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদিতে মৎস্যসূক্তের অধিকাংশস্থল ভূষিত হইয়াছে। মৎস্যসূক্তের ৩১পটল হইতে ৪১ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, মন্বাদির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য-প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে মদ্য মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও মৎস্যসূক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন একদিকে যেমন মৎস্যসূক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিকগণের কদাচারবর্জ্জনের উপায় করিলেন, অপরদিকে আবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা "সংস্কারপদ্ধতি" এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য "আহ্নিকপদ্ধতি" প্রচার করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন কিরূপে বঙ্গের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলির মধুর আস্বাদনেই তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমে যে হলায়ুধ "শৈবসর্ব্বস্ব" লিখিয়া গৌড়রাজের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব" লিখিতে হইল। ভাগবতধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি ধোয়ীর "পবনদূত" পাঠ করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল,—প্রকাশ্য রাজপথ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জিরনিক্বণে

মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উদ্যানসমূহ নাগরদোলায় ঘূর্ণ্যমাণা নাগরীগণের উন্মাদ কলনাদে বিদ্রাবিত এবং প্রণয়-লিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উদ্ভ্রান্ত—তাহারই ফলে গৌড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল এবং তাহারই পরিণাম ফলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-রাজধানী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের দুরদৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না। বল্লালসেনের সময় তিনটী রাজধানী ছিল। একটী উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌড় নামক প্রাচীন স্থানে, একটী নবদ্বীপে ও অপরটী পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণসেন মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের অকস্মাৎ আক্রমণ-ভয়ে নবদ্বীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গৌড়ে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্যগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইলেন না, কাজেই তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন। তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ সেন শাসন করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতায় তখনও পূর্ব্ববঙ্গ উৎসন্ন যায় নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নিকট উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া রটনা করেন যে, দীর্ঘশ্মশ্রু ও আজানুলম্বিতভুজ মুসলমান শীঘ্রই আসিয়া নবদ্বীপ অধিকার করিবে। বৃদ্ধ নরপতিও ব্রাহ্মণের এবংবিধ কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় বীর-গণকে লইয়া মহাবীর বিশ্বরূপ মুসলমানের করাল কবল হইতে বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বরূপ নিজ তাম্রশাসনে "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাঁহার সভায় গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমায়ুনের কেদার-নাথ তীর্থে এখনও তাঁহার নাম ও তাঁহার সহচর বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, এখনও তথায় উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব সেনের হিমালয়যাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ব্ববঙ্গে কিছুদিনের জন্য নামে মাত্র রাজা হইলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের হস্তেই প্রকৃত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় ১২১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্য সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক নামধেয় প্রচ্ছন্ন বৈদিকাচারেরই সমর্থন করিতেন, এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান করিয়া বৈদিকপ্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই লক্ষ্মণসেন-সংস্কৃত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বৈদিক-সমাজেও মিশ্র-বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশ করিতে-ছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজ নদীয়া আক্রমণের ৬০ বৎসর পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধর পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছেন। সেই স্বাধীন নৃপতিকেই আমরা বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অক্বরীতে দেখা যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শূরসেন নামে একব্যক্তি রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত আ.
সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমানদ্বেষী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া তৎপরবর্ত্তী সদাসেন বা শূরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কুলগ্রন্থে দনুজমাধব বা দনৌজা মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই দনৌজা আইন্ অক্বরীতে নৌজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি-মিশ্রের কারিকা মতে, ইনি রাজা কেশবসেনের পুত্র। ময়মনসিংহ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্রাচারের সূত্রপাত হইয়া-ছিল, দনৌজা মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশ্যে স্বীকৃত না হইলেও এই সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রসমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক এই উভয়বিধ আচারই শ্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দনৌজা সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ হয়, তিনি ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।* তিনি বঙ্গজ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ২য় অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কায়স্থ কুলীনপ্রবর পুরন্দর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন* এবং বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হন।† তিনিই গৌড় হইতে প্রধান কায়স্থ কুলীন ও কুলাচার্য্যগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বলবন্ গৌড়াধিপ সুলতান মুঘিস্-উদ্দীনের বিরুদ্ধে আগমন করেন। তৎকালে দনুজ রায় জল-পথে দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করায় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সর্দারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বল্‌বনের দিল্লী-প্রস্থানের পর, ঐ সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অল্পকাল পরে দনুজমাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় স্বজনসহ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাঁহার বংশধর-গণ বহু কাল স্বাধীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। দনুজমাধবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র হরিবল্লভ দেব, তৎপরে তৎপুত্র জয়দেব যথাক্রমে স্বাধীনভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য শাসন করেন। জয়দেবের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ বসুরায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বসুবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ উত্তরাধিকার লাভ করেন, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বিদ্যমান। তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, এখন আর রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তবে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের সমাজপতি বলিয়া বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে আজও তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত।

[চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালায় মুসলমান-প্রভাব।

১৯০১ অব্দের আদম-সুমারিতে সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা ২৫,৪৯৫,৪১৬ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম বাঙ্গালায় ১০৮৪৮২০; উত্তর ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০; মধ্যবঙ্গে ৩৭৭৩৩২১; উত্তরবঙ্গে ৫৮৭৬৪০৮ ও পূর্ব্ববঙ্গে ১১২২০৪২৭; এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যাপ্রদেশে প্রায় লক্ষাধিক মুসল-মানের বাস আছে এবং বঙ্গীয় লাটের অধীন করদ রাজ্যগুলিতে, অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামন্তরাজ্যসমূহে আরও মুসল-মানের বাস দেখা যায়। বাঙ্গালাবাসী হিন্দুজাতির মোট সংখ্যা ৪১৬৯৮৭০৫ জন এবং অনুমানিক মোট মুসলমান ২৬' লক্ষ। সুতরাং এতদুভয়ের তুলনায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই উত্তরোত্তর বেশী হইতেছে। হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে এরূপ মুসল-মানাধিক্য কেন ঘটিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত অনুসরণ ভিন্ন তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই।

সুবেবাঙ্গালার বর্ত্তমান আদম-সুমারীর মোট ৭৮৪৯৩৪১০ জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা স্পষ্টতই তাহার এক-তৃতীয়াংশাধিক বলিয়া বোধ হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে এই জনতার আধিক্য ঘটিয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত এক-খানি বিদেশীয় গ্রন্থে বিবৃত আছে। সে সময় মুসলমানধর্ম্ম পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। একে মুসলমান রাজা, তায় মুসলমান জমিদার ও জায়গীরদার এবং পীর ও ফকীরদিগের অতুল প্রভাব—এই সকল কারণে জনসাধারণ সহজেই যে মুসলমানধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, বাহুবল অপেক্ষা অন্যান্য কারণেও মুসলমান-ধর্ম্মের পরিবৃদ্ধির সহায়তা ঘটিয়াছে। যে সকল জেলায় মুসলমান অধিক, সেখানকার মুসলমানেরা প্রায়ই (কৃষিজীবী) এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, বহুকাল হইতে অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনার্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া তৎপ্রদেশস্থ সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়া সেরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুসলমানাধিকারে রাজার সহিত সমধর্ম্মা হইতে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, রাজানুগ্রহে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, অথবা অধিক সম্ভব, অনেকে সেই সময়ে সমাজে বা রাজসকাশে সম্মানলাভের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আত্মধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল।

দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘকাল মুসলমানের আধিপত্য হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানজাতির এতাদৃশ বিস্তৃতি সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করা যায়। তাহার পূর্ব্বেও বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক মুসলমান বণিক্ এদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। মুসলমান-রাজগণের

* পুরন্দর বসুর কন্যাদানপ্রসঙ্গে বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—
"নন্দোন কার্যযোবায় পশ্চাৎ ভীমগুহায় চ।
মহদ্রাজ্ঞে দনুধায় মাধবায় বিশেষতঃ॥"

† "দনুজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি।
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি॥"
(দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজী সারসংগ্রহ)

অত্যাচারভয়ে, রাজানুগ্রহলাভের আশায়, অথবা কোন রূপ দায়ে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসন্তান মুসলমানের সহবাসে আসিয়াই অথবা মুসলমান যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্মজ্যোতিঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধর্ম্মের বিমল স্বর্গীয় ইসলাম-আলোকে আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুদ্ধদৃষ্টি উন্মেসিত করিয়াছিলেন।

তাজ্-উল্-মুয়াসীর, তবকাৎ-ই-নাসিরী, তারিখ্-ই-আলফি, তারিখ্-ই-ফিরিস্তা, অকবর-নামা, জবেদৎ-অল্-তারিখ্, জাহাঙ্গীর-নামা, শাহজহান-নামা, জবেদৎ-আলমগীর-নামা, মুয়াসীর-আলমগীরী, তারিখ্-খাফি খাঁ, মুয়াশার-অল্-ওমরা, রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রভৃতি বিবিধ মুসলমান ইতিহাস পাঠ করিলে, বাঙ্গালায় মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিয়াবাসী মুসলমানজাতির প্রভাব বর্ণনপ্রসঙ্গে সবক্তগীনের অভ্যুদয় ও ভারতাক্রমণ বিবৃত হইয়াছে। সবক্তগীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুলতান মাহ্মূদ গজনী রাজধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পশ্চিম ভারতের নানাস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মাহ্মূদ মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিজয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ সময় হইতে সুলতান মাহ্মূদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ সালর মসাউদ গাজী উত্তর-ভারত আলোড়িত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ভর জাতিকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারই প্রভাবে নানা স্থানে মুসলমান উপনিবেশ ও মস্জিদ্ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

[সবক্তগীন, মাহ্মূদ ও সালর মসাউদ্ দেখ।]

মাহ্মূদের মৃত্যুর পর, ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মসাউদ ১ম রাজা হন। মসাউদ-পুত্র মোদুদকে হীনবল দেখিয়া দিল্লীপতি আফগানদিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়া লন। ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে মোদুদের মৃত্যু ঘটিলে যথাক্রমে ২য় মসাউদ, আলী, রসিদ ও ফেরোখজাদা গজনীসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভারতে অধিকারবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ফেরোখের ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহিম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১০৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্সিল্লা রাজা হন। আর্সিল্লার অত্যাচারে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত হইয়া উঠে। তাঁহার খুল্লতাত বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের মায়ায় পলাইয়া খোরাসান-পতির সাহায্য লাভ করেন। পরে তাঁহারই সহায়তায় বহরাম স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আর্সিল্লাকে নিহত করিয়া স্বয়ং গজনী ও লাহোরের অধিপতি হন। এই সময়ে ঘোর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে থাকে। বহরামের পরবর্ত্তী খুস্রু নামক রাজদ্বয় প্রতিপত্তিশালী ঘোররাজবংশের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বাংশস্থ লাহোর জনপদে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোর সুলতান ২য় খুস্রুকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া ফিরোজ-কো নামক স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় তাঁহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি লাহোর জনপদ ঘোর-বংশের অধিকারভুক্ত হয়।

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও অনেক বিষয়ে মুসলমান-সংস্কারাপন্ন হইয়াছিলেন। বিধর্ম্মী হই-লেও হিন্দুসমাজে তাঁহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদূর নিন্দনীয় ছিল না। কেন না গান্ধারাদি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত বহু-কাল হইতে ভারতবাসীর সংস্রব চলিয়া আসিতেছিল। তখনও পাঠানজাতির ইস্লামধর্ম্মদীক্ষা বেশী পুরাতন হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও তখন পূর্ব্বতন ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কারের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিদ্বেষভাব সমুদিত হয় নাই; সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয়, কনোজপতি জয়চন্দ্র স্বজাতির প্রতি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া বিদেশীকে সাদরে আম-ন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। [মহম্মদ ঘোরী ও জয়চন্দ্র দেখ।]

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোরী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিয়া মহম্মদ ঘোরী দিল্লী প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানরাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। মহম্মদ তাঁহার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস এবং সেনাপতি কুতব্ উদ্দীন্ আইবক্‌কে বিজিত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই রাজপ্রতিনিধির আদেশেই মহম্মদ-ই বখ্তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন।

[কুতবউদ্দীন ও মহম্মদ ই-বখ্তিয়ার দেখ]

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে ক্রমশঃ মুসলমানের বসতি বিস্তৃত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুসলমান ঔপনিবেশিকের সংখ্যা অতি অল্প। সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রপীড়িত এবং রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান সাধুগণের বুজরুকীর প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ অনেকে তৎকালে ইস্লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সময়ে সুদূর সুন্দরবন বিভাগেও ইস্লামধর্ম্মপ্রচারার্থ লোকের চিত্তরঞ্জনকর মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২০৩ অব্দ হইতে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন আরম্ভ; তদবধিই তাঁহারা এ দেশে বসতি করিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-কর্ত্তৃক বাঙ্গালার "দেওয়ানী" গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৫৬২ বৎসর মুসলমানগণ এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা রাজ্যের পশ্চিম অংশ হস্তচ্যুত হওয়ার বহুদিন পর পর্য্যন্তও হিন্দুরাজগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২০৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতেই সোণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও বসোরার আরব সওদাগরগণ ভারত-বর্ষ ও চীনের সহিত বহুল পরিমাণে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যে সকল দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তথায় এক একটী বাণিজ্যাবাস স্থির করিয়া যান। বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্ত হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালায় মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপন করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম জগতের সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি চলিত, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে লিখিত দুই জন মুসলমান পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁহারা "এ দেশকে রামি রাজার দেশ বলিয়া" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! আরও বলিয়াছেন—"তাঁহার অসংখ্য হস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য সূক্ষ্ম তুলার কাপড় (ঢাকাই মসলিন ?), অগুরু চন্দন, এক প্রকার চর্ম্ম, গণ্ডারের খড়্গ ইত্যাদি। এই সকলই কড়ি বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা।"

মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

(প্রথম শাসনকাল।)

মহম্মদ-ই-বখ্ তিয়ার খিলজী ঘোরের একজন অমাত্য ছিলেন। সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজ-নীতে আসেন। সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্জিম হিসাম উদ্দীনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি সুলতান শাহাব্ উদ্দীনের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন।

১১৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপূর্ব্বক ১২০৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাঢ় ও বরেন্দ্র নামক প্রদেশ জয় করেন। "তবকৎ ই-নাসিরী" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষ্মণা-বতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লছ্ মণিয়ার রাজধানী। গঙ্গানদীর উভয়কূলে ঐ রাজ্যের দুইটী বাহু আছে। পশ্চিম বাহুকে রাঢ় বলে। লক্ষ্মণাবতী নগরী এই অংশে অবস্থিত। পূর্ব্ব বাহুর নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রা, দেওকোট নামক নগরী এই বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত। নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী উভয় নগরই রাঢ় প্রদেশে বিদ্যমান। ফিরিস্তার লিখিত আছে, মহম্মদ-ই-বখ্ তিয়ার নদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতী ও অন্যান্য রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রচারিত হইল। যে সকল মুসলমান তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, বা পরে যাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বিজিত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহারা জায়গীরস্বরূপ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরে বখ্ তিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। [লক্ষ্মণসেন দেখ।]

বরেন্দ্র এবং রাঢ় ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান শাসনাধীন হইলেও, প্রকৃত বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশ মহম্মদ তোগ্ লক শাহের রাজত্বকালে মুসলমানকর্তৃক ১৩৩০ খৃঃ অব্দে অধিকৃত হয়। গৌড়, সপ্তগ্রাম এবং সুবর্ণগ্রাম নগর বা বন্দরে উক্ত সম্রাটের প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্ তিয়ার খিলজী হইতে আরম্ভ করিয়া কাদর খাঁর শাসন সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎকালে দাস, খিলজী ও তোগলকবংশীয় দিল্লীশ্বরগণ আপন আপন প্রতিনিধি দ্বারা বাঙ্গালা শাসন করিতেন। কিন্তু সুলতান ফখ্ র উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দিল্লীর অধীনতা উন্মোচন করিয়া স্বাধীন হইল (১৩৪০ খৃঃ অঃ)। তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের সমগ্র শাসনশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। যতদিন না অকবর বাদশাহ দায়ুদকে পরাজিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গালা পাঠানজাতির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অপরিসীম অত্যাচার অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কবিকাহিনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে।*

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার স্বীয় অধিকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমি ও বগড়ীর কিয়দংশ লইয়া যে বিভাগ গঠিত হয়, দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী দেবকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে স্বাধিকৃত গৌড়রাজ্যরক্ষার জন্য রঙ্গপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া তিনি কামাতপুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন; কিন্তু কামরূপ-সেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্ তিয়ার দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হই-লেন, তথায় বলক্ষয়ে ও চিন্তাজনিত জ্বরে অল্পদিনের মধ্যেই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার মৃত্যু ঘটে (হিঃ ৬০২=১২০৫ খৃঃ অঃ)। তাঁহার শবদেহ বেহারে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল।

উক্ত খিলজী বীরের সঙ্গে অনেক আফগান, মোগল ও ইরাণীয় এদেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাদল লইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও মগধের নানাস্থানে মুসলমান-শাসন বিস্তার করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও আমীরগণ যাহারা তাঁহার সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জায়গীর দিয়া বাঙ্গালায় বসাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-সিরান্ খিলজী বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, বর্শুলের শাসনকর্ত্তা আলীমর্দ্দান খাঁ তাঁহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিহিংসা-বহ্নি শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি সদলে বর্শুল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দ্দনকে বন্দী এবং বাবা ইস্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহম্মদ সিরান লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিলে মুসলমান সেনাধ্যক্ষেরা তথায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে একবাক্যে সর্ব্বপ্রধান মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। মহম্মদ সিরান আজ্জ উদ্দীন্ উপাধি সহ গৌড়ের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মুসলমান-সেনাপতিগণকে অধীনস্থ সেনাদলের পোষণার্থ জায়গীর দান করিলেন।

এদিকে রাজ্যাভিষেকের সুযোগে আলীমর্দ্দান কোতোয়ালকে উৎকোচ-দানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং কারাবরোধ হইতে উন্মুক্ত হন। পরে তথা হইতে গোপনে দিল্লীযাত্রা করিয়া সম্রাট্ কুতব উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাজশক্তির অবমাননা হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তদ্দণ্ডেই অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা কামার রুমিকে অবিলম্বে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কামার রুমি বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সামন্ত সর্দ্দারদিগকে বশীভূত করিয়া মহম্মদ সিরান্‌কে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহার অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তথায় মুসলমান সর্দ্দারগণ পরস্পরে আত্মকলহ উপস্থিত করিল। এক জন সর্দ্দারের তরবারির আঘাতে গৌড়েশ্বর মহম্মদ সিরান্ নিহত হইলেন। কামার রুমি অবশিষ্ট সর্দ্দারদিগকে ক্ষমা করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

আলীমর্দ্দান খিলজী বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খাঁর হত্যাকারী বলিয়া সাধারণে নিন্দিত হইলেও, তিনি বীর, সৎসাহসী ও কর্ম্মকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দিল্লীশ্বর কুতুব সদলে গজনী-বিজয়ে যাত্রা করিতেছেন। আলীমর্দ্দানও সম্রাটের সহকারিরূপে তথায় যাইয়া বিশেষ কৌশল ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে হিসাম উদ্দীন্ অবুজ প্রভৃতি খিলজীবংশীয় সামন্ত-সর্দ্দারগণ নবীন প্রতিনিধি আলীমর্দ্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদীতীরে সমবেত হন। গৌড়েশ্বর আলীমর্দ্দান ঐ স্থানে সমাগত হইলে পরস্পরে মর্য্যাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে কিছুদিন মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পুনরায় লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেহই তাঁহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিল না। তিনি নির্ব্বিরোধে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

১২১০ খৃষ্টাব্দে বা ৬০৭ হিজিরায় কুতব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে আলীমর্দ্দান খাঁ দিল্লী-রাজসরকারের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুলতান আলা উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মসনদে আরোহণের পূর্ব্বে মর্দ্দানের হৃদয় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজকীয় দুরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজতক্তে উপবেশনানন্তর গর্ব্ব মদে মত্ত হইয়া তাঁহার ঘোর চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর অত্যাচারী ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই অনৈতিকতা ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজাবৃন্দ রাজকৃত এরূপ হঠকারিতা প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া অবশেষে ১২১২ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বরকে গোপনে হত্যা করিল।

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সর্দ্দারবৃন্দ পূর্ব্ববৎ সমবেত হইয়া গঙ্গোত্তরী জেলার সুপ্রসিদ্ধ সামন্ত হিসাম্ উদ্দীন্ অবুজ্‌কে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি ঘোর রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারবংশসম্ভূত—অদৃষ্টান্বেষণে ভারতে আসিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহে গঙ্গোত্তরী বিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মনিষ্ঠায় অপরাপর সর্দ্দারগণ তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিল। মহম্মদ সিরানের রাজ্যকালে কামার রুমির সমক্ষে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করায় রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের মৃত্যুর পর খিলজীবংশীয় যে কয়েকজন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান গিয়াস্উদ্দীন্ই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সুলতান হিসাম্ উদ্দীন্ অবুজ গৌড়ের মসনদে সমাসীন হইয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ নাম ধারণ করেন। তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তিমালা অদ্যাপি বঙ্গে তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতেছে। তিনি গৌড়নগরী নানা অট্টালিকায় ও ধর্ম্মমন্দিরে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়-রাজধানী গঙ্গার দুই দিকে বিস্তৃত ছিল। বর্ষাঋতুতে জলমগ্ন স্থান দিয়া রাজধানী হইতে অন্যত্র যাতায়াতের অসুবিধা বুঝিয়া তিনি বীরভূমের অন্তর্গত নগর (লক্ষ্মণনগর বা লখ্নোর) নামক স্থান হইতে গৌড় দিয়া দেবকোট পর্য্যন্ত একটী জাঙ্গাল (মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা নির্ম্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তুত করান। ইহাতে সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালার বিভিন্ন নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল।

মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কামরূপ, মিথিলা এবং জগন্নাথের (উড়িষ্যার) রাজাদিগকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল মহাসমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞানোন্নতি কল্পে তিনি শত শত পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের তারতম্য করিতেন না। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের বিরোধী হইয়া তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ বন্ধ করেন। সম্রাট্ আল্তমাস তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ বাঙ্গালায় সমাগত হইলে তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ প্রত্যাগত হইলে,তিনি বেহারের শাসনকর্ত্তা মুলক্ আলা উদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পুনরায় দিল্লীশ্বর সুলতান্ আল্তামাসের অধীনতা অস্বীকার করেন, তাহাতে সুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র নাসির্ উদ্দীন্কে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ সমরে পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খৃষ্টাব্দ)।

গিয়াসের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণাবতীর হৃতসর্ব্বস্ব দিল্লীরাজধানীতে প্রেরণ করিয়া নাসির্ উদ্দীন্ বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হন। ১২২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। সুলতান আল্তমাস ৬২৭ হিজিরায় স্বয়ং বাঙ্গালায় উপনীত হইয়া বিদ্রোহদমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত মুলক্ আলা উদ্দীন্কে গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলা উদ্দীন্ ৪ বৎসর এবং তৎপরে শৈফ্ উদ্দীন্ তুর্ক ৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিলে পর বাঙ্গালার মসনদে তুঘান খাঁ আরোহণ করেন। ৬৩৪ হিজিরায় বিষপ্রয়োগে শৈফ উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে (১২৩৭ খৃঃ)।

নাসির্ উদ্দীনের পর যথার্থ পক্ষে তুঘান খাঁই বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। সুলতান আল্তমাসের অনুগ্রহে তিনি ৬৩০ হইতে ৬৩৪ হিঃ মধ্যে যথাক্রমে বুদাউন, বেহার ও গৌড়ের মসনদে সমধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আজা উদ্দীন্ তুঘান খান্ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বরী সুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে উপঢৌকনাদিসহ একজন দুত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার পান। অতঃপর তিনি ত্রিহুতপতিকে পদানত করিয়া কর দিতে বাধ্য করেন এবং বহু ধনরত্ন লইয়া গৌড় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

সম্রাট্ মসাউদের রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল জানিয়া তিনি সেই রাজশক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীন রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খৃষ্টাব্দে)। তথায় বাসকালে ৬৪০ হিজিরাব্দে তবকৎ-ই নাসিরী প্রণেতা মিন্হাজের সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালায় আসেন।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকলপতি সুলতান তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া যাজপুর রাজ্য সীমান্তস্থিত কতাসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িষ্যাবাসীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান লক্ষ্মণাবতীতে সদলে ফিরিয়া আসেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উড়িষ্যাসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে (১২৪৪ খৃঃ,৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমপুত্র মহাবীর নরসিংহদেব স্বয়ং এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। উড়িষ্যা সৈন্য গৌড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখ্নোর আলোড়িত এবং তথাকার সেনাপতি করিম্ উদ্দীন্কে বিপর্য্যস্ত করিলে উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অযোধ্যার সুবাদার তৈমুর খাঁ কিরাণ সদলে লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া উৎকলসৈন্য লব্ধদ্রব্যাদি লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিল। তৈমুর খাঁ সুলতান তুঘ্রিল্-ই তুঘানকে হীনবল দেখিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষীয় মুসলমানসেনায় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে একটী সন্ধি হয়। তাহাতে তৈমুর খান্ গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং সুলতান তুঘান স্বীয় ধনরত্ন লইয়া দিল্লী রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দিল্লীশ্বর যথোচিত

সম্মানদানের পর তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদার পদে নিয়োজিত করেন।

তৈমুর খান্ সুলতান আল্‌তমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার বীরত্বাদি সদ্‌গুণে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তৃপদ দান করেন। তদনন্তর তিনি বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়া দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, ৬৪৪ হিঃ গৌড় নগরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। ঐ রাত্রিতেই সুলতান তুঘান্ অযোধ্যানগরে দেহ রক্ষা করেন।

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কবংশীয় ক্রীতদাস শৈফউদ্দীন্ যুঘন তাঁত বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা ও যশের সহিত ৭ বৎসরকাল বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৫১ হিঃ) গৌড়নগরে জীবলীলা শেষ করেন, তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা গঙ্গবংশীয় নরসিংহদেব বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গৌড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খাঁর প্রার্থনানুসারে ও দিল্লীশ্বরের আদেশে অযোধ্যা হইতে সাহায্য আসিয়া উপনীত হইলে উৎকলসৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শৈফ উদ্দীন্ যুঘন তাঁতের পর অযোধ্যার শাসনকর্তা ইখ্‌-তিয়ার উদ্দীন্ তুঘ্রল খাঁ মুল্‌ক যুজবেগ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়া আসেন। তিনি বলদর্পিত উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দুইবার যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হয়, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রাজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দনরাজকে (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি মুঘিস্ উদ্দীন্ নাম ধারণ করিয়া শ্বেত ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণকালে তিনি শত্রুহস্তে বন্দীকৃত ও নিহত হন (১২৭৫ খৃষ্টাব্দ)।

৬৫৬ হিজিরায় মালিক যুজবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে উপনীত হইলে, সম্রাট্ নাসির্ উদ্দীন্ মহম্মদের মন্ত্রিবর্গ জলাল উদ্দীন্ খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া তদ্দেশ অধিকারে প্রেরণ করেন।

জলাল্ বাঙ্গালায় উপনীত হইলে তথাকার মুসলমান সামন্ত-গণ তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিল। অতঃপর সুলতান জলাল উদ্দীন্ বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্বেষী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে কড়ার শাসনকর্তা আর্সিলান খাঁ গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন। জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, আর্সিলান তদীয় সম্পত্তি ও হস্ত্যশ্বরথাদির কতকাংশ দিল্লী সর-কারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়া গৌড়সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আল্‌তমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইজ্জা-উল্-মুল্‌ক তাজ্ উদ্দীন্ আর্সিলান খাঁ সঞ্জর খ্বারিজমী ১২৫৮ অব্দে কড়ার শাসনকর্তা হইয়া মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণের আদেশ পান। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। দুই বৎসরকাল গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

অতঃপর তৎপুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ বাঙ্গালার মসনদে অধি-ষ্ঠিত হইলেন। ইনি উদারচেতা, ধীর ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। দিল্লীশ্বর নাসির্ উদ্দীন্ ঐ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারতপ্রান্ত রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকায় গৌড়ের দিকে নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনরশ্মি সুদক্ষ সম্রাট্ বল্‌বনের হস্তে সমর্পিত হইলে, গৌড়েশ্বর মহম্মদ দিল্লীশ্বরের তৃপ্তিবিধান জন্য নানা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ সামন্তরূপে বাস করিয়া সুলতান তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতীতে দেহত্যাগ করেন।

রাজসিংহাসন শূন্য জানিয়া সম্রাট্ বল্‌বন্ স্বীয় ক্রীতদাস ও প্রিয়পাত্র সুলতান মুঘিস্ উদ্দীন্ তুঘ্রলকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুঘ্রল বীরত্ব দেখাইয়া উত্তরপূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু রাজাদিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহা-দিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসান্তরে প্রকাশ, এই সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গৌড়ের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন, তুঘ্রল নামক তাঁহার একজন নায়েব ছিলেন। সম্রাট্ বল্‌বন্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুঘ্রল বিদ্রোহী হন ও বঙ্গের শাসনকর্তা স্বীয় প্রভুকে বন্দী করেন। তৎপরে স্বয়ং সুলতান মুঘিস্‌উদ্দীন্ নাম ধারণপূর্ব্বক বঙ্গসিংহাসনে অধি-ষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১২৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

রাজাসনে আসীন হইয়া মুঘিস্ যাজনগর (উৎকল)-রাজকে পরাজয় করিয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি গৌড়রাজছত্রতলে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীশ্বর বল্‌বন্ এই সংবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দুই দল সৈন্য পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবক্তজিনকে আমীন খাঁ উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্তা করিয়া অযোধ্যাপথে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট্-বাহিনী ঘর্ঘরা অতিক্রম করিয়া গৌড়সীমান্তে উপনীত হইলে তুঘ্রলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবক্তজিন পরাজিত হন। সম্রাট্ অবক্তজিনের ফাঁসির আদেশ দিয়া তুর্‌মুতি নামক জনৈক

তুর্ক সেনাপতিকে দ্বিতীয়বার গৌড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। এবারও দিল্লী-সৈন্যের পরাভব ঘটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ বল্‌বন্ স্বয়ং পুত্র বঘ্‌রা খান্‌কে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তুঘ্রল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে পলাইয়া যান। দিল্লীশ্বর গৌড়রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া হিসাম্ উদ্দীনকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া সদলে ত্রিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সোণারগাঁয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, এখানকার স্বাধীন হিন্দুনৃপ দনুজরায় (সেনবংশীয় দনৌজা মাধব) তাঁহার সাহায্যকরণাভিপ্রায়ে নদীপথ রক্ষাভার গ্রহণ করেন। মালিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে স্বীয় সেনাদল বিভক্ত করিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদ্রোহীর অন্বেষণে নিয়োগ করিলেন। তুঘ্রল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। অনন্তর বল্‌বন্ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির্ উদ্দীন্ উপাধি দিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

সুলতান বঘরা খান্ নাসির্ উদ্দীন্ গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি দিল্লীসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তৎপুত্র কৈকোবাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং নাসির্ স্বয়ং গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ ক্রমে অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলে নাসির্ উদ্দীন্ পুনঃ পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না, বরং কুমন্ত্রীর প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় উদ্দীপ্ত হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্য ঘর্ঘরা ও সর্ব্বা নদীতীরে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইল। দুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে নাসির্ উদ্দীন্ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়া স্বহস্তে পত্র লিখিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুত্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, পিতা আসিয়া যথারীতি দুইবার কুর্ণিস করিলেন, তিনবার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি নীচে বসিলেন। পিতা পুত্রে মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সদুপদেশ দিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন (১২৯২ খৃষ্টাব্দে)।

এদিকে জলাল্ উদ্দীন্ খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন (১২৯০ খৃষ্টাব্দে)। জলাল উদ্দীন্ এবং তৎপরে আলা উদ্দীনের রাজত্বের প্রথমকালপর্য্যন্ত সুলতান নাসির্ উদ্দীন্ নির্ব্বিঘ্নে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আলা উদ্দীন্ শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তিনি সম্রাটের ভয়ে স্বেচ্ছায় গৌড়সিংহাসন ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামন্তরাজরূপে গৌড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে কৈকায়ুস এবং ফিরোজ শাহ্ নামক নাসির্ উদ্দীনের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ শাহের সময়ে তৎপুত্র বাহাদুর খান্ সমবেত মুসলমানশক্তির সাহায্যে দনুজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনাধিকার লাভ করিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩১৭ বা ১৩১৮ খৃঃ অব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব্ উদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাহাদুর খাঁ শাহাব্ উদ্দীনকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন।

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বল-দর্পিত বাহাদুর খান্ তাঁহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্ব্বক বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় সাধিত হয় এবং গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত হন।

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাব্ উদ্দীন্ ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাট্ গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগলকের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইহার পরে কি হইল জানা যায় না। সম্রাট্ ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া শাহাব্ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির উদ্দীন্‌কে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাদুরকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান।

বাহাদুর শাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হইবা মাত্র সম্রাট্ নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ পরিত্যাগকালে বহরম খাঁকে সুবর্ণগ্রাম এবং আজ্জদ খাঁকে ত্রিহুতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীশ্বর হন। নাসিরের মৃত্যুর পর, তিনি কাদর খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর ও আজম্ উল্ মুলককে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু ঘটে। তোগ-লকের প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালায় নানা রাজনৈতিক বিপ্লব সূচিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার সূত্রপাত হয়।

বহরম্ খাঁর মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী ফখর উদ্দীন্ সুবর্ণগ্রামের মসনদে আরোহণপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন

রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট্ মহম্মদ তোগ-লক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করণাভিপ্রায়ে বিশেষ ব্যস্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফখর্ উদ্দীনের এই অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ডবিধানার্থ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর খাঁকে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তদনুসারে কাদর খাঁ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎফুল্ল হইয়া কাদর খাঁ মুসলমান সর্দ্দারদিগকে এবং সেনাদলকে বিদায় দিয়াছেন শুনিয়া ফখর্ উদ্দীন্ উৎসাহিত হইলেন। তিনি উৎকোচদানে বিপক্ষীয় সেনাদলকে বশীভূত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনন্তর তিনি সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে আসিয়া অঙ্গীকার মত রাজকোষের ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন (১৩৪০ খৃষ্টাব্দে)।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্ত্তাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে সম্রাটের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফলও পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকালে সময় সময় অরাজকতার বিষময় বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিপ্লবে রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইত, আবার কখনও বা রাস্তা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটীর নাম বাঙ্গালা রাখেন।* তৎকালে লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্‌তিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমুদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্য্যন্ত উত্তর বিহার প্রদেশ গৌড়ের শাসনকর্ত্তাদিগের অধিকারে ছিল।

দিল্লীর অধীনস্থ বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্ত্তৃবর্গ।

খৃ:	হিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১১৯৯	৫৯৫	মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজী (লক্ষ্মণাবতী)	শাহাবুদ্দীন্ ঘোরী
১২০৫	৬০২	মহম্মদ সিরান খিলজী	কুতব্‌দ্দীন্ আইবক
১২০৮	৬০৫	আলী মর্দ্দান্ খিলজী	ঐ
১২১১	৬০৮	সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্	আলতমাস
১২২৭	৬২৪	নাসির্ উদ্দীন্ বিন্ আলতমাস	আল্‌তমাস
১২২৯	৬২৭	আলাউদ্দীন্ জানি	ঐ
১১২৯	৬২৭	সৈফ্ উদ্দীন্ আইবক	ঐ
১২৩৩	৬৩১	তুঘানখান্	সুলতানা রিজিয়া
১২৪৩	৬৪১	তাজি	আলাউদ্দীন্ মসাউদ
১২৪৪	৬৩২	তৈমুর খাঁ কিরাণ্	ঐ
১২৪৪	৬৪২	মালিক যুজ্‌বেগ তুগ্রিলখান্	ঐ
১২৪৬	৬৪৪	সৈফ্ উদ্দীন	ঐ
১২৫৩	৬৫১	ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন্ মালিক যুজ্‌বেগ	ঐ
১২৫৭	৬৫৬	জলাল্‌উদ্দীন্ মসাউদ	নাসিরউদ্দীন্ মান্দ্
১২৫৮	৬৫৭	ইজ্জ্ উদ্দীন্ বল্‌বন্	ঐ
১২৫৯	৬৫৮	আর্‌শলান খান খারীজিমী	ঐ
১২৬০	৬৫৯	আর্‌শলান তাতার খান্	ঐ
১২৭৭	৬৭৬	তুগ্রল (মুইজ্‌উদ্দীন্)	গিয়াস্‌উদ্দীন্ বল্‌বন্
১২৮২	৬৮১	নাসিরউদ্দীন্ বঘ্‌রা খাঁ (বল্‌বনের পুত্র)	ঐ
১২৯১	৬৯১	রুকন্‌উদ্দীন্ কৈকাউস	মুইজ্ উদ্দীন কৈকোবাদ ফিরোজ শাহ খিলজী, আলাউদ্দীন্ খিলজী
১৩০২	৭০২	সামস্‌উদ্দীন্	ফিরোজ শাহ ঐ
১৩১৮	?	শাহাবউদ্দীন্ বঘ্‌রা শাহ	মুবারক শাহ
?	?	গিয়াস্‌উদ্দীন্ বাহাদুরশাহ	তোগলক শাহ
?	?	নাসির্‌উদ্দীন্	মহম্মদ তোগলক
১৩২৫	৭২৫	কাদর খান্	ঐ

(দ্বিতীয় শাসনকাল।)

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় অনুচর ফখর্ উদ্দীন্ কাদর খাঁকে কৌশলে নিহত করিয়া পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় দুর্ব্বল-হৃদয় ৩য় মহম্মদ দিল্লীসিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সম্রাট্-হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়া এবং রাজপক্ষ হতবল জানিয়া সুলতান ফখর্ উদ্দীন্ স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি-মানসে মুখলিস খাঁকে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণে পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি মৃতশাসন-কর্ত্তা কাদর খাঁর সুশিক্ষিত সেনাপতি আলী মুবারকের হস্তে পরাস্ত হইলেন। আলী মুবারক আপনার বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মসনদ প্রার্থনা করেন। সম্রাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আলা উদ্দীন্ নাম

* খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর রাজেন্দ্র চোলদেবের একখানি গিরিগাত্র খোদিত শিলাফলকে "বঙ্গাল দেশের" উল্লেখ দেখা যায়। [গৌড় দেখ।]

গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদনন্তর তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফথর্ উদ্দীন্‌কে আক্রমণ করিলেন। ফথর্ উদ্দীন্ ধৃত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খৃঃ)।

তিনি কয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তৎপুত্র মুজঃফর গাজি শাহ্ পূর্ব্ববঙ্গের (সুবর্ণগ্রাম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আলিউদ্দীন্ আলী শাহ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, গৌড়সন্নিহিত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হাজি ইল্‌য়াস্ বা ইলায়স্ খ্‌াজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই সূত্রে উভয়ে অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। ঈর্ষাপরবশ ইলয়াস্ গোপনে তাঁহাকে নিহত করিয়া বৈরজ্বালা শান্তি করিলেন। আলী মুবারক এক বৎসর পাঁচ মাস কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুয়া ইলয়াসের হস্তগত হইল। তিনি ইল্‌য়াস্ খ্‌াজা সামস্‌উদ্দীন্ ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সামস্ উদ্দীন্ পূর্ব্ববাঙ্গালা আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে ত্রিপুরারাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর ও নজর দিতে বাধ্য হন। অনন্তর তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট্ তৃতীয় ফিরোজ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সম্রাটের সহিত যুদ্ধে ইল্‌য়াস্-পুত্র বন্দী হইলেন, পাণ্ডুয়া অধিকৃত হইল। এই সময়ে সামস্ উদ্দীন্ পাণ্ডুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট্ উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন যে, সহজে উহা হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে)। ইহার অত্যল্পকাল পরে বাদশাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে বাঙ্গালারাজ্যের সীমা উত্তর-বিহারে গণ্ডক নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কএক বৎসর বিশেষ বলদর্পে রাজ্যশাসন করিয়া সামস্‌উদ্দীন্ ৭৬০ হিজিরায় গতাসু হন (১৩৫৮ খৃঃ)। তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপাট গৌড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হাজীপুর নগর তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি হিন্দুধর্ম্মেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একডালার নিকট রাজা ভবানী নামে এক সাধুর বাস ছিল। সম্রাট্ ফিরোজকর্ত্তৃক একডালা অবরোধকালে ঐ সাধুর মৃত্যু হয়। সাধুবরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিনিবন্ধন সুলতান সামস্ উদ্দীন্ ফকিরবেশে তাঁহার সমাধি স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেই ছদ্মবেশেই সম্রাট্-শিবিরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

সামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র "সেকন্দর শাহ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হন। এই সময়ে ফিরোজ শাহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকন্দর পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লন এবং এরূপ যুদ্ধ-কৌশল দেখান যে, সম্রাট্ কয়েকটী হস্তী ও কিঞ্চিৎ উপঢৌকন লইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন (১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে)। সেকন্দর একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত "আদিনা-মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করেন, পাণ্ডুয়ায় উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের দুই মহিষী ছিল, একের গর্ভে গিয়াস্ উদ্দীন্, অপরের গর্ভে ১৬টী সন্তান জন্মে। গিয়াস্ উদ্দীন্ বিমাতার চক্রে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসেন ও সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎ-কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর তিনি সোণার-কোটে আসিয়া শিবির স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৭৬৯ হিঃ = ১৩৬৭ খৃঃ)।

গিয়াস্ উদ্দীন্ রাজা হইয়া চিরন্তন প্রথামত আত্মরক্ষার্থে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন নিষ্ঠুরাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি সদ্বিচার দ্বারা সকল লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি, কবির মর্য্যাদা রক্ষায় সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় রাজত্বকালে তিনি পারসিক কবি হাফেজকে আনিয়া বাস করাইতে বিধিমতে চেষ্টা পান। কিন্তু উক্ত কবি আগমন করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ (১৩৭৩ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে উক্ত পৌত্রকে বিনাশ করিয়া তিনি যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গিয়াস্ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুতুব উল্ আলমের সহপাঠী ছিলেন এবং লখ্‌নৌর প্রসিদ্ধ সাধু হামিদ উদ্দীনের নিকট তিনি পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

গিয়াসের মৃত্যুর পর, অমাত্যবর্গ তাঁহার পুত্র সৈফ্ উদ্দীনকে সুলতান উস্ সলাতিন উপাধিসহ বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত করেন। সৈফ্ উদ্দীন্ নির্ব্বিরোধে ও শান্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলে, তাহার দত্তক পুত্র ২য় সামস্

উদ্দীন্ দুই বৎসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই সময়ে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ (মতান্তরে রাজা কংশ) রাজদ্রোহী হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে)। মুসলমান সর্দ্দারগণ কেহই তৎকালে বঙ্গেশ্বরের সহায়তা করেন নাই। তৎকালে অপর কয়জন মুসলমান রাজার শাসনোল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয়, মুসলমান সমাজেও রাজ্যাধিকার বিভ্রাটে বিশেষরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বরের সামর্থ্যহীনতাই বঙ্গীয় রাজবিপ্লবের একমাত্র কারণ। ৮০১ হিজিরায় তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীশ্বরকে হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, অযোধ্যা, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, মুলতান, সমানা, বয়ানা, মহোবা প্রভৃতি স্থানের মুসলমান সর্দ্দারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খ্বাজা জহানকর্ত্তৃক বেহার অধিকারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দ্দারগণও স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে দিনাজপুরপতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং ৭।৮ বৎসরঃ রাজত্ব করেন। তিনি অপক্ষপাতে রাজ্যশাসন করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় 'বয়াজিদ্ শাহ' নাম দৃষ্ট হয়। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র জিৎমল্ল 'জলাল্ উদ্দীন্ মহম্মদ শাহ' নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুসলমান হন এবং গৌড়নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী স্থাপন করেন। জলাল গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করিতেন এবং অবশেষে দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) নিহত হন। রাজা গণেশ পূর্ব্ববঙ্গে নানা দেবমন্দির স্থাপন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সে স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়। গৌড়নগরে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক কমিয়াছিল। উত্তরপূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের সুলতান খ্বাজা জহান্ সমুদায় বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও মধ্যে মধ্যে বঙ্গসীমান্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতেছিলেন।

জলাল্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহ্মদ শাহ বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হন (১৪০৯ খৃঃ)। এই সময়ে জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উদ্যোগী হইলে বঙ্গেশ্বর তৈমুরপুত্র শাহরুখের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া হিরাটে দূত প্রেরণ করেন। তাতার-রাজদূত গৌড়রাজধানীতে আগমন কালে জৌনপুরপতিকে স্বীয় সম্রাটের বঙ্গবিজয়-নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া যান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আহ্মদ ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে গতায়ু হন।

আহ্মদের মৃত্যুর পর, মুসলমানেরা সুলতান সামস্ উদ্দীনের বংশধর নাসির উদ্দীন্ নামক একজনকে রাজা করেন। হিন্দু-রাজবংশের অভ্যুদয়ে মুসলমান সর্দ্দারগণ রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন ভাঙ্গবাবংশের হস্তে রাজ্য-রশ্মি নিপতিত হওয়ায় সর্দ্দারগণ রাজসংসারের বলবৃদ্ধি কামনায় রাজসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র বার্ব্বক শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্ম্মিত গৌড়ের প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

নসির শাহের পুত্র বার্ব্বক শাহ স্বীয় রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবসী (আবিসিনীয় ক্রীতদাস) ও খোজা নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহস্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী হইয়া উঠে এবং রাজানুগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করে। সুলতান বার্ব্বক ১৪৭৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গতায়ু হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র য়ুসুফ শাহ রাজা হন। রাজাসনে আসীন হইয়াই তিনি ন্যায় বিচারের সুব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া যান। কাজী ও মুফতীগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইতেন।

৮৮৭ হিজিরায় অপুত্রক য়ুসুফ গতায়ু হইলে মুসলমান ওমরাহগণ রাজবংশীয় সেকন্দর শাহ নামক একজন ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সেকন্দর রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া তাহারা দুইমাস পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় খুল্লতাত ফতেশাহকে সিংহাসন অর্পণ করেন।

সুলতান ফতেশাহ বিদ্যাদি নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, হাবসী ও খোজাগণ পূর্ব্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ বঙ্গীয় প্রজাবর্গের ওষ্ঠাগতপ্রাণ। তিনি ইহার প্রতিবিধান জন্য কএকজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মর্য্যাদার হ্রাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা সুলতানের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজপুর-রক্ষী "পাইক"দিগকে প্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে রাজান্তঃপুর মধ্যে সুলতান ফতেশাহকে বধ করিল।

রাজসরকারের প্রথামত সুলতান প্রভাতে রাজসভাতলে উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া সভাস্থ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া

পড়িয়াছেন, এমন সময়ে সাধারণের বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া খোজা-সর্দ্দার বারিক রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খাঁ জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আণ্ডেল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা রাজধানী রক্ষার্থ পাইকমাত্র নিযুক্ত রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দ্দারও পূর্ব্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে সে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। খোজা বারিক সুলতান শাহজাদা উপাধি ধারণ করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজাদা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে,: কিন্তু তাহা সাধারণের অভিমত হইল না। মালিক আণ্ডেল সুলতান-কর্ত্তৃক স্বপদে নিয়োগাধিকার সত্ত্বেও তাঁহার বিরোধী হইয়া রাত্রিযোগে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সহযোগী যুগ্রিস খাঁর সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বর্ষে সৈফ্ উদ্দীন্ ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি যেরূপ বীর ছিলেন, তদনুরূপ দয়াও তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,— একসময়ে তিনি দরিদ্রদিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষাদানার্থ মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করেন। মন্ত্রিবর মনে ভাবিলেন, 'লক্ষ টাকা নিতান্ত কম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থ তাঁহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা হইবে না; এই যুক্তি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সুলতানের যাইবার পথের ধারে রাখিয়া দিলেন। সুলতান তাহাতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের? উজীরপ্রবর তাহা ভিক্ষার্থ দেয় বলিয়া অভিবাদন করিলেন। তাহাতে সুলতান বলিয়াছিলেন, "এই সামান্য মুদ্রা কয়জনকে দিবে। ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও।"

ফিরোজ শাহ গৌড়নগরে একটী সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও সুদৃশ্য বাঁধা পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া যান। ঐ কীর্ত্তিগুলি আজিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ভবলীলা সম্বরণ করিলে ওমরাহগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির্ উদ্দীন্ মাহ্মূদ শাহকে * রাজা করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাবসী-জাতীয় উজীর হাবেশ খাঁই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। মন্ত্রিবরের অপ্রিয় আচরণে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত হইয়া অপরাপর হাবসীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই সময়ে সিদ্দি বদর দেওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া সুলতানের বন্ধনদশা মুক্ত করিয়া দেন। মাহ্মূদ শাহের রাজ্যকাল একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সিদ্দি বদর সুলতানকে গোপনে বধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন।

সিদ্দি বদর দেওয়ানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তিনি প্রথমে তুর্কজাতীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীয় বিজাতীয় জ্বালা নির্ব্বাপিত করেন। তদনন্তর তিনি হিন্দুসামন্ত-রাজ ও জমিদারদিগকে নির্জ্জিত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার কলুষময় জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলয় হয় নাই। তিনি সকল প্রকার অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মক্কাবাসী সৈয়দ হুসেন সরিফ মুসলমান ও হিন্দু সর্দ্দারবৃন্দে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে সুলতানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে সুলতানের অধীনে ৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বঙ্গীয় সেনা ছিল। ৪ মাস গৌড়নগরে অবরুদ্ধ থাকিয়া সুলতান মনে করিলেন যে, এই বৃহতী বাহিনী লইয়া তিনি অনায়াসেই বিদ্রোহিদলকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিবেন। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি দুর্গপ্রাকার অতিক্রমপূর্ব্বক গৌড়নগর-সম্মুখস্থ সুবৃহৎ ময়দানে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন (১৪৯৮ খৃঃ)। তাঁহার সঙ্গে গৌড়-প্রাঙ্গণে ২০ হাজার সেনা প্রাণ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিদ্রোহিদলের নেতৃবর্গ বন্দীভাবে সুলতান মুজঃফর শাহের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি স্বহস্তে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন। নিজাম্ উদ্দীন্ বলেন,মন্ত্রিপ্রধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাত্রিতে শয্যাগৃহে তাঁহাকে নিহত করেন।

বিগত সার্দ্ধৈক শতাব্দ কালের মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্ম্মরক্ষাকল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অন্য সময়ে আবার তাঁহারা সহৃদয় মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় স্বধর্ম্মপালনে সেইরূপই সামর্থ্যবান্ হইয়াছিলেন। দুঃখের পর সুখোদয়, অত্যাচারের ও অনাদরের পর সমাদর যেমন হর্ষজনক, মুসলমান রাজন্যগণের এই বিজাতীয় বিদ্বেষের পর হিন্দুসমাজের প্রতি সকরুণ কৃপাকটাক্ষ-পাত সেইরূপ হৃদয়ানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান

* হাজি মহম্মদ কান্দাহারীকৃত ইতিহাসে লিখিত আছে মাহ্মূদ শাহ হাবসীজাতীয় ছিলেন না, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত সুলতান ফতেশাহের পুত্র। তাঁহার মাতা সেনাপতি মালিক আণ্ডেলের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

সর্দ্দারগণের পরস্পর বিদ্বেষ ও বাঙ্গালার মস্‌নদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের জাতীয়তাকে শক্রতায় পরিণত করিয়াছিল। সুলতান-গণের গুপ্তহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পক্ষা-ন্তরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দ্দারগণ বা তদধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ধর্ম্মভীরু বঙ্গবাসীর অর্থ-শোষণ করিয়া, অথবা কৌশলপূর্ব্বক তাহাদের ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহানিনিবন্ধন উপস্থিত দরিদ্রতা হিন্দুর অঙ্গভূষণ হইলেও জাতীয় চিরন্তন গৌরব বিদ্যাভূষণ হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই; নবদ্বীপের তাৎকালিক বিদ্যা-গৌরব জগতে অবিদিত ছিল না। সেই বিদ্যাবলে হিন্দুগণ মুসলমান সুলতানগণের পরামর্শ-দাতা বা মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশামিশিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অনেক সাময়িক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের পূর্ব্বে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও সে সময় বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সমা-জের উপর ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের সুবিস্তৃত শাক্ত সমাজের মন্ত্রগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে সমাজের নেতৃত্ব ও ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তৃত্ব ছিল। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে পারিলে রাজ্যশাসনের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, তাহা মুসলমান রাজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শক্র মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপনের পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছিল। যতদিন দিল্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে পরস্পরে প্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্তু যখন বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গ-বাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৯ হিজিরা সনে (১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল। এই বর্ষে ফখর্ উদ্দীন্ মুজঃফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-সাহায্যে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতীতে শামস্ উদ্দীনের প্রাধান্য, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী-কর্ত্তৃক জলপথে ফখর্ উদ্দীন্‌কে আক্রমণপূর্ব্বক সুবর্ণগ্রাম অধিকার, শামস্ উদ্দীন্ ইল্‌য়াসকে শাসনোদ্দেশে সম্রাট্ ফিরোজ শাহের বঙ্গে আগমন প্রভৃতি ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মেশামিশির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মুবারক যাঁহাদের আনুকূল্যে স্বাধীন হইলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জায়গীর দিয়া সম্মানিত করেন, কিন্তু এ সদ্ভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি স্বজাতীয় ওমরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। সেই কারণে অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল। তাঁহারই অভ্যুদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শামস্ উদ্দীন্ ইল্‌য়াস্ তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় পাইবা মাত্র তিনি স্বদল বলে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারক্‌কে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম দখল করিয়া লইলেন। তৎপূর্ব্বেই দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ গিয়াসউদ্দীন্‌কে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে রাঢ়দেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, ও দিকে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারবর্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইলিয়াসের পক্ষ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যখন বঙ্গাধিপের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এক লক্ষ ৮০ হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়া শামসুদ্দীন্ দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন; পশ্চিম বঙ্গ হইতে শামসুদ্দীন্ যখন পূর্ব্ব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনিও ফখর্ উদ্দীন্ মুবারকের ন্যায় তাঁহার পক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, চট্টবংশাবতংশ কুলীনপ্রবর প্রভাকরপৌত্র মহাধনী মনোহরের পুত্র দুর্য্যোধন "বঙ্গভূষণ" উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় হিন্দু জমিদার-বর্গকে পরাস্ত করায় পুতিতুণ্ডবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি "রাজজয়ী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্য জাতীয় বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরদীয়ার মহাধনী ও কবিকঙ্কণ উপাধিধারী উদয়ন এবং তাঁহার মুরারি, মাধব প্রভৃতি সপ্ত বীর-পুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দিল্লীশ্বর প্রত্যাগমন কালে রাঢ়ীয় বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্য্যাদাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাঢ়ীয় কুলীনপ্রবর সুদর্শনপুত্র বিকর্ত্তন চট্ট "রাজা" উপাধি এবং মনোহর বঙ্গভূষণের পৌত্র শ্রীরাম "খান" উপাধি

লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরিমাণে মুসলমান রাজসংস্রব ঘটিয়াছিল ; তাঁহারা গৌড়াধিপের অতি নিকটেই বাস করিতেন ; মুসলমান রাজসভায় তাঁহাদের সর্ব্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কা ণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজাদিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য রাঢ়ীশ্রেণী অপেক্ষায় বারেন্দ্রশ্রেণী বেশী বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মুসলমান রাজসরকারে তাঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই ফলে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান অধিপতির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্দ্রমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও তাঁহার চাল চলন ও আদব কায়দায় যথেষ্ট মুসলমানী প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত হিন্দু হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে "বয়াজিদ্ শাহ" এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে মুসলমান নৃপতিগণের অনুকরণে বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহস্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট "রায়মুকুট" উপাধি এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন।

যাহা হউক, এই সময় ও পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইতেছিল, মুসলমান নরপতিগণ হিন্দুর প্রতি অভক্তি বা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা হিন্দু সমাজকে আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় স্থায়িপ্রভাব বিস্তারোদ্দেশেই মান্য, গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। রাজসংস্রব ক্রমশঃই বিষম হইতে বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমান দরবারে নিরন্তর গতিবিধি নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরাও মুসলমানী আদবকায়দা, চালচলন বা রীতি-নীতি অভ্যাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানও আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের এই মেশামিশির ফলে রাজা গণেশ কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল।* উভয় দলের বিশেষ ঘনিষ্টতাপ্রযুক্তই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্ছিষ্ট তাম্বূল গ্রহণে ও নিতান্ত সংস্রবদোষে পড়িয়া ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও হিন্দুসমাজ তৎকালে জাতীয় শক্তি হারায় নাই। গণেশবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে ১৪৪০ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মসনদে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং বাঙ্গালায় বিধর্ম্মীর অত্যাচার স্রোতঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই অত্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্ব্বক শাহ, যুসুফ শাহ, সেকন্দর শাহ ও ফতেশাহ নামধেয় কয়জন ধর্ম্মনিষ্ঠ সুলতান শান্তিময় শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। বার্ব্বকশাহ রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ হাবসী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে এবং যোগ্যতানুসারে অন্যান্য রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া যে বিষময় বীজ বপন করিয়া যান, তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া কালে হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার অভিপ্রায়ে অতি জঘন্যরূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি অত্যাচারে অনেক হিন্দু বংশ মুসলমানদোষসংশ্লিষ্ট হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কুল, জাতি ও মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে পলাইয়া যান। অনেকে মানসম্ভ্রমরক্ষা করিতে না পারিয়া মুসলমানস্রোতে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীনসমাজেরও তৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুসুফ্ শাহ গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে হিন্দু-প্রজা শান্তির মুখ দেখিতে পাইল। ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেলনিয়ম প্রচারিত করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীনসমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দক্ষিণ-বঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পুরন্দর বসু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সমান পর্য্যায়ে

* ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্যের পিতামহ নৃসিংহ বা নরসিংহ নাড়িয়াল সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও আড় ওঝার সন্তান।
"যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হইল রাজা।" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান। ইহারই কিছু পরে নবদ্বীপধামে প্রেম ও শান্তির পূর্ণ মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ তখন হরিনামের প্রভাবে মাতোয়ারা হইয়া নগরে নগরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া শান্তি ও প্রেমের পীযূষধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। যুসুফ শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের অধিকারকালে রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার এবং তৎসাময়িক শান্তিভাব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত আছে।

তৎপূর্ব্বে হাবসীবংশীয় শেষ সুলতান মুজঃফর শাহের শাসনকালে মুসলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রারম্ভ দর্শন করিয়াই নবদ্বীপের মনীষিমণ্ডলী নবদ্বীপ ছাড়িয়া নানা স্থানে পলায়ন করেন। প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে সপরিবারে উৎকল যাত্রা করেন।*

বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যাচর্চ্চা ও গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও সেই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর মিশ্রের কন্যা শচী দেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপবাসী হন।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপধামে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাখর্য্য দেখাইয়া ভারতবাসীকে মোহিত করেন। ভক্তের নিকট তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীধর, গদাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্রের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিমাখা মুখখানি দেখিলে মহাপ্রভু পাগলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

এ হেন মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হইয়া ও সেইরূপ জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই স্মৃতিনিবন্ধকার স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, ও তৎপুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয়—মুসলমানের কঠোর শাসন ও অত্যাচার মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল।

[নবদ্বীপ ও চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন ও জনসমাজে তাহার প্রচার, তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পার্ষদ ও ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই সুকবি ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বকথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ ধার্ম্মিকপ্রবর সুলতান আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের রাজ্যকালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণবংশে সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এবং কায়স্থবংশে গুণরাজ খান্ প্রাদুর্ভূত হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত অপর সকল পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী। পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদকর্ত্তাদিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানভক্ত অকবর আলী, কমরালী, নাসির, মান্মুদ, ফকির, হবীব, ফ'তন্, সাল বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক্, শেখ লাল ও সৈয়দ মুর্ত্তাজার নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামী, রসময়ী, মাধবী দাসী প্রভৃতি সাময়িক বহু পুরুষ ও স্ত্রীকবিগণ তৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এককথায় বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্য হইতে ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালায় কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই একটী অলৌকিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য, দেবীবর, পুরন্দর বসু ও পরমানন্দ রায় সমাজবিধি সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্তর্ধান কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য দেব মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সহযোগিরূপে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন

---

* "অতঃপর নবদ্বীপে হইল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি নিজ রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়বাসী।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥" (জয়ানন্দকৃত চৈ° ম°)

হন। শ্রীরূপ ও সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রণী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬—১৫১৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী কোটীপতি গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), এবং শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মহাপ্রভুর পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্যোগে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহাজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। চিন্তামণি-দীধিতিপ্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের ব্যবস্থানুসারে আজিও বাঙ্গালার ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতেছে। এই সময়ে বারাণসীধামে বারেন্দ্র-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের সমাদর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটীকা ও বৈষ্ণব-তোষিণী নাম্নী ভাগবতটীকা ভক্তিরসের ও সংস্কৃতসাহিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রঘুনন্দন ও কুল্লূক যে সময়ে স্মৃতিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং রূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপন ও প্রচারকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া শক্তিপূজার সুব্যবস্থা করিলেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালাভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিয়তই সামাজিক বাদানুবাদ লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি বা সর্দ্দারগণের অনুগৃহীত ব্যক্তিই তৎকালে সমাজবাহ্য বলিয়া নিন্দিত হইতেন। এই সামাজিক আন্দোলন সময় সময় রাজ্যের মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান সুলতানগণ জাতিবিচারের জন্য একটী স্বতন্ত্র 'জাতিমালা-কাছারী' নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, দেবীবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দত্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই ঐ জাতিমালা কাছারির প্রধান বিচারপতি হন।* তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৭মঃ সমীকরণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে (কুলগ্রন্থে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজসংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ঘটক দেবীবর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ও রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে পরস্পরের বিবাহজনিত সংস্রব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক একটী 'মেল' নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে 'দোষ-নির্ণয়' ও 'মেলবিধি' নামে দুইখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দমিশ্র কর্ত্তৃক মহাবংশাবলী রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।*

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমান-রাজত্বের যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাবসী-বংশীয় রাজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়া সৈয়দ হুসেন আলা উদ্দীন্ সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন্-প্রণেতা বলেন, 'গৌড়ের স্তম্ভখোদিত লিপিতে তাঁহার হুসেন শাহ নাম বিদ্যমান আছে। অনুমান হয়, তাঁহার পিতা বা তদ্বংশীয় কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কাব সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা স্মরণ করিয়া তিনি ঐ নাম প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।'

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের ন্যায় হীন-জাতীয় ছিলেন না। ইস্লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে তাঁহার জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যান্বেষণে বাঙ্গালায় উপনীত হন। গৌড়পতি তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মন্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামন্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অদৃষ্টচক্রে পাশবপ্রকৃতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাতিয়া বহন করিতে বাধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়াই তিনি রাজবিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অতঃপর তিনি বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া-

* মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে কাসিম বাজারের সুপ্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণকান্ত নন্দী' জাতিমালা কাছারির সদস্য হইয়াছিলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগে ঐ সকল গ্রন্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ নির্দ্দিষ্ট সময় মত গৌড়রাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গৌড়নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু-প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপার উপর্য্যুপরি কয়দিন অবাধে চলিতে লাগিল। সুলতান ইসলাম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর এই সর্ব্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই দীনহীন প্রজার আর্ত্তনাদে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিদ্বেষ ভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লুব্ধ সর্দ্দারবৃন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় এবং অন্যান্য মুসলমানগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তখন রাজাদেশ লঙ্ঘন করিল। তাহাদের পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্যু-প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ অত্যাচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজাজ্ঞায় তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাহৃত হইল।

অতঃপর যখন আলাউদ্দীন্ দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্য ও দেশীয় পাইকগণই দেশে যাবতীয় রাজকীয় গোলযোগের একমাত্র কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্যোগী হইলেন; তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় অল্প নিষ্কর ভূমি দিয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।*

আলাউদ্দীন্ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হাবসী নির্ব্বাসনরূপ এই দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও খোজাদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করায় তিনি সাধারণের পূজনীয় হইয়া পড়েন। অত্যাচারক্লিষ্ট হিন্দুগণের মলিন মুখ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হয়, তদবধি তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে ও বিশেষ ন্যায়পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন না।

এই সময়ে তিনি একডালা দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজপ্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন। উচ্চ বংশীয় ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনার রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব হিন্দুদিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে রাজানুগ্রহ দান করিতেন। নানা শাস্ত্রবিশারদ ও বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়া এবং স্বীয় রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া সুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কামতাপুরে (কোচবিহারের) রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে)। তৎপরে সেই অধিকৃত প্রদেশে হুসেন আপন পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোচদিগের আক্রমণে বহু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্ত্তমান কোচবেহার-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

কামরূপ-বিজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি স্বীয় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ়করণমানসে গণ্ডকনদীতীর সীমান্তদেশে একটী সুবিস্তৃত দুর্গ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রত্যেক জেলায় সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশাফির খানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধুপুরুষদিগের ভরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। আজিও পাণ্ডুয়ার কুতব্ উল্ আলমের আস্তানার ব্যয়াদি তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

সুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদি জৌনপুর অধিকার করিলে তিনি রাজ্যচ্যুত সুলতানকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সম্রাট্ বেহার অধিকার করিয়াই সুলতানকে বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমায় আসিতে আসিতেই কার্য্যগতিকে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল; এতদ্দ্বারা বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীশ্বরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ নিবারিত হইল। উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, ১৫২০ বা ১৫২১ অব্দে হুসেন শাহ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিয়, তেমনই অপর লোকের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহার সময়ে ওমরাহগণ বঙ্গীয় কবিদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক

* পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজকার্য্যে অনুপযোগিতা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের ভূমিস্বত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারণে ১৭৯০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার প্রান্তবাসী পাইকবংশধরগণ একবার বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল।

ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদির কবি-ভণিতায় ঐ সকল ওমরাহবর্গের বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[বাঙ্গালা ভাষাশব্দে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে তিনি অনেক সদ্গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য মুসলমান সুলতানদিগের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গকে নিহত বা তাহাদের চক্ষু অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতি স্নেহ দেখাইতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীশ্বরকে বিব্রত দেখিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া তিনি সেই অবসরে মিথিলা, হাজিপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তত্তৎস্থানে যথাক্রমে আপন পুত্র, জামাতা ও সেনাপতিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল-সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পানিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাহ্মুদ লোদী গৌড়রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শত্রুর আশ্রয়প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, নসরৎ শাহ বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া দুইবার মোগলপতির প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মাহ্মুদ শাহ পুনরায় আফগান সর্দ্দারবৃন্দের সাহায্যে স্বীয় পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট্ বাবর সদলে আগ্রা হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী হিদেরী নামক স্থানে উপনীত হন। যুদ্ধে মাহ্মুদের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম-পূর্ব্বক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসম্রাটের ক্রোধোপনোদনার্থ বন্ধুত্বসূচক সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

ঐ সন্ধিসর্ত্তে নসরৎ মাহ্মুদকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং সম্রাট্ও আর বঙ্গেশ্বরকে উত্ত্যক্ত করিবেন না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৫৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের মৃত্যু হয়।

বাবর শাহের মৃত্যুসংবাদে আফগান সর্দ্দারগণ উৎফুল্ল হইলেন। দরিয়া লোহানীর পুত্র মাহ্মুদ বেহার অধিকার করিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাহ্মুদ এই সুযোগে জৌনপুরের মোগল-শাসনকর্ত্তা জুনিদ বর্লাসকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশে স্বীয় শাসনবিস্তারে যত্নশীল হইলেন। নসরৎ শাহ পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত সন্ধিসর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া জৌনপুর অধিকারকার্য্যে মাহ্মুদের সহায়তা করিয়াছিলেন (১৫৩২-৩ খৃঃ)। এই সময়ে বাবরপুত্র হুমায়ুনকে হীনবল দেখিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের চিরশত্রু গুর্জ্জরপতি সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।

অতঃপর কোন অভাবনীয় কারণে সুলতান নসরতের চিত্ত-বৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরপ্রকৃতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ উদীয়মান চৈতন্য-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারপ্রয়াসী হইয়াই তাঁহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে যেরূপ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুদ্ধ হিন্দু বা বৈষ্ণব প্রজা বলিয়া নহে, তিনি স্বীয় মুসলমান প্রজা, এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ নিষ্ঠুরাচরণে ক্রমশঃই তাঁহার প্রজাগণ ও কর্ম্মচারিসকল অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হস্তে মস্‌জিদ মধ্যে তিনি নিহত হইলেন (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ঐ বৎসরেই মহাপ্রভুর লীলাদেহের অবসান হয়। গৌড়নগরে সুলতান নসরৎ শাহ যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে সোণা মস্‌জিদ ও কদম-রসুল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সাহুল্লাপুরের হজরৎ মখদুমের সমাধিমন্দির তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহ্‌গণ ৯৪০ হিজিরায় তৎপুত্র ফিরোজ শাহ্‌কে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন; কিন্তু এই বালক রাজার রাজ্যকাল তিন মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে, সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম পুত্র মাহ্মুদ শাহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভ্রাতু-ষ্পুত্র নিহননরূপ কদাচারে লিপ্ত হওয়ায় অনেকেই মাহ্মুদের আচরণে বিরক্ত হইল। হাজীপুরের শাসনকর্ত্তা মখ্‌দুম্ আলম প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বেহারের তাৎ-কালিক রাজঅভিভাবক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সহিত সংমিলিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া মাহ্মুদ শাহ অবিলম্বে মখ্‌দুমের দণ্ড-বিধানার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা কুতব্ খান্ শেরকে শাস্তি দিবার জন্য প্রেরিত হইলেন; দুর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গীয় সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। রাজ-সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। বঙ্গেশ্বর এই পরাজয়ে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া উক্ত হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

এই সময় বেহার-রাজকুমার জলাল স্বীয় অভিভাবক শের-খানের কঠোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়

বঙ্গেশ্বরের শিবিরে পলাইয়া আইসেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে শের খাঁনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে সেনাসংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিয়া বেহারদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এ দিকে বঙ্গীয় সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কএক মাস অবরোধের পর সেনাপতি ইব্রাহিম সাহায্যার্থ নূতন সেনাদল প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ সেনা আসিবার পূর্ব্বেই শের এক দিন অকস্মাৎ দুর্গ মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভীমবেগে বঙ্গীয় সেনাকে আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে বঙ্গীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলাল্ গৌড় নগরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন (১৫৩৫-৩৬ খৃঃ)।

পর বৎসর ৯৪৩ হিঃ, শের চুনার দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক সমগ্র বেহার প্রদেশে আপনার শাসনদণ্ড স্থাপন করিলেন। তদন্তর তেলিয়াগড়ি ও শকরী-গড়ি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তিনি সুল-তানের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং ক্রমশঃ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গৌড়নগর স্বীয় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। কিন্তু অধিক কাল বঙ্গে থাকিতে সমর্থ না হওয়ায় তিনি খাবাস্ খানের হস্তে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই অবসরে মাহ্মূদ শাহ মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন এবং পর্ত্তুগীজাধিকৃত ভারতের প্রতিনিধি নুনো-দে কুন্হার সাহায্য লাভের চেষ্টা পান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐ সহকারিদ্বয় আসিয়া সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নগরবাসিগণ খাদ্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় (হিঃ ৯৪৩ = ১৫৩৭-৮ খৃঃ)। সুলতান মাহ্মূদ এই সময়ে নৌকারোহণপূর্ব্বক গৌড় হইতে হাজিপুরে পলাইয়া আইসেন।

বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। সুলতান বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে সুলতানকে আহত দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকারী সম্রাট্ হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় লাভ করিল।

সম্রাট্ হুমায়ুন বঙ্গেশ্বরের দুর্দ্দশায় সবিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং অঙ্গীকার মত চুনার দুর্গ-বিজয়ের পর বঙ্গাভিযানে উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে শের খান্ তেলিয়াগড়ি ও শকরী-গড়ি সঙ্কট সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে মোগলসৈন্য সমাগত হইলে শেরপুত্র জলাল খান্ স্বীয় পাঠান-সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। রণক্ষেত্রে মোগল সেনাপতি আহত হইলে মোগলসৈন্য পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে হুমায়ুন স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কহলগাঁর নিকট মোগলবাহিনী উপনীত হইলে মাহ্মূদ শুনিলেন, পাঠানগণ তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছে। এই দুঃসংবাদে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মাহ্মূদ প্রাণত্যাগ করেন (১৫৩৮-৯ খৃঃ)। তাঁহার রাজ্যকাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতিবংশের অবসান হইল।

হুমায়ুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান্ সীমান্ত স্থান পরি-ত্যাগপূর্ব্বক গৌড়নগরে পিতৃসন্নিধানে সম্মিলিত হইলেন। সম্রাট্ও এই অবসরে শকরীগড়ি সঙ্কট অধিকারপূর্ব্বক গৌড়-নগরাভিমুখে স্বীয় বাহিনী প্রধাবিত করিলেন। শের খাঁ মোগল-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ* সংগ্রহ-পূর্ব্বক সাসেরামের অন্তর্গত ঝারখণ্ড প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় অত্যল্পকালের মধ্যে অত্যদ্ভুত কৌশলে সুপ্রসিদ্ধ রোহতাস্ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

হুমায়ুন গৌড়নগর সমীপে উপনীত হইলে নগরবাসী সাহ্লাদে দ্বার উন্মুক্ত করিল। তাঁহার আদেশে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রাজনামেই খুৎবা পাঠ হইল। তিনি নগরের নাম জন্নতাবাদ রাখিলেন। তাঁহার নামে যে মুদ্রাঙ্কণ হয়, তাহাতে নগরের নূতন নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর সুলতান হুমায়ুন বিলাসসুখে নিমগ্ন হইলেন। তিনমাস ভোগসুখে রত থাকিয়াও তাঁহার আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হইল না, তিনি খঞ্জনবিনিন্দিতনয়না মন্থর-গমনা বারাঙ্গনাকুলের নৃত্যগীতে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিলেন। শত্রুদল এই অবসরে পুনরায় বলপুষ্ট করিয়া লইল। শের খান্ বলদর্পিত মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

অনতিকালপরেই গুপ্তচরমুখে শত্রুপক্ষীয়ের উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র-সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ হুমায়ুনের সুখসুপ্তি ভঙ্গ হইল। তিনি কতকটা যেন ভীত হইয়াই সেই বর্ষা ঋতুতে আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনার্থ তিনি ৯৪৬ হিজিরায় জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহার আদেশে রাজ্যরক্ষার্থ তথায় ৫ হাজার মোগল অশ্বারোহী রক্ষিত হইয়াছিল।

মোগল সৈন্য বাঙ্গালার জলবায়ুপ্রকোপে অনভ্যস্ত ছিল। তাহারা নিরন্তর বারিপাতে ক্লিন্নচিত্ত ও ক্রমেই নানা রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়েই সম্রাটের অন্যতম ভ্রাতা বিদ্রোহী হইলেন। শের খাঁ কৌশলে রোহতাস্ দুর্গবিজয়ে সফল মনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজ্য উদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে ছত্রভঙ্গ আফগান সৈন্য পুনরায় কর্ম্মনাশা তীরস্থ চৌসর গ্রামে সমবেত হইল। সম্রাট্ গঙ্গাতীর উত্তরণপূর্ব্বক আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মোগল সেনা পাঠান শিবিরভেদ করিতে সাহসী হইল না, অথবা গঙ্গা পুনরুত্তরণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত

* ফেরিয়া ডি সুজা বলেন, শের খাঁ ছয় কোটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যান।

হইতে পারিল না ; সুতরাং অন্যপথে গমনের আশাও রহিল না। তখন সম্রাট্ বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠানশিবিরে দূত পাঠাইলেন। শের খাঁর ধর্ম্মগুরু পবিত্র ধার্ম্মিক দরবেশ খলিল মধ্যস্থ হইলেন। সন্ধিপত্রে স্থির হইল, সম্রাট্ শের খাঁকে বাঙ্গালা ও বিহার ছাড়িয়া দিবেন। পক্ষান্তরে শের খাঁও কখন সম্রাটের গতিরোধ বা তাঁহার শত্রুকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। সন্ধির পর উভয় শিবিরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। মোগলগণ বাঙ্গালায় আসিয়া নানা কষ্টের পর আজ আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশঙ্কাই ভুলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ শত্রুর প্রতিজিঘাংসা ভুলেন নাই। যে দিন সম্রাট্ সমক্ষে সে কোরাণস্পর্শে শপথ করিল, সেই দিনে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই আফগানদস্যু মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল। সম্রাট্ প্রাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ আট সহস্র মোগল সৈন্য নদীস্রোতে ভাসিয়া গেল (১৫৩৯ খৃঃ অঃ)।

হুমায়ুনের পরাজয়ে বাঙ্গালায় সূরবংশীয় আফগানগণের প্রতিষ্ঠা হইল। তাঁহার অভ্যুদয়ে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল। কোন্ সূত্রে শের খাঁ বেহার-রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইয়া কিরূপ প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বেহারের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি রোহ্‌বাসী সূরবংশীয় আফগান। তাহার পিতার নাম হুসেন। তিনি স্বীয় পুত্রের নাম ফরিদ রাখেন। এই কারণে শের খাঁ রাজাসনে আসীন হইয়া ফরিদ্‌উদ্দীন্ শের শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য-কালে তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লী রাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যান্বেষণে প্রয়াস পান।

বহলোল-পুত্র সিকন্দর লোদীর শাসন কালে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার জয়মল্ল ইব্রাহিম-পুত্র হুসেনকে সঙ্গে আনেন। হুসেনের রণপাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণাদি লক্ষ্য করিয়া জয়মল্ল তাঁহাকে সাসেরাম ও তাঁড়া জেলা জায়গীরস্বরূপ দান করেন। তাহার আয় হইতে ৫ শত অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষা করিয়া হুসেন রাজার অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হন।

হুমায়ুনের পাঠান জাতীয় পত্নীর গর্ভে ফরিদ ও নিজামের জন্ম হয়। পিতা পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন না বলিয়া ফরিদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া জয়মল্লের অধীনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই সামরিক শিক্ষাকালে তিনি রাজা জয়মল্লের অনুগ্রহে নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

তিন চারি বৎসর পরে হুসেন জৌনপুরে আসিয়া পুত্রের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইলেন। তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে স্বীয় সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহাতে তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রের ভ্রাতা সুলেমানের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। বিমাতার পীড়নে পিতার মানসিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি ইব্রাহিম বাদশাহের প্রসিদ্ধ ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন হন এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

৯৩২ হিজিরায় সম্রাট্ ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ সামন্তবর্গ স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। শেরও সে সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি দরিয়া লোহানীর পুত্র পার খাঁর সহিত যোগদান করিয়া বেহার অধিকার করি-লেন। পার খাঁ সুলতান মাহ্মুদ লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। এক দিন মাহ্মুদের সহিত শের শীকারে বহির্গত হইয়া স্বহস্তে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র বধ করেন। সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সের আখ্যা দিয়াছিলেন। পরে তিনি পাঠানবংশীয় চুনারপতি তাজিরের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন।

শের মাহ্মুদের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন ; এ জন্য মাহ্মুদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া শের বেহারের রাজপ্রতিনিধি হন। কিছুদিন পরে লোহানি সর্দ্দারেরা শেরের বিনাশার্থ একটী ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, জলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণসহ বাঙ্গালায় ১৫৩৫-৬ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া যান ও বঙ্গেশ্বর মাহ্মুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপে শের বেহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। অনন্তর তিনি মাহ্মুদ শাহকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং ছলে ভুলাইয়া ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজা বরকেশের নিকট হইতে দুর্ভেদ্য "রোহিতাস্ দুর্গ" অধিকার করিয়া সেখানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবার উপায় করেন।

রাজ্যচ্যুত মাহ্মুদ শাহ দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলে, হুমায়ুন বাঙ্গালা আক্রমণ ও গৌড় নগর অধিকার করেন। শের পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বারাণসী হস্তগত এবং বাঙ্গালা হইতে হুমায়ুনের প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিলেন। যখন হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলের নিকটে শেরের সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া

তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। অবশেষে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শের অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি হুমায়ুন তাঁহাকে বাঙ্গালা ও বেহারের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া মোগালেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রাত্রিকালে শের তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। হুমায়ুন অতি কষ্টে গঙ্গা সন্তরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং অত্যল্প সহচর সঙ্গে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শের শা বাঙ্গালার শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া ৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫০ হাজার পাঠান সৈন্য লইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কনোজের নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে); হুমায়ুন পরাস্ত হইয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন। শের দিল্লীশ্বর হইলেন।

শের যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করেন, তখন তিনি খিজির খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির খাঁ এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মাহ্মূদ শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সূত্রে পূর্ব্ব রাজবংশের অনুগৃহীত অনেক আফগান তাঁহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে স্পর্দ্ধিত হইয়া খিজির স্বীয় প্রভু শের খাঁর অধীনতা অমান্য কবিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ শের খাঁকে আর একবার বাঙ্গালায় আসিতে হয়। তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের সকলের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিতে কাজী ফজিলাৎ নামে এক-জন উচ্চতম কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শেরের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ও পাপের সমস্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসঘাতকতায় স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া-ছিলেন, লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার মতি ছিল। তিনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া যান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর শাহের সময় এতদ্দেশে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। শের শাহ সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দুধারে বৃক্ষ বসান এবং প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার রাজত্বে দস্যুভয় ছিল না। পথিক ও বণিক্-গণ স্ব স্ব দ্রব্য পথি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত।

বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিবর্গ।

খৃঃ	হিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৩৩৬	৭৩৭	ফখ্‌র্ উদ্দীন্ মুবারক শাহ	মহম্মদ তোগলক
১৩৪১	৭৪২	আলা উদ্দীন্ আলি শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৩	৭৪৪	ইল্‌য়াস্ শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৬	?	গাজি শাহ (পূর্ব্ববঙ্গ)	ঐ
১৩৫২	?	ইল্‌য়াস শাহ (সর্ব্ববঙ্গ)	ফিরোজ শাহ
১৩৫৮	৭৫৯	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৩৬৮	৭৬৯	গিয়াস উদ্দীন্ শাহ বিন্ সেকন্দর	ঐ
১৩৭৪	৭৭৫	সৈফ্ উদ্দীন্ বিন্ গিয়াসউদ্দীন্	মহম্মদ শাহ
১৩৮৪	৭৮৫	হামজা সুলতান উস্-সলাতিন	নসিরৎ শাহ
?	?	শাহাব উদ্দীন্ বয়াজিদ শাহ	মাহ্মূদ শাহ
১৩৮৬	৭৮৭	রাজা গণেশ	ঐ
১৩৯২	৭৯৪	জলাল উদ্দীন্ মহম্মদ শাহ বিন্ গন্‌শা	খিজির খাঁ
১৪০৯	৮১২	আহ্মদশাহ বিন্ জলাল	মুবারক শাহ
১৪২৭	৮৩০	নাসির উদ্দীন্ মাহ্মূদ শাহ	আলম শাহ
১৪৫৭	৮৬২	বার্ব্বক শাহ	বহলোল লোদী
১৪৭৪	৮৭৯	যুসুফশাহ বিন্ বার্ব্বক	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	ফতে শাহ	ঐ
১৪৯১	৮৯৬	সুলতান শাহজাদা	ঐ
১৪৯২	৮৯৭	সৈফ উদ্দীন্ ফিরোজ শাহ হাব্‌সী	ঐ
১৪৯৪	৮৯৯	নাসির উদ্দীন্ মাহ্মূদ	সেকন্দর
১৪৯৫	৯০০	মুজঃফর শাহ হাবসী	ঐ
১৪৯৮	৯০৩	আলা উদ্দীন্ সৈয়দ হুসেন শাহ	ঐ
১৫২১	৯২৭	নসরত শাহ	ইব্রাইম ও বাবর
১৫৩২	৯৩৯	ফিরোজ শাহ ৩য়	হুমায়ুন
১৫৩৪	৯৪০	মাহ্মূদ শাহ বিন্ হুসেন শাহ—ইনিই প্রকৃতপক্ষে শেষ স্বাধীন নরপতি।	
১৫৩৭	৯৪৪	ফরিদ্ উদ্দীন্ শের শাহ	ঐ
১৫৩৮	৯৪৫	হুমায়ুন—ইনি গৌড় বা জন্নতাবাদে রাজপাট স্থাপন করেন।	
১৫৩৯	৯৪৬	শেরশাহ (পুনরায়)	
১৫৪৫	৯৫২	মহম্মদ খাঁ	

(তৃতীয় শাসনকাল।)

শের শার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইস্‌লাম শাহ (মতান্তরে সেলিম শাহ), মহম্মদ খাঁ সূরকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইস্‌লাম্ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার তনয়কে বিনাশ করিয়া তদীয় শ্যালক আদিল শাহ দিল্লীশ্বর

হইলেন (১৫৫৩ খৃঃ)। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কতকাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। মহম্মদ খাঁ সুর স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করে। কিংবদন্তী আছে, তিনি বিশেষ ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবৈধ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া পরবৎসর মহম্মদ আদিল স্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, হিমুর হস্তে কুল্পীর নিকটস্থ ছাপরঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খাঁ মুসলমান সর্দ্দারদিগের অভিমতে বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মস্‌নদে আরোহণ করিলেন। বাহাদুর শাহ সদলে গৌড়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সর্দ্দার শাহবাজ খাঁ দিল্লীশ্বর মহম্মদ আদিলের পক্ষ হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ৯৬৩ হিজিরায় মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন (১৫৫৬)। অনন্তর কিছুকাল রাজপরিবর্ত্তননিবন্ধন বাঙ্গালায় অরাজকতা ঘটিল। মুঙ্গেরে যুদ্ধজয়ের পর বাহাদুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে কএকবৎসর প্রজা পালন করিয়া ৯৬৮ হিজিরায় (১৫৬০-১ খৃষ্টাব্দে) গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

অপুত্রক অবস্থায় বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা জলাল্ উদ্দীন্ বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৭১ হিজিরায় গৌড়নগরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবকপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ বাঙ্গালার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অরাজকতায় ও অত্যাচারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাঠানজাতীয় কিরাণীবংশীয় সুলেমান এই সময়ে ইস্‌লাম্ শাহ কর্ত্তৃক বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাদুর শাহের বন্ধু ছিলেন। মুঙ্গের-যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন। জলাল্ উদ্দীন্ পুত্র গিয়াসের অত্যাচারে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতা তাজ খান্‌কে পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৫৬৪ অব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হয়, এবং সুলেমান আসিয়া গৌড়ের অপরপারবর্ত্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই সময়ে হুমায়ুন শাহের পুত্র মোগলকুলরত্ন অকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। সুলেমান তাঁহার নিকটে উপহার প্রেরণ করেন, তাঁহার এই চতুরতায় সম্রাট্ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সম্রাটের সহিত তাঁহার সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রহিল।

১৫৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে রোহতাস্ দুর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিজয় সুলেমানের রাজত্ব-সময়ের প্রধান ঘটনা। সম্রাট্ অকবর শাহের আগমনে তিনি রোহতাস্ দুর্গের অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রাজু) উৎকলে প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তথাকার শেষ স্বাধীনরাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং অনেক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পরে বঙ্গীয় মুসলমান রাজবংশীয় কোন রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন ; এবং হিন্দু দেবদেবীর শত্রু হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করেন ও অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। উড়িষ্যা ও কামরূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাম ভুলে নাই।

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ অব্দে সুলেমানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ রাজা হন। আফগান সর্দ্দারেরা বয়াজিদের আচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া পর বৎসর তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা দাউদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার ১৪০০০০ পদাতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০ কামানাদি অস্ত্র এবং ৩,৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বিস্তৃত সেনাদল লইয়া তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের সমকক্ষ হইতে পারেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যবিস্তারের বাসনা জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্ব্বত্র স্বনামে খুতবা পড়িতে হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাজিপুর সন্নিহিত একটী মোগল দুর্গ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। অকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনাইম খাঁ এবং রাজা টোডরমল্লকে পাঠাইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কএকদিন অবরোধের পর পাটনা অধিকৃত হইল এবং বাঙ্গালায় মোগল-সৈন্য প্রবেশ করিল, দাউদ নৌকারোহণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। পরে মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈন্যের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ)। প্রথমে পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কেবল রাজা তোডরমলের অদৃষ্টগুণে মোগলদিগেরই জয়লাভ হইল। দাউদ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন ; কিন্তু মোগল-সেনাপতিরা কটক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি তাঁহাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সম্রাটের প্রভুত্বাধীন কটক রাজ্যের শাসনাধিকার লাভ করেন।

[দাউদ খাঁ দেখ।]

সেনাপতি মুনাইম খাঁ, তাঁড়ানগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

পুনরায় গৌড়ে রাজধানী করিলেন। তখন ঘোর বর্ষাকাল। সেই সমৃদ্ধি-পরিব্যাপ্ত মহানগরী বহুকাল অসংস্কৃত ও পতিত থাকায় তথাকার জলবায়ু খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে জলসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকায় অনেকে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল। সহসা মারীভয় উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুনাইম্ খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কত সৈনিক ও কর্ম্মচারী প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে যে বৎসর বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে পরিণত হইল। [গৌড় দেখ।]

সুরবংশের অধীন শাসনকর্তৃগণ।

খৃ: অ:	হি:	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৫৫৫	৯৬২	খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ	শেরশাহ্
?	?	মহম্মদ সুর	সলিম শাহ্
১৫৫৫	৯৬২	বাহাদুর শাহ্	মহম্মদ আদিলী
১৫৬১	৯৬৮	জলাল্ উদ্দীন্ বিন্ মহম্মদ	ঐ
১৫৬৪	৯৭১	সুলেমান করুরানি	ঐ
১৫৭৩	৯৮১	বয়াজিদ্ বিন্-সুলেমান	ঐ
১৫৭৩	৯৮১	দাউদ খাঁ বিন্ সুলেমান অকবর-সেনাপতি মুনাইম খাঁ ইহাকে মোগলপদানত করেন।	

(চতুর্থ শাসনকাল।)

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মহামারীতে মোগল-সর্দ্দার মুনাইম খাঁ ভবলীলা শেষ করিলে অন্যতম মোগল-সেনাপতি সায়েম খাঁ কিছুকালের জন্য বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌঁছিলে তথা হইতে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ রাজ্যচ্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল। মোগল-সেনাপতি সায়েম খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে হাজিপুরে ও পরে পাটনায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করিলেন।

যথাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অকবর শাহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেন কুলী খাঁ খান-জহান্‌কে বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালায় আসিতে হুসেন কুলীর বিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ প্রায় ৫০ হাজার অশ্বারোহী পাঠান ও বহুশত পদাতিক সংগ্রহ করিয়া অকবর শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল।

খান্ জহান্ সদলে তেলিয়াগড়ির নিকট উপনীত হইয়াই সম্মুখে আফগান-সেনা দেখিতে পাইলেন (১৫৭৬ খৃ: অ:)। উভয় পক্ষে একটী খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। সন্নিকটস্থিত আফগান সেনাকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া মোগল-শাসনকর্ত্তা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আগমহলের (রাজমহল) নিকট দাউদ খাঁ স্বয়ং মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। আফগান ও মোগলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে মোগলের গোলাঘাতে অসংখ্য আফগান নিহত হইল। আফগান-সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা জুনিদ করুরাণী ও অন্যান্য অনেক সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন। রাজদ্রোহিতাপরাধে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল। খান্ জহান্ তাঁহার মস্তক দূতহস্তে আগ্রায় অক্‌বর শাহের সমক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজ্য লোপ পাইল।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হইয়া হুসেন কুলী খাঁ খান্ জহান বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত যুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি রাজা টোডরমল্লের তত্ত্বাবধানে সম্রাট্ সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে লুক্কায়িত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রেরিত সেনা-পতি মুজঃফর খাঁ রোহ্‌তাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। ৯৮৬ হিজিরায় তাঁড়ার নিকট খান্ জহানের মৃত্যু হয়। এই অত্যল্প কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুজঃফর খাঁ তরবুতি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারিরূপে রায় পাত্রদাস ও মীর আদম রাজস্ববিভাগের সহযোগী পরি-দর্শক, রিজ্‌বি খাঁ বক্সী এবং আবুল ফতে প্রধান বিচারক হইয়া আসিলেন। সম্রাট্ সামরিক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাই-লেন। তদনুসারে তিনি পাঠানদিগের জায়গীর-আত্মসাৎকারী ও তাঁহার বৃত্তিভোগী ক্ষমতাশালী মোগল সর্দ্দারদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে স্ব স্ব জায়গীরের আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, তাহাতে সর্দ্দারেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা ঐ সম্পত্তিতে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবহ্নি বেহার পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মসুমকাবুলীর অধীনে বিদ্রোহি-দল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভৃতিকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। তৎপর তাহারা তাঁড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্ত্তা মুজঃফরকে নিহত করিল (১৫৮০ খৃ:) এবং শৈফ উদ্দীন্ হুসেন নামক একজন ওমরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া সম্মানিত করিল।

এই বিপদের দিনে, সম্রাট্ অকবর শাহ বহুসৈন্য এবং শাসনকর্ত্তা, জায়গীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা টোডরমল্লকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তখন বাঙ্গালা ও বেহার বিদ্রোহি-শত্রুসঙ্কুল। বিদ্রোহিদল বাঙ্গালার মোগলাধিকার উৎসন্ন করিতে যত্নশীল। কাজেই হিন্দুরাজগণ হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। টোডরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে তিনি মুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে বিদ্রোহিদিগকে বেহারে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। খাদ্যাভাবে বিদ্রোহিদল বিশেষ কষ্টে পড়িল। এই সময়ে ককেশ্লান্-বংশীয় পাঠান সর্দ্দার বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়ে।

এদিকে মসুমকাবুলী সদলে বেহারে আসিলেন। ককেশ্লান সর্দ্দার জেব্বাবন্ধী থাবাসপুর হইতে তাঁড়ায় স্বদলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আরচ্ বাহাদুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। রাজা টোডরমল্ল সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা সদলে হাজিপুরে আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং উজীর শাহ মনসুরের দুর্ব্ব্যবহারের কথা সম্রাটকে জানাইলেন। তদনুসারে সম্রাট্ আজিম খাঁ মীর্জ্জাকোই নামক একজন ওমরাহকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে ঝাঁসী ও প্রয়াগের শাসনকর্ত্তা রাজদ্রোহী হইলে টোডরমল্ল শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শাহবাজ খাঁ ঝাঁসী ও প্রয়াগের বিদ্রোহ দমন করিয়া অযোধ্যার বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা মসুম ফেরুণ জুদি রাজ্যচ্যুত ও সপরিবারে বন্দী হন। তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শান্তি হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। মুসলমান সেনাপতিদিগের সহিত হিন্দুরাজ টোডরমল্লের মনের মিল না হওয়ায় বড়ই বিভ্রাট্ ঘটিতে লাগিল। আজিম খাঁ বেহারে আসিয়া সমুদায় অবস্থা অবগত হইলেন। তিনি বিদ্রোহিদলকে বশে আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় সম্রাটের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন। তথায় স্থির হইল যে, রাজা টোডরমল্লের স্থানে আজিম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হউক। তদনুসারে তিনি খান্ আজিম নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া আসিলেন। রাজা টোডরমল্ল বেহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের একটী রাজস্বহিসাব প্রস্তুত করেন। উহার নাম "ওয়াশীল তুমার জমা।" ইহাতে বঙ্গভূমি ১৮টী সরকারে ও ৬৮২ মহলে; বেহার প্রদেশ ৭টী সরকারে ও ২০০ পরগণায় এবং উড়িষ্যা ৫টী সরকারে ও ৯৯টী পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব ১০৬৮৫৯৪৪৲ টাকা, বেহারের ৫৫৪৭৯৮৪৲ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩৩০৲ টাকা ধার্য্য হয়।

[টোডরমল্ল দেখ।]

খান্ আজিম মীর্জ্জা কোকা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়াই বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। মসুম কাবুলী স্বীয় অধীনস্থ সেনাদল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে একে একে সকল বিদ্রোহনেতাই মোগল সর্দ্দারের হস্তগত হইল। ৯৯০ হিজিরায় খান্ আজিম তাঁড়া নগরী অধিকার করিলেন। এতদিনে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শান্তি হইল।

মোগল জায়গীরদারদিগের এই বিদ্রোহের সময়ে পাঠানেরা আফগান কতলুখাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া সমুদায় উড়িষ্যার ও দামোদর নদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অধিকার করিল। আজিমের আদেশে ফরিদ্ উদ্দীন্ বোখারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর হন। কতলু খাঁ পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সম্রাটের আদেশে খান্ আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আগ্রায় আসিতে হয়; সুতরাং বাঙ্গালার বিদ্রোহাবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

আগ্রায় উপনীত হইয়াই খান্ আজিমকে মোগল-সাম্রাজ্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করিতে হইল; কাজেই সম্রাট্ অকবর শাহ শাহবাজ খাঁ কম্বোকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুসলমান সর্দ্দারগণসহ বাঙ্গালায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত শাহবাজ ঘোড়াঘাটে ককেশলানবংশীয় বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলেন। বিজয়ী মোগল সেনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গ মোগলাধিকারভুক্ত করিল।

এই সংবাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সম্রাট্ শাহবাজকেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনভার স্কন্ধে লইয়া শাহবাজ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ককেশলান্ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করা অথবা তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে আদেশ দিলেন। আফগান সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত তাহার একটী সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিতে অনুমতি দিলেন। কথা রহিল, পাঠানগণ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না।

শাহ্‌বাজের এই কার্য্য দিল্লী দরবারে অনুমোদিত হয় নাই, তাহারা বজেশ্বরকে উৎকোচগ্রাহী বিবেচনা করিয়া তৎপদে উজীর খান্ হেরেবীকে নিযুক্ত করিলেন এবং শাহ্‌বাজকে আগ্রার প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। শাহ্‌বাজ রাজধানীতে উপনীত হইলে তিনি তিন বৎসরের জন্ত কারারুদ্ধ হন।

উজীর খান্ হেরেবী বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিয়া বেশী কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁড়া নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌঁছিলে সম্রাট্ অক্‌বর শাহ বেহার ও বাঙ্গালার শাসনভার রাজা মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বীয় উদ্বিগ্ন চিত্তের শান্তি বিধান করিলেন, এই সময়ে মানসিংহ পেশাবর প্রদেশে আফগান জাতির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন,তিনি বঙ্গশাসনভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পাটনার সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ খাঁর প্রতি বঙ্গরাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইল।

৯৯৭ হিজিরায় (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) মানসিংহ পাটনায় পদার্পণ করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূম্যধিকারী পূরণমল্ খেহুরিয়া এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজা মানসিংহ তাঁহার এই দুর্ব্ব্যবহারের জন্ত তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। হাজীপুরে রাজা পূরণমল্ মোগল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাকিয়া সৈয়দ খাঁকে স্বীয় সহকারিরূপে তাঁড়ায় রাখিয়া দেন, এবং ঘোড়াঘাটের মোগল-সেনাপতিদিগের অর্থগৃধ্নুতা উপশমনার্থ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল-সর্দ্দারগণ রাজ-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অতঃপর রোহ্‌তাস্‌দুর্গ-সংস্কারান্তে রাজা মানসিংহ ৯৯৮ হিজিরায় উড়িষ্যারাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। প্রথমে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এই যুদ্ধে পাঠানদিগের হস্তে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্যার শাসন-ভার প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকার করে ; কেবল মাত্র পুণ্যতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্র রাজা মানসিংহের অধিকারে থাকে। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথক্ষেত্র লুট করে ; তাহাকে রাজা মানসিংহ তাহাদিগকে সুবর্ণরেখাতীরে সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ পুনর্ব্বার মোগলরাজ্যভুক্ত করেন। অনন্তর তিনি আগমহল নগরকে রাজমহল নামে অভিহিত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন।

১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কোচবেহার-রাজের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণাপথে মোগল-বাহিনীর অধিনায়করূপে সঙ্গে যাইবার জন্ত সম্রাট্ তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে প্রতিনিধি রাখিয়া যান। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই জগৎসিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওসমান খানের অধীনে উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মানসিংহ ত্বরায় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন এবং বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্ত্তী সেরপুরনামক স্থানে পাঠানদিগকে পরা-করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ করিলে সম্রাট্ তৎপদে আবুল মজিদ্ আসফ্ খান্‌কে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে হয় নাই। কারণ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে অকবর শাহের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। অত্যল্পকাল পরেই তিনি মানসিংহকে ষড়যন্ত্রকারী জানিয়া স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। তথাকার বিদ্রোহী আফগানদিগকে মোগল-পদানত রাখিবার জন্ত সম্রাট্ তাঁহাকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। আনুষঙ্গিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ এইবার বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর যশোরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সমগ্র সুন্দরবন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। [প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ।]

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং ধাত্রীপুত্র কুত্‌ব উদ্দীন কোকল্‌-তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কুত্‌ব উদ্দীন্ খাঁ কোকলতাস্ কোকাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বদান করার উদ্দেশ্যই কেবল আলী কুলী শের আফগানের হস্ত হইতে জগতের ললামভূতা সুন্দরী মেহের-উন্নিসাকে হস্তগত করা। কিরূপ ষড়যন্ত্রে শের আফগান নিহত এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে লিখিত আছে। [জাহাঙ্গীর, নূরজহান ও শের আফগান দেখ]

শের আফগানের সহিত যুদ্ধে কুত্‌ব খাঁ নিহত হইলে সম্রাট্ বড়ই মর্ম্মপীড়িত হন এবং অবিলম্বে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলী খান্ কাবুলীকে বাঙ্গালায় প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক ছিলেন, তদনুরূপ অত্যাচারেই বেহারবাসীকে উত্ত্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার শুভাদৃষ্ট যে, তাঁহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় নাই। বর্ষাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়া তিনি কালের করাল কবলে নিপতিত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১০৮৭ হিজিরায় শেখ আলা উদ্দীন্ ইস্‌লাম খাঁকে বাঙ্গালার মসনদে এবং আফ্‌জল খাঁকে বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ইস্‌লাম খান্ রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন।

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ উৎসন্ন প্রায় হইতে থাকে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে সন্দীপ অধিকার করেন। তথাকার মুসলমান সেনানায়ক ফতে খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লন।

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে। ইস্‌লাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়কুটুম্বগণ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বিদ্রোহাবকাশে কুতব নামে একজন রোহিলা আফগান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়া লয়। শাসনকর্ত্তা আফজ্‌ল খাঁ তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছদ্মবেশী খস্‌রু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পুনরায় পাটনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; শাসনকর্ত্তা উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন। পরিশেষে দুর্গস্থ গৃহছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত ইষ্টকের আঘাতে কুতবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [পাটনা দেখ।]

ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গঞ্জালে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আরাকান-রাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হস্তগত করিয়া আরাকানের উপকূলপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক গোয়ানগরীস্থ পর্ত্তুগীজদিগকে আরাকান জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন; এবং সন্দ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

অতঃপর আরাকানের মগেরা বারংবার বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া বাঙ্গালা উৎসন্ন করিতে থাকে। এই কারণে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬১৮ খৃঃ)।

ইব্রাহিমের সময়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। আগ্রার রাজসভাসদ্‌মণ্ডলীর নিকট ঢাকার সুচিক্কণ কাপড় এবং মালদহের পট্টবস্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্টগণ পাটনায় আসিয়া একটী কুঠী স্থাপন করেন (১৬২০ খৃষ্টাব্দে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাঙ্গালাদেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। সহসা (১৬২৩ খৃঃ) তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল; শাহ জহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাঙ্গালা ও বেহারে প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া শাহ জহান্ সম্রাট্-প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, কিন্তু এই প্রদেশে অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল।

শাহ জহানের পরে, অল্পদিন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খৃঃ) মহব্বত খাঁ, তৎপুত্র খানজাদ খাঁ, মকরম খাঁ ও ফিদাই খাঁ নামে যে কয়-জন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন, তাঁহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মকরম্ খাঁর রাজ্যশাসন সময়ে সম্রাট্ মীর্জা রুস্তম নামক এক ব্যক্তি বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অব্দে শাহ জহান সম্রাট্ হইয়া ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁ জবুনিকে বাঙ্গালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজদিগের সুরক্ষিত কুঠী ছিল। এ দেশে তাঁহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান্ যখন বাঙ্গালায় ছিলেন, তখনও তিনি পর্ত্তুগীজের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা এতদ্দেশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। ইহাতে বৈদেশিক পর্ত্তুগীজজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ কাশিম খাঁর প্রতি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবাদার স্বীয় পুত্র ইনায়তুল্লাকে তদ্বিরুদ্ধে পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ)। সেই অবধি এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ তথা হইতে হুগলিতে চলিয়া আসায় ক্রমশঃই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কাশিম খাঁর পরে আজিম খান্ সুবাদার হন, তাঁহাকে দেশ-রক্ষাকার্য্যে অশক্ত দেখিয়া সম্রাট্ তৎপদে ইস্‌লাম খাঁ মশহ্‌দিকে নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ)। অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক

মোগলসম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিলেন। আসামবাসীরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮ খৃঃ); এবং ইস্‌লাম খাঁ আসামে প্রবেশপূর্ব্বক অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উজিরী পদ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই আগ্রায় প্রতিগমন করিলেন। তখন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ সুজা বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন।

১৬৩৮ অব্দে ভোজপুরের রাজা বিদ্রোহী হন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য শাহ জহান স্বীয় প্রিয় সেনাপতি আবদুল্লা খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা যাইয়া ভোজপুরের দুর্গ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকট পাঠান।

সুজা শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। সুজার আমলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বদ্ধমূল হয়।

সুজার রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। অকবর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা ১২টী সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়া উহার রাজস্ব ৫৯,৬১,৪৯৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতদ্দারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া উহার ৮৫১৫৬৮৩৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

সম্রাট্ শাহ জহানের পীড়া হইলে সুজা সাম্রাজ্য-লোভে আগ্রা যাত্রা করেন; কিন্তু বারাণসীর নিকটে দারার তনয় সুলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন (১৬৫৮ খৃঃ)।

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া মোগল-সিংহাসন হস্তগত করেন। অতঃপর প্রয়াগের (আলাহাবাদের) নিকটে সুজার সহিত অরঙ্গজেবের একটী যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে সুজা ভ্রাতৃহস্তে পরাজিত হন (১৬৫৯ খৃঃ)। সুজা প্রথমে রাজমহলে ও তদনন্তর তাঁড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুম্লা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে তিনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। [সুজা দেখ।]

অনন্তর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ মীর জুম্লা নবাব মুয়াজিম খাঁ খান্ খানান্ সিপা সালর্ সুবাদার হইয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানী করিলেন। ১৬৬০ অব্দে তিনি কোচবেহার জয় করেন; এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৈন্যগণ পীড়িত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঢাকায় পৌছিয়া অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৪ খৃঃ)।

মীর জুম্লার পরে নূর জাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন এবং সম্রাট্ অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন-নগরে, (১৬৭৩ খৃঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন। আরাকানরাজ সুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ায় সাহসী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিল; সায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাভুক্ত করিলেন।

সায়েস্তা খাঁ স্বেচ্ছায় বঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ উপাধিসহ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের শেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যোধপুর-রাজকুমার রাজা যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের রাজ্যাধিকার লইয়া সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলসম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে; এই গোলযোগে বিব্রত সম্রাট্ স্বীয় পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে নিকটে আনাইয়া রাজপুত সামন্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁ আমীর উল্ ওমরা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আইসেন।

এবার সায়েস্তা খাঁর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। তিনি জিজিয়া কর আদায়ের জন্য হিন্দুর মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি খৃষ্টানের নিকট হইতেও বলপূর্ব্বক জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মিঃ হেজেস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। শুল্ক লইয়া

নবাবের সহিত কোম্পানীর বিবাদ বাঁধে। দুএকটী খণ্ডযুদ্ধের পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা হিজলী হইতে সুতানুটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর সদস্যেরা পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজদিগকে নির্জ্জিত করেন। এই সময়ে ইংরাজসৈন্যকর্ত্তৃক বালেশ্বর লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজদিগকে মোগল-সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে পরওয়ানা আনাইয়াছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ করেন। [সায়েস্তা খাঁ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখ।]

তদনন্তর ১৬৮৯ খৃঃ অঃ নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি আনাইয়া দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজেরা মোগলদিগের কয়েকখান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমানদিগকে জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দেন নাই। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে চার্ণক স্বদলবলে প্রত্যাগমন করেন (১৬৯০ খৃঃ)। অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক শুল্ক দিতে হইবে না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ দুইবার ইংরাজদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন; ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে তাঁহাদিগের কোন বিপদ ঘটে নাই।

১৬৯৬ খৃঃ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া রাজাকে নিহত ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ লুণ্ঠন করিলেন। হুগলী তাহাদিগের হস্তগত হয়; চুচুড়ায় ওলন্দাজেরা, চন্দননগরে ফরাসিরা এবং কলিকাতায় ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের অনুমতি পান। এই সুযোগে ইংরাজেরা "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম খাঁ হুগলী পুনরধিকার করেন। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে গিয়া তাঁহারই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের সময়ে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্‌সান বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। সুবাদারের পুত্র জবরদস্ত খাঁ রাজমহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন (১৬৯৮ খৃঃ)। পর বৎসর বর্দ্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম খাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় অনুচরগণের মধ্যে কিয়দংশ নিহত এবং কিয়দংশ মোগলদলভুক্ত হয়। আজিম উস্‌সানের নিকট হইতে ইংরাজেরা সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা এই কয়েকটী মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি পান (১৬৯৮ খৃঃ)। এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর একটী ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নূতন এই দুই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া, কোম্পানিদ্বয় মিলিত হইল (১৭০৬ খৃঃ) এবং উভয়ের যোগে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ১৩০ জন য়ুরোপীয় সৈনিক রক্ষিত হইল।

আজিম উস্‌সানের শাসনকালে মুরশিদকুলি খান্ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭০১ খৃঃ)। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। পরে পারস্যদেশীয় বণিক্ হাজি সুফিয়া কর্ত্তৃক ক্রীত ও মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে অকবর শাহের সময় হইতে বাঙ্গালায় দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশ-রক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাঁহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্য্যের জন্য পত্রদ্বারা যখন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা দিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। বাদশাহের ইহাই আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্য্যে উভয়ে একমত হইয়া চলিবেন। নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা স্বরূপ এক একজন ফৌজদার ছিলেন।

মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইলে তদীয় পরামর্শানুসারে সম্রাট্ বাঙ্গালার জায়গীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম পরিমাণ ভূমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবন্দবস্তী প্রদেশে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অন্যান্য উপায়ে এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুরশিদ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্যয়-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়াতে এবং যুদ্ধবল জায়গীরদারদিগকে অসন্তুষ্ট করাতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আজিম উস্‌সান একবার তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর মুরশিদ কুলি খাঁ ঢাকায় রাজধানী রাখা সুবিধা নহে বুঝিয়া, মুক্‌সুদাবাদে স্বীয় বাসস্থান স্থির করিয়া আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ সম্রাটের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আজিম উস্‌সানকে ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহার যাইবার আদেশ দিলেন। পর বৎসর মুরশিদ দক্ষিণাপথে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বাদশাহ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী এবং সহকারী নাজিমপদে নিযুক্ত করিলেন।

১৭০৭ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র ফরুখ্‌সিয়রকে প্রতিনিধি রাখিয়া আজিম উস্‌সান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার অর্থ ও সৈন্যবলে পর বৎসর তাঁহার পিতা শাহ আলম্‌ বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ফরুখ্‌সিয়র মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাকিতেন, তিনি মুরশিদ-কুলি খাঁর কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না। সুতরাং ১৭০৬ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকৃতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের সমুদয় কার্য্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ আব্‌দুল্লা খান্‌ আলাহাবাদের এবং সৈয়দ হুসেন আলী খান্‌ বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়; আজিম উসসান বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এবং ফরুখ্‌সিয়র বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইয়া সম্রাট্‌ হন। ফরুখ্‌সিয়র বাদশাহ হইয়া মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী পদ প্রদান করেন (১৭১৩)। ১৭১৮ অব্দে মুরশিদ বেহার প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন।

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অন্য লোকের কাছে যেরূপ বাণিজ্যের মাশুল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও তদ্রূপ মাশুল চাহিলেন। ইংরাজেরা সম্রাট্ সমীপে দূত পাঠাইলেন। সম্রাট্ ফরুখ্‌সিয়র তখন পীড়িত ছিলেন। ঐ দূতদলের মধ্যে ডাক্তার হামিল্টন সাহেবের সুচিকিৎসায় সুস্থ হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, (১) ইংরাজ কোম্পানি বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাঁহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে; (৪) যাহারা ইংরাজ-দিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজেরা এই সনন্দ লইয়া আসিলে সুবাদার ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ জমিদারদিগকে ইংরাজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু অপর তিনটী সর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি কোন বাধা দেন নাই। সনন্দ দ্বারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের যে নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন (১৭২২ খৃঃ), তদ্দারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদার জমিদার-দিগের নিকট এবং জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন; রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য মুরশিদ জমিদারদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। তাঁহার বৈকুণ্ঠের কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদ কুলি খান্‌ এমন প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, আসাম, কোচবেহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইতেন। [মুর্শিদ কুলি খাঁ দেখ।]

১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু সময় তিনি স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে উত্তরাধিকারী বলিয়া যান। ঐ সময়ে সরফরাজ খাঁর পিতা নবাব মোতিমন উল্‌ মুল্‌ক সুজা উদ্দীন মহম্মদ খান্‌ সুজা উদ্দৌলা আক্কাদ জঙ্গ বাহাদুর মুরশিদ-কুলি খাঁর অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে গোপনে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনাধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অধিকার করেন এবং পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে রাখিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ খাঁকে বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি তৎপদে ফখর উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজস্ব বন্ধ করা দোষে যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, দয়াপরবশ সুজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া তাঁহার জন্য দিল্লী হইতে 'রায়-রাঁয়া' উপাধি আনান। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আহ্মদ ও আলিবর্দ্দী খান্‌ নামক দুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়া সুজা একটি মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। তিনি ঐ সভার পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল কারণে নবাব সুজা প্রথমে হিন্দুদিগের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন।

মুরশিদ কুলীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালা সশঙ্কিত ছিল। তখন বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিল। সুজা বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন; এতদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য জাকজমকেও মত্ত ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খাঁর ন্যায় নিয়মিতরূপে দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন। বৃথা আড়ম্বরপ্রিয়তায় তাঁহার ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবওয়াব নামক কর সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবওয়াব তাঁহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দী ও মীর-কাশিমের শাসনকালে উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন কোম্পানি বাহাদুর স্বহস্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃঃ), তখন বাঙ্গালায় মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও অধিক ছিল।

১৭১৯ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা ফখ্‌র উদ্দৌলা পদচ্যুত হইলে সুজা তথাকার সুবাদার হন। তিনি আলিবর্দ্দি খাঁকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দ্দি বেতিয়া চকবাড়ী, ফুলবাড়ী ও ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে পরাজিত ও শাসিত করিয়া বেহারে শান্তিস্থাপন করেন। ১৭৩২ অব্দে ঢাকার দেওয়ান মীর হবিব্‌ ত্রিপুরা জয় করিয়া তাহার রোশেনাবাদ নাম রাখেন। অনন্তর সরফরাজ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হন; কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন। তাঁহার দেওয়ান যশোবন্ত রায় সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হন। তাঁহার আমলেও সায়েস্তা খাঁর সময়ের ন্যায় পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল (১৭৩৫ খৃঃ)। ইহাব দুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের ফৌজদার হাজি আহ্মদের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আহ্মদ দিনাজপুর ও কোচবেহার আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি হস্তগত করেন।

তাঁহার শাসনকালে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাজারে তাঁহাদের কুটী স্থাপিত ছিল। এই জর্ম্মণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় নবাব সুজা উদ্দীন্‌ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণদিগের কুটী অবরোধ করিলেন। অবশেষে নবাব সেনাপতি মীর জাফর বাঁকিবাজার হস্তগত করিয়া ঐ কুটী ধ্বংস করেন।*

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সুজা উদ্দীন মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি হাজি আহ্মদ, জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ এই কয়েকজনের পরামর্শ লইয়া স্বীয় পুত্র আলা উদ্দৌলা সরফরাজকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়া যান। কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আহ্মদ ও জগৎশেঠকে অবমানিত করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দী খাঁর নিমিত্ত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদের নিয়োগপত্র সংগ্রহের ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন। এই সহযোগিতা লাভ করিয়া আলিবর্দ্দী সসৈন্যে সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুরশিদাবাদ সন্নিহিত গড়িয়া নামক স্থানে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭৪০ খৃঃ) আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

আলিবর্দ্দী সুবাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণান্তে রাজ্যশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার তিন কন্যার সহিত তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহ্মদের তিন পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। ঐ জামাতৃত্রয় মধ্যে নিবাইস মহম্মদকে তিনি ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান করিলেন। জৈন উদ্দিনের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই কারণ ঐ বালককে তিনি সর্ব্বদাই দত্তক-পুত্রস্বরূপ পালন করিতেন; অতঃপর সরফরাজ খাঁর ভগিনীপতি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরশিদ কুলিকে পরাজিত করিয়া তিনি স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহ্মদকে সে প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু আহ্মদের অসদাচরণে শীঘ্রই উৎকলে বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ কুলির দল প্রবল হইয়া আহ্মদকে কারারুদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দী উড়িষ্যায় গমন পূর্ব্বক জামাতার উদ্ধার সাধন করেন।

এই সময়ে ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চৌথের দাবী করিয়া মহারাষ্ট্রগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার ও লুঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করে। তাহাদিগের অত্যাচারভয়ে কলিকাতাবাসিগণ নগররক্ষার্থে 'মারহাট্টা খাত' কাটিতে আরম্ভ করেন।

নবাব সুজা উল্‌ মুল্‌ক্‌, হিসাম উদ্দৌলা মহম্মদ আলীবর্দ্দী খাঁ মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্যা বিজয়ের আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া মহারাষ্ট্র বীর্য্য খর্ব্ব করিবার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাহাদিগকে কাটোয়ার নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন(১৭৪২ খৃঃ)। অনন্তর তাহারা বারংবার এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া সুবাদারকে ব্যতিব্যস্ত করে; পরিশেষে আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বৎসর বৎসর বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করেন (১৭৫১)। এই মহারাষ্ট্র আক্রমণ বাঙ্গালায় "বর্গির হাঙ্গামা" বলিয়া খ্যাত।

বর্গির হাঙ্গামার সময়ে এদেশে তিনবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রথম সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্তা জৈন উদ্দিন কর্ত্তৃক নিহত হন। অনন্তর শামসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক জৈন উদ্দিন ও তাঁহার পিতা হাজি আহ্মদকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আলিবর্দ্দীর সহিত পাটনা যুদ্ধে তিনি বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪৯ খৃঃ।)

---

* মুসলমান ঐতিহাসিকগণ জর্ম্মণ বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাঙ্গালায় অবস্থিতি সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, সুবাদার মুরশিদ কুলীর শাসনকালেই জর্ম্মণ বণিকদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ঐতিহাসিক অর্ম্মি বলেন, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এ স্থান হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বিবরণীতে প্রকাশ ৭ বৎসর মেয়াদ অন্তে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তাহাদের বাণিজ্যপ্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহাদের শেষ বাণিজ্য পোতখানি বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

তৃতীয় বিদ্রোহের মূল সিরাজউদ্দৌলা। মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা জানকীরাম কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন (১৭৫০ খৃঃ)। এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্দীর বিরাগ জন্মে নাই; বরং সিরাজ কিসে সন্তুষ্ট থাকেন তৎপ্রতি সুবাদারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কারণেই সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সময়ে নিবাইস মহম্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর বিনা অপরাধে বিনাশ সাধিত হয়। [আলিবর্দ্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ।]

১৭৫০ অব্দে আলিবর্দ্দী বেহারের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন। এতদ্দ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজস্ব ৯৫, ৬,০৯৮ টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দী মানবলীলা সংবরণ করেন; তাহার পূর্ব্বেই সিরাজ-উদ্দৌলার পিতৃব্যদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহ্মদের পুত্র সওকত জঙ্গ আলিবর্দ্দীর আদেশে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য বাণিজ্য লইয়া তাঁহাদিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, তাঁহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, "স্থলের অগ্নি নির্ব্বাণ করাই কঠিন; জলে আগুন লাগিলে কে নিবাইবে?" ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা তাঁহার সময়ে সুখে বাণিজ্য চালাইয়া ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষে "টুপিওয়ালা" দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন।

সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুশ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতানিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সকলে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গকে সুবাদার করিবার উদ্দেশে একটা ষড়যন্ত্র করিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সসৈন্যে পূর্ণিয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—তাঁহার ক্রোধ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগতকরণ-সূত্রে ইংরাজের সহিত নবাবের বিরোধ হয়। কাশিমবাজারের কোম্পানির কুঠী হস্তগত করিবার পর নবাবসৈন্য কলিকাতায় ইংরাজ দুর্গ অধিকার করে। গবর্ণর ড্রেক সদলে জলপথে আসিয়া ফলতার রহিলেন। কলিকাতায় ইংরাজবন্দিগণ কারাবদ্ধ থাকিলেন। [অন্ধকূপ হত্যা দেখ।]

কলিকাতা অবরোধ ও অধিকারের পর সিরাজ পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। রণক্ষেত্রে নবাব-সেনাপতি রাজা মোহনলালের হস্তে শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর ক্লাইব, মীরজাফর, উমিচাঁদ প্রভৃতির সহযোগে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইলে নবাব ছদ্মবেশে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া মীরণ-হস্তে প্রাণ হারাণ। [বিস্তৃত বিবরণ সিরাজ ও ক্লাইব শব্দে দ্রষ্টব্য]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশিম বা নজম উদ্দৌলা প্রভৃতি যে কয়জন নবাব বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহ-ফলে বলিতে হইবে। বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মোগল কর্ত্তৃত্ব অপসৃত হইয়াছিল।

মোগল-সম্রাটের অধীনস্থ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃবৃন্দ।

খৃঃ অঃ	হিঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৫৭৬	৯৮৪	খাঁ জহান	অকবর
১৫৭৯	৯৮৭	মুজঃফর খাঁ	ঐ
১৫৮০	৯৮৮	রাজা টোডর মল্ল	ঐ
১৫৮২	৯৯০	খান্ আজিম	ঐ
১৫৮৪	৯৯২	শাহ্‌বাজ খাঁ	ঐ
১৫৮৯	৯৯৭	রাজা মানসিংহ	ঐ
১৬০৬	১০১৫	কুতব্ উদ্দিন কোকল্‌তাস	জাহাঙ্গির.
১৬০৭	১০১৬	জাহাঙ্গির কুলি	ঐ
১৬০৮	১০১৭	সেখ ইসলাম খাঁ	ঐ
১৬১৩	১০২২	কাশিম খাঁ	ঐ
১৬১৮	১০২৮	ইব্রাহিম খাঁ	ঐ
১৬২২	১০৩২	শাহ্ জহান	ঐ
১৬২৫	১০৩৩	খানজাদ্ খাঁ	ঐ
১৬২৬	১০৩৫	মকরম খাঁ	ঐ
১৬২৭	১০৩৬	ফিদাই খাঁ	ঐ
১৬২৮	১০৩৭	কাশিম খাঁ জবুনী	শাহ জহান
১৬৩২	১০৪২	আজিম খাঁ	ঐ
১৬৩৭	১০৪৮	ইস্‌লাম খাঁ মসহ্‌দি	ঐ
১৬৩৯	১০৪৯	সুলতান সুজা	ঐ
১৬৬০	১০৭০	মীর জুম্‌লা	অরঙ্গজেব
১৬৬৪	১০৭৪	সায়েস্তা খাঁ	ঐ
১৬৭৭	১০৮৭	ফিদাই খাঁ	ঐ
১৬৭৮	১০৮৮	সুলতান মহম্মদ আজিম	ঐ

খৃঃ অঃ	হিঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৬৮০	১০৯০	সায়েস্তা খাঁ	ঐ
১৬৮৯	১০৯৯	ইব্রাহিম খাঁ ২য়	ঐ
১৬৯৭	১১০৮	আজিম উস্‌সান	ঐ
১৭০৪	১১১৬	মুরশিদ কুলি খাঁ	ঐ
১৭২৫	১১৩৯	সুজা উদ্দিন খাঁ	মহম্মদ শাহ্‌
১০৩৯	১১৫১	আলা উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ	ঐ
১৭৪০	১১৫৩	আলিবর্দ্দী খাঁ মহব্বত জঙ্গ	ঐ
১৭ ৬	১১৭০	সিরাজ উদ্দৌলা	আলমগীর
১১৫৭	১১৭১	মীর জাফর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬০	১১৭৪	কাশিম আলী খাঁ	শাহআলম্‌
১৭৬৩	১১৭৭	মীর জাফর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬৫	১১৭৯	নজিমউদ্দৌলা	ঐ

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মীর জাফরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নজম্‌ উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে বঙ্গরাজ্য-রক্ষাভার সমর্পণ করেন। তিনি কেবলমাত্র নামে নবাব-নাজিমের পদাভিষিক্ত রহিলেন, বাঙ্গালায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের পরিদর্শনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিল না; তিনি বস্তুতঃই বিচারবিভাগের ব্যবস্থাপকত্ব ও সর্ব্বময়কর্তৃত্ব হারাইলেন। তাঁহার অধীনস্থ এক জন দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে নিজামতের কার্য্য চলিতে লাগিল। অযোধ্যার উজীর সুজা উদ্দৌলার পরাভবের পর, ইংরাজ কোম্পানী আলাহাবাদ ও কাড়া প্রদেশ দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে নবাব-নাজিমের "নিজামৎ" রক্ষার জন্য বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ সিক্কা টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই সূত্রে মুর্শিদাবাদের নবাবদিগকে ঐ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে ইংরাজের কূটনীতিতে উহা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালার প্রকৃত শাসন-কর্ত্তা হইয়াছিলেন। নিজামৎ মসনদের উপসত্বভোগী বাঙ্গালার পরবর্ত্তী নবাব নাজিমগণের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

বৃত্তিভোগী বাঙ্গালার নবাববংশ।

১৭৬৫ নজম্‌ উদ্দৌলা—মীরজাফর আলীর পুত্র, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে? ইহার মৃত্যু ঘটে। ইনি দেওয়ান ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ সিক্কা টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

১৭৬৬ শৈফ উদ্দৌলা—মীরজাফরের ২য় পুত্র; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ মৃত্যু হয়। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তির হার কমিয়া ৪১৮৬১৩১ সিক্কা টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

১৭৭০ মুবারক উদ্দৌলা—মীরজাফর ৩য় পুত্র; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু। বৃত্তি ৩১৮১৯৯১ সিক্কা টাকা প্রাপ্ত হন। ইহারই অধিকারকালে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির টাকা কমাইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ধার্য্য হয়। সেই হার অদ্যাপিও চলিয়া আসিতেছে।

১৭৯৩ নাশির উল্‌ মুল্‌ক উজীর উদ্দৌলা দেলবার জঙ্গ—মুবা-রকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮১০ সৈয়দ জৈন্‌ উদ্দীন আলী খাঁ ওরফে আলী জাহ্‌—নাশির-উল্‌ মুল্‌কের পুত্র।

১৮২১ সৈয়দ আহ্মদ আলী খাঁ ওরফে বালা জাহ্‌—আলী জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ অক্টোবর মৃত্যু।

১৮২৫ সৈয়দ মুবারক আলী খাঁ ওরফে হুমায়ুন জাহ্‌—বালা জাহের পুত্র।

১৮৩৮ ফরিদুন্‌ জাহ্‌ সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ নসরৎ জঙ্গ—হুমায়ুন জাহের পুত্র। ইনি নানা কারণে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় ইংলণ্ড প্রবাসী হন।

এই সময়ে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, তিনি বার্ষিক লক্ষ টাকা মাসহরা ও ঋণমুক্তির জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর (মতান্তরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) চিরপোষিত নবাব নাজিম মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খাঁ সনদ দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে নবাব সর্‌ সৈয়দ হসন আলী খাঁ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে স্বীয় পিতৃকৃত নবাব-নাজিম পদত্যাগাঙ্গীকার সাব্যস্ত ও স্বীকার করিয়া সেক্রে-টারী অব্‌ ষ্টেটসের ইণ্ডেক্সার পত্রে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১এ তারিখে সকৌসিল ভারতপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক (by the Council of his Excellency the Viceroy and Governor General of India) ১৮৯১ সালের ১৫ নং রাজবিধিতে (Act XV. of 1891) তাহা স্থিরীকৃত ও পরিগৃহীত হয়। এই মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া তিনি তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটী বংশানুক্রমিক বার্ষিক বৃত্তি এবং মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঢাকা, মালদহ, পূর্ণিয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, হুগলী, রাজশাহী, বীরভূমি ও সাঁওতাল-পরগণার মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচপুত্র—আসফ কাদর সৈয়দ

রাজিফ্ আলী মীর্জ্জা, ইস্কান্দর কাদর সৈয়দ নাসির আলী মীর্জ্জা, আসফ্ আলী মীর্জ্জা, সৈয়দ রাফুব আলী মীর্জ্জা ও মহ্‌বিন্ আলী মীর্জ্জা।

মোগলশাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

দিল্লীর মোগলসম্রাট্‌গণের অধীন সুবাদারদিগের শাসনকাল হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্ত বিস্তার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, নিম্নে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা বিবৃত হইল।

দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব বাঙ্গালা হইতে বিদুরিত হয় নাই। তদনন্তর বাধ্য হইয়া তাহারা মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজেরা বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করে। দেশীয় জমিদারদিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সমুপস্থিত করিয়াছিল। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে "বারভূঁয়া"র প্রাদুর্ভাব হয়; তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি, খিজিরপুরের ইশা খাঁ, সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদ-প্রতাপের চাঁদ গাজি প্রভৃতি নয় জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ঐ জমিদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র সৈন্য, গড় ও বিচারালয় ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকটে খাজনা আদায় করিতেন এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাঁহার সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না। কখন কখন তাঁহারা বিদ্রোহেরও সূচনা করিতেন এবং সুবাদারগণ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

সরফরাজ খাঁ ও সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর সকল সুবাদারই দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সরফরাজ খান্‌ও মুরশিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত আলীবর্দ্দীকর্ত্তৃক নিহত হন। নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব হয়। ঐ সময়ে বর্গির হাঙ্গামায় ও রাজকর্ম্মচারীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর প্রভূত অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এ কারণে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন ব্যতীত তিনি দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ উদ্দৌলা এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজসংক্রান্ত নানা-প্রকার জটিল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মোগল-সম্রাটের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। [সিরাজ উদ্দৌলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৬৩২ খৃঃ অব্দ হইতেই তাঁহাদিগের প্রতাপ হ্রাস হইতে থাকে। তদনন্তর নিষ্করে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজদিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাঁহারা অর্থ ও ক্ষমতা বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। [ইংরাজ দেখ।]

মোগলদিগের শাসনকালে কেবলমাত্র রাজা টোডরমল ও রাজা মানসিংহ নামক দুই জন হিন্দুবীর বাঙ্গালার সুবাদার হন। তৎকালে রাজকীয় উচ্চতম পদে ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান এবং আলমচাঁদ বাঙ্গালার সহকারী দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। জগৎশেঠও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, রাজা রায়দুর্লভ দেওয়ান, * রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা এবং রাজা রামরাম সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জানকী রাম, রায় রাঁয়া চিন্ময় রায় ও রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই।

[তত্তৎশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্বাধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগলধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সেরূপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তৎকালে সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং ন্যায়শাস্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা ও বিস্তার ঘটিয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লয়প্রাপ্ত হয় নাই; বরং সংস্কৃতালোচনার অবনতির সূত্রপাত হইতেছিল বলা যায়। চৈতন্যযুগের শেষ সময়ে বাঙ্গালা পদরচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির পদ্যানুবাদ আরম্ভ হয়। উহার পরে ক্রমে কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত এবং শেষোক্ত সময়ে রামপ্রসাদের পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণাদি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া পদরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা বিলক্ষণ উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ,

* প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহারই পদ গ্রহণ করেন (১৭৬৫)।

এবং স্মার্ত্তগণের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বপুরুষদিগের শেষ গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

যদিও বিদ্যালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের বিশেষ যত্ন ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অর্থচিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্মোত্তর' ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল বা চতুষ্পাঠীর ব্যয় যোগাইতেন। তাঁহারা গুণী লোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থভণিতায় এরূপ প্রতিপালকের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

ইংরাজাভ্যুদয়।

বাঙ্গালায় বাণিজ্যোন্নতিলাভের আশায় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্গাভিমুখে আগমন করেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সর টমাস্ রো মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কৃপায় বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের শাসনকালে উক্ত কোম্পানী পাটনায় বস্ত্রবিক্রয়ের জন্য কুঠী স্থাপন করেন। তদবধি ক্রমশঃই বাঙ্গালায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী রক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠী সংস্থাপিত হয়। ১৬৪৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্ জহানের আনুকূল্যে ও ডাঃ সার্জ্জন গেব্রিয়ল বাউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাজ-বণিক্সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনাদের স্বাধিকার রক্ষায় বিশেষ যত্নবান্ হন। কারণ ঐ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বণিক্সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া ইংরাজদিগকে আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় ইংরাজগণ আপনাদের বাণিজ্যকুঠী সুবন্দোবস্তে পরিচালিত করিবার জন্য এক এক জন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন।

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের আদেশে এজেণ্টের পরিবর্ত্তে এক এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কলিকাতাবাসী হন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্সী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব-পুত্র আজিম উস্সান্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত দুখানি গ্রাম দান করিয়া তথাকার প্রজাবৃন্দের দোষ গুণের ন্যায়বিচার করিবার ক্ষমতা দেন। তাঁহারই আদেশে উক্ত বর্ষে কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্ণর ড্রেকের বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও জয় করেন। পর বৎসর মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা পুনরায় মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া ক্লাইব মীরজাফর আলী খাঁকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এখান হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত। মীরজাফর ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পরাঙ্মুখ হওয়ায় মীর কাসিম আলীকে বাঙ্গালার শাসনভার দেওয়া হয়, কাসিম আলী ইংরাজদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাস হইতে নজম ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট্ ক্লাইবকে জায়গীরস্বরূপ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন। এই দেওয়ানী সনন্দই বাঙ্গালায় ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তদবধি ইংরাজগণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালী নবাববংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ বাঙ্গালার এজেণ্টগণ।

নাম		কার্য্যগ্রহণকাল
মিঃ	রাল্ফ কার্টরাইট	১৬৩৩
„	জইস	...
„	ইয়ার্ড	...
কাপ্তেন	জন্ ব্রুকাভেন	১৬৫০
মিঃ	জেমস্ ব্রিজম্যান	...
„	পল ওয়াল্ডে গ্রেভ	১৬৫৩
„	জর্জ গব্ টন	১৬৫৩
„	জোনাথান ত্রেবিশা	১৬৫৮
„	উইলিয়ম ব্লেক	১৬৬৩

নাম	কার্য্যগ্রহণ কাল
„ শেম ব্রিজেস	১৬৬৯
„ ওয়াল্টার ক্লোওয়েল	১৬৭০
„ মাথিয়াস্ ভিন্সেণ্ট	১৬৭৭

বাঙ্গালার গবর্ণরগণ।

নাম	কার্য্যগ্রহণ কাল
মিঃ উইলিয়ম হেজেস্	১৬৮২ জুলাই
„ „ গিফোর্ড	১৬৮৪ আগষ্ট
সর এডওয়ার্ড লিট্‌ল্‌টন	১৬৯৯ জুলাই
„ চার্লস আয়ার্	১৭০০ মে ২৬,
মিঃ জন বীয়ার্ড	১৭০১ জানু ৭,
মিঃ আণ্টনি ওয়েণ্টডেন	১৭১০ জুলাই ২০,
„ জন রাসেল	১৭১১ মার্চ্চ ৪,
„ রবার্ট হেজেস্	১৭১৩ ডিসে ৩,
„ সামুএল ফিক্	১৭১৮ জানু ১২,
„ জন ডীন্	১৭২৩ „ ১৭,
„ হেন্‌রী ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড	১৭২৬ „ ৩০,
„ এডওয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন্	১৭২৮ সেপ্টে ১৭,
„ জন ডীন্	১৭২৮ „ ১৭,
মিঃ জন ষ্টাকহাউস্	১৭৩২ ফেব্রু ২৫,
„ টমাস্ ব্রাডিল্	১৭৩৯ জানু ২৯,
„ জন্ ফরেষ্টার	১৭৪৬ ফেব্রু ৪,
„ উইলিয়ম বারওয়েল	১৭৪৮ এপ্রিল ১৮,
„ এডাম ডুসন	১৭৪৯ জুলাই ১৭
„ উইলিয়ম ফিট্‌কে (Fytche)	১৭৫২ „ ৫,
„ রোজার ড্রেক্	১৭৫২ আগষ্ট ৮,
কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব	১৭৫৮ জুন ২৭,
জন জেড্, হলওয়েল	১৭৬০ জানু ২২,
মিঃ হেন্‌রী ভান্সীটার্ট	১৭৬০ জুলাই ২৭,
„ জন স্পেন্সার	১৭৬৪ ডিসে, ৩,
লর্ড ক্লাইব	১৭৬৫ মে ৩,
মিঃ হারি ভেরেলেষ্ট	১৭৬৭ জানু ২৭,
„ জন কার্টিয়ার	১৭৬৯ ডিসে, ২৬,
মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৭৭২ এপ্রিল ১৩,

মাননীয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস প্রথমে গবর্ণর ছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিমেণ্টের বিধি অনুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বাঙ্গালার শাসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্ণর-জেনারল পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে গভর্ণর জেনারলের বেতন বার্ষিক ২॥০ লক্ষ ও তাঁহার সভার চারিজন সদস্যের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসাংশে ভারতের ইংরাজ গবর্ণর-জেনারলগণের শাসন-বিবরণী প্রদত্ত হওয়ায় এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রান্ত কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড ক্লাইব কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহারা বাণিজ্যছলে অর্থ-লালসাপরবশ হইয়া এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে অযথা অর্থগ্রহণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাশিমের সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অর্থগৃধ্নুতা ও অত্যাচারমাত্রা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাসা নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এই অত্যাচারের দিনে নিঃস্ব প্রজাগণের উপর ঈশ্বরও প্রতিকূল হইলেন। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থ কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকাসী দায়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় কারারুদ্ধ হন। হেষ্টিংস রাজকোষ ও রাজকার্য্যালয়সমূহ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তিনি বিচারকার্য্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কালেক্টরগণই দেওয়ানী আদালতের এবং কাজী বা মুফ্‌তীরা ফৌজদারির বিচারক হইলেন। আপীলের জন্য কলিকাতায় "সদর দেওয়ানী আদালত" ও "সদর নিজামত আদালত" নামক দুইটী প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে "সদর নিজামত" মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায় এবং মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব নাজিম হইয়া তথাকার প্রধান বিচারপতি হন।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদের শাসনাদেশে ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণরজেনারেল হন এবং সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের জন্য ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। ডিরেক্টারদিগের অনুমত্যনুসারে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান স্মৃর অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত হয়। এই নিমিত্ত হাল্‌হেড সাহেব একখানি বাঙ্গলা ব্যবস্থাগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। চার্ল্‌স্ উইল্‌কিন্স ঐ ছাপার অক্ষর খোদাই করেন। ইহাই বাঙ্গলা অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি। ১৭৮০

খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতায় প্রথম সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়।

হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। তাহার পর সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সর উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক সভা স্থাপন করেন। উক্ত বর্ষে পার্লিয়ামেণ্টের আদেশে 'বোর্ড অব্ কন্ট্রোল' স্থাপিত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা। ঐ বর্ষে ইংরাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়। মিঃ ফরেষ্টার তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস "কালেক্টারদিগের" হস্তে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুফ্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে প্রতি জেলায় "জজ" নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ করেন। ফৌজদারী কার্য্যকালে মুসলমান ব্যবস্থানুসারেই বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এইজন্য একজন মুসলমান কর্ম্মচারী জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জজদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা নগরে চারিটী "প্রভিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। ঐ প্রভিন্সিয়াল কোর্টের" উপরে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য প্রতি জেলায় জজদিগের অধীনে এক এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। স্থানে স্থানে এক একটী থানা স্থাপিত হইল এবং এক এক জন দারোগা প্রত্যেক থানায় কর্ত্তা হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লি বাঙ্গলায় গবর্ণর জেনারল হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। তদবধি উহা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের কার্য্যভার সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে কার্য্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া ওয়েলেস্‌লী তিন জন জজ নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথিতনামা ও বহুবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুক একজন। ইংরাজ সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যরূপে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয়; তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) ও লিপিমালা (১৮০২), রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী, কেরি সাহেবের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিসনরি মার্সমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর বাড়ীতে থাকে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লড মিণ্টো গবর্ণর-জেনেরল হন। তাঁহার শাসনসময়ের শেষভাগে (১৮১৩ খৃঃ) পালিয়ামেণ্ট প্রদত্ত সনন্দানুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া যায়, খৃষ্টান মিসনরিরা এ স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি পান; সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ হয়।

লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনারল হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। তাঁহার সময়ে নেপাল ও মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে ও ব্যয়ে কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ "সমাচার-দর্পণ" নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। (২৩ মে ১৮১৮ খৃঃ)।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারল হইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন বিষয়ে সংস্কৃতভাষাবিৎ অধ্যাপকপ্রবর উইলসন্ সাহেব বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে যাইয়া দিল্লীর বাদশাহকে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের সম্রাট্।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গভর্ণরজেনারল হন। তিনি সহমরণপ্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ মুন্সি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এদেশে ঠগ নামে একটী ডাকাইতের দল ছিল। তাহারা ছদ্মবেশে গমনাগমন করিত এবং সুযোগমতে সহযাত্রী-

দিগকে বধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। কর্ণেল স্লীমানের যত্নে ঠগ্দিগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।

এই সময়ে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিংবা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে* ও ট্রেবেলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন। গভর্ণর জেনারলের বিচারে ইংরাজীরই জয় হয়। ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় 'মেডিকেল কলেজ' সংস্থাপিত হইয়াছিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে—"প্রভিন্সিয়াল কোর্টগুলি" উঠিয়া যায় এবং "রেভিনিউ কমিসনরী"-পদের সৃষ্টি হয়। "কালেক্টরেরা" ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পান এবং জজেরা দেওয়ানী ও দায়রায় মোকদ্দমা করিবেন, স্থির হয়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে "মুন্সেফী" এবং ১৮০৩ খৃঃ অব্দে "সদর আমিনী" পদের সৃষ্টি হয়। এপর্য্যন্ত দেশীয় লোকেই ঐ পদ পাইতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়ের নিমিত্ত "প্রধান সদর আমিনী" পদেরও সৃষ্টি করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে অধিকারী হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে "ডেপুটী কলেক্টার" নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্ম্মও এতদ্দেশীয় লোকে পাইতেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ খৃঃ) এবং রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন (১৮২৯ খৃঃ)। ভারতবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলণ্ডে যান (১৮৩১ খৃঃ) এবং তথায় তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন (১৮৩৩ খৃঃ)। রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

[রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ দেখ।]

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন; এবং স্বতন্ত্র গভর্ণর জেনারল না আসা পর্য্যন্ত মেটকাফ্ সাহেব তৎকার্য্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে ও তাঁহারই যত্নে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। মেকলে সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন।

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড অকলাণ্ড গবর্ণর জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাবুলে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটে। বাঙ্গালায় হুগলী কলেজ (১৮৩৬ খৃঃ) এবং ঢাকা কলেজ (১৮৪১ খৃঃ) স্থাপিত হয়।

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড এলেনবরোর শাসনকাল; তাঁহার আমলে কাবুলে ইংরাজেরা জয়ী হইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসেন এবং সিন্ধুদেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। লর্ড এলেনবরো "ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী" পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শাসনকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৪৩ খৃঃ) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ঐ পত্রিকার সম্পাদক হন।

[বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি শিখদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার সময়ে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" নামে কতকগুলি গবর্মেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খৃঃ)।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে পঞ্জাব, পেগু, সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা ও বেরার কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫৩ খৃঃ অঃ ঘটে ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ "প্রেসিডেন্সি কলেজে" পরিণত হইয়া যায়। অনেকগুলি গবর্মেণ্ট আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় এবং বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্লস্ উড্ প্রণীত ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতিলিপি আইসে এবং তদনুসারে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের" সূত্রপাত হয়। ঐ সঙ্গে বিদ্যালয় সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের "গ্রাণ্ট ইন এড" প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শিক্ষাবিষয়ক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিদ্যাধ্যাপনের "ডাইরেক্টর," "ইনস্পেক্টর" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডালহৌসীর যত্নে এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবং তারের খবর স্থাপিত হয় (১৮৫২ খৃঃঅঃ)। "পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট" সংস্থাপিত হইয়া ডাকের মাশুল কমিয়া যায়। ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালায় "লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর" নামে একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এতদ্দেশবাসিগণ বিলাতে যাইয়া "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সর ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৫৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

---

* লর্ড মেকলে এদেশে "ল'কমিশন" নামক বিধি প্রণয়ন সভার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিই "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির" প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ অব্দে লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে। এই রাজ্যবিপ্লবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি সাধারণে 'ক্লেমেন্সী ক্যানিং' নামে পরিচিত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকর্ম্ম দিবেন (নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ)। লর্ড ক্যানিঙের সময়ে "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি", "দেওয়ানী" ও "ফৌজদারী কার্য্যবিধি" এবং "খাজনাসম্বন্ধীয় ১০ আইন" প্রচারিত এবং "করেন্সি নোট" প্রথম প্রচলিত হয়।

ক্যানিং-এর পরে লর্ড এলগিন্ গবর্ণরজেনেরল হন। তাঁহার শাসন সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও মাতলা রেলওয়ে খুলে এবং সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট মিলিত হইয়া "হাইকোর্ট" নাম ধারণ করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবার নিয়ম আছে।*

দুই বৎসর (১৮৬২—৬৩ খৃঃ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড এলগিন্ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সর উইলিয়ম ডেনিসন্ কিছু দিন গবর্ণর-জেনারল ছিলেন। অনন্তর সর জন লরেন্স (১৮৬৪—৬৯ খৃঃ অঃ) এবং লর্ড মেও (১৮৬৯—৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্ণর জেনারল হন। একজন নির্ব্বাসিত মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে আন্দামান দ্বীপে লর্ড মেওর মৃত্যু হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২)।†

অনন্তর ৯ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সর জন ষ্ট্রেচি ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অব্দে ৩রা মে গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া করপ্রপীড়িত প্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দেন।

লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড) বাঙ্গালায় শুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন (১৮৭৬ খৃঃ)। ১৮৭৭ অব্দের জানুয়ারিমাসে এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটে ও কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বাঁধে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন এবং লর্ড লিটন তৎপদে অভিষিক্ত হন।

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাহরণ ও অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ব্যবসায়িগণের উপর "লাইসেন্স ট্যাক্স" নামে কর সংস্থাপিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন ভারত পরিত্যাগ করিলে মার্কুইস্ অব্ রিপন ভারতের গবর্ণর জেনারল হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্ব্বার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হন।

রিপন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং "স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী" প্রবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালার বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন; এতদ্ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে "এডুকেশন কমিশন" নিযুক্ত হয়। তাঁহার সময়েই জজ রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুকাল চিফ্ জষ্টিসেরও কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে লর্ড ডফারিণের হস্তে ভারত-শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের কিছুদিন পরে বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ত্ববিষয়ক ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ব্রহ্মরাজ থিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তদ্দেশ অধিকার করা হয়। ১৮৮৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্য ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে 'ইন্কম্ ট্যাক্স' কর পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ভারতরাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র মহাসমারোহে "জুবিলি" মহোৎসব সমাহিত হইয়াছিল।

লর্ড ডফারিণ দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে "পবলিক সার্ব্বিস কমিসন" নিযুক্ত করেন, কিন্তু উহার মন্তব্য অনুসারে এখনও কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডফারিণের সময়ে সিকিম, তিব্বত ও পঞ্জাব সীমান্তস্থিত কৃষ্ণ পর্ব্বতে যুদ্ধ হয়। ইনি ১৮৮৮ অব্দের ২০ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যান্সডাউনের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের

---

* সেই নিয়ম বলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সর রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আমীর আলি হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশ ধন্য করিয়াছেন।

† এই শোচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যাকারী দুইজনই আফগানস্থান-নিবাসী।

সময়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রুষিয়ার সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দেশভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে সুশৃঙ্খলা অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ না হওয়ায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তদুপলক্ষে প্রেরিত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ-সৈন্য মণিপুর অধিকারপূর্ব্বক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে অপরাধিগণের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় (১৮৯১ খৃঃ)। যুবরাজ টীকেন্দ্রজিৎ ইংরাজরাজের বিচারে প্রাণ হারান। [মণিপুর দেখ]

লর্ড এলগিন্ ২৪এ জানুয়ারি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে "ডায়মণ্ড জুবিলি" উৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলগিন্ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জ্জন অব কেডলষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে মিউনিসিপালিটি ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক কার্য্যের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয়। এই সময়ে বাঙ্গালায়ও বিশেষ ধূমধাম হইয়াছিল। তাঁহার অবকাশ সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্পথিল কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা আসাম প্রদেশের সহিত যোগ করিয়া বঙ্গরাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেকাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারতের উত্তরপূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা এবং বঙ্গ ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী বনাকীর্ণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠাই এই জটিল তত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য।

এই সময়ে সামরিক বিভাগের সংস্কার লইয়া জঙ্গী লাট লর্ড কিচনার বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তিনি ভারত-সচিবের নিকট কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র সাধারণে গৃহীত ও অনুমোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডাধীশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের অনুমত্যনুসারে তিনি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে অভিনন্দন দিবার জন্য ভারতে থাকিতে বাধ্য হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। ১৭ই তারিখে লর্ড মিণ্টো ভারতে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের কার্য্যভার দিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড-যাত্রা করেন।

লর্ড মিণ্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাঙ্গালায় আসেন। কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমনে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা ময়দানে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ একটী দরবার আহূত হয়। ঐ সময়ে ছোটলাট বাহাদুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্নীকে বরণ করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। বঙ্গবাসী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য পথ রোধ করিতে বাঙ্গালায় "স্বদেশী" বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা স্বদেশী বাণিজ্যরক্ষার জন্য বঙ্গমাতার পাদপদ্মে শরণ লন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্ফারিত "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় ব্রত উদ্‌যাপনে যত্নবান্ হন। এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে অচিরে একটী বিদ্রোহের আশঙ্কা জানিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা চারি দিকেই "বন্দে মাতরম্" স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য সার্কুলার জারি করিলেন। দরিদ্র বাঙ্গালীপ্রজার উপর রাজপুরুষদিগের হস্তে অল্পবিস্তর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। বরিশালেই মাত্রা কিছু অধিক দাঁড়াইল। তথাকার রাজকর্ম্মচারিগণের মস্তক "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে বিঘূর্ণিত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালীর ঔদ্ধত্য দমনের জন্য তথায় গোর্খা সেনাদল রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের সময় রাজা-প্রজাবিদ্বেষের চূড়ান্ত হইয়া গেল। বঙ্গের বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রকোপে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রজামহলে আরও অশান্তি অনুভূত হইতে লাগিল, তখন রাজ্যে শান্তিবিধানের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এই সময়ে "স্বদেশী আন্দোলন" পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের গবর্ণরগণ।

নাম	কার্য্যারম্ভ	পদত্যাগ
ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৭৭৪ অক্ট ২০,	১৭৮৫ ফেব্রু ১,
সর্ জন মাকফার্শন	১৭৮৫ ফেব্রু ৮,	১৭৮৬ সেপ্ট ১২,
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৭৮৬ সেপ্ট ১২	১৭৯৩ অক্ট ১০,
সর জন সোর	১৭৯৩ অক্ট ২৮,	১৭৯৮ মার্চ ১২,
সর্ আলফ্রেড ক্লার্ক	১৭৯৮ মার্চ্চ ১৭,	১৭৯৮ মে ১৭,
মারকুইস্ ওয়েলস্‌লি	১৭৯৮ মে ১৮,	১৮০৫ জুলা ৩০
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৮০৫ ৩০ জুলাই	
সর জর্জ্জ বার্লো	১৮০৫ অক্ট ১০,	১৮০৭ জুলা ৩১
লর্ড মিণ্টো	১৮০৭ জুলাই ৩১,	১৮১৩ অক্ট ৪,
মার্‌কুইস অব্ হেষ্টিংস	১৮১৩ অক্ট ৪,	১৮২৩ জানু ৯,
মিঃ জন আদম	১৮২৩ জানু ১৩,	১৮২৩ আগ ১,
লর্ড আমহার্ষ্ট	১৮২৩ আগ ১,	১৮২৮ মার্চ ১০,
মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি	১৮২৮ মার্চ্চ ১৩,	১৮২৮ জুলা ৪,

ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮ জুলাই ৪	১৮৩৫ মার্চ ২০
সর্ চার্লস মেটকাফ্	১৮৩৫ মার্চ ২০	১৮৩৬ মার্চ ৪
লর্ড অকলাণ্ড	১৮৩৬ মার্চ ৪	১৮৪২ ফেব্রু ২৮
লর্ড এলেনবরো	১৮৪২ ফেব্রু ২৮	১৮৪৪ জুলাই ২৩
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪ জুলাই ২১,	১৮৪৮ জানু ১২,
মারকুইস অব্ ডালহৌসী	১৮৪৮ জানু ১২,	১৮৫৬ ফেব্রু ২৯,
আরল্ ক্যানিং	১৮৫৬ ফেব্রু ২৯	

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল-ও ভাইসরয়।

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮ নভে ১	১৮৬২ মার্চ ১২,
„ এলগিন্	১৮৬২ মার্চ ১২,	
সর্ রবার্ট নেপিয়ার	১৮৬৩ নভে ২১,	১৮৬৩ ডি ২,
সর্ উইলিয়ম ডেনিসন	১৮৬৩ ডিসে ২,	১৮৬৪ জানু ১২,
সর্ জন লরেন্স	১৮৬৪ জানু ১২,	১৮৬৯ জানু ১২,
লর্ড মেও	১৮৬৯ জানু ১২,	
সর্ জন ষ্ট্রাচি	১৮৭২ ফেব্রু ৯,	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,
লর্ড নেপিয়ার	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,	১৮৭২ মে ৩,
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২ মে ৩,	১৮৭৬ এপ্রিল ১২
লর্ড লিটন	১৮৭৬ এপ্রিল ১২,	১৮৮০ জুন ৮
„ রিপন	১৮৮০ জুন ৮,	১৮৮৪ ডিসে ১৩
„ ডাফরিন	১৮৮৪ ডিসে ১৩,	১৮৮৮ ডিসে ২১
„ লান্সডাউন	১৮৮৮ ডিসে ১০	১৮৯৪ জানু ২৭,
„ এলগিন	১৮৯৪ জানু ২৭,	১৮৯৯ জানু ৬
লর্ড কার্জ্জন	১৮৯৯ জানু ৬,	১৯০৫ ডিসে ১৮
লর্ড মিণ্টো	১৯০৫ ডিসে ১৮	

ছোট লাটের শাসন।

হেলিডে সাহেবের পরে সর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৮৫৯—৬২), সর্ সিসিল বীডন (১৮৬২—৬৭), সর উইলিয়ম গ্রে (১৮৬৭—৭১) ও সর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১—৭৪) সাহেব যথাক্রমে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে নীলকর ইংরাজদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক লোক মারা যায়, পাটনায় কলেজ সংস্থাপিত হয় এবং ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালার উন্নতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬৩—৬৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া জর প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক লোক মারা যায়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রাজধানীতে এবং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে মফঃস্বলের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে দলিল রেজিষ্টরি করিবার জন্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রেজিষ্টরি আফিস স্থাপিত হইল।

ক্যাম্বেলের সময়ে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই রাস্তানির্ম্মাণ ও পুনঃসংস্কার এবং খাল প্রভৃতি খনন জন্য "পথকর" স্থাপিত হয়। এই কার্য্যের সুবিধার জন্ত তিনি "সব্ ডিপুটী" ও "কানুনগো" পদ সৃষ্টি করেন। ঐ সময় হইতেই স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শাসনভার বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে একজন চিফ কমিশনরের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার আমলে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ত অনেকগুলি মহকুমা সংস্থাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নামজারি আইন প্রচলিত হইয়া সকলের ভূমি-সম্বন্ধীয় স্বত্ব লিপিবদ্ধ হয়। এই বৎসরে কলিকাতা মিউনিসি-পালিটিতে প্রথম নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সর আস্লী ইডেনের সময়ে (১৮৮৬—৮২) বেহারের আদালতে ও সরকারী কার্য্যে পারসীর পরিবর্ত্তে "কায়েথী" ভাষা প্রচলিত হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিলাতে না যাইয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ম প্রচলিত হয়। ঐ সময়ে কয়েকজন 'ষ্টাটুটারি সিবিলসার্ব্বিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অনেক ডাকঘর সংস্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ অব্দে ডাকের 'মনিঅর্ডার' ও 'পোষ্টকার্ড' প্রচলিত হয়। ১৮৮১ অব্দে দ্বিতীয়-বার বাঙ্গালাদেশের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। বাঙ্গালায় খোলাভাটী সংস্থাপিত হওয়ায় এই সময়ে বাঙ্গালায় সুরাপানের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পরে সর রিভার্স টম্প্সন সাহেব (১৮৮২-৮৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। তিনি 'এগ্রিকলচরেল" বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং মফঃস্বল মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৮৩-৮৪ অব্দে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (International Exhibition) নামক মহামেলা খোলা হয়। এই সময়ে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক স্থলে নূতন রেলওয়ে এবং অনেক ডাক ও টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে বেথুন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। কতিপয় দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া "নেশানাল কন্‌গ্রেস" বা জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় উহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। টম্প্সন সাহেবের

আমলে কেরাণী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয়, কিন্তু অগ্যাপি তদনুসারে কোন কার্য্যই হয় নাই। উড়িষ্যা "কোষ্ট ক্যানাল" নামক খাল তাঁহার সময়ে কাটা ও খোলা হয়। অতঃপর সর ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর হন। (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চার্লস্ ইলিয়ট ডিসেম্বর মাসে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নেশনেল কন্‌গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। সর চার্লস্ ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় স্যার এণ্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন (জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে)। ১৮৮৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সর আলেকসান্দার মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনি মিউনিসিপাল বিলের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া যান। তাঁহার পীড়ার অবকাশে মহামান্য চার্লস্ সিসিল ষ্টিভেন্স সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। তদনন্তর উড্‌বরণ সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল অনুমোদন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালায় 'প্লেগ' পীড়া দেখা যায়। ঐ প্লেগের সময় তিনি নিজ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্লেগ নিপীড়িত পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদারতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বস্তিতে অনেক লোক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দেন। তাঁহার পর বর্ত্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাদুর বিভক্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া ধীর পাদ বিক্ষেপে রাজনৈতিকমার্গ অনুসরণ করিতেছেন।

বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরগণ

সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে	১৮৫৪ এপ্রিল ২৮,
„ জন পি, গ্রাণ্ট	১৮৫৯ মে ১,
„ সেসিল বিডন K. C. S. I,	১৮৬২ এপ্রিল ২৪,
„ উলিয়ম গ্রে „	১৮৬৭ „ ২৪,
„ জর্জ কাম্বেল „	১৮৭১ মার্চ্চ ১,
„ রির্চাড টেম্পল্ Bart. „	১৮৭৪ এপ্রিল ৯,
মাননীয় আস্‌লী ইডেন C. S. I. C.I.E.,	১৮৭৭ জানুয়ারী ৮,
সর ষ্টুয়ার্ট সি, বেলী K.C.S.I, C.I.E,	১৮৭৯ জুলাই ১৫
(মাননীয় আস্‌লী ইডেনের বিশেষ কার্য্যের অবসরে অস্থায়িরূপে কার্য্য করেন)	
„ অগাষ্টাস্ রিভার্স টম্পসন C.S.I, C.I.E,	১৮৮২ এপ্রিল ২৪,
মিঃ এচ্, এ, ককরেল I.C.S, C.I.E,	১৮৮৫ আগষ্ট ১১,
(রিভার্স টম্পসনের ছুটীর অবকাশে অস্থায়িরূপে কার্য্য করেন)	
সর ষ্টুয়াট সি, বেলী	১৮৮৭ এপ্রিল ২,
„ চার্লস্ আলফ্রেড্ এলিয়ট K C.S.I,	১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭,
„ আণ্টনি পাট্রিক ম্যাক্‌ডোনেল K.C.S.I.	১৮৯৩ মে ৩০,
(উক্ত বর্ষের ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত এলিয়টের ছুটীর সময় কার্য্য করেন)	
মাননীয় সর আলেকজান্দার মেকেঞ্জী K.C.S.I,	১৮৯৫ ডিসে, ১৮
মাননীয় চার্লস্ সি, ষ্টিভেন্স C.S.I, (আলেকজান্দার মেকেঞ্জীর অবকাশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য চালান)	
মাননীয় সর জন উড্‌বরণ I.C.S, K.C.S.I,	১৮৯৮ এপ্রিল ৭,
„ জে, এ, বোর্ডিলোন্ V.D. I.C.S, C.S.I,	১৯০২ নভেম্বর ২২ একটিং
„ সর এ, এচ, এল ফ্রেজার M.A, I.C.S, K.C.S.I,	১৯০৩ নভেম্বর ২, (তাঁহার অবকাশে ১৯০৬ খৃঃ জুন, মাননীয় এল, হেয়ার কার্য্য করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

মাননীয় সর,জে,বি,ফুলার I.C.S, K.C.S.I, C.I.E,১৯০৫ অক্টোবর

ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুলি কুপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে। সহমরণ বা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন প্রভৃতি কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচারী জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে; তেমনই নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাষ্পীয় পোতযোগে গমনাগমনের ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত প্রেরণের সুবিধা ঘটিয়াছে। আবার পোষ্ট বা ডাক এবং টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অতি অল্প সময় মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা লোকের অনেক মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে, বঙ্গবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পাওয়ায় তাহারা রাজপুরুষদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে।

ইংরাজেরা এদেশে নীল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও এখানকার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। এই নীলের চাষ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এখানে আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে দীনহীন প্রজাবর্গ দাদনের অর্থের লোভে আপনার সর্ব্বস্ব হারাইয়া ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান

বিকাইতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে নির্জ্জিত করে, তাহা নীলদর্পণ-পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নীলের চাষ একদিন পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিক্‌দিগের একটী না একটী কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বাঙ্গালার সেই অতীত দুঃখস্মৃতি জ্ঞাপন করিতেছে।

যে সকল গ্রামে নীলকুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই ঐ কুঠীর দেওয়ান বা দারোগা হইতেন। তাঁহারাও ইংরাজসংস্পর্শে আসিয়া অনেকাংশে ইংরাজের ন্যায় কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর অত্যাচারেও বাঙ্গালার প্রজাগণ সশঙ্কিত হইয়াছিল।

বণিকবেশে ইংরাজবণিক বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। বাঙ্গালার উর্ব্বর ও শস্যপূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভাগ নদীজালে সমাকীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সহজেই বাঙ্গালার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এরূপ গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় এবং তদ্দেশ ভাগ শস্যসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ায় চতুর ইংরাজগণ সে সকল স্থান বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। নৌকাপথেই তখনকার পণ্যদ্রব্যবহনের একমাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই ইংরাজগণ তথাকার অধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্ব্বক মিশিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় তাঁহাদের সে সুবিধা ঘটিয়াছিল।

নীল বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যদ্রব্যবহনের বিশেষ সুবিধা দেখিয়া ইংরাজবণিকগণ নীলকরবেশে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখনও নদীয়া ও যশোহর জেলায় অনেক উপনিবেশী ইংরাজ জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন।

পূর্ব্বকালে নীলের দাদন উপলক্ষেই ইংরাজের সহিত বঙ্গবাসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সূত্রে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহারা বাঙ্গালার নবাব সরকারের অনেক হিন্দুকর্ম্মচারীর সহিত মিত্রতা করিয়া লন। এমন কি, সেই ব্যবসায়ী ইংরাজ বণিকদিগের অমায়িকতায় স্থানীয় অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার ও রাজার সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ঘটে, সেই মেলামেশায় তাঁহারা তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে থাকেন। সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র যখন ইংরাজ বণিকের কর্ণে যায়, তখন তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। বাঙ্গালার প্রজা বা জমিদারেরা তখন ইংরাজকে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিতেন। অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকের ন্যায় তাঁহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। এই বিশ্বাস-বলেই ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাজবণিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনে এদেশে তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ এদেশীয় লোককে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই; বরং ম্যাঞ্চেষ্টরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বস্ত্র-ব্যবসার প্রশ্রয় দিতে এখানকার বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড লরেন্স, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্নে সুরাপানের স্রোত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে এতদ্দেশবাসীরা, “সিবিল সার্ব্বিসে” প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়ায় হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইতে পারিয়াছেন এবং এইরূপে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য উচ্চপদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে। মাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এখানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনসময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন; ইংরাজ-রাজত্বকালে তাঁহাদিগের সে অবস্থা লয় পাইয়াছে। তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্য, গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজকর দেওয়া তাঁহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যে বহু জমিদার বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন। নদীয়া, নাটোর প্রভৃতি রাজবংশে এইরূপে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

ইংরাজদিগের সময়ে বাঙ্গালায় চিরশান্তি বিরাজমান করিয়াছে; এজন্য সমাজসংস্কার ও ভাষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে সকলে অবসর পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের

পথ খুলিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। কবিওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, এবং যাত্রাওয়ালাদিগের গীতেও বাঙ্গালা ভাষায় মধুরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়-সমূহেও ইংরাজী অনুকরণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। ইংরাজদিগের আমলেই বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের বহুল প্রচার আরম্ভ। ফরেষ্টর সাহেবের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিধিব্যূহের বাঙ্গালা অনুবাদের পূর্ব্বে আরও অনেক গদ্যপুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। [বাঙ্গালা ভাষা দেখ।]

খৃষ্টান মিসনরিদিগের যত্নে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাঁহারাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছাপাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার কয়েকটী কলেজ ও স্থানে স্থানে অন্য প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। কেরী, মার্সম্যান ও ডফ সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সহজে ভুলিবেন না। তাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে বাঙ্গালায় ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাফলে ক্রমে এখানে হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস, ইণ্ডিয়ান মিবর, ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমৃদ্ধি কাহারও অবিদিত নাই। যে আশায় পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও জর্ম্মণ বণিক্‌গণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে বাঙ্গালায় কিরূপ বলবৎ ছিল, তাহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-লেখক অর্ম্মির উক্তিতে স্পষ্টতর প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য বহুবিস্তীর্ণ ছিল। তখন এখান হইতে সমুদয় কার্পাস ও পট্টবস্ত্র দিল্লীতে রপ্তানী হইত। এতদ্ভিন্ন আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসবস্ত্র, চিনি, অহিফেন, শস্য প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই য়ুরোপীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংরাজজাতি অস্ত্রবিনিময়ে পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত ঘনিষ্টতাই ইংরাজজাতির উন্নতির মূল এবং সেই মেশামিশিই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ। তখন এদেশে সদর রাস্তা বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দূরে গমন করিলে এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাইত না, যেখানে প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বস্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল না। অপর বাণিজ্যদ্রব্যজাত সম্বন্ধে যাহা হউক, বস্ত্রনির্ম্মাণ সম্বন্ধে এদেশের তন্তুবায়-সমিতি সভ্য জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা ঘুরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় যায় না। এখন ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিযোগিতায় আমাদের সে বাণিজ্য-গৌরব অস্তমিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে তাঁতের কাপড় ব্যতীত মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে এবং বোম্বাই প্রদেশে এখন অতি অল্প পরিমাণেই কলে মোটা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যশোহরজেলায় প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়, পরে উহা ভারতব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় "সঞ্চারী জ্বরে" অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বোম্বাই প্লেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নদী, খাল প্রভৃতি ক্রমে পলি মাটি দ্বারা ভরাট হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় জল নির্গমের বাধা জন্মিয়া এই জ্বরের উৎপত্তি ঘটিতেছে। বর্ষা ঋতুতে নিম্নবঙ্গের গুল্মলতাদি পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হয়। ঐ অবিশুদ্ধ বায়ুসেবনে রক্ত দূষিত করিয়া ম্যালেরিয়াদি রোগ উৎপাদন করে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহামারীতে গৌড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল, তাহাও এইরূপ এক প্রকার জ্বর।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ ধরাশায়ী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল; এবং ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মনুষ্য, জীবজন্তু ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা বাঙ্গালায় ১২৭০ সালের আশ্বিন মাসে ঘটে বলিয়া আশ্বিনে ঝড় নামে খ্যাত। তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকে ঝড় হয়। ১২৭৬ সালেও একটী ঝড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের পক্ষে নূতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী বজ্রবিদ্যুৎসহকৃত ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি উত্থিত হইয়া দেবমন্দির-চূড়া ও অত্যুচ্চ স্থান ব্যতীত বাখরগঞ্জ প্রদেশের অনেকাংশ

নিমজ্জিত করিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ এ অক্টোবর যে ঝটিকাবর্ত্ত ঘটে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তাহাতে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু, এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে।

বাঙ্গালার আদম-সুমারী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তদনন্তর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা গণনা উদ্দেশে বাঙ্গালার গ্রাম, নগর,জেলা ও বিভাগের সীমা ও তত্তদ্বিভাগবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু, অর্দ্ধ-হিন্দু, পার্ব্বত্য অসভ্যজাতি, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবরণীতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জাতি—কি কি ব্যবসায় লিপ্ত, তাহারা কোথায় কিরূপভাবে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য চালাইতেছে; প্রজাগণ কৃষিকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সাধন করিতেছে; কোথায় কত নদী, কত খাল, কত রাস্তা ও কত মাঠ কিরূপভাবে বিন্যস্ত থাকিয়া দেশবাসীর হিত-সাধন করিতেছে, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের এই মানবসংখ্যা-বিবরণ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়। এক কথায় ইহাতে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা বাণিজ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

প্রথম দুইবারের মানুষ গণনায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে বিবৃত আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা গণনায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে ৫৲ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহু ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট যে এতাদৃশ মহদুদ্দেশ্য সমাধা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়; অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও সংবাদদাতাদিগের অজ্ঞতাদোষে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপূর্ণ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে লোকগণনা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং উহা বর্ত্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ বাদ দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্ব্বতন বাঙ্গালার সীমা ধরিয়া গণনা হইয়াছিল। সংখ্যা-গণনার সুবিধার জন্য ঐ সময়ে বাঙ্গালা ৮টী স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয়; যথা,—

১ পশ্চিম-বাঙ্গালা—বর্দ্ধমান বিভাগ।
২ মধ্য-বাঙ্গালা—প্রেসিডেন্সী বিভাগ, খুলনা বাদে।
৩ উত্তর-বঙ্গ—রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহার ও সিকিম।
৪ পূর্ব্ব-বঙ্গ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।
৫ উত্তর-বেহার—মুজঃফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া।
৬ দক্ষিণ-বেহার—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুঙ্গের।
৭ উড়িষ্যা—উড়িষ্যা বিভাগ, অঙ্গুল বাদে।
৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা—ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল পরগণা, অঙ্গুল, উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর।

এই ৮টী বিভাগ প্রকৃতিকর্ত্তৃক যেন পরস্পরে বিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউরী, কোড়া, মাল, কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, আগুরী, শুক্লী, সদ্গোপ, কায়স্থ ও রাজু প্রভৃতি অসভ্য ও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত অর্দ্ধ সভ্য-জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং নাপিত, সূত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রাঢ়দেশী বলিয়া গৌরব করে এবং স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গজ বা বারেন্দ্রবাসী লোকের সহিত আদান প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করে।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্ব্বে মধুমতীর মধ্য-বর্ত্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপ-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলনা জেলা এই নদী সীমাভুক্ত হইলেও উহার নিম্নাংশ এখনও পলি দ্বারা গঠিত হওয়ায় উহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সীমা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র পোদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত ও বাগদী জাতির প্রাধান্য দেখা যায়।

পদ্মার উত্তর হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ পর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গ বলিয়া গৃহীত। মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে উত্তর-বঙ্গের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য থাকায় বর্ত্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর-বঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্ব্বতীয় ভোটিয়া এবং দীক্ষিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ব্ব-বঙ্গে নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল, কোচ, গারো, টিপরা, কুকী ও মঘ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্যজাতি এবং দীক্ষিত মুসলমান, এইরূপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতিরই বহুল বাস দেখা যায়।

এই আটটী বিভাগের বর্ত্তমান ভূপরিমাণ ও লোকসংখ্যা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

প্রাদেশিকবিভাগ	ভূপরিমাণ	লোকসংখ্যা
পশ্চিম বাঙ্গালা	১৩৯৪৯	৮২৪০০৭৬
মধ্য "	৯৯৪৯	৭৭৩৯৯৮৫
উত্তর "	২৩৩৮০	১০০০৫১৭৭
পূর্ব্ব "	৩২৯৭৬	১৬৯৫৮০৮৭
দক্ষিণ বেহার	১৫০৮২	৭৭১৬৪১৮
উত্তর "	২১৭৪৬	১৩৮৩১১২০
উড়িষ্যা "	৮১৬০	৪১৫১২৩৯
ছোটনাগপুর অধিত্যকা	৬৪৫৫৫	৯৮৫১৩০৮
মোট	১৮৯১৩৭	৭৮৪৯৩৪১০

এই সংখ্যা গণনায় সুন্দর-বনবিভাগের পরিমাণ ও লোক সংখ্যা গৃহীত হয় নাই।

এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালায় যে সকল বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে, শ্রেণীগত বা বংশগত বিভিন্নতা অনুসারে তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় আখ্যায় পরিচিত। ঐ সকল মূলজাতির এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রশাখাসমুদ্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস গভর্মেণ্টের উপরোক্ত গণনা বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট আছে; বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ান্তর্গত বিভিন্ন জাতি বা তাহার প্রসিদ্ধ ও প্রধান শ্রেণীর বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গন (পুং) বঙ্গতীতি বগি-ল্যু। বার্ত্তাকু। চলিত বেগুণ।

বঙ্গভাষা (স্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা। ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিচিত।

[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গমল (পুং-ক্লী) সীস ধাতু। (বৈদ্যকনি°)

বঙ্গবাড়ী, উত্তরবঙ্গের একটী গণ্ডগ্রাম।

বঙ্গলা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হলায়ুধ)

বঙ্গশুল্বজ (ক্লী) বঙ্গশুল্বাভ্যাং রঙ্গতাম্রাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য ধাতু, রাং ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তত হয়; এই জন্য ইহার নাম বঙ্গশুল্বজ। (হেম)

বঙ্গসেন (পুং) বকবৃক্ষ। "বঙ্গসেনস্ত্বগস্তিদ্রুঃ শুকনাশো মুনি-দ্রুমঃ।" (ত্রিকা°) স্বার্থে কন্। বঙ্গসেনক—বকবৃক্ষ। ২ রক্ত বকবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বঙ্গসেন, ১ ধাতুরূপ বা আখ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা। ২ চিকিৎসা-সারসংগ্রহ ও বঙ্গসেন নামক বৈদ্যকরচয়িতা। ইহার পিতার নাম গদাধর। কাঞ্জিকা নগরে ইহার বাস ছিল।

বঙ্গাধিকশ্রমণ, অতীচারসূত্রপ্রণেতা।

বঙ্গারি (পুং) বঙ্গস্য রঙ্গধাতোররিঃ অস্য বঙ্গধাতোর্জারকত্বাৎ তথাত্বং। হরিতাল। (হেম)

বঙ্গাল (পুং) ভৈরব রাগের পুত্র।

"বঙ্গালঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মধুরো হর্ষকস্তথা।
দেশাখ্যো মাধবঃ সিন্ধুর্ভৈরবপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহার ধ্যান—

"কক্ষানিবেশিতকরণ্ডবরস্তপস্বী,
ভাস্বত্ত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তঃ।
ভস্মোজ্জ্বলো নিবিড়বদ্ধজটাকলাপো
বঙ্গাল ইত্যভিহিতস্তরুণার্কবর্ণঃ॥
ষাড়বো দেববঙ্গালো গৃহাংশন্যাসমধ্যমঃ।
প্রহর্ষে বিনিযোক্তব্যঃ প্রোক্তোঽয়ং মুনিনা স্বয়ং॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

বঙ্গালিকা (স্ত্রী) ভৈরবরাগের রাগিণী, বঙ্গালী।

বঙ্গালী (স্ত্রী) ভৈরবরাগের রাগিণী।

"ভৈরবী কৌশিকী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।
বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেব বল্লভাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

ইহার মূর্ত্তি—

"মনোজ্ঞমুক্তাগুণভূষিতাঙ্গী শুকং দধানা বরণীধরস্থা।
প্রাংশুঃ কুমারী কমনীয়মূর্ত্তির্বঙ্গালিকেয়ং শুচিসাঙ্গীতা॥"

(সঙ্গীতরত্না°)

এই রাগিণী ঔড়ব এবং গৃহাংশ-ন্যাস ও ষড়্জ-ভাগিনী, ইহা 'ঋ' 'ধ' হীন, এবং ইহার প্রথমে মূর্চ্ছনা এবং এই রাগিণী পূর্ণা।

"বঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গৃহাংশন্যাসষড়্‌জভাক্।
ঋধহীনা চ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মন্দয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

বঙ্গাবলেহ, প্রমেহরোগে অবলেহবিশেষ। বঙ্গভস্ম দুই রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে গুড় ও গন্ধক ২ তোলা সেবন করিবে বা গুড়ূচীর স্বত্ব ও চিনি দিয়া সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

বঙ্গাষ্টক, প্রমেহ রোগে ব্যবহার্য্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রঙ্গ একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ শীতল হইলে পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, আমদোষ, বিসূচিকা, বিষম জ্বর, গুল্ম, অর্শ, মূত্রাতীসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বঙ্গিপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বাপট্‌লা হইতে ১৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার বল্লভরায়-মন্দিরের গরুড়-স্তম্ভে ও অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দিরগাত্রে দুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। প্রথম খানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররাজ সদাশিব রায়ের শাসনকালে উৎকীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংস করিয়াছিল। শেষোক্ত খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাজার শাসন-সময়ে উৎকীর্ণ। উহাতে মূর্ত্ত-রাজ্যদেব চোড় মহারাজের দান-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩০)

বঙ্গীয় (ত্রি) বঙ্গ-(গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। বঙ্গদেশোদ্ভব, বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয়।

বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগিণী দেখ।]

বঙ্গৃদ (পুং) অসুরভেদ, ইন্দ্র এই অসুরকে হনন করেন।

"ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ" (ঋক্ ১।৫৩।৮)

'বঙ্গৃদস্য এতৎসংজ্ঞকস্যাসুরস্য' (সায়ণ)

বঙ্গেশ্বর (পুং) বঙ্গঃ তন্নামকদেশস্য ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ। বাঙ্গালার রাজা।

বঙ্গেশ্বররস (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ বঙ্গেশ্বর ও বৃহদ্বঙ্গেশ্বরভেদে দ্বিবিধ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারাভস্ম ৮ তোলা, বঙ্গভস্ম ৮ তোলা, গন্ধক, তাম্রভস্ম, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, আকন্দ দুগ্ধের সহিত মর্দনপূর্ব্বক মুষা বদ্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া পুনর্ব্বার রস বা ক্বাথ অর্দ্ধ তোলা ও গোমূত্র বা হরিদ্রার রসসহ পান করিবে। এই ঔষধসেবনে গুল্মোদর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং° উদবীরোগাধি°)

অন্যবিধ—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগ মর্দন করিয়া দুই মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর—প্রস্তুতপ্রণালী—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র,প্রত্যেকে ২ তোলা; স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকে দুই মাষা, কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। দোষের বলাবল অনুসারে ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ বা দধি অনুপানে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সাধ্যাসাধ্য বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জর, হলীমক, বাত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, বহুমূত্র, মূত্রমেহ ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয় এবং ইহাতে কান্তি, বল, বর্ণ, ওজ ও শুক্র বৃদ্ধি হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্রমেহরোগাধি°)

বচ্, বাক্য, সন্দেশ, পরিভাষণ, উক্তি। অদাদি° পরস্মৈ° দ্বিক° অনিট্। লট্ বক্তি। বক্ষি, বচ্মি। লিঙ্ উচ্যাৎ। লঙ্ অবক্, ঔক্তাং, ঔচন্। লিট্ উবাচ, ঊচতুঃ, উবচিথ, উবক্থ। লুট্ বক্তা। লৃট্ বক্ষ্যতি। লুঙ্ অবোচৎ। সন্ বিবক্ষতি। বচ্ চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বাচয়তি। লুঙ্ অবীবচৎ। বচ ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বচতি। "ন বচত্যপ্রিয়ং বচঃ" (হলায়ুধ) প্র+বচ=প্রকথন। প্রতি+বচ=প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অন্তি, অন্ত বিভক্তি হয় না।

"বচেরন্ত্যান্তশস্তঙ্ভি প্রয়োগো নাভিধীয়তে।

জয়তের্নাস্তি পঞ্চম্যা উত্তমঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ॥" (দুর্গাদাস)

বচ্ (দেশজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ বণিজ্ দ্রব্যবিশেষ। ইহা কটু আস্বাদ এবং কাশী ছর্দ্দির বিশেষ উপকারী। দেখিতে অনেকটা শুঁটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই শুষ্ক মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া মুখে রাখিলে কাসির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈদ্যকোক্ত ঔষধাদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [বচা দেখ।]

বচ (পুং) বক্তীতি বচ্-অচ্। ১ কীরপক্ষী। ২ টিয়াপাখী। (মেদিনী) ৩ সূর্য্য। ৪ কারণ।

বচঃক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ। বাক্যের ক্রম, বাক্প্রণালী।

বচক্রু (পুং) বক্তীতি বচ্ (স্যযুবচিভ্যোঽন্যজাগৃজকুচঃ। উণ্ ৩।৮১) ইতি অক্রুচ্। ১ ব্রাহ্মণ। ২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ত্রি) ৩ বাবদূক।

বচ্গোতি, রাজপুত জাতির একটী কিংবদন্তী আছে—সাহাব্উদ্দীন ঘোরি কর্ত্তৃক দিল্লীশ্বর পথ্বীরায়ের পরাজয়ের পর তাঁহার ভ্রাতা চাহর দেবের বংশধর কংস রায় ও বরিয়ার সিংহের অধীনে কতকগুলি চৌহান শম্ভলগড় পরিত্যাগ করিয়া ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে সুলতানপুর জেলার জম্বাবন নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাঁহারা চৌহান নামের পরিবর্ত্তে 'বৎস্যগোত্রী' নাম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে বৎস্যগোত্রী হইতে অপভ্রংশে 'বচ্গোতি' হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত চাহর দেবের প্রপৌত্র রাণা সঙ্গত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর পুত্রগণ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বিভিন্নদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে বরিয়ার সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে যাইয়া আলাউদ্দীন্ ঘোরীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথা হইতে ভরজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া অযোধ্যায় আসিয়া বাস করেন। বরিয়ার সিংহ জম্বাবনে আসিয়া বাস-স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্ত্তী কোট বিলখার নামক স্থানের সামন্তরাজ ও বিলখারিয়া দীক্ষিতদিগের সর্দ্দার রামদেবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামন্তরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক রাজপুত্র দলপৎ শাহকে নিহত করিয়া তথাকার রাজা হন।

এক সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে এই বচগোতি রাজপুতদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। উণাও-রাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, অযোধ্যার প্রধানতম রাজা তিলকচাঁদের সময় পর্য্যন্ত বচগোতিরা তথাকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। নূতন রাজার অভিষেককালে তাঁহারা তাহার কপালে তিলক দান করিয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাঁহার রাজমর্য্যাদা সার্থক হইত। কুর্ব্বারের রাজা এবং হসনপুর-বন্ধুয়ার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিগণিত।

হসনপুর বন্ধুয়ার সর্দ্দার বর্ত্তমান সময়ে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খান্‌জাদা নামে পরিচিত হইলেও বনোধার রাজন্যবর্গকে রাজটীকাদানের অধিকারী। অরোরের সোমবংশী সর্দ্দারগণ, রামপুরের বিষেনগণ, অমেঠীর বন্ধল-গোতিরা এবং তিলোই-বাসী কানাইপুরিয়াগণ ইঁহাদের নিকট রাজটীকা না লইলে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারেন না।

সুলতানপুরের বৎস-গোত্রীরা বিল্‌খারিয়া, তযাইয়া, চন্দোরিয়া, কঠবাঙ্গ, ডালে সুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কন্যা গ্রহণ করে এবং তিলকচাঁদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, সূর্য্যবংশী, গৌতম, বিষেন ও বন্ধল-গোতিদিগকে কন্যা দেয়। জৌনপুরের বচ্‌গোতিরা রঘুবংশী, বাই, যৌপৎখাম্ব, নিকুম্ভ, ধনমন্ত, গৌতম, গহরবাড়, পণবার, চন্দেল, শৌনক ও দুগ্‌বংশীদিগের কন্যা লয় এবং কল্‌হন, সর্ণেত, গৌতম, সূর্য্যবংশী, রাজবাড়, বিষেন, কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাঘেল, বাঙ্গ প্রভৃতিকে কন্যা দেয়।

বচণ্ডী (স্ত্রী) ১ সারিকা। ২ বর্ত্তি। ৩ শস্ত্রভেদ। (শব্দরত্না°) মেদিনীতে ইহার পাঠান্তর বচণ্ডা ও বরণ্ডা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বচন (ক্লী) উচ্যতেঽনেনেতি শ্লেষ্মনাশকত্বাদস্য তথাত্বং, বচ-ল্যুট্। ১ শুণ্ঠী। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ বাক্য। পর্য্যায়—ইরা, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, ভাষা, বাণী, সারদা, গিরা, গির্, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ভারতেশ্বরী, বাচ্, বাচা, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, ভাষিত, উক্তি, ব্যাহার, লপিত, বচস্। (শব্দরত্না°)

বৈদিকপর্য্যায়—ধারা, ইলা, গৌঃ, গোরী, গান্ধর্ব্বী, গভীরা, গম্ভীরা, মন্দ্রা, মন্দ্রাজনী, বাশী, বাণী, বাণীচী, বাণ, পবি, ভারতী, ধমনি, নালী, মেনা, মেলি, সূর্য্যা, সরস্বতী, নিবিৎ, স্বাহা, বগ্নু, উপব্দি, মায়ু, কাকুৎ, জিহ্বা, ঘোষ, স্বর, শব্দ, স্বন, ঋক্, হোত্রা, গীঃ, গাথা, গণ, ধেনা, গ্নাঃ, বিপা, নগ্না, কশা, ধিষণা, নৌঃ, অক্ষর, মহী, অদিতি, শচী, বাক্, অনুষ্টুপ্, ধেনু, বল্গু, গল্দা, সর, সুপর্ণী, বেকুরা। (বেদনিঘণ্টু) ৩ ব্যাকরণোক্ত সংখ্যার্থক সুপ্ তিঙ্ স্বরূপ, যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

বচনকর (ত্রি) বচস্কর, বচনে অবস্থিত।

বচনকারিন্ (ত্রি) ১ বাক্যানুসারে কার্য্যকারী, আজ্ঞানুবর্ত্তী।

বচনগোচর (ত্রি) বচনেন গোচরঃ। বাক্যদ্বারা গোচর, প্রত্যক্ষীভূত। "অরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু" (ভাগ° ৫।৩।১২)

বচনগ্রাহিন্ (ত্রি) বচনং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। বচনে স্থিত, বচন অনুসারে কার্য্যকারী।

বচনপটু (ত্রি) বচনে পটুঃ। বাক্‌পটু, বাক্‌কুশল।

বচনবিরোধ (ত্রি) প্রমাণবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্য।

বচনবিরুদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বচনমাত্র (ত্রি) খালি কথা, যে কথার মৌলিকত্ব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত নহে। ভিত্তিহীন বাক্য।

বচনব্যক্তি (ত্রি) মৌলিক কথা।

বচনশত (ত্রি) বহু বাক্য। চলিত কথায় "লক্ষ কথা" বলে।

বচনসহায় (ত্রি) কথা কহিবার সাথী। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া যায়।

বচনানুগ (ত্রি) বচনং অনুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, যিনি বচন অনুসারে চলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৫৫)

বচনাবৎ (ত্রি) ১ বাক্যকুশল। ২ সুবক্তা। ৩ প্রশংসাবাক্য-কথনশীল। ৪ অব্যক্ত শব্দকারী। "হস্তারবাদিশব্দবৎ"। (সায়ণ)

বচনীকৃত (ত্রি) তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত।

বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়র্। ১ কথনীয়। (ক্লী) ২ নিন্দা।

"মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি॥"

(কুমার ৪।২১)

'ইতি বচনীয়ং নিন্দা' (মল্লিনাথ)

বচনীয়তা (স্ত্রী) বচনীয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোকাপবাদ।
'জনপ্রবাদঃ কৌলীনং বিগানং বচনীয়তা।' (হেম)
"স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলি-
র্মা'র্গো হ্যেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্ব্বং কৃতো দ্রৌণিনা॥"

(মৃচ্ছকটিক ৩ অ°)

বচনেস্থিত (ত্রি) বচনে তিষ্ঠতি স্মেতি স্থা-ক্ত। (তৎপুরুষে কৃতি বহুলং। পা ৬।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। যিনি বচনে অবস্থিত, যিনি বচনানুসারে অবস্থান করেন। পর্য্যায়—বচনস্থ, বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, আশ্রব। (অমরটীকাকার ভরত) কাহার কাহারও মতে বশ্য ও প্রণেয় এই দুইটী শব্দ একপর্য্যায়ক।

বচনোপক্রম (পুং) বচনস্য উপক্রমঃ। বাক্যারম্ভ, পর্য্যায়—উপন্যাস, বাঙ্মুখ। (অমর)

বচর (পুং) অবাস্তরে চরতীতি অব-চর-অচ্, অল্লোপঃ। ১ কুক্কুট। ২ শঠ। (মেদিনী)

বচলু (পুং) শত্রু।

'পুংসি মন্তুঃ ক্ষুপগুল্মশ্চ বচলুর্জ্জগলুস্তথা।
ভরণ্যুশ্চ শরণ্যুঃ স্যাদমিত্রে স্বণিরিত্যপি॥' (শব্দমালা)

বচস্ (ক্লী) উচ্যতে ইতি বচ্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮২) ইতি অসুন্। বাক্য।

"ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার॥"
(রঘু ২।৪১)

বচসাংপতি (পুং) বচসাং বাচাং পতিঃ ষষ্ঠ্যা অলুক্। বৃহস্পতি।

"জীবোঽঙ্গিরা সুরগুরুর্বচসাং পতীজ্যৌ" (দীপিকা)

বচস্কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, বচসঃ করঃ। বচনে স্থিত, বচনানুসারে কার্য্যকারী।

বচস্য (ত্রি) বচনযোগ্য। প্রশংসনীয়। বিখ্যাত।

বচস্যা (স্ত্রী) স্তুতির ইচ্ছা। "সোমবত্যা বচস্যয়া" (ঋক্ ১০।১১৩।৮)
'বচস্যয়া স্তুতীচ্ছয়া।' (সায়ণ)

বচস্যু (ত্রি) স্তুতিকাম, স্তুত্যভিলাষী। "সহবীরং বচস্যবে" (ঋক্ ১০।৪০।১৩) 'বচস্যবে স্তুতিকামায়ৈ' (সায়ণ)

বচা (স্ত্রী) বাচয়তীতি বচ্-ণিচ্ অচ্, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ, যদ্বা অন্তর্ভাবি-ণ্যর্থাৎ বচোঽচ্। ঔষধবিশেষ। (Acorus calamus) চলিত বচ্; হিন্দী—বচ, ঘোরবচ; তৈলঙ্গ, বড্জ, নল্লবস, বম্বে—বেখণ্ডে; তামিল—বশম্বু। ইংরাজী—Orris-root। সংস্কৃত পর্য্যায়—উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, তীক্ষ্ণা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, বচ্যা, লোমশা, ভদ্রা। গুণ—অতিতীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রন্থিশোফ, বাতজ্বর ও অতিসাররোগনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে—বচ, খুরাসানী বচ ও মহাভরীবচ এই তিন প্রকার। বচের পর্য্যায়—উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা। গুণ—উগ্রগন্ধ, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বমিজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, মলমূত্রশোধক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, কৃমি ও বায়ুনাশক।

খুরাসানী বচ—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ কহে, এই বচ শুক্লবর্ণ, ইহার অপর নাম হৈমবতী। এই বচ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, বিশেষ বায়ুনাশের পক্ষে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মহাভরী বচ—পশ্চিমদেশে কুলিঞ্জন নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকে সুগন্ধাও কহে। গুণ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ ও কাসনাশক, স্বরপ্রসাদক, রুচিজনক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখশোধক। ইহা ভিন্ন স্থূলগ্রন্থিবিশিষ্ট অপর আর এক প্রকার সুগন্ধি বচ আছে, এই বচ পূর্ব্বোক্ত বচ অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট।

তোপচিনিকে দ্বীপান্তর-বচ কহে। অন্য দ্বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম দ্বীপান্তর। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক ও মলমূত্রশোধক, বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও শরীরবেদনানাশক। বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র°)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এক পল বচ দুগ্ধের সহিত সেবনে ধীশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"অম্ভির্বা পয়সাজ্যেন মাসমেকন্তু সেবিতা।
বচা কুর্য্যান্নরং প্রাজ্ঞং শ্রুতিধারণসংযুতম্॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োঽন্বিতম্।
বচায়াস্তৎক্ষণং কুর্য্যান্মহাপ্রজ্ঞান্বিতং পরম্॥"
(গরুড়পু° ১৯৮ অ°)

২ সারিকা পক্ষী।

বচাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বচাদিচূর্ণ, গুল্মরোগনাশক ঔষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অল্পকাল মধ্যে গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বচার্চ (পুং) ১ সূর্য্যোপাসকমাত্র। ২ পারসীজাতি।

বচাদিবর্গ (পুং) বৈদ্যোক্ত ওষধিসজ্ঞ। (বাভটসূ° ৩৫)

বচাদ্যঘৃত (ক্লী) গণ্ডমালা রোগাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। (রস° র°)

বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।২৪) ২ নাম, অভিধান।

বচোগ্রহ (পুং) গৃহ্লাতীতি গ্রহ-অচ্, বচসাং গ্রহঃ। কর্ণ। ইহার পাঠান্তর বচোগৃহ।

বচোযুজ্ (ত্রি) বাক্যমাত্র।

"আ বচোযুজা ইন্দ্রো বজ্রী" (ঋক্ ১।৭।২)
'বচোযুজা বচনমাত্রেণ'। (সায়ণ)

বচোবিদ্ (ত্রি) বচস্-বিদ্-ক্বিপ্। স্তুতিলক্ষণবাক্যের বেদিতা।

"বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচোবিদঃ" (ঋক্ ১।৯১।১১)
'বচোবিদঃ স্তুতিলক্ষণানাং বচসাং বেদিতারঃ' (সায়ণ)

বচ্ছিকবালা, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান।

বচ্ছিয়, নিবন্ধসারপ্রণেতা।

বজ্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বজতি। লোট্ বজতু। লিট্ ববাজ, ববজতুঃ। লুট্ বজিতা। লৃট্ বজিষ্যতি। লুঙ্ অবজীৎ, অবাজীৎ। বজ—১ সংস্করণ। ২ গতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বাজয়তি। লুঙ্ অবীবজৎ।

বজ্র (পুং°ক্লী) বজতীতি বজ-গতৌ (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রবিপ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্‌প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ইন্দ্রের অস্ত্র-বিশেষ, চলিত বাজ। পর্য্যায়—হ্লাদিনী, কুলিশ, ভিদুর, পবি, শতকোটি, স্বরু, শম্ব, দম্ভোলি, অশনি, কুলীশ, ভিদির, ভিদুঃ, স্বরুস্, সম্ব, সব, অশনী, বজ্রাশনি, জম্ভারি, ত্রিদশায়ুধ, শতধার, শতার, আপোত্র, অক্ষজ, গিরিকণ্টক, গৌ, অভ্রোত্থ, মেঘভূতি, গিরিজর, জাম্ববি, দম্ভ, ভিদ্র, অম্বুজ। (ত্রিকা°) বৈদিকপর্য্যায়—বিদ্যুৎ, নেমি, হেতি, নম, পবি, সৃক, বৃক, বধ, বজ্র, অর্ক, কুৎস, কুলিশ, তুজ, তিগ্ম, মেনি, স্বধিতি, সায়ক, পরশু। (বেদনি° ২।২০)

বজ্রের উৎপত্তি-বিষয়ে পুরাণাদিতে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা রবিকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক্ করিয়াছিলেন, এই সহস্র কিরণাত্মক পৃথক্‌কৃত সূর্য্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল এবং ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

"তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্।
পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ॥
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্।
দৈত্যদানবসংহর্ত্তৃ সহস্রকিরণাত্মকম্॥
রূপঞ্চ প্রতিমঞ্চক্রে ত্বষ্টা পাদাদৃতে মহৎ।
ন শশাকাথ তদ্‌দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ॥"

(মৎস্যপু° ১১ অ°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র দৈত্যমাতার জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত বাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ঐ মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ ঐ মাংসপেশী অতিশয় কঠিন এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; পরে ঐ মাংসপেশী হইতে শতপর্ব্বা কুলিশ উৎপন্ন হয়।

"প্রবিশ্য জঠরং শুদ্ধো দৈত্যমাতুঃ পুরন্দরঃ।
দদর্শোর্দ্ধমুখং বালং কটিন্যস্তকরং মহৎ॥
তস্যৈবাস্তেহথ দদৃশে পেশীং মাংসস্য বাসবঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং করাভ্যাং জগৃহেহথ তাম্॥
ততঃ কোপসমাধ্মাতো মাংসপেশীং শতক্রতুঃ।
করাভ্যাম্মর্দ্দয়ামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ॥
ঊর্দ্ধেনার্দ্ধঞ্চ ববৃধে হ্যধোহর্দ্ধং ববৃতে তথা।
শতপর্ব্বা চ কুলিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ॥"

(বামনপু° ৬৮ অ°)

ভাগবতে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র বৃত্রাসুর-বধের জন্য দধীচি-মুনির অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্ম্মাকে বজ্রনির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আদেশে দধীচিমুনির অস্থি দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করেন। ইন্দ্র এই বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৬।১০—১১ অ°) [তাড়িত দেখ।]

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যখন ভয়ানক বজ্রনির্ঘোষ হয়, সেই সময় পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার স্মরণ করিলে বজ্রভয় বিদূরিত হয়।

"প্রচণ্ডপবনাঘাতে মেঘেষু স্তনিতেষু যঃ।
ত্রিঃ পঠেজ্জৈমিনীয়োঽস্মি প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
তস্য মাভূত্তয়ং ঘোরং বিদ্যুতীয়োঽবসীদতি॥"

(আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপু°)

অতিরিক্ত মহাপাতক না হইলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় না। নারিকেলাদি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্রপাত হইতে দেখা যায়। বজ্র-পতনের পর সেই গাছ মরিয়া যায়। অনেক সময় বজ্রাঘাতে মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বজ্রপাত হইলে সেই স্থান চূর্ণ হইয়া যায়।

ইংরাজীতে বজ্রকে Thunder-bolt বলে। ইহা মেঘ-দ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণ জন্য বিদ্যুতের সহিত উৎপন্ন হয়। ঐ ঘর্ষণের শব্দ উত্থিত হইলে তাহা বজ্রের ডাক বলিয়া কথিত। প্রবাদ আছে, গোবরগাদায় বা কদলী বৃক্ষে বজ্র নিপতিত হইলে আর উপরে উঠিতে পারে না। অনেকে বলেন, বজ্র দেখিতে লৌহশলাকার ন্যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [বিদ্যুৎ দেখ।]

২ রত্নবিশেষ, হীরক। পর্য্যায়—ইন্দ্রায়ুধ, হীর, ভিদুর, কুলিশ, পবি, অভেদ্য, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, ষট্‌কোণ, বহুধার, শতকোটি। গুণ—ষড়্‌রসোপেত, সর্ব্বরোগাপহারক, সকলপাপনাশক, সৌখ্যকর, দেহদার্ঢ্যকারক ও রসায়ন। (রাজনি°)
[বিশেষ বিবরণ হীরক শব্দে দেখ।]

৩ বালক। ৪ ধাত্রী। (মেদিনী) ৫ কাঞ্জিক। (ধরণি) ৬ বজ্রপুষ্প। (শব্দরত্না°) ৭ লৌহবিশেষ, এই বজ্রলৌহ অনেক প্রকার, যথা—নীলপিণ্ড, অরুণাভ, মোরক, নাগকেশর, তিত্তিরাঙ্গ, স্বর্ণবজ্র, শৈবালবজ্র, শোণবজ্র, রোহিণী, কাঙ্কোল, গ্রন্থিবজ্রক, মদনাখ্য। এই লৌহের নামানুরূপ চিহ্ন সকল থাকে। ৮ অভ্রবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে নিহত করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করেন, তখন ঐ বজ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া ভয়ানক শব্দের সহিত পর্ব্বতশিখরে পতিত হয়। যে যে পর্ব্বত-শিখরে ঐ অগ্নিকণা নিপতিত হইয়াছিল, তথায় অভ্রের উৎপত্তি হয়। বজ্র হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বজ্র হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারিজাতি। ব্রাহ্মণজাতীয় অভ্র শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়—রক্তবর্ণ, বৈশ্য—পীতবর্ণ, এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সংস্কারবিষয়ে, রক্তবর্ণ অভ্র রসায়নে, পীতবর্ণ অভ্র স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ অভ্র সর্ব্বরোগে প্রশস্ত।

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অভ্র। ইহার মধ্যে বজ্র নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অভ্র অন্য সকল অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্রদ্বারা জরাদিরোগ প্রশমিত হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। অভ্রশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত অভ্রই গুণকারক।

শোধিতের গুণ—কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতু-বর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অত্যন্ত কোমলতাজনক, পরমায়ু-বর্দ্ধক, পুত্রজনক, সিংহ সদৃশ বিক্রমজনক, অকালমৃত্যুনাশক, এবং প্রত্যহ একশত স্ত্রী রমণ করিবার শক্তিজনক।

অশোধিতের গুণ—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদ্‌গত ও পার্শ্বগত বেদনা এবং শরীরের গুরুতা উৎপাদক। (ভাবপ্র০) [অভ্রশব্দ দেখ]

৯ কোকিলাক্ষবৃক্ষ। ১০ শ্বেতকুশ। (রাজনি০) ১১ সেহুণ্ড-বৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ১২ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র, রুক্মিণী গর্ভজাত প্রদ্যুম্নের পুত্র। (গরুড়পু০ ১৪৪ অঃ, ভাগবত ১০।৯০ অ০)

১৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।৫১-৫৯)

১৪ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত পঞ্চদশ যোগ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্রযোগের আদি ৯ দণ্ড নিন্দনীয়, অর্থাৎ এই নয় দণ্ডে যাত্রাদি কোন শুভ কর্ম্ম করিতে নাই।

"ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ॥
বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যদি কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে বালক গুণী, গুণগ্রাহী, বলবান্, তেজস্বী, রত্ন ও বস্ত্রাদির পরীক্ষক এবং শত্রুনাশক হইয়া থাকে।

"গুণী গুণজ্ঞো বলবান্ মহৌজাঃ সদ্রত্নবস্ত্রাদিপরীক্ষকঃ স্যাৎ।
বজ্রাভিধানে যদি চেৎ প্রসূতো বজ্রোপমঃ স্যাদ্রিপুকামিনীনাং॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

১৫ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিহ্নবিশেষ।

বজ্রক (ক্লী) বজ্রসংজ্ঞায়াং কন্। বজ্রক্ষার। (রাজনি০) ২ সর্ব্বতোভদ্রচক্রের অন্তর্গত সূর্য্যভোগ্য নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রাত্মক উপগ্রহবিশেষ।

"সূর্য্যভাৎ পঞ্চমং ধিষ্ণ্যং জ্ঞেয়ং বিদ্যুন্মুখাভিধম্।
শূন্যঞ্চাষ্টমগং প্রোক্তং সন্নিপাতং চতুর্দ্দশং॥
কেতুমষ্টাদশং প্রোক্তমুল্কা স্যাদেকবিংশতিঃ।
দ্বাবিংশতিতমং কম্পং ত্রয়োবিংশঞ্চ বজ্রকম্।
নির্ঘাতঞ্চ চতুর্ব্বিংশমুক্তা অষ্টাবুপগ্রহাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বজ্রকক্ষার (পুং ক্লী) বজ্রক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রকঙ্কট (পুং) বজ্রঃ কঙ্কটো দেহাবরণমস্য। হনুমান্।

বজ্রকণ্টক (পুং) বজ্রস্য কণ্টকমিব তদ্ধারকত্বাৎ। স্নুহীবৃক্ষ। (জটাধর) ২ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনি°)

বজ্রকণ্টশাল্মলী (স্ত্রী) নরকভেদ। ভাগবতের মতে অষ্টাবিংশতি নরকের মধ্যে এই নরক ত্রয়োদশ। যে সকল পাপী সর্ব্বাভি-গামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে।

"যস্ত্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টক-শাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি॥" (ভাগবত ৫।২৬।২১)

বজ্রকন্দ (পুং) বজ্রাকারঃ কন্দোঽস্য। বজ্রকর্ণ, চলিত সকর-কন্দ আলু। (রত্নমা°) ২ তালবৃক্ষের শিরোমজ্জা, তালের মাতি। ৩ বনশূরণ, বুনো ওল। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রকপাটমৎ (ত্রি) সুদৃঢ় দ্বারযুক্ত।

বজ্রকপালিন্ (পুং) বজ্রকপালোঽস্যাস্তীতি ইনি। বুদ্ধবিশেষ, পর্য্যায়—হেরম্ব, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, নিগুম্ভীশ, শশিশেখর, বজ্রটীক। (হেম)

বজ্রকর্ণ (পুং) বজ্রকন্দ, চলিত সকরকন্দ আলু। (রত্নমা°)

বজ্রকাঞ্জিক (ক্লী) স্ত্রীরোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—কাঁজি ১ সের, কল্কার্থ পিপুল মূল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচল লবণ এই সকল দ্রব্য মিলিত এক পল, পাকার্থ জল ৪ সের, শেষ কাথ ১ সের, যথা নিয়মে পাক করিবে। ইহা কল্ক সহিত পেয়। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীদিগের অগ্নিবৃদ্ধি ও আমশূল, এবং কফ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য ও স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

বজ্রকারক (পুং) নখী নামক গন্ধ দ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রকালিকা (স্ত্রী) বজ্রোপলক্ষিতা কালিকা। ১ মায়াদেবী। ২ শাক্যমুনির মাতা।

বজ্রকালী (স্ত্রী) ১ জিনশক্তিভেদ। ২ হিন্দুদেবীমূর্ত্তিভেদ।

বজ্রকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহারা প্রস্তর ও কাষ্ঠ কাটিয়া গর্ত্ত করে। বজ্রকীটে যে শিলা কাটিয়া ছিদ্র করে; তাহাই সচক্র গণ্ডকীশিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। [বজ্রদংষ্ট্র দেখ।)

বজ্রকীল (পুং) বজ্র।

বজ্রকুক্ষি (ক্লী) পর্ব্বতগুহাভেদ।

বজ্রকূট (পুং) ১ বজ্রময় পর্ব্বত। "সবজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণ-কুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্।" (ভাগবত ৩।১৩।২৮) ২ পর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।৪) ৩ হিমালয়শিখরস্থিত প্রাচীন নগর।

বজ্রকৃচ্ছ্র (পুং) প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

বজ্রকেতু (পুং) অসুরভেদ, নরকরাজ। (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।২৯)

বজ্রক্ষার (ক্লী) বজ্রসংজ্ঞকং ক্ষারং। ক্ষারবিশেষ। পর্য্যায়— বজ্রক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দনার, ধূমোত্থ, ধূমজাঙ্গক। গুণ—অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ক্ষারক, রেচন; গুল্ম, উদরপীড়া, বিষ্টম্ভ ও শ্রমনাশক।

২ প্লীহরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব লবণ, কাচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ, সোহাগা, ও সাচিক্ষার, সমভাগ চূর্ণ, আকন্দ দুগ্ধ ও সীজ দুগ্ধে তিন দিন ভাবনা দিয়া একটী তামার পাত্রে বদ্ধ করিয়া লেপ দিবে, পরে উহা পুটপাক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চূর্ণমিশ্রিত করিয়া ক্ষারের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে স্থির করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে উষ্ণ জল অনুপান, শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ঘৃত, পিত্তের আধিক্যে গোমূত্র এবং ত্রিদোষদুষ্ট হইলে কাঁজি অনুপানের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার উদরী, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও প্লীহাদি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহরোগাধি°)

বজ্রগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বজ্রগড়, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ।

বজ্রগুগ্গুলু, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসা°)

বজ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীটভেদ। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রঘাত (পুং) বজ্রপাত।

বজ্রঘোষ (ত্রি) বজ্রপতনের কড়কড় শব্দ। জীমূতমন্দ্র।

বজ্রচর্ম্মন্ (পুং) বজ্রবৎ দুর্ভেদ্যং চর্ম্ম যস্য। থড়্গা, গণ্ডক, গণ্ডার।

বজ্রচঞ্চু (পুং) গৃধ্রপক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রচিহ্ন (ক্লী) বজ্রাকৃতি বা বজ্রের ন্যায় দাগ।

বজ্রজিৎ (পুং) বজ্রং জয়তি তস্য আঘাত সহনেনেতি, জি-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। গরুড়। (হেম)

বজ্রজ্বলন (পুং) বিদ্যুৎ। সৌদামিনী।

বজ্রজ্বালা (স্ত্রী) বজ্রস্য জ্বালা। ১ বজ্রাগ্নি। (হলায়ুধ)
"বজ্রজ্বালান্তরময়ঃ শাল্মলশ্চান্তরালকৃৎ।" (মৎস্যপু° ১২১।১৪)
২ বিরোচনের পৌত্রী।

বজ্রটঙ্ক শাস্ত্রী, ভবানন্দীয়খণ্ডন ও বজ্রটঙ্কীয় ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা।

বজ্রটীক (পুং) বজ্রেণ বজ্রকপালেন টীকতে প্রকাশতে ইতি টীক-ক। বজ্রকপালি নামক বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

বজ্রডাকিনী, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য ডাকিনী মূর্ত্তিভেদ। নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পূজা প্রচলিত আছে, তথায় অষ্ট বিধ ডাকিনী দৃষ্ট হয়; যথা—শ্বেতবর্ণা লাস্যা, পীতবর্ণা মালা, রক্তবর্ণা গীতা, শ্যামবর্ণা নৃত্যা, শুক্লবর্ণা পুষ্পহস্তা পুষ্পা, পীতবর্ণা ধূপহস্তা ধূপা, রক্তবর্ণা দীপহস্তা দীপা এবং গন্ধহস্তা হরিৎবর্ণা গন্ধা। এই অষ্ট বজ্রডাকিনীকে অনেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

বজ্রণখা (স্ত্রী) রমণীভেদ। (পা° ৪।১।৫৮)

বজ্রতর (পুং) গাথনীর মসলাবিশেষ।

বজ্রতীর্থ, তীর্থভেদ। বজ্রতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিস্তার পরিচয় আছে।

বজ্রতুণ্ড (পুং) বজ্রং বজ্রতুল্যং কঠিনং তুণ্ডং যস্য। ১ গরুড়। ২ গণেশ। (ত্রিকা°) ৩ গৃধ্র। ৪ মশক। (রাজনি°) ৪ স্নুহীবৃক্ষ, সীজগাছ। (ত্রি) ৫ বজ্রতুণ্ডধর। (ভাগবত ৫।২৬।৩৫)

বজ্রতুল্য (পুং) বজ্রেণ তুল্যঃ। বজ্রসদৃশ।

বজ্রদংষ্ট্র (পুং) বজ্র ইব দংষ্ট্রা যস্য। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ রাক্ষস (রামায়ণ ৫।৭৯।৬) ৩ অসুরভেদ। (ভাগবত ৮।১০।২০) (ত্রি) ৪ বজ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাযুক্ত। ৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা° ৩৩।১০৯)

বজ্রদক্ষিণ (ত্রি) বজ্রং দক্ষিণে দক্ষিণহস্তে যস্য। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বজ্রযুক্ত। "অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং" (ঋক্ ১।১০১।১) 'বজ্রদক্ষিণং বজ্রযুক্তেন দক্ষিণহস্তোপেতেন' (সায়ণ)

বজ্রদগ্ধ (ত্রি) বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ। চিকিৎসাসারে বজ্রদগ্ধের তাপজ্বালানিবারণবিষয়ক কএকটী বিধি আছে।

বজ্রদণ্ড (ত্রি) হীরকশোভিত দণ্ড। (দেবীপুরাণ)

বজ্রদণ্ডক (ক্লী) গুল্মভেদ।

বজ্রদত্ত (পুং) ১ ভগদত্তের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বৌদ্ধ-গ্রন্থকারভেদ। (স্থবিরা° ১।৩৯৭)

বজ্রদন্ত (পুং) বজ্রমিব কঠিনা দন্তা যস্য। ১ শূকর। ২ মূষিক।

বজ্রদন্তা, নদীভেদ। (দিগ্বিজয়° ৫৯৩।১)

বজ্রদশন (পুং) বজ্রমিব কঠিনং দশনমস্য। ১ মূষিক। (হেম) ২ বজ্রদন্ত।

বজ্রদাম, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা, লক্ষ্মণের পুত্র। ইনি গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রি অধিকার করিয়াছিলেন।

বজ্রদৃঢ়নেত্র (পুং) যক্ষরাজভেদ।

বজ্রদেশ (পুং) জনপদভেদ।

বজ্রদেহ (ত্রি) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ। ২ বলরাম।

বজ্রদ্রু (পুং) বজ্রবারকো দ্রুঃ। স্নুহীবৃক্ষ। (অমর)

বজ্রদ্রুম (পুং) বজ্রবারকো দ্রুমঃ। স্নুহীবৃক্ষ, সীজগাছ।

'সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।' (ভাবপ্র°)

বজ্রদ্রুমকেসরধ্বজ (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

বজ্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। বজ্রস্য ধরঃ। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ বৌদ্ধযতিবিশেষ। (ত্রিকা°) ৩ বল্লালপুরাধিপতি রাজবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮।৫৪০)

বজ্রধর, বৌদ্ধতন্ত্র বর্ণিত আদিবুদ্ধভেদ। তিব্বতীয় বৌদ্ধতন্ত্র মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহ্যপতি, সকল তথাগতের প্রধান মন্ত্রী, অনাদি, অনন্ত ও বজ্রসত্ত্ব। অপদেবতাগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া শপথ করে যে বুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে কখন তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা।

কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রধর ও বজ্রসত্ত্ব দুই জন ভিন্ন। বজ্রধরই আদিদেব, তিনি সম্যক্ সমাধিতে নিয়ত অবস্থিত, বজ্রসত্ত্ব দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ধ্যানী বুদ্ধের সহিত মানুষী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, বজ্রধরের সহিত বজ্রসত্ত্বের সেইরূপ সম্পর্ক।

বজ্রধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পত্নীভেদ।

বজ্রনখ (ত্রি) নৃসিংহ। (তৈত্তিরীয় আ° ১০।১।৬)

বজ্রনগর (ক্লী) দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভপ্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (হরিব°)

বজ্রনাভ (ত্রি) ১ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। ২ দানবরাজভেদ। ৩ রাজা উক্থের পুত্র। ৪ উন্নাভের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র। ৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ।

বজ্রনাভীয় (ত্রি) বজ্রনাভ নামক দানবসম্বন্ধীয়।

বজ্রনারাচ (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ। "এতত্তু বজ্রনারাচং পটোজ্ঝিত-মিদং জগুঃ।" (লোকপ্র° ৪০১)

বজ্রনির্ঘোষ (পুং) বজ্রস্য নির্ঘোষঃ। বজ্রজনিত শব্দ। (হলায়ুধ)

বজ্রনিষ্পেষ (পুং) বজ্রাণাং নিষ্পেষঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ। বজ্রনির্ঘোষ। মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ। বজ্রনির্ঘোষ। পর্য্যায়—স্ফূর্জথু।

বজ্রপঞ্জর (পুং) ১ দুর্গাস্তোত্রভেদ। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা° ৩১।১৯) ৩ দানবভেদ।

বজ্রপত্রিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Asperagus Racemosa)।

বজ্রপাণি (পুং) বজ্রং পাণৌ যস্য। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ ব্রাহ্মণ।

"বজ্রপাণির্ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।
বৈশ্যা বৈ দানবজ্রাশ্চ কর্ম্মবজ্রা যবীয়সঃ॥" (ভারত ১।১৭১।৫১)

৩ বৌদ্ধ মতে, দেবযোনিভেদ। ৪ ধ্যানী বোধিসত্ত্বভেদ। নেপাল, ভোট, সিকিম ও ভোটানে এখনও বজ্রপাণির দ্বিভুজ-ভীষণমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিমেদ্-বেন্দ্-ক্রেঙ্ নামক ভোটগ্রন্থে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বুদ্ধ মেরু-শিখরে সমবেত হইলেন। কিরূপে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত আহৃত হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত! তৎ-কালে অসুরেরা মানবজাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়া সর্ব্ব-নাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল; এখন অমৃত বিতরণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব। বুদ্ধগণ মেরু দ্বারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি ভাসিয়া উঠিল! বজ্রপাণির উপর সেই অমৃতরক্ষাভার অর্পিত হইল। ঘটনাক্রমে রাহু বোধিসত্ত্বগণের গুপ্তকাণ্ড জানিতে পারিল এবং বজ্রপাণির অসাক্ষাতে কুম্ভ নিঃশেষ করিয়া অমৃত পান করিয়া পলাইল। বজ্রপাণি পরে অমৃতাপহরণ জানিতে পারিয়া রাহুকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। প্রথমে সূর্য্যলোকে গেলেন। সূর্য্য রাহুর ভয়ে প্রকৃত সংবাদ না দিয়া এক জনকে যাইতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বলিলেন। তথা হইতে বজ্রপাণি চন্দ্রলোকে আসিলেন। চন্দ্র সমস্ত বলিয়া দিলেন। অবিলম্বে বজ্রপাণি রাহুকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বজ্রাঘাতে রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত হইল, তাঁহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিম্নাংশ এককালে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃতপ্রভাবে তাহার প্রাণ রহিল। তৎপরে বোধিসত্ত্বগণ সমবেত হইলেন। রাহুর প্রস্রাবে মহানর্থকর হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সৃষ্টি-নাশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্ত্বগণের পরামর্শে বজ্রপাণি সেই মূত্র পান করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিলেন। তখন বজ্রপাণির অনুপম সুন্দররূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের উপর রাহুর জাতক্রোধ থাকিল। কেবল বজ্রপাণির কৌশলে একবারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বজ্রপাণি যখন রাহুকে আক্রমণ করেন, তখন রাহুর ক্ষত হইতে অমৃত রক্ষিত হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে খানে যেখানে পড়িল, সেই খানে নানা ভেষজ উৎপন্ন হইল। ভোটদেশে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বজ্রপাণিমূর্ত্তি আছে, তাঁহা-দের দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বামহস্তে ঘণ্টা পাশ প্রভৃতি এবং কটি-দেশে মুণ্ডমালা।

বজ্রপাণিত্ব (ক্লী) বজ্রপাণের্ভাবঃ ত্ব। বজ্রপাণির ভাব, বা ধর্ম্ম।

বজ্রপাত (পুং) বজ্রস্য পাতঃ পতনং। বজ্রপতন।

বজ্রপাষাণ (ক্লী) দুগ্ধ পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। (বৈদ্যকনি°)

জ্রপুর (ক্লী) বজ্রস্য পুরং। বজ্রনগর। (জৈনহরি° ১৭।৩৩)
জ্রপুষ্প (ক্লী) বজ্রমিব পুষ্পং। তিলপুষ্প। (অমর) ২ শত-পুষ্প, শুলফা। স্ত্রিয়াং টাপ্। বজ্রপুষ্পা—শতাহ্বা, শুল্ফা।
জ্রপ্রস্ত (.পুং) বিদ্যাধরভেদ।
জ্রপ্রভাব (পুং) করূষরাজভেদ।
জ্রপ্রস্তারিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।
জ্রপ্রায় (ত্রি) বজ্রের ন্যায় কঠিন।
জ্রবাহু (পুং) ১ ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১৬৫।৮) ২ রুদ্র। ৩ অগ্নি। ৪ উড়িষ্যার একজন রাজা।
জ্রবীজক (পুং) বজ্রমিব কঠিনং বীজমস্য কন্। লতাকরঞ্জ।
জ্রভূমি (স্ত্রী) নগরভেদ।
জ্রভূমিরজস্ (ক্লী) বৈক্রান্ত মণি। (বৈদ্যকনি°)
জ্রভৃকুটী (ক্লী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।
জ্রভৃঙ্গী (স্ত্রী) মধুর তৃণ বিশেষ, গুড়াম্বু। গুণ—কটু, উষ্ণ, শ্বাস, হিক্কা, কম্প, কণ্ঠরোগ, বাতগুল্ম, পীনস প্রভৃতি রোগনাশক। (বৈদ্যকনি°)
জ্রভৃৎ (ত্রি) বজ্রং বিভর্ত্তি-ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ইন্দ্র।
(ঋক্ ১।১০০।১২)
জ্রভৈরব, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য এক ভীমকায় বিকট ভৈরবমূর্ত্তি। ভোটদেশে ইহাই যমান্তক শিবমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত। ইহার বহুমুখ ও বহুহস্ত। সর্ব্ব নিম্ন মুখটী মহিষমুণ্ডাকার। হস্তে নানা প্রহরণ। পদতলে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী অসংখ্য পাষণ্ড নিপতিত।
জ্রমণি (পুং) হীরক।
জ্রময় (ত্রি) বজ্র-স্বরূপে ময়ট্। বজ্রস্বরূপ, বজ্রতুল্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
জ্রমিত্র (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।১৬)
জ্রমুকুট (পুং) রাজা প্রতাপ-মুকুটের পুত্র।
জ্রমুষ্টি (ত্রি) ১ ইন্দ্র। (রামায়ণ ৬।৭২।২৯) (পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৫।১৮।১৪) ৩ আরণ্য শূরণকন্দ, শূরণসদৃশ কন্দভেদ। (বৈদ্যকনি°)
জ্রমূলী (স্ত্রী) বজ্রমিব কঠিনং মূলং যস্যাঃ। মাষপর্ণী। (রাজনি°)
জ্রমূষা (স্ত্রী) অন্ধমূষা যন্ত্র।
জ্রযোগ, ফলিত জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ।
জ্রযোগিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ২ ঢাকাজেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে বরদযোগিনী নামে খ্যাত।
জ্ররথ (পুং) বজ্রমিব রথো যস্য। ক্ষত্রিয়।
"বজ্রপাণির্ব্রহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।"
(ভারত ১।১৫১।৫১)

বজ্ররদ (পুং) বজ্রমিব রদোহস্য। ১ শূকর। ২ বজ্রতুল্য দন্ত।
বজ্ররাত্র (ক্লী) নগরভেদ।
বজ্ররূপ (ত্রি) বজ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।
বজ্রলিপি (স্ত্রী) লিপিপ্রকারভেদ। [দেবনাগর দেখ]
বজ্রলেপ (পুং) গাথনির মসলাভেদ। অপক্ব তিন্দুক, অপক্ব কপিত্থ, শাল্মলীপুষ্প, শল্লকীর বীজ, ধন্বন-বল্কল ও যব, দ্রোণ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া উহার অষ্টভাগাবশেষ কাথ প্রস্তুত করিবে ; পরে নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাস-করস,গুগ্‌গুলু, ভল্লাতক, কুন্দুরু, ধুনা, অতসী ও বিল্ব প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক সংযোগ করিলে বজ্রলেপ প্রস্তুত হয়।

এই বজ্রলেপ উত্তপ্ত করিয়া প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী, লিঙ্গ, প্রতিমা, কুড্য ও কূপে বিলেপন করিলে, তত্তদ্‌দ্রব্য সহস্রাযুত বর্ষকাল স্থায়ী হয়। লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগ্‌গুলু, গৃহধূম, কপিত্থ, বিল্ববীজ, নাগবলাফল, তিন্দুক, মদনফল, মধুক, মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জরস ও আমলকের কল্ক মিশাইলে দ্বিতীয় প্রকার কল্ক প্রস্তুত হইয়া থাকে। গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভরোম, মহিষের চর্ম্ম, গব্যঘৃত এবং নিম্ব ও কপিত্থরসে কল্ক করিয়া মিশাইলে বজ্রতর নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (বৃহৎসংহিতা ৫৭ অঃ)

সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠে বা তদ্বৎ দৃঢ়সংলগ্ন থাকে, তাহাকে বজ্রলেপ বলা যাইতে পারে।

"বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি।" (তীর্থতরঙ্গিণী)
বজ্রলেপঘটিত (ত্রি) বজ্রলেপদ্বারা সম্বদ্ধ।
বজ্রলৌহক (ক্লী) ১ কান্তলৌহ। বৈদ্যকনি°) ২ চুম্বক।
বজ্রবটকমুণ্ডূর (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৬ সের, পাক শেষ হয় হয় এরূপ সময়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাষা পরিমাণ বটক প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান তক্র। প্রক্ষেপ দ্রব্য—পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এই মণ্ডূর সেবন করিলে পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, উরুস্তম্ভ, কৃমি, প্লীহা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° পাণ্ডুরোগাধি°)
বজ্রবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, চিতা, মরিচ, প্রত্যেকে এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কাঠডুমুরের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান এবং ঔষধের মাত্রা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিবে। এই ঔষধসেবনে কুষ্ঠ ও পামা রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° কুষ্ঠরোগাধি°)

বজ্রবধ (পুং) ১ বজ্রপতন দ্বারা মৃত্যু। ২ গুণকাঙ্কভেদ। (Cross multiplication)

বজ্রবরচন্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজভেদ।

বজ্রবর্ম্মন্, একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রবল্লী (স্ত্রী) বজ্রমিব কঠিনা বল্লী। অস্থিসংহারকলতা। চলিত হাড়জোড়া বা হাড়ভাঙ্গা লতা। (হারাবলী)

বজ্রবাটল (দেশজ) অতিশয় দৃঢ়।

বজ্রবারক (ত্রি) বজ্রনিবারণকারী, যাহাদের নাম করিলে বজ্রভয় নিবারিত হয়। জৈমিনি, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচ জন ঋষির নাম করিলে বজ্রপাতভয় দূর হয়, এইজন্য এই পাঁচ জন বজ্রবারক বলিয়া অভিহিত।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥" (পুরাণ)

বজ্রবারাহী (স্ত্রী) মায়াদেবী। পর্য্যায়—মারিচী, ত্রিমুখা, বজ্রকালিকা, বিকটা, গৌরী, পাত্রীরথা। (ত্রিকা°)

বজ্রবাহনিকা, বজ্রবাহিকা (স্ত্রী) বজ্রেশ্বরী বিদ্যা। (লিঙ্গপু° ২।৫১অঃ) [বজ্রেশ্বরী বিদ্যা দেখ]

বজ্রবিদ্রাবিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ।

বজ্রবিষ্কম্ভ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

বজ্রবিহত (ত্রি) বজ্রপাত দ্বারা আহত।

বজ্রবীজক (পুং) বন্ধুকনাম লতাভেদ।

বজ্রবীর (পুং) মহাকাল নামক মূর্ত্তিভেদ।

বজ্রবৃক্ষ (পুং) বজ্রনিবারকো বৃক্ষঃ। সেহুণ্ড বৃক্ষ, সীজ গাছ।

বজ্রবেগ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ বিদ্যাধরভেদ।

বজ্রশল্য (পুং) বজ্রমিব কঠিনং শল্যং গাত্রলোম শলাকা যস্য। শল্যক নামা জন্তু, চলিত সজারু। (রাজনি°)

বজ্রশাখা (স্ত্রী) বজ্রস্বামী প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

বজ্রশিষ্য (পুং) ভৃগুর পুত্রভেদ।

বজ্রশৃঙ্খলা (স্ত্রী) বজ্রবৎ শৃঙ্খলং যস্যাঃ। জৈনমতে, ষোড়শ বিদ্যাদেবীর একতম। (হেম)

বজ্রশৃঙ্খলিকা (স্ত্রী) বজ্রাস্থি। চলিত কুলেখাড়া, হিন্দী—তালমাখনা, কলিঙ্গ—কোকিস্তা, বম্বে - বিখরা।

বজ্রসংঘাত (পুং) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্ব্ব) ৩ গাথনির মসলা বিশেষ। অষ্টভাগ সীসক, দ্বিভাগ কাংস্য ও একভাগ রীতিকা যোগে "বজ্রসংঘাত" নামক কঠিন মিশ্রধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বজ্রসংহত (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

বজ্রসত্ত্ব (পুং) ধ্যানী বুদ্ধভেদ। [বজ্রধর দেখ।]

বজ্রসত্ত্বাত্মিকা (স্ত্রী) ধ্যানী-বুদ্ধের পত্নী।

বজ্রসমাধি (পুং) বৌদ্ধমতে=চিত্তের যোগসমাধি বিশেষ।

বজ্রসমুৎকীর্ণ (ত্রি) ১ হীরকখোদিত। ২ কঠিন বজ্রদ্বারা উৎখাত।

বজ্রসিংহ (ত্রি) ১ একজন হিন্দুরাজা।

বজ্রসার (ত্রি) বজ্রবৎ সারঃ। ১ বজ্র সমান সার, বজ্রের তুল্য সারযুক্ত। ২ হীরক।

বজ্রসারময় (ত্রি) বজ্রসারস্বরূপে ময়ট্। বজ্রসারসদৃশ। হীরকনির্ম্মিত।

বজ্রসূচি[চী] (স্ত্রী) ১ হীরক নির্ম্মিত সূচি। ২ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত উপনিষদ্‌ভেদ।

বজ্রসূর্য্য (পুং) অতিসারবত্ত্বাৎ বজ্রমিব তেজস্বিত্বাৎ সূর্য্য ইব। বুদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা°)

বজ্রসেন (পুং) ১ শ্রাবস্তিপুরীর একজন রাজা। ২ আচার্য্যভেদ।

বজ্রস্থান (ক্লী) নগরভেদ।

বজ্রস্বামিন্ (পুং) জৈন সপ্তদশ পূর্ব্বির একতম। (স্থবিরা° ১৩)

বজ্রহস্ত (ত্রি) বজ্রং হস্তে যস্য। বজ্রপাণি, ইন্দ্র। (ঋক্ ১৭৩।১০) এই অর্থে অগ্নি, মরুদ্গণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। স্ত্রিয়াং টাপ্ বজ্রহস্তা—২ সমিধভেদ। ৩ বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রহস্ত দেব, গঙ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম কামার্ণব ও মাতা বিনয়মহাদেবী।

বজ্রহূণ (ক্লী) নগরভেদ।

বজ্রা (স্ত্রী) বজতি গচ্ছতীতি বজ গতৌ রক্ টাপ্। ১ স্নুহী-বৃক্ষ। ২ গড়ূচী। (মেদিনী) ৩ দুর্গা।

"বজ্রাঙ্কুশকরী দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে।" (দেবীপুঃ ৪৫ অ°)

বজ্রাংশু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।

বজ্রাকর (পুং) হীরকখনি।

বজ্রাকৃতি (ত্রি) বজ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। চিকা+বা ক্রুশের ন্যায় আকৃতি। পূর্ব্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বর্ণ সংজ্ঞায় যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, তাহা বজ্রাকৃতি বলিয়া কথিত।

বজ্রাখ্য (ক্লী) বজ্রং আখ্যা যস্য। ১ বজ্রপাষাণ, ফুলখড়ি। (পুং) ২ সেহুণ্ড বৃক্ষ। (সুশ্রুত চি° ৯ অ°) ৩ বজ্রশব্দার্থ।

বজ্রাঘাত (পুং) ১ বজ্রপাত। ২ আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিপদ।

বজ্রাঙ্কিত (ত্রি) বজ্রচিহ্নযুক্ত।

বজ্রাঙ্কুশী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবী বিশেষ।

বজ্রাঙ্গ (পুং) বজ্রমিব অঙ্গং যস্য। ১ সর্প। (রাজনি° ইহার পাঠান্তর 'বক্রাঙ্গ'। (ত্রি) ২ বজ্রতুল্য অঙ্গবিশিষ্ট, যাহা অঙ্গ বজ্রের ন্যায় কঠিন। স্বার্থে কন্। বজ্রাঙ্গক।

বজ্রাঙ্গী (স্ত্রী) বজ্রাঙ্গ-ঙীষ্। ১ গবেধুকা। (শব্দচ°) ২ অস্থিসংহারী, হাড়ভাঙ্গা লতা। (ভাবপ্র°)

বজ্রাচার্য্য, নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য্য বা গুরু। তিব্বতে এই বজ্রাচার্য্যই এখন লামা নামে খ্যাত। [লামা দেখ]।

বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক হিন্দুসমাজে মন্ত্রগুরু বা আচার্য্যের যে স্থান, নেপালে বৌদ্ধসমাজে বজ্রাচার্য্য সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পূজার পাত্র। নেপালের মুণ্ডিতকেশ 'বাঁড়া' নামক বৌদ্ধ আচার্য্যগণ দুইভাগে বিভক্ত—ভিক্ষু ও বজ্রাচার্য্য। যাঁহারা সংসারত্যাগী ও বাহ্যচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ভিক্ষু এবং যাঁহারা গৃহস্থ ও অভ্যন্তরচর্য্য পালন করেন, তাঁহারাই বজ্রাচার্য্য।

বজ্রাচার্য্য গৃহস্থ, সুতরাং স্ত্রী পুত্র লইয়া বিহারে বাস করেন বটে, কিন্তু ইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধসমাজের কার্য্য-করী মন্ত্রণাদাতা, এবং প্রধান মন্ত্রগুরু। এক একটী বিহার এক একজন বজ্রাচার্য্যের অধীন। নেপালের বহুসংখ্যক বিহার আছে, সুতরাং বহুসংখ্যক বজ্রাচার্য্যও দেখা যায়। নেপালের কি বাঁড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত মস্তকে বজ্রাচার্য্যের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে বাধ্য?
[নেপাল দেখ]

নেপালের সাধারণ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধগণ বজ্র ধারণ করিতে পারেন না, যিনি এই বজ্রধারণে অধিকারী তিনিই বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজ্রাচার্য্যেরা 'গুভাজু' বা 'গুভাল' নামেও খ্যাত। বজ্রাচার্য্যের অনুষ্ঠেয় বা প্রবর্ত্তিত মতই বজ্রযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌদ্ধগণ এক্ষণে বজ্রযান মতাবলম্বী ঘোর তান্ত্রিক। এক্ষণে বজ্রযান নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত :—
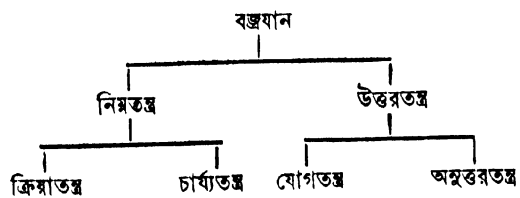
বজ্রাচার্য্যেরা পঞ্চমকারের বিশেষ ভক্ত। *

বজ্রাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

বজ্রাভ (পুং) বজ্রস্য হীরকস্য আভা ইব আভা যস্য। ১ দুগ্ধ-পাষাণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হীরকতুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট।

বজ্রাভ্যাস (পুং) গুণকভেদ (Cross multiplication)

বজ্রাম্বুজা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রায়ুধ (ত্রি) বজ্রং আয়ুধো যস্য। ১ ইন্দ্র। (ভাগ° ৬।১১।১৩) ২ একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রাশনি (পুং) বজ্র। (ত্রিকা°)

* বজ্রাচার্য্যের অভিষেকক্রিয়াদি Hodgson's Nepal and Tibet p. 139-145 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বজ্রাসন (ক্লী) ১ যোগের আসনভেদ। ২ বুদ্ধের আসনভেদ।

বজ্রাস্থিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

বজ্রাহত (ত্রি) বজ্রাঘাত দ্বারা মৃত।

বজ্রাহিকা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রাহ্ব (ক্লী) তগরপাদুক। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রিজিৎ (পুং) ১ ইন্দ্রবিজয়ী। ২ গরুড়।

বজ্রিন্ (পুং) বজ্রোঽস্ত্যস্যেতি বজ্র (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৭) ইতি ইনি। বজ্রধারী ইন্দ্র। ২ বুদ্ধ বা জৈনসাধু। (ত্রি) ৩ বজ্রবিশিষ্ট। ৪ ইষ্টকাভেদ।

বজ্রিণী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১০২)

বজ্রিবস্ (ত্রি) বজ্রধারী। (ঋক্ ১।১২১।১৪)

বজ্রী (স্ত্রী) বজ্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্নুহী ভেদ। (ভাবপ্র°)

বজ্রেশ্বর (পুং) নেপালস্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধমিশ্রিত তান্ত্রিকাচার বিদ্যমান আছে।

বজ্রেশ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রেশ্বরী বিদ্যা, গুপ্তবিদ্যাভেদ। ইহার অপর নাম বজ্র-বাহনিকা বিদ্যা। যথাবিধি বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক এই বিদ্যা দ্বারা অভিষেক করিবে এবং কাঞ্চন দ্বারা তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ জপ করিয়া বজ্রকুণ্ডে ঘৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে। ইহা দ্বারা বজ্র সর্ব্ব শত্রুজয়কারী হইয়া থাকে। এইরূপে জপ দ্বারা পূতঃ বজ্র নৃপতিগণ রক্ষা করিবেন।

পুরাকালে ইন্দ্রের উপকারার্থ ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট হইতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপের উপদিষ্ট বিদ্যা দ্বারা সোমরস হরণপূর্ব্বক বিশ্বরূপকে নিহত করেন। তদ-নন্তর ইন্দ্র সোমযোগে হুতঃ হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজা-পতি ত্বষ্টা তাঁহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে কুপিত হইয়া ইন্দ্র বলপূর্ব্বক সোমরস পান করিলে, প্রজাপাত 'ইন্দ্রশত্রু বৃদ্ধি হউক' বলিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন। তাহাতে কালাগ্নিসদৃশ বৃত্র নামে অসুর প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই অসুরবর ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে ভয়বিহ্বল ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দম তুমি এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বজ্র ত্যাগ কর, এখনই তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্রের প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ওঁ ফট্ জহি ইত্যাদি" মন্ত্র। এই ব্রাহ্মীবিদ্যা সর্ব্বশত্রুক্ষয়কারিণী। ইহা দ্বারা বশীকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন স্তম্ভন, মোহন, তাড়ন, উৎসাদন, ছেদন, মারণ প্রতিবন্ধন, সেনাস্তম্ভন প্রভৃতি সকল কর্ম্মই গায়ত্রী দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"আয়াহি বরদে দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আবাহনপূর্ব্বক পূজাজপাদি বাহ্যকার্য্য এবং বক্ষ্যাদি ক্রিয়াকরত 'ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথা সুখং' মন্ত্র দ্বারা দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। তার পর বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক হোম করিবে। এই বিদ্যা দ্বারা সকল প্রকার কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বশ্যার্থী জাতিপুষ্প দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিবে। ঘৃতকরবীর দ্বারা হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প দ্বারা হোম করিলে বিদ্বেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু দ্বারা স্তম্ভন, তিলহোমে মোহন, খর, গজ বা উষ্ট্র রুধিরে তাড়ন, কুশহোমে পাটন, রোহীবীজে মারণ ও উচ্চাটন, পান পত্র দ্বারা বন্ধন এবং মনঃশিলা হোমে সৈন্যস্তম্ভন হয়। এতদ্ভিন্ন ঘৃতহোমে সিদ্ধি, দুগ্ধ হোমে বিশুদ্ধি, তিলহোমে রোগ নাশ, পদ্ম হোমে ধন, মধূকপুষ্প হোমে কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাবিত্রী দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিলে সকল প্রকার জয়াদি সাধিত হয়।

(লিঙ্গপু° ২।৫১-৫২ অঃ)

বজ্রোদরী (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ।

বজবজ, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থান এখন বাণিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাতা হইতে নিরন্তর মালপত্র রপ্তানীর জন্য রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে নবাবসৈন্যের সহিত ইংরাজদিগের একটী যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্য দুর্গ অধিকার করে। [ক্লাইব দেখ।]

বঞ্চ, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বঞ্চতি। লোট্ বঞ্চতু। লিট্ ববঞ্চ। লুট্ বঞ্চিতা। লুঙ্ অবঞ্চীৎ অবঞ্চিষ্টাং অবঞ্চিষুঃ। সন্ বিবঞ্চিষতে। যঙ্ বনীবচ্যতে। যঙ্লুক্ বনীবঞ্চীতি। ণিচ্ বঞ্চয়তি, লুঙ্ অববঞ্চৎ। বচ প্রলম্ভন। চুরাদি° আত্মনে°। লট্ বঞ্চয়তে।

বঞ্চক (পুং) বঞ্চয়তে প্রতারয়তীতি বঞ্চ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শৃগাল। (অমর) ২ গৃহবভ্রু। (ত্রি) ৩ খল, ধূর্ত্ত।

"শৃণু পুত্র বঞ্চকানাং সকলকলাহৃদয়সারমতি কটিলম্।"

(কলাবিলাস ১।২৯)

৩ চোর।

বঞ্চথ (পুং) বঞ্চতি প্রতারয়তীতি বঞ্চ (শীঙ্শপীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। ১ ধূর্ত্ত। ২ বঞ্চনা। ৩ কোকিল।

বঞ্চন (স্ত্রী) বঞ্চ-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রতারণ। (হেম) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, লোকের নিকট প্রতারিত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিবেন না।

"বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।" (চাণক্য শ্লো°)

বঞ্চিত (ত্রি) বঞ্চ্যতে স্মেতি বঞ্চ-ণিচ্ ক্ত। বঞ্চনাবিশিষ্ট, প্রতারিত, পর্য্যায় বিপ্রলব্ধ। (হেম) "বিধিনাজনএব বঞ্চিতস্তদধীনং খলু দেহিনাং সুখং।" (কুমারস° ৪।১০)

বঞ্চনতা (স্ত্রী) বঞ্চনস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বঞ্চনের ভাব বা ধর্ম্ম।

বঞ্চনবৎ (ত্রি) বঞ্চন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বঞ্চনবিশিষ্ট, প্রতারিত।

বঞ্চনা (স্ত্রী) বঞ্চ-ণিচ্ যুচ্-টাপ্। প্রতারণা।

"তে কান্ত্যং মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্।
স্বর্গাভিসন্ধি সুকৃত বঞ্চনামিব মেনিরে॥" (কুমারস° ৬।৪৭)

বঞ্চনীয় (ত্রি) বঞ্চ-অনীয়র্। প্রতারণীয়।

"শত্রোর্বিখ্যাতবীর্য্যস্য বঞ্চনীয়স্য বিক্রমৈঃ।" (রামায়ণ ৬।৮৯।১৫)

বঞ্চয়িতৃ (ত্রি) বঞ্চ-ণিচ্ তৃচ্। বঞ্চক, প্রতারক।

বঞ্চয়িতব্য (ত্রি) বঞ্চ-ণিচ্ তব্য। বঞ্চনার যোগ্য, প্রতারণার যোগ্য।

"আশাবতাং শ্রদ্দধতাঞ্চ লোকে কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি"

(হিতোপদেশ)

বঞ্চিন্ (ত্রি) বঞ্চনাকারী।

বঞ্চুক (ত্রি) বঞ্চতি প্রতারয়তীতি বঞ্চ-উকন্। প্রতারণশীল। পর্য্যায়—ধূর্ত্ত, বঞ্চুক। (শব্দরত্না°)

বঞ্চ্য (ত্রি) বন্চ ণ্যৎ (বঞ্চের্গতৌ। পা ৭।৩।৬৩) ইতি ন কুত্বং। গমনীয়, গমনযোগ্য।

বঞ্জনাচল, পর্ব্বতভেদ। (শিব উ° ১৩।১৮)

বঞ্জরা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

বঞ্জুল (পুং) বজতীতি বজ গতৌ বাহুলকাৎ উলচ, নুম্ চ। ১ তিনিশবৃক্ষ। ২ অশোকবৃক্ষ। ৩ স্থলপদ্মবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৪ পক্ষিবিশেষ। (হলায়ুধ) ৫ বেতসবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

বঞ্জুলক (পুং) ১ বৃক্ষভেদ। ২ পক্ষিভেদ।

বঞ্জুলদ্রুম (পুং) বঞ্জুলো দ্রুমঃ। অশোকবৃক্ষ। বঞ্জুল শব্দার্থ।

বঞ্জুলপ্রিয় (পুং) বঞ্জুলস্য প্রিয়ঃ, বঞ্জুলঃ প্রিয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়ো বা। বেতসবৃক্ষ।

'বিদুলো বেতসঃ শীতো বানীরো বঞ্জুলপ্রিয়ঃ।' (রত্নমালা)

বঞ্জুলা (স্ত্রী) বঞ্জুল-টাপ্। অতিশয় দুগ্ধবতী গাভী, দুধোলগাই। (হেম) ২ নদীবিশেষ। (বামনপু° ১৩।৩২) মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী সহ্যাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী চ বঞ্জুলা।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥" (মৎস্যপু° ১১৩।২৯)

বঞ্জুলাবতী (স্ত্রী) দক্ষিণপর্ব্বত হইতে বহির্গতা নদীবিশেষ।

বট, বেষ্টন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বটতি। লোট্ বটতু। লিট্ ববাট ববটতুঃ। লুট্ বটিতা। লুঙ্ অবটীৎ, অবাটীৎ। বট-স্তেয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্।

এই ধাতু ইদিৎ, বটি বট। লট্ বণ্টতি। বট বণ্টন, বিভাজন চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতুও ইদিৎ। লট্ বণ্টয়তি পক্ষে বণ্টতি। "বণ্টন্তি হাটকং যস্মাৎ প্রাপ্য বিপ্রাঃ পরম্পরম্।" (হলায়ুধ) এই ধাতুর চুরাদির প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না, কেবল গণেই চুরাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'অয়ং চুরাদৌ কৈশ্চিন্ন পঠ্যতে ইতি দুর্গসিংহাদয়ঃ' (দুর্গাদাস) বট বেষ্টন, ২ ভাগ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বটয়তি। লুঙ্ অবীবটৎ।

বট (পুং) বটতি বেষ্টয়তি মূলেন বৃক্ষান্তরমিতি বট-পচাদ্যচ্। স্বনামখ্যাত ছায়া বৃক্ষ, বটগাছ (Ficus Bengalenesis syn. Ficus Indica)। স্থানীয় নাম, হিন্দী—বর, বড়্, বর্গট। মহারাষ্ট্র—বট। কলিঙ্গ—আল। তৈলঙ্গ—মরিচেট্টু, মারি, পেড্ডি মরি; উৎকল—বোরু। বাঙ্গালা—বড়, বট; কোল—বোই; লেপছা—কাঞ্জি; মলয়ালম—পেরম্, পেরলিম্; গোঁড়—বরেল্লী; উত্তর-পশ্চিম—বোরা, কুর্কু; নেপাল—বোরহর; পঞ্জ—বাগাৎ, হাজারা—ফগ্‌বাড়ী, কণাড়ী—আলব, আনদ, আল; ব্রহ্ম—পিত্ত-ঞৌঙ্গ; শিঙ্গাপুর—মহানুগ; ইংরাজী—Banyan tree। সংস্কৃত পর্য্যায়—ন্যগ্রোধ, বহুপাৎ, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃঙ্গী, কর্ম্মজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্দরুহ, মণ্ডলী, মহাচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ, বহুপাদ, বনস্পতি।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া বহুদূরব্যাপী হয়। ঐ বটচ্ছায়া শীতল, আতপতাপক্লিষ্ট পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কর্ণেল সাইকস্ নর্ম্মদা নদীবক্ষস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণে 'কবীর বট' নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে উহাকে Nearchus বর্ণিত সেই সুপ্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। পুণার (Gaz Vol. xviii) অন্ধ উপত্যকার অন্তর্গত মৌগ্রামে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত, বৃক্ষের পরিধি প্রায় ২হাজার ফিট এবং উপর হইতে যতগুলি ঝুরী বা শিকড় (air-roots) নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০টী মোটা গুড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৩ হাজার সরু শিকড় মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাজার লোক অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত। নর্ম্মদার ভীষণ বন্যায় ঐ দ্বীপের একাংশ ধসিয়া যাওয়ায়, গাছটীও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী শিবপুর গ্রামস্থ রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনে এবং বোম্বাই প্রদেশের সাতারা উদ্যানে ঐরূপ দুইটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর ভৈষজ্য-উদ্যানের রক্ষক ডাঃ কিং বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষটী ১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খৃঃ খর্জ্জুর বৃক্ষের উপর উহার জন্ম। উহার ২৩২টী শিকড় গুড়িরূপে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং উহার মূলগুড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিট্। পত্র সমাচ্ছাদিত শাখা-প্রশাখায় ইহার ছায়ার পরিধি ৮৫৭ ফিট্। এখনও এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সাতারার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া মিঃ ওয়ার্ণার লিখিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতার বৃক্ষ হইতে অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহা উত্তরদক্ষিণে ৫৯৫ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪৪২ ফিট।

বট ও অশ্বত্থ (F. religiosa) সুদূরব্যাপী স্থানে ছায়া বিস্তার করে বলিয়া পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য। এই কারণে অনেকে পথের ধারে বা পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। পঞ্জাবে ইহা পথিককে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। এক দিকে ইহার উপকারিত্ব যেরূপ, অপর দিকে উহা তেমনিই অপকারক। পক্ষীরা বটফল খাইয়া যদি গৃহছাদ বা মন্দিরোপরি বিষ্ঠা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বিষ্ঠাস্থিত বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই দেওয়াল মধ্যে শিকড় বিস্তার করিয়া ফেলে। তখন দেওয়াল ভাঙ্গিয়া শিকড় সমেত গাছ উঠাইয়া না ফেলিলে নিস্তার নাই। অবহেলা করিলে গাছ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিয়া গৃহ ধ্বংস করিয়া ফেলে। হিন্দুগণ পাপ-স্পর্শের ভয়ে বট বা অশ্বত্থ নষ্ট করিতে চাহে না। সযত্নে জীবন্ত বৃক্ষ সমূলে উঠাইয়া স্থানান্তরে পুঁতিয়া রাখে।

দক্ষিণভারতের রত্নগিরি জেলায় বটবৃক্ষের উপর কর নির্দ্দিষ্ট আছে, কারণ বাদুড়েরা সাধারণতঃ Calophyllum inophyllum বৃক্ষের ফলের বীজ বিষ্ঠা সহ তদুপরে ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ বীজে তৈল হয়। অনেক বট-গাছে লাক্ষাও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বটের আটায় তাহার সিকি মাত্রা সর্ষপ তৈল মিশাইয়া জাল দিলে এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়, ঐ আটায় পাখী মারারা আঠা-কাঠির দ্বারা পাখী ধরিয়া থাকে। আসামীরা ইহা হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিত। লখিমপুর এবং মান্দ্রাজের বেল্লরী জেলায় এখনও ঐ কাগজ হয়। অনেকে ঝুরির আঁইস (fibre) দ্বারা দড়ি করে, কিন্তু তাহা বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

দুগ্ধবৎ বটের আটা বেদনা-নাশক। বাতজ বেদনাস্থানে ঐ আটার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পায়ের তলা কাটিয়া

গেলে অথবা দাঁত কন্‌কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা দন্ত মাড়িতে আটা লাগাইয়া দিলে যাতনার উপশম হয়। ইহার ছালের ক্বাথ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদায়ক। বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি বটপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত করিয়া ফোড়ার উপর দিলে পুল্‌টিসের কার্য্য করে। গণোরিয়া রোগে ইহার শিকড়চূর্ণ বিশেষ উপকারী। উহা সালসার কার্য্য করে।

কচি শাখার ক্বাথ রক্তোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগাগুলি বমননিবারক, শুষ্ক বটের আটা ও ফল স্বপ্নদোষ (Sperma torrhœa), প্রমেহ (gonorrhœa)-নাশক ও কামোদ্দীপক, কচি কুড়ি ও দুগ্ধগুলি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাময়রোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের জ্বালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সরু শুষ্ক ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র।

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আটা রবারের ন্যায় গুণযুক্ত।

[রবার দেখ।]

গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্তজ্বরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, মেহ, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

শীতল, গুরু, গ্রাহক, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক।

বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্বত্থ এই দুইটী বৃক্ষ পূজনীয় এবং বটবৃক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ।

"কথং ত্বয়াশ্বত্থবটৌ গোব্রাহ্মণসমৌ কৃতৌ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি তরুভ্যস্তৌ কথং পূজ্যতমৌ কৃতৌ॥
অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্‌ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ধ্রুবম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১৬০ অ°)

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং দুঃখ আপদ্ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্য এই বৃক্ষ অতিশয় পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জলসেক করিলে পাপ ধ্বংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ ছায়াবৃক্ষ, ইহার ছায়া অতি সুশীতল, এই বৃক্ষ সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

২ কপর্দ্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩ গোল। ৪ ভক্ষ্যবিশেষ, চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হেম)

(স্ত্রী) ৬ ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক ষোড়শ বন। এই ষোড়শ বট যথা—১ সঙ্কেত বট, ২ ভাণ্ডীর বট, ৩ যাবক বট, ৪ শৃঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, ৬ শ্রীবট, ৭ জটাজুটবট, ৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্থবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট, ১২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ রুদ্রবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, ১৬ সাবিত্রাখ্যবট। এই ষোড়শ বটবন। * (ত্রি) বটতীতি বট-অচ্। ৭ গুণ।

বটক (পুং) বট এব স্বার্থে কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। গুণ—বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকপ্রস্তুতের প্রণালী ও গুণাদির বিষয় লিখিত আছে ;—মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয় ; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক ; বিশেষতঃ অর্দ্দিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটক উক্ত ঘোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবু খণ্ডাদির) সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বটক প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী ভিন্ন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে। পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, জীরা, লবণ, হিং, শুঁঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটী দ্রব্যের চূর্ণ এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অম্লরসাস্বাদ হয়। ইহাকে কাঞ্জীকবটক কহে। এই বটক রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অম্লিকাবটক—তেঁতুল জলে ভিজাইয়া চট্‌কাইতে হইবে, পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শস্ত জলে মিশ্রিত

হইয়াছে, তখন বটকগুলি অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অগ্নিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জীবটকের ন্যায় গুণযুক্ত।

তক্রবটক—মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক করিলে, সংস্কার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত বটকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ডবটক—কুমড়ায় উক্তরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মাষবটকের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু।

মুদ্গবটক—মুগের বড়া পূর্ব্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মুদ্গের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চলিত বড়ি।

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামগুটিকা বটী।
মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

'দশ গুঞ্জাস্তু মাষঃ স্যাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোণস্তোলকো দ্রঙ্ক্ষণশ্চ সঃ॥' (শব্দমালা)

বটকণীকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ খণ্ড।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগচ্ছ, শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) শ্বেতার্জ্জক, শ্বেতবাবুই। (বৈদ্যকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

"কূপোদকং বটাচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ঃ।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্॥" (উদ্ভট)

বটজটা (স্ত্রী) বটস্য জটা। বট শুঙ্গা, বটের ঝুরি।

বটতীর্থনাথ (ক্লী) গুজরাতের ওখমণ্ডলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখন বয়েত নামে খ্যাত। (প্রভাস খ° ৮০।১।৫) স্কন্দপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মাহাত্ম্যে এই তীর্থের সবিস্তার বিবরণ আছে।

বটদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। (শঙ্কর সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন।
[যবদ্বীপ দেখ।]

বটপত্র (পুং) বটস্যেব পত্রং যস্য। সিতার্জ্জক, শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°) (ক্লী) ২ বটের পাতা। স্বার্থে কন্। বটপত্রক।

বটপত্রা (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রমস্যাঃ। ত্রিপুরমালী পুষ্পবৃক্ষ। ২ বৃত্তমল্লিকা। (রাজনি°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পাষাণভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়—ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, ইরাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনামিকা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্রমেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাজনি°)

বটযক্ষিণীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুক্কুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। ৪ চোর। ৫ চঞ্চল। (শব্দরত্না°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ। ১ যক্ষ। যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। (ত্রি) ২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী তীর্থ।
(উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রজ্জু দড়ি। (অমরটীকার রামাশ্রম)

বটারকা (স্ত্রী) রজ্জু, দড়ি।

"ক্ষত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্ম্মস্থৈর্য্যবটারকাম্।"(ভারত ১২।৩২৯।৩৯)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বটারকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি।
মনু মনুজশার্দ্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ॥" (ভাব° ৩।১৮৭।৪০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী মহাতীর্থ। কাবেরীর পার্শ্বে কুঞ্জালয়ের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

'নাম চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্ত হারকঃ।' (শব্দমালা)

বটাশ্বত্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন ভাবে পুতিয়া পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

'উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটিকদেহিকা দেবী॥' (হারাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সম্মতিসূচকার্থ। আমরা বনবাসী বটি। (শকুন্তলা)

বটিকা (স্ত্রী) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। বটী, চলিত বড়ি, পর্য্যায়—নিস্তলী। (শব্দচ°)

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামা বটিকা বটী।
মোদকো গুটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥" (ভাবপ্র০)

২ ব্যঞ্জনোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। (ভাবপ্র০)

বটিস (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।

'ওরে তুই কে বটিস্ রে কে বটিস্।'

বটী (স্ত্রী) বট-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বটিকা। (ভাবপ্র০) ২ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী, ক্ষীরকাষ্ঠা। গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি০) (ত্রি) তরক্ষু।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিভ্যাঞ্চ। উণ্ ১।৯) ইতি উ। ১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।

'বালকো মাণবো বালঃ কিশোরো বটুরিত্যপি।' (শব্দরত্না০)

৪ কুটন্নট বৃক্ষ চলিত শোণাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।

"ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ॥"

(মহানির্ব্বাণত০ ২।২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদুদ্ধারের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের স্তোত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধারস্তোত্র কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও স্তবাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—

"উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেহস্তং আপত্‌উদ্ধরণং তথা
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেহন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাঢ্যা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ॥" (তন্ত্রসার)

"হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ" এই একবিংশাক্ষর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ্ বিদূরিত হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মূর্ত্তিন্যাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাত্ত্বিক ধ্যান—

"বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুন্তলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥"

রাজসধ্যান—

"উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥"

তামসধ্যান—

"ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথসৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥"

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা ষোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে ষড়ঙ্গাদি পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্র রাকিণীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জপ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পুরশ্চরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংশ ঘৃত, মধু শর্করান্বিত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধান্যের অন্ন বা পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একটী ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শত্রুগণের সৈন্যগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শত্রুর নামোল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।

"শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ॥"

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত শত্রুর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। জ্বরাদিরোগ, শত্রুভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকভৈরবের স্তবশ্রবণ বা পাঠ করিলে জ্বরাদি রোগ ও শত্রুভয় প্রশমিত হয়।

২ বারাণসীস্থ দেবমূর্ত্তিবিশেষ।

বটুকরণ (ক্লী) বটোঃ করণং। উপনয়ন। (ত্রিকা°)

বটুরিন্ (ত্রি) ১ পদদ্বারা বেষ্টনশীল। ২ সর্ব্বব্যাপ্তিবৎ। "ছিদ্ধি বটূরিণা পদা" (ঋক্ ১।১৩৩।২) 'বটূরিণা পদা বেষ্টনশীলেন' (সায়ণ)

বটে (দেশজ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে।

'এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে' (বিদ্যাসুন্দর)

বটের (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Perdix olivacea)।

বটেশ্বর (ক্লী) কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাজতর° ১।১৯৪) বটেশ্বরমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পূজাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (স্কান্দে নাগরখ°)

বটেশ্বর, মুদ্রাপ্রকাশ নামক মুদ্রারাক্ষস-টীকাপ্রণেতা। ইনি গৌরীশ্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি।

বটোদকা (স্ত্রী) পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ।

"তত্র চন্দ্ররসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা।
তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্॥"

(ভাগবত ৪।২৮।৩৫)

বট্টকেরাচার্য্য (পুং) আচারসূত্রপ্রণেতা। বসুনন্দী ইহার টীকা রচনা করেন।

বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ২ ধাতুবিশেষ।

বট্‌কারা (দেশজ) দ্রব্যাদির তৌলমাপক পরিমাণভেদ, বাট্‌কারা।

বট্‌কারিয়া (দেশজ) তামাসাকারী।

বট্‌কেরা (দেশজ) তামাসা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

বট্‌খারা (দেশজ) ১ ওজনমান। ২ খর্ব্বাকার মনুষ্য। বাঁটুল।

বঠ, স্থৌল্য, সামর্থ্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বঠতি। লুঙ্ অবঠীৎ। বঠি—বঠ ধাতু একচর্য্যা, অসহায়গমন, একাকী গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বণ্ঠতে। লিট্ ববণ্ঠে। লুট্ বণ্ঠিতা। লুঙ্ অবণ্ঠিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ বলিয়া নুমাগম হইয়াছে।

বঠর (পুং) বক্তীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্ ৫।৩৯) ইতি অরপ্রত্যয়শ্চান্তাদেশঃ। ১ মূর্খ। ২ অম্বষ্ঠ। ৩ শব্দকার। ৪ বক্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) (ত্রি) ৫ শঠ। ৬ মন্দ।

বড়, বড়ি-বড় ধাতু। ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। ২ বিভাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্; ভ্বাদিপক্ষে লট্ বণ্ডতে, লিট্ ববণ্ডে। লুট্ বণ্ডিতা। লুঙ্ অবণ্ডিষ্ট। চুরাদিপক্ষে লট্ বণ্ডয়তি, লুঙ্ অববণ্ডৎ।

বড়্ (দেশজ) বট শব্দের অপভ্রংশ।

বড় (দেশজ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

বড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ ও নগর। [বাড় দেখ]

বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, হাইকোর্ট (High court)।

বড়কট্টলই, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বড় কড়ি (দেশজ) ১ গুল্মবিশেষ। (Sida graveolens) ২ বৃহদাকার সামুদ্রিক কড়ি। ৩ গৃহের ছাদে দিবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড।

বড় করেলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Momordica muricata)।

বড়করবীর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Nerium odorum)।

বড় কানুড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Crinum toxicarium)।

বড় কুন্দ (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (Jasminum arborescens)।

বড় কুকুরছিট্‌কী (দেশজ) গুল্মভেদ (Ixora undulata)

বড় কুক্‌শিম (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Coryza lacera)।

বড়কু-বলিয়ুর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নান্‌গুনেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ৮°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯´ পূঃ। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বড় কেশতি (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ageratum aquaticum)।

বড় কেশুরীয়া (দেশজ) কেশুর গাছ (Scirpus grossus)।

বড়খীরুই (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Euphorbia hirta)।

বড়গাঁও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। স্থানটী নিতান্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ-মর্য্যাদার হ্রাসকারী একটী ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য মহারাষ্ট্রকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ রাওকে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

বড়গাছ (দেশজ) ১ বৃহৎ বৃক্ষ। (Croton oblongifolium) ২ বটবৃক্ষ।

বড়গুজর, ছত্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহারা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই জাতি এক সময়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ছিল। কালে কচ্ছবাহগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে রাজোড় হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদবধি বড়গুজরেরা অনুপসহরে আসিয়া বাস করে। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। তখন তাহারা খুর্জা, দিবাই, পহাসু প্রভৃতি স্থানে ভূম্যধিকারী সামন্তরূপে পরিগণিত ছিল।

তাহাদের মধ্যে বংশানুগত কিংবদন্তী এই যে, মচেরী প্রদেশের দেবতী-রাজ্যের রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ স্বীয় আত্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া পিতমপুরের নিকটস্থ ঘেরিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। কোএল নগরে তিনি দোর-জাতীয়া এক রাজপুত-কন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়া দোরবাজপুতগণের প্রীতিভাজন হন। তদনন্তর তিনি দোরদিগেব সাহায্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া বুলন্দসহরের পূর্ব্বাংশে গঙ্গাকূলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অধিকার করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি বুলন্দসহর জেলাব পহাসুর নিকটবর্ত্তী চৌন্দেবা নগরে স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপের জতু ও রাণু নামে দুই পুত্র ছিল। জতু রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাণু চৌন্দেরায় রাজপাট স্থাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি শাসন করিয়াছিলেন।

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, রাঠোরপতি নয়নপালেব পৌত্র ভরত বড়গুজর-সর্দ্দার রুদ্রসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার করিয়া লন। বংশতালিকাকথিত নয়নপাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কাতিহাব এবং অনুপসহরের বড়গুজবেরা অদ্যাপিও আপনাদের কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের, বিশেষতঃ মুজঃফরনগরের বড়গুজরেরা আলা-উদ্দীন্ খিলজীর রাজ্যকালে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহারা রাজপুতকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর উপাধি পরিত্যাগ করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলী খাঁ, ঠাকুর মর্দ্দন আলী খাঁ প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। অনেকে মুসলমান হইলেও হিন্দুর হোলিপর্ব্বে মদ্যাদি পান সহকারে বিশেষ আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে; এই প্রথার কিন্তু ক্রমশঃ হ্রাস ঘটিতেছে। বিবাহেব সময় ইহারা গৃহদ্বারে একটী কাহার রমণীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া থাকে। প্রবাদ—কোন কাহারিন্ চাকরাণীর নিদেশ অনুসারে তাহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মেবাতীদিগকে ধ্বংসমুখে পতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও তাহারা কাহার রমণীকে এইরূপে সম্মান করিয়া থাকে।

মুজঃফরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আলবার রাজ্যের দক্ষিণস্থ দোবন্দেশ্বর নামক স্থান হইতে সর্দ্দার কুমারসেনের সহিত এখানে আসিয়াছে। এখনও তাহারা উক্ত কুমারসেনের পূর্ব্বপুরুষ "বাবা মেথার" স্মরণার্থে উৎসব করিয়া থাকে। তাহারা প্রধানতঃ গহলোত, ভটি, তোমর, চৌহান, কাতিহার, চাণবার ও পণ্ডিব রাজপুতকে কন্যা দেয় এবং গহলোত, বাছল, পণ্ডির, চৌহান, বাঙ্গ, জঙ্গার প্রভৃতি শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করে।

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহিসুর-রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৩°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৭°৫২´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আলুর ব্যবসা লিঙ্গায়তগণ এক চেটিয়া করিয়াছে।

বড়গোখুরী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Kyllingia umbellata)।

বড়চকুমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Quercus squamosa)।

বড়চনা (দেশজ) চণকভেদ (Cicer arietinum)।

বড় চুয়া (দেশজ) ইন্দুরভেদ (Mus decumanus)।

বড়চুলী (দেশজ) জলজ বৃক্ষভেদ (Menyanthes Indica)।

বড়ছুঁচা (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus Iria)।

বড়জালগাঁথী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Panicum setigerum)।

বড়টগর (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (Tabernæmontana coronaria)

বড়ডানকুনা (দেশজ) মৎস্যভেদ (Clupea vittata)।

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত-প্রদেশের বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কড়ি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ-মাইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, তাহার জল ঈষৎ লবণাক্ত হওয়ায় পানেব অনুপযোগী হইয়াছে। প্রায় ৮০ হইতে ১০০ ফিট্ গভীর কূপ-খনন না করিলে সুমিষ্ট জল পাওয়ার আশা করা যায় না।

২ উক্ত উপবিভাগেব প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সূর্য্য-বংশীয় কোন রাজা ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজধানী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করেন এবং পরমারবংশীয় কোন রাজকুমারের নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া তথায় বড়-নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নাগরগোত্রীয় রাজ-গণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। এই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণগণ নাগর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আনন্দপুরে ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। [দেবনাগর দেখ।]

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হইতে এখানে বড়োদা-রাজের আশ্রিত দীনোজ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছে। তাহারা কদাচারী ও দস্যুপ্রকৃতিক, ঐ ব্রাহ্মণ-দিগের অত্যাচার ও উপদ্রবের পরিচয় পাইয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট সয়াজী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদা দরবারের

অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত ঘর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে বা অপর কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ইংরাজরাজত্বে শান্ত হইয়াছে।

বড়নির্ব্বিষি (দেশজ) গুল্মভেদ (Scirpus glomeratus)।

বড়নোনিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Portulaca pilosa)।

বড়নৌকা (দেশজ) ১ বৃহৎ নৌকা। ২ জলজ গুল্মভেদ (Pontederia vaginalis)

বড়ন্দ (দেশজ) তৃণভেদ (Panicum uliginosum)।

বড়পটুকা (স্ত্রী) মৎস্যভেদ (Tetrodon fornicatus)।

বড়পটোল (দেশজ) পটোল জাতীয় লতাভেদ (Trichosanthes dioica)

বড়পত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষিভেদ। (Merops Philippensis)।

বড়পাথা-মেলপাথী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার স্থজালী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর।

বড়পানীমরিচ (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Polygonum pilosum)।

বড়পিনিনটা (দেশজ) তৃণভেদ (Poa Chinensis)।

বড়ফুটিকা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Melastoma Malabathrica)

বড়বটের (দেশজ) পক্ষিভেদ (Perdix olivacea)।

বড়বড়্যা (দেশজ) বহুভাষী। বাচাল।

বড়ভী (স্ত্রী) বড়্যতে আরুহ্যতেহত্রেতি বড় বাহুলকাৎ অভিচ্, কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। গৃহ-চূড়া, চলিত মুদনি। পর্য্যায়—গোপানসী, চন্দ্রশালিকা, কূটাগার। (ত্রিকা°)

'চন্দ্রশালা চ বড়ভী স্যাতাং প্রাসাদমূর্দ্ধনি।' (শ্রীধর)

বড়ভি, বড়ভী, বলভি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ হইয়া থাকে। তৃণনির্ম্মিত গৃহের পাইড় প্রভৃতি এবং ছাদের উপরিভাগে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাই চন্দ্রশালা (চিলের ঘর।)

বড়র (বরুড়), দাক্ষিণাত্যবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা জাতকর্ম্মাদি অনেক বিষয়ে হিন্দুপদ্ধতির অনুকরণ বটে, কিন্তু শূকর, ইন্দুর প্রভৃতি ঘৃণিত মাংসও ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গাড়ীবড়র, জাতাবড়র ও মাটীবড়র নামে কয়টী থাক আছে। স্ব স্ব শ্রেণীর বৃত্তি অনুসারে ইহারা এইরূপ সামাজিক আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহারা য়ল্লমা, জনাই, সাতভাই ও ব্যঙ্কোবার পূজা দেয়। বিবাহের পর মারুতিপূজা দিবার বিধি আছে।

বড়বা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ্, ডলয়োরৈক্যাৎ লস্য ড়ত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী সূর্য্যপত্নী। (ভাগবত ৮।১৩।৮) ৩ অশ্বিনী নক্ষত্র। ৪ নারীবিশেষ। ৫ দাসী। ৬ বাসুদেবের স্বনামখ্যাতা পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩) ৭ বাড়বাগ্নি। ৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৩।২২১।২৪) ৯ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮২।৮৮) [পবর্গে বড়বা শব্দ দেখ।]

বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা কৃতঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ॥" (নারদ)

'বড়বা দাসী তল্লোভাদঙ্গীকৃতদাস্যঃ' (দায়ক্রমসংগ্রহ)

কোন কোন স্থানে ইহার 'বড়বাভৃত' ও 'বড়বাহৃত' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থোঽগ্নিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বানল।

বড়বান্ (বাধ্‌বান, বৰ্দ্ধমান) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল। বোম্বে বড়োদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদিয়া বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দ্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

এখানকার সর্দ্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাজকোটের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা-সমাপন করিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৮৬৯২৲ টাকা কর দিতে হয়। তাঁহারা ঝালাবংশীয় রাজপুত, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ৫ শত।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বোম্বে বড়োদা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২২°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪´৩০´´ পূঃ। নগরের দক্ষিণে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ। পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগরটী সুরক্ষিত। এখানে ঘৃত, তূলা, নানারকম শস্য ও দেশী সাবানের বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাস্করগণ শিল্পবিদ্যায় সম্যক্ উন্নত। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত রেলপথের এখানে মিলন হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

৩ কাঠিয়াবাড় এজেন্সীর ইংরাজাবাস। বৰ্দ্ধমান রাজ্যের মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত। এখান হইতে রেলপথ দিয়া বোম্বাই ও আমদাবাদ এবং ভাবনগর ও রাজকোট যাওয়া যায়। পূর্ব্বে বড়বান দরবার হইতে বার্ষিক ২২৫০ টাকা খাজনায় এইস্থান ও ২৫০ টাকা খাজনায় চুদরাজ গিরাসিয়ার অধিকৃত স্থান ভাড়া লইয়া এই রাজ-সদর (Civil Station) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে

জেল, স্কুল, ধর্ম্মশালা, ঔষধালয় ও ঘটিকাস্তম্ভ (Clock-tower) প্রভৃতি শোভিত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। গিয়াসিয়ার ভূমিদানের জন্য ইংরাজরাজ তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগকে রাজ-কুমার কলেজে পাঠের অধিকার দিয়াছেন।

বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বাগ্নি। পর্য্যায়—সলিলেন্ধন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাণিজস্কন্দাগ্নি, তৃণধুক্, কাষ্ঠধুক্, ঔর্ব্ব, বাড়ব। (অমর) ২ লঙ্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্তশি°) ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসারস°)

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটক্যা মুখমাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ-আদিত্বাদচ্। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ।

৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫)

৪ কূর্ম্মের দক্ষিণকুক্ষিস্থ জনপদবিশেষ।

৫ বটিকৌষধ বিশেষ। (রসেন্দ্রসারস°)

বড়বাবক্ত্র (ক্লী) বড়বামুখ, বড়বানল।

বড়বাসুত (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকরূপায়াঃ ত্বষ্টৃসুতায়াঃ সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ। অশ্বিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত, অশ্বিনীকুমার দুইজন।

বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা হৃতঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। বড়বা শব্দে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে আকৃষ্ট হইয়া এই দাসীকে বিবাহ করিয়া তদ্‌গৃহে দাসরূপে অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাহৃত কহে। (মিতাক্ষরা)

বড়বিন্ (ত্রি) বড়বাজাত বা তৎসম্বন্ধীয়।

বড়া (স্ত্রী) বড়-অচ্-টাপ্। বটক, চলিত বড়া।

'কদলেনাথবা তালৈর্যুক্তং যত্তাণ্ডুলং পিড়ং।

পিণ্ডং চূর্ণং বটো বড়া' ইতি (শব্দচ°)

বড়া সুস্বাদু দ্রব্য। তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের গুড়া মিশাইয়া তৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া প্রভৃতি খাদ্য অতি সুস্বাদু।

বড়িকা (স্ত্রী) বটিকা।

বড়িশ (ক্লী) বলিনো মৎস্যান্ শ্যতি নাশয়তি শো-ক, লস্য ডত্বং। ১ মৎস্যধারণার্থ বক্র লৌহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়শী, পর্য্যায়—মৎস্যবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মৎস্যবেধনী, বলিসী, বলিস, বরিশা, বলিশি, মৎস্যভেদন। (জটাধর) ২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বড়িশাকার বেধনযন্ত্রবিশেষ।

বড়ী (দেশজ) ১ ঔষধের বটিকা। ২ খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পাকা চালকুমড়া উত্তমরূপে কুরিয়া তাহা বাটিয়া লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ঠিকুরা বাটিয়া উহা একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ফেনাইয়া বড়ী দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় স্বাদু। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মুলার বড়ী প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

বড়োসক (ক্লী) প্রাচীন স্থানভেদ।

বড়্‌বড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ। পঙ্কে নিমজ্জনকালে যে অব্যক্ত শব্দ উত্থিত হয়।

বড্র (ত্রি) বড়তে ইতি বড় বহুলমন্যত্রাপীতি রক্। বৃহৎ। চলিত বড়। (অমর)

বণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বণতি। লিট্ ববাণ। লুট্ বণিতা। লুঙ্ অবাণীৎ, অবণীৎ। ণিচ্ বাণয়তি। লুঙ্ অবীবণৎ, অববাণৎ।

বণিক্ (পুং) ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্র। যাহারা বাণিজ্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। বাঙ্গালায় গন্ধবণিক্, স্বর্ণবণিক্ কাংস্য-বণিক্ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে শেঠী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক্ জাতির বিবরণ বৈশ্য শব্দে এবং বণিক্‌জাতির শব্দবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।

[বৈশ্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বণিক্‌কর্ম্মন্ (ক্লী) বণিজাং কর্ম্ম। বণিক্‌দিগের ক্রয়বিক্রয়াদি-রূপ কার্য্য।

বণিক্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) বণিজাং ক্রিয়া। বণিক্‌দিগের কার্য্য। (বৃহৎস° ৬৯।২০)

বণিক্‌পথ (পুং) বণিজাং পন্থাঃ। বণিক্‌দিগের পন্থা। নিগম। বিপণি। বাণিজ্য। (জটাধর)

"অচৌরাভূত্তথা ভূমির্যথা রাত্রৌ বণিক্‌পথাঃ।"(রাজতর° ৬।৭)

বণিক্‌ব্রত (ক্লী) বণিকের কার্য্য। ব্যবসায়। বণিগ্‌বৃত্তি।

বণিক্‌সার্থ (পুং) বণিক্‌সমূহ। "বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্‌সার্থোঽর্থপরঃ" (ভাগবত ১৫।১৪।১)

বণিগ্‌জন (পুং) বণিক্‌জাতি।

বণিগ্বন্ধু (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্য বন্ধুর্বর্দ্ধনত্বাৎ। নীলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বণিগ্‌বহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্ বণিজাং বহঃ। উষ্ট্র। (শব্দচ°)

বণিগ্‌ভাব (পুং) বণিজো ভাবঃ। বাণিজ্য, বণিক্‌দিগের ধর্ম্ম। পর্য্যায়—সত্যানৃত, বণিক্‌পথ, বাণিজ্যা, বণিজ্য। (শব্দরত্না°)

বণিগ্‌বৃত্তি (স্ত্রী) বণিজাং বৃত্তিঃ। বণিক্‌দিগের বৃত্তি, বাণিজ্য, বণিক্‌দিগের জীবিকা।

বণিঙ্মার্গ (পুং) বণিজাং মার্গঃ। বাণিজ্য, বিপণি, বণিক্‌পথ।

বণিজ্ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ-

(পণেরাদেশ্চ বঃ। উণ্। ২।৩০) ইতি ইজি পস্য চ বঃ। ক্রয়-বিক্রয়কর্ত্তা, বাণিজ্যকারক। পর্য্যায়—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, বাণিজ, বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রেয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। (শব্দরত্না°) ২ বৈশ্য। (রাজনি°) বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি, এইজন্য ইহাদিগকে বণিজ্ কহে। ৩ করণবিশেষ, বব-বালব প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্ঠকরণ। (বৃহৎস° ৯৯।৭)

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ্ স্বার্থে অণ্, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ বণিক্। ২ বব প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্ঠকরণ। এই করণে বাণিজ্যারম্ভ করিলে শুভ হইয়া থাকে। অন্য শুভকর্ম্মে এই করণ নিষিদ্ধ। বণিজকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ, গুণবান্ এবং বণিক্‌দিগের দ্বারা তাহার অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্ গুণজ্ঞো বণিক্‌জনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্যাৎ।
যস্য প্রসূতৌ বণিজাভিধানং ভাণ্ডপ্রধানং দ্রবিণং হি তস্য॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

বণিজক (পুং) বণিক্। ব্যবসায়ী।

বণিজ্য (ক্লী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা বণিজ্ (দূতবণিগ্‌ভ্যাং। পা ৫।১।১২১) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ। বাণিজ্য, স্ত্রিয়াং টাপ্। বণিজ্যা।

বণ্ট, বিভাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বণ্টয়তি, বণ্টাপয়তি। লুঙ্ অববণ্টৎ।

বণ্ট (পুং) বণ্ট্যতে ইতি বণ্ট-ঘঞ্। ১ ভাগ। ২ দাত্রমুষ্টি। (হেম) বণ্ট-অচ্। ৩ অকৃতোদ্বাহ, অবিবাহিত। (শব্দমালা)

বণ্টক (পুং) বণ্ট এব স্বার্থে কন্। ১ ভাগ। (অমর) বণ্ট-ণ্বুল্। (ত্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগকর্ত্তা।

বণ্টন (ক্লী) বণ্ট-ল্যুট্। বিভাগ।

বণ্টনীয় (ত্রি) বণ্ট-অনীয়র্। বণ্টনের যোগ্য, বিভাগের যোগ্য।

বণ্টিত (ত্রি) বণ্ট-ইতচ্। কৃতবিভাগ, যাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বণ্টাল (পুং) ১ শূরযুদ্ধ। ২ নৌকা। ৩ খনিত্র। (মেদিনী) কোন কোন স্থানে 'বণ্ঠাল' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বণ্ঠ (পুং) বণ্ঠতে ইতি বঠি-অচ্। ১ অকৃতোদ্বাহ, অবিবাহিত। ২ খর্ব্ব। ৩ কুন্তায়ুধ। (মেদিনী)

বণ্ঠর (পুং) ১ স্থগিকারজ্জু। ২ কুকুরের লাঙ্গুল। ৩ করীর কোষ। ৪ তালপল্লব। ৪ পয়োধর। (মেদিনী)

বণ্ঠাল (পুং) [বণ্টাল দেখ]

বণ্ড (পুং) বনতে ইতি বন সম্ভক্তৌ (চমগুাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড। ১ অনাবৃতমেঢ্র। পর্য্যায়—চ্ছন্দর্ম্মা, ছিন্নক, শিপিবিষ্ট। (হেম) বাঁড়া। (ত্রি) ২ হস্তাদিবর্জ্জিত। লাঙ্গুলাদিরহিত, চলিত বেঁড়ে। (মেদিনী) ৩ ধ্বজভঙ্গ। স্ত্রিয়াং টাপ্। অসতী স্ত্রী। পুংশ্চলী।

বৎ (অব্যয়) বাতীতি বা উক্তি। ১ সাম্য। পর্য্যায়—বা, যথা, তথা, এব, এবং। (অমর)

বত (অব্যয়) ১ খেদ। ২ অনুকম্পা।

"ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।" (শকুন্তলা ১ অ°)

৩ সন্তোষ। ৪ বিস্ময়। ৫ আমন্ত্রণ। (অমর)

বতংস (পুং) অবতংসয়তি অবতংস্যতেঽনেন বা ইতি অব-তসি অচ্ ঘঞ্ বা অবস্যাল্লোপঃ। কর্ণপূর, কর্ণভূষণ, কাণের গহনা। ২ শেখর, শিরোভূষণ।

"চলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলিকপোলবিলোকবতংসং।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥"
(গীতগোবিন্দ ২।২)

বতক্ (আরবী) হংসী।

বতণ্ড (পুং) বনতীতি-বন (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইত্যত্র বনতেস্তকারান্তাদেশঃ। ১ মুনিভেদ। (উণাদিকোষ)

বতারীখ্ (আরবী) মাসের অমুক দিন।

বতায়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা।

বতুই (দেশজ) পক্ষিভেদ।

বতু (পুং) ১ দেবনদী। ২ সত্যবাক্। ৩ পন্থা। ৪ অক্ষিরোগ।

বতোকা (স্ত্রী) অবগতং তোকং অপত্যং যস্যাঃ, অবস্যাল্লোপঃ। অবতোকা, যে গাভীর গর্ভস্রাব হইয়াছে।

বত্রিশ (দেশজ) দ্বাত্রিংশৎ, ৩২ সংখ্যা।

বৎস (পুং) বদতীতি বদ (বৃতৃবদিহনি-কমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২) ইতি স। ১ বর্ষ। ২ গোশিশু, চলিত বাছুর। পর্য্যায়—শকৃৎকরি, তর্ণক, দোগ্ধা, দোহক, দোহ, রৌহিণেয়, বাহুলেয়, তন্তভ। সদ্যোজাত বৎসের পর্য্যায়—তর্ণক, তর্ণভ, তন্তভ, কচ। (জটাধর) ৩ পুত্রাদি, চলিত বাছা।

"ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢ়ুমর্হতি।
ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজ॥"
(ভাগবত ৪।৮।১১)

৪ দিবোদাসের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।৫) ৫ দেশভেদ।

"অস্তি বৎস ইতি খ্যাতো দেশো দর্পোপশান্তয়ে।
স্বর্গস্য নির্ম্মিতো ধাত্রা প্রতিমল্ল ইব ক্ষিতৌ॥" (কথাসরিৎসা° ৯।৪)

৬ কংসের অনুচর বৎসাসুর, এই অসুর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়। (ভাগবত ১০স্ক°) ৭ ইন্দ্রযব। (চক্রদত্ত) (ক্লী) ৮ বক্ষস্। (অমর) ৯ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৭।৫০)

বৎস, ১ কুমারসম্ভবটীকারচয়িতা। ২ চরকাধ্বর্য্যুসূত্রপ্রণেতা। হেমাদ্রি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসক (ক্লী) বৎস-সংজ্ঞায়াং ইবার্থে বা কন্। ১ পুষ্পকাসীস। (রাজনি॰) ২ বৎসশব্দার্থ। (পুং) বৎস-কন্। ৩ কুটজ। (অমর) ৪ ইন্দ্রযব। ৫ নির্গুণ্ডী, নিসিন্দা। (বৈদ্যকনি॰)

বৎসকগুড়িকা, ঔষধভেদ। (চিকিৎসা°)

বৎসকণ্টক (পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া।

বৎসকফল (ক্লী) ইন্দ্রযব। (চরক সূ॰ ৪ অ॰)

বৎসকবীজ (ক্লী) বৎসকস্য বীজং। ইন্দ্রযব।

"ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।

চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্॥" (চক্রপাণিস°)

বৎসকামা (স্ত্রী) বৎসং কাময়তে ইতি কম্-অচ্-টাপ্। বৎসাভিলাষিণী গাভী; পর্য্যায়—বৎসলা। (রাজনি॰) ২ পুত্রাদিকামা স্ত্রী, যে স্ত্রী সন্তান কামনা করে।

বৎসগুরু (পুং) পুত্রের আচার্য্য।

বৎসগুরকতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বৎসতন্ত্রী (স্ত্রী) বৎসস্য তন্ত্রী। বৎসবন্ধন রজ্জু, চলিত বাছুর-বাধা দড়ি।

বৎসতর (পুং) প্রথম বয়সের বৎস (বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চেতি। পা ৫।৩।৯১) ইতি ষ্টরচ্। প্রাপ্তদমনকাল গোশিশু, চলিত দোয়ানে বাছুর। পর্য্যায়—দম্য, দুর্দান্ত, গড়ি। (রাজনি॰)

বৎসতরী (স্ত্রী) বৎসতর-ঙীপ্। তিনবৎসর বয়সের স্ত্রীগবী, বৃষোৎসর্গে বৃষপত্নীরূপে কল্পিতা ত্রিহায়ণী গাভী। বৃষোৎসর্গ করিতে হইলে চারিটী বৎসতরীর সহিত একটী বৃষ উৎসর্গ করিতে হয়। এই বৎসতরী উত্তমরূপে অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিতে হয়। তিনবৎসরের কমে বৎসতরী হয় না।

"ত্রিহায়ণীভির্ধন্যাভিঃ সুরূপাভিঃ সুশোভিতঃ।

সর্ব্বোপকরণোপেতঃ সর্ব্বশস্যচয়ো মহান্।

উৎস্রষ্টব্যো বিধানেন শ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনাৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

বৎসত্ব (ক্লী) বৎসস্য ভাবঃ ত্ব। বৎসের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৎসদন্ত (পুং) গোশিশুর দন্তের ন্যায় তীরভেদ।

বৎসদামন্, শূরসেনবংশীয় রাজভেদ। ইঁহার পিতার নাম দেবরাজ ও মাতা যাজ্ঞিকা দেবী।

বৎসনপাৎ (পুং) বভ্রুর বংশধর। (শতপথব্রা॰ ১৪।৫।৫।২২)

বৎসনাভ (পুং) বৎসান্ নভ্যতি হিনস্তীতি নভ হিংসায়াং (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। বিষবৃক্ষবিশেষ, (Aconitum ferox)। স্থাবরবিষভেদ, কন্দবিষ; চলিত—কাঠবিষ বা মিঠেবিষ; হিন্দী—মিঠা; বম্বে—বচনাগ; তামিল—বসনবী। সংস্কৃত পর্য্যায়—অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মারণ, নাগ, স্তোকক, প্রাণহারক, স্থাবরাদি। গুণ—অতিমধুর, উষ্ণ, বাত, কফ, কণ্ঠপীড়া ও সন্নিপাতনাশক, পিত্ত ও সন্তাপবর্দ্ধক। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"সিন্ধুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা।

যঃ পার্শ্বেন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥" (ভাবপ্র॰)

বৎসনাভাখ্য বিষের আকৃতি গোবৎসের ন্যায় এবং বৃক্ষের পত্র সিন্ধুবার (নিসিন্দা) পত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। যে স্থলে বৎসনাভ বিষের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বৰ্দ্ধিত হয় না। এই বিষ শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

শোধনপ্রণালী—বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে ঐ বিষ তিন দিন গোমূত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে উহার ছাল তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত-সর্ষপের তৈল দ্বারা আর্দ্রীকৃত বস্ত্রখণ্ডে তিন দিন বান্ধিয়া রাখিলে বিষ শোধিত হয়।

গুণ—এই বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী ও বিকাশিগুণযুক্ত। অগ্নিগুণবহুল, বায়ু ও কফনাশক, যোগবাহী এবং মত্ততাজনক; কিন্তু বিবেচনার সহিত যথোপযুক্ত স্থলে প্রযোজিত হইলে প্রাণ রক্ষার কারণ হয়। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, বাতঘ্ন, কফাপহারক ও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্র॰)

বৎসনাভ শব্দের ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে।

"চত্বারি বৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।

গ্রীবাস্তম্ভো বৎসনাভে পীতবিণ্মূত্রনেত্রতা॥"

(সুশ্রুত কল্পস্থা° ২অ°)

২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ২৭।৫৭)

বৎসপ (পুং) ১ বৎসপালক। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

"পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।

যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে॥" (ভাগবত ৩।২।২৭)

৩ দানবভেদ। (অথর্ব্ব ৮।৬।১১)

বৎসপতি (পুং) রাজভেদ, বৎসরাজ। (বাসবদত্তা)

বৎসপত্তন (ক্লী) বৎসরাজস্য পত্তনং। ভারতবর্ষের উত্তরস্থ দেশবিশেষ, পর্য্যায়—কৌশাম্বী। (হেম)

বৎসপাল (পুং) বৎসান্ পালয়তীতি বৎস-পালি-অণ্। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব, বৃন্দাবনে গোবৎস পালন করিয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহারা বৎসপাল নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

"এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।

কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥"

(ভাগবত ১০।১১।৩৬)

(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমাত্র। (হরিব° ৬৭।২৪)

বৎসপ্রচেতস্ (ত্রি) পূজাবিষয়ে প্রকৃষ্টমনা। "স্তোতরি প্রকৃষ্ট-জ্ঞানঃ" (ঋক্ ৮।৮।৭ সায়ণ)

বৎসপ্রী (পুং) রাজভেদ, ভলন্দনের পুত্র, অপর নাম বৎসপ্রীতি। ইনি ঋগ্বেদের ৯।৬৮ ও ১০।৪৫,৪৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

"ভলন্দনসুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥" (ভাগবত ৯।২।২৩)

বৎসপ্রীতি (পুং) ১ বৎসপ্রীতি, রাজভেদ। (স্ত্রী) বৎসস্য প্রীতিঃ। ২ বৎসের প্রতি ভালবাসা।

বৎসবন্ধ্যা (স্ত্রী) বদ্ধবৎসা। বৎসাকাঙ্ক্ষী গাভী।

বৎসবালক (পুং) বসুদেবের ভ্রাতা।

বৎসভক্ষক (পুং) বৎসস্য ভক্ষকঃ। ঈহামৃগ, হাঁড়োল, গোবাঘা, ইহারা গোবৎস ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাদিগকে বৎস-ভক্ষক কহে।

বৎসভূমি (স্ত্রী) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত বন ২৫৩।৮) ২ বৎসরাজের পুত্র। (হরিবংশ)

বৎসমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বৎসমুখ (পুং) গোশিশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

বৎসর (পুং) বসন্ত্যস্মিন্ অয়নর্ত্তুমাসপক্ষবারাদয় ইতি, বস নিবাসে (বসেশ্চ। উণ্ ৩।৭১) ইতি সরন, (সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে। পা ৭।৪।৪৯) ইতি সস্য তঃ। দ্বাদশমাসাত্মক বা অয়নদ্বয়াত্মক কাল, ১২ মাসে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সমষ্টিতে এক বৎসর হয়। পর্য্যায়—সংবৎসর, অব্দ, হায়ন, শরৎ, সমা, শবদা, বর্ষ, বরিষ, সংবৎ। (শব্দরত্না°)

মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; সুতরাং সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্রভেদে মাসও চারি প্রকার। ইহার মধ্যে দ্বাদশ সৌর মাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর, কিন্তু মলমাস স্থলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে।

"চান্দ্রবৎসরোঽপি দ্বাদশমাসৈর্ভবতি, মলমাসপাতে তু ত্রয়োদশমাসৈর্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ, ক্বচিৎ ত্রয়োদশমাসাঃ সংবৎসরঃ" (মলমাসতত্ত্ব)

দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর হয় এবং দ্বাদশ সাবন মাসে এক সাবন বৎসর হইয়া থাকে। সূর্য্য যতদিন এক রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। সূর্য্যের রাশিতে অবস্থান জন্য মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস কহে। সাল, শকাব্দা প্রভৃতি সৌরমাসানুসারেই গণনা হইয়া থাকে।

তিথিঘটিত মাসকে চান্দ্রমাস কহে। চান্দ্রমাস মুখ্য ও গৌণ-ভেদে দ্বিবিধ। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর হইয়া থাকে। ২৭টী নক্ষত্রে এক নাক্ষত্র মাস, ইহার দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর হইয়া থাকে। সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও দ্বিবিধ। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ অহোরাত্রে যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস—যেমন ১০ই আশ্বিন হইতে ৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৩০ অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব্ব তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রসাবন মাস, ইহার দ্বাদশ মাসে এক সাবনবৎসর হয়।

[বিশেষ বিবরণ মাস, মলমাস ও ষষ্টিসংবৎসর শব্দে দেখ]

সৌরবৎসর প্রভবাদি ৬০টী নামে বিভক্ত বলিয়া ষষ্টিসংবৎসর নামে অভিহিত।

২ধ্রুবের পুত্র। (ভাগবত৪।১০।১) ৩ মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৩।৫১)

বৎসরাজ (পুং) বৎসদিগের নরপতি।

বৎসরাজ, ১ নির্ণয়দীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হাস্য-চূড়ামণিপ্রহসনপ্রণেতা। ৩ বারাণসীদর্পণ ও তাহার টীকাপ্রণেতা। রামাশ্রমের শিষ্য ও রাঘব ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

বৎসরাজ, ১ চাহমানবংশীয় একজন রাজা। ২ চৌলুক্যবংশীয় লাটদেশাধিপতি। ৩ ককরেড়ীর মহারাণক উপাধিধারী একজন সামন্ত। ৪ মহোদয়রাজভেদ। ৫ চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী। ৬ সিঙ্গররাজ পুত্রভেদ। ইহার অপর নাম লোহড়দেব। ইনি কনোজপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বৎসরাজদেব, একজন প্রাচীন কবি।

বৎসরাদি (পুং) বৎসরের আদি। মার্গশীর্ষ, অগ্রহায়ণ।

বৎসরান্তক (পু) বৎসরস্য অন্তে কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক, যদ্বা বৎসরস্যান্তো নাশো যস্মাৎ। ফাল্গুন মাস। (রাজনি°)

বৎসল (ত্রি) বৎসে পুত্রাদিস্নেহপাত্রে কামোঽস্যাস্তীতি বৎস (বৎসাংসাভ্যাং কামবলে। পা ৫।২।৯৮) ইতি লচ্। ১ স্নেহ-যুক্ত। পর্য্যায়—স্নিগ্ধ। (অমর)

"জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাৎ ভাগবতোদিতম্।

অনুবোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥"(ভাগবত ১।৫।৩০)

বৎসং লাতি গৃহ্লাতীতি লা-ক। ২ বৎসকামুক। (পুং) ৩ শৃঙ্গারাদি দশবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধারণতঃ রস ৯টী স্বীকৃত হইয়াছে। দশটী রস স্বীকার করিলে বৎসল দশম রস হয়। ইহার লক্ষণ—

"স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।

স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাগ্যালম্বনং মতম্ ॥

উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টা বিদ্যাশৌর্য্যোদয়াদয়ঃ।

আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্ ॥

পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

সঞ্চারিণোঽনিষ্টশঙ্কা হর্ষগর্ব্বাদয়ো মতাঃ।
পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ॥" (সাহিত্যদ°৩।২৪১)

যে স্থলে বর্ণনায় অতিশয় চমৎকারিতা হয়, তথায় বৎসলরস হইয়া থাকে। এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা বা স্নেহ; পুত্রাদি ইহার আলম্বন; পুত্রাদির চেষ্টা, বিদ্যা, শৌর্য্য ও দয়াদি উদ্দীপন-ভাব; পুত্রাদিকে আলিঙ্গন, তাহাদিগের অঙ্গসংস্পর্শ, শিরশ্চুম্বন, দর্শন, পুলক, আনন্দ ও বাষ্পাদি ইহার অনুভাব; অনিষ্টশঙ্কা, হর্ষ ও গর্ব্বাদি সঞ্চারিভাব; ইহার বর্ণ পদ্মকোষের ন্যায় এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকমাতা। উদাহরণ—

"যদাহ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়মবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ॥
(সাহিত্যদ° ধৃত রঘুব°) [রসশব্দ দেখ]

বৎসলতা (স্ত্রী) বৎসলস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। বাৎসল্য, বৎসলত্ব, বৎসলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৎসলা (স্ত্রী) বৎসল-টাপ্ বা বৎসং লাতি লা-ক-টাপ্। বৎসকামা গো।

"সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্ব্বলাৎ॥"
(রামায়ণ ২।৪২।৮১)

বৎসবৎ (ত্রি) বৎস অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বৎসযুক্তা গাভী।

"সমেত্য গাবোঽধো-বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়।"
(ভাগবত ১০।১৩।৩১)

বৎসবরদাচার্য্য, প্রপন্নপারিজাতপ্রণেতা।

বৎসবিন্দ (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৎসবৃদ্ধ (পুং) রাজভেদ।

"উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি।" (ভাগ° ৯।১২।৯)

বৎসব্যূহ (পুং) বৎসের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৎসশাল (ত্রি) গোয়াল ঘরে জাত।

বৎসশালা (স্ত্রী) গোয়াল ঘর।

বৎসস্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য কালমাধবীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসা (স্ত্রী) বৎস-টাপ্। বৎসা। (রাজনি°)

বৎসাক্ষী (স্ত্রী) বৎসস্যাক্ষীব গাত্রচিহ্নং যস্যাঃ, ষচ্, সমাসান্তঃ, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গোড়ুম্বা। (জটাধর)

বৎসাজীব (ত্রি) গোবৎস পালনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২ পিঙ্গল ঋষি।

বৎসাদন (পুং) অত্তীতি অদ-ল্যু, বৎসানাং অদনঃ ভক্ষকঃ। বৃক, গোবাঘা। (রাজনি°)

বৎসাদনী (স্ত্রী) বৎসৈরদ্যতে প্রিয়ত্বাদিতি, অদ-ল্যুট্, ঙীপ্। গুড়ূচী। (অমর)

বৎসার (পুং) কাশ্যপের পুত্রভেদ।

বৎসাসুর (পুং) অসুরভেদ, এই অসুর মথুরাপতি কংসের অনুচর ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতেন, তখন এই অসুর বৎসরূপে তথায় অবস্থান করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া এই অসুরকে বধ করেন। (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

বৎসিন্ (ত্রি) ১ বৎসযুক্ত। ২ পুত্রসমন্বিত। ৩ শ্রীকৃষ্ণ।

বৎসিমন্ (ত্রি) বাল্যাবস্থা। যৌবন।

বৎসীয় (ত্রি) বৎস (তস্মৈ হিতং। পা ৫।১।৫) ইতি হিতার্থে ছ। বৎসদিগের হিতকারী। (গোধুক্)

বৎসেশ্বর (পুং) ১ রাজভেদ। (রত্নাবলী) ২ বৈয়াকরণভেদ। ৩ চিকিৎসাসাগরপ্রণেতা।

বৎস্য (ত্রি) বৎসসম্বন্ধীয়।

বথ্সর (পুং) বৈয়াকরণ পৌষ্করসাদির মতে বৎসর শব্দের রূপান্তর। (পাণিনি ৮।৪।৪৮ বার্ত্তিক)

বদ, কথন, উক্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বদতি। লিট্ ববাদ, ঊদতুঃ, ববদিথ। লুট্ বদিতা। ৯ৃট্ বদিষ্যতি। লুঙ্ অবাদীৎ অবাদিষ্টাং, অবাদিষুঃ। সন্ বিবদিষতি। যঙ্ বাবদ্যতে। যঙ্লুক্ বাবত্তি। ণিচ্ বাদয়তি-তে। লুঙ্ অবীবদৎ-ত। নিজন্ত বদধাতু বাদনার্থ।

বোপদেবের মতে, সন্দেশ-বচন ও কথন। দীপ্তি, সান্ত্বন, জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাদ ও প্রার্থনা অর্থ বুঝাইলে বদ ধাতুর আত্মনেপদ হইয়া থাকে।

অনু+বদ=অনুবাদ, সদৃশকথন। অপ+বদ=অপবাদ, অকীর্ত্তি। অভি+বদ+অভিবাদন, প্রণাম। প্রত্যভি+বদ=প্রত্যভিবাদন, প্রতিনমস্কার। পরি+বদ=পরিবাদ, নিন্দা। প্র+বদ=প্রবাদ, জনশ্রুতি। প্রতি+বদ=প্রতিবাদ। সম্+বদ=সংবাদ। বিসম্+বদ=বিসংবাদ। বি+বদ=বিবাদ, কলহ।

বদ (ত্রি) বদতি বক্তীতি বদ-পচাদ্যচ্। বক্তা। (অমর)

বদক (ত্রি) বাক্যকথনশীল। বক্তা।

বদন (ক্লী) বদত্যনেনেতি বদ-করণে ল্যুট্। ১ মুখ, আনন।

"দর্শনবিনীতমনো গৃহিণীহর্ষোল্লসৎকপোলতলং।
চুম্বননিষেধমিষতো বদনং পিদধাতি পাণিভ্যাম্॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ২৭৩)

২ অগ্রভাগ।

"ত্রীণ্যস্থানি জাম্ববদনানি ত্রীণ্যঙ্কুশবদনানি" (সুশ্রুত ১।৭)

বদ-ভাবে ল্যুট্। ৩ কথন।

বদনদস্তুর (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১২)

বদনরোগ (পুং) বদনস্য রোগঃ। মুখরোগ।

বদনশ্যামিকা (স্ত্রী) বদনস্য শ্যামিকা, ৬তৎ। বদনকালিমা। চলিত কথায় মেছতা বলে।

বদনাময় (পুং) বদনস্য আময়ঃ। বদনরোগ।

বদনাম্লতা (স্ত্রী) বদনস্য অম্লতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে মুখ সর্ব্বদা অম্লবৎ হয়। (ভাবপ্র°)

বদনাসব (পুং) বদনস্য আসবঃ। অধরমধু। (ভূরিপ্র°)

বদন্তি[ী] (স্ত্রী) বদ (বেদশ্চ। উণ্ ৩।৫০) ইত্যুজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা ঝিচ্, কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ১ কথা। বদ-ধাতু লট্ অন্তি করিলেও বদন্তি হয়, এই 'বদন্তি' ক্রিয়াপদ। বদ ধাতু শতৃ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয়ে বদন্তী পদ হইয়া থাকে।

"যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।" (মনু ১২।১১৫)

বদন্তিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৫)

বদন্য (ত্রি) বদান্য। (অমরটীকা-সারসুন্দরী)

বদল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুইজন স্বত্বাধিকারিমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ২৫৫০ টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদল্ (আরবী) বিনিময়।

বদলাবদলী (দেশজ) পরস্পরে একের বিনিময়ে অপরটী গ্রহণ। অদলবদল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হাল্লারপ্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। রাজস্ব ২০০০ হাজারটাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ২৪৬ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়। বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গুজরাট্ প্রদেশের মহীকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, ইদর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বদলী নগর একটী বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল।

বদাগরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর, অক্ষা° ১১°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭´১৫´´ পূঃ। ইহা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোন্নুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানকার দুর্গটী কোলত্তিরি (চীবক্কল) রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের কোন রাজা এই দুর্গ কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন, অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়, টিপু ইহাকে বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের প্রধান রাজকার্য্যালয়রূপে পরিণত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই দুর্গ কাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উহা তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামভবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নগর বাণিজ্যপ্রধান।

বদান্য (ত্রি) বদতি সর্ব্বেভ্য এব দাস্যামীতি মনোহরবাক্যমিতি বদ (বদেরান্যঃ। উণ্ ৩।১০৪) ইতি আন্য। বহুপ্রদ, যিনি বহুধন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা।

"গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে
মাভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ॥" (রঘু ৫।২৪)

২ বল্গুবাক্। (অমর) ৩ স্বনামখ্যাত ঋষিবিশেষ।

"নিবেষ্টুকামস্ত পরা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।
ঋষেরথ বদান্যস্য বব্রে কন্যাং মহাত্মনঃ॥"(ভারত ১৩।১৯।১১,

বদাম (ক্লী) ফলবিশেষ, চলিত বাদাম। পর্য্যায়—সুফল, বাতবৈরী, নেত্রোপম। ইহার গুণ—উষ্ণ, সুস্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্র ও শুক্রবর্দ্ধক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে মধুর, বলকারক, উষ্ণ, কন্দনাশক ও রক্তপিত্তরোগনাশক।

বদাল (পুং) বদ-ঘঞর্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি বদ-অল-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত বোয়াল মাছ। এই মৎস্য হব্যকব্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পর্য্যায়—পাঠীন। (ত্রিকা)

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।" (মনু)

বদালক (পুং) বদাল এব স্বার্থে কন্। পাঠীন মৎস্য। (ভূরিপ্র°)

বদাবদ (ত্রি) অত্যন্তং বদতীতি বদ-অচ্, (চরিচলীতি। পা ৩।১।২৩৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতং। বক্তা।

বদাবদিন্ (ত্রি) অত্যন্ত কথনশীল। বহুভাষী।

বদি (অব্য) ১ বহুল দিন শব্দের অপপ্রয়োগ। ২ হিন্দী পঞ্জিকায় কৃষ্ণপক্ষকে বদি বলে, যেমন বৈশাখ বদি।

বদিতব্য (ত্রি) বদ-তব্য। কথনযোগ্য, বক্তব্য।

বদিতৃ (ত্রি) বদ-তৃচ্। বক্তা।

"অপূতায়ৈ বাচঃ বদিতারঃ" (ঐত ব্রা° ৭।২৭)

বদিবাস, প্রাচীন জনপদভেদ।

বদ্বহরী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Limodorum or Geodorum bicolor)

বদ্বো (পারসী) পূতিগন্ধ।

বদ্হাল্ (পারসী) দুরবস্থা।

বধ (পুং) হননমিতি হন-অপ্ বধাদেশঃ। প্রাণবিয়োগজনক ব্যাপার বিশেষ। পর্য্যায়—প্রমাপণ, নিবর্হণ, নিরাকরণ, নিশারণ,

প্রবাসন, পরাসন, নিসূদন, নিহিংসন, নির্বাসন, সংজ্ঞপন, নিগ্রন্থন, অপাসন, নিস্তর্হণ, নিহনন, ক্ষণ, পরিবর্জ্জন, নির্বাপণ, বিশসন, মারণ, প্রতিঘাতন, উদ্বাসন, প্রমথন, ক্রথন, উজ্জাসন, আলম্ভ, পিঞ্জ, বিশর, ঘাত, উন্মন্থ, হিংসা, ঘাতন, বিদারণ, পিঞ্জক, পাত, পরিঘ, পরিঘাতন, কদন, নিবারণ, সমাঘাত, নির্গন্ধন, মারি, মারী, উৎপাত, মারক, মরক, মার, সংঘাত। (শব্দরত্না°)

কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হইয়া থাকে। কিন্তু আততায়ী শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না।

"নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।"

(গীতায় ১।২৬ টীকায় স্বামী)

পারিভাষিক বধ—

"বপনং দ্রবিণাদানং দেশান্নির্যাপনং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥"

(ভারত সৌপ্তিকপ°)

ব্রাহ্মণদিগের মস্তকমুণ্ডন, সমস্তধনগ্রহণ এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিলে, তাহাতেই তাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে পারিভাষিক বধ কহে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তিকে বধ করিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদ এবং স্বর্ণচৌর, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী এবং আত্মঘাতী এই সকল ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাপ হয় না এবং এই বধও পুণ্যপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"একস্য যত্র নিধনে প্রাপ্তে দুষ্টকারিণঃ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥
কনকস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্‌যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥"

(কালিকাপু° ২০ অ°)

একের জন্য বহুকে বধ করিতে নাই, কিন্তু বহুলোকের শান্তির জন্য একজনকে বধ করা যাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না।

"নৈকস্যার্থে বহূন্ হন্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ।
একং হন্যাদ্‌বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে॥"

(বামনপু° ৪৫ অ°)

বধ এবং বন্ধন পূর্ব্বকর্ম্মের বশ্য, অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই বধ ও বন্ধন হইয়া থাকে।

"ন কশ্চিত্তাত কেনাপি বধ্যতে হন্যতেঽপি বা।
বধবন্ধৌ পূর্ব্বকর্ম্মবশ্যৌ নৃপতিনন্দন॥" (বামনপু° ৬২ অ°)

স্মৃতিতে বৈধহিংসা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি করা হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ-হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হইয়া থাকে। যজ্ঞার্থে যে বধ তাহা অবধ।

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ যজ্ঞার্থে পশুঘাতনঃ।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" (স্মৃতি)

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য দুই হইবে, বধজন্য যে পাপ তাহা হইবে এবং যজ্ঞের পূর্ণতাজন্য যে পুণ্য তাহাও হইবে; সুতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে। যজ্ঞপূর্ণ হওয়ায় স্বর্গভোগ এবং পশুবধজন্য পাপভোগ অবশ্যম্ভাবী। তবে যজ্ঞে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ কম, সুতরাং অনেক সুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র কষ্টভোগ করা তত দুঃখজনক নহে। [বিশেষ বিবরণ হিংসা শব্দে দেখ]

অজ্ঞানতঃ গো প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে বধজন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্যস্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বধক (পুং) হন্তীতি হন্-কুন্ (হনো বধশ্চ। উণ্ ২।৩৬) ইতি বধাদেশঃ। ১ বধকর্ত্তা, বধকারী। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি। ৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দস্যু-বৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ছলে ভুলাইয়া অসহায় পথিক অথবা তীর্থযাত্রীদিগকে বধ করে বলিয়া ইহারা বধক নামে পরিচিত; কিন্তু জাতিগত সাদৃশ্যে বাওয়ারিয়া ও বহেলীয়া-দিগের অনুরূপ। সুধু ইহাদের মধ্যে রাজপুতদিগেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানকালে অনেক ধর্ম্মভ্রষ্ট মুসলমানও ইহাদের দল-ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলায় এই দস্যুদিগের বাস আছে। ইংরাজশাসনে ইহারা এক্ষণে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক অথবা বৈরাগীর বেশে তীর্থযাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবশ্যকমত তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদিগের তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করে। এই অবসরে ইহারা দক্ষিণা ও প্রণামীরূপে বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিবার চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে যাত্রীদিগকে ধুতূরা সংযুক্ত প্রসাদ সেবন করাইয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়।

কালীমাতা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা দেবী পূজায় ছাগ বলি দেয়, ছাগমাংস ব্যতীত শৃগাল, খেকশিয়াল ও গোধাদি সরীসৃপমাংস ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, শৃগালমাংস ভক্ষণ করিলে শীতকালের রাত্রিতে বিচরণ

কালে শৈত্য স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা রাজনিয়মের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গোপনে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। ডাকাতী করিতে যাইবার পূর্ব্বে ইহারা কালীমাতার পূজা করে, এবং লুণ্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক বালিকাকে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

বধকর্ম্মন্ (ক্লী) বধ এব কর্ম্ম। প্রাণবিয়োগফলক-ব্যাপার, যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্ম্ম কহে। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—দভ্নোতি, শ্নথতি, ধ্বরতি, ধূর্ব্বতি, বৃণক্তি, বৃশ্চতি, কৃণতি, ক্লন্দতি, শ্বসিতি, নভতে, অর্দ্দয়তি, স্তৃণাতি, স্নেহয়তি, যাতয়তি, স্ফুরতি, স্ফুলতি, নিপযস্ত, অবতিরতি, বিয়াত, আতিরৎ, তলিঠৎ, আখণ্ডল, দ্রুণাতি, রম্নাতি, শৃণাতি, শম্নাতি, তৃণেল্হি, তাল্হি, নিতোশতে, নিবর্হয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি। (বেদনি° ২।১৯)

বধকর্ম্মাধিকারিন্ (পুং) জহ্লাদ। রাজনিযুক্ত প্রাণহন্তৃ।

বধকাম্যা (স্ত্রী) বধকামনা। (মনু ৪।১৬৫)

বধজীবিন্ (ত্রি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি জীব-ণিনি। যাহারা প্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, ঘাতুক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।১৬৪)

বধত্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বধ (অমি-নক্ষি-যজিবধি-পতিভ্যোঽত্রন্। উণ্ ৩।১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অস্ত্র। (উজ্জ্বল) ২ নাশ হইতে ত্রাণকারী।

বধদণ্ড (পুং) বধ এব দণ্ডঃ। বধরূপ দণ্ড, প্রাণনাশদণ্ড। (মনু ৮।১২৯)

বধনির্ণেক (পুং) নরহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বধভূমি (স্ত্রী) বধস্য ভূমিঃ। বধ্যস্থান, যে স্থলে প্রাণবধ হয়।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্য বা স্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধস্থল, চলিত মশান। পর্য্যায়—আঘাত, প্রঘাত, বধস্থান, আঘাতন। (হারাব°)

বধস্ন (ত্রি) ১ নাশকারী অস্ত্র। ২ ইন্দ্রের বজ্র।

বধস্নু (ত্রি) ক্ষয়কারী অস্ত্রধারী। 'প্রহারেণ প্রস্রবণশীলঃ' (সায়ণ)

বধা (অব্য) বদ্ধা শব্দার্থ।

বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ বন্ধনমেবাঙ্গং যস্য, ততঃ কন্। কারাবেশ্ম, কারাগার। (ত্রিকা°)

বধার্হ (ত্রি) বধং অর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধ্য, হননযোগ্য।

"বধার্হঃ সুবর্ণশতং দমং দাপ্যস্তু পুরুষঃ।" (বৃহস্পতি)

বধিত্র (ক্লী) বধ (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) ইতি ইত্র। মন্মথ। (উজ্জ্বল)

বধিন্ (ত্রি) প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো বধঃ সনিষ্পাদ্যত্ব-নিরূপিত-নিষ্পাদকত্বে নাস্ত্যস্যেতি বধ-ইনি। বধকর্ত্তা, বধকারী, বধপ্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তক এই পঞ্চজন বধের পাপভাগী হইয়া থাকে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বধীপুর, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৮।৬৫১)

বধু (স্ত্রী) বধূ।

বধুকা (স্ত্রী) ১ পুত্রবধূ। ২ নবপরিণীতা পত্নী। ৩ রমণীমাত্র।

বধুটী (স্ত্রী) বধূটী। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা।

বধূ (স্ত্রী) বধ্নাতি প্রেম্না বন্ধ-উ-নলোপশ্চ, যদ্বা—বহতি সংসারভারং উহ্যতে ভর্ত্রাদিভিরিতি বা বহ (বহের্ধশ্চ। উণ্ ১।৮৫) ইতি উ ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ স্নুষা। ৩ নবোঢ়া। ৪ ভার্য্যা। (মেদিনী) ৫ শারিবৌষধি। ৬ শটী। ৭ পৃক্কা। (অমর)

বধূকাল (পুং) বালিকার বিবাহযোগ্য কাল।

বধূগৃহপ্রবেশ (পুং) দ্বিরাগমন। কন্যার স্বামীগৃহে আগমনকালীন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবিশেষ।

বধূজন (পুং) বধ্বেব জনঃ। যোষিৎ। (ত্রিকা°)

"ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠোঽপি মুখারবিন্দৈ
র্বধূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার।" (মাঘ ৩।৫২)

বধূটশয়ন (ক্লী) বধূটীনাং শয়নমিব, পৃষোদরাদিকারস্যাকারঃ। গবাক্ষ, জানালা।

'বাতায়নং গবাক্ষঃ স্যাৎ বধূটশয়নং তথা।' (ত্রিকা°)

বধূটী (স্ত্রী) অল্পবয়স্কা বধূঃ অল্পার্থে টি, পক্ষে ঙীষ্, যদ্বা বধূ 'বয়স্য চরম্ ইতি বাচ্যং' (পা ৪।১।২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীপ্। ১ পুত্রভার্য্যা। ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্পাবধূ।

"নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥" (ভাষাপরি°)

বধূদর্শ (ত্রি) বধূদর্শন। পুত্রবধূর মুখসন্দর্শন।

বধূপথ (পুং) বধূর কর্ত্তব্য।

বধূমৎ (ত্রি) ১ পত্নীযুক্ত। ২ লাগামযুক্ত পশুসম্বলিত। ৩ জলশূন্য স্থানের উপযোগী স্ত্রীপশুযুক্ত। সাজ দিবার উপযুক্ত (পশু)।

বধূয়ু (ত্রি) ১ যে পত্নীকে ভালবাসে। ২ বিবাহেচ্ছু। ৩ স্ত্রীকামী।

বধূবস্ত্র (ক্লী) বিবাহকালে কন্যার পরিধেয় বস্ত্র।

বধূসরা (ত্রি) নদীভেদ। ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুজলে এই নদী উদ্ভূত হইয়াছিল।

বধৈষিন্ (ত্রি) হননেচ্ছু।

বধোদর্ক (ত্রি) মরণকারী। বধকর।

বধোদ্যত (ত্রি) বধায় উদ্যতঃ। বধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত, অপরকে বধ করিবার জন্য উদ্যত। পর্য্যায়—সন্নদ্ধ, আততায়ী। (অমর)

বধোপায় (পুং) বধস্য উপায়ঃ। বধের উপায়।

"হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ।" (মনু ৯।২৪৮)

বধ্ৰ (ক্লী) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপৰ্ব্ব)

বধ্য (ত্রি) বধমৰ্হতীতি বধ-যৎ। বধার্হ, বধের উপযুক্ত। পর্য্যায়—শীর্ষচ্ছেদ্য। (অমর)

"গোব্রাহ্মণং বৃদ্ধমথাপি সুতং বালং স্ববন্ধুং ললনাং সুহৃষ্টাম্,
কৃতাপরাধানপি নৈব বধ্যাদাচার্য্যমুখ্যা গুরবস্তথৈব।"
(বামনপু° ৫৫ অ°)

বধ্যঘ্ন (ত্রি) বধ্যং হন্তি হন-ক। বধ্য-ঘাতক, যিনি বধ্য ব্যক্তিকে হনন করেন।

বধ্যতা (স্ত্রী) বধ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বধ্যত্ব, বধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম। বধ, হনন।

বধ্যপটহ (পুং) বধকালে যে ঢক্কা নিনাদিত হয়।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং বন্ধনস্থানং কারাগারং পালয়তীতি বধ্য-পাল-অণ্। কারাগৃহ-রক্ষক।

"স্বাধ্বী বিক্রয়কৃদ্বধ্যপালঃ কেশরিবিক্রয়ী।
তপ্তলোহে তু পচ্যন্তে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ২।৬।১১)

বধ্যভূ (স্ত্রী) বধ্যস্য ভূঃ। বধ্যভূমি, বধ্যস্থান, যে স্থলে বধ হয়। বধমঞ্চ।

বধ্যমালা (স্ত্রী) বধকালে অপরাধীর গলে যে মাল্য অর্পণ করা যায়।

বধ্যশিলা (স্ত্রী) যে প্রস্তরে প্রাণিহত্যা করা হয়।

বধ্যস্থান (ক্লী) বধ্যস্য স্থানং। বধস্থান।

বধ্যা (স্ত্রী) বধযোগ্যা। বধ।

বধ্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ (সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। সীসক। (অমর)

বধ্রক (পুং) সীসক।

বধ্রি (ত্রি) ছিন্নমুষ্ক, চলিত খাসী।

বধ্রিকা (পুং) খোজা বা ছিন্নমুষ্ক পুরুষ। (পা° ১।২।৫২ বার্ত্তিক৩)

বধ্রিমৎ (ত্রি) ছিন্নমুষ্কশালী। যে স্ত্রীলোকের স্বামী ধ্বজভঙ্গ-রোগগ্রস্ত অথবা রমণাক্ষম এরূপ রমণী বধ্রিমতী পদবাচ্য।

বধ্রিবাচ্ (ত্রি) ১ জল্পক। বৃথা বাক্যব্যয়ী।

বধ্র্যশ্ব (পুং) ১ আক্তা করা ঘোটক। ২ বধ্র্যশ্বের বংশপরম্পরা। শেষোক্ত অর্থে ইহার প্রয়োগ বহুবচনান্ত।

বন, ১ সংভক্তি, সেবা। ২ শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বনতি। লিট্ ববান। লুঙ্ অবানীৎ। বন—১ ব্যাপৃতি। ২ হিংসা। এই অর্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ°। ণিচ্ বনয়তি। লুঙ্ অবীবনৎ। বনু বন ধাতু—প্রার্থনা। তনাদি° আত্মনে° দ্বিক° সেট্। লট্ বনুতে। লিট্ ববনে। লুট্ বনিতা। লুঙ্ অবনিষ্ট।

বন (ক্লী স্ত্রী) বনতীতি বন-অচ্ বা বন্যতে সেব্যতে ইতি বন-ঘ; (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ১ বহুবৃক্ষসমন্বিত স্থান।

"পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ।" (মনু ৮।৩৫৬)

বন-স্ত্রীত্বে ঙীপ্। পুষ্পধন্বা, যথা,—

"কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্বা
ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।
কেলীবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জু-
র্দূরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য" (সাহিত্যদ°)

পর্য্যায়—অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দব, অটবি, ভীরুক, ঝাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিরু, কান্তার।

গৃহে কিংবা গৃহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—আবাস স্থলের মধ্যে সুন্দর তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উহাতে হরিভক্তি, পুণ্য ও ধন পুত্র লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দর্শনে স্বর্ণদানের ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন গৃহের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা এই সকল সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন প্রস্তুত করা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর।

বরাহপুরাণে মথুরাস্থ দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যকবন, বহুলবন, ভদ্রবন, খাদিরবন, মহাবন, লোহজ ধবলবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন।

[এই সকল পুণ্য বন দর্শন, বিচরণ ও তথায় স্নান জন্য ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ মথুরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বনবিশেষে মৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের অরণ্যোষরপ্রশংসায় বলা হইয়াছে,—সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, উপলাবৃত, জম্বুমার্গ ও হিমবাস প্রভৃতি নয়টী বনে বা অরণ্যে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, সে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ, গজযূথ, সিংহাদি হিংস্রজন্তু, দ্রুমশ্রেণী, শুক, কাক, কপোত প্রভৃতি পক্ষী এবং ভিল্ল, ভল্ল ও দাবাগ্নি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন।

উদ্যান সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিষয় যথা—সরণি, সর্ব্বফলপুষ্পযুত তরু, লতা, পিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাপী ও পান্থশালা প্রভৃতি।

"উদ্যানে সরণিঃ সর্ব্বফলপুষ্পলতাক্রমাঃ।
পিকালিকেকিহংসাদ্যাঃ ক্রীড়াবাপ্যধ্বগস্থিতিঃ।" (কবিকল্পলতা)

২ জল। "বনমুচে নমুচেররয়ে শিরঃ" (রঘু ৯।২২ ৪ আলয়। ৫ চমসাখ্য যজ্ঞপাত্র ভেদ। "অধ্বর্য্যবঃ কর্ত্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্বম্।" (ঋক্ ২।১৪।৯) 'বনে সম্ভজনীয়ে বন উদকে নিপূতমাপ্যায়নেন শোধিতং সোমমুন্নয়ধ্বমূর্দ্ধং নয়ত। যদ্বা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপূতং দশাপবিত্রেণ শোধিতং সোমং বনে চমসে উন্নয়ধ্বং।' (সায়ণ)

৬ প্রস্রবণ। (হেমচন্দ্র) বন ষণ সম্ভক্তৌ ভ্বাদিং পরস্মৈং বন্যতে সেব্যতে শীতাদিবারণায়, যদ্বা বনতি হিংসার্থঃ বন্যতে হিংস্যতেঽনেন তমঃ অথবা বনু যাচনে তনাদি আত্মনেং বন্যতে যাচ্যতে বৃষ্টিপ্রদানায়, কিংবা বন শব্দে ভ্বাং পব বন্যতে শব্দ্যতে স্তূয়তে স্তোতৃভিরিতি পুংসি সংজ্ঞায়াং বন-ঘ। ৭ রশ্মি। (নিঘণ্টু ১।৫।৮) (পুং) ৮ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বিশেষের উপাধি। যে সন্ন্যাসী আশাপাশ বিমুক্ত হইয়া সুরম্য নির্ঝরের নিকট বনে বাস করেন, তাঁহাকে বন বলা যায়।

"সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥"
(প্রাণতোষিণী অবধূতপ্রকরণ)

৯ স্তবক। ১০ কুসুম।

বনআচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনআদা (দেশজ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা।

বনওকড়া (দেশজ) ওকড়াভেদ।

বনকচু (পুং) কচুভেদ, বুনো কচু, ইহা মানকচু হইতে ভিন্ন জাতি। এই কচুর শাক খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কচু খাওয়া যায় না।

বনকণা (স্ত্রী) বনপিপ্পলী। (বৈদ্যকনিং)

বনকণ্ডুল (পুং) মধুর শূরণ, উত্তম ওল। (বৈদ্যকনিং)

বনকদলী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কদলী। কাষ্ঠকদলী, বুনোকলা।

বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ। বনশূরণ, বুনো ওল। শ্বেতশূরণ। ধরণীকন্দ। (রাজনিং)

বনকপীবৎ (পুং) পুলহের পুত্রভেদ।

বনকরিন্ (পুং) বনহস্তী।

বনকর্কটী (স্ত্রী) আরণ্যকর্কটী, বনকাঁকড়ী। (রসেন্দ্রসারসং)

বনকর্কোট (পুং) অরণ্যকর্কটিকা, চলিত কাঁকরোল।

বনকর্ণিকা (স্ত্রী) সল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং)

বনকাম (ত্রি) বনভ্রমণেচ্ছু।

বনকার্পাসী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কার্পাসী। বনোদ্ভব কার্পাস। পর্য্যায়—ত্রিপর্ণা, ভারদ্বাজী, বনোদ্ভবা। (রত্নমালা)

বনকুঁচ (দেশজ) কুচভেদ, বুনোকুঁচ।

বনকুক্কুট (পুং) বন-তাম্রচূড়, বুনো কুক্‌ড়া।

বনকুঞ্জর (পুং) হস্তিভেদ, বুনো হাতী।

বনকোকিলক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার সপ্তম, ষষ্ঠ এবং চতুর্থ অক্ষরে যতি। এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দঃ কোকিলক নামেও প্রসিদ্ধ।

ইহার উদাহরণ—

"লসদরুণেক্ষণং মধুরভাষণমোদকরং
মধুসময়াগমে সরলকেলিভিরুল্লসিতম্।
অতিললিতদ্যুতিং রবিসুতা বনকোকিলকং
নমু কলয়ামি তং সখি! সদা হৃদি নন্দসুতম্॥" (ছন্দোমং)

ইহার লক্ষণ—

"হয়-ঋতু-সাগরৈর্যতিযুতং যদি কোকিলকং" (ছন্দোমঞ্জরী)

বনকুণ্ডলিন্ (পুং) বনশূরণ, বুনো ওল। (বৈদ্যকনিং)

বনকেন্দ্রাণী (স্ত্রী) শ্বেতনির্গুণ্ডী, শ্বেতনিসিন্দা। (বৈদ্যকনিং)

বনকোদ্রব (পুং) বনজ কোদ্রবধান্য, বুনো কদোধান। (ভাবপ্রং)

বনকোলি (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কোলিঃ। বনজ বদরী, বুনো কুল। পর্য্যায়—কর্কশিকা, ফলকর্কশা।

বনক্রক্ষ (ত্রি) ১ সোমপাত্রের বুদ্বুদোদ্গমন। ২ বিভিন্ন কাষ্ঠ কাষ্ঠপাত্রে স্থাপিত। 'কাষ্ঠেষু পাত্রেষু বিপ্রকীর্ণং বদ্বা উদকানামর্ষকং' (ঋক্ ৯।১০৮।৭ সায়ণ)

বনক্রীড়া (স্ত্রী) বনে ক্রীড়া। বনকেলি, বনে যে খেলা করা যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে।

বনখণ্ড (ক্লী) বনবিশেষ। একটী বন।

বনগ (ত্রি) বনং গচ্ছতি গম-ড। বনগামী।

বনগজ (পুং) বনোদ্ভবঃ গজঃ। বনহস্তী।

বনগব (পুং) বনগো, গবয়।

বনগরু (দেশজ) গবয়।

বনগহন (ক্লী) গভীর বন।

বনগুপ্ত (পুং) গুপ্তচর।

বনগুল্ম (পুং) বনজাত গুল্ম।

বনগো (স্ত্রী) বনস্থ গৌঃ। গবয়। (রাজনিং)

বনগোচর (পুং) বনং গোচরো দেশো যস্য। ১ ব্যাধ। বনং জলং গোচরো নিবাসস্থানং যস্য। ২ নারায়ণ। (ভাগং২।১৮।৩টীকায় স্বামী) (ত্রি) ৩ জলচর।

"মুক্তস্তমক্ষা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ।" (ভাগং ৩।১৮।২)

৪ কাননবিহারী। (মনু ৮।২৫৯)

বনঘোলী (স্ত্রী) অরণ্যঘোলী।

বনঙ্করণ (ক্লী) শরীরের অংশবিশেষ। সায়ণাচার্য্যের মতে, "বনং উদকং ক্রিয়তে বিসৃজতে যেন" এই অর্থে জলকারী মেঘাদি বুঝায়।

বনচন্দন (ক্লী) বনজাতং চন্দনং। ১ অগুরু। ২ দেবদারু। (বিশ্ব)

বনচন্দ্রিকা (স্ত্রী) বনে চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব। মল্লিকা। (রাজনি°)

বনচম্পক (পুং) বনজাতশ্চম্পকঃ। বনজ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ। পর্য্যায়—বনদীপ, হেমাহ্ব, সুকুমার। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, ব্রণরোপণ ও বয়ঃস্তম্ভকারক।

বনচর (ত্রি) বনে চরতীতি বন-চর-ট। ১ বনচারী, বনেচর। ২ শরভ নামক অষ্টপদী বনজন্তুবিশেষ।

বনচর্য্যা (স্ত্রী) ১ বনচারী। ২ বনবাসী।

বনচারিন্ (ত্রি) বনে চরতীতি চর-ণিনি। বনে বিচরণকারী, বনেচর।

বনচাঁড়াল (দেশজ) গুল্মভেদ (Hedysarum gyrans)।

বনচাঁদড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Flagellaria Indica)। অপর নাম বনচান্দ্র।

বনচালিতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনছাগ (পুং) বনস্থ ছাগঃ। অরণ্যছাগল। পর্য্যায়—এড়ক, শিশুবাহ্বক। (ত্রিকা°) বনে ছাগ ইব। ২ শূকর। (শব্দমালা)

বনছিদ্ (ত্রি) বনকর্ত্তনকারী মাত্র। (পুং) কাঠুরিয়া।

বনচ্ছেদ (পুং) কাষ্ঠকর্ত্তন।

বনজ (ক্লী) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ অম্বুজ:

"দীর্ঘেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডপেষু
নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ! বনায়ুদেশ্যাঃ।
বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি
লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ॥" (রঘু ৫।৭৩)

(ত্রি) ২ বনজাত, বনোদ্ভবমাত্র, বনে যাহা উৎপন্ন হয়। (পুং) ৩ মুস্তক। (মেদিনী) ৪ গজ। (বিশ্ব) ৫ বনশূরণ, বুনোওল। ৬ তুম্বুরুফল। (রাজনি°) ৭ বনবীজপূরক, বুনো লেবু। ৮ বনতিলক। ৯ বনকুলথ। (বৈদ্যকনি°)

বনজতাম্রচূড় (পুং) বনকুক্কুট, বুনো কুকড়া।

বনজমূর্দ্ধজা (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। চলিত কাঁকড়া শৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°) পুস্তকান্তরে 'বনমূর্দ্ধজা' পাঠও দেখা যায়।

বনজলপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনজবৃত্তিকা (স্ত্রী) হ্রস্বমেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

বনজা (স্ত্রী) বনে জায়তে ইতি জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মুদ্গপর্ণী। ২ অরণ্যকার্পাসী। ৩ নির্গুণ্ডী, চলিত নিসিন্দা। ৪ শ্বেতকণ্টকারী। ৫ বনতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত বনপুঁই। ৭ অশ্বগন্ধা। ৮ গন্ধপত্রা। ৯ মিশ্রেয়া, চলিত মউরি। ১০ ঐন্দ্র। (রাজনি°)

বনজার, ভারতবাসী পণ্যজীবি-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আরিয়ান্ (India, xi.) এই জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দশকুমারচরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্গণ বাণিজ্ বা বাণিজ্যকার হইতে অপভ্রংশে বণিজার বা বনজার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ট্ সাহেব পারসী "বীরঞ্জার" অর্থাৎ ধান্যবাহী অর্থ হইতে এইরূপ নামকরণ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি এই শব্দনিদর্শন হইতে ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংস্রবের সূচনা মীমাংসা করিয়া যান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি বলেন, হিন্দি বন্-জ্বালনা বা বন্ঝারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব "বন্জার" শব্দের বুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই জাতির নামোৎপত্তিপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ সিদ্ধান্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে। দাক্ষিণাত্যবাসী বনজারগণের মধ্যে মাথুরিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটী শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাদিগকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। মাথুরিয়া শ্রেণী মথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অধিক সম্ভব, রাজপুত চারণগণ তীর্থযাত্রা উদ্দেশে এবং লবাণেরা লবণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সবর্ণা কন্যার অভাবে অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মূল জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহারা সকলেই শিখগুরু নানককে ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দিল্লীর সম্রাট্গণের দাক্ষিণাত্য-বিজয়প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে রাজাদেশে রসদ লইয়া বন্জারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর বাদশাহের ঢোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদিগের উপনিবেশ ঘটে। চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহারা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি আসফ্জাহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। ঐ সময়ে তাহাদের স্বশ্রেণীর ভঙ্গী ও জঙ্গী নায়কেরা এখানে আসে। আসফ্জাহ্ তাহাদের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাম্রপত্রে

স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইরূপ লিপি আছে :—

"রঞ্জন কা পানি, ছাপ্পর কা ঘাস।
দিন কা তিন খুন মু'য়াফ্।
আউর জহান আসফ্ জান্ কি ঘোড়ে
বাহন ভঙ্গি ঝঙ্গী কা বএল্।"

ঐ ভঙ্গী বংশধরগণের নিকট অদ্যাপি এই ছাড় পত্র আছে। হায়দরাবাদের নিজাম তাহা দেখিয়া তাহাদের খেলাত দিয়াছিলেন।

ইহারা যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। ভূত তাড়াইবার জন্য ইহারা নানা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। জ্বর, বাতব্যাধি ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ ইহারা ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী ধরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে, ইহারা তাহাকে বন মধ্যে লইয়া মারিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ইহারা সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। বালাজী, মহাকালী (মরিয়াই), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভুখিয়া ও সতীমূর্ত্তি ইহাদের প্রধান উপাস্য, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি ছোট খাট ঠাকুরও ইহারা ভক্তিসহকারে পূজা করে। দস্যু-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহারা স্ব স্ব উপনিবেশের পার্শ্বস্থ মিঠু ভুখিয়ার মন্দিরে গমন করে। দস্যুতায় লিপ্ত হইবার পূর্ব্বসন্ধ্যা ভিন্ন ঐ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে ইহারা দস্যুপতি মিঠুর পূজা দিয়া একটী সতীমূর্ত্তি আনয়ন করে এবং একটী ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া বর্ত্তিকালোকে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যদি ঐ বর্ত্তিকায় শুভ লক্ষণ প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ইহারা সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সম্মুখস্থ পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক অভীষ্ট পথে যাত্রা করে। লুণ্ঠনকালে ইহারা কোন কথা কহে না, ইহাদের সংস্কার, যদি কেহ ভুলিয়া পথিমধ্যে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রায় শুভ হইবে না জানিয়া ইহারা পুনরায় মিঠু-ভুখিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় এবং পুনরায় প্রদীপালোকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া লুণ্ঠনে বহির্গত হইয়া থাকে। পথে হাঁচি পড়িলেও ইহারা কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে মনে করে।

কাহারও পীড়া হইলে ইহারা বালাজীর নামে উৎসর্গীকৃত হটাদিয়া (হট্ট-আঢ্য) নামক বৃষের পূজা দিয়া থাকে। এই বৃষের উপর কেহ কখন কোনরূপ বোঝা চাপায় না, বরং লাল কাপড় ও কড়ির গহনা পরাইয়া সজ্জিত রাখে। ইহারা গুরু নানককে ধর্ম্মজগতের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্ব্বাধারত্ব স্বীকার করিয়া থাকে।

যুক্তপ্রদেশবাসী বন্‌জারদিগের মধ্যে চৌহান, বহুরূপ, গৌড়, যাদব, পণবার, রাঠোর ও তুর্খার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। বহুরূপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোপাধিগুলিই ইহাদের রাজপুত জাতিত্বের পরিচারক। কিংবদন্তী এই যে, ইহারা একসময়ে অযোধ্যা ও হিমালয় সন্নিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বরেল্লী হইতে জঙ্ঘার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পাঠানসর্দ্দার রসুল খাঁ বরাইচ জেলার নানপাড়া পরগণা হইতে এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে চাকলাদার হকিম্ মেহেন্দী সিজোলী পরগণা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খেরী জেলার জাঙ্গে রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বন্‌জারদিগের নিকট হইতে খয়রাগড় প্রাপ্ত হন শাহরানপুর জেলার দেওবাঁধ নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

হার্দোই জেলার গোপামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী বন্‌জারেরা বলে যে, তাহারা মুসলমান সাধু সৈয়দ সালরের বংশধর, আবার মান্দ্রাজবাসী বন্‌জারগণের মুখে শুনা যায় যে, তাহারা রামানুচর বানরপতি সুগ্রীবের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বন্‌জার কোন একটী বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞা নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি বা বংশের ব্যক্তিবর্গ স্থানান্তরে প্রবাসী হইয়া ইহাদের বৃত্তি অবলম্বন করায় বনজার নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ দস্যুবৃত্তি বা শস্যবাণিজ্য হেতু বন্‌জার শ্রেণীভুক্ত হইলেও বর্ত্তমান জাতীয় পেষা অনুসারে মুজঃফরনগরবাসী বন্‌জারদিগের মধ্যে এইরূপে ধানকুটা, লবাণ, নন্দবংশী, জাট, ভুখিয়া গুয়াল, কোটবার, গৌড়, কোড়া ও মুজহর প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

পশ্চিম প্রদেশের বন্‌জারগণ সাধারণতঃ পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে তুর্কিয়া বা মুসলমান শ্রেণীতে ৩৬টী গোত্র প্রচলিত আছে, যথা—তোমর, চৌহান, গহলোত, দিলবারী, আল্‌বী, কনোঠী, বুড়কী, তুর্কি, শেখ, নাথমীর, অযবান্, বদন, চকিরাহ, বহরারী, পদড়, কণিকে, ঘাড়ে, চন্দোল, তেলী, চরকা, ধঙ্গগিয়া, ধানকিকা, গঙ্গী, তিতর, হিন্দিয়া, রাহ, মরোথিয়া, খাখর, কড়েয়া, বহলীম, ভট্টি, বন্ধারী, বরগঙ্গা, আগিয়া ও খিলর্জী। ইহারা রোস্তম খাঁর অধীন মুলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং তৎপরে বিলাসপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

বৈদ-বন্‌জারগণ ভাট্‌নের হইতে আসিয়াছে। ইহাদের সর্দ্দারের নাম দুলহা। ঝলোই, তওার, হতাব, কপাহী, দণ্ডেখি, কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহ্‌লীম নামে ১১টী গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। লবাণ (লবণবাহী) বন্‌জারগণ আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে

এবং সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময়ে রণস্তম্ভগড় হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যেও ১১টী গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী।

মুকেরী বন্‌জারগণ বলে যে, মক্কায় তাহাদের এক নায়কের তাণ্ডা (শিবির) ছিল। তথা হইতে ঐ বংশ ঝাঝর নগরে আসিয়া বাস করিলে তাহারা সাধারণে মক্কাই বা মুকেরী নামে পরিচিত হয়। এই কথা সমর্থনের জন্য তাহারা অত্যদ্ভুত উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছে। সে যাহাই হউক, তাহাদের কুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা উক্ত উভয় জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বংশাখ্যা প্রচলিত দেখা যায়, যথা—অঘবান্, মোগল, মোখর, চৌহান, সিম্‌লী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চতকিয়া চৌহান, তান্‌হর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, ঘোড়ী, ঘোড়ীবাল, বঞ্জারোয়া, কাষ্ঠিয়া ও বহ্‌লীম।

বহুরূপ বনজারগণ সাধারণতঃ হিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। মুসলমান শ্রেণীর ন্যায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থাশ্রমাচারী নহে। ইহাদের মধ্যে রাঠোর, চৌহান, পণবার, তোমর ও ভুর্ত্তিয়া নামে কয়টী বংশবিভাগ দেখা যায়। ঐ সকল বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। রাঠোর বংশের মধ্যে মুছারী, বাহুকী, মুর্হাবৎ ও পণোত নামে চারিটী থাক আছে, তন্মধ্যে মুছারীতে ৫২টী, বাহুকীতে ২৭টী, মুর্হাবতে ৫৬টী এবং পণোতে ২৩টী গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহানদিগের মধ্যে ৪২ টী গোত্র বিদ্যমান, ইহারা মৈনপুরী হইতে এদেশে আসিয়াছে। ভুর্ত্তিয়াগণ গৌড়ব্রাহ্মণের সন্তান। চিতোর রাজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেথান হইতে ইহারা দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫২টী গোত্র প্রচলিত। পণবারগণ দিল্লীবাসী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ২০টী গোত্র আছে।

এই বহুরূপ বনজারগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় সগোত্রে বিবাহ দেয় না। নাট জাতির কন্যাগ্রহণ করে বটে, কিন্তু আপনাদের কন্যা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা নায়ক বনজারগণ এই জাতিভুক্ত হইলেও সামাজিকতায় সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই সংখ্যা অধিক। গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনাদিগকে সনাঢ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের আদিবাস ছিল বলিয়া জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। সমাজে ইহাদের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পিতাকে একটী জাতীয় ভোজ দিতে হয় এবং কন্যাকে সত্যনারায়ণের কথা শুনাইয়া পবিত্র করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের সময় বরের পিতার হস্তে কন্যার পিতার "তিলকদান" স্বরূপ কিছু টাকা দিবার বিধি আছে, পঞ্চায়তের বিচারে সকলেই ব্যভিচারিণী পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নাই বলিয়া ঐ রমণী আর স্বজাতি-সমাজে পরিণীতা হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংস্কার তাহারা যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে। শবদেহ দাহ ও অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করে। সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল কার্য্যে ইহাদের যাজকতা করিয়া থাকে।

বিবাহকালে ইহারা উপর্য্যুপরি ৪টী করিয়া সাত থাক ঘড়া সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে দুটী মুষল ও একটী জলের কলস রাখিয়া দেয়। ইহার সম্মুখে মৃত্তিকালিপ্ত স্থানে চৌকা কাটিয়া পুরোহিত হোম করে। তদনন্তর সেই নবদম্পতী গাঁইট ছড়া বাঁধিয়া সেই মুষলের চারিদিকে সাতপাক ঘুরে। পরে তাহারা একস্থানে আসিয়া বসিলে কন্যার পিতা বরের পা পূজা করে এবং কন্যা সম্প্রদানের যৌতুক স্বরূপ ২টী বা ৪টী টাকা দেয়। ইহাই বড় ঘরের বিবাহ। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যাকে বরের গৃহে লইয়া 'ধরৌনা' মতে বিবাহ দেওয়া হয়। তদনন্তর স্বজাতিভোজ হইয়া থাকে।

বনজীর (পুং) বনোদ্ভবো জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, চলিত বনজীরে। ইহার পর্য্যায়—বৃহৎপালী, সূক্ষ্মপত্র, অরণ্যজীর, কণ। গুণ—কটু, শীতল ও ব্রণনাশক। পাকে—কটু, কৃমিঘ্ন, দীপন, জীর্ণজ্বরহর ও রুচ্য।

বনজীবিন্ (পুং) কাঠুরিয়া। যাহারা বন হইতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

বনতণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুলীয়ভেদ। (Amblogina polygonoides) ২ বনতণ্ডুলীয় শাক।

বনতরু (পুং) অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকানি°)

বনতিক্ত (পুং স্ত্রী) বনেষু বনোদ্ভবেষু মধ্যে তিক্তঃ, তিক্তা বা। হরীতকী।

বনতিক্তা (স্ত্রী) শ্বেতবুহ্না বা গ্রীষ্মা নাম লতাভেদ।

বনতিক্তিকা (স্ত্রী) বনতিক্তা-কন্। টাপি অত ইত্বং। ১ পাঠা, চলিত আকনাদি। [ইহার গুণাদির বিষয় পাঠাশব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ উৎপলশাক। ইহার গুণ তিক্ত ও শীতল এবং কটু ও কফপিত্তঘ্ন। (চরকসূ° ২৩ অঃ)

বনত্রপুষ[ক] (পুং) ১ আরণ্যত্রপুষ। ২ ইন্দ্রবারুণী। (বৈদ্যকনি°)

বনদ্ (ত্রি) ১ প্রশংসাকারী। ২ স্তোতা বা পূজক। 'বনদঃ বনস্তঃ সম্ভক্তারঃ যদ্বা বনদোহবনদঃ ভৃশং শব্দয়ন্তঃ স্তোতারঃ।'

(ঋক্ ২।৪।৫ সায়ণ)

দুর্গাদাস 'বনদঃ' শব্দে 'বনদাঃ' অর্থাৎ অভীষ্ট পূজোপহার-দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান টীকাকারগণ 'বনদ' শব্দে প্রবল ইচ্ছাযুক্ত এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

বনদ (পুং) বনং জলং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ বনদাতৃ-মাত্র।

বনদমন (পুং) বনজাতো দমনঃ। অরণ্যদমনক বৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত বনদনা।

বনদারক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনদাহ (পুং) দাবদহন। অগ্নিযোগে বনপ্রজ্বলন।

বনদীপ (পুং) বনস্থ দীপ ইব। বনচম্পক।

বনদীয়ভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বনদুর্গা (স্ত্রী) ১ তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তি। পূর্ব্ববঙ্গে বনদুর্গাপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পূজা প্রায়ই কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উন্মুক্ত চত্বরে সমাহিত হয়। মানসিক করিয়াও অনেকে এই পূজা দেন।

২ তন্নামক তন্ত্রভেদ। ৩ উপনিষদ্‌ভেদ।

বনদেবতা (স্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (উত্তরচরিত ২)

বনদ্রু (পুং) চারবৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত পিয়াল গাছ।

বনদ্রুম (পুং) ১ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ২ কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

বনদ্বিপ (পুং) বনহস্তী।

বনধারা (স্ত্রী) বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথ।

বনধিতি (স্ত্রী) ১ ছেত্তব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য (কুঠারাদি অস্ত্র)। ২ মেঘমালা। "ছিন্না যদ্বনধিতিরপস্যাৎসূরো অধ্বরে পরিরোধনা গোঃ" (ঋক্ ১।১২১।৭) 'বনধিতির্বনে ছেত্তব্যে বৃক্ষসমূহে নিধাতব্যা, * * * যদ্বা বনমুদকমস্যাং ধীয়ত ইতি বনধিতির্মেঘমালা।' (সায়ণ)

বনধেনু (পুং) অরণ্যজাত গো। গবয়, চলিত বুনো গরু।

বনন (ক্লী) ১ ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বনন মিশ্র, তর্কসংগ্রহটিপ্পণপ্রণেতা।

বননিত্য (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ।

বননীয় (ত্রি) বাঞ্ছনীয়।

বনন্বৎ (ত্রি) উদকবিশিষ্ট। "পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি।" (ঋক্ ১০।৯২।১৫) 'বনন্বতি উদকবতি' (সায়ণ)

২ সম্ভক্তব্য ধন। (ঋক্ ৭।৮১।৩)

বনপ (পুং) ১ বনবাসী। ২ কাঠুরিয়া। ৩ বনরক্ষক।

বনপন্নগ (পুং) বনস্থ সর্প।

বনপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের তৃতীয় অংশ। এই অংশে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের কাম্যকবনে অবস্থিতি বিবরণ বিবৃত আছে।

বনপলাণ্ডু (পুং) বনজাত পলাণ্ডু (Urginea Indica, syn. Scilla Indica.) indian squill. বনপিয়াজ। হিন্দী—জংলা পিয়াজ। তেলগু—নক্কবুল্লিগড্ড। বোম্বে—রাণকান্দা।

বনপল্লব (পুং) বনমিব নিবিড়ঃ পল্লবো যস্য। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, চলিত সজিনাগাছ।

বনপাংশুল (পুং) বনে পাংশুলঃ পাপিষ্ঠঃ। ব্যাধ। (শব্দরত্না°)

বনপাদপ (পুং) বনজবৃক্ষ।

বনপার্শ্ব (পুং) বনের পার্শ্বস্থিত স্থান। বনসমীপ।

বনপাল (পুং) বনরক্ষক।

বনপিপ্পলী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা পিপ্পলী। চলিত বনপিপুল, ছোট পিপুল। মরাঠী—রাণপিপুল, কনাড়ী—কাহিপিপ্পলী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সূক্ষ্মপিপ্পলী, ক্ষুদ্রপিপ্পলী, বনকণা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও রুচ্য। এই বনপিপুল কাঁচা অবস্থায় গুণযুক্ত, শুষ্ক হইলে গুণ কমিয়া যায়।

"আমা ভবেদ্‌গুণাঢ্যাস্তু শুষ্কাঃ স্বল্পগুণাঃ স্মৃতাঃ" (রাজনি°)

বনপীত (পুং) ভূমিজাত গুগ্‌গুলু। ২ কণগুগ্‌গুলু।

বনপুষ্পা (স্ত্রী) বনমিব নিবিড়ং পুষ্পং যস্যাঃ, টাপ্। শতপুষ্পা, শতাহ্বা। (রাজনি°)

বনপুষ্পাময় (ত্রি) বনপুষ্পসম্ভব।

বনপুষ্পোৎসব (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনপূতিকা (স্ত্রী) আরণ্যপূতিকা, চলিত বনপুঁই। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচ্য।

বনপূরক (পুং) বনজাতঃ পূরকঃ বীজপূরকঃ। বনবীজ-পূরক। (রাজনি°) পাঠান্তর—'বনপূর'।

বনপূর্ব্ব (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

বনপ্রক্ষ (ত্রি) জলচারী। বনক্রক্ষ। [বনপ্রক্ষ দেখ।]

বনপ্রবেশ (পুং) বনগমন। কোন দেবমূর্ত্তি গঠনাভিলাষে বনজ বৃক্ষ (দারু) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ।

বনপ্রস্থ (ক্লী) ১ অদিত্যকাস্থিত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বানপ্রস্থ।

বনপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) বনগমনকারী।

বনপ্রিয় (ক্লী) বনেষু বনজাতেষু মধ্যে প্রিয়ং। ১ ত্বক্। (রাজনি°) (পুং) ২ কোকিল।

"অয়ি বনপ্রিয় বিস্মৃত এব কিং
বলিভুজো বিষসো ভবতাধুনা।
যদনরৈব কুহূরিতি বিস্ময়া,
নপততশ্চরণৌ ধরণৌ তব॥" (উদ্ভট)

৩ বিভীতক বৃক্ষ। ৪ শঠী, চলিত শটী। ৫ শম্বরমৃগ।

বনফল (ক্লী) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা খাইতে মিষ্ট।

বনফুল (ক্লী) পুষ্পবৃক্ষভেদ। ইহার মালা গাঁথিলে সুন্দর দেখায়। শ্রীকৃষ্ণ বনফুলের মালা পরিয়া "বনমালী" হইয়াছিলেন।

বনবর্ব্বটী (দেশজ) বর্ব্বটীভেদ।

বনবর্ব্বর (পুং) কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°)

বনবর্ব্বরিকা (স্ত্রী) বনজাত অর্জ্জক জাতীয় পত্রশাক, চলিত বনবাবুই তুলসী। মবাঠী—আজবলা মেহু। কণাড়ী—সুগন্ধি অঞ্জরা। ইহার গুণ—সুগন্ধ, উষ্ণ, কটু, বমিঘ্ন, পিশাচ ও ভূতঘ্ন এবং ঘ্রাণ-সন্তর্পণ। (রাজনি°)

বনবরাহ (দেশজ) শূকরজাতিবিশেষ (The wild Hog)। ইহাদের ওষ্ঠের পার্শ্বদেশ দিয়া গজদন্তসদৃশ দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্ত দ্বারা তাহারা ক্রোধের সময় শত্রুকে আঘাত করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। আর্য্যশাস্ত্রে এই মাংস পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে অনেকে ইহার মাংস খাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। [ববাহ দেখ।]

বনবর্হিণ (পুং) বন্য ময়ূর।

বনবাহ্যক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (Felis caracal) ইংরাজিতে Tiger cat বলে। ইহারা ব্যাঘ্র জাতীয় এবং দেখিতে অনেকটা বাঘের মত; সাধারণতঃ বাঘ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মেষ-শাবক, হাঁস প্রভৃতি মারিয়া খায়। কিন্তু মানুষ দেখিলে ভয়ে সরিয়া যায়। [বিড়াল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বনবীজ (পুং) বনস্য বনোদ্ভবো বা বীজো বীজপূবকঃ। বনবীজ-পূরক, বনমাতুলঙ্গ। (রাজনি°)

বনবীজক (পুং) বনবীজ-স্বার্থে কন্। বনবীজপূরক। (রাজনি°)

বনবীজপূরক (পুং) বনোদ্ভবো বীজপূরঃ। আরণ্যজাত বীজপূর। পর্য্যায়—বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অত্যম্লা, গন্ধাম্লা, বনোদ্ভবা, দেবদুতী, পীড়া, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলঙ্গিকা, পচর্নী, মহাকলা। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, এবং বাত, আমদোষ, কৃমি, কফ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°)

বনভদ্রিকা (স্ত্রী) বনে ভদ্রং যস্যাঃ ততষ্টাপি অত ইত্বং। ভদ্রবলা।

বনভুজ্ (পুং) বনং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বন-ভুজ্-ক্বিপ্। ঋষভৌষধ।

বনভূ (স্ত্রী) বনময় স্থান।

বনভূষণা (স্ত্রী) কোকিলা। (বৈদ্যকনি°)

বনভোজন (দেশজ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে বা কোন বাগান বাড়ীতে নিজেরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আমোদ-উৎসবের সহিত যে খাওয়া দাওয়া করে, তাহার নাম বন-ভোজন। পরস্পর চাঁদা দিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া কোন বাড়ীতে রান্ধিয়া খাওয়ার নামও বনভোজন। ইহা দেশা-ন্তরের প্রথা। ইংরাজীতে ইহাকে Pic-nic বলে। আমাদের দেশেও বনভোজন শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত। বনভোজন—পুণ্যাহ-বচন-প্রয়োগ এবং বনভোজন-বিধি গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার বিশেষত্ব জানিতে পারা যায়। কলিকাতার নিকট আজ কাল ওলাবিবির পূজা দিয়া এই সূত্রে বনভোজন প্রচলিত হই-য়াছে। তথায় ভোজনাদি সমাপনের পর সায়ংকালে গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তি গৃহকর্ত্রীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ঘরে কেন আলো"? গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন "গিন্নি গেছেন বনভোজনে ছেলেপিলে আছে ভালো।" গৃহকর্ত্তৃগণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনায় ওলাউঠা দেবীর পূজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপস্থ বনাবৃত স্থানে স্বীয় ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন।

বনমউলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনমঞ্জরী (স্ত্রী) বননির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

বনমক্ষিকা (স্ত্রী) বনস্য মক্ষিকা। দংশ। চলিত ডাঁশ।

বনমরিচ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বনমল্লিকা (স্ত্রী) ১ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি। ২ সেওতি ফুলের গাছ।

বনমল্লা (স্ত্রী) বনোদ্ভবা মল্লী, বনজাত মল্লিকা। (শব্দরত্না°)

বনমানুষ (দেশজ) ১ বনজাত মানুষ। ২ বনবাসী।

৩ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জীববিশেষ, অনেকাংশে গরিলা বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা স্বল্পপুচ্ছ বানরের মত; কিন্তু বানরের ন্যায় পুচ্ছচিহ্ন বা গণ্ডস্থলী নাই। য়ুরোপীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি অস্থি এবং দন্তাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্যজাতির সঙ্গে ঐ সকলের যথাযথ সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই জাতীয় পশুগুলি চতুষ্পদ বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসন লাভ করিতে পারে। মনুষ্যের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদের পদাঙ্গুষ্ঠ ও পদাগ্রভাগ লম্বা ও কোমল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পদাঙ্গুলিগুলি পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। আরও ইহাদের কঙ্কালের সহিত নরকঙ্কালের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যাপেক্ষা ইহাদের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি বৃহৎ, জানু হইতে পাদসন্ধি এবং জানু হইতে জঙ্ঘাসন্ধি খর্ব্বাকার, মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জরাস্থিগুলি নিম্নদিকে অধিক বিস্তৃত, কটির অস্থি সরু অথচ লম্বা; করোটী চেপ্টা ও মুখের দিকে বিস্তৃত। দন্ত=কর্ত্তন $\frac{৪}{৪}$; শৌবন (Canine) $\frac{১}{১}$; দ্বিমূলী $\frac{৪}{৪}$; চর্ব্বণ $\frac{৬}{৬}$=মোট ৩২টী। মোট কথায়, দেহোর্দ্ধভাগের গঠন ধরিয়া বলিতে গেলে শিম্পাঞ্জীর সহিত মানব কঙ্কালের অধিক সাদৃশ্য আছে এবং উত্তমাঙ্গের কীলকাকৃতি করোটি পার্শ্বাস্থি (Sphenoid with the parietal bones), দ্বাদশ পঞ্জরাস্থি, স্কন্ধাস্থির বিস্তৃতি (Scapula in its greater breadth) ও অধোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে ওরঙ্গ-উটন্‌কেই মানবের অতি নিকট সাদৃশ্যসম্পন্ন বলিতে হইবে। এইরূপ

অস্থিসংস্থান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে ওরঙ্গ, শিম্পাঞ্জী ও গিবোঁ নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ওরঙ্গ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমানুষ নামে পরিচিত।

মলয় দ্বীপের ভাষায় 'ওরঙ্গ-উটান' শব্দে বুনোমানুষ বুঝায়। এইজন্য তথাকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও ও সুমাত্রাদ্বীপবাসিগণ দ্বিপদচারী এবং শাখা-মৃগের ন্যায় হস্তপদ-ব্যবহারকারী মনুষ্যাকার এই বন্য পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরে ইংরাজ-ভ্রমণকারীদিগের অনুগ্রহে এই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জজাত জীব দেশীয় ভাষায় orang-outang শব্দে পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ লিনিয়াস ইহাদিগকে Simia শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহারা Pithecus জাতিগত Chimpanzeeর একটী শাখা মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বানরশ্রেণীর জীবসঙ্ঘকে (Simiadæ) আকৃতিপ্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অনুসারে যেরূপ বিশিষ্ট থাকে বিভক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। ঐ তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদুর পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বানরজাতি (Simiadæ)

Simiinæ	Hylobatinæ উল্লুক (Gibbon)	Colobinæ (হনুমান্)	Papioninæ (নীলবানর)

Simiinæ:

শিম্পাঞ্জী (আফ্রিকা)	গরিলা (আফ্রিকা)	বনমানুষ
(Troglodytes nigar)	(Tr. gorilla)	(Simia satyrus)

[বিস্তৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ।]

এই বানর জাতির মধ্যে S. Satyrus শ্রেণীর বনমানুষ নামক পশুগুলি দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের মুখাগ্র (muzzle) বিস্তৃত ও সূচ্যগ্র এবং মূলদেশে কিছু গোল, কপাল পশ্চাদ্দিকে চেপ্টা, ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটাস্থি (Supraciliary ridges) হ্রস্ব, কিন্তু করোটীর উভয় পার্শ্বাস্থি-মধ্যস্থ অগ্রপশ্চাদ্মুখী বাণসেবনীসন্ধি (Sagittal and lamboidal crests) অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। মুখকোণ ৩০°; হৃদ্‌কোষ ক্ষুদ্র, উভয় পার্শ্বে দ্বাদশটী পঞ্জরাস্থি। বক্ষাস্থি দুই ভাগে বিভক্ত (Sternum in double alternate row), হস্তদ্বয় গুল্ফগ্রন্থিবিলম্বী, পা লম্বা ও সরু, অনেক সময় নখ থাকে না; দ্বিতীয়বার দন্তোদ্গমের সময় হনু ও তাহার আভ্যন্তরিক অস্থি সংযত হইয়া যায়। ইহারা প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে ইহাদের বাস আছে।

জীবতত্ত্ববিদ্গণ বলেন, জীবজাতির পশু শ্রেণীর মধ্যে গরিলা নামক পশু প্রথম স্থান অধিকারে সমর্থ। শিম্পাঞ্জী ঠিক তাহার নিম্নাসনে অধিষ্ঠিত এবং ওরঙ্গ-উটান তৃতীয় স্থানের অধিকারী। কারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরঙ্গগণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকার এবং সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের বক্ষ, বাহু ও হস্তের গঠন মানুষের ন্যায় তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট। মানুষেরও যেমন পরস্পরে আকৃতির ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ মুখাকৃতির ইতর বিশেষ আছে। ওরঙ্গের মধ্যে যাহারা বেশী বুদ্ধিমান্, তাহারা অনায়াসেই মুখের ভাবে ও হাবভাবে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত হৃদয়নিহিত ভাবগুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমানুষ মনুষ্যজাতির স্বভাবজাত হর্ষক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিও প্রকাশ করিতে পারে।

ওরঙ্গ উটান্।

ইহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিব্যাপ্ত সমতল প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তথায় ইহারা মধ্যমাকার বৃক্ষের ৪০ ফিট্ উচ্চ চূড়া অথবা মৃত্তিকা হইতে ২৫ ফিট্ উচ্চে তের্ফাঁক্ড়া ডালের উপর গাছের পাতা ও ভাঙ্গা ডাল

লইয়া এক খানি কুড়ে ঘর প্রস্তুত করে। ঘরখানির ব্যাস ২ ফিট্। ইহারা গাছের ডালগুলি চেটাই বুনার ন্যায় এড়ো ও লম্বাভাবে সাজায়। বন মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হইলে মানুষকে কুঠার বা ছুরীর অভাবে বৃক্ষশাখা দিয়া যেরূপ "ছৎরি" প্রস্তুত করিয়া সুখে শয়ন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদনুরূপ ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কচি ও কোমল পাতা বিছাইয়া সেই কোমল শয্যায় ইহারা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। নিদ্রাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় শাখা ধরিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এই পত্রগুলি শুকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততদিন তাহারা স্বচ্ছন্দে তদুপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখাগুলি পল্লববিচ্যুত হইলে সহজেই অসুখদায়ক হইয়া থাকে।

বোর্ণিও-দ্বীপবাসী ওরঙ্গগণ অত্যন্ত বিবাদপটু। বনমধ্যে ফল ফুল খাইতে যাইয়া কোন সামান্য কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাপন শৌবন দন্ত দ্বারা পরস্পরে কামড়াকামড়ি করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। ঐ শৌবন-দন্ত তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। বিরোধের সময় তাহারা শত্রুর হাত বা মাথা টানিয়া লইয়া হাতের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইয়া লয়। যদি কখন কোন মনুষ্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের তাড়াইয়া দিবার জন্য বৃক্ষের শাখা ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহাদের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তিগণ পাছে গাছ ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা হস্তী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রসর হয়। সময় সময় তাহারা বনমধ্যগামী অসহায় পথিকদিগকে অথবা সিংহদিগকে উপরোক্ত রূপ শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া আক্রমণ করে। কুভিয়ার ও কাপ্তেন পাইনের বর্ণনা জানা যায় যে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রো বালিকাদিগকে হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ শিম্পাঞ্জীর অনুকরণপ্রিয়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ডাঃ ট্রেল বলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিস্ময়প্রদ। তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিত্যই নূতন গল্প সঙ্কলন করা যাইতে পারে। তাহারা সহজেই বশীভূত হয়, এমন কি, যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্শ্বে বসিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি নিরন্তর তাহাদের জালাতন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়া সরিয়া যায়। য়ুরোপীয় প্রথায় তাহারাও করমর্দন করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাহাদের গাত্র-চর্ম্ম লোমবহুল হইলেও, তাহারা শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতে ভালবাসে না। শীতপ্রধান য়ুরোপখণ্ডে তাহারা কম্বল জড়াইয়া সুখে পড়িয়া থাকে। রাগিয়া উঠিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে এবং সুমিষ্ট খাবার পাইলে তাহারা "হাম, হাম" শব্দ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শিম্পাঞ্জী।

শরাবক হইতে সর্ জেমস্ ব্রুক্ কলিকাতাস্থ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর যাদুঘরে ৭টী দীর্ঘাকার বনমানুষের কঙ্কাল পাঠাইয়া দেন। মিঃ ব্লাইদ্ উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ৫টী বিভিন্ন থাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—১ Pithecus Brookei বা মিয়াস্ রম্বি; ২ P. Satyrus বা মিয়াস্ পাপ্পান্; ৩ P. Curtus বা মিয়াস্ ছাপিন্; ৪ P. morio বা মিয়াস কসর এবং P. Owenii, ঐ সকল বিভিন্ন থাকের বনমানুষ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। সুমাত্রার উত্তরাংশে P. morio এবং দক্ষিণাংশে P. Owenii জাতির বাস দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদ্ জার্ডন ঐ দ্বীপে Simia Satyrus ও S. morio নামের দুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকার গিবুন নদীতীরপ্রদেশবাসী T. gorilla ও T. nigar থাকের শিম্পাঞ্জী ও গরিলা জাতির বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। [বানর দেখ।

বনমাল (ত্রি) ১ বনমালা। (পুং) ২ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু। ৩ প্রাগ্‌জ্যোতিষের ভগদত্তবংশীয় একজন রাজা। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।]

বনমালদেব, শিলালিপি বর্ণিত একজন রাজা।

বনমালা (স্ত্রী) বনোদ্ভবা পুষ্প-রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী। শ্রীকৃষ্ণের মালা, যে মালা সকল ঋতুর সকল রকম কুসুম সমূহে সুশোভিত, জানু পর্য্যন্ত লম্বিত এবং মধ্যস্থল স্থূলাকার কদম্বযুক্ত, তাহারই নাম বনমালা।

'আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা॥' (শব্দমালা)

২ বনপুষ্পরচিত সাধারণ মালা।

"প্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া
তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ।" (রঘু ৯।৫১)

৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টী অক্ষর। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৬ বর্ণ লঘু এবং ৬, ৮, ১১, ১৪ ও ১৫ গুরু।

বনমালাধর (ত্রি) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ছন্দোভেদ।

বনমালিকা (স্ত্রী) ১ আস্ফোতা। চলিত হাপরমালী। ২ বনমল্লিকা, চলিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

বনমালিদাস, বনমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালিন্‌ (পুং) বনমালা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (অমর) ২ নারায়ণ। (প্রদ্যুম্নবিজয় ৩ অঙ্ক)

বনমালিন্, ১ অদ্বৈতসিদ্ধিখণ্ডনপ্রণেতা। ২ চণ্ডমারুত ও মারুতখণ্ডনরচয়িতা। ৩ দ্রব্যশোধন-বিধানপ্রণেতা। ৪ প্রায়শ্চিত্তসার-কৌমুদী-রচয়িতা। ৫ ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা। ৬ ভগবদ্‌গীতার এক টীকাকার। ৭ মুক্তাবলী নামক বেদান্ত গ্রন্থ-রচয়িতা। ৮ বেদান্তদীপ ও স্ফুটচন্দ্রার্কী নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রণেতা। ৯ একজন প্রাচীন কবি।

বনমালিভট্ট, একজন গীতগোবিন্দ-টীকাকার।

বনমালিনী (স্ত্রী) ১ দ্বারকাপুরী। (ত্রিকা°) ২ বারাহী। (রাজনি°)

বনমালি-মিশ্র, বৈয়াকরণভূষণ-মতোন্মজ্জিনী ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিবেক নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি কোণ্ড ভট্টের ছাত্র। ২ সারমঞ্জরী নামক জ্যোতির্গ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালী মিশ্র, ব্রহ্মানন্দীয় খণ্ডন ও বনমালিমিশ্রীয় নামক বেদান্ত-রচয়িতা।

বনমালীশা (স্ত্রী) রাধা।

বনমুচ্‌ (পুং) বনং জলং মুঞ্চতীতি মুচ্‌-ক্বিপ্‌। ১ মেঘ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ জলবর্ষণকারিমাত্র। (রঘু ৯।২২)

বনমুগ (দেশজ) কলায়ভেদ। [বনমুদ্গ দেখ]

বনমুদ্গ (পুং) বনোদ্ভবো মুদ্গঃ। মকুষ্টক, চলিত বনমুগ। (রাজনি°) পর্য্যায় বরক, নিগূরক, কুলীনক, খণ্ডী। (হেম) [ইহার অন্য পর্য্যায় ও গুণ মুকুষ্ট ও মকুষ্ট শব্দে দ্রষ্টব্য।] যথা—"বনমুদ্গ-কলায়-মকুষ্ট-মসূরমর্দ্দল্যচণক-সতীন-ত্রিপুটকহরেণ্বাঢ়কী প্রভৃতয়ো বৈদলাঃ।" (সুশ্রুত ১।৪৬) স্ত্রিয়াং টাপ্‌। (স্ত্রী) ২ মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি°)

বনমূত (পুং) বনং জলং মূতং বদ্ধং যেন, বনং মুঞ্চতীতি বা। মেঘ। অমরটীকায় ভরত জীমূত শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তদনুসারে এই বনমূত শব্দেরও ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

বনমূর্দ্ধজা (স্ত্রী) বনস্য মূর্দ্ধ্নি জায়তে ইতি জন্‌ ড। ১ বনবীজপূরক। ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কাঁকড়া শৃঙ্গী। (রাজনি°)

বনমুল (দেশজ) গুল্মভেদ।

বনমূলফল (ক্লী) বনজাত কন্দ ও ফল।

বনমৃগ (পুং) হরিণবিশেষ।

বনমেথী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Trifolium Indicum)

বনমেথিকা (স্ত্রী) আরণ্যমেথিকা, চলিত বনমেতি।

বনমোচা (স্ত্রী) বনোদ্ভবা মোচা, কাষ্ঠ কদলী। চলিত বন-কদলী গাছ। (রাজনি°)

বনযমানী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত হ্রস্ব ক্ষুপ। (Lingusticum diffusum) চলিত বনযমান। উৎকলী নাম—বিলযমানী।

বনয়িতৃ (ত্রি) হারয়িতা।

বনযূঁঈ (দেশজ) যূথিকাভেদ।

বনযোআন (দেশজ) যমানীভেদ।

বনর (পুং) বানর-পৃষোদরাদিত্বাৎ আকার হ্রস্বঃ। বানর।

বনরক্ষক (ত্রি) যে বন, উপবন বা উদ্যান রক্ষা করে।

বনরম্ভা (স্ত্রী) কাষ্ঠকদলী।

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩°১৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১১´ ৩১´´ পূঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইরালপ্প দেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় আনুমানিক এক লক্ষ গবাদি পশু বিক্রীত হইয়া থাকে।

বনরসুন (দেশজ) লশুনভেদ।

বনরাই (দেশজ) সর্ষপভেদ।

বনরাজ (পুং) বনস্য বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্‌-টচ্‌ (রাজা-হঃসখিভ্যষ্টচ্‌। পা ৫।৪।৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি, বনের মালিক। ৩ অশ্মন্তক বৃক্ষ, চলিত আবুটা। মরাঠী—আপটা। (বৈদ্যকনি°)

বনরাজ্‌ (পুং) বটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনরাজি [জী] (স্ত্রী) ১ বনশ্রেণী, বনসমূহ। ২ বন মধ্যস্থ পথ।

বনান্তর (ক্লী) অন্যৎ বনং। অপর বন, অন্যবন।

বনান্তরাল (ক্লী) বনপার্শ্ব।

বনাপগ (ক্লী) বনোদ্ভব নদী। এই শব্দ আর্ষ, আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া আকার হ্রস্ব হইয়া বনাপগা স্থানে বনাপগশব্দ হইয়াছে।
"মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগ শতং যথা।" (রামায়ণ ৭।১৯।১৬)
'বনং জলং তৎপূর্ণং নদীশতং আর্ষো হ্রস্বঃ' (টীকা)

বনাব্জিনী (স্ত্রী) জলপদ্ম।

বনাভিলাব (ত্রি) বনধ্বংসকারী।

বনামল (পুং) বনস্থ আমলঃ আমলক ইব। কৃষ্ণপাকফল। (Carissa caraudus)

বনাম্বিকা (স্ত্রী) দক্ষকন্যা শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

বনাম্র (পুং) বনস্থ আম্র ইব। কোশাম্র। (রাজনি°)

বনায় (দেশজ) বন্ধুতা, মেলামেশা। যেমন, লোকটা বেশ বনিয়ে নিলে।

বনায়ু (পুং) ১ দেশবিশেষ। বনায়ু জাতির বাসভূমি।
'গয়া গযশ্চ বনায়ুর্বনায়ুর্গড়সাত্বতং।' (শব্দরত্না°)
২ দানববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৩০) ৩ পুরূরবার পুত্রভেদ। ৪ বনায়ু জাতি।

বনায়ুজ (পুং) বনায়ৌ দেশে জায়তে জন-ড। বনায়ু-দেশোদ্ভব ঘোটক। এই শব্দের রূপান্তর বানায়ুজ। (শব্দরত্না°)

বনারপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৫৮।১৭)

বনারিষ্টা (স্ত্রী) বনজাতা অরিষ্টেব। বনহরিদ্রা। (রাজনি°)

বনার্চ্চক (পুং) বনস্থ অর্চ্চক ইব নিয়তপুষ্পচারিত্বাৎ তথাত্বং। পুষ্পজীবী, মালাকার। (জটাধর)

বনার্দ্রক (পুং) বনোদ্ভব আর্দ্রকঃ। বন আদা।

বনার্দ্রকা (স্ত্রী) বনার্দ্রক।

বনালক্ত (ক্লী) গৈরিক, গেরিমাটী। (বৈদ্যকনি°)

বনালয় (পুং) বন মধ্যস্থিত বাসগৃহ।

বনালয়জীবিন্ (পুং) বনজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

বনালিকা (স্ত্রী) বনং অলতি ভূষয়তি অল-ণ্বুল্-টাপ্ টাপি-অত ইত্বং। হস্তিশুণ্ডী লতা, চলিত হাতিশুঁড়ী। (হারাবলী)

বনালী (স্ত্রী) বনরাজি, বনশ্রেণী।

বনাশ্রম (পুং) বনমেব আশ্রমঃ। বনরূপ আশ্রম।

বনাশ্রমিন্ (ত্রি) বনাশ্রমঃ অস্ত্যর্থে ইনি। যিনি বনাশ্রয় করিয়াছেন, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী।

বনাশ্রয় (পুং) বনমেব আশ্রয়ো যস্য। দ্রোণ কাক। (জটাধর) (ত্রি) ২ অরণ্যাশ্রয়ী, যিনি বন আশ্রয় করিয়াছেন।
"সীদিষ্যত্যখিলো লোকস্ত্বয়ি ভূপ বনাশ্রয়ে।"
(মার্ক°পু° ১০৯।৪৩)

বনাশ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ২ বান-প্রস্থাচারী।

বনাহির (পুং) বনস্থ আহিরঃ। শূকর। (ত্রিকা°)

বনি (পুং) বন (খনি কষি অজি অসি বসি সনি ধ্বনি গ্রন্থি বলিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

বনিকা (স্ত্রী) কুঞ্জবন।

বনিকাবাস (পুং) ১ উপবনমধ্যস্থ কুঞ্জ। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ।

বনিত (ত্রি) বন-ক্ত। ১ যাচিত। ২ সেবিত। (মেদিনী)

বনিতা (স্ত্রী) বন-ক্ত-টাপ্। ১ প্রিয়া, অনুরক্তা ভার্য্যা। ২ স্ত্রী সামান্য। (মেদিনী) ৩ ষড়ক্ষরাত্মক ছন্দোভেদ। ইহার ১, ২, ৪, ৫ বর্ণ লঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু।

বনিতাদ্বিষ্ (পুং) স্ত্রীদ্বেষী।

বনিতাভোগিন্ (পুং) ১ সর্পবৎ ক্রূরা স্ত্রী। ২ নাগকন্যা।

বনিতামুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৫৮।৩০)
(ক্লী) ২ স্ত্রী-মুখমণ্ডল।
"নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলাবিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে বনিতামুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥" (উদ্ভট)

বনিতাবিলাস (পুং) ১ স্ত্রীলোকের ভোগেচ্ছা। ২ স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা।

বনিতাস (ক্লী) প্রাচীন বংশভেদ।

বনিতৃ (ত্রি) ১ যাচক। ২ অধিকারী।

বনিন্ (পুং) বনং আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি বন-ইনি। বানপ্রস্থ।
"বনী বর্ষাসু শ্যামাকৈবাপৎকল্পৈহন্যৈঃ পুরাতনৈর্বা।" (শ্রাদ্ধচিন্তা)

বনিন (ক্লী) বনজাত পলাশাদি। "ত্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া" (ঋক্ ১০।৬৬।৮) 'বনিনানি বনেভবান্ পলাশাদীন্' (সায়ণ)
(ত্রি) ২ বারিদানকারী। ৩ জলদাতা। ৪ বনবাসী। ৫ বনোদ্ভব। ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পূজা বা স্তুতিকারী।

বনিয়াদ্ (পারসী) ভিত্তি।

বনিয়াদী (পারসী) উৎকৃষ্ট ভিত্তিযুক্ত। যাহার মূল সৎ, সদ্বংশ, পুরাতন বড়মানুষ, পুরাতন গৃহস্থ। যথা—বনিয়াদী ঘর।

বনিষ্ঠ (ত্রি) দাতৃতম, অতিশয় দাতা। "বসুদেবয়তে বনিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৭।১৮।১) 'বনিষ্ঠঃ দাতৃতমো ভবসি' (সায়ণ)

বনিষ্ঠু (পুং) যজ্ঞে প্রদাতব্য পশুর অন্ত্রবিশেষ। স্থবিরান্ত্র। (সায়ণ)

বনিষ্ণু (পুং) অপান। (উণ্ ৪।২)

বনী (স্ত্রী) বন। (অমরটীকাভরত)
"কেলিবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জুঃ" (সাহিত্যদ° ২ প°)

বনীক (ত্রি) যাচক। (অমরটীকা সারসু°)

বনীয়ক (ত্রি) বনিং যাচনমিচ্ছতীতি ক্যচ্ ততো ণ্বুল্। যাচক।

বনীয়স্ (ত্রি) বন-ঈয়সুন্। অতিশয় যাচক।
"অন্যথা তেঽব্যক্তগতেদর্শনং নঃ কথং নৃণাং।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ॥" (ভাগব° ১।১৯।৩৬)
'বনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্' (স্বামী)

বনীবন্‌ (ত্রি) বননবিশিষ্ট, বননযুক্ত। "বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং" (ঋক্ ১০।৪৭।৭) 'বনীবানো বননবন্তঃ' (সায়ণ)

বনীবাহন (ক্লী) একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন, ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্ত্তন।

বনু (পুং) হিংসা। "সাতৌ বনুং বা যে" (ঋক্ ১০।৭৪।১) 'বনুং হিংসাং' (সায়ণ)

বনুই (দেশজ) ভগিনীপতি। বোনাই।

বনুয়া (দেশজ) বনসম্বন্ধীয়। বুনো।

বনুষ্ (ত্রি) হিংসক। "বনুষোঽর্য্যতং মদং" (ঋক্ ১০।৯৬।১) 'বনুষঃ বনু হিংসায়াং হিংসকস্য' (সায়ণ) ২ সংভক্তা। "অগ্নে বনুষঃ স্যামঃ" (ঋক্ ১।১৫০।৩) 'বনুষঃ সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

বনে-কিংশুক (পুং) বনে কিংশুক ইব। অযাচিত প্রাপ্ত। আশা নাই এরূপ দ্রব্যপ্রাপ্তি।

বনে-ক্ষুদ্রা (স্ত্রী) বনে ক্ষুদ্রা অলুক্ সমাসঃ। করঞ্জ। (রত্নমালা)

বনে-চর (ত্রি) বনে চরতীতি চর ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য-লুক্। অরণ্যচারী।
"বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥
(কুমারসম্ভব ১ সঃ)

বনেজ্য (স্ত্রী) ৪ অরণ্যে জায়মান। "বসতির্বনেজাঃ অরণ্যে জায়মানঃ' (ঋক্ ৬।৩।৩ সায়ণ)

বনেজ্য (পুং) বনে ইজ্যঃ। ১ বন্ধুরসাল, আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া। (বৈদ্যকনি°)

বনেভবা (স্ত্রী) শাকবিশেষ, লোনীশাক। (বৈদ্যকনি°)

বনেবিল্বক (পুং) বনে বিল্ব বৃক্ষের ন্যায়, যাহা অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বনেযু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৫)

বনেরাজ (স্ত্রী) বনে রাজতে রাজ-ক্বিপ, অলুক্ সমাসঃ। দাবা-নলরূপে অরণ্যে বিরাজমান। "তেজিষ্ঠা যস্যারতির্বনেরাট্" (ঋক্ ৬।১২।৩) 'বনেরাট্ দাবরূপেণারণ্যে রাজমাণা' (সায়ণ)

বনেরুহা (স্ত্রী) ত্রিপর্ণী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বনেশয় (ত্রি) বনবাসী।

বনেষাট্ (ত্রি) বনে কাষ্ঠের অভিভবিতা। "দ্বিবর্ত্তনির্বনেষাট্" (ঋক্ ১০।৬১।২০) 'বনেষাট্ বনেকাষ্ঠানাং অভিভবিতা' (সায়ণ)

বনেসর্জ্জ (পুং) বনে সর্জ্জ ইব। অসন বৃক্ষ। (রত্নমালা)

বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ।

বনোৎসাহ (পুং) গণ্ডার।

বনোৎসর্গ, দেবমন্দির, পুষ্করিণী, উপবনাদি উৎসর্গরূপ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া বিশেষ।

বনোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার অধি-কারীরা এখন ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১৯৫০ টাকা কর দিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ। ২ বনমধ্যস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান।

বনোৎসব (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভবো যস্য। ১ বন্যতিল। (রাজনি°) ২ বনমাতুলুঙ্গ, চলিত টাবা লেবু। ৩ শৃগালকোলী, শেয়াকুল। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৪ বনশূরণ। (বৈদ্যকনি°) ৫ বনবীজপূরক। স্ত্রিয়াং টাপ্=বনোদ্ভবা। ৬ বনকার্পাসী। ৭ কাষ্ঠমল্লিকা। ৮ মুদ্গপর্ণী, মুগানি। (রাজনি°)

বনোপপ্লব (ক্লী) ১ বনদহন। ২ দাবানল।

বনোর্ব্বী (স্ত্রী) বনসমীপস্থ স্থান।

বনৌকস্ (পুং) বনমেব ওকো গৃহং যস্য। ১ বানর। (ত্রি) ২ বনবাসী, অরণ্যবাসী।
"ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥" (ভাগবত ৪।৯।২১)
(স্ত্রী) ৩ অজমোদা, রাঁধুনি। ৪ শুকশিম্বী, চলিত আলকুশী।

বনৌঘ (পুং) ১ বনসমূহ। (বৃহৎস° ২৪।২০) ২ ভারতের পশ্চিমদিকস্থ একটী পর্ব্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ।

বনৌষধ (স্ত্রী) ভেষজাদি।

বন্তি (হিন্দী) বনাৎ, পশমী শীতবস্ত্রভেদ।

বন্তি (ত্রি) বন-সংভক্তৌ তৃচ্। সংভক্তা। "রায়ো বন্তারো বৃহতঃ" (ঋক্ ৩।৩০।১৮) 'বন্তারঃ সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

বন্থলি (বামনস্থলী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সৌরাষ্ট্র-প্রান্তস্থ একটী প্রাচীন নগর। জুনাগড় হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৮´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২´ ১৫´´ পূঃ। স্থানীয় প্রবাদ, ভগবান্ নারায়ণ বামনরূপে এই নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে পরে এই স্থান বামনস্থলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনায় অনেকে দেব-স্থলী বা দেথলী বলিয়াও থাকে। এখানে লোহ ও তাম্রপাত্র-নির্ম্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।

বন্দ্, অভিবাদন, বন্দন, প্রণাম,। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বন্দতে। লিট্ ববন্দে। লুঙ্ অবন্দিষ্ট।

বন্দক (ত্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-ণ্বুল্। বন্দনাকারী। স্তুতিপাঠক।

বন্দকা (স্ত্রী) বন্দক-টাপ্। বন্দা, চলিত পরগাছা।

'বন্দাকা শেখরী সেব্যা বন্দা চ বন্দকেষ্যতে।' (হড্ডচন্দ্র)

বন্দথ (পুং) বন্দতে স্তৌতি বন্দ্যতে স্তূয়তে ইতি বা অথ (বন্দ-শীঙ্শপিরুগমিবশ্চিজ্জীবিপ্রাণিভ্যোঽথ)। ১ স্তোতা। ২ স্তব্য। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বন্দি ধাতুর অথ প্রত্যয়ে এই শব্দ নিষ্পন্ন।

বন্দন (ক্লী) বন্দতেঽনেনেতি বন্দ-করণে ল্যুট্। ১ বদন। (শব্দচ°) বন্দভাবে ল্যুট্। ২ প্রণাম। ইহা ষোড়শ প্রকার ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ।

হরিভক্তিবিলাসে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভক্তি। ভক্ত ভববন্ধনচ্ছেদের জন্য ভগবানে ১৬ প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।

"আত্মস্ত বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ॥
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং॥
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা॥
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥"
(হরিভক্তিবি° ১১ বি°)

দেবপূজায় ষোড়শোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়।

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমনস্নান-বসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

হরিভক্তিবিলাসে বন্দনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ভগবানের স্তুতিপাঠ করিয়া বন্দন করিতে হয়। বন্দনের সময় বাহুযুগল দ্বারা ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত করিয়া "হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ত্রস্ত ও আপনার আশ্রিত, আমাকে পবিত্রাণ করুন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বন্দন করিবে।

"শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥" (হরিভবি° ৮ বি°)

ইহা ভিন্ন বাহুযুগল, চরণযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন অষ্টাঙ্গ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। জানুযুগল, বাহুযুগল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারাও বন্দন করা যায়। এই বন্দন নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র বন্দন দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইয়া হরিকে লাভ করিতে পারে। বন্দনকালে যতসংখ্যক ধূলিকণা তাহার দেহে সংলগ্ন হয়, ততশত মন্বন্তর তাহার স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসংখ্য পাপ করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে বন্দন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্দন পাপনাশক ও স্বর্গজনক। দেবপ্রতিমা দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানতা বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়া থাকে।

(হরিভক্তিবি° ৮ বি°) [প্রণাম ও নমস্কার শব্দ দেখ]

৩ বিষবিশেষ। ৪ অসুর। ৫ রাক্ষসবিশেষ। (ঋক্ ৭।৫১।২)

বন্দন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ ও তৎপাদস্থিত গণ্ডগ্রাম।

বন্দনমালা (স্ত্রী) বন্দনার্থং মালা যত্র সা। ১ তোরণ। (হলায়ুধ) বন্দনার্থ মালা। ২ রম্ভাস্তম্ভ-চতুষ্টয়বেষ্টিত আম্র-পত্ররচিত মালা। চারিটী কলাগাছ পুতিয়া আম্রপত্র দ্বারা যে মালা রচনা করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে।

"কুর্য্যাদ্বন্দনমালাং যো রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভনৈঃ।
চূতবৃক্ষোদ্ভবৈঃ পত্রৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ॥
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তস্যোৎসবো ভবেৎ।
পূজ্যতে বাসবাদ্যৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্সরোবৃতঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১৩ বি°)

বন্দনমালিকা (স্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্ টাপ্, ইত্বং। বহির্দ্বারোপরি শুভদা মালা।

'তোরণোর্দ্ধে তু মাঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা।' (হেম)

বন্দনশ্রুৎ (ত্রি) বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। ইদিত্বান্নুম্—ভাবে ল্যুট্ তেষাং শ্রোতা। শ্রু শ্রবণে কিপি তুগাগমঃ। স্তুতিব শ্রোতা। "হরীবন্দনশ্রুদা কৃধি" (ঋক্ ৫৫।১৭)

'বন্দনশ্রুৎ বন্দনানাং স্তুতীনাং শ্রোতঃ' (সায়ণ)

বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ-(ঘট্টি-বন্দি-বিদিভ্যশ্চেতি বাচ্যং। পা৩।৩।১০৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যুচ্, টাপ্। ১ স্তুতি। পর্য্যায়—সমীচী। (ত্রিকা°) ২ বন্দন, প্রণাম। ৩ হোম ভস্মদ্বারা তিলক, হোমের ফোটা।

"ঐশান্যামাহরেদ্ভস্ম স্রুচা বাথ স্রুবেণ বৈ।
বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃকণ্ঠাংশকেষু চ।
কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথাসুক্রমযোগতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কবিগণ গ্রন্থারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থের পরিসমাপ্তিকামনায় দেবতার বন্দনা করিয়া থাকেন।

বন্দনী (স্ত্রী) বন্দ-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ নতি, স্তুতি। ২ জীবাতু। ৩ বটী। ৪ যাচনকর্ম্ম। (মেদিনী) ৫ গোরোচনা। (বৈদ্যকনি°) ৬ চিহ্নবিশেষ।

বন্দনীয় (ত্রি) বন্দি-অনীয়র্। স্তবনীয়, বন্দ্য, বন্দিতব্য, নমস্ত, স্তবের যোগ্য। (পুং) ২ পীতভৃঙ্গরাজ। (রাজনি°)

বন্দনীয়া (স্ত্রী) বন্দনীয়-টাপ্। ১পূজনীয়া। ২ গোরোচনা। (ত্রিকা°)

বন্দর (পারসী) সমুদ্র প্রভৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য করিবার স্থান, সমুদ্রকূলে প্রধান সহর, যেখানে বন্দর থাকে, তথায় জাহাজাদি রাখিবার স্থান থাকে। (A port)

বন্দা (স্ত্রী) বন্দতে অপরবৃক্ষমিতি বদি-অচ্-টাপ্। বৃক্ষোপরি বৃক্ষ, চলিত বাঁদু, বা পরগাছা। (Epidendrum tessellatum) পর্য্যায়—বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবন্তিকা, বন্দাকা, শেখরী, সেব্যা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, বন্দাকী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া। (শব্দচ°) ২ লতাবিশেষ, ভিক্ষুকী। পর্য্যায় পাদপরুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরূপা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভুক্, শ্যামা, উপদী। গুণ—তিক্ত, শিশির, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক, বৃষ্য, কষায়, রসায়ন। (ভাবপ্র°)

বন্দাক (পুং) বৃক্ষোপরিবৃক্ষ, পরগাছা। [বন্দা দেখ।]

বন্দাকা (স্ত্রী) বন্দা। (ভরতধৃত হড্ড)

বন্দাকী (স্ত্রী) বন্দা। (শব্দরত্না°)

বন্দারু (ত্রি) বন্দতে স্তৌতি অভিবাদয়তীতি বন্দ (শৃবন্দ্যোরারুঃ। পা ৩৷২৷১৭২) ইতি আরু। বন্দনশীল। পর্য্যায় অভিবাদক, অভিবাদয়িতা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ স্তোত্র। (ঋক্ ৪৷৪৩৷২) ৩ বন্দাক, পরগাছা। (বৈদ্যকনি°)

বন্দি (স্ত্রী) বন্দতে স্তৌতি নৃপাদিকং স্বমুক্ত্যর্থমিতি বদি (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৩৷১১৭) ইতি ইন্। আকৃষ্ট মনুষ্য গবাদি, চলিত কয়েদী, পর্য্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিকা। (শব্দরত্না°) ২ গ্রহ। (ভাগ° ৬৷১৷২২) (পুং) ৩ স্তুতিপাঠক, যাহারা রাজা প্রভৃতির স্তব পাঠ করিয়া থাকে।

বন্দিগ্রাহ (পুং) বন্দিমিব গৃহস্থং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ক। অগ্ন্যায়ুধ দেবতাগারভেদক, চলিত ডাকাইত। ইহারা গৃহস্থকে বন্দির ন্যায় রুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, রাজা ইহাদিগকে শূল আরোপ করিবেন।

"বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজি-কুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।
অসহ্যঘাতিনশ্চৈব শূলানারোপয়েন্নরান্॥"
(মিতাক্ষরা ব্যবহারাধ্যা°)

বন্দিচৌর (পুং) বন্দিমিব বিধায় চৌরঃ অপহারকঃ গৃহস্থং বন্দিমিব কৃত্বা সমস্তদ্রব্যাণামপহারকত্বাদস্য তথাত্বং। বন্দিগ্রাহ, পর্য্যায়—মাচল, বন্দীকার। (ত্রিকা°)

বন্দিতব্য (ত্রি) বন্দ-তব্য। বন্দনার্হ, বন্দনার উপযুক্ত।

বন্দিতৃ (ত্রি) বন্দ-তৃচ্। বন্দক, বন্দনাকারী।

বন্দিদেশ, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ ইহাই রাজপুতনার অন্তর্গত বুন্দিরাজ্য। (তাপীখ° ৪৭ অঃ)

বন্দিন্ (পুং) বন্দতে স্তৌতি নৃপাদীন্নিতি বদি স্তুতৌ ণিনি। রাজাদির যাত্রাদিতে বীর্য্যাদি স্তুতিকারক। পর্য্যায় স্তুতিপাঠক, মাগধ, মগধ। প্রতিযামে জয়ঘোষণাদি দ্বারা রাজাদিগের স্তুতি-পাঠ করাই ইহাদের বৃত্তি। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।" (মনু ১০অ°)

শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে, শ্রাদ্ধের পর ইহাদিগকে যথা-শক্তি দান করিতে হয়, ইহাদিগকে যদি কিছু দান না করা হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইয়া থাকে। আবার শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অন্যস্থলে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধোত্তরকালে বন্দীদিগকে যথাশক্তি দান করিবে, ইহার মীমাংসা এইরূপ যে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ভোজ্যাদি ইহাদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধের পর ঐ উৎসর্গীকৃত ভোজ্য ইহাদিগকে দান করিবে।

"বন্দিভ্যশ্চৈবমর্থিভ্যোঽন্যার্থিভ্যশ্চান্নমর্থিতঃ।
যদি তত্র ন দদ্যাত্তু বিফলং শক্তিতো ভবেৎ॥
'বন্দিনো বীর্য্যস্তোতারঃ। অর্থিতঃ সন্ যদি এভ্যোঽন্নং ন দদ্যাৎ তদা শ্রাদ্ধং বিফলং ভবেদিতি।'
'সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ।
বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ॥'
ইত্যুক্তেঃ, ইত্থঞ্চ শ্রাদ্ধোত্তরদাননিষেধাৎ শ্রাদ্ধে বন্দি-প্রভৃতিভ্যো দানাকরণে নিন্দাশ্রবণাচ্চ শ্রাদ্ধাৎ পূর্ব্বং তদর্থং ভোজ্যাদিকং উৎসৃজেৎ" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) ২ ভৃত্য।

"ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।"(ভাগ° ১১৷৪৷১৫)
'সুরবন্দিনো দেবভৃত্যাঃ' (স্বামী)

বন্দিনীকা (স্ত্রী) দাক্ষায়ণীর নামান্তর।

বন্দিপাঠ (পুং) ভট্ট কবিগণের গীত বা বংশকীর্ত্তিবর্ণনা।

বন্দিমিশ্র, বালচিকিৎসারচয়িতা।

বন্দিবাস (বন্দিবাস্), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ বা তালুক। ভূপরিমাণ ৪৬৬ বর্গমাইল। এই স্থান শস্যশালী নহে। সমতল প্রান্তরে পরিব্যাপ্ত হইলেও তথাকার অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকাখণ্ড দেখা যায়; কিন্তু উহা ক্ষার মিশ্রিত থাকায় শস্যোৎপাদনের উপযোগী হয় না। এই উপবিভাগে দুএকটী গণ্ডশৈলও উন্নত শিখরে দণ্ডায়মান আছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং বন্দিবাস উপবিভাগের বিচার সদর। অক্ষা° ১২°৩০´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৮´৪০´´ পূঃ। এই স্থানের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। বিগত কর্ণাটক যুদ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আর্কটের নবাববংশের আত্মীয় এক জন মুসলমান সামন্ত বন্দিবাস-দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দিবাস আক্রমণ করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন অল্‌ডারকোম নগর দগ্ধ করিয়াও দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। তৎকালে ঐ দুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য পুনঃ পুনঃ ইংরাজদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোনসোন ভীমবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দুর্গস্থ ফরাসী সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকুট সুযোগ বুঝিয়া সেই অবসরে দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসিগণ কিছুদিন অবরোধের পর, ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করে। ফরাসীর মুখগ্রাস হস্তচ্যুত দেখিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই সেনাপতি লালী সদলে দুর্গ সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দিবস মধ্যেই বুশি ৩ হাজার মরাঠা সেনাসহ সেই রণপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন। ফরাসী সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল; নিরুপায় বুঝিয়া সর্ আয়ারকুট একদিন দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক সশস্ত্র ও সদলবলে সম্মুখে উপনীত হইলেন। দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীরা পরাজিত হইল। বুশি ইংরাজ-করে বন্দী হইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের ভারতে আর কোথাও এরূপ যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৩ বৎসর কাল লেপ্টেনাণ্ট ফ্লিট বিশেষ কৌশলের সহিত মহিসুরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়দারের আক্রমণকালে আয়ারকুটও দুইটী যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্ব্বক শত্রুদলকে বিদূরিত করেন।

বন্দী (স্ত্রী) বন্দি 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইতি ঙীষ্। বন্দী, স্তুতিপাঠক।
"গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ।
প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্॥" (কুমার ২।৫২)

বন্দীক (পুং) ইন্দ্র।

বন্দীকার (পুং) বন্দীবৎ গৃহস্থং করোতীতি কৃ-অণ্। বন্দিগ্রাহ, ডাকাইত। পর্য্যায়—মাচল, প্রসহ্যচৌর, চিল্লাভ। (ত্রিকা°)

বন্দীকৃত (ত্রি) কারাবরুদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত।

বন্দীপাল (পুং) কারারক্ষী (Jailor)।

বন্দুক (তেলগু) আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দোবস্ত (পারসী) কোন একটী বিষয় বা কার্য্যের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া।

বন্দ্য (ত্রি) বন্দ্যতে স্তূয়তে ইতি বদি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, স্তুত্য, বন্দনের যোগ্য।
"আশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণেকৃত্বা কৃপাং কুরু।" (সাহিত্যদ°)
স্ত্রিয়াং টাপ্। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা। ২ গোরোচনা।

বন্দ্যতা (স্ত্রী) বন্দ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বন্দ্যত্ব, বন্দ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, বন্দন।

বন্দ্রু (ত্রি) বন্দতে স্তৌতি দেবাদীন্ পূজাকালে ইতি বন্দি-রক্। পূজক। (উজ্জ্বল)

বন্ধুর (ক্লী) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষুদ্বয়। ২ সারথির বসিবার স্থান। সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—'নীড় বন্ধনাধারভূতম্, উন্নতানতরূপবন্ধনকাষ্ঠম্, বেষ্টিতং সারথেঃ স্থানম্ যদ্বা সারথ্যাশ্রয়স্থানম্।' [পবর্গে দেখ]

বন্ধুরস্থ (ত্রি) রথাসনে উপবিষ্ট। রথারূঢ়।

বন্ধুরায়ু (ত্রি) বন্ধুরযুক্ত। 'বন্ধুরায়ুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাষ্ঠো বন্ধুরং তদ্বান্।' (ঋক্ ৪।৪৪।১ সায়ণ)

বন্ধুরেষ্টা (ত্রি) রথোপবিষ্ট (ইন্দ্র)। (ঋক্ ৩।৪৩।১)

বন্ন, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য, তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১০১, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক ৩৭১৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন।

বন্য (ত্রি) বনে ভব, বন-যৎ। ১ বনোদ্ভূত, যাহা বনে উৎপন্ন হয়। "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥" (রঘু ১।৪৫)
(ক্লী) ২ ত্বচ্। (রাজনি°) ৩ কুটন্নট।
"কুটন্নটং পরং বন্যং মুস্তাভঞ্চ পরীলবং।" (বৈদ্যকরত্না°)
(পুং) ৩ বনশূরণ, বুনো ওল। ৩ বারাহীকন্দ। ৫ দেবনল। (রাজনি°) ৬ ক্ষীরবিদারী। (বৈদ্যকরত্না°) ৭ শঙ্খ। ৮ লতাশাল।

বন্যজা (স্ত্রী) বনোপোদকী, বনপুই। (বৈদ্যকনি°)

বন্যজীরক (ক্লী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা। (বৈদ্যকনি°)

বন্যদমন (পুং) বনজ দমনক্ষুপ, বনদনা। মহারাষ্ট্র—রাণদবণা, কলিঙ্গ—কাদবণা। গুণ—বীর্য্যস্তম্ভক, বলপ্রদ ও আমদোষনাশক।

বন্যদ্বীপ (পুং) বন্যহস্তী।

বন্যধান্য (ক্লী) নীবার, উড়িধান। (পর্য্যায়মু°)

বন্যপক্ষী (পুং) বনজাত পক্ষী। যাহারা স্বচ্ছন্দে বনে বিহার করে। পিঞ্জরাবদ্ধ পালিতপক্ষীর বিপরীত।

বন্যবৃক্ষ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ বুনো গাছ।

বন্যবৃত্তি (স্ত্রী) বন্যোপজীবিকা। অরণ্যবাসীর জীবনোপায়।

বন্যসহচরী (স্ত্রী) পীতঝিণ্টী, পীতঝাঁটী। (রাজনি°)

বন্যা (স্ত্রী) বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সংহতিঃ বন্ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) ইতি য-টাপ্। ১ বনসমূহ, বনসংহতি। (মেদিনী) ২ মুদ্গপর্ণী। ৩ গোপালকর্কটী। ৪ গুঞ্জা। ৫ মিশ্রেয়া। ৬ ভদ্রমুস্তা। ৭ গন্ধপত্রা। ৮ অশ্বগন্ধা। (বৈদ্যকনি°) ইহার পাঠান্তর কোন স্থলে বল্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ জলপ্লাবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান আসিয়া চারিদিকে জলপ্লাবিত হইলে বন্যা হয়।

বন্যাশন (ত্রি) বন্যফলাশী।

বন্যাশ্রম (পুং) বনাশ্রম।

বন্যেতর (ত্রি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভ্য।

বন্যোপোদকী (স্ত্রী) বন্যা বনোদ্ভবা উপোদকী। লতাবিশেষ, বনপুঁই। পর্য্যায়—বনজা, বনসাহ্বয়া। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রোচন। (রাজনি°)

বন্র (পুং) বনতি ভাগমর্হতি বনসংভক্তৌ (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবপ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ প্রত্যয়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জ্বল)

বপ, ১ ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান, বপন। ২ গর্ভাধান, নিষেক। ৩ ছেদন, মুণ্ডন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বপতি-তে। লিট্ উবাপ, উপতুঃ, উবপিথ, উবপ্থ। উপে। লুট্ বপ্তা। লৃট্ বপ্স্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ উপ্যাৎ, বপ্সীষ্ট। লুঙ্ অবাপ্সীৎ, অবাপ্তাং অবাপ্সুঃ। অবপ্ত, অবপ্সাতাং অবপ্সত। সন্ বিবপ্সতি-তে। যঙ্ বাবপ্যতে। যঙ্লুক্ বাবপ্তি। ণিচ্ বাপয়তি। লুঙ্ অবীবপৎ।

নি+বপ=নিবাপ, পিতৃদিগের উদ্দেশে দান। নির্+বপ= দান, উৎসর্গ। প্র+বপ=দান, প্রক্ষেপ। প্রতি+বপ= বিন্যাস।

বপ (পুং) বপ-ঘ। ১ কেশমুণ্ডন। ২ বীজবপন।

বপন (ক্লী) বপ-ভাবে ল্যুট্। ১ কেশমুণ্ডন, মাথা মুড়ান।

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।" (মনু ৫।১৪০)

শূদ্রেরা একমাস অন্তর মস্তক মুণ্ডন করিবে। ২ বীজাধান। ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইলে জ্যোতিষোক্ত দিন দেখিয়া করিতে হয়, অদিনে বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হয় না, এইজন্য উত্তম দিনে বপন করিতে হয়।

"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনস্ত বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চাশুভে ক্ষেত্রে স্থিরবমযুজোদরে॥" (জ্যোতিঃসারস°)

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে; চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে; শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থ হইলে; স্থিরলগ্নে বা জন্মলগ্ন ও মিথুন, তুলা, কন্যা, কুম্ভ ও ধনুর্লগ্নের পূর্ব্বভাগে বীজবপন করিলে শুভ হয়। যথানিয়মে হলচালনা করিয়া বীজবপন করিলে তাহাতে সুফল হইয়া থাকে।

বপনী (স্ত্রী) উপ্যাতে মস্তকাদিকমস্যামিতি বপ-অধিকরণে ল্যুট্, ঙীপ্। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকার্য্য হইয়া থাকে। ২ তন্তুবায়শালা, তাঁতঘর। ৩ মাকু।

বপনীয় (ত্রি) বপ-অনীয়র্। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের উপযুক্ত। ২ নিষেকযোগ্য।

"আয়ুরিষ্যতা কদাচিৎ ন পরজায়ায়াং বপনীয়ঃ"

(মনু ৯।৪১ টীকায় কুল্লূক)

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না।

বপারু (পুং) কেশরাজ, চলিত কেশুত্তে। কোথাও কশুত্তে বলে।

বপা (স্ত্রী) উপ্যতেঽনেনেতি বপ্ ভিদাদ্যঙ্, টাপ্। ১ ছিদ্র, রন্ধ্র।

"অথ বল্মীকবপা সুষিরা ব্যধে নিহিতা ভবতি"(শত°ব্রা°৬।৩।৩।৫)

২ মেদোধাতু, চর্ব্বি।

বপাটিকা (স্ত্রী) অবপাটিকা। (সুশ্রুত চি° ২০ অ°)

বপাবৎ (ত্রি) বপা-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রবৃদ্ধ, হৃষ্টপুষ্ট।

"বিপ্রা বপাবন্তং নাগ্নিনা তপন্তঃ" (ঋক্ ৫।৪৩।৭)

'বপাবন্তং প্রবৃদ্ধং পশুং' (সায়ণ) ২ মেদোবিশিষ্ট।

বপাবহ (ক্লী) মেদস্থান রূপ কোষ্ঠাঙ্গ। (চরকসূ° ৭ অ°)

বপিল (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ইলচ্। পিতা, জনক। (উজ্জ্বল)

বপুন (পুং) বপ-উনচ্ বা বয়ুন পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য পঃ। দেবতা। (শব্দরত্না°)

বপুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি।

বপুর্ধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্, বপুসো ধরঃ। দেহধারী।

বপুষা (স্ত্রী) হবুষা। (ভাবপ্র°)

বপুষ্টমা (স্ত্রী) ১ পদ্মচারিণী লতা। (জটাধর) ২রূপ। (ঋক্ ৩।২।১৫)

৩ কাশীরাজের কন্যা, পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বহনন করেন, বপুষ্টমা এই হত অশ্বের সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন। তৎকালে দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখিয়া তাহাকে কামনা করেন। ইন্দ্র তখন অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্রের দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেন। তখন রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে

অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্দ্র! তুমি যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, এই দুষ্কর্ম্মের ফলে অদ্যাবধি কেহ আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার অর্চ্চনা করিবে না এবং ঋত্বিক্‌দিগের অমনোযোগে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিশ্বাবসু নামে গন্ধর্ব্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ত্রিশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্বলোপের আশঙ্কা করিয়া রম্ভা নামক অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রম্ভাই কাশীরাজদুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই রম্ভা নাম্নী অপ্সরা। ইন্দ্র এই ছলে আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না, ইহার কালই একমাত্র কারণ। ঋত্বিক্‌দিগকে অবমাননা করায় আপনার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে দোষ হইবে না। বিশ্বাবসুর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। (হরিবং ১৯২-১৯৬ অং)

বপুষ্মৎ (ত্রি) বপুস্ প্রশস্তার্থে মতুপ্। ১ প্রশস্তশরীরী, উত্তমশরীরবিশিষ্ট। ২ (পুং) শাল্মলীদ্বীপপতি।

বপুষ্য (ত্রি) বপুস্-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর।

"বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং" (ঋক্ ১।১৮৩।২)

'বপুষ্যা বপুষি হিতা' (সায়ণ)

বপুস্ (ক্লী) উপ্যন্তে দেহান্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কর্ম্মাণ্যত্রেতি বপ্ (অর্ত্তি-পৃ-বপি-যজীতি। উণ্ ২।১১৮) ইতি উসি। ১ শরীর, দেহ। "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং

নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।" (রঘু ২।৪৭)

২ প্রশস্তাকৃতি। (মেদিনী) ৩ অংশ।

"অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।" (মনু ৫।৯৬)

'বপুস্তেজোংশঃ' (মেধাতিথি) (স্ত্রী) ৩ স্বনামখ্যাতা দক্ষকন্যা। ইনি ধর্ম্মরাজের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫০।২১)

বপুঃপ্রকর্ষ (ত্রি) শারীরিক সৌন্দর্য্য।

বপুঃস্রব (পুং) বপুষঃ শরীরাৎ স্রবঃ ক্ষরণং যস্য। শরীরস্থিত রসধাতু। (রাজনিং)

বপুস্সাৎ (অব্যং) শরীরাকারে।

বপোদর (ত্রি) পীবরোদর, ভুঁড়ি। "তুবিগ্রীবো বপোদরঃ" (ঋক্ ৮।১৭।৮) 'বপোদরঃ পীবরোদরঃ' (সায়ণ)

বপ্তব্য (ত্রি) বপ-তব্য। বপনীয়, বপনযোগ্য। পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিতে নাই।

"যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।" (মনু ৯।৪২)

বপ্তৃ (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-তৃচ্। ১ জনক, পিতা। ২ কবি। ৩ নাপিত। "বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি" (ঋক্ ১।১৪২।৪) 'বপ্তা নাপিতো বপতি' (সায়ণ) (ত্রি) ৪ বাপক। ৫ কর্ষক।

"যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।

তথা নৃচে হবির্দ্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥" (মনু ৩।১৪২)

বপ্প (পুং) ১ বাপ। ২ পূজ্য দেবগুরুজন প্রভৃতি। ৩ মেবারের রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

বপ্পটদেবী (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ।

বপ্পিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা।

বপ্পীহ (পুং) চাতক (Coculus Melanoleucus)।

বপ্যট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা।

বপ্যনীল (পুং) জনপদভেদ।

বপ্র (পুং ক্লী) উপ্যতেঽত্রেতি বপ-(কৃষিবপিভ্যাং রন্। উণ্ ২।২৭) ইতি রন্। ১ দুর্গ ও নগরাদির প্রান্তস্থ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা উপরিবদ্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্থশাস্ত্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা বপ্র নির্ম্মাণ করিবে এবং তদুপরি প্রাকার সন্নিবেশ হইবে। ইহার পর্য্যায়,—চয়, মৃত্তিকাস্তূপ। (শব্দরত্নাং) প্রাকারের আধার স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকাস্তূপের নামই বপ্র। যথা—

"মহোচ্চানাং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্।

প্রাকার-গৃহসম্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥" (বিষ্ণুপুং ২২অঃ)

বপতি বীজমত্রেতি। ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ। ইহার পর্য্যায়—কেদার, ক্ষেত্র, নিষ্কুট, বনজ, বাজিকা, গাটীর। (জটাধর) বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—শুক্র বর্ষাধিপ হইলে, শৈলোপম জলদজাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্র বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী নানা নূতন শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে।

"শালীক্ষুমত্যপি ধরা ধরণী ধরাভ-

ধারাধরোজ্ঝিতপয়ঃপরিপূর্ণবপ্রা।" (বৃহৎসং ১৬।১৭)

৩ রেণু। ৪ তট। "বপ্রান্তস্খলিতৈর্বিবর্ত্তনং পয়োভিঃ" (কিরাত ৭।১১) ৫ পর্ব্বতসানু। "নানা-রত্নজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈঃ ছন্নেষন্তঃ সানুবপ্রান্তরেষু"। (কিরাত ৫।৩৬) বপ-রন্ (বৃধিবপিভ্যাং রন্। উণ্ ২।২৬) ৬ সীসক। (হেম)

"সীসং বধ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্রং পূংপ্র)

বপতি বীজমিতি বপ-রন্। ৭ পিতা। (মেদিনী) ৮ প্রাকার। ৯ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)। ১০ দ্বাপরযুগের চতুর্দ্দশ বিভাগের ব্যাসভেদ। ১১ চতুর্দ্দশ মনুর পুত্রভেদ।

বপ্রক (পুং) গোলবৃত্তির পরিধি।

বপ্রক্রিয়া, বপ্রক্রীড়া (স্ত্রী) তটাঘাত। হস্তী বা বৃষের শৃঙ্গ দন্তাদি দ্বারা উচ্চভূমিতে আঘাতরূপ ক্রীড়া।

"বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।" (মেঘদূত)

বপ্রবাদ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। তিলপর্ণী নদীতটে অবস্থিত। (ভবিষ্যব্রহ্মখং° ৪২।২১৩)

বপ্রা (স্ত্রী) বপ-রন্‌-টাপ্‌। ১ মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।] ২ জৈন অবসর্পিণীর একবিংশ অর্হৎ নেমিনাথের মাতা।

বপ্রানত (ত্রি) ক্রীড়ার্থ উচ্চভূমি সম্মুখে অবনত মস্তক।

বপ্রান্তর (অব) তটদ্বয় মধ্যবর্ত্তী (স্থান)।

বপ্রাভিঘাত (পুং) বপ্রক্রীড়া।

বপ্রান্তঃস্রুতি (স্ত্রী) নদীকূলবাহী স্রোতোজল। ২ শাখানদী।

বপ্রান্তস্‌ (ক্লী) তীরবাহী স্রোতোজল।

বপ্রি (পুং) বপতি বীজমত্র বপ-ক্রিন্‌ (বহ্ব্যাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪।৬৬) ১ ক্ষেত্র। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ দুর্গতি। ৩ সমুদ্র।

বপ্রী (স্ত্রী) বম্রী পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত 'ম' স্থানে প। ১ বল্মীক। (হলায়ুধ) চলিত উইটিপী। ২ গণ্ডশৈল।

বব (পুং) একাদশ করণের অন্তর্গত প্রথম করণ, এই করণের অধিপতি ইন্দ্র। ইহাতে বিহিত কর্ম্ম যথা—

"পৌষ্টিকস্থিরশুভানি ববাখ্যে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই করণে জন্মিলে মানব বলবান্‌, অতিধীরপ্রকৃতি, কৃতী ও অতি বিচক্ষণ হয়। লক্ষ্মী নিয়ত তাহার আলয়ে বাস করিতে থাকেন।

"ববাভিধানে জননং হি যস্য, শূরোঽতিধীরো মনুজঃ কৃতী স্যাৎ।
পদ্মালয়া তন্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং সুবিচক্ষণঃ স্যাৎ॥"

(কোষ্ঠীপ্র°)

দাক্ষিণাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে 'বব' শব্দের প্রথম বকার বর্গীয় এবং শেষ বকার অন্তঃস্থ।

বব্বলিয়া (দেশজ) ১ মিথ্যাবাদী। যাহারা অর্থ লইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। গঙ্গাজোলে শব্দও ইহার অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বভ্র, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ বভ্রতি।

বভ্রু (পুং) মণ্ডলী সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প° ৪ অ°)। ২ যদুবংশীয় জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (শিশুপাল ২ অ°)

বভ্রুধাতু (পুং) সুবর্ণ-গৈরিক, চলিত স্বর্ণগেরিমাটী।

বভ্রুবাহন, অর্জ্জুনের পুত্র। [পবর্গ দেখ]

বপ্সস্‌ (ক্লী) ১ রূপ। ২ বপু। "উত স্যা বাং রুশতো বপ্সসো গীর্ভিস্ত্রিবর্হিষি সদসি পিন্বতে নৄন্‌" (ঋক্‌ ১।১৮১।৮) 'রুশতো দীপ্তস্য বপ্সসো রূপস্যৈব বপুষো বা' (সায়ণ)

বম্‌ (দেশজ) গৃহছাদোপরি পারাবতাদি বসাইবার জন্য বংশনির্ম্মিত ছত্‌রি বিশেষ। ইহা একটী বংশদণ্ডের উপর চতুষ্কোণ আকারে সমতল পৃষ্ঠে আঁটা থাকে। উহা শূন্য স্থানে বিলম্বিত থাকে বলিয়া সম্ভবতঃ ব্যোম শব্দের অপভ্রংশে কথিত হইয়া থাকে।

বম্‌ (অমর) শিবপূজান্তে কপোলবাদ্যভেদ। উহা উকার, অকার ও মকারাত্মক শিবের প্রণব স্বরূপ। যথা—

"ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ডিম্‌ ডিডিম্‌ ডিম্‌ ডিডিমরুডমরুং বাদয়ন্‌ সূক্ষ্মনাদং
বম্‌ বম্‌ বম্‌ বম্‌ ববম্‌ বম্‌ ভ্রমিতদশশিরাস্তালমানেন নৃত্যন্‌।
কর্পূরাসিক্তভস্মাপটিতপটুজটালম্বিরুদ্রাক্ষমালো
মায়াযোগী দশাস্যো রঘুরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রাদুরাসীৎ॥"

(রামলীলামৃত)

২ বরুণবীজ। যথা—"নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা' ইত্যাদি (তন্ত্রসার ভূতশুদ্ধিপ্র°)

বম্‌কী (দেশজ) বমন।

বম, উদ্গিরণ, বমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ বমতি. লিট্‌ ববাম, ববমতুঃ ববমুঃ। লুট্‌ বমিতা। লৃট্‌ বমিষ্যতি। লুঙ্‌ অবমীৎ অবমিষ্টাং অবমিষুঃ। কেহ কেহ লিটের উস্‌ করিয়া 'বেমুঃ' পদ সিদ্ধিবিষয়েও মত প্রকাশ করেন। "বেমুশ্চ কেচিদ্রুধির" মিতি দেবীমাহাত্ম্য সন্‌ বিবমিষতি, যঙ্‌ বংবম্যতে, যঙ্‌ লুক্‌ বংবন্তি। ণিচ্‌ বাময়তি, বময়তি। উপসর্গপূর্ব্বক— উদ্‌বময়তি। ঘঞ্‌—বাম। অপ্‌ বম। ক্ত্বা—বমিত্বা,বান্ত্বা। অথুচ্‌— বমথু। কেবল বম ধাতুর উত্তর ণিচ্‌ করিলে 'জল হ্বল' ইত্যাদি প্রযুক্ত বিকল্পে হ্রস্ব হইবে, কিন্তু উপসর্গপূর্ব্বক হ্রস্ব নিত্যই হইবে। যথা—বময়তি, বাময়তি। প্রবময়তি। (দুর্গাদাস)

বম (পুং স্ত্রী) বম-অচ্‌। বমন। বমি করা।

বমথু (পুং) বমনমিতি বম-অথুচ্‌ (ট্বিতোঽথুচ্‌ পা৩।৩।৮৯) ১ বমি।

"দৌর্ব্বল্য-শ্বাসকাশ-জ্বর-বমথুমদা-পাণ্ডুতাদাহমূর্চ্ছাঃ"

(সুশ্রুত উত্তর ৪৫ অঃ)

২ হস্তিশুণ্ড হইতে নির্গত জলকণা। ইহার পর্য্যায়—করশীকর।

"রজনিবমথুপ্রালেয়াম্ভঃকণক্রমসম্ভৃতৈঃ॥" (নৈষধ ১৯।৬)

বমন (ক্লী) বম-ভাবে ল্যুট্‌। ১ ছর্দ্দন। উদরস্থ খাদ্যাদির উদ্গাবণ।

"মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।" (সুশ্রুত ১।২)

জ্বরাদিতে রোগীকে আবশ্যক মত বমন করান যাইতে পারে। (বাভট)

২ বমনদ্রব্য। "স দত্ত্বা বমনং কৃচ্ছ্রাম্মৃতকল্পমজীবয়ৎ॥"

(কথাসরিৎসা° ৬৪।৫৭)

৩ অর্দ্দন। (মেদিনী) ৪ আহুতি। (বিশ্ব) ৫ আহার।

"যা সৌরাজ্যপ্রকাশাভির্ব্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা॥" (রঘু ১৫।২৯)

বমতীব শুক্লবর্ণমিতি বম-ল্যু। ৬ শণ। (রাজনি°)

বমনী (স্ত্রী) বমন-ঙীপ্। জলোকা। (রাজনি০)

[বিস্তৃত বিবরণ জলোকা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বমনকল্প০ (পুং) বমননিমিত্ত মদনাদি নানাবিধ যোগ-যোজন বিধি। তন্মধ্যে এই মদনকল্পই প্রশস্ত। (সুশ্রুত, সূ০ ৪৩ অ°)

বমনদ্রব্য (ক্লী) উর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠ অগ্নি ও বায়ুগুণাধিক বান্তিকর দ্রব্য, বমিকারক বস্তু। বমিকর দ্রব্য যথা—ময়নাফল, কুড়চি ফল, দেয়াতাড়া পুষ্প, তিৎলাউ ফুল, ঘোষা ফল, শ্বেতঘোষা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ,পিপুল, করঞ্জ, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, নিম, অশ্বগন্ধা, বেতস, বান্ধুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, বচ, রাখালশশা এবং শ্বেতরাখালশশা প্রভৃতি। (সুশ্রুতসূ০৩৯অ°)

বমনবিধি (পুং) বমনক্রিয়া। বমনক্রিয়ার কাল—পূর্ব্বাহ্ণ। বিচক্ষণ চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও বর্ষাকালেই রোগীকে রেচন এবং বমন করাইবেন।

"শরৎগ্রীষ্মবসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্।
বমনং রেচনং চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥" (ভাবপ্র০)

যে রোগী কফাক্রান্ত, বলবান্, হিক্কারোগাদি দ্বারা নিপীড়িত ও বীরচিত্ত, তাদৃশ রোগীকেই বমন করাইবে।

"বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদি-নিপীড়িতং।
তথা বমনসাত্মঞ্চ ধীরপিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥" (ভাবপ্র°)

বিষদোষ, স্তন্যরোগ, অগ্নিমান্দ্য, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, বিসর্প, মহাজীর্ণ, বিদারিকা, অপচী, কাস, শ্বাস, পীনস, বৃদ্ধি, অপস্মার,জ্বরোন্মাদ, রক্তাতিসার,নাসা তালু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণস্রাব, অধিজিহ্বক, গলশুণ্ডী, অতিসার, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও অরুচি ; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন।*

বমন-নিষেধ-বিষয়—কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, দৌর্গন্ধ বিষজনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। বমনের গুণ,—বমনে শ্লেষ্ম শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বমন করাইবে না। যথা—চক্ষুরোগী, উর্দ্ধবাত, গুল্মোদর, প্লীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শ্রমার্ত্ত, স্থূল, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, মূত্রাতুর, কেবল বাতরোগী, স্বরোপঘাতী, অধ্যয়নরত, দুশ্ছর্দ্দি, দুঃকোষ্ঠ, তৃষ্ণার্ত্ত, বালক, উর্দ্ধাস্র, পিত্ত, ক্ষুধিত, নিরূক্ষ ও গর্ভিণী প্রভৃতি। অবম্য বমনে রোগ সকল কৃচ্ছ্র হইয়া উঠে, অথবা একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে বমি করাইবে না। (১)

অতি বমনে তৃষ্ণা, হিক্কা,উদ্গার, সংজ্ঞারাহিত্য, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর্ব্যাবৃত্তি, হনুসংহতি, রক্তচ্ছর্দ্দি ও কণ্ঠপীড়া প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

[বমনকল্পীয় অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার বিষয় বাভট কল্পস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

বমনব্যাপৎ (স্ত্রী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আধ্মানাদি বিকার। [বিস্তৃত বিবরণ সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

বমনীয়া (স্ত্রী) বময়তীতি বমণ্যর্থবিবক্ষায়ামভিধানাৎ কর্ত্তরি অনীয়র্-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মক্ষিকা। (রাজনি০) ২ (ত্রি) বমন-যোগ্য, বমনার্হ।

বমাল্ (পারসী) নষ্টদ্রব্য বা বস্তুবিশেষ সহিত।

বমি (স্ত্রী) বমনমিতি-বম (সর্ব্বধাতুভ্য ইন। উণ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বমন, ছর্দ্দন, প্রচ্ছর্দ্দিকা, রোগভেদ, বমিরোগ। এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ আছে—অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন, অধিক লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, কৃমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎক্লিষ্ট হইয়া বমনরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত,এবং সর্ব্বাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই বমনরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ। এই রোগের পূর্ব্বরূপ বমি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস, অর্থাৎ বমনোদ্বেগ, উদ্গারাবরোধ, মুখ-প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হয় এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অত্যন্ত বিদ্বেষ হইয়া থাকে।

বমির সামান্য লক্ষণ—যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গপীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত হইয়া মুখকে পরিপূরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছর্দ্দি বা বমিরোগ কহে।

---

* "বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌ শ্লীপদেহর্ব্বুদে।
হৃদ্রোগে কুষ্ঠবিসর্পে মহাজীর্ণপ্রমেষু চ॥
বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু॥
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেহধিজিহ্বকে।
গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা।
মেদোরোগেহরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ভিষক্।" (ভাবপ্র°)

(১) "ন বাময়েৎ তৈমিরিকোর্দ্ধবাত-গুল্মোদর-প্লীহক্রমি-শ্রমার্ত্তান্।
স্থূলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধমূত্রাতুরান্ কেবলবাতরোগান্॥
স্বরোপঘাতাধ্যয়নপ্রসক্তদুঃচ্ছর্দ্দিদুঃকোষ্ঠতৃড়ার্ত্তবালান্।
উর্দ্ধাস্রপিত্তক্ষুধিতা নিরূক্ষগর্ভিণ্যুদাবর্ত্তিনিরূহিতাংশ্চ॥
অবম্যবমনাৎ রোগাঃ কৃচ্ছ্রতাং যান্তি দেহিনাং।
অসাধ্যতাং বা গচ্ছন্তি নৈতে বাম্যাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
এতেহপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে চ বিষাতুরাঃ।
অতীবচোল্বণকফাস্তে চ স্যুর্ম্মধুকাম্বুনা॥" (সুশ্রুত)

বাতজ লক্ষণ—বাতজ বমনে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তক ও নাভিস্থলে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগ, প্রবল উদ্গার, ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেন-মিশ্রিত বিচ্ছিন্ন (থামিয়া থামিয়া) পাতলা ও কষায় রসবিশিষ্ট বস্তু বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ বমনরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষুর্দ্বয়ে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন, এবং পীত, হরিৎ, বা ধূম্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, ও বমন সময়ে কণ্ঠদেশে জ্বালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, কফস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ লক্ষণ—সন্নিপাতজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা লোহিত বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

আগন্তুজ বমন—কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ ঘৃণা-জনক বস্তুর আঘ্রাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, অথবা স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কৃমিরোগ বা আমরসের জন্য যে বমি হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তুজ বমি কহে। এই বমনরোগে বাতাদি দোষ ত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কৃমিজন্য বমনরোগে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কৃমিজ হৃদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। আগন্তুজ বমনের কারণ পাঁচটী বলিয়া ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা—অসাত্ম্যজ, কৃমিজ, আমজ, বীভৎসজ ও দৌর্হৃদজ। এই আগন্তুজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অনু-সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে।

এই রোগের উপদ্রব—কাস, তমক শ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিক্কা, বিকৃতচিত্ততা, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ।

বমনরোগের সাধ্যাসাধ্যতা—বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু, মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয় এবং তজ্জন্য যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কফ বা বায়ু দূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি যদি মলমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন-রোগাক্রান্তরোগী তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিক্কাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং সর্ব্বদা রক্তপূয়াদি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা বমিতে যদি ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হৃদ্রোগ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ অসাধ্য। এই সকল লক্ষণ ভিন্ন অপর সকল প্রকার বমনের চিকিৎসা করিলে আশু প্রতীকার হয়।

চিকিৎসা—সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়, এই জন্য বমনরোগে সর্ব্বপ্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন (বমন বিরেচন) ঔষধ সেবন করান বিধেয়। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, কেবল বাতজ বমনরোগে লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য। বাতজ বমিরোগে তুল্য জলযুক্ত দুগ্ধ, সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতমিশ্রিত মুগ বা আমলকীর যূষ পান করিতে দেওয়া উচিত। গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও পোলতা এই সকলের ক্কাথ, মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ বমিরোগ ভাল হয়। হরী-তকীচূর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দোষকে অধোগামী অর্থাৎ বিরেচিত করে, এ কারণ শীঘ্রই বমি নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুণ্ঠী চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত কিংবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্ত্তমুস্তক ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী, খৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জলমিশ্রিত করিয়া বস্ত্র-দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে উহা পান করিলে ত্রিদোষজ বমিরোগ নিবারিত হয়। গুলঞ্চ দ্বারা হিম (শীতকষায়) প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য ত্রিদোষজ বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। বেলছাল, গুলঞ্চের ক্কাথ ও ক্ষেত পাপড়ার ক্কাথ মধু সহযোগে পান করিলে সান্নিপাতিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের আঁটি ও বিল্বের ক্কাথ মধু ও চিনি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে খৈচূর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উষ্মাজন্য বমি, অতীসার ও পিপাসা নষ্ট হয়।

অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল শুকাইয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিদুঃসাধ্য বমিরোগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের আটির শাঁস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুস্তক, রক্তচন্দন ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়।

বীভৎস বমি হৃদয়গ্রাহী দ্রব্য দ্বারা, দোহদজ বমি অভি-লষিত ফল দ্বারা, ও আমজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা নিবারণ করিতে হয়। উদগার আধিক্যের সহিত বমি হইলে মূর্ব্বা, ধনে, মুস্তক, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে লেহন অথবা সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্যঃ বমি নিবারিত হয়।
(ভাবপ্র° বমিরোগাধি° সুশ্রুত)

ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটি ভিজাজল, অথবা বরফজল বমন নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে বমনরোগ আশু নিবারিত হয়। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার বমি নিবারিত হয়। ক্ষেতপাপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত বা মূর্ব্বা মূলের কাথ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ টী দানা জলে ভিজাইয়া ঐ জল একটু একটু খাইলে অতিপ্রবল বমিও তৎ-ক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা একত্র কিঞ্চিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয়া যায়। ভাজা মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খইচূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা ভিন্ন এলাদিচূর্ণ, রসেন্দ্র, বৃষধ্বজরস ও পদ্মকাষ্ঠঘৃত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।
(ভৈষজ্যরত্না° বমিরোগাধি°)

এই রোগের পথ্যাপথ্য।—বমি হইলেই আমাশয়ের উৎক্লেশ হয়, এই জন্য প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। বমনবেগ নিরস্ত হইলে লঘুপাক, বায়ুর অনুলোমক ও রুচিকর আহারাদি ক্রমশঃ দেওয়া আবশ্যক। বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাজামুগের কাথের সহিত খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। এইরূপ আহার দিলে বমন, ভেদ, জ্বর, দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সহমত সকল দ্রব্য আহার এবং জ্বরাদি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাসমত স্নানাদি করিতে পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ আঘ্রাণ এবং মনের প্রফুল্লতা এইগুলি এই রোগে বিশেষ উপ-কারী। যে সকল কারণে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল কারণ ও রৌদ্রাদির আতপ সেবন প্রভৃতি বমনরোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

শূলরোগ ও অম্লপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার হয়। ঐ সকল রোগে যে সকল যোগ সেবন করাইয়া বমন করাইতে হয়, তাহা তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বমতি উদ্গিরতি ধূমাদিকমিতি 'ইক্ কৃষ্যাদিভ্যঃ' ইতি ইক্। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ ধূর্ত্ত। (শব্দরত্না°)

বমিত (ত্রি) বম্-ক্ত। বান্ত। বমনযুক্ত। কৃতবমন। পীড়িত।

"বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং ন তু বাময়েৎ।
বমনে ক্লেশবাহুল্যাৎ হন্যাল্লঙ্ঘনকর্ষিতং॥" (উদ্ভট)

২ বমনকৃত বস্তু।

বমিতব্য (ত্রি) বমনের উপযুক্ত। বমনোদ্রেককারী।

বমিন্ (ত্রি) ১ বমনকারী। ২ পীড়িত।

বমী (দেশজ) উদরস্থ দ্রব্যের উদ্গমন। বমন।

বম্বেটিয়া (দেশজ) ১ জলদস্যু। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমুদ্রোপকূলে খর্ব্বাকার মুসলমান জলদস্যুগণ পণ্যবাহী নৌকা-চালনের ভাণ করিয়া বণিকদিগের নিকট আসে এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, 'বম্বে' (জনপদ) ও বেটিয়া (খর্ব্বকায়) বা বম্বেবাসী অর্থ হইতে এই দস্যু সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যেরূপ নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে, ইংরাজীতে তাহা Bum-boat নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব এই 'বম্বোট' শব্দ হইতেই জলদস্যু সম্প্রদায়ের বম্বেটে নাম হইয়াছে।

২ বর্ত্তমান সময়ে দস্যুসদৃশ দৃঢ়কায় পুরুষকেও লোকে বম্বেটে বলিয়া সম্বোধন করে। ৩ যে সকল কর্ম্মচারী ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রমুখে আসিয়া বৈদেশিক বণিক-দিগের জাহাজ ধরিয়া এজেণ্টের হাতে বা খালাশবোম্বাই সমিতির নিকট আনিয়া দেয়, তাহারাও বম্বোট নামে খ্যাত।

বম্ভ (পুং) বংশ, বাঁশ। (শব্দরত্না°)

বম্ভারব (পুং) হম্বারব (গবাদি)।

বম্যাগ (ক্লী) জনপদভেদ।

বম্র (পুং) ১ উপজিহ্ব। (ঋক্ ৮।৯১।২১) বম্র ক্রিয়াং ঙীপ্। ২ উপজিহ্বিকা। "বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো মদানং।" (ঋক্ ৪।১৯।৯) 'বম্রীভিরুপজিহ্বিকাভিঃ' (সায়ণ)

(পুং) এক জন বৈদিক ঋষি—বম্র বৈখানস, ইনি ঋগ্বেদের ১০।৯৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বম্রীকূট (ক্লী) বল্মীক।

বম্রক (পুং) ক্ষুদ্রজাতীয় পিপীলিকা।

বয়্, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বয়তে। লোট্ বয়তাং। লৃট্ বয়িষ্যতে লুট্ বয়ে। লুট্ বয়িতা।

বয় (পুং) তন্তুবায়। বস্ত্রবয়নকারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বয়ী স্ত্রী তন্তুবায়°।

বয়ৎ (ত্রি) বয়নকার্য্য।

বয়ত (পুং) ঋগ্বেদ-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ঋক্ ৭।৩৩।২)

বয়ন (ক্লী) বস্ত্রাদির সূত্রগ্রহণরূপ কার্য্যবিশেষ।

বয়নবিদ্যা, উর্ণা বা কার্পাসাদি সূত্রজাত বস্ত্রনির্ম্মাণরূপ শিল্পবিদ্যাবিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে Art of weaving বলিয়া থাকে। কিরূপে কত পরিমাণ তূলা লইয়া কত বিভিন্ন নম্বরের মোটা ও সরু সূতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই সূতাগুলি টানা দিয়া দিয়া নরাজে গুটাইতে হয়; তদনন্তর নরাজ তাঁতে সংযোজিত করিয়া তাহার সূতার খেইগুলি প্রথমে দুইটী ঝাপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দিতে হয়; তৎপর যথানিয়মে তাঁতযন্ত্র সূত্রাদিসহ সুসম্বন্ধ করিয়া, তন্তুবায় বা বস্ত্রবয়নকারী কিরূপেই বা মাকু নামক যন্ত্রাংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদায় যাহাতে শিখিতে বা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বস্ত্রবয়নবিদ্যা বলে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগৎবাসী সভ্যজাতিগণ প্রখর বুদ্ধিপ্রভাবে হস্তচালিত এ দেশীয় তাঁতের অনুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠিত একপ্রকার লৌহযন্ত্রময় তাঁতের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল কলে এককালে সূতা প্রস্তুত হইতে বস্ত্রবয়ন পর্য্যন্ত এতৎ শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রচালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সূতা (Yarn) নির্ম্মাণ, সূতা রঙ্গ (Dyeing) ও বস্ত্রবয়ন সকল প্রকার কার্য্যই শিক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালনা এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের (ঋক্ ১।২৬।১১) প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তৎকালে বস্ত্রবয়নকৌশল সুচারুরূপে অবগত ছিলেন। ঋক্‌সংহিতার ১।১৪০।১, ১।১৫২।১, ২।১৪।৩, ৯।৮।৬, ৯।৯৬।১ প্রভৃতি মন্ত্র আলোচনা করিলে বেদী ও রঙ্গস্থানের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এই বস্ত্র সাধারণতঃ শুক্লবর্ণ ও কল্যাণকর (ঋক্ ৩।৩৯।২) এবং ভদ্রজনোচিত ও আবশ্যকীয় (ঋক্ ১।১৩৪।৪, ৫।২৯।১৫)। ইহা তৎকালে সাধারণে ধনস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল (ঋক্ ৬।৪৭।২৩)। মাতা স্বয়ং পুত্রাদির পরিধেয় বাস নির্ম্মাণ করিতেন—"বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।" (ঋক্ ৫।৪৭।৬); উহার সূত্রগুলি পরস্পর নিবিড় হইত। অথর্ব্ববেদের ৫।১।৩, ৯।৪।২৫, ১২।৩।২১, ১৪।২।৪১ মন্ত্রে বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৪।১।২০), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।৮।১২), গোভিলগৃহ্য (৩।২।৪২), এবং পারস্করগৃহ্য (৩।১০) সূত্রে বস্ত্রের আবশ্যকতা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌষীতকীব্রাহ্মণে (২।২৯) কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, তখনকার ঋষিগণ শুক্লেতর কৃষ্ণাদি বর্ণ দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা যে রঞ্জনপ্রণালী অবগত ছিলেন এই মন্ত্র হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগে নানা-বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রধারণের প্রভূত প্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই বৃন্দাবনবিহারী বনমালী স্বীয় শ্যামতনু পীতবসনে সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। দেবদেবীগণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিধৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে কৌশেয়বস্ত্র (রামায়ণ ২।৩২।১৬) দান করিয়াছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষ্মণের শুভবসনদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর ধারণ করিবার কথা আছে। আবার ২।৫২।৮২ শ্লোকে সীতা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র ও অন্নপ্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ্ ও উর্ণাদি নানা দ্রব্যজাত বস্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাভারতে বিভিন্ন রাজগণের বেশভূষা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট বস্ত্রপার্থক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধিপতি দশরথ স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ চতুষ্টয়কে লইয়া জনকগৃহ হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বজনবর্গ বিবিধ কাম্যবস্তু দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজপত্নীরা ক্ষৌম্যবাস পরিধান করিয়া পুত্রবধূ রাজকুমারী চতুষ্টয়ের সহিত মঙ্গল আলাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের সমভিব্যাহারে দেবালয়ে পূজা দিতে গমন করেন। এই সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামায়ণীয় যুগে শুক্ল, কাশায়রঞ্জিত বস্ত্র এবং শুভকার্য্যে ক্ষৌম্যবাসের প্রচলন ঘটিয়াছিল।

ভগবান্ মনুরচিত স্মৃতিগ্রন্থের ৩।৫২, ৯।২১৯ ও ১১।১৬১ শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐ পরিধেয় বাস তখনও সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল এবং বস্ত্রহরণকারী বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন (৮।২২১ শ্লোঃ)। উক্ত গ্রন্থে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় বস্ত্র বিভাগেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

যদি কেহ উর্ণাশণাদি অথবা কার্পাসিকসূত্র অপহরণ করে, তাহা হইলে সে তত্তদ্রব্যের যথামূল্যের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য (মনু ৮।৩২৬)। তন্তুবায় যদি বস্ত্রবয়নার্থ কোন ব্যক্তির

নিকট ১০ পল পরিমিত সূত্রগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে ভক্তমণ্ডমিশ্রণের জন্য ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডানুসারে সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" (মনু ৮।৩৯৭)

উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে যে সকল প্রমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই বর্ত্তমান প্রমাণ বস্ত্রের অনুরূপ ছিল।

তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। তাঁহারা জলপ্রক্ষালন দ্বারা কার্পাসবস্ত্র এবং ক্ষারজমৃত্তিকা দ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন :—

"অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেনত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥
চেলবৎ কর্ম্মাণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবৎ শুদ্ধিরিষ্যতে॥
কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ॥
ক্ষৌমবৎ শঙ্খশৃঙ্গানাং অস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানিতা কার্য্যা গোমূত্রেনোদকেন বা॥"
(মনুসংহিতা ৫।১১৮-১২১)

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদচণ্ডালাদি হীনজাতীয়ের মৃতচেল পরিধানের বিধি আছে; কিন্তু অন্যের পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথা—রজককর্ত্তৃক ভ্রমক্রমেপ্রদত্ত পরবাসও গ্রহণ করিতে নাই। মনুসংহিতায় উহার নিষেধ-বচন বিধিবদ্ধ আছে,—

"শাল্মলী ফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।
ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ॥" ৮।৩৯৬ শ্লোক

তৎকালে কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তরঞ্জিত শাণক্ষৌমাজিনাদি নির্ম্মিত বস্ত্র * বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ ছিল (মনু ১০।৮৭)।

এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিকযুগ হইতে স্মৃতিযুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যসমাজে বয়নযন্ত্র ও বয়নবিদ্যার প্রভূত প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোন নিদর্শন নাই।

যদি জগতের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি জগতের সর্ব্বপ্রাচীন তাঁতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশররাজ্যের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। তথাকার মামি-গহ্বরের মধ্যে (Mummy pits of Egypt) অনুসন্ধান করিলে আজিও শবাচ্ছাদিত বস্ত্রের (মড়াজড়ান কাপড়) প্রভৃত নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে। মিশরের এই লিনেন্ বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়া তথাকার লোকে সমাদরে উহাকে শবদেহের অন্ত্যেষ্টি-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে পুরোহিতদিগকে তাঁহাদের চিরপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়া হইত। তথাকার উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্তলোকেরা কার্পাস ও পশমী বাস পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বস্ত্রই অঙ্গে ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা লাগে বলিয়া তথাকার পুরোহিত সম্প্রদায় লিলেনবস্ত্রেরই বিশেষ পক্ষ-পাতী ছিলেন।

হিব্রু জাতির ধর্ম্মযাজক ও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট লিলেন বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে তাঁহাদের যে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাদিক, কেন না, প্রাচীন হিব্রু বা আসীরীয়দিগের মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের British museum নামক জাদুঘরে প্রাচীন সূক্ষ্ম লিলেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার সূতা ১ পাউণ্ড ওজনে প্রায় ১০০ হ্যাঙ্ক (Hank) এবং ১ ইঞ্চ স্থানের মধ্যে টানায় (warp) ১৪০ খাই ও পোড়েনে (woof) ৬৪ খাই সূতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

থেবিস্ নগরে ও অন্যান্য স্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাঁতের যে সকল নমুনা বিদ্যমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল ভারতীয় তাঁতেরই অনুরূপ, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, মিশর-দেশীয় তাঁত খাড়া-ভাবে পাতা (vertical), আর ভারতীয় তাঁত পাটাভাবে পাড়া (Horizontal)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের বিশ্বাস, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ যে প্রথায় বস্ত্রবয়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরন্তন প্রথাসিদ্ধ তাঁত ক্রমে পারস্য হইয়া প্রাচীনকালে য়ুরোপে প্রবেশ লাভ

* কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—"No trace of linen cloth made from flax is to be found in Manu or in any other earlier works of the Hindus, and it is probable that flax has never been made from the linseed plant for the manufacture of yarn for weaving.' কিন্তু মনুসংহিতায় ১০।৮৭ শ্লোকের "সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণং ক্ষৌমাবিকানি চ।" চরণ পাঠ করিলে সেকথা মনে হয় না, বরং ভারতবাসী আর্য্যদিগকে সকল প্রকার সরু ও মোটা সূত্রে বস্ত্রবুনিতে সুদক্ষ বলিয়াই বিবেচনা করা যায়।

করিয়াছিল। ভাটিকানের ভার্জ্জিল-পুথিতে মণ্টকসোন (Montfaucon) কর্ত্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাঁতের চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উহার সহিত ভারতীয় তাঁতের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, তবে দু এক স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তনও দৃষ্টিগোচর হয়। চীন জাতির রেশমী বস্ত্র-বুনা-তাঁত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং চীনজাতির স্বকপোলকল্পিত, ইহাতে যন্ত্রপরিপাট্য অনেক অধিক। সম্ভবতঃ এই তাঁতের অনুকরণে বর্ত্তমান হ্যাণ্ডলুম সকল গঠিত হইয়াছে। আরিষ্টট্‌লে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমকদিগের সুখসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে চীন হইতে রেশম ও তাঁত য়ুরোপে নীত হইয়াছিল। আরিষ্টট্‌লের পূর্ব্বে য়ুরোপে রেশমের আর ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় না।

বয়নযন্ত্র।

বস্ত্রবুনান শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈর্য্যশীলতা, হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবশ্যক। সহস্রাধিক সূক্ষ্ম সূতা লইয়া তাহার প্রত্যেক সূতাটী যথানিয়মে প্রস্তুত এবং পৃথক্‌ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক। কোন অংশ জোড়া তাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি করা অসহিষ্ণুতার ফল ও অত্যধিক বিলম্বের কারণ।

আমাদের দেশে হিন্দু তাঁতি এবং মুসলমান জোলা আছে, এখনও ইহারা ½ ইঞ্চি চওড়া এক ফুট লম্বা চুঙ্গির মধ্যে ধরে এরূপ সরু সূতার প্রমাণ চাদর বুনিতে পারে। ম্যাঞ্চেষ্টরে বস্ত্রবয়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে এই শিল্পনিপুণতা অপসৃত হইল—ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগমনেই এই বয়নশিল্পের বিপর্য্যয় ঘটিল এবং অন্নাভাবে জোলা ও তাঁতির অন্ন ফুরাইল। স্থূল-বুদ্ধি তাঁতিরা লাভের আশায় সূক্ষ্ম সূতার আশ্রয় লইল এবং সূক্ষ্ম-বুদ্ধি তাঁতিরা মোটা সূতার কাজ আরম্ভ করিল। ফলে "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট," আর "জোলার গায়ে গিম্‌টি তাঁতির পরনে নেংটি।" এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই উভয় জাতির জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও কাপড় বুনানি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই জোলা ও হিন্দু তাঁতি পরস্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। নিম্নে উভয় পক্ষের বয়নোপযোগী যন্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

১ তাঁত (Loom)—তাঁত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তাঁত বহুপূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে; তাহাকে হাতের তাত বা বাঙ্গালা তাঁত বলে, উহা তাল কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং সুদীর্ঘকালস্থায়ী; এমন কি, ৩।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত একই তাঁতে কাজ চলিতেছে এরূপ শুনা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালাইয়া অপর হাতে ধরিতে হয়; বেশী চওড়া কাপড় ইহাতে বুনান অসুবিধা, তবে এই তাঁতের দ্বারা ইচ্ছামত মোটা সরু সব রকম বুনানি করা যাইতে পারে; ইহাতে সূতা খুব কম ছিঁড়ে এবং যেরূপ সরু বুনানির কাজ হয়, হ্যাণ্ড লুমের দ্বারা সেরূপ হওয়া দুরূহ, তবে বাঙ্গালা তাঁতের দ্বারা কাজ বেশী দ্রুত হয় না, একজন সুদক্ষ তাঁতি এই তাঁতে প্রতি মিনিটে ৩১।৩১ বার মাকু চালাইতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু দাঁড়াইবার জন্য ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালাইতে সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান জোরে চালান ঘটে না, তজ্জন্য মাকু অনেক সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কলের তাঁত (Fly shuttle loom)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাঁত প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী নহে, কেবল বাঙ্গালা তাঁতের অভিনব সংস্করণ (Improvement) মাত্র। মূলতঃ তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ভাল সেগুণ বা শাল কাষ্ঠ দিয়া উক্ত দুই প্রকার তাঁতই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কাঠটি বেশ মজবুদ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুদিন পরে উহা বাঁকিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা। ইহার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কোন একটী অংশ বাঁকিয়া গেলেই কার্য্য অচল হইয়া পড়ে। তাঁতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

দক্তি (Lay)—যাহার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে সেই কাঠখানি ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ বাক্স দুইটি একত্র দক্তি নামে খ্যাত, বাঙ্গালা তাঁতে বাক্সবিহীন ঐ কাষ্ঠটী দক্তি নামে পরিচিত ছিল, বিলাতী তাঁতে তাহাই উন্নত (Improved) আকারে ঐ রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ২ খানি কাষ্ঠ আছে, উপরের খানির সহিত নীচের খানি অতি সুন্দর ভাবে সংযোজিত। যখন মাকু অনবরত যাতায়াত করিতে করিতে কাষ্ঠের উপরিভাগটী ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল (uneven) হইয়া আইসে, তখন সামান্য ব্যয়ে কাঠখানি বদলাইয়া লইলে আবার সেই তাঁত ঠিক নূতনের ন্যায় কাজ করে। সেগুণের অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই কাঠখানিকে "রেল" (Shuttle race) বলে, উহার উপর দিয়া মাকুর চাকা চলে বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই দক্তিখানির নির্ম্মাণচাতুর্য্যের উপরই অধিক পরিমাণে সমস্ত যন্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠখানি ২½ কি ৩ ইঞ্চি পরিসর, নিম্নভাগ সমতল, উপরিভাগ উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের

দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উচু হইলে অপর প্রান্ত আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (Slope) ঠিক হিসাব মত হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ বেশী (Abrupt) হইলে মাকু উলটিয়া পড়ে বা সানার সহিত বেশী ঝুকিয়া চলিতে থাকায় সানা সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং ঝাঁপ (বুনিবার সময় পা দিয়া চাপিয়া মাকু চলিবার রাস্তা করা) বেশী জোড়ে চাপিতে হয়; তজ্জন্য "ব" এর সুতা এবং টানার সুতা বেশী কাটিবার সম্ভব। আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়িবার কথা এবং ঝাঁপে সুতা ভাল টান হয় না। এই রেলটীর ঢালুদিকে একটী জুলি কাটা (Groove) আছে, সেটী সানা বসাইবার স্থান। সেটী ঠিক সরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া আবশ্যক। সানা বসাইতে বেঁকা তেড়া বা ঢিল না হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দক্তিখানি বেশ সোজা এবং পালিশ-যুক্ত হওয়া নিতান্ত দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দক্তিকে কোলের দিকে টানিয়া "প'ড়েনের" সুতা চাপিয়া লইতে হয়। ইহা বেঁকিয়া গেলে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোটের ছিট বা বিছানার চাদর ইত্যাদি মোটা কাজের জন্য এই দক্তিখানি একটু মোটা রকম ও শাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর সরু কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অর্থাৎ সেগুণের হইলেই সুবিধা।

বাক্স (Shuttle box)—পূর্ব্ব-বর্ণিত রেলের দুই পার্শ্বে খাঁচার মত দুইটী ঘেরা স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বলে। মাকুটী এক বাক্স হইতে চালিত হইয়া অপর বাক্সে যাইয়া দাঁড়ায়। ঐ বাক্স ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মাকুর অনুরূপ চওড়া। কলের তাঁতে এই নূতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সটী মাকুর গতিকে নিয়ন্ত্রিত (Regulate) করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি জুলি কাটা (Groove) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি কাঠের টুক্‌রা (wooden block) বসান আছে, ঐ টুক্‌রাকে "মেড়া" (Picker) বলে। একটি লোহার শিক ঐ মেড়ার উপবাংশ ভেদ করিয়া একদিকে বাক্সের মুড়ার কাষ্ঠে ও অপর দিকে পাথার সংলগ্ন একটি হুকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক প্রান্ত জুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকায় বেশ খাড়া হইয়া বসিয়া থাকে। মেড়াটির বাহিরের দিকে দুইটি ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত তাত ঝুলাইবার জন্য দড়ির যোগাযোগ আছে, মেড়া ঐ বাক্সের একেবারে প্রান্তভাগে এবং মাকুটা সম্পূর্ণ বাক্সের মধ্যে থাকে। হ্যাণ্ডেল ধরিয়া টানিলেই মেড়ায় টান পড়ে, এবং মড়াটী শিকের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। তখন সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মাকু ছুটিতে থাকে, কিন্তু বাক্সটি মাকুর দুই পার্শ্বে ঘেঁসিয়া থাকে বলিয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হয়। বাক্স বেশী চওড়া হইলে মাকু লাফাইয়া উঠে এবং রেল চওড়া হইলে পড়িয়া যায়। মেড়ার সহিত দড়িটাও বেশ হিসাব করিয়া বাঁধা দরকার, যেন উহার টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাত না হইয়া আসিতে পারে এবং আঘাতটি যেন বেশ জোরের সহিত ঋজুভাবে লাগে। শাল কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্য কাঠ হইলে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক তাঁতে চামড়ার মেড়া দেখা যায়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

মুট-কাট (Top-batten)—ইহা একখানি ২″ বা ২½″ দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ; ইহার উপরিভাগ অর্দ্ধ বৃত্তাকার, নিম্নভাগ চেপ্টা এবং তাহার মধ্য দিয়া দক্তির রেলের জুলির অনুরূপ ঋজু ও সরু জুলি (Groove) আছে। ঐ কাঠখানি রেলের সমান্তরাল করিয়া তাঁতের উভয় পার্শ্বস্থিত কোল পাখার সহিত এরূপ খাঁচ করিয়া বসাইতে হইবে যে, ইচ্ছা-মত মুটকাঠ উপরে তোলা বা খোলা যায়। এই উপর ও নীচের জুলি দুইটির মধ্যে সানা বসিবে। এই দুইটি জুলি ঠিক সরল এবং সানার অনুরূপ সরু না হইলে সানা লাগান দুরূহ হয় এবং "প'ড়েনের" সুতায় ভাল ঘা লাগে না। সরু বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা বুনানিতে শাল কাঠের ভারী রকম-মুট-কাঠ ভাল।

পাখা (Side-bar)—কোন কোন তাঁতে দুই পার্শ্বে ৪″ বা ৫″ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি তক্তা লাগান থাকে; কুষ্টিয়ায় যে প্রকার তাঁতে বস্ত্রবয়ন হয় তাহাব প্রথমে দুই পার্শ্বে দুইখানি ২ বা ৩½″ চওড়া এবং আবার তাহার দুই পাশে দুইখানি ১″ ইঞ্চি সরু পাখা থাকে। ঐরূপ বেশী লম্বা তাঁতে ৪ খানি পাখা দিলে বেশ মজবুদ হয়; এই পাখা দুইখানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া মুট-কাঠ বসান থাকে। জুলি এক দিকে ৪ বা ৫ ইঞ্চি ও অন্যদিকে ৭″ বা ৮″ ইঞ্চি। মুট-কাঠটী সানা পরাইবার সময় বাহির করা দরকার, সে জন্য যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মুট কাঠটীর সেই মাথা উপর দিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, তৎপরে অপর মুখ বাহির করা আবশ্যক। কুষ্টিয়ার তাঁতের পাখাগুলি অন্য তাঁতের পাখা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসার্দ্ধ বড় হওয়ায় দক্তি দিয়া ঘা দিবার সময় কম জোরে আসিয়া ঘা লাগে বলিয় টানার সুতায় বেশী জোর লাগে না এবং পড়েনের সুতাও বেশ সহজে ঋজুভাবে চাপিয়া যায়।

মাথা-কাঠ (Top-bar)—তাঁতের উপরস্থিত একখানি লম্বা কাঠ; ইহা পাখাগুলিকে ধরিয়া থাকে। এখানি তাঁতের দক্তির ঠিক সমান্তরাল থাকায় সমগ্র যন্ত্রটী একটী সম-চতুর্ভুজ

আকারে পরিণত হইয়াছে। এই মাথাকাঠ দক্তি অপেক্ষা দুই দিকেই কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের দুইপাশে দুইটী সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত ঝুলিতে থাকে।

ফ্রেম (Frame)—তাঁতের মাপ লইয়া ফ্রেমটী প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁতের মাথাকাঠটী যত লম্বা হইবেক, ফ্রেমটীও তত লম্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে 'বাতা' (কাঠ) দিয়া আঁটিয়া খুটী কয়টীর উপরে এড়ো দিকে ২টী পৃথক ছড় (Bar) লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে নামাইবার জন্য খুঁটীর পার্শ্বদিকে জুলি কাটা আবশ্যক। উপরের ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ইচ্ছামত তাঁত নামান বা উঠান যাইতে পারে।

মাকু (Shuttle)—বাঙ্গালা বা দেশী তাঁতে যে মাকু ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা পিত্তল নির্ম্মিত। কলের তাঁতে কাঠ ও লৌহনির্ম্মিত মাকুর ব্যবহার আছে। তবে কোন কোন হ্যাণ্ডলুমে (Chatterton's Handloom) সম্পূর্ণ লৌহ-নির্ম্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাঁতের মাকু কিছু বেশী লম্বা-চওড়া। উভয় প্রান্তে লোহার ঠেস লাগান ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া পরিচিত। তাহার অগ্রভাগ কলার মোচার মত সুচাল (pointed) এবং ক্রমে মোটা হইয়া কাঠের সঙ্গে এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, জোড়া স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আঁশ দেখা যায় না। প্রান্তস্থিত সূচ্যগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্দ্রের সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকে। মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের দুই পার্শ্বে ¼" কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়া ফেলে, ঐ ফাঁকের বামদিকে একটী লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে একটী সরু ছিদ্র (Eye) থাকে। ঐ ছিদ্রটীর মধ্যে একটী লৌহ চুঙ্গি দিতে হয়। চুঙ্গিটীর পরিবর্ত্তে কাঁচের মতি দিলে ভাল হয়। প'ড়েনের সূতার নলী বা থালীর গোড়ায়ও পেঁচ কাটা থাকে। সূতা-ভরা-নলী মাকুর পেঁচে আঁটিয়া সূতার একপ্রান্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন লৌহ-চুঙ্গির মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। মাকুর নীচের দিকে দুই পার্শ্বে দুইখানি লোহার চাকা দুইটী স্ক্রু দ্বারা লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ হয় না। চাকার স্ক্রুটী ঢিল করিয়া দিলে বা একটু তৈল দিয়া লইলে চাকা ভালরূপ ঘুরিতে থাকে। সরু কাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরু মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা ভাল নহে। তেতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁশশূন্য কাঠের মাকুই প্রশস্ত। মাকুর পেঁচের সহিত প'ড়েনে নলীর সূতা লাগান থাকে, তাহা সময় সময় ছুটিয়া যায় ও সূতা ছিঁড়িয়া পড়ে। এই কারণে ইস্প্রিংএর মাকু ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজের সময় মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পার্শ্বে তৈল দিতে হয়।

হাতল (Handle)—সেগুণ কাঠে প্রস্তুত একটী ছোট দণ্ড। উহা হাত দিয়া ধরিতে হয়। ইহার সহিত তাঁতের সমস্ত দড়ি এবং মেড়ার দড়ির যোগ থাকে। ইহা ধরিয়া টানিলেই মেড়া যাতায়াত করে। এই হাতলটী বেশী মোটা বা ভারী হওয়া ভাল নহে, কেন না এই হ্যাণ্ডেলের ভারেও বাক্সের মধ্য হইতে মাকু বাহির হইতে পারে।

তারাজুৎ—ফ্রেমের উপরে তাঁতের মাথাকাঠের সমান্তরাল আর একটী কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের এড়োকাঠের (Cross bar) সঙ্গে আঁটা থাকে। ইহাকে "শব্দ"ও বলে।

হাত খিল বা খিল কাটি—ইহা এক ফুট বা সওয়া ফুট সরু একখানি কাষ্ঠখণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিদ্রের মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটী দড়ি লাগান থাকে। কাপড় জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়া ফ্রেমের সহিত একটী ফাঁশি দিয়া রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও ঐরূপ একটী কাঠি দিয়া মাটীতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এই কাঠটীকে খিল বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত 'Toothed wheel' লাগান থাকিলে এই কাঠের আবশ্যক হয় না।

পাশা বা পাদল (Treadles)—ফ্রেমের নিম্নে লম্বা কাঠের মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়। "ব" এর বেলনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাঁধা থাকে। আবশ্যকমত এক একখানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়।

নরাজ (Beams or Rollers)—প্রত্যেক তাঁতে দুইটী করিয়া নরাজ থাকে। একটী কোল-নরাজ আর একটী বাহির নরাজ। ইহাকে গুটি এবং পাটিও বলে। নরাজ সেগুন কাঠের ভাল, শালের হইলে আরও স্থায়ী হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারী হয়। কেহ কেহ দেবদারু, ছাতিম প্রভৃতি কাঠের করেন, কিন্তু তাহা সহজে ফাটিয়া বা বাঁকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নরাজ প্রায়ই সকলেই কুঁদাইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীরামপুর অঞ্চলে চৌপলা নরাজও চলিত আছে। যাহা হউক, এরূপ চৌরস (Plane) হওয়া আবশ্যক যে, কোনরূপ উঁচু নীচু বা তেড়া বাঁকা না থাকে, তাহা হইলে সূতা খোঁচ হইয়া বুনানির সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ফ্রেমটি যত বড় লম্বা হইবে, নরাজও তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার দুই মাথায় দুইটী গলা করিয়া ফ্রেমের খুঁটীর মধ্যে কতক প্রবেশ করাইয়া যাহাতে সুন্দররূপে আটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ

তাহাতে বুনানির সময় নরাজ ডাহিনে বা বামে সরিয়া কাপড়া তেড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁতে যত প্রস্থের কাপড় বুনানি হইবে, নরাজের মধ্য দিয়া ততদূর পর্য্যন্ত আধ ইঞ্চি চওড়া একটী লম্বা জুলি থাকিবে। নরাজের মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া তথায় একটী চক্রাকার দাগ দিয়া লওয়া ভাল। সেইরূপ ৪২″, ৪৩″, ৪৪″, ৪৫″ ইঞ্চি স্থানেও দাগ দিয়া বিভিন্ন রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে ½″ বা ¾″ ইঞ্চি কাঠি যাইতে পারে, এইরূপ দুইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দাঁতওয়ালা চাকা (Toothed wheel) লাগাইয়া তাহার উপরে একটি ছেনী আঁটিয়া লয়েন।

কোল-নরাজ (Cloth Beam)—এইটী কারিকরের ঠিক কোলের দিকে থাকে বলিয়া ইহার নাম কোল-নরাজ। ইহার নিম্ন দিয়া পা চালাইতে হয়। তাঁত ফ্রেমে ঝুলাইতে হইলে চেয়ারে বসিয়া যে স্থানে ঝুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাঁত বসাইলেও বসিবার স্থানের ঐরূপ একটুকু উপরে বসাইয়া লইতে হইবে। সে: জন্য ফ্রেমের সঙ্গে একেবারে না আঁটিয়া চামড়ার দল বা ফিতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোল নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে সুতা টান করিয়া লইতে হয়, পরে যেমন বুনানি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ ঢিল দিয়া সুতা ছাড়িতে হয়।

বাহির-নরাজ (Warp Beam)—এই নরাজে টানার সুতা জড়ান থাকে। ইহা ফ্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার সুতা বেশ টান্ টান্ থাকে। তাঁত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ ২টী ও যথাস্থানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ওসারি বা মতি (Stretcher)—কাপড় বুনিবার সময় দুই নরাজের দ্বারা যেমন সুতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান্ রাখিতে হয়, সেইরূপ যে অংশ বুনা হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান্ থাকা আবশ্যক; সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে দুইখানি বাঁখারির সরু কাবারি ধনুকের মত করিয়া লাগাইতে হয়। ঐ কাবারি দুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্ বা সরু লৌহ বাঁধিয়া লইয়া তাহাই পাড়ের কাছে বিঁধিয়া দিতে হয়। কাবারি দুইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে সুতা দিয়া বাঁধা থাকা দরকার; যেহেতু ইচ্ছামত ধনুকে বেশী জোর বা কম জোর দেওয়া যায়। কাপড়ের ওসার রাখে বলিয়া ইহার নাম "ওসারি"।

বেলনা বা তলপসর—শাল বা সেগুন অথবা অন্য কাষ্ঠের ১ বা ½ ইঞ্চি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাষ্ঠের দণ্ড। তাহাতে ছিদ্র করা বা খাঁচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে "ব"এর ঝাঁপের শরের সহিত ও নিম্ন দিকে পাদলের সহিত দড়ি দ্বারা সংযোজিত থাকে।

ঝাঁপ (Healds)—ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার সুতা চলিয়া সানার ছিদ্র পার হইয়া যায়। সুতায় সুতায় একরূপ শিকলের মত আঁকড়া থাকে, তাহাকে "ব" বলে। ঐরূপ "ব" চারি পংক্তি এবং 'ব' এর উপরে নীচে ও মধ্যস্থানে একএকটি শর (Heald Shaft) সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাচনির সহিত সুতা দিয়া এবং নীচের শর বেলনার সহিত আবদ্ধ থাকে। পাদলের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব'ও উঠা নামা করে, ইহাকে "ঝাঁপ তোলা" বলে। ঝাঁপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটী ফাঁক হয় তাহাই মাকু চলিবার পথ। পায়ে এই ঝাঁপ তোলার সঙ্গে সঙ্গে হাতল টানিবার একটী তাল আছে। সেইটী অভ্যস্ত লইলে দ্রুত কাপড় বুনিবার আর ব্যাঘাত হয় না।

সানা বা নাছ (Reed)—বাঁশের সরু খিল বা শরের সরু কাঠি দ্বারা এই সানা তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে ঠিক চিরুণীর ন্যায়। ইহার খিল এবং ফাঁক সমান ভাবে থাকে। যে সকল মুসলমান কেবল এই সানা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "নাছি" বলে। বাঁশের বা শরের উপরিভাগটি খুব পাতলা করিয়া চাঁচিয়া ২″ বা ২½″ ইঞ্চি লম্বা সরু সলা করিয়া বাঁধিয়া যায়। ইহার উপর ও নীচে অতি পাতলা বাঁশের বেতী আছে, তাহা সুতার মধ্যে থাকায় দেখা যায় না; তাহাতেই সানা শক্ত থাকে। বাঁশের অপেক্ষা শরের সানা ভাল; খুব পাকা বাঁশের সানা হইলে তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কাঁচা বাঁশের হইলে তাহার খিল বাঁকিয়া যাইতে পারে। গামছা ইত্যাদিতে ৬০০।৭০০ সান এবং ৪০ নং সুতায় ১০৫০ বা ১১০০ সানার ব্যবহৃত হয়। ৪০″ ইঞ্চ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যত কাটি থাকে, তাহাই সানার সংখ্যা ধর হয়। কাপড় বুনানির সময়ে বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়া গেলে সানায় তেল দিয়া লইতে হয়। তাহাতে সানা মজবুদ হয় এব সুতাও ভাল চলে। যদি দক্তির রেল অপেক্ষা সানা ছোট হয় তবে সানা মধ্যভাগে বসাইয়া দুই পার্শ্বে মোটা কাগজ দিয়া সানা সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভাল না হইলে মাকু পড়িয়া যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে মাকু সে ফাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কো স্থানে ২।১টি খিল ভাঙ্গিয়া গেলে পাশের যে স্থানটী কাপড়ে বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২।১টী খিল খসাইয়া ঐ ভগ্ন খি বদলাইতে হয়। সানা হঠাৎ না ভাঙ্গিয়া গেলে ২ বা ৩ বৎসর চলে।

নাচ্নি (Levers)—সেগুণ কাঠের ৫ কি ৬ ইঞ্চি সরু তক্তা। ইহার মধ্যভাগে একটী ছিদ্র এবং উভয় প্রান্তে দুইটী খাঁজ কাটা থাকে। মধ্যভাগের ছিদ্র মধ্যে সরু দড়ি বা সূতা দিয়া উপরে তারাজুতে যে কড়া আছে, তাহার সহিত বাঁধিতে হয়; আর দুই পাশে যে ২টী খাঁজ কাটা আছে "ব" এর শর (Heald shaft) পেঁচাইয়া সূতা আনিয়া ঐ খাঁচের সহিত বাধাইয়া দিতে হয়। নাচ্নি কাপড়ের বহর বিবেচনায় ৩,৪ বা ৫টী করিয়া দিতে হয়। যে কয়টী দিলে "ব"র বেশ টান থাকে, তাহাই দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু টেরছা ছিট বা বিছানার চাদর বুনিতে ৮ পাটি "ব" লাগে; তাহাতে ৬টী কি ৯টী নাচনির আবশ্যক। সময়ে সময়ে নাচনি না লাগাইয়া ছোট ছোট ধনুক উপরের তারাজুতের সঙ্গে বাঁধিয়া লইলে ঐরূপ কাজ চলে, ঐ ধনুকগুলি স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট (Elastic) হওয়ায় পাদল ছাড়িয়া দিলেই "ব" আপনি আবার উঠিয়া আইসে।

নাচনির পাটি—আড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্তা। ইহার দুই প্রান্তে ২টী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া নাচনির দড়ি পেঁচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বাঁধিতে হয়। যদি "ব" উঠান বা নামান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়া নীচে বা উপর দিকে টান দিতে হইবে। তদনুরূপ ইহাতে বিশেষ কৌশলে দড়ি লাগাইতে হয়। সে জন্য এই দড়িকে "ধাঁধা"র দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি না দিয়া সোজাসুজি নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও ঐরূপ ছোট বড় করিতে পারা যায়।

মেচ্কা—একটী লোহার সরু সূচ; অগ্রভাগে বড়শীর ন্যায় আঁকড়া আছে, কোন সূতা ছিড়িয়া গেলে ইহার সাহায্যে ছিন্ন-সূত্র "ব" এর অথবা সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। মোজা বুনিবার কাঁটা লইয়া অথবা বাঁশের চটায় খাঁজ কাটিয়া কাজ চলে।

শর বা ডাঙ্গি (Shaft)—বাঁশের বা সুপারির ½ ইঞ্চি দলের ছড়ি, ইহা সুগোল করিয়া চাঁচিতে হয় এবং বক্র থাকিলে অগ্নির উত্তাপে সোজা করিয়া লইতে হয়।

শির ডাঙ্গি—অতি সরু ও পাতলা বাঁশের শর। উল্লিখিত শরের উপরেও "ব" সূতার মোচড়ার মধ্যে, ঝাঁপের উপরে একটী ও নীচে একটী থাকে। ইহাতে মোচড়াগুলি আঁটা থাকে।

জো-শর (Lease maker)—ইহাও বাঁশের পাতলা ছড়ির মত, এইরূপ তিনটী জো-শর ঝাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে এবং কাপড়ের জো ঠিক রাখে। কাপড় যেমন বুনা হইতে থাকে, তেমনি এই কাঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি তল্লা বাঁশের হইলেই সুবিধা।

উল্লিখিত কয়েক প্রকারের শর উত্তমরূপ চাঁচিয়া শিরীষ কাগজ দ্বারা এরূপ পালিশ করিয়া লওয়া আবশ্যক, যেন কোন রূপে সূতার আঁশ না উঠে।

গুলটো খোলপুত বা "ব" পাটি—সেগুণ কাঠের ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি পরিসর একখান টুকরা কাঠ। ইহার চেহারা কতকটা "ব" এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিসর। সরু দিকে একটী ছিদ্র আছে; কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা। "ব" বাঁধিবার সময় ইহার আবশ্যক।

চরকি (Swift)—ছোট একখানা বাঁশ কি সুপারীর কাবারিকে একটী ধুরার (axle) মত করিয়া এবং তাহার দুইদিকে গাড়ীর চাকার পাটির ন্যায় পাতলা কাবারির পাটি লাগাইয়া সূতা দিয়া উভয় দিকের পাটিগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়; পরে উহা একটী বাঁশের চুঙ্গির মধ্যে বসাইয়া লইলেই চরকিতে পরিণত হয়। চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্যক। সেই দিকে সূতা পরাইয়া মোটা দিকে চাপিয়া চাপিয়া দিলে সূতা বেশ আঁট হইয়া থাকে। সূতার টানে সহজে ঘুরে, এরূপ হাল্কা চরকি হওয়া আবশ্যক।

চরকি ছোট বড় দুই তিন রকমের হয়; প্রথম রকম খাড়া (vertical) চরকি; সেগুলি একটী কাঠির উপরে বসান থাকে। দ্বিতীয় রকম গাড়ী-চরকি (horizontal); ধুরা সমেত গাড়ীর দুই চাকা দুইটী খুঁটিতে ঝুলাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোচা হাত-চরকি (Conical), এগুলি ছোট এবং মোচার মত ক্রমে সূচাল, এই চরকিতে ছোট ফাঁদের সূতা পরাইবার বেশ সুবিধা। জোলারা টানা দিবার সময় এই চরকি ব্যবহার করে; চতুর্থ—বাওয়া-হাত-চরকি—ইহার গঠন প্রথম প্রকারের ন্যায়, কেবল সরু ফাঁদের সূতার জন্যই ইহার দরকার। ইহা এরূপ হাল্কা যে সামান্য বায়ুবেগে ঘুরে, সে জন্য ইহাকে "বাওয়া" চরকি বলে।

নাটা বা নাটাই (Reel)—ইহা অনেকটা ঘুড়ি উড়ানো নাটাইএর ন্যায়, তবে ইহার মাঝখান সরু নহে।—গোড়া মোটা, ক্রমে আগার দিক্ অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত মিশিয়াছে। ইহাও ছোট বড় দুই রকম। সূতা পেঁচাইবার জন্য যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর সূতা বলানের (sizing) সময় যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও লম্বা অর্থাৎ তাহাতে ৪।৫ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সূতা নাটান যাইতে পারে। নাটাইএর পাটিগুলি বেশ পালিশযুক্ত অথচ মজবুদ হয়। বেশী পাতলা হইলে সূতা জড়াইতে জড়াইতে মাঝখানে সরু হইয়া যায়, তখন সূতা বাহির করা যায় না।

ঘুরণী কাঠ—নাটাই ঘুরাইবার ছোট ২″×৩″ ইঞ্চি টুকরা

তক্তা ; ইহার মধ্যে দোয়াতের মত একটী গর্ত্ত কাটা আছে। নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয়।

টেকো—একটী সরু লোহার শিক। ইহার একদিকে স্ক্রুর ন্যায় পেঁচ আছে এবং অন্যদিক্ সূচের ন্যায় সরু। পেঁচওয়ালা মুখের সঙ্গে পেঁচের থালি অর্থাৎ প'ড়েনের ছোট নলী (Pirn) ও সূচাল দিকে বড় নলী (Bobbin) পরাইয়া সূতা জড়ান হইয়া থাকে। চরকার চক্রের সম্মুখস্থ দণ্ডের সহিত ইহা লাগাইতে হয়।

চরকা (Spinning wheel)—স্বনামপ্রসিদ্ধ "চক্রাকার" যন্ত্রবিশেষ। একখানি কাষ্ঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটী জুলি কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাটি লইয়া দুইখানি চাকা প্রস্তুত পূর্ব্বক আর একটী কাঠের ধুরার (axle) সহিত তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তোপরি পাটি, বেত, সূতা বা সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে। ধুরাটী দুইটী খুঁটার ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ও ঐ ধুরার এক প্রান্তে একটী হাতল লাগাইয়া দিবে। তৎপরে এই চক্রের সম্মুখেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট একটী কাঠের খুঁটা পুতিবে। একটী সূতা বা ফিতা (মাল বলে) চরকার চক্র বেড়িয়া এই হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে জড়াইয়া রাখিয়া হাতল দিয়া চরকা ঘুরাইলে এই টেকো ঘুরিতে থাকে। চরকা যত বড় হইবে, টেকো তত শীঘ্র ঘুরিবে।

টানার নলী (Bobbin)—এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা, দুই পার্শ্বে গাড়ীর চাকার ন্যায় এবং মধ্যভাগে সরু। টেকোয় লাগাইবার জন্য ইহার মধ্য দিয়া লম্ব-ভাবে ছিদ্র থাকে। নলী সেগুণ বা অন্য কাঠের হয়। টানার সূতা পেঁচাইতেই ইহার ব্যবহার। বাঁশের কঞ্চি দিয়াও কারিকরেরা নলী করিয়া থাকে।

থালি বা প'ড়েনের নলী (Pirn)—ইহা নরম রকমের বাজে কাঠে প্রস্তুত। ইহার গোড়া মোটা এবং ক্রমে সরু হইয়া অগ্রভাগ সূচাল ; গোড়ায় স্ক্রুপের ন্যায় পেঁচ আছে, টেকোর পেঁচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের সূতা জড়াইতে হয়। টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে।

টানা-কল (Bobbin Frame)—সেগুণ কাঠের আলনার ন্যায় থাড়া বা পায়রার বোমের মত একটী ছত্রী বা একটি ফ্রেম। ৩" বা ৪" ইঞ্চি অন্তর লম্বভাবে (Lengthwise) এক একখান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়া ২½ ইঞ্চি অন্তর খুব সরু লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে। টানার নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয়। ইচ্ছামত এই ফ্রেমটী ছোট বা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু বড় হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানিয়া ঘুরিয়া বেড়ান কঠিন। কেহ বড় টানা কল ব্যবহার করিতে চায় না। সচরাচর প্রায় ১০৫টী নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়। তাহাতে ৩ ফুট্ প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে পারে। ইহার মাঝখানে দুই পাশে ধরিবার দুইটী হাতল আছে।

বার বা চালি (Lease-taker)—ইহা সেলেটের ন্যায় এক ফুট্ পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাঁথা, ঐ সরু সরু অনেকগুলি কাবারি চিকের মত ফাঁক রাখিয়া সাজাইয়া লইয়া তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাথা হয়। সমস্ত কাবারিগুলির মধ্যস্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। টানা দিবার সময় বার খানি দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জালা বা ঝাঁপ হইতে থাকে।

টানাহাটা শর—কিছু মোটা রকম বাঁশের দণ্ড। অন্যূন ১৩টী বা ১৭টী টানা দিবার কালে আবশ্যক। এই শরগুলি একটু মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা মাটীতে খাড়া ভাবে পুতিয়া রাখিতে হয়।

হল্‌কি—একখান কঞ্চির অগ্রভাগ চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঁচের ছোট একটি কড়া লাগাইতে হয়। ঐ কড়ার মধ্যে সূতা পুরিয়া টানা দিতে হয়।

মুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি—সরু সরল বংশদণ্ড তিনহাত পরিমাণ লম্বা। ইহা উত্তমরূপ চাঁচিয়া লইতে হয়। টানার পরে নরাজে জড়াইবার সময় এবং সানা ভরার সময় ইহা আবশ্যক।

ঝাড়ন—সরু সরু ছোট কাঠি। নরাজে জড়াইবার সময় ইহা দ্বারা টানার সূতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয়।

টানা-পেচা ডাঙ্গি—একটি মোটা রকম সুপারির বা বাঁশের শর। টানা জড়াইবার সময় আবশ্যক, ইহা নরাজের ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয়।

সাতাশি বা চিয়ড়—বাঁশের ১½ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি পাতলা কাবারি। তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে দুইটী ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়, তাহাতে কাবারি দুইখানি খাড়া হইয়া থাকে। "ব" বাঁধার সময় ইহা আবশ্যক। মোটা শরকেও চিয়ড় বলে।

ফুল্‌কি—বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। জোলারা ইহা দ্বারা মাড় এবং জল দেয়। তাসনের সময় ইহার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁতিরা বড় ব্যবহার করে না।

মাজন বা ব্রাস—এই ব্রাস দেড় হাত পরিমিত লম্বা ; "হির" নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা এই ব্রাস তৈয়ার হয়। মোটা সূতার কাজ করিতে জোলারা প্রায়ই এই ব্রাস দ্বারা মাড় দেয়, ইহাকে তাসন করা বলে। তাঁতিরা আদৌ ইহা স্পর্শ করে না।

এতদ্ভিন্ন ছুরি, কাঁচি, খুন্তা, মুগুর, দড়ি, হাতত্রাস, মাজন-ফিতা, গজ, কোদাল, দা, বাঁশ প্রভৃতি আবশ্যক।

বয়ন-প্রক্রিয়া

বস্ত্র বুনানির প্রথম সোপান সূতা-প্রস্তুত (Preparation of the yarn)। সর্ব্বাগ্রে সূতাকে বয়নোপযোগী করিয়া লইতে হয়। পাড়াগাঁয়ে এই সূতা প্রস্তুত ব্যাপারটা প্রায়ই কারিকরদের মেয়েরা করে। তাহারা সূতা প্রস্তুত করিয়া একেবারে তাঁতে চড়াইবার উপযোগী করিয়া দিলে কারিকরেরা কাপড় বুনিতে থাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়া দেয়।

পূর্ব্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণকুমারীর কাটাসূতা আজিও বিবাহাদি শুভকার্য্যে চলিয়া থাকে। কবচাদি ধারণেও কুমারীর "ব" সূতা না হইলে চলে না। সেই চরকা কাটার জন্য তাঁহারা সূতার সরু মোটা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। এক ফেটি সূতার মজুরী।৵৹ আনা পর্য্যন্ত ছিল। তৎকালে চরকার জন্য এদেশে অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছিল না। সকলেই বাল্যাবস্থা হইতে চরকা কাটিয়া কিছু না কিছু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও চরকার প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটী কিংবদন্তী শুনা যায়—

"চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দরজায় বাঁধা হাতি॥"

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, 'সে কালে চরকা কেটে সূতা করে তাঁতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মজুরি নিয়ে যে কাপড় বুনে দিত, তাহা পুরা এক বৎসরেও ছিঁড়িত না।' ইহার কারণ এই যে, তখনকার চরকা কাটা সূতা রীতিমত পাকান হইত, তাহা সহজে ছিঁড়িত না, সুতরাং বুনানিও সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বস্ত্রব্যয় অনেক কম পড়িত। চরকা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের দেশে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; কলের সূতা নিতান্ত আল্‌গা, সুতরাং তাহাকে বয়নোপযোগী করিতে অনেক মজুরী পড়ে, সূতাকে শক্ত, সুচিক্কণ এবং শৃঙ্খলাযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে সূতা থাকে, তাহাকে টানার সূতা (warp) এবং ঐ টানার সূতাকে দুই ভাগ করিয়া কতক সূতার উপর দিয়া ও কতক সূতার নীচে দিয়া মাকুর সাহায্যে যে সূতা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে "পড়েনের সূতা" (weft thread) বলে।

টানার সূতা (warp) প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। টানার সূতা বেশ মাজা বা "ভাতান বলান" চাই; প'ড়েনের সূতা (weft thread) পরিপাটী করিতে কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু টানার সূতার খাটুনি খুব বেশী, তাহা বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক।

সূতা-ভাঙ্গা (Unfastening)—সূতা কিনিবার সময় সূতায় বেশী গুটী বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। প্রতি মোড়ায় ২০ কুড়ি শিকলি সূতা থাকে। দুই শিকলি করিয়া সূতা পৃথক্ করিবে। দুই হাঁটুর উপর বাধাইয়া শিকলি ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাকেই সূতা-ভাঙ্গা বলে।

সূতা ভিজান (Wetting)—একটী গামলা বা বাল্‌তির মধ্যে পরিষ্কার জলে সূতা ভিজাইয়া রাখিবে। টানার সূতা এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। প্রত্যহই জল বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের সূতা এক দিনের বেশী জলে রাখার দরকার হয় না। সূতা ভিজাইলে মজবুদ্ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া খুব বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা উচিত নহে। রঙ্গিন সূতা বেশী ভিজাইতে হয় না।

নাটা-করা (Winding the reels)—চতুর্থদিনে সূতার জল নিংড়াইয়া তাহার মধ্যস্থ অন্য সূতার বাঁধা ফেটি (skein) গুলি পরস্পরে খসাইয়া লইবে। পরে একটি চরকিতে পরাইয়া চরকিটা ১১।১২ হাত দূরে বসাইবে। চরকির সূতাগুলি তখন দুই হাতে চিরিয়া ফেটি-(skein) গুলি পর পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক খেই বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একটি মাত্র লইয়া নাটার এক পাটীতে (কাবারী দণ্ডে) জড়াইয়া লইবে এবং অপর খেই-গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি ঘুরিবার সময় সূতায় সূতায় জড়াইবার সম্ভাবনা। তৎপরে "ঘুরণী কাঠের" মধ্যস্থিত দোয়াতের ন্যায় গর্ত্তের মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটী রাখিয়া এবং নাটার গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই-দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বামদিক্ হইতে দক্ষিণে ও অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে। তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর দ্বারা সূতাটী সহজ ভাবে টিপিয়া ধরিবে। তাহাতে সূতার সহিত কোনরূপ জঞ্জাল বা গিরা যাইতে পারে না।

মোচ্‌ড়া (Piecing)—সূতা মাঝে মাঝে ছিঁড়িলে গিরা দেওয়া ব্যতীত এই উপায়ে জুড়িয়া লইতে হয়। দুইটী সূতার অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ হাতের ঐ ঐ অঙ্গুলি দিয়া উপর মুখে চাপিয়া পাক্ দিয়া সেই পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া দক্ষিণের সূতার সহিত মিলাইয়া নীচদিকে একটু চাপিয়া একটী মোচড়া দিতে হইবে।

ইহাতে সূতায় কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ এরূপ জুড়িয়া যাইবে যে, অন্য স্থান ছিঁড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না। মোচড়া ভালরূপ দেওয়া না হইলে বস্ত্রবয়নকালে অনেক ভুগিতে হয়।

এই মোচড়া দেওয়ার মধ্যেও তাঁতি এবং জোলাদের ভেদ আছে। উহাদের পরস্পরের বিপরীত প্রণালী। উপরে জোলাদের মোচড়ার কথা লিখিত হইয়াছে। হিন্দু তাঁতিরা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে দুই সূতার অগ্রভাগ লইয়া নীচদিকে পাক দিয়া ঐ সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে জুড়িয়া দেয়। সরু সূতায় তাঁতিদের মোচড়া ভাল, আর মোটা সূতায় জোলাদের জোড়া দেওয়াই সুবিধাজনক।

সূতা ভাতান ও বলান (Sizing)—মোটা সূতায় ভাতের মণ্ড অথবা চিঁড়া ও খয়ের মিশ্রিত মণ্ড এবং সরু সূতায় খৈএর মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাত্রে মাড় লইয়া প্রথমে সূতার ফেটী বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার পৃষ্ঠে উত্তমরূপে মাড় মাখাইয়া লয়। পরে ঐ সূতা মাড়ের মধ্যে এরূপ ভাবে চটকাইতে হইবে যে, সমস্ত সূতার গায়ে ভালরূপ মাড় লাগে অথচ সূতা বিশৃঙ্খল না হয়। তদনন্তর ছোট চরকির মাথায় ঐ সূতার ফেটী লাগাইয়া বড় নাটা দ্বারা পূর্ব্ববৎ নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে "ভাতান" বলে এবং মাড় দিবার পর সূতা নাটাই করিলে সূতার দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহার নাম "বলান"।

শুকান (Drying)—নাটাকরা হইলে ঐ নাটাই রৌদ্রে দিয়া সূতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পূর্ব্ব প্রকারে সূতা খুলিয়া একটী চটার বা বাঁশের উপর গুছাইয়া রাখিবে। এই সকল কার্য্যে যত শৃঙ্খলা রাখা যাইবে, ততই জটিলতা কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রৌদ্রে সূতা শুকাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপে সূতা শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। বেশী বাদলার সময় কারিকরেরা প্রায় সূতায় মাড় দেয় না।

নলীভরা (Winding the bobbins)—সূতা শুকাইয়া গেলে সূতার ফেটী বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ক্রমে মোচড়াইয়া বেশ উল্টাইয়া দিবে, এইরূপ করিলে সূতায় মাড়ের আটা ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওয়া চরকিতে ঐ ফেটী পরাইবে। যেখানে সূতার খেই জড়াইয়া বাঁধা আছে, তাহা ছিড়িয়া লইয়া একটী খেই টানার নলীর (Bobbin) গায়ে একটু জড়াইয়া ঐ নলী টেকোর সরু সূচাল দিকে আঁটিয়া, ডানহাতে চরকায় পাক দিতে থাকিবে এবং বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি দ্বারা সেই খেই ধরিয়া সমস্ত নলীর গায়ে সূতা জড়াইবে। যেন নলী বেশ আঁট হয় অথচ সহজে সূতা খুলিয়া আইসে। নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং দুই দিকে সরু করিয়া সূতা জড়াইলে ভাল হয়। টানার ফ্রেমের মধ্যে পরস্পর বাধিয়া না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে সূতা জড়ান উচিত। প'ড়নের সূতা ও খালিতে (Pirn) ঐরূপ প্রকারে চরকার সাহায্যে জড়াইতে হয়, তবে খালি টেকোর পেঁচ-যুক্ত মুখের সহিত আটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করাইতে পারা যায় এইরূপ মোটা করিয়া সূতা জড়াইবে।

টানার ফ্রেম-সাজান ও বার-গাঁথা—যত জোড়া কাপড় একেবারে আরম্ভ করা হইবে তাহার আবশ্যক মত নলী (Bobbin) পাকান হইলে টানাকলের মধ্যস্থিত শিকে ঐ নলগুলি পরাইবে; তৎপরে প্রত্যেক নলীর সূতার খেই বাহির করিয়া একটি বারের দুই শলাকার মধ্যস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া টানিয়া লইবে; এইরূপে যত নলী থাকিবে, অর্দ্ধেক বারের ছিদ্র মধ্যে এবং অর্দ্ধেক সলার ফাঁক দিয়া সূতার খেইগুলি প্রবেশ করাইয়া একত্র করিয়া একটী গিরা দিয়া বাঁধিতে হয়।

টানা হাটা (Warping)—চলিত কথায় টানা কাড়াও বলে। তাঁতিরা প্রায় এক সঙ্গে ৪ জোড়া হইতে ১২ জোড়া পর্য্যন্ত টানা দিয়া থাকে। যত হাত কাপড় হইবে বা তাহা ১১/২ হাত বেশী লম্বা টানা দেওয়া উচিত। টানা চক্রাকারে বা চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০ × ৫ হাত স্থানে ৪০ হাত লম্বা টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে দুই প্রান্তে ৩ বা ৩১/২ হাত লম্বা ২টী খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বা ৭ ইঞ্চি দূরে বামভাগে ২টী এবং ডানদিকে ৩টী শর পুতিবে, পরে ২১/২ বা ৩ হাত দূরে দূরে এক এক লাইনে ২টী করিয়া শর পুতিবে। তখন টানার কল (Bobbin frame) এবং বার আনিবে, সূতার খেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা খুলিয়া প্রথম খুঁটায় বাঁধিবে এবং বারখানি ডান হাতে ধরিয়া সরাইলেই যেমন একটি জো বা জালা (Lease) হইবে, অমনি বাম হাত দিয়া তাহার এক প্রস্থ সূতা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রস্থ সূতা ১ম শরের বাহির ও ২য় শরের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিবে। এই নিয়মে সমস্ত ঘুরাইয়া ১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। ফলতঃ অর্দ্ধেক সূতা প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্দ্ধেক সূতা তাহার ভিতর দিকে থাকিবে। কিন্তু খুঁটা দুটীকে ঐরূপে না পেঁচাইয়া কেবল খুঁটার বাহির দিকেই সব সূতা ঘুরিয়া যাইবে।

যে দিকে ২টী শর সেই দিকে টানা আরম্ভ এবং যে দিকে ৩টী শর, সেই দিকে টানা শেষ করিতে হইবে। কাপড়ের বহর

যেরূপ হইবে এবং যেরূপ ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, সেইরূপ সানা লাগিবে। সুতরাং সেই হিসাব করিয়া জমির ও কোল পাড়ের এবং পাড়ের সূতার সংখ্যা ঠিক করিবে। বহরের হিসাব করিবার সময়েও ২ ইঞ্চি বেশী ধরিয়া লইতে হয়, কারণ, বুনানির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতা গণনা করিয়া প্রতি একশত সূতা গোছ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক্ ভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাকে কছিও বলে) দোহর (দুই হার বা খেই একত্র) সূতা দিতে হয়, অর্থাৎ দুই খেই এক সঙ্গে এক নাটায় জড়াইয়া সেই দোহর সূতা একটী "বাওয়া" চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে একটি "হল্‌কি" লইবে, চরকি হইতে দোহর সূতার খেই বাহির করিয়া হল্‌কির আংটার মধ্য দিয়া ১ম খুঁটায় বাঁধিয়া লইতে হয়। পরে হল্‌কির সাহায্যে ঐ সূতা একটী শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া লইবে। এক দিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে শরগুলি ক্রমে ক্রমে উল্‌টিয়া পুতিয়া লইবে এবং অপর দিকের কাজও উক্তরূপে সম্পন্ন করিবে।

অন্যথা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলের টানা শেষ করিবে, পরে অন্য দিকের পাড় ইত্যাদির টানা দিলে আর শর ঘুরাইতে হয় না। আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ায় কাজ অনেক সহজ এবং স্বল্প সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ দুই জোড়া কাপড়ের টানা দিতেই দেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা শরের পরিবর্ত্তে সরু জো শর পুবিয়া এবং প্রথম খুঁটা পেঁচাইয়া যে সূতা আছে, সেই সূতা কাটিয়া লইয়া যে দিকে ২টী শর আছে, সেই দিক্ হইতে সাবধানে সূতা জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে। যেখানে ৩টী শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ ১½ হাত সূতা বাহিরে রাখিয়া সেই সূতাগুলি বিস্তার করত উপরে ও নীচে দুইখানি "চিয়ড়" দিয়া আরো একটু জড়াইয়া লইবে এবং দড়ি দ্বারা চিয়ড়ের সহিত শন্দগুলি বাঁধিয়া লইবে। যে ৩টী জো বাহিরে রহিল, তাহাও ঐ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া যেখানে যেমন শর আছে, সেই ভাবেই পেঁচ দিয়া রাখিবে, যেন পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টি জো রাখিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু কোন কারণে মধ্য হইতে সূতা কাটা পড়িলেও অসুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে।

সানা গাঁথা—উল্লিখিত প্রকারে টানা পেঁচা ও বাঁধা হইয়া গেলে চালের বাতায় বা ঐরূপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান সূতা বাঁধিয়া যে দিকে ৩টী শর আছে, সেই দিক্ ঝুলাইয়া দিবে। তখন এক প্রান্ত হইতে ২০।২৫টী সূতা একত্র করিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া যাইবে এবং ঐ ঝুঁটির মধ্যে একটী পালাবাড়ী চালাইয়া দিলেই সূতাগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক হইয়া থাকিবে। তৎপর কাপড়ের বহর বিবেচনায় সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক করিয়া পালাবাড়ীর সহিত সানাখানা আট্‌কাইয়া লইবে। এক প্রান্ত হইতে ঝুঁটি খুলিয়া জো শরের নিকট হইতে বাছিয়া এক জোড়া (ভিতর বাহিরের) সূতা সানার একঘরে প্রবেশ করাইবে। এই সময়ে দুইজন লোকের আবশ্যক। একজন সূতার জোড়া সানার ফাঁকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক্ হইতে মেঁচ্‌কা বা কাঁটা দিয়া সূতা সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; এইরূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সানা গাঁথিয়া যাইতে হইবে। যেমন গাঁথা হইয়া যাইবে, অমনই ২০।৩০টী সূতা একত্র পাক দিয়া মোচ্‌ড়াইয়া রাখিবে। কলেও (mills) সানা গাঁথিতে ঐরূপ ২ জন লোক লাগে, তাহাদিগকে Reacher in এবং Drawer in বলে। জোলার নিয়মে সানাভরা সহজ, কারণ উহারা সূতার মুড়া কাটে না, এক সঙ্গে জোড়া থাকে বলিয়া একজনেই সানা গাঁথিতে পারে।

নরাজে জড়ান (Beaming)—ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত সম্পাদন করা আবশ্যক। সানা গাঁথা হইলে সূতার প্রান্তগুলি ঝুঁটি বাঁধিয়া বাহির নরাজের ও সানার মধ্যস্থল ঠিক মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটী সরু শর দিয়া বাহির নরাজের জুলির মধ্যে ঐ শরটী বসাইয়া দিবে এবং একজন টানার অপর প্রান্ত মধ্যে একটী পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্ টান্ করিয়া রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটি টানা-পেঁচা-ডাঙ্গি দিয়া একজনে ঘুরাইবে, আর একজন যথাস্থানে সূতা স্থাপিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া যাইবে, মধ্যে মধ্যে সূতা ঢিল বা টান না পড়ে, তজ্জন্য সরু জোশর এক একটা জড়ানের সময় দিবে, অথবা স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়া যাহাতে টানার সূতা উচ্চ নীচ না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। জোলারা টানার যে প্রান্তে সানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজের সূতা জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অন্য প্রান্তে লইয়া যায়। ইহাতে যথাস্থানে সূতা স্থাপন করার বেশ সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁতিরা যে প্রান্তে সানা গাঁথে, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে নরাজে জড়াইতে থাকে।

"ব" বাঁধা প্রণালী—নরাজে সূতা জড়ান হইলে নরাজটির দুই দিক্ দুইটি খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয় এবং তাহার অপর প্রান্তে যে মুড়া-বাড়ি আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইখানা ৯।১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া এরূপভাবে আবদ্ধ করা উচিত যে, তাহাতে যেন সূতাগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টান

পড়ে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রান্তস্থিত ৩টি জোশরের দ্বারা ২টি "জো" (Lease) হয়, উক্ত "জো"এর মধ্য দিয়াই "ব" বাঁধিতে হয়। প্রথমতঃ সম্মুখের "জো"র ভিতর ১ খানা "চিয়ড়" পরাইয়া পার্শ্ব গতিতে উহা ফিরাইলেই সূতাগুলি ফাঁক হইয়া যাইবে। ১টি হাত-চরকিতে "ব" বাঁধিবার সূতা পরাইয়া ঐ চরকিটি ১½ বা ২ হাত দূরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর সূতার অগ্রভাগ একটা লম্বা শরের মাথায় বাঁধিয়া "জো"র ভিতর দিয়া বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করাইয়া অপর দিক্ দিয়া বাহির করিয়া লইবে। গুলটের সরু দিকের ছিদ্রে ৩ বা ৪ হাত লম্বা এক পাই মোটা সূতা বাঁধিবে। ডান হাত দিয়া সম্মুখস্থ "জো"-এর ভিতরের "ব" বাঁধা সূতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে চিয়ড়ের উপরের এক এক গাঁছা টানার সূতা পেঁচাইয়া উঠে। "ব" সূতা উঠাইয়া গুলটের উপরিস্থ শির-ডাঙ্গির নীচ দিয়া ঘুরাইয়া ঐ শির-ডাঙ্গির সহিত একটি পেঁচ আঁটিয়া সূতাগাছাকে গুলটের নীচ দিয়া সম্মুখের দিকে আনিলেই একটি সূতার "ব" বাঁধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া চিয়ড়ের উপরের সম্পূর্ণ সূতার "ব" বাঁধিবে। একপাটি "ব" বাঁধা শেষ হইলেই গুলটের সরু পার্শ্বসংলগ্ন সূতাগাছা একটি মোটা শরের সহিত বাঁধিয়া শিরেব নীচ দিয়া "ব"র ভিতর পুরিবে। "ব"র মধ্যে শর পরান হইলে শরের উভয় প্রান্ত শিরডাঙ্গির সহিত দুইটি গাঁইট দিবে, তৎপর উল্লিখিত ভাবে অপর "জো"র ভিতর উক্ত "চিয়ড়" খানাকে পরাইলে নীচের "জো"র সূতা উপরে উঠিবে এবং ঐরূপে ঐ সূতাগুলিরও "ব" বাঁধিতে হইবে। এইরূপে একদিকের দুই পাটি "ব" বাধা শেষ হইয়া গেলে নবাজ উল্টাইয়া অপর পৃষ্ঠের "ব" বাঁধিবে, এই 'ব' বাঁধিবার সময় সূতা এমন ভাবে "জো"র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, সেই সূতাগাছা যেন পূর্ব্ব বাঁধা "ব"র মধ্য দিয়া যায়। একাধিক টানার সূতা যাহাতে এক 'ব'র মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাঁতে চড়ান (Looming the yarn.)—"ব" বাঁধা সমাধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমস্ত সূতা ও "ব" ইত্যাদি তাঁতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহিব নরাজটী যথাযথরূপে ঝুলাইয়া মুঠকাঠ উঠাইয়া সানাটী দক্তির জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; তদনন্তর কোল নরাজের জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; পরে কোল নরাজের জুলির মধ্যে একটা শব পুরিয়া তাহার সহিত দ্বিতীয় যে একটী শর টানার সূতার মধ্যে পূর্ব্বেই প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক সমান্তরাল করিয়া একফুট্ দূরে সরু দড়ি বা সূতা দিয়া বাঁধিয়া লইবে। এরূপ করিলে অকারণ গোড়ার কাপড় বেশী নষ্ট হইবে না। তখন "ব" জোত উপরে নাচনির সহিত এবং নীচে বেল্নার সহিত বাঁধিবে; তৎপরে বেল্না পাদলের সহিত বাঁধিয়া লইবে।

তাসন-করা (Sizing and Brushing)—টানা শেষ হইলে শর সমেত টানা উঠাইয়া দুই প্রান্তে দুইটি পালাবাড়ি পরাইয়া প্রত্যেক পালাবাড়ির দুই মুড়ায় দড়ি বাঁধিয়া সেই ২টি দড়ি কিছু দূরে আনিয়া একটী ত্রিভুজের ন্যায় করিয়া একসঙ্গে গিরা দিবে এবং টানা কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ থাকে, এরূপভাবে দুই প্রান্তে দুইটি মজবুদ্ খুঁটার সহিত বাঁধিবে। তৎপরে শর ও পালাবাড়ির উপর সূতা বিস্তার করিয়া মাজনে (Brush) মাড় মাখাইয়া সূতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফুল্‌কি দিয়াও সূতার মাড় মাখাইয়া লইবে। সূতার মধ্যস্থিত শরগুলি দুই হাতে ধরিয়া ফাঁক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবে, ইহাকে "উজানো ভাটানো" বলে। উক্ত প্রকারে ৫।৭ বার ত্রাস করিলে সূতা পরিমার্জ্জিত এবং মাড়মাখানো শেষ হয়। মধ্যে মধ্যে শরগুলি উল্টাইয়া টানার অপর পিঠেও ঐরূপে ত্রাস করিবে। সূতায় মাড় বসিলে ঐরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়া লইবে এবং সূতা বিছাইয়া দিয়া পুনরায় ২।১ বার ত্রাস টানিয়া একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ত্রাসে তৈল মাখাইয়া "তেলমাজন" করিবে, ইহাতে সূতা বেশ সুচিক্কণ এবং বিচ্ছিন্ন হইবে। এইরূপে মাজন দিতে দিতে সূতা লম্বা হয়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে প্রান্তস্থিত খুঁটা সংলগ্ন দড়ি টানিয়া দিতে হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও জোলাদের এই প্রণালীটি (বিশেষতঃ মোটা সূতার কাজে) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে "ভাতান বলানের" কার্য্য সমাধা হয়। প্রাতঃকালেই তাসন করিতে হয়, বেশী রৌদ্র বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না।

তাঁত-পাটান (Setting the loom)—এ কার্য্যটী বেশ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী। তৈয়ারি ফ্রেমে তাঁত ঝুলানো বড় শক্ত নহে। তাঁতের দৈর্ঘ্যের অনুরূপ ফ্রেম লম্বা হইবে এবং প্রস্থে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উক্ত প্রস্থপরিমাণকে ৩ ভাগ করিয়া ২ ভাগ বাহির নরাজের দিকে ছাড়িয়া তাঁত খানি ফ্রেমের পার্শ্বস্থিত এড়ো কাঠের (cross ba[r]) উপর ঝুলাইবে এবং না সরিয়া যায়, এইজন্য ঐ কাঠে গাঁ[ইট] কাটিয়া তাহাতে তাঁতের লোহা বসাইয়া দিবে। বসিবার স্থানে ৪" বা ৫" ইঞ্চি উপরে কোল-নরাজ ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলাইবে বাহির নরাজ উহা অপেক্ষা ৩" বা ৪" ইঞ্চি নীচে নামাইয়া ঝুলাইবে তখন দক্তির জুলির মধ্যে সানা পরাইয়া সানার উচ্চতা মাঝাড়ের সহিত কোল নরাজ সমান্তরাল করা উচিত, তজ্জ[ন্য]

আবশ্যক মত উক্ত এড়ো কাঠখানি উঠাইয়া বা নামাইয়া লইতে হইবেক। তৎপরে তারাজুতের সহিত দড়ি দিয়া নাচ্‌নির পাটি ও নাচ্‌নি ঝুলাইয়া তাহার সহিত "ব" জোত এরূপে বাঁধিবে যে, সানার মাঝাড় এবং "ব" এর কেওড়া (যাহার মধ্য দিয়া টানার সূতা থাকে) যেন সমান্তরাল থাকে। ঝাঁপের নীচে যে শর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেল্‌না এবং বেল্‌নার সহিত পাদল বাঁধিবে। এখন হিসাব করিয়া দড়ি গুলি এমন করিয়া বাঁধা আবশ্যক যে সহজে হাতল ধরিয়া টানা যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে। প্রথমে ৫।৬ হাত লম্বা ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাজুতের উপরে কোন একটি উচ্চস্থানে বাঁধিবে, দুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি ছাড়িয়া তথায় ২।৩ নং দড়ি লম্বাভাবে ঝুলাইয়া দাও এবং ১নং দড়ির প্রান্ত দুইটি দক্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এড়োকাঠের সঙ্গে ঢিল করিয়া বাঁধিবে। হাতলের মাথায় যে ২টি ছিদ্র আছে ৪নং সরু একগাছি দড়ি হাতলে থানিক জড়াইয়া (ইচ্ছামত উচ্চ নীচ রাখিবার জন্য) ঐ দড়ির দুই প্রান্ত উক্ত দুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একহাত আন্দাজ বাহির করিয়া লম্বাভাবে প্রলম্বিত ২।৩ নং দড়ির (১নং দড়ির সন্ধিস্থলের অনুমান সওয়া হাত নীচে) সহিত বাঁধিবে, তৎপর মেড়া দুই বাক্সের শেষ প্রান্তে সরাইয়া দিয়া ২।৩নং দড়ির মুড়া মেড়ার ছিদ্র মধ্যে ঘুরাইয়া বাঁধিবে, ৩ ও ৪নং দড়ির সন্ধিস্থল হইতে মেড়ার বন্ধনস্থান ন্যূনাধিক দেড় হাত হইবে।

ফ্রেম এবং তাঁতের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যের উপর এই মাপ নির্ভর করে, মোটামুটি একটী ধারণা জন্মাইবার জন্য ঐরূপ মাপ দেওয়া হইল। ফলতঃ দুই পার্শ্বের একসেট রজ্জু সমদূরে যাইয়া অপর সেট রজ্জুর সহিত মিলিবে।

বাঁশের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাও ঠিক কাঠের ফ্রেমের মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ ঝুলাইবার জন্য পৃথক্ ছোট খুঁটি আবশ্যক এবং মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বসিতে হইলে পাদল গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া লইতে হয়। মেজের চেয়ারে বসার ন্যায় পা গর্ত্ত মধ্যে ঝুলাইয়া বসিয়া কাজ করিতে হয়। জোলারা নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি বাঁধিয়া তাহাই বেলনার সহিত বাঁধিয়া পাদলের কাজ করে।

বস্ত্রবয়ন।

কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতে বসিবার সময় ওসারি, মাকু, মেচ্‌কা, ছুরী, হাতব্রাস, জল প্রভৃতি জিনিস আবশ্যক। কাজের সময় সে গুলি একেবারে হাতের কাছে লইয়া বসিবে। তৎপরে প্রথমে পাদল টিপিয়া ঝাঁপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, দক্তিখানি কোলের দিকে টানিয়া তাহা যথানিয়মে ঝুলান হইয়াছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিবে, যদি কোন দোষ থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। জোশর কয়টিকে পরস্পর একটি সরু দড়ি দিয়া আট্‌কাইয়া তাহাতে সামান্য একটা ভার ঝুলাইয়া দিবে।

বর্ত্তমান প্রচলিত দেশী ফ্লাইসাট্‌ল তাঁতের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে এবং বয়নকৌশল জানিলে ধুতি, শাড়ী, রেপার, টুইল, তোয়ালে, রুমাল, ছিট, মশারি প্রভৃতি সকল রকম বুনানির কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও তসরের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

শ্রীরামপুর ও কুষ্টিয়ার তাঁতে হাত ও পায়ের সঞ্চালন আবশ্যক। কার্য্যে বিশেষ পটুতা থাকিলে বুনানি ভাল হয়। প্রথমে মুঠকাঠ ঝাঁপের দিকে বামহস্তে ঠেলিয়া একটী পাদল টিপিয়া ঝাঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে Shedding motion বলে; তৎপরে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতলের মাথার উপর দিয়া মুঠার মধ্যে হাতল্‌টি ধরিয়া, নিম্নদিকে একটু তেরছা করিয়া টানিলেই মেড়ায় টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে Picking motion বলে। তদনন্তর সে ঝাঁপ ছাড়িয়া পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে অন্য ঝাঁপ উঠাইয়া মুঠকাঠ কোলের দিকে টানিয়া পড়েনের সূতায় ঘা দিবে, ইহাকে Beating up motion বলে। এইরূপে তাল ঠিক রাখিয়া যত শীঘ্র এই ৩টি টান চালাইতে পারিবে, তত সত্বর কাপড় বুনানি হইবে। প্রতি মিনিটে যে যন্ত্র দ্বারা ১২০ বার মাকু চালান যায়, সেই যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সেই কারিকরকে সুনিপুণ কারিকর বলা যায়।

দেশী তাঁতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ বার মাকু চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাঝারি রকম কারিকরেরা ৭০।৭৫ বারও চালাইতে পারে। কিন্তু কেবল টানিলেই যে কাজ শিক্ষা হইল তাহা নহে, তাহার মাত্রাও ঠিক হওয়া চাই। পাদলে হঠাৎ বেশী জোর দিয়া চাপিলে টানার সূতা ছিঁড়িবে, পাদলে আবার জোর কম হইলে ভালরূপ ঝাঁপ না উঠায় মাকু চলিবার সময় সূতা ছিঁড়িয়া যাইবে বা নলিফোঁড় হইবে, অথবা মাকু সূতার মধ্য হইতে গলিয়া পড়িবে। ডান পাদল টিপিয়া ডান দিকের এবং বাম পাদল টিপিয়া বামদিকের মাকু ছাড়িবে। এইরূপ করিতে করিতে পদসঞ্চালনের সঙ্গে হস্তসঞ্চালনও অভ্যস্ত হইয়া ঠিক কলের মত হইয়া যাইবে। হাতল ধরিয়া টানিবার সময়ও খুব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে মাকু বাক্সের প্রান্তে যাইয়া আবার ফিরিয়া আইসে এবং পড়েনের সূতা ঢিল পড়িয়া যায়, তজ্জন্য হাত দিয়া ঐ সূতা টানিয়া না দিলে পাড় ফুঁপি উঠা হয়। সেজন্য নরম হাতে এরূপ জোরে টান দেওয়া দরকার যে, মাকুটা এক বাক্স হইতে ঠিক অপর

বাক্সের প্রান্তে যাইয়া পৌঁছে। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাত্রার হিসাব আছে। বস্ত্রবিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টানিতে হয় অর্থাৎ যদি সরু সুতার কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভিপ্রায় না থাকে,তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্যক, আর যদি ছিট্, রেপার প্রভৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ টানা দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর করে। ৭।৮ ইঞ্চি বোনা হইলেই বাহির নরাজ ঢিল দিয়া কোল নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে "ব" ইত্যাদিও সরাইয়া লইতে হইবে। মুঠকাট টানিলে যদি দক্তি পড়েনের সুতায় ঘা না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ বেশী জড়ান হইয়াছে, সুতরাং আবশ্যক মত কোল নরাজ ঢিল করিয়া দিবে বা তাঁতখানি কোলের দিকে সরাইয়া লইবে। কোল নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্ব্বে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ ভিজাইয়া কড়ি বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাঁতিরা ভালরূপ মাজিয়া থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মসৃণ এবং জমাট হয়।

মাকুর যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক্ দক্তির উপর ও যে দিকে ছিদ্র (Eye) আছে, তাহা কারিকরের কোলের দিকে রাখিয়া মাকুর মধ্যে থালি (Pirn) লাগাইয়া পূর্ব্বকথিতরূপে বুনিতে থাকিবে। টানার সুতা কতকগুলি একত্র ঝুঁটি বাঁধা থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের সুতা টানার সুতার ঠিক সমকোণ ভাবে বসান যায় না। ২।৩ ইঞ্চি বুনা হইলে পর ছিলে দিয়া রীতিমত কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিবে। ৪″ বা ৫″ ইঞ্চি বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্তু তাহাতে যেন বেশী জোর না লাগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার সুতা মাঝে মাঝে ছিড়িবে, কিন্তু যেমন ছিঁড়িবে তেমনই সেই সুতাটি "ব"র মধ্য হইতে বাহির করিয়া জোশরের উপর উল্টাইয়া রাখিবে; নচেৎ পাশের অন্য সুতার সঙ্গে জড়াইয়া ঝাঁপ উঠিবার বিঘ্ন ঘটাইবে, এরূপ কতকটুকু বুনিবার পর ছিন্ন সুতাটি মেচ্‌কার সাহায্যে "ব" এবং সানার মধ্য দিয়া আনিয়া যথাস্থানে জুড়িয়া দিবে,এ বিষয় আলস্য করিলে কাপড় বুনা ভাল হইবে না। যদি বেশী সুতা ছিঁড়ে, তবে যে জন্য ঐরূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।

চেক, ছিট্ বা রেপার বুনিতে যে যে রঙ্গের সুতার দরকার, তাহা ভিজাইয়া নলী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মাকুর মধ্যে পুরিয়া লওয়াই সুবিধা, যখন যে রঙ্গের সুতার দরকার হইবে, তখন সেই মাকুটি ব্যবহার করিবে।

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে সুতার জমি বুনানি হয়, পাড়ে সেই সুতার ২টি বা ৩টি একত্র করিয়া একটি সানায় পুরিয়া দেওয়া আবশ্যক ; কারণ সেগুলিতে বেশী চাপ পড়ে ; সুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়া ঠিক করিতে হয়।

মাড়প্রকরণ—(size) আমাদের দেশে মোটা সুতায় সাধারণতঃ ভাতের মণ্ড এবং সরু সুতায় খইএর এবং মাঝারি সুতায় চিড়া ও খইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়া গাঢ় মণ্ড করিবে, পরে ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু চুণের জল ও তেঁতুল মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। টাট্‌কা খই থালায় (Plate) বা পাথরে চট্‌কাইয়া লইলে একটু আটা মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে।

বর্ত্তমান সময়ে আলু, কচু, বার্লি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ এরূপ না হয় যে, সুতায় সুতায় জোড়া লাগে, সেজন্য উহাতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, জোলারা ভাতের মাড দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক্ দিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ৵৮ সের চাউল, ৵২ সের সাগুদানা, জিঞ্জিলী তেল অভাবে বাদাম তৈল ৵২ সের এবং ১৬ গ্যালন জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হয়। অবশ্য প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া নামাইবার পূর্ব্বে তৈল দেওয়া উচিত।

রং করা—(Dyeing) সুতার রং করার ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। রেশম বা পশমে পাকা রং ফলান সহজ, কিন্তু কাপাসের সুতার পাকা রং করা অতি কঠিন, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ও অনেক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আমাদের দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হরিদ্রাদি রঙ্গের সুতা ছোপান হইতেছে। ঐ রঙ্‌গুলি বিলাতী রঙ্ অপেক্ষা অনেক খারাপ। নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিমাটি ও দুণ কাঠ আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে এদেশীয় সুতার রঙ্ বেশ পাকা হইয়াছে। তবে রজকের কৃপায় অন্য রঙ প্রায়ই ক্ষারে জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

সুতা—(Yarns) তাঁতি জোলারা বলে "চরকা উঠিয়া গিয়া কাপড় বুনিবার সুখ উঠিয়া গিয়াছে।" বাস্তবিকই চরকায় সুতা ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার কলে পাকান সুতা নিতান্ত আল্‌গা, সুতরাং মাড় ইত্যাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা কাজ করা ভিন্ন উপায় নাই। যদি সে বিষয়ে একটু ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলে কষ্টের একশেষ। আমাদের দেশে পুনরায় চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দূর হইবে না

এক বাণ্ডিল সূতার ওজন ৫ পাউণ্ড। এখানে বোম্বে, নাগপুর, গুজরাট, মহিসুর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাতের চরকায় ও দেশী কলে সূতা হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিতেছে। দেশীকলে ৩০।৪০ নং অপেক্ষা সরু সূতা জন্মিতেছে না। নম্বর যত উর্দ্ধ হইবে, সূতাও তত সূক্ষ্ম হইবে। প্রতি বাণ্ডিলে সিকি মোড়া সূতা এবং প্রতি মোড়ায় কুড়ি ছড়ি (Skein অর্থাৎ ১২০ গজ) সূতা থাকে।

১৬ নং সূতায় উত্তম গামছা, ঝাড়ন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ২০ নং হইতে ২২ নং সূতায় রেপার, ছিট, বিছানার চাদর ইত্যাদি এবং ৩০ হইতে ৫০ নং সূতায় বেশ সাধারণ পরিবার কাপড় হইতে পারে। ৬০ নং হইতে ৯০ বা ততোধিক নং পর্য্যন্ত সূতায় সরু ধুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উর্দ্ধ নম্বরের সূতায় ধুতি করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব সরু সূতায় উত্তম উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ৯০ নং পর্য্যন্ত প্রচলিত ফ্লাইসাটেলে বেশ বুনা যায়।

তাঁতগৃহ এবং জল-বায়ুর ক্রিয়া (Weaving shed and atmospheric influence)।—নিম্নবঙ্গের জল হাওয়া বস্ত্রবয়ন কার্য্যের বিশেষ অনুকূল হইলেও সূতার ধাত নরম রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল সময়ে ভালরূপ বুনানি হয় না। দেশীতাঁতে যে সূতা লাগান হয়, তাহা মাড় দেওয়া থাকে; সুতরাং গরম পড়িলে তাহা পটপট্ ছিঁড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাঁত ঘরেই অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূতা নরম রাখিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কারখানাসমূহের মধ্যস্থ বায়ু যথেষ্ট জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিবার জন্য মিলগুলিতে Humidifiers প্রভৃতি নানা যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশীয় গরীব কারিকরেরা এই কার্য্য অতি সহজে ও উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করে। তাহারা মেঝের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাঁতখানি গর্ত্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া লয় এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া লেপিয়া দেয়। আলো রাখিবার সামান্য পথ রাখিয়া ঘরটী বেশ আঁটিয়া রাখে, ইহাতে মৃত্তিকা মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুত্থিত হইয়া উপরিস্থিত টানার সূতাকে বেশ নরম রাখে এবং বাহিরের গরম বায়ু আসিতে না পারায় গৃহমধ্যস্থ বায়ু বেশ শীতল থাকে। বাষ্পপূর্ণ বায়ু শুষ্কবায়ু অপেক্ষা পাতলা। শুনা যায়, ঢাকাই মসলিন মৃত্তিকা-গর্ত্তস্থ কুটীর মধ্যে প্রস্তুত হইত।

মাঞ্চেষ্টারের বয়নশিল্পকুশল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Mr. William Thomson F. C. S. পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ১০০ তোলা সূতার মধ্যে যখন ৮ তোলা জলীয় বাষ্প থাকিবে, তখনই উহা বস্ত্রবয়নের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে।

উল্লিখিত কারণে চেয়ারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ সুবিধা-জনক নহে। ঐরূপ প্রক্রিয়ায় কাজ করিতে হইলে গরমের দিনে তাঁতের ফ্রেমের নীচে তৎপরিমাণ মেঝে অল্প নিম্ন করিয়া খনন করিয়া তাহাতে ১ ইঞ্চি আন্দাজ জল ভরিয়া রাখিলে এবং তাঁতের তিন দিক্ কাপড় ভিজাইয়া জড়াইয়া দিলে সূতার ধাত নরম রাখা যাইতে পারে। উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে টানার সূতা অত্যন্ত চড়া হইয়া থাকিলে ভিজাইয়া তাহা নরম করা উচিত নহে, তাহাতে মাড় ধুইয়া যাইয়া উহা একেবারে বয়নের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

নবাবিষ্কৃত তাঁত ও যন্ত্রাদি।

বর্ত্তমান সময়ে "স্বদেশী আন্দোলনে" স্বদেশী ব্যবহারের প্রয়াস বর্দ্ধিত হওয়ায় দেশী বাঙ্গালা তাঁতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। অনেকে বৈদেশিক তাঁতের অনুকরণে দেশীয় তাঁতসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন; তন্মধ্যে এককালে ৬টী বা ১২টী নাটাইয়ে সূতা জড়াইবার জন্য বর্ত্তমান আবিষ্কৃত তারিণীযন্ত্র; এককালে ৬টী, ১২টী বা ২৪টী টানার নলীতে (Bobbin) চরকার সাহায্যে একজনে সূতা জড়াইবার জন্য সরলাযন্ত্র (ইহার দ্বারা পড়েনের নলীতেও সূতা জড়ান যায়) এবং সাধু মিস্ত্রীপ্রবর্ত্তিত টানা দেওয়ার সুন্দর কল উল্লেখযোগ্য।

সূতাচক্র বা New spinning wheel—ইহা ঠিক সেলাইয়ের কলের মত চেয়ারে বসিয়া পা দিয়া পাদল টিপিতে হয়। তুলা হইতে একেবারে ২টী সূতাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি নূতন তাঁত—(Improved Hand-loom) উদ্ভাবিত হইয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল,—

১। জাপানী তাঁত—(Japanese Handloom)—বিলাতী তাঁত অপেক্ষা জাপানী তাঁত বিশেষ কার্য্যকারী। তবে কারখানায় কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা কাজ চালাইবার উপযুক্ত নহে।

২। হ্যাটারস্‌লি তাঁত—(Hattersly Domestic Hand-loom) দেখিতে শুনিতে এবং মজবুত হিসাবে হ্যাটারস্‌লি তাঁত খুব ভাল এবং আজকাল ইহার দামও সস্তা করিয়া ১২০৲ টাকা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যান্ত্রিক অংশ ততদূর সহজ নহে, হঠাৎ বিগড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাজও বন্ধ থাকে। ইহাতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে ৪৫ গজ ৪৪" ইঞ্চি বহরের ৫ থান কাপড় হয় বুনা যায়। ইহা পরিচালনা করা শক্তিশালী

লোকের দরকার। কেহই তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। এঞ্জিন যোগে চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৩। লাহোরের উন্নত তাঁত—(Lahore Improved Handloom) ইহার নির্ম্মাণকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী।

বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক তাঁতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—

৪। Jacquard Looms of reed space 82″=ইহাতে টেবিল ঢাকার জন্য নানারূপ কাপড় বুনা হয়।

৫। Drop Box Looms 85″ with 1 shuttle=চেক, ড্রিল, ডুরিয়া, সাড়ী প্রভৃতি বুনা হয়।

৬। Drill mations Looms 60″ with 1 shuttle= ড্রিল ও জিন্‌কাপড় প্রভৃতি বুনা চলে।

৭। Doby Looms 48″ with 1 shuttle=পাড়ে অক্ষর ও ফুল বুনার জন্য।

৮। Dhuty Looms 48″ with 1 shuttle=ধুতি ও সাড়ী কাপড় বুনা হয়।

৯। Calico cloth Looms 48″ with 1 shuttle= কেলিকো-কাপড় প্রস্তুতের জন্য।

১০। Plain Looms 42″ with 1 shuttle=রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি বুনা হয়।

১১। Drill mation 42″ with 1 shuttle=ইহাতে কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুনা যায়।

একখানি দেশী তাঁতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত ভাবে কাজ চালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

ব্যয়—দেশী ফ্লাইসাটেল্ তাঁত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪০৲ এবং অতিরিক্ত সানা মাকু ও সূতা ইত্যাদি ১০৲ মোট=৫০৲ টাকা।

আয়—১ জোড়া ৪০ নং ধুতি প্রস্তুত করিতে ৩ মোড়া সূতা লাগে, প্রতি মোড়া ।৶০ আনা হিঃ=১৶০ মাড় ইত্যাদি—/০, রঙীন সূতার জন্য অতিরিক্ত—৶০, প্রতি জোড়ায় যোগান খরচা—।/০ মোট=১॥৶০।

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় বুনানি হয়। ন্যূনকল্পে ৪ জোড়া সূতার বর্ত্তমান নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের বাড়ীতে সূতা দিলে মোড়া প্রতি ৴১০।৴১৫ খরচে সূতা পাট হয়। তদভাবে ৪।৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালকও পাওয়া যায়। তবুও আমরা এস্থলে ৭॥০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলাম। প্রতি জোড়া ২৲ টাকা (আমাদের এখানে ২।০ বিক্রয় হইতেছে) বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ।৶০ আনা অর্থাৎ মাসিক ১১॥০ বা ১২৲ টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খানা প্রমাণ রেপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনখান রেপার প্রস্তুত করিতে ৪ মোড়া সূতা লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ॥০ আনা হিসাবে—২৲। সূতার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ—।৶০; ৭ জোড়া রেপার এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে ৫ দিন লাগে, সে হিসাবে—।১০ মোট=২॥৶১০। প্রতি জোড়া রেপার ২॥০ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭॥০, তাহা হইলে দৈনিক ১৲১০ পয়সা অর্থাৎ মাসিক ৩২৸০ আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় পড়তা ধরিলে মাসিক ২২॥০ হইতে ২৩৲ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম দাঁড়াইবে। এতদ্ভিন্ন রেপার ৩।৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া দুঃস্থ কারিকরেরা ঐরূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

মন্বাদি কথিত দেশীয় তাঁতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বস্ত্রশিল্প পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর অধ্যবসায়ে ও অমানুষিক পরিশ্রমে এবং অসাধারণ হস্তকৌশলে বহুকাল হইতে যে সকল সূক্ষ্ম, সুন্দর ও বহুমূল্য বস্ত্র জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আসবাবরূপে তাঁত বিরাজিত আছে। তথাকার রমণীগণ যেন বৈদিকমার্গানুসারী হইয়াই আপনাদের স্বামি-পুত্রের ও স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কার্পাস ও রেশমী জামার কাপড়, রুমাল ও উড়ানি প্রভৃতি বুনিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি ততদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকটা মোটা রকমের। চীন ও জাপানে আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেষ আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আজিও কার্পাস, শণ, রেশম ও পশমের যে সকল বস্ত্রশিল্পনিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং তাহার শিল্পচাতুর্য্যের বিষয় অনুধাবন করিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ সমুদিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির অনুকম্পায় এহেন সুন্দর শিল্প ভারত হইতে অন্তর্হিতপ্রায়। মাঞ্চেষ্টার বণিক্‌সমিতির প্রযত্নসাধ্য ধুতি ও সাটীর বাণিজ্য

রক্ষা করিতে ধীরে ধীরে এদেশের তন্তুবায় জাতির চিরপোষিত বস্ত্রবাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এখন হতাশ্বাস তন্তুবায়কুল আর সেরূপ উদ্যমে কার্য্য করিতে পারে না। প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপসৃত, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তি বজায় রাখিতে যত্নবান্ আছেন, তাঁহারাও বৈদেশিক বস্ত্রের তুলনায় লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা বস্ত্রশিল্পে অনেক দৈন্যতা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এই শ্রীহীন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে।

বারাণসীর সুবিখ্যাত জরির ফিতা, সোণা বা রূপার তন্তুদ্বারা প্রস্তুত গুলবাহার সাটী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুলনীয় কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সূত্রের উপর জরির ফুলদিয়া বুনা হইয়া থাকে। বুর্হান্‌পুর, মহিসুর, আর্কট, দিল্লী ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তন্তুশিল্পের যথেষ্ট আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মন্বাদি-লিখিত সেই সুপ্রাচীনযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী সকল বর্ণের রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও উপরিউক্ত স্থানসমূহে রমণীগণ চরকা কাটিয়া সরু সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দে ভারতে ইংলণ্ডাদি নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ায় দেশীয় চরকাদ্বারা সূতা প্রস্তুত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও যে যে স্থলে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তত্তৎস্থানে প্রভূত পরিমাণে চরকার প্রচলন আছে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী তাঁতে রেশমী গরদ বস্ত্র এবং মানভূম জেলার রঘুনাথপুরে এখনও গুটী হইতে চরকার সূতা কাটিয়া তসর-বস্ত্র বুনা হইতেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়নকার্য্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে।

এখন মাঞ্চেষ্টারের কলে নির্ম্মিত কার্পাস সূত্রের প্রভূত আমদানী হওয়ায় বাঙ্গালার রমণীগণ চরকা কাটা বন্ধ করিয়াছেন। বিলাতী সূতা দরে সস্তা ও অনায়াসলভ্য, এজন্য দেশীয় সভ্যবৃন্দ আর স্বকুলকামিনীকুলকে সূতা কাটার কষ্ট সহ্য করিতে দেন না, বস্তুতঃ সেই বিলাসিতার প্রভাবে বাঙ্গালায় আজ চির দৈন্য আসিয়া সমুপস্থিত! বঙ্গবাসীকে অঙ্গাচ্ছাদন-বাসের জন্য আজ পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও সৌখীন বাঙ্গালীগণ কুলকামিনীদিগকে চরকা কাটায় কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিবাসের অভাব ঘটাইয়াছেন। তন্তুবায়কুল স্বার্থহানি দেখিয়া জাতীয় ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাও বৃথা পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বদেশবিরাগী বিদেশভক্ত বাঙ্গালীগণের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশা রাখে না, তাই দেশে এতকাল পরে বস্ত্রবয়নশিল্পের এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্ব্বে যে শিল্পের জন্য সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাঙ্গালার চির আকাঙ্ক্ষিত যে বস্ত্রের জন্য লালায়িত হইত, সে বস্ত্র আজ বাঙ্গালা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এবং তাহারই অনুকরণে ইংরাজ-বণিক্-সমিতির অনুগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার ডুরিয়া, মলমল, অথবানি, সুইস, আদ্ধি প্রভৃতি সৌখীন জনমনোলোভা সূক্ষ্মবস্ত্ররাজি বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়া বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল করিতেছে।

ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন্ বস্ত্রের কথা মনে হইলে—বাঙ্গালার সেই গৌরবকীর্ত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, একদিন বাঙ্গালার তাঁতিকুল বস্ত্রবয়নশিল্পের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্য্যটক রাল্ফ ফিচ্ সুবর্ণগ্রামে আসিয়া এখানকার কার্পাস-বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রভূত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনকার বঙ্গরাজধানী ঢাকা সহরে যে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা "ঢাকাই মসলিন" নামে পরিচিত। উহা প্রকৃত মোগল নগরজাত মসলিন বস্ত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। এখনও য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অনুকৃত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইতেছে। প্রকৃত ঢাকাই মসলিন মহার্ঘ ছিল, ধনী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে পাইত না। শুনা যায় তুরস্কের সুলতান ঢাকাই মস্‌লিনের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন।

ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুলি আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই প্রাচীন বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও তদানীন্তন কারিগরগণের কার্য্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ যত্নে চরকা কাটিয়া যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিত, তাহাতে ৭৷৹ছটাক ওজনের একফেটি সূতা লম্বাভাবে ছড়াইয়া গেলে ১৫০ মাইল ছাড়াইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্পপ্রধান স্থানে সূতা কাটিলে কার্পাসের আঁশ নরম হওয়ায় শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাঁতিরা প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহা সারিয়া লয়। যখন বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হয়, তখন তাহারা চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য্য করে। তাহাতে বায়ু জলসিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে

প্রাতঃকাল হইতে ৯টা বা ১০টা পর্য্যন্ত তাহারা মাঝারী সূতা কাটে। বৈকালে ৩ বা ৪ টার সময় হইতে সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূতা কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াট্‌সন ঢাকাই, ফরাসী ও ইংলিস্ মস্‌লিন্ সূতার অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, য়ুরোপে যত প্রকার সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মসলিনের সূতাব ব্যাস অনেক কম এবং য়ুরোপীয় সূতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই সূতার আঁশও (filaments) অনেক পরিমাণ কম দেখা যায় ; কিন্তু ঢাকাই সূতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments or fibres) য়ুরোপে প্রস্তুত সূতার তুলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই দুই কারণেই ঢাকার সূতা সূক্ষ্মতায় ও দৃঢ়তায় অন্যান্য সকল দেশীয় সূতাকে পরাস্ত করিয়াছে। আরও বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তূলার আঁশ মোটা হওয়ায় এবং সূতা চবকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চ সূতায় পাক বেশী হয়।* এখনও ফরাশডাঙ্গা (চন্দন নগর), সিমলা (কলিকাতা), বগড়ী, যশোর, শান্তিপুর, কলমে, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের বিস্তৃত আড়ত আছে। বারাণসী ধামে রেশমী সূতা ও কার্পাস সূতাব উপর যেমন জরির ফুলদার বা গুলবাহার সাটী প্রস্তুত হয়, অধুনা ঢাকার সহবেও একমাত্র সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের উপর ও বিভিন্ন বর্ণের নীলাম্বরীর উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

এতভিন্ন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে বস্ত্রবয়নের বিস্তৃত কারবার আছে। গুজরাট, আহ্মদাবাদ, সুরাট ও ভরোচে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে লাল ও কালা সূতার একপ্রকার সুন্দর ছিট প্রস্তুত হয়, তাহাতে নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। পুণা, য়েওলা, নাসিক ও ধারবাড়ে নানারূপ রঙ্গিন সূতাব সাড়ী প্রস্তুত হয়, মহারাষ্ট্র-রমণীগণের উহা বড়ই আদরের জিনিষ। নন্দের, মুটকল, ধনবরম্, অমরচিন্তা ও আর্ণিতে এখনও ঢাকার অনুরূপ মসলিন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারাণসী সাটী বা ধুতি, কিংখাব প্রভৃতি বস্ত্রের ন্যায় বস্ত্রসমূহ পৈঠান, বুর্হাণপুব, নারায়ণপেট, ধনবরম্, য়েওকলা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। কাশ্মীর, নূরপর, লুধিয়ানা, অমৃত সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুনা হয়। রঙ্গপুর, ভাগলপুর, বারাণসী, আগ্রা, লাখ্‌নৌ, বরেলী, ফতেগড়, লাহোর, মুলতান, হিসার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী কার্পেট প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কার্পাস কার্পেটগুলি আকৃতি ও বয়নপ্রক্রিয়া ভেদে, গালিচা ও ঢুলিচা (Cotton pile carpet) নামে খ্যাত। পশমী শুঁয়া উচ্চ হইলে গালিচা (Woollen pile carpet) বলা যায়। মছলিপটমের ছিট্, পালমপোর ও কার্পেট এবং গোদাবরী 'ব'দ্বীপস্থিত মাধম-পলম্ নামক স্থানজাত মাডাপালম্ আজকাল "বৃটীশ গুডস্" রূপে ভারতে আমদানী হইতেছে। মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা হয় না। ইংরাজ-বণিক্‌গণ ঐ বস্ত্র একচেটিয়া করিবার জন্য তথায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে সেই মাডাপালম্ বস্ত্র রপ্তানী কবিতেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই বস্ত্রবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে।

এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বয়নশিল্পের যথেষ্ট সমাদব আছে। স্থান বিশেষে উত্তম কার্পেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট গালিচা, কোথাও কার্পাস রেশমাদি বিনির্ম্মিত সূক্ষ্মবাস, কোথাও পশমজ শাল কম্বল এবং কোথাও জরি, সলমা প্রভৃতির পাড় বোনা হইতেছে। বর্ত্তমান (১৯০৬ খৃঃ) স্বদেশী আন্দোলনে উক্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা। নিম্নে উৎপন্ন-বস্ত্রাদি ও তাহাব স্থান ও বিভাগের নাম নির্দ্দেশ করা গেল।

আজমীঢ়, আলই, আলিগড়, আলাহাবাদ, আলবার, অম্বালা, অমৃতসর, অনন্তপুর, অন্ধগাও, আর্কট, আদোনী, আগ্রা, আহ্ম-দাবাদ, আর্ণি, আরা, আসাম, আরঙ্গাবাদ, আজমগড়, বগরু, বহাবরী, বরাইচ, বঙ্গলুর, বাঁকুড়া, বন্নু, বারাবাঁকী, বরাহনগর, বরাড়, বর্দ্ধমান, বরেল্লী, বহরমপুর (মান্দ্রাজ), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), বড়োদা, বসাহর, বস্তি, বতালা, বক্সার, বেলগাম, বেল্লারী, বারাণসী, ভাচুয়া, ভাগলপুর, ভাণ্ডারা, বহাবলপুর, ভেরা, বিকানের, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বগুড়া, বোম্বাই, ভরোচ, বুলন্দসহর, বুর্হানপুর, কলিকাতা, কালিকট, কাম্বে, কাণপুর, চম্বা, চম্পারণ্য, চান্দা, চন্দেরী, ছত্রিশগড়, চিঙ্গলপৎ, কাকনাড়া, কাঞ্চীপুর, কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দত্তিয়া, দিল্লী, দেরা গাজী খাঁ, দেরা ইস্মাইল খাঁ, ধরবাড়, দিনাজপুর, দীন নগর, দোগাছি, এলিমবড়ু, ইলোরা, থরুথাবাদ, ফিরোজপুর, গোদাবরী, রাজমহেন্দ্রী, গোলকণ্ডা, গুন্টুর, গুটেরা, গুজ্‌রান্‌বালা, গুজরাট, গুলবর্গা, গুরুদাসপুর, গোয়ালিয়র, গয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), হায়দরাবাদ (সিন্ধু), হামামকুণ্ড, হর্দ্দা, হসন্-আবদাল, [illegible] হিসার, হোসঙ্গাবাদ, হাবড়া, হসিয়ারপুর, [illegible] জাফরগঞ্জ,

* "These causes—combined with the ascertained result that the number of twists in each of length in the Dacca yarn amounts to 110·1 and 80·7, while in the British it was only 68·8 and 56·6—not only account for the superior fineness, but also for the durability of the Dacca over the Europian fabric." Balfour's Cyclo. India.

জম্মলমডুগু, ঝঙ্গ, ঝাঁসী, ঝিলাম, যোধপুর, খেড়া, কালাদগি, কালহস্তী, কলমী, কনোজ, কাঙড়া, করাচী, করৌলী, কর্ণাল, কর্ণূল, কাশ্মীর, শ্রীনগর, কসুর, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কৃষ্ণা, কোহাট্, কোটা, কোট, কামালিয়া, কুম্ভঘোনম্,লাহোর, ললিতপুর, লোহারডাঙ্গা, লাখ্নৌ, লুধিয়ানা, মান্দ্রাজ, মথুরা, মলবার, মালদহ, মালেগাম, মানভূম, মণিপুর, মছলীপটম্, মৌ (আজমগড়), মৌ (ঝাঁসী), মেদেরপাক, মীরাট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, মোবাদাবাদ,মল্লারী, মন্দসোর, মথুরা, মুজঃফরগড়, মুজঃফর নগর, মহিসুর, নাভা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নূরপুর, উর্চ্ছা, পাবনা, পালম্কোট্ট, পাতিয়ালা, পাটনা, পৌনী, পেশাবর, পুণা, প্রতাপগড়, পুরী, রায়চুড়, রামপুর বোয়ালিয়া, রামপুর (যুক্তপ্রদেশ), রঙ্গপুর, রৎলাম, রত্নগিরি, রাবলপিণ্ডি, রেবাদণ্ড, রেবা, রোহতক (পঞ্জাব), সালেম, সম্বলপুর, সম্বর (কাশ্মীর), সাদনের, শান্তিপুর, সারণ, শারঙ্গপুর, সাতক্ষীরা, সাবন্তবাড়ী, শিওনী, শাহপুর (পঞ্জাব), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুর, শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা (পঞ্জাব), সিংহভূম, শীর্ষা (পঞ্জাব), সীতামাড়ী, সুলতানপুর (পঞ্জাব), সুরাট্, তাঞ্জোর, ঠান', তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপপিলিয়ম্, তোড়গড়, টাট্রা বসিরহাট, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিচীনপল্লী, উজ্জয়িনী, রঙ্গবাড়ী (মান্দ্রাজ), বিশাখপাটম্, বৃদ্ধাচলম্, বাল্লাজ (মান্দ্রাজ), যেওলা, নবঙ্গল যেরোবদা, জেলগণ্ডল।

এই সকল স্থানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাড়ী এবং জরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রভৃতি বুনা হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পশমী শাল ও কম্বল প্রস্তুত হয়। নিম্নে বয়নশিল্পে সমুৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল—

দরি, সতরঞ্জী, গালিচা, দুলিচা, দোপাট্টা, সরবতী, মলমল, আধি, তরন্দম, ডুরিয়া, শৌগাতি, আব্রাবান্, সবন্নাম, মস্লিন, গড়া, একসুতি, দোসুতি, চারখানা, সুসি, লুঙ্গী, খেশ, কোক্তি, ফোটা, মাগনা, নিম্জা, গব্রুণ (লুধিয়ানা), গাজি, খাকি, বড়কাপড়, খনিয়া কাপড়, ছেলেঙ্গ, গামছা ও পবিদিয়া কাপড় (আসাম) এবং পাটসো, তামিয়েন, থিনদৈঙ্গ (মণিপুর) প্রভৃতি কার্পাসবস্ত্র।

রেশমী বস্ত্রের মধ্যে এড়ি, মুগা, তসর ও গরদের ধুতি, সাড়ী, চাদর, পীতাম্বর, মসরু, সওঙ্গি, দোপাট্টা, গুলবদন, রুমাল, ওড়না, হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, খেশ, মেখলা, এড়া, বড়কাপড়, দুকাঠিয়া, রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমিনা বস্ত্রের মধ্যে রামপুর ও কাশ্মীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, একতারা, মলিদা, লুঙ্গী প্রভৃতি।

কার্পাস এবং রেশম বা পশমাদি মিশ্রিত বস্ত্র—গর্ভসুতি (বাঁকুড়া ও মানভূম), আসমানি (বাঁকুড়া), বাফ্তা (ভাগলপুর), মেখলি (রঙ্গপুর), আজিজ্ উল্লা বা আজিজি (ঢাকা), সেরাজা (ঢাকা), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, মছলি কাঁটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-ছাসম, লাল কদমফুলী, সাদা কদমফুলী, কাল পাটাদার, লাল পাটাদার, সর্ব্বার, সেরাজা, সাদা বড় কদমফুলি, সফেদ কারদার, লাল কীরদার, কালা মছলিকাটা, কোঙ্কনী মসরু, সুজাখানি, ইলাইছা, লুঙ্গী, চন্দ্রকলা, দোপাট্টা, সুসি ইত্যাদি।

ছিটের কাপড়—গজি, গাড়া, ধোতিজোড়া, ফর্দ, রেজাই, লিহাফ্, পালঙ্গপোষ, বুন্দুদি, বন্দ-সুর্থ, জাজিম, ফরাস, সামিয়ানা, ছিঁট জরদা, তোষক, ছিঁট-কান্দি, ছিট-বুটিদার, খেরুয়া, নাথনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়, গোলবুটি, অঙ্গোছা, শালু, চুনরি, আব্রা, কলমদার, ধুপছায়া, ময়ূরকণ্ঠি, বেগুনি, মৌজলপুর, চাঁদতারা, পাঁচপাত, সুতিফুলাল, নরুণসই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, ফুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতাম্বর ইত্যাদি।

সোণা বা রূপার তার (তন্ত) প্রস্তুত করিয়া জরির ফিতা, গোটা, কিনারা, আঁচলা, কালাবতুন্, সুর্থ বা সুন্হেবী, রূপালী, ধানক, লাচ্কা, পাট্রী, বাঁকড়ী, পাটা, গথ্রী, গঙ্গাযমুনা, কিরণ, পাইমক, সল্মা, কারচিকন, কারচোব, ধুতি বা সাড়ীর পাড়, হাঁসিয়া, তাস, লপ্পো, ফিটু, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, বেলদার, বুটেদার, শীকাবগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, চাঁদতারা, চসমফুল, মোহববুটী, কামদানী, জামদানী, করেলা, তোড়াদার, টেরছা, জালছার,পান্নাহাজাবা, ডুবিয়া, গেঁদা, শাবুগী, চিকনদাজী, কশিদা, ঝাপান, মুগা-চারখানা-কাশিদা, কাটারুমিকাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই শেষোক্ত বস্ত্রগুলির পাড় রেশম জরি ও কার্পাসসূত্রযোগে বুনা হয়।

সূচীর সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, রুমালে, স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গরাখায় এবং বালকদিগের পরিধেয় বাসে চিকনের কাজ হইতেছে। রেশম ও কার্পাসমিশ্রণে সুজনী প্রস্তুত হয়,রমণীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর সূচের কাজ করে। কাশ্মীর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, নূরপুর, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরে শাল ও শালের পাড় বোনা হয়। কাশ্মীরী তাঁতে বুনা শাল—তিলিবালা, তিলিকার, কানিকার ও বিনৌট এবং সূচে বুনাগুলি অম্লিকার বলিয়া খ্যাত। ফুলকারী উড়ানিতে কার্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের পাড় দেওয়া থাকে। মোটাসূতার কার্পেট গুলি গালিচা, দুলিচা সতরঞ্চ প্রভৃতি নামে খ্যাত। পশমেও গালিচা (Carpet), কম্বল প্রভৃতি বুনা হইতেছে।

মাদুর, শীতলপাটী ও খস্খসের পরদা এবং পাটের চট, থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উহাদিগকে বয়ন-

শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা, উহাতে সূক্ষ্মতা ও শিল্পচাতুর্য্যের সেরূপ পরিচয় নাই। অধুনা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, মান্দ্রাজ, বেলোর, তিন্নেবল্লী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে মাদুর বুনা হইয়া থাকে। এই মাদুর কাটী ও বালান্দা ভেদে দুই প্রকার। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে বেতের ছাঁল চাঁচিয়া অতি সূক্ষ্ম ও শিল্পযুক্ত শীতলপাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তত্তৎশব্দ দেখ।]

বয়নাড়ু, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য উপবিভাগ। [বৈনাড় দেখ।]

বয়লপাড়, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৩১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বয়লপাড় তালুকের বিচার-সদর। এই নগর মদনপল্লী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

বয়স (পুং) ১ পক্ষী। (ক্লী) ২ জীবনকাল।

বয়সিন্ (ত্রি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক।

বয়স্ক (ত্রি) বয়সযুক্ত। অভিনববয়স্কা = নবযৌবনসম্পন্না স্ত্রী।

বয়স্কৃৎ (ত্রি) আয়ুষ্যপ্রদ। পরমায়ুর্ব্বৃদ্ধিকর। (ঋক্ ১।৩৯।১০)

বয়ঃক্রম (পুং) ক্রমিক বয়সকাল।

বয়স্থ (ত্রি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্-স্থা-ক। ১প্রাপ্তবয়স্ক। ২ যুবা, যুবক। "পিত্রা পুত্রো বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এব তু॥"

বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে 'ঙ' প্রত্যয়েও 'বয়স্থ' পদ নিষ্পন্ন হয় এবং বিকল্পে বিসর্গ লোপে 'বয়ঃস্থ' এবং 'বয়স্থ' দ্বিবিধ পদই হইবে। বাল্যাদি, পক্ষী ও মাত্র যৌবন এই তিন অর্থেই এস্থানে বয়স্ শব্দের ব্যবহার। ৩ সমবয়স্ক ব্যক্তি।

বয়স্থা (স্ত্রী) বয়ো যৌবনং তিষ্ঠত্যনয়েতি বয়স্-স্থা-ঘঞর্থে কঃ। নিপাতনে বিকল্পে বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী। ২ হরীতকী। ৩ সোমবল্লরী। ৪ গুড়ূচী। ৫ সূক্ষ্মৈলা। ৬ কাকোলী। ৭ আলী। ৮ শাল্মলি। ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ অত্যম্লপর্ণী।

"বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ উচ্যতে॥" (সুশ্রুত উ° ৩২)

১১ মৎস্যাক্ষী। ১২ যুবতী। (রাজনি°)

বয়স্ফোড়া, মুখব্রণবিশেষ। বয়সকালে গণ্ডদেশে উদ্গত হয়।

বয়স্থান (ক্লী) যৌবন।

বয়স্থাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা।

বয়স্য (পুং) বয়সা তুল্যঃ বয়স (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। ১ সমানবয়স্ক, একবয়সী। পর্য্যায়—স্নিগ্ধ, সবয়স্।

"বহু যোষিতি লাক্ষারুণশিরসি বয়স্তেন দয়িত উপহসিতে।
তৎকালকলিতলজ্জা পিশুনয়তি সখীষু সৌভাগ্যম্॥"(আর্য্যাস°৪০৩)

বয়স্যা (স্ত্রী) বয়স্য-টাপ্। ১ সখী। (অমর) ২ ইষ্টকা। "একয়া ন বিংশতির্বয়স্যাভ্য একচত্বারিংশদ্বিতীয়া চিতিঃ" (শত° ব্রা° ১০।৪।৩।১৫) 'বয়স্যা সংজ্ঞকা ইষ্টকা উপদধাতি' (মহীধর)

বয়স্যক (পুং) বন্ধু। সমবয়স্ক মিত্র।

বয়স্যত্ব (ক্লী) বয়স্যস্য ভাবঃ ত্ব। বয়স্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

বয়স্যভাব (পুং) বয়স্যস্য ভাবঃ। সখ্য ভাব, বন্ধুত্ব ভাব।

বয়স্বৎ (ত্রি) অন্নযুক্ত। "বায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ" (ঋক্ ২।২৪।১৫) 'বয়স্বতোঽন্নযুক্তস্য' (সায়ণ)

বয়ঃসন্ধি (পুং) বয়সঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। যৌবনের প্রাক্কাল।

"যৌবনের চারিভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন॥
তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।
তার পরে বৃদ্ধভাব বুঝ বিচক্ষণ॥" (ভারতচ° রসমঞ্জরী)

বয়ঃসম (ত্রি) বয়সা সমঃ। সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক। (রামা°৭।৪।২৯)

বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা। "মূর্দ্ধনি বয়া ইব রুরুহু" (ঋক্ ৬।৭।৬) 'বয়া ইব শাখা ইব' (সায়ণ) ২ বয়স্। (ঋক্ ১।৬৫।১৫)

বয়া (পারসী) জাহাজ বাঁধিবার লৌহযন্ত্রবিশেষ (Buoy)।

বয়াকিন্ (ত্রি) শাখাবিশিষ্ট। "তরুভিঃ সুতে গৃভং বয়াকিনং" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'বয়াকিনং বয়াঃ শাখা বয়াকা লতাঃ তদ্বন্তং সোমং' (সায়ণ)

বয়াটে (দেশজ) উচ্ছৃঙ্খল (যুবক)।

বয়াড়া (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিজ্দ্রব্য বিশেষ। বিভীতক।

বয়াদা (দেশজ) বাওয়া ডিম্ব। যে ডিম্ব পুং শুক্র ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে।

বয়ান্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। (বদনশব্দজ) ২ মুখ।

বয়ার্ (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ।

বয়াল্ (দেশজ) ১ ভারবাহী বলদ। যে বৃষ লাঙ্গল বা গাড়ী টানে।

বয়িষু (ত্রি) বস্ত্রাদি। (ঋক্ ৮।১১৯।৬৭)

বয়ুন (ক্লী) বীয়তে গম্যতে প্রাপ্যতে বিষয়া অনেনেতি অজ গতৌ (অজি যমি শীঙ্ভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬১) সচ কিৎ। অজে-বীভাবঃ। ১ জ্ঞান।

"হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পীঠকোদূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ॥" (ভাগবত ১০।৮)
'শিক্যভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতদধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং' (স্বামী)

২ দেবতাগার। (উজ্জ্বল) (পুং) ৩ ধিষণা গর্ভজাত কৃশাশ্বের পুত্র। (ভাগ° ৬।৬।২০)

বয়ুনবৎ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রকাশবিশিষ্ট। "সূর্য্যেণ বয়ুনবচ্চকার" (ঋক্ ৬।২১।৩) 'বয়ুনবৎ প্রকাশবৎ' (সায়ণ)

বয়ুনশস্ (অব্য°) বয়ুন-চশস্। জ্ঞানক্রম, জ্ঞানানুরূপ।

"অধ্বরং হোতর্ব্বয়ুনশো যজ" (ঋক্ ৩।৫২।১২)

'বয়ুনশো জ্ঞানক্রমেণ' (সায়ণ)

বয়ুনাবিদ্ (ত্রি) বয়ুনাং বেত্তি বিদ্-কিপ্। প্রজ্ঞাবেত্তা, জ্ঞানবিশিষ্ট। "হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্" (ঋক্ ৫।৮২।১) 'বয়ুনাবিদ্ বয়ুনমিতি প্রজ্ঞানাম তত্তদস্মজ্ঞানবিষয়প্রজ্ঞাবেত্তা' (সায়ণ)

বয়েদ্ (আরবী) ১ শাস্ত্রবাক্য। ২ শ্লোকের চারি চরণ।

বয়োগত (ক্লী) বয়সে গতং। বয়োহানি, বৃদ্ধত্ব।

"বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ।" (উদ্ভট)

বয়োজূ (ত্রি) বলবৃদ্ধিকরণ।

বয়োহতিগ (ত্রি) বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত।

বয়োধস্ (পুং) বয়ো যৌবনং দধাতীতি বয়স্ ধা অসি, (বয়সি ধাঞঃ। উণ্ ৪।১২৮) স চ ডিৎ। ১ যুবা। ২ অন্ন। "বয়োধসাধীতেনাধীতং জিন্ব" (বাজসনেয়স° ১৫।৭) "বয়োধসা বয়ো দধাতি পুষ্ণাতি বয়োধা অন্নং' (মহীধর) (ত্রি) ৩ আয়ুর্দাতা। "অগ্নিমিন্দ্রং বয়োধসং" (বাজসনেয়সং ২৮।২৪) 'আয়ুর্দধাতি বয়োধাস্তমায়ুষো দাতারং ধারয়িতারং বা' (মহীধর)

বয়োধা (ত্রি) ১ বলদাতা। ২ অন্নদাতা। (সায়ণ) ৩ যুবা। ৪ শক্তি। বল, সামর্থ্য।

বয়োহধিক (ত্রি) বয়সা অধিকঃ। বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃপ্রবীণ। "সস্ত্রীবালবয়োহধিকা" (রামায়ণ ২।৪৭।১০)

বয়োধেয় (ক্লী) ১ অন্নদান। "ত্বং নঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি"(ঋক্ ১০।২৫।৮) 'বয়োধেয়ায় অন্নদানায়' (সায়ণ) ২ শক্তি।

বয়োনাধ (ত্রি) ১ প্রাণ। "সজূর্দেবৈর্ব্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা" (বাজসনেয় ১৪।৭) 'বয়ো বাল্যাদি নহ্যন্তি বধ্নন্তি তে বয়োনাধাঃ প্রাণাঃ' (মহীধর)

বয়োবয়ঃশয় (ত্রি) খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ স্থানে বাস।

বয়োবস্থা (স্ত্রী) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা।

বয়োবিধ (ত্রি) পক্ষীপ্রকৃতিসম্বন্ধীয়।

বয়োবৃদ্ধ (ত্রি) বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ।

বয়োবৃধ্ (ত্রি) বলবর্দ্ধনকারী (প্রাতঃ ও সায়ংকালীন মরুৎ)।

বয়োহানি (স্ত্রী) যৌবনহ্রাস। বৃদ্ধ।

বয্য (ত্রি) বয্য কুলোৎপন্ন তুর্ব্বীতি রাজা। "তুর্ব্বীতিং বয্যং শতক্রতো" (ঋক্ ১।৫৪।৬) 'বয্যং বয্যকুলজং তুর্ব্বীতিনামানং রাজানং' (সায়ণ)

বয়োবঙ্গ (ক্লী) বয়সা বঙ্গমিব। সীসক। (রাজনি°)

বর, ১ বরণ। ২ বারণ। অদন্ত চরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। বারয়তি। বোপদেবের মতে এই ধাতু পরস্মৈপদী, কিন্তু মতান্তরে এই ধাতু উভয়পদী দেখা যায়। আত্মনেপদের প্রয়োগ—বারয়তে।

বর (ক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃ কর্ম্মণি অপ্। ১ কুঙ্কুম। ২ মনাক্-প্রিয়। শ্রেষ্ঠ।

"বরং প্রাণাস্ত্যাজ্যা ন চ পিশুবিনাশেষভিরুচি-
র্বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং।
বরং ক্লীব্যং ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্।"(বামনপু°৪৬অ°)

৩ ত্বক্, দারুচিনি। ৪ বালক। ৫ আর্দ্রক, আদা। (রাজনি°) ৬ সৈন্ধব লবণ। ৭ সুগন্ধ তৃণ। (বৈদ্যকনি°) বৃ-অপ্ (পুং) ৮ বরণ। পর্য্যায়—বৃতি। ৯ দ্বিবেষ্টন। প্রার্থনাবিশেষ। (ভরত) ১০ দেবতার নিকট বৃত, দেব সকাশ হইতে যাচিত।

"তপোভিরিষ্যতে যস্তু দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।" (ভরত)

১২ জামাতা। "প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ" (রঘু ৬।৮৬) ১৩ বিড়ঙ্গ, বিট্। (মেদিনী) ১৪ গুগ্‌গুলু। ১৫ পতি। (হেম) ১৬ নিগ্রহ। "ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ।" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) 'যোহগ্নির্ব্বরায় বরণায় নিগ্রহায় শক্তো ন ভবতি।' (সায়ণ) (ত্রি) ১৭ শ্রেষ্ঠ। (অমর) "রাজাসনং রাজচ্ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈতে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক।" (বিষ্ণুপু° ১।১১।১৮)

১৮ পিয়াল বৃক্ষ। ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২০ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বর, পর্ব্বতভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৩২।৫) সম্ভবতঃ ইহাই বেহারের অন্তর্গত বরাবর শৈল।

বরম্ (অব্যয়) মনাক্‌প্রিয়। শ্রেয়স্কর, উহাপেক্ষা ভাল।

'মনাগিষ্টে বরং ক্লীবং কেচিদাহুস্তদব্যয়ম্।' (মেদিনী)

বরংবরা (স্ত্রী) বরং বৃণোতীতি বৃ-অচ্-মুম্চ। ১ চক্রপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। (শব্দচ°)

বরক (ক্লী) ব্রিয়তেহনেন ইতি বৃ-অপ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পোতাচ্ছাদন। (হারাবলী) ২ ধৌত বা অধৌত সাধারণ বস্ত্র। (শব্দরত্না°) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-অপ, ততঃ কন্। (পুং) ৩ বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (হেম) ৪ পপটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া। (রাজনি°) ৫ প্রিয়ঙ্গু নামক তৃণধান্যভেদ, চলিত চীনাধান, কাংনীধান। ইহার পর্য্যায়—স্থূলকঙ্গু, রূক্ষ ও স্থূলপ্রিয়ঙ্গু। ইহার গুণ—মধুর, রূক্ষ, কষায় ও বাতপিত্তকর। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ হ্রস্ববদরী ফল। (মদ° ব° ৬) বর স্বার্থে কন্। (পুং) ৭ প্রার্থনাবিশেষ।

"স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণম্।
দ্বিতীয়ং বরকং বব্রে পিতৄণাং পাবনেচ্ছয়া॥"(মহাভা° ৩।১০৭।৫৩)

বরকৎ (আরবী) আশীর্ব্বাদ। সৌভাগ্য। দেবানুগ্রহ।

বরকন্দাজ (পারসী) বন্দুকধারী সৈন্য।

বর্‌কন্নার্ (পারসী) ১ বিশ্রাম। ২ দার্ঢ্য।
বরকল্যাণ (পুং ক্লী) রাজভেদ।
বরকন্দা (স্ত্রী) ক্ষীরীশ বৃক্ষ। (প° মু°)
বরকাষ্ঠিকা (স্ত্রী) ১ বৃক্ষভেদ। ২রাটিকা।
বরকীর্ত্তি (স্ত্রী) পঞ্চতন্ত্রোক্ত ব্যক্তিবিশেষ।
বরক্রতু (পুং) বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ক্রতবো যস্য শতাশ্বমেধিত্বাৎ তথাত্বং। যদ্বা বরঃ ক্রতুর্যস্মাৎ শতক্রতুত্বাৎ তথাত্বং। ইন্দ্র। (হেম)
বরকোদ্রব (পুং) কোবিদারবৃক্ষ। (রাজনি°)
বরখাস্ত (পারসী) কর্ম্মে জবাব।
বরখেলাফ (পারসী) বিপরীতে।
বরখেলাফী (পারসী) বিপরীত ভাব।
বরগ (ক্লী) নগরভেদ।
বরগা (দেশজ) গৃহচ্ছাদস্থ কাষ্ঠখণ্ড, দুইটী কড়ির উপরে এড়ো ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দেওয়া এবং তদুপরি টালি ছাওয়া যায়।
বরগী (দেশজ) মহারাষ্ট্রদস্যু। [পবর্গে বর্গী ও মহারাষ্ট্র দেখ।]
বরঘণ্টিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। বরঘণ্টী নামেও পরিচিত।
বরঙ্গল, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৮´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪০´পূঃ। এই নগর নিজামের শাসনাধীন। ইহার পশ্চিমোপকণ্ঠে করিমাবাদ (৪৫৬৫ জনসংখ্যা) এবং এক মাইল উত্তর পশ্চিমে মৎবারা (৮৮১৫ জনসংখ্যা) নগর আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

প্রাচীন তেলিঙ্গ রাজ্যের অন্ধ্রবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বহুক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। এই সময় হইতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্গলের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর বরঙ্গল দুর্গ অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ তোগলকের রাজত্বকালে মুসলমানগণ পুনরায় বরঙ্গল অধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক-দিন নির্ব্বিরোধে রাজ্যপালন করিতে পারে নাই ; কারণ মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া লয়।

অতঃপর দাক্ষিণাত্যে বাহ্মনী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হইলে এতদুভয় জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজ হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন পাঠাইলে পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোণ্ডা রাজ্য হারাইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্র বন্দিভাবে বাহ্মনীরাজ সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিন্দুরাজ্যের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হস্তগত করিয়া কুলী কুতবশাহ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গোলকোণ্ডায় তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে এখনও অনেক হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত হইয়া থাকে। [সাতবাহন বংশ ও গোলকোণ্ডা দেখ।]
বরঙ্গাওন (বরণগাঁও), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভুষাবল উপবিভাগের সদর হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইস্থানের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভুষাবলে বিভাগীয় সদর স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে সমর্পণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও পেশবাদিগের অধিকারে ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।
বরচন্দন (ক্লী) বরং শ্রেষ্ঠং চন্দনং। ১কালীয় চন্দন। ২দেবদারু।
বরজ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। (পা ৬৷৩৷১৬ , বরেজ পাঠও দেখা যায়
বরজ (দেশজ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাষ হয়। একটী ক্ষেত্রের চারিদিক্ বাঁখারি ও পাখাটী দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার উপরে ছাদের ন্যায় পাখাটীর আচ্ছাদন বাঁধিয়া যে গৃহাকার পর্ণক্ষেত্র রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ২ ব্রজবুলিতে "ব্রজ" শব্দ অপভ্রংশে 'বরজ' লিখিত হইয়া থাকে।
বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ°৩০।৪৭-১৫৪)
বরজানুক (পুং) ঋষিভেদ।
বরজীবন্ (পুং) সঙ্কর জাতিবিশেষ। ১ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত। ২ গোপ ও তন্তুবায়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি।
বরঞ্চ (অব্য) সংস্কৃত বরং—চ যোগে নিষ্পন্ন। ইহাপেক্ষা ভাল।
বরট (ক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃ-অটন্, (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ১ কুন্দপুষ্প। (শব্দরত্না°) বরতি সেবতে সরোবর-মিতি বৃঞ্-সেবায়াং অটন্। (পুং) ২ হংস। (মেদিনী) ৩ বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলতা। ইহার পর্য্যায়—গন্ধোলী, বরটা, গন্ধোলি, বরলা, বরলী, ক্ষুদ্রা, ক্রূরা, ক্ষুদ্রবর্ব্বণা।(রাজনি°)
বরটক (পুং) কুস্তবীজ। [বরট দেখ।]
বরটা (স্ত্রী) বরট-টাপ্। ১ হংসী।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা
নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।" (নৈষধ ১।১৩৫)

২ কুসুম্ভবীজ। ইহার গুণ—

"বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্তকফাপহা।
কষায়া শীতলা গুর্ব্বী স্বাদবৃষ্যানিলাপহা॥" (ভাবপ্র৽পূ৽প্র)৽

৩ বরলা, অগ্নিপ্রকৃতি কীটভেদ, চলিত বোল্‌তা। ৪ বঙ্গ।

বরটী (স্ত্রী) বরট-জাতৌ ঙীষ্। ১ হংসী। (মেদিনী৽) ২ গন্ধোলী। (ত্রিকা৽)

"সূক্ষ্মতুণ্ডোচ্চিটিঙ্গ-বরটীশতপদীশূকবলভিকাশৃঙ্গী-
ভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিষাঃ।" (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩ অঃ)

বরট্টিকা (স্ত্রী) কুসুম্ভবীজ। পর্য্যায়—বরটা। ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, অবৃষ্য ও বায়ুহর। (ভাবপ্র৽)

বরণ (ক্লী) বৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্য্যে নিয়োজন। যাহাকে কোন মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতেছে, তৎপ্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাঁহার সম্মাননারূপ তদীয় সর্ব্বাঙ্গের সম্বর্দ্ধনা। ২ কন্যাবিবাহে বর-বরণের রীতি।

"ন চ বিপ্রেষ্বধীকারো বিদ্যতে বরণং প্রতি।
স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়াণামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ॥" (মহাভা৽ ১।১৯০।৭)

হোমসাধ্য যে কোন বিহিত কর্ম্মেই হোম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যজমান আপন শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখাইবার জন্য আচার্য্য প্রভৃতিকে স্বয়ং বরণ করিয়া দিবেন। আচার্য্য প্রভৃতি বরণীয় ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধাদি দ্বারা প্রীতি বিধান করিয়া কর্ম্ম-করণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দানবাচন, অন্বাবস্ত, বরণ ও ব্রত প্রভৃতি স্থলে যজমান-কর্ত্তৃতাই বুঝিতে হইবে। বরণ-কালীন যজমানকে পূর্ব্বমুখ এবং আচার্য্য প্রভৃতিকে উত্তরমুখ হইয়া বসিতে হইবে।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গৃহীতা চ উদঙ্মুখঃ।" (স্মৃতি)

কাত্যায়ন বরণবিধি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—প্রথমে যজমান আসন আনিয়া বলিবেন,—'সাধু ভবান্ আস্তা-মর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।' বরণীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন, 'সাধ্বহমাসে' হরিশর্ম্মা বলেন—'অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং' এই কথার পর 'অর্চ্চয়' এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য। (সংস্কারতত্ত্ব)

যে কর্ম্মে বরণ করিতে হইবে, তাহাতে নিম্নোক্তরূপ সঙ্কল্প করিয়া বস্ত্র ও উপবীতাদি দিতে হইবে।

যাহাকে বরণ করিতে হইবে তাহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া "বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং অমুককর্ম্মকরণায় এভির্বস্ত্রপুষ্পমাল্যাদিভিরভ্যর্চ্চ ভবন্তমহং বৃণে" এবং ঋত্বিক্, "বৃতোঽস্মি" বলিবেন। পরে যজমান বলিবেন—"যথাবিহিতং অমুক কর্ম্ম কুরু।" ঋত্বিক্ 'যথাজ্ঞানং করবাণি' এই কথা বলিবেন।

এইরূপে ঋত্বিক্ বরিত হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। যজমান নিজে কর্ম্ম করিতে না পারিলে পুরোহিত প্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত ঐ পূজাদি কর্ম্মে ব্রতী হইয়া কার্য্য সমাধা করিবেন। বিবাহেও জামাতাকে প্রথমে বরণ করিয়া পরে কন্যাসম্প্রদান করিতে হয়। বিবাহে বরণ স্থলে বর ও কন্যার উদ্ধতন তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া বরণ করিতে হয়।

"বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ।
বাক্যং ত্রৈপুরুষিকং কার্য্যং ত্রিবাবৃত্তিবিবর্জ্জিতে॥"(উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে বরণবাক্য এইরূপ হইবে। সংপ্রদাতা বরের দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া—বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মাণং বরং; অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং কন্যাং দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে" বলিবেন। পরে জামাতা 'বৃতোঽস্মি' বলিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়া দিলে তবে তাহার কার্য্যে অধি-কার হয়, এইজন্য ব্রতাদিতে পুরোহিতাদিকে বরণ করিতে হয়।

প্রতিনিধি বা উপযুক্ত ব্যক্তিনিয়োগের নামই বরণ। যেমন রাজপদে বরণ। এই জন্য মাঙ্গলিক কার্য্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সম্মানার্থ কতকগুলি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়া থাকে। যে পাত্রে ঐ মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত থাকে, তাহাকে বরণডালা বলে।

২ বেষ্টন। ৩ পূজার্চ্চনাদি। (পুং) ৪ প্রাকার। ৫ বরুণবৃক্ষ। (অমর) ৬ উষ্ট্র। ৭ সংক্রম, চলিত সাঁকো। (হলায়ুধ)

বরণক (ত্রি) বরণকারী। আচ্ছাদন।

বরণডালা (দেশজ) মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ একখানি পিত্তলের থালা বা বংশখণ্ডনির্ম্মিত গোলাকার ডালা। কুলকামিনীগণ সে পাত্রে খুরি রাখিয়া তাহাতে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন। পুরোহিত তাহার একটী একটী তুলিয়া বরকে বরণ করেন। স্ত্রী-আচারের সময়ে সধবা কামিনীগণও কএকখানি ঐরূপ পাত্র বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইয়া মাথায় লইয়া বরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্ম্মঞ্ছন করে।

বরণডালার দ্রব্য :—মহী (মৃত্তিকা), শ্বেতচন্দন, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, হরিদ্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, শ্বেতসর্ষপ, দর্পণ, সূত্র, চামর, দীপ, লৌহ।

বরণমালা (স্ত্রী) বরণায় যা মালা। বরণস্রজ্, বরণসময়ে যে পুষ্পমাল্যাদি দেওয়া যায়।

বরণসী (স্ত্রী) বারাণসী। (শব্দরত্না°)

বরণস্রজ্ (স্ত্রী) বরণমালা। (রাজতর° ১।৬১)

বরণা, পঞ্জাবদেশোদ্ভবা একটী নদী। (পা ৪।২।৮২) প্রাচীন গ্রীক ভৌগলিকগণ ইহাকে Aornos নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। ইহা এখন বরণস নামে খ্যাত।

বরণা (স্ত্রী) বরণ-টাপ্। নদীবিশেষ। (শব্দরত্না°) এই নদী বারাণসীর উত্তর সীমা এবং অতিশয় পুণ্য নদী। এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিদূরিত হয়। বিষ্ণুর দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পাদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গতা হইয়াছে, এই জন্য এই দুই নদীই পুণ্যবর্দ্ধিনী ও পাপনাশিনী। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থান বারাণসী নামে খ্যাত। ইহার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে আর নাই। (বামনপু° ৯ অ°)

২ তুবরী। (নকুল ১৩অ°) চলিত অড়হর কলাই।

বরণীয় (ত্রি) বৃ-অনীয়র্। বরণের যোগ্য, যাহাকে বরণ করা যায়, বরণার্হ। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রেষ্ঠ।

বরণ্ড (পুং) বৃণোতীতি বৃ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃ বৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ অণ্ডরাবেদি, চলিত বারাণ্ডা। ২ সমূহ। ৩ মুখরোগভেদ, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ-সূত্র, গাঁঠরী।

বরণ্ডক (পুং) বরণ্ড স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ মাতঙ্গবেদি, হাতীর হাওদা। ২ যুধ্যমান গজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। ৩ যৌবনকণ্টক, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বর্ত্তুল, গোল। (ত্রি) ৫ বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কৃপণ। (শব্দরত্না°) ৮ বরণ্ডশব্দার্থ।

বরণ্ডা (স্ত্রী) বরণ্ড-টাপ্। ১ সারিকা। ২ বর্ত্তি। ৩ শস্ত্রভেদ।

বরণ্ডালু (পুং) বরণ্ড এব আলুরত্র। এরণ্ড বৃক্ষ, কন্দশাক-বিশেষ। (ত্রিকা°)

বরতরফ্ (পারসী) কার্য্য হইতে জবাব দেওয়া।

বরতরফী (পারসী) যাহাকে বরতরফ্ করা হইয়াছে, যাহাকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

বরতনু (ত্রি) ১ সুন্দরী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রত্যেক চরণে ১২টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২,৩,৪,৬,৭,৯,১১ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

বরতন্তু (পুং) একজন প্রাচীন ঋষি। "কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তু-শিষ্যঃ" (রঘু) বহু বচনে বরতন্তুর বংশধর বুঝায়।

বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠস্তিক্তস্তিক্তরসো যস্য। ১ কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি গাছ। ২ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ পর্পটক, ক্ষেত পাপড়া। ৪ রোহিতক বৃক্ষ, রয়না গাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বরতিক্তিকা (স্ত্রী) বরতিক্ত স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ পাঠা, আকনাদি। 'বরতিক্তকা' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বরতোয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (শক্রঞ্জয়মা° ১।৫৪)

বরৎকরী (স্ত্রী) রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

বরত্রা (স্ত্রী) ব্রিয়তেঽনেনেতি বৃ (বৃঞশ্চিৎ। উণ্ ৩।১০৭) ইতি অত্রন্ টাপ্। হস্তিকক্ষ-রজ্জু, করিবন্ধন, চলিত কাছদড়ী। পর্য্যায়—চূষা, কক্ষ্যা, কক্ষা। ২ চর্ম্মরজ্জু। (ঋক্ ১০।৬০।৮)

বরত্বচ (পুং) বরা হিতকরী ত্বচা যস্য। ১ নিম্ববৃক্ষ। (রত্নমালা)

বরদ (ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোঽনুপসর্গেতি। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ অভীষ্টদাতা, পর্য্যায়— সমর্দ্ধক, বাঞ্ছিতার্থদ। "বরদং তং বরং বব্রে সাহায্যং ক্রিয়তাং মম।" (ভারত ১।২।২১৭)

২ প্রসন্ন, যিনি অভিলষিত বরপ্রদান করেন।

বরদ, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থিত শোণনদতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ' ৮।৩৭)

২ বঙ্গের একটী প্রাচীন বিভাগ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ' ১০।৩)

বরদ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, তোণ্ডীর-মণ্ডলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম শ্রীনিবাস। ইনি অনঙ্গ-জীবন নামে একখানি ভাণ রচনা করেন।

বরদকবি, কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

বরদক্ষিণা (স্ত্রী) ১ বিবাহকালে কন্যার পিতা বরকে যে যৌতুক বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্তু উদ্ধারের যে বৃথা খরচ পত্র হয়, তাহাকে বরদক্ষিণা বলা যায়।

বরদচতুর্থী (স্ত্রী) বরদা চতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী।

বরদত্ত (ত্রি) ১ বর বা অনুগ্রহরূপে প্রাপ্ত।

বরদদেশিকাচার্য্য, ১ কাঞ্চীবাসী সুদর্শনের পুত্র, ইনি 'বসন্ত-তিলক' নামে একখানি ভাণ রচনা করেন।

২ একজন দার্শনিক। ইনি তত্ত্বত্রয় ও বেদান্তকারিকাবলী নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদনাথ, তত্ত্বত্রয়চুলুকার্থসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ইহার পুত্র ঐ গ্রন্থের উপর রহস্যত্রয়চুলুক নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বরদনায়কসূরি, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি তত্ত্বনিরূপণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদমূর্ত্তি, বাজপেয়াদি সঞ্চয়নির্ণয় নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদযোগ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। (ভবিষ্য-ব্রহ্মখ° ৩৮।২২) বর্ত্তমান নাম বজ্রযোগিনী। [বজ্রযোগিনী দেখ।]

বরদরাজ, ১ একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি তর্ককারিকা, তার্কিকরক্ষা এবং সারসংগ্রহ নামে তার্কিকরক্ষার টীকা রচনা করেন।

২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইহার পিতার নাম দুর্গাতনয়। পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া ইনি গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী, মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী, লঘুকৌমুদী এবং সারসিদ্ধান্তকৌমুদী বা সারকৌমুদী নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বামনাচার্য্যের পুত্র ও অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্য, নিধানসূত্রবৃত্তি, প্রতিহারসূত্রবৃত্তি, মশককল্পসূত্রভাষ্য এবং বরদরাজদীক্ষিতীয় নামক শ্রৌতগ্রন্থরচয়িতা।

৪ একজন মীমাংসক, রঙ্গরাজের পুত্র, দেবরাজের পৌত্র এবং সুদর্শনাচার্য্যের শিষ্য, মীমাংসানয়বিবেকদীপিকাপ্রণেতা।

৫ একজন নৈয়ায়িক, রামদেবমিশ্রের পুত্র, হরিদাসের ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকার একজন টিপ্পনীকার।

৬ শিবসূত্রবার্ত্তিকরচয়িতা।

৭ ব্যবহারকাণ্ড বা ব্যবহারনির্ণয় প্রণেতা।

৮ যাগপ্রায়শ্চিত্তব্যাখ্যাকার।

৯ আনন্দতীর্থ রচিত মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ের মন্দ-সুবোধিনী নামে টীকাকার।

১০ ভাষামঞ্জরী ও প্রমাণপদার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ ন্যায়দীপিকাপ্রণেতা।

১২ তত্ত্বনির্ণয় নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টীকাকার।

১৪ পুরুষসূক্তের জনৈক ভাষ্যকার।

১৫ কবিজনবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ আচার্য্য, নামমাতৃকানিঘণ্টুরচয়িতা।

বরদরাজ চোলপণ্ডিত, বিবেকতিলক নামধেয় রামায়ণের জনৈক টীকাকার।

বরদরাজভট্ট, সামান্যপদমঞ্জরী নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীয় নীতিসারের টীকাকার।

বরদরাজীয় (ত্রি) বরদরাজলিখিত।

বরদর্শিনী (স্ত্রী) দেখিতে সুলক্ষণা বা সুন্দরী। (রামায়ণ ২।৫৫,২) কেহ বরবর্ণিনী এই পাঠ অনুমান করেন।

বরদবিষ্ণুসূরি, জৈন সূরিভেদ।

বরদা (স্ত্রী) বরদ-টাপ্। ১ কন্যা। (মেদিনী) ২ আদিত্য-ভক্তা। ৩ অশ্বগন্ধা। (ভাবপ্র°) ৩ অভীষ্টফলদাত্রী। ৪ প্রসন্ন-চিহ্নসূচক হস্তাদি বিন্যাসরূপ মুদ্রাবিশেষ। ৪ সুবর্চ্চলা, চলিত হুড়হুড়ে। ৫ বারাহীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

বরদা, হিমপাদবিনিঃসৃত নদীভেদ। (হিমবৎখ° ৪।৬৯) এখানে অষ্টাদশভূজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা। (হিম° ৪১।৩৯-৪৪)

বরদা (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

বরদাচতুর্থী (স্ত্রী) বরদাখ্যা চতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন গৌরীপূজা করিতে হয়, এই দিন গৌরীপূজা করিলে তিনি বরদায়িনী হইয়া থাকেন, এইজন্য এই চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপূজা করিলে সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পূজা করিয়া পঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা করিতে হয়।

"চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বরদাচার্য্য, কয়েকজন বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যথা—

১ অনঙ্গব্রহ্মবিদ্যাবিলাস ও অম্বালভাণ নামে ভাণরচয়িতা।

২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার।

৩ অভয়প্রদান ও অভয়প্রদানসার-প্রণেতা।

৪ উৎপ্রেক্ষামঞ্জরী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

৫ কান্তালীয়খণ্ডনমণ্ডনকার।

৬ পরতত্ত্বনির্ণয়কার।

৭ কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

৮ প্রমেয়মালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

৯ ভগবদ্ধ্যানমুক্তাবলীকার।

১০ মঙ্গলময়ূরমালিকা নামে অলঙ্কার গ্রন্থরচয়িতা।

১১ যতিরাজবিজয় বা বেদান্তবিলাসনাটককার।

১২ বিরোধপরিহারকার।

১৩ ব্যাকরণলঘুবৃত্তিপ্রণেতা।

১৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যকার।

১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচয়িতা।

বরদারু (পুং) দদাতীতি দা তুন্, বরশ্চ দারুঃ। বৃক্ষবিশেষ, শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী ভুঁইসহ, পর্য্যায় ভূমিসহ, দ্বারদারু, খরচ্ছদ। গুণ—শিশির ও রক্তপিত্তপ্রশাদন। (ভাবপ্র°)

বরদাতৃ (ত্রি) দা-তৃণ্, বরস্য দাতা। অভীষ্ট ফলপ্রদাতা, যিনি বর দেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বরদাত্রী।

বরদাধীশ যজ্বন্, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বেঙ্কটাধীশের পুত্র। ইনি প্রয়োগবৃত্তি ও প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপিকা রচনা করেন।

বরদান (ক্লী) বরস্য দানং। অভিলষিত বিষয়-প্রদান।

বরদানময় (ত্রি) বরদান স্বরূপে ময়ট্। বরদান স্বরূপ।

বরদানিক (ত্রি) বরদানসম্বন্ধীয়।

বরদাভূমি, জনপদভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখং ৬।২৭)

বরদাযোগিনী, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। এখানে গৌড়াধিপ রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী) বর্ত্তমান নাম বজ্রযোগিনী।

বরদার্ (পারসী) ১ বেহারা। (ত্রি) ২ ধারণকারী।

বরদারী (পারসী) বেহারার কার্য্য।

বরদারু (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (Tectona Grandis) (ত্রি) শ্রেষ্ঠদারু। অশ্বত্থ বটাদি সুবৃহৎ বৃক্ষ।

বরদারুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়।

বরদাশ্বস্ (ত্রি) বরদ।

বরদাস্ত (পারসী) সহ্য, সহিষ্ণুতা।

বরদেব, একজন বাঠোর রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা। ইনি কামধ্বজ উপাধিধারী ত্রয়োদশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্তৃক বারাণসী ও ৮৪টী নগরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাবক কামধ্বজ নামে খ্যাত।

বরদ্রুম (পুং) বৃহদাকার বৃক্ষভেদ। অগুরুভেদ। (Agallochum)

বরধর্ম্ম (পুং) শ্রেষ্ঠকার্য্য।

বরধর্ম্মকৃৎ (ত্রি) অপরের মঙ্গলজনক কার্য্যকারী।

বরনারী (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী।

বরনিশ্চয় (ত্রি) পতিনির্ব্বাচন।

বরন্দা (দেশজ) তৃণবিশেষ। সম্ভবতঃ বালাণ্ডা ঘাস, যাহাতে মাদুর প্রস্তুত হয়।

বরপক্ষ (পুং) বরযাত্র।

বরপাত্র (দেশজ) বর।

বরপক্ষিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বরপক্ষীয় (ত্রি) বরের সম্পর্কীয় বা বরযাত্রসম্বন্ধীয়।

বরপণ্ডিত, কথাকৌতুক নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

বরপর্ণাখ্য (পুং) বরাণি পর্ণান্যস্য, বরপর্ণেতি আখ্যা যস্য। ক্ষীরকঞ্চুকী বৃক্ষ। চলিত ক্ষীরকড়ার। (রত্নমা°)

বরপীত[ক] (পুং) হরিতাল।

বরপুত্র (পুং) যিনি দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। যেমন কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র।

বরপোত (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

বরপ্রদ (ত্রি) বরং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর প্রদান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্=বরপ্রদা—লোপামুদ্রা।

বরপ্রদান (ক্লী) বরস্য প্রদানং। বরদান, বর দেওয়া।

বরপ্রভ (ত্রি) ১ অতি প্রভাবিশিষ্ট। বোধিসত্ত্বভেদ।

বরপ্রস্থান (ক্লী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুম্বসহ বরের কন্যালয়ে আগমন।

বরফ্ (পারসী) তুষার। জল জমিয়া শ্বেতবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় হইলে তাহাকে বরফ কহে। [পবর্গে দেখ।]

বরফল (পুং) বরং ফলমস্য। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (ক্লী) ২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল।

বরবাহ্লীক (ক্লী) কুঙ্কুম। জাফরান্।

বরযাত্রা (স্ত্রী) বরস্য যাত্রা। বিবাহ করিতে বরের কন্যাগৃহে গমন। পৃথিবীস্থ কি সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির ভিতরই বরযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি সকল জাতির সমান নহে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উৎসব ও আমোদের রীতি নীতি এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলাট পালট হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন শুধু যে উচ্চ সম্প্রদায়ের ভিতর ঘটিতেছে তাহা নয়; উচ্চ সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিম্ন সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা, চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রথা কালের হিল্লোলে ভাসিয়া সকল জাতিকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে। তবে কথা এই, বাহিরের চাল-চলনাদির পরিবর্ত্তন-পরিমার্জ্জন কিছু কিছু হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন ধর্ম্মোজ্জ্বল কর্ম্মক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই।

বাঙ্গলার সর্ব্ববর্ণের হিন্দু—বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দুগণের মধ্যে এই বরযাত্রা স্থানভেদে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মাঙ্গলিক ধর্ম্মকর্ম্মগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অবস্থানুসারে বরের সাজ-সজ্জা হয়। কোন কোন বর হয় ত কিরীট-কুণ্ডল-কঞ্চুকাদি-মণ্ডিত হইয়া যাত্রা করেন এবং কাহাকেও বা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত হইয়া যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীর ত কথাই নাই, বর দরিদ্র হইলেও বরযাত্রা ব্যাপারটীতে সর্ব্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিও ভাবী শ্বশুরভবনে প্রথমগমনে সম্ভবমত স্ব স্ব সম্পন্ন ও সমৃদ্ধভাবেরই পরিচয় দেয়।

বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে যাত্রা করে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বরের ললাটফলক চন্দন-চর্চ্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ বরের ললাটে শ্বেত চন্দন লেপিয়া দেন এবং বরের বিঘ্নবিনাশের

জন্ত তাহার চন্দনাঙ্কিত ললাট মধ্যে 'দুর্গা বা হরি' প্রভৃতি ভগবৎ নাম লিখিয়া রাখেন। যাত্রাকালে একটী দধি-মধু-লাঞ্ছিত সফলপল্লব পূর্ণকুম্ভ বরের সম্মুখে রাখা হয়। বর তাহার দিকে তাকাইয়া 'দুর্গা গণেশ মাধব' প্রভৃতি ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করে। এই সময় গুরু পুরোহিত কিংবা অন্ত কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা' প্রভৃতি যাত্রামঙ্গল মন্ত্র পাঠ করেন, বর যাত্রা করিয়া অগ্রে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতা প্রভৃতি অন্যান্য নমস্তবর্গকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত ব্যক্তিগণ বরকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। অনেক স্থানে দেখা যায়, রমণীগণ পাঁচ সাত জনে মিলিয়া এই সময় মাঙ্গলিক সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পূর্ণকুম্ভের পার্শ্বে একখানি বরণ-ডালা থাকে। এই বরণ ডালায় স্বস্তিক, সিন্দূর, ধান্য, দূর্ব্বা, প্রদীপ প্রভৃতি বহু মাঙ্গলিক দ্রব্য সজ্জিত রাখিতে হয়। বর যাত্রা করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী দুগ্ধ দিয়া তাহার হাত ধুয়াইয়া দেন।

দেশভেদে প্রথামত কলার মাঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী জাঁতি দর্পণাদি বামহস্তে লইয়া বর ঘর হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রভৃতিও চলিতে থাকেন। অবস্থাভেদে ও চলাচলের সুবিধাবিশেষে বর যান, নৌকা, পাল্কী, বা অশ্বে গমন করেন। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের বর, পথের সুগম ও সুযোগ হইলে প্রায়ই হস্তী, চতুর্দ্দোল বা মূল্যবান্ অশ্বযানে যাত্রা করিয়া থাকেন।

রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। যিনি ধনী অথচ সহরবাসী, তাঁহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য। যাঁহার ধন আছে, তিনি অন্য বাবদে যত ব্যয় করুন আর নাই করুন, বরযাত্রাব্যাপারে ঘরের গৃহিণী বা অন্য পরিজনের খাতিরে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রায়ই মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায়। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চন্দ্রাতপ রাজিত রৌপ্য বা পিত্তল দণ্ডমণ্ডিত বহু বাহক-বাহিত ঝালর-ঝলমলীকৃত সুন্দর চতুর্দ্দোলের লোহিত মখমল-মণ্ডিত বেদিকায় চড়িয়া কিরীট-কুণ্ডল কঞ্চুক পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে থাকেন। দুই পার্শ্বে দুইটী স্ত্রী বেশধারী বালক চামর লইয়া তাঁহাকে বাতাস করে, অন্যান্য বরযাত্রিকগণ অবস্থানুসারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা করিয়া বরের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিছিল বাঁধিয়া চলেন, নানা রঙ্ বেরঙের রোশনাই হয়। নানা ঢঙের দেশী বিদেশী বাজনা বাজে, কোথাও বা হরেক রকম বাজী পুড়ে। আশাসোটা লইয়া কোথাও বা ঢাল তরোয়াল ধরিয়া বিবিধ পাগড়ী-বাঁধা বহু সুসজ্জিত অনুচর সহচর কাতারে কাতারে বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অশ্ব, কাগজের নৌকা ও তদুপরি বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃতি কত কি রং-বেরং সং চলিতে থাকে। অগণিত আলোক-সজ্জায় দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এরূপ মিছিল দেখিবার জন্য রাস্তার দুই ধারে দলে দলে লোক জমিয়া যায়।

বর যখন সদলবলে কন্যাকর্ত্তার বাড়ী গিয়া পৌছেন, তখন কন্যাকর্ত্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সসম্মানে মিষ্ট আহ্বানে গৃহে লইয়া যান।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্রাদি মধ্যে অবস্থানুসারে চলাচলের সুগম সুযোগে বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপই। তবে যাঁহাদের অর্থানুসার তেমন নাই, তাঁহারা সমারোহের ভাগ অনেকটা কমাইয়া দেন।

ভারতের, শুধু ভারতের বলি কেন—পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমৃদ্ধ অসমৃদ্ধ যাবতীয় জাতিরই বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপ অল্প-বিস্তর আমোদ উৎসব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। [বিবাহ দেখ।]

বরযাত্রিন্ (ত্রি) বরযাত্রা-অস্ত্যর্থে ইনি। যাহারা বরের অনুগমন করে। বরের সহিত যাহারা যায়, তাহাদিগকে বরযাত্রী কহে।

বরয়িতৃ (পুং) বর-ণিচ্-তৃচ্। ১ ভর্ত্তা, স্বামী, প্রণয়ী। ২ বরণকারয়িতা।

বরয়িতব্য (ত্রি) বর-ণিচ্-তব্য। বরণের যোগ্য। (হেম)

বরয়ু (পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

বরয়ুবতি (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১,৪,৬,৮,৯, ও ১৬ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"ভো নয়না নগৌ চ যস্তাং বরযুবতিরিয়ং" (ছন্দোম°)

২ রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী।

বরযোগ্য (ত্রি) ১ বর, আশীর্ব্বাদ বা উপহার পাইবার যোগ্য। ২ বরণীয়।

বরয়োনিক (পুং) কেসর। (নিঘণ্টুপ্রকা°)

বররুচি (পুং) বরা রুচির্যস্য। একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার অপর নাম পুনর্ব্বসু। (ত্রিকা°) অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তি, একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিঘণ্টু, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষরাভিধান, ঐন্দ্রনিঘণ্টু, কারকচক্রকারিকা, দশগণকারিকা, পত্রকৌমুদী, প্রয়োগবিবেক, প্রয়োগবিবেকসংগ্রহ, প্রাকৃত-প্রকাশ, ফুল্লসূত্র (পুষ্পসূত্র), যোগশতক, রাক্ষসকাব্য, রাজনীতি, লিঙ্গবিশেষবিধি, লিঙ্গবৃত্তি, লিঙ্গানুশাসন, বররুচিবাক্যকাব্য, বাদ-

তরঙ্গিণী, বার্ত্তিক, শব্দলক্ষণ, শ্রুতবোধ ও সমাসপটল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু বস্তুতঃই তিনি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে নানা সন্দেহ আছে। অনেকে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচারের জন্য বররুচির নামে প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও অন্যের রচিত অনেকগ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। একমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাকৃত-প্রকাশ এবং বাক্যপদীয় আদি বররুচির রচনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ভোজপ্রবন্ধে তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, বররুচির অপর নাম কাত্যায়ন। তিনি বৈয়াকরণ পাণিনির সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণ অথবা তাঁহার নামে প্রচারিত বা তৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রের বৃত্তি ও বার্ত্তিকাদি নানা ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখিয়া পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সোমদত্তের পুত্র কাত্যায়ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পাণিনির সূত্র ও বার্ত্তিক আলোচনা করিলে সূত্রকার ও বার্ত্তিককারকে কখনই এক সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না, বরং সূত্রের বহু শতবর্ষ পরে বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। [পাণিনি দেখ।]

বার্ত্তিক ও প্রাকৃতপ্রকাশকারকেও আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। প্রাকৃত-প্রকাশে বররুচির অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া মনে হয় যে প্রাকৃত ও পালীভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎ-পত্তি ছিল। উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণকালে তাহার ভূমিকায় অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল্ লিখিয়াছেন, বররুচি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের লোক ছিলেন। গারেট সাহেবের মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে এবং চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অভিধানকার হেমচন্দ্রবিরচিত স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় রাজা ৯ম নন্দের রাজত্বকালে মগধের অন্তর্গত পাটলীপুত্র নগরে বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নন্দবংশের আবির্ভাবকাল। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস যে বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥" (নবরত্ন)

কিন্তু উক্ত নবরত্ন যে এক সময়ের লোক নহেন, শ্লোকটী কবিকল্পনামাত্র তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। [বরাহমিহির দেখ।]

নন্দবংশের উপাখ্যানে বররুচির অপরাপর বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। [নন্দ দেখ।]

২ শিব।

বররুচিতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (স্কান্দে নাগরখ° ১২৫ অঃ)

বররূপ (ত্রি) সুন্দর রূপবিশিষ্ট। (পুং) বুদ্ধভেদ।

বরল (পুং স্ত্রী) বৃণাতীতি বৃ-অলচ্। বরট। চলিত বোল্তা।

'বিষস্ফূর্জ্জী ভৃঙ্গরোলো বরলস্তুণষট্পদঃ।' (শব্দমা°)

বরলব্ধ (পুং) বরঃ উৎকর্ষো লব্ধঃ পুষ্পেষু যেন। ১ চম্পকবৃক্ষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) বরেণ লব্ধঃ। ২ বরপ্রাপ্ত, যিনি বর দ্বারা লাভ করিয়াছেন। ৩ রক্তকাঞ্চন। ২ নাগকেশর চম্পক।

বরলা (স্ত্রী) বরল-টাপ্। ১ হংসী। (মেদিনী) ২ বরটা।

বরলী (স্ত্রী) বরল-ঙীষ্। বরটা। (জটাধর) চলিত বোল্তা।

বরবৎসলা (স্ত্রী) বরে জামাতরি বৎসলা। শ্বশুরভার্য্যা, শাশুড়ী। (শব্দমালা)

বরবরাহ (পুং) অসভ্য। বর্ব্বর বা কুঞ্চিত কেশযুক্ত বন্য মনুষ্য। ভাষাবিদ্গণ অনুমান করেন, এই শব্দ হইতে গ্রাক Barbaros, রোমক Barbarus ও ইংরাজী Barbarian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে,

বরবর্ণ (পুং) ১ সুবর্ণ। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ।

বরবর্ণিন্ (ত্রি) সুন্দর বর্ণশালী।

বরবর্ণিনী (স্ত্রী) বরঃ শ্রেষ্ঠো বর্ণঃ প্রশস্তঃ পীতাদির্বাস্ত্যস্যা ইতি বরবর্ণ-ইনি-ঙীপ্। ১ অত্যুত্তমা স্ত্রী, পর্য্যায়—বরারোহা, মত্ত-কামিনী, উত্তমা, মত্তকাশিনী। (ভারত)

"রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বার্ক্ষেয়ী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যৎ জানতা পূর্ব্বং ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা ॥"(বিষ্ণুপু° ১।১৫।৭)

২ লাক্ষা। ৩ হরিদ্রা। ৪ রোচনা। ৫ ফলিনী, প্রিয়ঙ্গু। ৬ সাধ্বী স্ত্রী। ৭ গৌরী, ভগবতী।

"ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥" (ভারত ৬।২২।২১)

৮ লক্ষ্মী। ৯ সরস্বতী। (শব্দরত্না°)

বরবারণ (পুং) ১ জাঙ্গল জীববিশেষ। ২ সুন্দর হস্তী।

বরবাসি (পুং) জাতিবিশেষ।

বরবাহ্লীক (ক্লী) শ্রেষ্ঠ কুঙ্কুম, কুঙ্কুম। (অমরটীকা)

বরবৃত (ত্রি) বর বা আশার্ব্বাদীরূপে প্রাপ্ত।

বরবৃদ্ধ (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠো বৃদ্ধঃ। পুরাতন। শিব। (ত্রিকা°)

বরশঠ, স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান।(ভবিষ্যব্র°খ°৮।৪৩)

বরশিখ (পুং) অসুরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সপরিবারে নিহত করেন। "যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৪)

'বরশিখস্য বরশিখো নাম কশ্চিদসুরঃ' (সায়ণ)

বরশীত (ক্লী) ত্বচ্, দারুচিনি। (বৈদ্যকনি°)

বরশ্রেণী (স্ত্রী) হ্রস্বমূর্ব্বা। লঘুমোরবেল। (বৈদ্যকনি°)

বরস্ (ক্লী) ১ তেজঃ। "পর্য্যুক্রবরাংসি" (ঋক্ ৬।৬২।১) 'বরাংসি তেজাংসি' (সায়ণ)

বরসদ্ (ত্রি) আদিত্য, সূর্য্য। "নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা" (ঋক্ ৪।৪০।৫)

'বরসদ্ বরে বরণীয়ে মণ্ডলে সীদতীতি বরসদাদিত্যঃ' (সায়ণ)

বরসান (পুং) বৃ (ছন্দস্যশানচ্ বৃজিভ্যাম্। উণ্ ২।৮৬) ইতি শানচ্। দারিক। (উজ্জ্বল)

বরসুন্দরী (স্ত্রী) ১ সুন্দরী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী অক্ষর। ১,৫,৯,১৩,১৪ বর্ণ গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু।

বরসুরত (ত্রি) সুরতক্রিয়াভিজ্ঞ। উচ্ছৃঙ্খল।

বরসেন (পুং) গিরিসঙ্কটভেদ।

বরস্ত্রী (স্ত্রী) সুন্দরী নারী।

বরস্যা (স্ত্রী) বরণীয়া, বরণের যোগ্যা। "বরস্যা যাম্যধ্রিগূহ বে" (ঋক্ ৫।৭৩।২) 'বরস্যা বরণীয়া' (সায়ণ)

বরস্রজ্ (স্ত্রী) কন্যাকর্ত্তৃক বরের গলায় যে মাল্য দেওয়া হয়।

বরহক (ক্লী) জনপদভেদ।

বরহি, পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

বরা (স্ত্রী) বৃ-অচ্-টাপ্। ১ ফলত্রিক। (মেদিনী) ২ রেণুকা-নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°) ৩ গুড়ূচী। ৪ মেদা। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পাঠা। ৮ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৯ শ্রেষ্ঠা। ১০ শণ-পুষ্পী। ১১ বাতিঙ্গন, বেগুণ। ১২ ওড্রপুষ্প, জবাফুল। ১৩ বন্ধ্যা-কর্কোটকী। ১৪ মদ্য। ১৫ শ্বেতাপরাজিতা। ১৬ সোমরাজি। (বৈদ্যকনি°) ১৭ শতমূলী, ব্রাহ্মীশাক। (রাজনি°)

বরাক (পুং) বৃণীতে তচ্ছীল ইতি (জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্টবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫) ইতি ষাকন্। ১ শিব। (মেদিনী) ২ যুদ্ধ। (হেম) (ত্রি) ৩ শোচনীয়। ৪ অবর।

"নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎপুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥"(মুকুন্দমালা ১৭)

৫ পর্পটক, ক্ষেত্পাপড়া। (বৈদ্যকনি°)

বরাকপুর, একটী প্রাচীন গ্রাম।

বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাম্বা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তরাজ রায়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই। রাজস্ব ৯৫০০ টাকা।

বরাঙ্গ (ক্লী) বরমঙ্গানাং। ১ মস্তক। ২ গুহ্য। (অমর) ৩ গুড়ত্বক্। ৪ যোনি। (ত্রিকা°) ৫ শ্রেষ্ঠাবয়ব। ৬ চোচ।

"ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্‌ভৃঙ্গঞ্চোচং তথোৎকটং।" (ভাবপ্র°)

৭ উপস্থ। ৮ কুষ্ঠ। (বৈদ্যকনি°) ৯ পাঠা, আকনাদি। ১০ হরিদ্রা। ১১ মেদা। (রাজনি°) (পুং) বরাণি স্থূলানি অঙ্গানি যস্য। ১২ হস্তী। (ত্রিকা°) ১৩ বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্তর্গত নামভেদ।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

১৪ তিন শত চব্বিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ।

বরাঙ্গক (ক্লী) বরমঙ্গমস্য কপ্। ১গুড়ত্বক্। দারুচিনি। (অমর) (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠাবয়বযুক্ত।

বরাঙ্গদল (ক্লী) প্রিয়ঙ্গুপত্র। (চরক চি° ৩ অ°)

বরাঙ্গনা (স্ত্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা স্ত্রী। অতিপ্রশস্তাঙ্গযুক্তা স্ত্রী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী।

"শিরঃ স পুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ বরাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনম্।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥"
(লক্ষ্মীচরিত্র)

বরাঙ্গরূপোপেত (ত্রি) অঙ্গানাং রূপাণি অঙ্গরূপাণি বরাণি অঙ্গরূপাণি তৈরুপেতঃ। শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, সুন্দর। পর্য্যায় সিংহসংহনন।

বরাঙ্গিন্ (ত্রি) বরাঙ্গমস্যাস্তেতি বরাঙ্গ-ইনি। ১ শ্রেষ্ঠাঙ্গযুক্ত, বরাঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ২ অম্লবেতস। ৩ গজ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বরাঙ্গিনী।

বরাঙ্গী (স্ত্রী) বরমঙ্গমস্তরবয়বো যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ নাগদন্তী, বড়দন্তী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

বরাজীবিন্ (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্। গণক।

বরাজ্য (ক্লী) উৎকৃষ্ট ঘৃত। মাখন জ্বালান ঘৃত।

বরাট (পুং) বরমন্দমটতীতি অট কর্ম্মণি অণ্। ১ কপর্দ্দক, কড়ি। (রাজনি°) শ্রেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার। পাতবর্ণ গেঁটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষা ওজনের মধ্য এবং তিন মাষা ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্যে গণ্য। বৈদ্যক মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংজ্ঞায় অভিহিত।

"পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা।
সার্দ্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভাবা চ মধ্যমা।
পাদোননিষ্কভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা॥" (রসেন্দ্রসা°)

বরাট বা কড়ির শোধনপ্রণালী যথা—কড়ি এক প্রহর কাল কাঁজিতে স্বেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারান্তর—মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া তুষ পুরিয়া মধ্যে বাড়ির মূষা রাখিয়া পালিকানামক যন্ত্রে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিলে কড়িভস্ম বা বিশুদ্ধ হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্ব্বরোগহর। অন্যমতে

আমলকী জম্বীর কিংবা অন্য কোন অম্লরসে কড়ি ভিজাইয়া উহা পীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইয়া ধুইয়া গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই কড়ি শোধন হইয়া যাইবে। * শোধিত কড়ির গুণ—পরিণাম-শূল, ক্ষয় ও গ্রহণীনাশক। কটু, তিক্ত, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত ও কফ-হর।

২ রজ্জু। (ত্রিকা৹) ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটক (পুং স্ত্রী) বরাট স্বার্থে কন্। ১ কপর্দ্দক, চলিত কড়ি। লীলাবতীতে বরাটকের সংখ্যাভেদে এইরূপ নামনিরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক কুড়ি কড়ির নাম কাকিনী, চারি কাকিনীতে একপণ, ষোল পণে এক দ্রম্য এবং ষোল দ্রম্যের নাম নিষ্ক।

"বরাটকাণাং দশকদ্বয়ং যৎ,
সা কাকিনী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্য ইবাবগম্যো,
দ্রম্যৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥" (লীলাবতী)

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, ষোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হয়।

"অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্ত তৈঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তত°)

দক্ষিণায় বরাটক দিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণেতরে দান ও দক্ষিণাহীন যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তাই এক কুড়ি বা এক পণ কড়ি অথবা একটা ফল বা একটী পুষ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে।

"হুতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তস্মাৎ স সফলো ভবেৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

(পুং) ২ রজ্জু। ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটকরজস্ (পুং) বরাটক ইব রজো যত্র। ১ নাগকেশর বৃক্ষ।

বরাটকবিষ (ক্লী) বরাটক নামক ত্বক্‌সারনির্যাস বিষ। (সুশ্রুত কল্প ২ অঃ)

* "বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"
মতান্তরং—
ভূগর্ভে চ সমে শুদ্ধে পুত্তলীং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
তুষেণ পূরয়েৎ তস্যাঃ কিঞ্চিন্মধ্যং ভিষগ্বরঃ॥
বরাটৈঃ পূরিতাং মূষাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েৎ।
কারীষাগ্নিং ততো দদ্যাৎ পালিকা যন্ত্রমুত্তমম্॥
অনেন ম্রিয়তে নূনং বরাটঃ সর্ব্বরোগজিৎ॥
অন্যচ্চ,—বরাটং তত্র চাম্লেয়ী জম্বীরাণাং রসেন বা।
অন্যেষামপ্যম্লানাং যাবৎ পীতং ন গচ্ছতি॥
পরিণামাদিশূলঘ্ন ক্ষয়হা গ্রহণীহরা।
কটুষ্ণা দীপনা তিক্তা বৃষ্যা বাতকফাপহা॥" (রসেন্দ্রসা৹ জারণমারণ অঃ)

বরাটিকা (স্ত্রী) বরাট-স্বার্থে কন্। ততষ্টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ১ কপর্দ্দক। (ভরত)

"বহুকম্বুমণির্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোৎকরঃ।" (নৈষধ ২।৮৮)

২ তুচ্ছবাচিকা।

"প্রয়াগে মুত্যুতে যেন তস্য গঙ্গা বরাটিকা॥" (উদ্ভট)

৩ নাগেশ্বরবৃক্ষ।

বরাটকী (ত্রি) বরাটক সম্বন্ধীয়। (প্রবরাধ্যায়)

বরাটী (দেশজ) রাগিণীভেদ।

বরাড়ী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগ ও রাগিণী দেখ।]

বরাণ (পুং) ব্রিয়তে ইতি বৃ-যুচ্, পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত দীর্ঘ। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা৹) ২ বরুণবৃক্ষ। (শব্দরত্না৹)

বরাণস (ত্রি) বরণা ও অসিসম্বন্ধীয় (কাশী)। (পা ৪।২।৮)

বরাণসী (স্ত্রী) পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত আকার হ্রস্ব। কাশী, বারাণসী। 'কাশী বরণসী বারাণসী শিবপুরী চ সা' (হেম)
[বারাণসী বা কাশী দেখ।]

বরাৎ (পারসী) দরকার, প্রয়োজন। (দেশজ) ২ অদৃষ্ট। ৩ নিজ দেয় অংশ স্বয়ং না দিয়া অপরের নিকট হইতে পাওয়াই-বার অঙ্গীকার। যেন সে অমুকের কাছে বরাৎ দিয়াছে।

বরাতী (পারসী) দরকারী ও প্রয়োজনীয়।

বরাতুষ্ট (ক্লী) বৌদ্ধভেদ।

বরাদন (ক্লী) বরৈ রাজভিরদ্যতে ইতি অদ-ল্যুট্। রাজাদন।

বরাম্ন (ক্লী) বরং অন্নং। ভর্জ্জিতধান্য, দ্বিদলকৃত শ্রেষ্ঠান্ন। শমীধান উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহার দাইল করিতে হয়, পরে উহা জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহাকে বরান্ন কহে।

"শমীধান্যস্য ভৃষ্টস্য দালিকৃত্বা মুনিস্তুষাং।
পক্ত্বোদকে সুসিদ্ধা সা বরান্নমিতি চক্ষতে।
কুরুতে মলসংস্তম্ভং সতুষং কুরুতে জরাম্॥" (দ্রব্যগু৹)

বরাননা (স্ত্রী) বরং আননং যস্যাঃ। সুন্দরী স্ত্রী।

বরাভিদ (পুং) অম্লবেতস। (রাজনি৹)

বরাবর (পারসী) ১ সোজাসুজি। ২ সকাশে। ৩ চিরকাল। ৪ সমতল। ৫ মসৃণ।

বরাবর, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ড শৈলশ্রেণী। গয়া জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিখরো-পরি এক প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। তাহাতে সিদ্ধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ দিনাজপুরের শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী অসুররাজ এখানে এই দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে পর্ব্বতপাদমূলে 'সাতঘর' নামে একটী বিস্তৃত গুহা দৃষ্ট হয়। ঐ গুহা ৭টীর মধ্যে কর্ণছোপার, সুদামা, লোমশঋষি ও বিশ্বামিত্র

নামে চারিটীর স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। গুহামধ্যস্থ পালি অক্ষরে লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উহার সর্ব্ব প্রাচীনটী খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকটী ২৯৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অদূরে পাতাল-গঙ্গা ও নাগার্জ্জুনী নামে জলধারা, তৎসন্নিকটে গোপী,বাপীয় ও বাদিথী নামক অপর তিনটী গুহা। এই তিনটী গুহাই খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে অশোক-পৌত্র দশরথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপী গুহায় সম্রাট্ অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। [পবর্গে বরাবার দেখ।]

বরামদ্ (পারসী) দোষারোপ। নালিশ।

বরাম্র (পুং) শ্রেষ্ঠোহম্রোহত্র, রস্ত লন্তম্। করমর্দ্দ। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর করাম্র।

বরারক (ক্লী) বরং শ্রেষ্ঠং ধনিনম্ ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-ণ্বুল্। হীরক।

বরারক্ষক, বিন্ধ্যপর্ব্বতপার্শ্বস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম।
(ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৮।৪৩)

বরারণি (পুং) মাতা।

"দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্" (রামা° ৭।২৩।২২)

'গোবৃষেন্দ্রো মহাবৃষস্তস্য সাক্ষাৎ মাতরম্' (তট্টীকা)

বরারোহ (পুং) হস্তিনঃ উচ্চত্বাৎ আয়তপৃষ্ঠত্বাচ্চ বরঃ আরোহো যত্র। ১ হস্ত্যারোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। ২ বিষ্ণু। (বিশ্ব) ৩ পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বরারোহা (স্ত্রী) বরঃ আরোহো নিতম্বো যস্যাঃ। উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী স্ত্রী।

"যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"
(মহানির্ব্বাণত° ৪।৪৭)

২ কটি। (হেম) ৩ সোমেশ্বর স্থিত দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

বরার্থিন্ (ত্রি) আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী। ঈপ্সিত বস্তুলাভেচ্ছু।

বরার্দ্দ [বরাদ্দ] (পারসী) নিত্য বা অবধারিত ব্যবস্থা। কোন বিষয়ে কত টাকা বা দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার স্থিরতা।

বরার্দ্ধক (ক্লী) একভাগ কুঙ্কুম, একভাগ চন্দন ও একভাগ জল একত্র করিলে বরার্দ্ধক হয়।

"চন্দনং কুঙ্কুমং বারিত্রয়মেতদ্বরার্দ্ধকম্।" (রাজনি°)

বরার্হ (ত্রি) বরদানের উপযুক্ত। মহামূল্য। শ্রেষ্ঠ, সম্মানার্হ।

বরাল (পুং ক্লী) ১ লবঙ্গ। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্।
বরালক=বরালশব্দার্থ।

বরালি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ বরাড়ী রাগিণী।

বরালিকা (স্ত্রী) বরা আলিকা সখী জয়াদির্যস্যাঃ। ১ দুর্গা।

বরাশি (পুং) স্থূলবস্ত্র, মোটা কাপড়। পর্য্যায়—স্থূলশাটক, বরাসি, স্থূলশাটিকা, স্থূলপট্টক। (শব্দরত্না°) জটাধর এইশব্দ ক্লীব-লিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বরাসন (ক্লী) বরায়ৈ দুর্গায়ৈ অস্যতে ক্ষিপ্যতে দীয়তে ইতি যাবৎ, আস-ল্যুট্। ১ ওড্রপুষ্প। (শব্দমালা) বরং শ্রেষ্ঠ-মাসনং। ২ উত্তম আসন, শ্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন। (পুং) বরাং স্বীয়াং নারীং অস্যতি ত্যজতীতি অস-ল্যু। ৩ ষিড়্গ। বরামপি জনান্ অস্যতি দূরীকরোতি। ৪ দ্বারপাল। (বিশ্ব)

বরাসন, একটী প্রাচীন নগর, দুর্জ্জয় পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামক মহাশৈল ও ক্ষোভক নগর বিদ্যমান। (কালিকাপু° ৭০।১৬১)

বরাসি (পুং) বরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস-ইন্। স্থূলশাটক, মোটা কাপড়। বরোঽসির্যস্য। ২ খড়্গধর। (ধরণি)

বরাসী (স্ত্রী) ম্লানবাস, মলিনবস্ত্র। (শব্দমালা)

বরাহ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ মানভেদ। ৩ পর্ব্বতভেদ। ৪ মুস্তা। (মেদিনী) ৫ শিশুমার। ৬ বারাহীকন্দ। (রাজনি°) ৭ অষ্টাদশ দ্বীপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ।

"গন্ধর্ব্বো বরুণঃ সৌম্যো বরাহঃ কঙ্ক এব চ।
কুমুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারকস্তথা॥
চন্দ্রেন্দ্রমলয়াঃ শঙ্খযবাঙ্গকগভস্তিমান্।
তাম্রাকুশ্চ কুমারী চ তত্র দ্বীপা দশাষ্টভিঃ॥" (শব্দমালা)

৮ কৃষ্ণপিণ্ডীর। (বৈদ্যকরত্ন°)

বরাহ (অবতার), বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী নিমগ্না হইলে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকট আসিয়া স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটী বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহ-পোত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণের ন্যায় অতিদৃঢ় হইল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রলয়পয়োধিজলে প্রবেশ-পূর্ব্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে রসাতলে যাইয়া তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি প্রলয়-কালে শয়নেচ্ছু হইয়া সর্ব্বজীবাধার ঐ ধরাকে আপনার জঠরে ধারণ করিলেন। অনন্তর অক্লেশে নিজ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে দেবগণ

স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি দৈত্যরাজ হিরণাক্ষকে জলমধ্যে বধ করেন। [হিরণ্যাক্ষ দেখ]

(ভাগবত ৩।১৩-২০ অ০)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন, ধরা তাঁহার ভার কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব বরাহরূপী বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, দেব! আপনি যে জন্য বরাহদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে অসমর্থা হইয়া বিশীর্ণা হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহশরীর ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবদ্বেষী অসুরভাবাপন্ন হইবে। রজস্বলাসঙ্গমে দুষ্ট অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহদেহ ত্যাগ করুন।

বরাহদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যানুসারে আমি এই বরাহ দেহ ত্যাগ করিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্য আশ্চর্য্য বরাহদেহ ধারণ করিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বরাহদেব সেইস্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্ব্বতে বরাহরূপিণী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু পৃথিবীর সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তদনন্তর বরাহদেবের বীর্য্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবলশালী সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামে তিনটী পুত্র জন্মিল। বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই ভারে পৃথিবীর মধ্যদেশ নম্র হইয়া পড়িল। অনন্তদেব কূর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহনব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। এইরূপে পুত্র-পরিবৃত বরাহদেবের ভারে পৃথিবীতে নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল, সুমেরুর শৃঙ্গ সকল ভগ্ন, মানসাদি সরোবর আবিল ও কল্পদ্রুম ভগ্ন হইল।

অনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র ও দেবযোনি সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, আমা দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র করিয়া বল। দেবগণ কহিলেন, বরাহের ক্রীড়া হেতু পৃথিবী দিন দিন শীর্ণা হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। শুষ্ক অলাবু ফলের উপর আঘাত করিলে তাহা যেরূপ ভগ্ন হইয়া যায়, বরাহের ক্ষুরের আঘাতে পৃথিবীও সেই প্রকার বিদীর্ণ হইতেছেন। আপনি সৃষ্টিস্থিতির জন্য আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ সংহার করুন।

তখন জনার্দ্দন দেবগণের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেবকে বলিলেন, জগতের দুঃখের কারণস্বরূপ এই বরাহদেহ আমি ত্যাগ করিব, কিন্তু সুখাসক্ত এই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব ব্রহ্মন্! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন। রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের আদেশে বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তেজ আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর মহাদেব ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণসমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন। তখন বরাহ ও শরভে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে শরভরূপী মহাদেব কর্ত্তৃক বরাহদেব যুদ্ধে নিহত এবং তৎপরে তাহার মহাবলশালী পুত্র পৌত্রগণও শরভের দারুণ আঘাতে বিনষ্ট হন।

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে যজ্ঞ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। শরভকর্ত্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং বিষ্ণু সুদর্শন-চক্র দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই বরাহদেবের ভ্রূদ্বয় ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোমযজ্ঞ, চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ, জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম এবং বৃহৎস্তোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজ যজ্ঞ হইল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই সকল যজ্ঞ চরণসন্ধি হইতে; রাজসূয়, বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে; প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান, শ্রদ্ধা এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ হৃদয়সন্ধি হইতে; উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্ত-

বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেঢ্রসন্ধি হইতে; রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষজাপ প্রভৃতি যজ্ঞ ক্ষুর হইতে; মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি, ভোগজ এবং অগ্নিষোম যজ্ঞ লাঙ্গূলসন্ধি হইতে; তীর্থপ্রয়োগ, মাস, সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আথর্ব্বণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে; ঋচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বযজ্ঞ জানুদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। অদ্যাপিও এই সকল যজ্ঞ প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছে।

বরাহের শ্রোত্র হইতে স্রুক্, নাসিকা হইতে স্রুব, গ্রীবা হইতে প্রাক্‌বংশ (হোমগৃহের পূর্ব্বভাগস্থ গৃহ), কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, দন্ত হইতে যূপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ হইতে অধ্বর্য্যু ও হোতা, মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশ,মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী, এবং মেঢ্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। বরাহের আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুঞ্জার উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপে সর্ব্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বরাহদেবের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামক মৃত পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়া সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। কেশব কনকের শরীর মুখবায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গার্হপত্য অগ্নি, ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহপুত্র হইতে যজ্ঞীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। (কালিকাপু০ ১৯—২২ অ০)

বরাহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—বরাহমূর্ত্তির মুখের বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হনুদেশ সপ্তাঙ্গুল, সৃক্কণী দ্বি-অঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সার্দ্ধ এককলা, নাসিকাবিবর তিনযব, নেত্রদ্বয় যবহীন,মুখ ঈষদ্ধাস্ত-বিরাজিত, কর্ণযুগল রন্ধ্রদ্বয়বিশিষ্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, এবং উচ্চতা দুইকলা হইবে। গ্রীবাদেশ অষ্টাঙ্গুল, উচ্চতা নেত্রপরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নৃসিংহ দেবের ন্যায় হইবে। শেষ নাগ নৃ-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ বাহু দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার বামভাগে শঙ্খ ও পদ্ম, দক্ষিণভাগে গদা ও চক্র। এইরূপ বরাহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে ভববন্ধন দূর হয় এবং ইহলোকে নানা সুখ সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

"বক্ত্রং কলাষ্টকায়ামং শ্রোত্রমস্য দ্বিগোলকং।
হনূ সপ্তাঙ্গুলে তস্য সৃক্কণী দ্ব্যঙ্গুলে মতে॥
সপ্তাঙ্গুলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্দ্ধকলৌ দ্বিজ।
নাসারন্ধ্রং ভবেন্নেত্রং যবহীনেহক্ষিণী মতে॥
কিঞ্চিদ্ধক্তে স্মিতে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে।
চতুষ্কলং কর্ণমধ্যং তদর্দ্ধেন তদুচ্ছ্রিতং।
বস্বঙ্গুলা ভবেদ্গ্রীবা নেত্রৈকং চোন্নতা তু সা।
শেষং নৃসিংহবৎ কার্য্যং বরাহস্য তু বিগ্রহম্॥
শেষাহিবিধৃতং পাদং বাহুনা ধারয়ন্ ধরাং।
শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে তু দক্ষিণে॥
এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যঃ স্থাপয়েন্নরঃ।
ভবোদধিসমুত্তারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকং॥"(হরিভক্তিবি০ ১৮বি০)

বরাহ (পুং) বরান্ আহন্তি বর-হন-ড। পশুবিশেষ, চলিত বরা, পর্য্যায়—শূকর, ঘৃষ্টি, কোল, পোত্রী, কিরি, কিটি, দংষ্ট্রী, ঘোনী, স্তব্ধরোমা, ক্রোড়, ভূদার, কির, মুস্তাদ, মুখলাঙ্গূল, স্থূলনাসিক, দন্তায়ুধ, বক্রবক্ত্র, দীর্ঘতর, আখনিক, ভূক্ষিৎ, বহুসূ। (শব্দরত্না০) ইহার মাংসগুণ—বৃষ্য, বাতঘ্ন, বলবর্দ্ধন, বহুমূত্রকারক এবং রুক্ষ। বন্যবরাহমাংসগুণ—মেদ, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি০)

ইহার মাংস বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে নাই। শাস্ত্রে পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চনখীর মধ্যে হইলেও গ্রাম্যবরাহ ভোজন নিষিদ্ধ। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিষ্ণুর পূজা করিতে নাই, যদি কেহ বরাহমাংস ভক্ষণ করে, তবে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়া ১১ বৎসর, কৃমিরূপে ৭ বৎসর, মূষিকরূপে ১৪ বৎসর, রাক্ষসরূপে ১৯ বৎসর, শল্লকরূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যাধরূপে ৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে বরাহমাংস ভোজনের পাপ বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞানতঃ বরাহমাংস ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম ৫ দিন গোময় ভোজন, পরে ৭ দিন তণ্ডুলকণভোজন, তৎপরে ৭ দিন কেবল জলপান, তদনন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন দিন শক্তুভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে ৭ দিন দুগ্ধপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদূরিত হয়। এইরূপ

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নষ্ট হইলে তখন আবার বিষ্ণুপূজায় অধিকার জন্মে। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে বরাহমাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। *

বন্যবরাহ-মাংসভোজন শ্রাদ্ধাদিতে বিহিত আছে। শ্রাদ্ধে বন্যবরাহমাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না। কিন্তু বিষ্ণুপাসক কখনও এই মাংস ভোজন করিবেন না।

"বন্যবরাহমাংসং শ্রাদ্ধাদৌ বিহিতং। যথা অম্লস্তীত্যনুবৃত্তৌ হারীতঃ। মহারণ্যবাসিনশ্চ বরাহাংস্তথেতি। এবঞ্চ বিবদন্তে অগ্রাম্যশূকরাংশ্চেতি, বশিষ্ঠোক্তং শ্বেতাশ্বেতয়া ব্যবস্থিতং। কল্পতরুকস্তু—শ্রাদ্ধে নিযুক্তানি যুক্ততয়েতি, বিষ্ণুপাসকস্য সর্ব্বথা নিষেধঃ। যথা বারাহে ভগবদ্বাক্যং—

"ভুক্ত্বা বরাহমাংসন্তু যস্তু মামুপসর্পতি।
বরাহো দশ বর্ষাণি ভূত্বা বৈ চরতো বনে॥ (একাদশীতত্ত্ব)
"ঐণরৌরববারাহ-শশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমং।
মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্য)

এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী পশুগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ Suidæ নামক পশুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বন্য ও পালিতভেদে এই বরাহ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—বন-বরাহ (Sus Indicus) ইংরাজীতে পুং (wild boar) ও স্ত্রী (swine) ভেদে গৃহীত হইয়াছে। শূকরজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জীব। সাধারণতঃ বন্য বা পালিত স্ত্রীবরাহগুলিই শূকর (pig) নামে অভিহিত। এই শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দন্তোদ্গম হয় না। ইহারা চতুষ্পদ, চারি পায় চারিটী খুর আছে। বন্য পুং বরাহগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া গজদন্ত সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র, দন্ত নির্গম হইয়া থাকে। দন্তবিহীন বরাহগুলিই প্রধানতঃ শূকরপদবাচ্য।

ভারতের নানাস্থানে এবং য়ুরোপে যে সকল বরাহ দেখা যায়, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ শূকরগুলি অনেক ক্ষুদ্র। বন্যবরাহগুলি প্রায়ই দিবাভাগে বনান্তরাল প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ তমসাবৃত হইয়া আসিলে তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং নিকটবর্ত্তী পল্লীর শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত শস্য দ্বারা উদর পূরণ করে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই মাট যেন চসিয়া ফেলে, তাহাতে বহুসংখ্যক চারা গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রচুর শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে স্থানে বরাহেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া মানকচু, খামআলু প্রভৃতি কন্দ উত্তোলনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। যেখানে এই সকল উদ্ভিদাদির অভাব ঘটে এবং তাহারা স্বেচ্ছায় কন্দমূলাদি আহার করিতে পায় না, তথায় তাহারা মৃত উষ্ট্রাদি পশুমাংসও উদরসাৎ করে। ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীর নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা হইতে স্বীয় আহার্য্য বাছিয়া খায়। মানববিষ্ঠাতেও তাহাদের বিলক্ষণ রুচি দেখা যায়।

এসিয়ার নানাস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বন্যবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদের মধ্যে ৭টী শাখা বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতীয় বন্যবরাহের একটি শাখা যাহা অধুনা য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে যাহার অনুরূপ বরাহ-জাতি বিদ্যমান আছে, তাহা য়ুরোপীয় সমাজে 'চাইনীজ ব্রীড' (Chinese breed) নামে কথিত। বিভিন্ন শাখাভুক্ত হইলেও এই শূকরজাতি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করা গেল—

বিভিন্নদেশীয় নাম,—আরব ও পারস্য—খান্‌জির, খানজর; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—বরাহ; কর্ণাড়ি—হণ্ডি, সিক্কা, জেবাড়ি, দিনেমার—Svun; ওলন্দাজ Varken, zwijn; ফরাসী—

* "ভুক্ত্বা বারাহমাংসন্তু যো বৈ মামুপসর্পতি।
পতনং তস্য বক্ষ্যামি তথা ভবতি সুন্দরি॥
বরাহো দশবর্ষাণি ভূত্বা বৈ চরতে বনে।
ব্যাধোভূত্বা মহাভাগে সমাঃ সপ্ত চ সপ্ততিঃ॥
কৃমির্ভূত্বা সমাঃ সপ্ত তিষ্ঠতে তস্য পুষ্কলে।
অথোচ্চৈর্মূষিকো ভূত্বা বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ॥
একোনবিংশবর্ষাণি যাতুধানশ্চ জায়তে।
শল্লকশ্চাষ্টবর্ষাণি জায়তে ভবনে বহু॥
ব্যাঘ্রস্ত্রিংশতিবর্ষাণি জায়তে পিশিতাশনঃ।
এষ সংসারিতাঙ্গস্থা বারাহামিষভক্ষকঃ॥
অস্য প্রায়শ্চিত্তং
তরন্তি মানবা যেন তির্য্যক্ সংসারসাগরাৎ।
গোময়েন দিনং পঞ্চ কণাহারেণ সপ্ত বৈ॥
পানীয়স্তু ততো ভুক্ত্বা তিষ্ঠেৎ সপ্তদিনং ততঃ।
অক্ষারলবণং সপ্ত শক্তুভিশ্চ তথা ত্রয়ঃ॥
তিলভক্ষো দিনান্ সপ্ত সপ্ত পাষাণভক্ষকঃ।
পয়োভুক্ত্বা দিনং সপ্ত কারয়েচ্ছুদ্ধিমাত্মনঃ॥
শান্তদান্তপরাঃ কৃত্বা অহঙ্কারবিবর্জ্জিতাঃ।
দিনান্যেকোনপঞ্চাশচ্চরেত কৃতনিশ্চয়ঃ॥
প্রমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সসংজ্ঞো বিগতজ্বরঃ।
কৃত্বা তু মমকর্ম্মাণি মম লোকায় গচ্ছতি॥"

(বরাহপু॰ বরাহমাংসভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত)

Verrat, Cochon, Pourceau ; জর্ম্মাণ Eber, Schwein ; গোঁড়—পন্দি ; গ্রীক—Choiros, হিন্দি—শূয়ার, জঙ্গলীশোর, ইতালী ও পর্ত্তুগাল—Verro, Porco ; লাটিন Sus Porcus, মলয়—ববি, ববি-আলস, ববি-উটান ; মহারাষ্ট্র ডুকর, রুষ—Svinza, স্পেন Verraco, Puerco, সুইডেন Svin ; তেলগু আদাবি-কোকু, পণ্ডি ; ওয়েলস—Hweh Hweh, হিব্রু—হাজির্ ছজির্ ; শিঙ্গাপুর—বলুর।

এসিয়ার নানাস্থানে এবং ভারত সমীপবর্ত্তী স্থানে যে বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, ঐ ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Sus Indicus বা S. scrofa ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ—জর্ম্মণীর বন্যবরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্তু তন্নিবন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় বরাহের মস্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিতল চেপ্‌টা, কিন্তু য়ুরোপায় বরাহগুলির উহা কুব্জপৃষ্ঠবৎ। ভারতীয় বরাহের কাণ ছোট ও ছুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং দ্রুতগমনশীল ; জর্ম্মণদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থূলোদর। এই দুই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিষয়ে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নানা স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহারান্বেষণে বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাসিগণ দন্তাঘাতে আহত হইবার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং বহু লোক একত্র হইয়া বরাহ মারিতে উদ্যত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছাদিত ভূমে যাইয়া কুকুর সাহায্যে বরাহ শীকার করে ; কিন্তু য়ুরোপীয় শীকারীরা প্রধানতঃ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বড়সা হস্তে শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Pig-sticking বলে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে য়ুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার শূকরকুলের উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর শূকরগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চের ঊর্দ্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে সকল শূকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন ও শ্যামরাজ্য-জাত শাবকাদি হইতে উৎপন্ন ; আন্দালুসিয়া, হাঙ্গেরিয়া, তুরুষ্ক, সুইজর্ল'ণ্ড এবং দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপে বিদ্যমান শূকরগুলি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

বাঙ্গালায় অপর এক শ্রেণীর শূকর (S. Bengalensis) আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শারীরিক গঠন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শূকরগুলি S. Andamensis এবং মলয়-প্রায়োদ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান-জাত শূকরবংশ S. Malayensis নামে খ্যাত। যবদ্বীপের স্থানে স্থানে S. verrucosus শ্রেণীর শূকর আছে। উহাদের গণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বস্থ মাংসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত স্থূল ও দীর্ঘ, মুখাকৃতি দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয় ; কিন্তু অপরাপর বরাহশ্রেণীর অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীরু। সিংহল, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের S. barbatus শ্রেণীর শূকর S. Indicus শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্ণিও দ্বীপজাত বরাহের করোটীর সাদৃশ্য এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্লাইথ্ S. Zeylanensis নামে আরও একটী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহ S. Papuensis নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় শূকর (Porcula sylvania) আছে, দেশীয় লোকে উহাদিগকে ছোট শূয়র বা সানো বেনেল বলে। উহারা বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের পুং শূকরগুলি প্রধানতঃ দলরক্ষা করিয়া থাকে। Guinea-pig নামে আরও একটী অতিক্ষুদ্র শূকর জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে বা তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রে বাস করে এবং তৃণপল্লবাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

জাপান ও ফর্ম্মোজা দ্বীপে Sus leucomystax নামে আরও একশ্রেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জাপানে আরও এক প্রকার বিকৃতমুখ ও দীর্ঘ-শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদিগকে S. pliciceps শাখাভুক্ত করিয়াছেন। উহাদের গাত্রচর্ম্ম লম্বমান গভীর ও কুঞ্চিত। ইংরাজীতে ইহাদিগকে musked pig বলে। আফ্রিকায়ও Musked Boarএর অভাব নাই। য়ুরোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষা ইহাদের গণ্ডাস্থি প্রবর্দ্ধিত, শোবন-দন্ত-স্থানীয় অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবর্দ্ধিত ও উন্নত ; এই কারণে ইহাদের উভয় দিকের হনুদেশ (maxillary bone) ও দন্তমূলাস্থির মধ্যে একটী খাল (Canal) হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য উহার শেষভাগে মাংসের গুটী (Tubercle) সমুৎপাদিত দেখা যায়। পার্শ্ব গণ্ডদ্বয় স্ফীত এবং নাসিকাস্থি সমুন্নত না হওয়ায় ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও ভীতিপ্রদ হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ F. Cuvier বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা Babirussa নামে আর একটী বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মলয় ভাষার 'ববি' শব্দে বরাহ ও 'রুসা' শব্দে হরিণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রেণীকে একটী মাঝামাঝি নাম দিয়াছেন।

ভারতীয় Sus scrofa হইতে এই শ্রেণীর অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের দন্তধারা লিখিত হইল :—

S. scrofa :—কর্ত্তক $\frac{৬}{৬}$, শৌবন $\frac{১-১}{১-১}$; চর্ব্বণ $\frac{৭-৭}{৭-৭}$ = ৪৪টী, কিন্তু Babirussa পক্ষে—কর্ত্তক $\frac{৪}{৪}$; শৌবন $\frac{১-১}{১-১}$; চর্ব্বণ $\frac{৫-৫}{৫-৫}$ = ৩২টা।

মালাক্কাদ্বীপের কোন কোন অংশে, বৌরুদ্বীপে এবং সিলেবিস্ ও টার্ণেট দ্বীপে B. alfurus শাখার বরাহ দেখা যায়। ইহাদের দেহ স্থূলকায়, কিন্তু পদ চতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত সরু। গাত্র প্রায় লোমশূন্য ও ধূসরবর্ণ। ইহাদের উপরের বৃহদ্দন্তগুলি মুখচর্ম্মের উপরে উঠিয়া নাসাফলকাস্থির উপর বৃত্তাকারে নত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পর্শ করিয়াছে। উহার নিম্নে আরও দুইটি ক্ষুদ্রাকার দন্ত আছে। স্ত্রীবরাহদিগের দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কোন কোনটীর আদৌ নাই। নিম্নে এই জাতীয় একটি পুং-বরাহের চিত্র প্রদত্ত হইল—
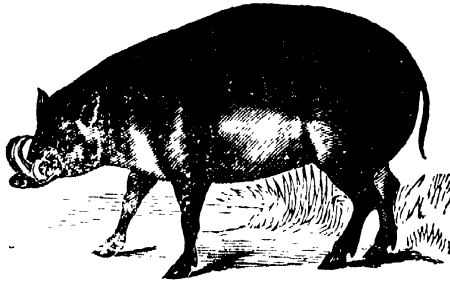
ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জবাসীদিগের বিশ্বাস, এই বরাহশ্রেণী ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও বরাহের যোগে উৎপন্ন। তাহারা এবং দ্বীপবাসী বৈদেশিক বণিক্‌বৃন্দ সাহ্লাদে ইহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহা অতি সুস্বাদু। ইহারা ক্ষুদ্রাকার দন্তদ্বারা শত্রুকে আক্রমণপূর্ব্বক আহত করিতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় সদন্ত বরাহের ন্যায় ততদূর দুর্দ্দান্ত নহে। ইহাদের দীর্ঘাকার দন্তগুলি বিশেষ কার্য্যকারী নহে। যখন তাহারা সবেগে নিবিড় বনে প্রবেশ করে, তখন ঐ দন্ত কেবল লতা গুল্ম সরাইয়া তাহাদের চক্ষুকে রক্ষা করে মাত্র।

Phacochœrus ও Æliani P. Æthiopicus নামে কৃষ্ণবর্ণ ভীষণদন্ত ও স্থূলমুখী দুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণী দীর্ঘাকার ও ভীষণমুখ। ইংরাজীতে এই শ্রেণিকে Wart-hog বলে। ইহাদের দন্ত-পঙ্‌ক্তি স্বতন্ত্র, তবে ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে দুইটী করিয়া যে দীর্ঘ দন্ত আছে, তাহা পার্শ্বভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্ত্তন-দন্ত ২টী ত্রি-পল (triquetrous), কিন্তু নীচে ছয়টী ছোট ছোট ও সরল। দীর্ঘদন্ত সরল ও ঈষৎ উপরমুখী, কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা। গণ্ডদ্বয় মাংসল এবং স্থূল পিণ্ডবৎ (Wart), পুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং পদদ্বয় ভারতীয় বন্য-বরাহের ন্যায় দৃঢ়কায়। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও দীর্ঘ লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের দন্তধারা—

কর্ত্তক $\frac{২ \text{ বা } ০}{৬ \text{ বা } ০}$, শৌবন $\frac{১-১}{১-১}$, চর্ব্বণ $\frac{৩-৩}{৩-৩}$ = ১৬ বা ২৪।

কুভিয়ার বলেন, কেপরাজ্যে (Cape Colony) যে ওয়ার্ট হগ্ দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিম্ন হনুতে ৩টী করিয়া চর্ব্বণ-দন্ত আছে; কিন্তু P. Æliani শাখার উপরের চর্ব্বণ দন্ত ৪টী। ইহা ভিন্ন P. Æliani ও Cape Wart hogএ অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। নিম্নে আফ্রিকার স্থূলমুখ বরাহের (P. Æliani) চিত্র প্রদত্ত হইল—
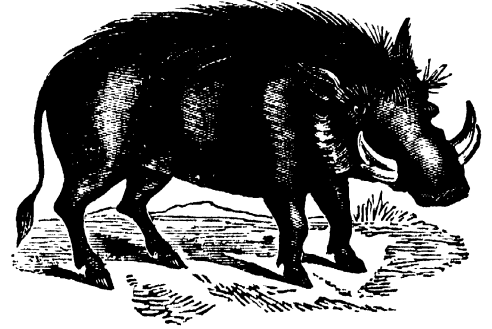
দক্ষিণ আমেরিকার আর্কান্সাস্ হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পুচ্ছবিহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শূকর (Dicotyles) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যে গুলির গলদেশে সাদা দাগ আছে, সেগুলি D. torquatus এবং যেগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি D. labiatus নামে খ্যাত। ইংরাজিতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পশুগুলি the Coloured Peccary এবং শেষোক্ত শ্রেণী The white lipped Peccary বলিয়া পরিচিত। মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যে শূকর-শ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা অনেক বিষয়ে ভারতীয় Sus শ্রেণীর অনুরূপ, কেবলমাত্র পদতল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য প্রভেদ আছে। ইহাদের করভাস্থি (Metacarpus) ও প্রপদাস্থি (Metatarsus) পরস্পরে সংলগ্ন।

দন্তপঙ্‌ক্তি—কর্ত্তক $\frac{৬}{৬}$, শৌবন $\frac{১-১}{১-১}$, চর্ব্বণ $\frac{৬-৬}{৬-৬}$ = ৩৮

এই শ্রেণীর পশুর পাছার (loins) উপরে একটী সছিদ্র গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে নিয়তই এক প্রকার দুর্গন্ধময় রস নির্গত হইয়া থাকে।

D. torquatus ও D. labiatus শাখার শূকরেরা একত্র

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কখন কখন এক একটী দলে সহস্রাধিক বরাহও দেখা যায়। সজ্জিত সেনাদলের ন্যায় তাহারা সুদূর বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে অগ্রসর হয়। যদি সম্মুখে তাহারা নদী পায়, তাহা হইলে তীরে আসিয়াই তাহারা থামিয়া পড়ে। অতঃপর কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করিয়া পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক নদীসন্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে যদি শস্যক্ষেত্রাদি নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সমূলে ক্ষেত্রজাত শস্যাদি নষ্ট করিয়া ভূস্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যদি পথে কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া তাহারা ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বেশ ধীরতার সহিত ঐ বিসদৃশ বস্তুটী দর্শনের জন্য ভয়বিহ্বলভাবে দন্ত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়ের কোন কারণ না দেখিলে তাহারা অবিলম্বে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যদি কোন শীকারী ঐ সময়ে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে সদলে ঘেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়া ফেলে। D. labiatus সাধারণতঃ ৩ হইতে ৩॥০ ফিট্ লম্বা ও প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের হয়, কিন্তু D. torquatus গুলি ৩ ফুটের বেশী লম্বা ও ৫০ পাউণ্ডের অধিক ভারি হয় না। রিজেণ্ট পার্কের রাজকীয় পশুরক্ষিণী উদ্যানে Choiropotamus Africanus নামে আর এক প্রকার বরাহ রাখা হইয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জগতে বরাহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ধরায় তৃতীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধরিত্রীকে উদ্ধার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাকে রূপক বলিয়া বরাহকে জগতের তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেও অপ্রাসঙ্গিক হয় না। [পৃথিবী দেখ।]

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপঞ্জর-সংস্থিত জীবদেহাস্থিসমূহের মধ্যে মাইওসিন্ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে এবং প্লিওসিন্ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে বরাহের অস্থি-নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের পুরাতত্ত্বেও টাইফোন দেবের পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একখানি গ্রন্থে ৪৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতায় বরাহ-মাংসের বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে বরাহাকারে রণক্ষেত্রে সৈন্যসজ্জার কথা পাওয়া যায়। গুজরাতের (কল্যাণের) চৌলুক্যবংশীয় রাজগণ রাজচিহ্নস্বরূপ বরাহ-লাঞ্ছন ব্যবহার করিতেন। এই বংশের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রাতেও বরাহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকায় তাহা বরাহমুদ্রা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

ভারতে রাজপুতবীরগণ বাসন্তীমহোৎসবে মত্ত হইয়া বন্য-বরাহের মৃগয়ায় লিপ্ত হইতেন। ঐ দিন জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা বরাহ-শীকারে বনে প্রবেশ করিতেন। ঐ দিন বরাহ শীকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই নিগ্রহ ঘটিবে, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনায় জগন্মাতা উমাদেবী তাঁহাদের প্রতি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ তাঁহারা মনে করিতেন। রাজপুত জাতির আহেরিয়া উৎসবেও গৌরীর সমক্ষে বরাহবলি দিবার রীতি আছে।

বসন্তকালে বরাহ-শীকার শকজাতির একটি চিরপ্রথা। স্কন্দনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে "ফ্রিয়া" দেবীর মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তদ্দেশবাসিগণ ঐ দিবস ময়দা ও নানামসলায় প্রস্তুত বরাহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐরূপ ফরাসী দেশেও বর্ষারম্ভের প্রথম দিন "Cochelin"-দগ্ধ সেবনের প্রথা বিদ্যমান। হেরোদোতাসের বিবরণীতে মিসরবাসীকর্তৃক ময়দাখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত দগ্ধ শূকরাকৃতি-ভক্ষণের উল্লেখ আছে।

বরাহ, একজন অভিধানপ্রণেতা। ইনি শাশ্বতের সমসাময়িক ছিলেন।

বরাহক (পুং) ১ হীরক, চলিত হীরে। ২ শিশুমার, শুশুক।

বরাহকন্দ (পুং) বরাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ। বরাহী, বারাহীকন্দ, চলিত চামর আলু। বঙ্গে অঞ্চলে ইহার নাম ডুকরকন্দ।

বরাহকর্ণ (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বাণভেদ।

বরাহকর্ণিকা (স্ত্রী) যুদ্ধাস্ত্রভেদ।

বরাহকর্ণী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা (Physalis flexuosa)।

বরাহকল্প, কল্পভেদ, এই কল্পে ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

বরাহকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধবিশেষ। স্কন্দপুরাণে ইহা লিখিত আছে।

বরাহকান্তা (স্ত্রী) বরাহস্য কান্তা প্রিয়া। বারাহীবৃক্ষ।

বরাহকালিন্ (পুং) সূর্য্যমণি পুষ্পবৃক্ষ, চলিত সূর্য্যমণি ফুলের গাছ। পর্য্যায়—সূর্য্যাবর্ত্তা। (হারাবলী)

বরাহকালী (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড় হুড়িয়া। (বৈদ্যকনি°)

বরাহক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহেণ ক্রান্তা অতিপ্রিয়ত্বাৎ। ১ ক্ষুপ-বিশেষ। (শব্দমা°) পর্য্যায়—লজ্জালু, সমঙ্গা, লজকারিকা, বরাহনামা, বদরা, শূকরী, তিক্তগন্ধিকা, নমস্কারী, গণ্ডকালী, খাদিরী, লজ্জালুকা, অঞ্জলিকারিকা, কৃতাঞ্জলি, গণ্ডকারী, সমীচ্ছদা। ২ বারাহী, চলিত চামরালু। (সুভূতি)

বরাহগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগ্রাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বরাহতীর্থ, তীর্থভেদ। (কূর্ম্মপু°)

বরাহদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত বরাহদন্ত। (মাধবনি°) স্ক্রিয়াং টাপ্।

বরাহদত্ত, বণিকভেদ। (কথাসরিৎসা° ৩৭।১০০)

বরাহদৎ (স্ত্রী) বরাহদন্ত।

বরাহদন্ত (ত্রি) বরাহদন্তবিশিষ্ট। (পুং) বরাহের দাঁত।

বরাহদেব স্বামিন্, গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যা-রচয়িতা।

বরাহদ্বাদশী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বরাহরূপী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে আচরণীয় কৃত্যভেদ।

বরাহদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। [বরাহ দেখ।]

বরাহনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। কলিকাতা রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক মাইল দূরে গঙ্গানদীর বামকূলে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাঁচি ধুতির বাণিজ্য পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটী কুঠী ছিল। চুঁচুড়ায় আসিবার সময় ওলন্দাজ সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া থাকিত।

এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। ঐ সময়ের একখানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ ওলন্দাজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়া এই স্থানের বরাহনগব নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, বিষ্ণুর বরাহ মূর্ত্তি হইতে এই স্থান দেব নামে কীর্ত্তিত হয়। আবার অনেকে বলেন যে, এখানে একজন দস্যু সর্দ্দার ছিল, সে বরাহ অবতারের উদ্দেশে এই নগর স্থাপন করে। যাহাহউক, বরাহনগব স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া এখানে ভাগবতাচার্য্যকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। আজও ববাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের পাট আছে। [ভাগবতাচার্য্য দেখ।]

এখানকার ওলন্দাজ কীর্ত্তি-নিদর্শন স্বরূপ এখনও অনেক চিত্রিত টালির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্মেণ্ট এই স্থান ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ওলন্দাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এখানে একটী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজাধীনে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে, উহা 'নর্থসুবর্ব্বান্ মিউনিসিপালিটী অব কালকাটা'নামে পরিচিত। এখানে গঙ্গাতীরে অনেক ধনী ও বণিকের বাগানবাড়ী আছে। কএকখানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাসৈকতভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আলমবাজারের রেড়ীর তৈলের কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বোর্ণিও কোম্পানীর চটের কল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। পূজ্যপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এখানে অবস্থান করিতেন।

বরাহনামন্ (পুং) বরাহস্য নামেব নাম যস্য। বারাহীকন্দ।

বরাহনির্য্যূহ (পুং) বরাহমাংসরস। (চরক সূত্রস্থা°)

বরাহপণ্ডিত, প্রয়োগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িতা।

বরাহপত্রী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

বরাহপিত্ত (ক্লী) শূকরপিত্ত। ইহার শোধনপ্রণালী—শূকরপিত্ত শুকাইয়া লইয়া পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই বিশুদ্ধ হয়। মৎস্যাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ।

[মৎস্যপিত্ত দেখ।]

বরাহপুরাণ (ক্লী) বরাহপ্রোক্ত একখানি মহাপুরাণ।

[পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বরাহভূম (বরাহভূমি), মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও পুলিস থানা। এই নামে এখানে একটী পরগণাও আছে।

বরাহমাংস (ক্লী) শূকরমাংস, বন্য ও গ্রাম্যভেদে দুই প্রকার। বন্য বরাহ মাংসের গুণ—গুরু, বাতহর, বৃষ্য এবং বল ও স্বেদকর। গ্রাম্য বরাহ মাংস—গুরু, মেদ, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

"বরাহমাংসং গুরুবাতহারি বৃষ্যং বলস্বেদকরং বনোত্থম্।
তথা গুরুং গ্রামবরাহমাংসং তনোতি মেদোবলবীর্য্যবৃদ্ধিম্॥"

(রাজনি°)

বরাহমিহির, ভারতে যত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এসম্বন্ধে অনেকেই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রণেতা কবি কালিদাস উক্ত জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহমিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণস্থলে অনেকে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ হইতে এই শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈ-(৩০৬৮) র্যাতে কলৌ সংমিতে
মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ৩০৬৮ গত কল্যব্দে বা ২৪ বিক্রমসংবতে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মধ্যেই—

"শাকঃ শরাম্ভোধিযুগোনিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইত্যাদি স্থলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এবং "মত্বা বরাহমিহিরাদি-মতৈঃ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকায় জ্যোতির্বিদাভরণকে খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বরাহমিহিরকে নবরত্নের একটী রত্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আবার কেহ কেহ ব্রহ্মগুপ্তটীকাকার পৃথুস্বামীর দোহাই দিয়া এই বচনটী বলিয়া থাকেন—

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।"

৫০৯ শকে বরাহমিহিরাচার্য্য স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবের (Weber) আমরাজের দোহাই দিয়া উক্ত ৫০৯ শক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথুস্বামী বা আমরাজের টীকার ঐরূপ কোন কথার আভাস নাই।

আবার হলমঞ্জরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র-জ্যোতির্বিদ্ এই বচনটী পাঠ করিয়া থাকেন,—

"স্বস্তি শ্রীনৃপসূর্য্যসূনুজশকে যাতে দ্বিবেদাম্বর-
ত্রৈমানাব্দমিতে ত্বনেহসি জয়ে বর্ষে বসন্তাদিকে॥"
"চৈত্রে শ্বেতদলে শুভে বসুতিথাবাদিত্যদাসাদভূদ্-
বেদাঙ্গে নিপুণো বরাহমিহিরো বিপ্রো রবেরাশিভিঃ॥"

অর্থাৎ ৩০৪২ যুধিষ্ঠিরের অব্দে বা ২ বিক্রমসংবতে চৈত্র মাসে আদিত্যদাসের ঔরসে সূর্য্যের আশীর্ব্বাদে বেদাঙ্গনিপুণ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্লোকটীও কোন প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থে না থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে। *

সুতরাং দেখা যাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্ হোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, তিনি অবন্তীবাসী। কাপিত্থ নামক স্থানে তিনি সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার রোমক-সিদ্ধান্তের অহর্গণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যং শককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাদ্যঃ॥"

উক্ত শ্লোক অনুসারে, ৪২৭ শকে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ্ মঙ্গলবার পাওয়া যাইতেছে। নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতির্বিদ্‌গণ অহর্গণ স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আমরা বরাহমিহিরকেও ঐ সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

* শঙ্কর বালকৃষ্ণদীক্ষিত রচিত "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র" দ্রষ্টব্য।

এদেশে বরাহমিহির ও খনা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহমিহিরের কন্যা, কেহ বা পত্নী, কেহ বা পুত্রবধূ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ সকল অনুমান বা প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে করি না।

বরাহমিহির তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচখানি সিদ্ধান্তের আশ্রয় করিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। ঐ পঞ্চসিদ্ধান্তের নাম—

"পৌলিশ-রোমক-বাসিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাস্তু পঞ্চসিদ্ধান্তাঃ॥"

পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত।

বাসিষ্ঠ ও পৈতামহ এই দুইখানি সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ খৃঃ পূর্ব্ব ১৩শ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পৌলিশ ও রোমক এই দুইখানির নাম দেখিয়া অনেকে মনে করেন বরাহমিহির প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌলিশসিদ্ধান্তে যবনপুর বা আলেক্‌জান্দ্রিয় হইতে দেশান্তর গৃহীত হইয়াছে। এদিকে আবার রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যা-নির্ণয়ার্থ যবনপুরের মধ্যাহ্ন ধরা হইয়াছে।[১]

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অলবীরুণী লিখিয়াছেন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত য়ুনানীর পৌলসের রচনা। তদনুসারে কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রীকভাষায় Paulus Alexandrinus এর যে জ্যোতি-গ্রন্থ আছে, পৌলিশসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ; কিন্তু যাঁহারা উক্ত গ্রীক্‌গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে গ্রীক্‌গ্রন্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিশ সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টীকাকার পৃথূদক ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোকের সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৌলিশসিদ্ধান্তের কোনরূপ ঐক্য নাই। সৌর ও আর্য্যভট-সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে।

রোমকসিদ্ধান্ত নাম শুনিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়া-ছেন যে, আলেক্‌জান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ টলেমীর মূল গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। লাট, বশিষ্ঠ, বিজয়নন্দী ও আর্য্যভট এই চারিজনের গণনা ভিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল ও অলবেরুণীও তাহাই বলিয়াছেন।

(১) "যবনাচ্চরজা নাড্যঃ সপ্তাবন্ত্যাস্ত্রিভাগসংযুক্তাঃ।
বারাণস্যাং ত্রিকৃতিঃ সাধনমন্যত্র বক্ষ্যামি॥" (পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় পৌলিশ)

বরাহমিহির যে ৫ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়া জ্যোতিষিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তখানি শকাব্দারম্ভের সময় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে পৌলিশ এবং পৌলিশের পূর্ব্বে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্ প্রায় ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাঁহার পরিদর্শনকাল লইয়া টলেমি প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের গ্রন্থ দেখিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না।

এই মাত্র বলিতে পারি যে, বরাহমিহির যবনাচার্য্যগণের মতও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ব্যতীত তিনি বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক প্রভৃতি বহু জ্যোতিগ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আরূঢ়জাতক, কালচক্র, ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, জাতককলানিধি, জাতকসরসী, জাতকসার বা লঘুজাতক, দৈবজ্ঞবল্লভা, প্রশ্নচন্দ্রিকা, বৃহদষ্টবর্গ, বৃহদ্‌যাত্রা, ময়ূরচিত্রক, মুহূর্ত্তগ্রন্থ, যোগযাত্রা, যোগার্ণব, বটকলিকা, সারাবলী ও বরাহমিহিরীয় নামক কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

বরাহমিহির, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক।

বরাহমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ। [মুক্তাশব্দ দেখ।]

বরাহমূল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ। এখানে বরাহরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। [কাশ্মীর দেখ।]

বরাহযু (ত্রি) বরাহ-ইচ্ছুক, শূকরাভিলাষী কুকুর। "বরাহযুর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উথরঃ।" (ঋক্ ১০।৮৬।৪) 'বরাহযুর্ব্বাহমিচ্ছন্‌শ্বা'

বরাহবৎ (অব্য) বরাহসদৃশ বা তদনুরূপে।

বরাহবপুষ (ক্লী) বরাহের দেহ (ত্রি) বরাহদেহধারী।

বরাহশর্ম্মন্, জ্যোতিরত্নপ্রণেতা।

বরাহশিম্বী (স্ত্রী) শূকরভোজ্য শিম্বী।

বরাহশিলা, হিমালয়শিখরস্থ একটী পবিত্র স্থান।

বরাহশৃঙ্গ (পুং) শিব।

বরাহশৈল (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বরাহসংহিতা (স্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতিগ্রন্থভেদ, বৃহৎসংহিতা। ২ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাজ্ঞাপক একখানি গ্রন্থ।

বরাহস্বামিন্ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

বরাহাঙ্গী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রদন্তী। (বৈদ্যকনি০)

বরাহাদ্রি (পুং) বরাহ পর্ব্বত।

বরাহাবতার (পুং) বিষ্ণুর অবতারভেদ। [বরাহ দেখ।]

বরাহাশ্ব (পুং) দৈত্যবিশেষ।

বরাহিকা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু। (রাজনি০)

বরাহী (স্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাস্ত্যস্যেতি বরাহ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ভদ্রমুস্তা। ২ শূকরকন্দ। ৩ অশ্বগন্ধা। ৪ কৃষ্ণচটকা। (বৈদ্যকনি০)

বরাহু (পুং) ১ প্রধান শত্রুর ঘাতক, ২ উত্তম বৃষ্ট্যুদকহন্তা।

"অয়োদংষ্ট্রান্ বি ধাবতো বরাহূন্।" (ঋক্ ১।৮৮।৫)

'বরস্য উৎকৃষ্টস্য শত্রোর্হন্তৄন্।' (সায়ণ) ৩ হবির্ভক্ষয়িতা।

বরিক, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

বরিতৃ (ত্রি) ১ আচ্ছাদনকারী। ২ পছন্দকারী।

বরিন্ (পুং ক্লী) বিশ্বেদেবাদির অন্তর্গত দেবতাভেদ। (ভারত)

বরিমন্ (ত্রি) ১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, পরিধি। (ঋক্ ১।৫৫।১) ২ বরতম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মহত্ত্বযুক্ত, বরিষ্ঠ।

বরিয়া (বারিয়া), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকাণ্ঠা বিভাগের অন্তর্গত মিত্ররাজ্য। অক্ষা০ ২২°২১´ হইতে ২২°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°৪১´ হইতে ৭৪°১৮´ পূঃ মধ্য। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত পঞ্চমহল বিভাগ, উত্তরে সঞ্জেলী ও সুঁত নামক সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট উদয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৮১৩ বর্গমাইল। এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পূর্ব্বভাগ পর্ব্বতময় এবং রন্ধিকপুর, হুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদখিলা, শাগতালা ও রাজগড় নামক ৭টী উপবিভাগে ইহা বিভক্ত, এই সকল উপবিভাগ ও পূর্ব্বকথিত পর্ব্বতের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতানিবন্ধন এই স্থান নানা রোগের আকর হইয়াছে। বনভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাসবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর শস্যই প্রধান।

এখানকার সর্দ্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাকর্ত্তৃক তাঁহারা দাক্ষিণাভিমুখে বিতাড়িত হইয়া চম্পানের দুর্গ অধিকার করেন। এখানে তাঁহারা প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি মহম্মদ বৈগাড়া কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজ্যের বনান্তরাল প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে একটী বংশ ছোট উদয়পুরে এবং অপরটী বরিয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে সহায়তা করায় এখানকার সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইংরাজ গবর্মেণ্ট বরিয়াভীল সেনাদল রক্ষার জন্য সর্দ্দারকে মাসিক ১৮৮০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামন্তরাজ দেবগড় বরিয়ার মহারাবল বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান সামন্তরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ৯৩৩০ টাকা কর দিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে রাজাদের অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে মান্যসূচক ১০৮ তোপ পাইয়া থাকেন। পলিটিকাল এজেন্টের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। রাজার ব্যয়ে ১৫টী বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং গুজরাত হইতে মালব পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। বড়োদা রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২°.৪ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭২° ৫৬´ ৩০´´পূঃ।

বরিয়ু, মার্ত্তাবানবাসী একজন বণিক্, প্রকৃত নাম মগড়ু। শ্যামরাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন অমাত্য হইয়া উঠেন। রাজা কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে, তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্ত্তা করিয়া যান, এই সময়ে তিনি শ্যামরাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া মার্ত্তাবানে পলাইয়া আসেন এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা আলেইন্মাকে বিনাশ করিয়া মার্ত্তাবানের শাসনকর্ত্তা হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ তাঁহার পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি রাজা বরিয়ু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি রাজ্য জয় করিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আপনার শাসনশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সেনা সাহায্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু অচিরে উভয় রাজায় বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্ত্তাবান নগরে "ময়থিরেন্মা" পাগোদা স্থাপন করিয়া যান।

বরিবস্ (ত্রি) ১ অন্তরীক্ষ। "এবশ্ছন্দঃ বরিবশ্ছন্দঃ" (বাজসনেয় স০ ১৪।৯) 'বরিবঃ প্রভামণ্ডলেন ব্রিয়ত ইতি বরিবোঽন্তরিক্ষম্' (মহীধর) ২ ধন। "সুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ।" (ঋক্১।৫৯।৫) 'বরিবোঽস্মুরৈরপহৃতং ধনং' (সায়ণ) ৩ পূজা, শুশ্রূষা।

বরিবস্কৃৎ (ত্রি) ধনকর্ত্তা। "এষ ইন্দ্রো বরিবস্কৃৎ" (ঋক্ ৮।১৬।৬) 'বরিবস্কৃৎ ধনস্য কর্ত্তা' (সায়ণ)

বরিবস্যা (স্ত্রী) বরিবসঃ পূজায়াঃ করণম্, বরিবস্-ক্যচ্। (নমোবরিবসশ্চিত্রঃ ক্যচ্। পা ৩।১।১৯) ততঃ অঃ,ততষ্টাপ্। শুশ্রূষা। "হুবে যদ্বাং বরিবস্যা গৃণানো" (ঋক্ ১।১৮১।৯)

বরিবস্থিত (ত্রি) বরিবস্যা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। অথবা বরিবস্য-ক্ত, (ক্যস্য বিভাষা। পা ৬।৪।৫০) পক্ষে যলোপাভাবঃ। উপাসিত, যাহাকে উপাসনা, শুশ্রূষা বা সেবাকরা হইয়াছে। (অমর)

বরিবোদ (ত্রি) বরিবঃ ধনং দদাতীতি বরিবস্-দা-ক। ধনদাতা। (শুক্লযজুঃ ১৭।১৪)

বরিবোধা (ত্রি) ধনদাতা। "শ্রুষ্টীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ।" (ঋক্ ১।১১৯।১) 'বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো ধনস্য দাতারম্।' (সায়ণ)

বরিবোবিদ্ (ত্রি) ধনলম্ভয়িতা, যিনি ধন লাভ করাইয়া বা পাওয়াইয়া দেন। 'বিদ্ লাভে, অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ' ইনি (ঋক্ ১।১০৭।১ ভাষ্যে সায়ণ)

বরিশী (স্ত্রী) বড়িশী। (শব্দরত্না০)

বরিষ (ক্লী) বৃ-সঃ বাহুলকাৎ ইট্। বৎসর। (শব্দরত্না০)

'বর্ষঃ স্যাদ্বরিষোঽপি চ' (উজ্জ্বলদত্তধৃত)

বরিষা (স্ত্রী) বৃ-সঃ বহুবচনাৎ ইট্। বর্ষা। (দ্বিরূপকো০)

বরিষাপ্রিয় (পুং) বরিষা বর্ষা প্রিয়া যস্য। চাতকপক্ষী। (শব্দর০)

বরিষিতে (দেশজ) বর্ষণ করিতে, বৃষ্টি করিতে,ছড়াইয়া দিতে।

বরিষ্ঠ (ক্লী) অতিশয়েন বরমিতি বর-ইষ্ঠন্। তাম্র, তামা। "রক্তং বরিষ্ঠং ম্লেচ্ছাখ্যং তাম্রং শুল্বমুডুম্বরম্॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

২ মরিচ। (মেদিনী)

বরিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বর উরুর্বা ইষ্ঠন্। প্রিয়স্থিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম।

"হত্বা স্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।" (ভাগবত ১।১০।১)

২ উরুতম। (ঋক্ ৪।৫৬।১) ৩ বৎস। (অজয়) ব-ইষ্ঠন, পুং। ৪ তিত্তিরিপক্ষী।৫ নাগরঙ্গ বা নারঙ্গ বৃক্ষ। চলিত নারাঙ্গা লেবুর গাছ। (রাজনি০) ৬ চাক্ষুষ মনুর পুত্র।

"বরিষ্ঠো নাম ভগবান্ চাক্ষুষস্য মনোঃ সুতঃ॥"
(ভারত ১৩।২৮।২০)

৭ ধর্ম্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরের জনৈক ঋষি।

"হবিষ্মাংশ্চ বরিষ্ঠশ্চ ঋষ্টিরন্যস্তথারুণিঃ।
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব রিষ্টিশ্চান্যো মহামুনিঃ॥
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে তস্মিন্নগ্নিদেবশ্চ সপ্তমঃ॥"(মার্ক পু০৯৪।১৯)

৮ দৈত্যবিশেষ।

"বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ ভূতলোন্মথনোবিভুঃ।
সুপ্রসাদঃ কিরীটী চ সূচীবক্ত্রো মহাসুরঃ॥" (হরিবং ১৩২।১৩)

বরিষ্ঠা (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হুড়হুড়ে। (রাজনি০) ২ হরিদ্রা। (বৈদ্যকনি০) ৩ গুল্মভেদ (Polasina Icosandra)

বরিষ্ঠক (ত্রি) বরতম। শ্রেষ্ঠ, গরীয়ান্।

বরিষ্ঠাশ্রম (পুং) স্থানবিশেষ।

বরিহিষ্ঠ (ক্লী) উশীর। ২ বালক, চলিত বালা।
(সুশ্রুত° চিকি° ১৮ অ°)

বরিহিষ্ঠমূল (ক্লী) উশীর মূল। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান১৮অ°)

বরী (স্ত্রী) বৃণোতীতি বৃ-পচাদ্যচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শতাবরী (অমর) ২ সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা°) ৩ লঘুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী। (বৈদ্যকনি°) ৫ বাজীকামাগ্নিসন্দীপনরস।

বরীতৃ (ত্রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক।

বরীতাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত)

বরীদাস (পুং) গন্ধর্ব্ব নারদের পিতা।

বরীধরা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি অক্ষর এবং ১, ২, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু। ৩য় চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

বরীমন্ (ত্রি) পরিধি, বিস্তৃতি। [বরিমন্ দেখ]

বরী[য়স্]য়ান্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন উরুর্বরো বা ঈয়সুন্। প্রিয়স্থিবেতি বরাদেশঃ। ১ শ্রেষ্ঠ। "বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতো নৃপ!" (ভাগবত ২।১।১) ২ বরিষ্ঠ। ৩ অতি যুবা। (মেদিনী) (পুং) ৪ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত সপ্তদশ যোগ। এই যোগে জন্মিলে মানব দয়ালু, দাতা, সুন্দর, সুবেশ, সৎকর্ম্মকারী, মধুরস্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয়।

"দাতা দয়ালুঃ সুতবাং সুবেষঃ,
সৎকর্ম্মকর্ত্তা মধুরস্বভাবঃ।
নরো বলীয়ান্ ধনবান্ জনাঢ্যো
যোগো বরীয়ান্ যদি জন্মকালে।" (কোষ্ঠীপ্র°)

৫ পুলহের পুত্র। (ভাগবত ৪°।১।৩৪) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বরীয়সী শতমূলী। (রাজনি°)

বরীবর্দ্দ (পুং) বলীবর্দ্দ। (অমরটীকা রমানাথ)

বরীবৃত (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।

বরীষু (পুং) কামদেব। (ত্রিকা°)

বরু (পুং) ১ রাজা। ২ সকলের বরণীয়।
(ঋক্ ৮।২৩।২৮ সায়ণ)

বরুক (পুং) কুধান্যভেদ, বরক, চীনাধান। (সুশ্রুত সূ° ৪অ°)

বরুট (পুং) ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ, বরুড়।

'পুলিন্দা নহলা নিষ্ট্যাঃ শবরা বরুটা ভটাঃ।
মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥' (হেম)

বরুড় (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। পরাশরপদ্ধতিমতে কৈবর্ত্তের কন্যাগর্ভে এবং শৌণ্ডিকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"কৈবর্ত্তকন্য কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।
সৌচিকাৎ শৌণ্ডিকাজ্জাতো নটো বরুড় এব চ॥"

এই জাতি অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য।

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি এই জাতির স্ত্রীগমন করে এবং ইহাদের অন্নভোজন বা ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে ঐ সকল জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের শান্তি হইয়া থাকে।

"এতেষান্তু স্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বরুণ (পুং) বৃণোতি সর্ব্বং ব্রিয়তে অন্যৈরিতি বা বৃ-উনন্, (কৃদাদিভ্য উনন্। উণ্ ৩।৫৩) ১ দেবতাবিশেষ, অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে উৎপন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, চর্ষণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভৃগু ও বাল্মীকি নামে ইঁহার দুই পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক্-পাল এবং জলের অধিপতি বলিয়া পূজিত। পর্য্যায়—প্রচেতস্, পাশিন্, যাদশাম্পতি, অপ্পতি, যাদঃপতি, অপাম্পতি, জম্বুক, মেঘনাদ, জলেশ্বর, পরঞ্জয়, দৈত্যদেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুণ্ডলিন্, রাম, সুখাস। (জটাধর)

জলাশয়োৎসর্গ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বরুণদেবের পূজা করিতে হয়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ইঁহার পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পূজাকালে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রয়োজন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রত্নরাজি দিয়া বরুণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। ইঁহার দুই ভুজ, ইনি হংসপৃষ্ঠে আসীন। ইঁহার দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহস্তে নাগপাশ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইঁহার পুত্র পুষ্কর। ইনি নানা নদনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজন্তু দ্বারা পরিবৃত। জলাশয়ের তীরে বা প্রান্তভাগে বরুণদেবের এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠান্তে অর্চ্চনা করিবে। (১) ইঁহার ধ্যান যথা—

"প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্॥

---

(১)"অথ বাপ্যামতঃ কুর্য্যাৎ সূক্ষ্মরত্নাদিনির্ম্মিতম্।
দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভয়প্রদম্॥
বামেন নাগপাশন্ত ধারয়ন্তং শুভোগিনম্।
সলিলং বামমাভোগং কারয়েদ্‌যাদসাম্পতিঃ॥
বামে তু কারয়েদ্‌ঋদ্ধিং দক্ষিণে পুষ্করং শুভম্।
নাগৈর্নদীভির্যাদোভিঃ সমুদ্রৈঃ পরিবারিতম্॥
কৃত্বৈবং বরুণং দেবং প্রতিষ্ঠাবিধিনার্চ্চয়েৎ॥" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমবস্থিতম্।
লবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ।
রাজহংসসমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্।
পুষ্করাদ্যৈর্গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥
•গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্।
নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রাহ্মণামিব চাপরং॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে।

বরুণের মন্ত্র—ওঁ বৌ।

"অষ্টাবিংশান্তবীজেন চতুর্দ্দশস্বরেণ চ।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুযুক্তেন প্রণবোদ্দীপিতেন চ॥" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিবোধমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মুষ্টি অন্তর্গত করিলেই নিবোধ-মুদ্রা হইয়া থাকে। পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সান্নিধ্য করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়।

"প্রতিমায়াং স্থিতিং কৃত্বা প্রণবেন নিবোধয়েৎ।
পূজয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সান্নিধ্যং পাশমুদ্রয়া॥" (হয়শীর্ষ)

বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা—

"বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপম্।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"(জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বরুণার্চ্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে সুবৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টির কারণ বরুণার্চ্চনা করিতে হইলে তখন স্বতন্ত্র ধ্যান আছে। সেই ধ্যানে বরুণের রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবে।

"পুষ্করাবর্ত্তকৈর্মেঘৈঃ প্রাবয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসন্নদ্ধং তোয়াত্মানং নমাম্যহম্॥
যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা-পূর্ব্বক মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপের পূর্ব্বে বিনিয়োগ করিয়া লইতে হয়। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা এতাবদ্রাষ্ট্রমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।" মন্ত্র গুরু-মুখ হইতেই জানিয়া লইতে হয়। সেই মন্ত্র যথা—

"ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরয়ো মরুতাস্পৃশতীং
গচ্ছ বশাপৃশ্নির্দৃত্বা দিবং গচ্ছত তেনো বৃষ্টিমাবহ॥"

এই মন্ত্র সহস্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। মন্ত্রান্তর যথা—কূর্চ্চ লক্ষ্মী ও মায়াবীজ, (হুঁ শ্রীঁ হ্রীঁ, এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র যদি নাভি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি দূর হয়, এবং সদ্য সদ্য দেশে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে। মন্ত্র জপের সংখ্যা অষ্ট সহস্র, কিন্তু তাহার চতুর্গুণ, অর্থাৎ বত্রিশ হাজার জপ করিতে হইবে। তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই জপের সমাপ্তি।

"নাভিমাত্রং জলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ।
বসুসহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নতঃ॥" অথবা—
"ষট্‌সহস্রং জপেন্নিত্যং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ধ্রুবম্।" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও ব্যবস্থা করেন। একাক্ষর মন্ত্র 'বং'।

মনু বলিয়াছেন,—মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দণ্ড করা হইবে, সাধুচরিত্র রাজা তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেন না লোভে পড়িয়া তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাতকীর দোষেই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয়। এই জন্য জলে প্রবেশ করিয়া রাজা সেই দণ্ডদ্বারা লব্ধ ধন বরুণকে অথবা সদ্বৃত্তি-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। কারণ, বরুণ দণ্ডকর্ত্তা, তিনি রাজা-দিগেরও দণ্ডধর। আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ব্ব জগ-তেরই প্রভু।* (মনু ৯ অঃ)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণদেবের উপা-সনা প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে তিনি রাজা, বিশুদ্ধ বল, বিমান-চারী, বেগবান্ ও পরাক্রমশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। উক্ত রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি মূলরহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন, সেই রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল ঊর্দ্ধে, তদ্দ্বারা তিনি জীবের মরণ রোধ করেন। তাঁহার শত সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ তিনি ওষধিপতি। তিনি নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করিয়া মনুষ্য-দিগের দুরিত নাশ করিতে সমর্থ। তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ-কারী, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়; তিনি বিদ্বান্ ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাতা এবং তাঁহার কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত। 'হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্য দানদ্বারা তোমার ক্রোধ অপনোদন করি। হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ শিথিল কর। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া, নীচের

* "নাদদীত নৃপঃ সাধুর্মহাপাতকিনো ধনম্।
আদদানস্তু তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপ্যতে॥
অপ্সু প্রবেশ্য তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ॥
ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ॥" (মনু ৯ অঃ)

পাশ নীচে দিয়া এবং মধ্যের পাশ মধ্য দিয়া খুলিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রতখণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।' (ঋক্ ১।২৪।৬—১৫)

এইরূপে বেশ বুঝা যায় যে, বরুণ দিক্‌পতি বা লোকপাল, তিনি যমের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচার বা নিগ্রহকর্ত্তা। তিনি ধনাধিকারী (ঋক্ ১।১২৩।৪) এবং ধৃতব্রত। (ঋক্ ২।১।৪) ঋক্‌সংহিতার ১।১৬১।১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র-জলের সহিত আগমন করিতেছেন। ৭।৮৭।৬ মন্ত্রে তৎকর্ত্তৃক সমুদ্রকে স্থাপনের কথা আছে। তাঁহার ভিতর তিনপ্রকার দ্যুলোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থায় ইহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে। তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় দীপ্তির জন্য সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্. উদকের নির্ম্মাতা ও সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। ৫।৪।৭ মন্ত্রে তিনি সূর্য্যকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ঋক্‌সংহিতার ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ সূক্তে মন্ত্র-নিচয়ে বরুণ দেবতার নানা স্তুতি আছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত সংহিতার ১।১৫৬।৪, ২।২৭।১০, ২।২৮।৯, ৪।১।৫, ৪।৪।১১-২, ১০।৯৯।১০, ১০।১৩২।৪ স্থলে বরুণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান্ এবং স্তোত্রবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। "সোমো ভগ ইব যামেষু দেবেষু বরুণো যথা।" (অথর্ব্ব ৬।২১।২)

ঋক্‌সংহিতার ৮।৪১ ও ৮।৪২ সূক্তে বরুণদেবের স্তুতি আছে। ৫।৮৫ সূক্তের মন্ত্রনিচয়ে অত্রিঋষি বরুণ দেবতার এই-রূপ স্তব করিয়াছেন, 'তিনি নিখিল ভুবনের অধিপতি ও বৃষ্টিপাতদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন।' এই ঋকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্য্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়া বরুণে আরোপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বিস্ময়-কর কার্য্যপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্দ্রাদিদেবের স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা সেই কার্য্যপরম্পরার ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব হৃদয়ে অনুভব করেন। 'যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫।৮৫।৫), তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহা সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫।৮৫।৬), আবার তিনিই মনুষ্যের পাপ বিনাশ ও অপরাধ খণ্ডন করিয়া থাকেন। তিনি সূর্য্যের আস্ত-রণার্থ এবং বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন, তিনি অশ্বগণের বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প দান করিয়া থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য্য ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।' ইত্যাদি স্তুতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক ঋষিগণ বরুণ ও ঈশ্বরকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই একত্ব হেতুই ১।১৩৬-১৩৭ সূক্তে পরুচ্ছেপ ঋষি, ১।১৫১-১৫২ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি এবং ঋগ্বেদের ৭।৬৩-৬৬ সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষিকর্ত্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের* স্তুতিমন্ত্র গীত হইয়াছে। তাঁহারা নামপার্থক্যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা-দনকর্ত্তা হইলেও মূলে এক মহান্ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা ঋক্‌সংহিতার ১।১৫৬।৪ মন্ত্রে বিষ্ণু ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে একত্র সখাবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে মিলিত দেখিতে পাই। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে (২।২০।৪) ঐরূপ বিষ্ণু-বরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গোভিল ৩।৬।১২ সূত্রে যমবরুণের একযোগত্ব এবং শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ ১৮।১০ ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১০।৮।২৭) অগ্নি বরুণের একাধারত্ব নির্দ্দেশিত আছে। ঋক্ ৪।১।২ মন্ত্রে অগ্নি-বরুণের সখিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আরোপিত †।

অথর্ব্ববেদের "ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হ্যজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ সংবিদানঃ।" (অথর্ব্ব ৩।৪।৬) মন্ত্রে ইন্দ্র ও বরুণের একমতিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বাজসনেয়-সংহিতায় ইন্দ্র ও বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাঁহারা দেবগণের সম্রাট্, সুতরাং সেই ইন্দ্রাবরুণ মিত্রাবরুণের ন্যায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাঁহাকে মিত্র, অগ্নি, ইন্দ্র, যম বা বায়ুর সহিত ঐশকর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখিয়া তাঁহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের ১।১২৬-১৩৬ সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাঁহা-দের পরস্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাঁহাদের একত্বই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ঋক্ ১।১৩৬।৮-৭ মন্ত্রে আছে যে "আমি সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, অর্য্যমা ও ভগকে স্তব কর। * * * আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্ হইয়া যেন সেই সুখভোগ করি।" ১।১৫৩ সূক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১।১৩৩ সূক্তে ইন্দ্র ও বরুণের

* অথর্ব্ববেদ ৩।৪।৪ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রসঙ্গ আছে।

† "স ভ্রাতরং বরুণমগ্ন আ ববৃৎস্ব অচ্ছা সুমতী যজ্ঞবনসং জ্যেষ্ঠং যজ্ঞবনসম্।
ঋতাবানমাদিত্যং চর্ষণীধৃতং রাজানং চর্ষণীধৃতম্॥
সখে সখায়মভ্যা ববৃৎস্বাশুং ন চক্রং রথ্যেব রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।
অগ্নে মৃলীকং বরুণে সচা বিদো মরুৎসু বিশ্বভানুষু। [ঋক্ ৪।১।২-৩]

সাহচর্য্য সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামণ্ডলীর একত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার—শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৮।৩৭ মন্ত্রে "ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্‌বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষং চক্রতুরগ্র এতম্।" পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে হয়। উহার ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন ;—"তৌ দেবৌ ইন্দ্রবরুণৌ তে তব এতং সোমমগ্রে প্রথমং ভক্ষং চক্রতুঃ। তৌ কৌ ইন্দ্রো বরুণশ্চ চকারৌ সমুচ্চয়ে, কিম্ভূত ইন্দ্রঃ সম্রাট্ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ বাজপেয়যাজীত্যর্থঃ। কিংভূতো বরুণঃ রাজা রাজসূয়যাজী রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি সম্রাড়্‌বাজপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।"

ঋক্‌সংহিতার ১।১৩৬।২ মন্ত্রে উষাকর্ত্তৃক বরুণের গৃহ আলোকীকরণের কথা আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদের "পস্ত্যাসু চক্রে বরুণঃ সধস্থমপাং শিশুর্মাতৃতমাস্বন্তঃ"(১০।৭) মন্ত্রপাঠে বুঝিতে পারি যে, সমুদ্র বা জলগর্ভই বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাঁহার নিবাসস্থান। ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন—'যা এবম্বিধা আপস্তাসু অন্তর্মধ্যে বরুণো দেবঃ সধস্থং সহস্থানং চক্রে কৃতবান্ সহ স্থীয়তে যস্মিন্ তৎ সধস্থং। কিম্ভূতো বরুণঃ অপাং শিশুঃ বালক অপাং বা এষ শিশুর্ভবতি যে রাজসূয়েন যজত ইতি শ্রুতেঃ কিম্ভূতাস্বপ্সু পস্ত্যাসু। পস্ত্যমিতি গৃহনামসু পঠিতম্। গৃহরূপাসু সর্ব্বেষামাধারত্বাৎ তথা মাতৃতমাসু অতিশয়েন জগন্নির্ম্মাত্রীষু।"

উক্ত সংহিতার ৬।২২ মন্ত্রে বরুণের পাশসমন্বিত স্থানের ভয়ভীত মানবের মুক্তিপ্রার্থনার কথা আছে ;—"ধাম্নো ধাম্নো রাজংস্ততো বরুণ নো মুঞ্চ। যদাহুরঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ।" আবার শুক্লযজুঃ ৯।৩৯ মন্ত্রের "বৃহস্পতির্বাচমিন্দ্রো জ্যৈষ্ঠায় রুদ্রঃ পশুভ্যঃ মিত্রঃ সত্যো বরুণো ধর্ম্মপতীনাম্।" এখানে মন্ত্রাংশে বরুণকে ধর্ম্মপতি বলা হইয়াছে। উহার ভাষ্যে মহীধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, "ধর্ম্মপতীনাং ধর্ম্মেশ্বরাণাং ধর্ম্মশীলানামাধিপত্যেত্বাং সুবতাং। সবিত্রাদয়োঽষ্টৌ দেব সুহবিষাং দেবতাত্বাং নানাধিপত্যানি দদত্বিতি বাক্যার্থঃ।' উহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (৯।৪০) বরুণাদি দেবতা কর্ত্তৃক রাজাদিগকে মহতী ক্ষত্রপদবীতে নিয়োগের প্রার্থনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।১।২।৭ মন্ত্রের "ক্ষত্রস্থ রাজা বরুণোঽধিরাজঃ" পদে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।*

অথর্ব্ববেদের ১।১০।১ মন্ত্রে বরুণ দীপ্তিশালী ও সত্যভাষণশীল বলা হইয়াছে। অনৃতাদি ভাষণহেতু তাঁহার কোপে পড়িলে লোকে অচিরে জলোদরাদি রোগার্ত্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা বা বরুণবিষয়ক স্তুতিরূপ হবির্দ্বারা বা অতি তীক্ষ্ণ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তাঁহার অনুগ্রহে রোগোন্মোচন ও লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে †।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (১।২৪) পাঠ করিলে জানা যায় যে, জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিক্‌পালরূপে অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, আদিত্যগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দেবতাদের ভীতি অপনোদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের (৭।১৪-.৫) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ঐক্ষ্বাকু রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের আদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপস্যা করেন। তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি,তুমি বর প্রার্থনা কর। তাহাতে রাজা পুত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই পুত্রকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিবে। রাজা স্বীকৃত হইলে তাঁহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজাও বারংবার অনুরোধ, বিনয় ও নানা আপত্তি দেখাইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে রোহিত দশম বর্ষে উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন আপনার পুত্র যজ্ঞীয় পশু হইবার যোগ্য হইয়াছে। রাজা তাহাকে সমাবর্ত্তনের পর নরমেধ যজ্ঞের বাসনা জানাইয়া বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সমীপে ডাকিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! যে তোমাকে আমায় দিয়াছেন, আমি যজ্ঞীয় পশুরূপে নিহত করিয়া তাঁহার করে তোমায় সমর্পণ করিব। পিতার এবংবিধ বাক্যশ্রবণে পুত্র "না না" বলিয়া স্বীয় ধনুক সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। যথাসময়ে বরুণ দেব রাজসকাশে আসিয়া 'মহারাজ যজ্ঞ করুন' বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা তখন দেবতাকে আমূল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরুণের শাপে রাজা জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

পিতার এই রোগের ব্যাপার অবগত হইয়া রোহিত বনদেশ ছাড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাহাকে

---

* ঋগ্বেদের অনেক স্থলে বরুণকে সুক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ক্ষত্রিয় অর্থে বলবান্, তখন ক্ষত্রিয় নামে স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহারা বলের অধিপতি এই কারণে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগে ক্ষত্রিয় (বলশালী) রাজাদিগের বর্ণনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরুণকেও ক্ষত্রিয়ের রাজাদিগের অধিপতি দণ্ডদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ৭।৬৫।২ মন্ত্রে—

"আরাজানামহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্ব্বাক্।"
মন্ত্রে বরুণকে সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ অন্যরূপ।

† "অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্পরি ব্রহ্মণা শাসদানং উগ্রস্য মন্যোরুদিমং নয়ামি।" অথর্ব্ব ১।১০।১।

দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি মূঢ়, রাজসংসারের দুঃখপরাকাষ্ঠা কেন ভোগ করিতে যাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার সুখোদয় হইবে।

এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণরূপে বৎসরান্তে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপুত্রকে যুক্তিযুক্ত বচনে নিষেধ করিয়া যান। এই বৎসরে রাজপুত্র সুযবসপুত্র অজীগর্ত্ত ঋষির আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি স্বীয় পুত্রত্রয়ের এক জন দ্বারা আমার পশুরূপে যজ্ঞে বলি হওয়ার পথরোধ করুন। তাহাতে ঋষি তাঁহাকে শুনঃশেফ নামে মধ্যম পুত্রটীকে দান করেন। রাজকুমার ঋষিকে শত গাভীদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুমার শুনঃশেফকে লইয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্যাহতি লাভ করিব। তদনন্তর রাজা যজ্ঞে ব্রতী হইলে বরুণ স্বয়ং রাজসূয়যজ্ঞের অভিষেচনীয় করিয়া দিয়াছিলেন :—

"স পিতবমেত্যোবাচ তত হন্ত্যাহমনেনাত্মানং নিষ্ক্রাণা ইতি স বরুণং রাজানমুপসসারানেন ত্বা যজা ইতি তথেতি ভূয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদিতি বরুণ উবাচ তস্মা এতং রাজসূয়ং যজ্ঞক্রতুং প্রোবাচ তমেতমভিষেচনীয়ে পুরুষং পশুমালেভে।"

(৭।১৫)

বরুণ বলিলেন, ক্ষত্রিয় পশু হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পশু হওয়া ভাল, তখন যজ্ঞারম্ভ হইল। বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য উদ্গাতা হইলেন। শুনঃশেফ যখন বুঝিলেন যে, তিনি পশুরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন তিনি যথাক্রমে প্রজাপতি (ঋক ১।২৪।১) অগ্নি (ঋক্ ১।২৪।২) সবিতা (ঋক্ ১।২৪।৩-৫) ও তদনন্তর বরুণের (ঋক্ ১।২৪।৬-১৫, ১।২৫।১-২১) স্তুতি করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ১৪—১৭ অধ্যায়েও এই ঘটনা বিস্তৃত ভাবেও প্রকারান্তরে লিখিত আছে।

[শুনঃশেফ ও বিশ্বামিত্র শব্দ দেখ।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।১।৪।৮, ১।৪।১০।৬ এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের ১২।৮।৩।১০ ও ১৩।৩।৪।৫ স্থলে বরুণ দেবের পূজা বিহিত হইয়াছে।

এই উপাখ্যানদ্বারা বরুণকে প্রজাপ্রদ, প্রজাপালক ও প্রজাসংহারক দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাজ্যে স্থিতি করিয়া থাকেন। "তদয়ং রাজা বরুণস্তথাহ স স্বায়মহ্বৎ স উপেদমেহি।

(অথর্ব্ব ৩।৪।৫)

আবার মনু সংহিতায় তিনি রাজাদিগের দণ্ডদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (মনু ৯।৪৫)

বেদে বরুণকে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। তিনি জলদেবতা বলিয়া কথিত। যখন সমস্ত তমোরাশি-সমাচ্ছন্ন ও প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় মহাভূতাদির বিকাশ হইতে থাকে। আদিতে অপ্ সৃষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ জলই ঈশ্বরত্বের আদি বিকাশ; সুতরাং জলাধিপতি বরুণকে ঈশ্বর এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া কল্পনা করা কিছু অসম্ভব নহে।

মহাভারতের উদ্যোগ ও শল্যপর্ব্বে তিনি উদকপতিরূপে বর্ণিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্ব্বলোক পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভুম্।" (ভারত স্ত্রীপর্ব্ব)

ভাগবতে বরুণদেব কাশ্যপপত্নী অদিতির পুত্ররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন,—

"অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্ব্বশঃ।
যত্র নারায়ণো দেব স্বাংশেনাবতরদ্বিভুঃ॥
বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ॥"

(ভাবগত ৬।৬।৩৮—৩৯)

হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঋক্‌সংহিতার ১০।৭২।৮ মন্ত্রে অদিতির আট পুত্রের জন্মকথা আছে।* অদিতি আটটীর মধ্যে মার্ত্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটীকে লইয়া স্বর্গগমন করিলেন। ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য এবং ৯।১১৪।৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ এই অষ্ট আদিত্যের কথা আছে; কিন্তু মহাভারত † ও বিষ্ণু ‡

* "অষ্টৌ পুত্রাসঃ পুত্রা মিত্রাদয়োঽদিতের্ব্বভূবু যোঽদিতেস্তন্বঃ পরিশরীরাজ্জাতা। উৎপন্নাঃ। অদিতেরষ্টৌ :পুত্রা অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণে পরিগণিতাঃ। তথা হি তানমুক্রমিষ্যামো মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চাংশশ্চ ভগশ্চ বিবস্বানাদিত্যশ্চেতি। * * * [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৫।৬।১]। (সায়ণভাষ্য)

এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণে ৩।১।৩।৩ উক্ত ঋক্ মন্ত্রের প্রকৃষ্ট বিবরণ প্রদ হইয়াছে।

† ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।

(ভারত আদিপর্ব্ব ১।৬৫।১৫ এবং ১২১ অঃ)

‡ তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। (বিষ্ণুপু০ ১।১৫।১৩০

প্রভৃতি পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণের ১১।৬।৩।৮ মন্ত্রে দ্বাদশ মাসের সূর্য্যকে দ্বাদশ আদিত্য বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ২।২৭।১ মন্ত্রে দক্ষ অদিতির পুত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। নিরুক্তে (১১।২৩) যাস্ক লিখিয়াছেন,—"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বু অদিতিঃ পরি" অর্থাৎ দক্ষ হইতেই অদিতির উৎপত্তি। আবার ঋক্ ৬।৫০।২ মন্ত্রে সূর্য্যকে দক্ষ হইতে সম্ভূত বলা হইতেছে। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন মীমাংসা করা যায় না। তবে উক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্রে লিখিত আছে, 'হে দেবগণ! আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্র সহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, অর্য্যমা, ভগ ও সমুদায় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।' এই সকল আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই মনে হয়।

মনুসংহিতায় বরুণ অদ্বিতীয় তেজঃসম্পন্ন § এবং পাশহস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাশবদ্ধ ব্যক্তি পাপপ্রশমনার্থ বারুণ ব্রতাচরণ ॥ করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পূজা এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে দাঁড়াইয়া জপ ও হোম করিতে হয়।

"সলিলবিকারে কুর্য্যাৎ পূজাং বরুণস্য বারুণমন্ত্রৈঃ।"

(বৃহৎস° ৪৬।৫১)

হরিবংশের ৪৫ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ লিখিত আছে :—

"চতুর্ভিঃ সাগরৈর্গুপ্তো লেলিহদ্ভিশ্চ পন্নগৈঃ।
শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ।
কালপাশস্তু সংগৃহ্য হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ।
বাধীরিতজলোদগারৈঃ কুর্ব্বন্ লীলা সহস্রশঃ॥
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনঃ প্রবালরুচিরাধরঃ।
মণিশ্যামোত্তমবপুর্হারোত্তমবিভূষিতঃ॥
বরুণঃ পাশভৃন্মধ্যে দেবানীকস্য তস্থিবান্।
যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ॥" (হরিবংশ ৪৫।১২।১৫)

তিনি হংসারূঢ় এবং পাশভৃৎ। (বৃহৎস° ৫৮।৫৭) তাঁহার এই পাশাস্ত্র কাল বা বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১।২৭।৯) এই অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষীয় দিক্‌পতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২৪) তাহা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে। রামায়ণেও বরুণের যুদ্ধ-কুশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

"পাশহস্তো বিপাশস্তু রণে বরুণ এব চ।
ভগ্নঃ প্রয়াতঃ সহসা ময়া সীতে হ্যপাংপতিঃ॥"

(রামায়ণ ৩।৫৪।৯)

ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও বরুণের সখিত্ব বা অভেদত্বের যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, গীতায় তাহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান্‌ই বলিতেছেন :—

"অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥" (গীতা ১০।২৯)

আবার মহাভারতে কৃষ্ণ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ জলজন্তুসমাকীর্ণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

"প্রবিশ্য মকরাবাসং যাদোভিরভিসংবৃতম্।
জিগায় বরুণং সংখ্যে সলিলান্তর্গতং পুরা।"

(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১১ অঃ)

ভাগবতে এই কৃষ্ণবরুণবিদ্বেষের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত হইয়াছে। একদা নন্দ একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া জনার্দ্দনের অভ্যর্চ্চনা করেন এবং দ্বাদশী তিথিতে আসুরী বেলায় স্নানার্থ কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলে জলমগ্ন হইয়া বরুণভৃত্য কর্ত্তৃক বরুণালয়ে নীত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণকর্ত্তৃক পিতাকে অপহৃত শুনিয়া বরুণসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতাকে উদ্ধার করেন। বরুণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন—

"অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥" (ভাগবত ১০।২৮।৫)

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডান্তর্গত বরুণাপুরী মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

একদা শৌনক সূতকে বরুণাপুরের মাহাত্ম্য-বিবৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে,নানা রত্নরাজিবিরাজিতা মনোরমা বরুণের একটী পুরী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাসী লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ। তত্রস্থ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে দেবতা ও পিতৃগণ সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জলাধিপ বরুণ! তুমি তোমার ভবন সদৃশ আমার একটী ভবন নির্ম্মাণ কর, এই ভবন নানারত্নবিভূষিত ও সদা মুনিগণ সেবনীয় হইবে। বরুণদেব পরশুরামের এই কথা শুনিয়া স্বীয় ভবন নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পুর পরশুরামকে নিবেদন করেন। তখন পরশুরাম ঐ নানারত্নাদি খচিত সুরম্য ভবন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ভবন অদ্যাবধি বরুণাপুর নামে খ্যাত হইবে এবং পরশুরাম এই পুরের অধিপতি থাকিবেন। একদা মধুমাসে শুক্রবার

§ মনু ৯।৩০৩।
॥ মনু ৯।৩০৮।

নবমী তিথিতে সর্ব্বলোক একত্র হইয়া সপ্তদিনব্যাপী রামের মহোৎসব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাদৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। বরুণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে পরশুরাম তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার সুখাবহ বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমাদের দৈত্যপীড়া বিদূরিত হইবে। আমি দৈত্যদানব নাশের জন্য বরুণ নির্ম্মিত পুরীতে মহামায়াকে স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার শরণাগত হও, তাহা হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিপ্রগণ পরশুরামের আদেশানুসারে মহালসা নামে মহামায়ার শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব ও পূজাদি করিতে লাগিলেন। মহামায়া ব্রাহ্মণদিগের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি। এইরূপে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তিনি ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামায়া দৈত্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক কর্ত্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। তখন দৈত্যভয় বিদূরিত হইল, দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধর্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্ব্বিঘ্নে রাম-মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে কামনা করিয়া ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া যে সকল ব্যক্তি ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী মহামায়াকে পূজা করে, দেবী তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

(স্কন্দপু° সহ্যাদ্রিখ° বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১-২ অঃ)

যে অন্তরীক্ষ দেখিয়া বৈদিকযুগের আর্য্যদিগের অন্তরে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই বরুণদেব বলিয়া বর্ণিত। সেই অন্তরীক্ষপ্রখ্যাত দেবতাদিগের রাজা বরুণের সহিত গ্রীকপুরাণোক্ত উরেনাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে দ্যৌস্ কর্ত্তৃক যেমন বরুণের পদচ্যুতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; সেইরূপ গ্রীসের পুরাতত্ত্বে জিউস কর্ত্তৃক উরেনাসের পদচ্যুতি বিবৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষ্টিদাতা এবং জলগৃহবিহারী, উরেনাস্ও সেই সেই কার্য্যের অধিপতি। কিন্তু বস্তুতঃই মেনা ও অশ্বিনী এবং অগ্নি ও বরুণের সহিত অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। বরং জলাধিকারিত্বে নেপচুনের সহিত বরুণের বিশেষ মিল আছে। [নেপচুন দেখ।]

৩ স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—বরুণ, সেতু, তিক্তশাক, কুমারক, অশ্মরীঘ্ন, সেতুক, বরাণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, শ্বেতদ্রুম, সাধুবৃক্ষ, তমাল, মারুতাপহ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রক্তদোষ ও শীতবাতহর, স্নিগ্ধ, দীপন, এবং বিদ্রধি-রোগঘ্ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্।
নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-কৃমাংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রূক্ষকো গুরুঃ॥" (ভাবপ্র°)

রাজবল্লভমতে ইহার গুণ,—বায়ু ও শূলহর, ভেদক, উষ্ণ, ও অশ্মরীনাশক। বরুণের পুষ্পগুণ—পিত্তঘ্ন ও আমবাতহর। (রাজবল্লভ) ৩ জল (মেদিনী)। ৪ সূর্য্য। (বিশ্ব)

"ধাতামিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগোবিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা॥" (মহাভা°১।৬৫।১৫)

৫ মুনিগর্ভজাত কশ্যপপুত্র-বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩)

বরুণক (পুং) বরুণবৃক্ষ (Cratæva Roxburghii)

বরুণগুড়, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার ১০৬)

বরুণগৃহীত (ত্রি) ১ বরুণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। ২ উদরী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত।

বরুণগ্রস্ত (ত্রি) বরুণপ্রাপ্ত। জলনিমগ্ন।

বরুণগ্রহ (পুং) অশ্বের তন্নামক দুষ্ট গ্রহ বিশেষ। অশ্ব এই গ্রহাবিষ্ট হইলে তালু, জিহ্বা, নেত্র, বৃষণ ও মেঢ়্র, কৃষ্ণবর্ণ গাত্রের গুরুতা ও স্বেদ নির্গম হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"তালুজিহ্বে চ নেত্রে চ বৃষণো মেঢ়্রমেব চ।
শ্যাবং রূপঞ্চ যস্য স্যাদ্গাত্রগৌরবমেব চ।
তস্য স্বেদপরীতস্য বুদ্ধিমান্ বরুণগ্রহৈঃ।
কৃতং দোষং মহাঘোরং শুদ্ধাঙ্গস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(জয়দত্ত ৫৭ অধ্যায়)

বরুণগ্রাম, একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৫৭।২৫৯)

বরুণগ্রাহ (পুং) বরুণ কর্ত্তৃক আক্রমণ বা বন্ধন।

(তৈত্তিরীয়স° ৬।৬।৫।৪)

বরুণঘৃতম্, অশ্মরীর একটী ঔষধ। ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ কুটিত বরুণছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, নিম্ব মূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকড় বীজ, দূর্ব্বা, তিলনালের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যুঁইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। স্থল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

বরুণতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, দর্পটনদের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমান্ পর্ব্বত। তাহার সম্মুখভাগে কংসকর পর্ব্বততটে বরুণকুণ্ড নামক পবিত্র সরোবর। এখানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। কংসকর

পর্ব্বতে বরুণদেবের পূজা দিয়া বারুণকুণ্ডে স্নান করিলে মনুষ্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ম হইতে পঞ্চমবর্ণ ব'কারে অনুস্বার যোগ করিলে বরুণবীজ হইয়া থাকে। ঐ বীজমন্ত্রে বরুণদেবের পূজা কর্ত্তব্য। (কালিকা ৭৯।১০-১৭)

বরুণত্ব (ক্লী) বরুণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বরুণদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।৩।৮৪)

বরুণদেব (ত্রি) বরুণ যাহার দেবতা। (পুং) ২ শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ৩২।২০) ৩ বরুণ দেবতা।

বরুণদৈবত (ত্রি) শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ১০।২)

বরুণধ্রুৎ (ত্রি) ১ বরুণকে প্রবঞ্চনা বা লোভপ্রদর্শনকারী। ২ বরুণকর্ত্তৃক হিংসিত। 'বরুণেন হিংসিতঃ'। (ঋক্ ৭।৬০।৯ সায়ণ)

বরুণপাশ (পুং) ১ বরুণের অস্ত্র। ২ নক্র, হাঙ্গর।

বরুণপুরুষ (পুং) বরুণের ভৃত্য। (আশ্ব° গৃহ্য ১।১।৫)

বরুণপ্রঘাস (পুং) আষাঢ়ী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায় বরুণের উদ্দেশে আচরণীয় দ্বিতীয় কৃত্যভেদ। জলনিমগ্ন বা গ্রাহনক্রাদির হস্তরূপ বরুণপাশ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এই ব্রতাচরণ করিতে হয়। ঐ পর্ব্বদিনে বরুণের প্রীত্যর্থে যবচূর্ণ ভক্ষণ করিতে হয়।

বরুণপ্রশিষ্ট (ত্রি) বরুণ কর্ত্তৃক শাসিত বা পরিচালিত।

বরুণপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমস্থ নগরভেদ। (ভ°ব্রহ্মখ° ৫৭।১১৪)

বরুণভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

বরুণমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বরুণমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বরুণমেনি (স্ত্রী) বরুণের ক্রোধ। (তৈত্তিরীয় স° ৫।১।৫।৩)

বরুণরাজন্ (ত্রি) বরুণ যেখানে রাজরূপে অধিষ্ঠিত। (তৈত্তিরীয়স° ৩৫।৮।১)

বরুণলোক (পুং) ১ লোকভেদ। (কৌশিকীউপ° ১।৫) কাশীখণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের অধিকার স্থান বা জল। (তর্কসংগ্রহ ৭)

বরুণশর্ম্মন্ (পুং) দেবাসুর যুদ্ধে দেবপক্ষীয় সেনাপতিভেদ।

বরুণশেষস্ (ত্রি) ১ বরুণের অপত্য। (ঋক্ ৫।৬৫।৫ সায়ণ) ২ রক্ষাকারী পুত্রাদি বিশিষ্ট। 'বারকাঃ পুত্রাঃ যেষাং' (সায়ণ)

বরুণশ্রাদ্ধ (ক্লী) শ্রাদ্ধকৃত্যভেদ।

বরুণসব (পুং) বরুণের অভিপ্রেত যজ্ঞ। "যো রাজসূয়ঃ স বরুণসবঃ" (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৭।৬।১)

বরুণসেন, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ।

বরুণসেনা [সেনিকা] (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎ৪৪।৪৪)

বরুণস্রোতস্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব) বরুণশ্রোতস্ পাঠও দেখা যায়।

বরুণাঙ্গরুহ (পুং) ১ বরুণের বংশধর। ২ অগস্ত্যঋষির গোত্রাপত্য।

বরুণাত্মজা (স্ত্রী) বরুণস্য জনস্য আত্মজা। তদুদ্ভবত্বাৎ। বারুণীমদ্য, এই মদ্য সমুদ্র মন্থনকালে উদ্ভূত হইয়াছিল।

বরুণাদিক্বাথ, বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ যবক্ষার ২ মাষা, পুরাতন গুড় ২ মাষা। এই ক্বাথ পান করিলে বহুকালের বায়ুজ অশ্মরীর শান্তি হয়।

বৃহদ্‌বরুণাদি—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমূলী, কুলত্থকলাই, কুশাদিতৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

বরুণছালের ক্বাথ বা কল্কের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিনা মূলের উষ্ণক্বাথ সেবন করিলে অশ্মরী ও তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

বরুণাদিগণ (পুং) দ্রব্যগণভেদ, সুশ্রুতে এই গণে নিম্নোক্ত দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—বরুণবৃক্ষ, নীলঝিণ্টা, শিগ্রু, মধুশিগ্রু (লাল সজিনা), জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, পূতিকা, নাটাকরঞ্জ, মোরাটা, অগ্নিমন্থ, ঝিণ্টা, লালঝাঁটি, আকন্দ, বসির, চিতা, শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, দর্ভ, বৃহতী, কণ্টিকারী। এই বরুণাদিগণ কফ ও মেদোনাশক এবং শিরঃশূল, গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি-নাশক। (সুশ্রুত সু° ৩৮ অ°)

বরুণাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বরুণানী (স্ত্রী) বরুণস্য পত্নী বরুণ (ইন্দ্রবরুণভবেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। বরুণপত্নী। (জটাধর)

বরুণাপুর, সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থ একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। (সহ্যাদ্রিখণ্ড বরুণাপুরমাহাত্ম্য) [বরুণ দেখ।]

বরুণালয় (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবাস (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবি (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

বরুণিক (পুং) বরুণদত্তের সংক্ষিপ্ত নাম। বরুণিয় ও বরুণিন্ পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বরুণেশ (ত্রি) শতভিষানক্ষত্র, বরুণ যাহার অধিপতি।

বরুণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বরুণোদ (ক্লী) সাগর।

বরুণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

বরুণোপপুরাণ, একখানি উপপুরাণ। কূর্ম্মপুরাণে এবং রেবা-মাহাত্ম্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বরুণ্য (ত্রি) বরুণ-সম্ভব, বরুণ হইতে উৎপন্ন।

"মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত।" (ঋক্ ১০।৯৭।১৬)

'বরুণ্যাৎ বরুণসম্ভবাৎ' (সায়ণ)

বরুত্র (ক্লী) বৃণোতি আবৃণোত্যনেনেতি বৃ-উত্র (আশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) উত্তরীয় বস্ত্র। (সিদ্ধান্তকৌ° উণা°বৃ°)

বরুয়ী, নামরূপের অন্তর্গত নদীভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ১৬।৫০)

বরুল (পুং) বৃ-উল। সংভক্ত। (সংক্ষিপ্ত সা° উণা°)

বরুষ, স্থানভেদ। পুরাণে 'উরষ' নামে খ্যাত।

বরূতৃ (ত্রি) রক্ষিতা, রক্ষক। "এতাম্বহশ্চিদসি ত্যজসো বরূতা।" (ঋক্ ১।১৬৯।১) 'বরূতা বরিতা রক্ষিতাসি।' (সায়ণ)

বরূথ (ক্লী) ব্রিয়তে শরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উথন্ (জৄবৃঞ্ভ্যামূথন্।' উণ্ ২।৬) ১ তনুত্রাণ। (হেম) ২ চর্ম্ম। (মেদিনী) ৩ গৃহ। (ঋক্ ১।৫৮।৬) গৃহার্থক বরূথশব্দের 'ব' বর্গীয় বকার বলিয়া গণ্য। (নিঘণ্টু) ৪ সৈন্য। "দ্বন্দ্বং বরূথমভিপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ।" (ভাগবত ৯।১০।২০)। ব্রিয়তে বয়োঽনেনেতি বৃঞ্ বরণে উথন্। (পুং) ৫ শত্রুকৃত অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রথসন্নাহের ন্যায় আবরণ প্রভৃতি দ্রব্যভেদ। ইহার পর্য্যায়—রথগুপ্তি, রথসংবৃতি। (জটাধর)

"উরগধ্বজদুর্দ্ধর্ষং সুবরূথং স্বপস্করম্।" (রামায়ণ ৬।৫৭।২৬)

৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১।৭১।১১)

বরূথশস্ (অব্যয়) সঙ্ঘশঃ, বহু সংখ্যাক।

"পশ্য প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতোঽ-
প্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।" (ভাগবত ৪।৩।১১)

বরূথাধিপ (পুং) বরূথানাং সৈন্যানামধিপঃ,রক্ষিতা। সেনাপতি।

বরূথাধিপতি (পুং) সেনানী, সেনানায়ক।

"কচ্চিদ্ বরূথাধিপতির্যদূনাং
প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ ধীর।" (ভাগবত ৩।১।২৭)

বরূথিন্ (পুং) বরূথঃ অস্যাস্তীতি বরূথ—ইন্। গজোপরিস্থ গজাকার কাষ্ঠ বা রথগুপ্তিযুক্ত। (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৫) ২ বরূথার্থক বস্তুমাত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বরূথিনী। ৩ সেনা।

"চিক্লিশুর্ভৃশতয়া বরূথিনী মত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্।"
(রঘু ১১।৫৮)

বরূথ্য (ত্রি) ১ বরণীয়, সম্ভজনীয়। ২ পরিধিসমূহে পরিবৃত। "ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ।" (ঋক্ ৫।২৪।১) 'বরূথ্যো বরণীয়ঃ, সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভির্বৃতঃ।' (সায়ণ) ৩ গৃহার্হ, গৃহযোগ্য। (ঋক্ ৫।৪৬।৫) ৪ শীতবাতাতপনিবারক। (ঋক্ ৬।৬৭।২) ৪ গৃহোচিত ধন। (ঋক্ ৮।৪৭।৩)

বরেটী (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus verticillatus)।

বরেণ (পুং) বোল্‌তা। বরোল।

বরেণা (স্ত্রী) বরেণ্যা শব্দের অপভ্রংশ।

বরেণ্য (পুং) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-এণ্যঃ, (বৃঞ এণ্যঃ। উণ্ ৩।৯৮।) (ত্রি) ১ প্রধান। "সন্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ।" (ভট্টি ১।৪) ২ বরণীয়। (মল্লিনাথ) "সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং, বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন।" (কুমার ৭।৯০) (পুং) ৩ পিতৃগণের অন্যতম। "বরো বরেণ্যো বরদো পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৫) ৪ ভৃগুপুত্রভেদ। (মহাভা° ১৩।৮৫।১২৯) ৫ মহাদেব। "বরো বরাহো বরদো বরেণ্যঃ সুমহাস্বনঃ॥"
(মহাভারত ১৩।১৭।১৩৬)

৬ কুঙ্কুম। (রাজনি°) (ক্লী) ৭ সকলের উপাস্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্বরূপে সম্ভজনীয়। (ঋক্ ৩।৬২।১০)

বরেণ্যক্রতু (ত্রি) বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত হোতা। (ঋক্ ৮।৪৩।১২)

বরেন্দ্র (পুং) ১ রাজা। ২ সামন্তরাজ। ৩ ইন্দ্র। ৪ বাঙ্গালা দেশের উত্তরস্থ একটী বিভাগ। বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। দেশাবলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরেন্দ্রভূমির রাজধানী ছিল। [বঙ্গদেশ ও বারেন্দ্র দেখ।]

বরেন্দ্রগতি, পরতত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা।

বরেন্দ্রী (স্ত্রী) গৌড়দেশ। (ত্রিকা°) বরেন্দ্রভূমি।

বরেয় (পুং) সূর্য্য। 'বরেয়ং বরণীয়ায়াঃ সূর্য্যায়াঃ সম্বন্ধিনং বরৈর্যাচিতব্যং বা। সূর্য্যমিন্যর্থঃ।'(ঋক্ ১০।৮৫।১১-ভাষ্যে সায়ণ)

বরেয়া (দেশজ) বাঁশের লম্বা বাঁখারী।

বরেয়ু (ত্রি) প্রণয়প্রার্থী। বিবাহার্থ কন্যার যাচ্ঞাকারী।

বরেশ (ত্রি) সর্ব্বেশ্বর, বরদানকর্ত্তা ভগবান্।

"বরং বরয় ভদ্রংতে বরেশং স্বাভিবাঞ্ছিতম্।" (ভাগবত ২।৯।২১)

বরেশ্বর (ত্রি) শিব।

বরোট (ক্লী) বরাণি শ্রেষ্ঠানি উটানি দলানি অস্য। মরুবক।(শব্দমা°)

বরোৎপল (ক্লী) শ্বেত রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজের রাজস্ব ২১ হাজার। তন্মধ্যে তিনি জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদাপতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন দুই অংশে বিভক্ত। এখানকার অধিকারীরা বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

বরোরু (পুং) বরঃ উরুঃ, কর্ম্মধা। ১ শ্রেষ্ঠ উরু, যাহার জানুর উপরিভাগ সুন্দর ও সুলক্ষণ। "দ্বিরদকরপ্রতিমৈর্বরোরুভিঃ।" (বৃহৎস° ৬৮।৪) বরঃ উরুর্যস্যেতি বহুব্রীহি। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ

উরুশালী। "যো বিশ্বসৃগ্ যজ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসা-ঽকরোত্তিরঃ।" (ভাগবত ৪।৭।২৪)

বরোল (পুং স্ত্রী) বৃ-ওলচ্। ১ বরট। ২ ভৃঙ্গরোল। (ত্রিকা°) চলিত ভীমরুল।

বরোহশাখিন্ (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনি°)

বরৌষধী (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ২ ব্রাহ্মী-শাক। (বৈদ্যকনি°)

বর্কণা (স্ত্রী) তরুণ ছাগী। (সুশ্রুত চি° ১ অঃ)

বর্কর (পুং) বৃক্যতে গৃহ্যতে ইতি বৃক-আদানে বহুলবচনাৎ অর। (উজ্জ্বল ৩।১৩১) ১ যুবপশু। (অমর) ২ মেষশাবক। (ভরত) ৩ পরিহাস। আমোদপ্রমোদ।

"কান্তঃ কেলিরুচির্যুবা সহৃদয়স্তাদৃক্‌পতিঃ কাতরে।
কিন্নো বর্করকর্কবৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে॥" (অমরুশতক৭)

৪ ছাগ। (মেদিনী)

বর্করকর্কর (ত্রি) নানা রকমের।

বর্করাট (পুং) বর্করং পরিহাসং অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচ্। ১ কটাক্ষ। ২ তরুণ তপনপ্রভা। ৩ কামিনীর পয়োধরপার্শ্বে কান্ত কর্তৃক প্রদত্ত নখক্ষত। (মেদিনী)

বর্করীকুণ্ড (ক্লী) কাশীস্থ সরোবরভেদ। ইহা একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। [কাশী দেখ।]

বর্কট (পুং) গজাল, কাঁটা, পিন্, খিল, অর্গল।

বর্করীতীর্থ, তীর্থভেদ। (কুমারিকা ১০৭।১।৭)

বর্গ (পুং) বৃজ্যতে ইতি বৃজি-বর্জ্জনে ঘঞ্। সজাতীয়সমূহ।

"ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনো-
র্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।" (রঘু ২।৪)

২ সমানধর্ম্মী প্রাণী বা অপ্রাণিগণোপলক্ষিত বৃন্দ বা সমূহ। যথা—কবর্গ। কত্ব খত্ব প্রভৃতির বিজাতীয়ত্ব থাকিলেও উহা-দিগের স্থানসাম্য আছে। ব্যাকরণ মতে বর্গ পাচটী, যথা—কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ। কবর্গ বলিলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; এইরূপ টবর্গ বলিলে ট হইতে 'ণ' পর্য্যন্ত, তবর্গ বলিলে 'ত' হইতে 'ন' পর্য্যন্ত এবং পবর্গ বলিলে 'প' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। ক চ ট ত প প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ পাঁচ পাঁচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা। "কচটতপাঃ পঞ্চ বর্গাঃ" "তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ" ইত্যাদি।

অভিধানে এই সমষ্টি বা সমার্থে স্বর্গপাতালাদি বর্গ, নানার্থ বর্গ, ভূমিবনৌষধি বর্গ, অব্যয় বর্গ, ব্রহ্ম বর্গ, ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাদি বর্গেরও উল্লেখ দেখা যায়। (অগ্নিপু° ৩৬৯-৩৭৫ অ°)

ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, অবর্গের অধিপতি সূর্য্য, কবর্গের অধিপতি মঙ্গল, চবর্গের শুক্র, টবর্গের বুধ, তবর্গের বৃহস্পতি, পবর্গের শনি, য ও শবর্গের অধিপতি চন্দ্র। ইহার দ্বারা গণনা করিলে নামাদি জানা যায়।

৩ গ্রন্থ পরিচ্ছেদ। কোন গ্রন্থ বা কোন প্রবন্ধপ্রবাহের মাঝে মাঝে যে একটা ছেদ দেওয়া হয়, সেই ছেদ, উচ্ছ্বাস, বা অঙ্ক প্রভৃতির নামান্তর বর্গ।

"সর্গো বর্গপরিচ্ছেদোদ্‌ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ।
উচ্ছ্বাসঃ পরিবর্ত্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমস্ত্রিয়াম্॥
স্থানং প্রকরণং পর্ব্বাহ্নিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়ঃ॥" (ত্রিকা°শে)

৪ আয়ুর্ব্বেদোক্ত গণ। ৫ (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ। এই অপ্সরা মুনিশাপে গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে ১।২১৭ অঃ দ্রষ্টব্য।]

৬ সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ। পর্য্যায়—কৃতি। বর্গে করণসূত্র দুইটী বৃত্ত বা সমান রাশির গুণফল। লীলাবতীতে ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছে—

"সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽথ স্থাপ্যোঽন্ত্যবর্গো দ্বিগুণান্ত্যনিঘ্নঃ।
স্বস্বোপরিষ্টাচ্চ তথাপরেঽঙ্কাস্ত্যক্ত্বান্ত্যমুৎসার্য্য পুনশ্চ রাশিং।
খণ্ডদ্বয়স্যাভিহতির্দ্বিনিঘ্নী তৎখণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা।
ইষ্টোনযুগ্রাশিবধঃকৃতি স্যাদিষ্টস্য বর্গেণ সমন্বিতো বা॥" (লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশক বা মন্তব্য নিম্নোক্ত বিধিদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

"সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং
ব্রুহি ত্রিহীনস্য শতত্রয়স্য।
পঞ্চোত্তরস্যাপ্যযুতস্য বর্গং
জানাসি চেদ্বর্গবিধানমার্গম্॥"

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ৯,১৪,২৯৭ ও ১০০০৫ রাশির বর্গফল নির্ণয় করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা ৮১,১৯৬,৮৮২০৯ ও ১০০১০০০২৫ রাশি পাওয়া যায়, অথবা অন্য প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার খণ্ড ৪ ও ৫ লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারের অঙ্কফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিদ্বয়ের গুণফল ২০। উহার দ্বিনিঘ্নী ৪০। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলসমষ্টি—

৪×৪=১৬; ৫×৫=২৫; ১৬+২৫=৪১; সুতরাং ৪০+৪১ যোগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ বর্গমূলের বর্গফল। এইরূপে ১৪এর খণ্ড ৬ ও ৮; ইহাদের গুণফল ৪৮ দ্বিনিঘ্ন ৯৬। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলের সমষ্টি ৩৬+৬৪=১০০। উহাদের যোগে ৯৬+১০০=১৯৬; অথবা ১০ ও ৪=১৪ রাশির খণ্ড ধরিয়া ঐরূপ প্রথায় অঙ্ক কসিলে ঐ ফলই লব্ধ হইবে।

অন্য উপায়—২৯৭ রাশিকে তিন দ্বারা উন করিয়া যে

পৃথকচ্যুত রাশি লব্ধ হয়, তাহাকে ২৯৪×৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্ব্বত্যক্ত ৩ সংখ্যার বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাওয়া যায়। এইরূপ প্রথায় সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণয় হইতে পারে।

বর্গকর্ম্মন্ (ক্লী) গণিতোক্ত বর্গফলনির্ণায়ক অঙ্কপ্রক্রিয়া-সমাধানকার্য্য।

বর্গচর (পুং) পাঠীনমৎস্য, চলিত চিতল মাছ। (বৈদ্যকনি°)

বর্গঘন (ক্লী) কোন বর্গরাশির ঘনফল।

বর্গঘনঘাত (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশির পঞ্চম বর্গঘাত (Fifth power)।

বর্গণা (স্ত্রী) গুণন (Multiplication।)

বর্গপদ (ক্লী) বর্গ (Square root)

বর্গপাল (পুং) দলরক্ষক। যাত্রীদিগের নায়ক।

বর্গপ্রকৃতি (স্ত্রী) গণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ (an affected square in arithmatic)

বর্গপ্রথম (পুং) কাদি বর্গের প্রথম বর্ণ।

বর্গপ্রশংসিন্ (ত্রি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী।

বর্গফল, কোন একটী রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়।

বর্গমূল (ক্লী) বর্গস্য সমানাঙ্কদ্বয়স্য মূলং আদ্যাঙ্কঃ। পূরিত সমান অঙ্কদ্বয়ের আদ্যাঙ্ক। বর্গমূলে করণসূত্র বৃত্ত হইয়া থাকে। লীলাবতীতে বর্গমূলের বিবরণ এইরূপ আছে—

"ত্যক্ত্বান্ত্যাদ্বিষমাৎ কৃতিং দ্বিগুণয়েন্মূলং সমে তদ্ধৃতে
ত্যক্ত্বালব্ধকৃতিং তদাদ্যবিষমাল্লব্ধং দ্বিনিঘ্নং ন্যসেৎ।
পঙ্ক্ত্যাং পঙ্ক্তিহৃতে সমেঽন্যবিষমাৎ ত্যক্ত্বাপ্তবর্গং ফলং
পঙ্ক্ত্যাং তদ্দ্বিগুণং ন্যসেদিতি মুহুঃ পঙ্ক্তের্দ্দলং স্যাৎ পদম্॥"
(লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশক যথা—

"মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং
পূর্ব্বং কৃতানাঞ্চ সখে কৃতীনাম্।
পৃথক্ পৃথগ্বর্গপদানি বিদ্ধি
বুদ্ধের্ব্বিবুদ্ধির্যদি তেঽত্র জাতা॥"

রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, বর্গমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪; কিন্তু ৪ রাশির বর্গমূল ২।

ইংরাজীতে ইহাকে Square root বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সংখ্যাকেই তাহার বর্গের বর্গমূল কহা যায়। যে সকল সংখ্যার বর্গমূল কোন অখণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশের ঠিক সমান তাহাদিগকে পূর্ণবর্গ বলে; কিন্তু যে সকল অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশের সর্ব্বদক্ষিণস্থ অঙ্ক ২, বা ৩, বা ৭, বা ৮, তাহা পূর্ণবর্গ নহে। ৪০০এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু দুইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে সেই সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

একক স্থানীয় অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে প্রত্যেক দ্বিতীয় স্থানীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন কর। তাহা হইলে উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ততগুলি অঙ্ক বা সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ২ অঙ্কবিশিষ্ট এবং ১৫৬২৫ রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ৩টী অঙ্ক বিশিষ্ট। উদাহরণ যথা—

```
      ১৫৬২৫ | ১২৫
      ১
২২ )  ৫৬
      ৪৪
২৪৫ ) ১২২৫
      ১২২৫
```

যে অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপিত হয়, তাহা এবং তাহার বাম ভাগের অঙ্কটী লইয়া একটী অংশ হয়। এস্থলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটী অংশ। প্রথমে এমন একটী গরিষ্ঠ সংখ্যা নির্ণয় কর যাহার বর্গ প্রথম অংশের অনধিক। সেই সংখ্যাই বর্গমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে ঐ সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটী নামাও। ইহাতে নূতন ভাজ্য (৫৬) পাওয়া গেল। এখন লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ ভাজকদ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটী বা দুইটী সংখ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহা পূর্ব্বে লব্ধ মূলাংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাজকের দক্ষিণে রাখ, এখন নূতন ভাজক ২২কে শেষ লব্ধ মূলাঙ্ক ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে বিয়োগ কর। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নূতন ভাজ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া (২৪) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে যে অংশ হয় (১২২) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লব্ধ মূলাংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) রাখিয়া পুনরায় ভাগফল ৫ দিয়া ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। সেই গুণফল ভাজকের সহিত হরণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫এর বর্গমূল ১২৫।

ভাগদ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়া যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ভাগদ্বারা বর্গমূলের কোন অংশ

নির্ণয়কালে যদি ভাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখা যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব লব্ধ মূলাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটী শূন্য বসাইয়া পরবর্ত্তী অংশ নামাইয়া লইবে এবং পূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় অঙ্ক নিষ্পন্ন করিবে। বর্গমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক অপেক্ষা বৃহত্তর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যে কোনও পূর্ণবর্গ-সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদকে পরিণত করা যায়, তাহার বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

$\sqrt{৮১০০} = \sqrt{২^২ \times ৫^২ \times ৩^২ \times ৩^২} = ২ \times ৫ \times ৩ \times ৩ = ৯০$

দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণপ্রক্রিয়া অখণ্ড সংখ্যার ন্যায় বিন্দু স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্যক মত বাম ও দক্ষিণদিকের প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অখণ্ডাংশ হইতে মূলের যে অঙ্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পড়িবে। যে অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশ পূর্ণ বর্গ নহে, তাহার বর্গমূল একটী অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হইবে। এরূপ স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পর্য্যন্ত বর্গমূল নির্ণীত হইতে পারে। আবশ্যক মত শূন্য যোগ করিয়া বর্গমূল নির্ণয়কালে দশমিক অঙ্ক-সংখ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়।

বর্গমূলঘন, বর্গঘন (ক্লী) সজাতীয়াঙ্কত্রয়স্য ঘাতঃ ঘনঃ। সজাতীয় অঙ্কত্রয়ের পরস্পর গুণফল অথবা কোন একটী রাশির বর্গফলের সহিত সেই রাশিদ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মূলরাশির ঘনফল (Cubic root) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ স্বতন্ত্র। ইহার করণসূত্র ত্রিবৃত্তাত্মক। তদ্‌যথা—

"সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ
স্থাপ্যো ঘনোহন্ত্যস্য ততোহন্ত্যবর্গঃ।
আদিত্রিনিঘ্নস্তত আদিবর্গ
স্ত্র্যন্ত্যাহতোহথাদিঘনশ্চ সর্ব্বে॥
স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্যাৎ
প্রকল্প্য তৎ খণ্ডযুগং ততোহন্ত্যম্।
এবং মুহুর্ব্বর্গঘনপ্রসিদ্ধা
বাদ্যাঙ্কতো বা বিধিরেষকার্য্যঃ॥
খণ্ডাভ্যাং বা হতো রাশিস্ত্রিঘ্নঃ খণ্ডঘনৈক্যযুক্।
বর্গমূলঘনস্বঘ্নো বর্গরাশের্ঘনো ভবেৎ॥" ইহার উদ্দেশক—
"নবঘনং ত্রিঘনস্য ঘনং তথা
কথয় পঞ্চঘনস্য ঘনঞ্চ মে।
ঘনপদঞ্চ ততোহপি ঘনাৎ সখে
যদি ঘনেহস্তি ঘনা ভবতো মতিঃ॥"

৯, ২৭, ১২৫ এই তিনটী রাশির যথাক্রমে গুণনদ্বারা ঘনফল ৭২৯, ১৯৬৮৩ ও ১৯৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির ৪ ও ৫ খণ্ড ধরিয়া কসিলে অন্য উপায়ে উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৯ এবং ৪ ও ৫ রাশি, ঐ রাশিত্রয়ের পরস্পর গুণফল ১৮০। তাহার ত্রিনিঘ্ন বা তিনগুণ ৫৪০। খণ্ড রাশিদ্বয়ের এক একটীর ঘনসমষ্টি = ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪, ৫ × ৫ × ৫ = ১২৫ ; ৬৪ + ১২৫ = ১৮৯। লব্ধ রাশি দুইটীর যোগফল ৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯। ইহাই ৯ রাশির বর্গঘন। অথবা ২৭ রাশির খণ্ড ২০ ও ৭। ইহাদের পরস্পর গুণফল ও ত্রিনিঘ্ন সংখ্যা ২৭ × ২০ × ৭ = ৩৭৮০ × ৩ = ১১৩৪০; খণ্ড রাশিদ্বয়ের ঘনফল সমষ্টি—২০ × ২০ × ২০ = ৮০০০ + ৭ × ৭ × ৭ = ৩৪৩ = ৮৩৪৩ এই জাতঘন সমষ্টি ও পূর্ব্বোক্তরাশির যোগফল ১১৩৪০ + ৮৩৪৩ = ১৯৬৮৩।

অথবা ৪ রাশি—ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের স্বঘ্ন অর্থাৎ পরস্পরের গুণফলের ৪ গুণ = ৬৪ বর্গরাশির ঘনফল হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ রাশি—ইহার মূল ৩ ও ঘন ২৭। ইহার বর্গ—৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ ৩ × ২৭ × ৯ = ৭২৯। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে যাহা বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবর্গ = ৩ × ৩ × ৩ = ২৭ × ২৭ = ৭২৯। ঘনমূল নিষ্পাদনার্থ করণসূত্র দ্বিবৃত্তও আছে—

"আদ্যং ঘনস্থানমথাঘনে দ্বে
পুনস্তথান্ত্যাদ্‌ঘনতো বিশোধ্যম্।
ঘনপৃথক্‌স্থং পরমস্য কৃত্বা
ত্রিঘ্ন্যা তদাদ্যং বিভজেৎ ফলস্তু॥
পঙ্‌ক্ত্যাং ন্যসেত্তৎকৃতিমন্ত্যনিঘ্নীং
ত্রিঘ্নীং ত্যজেত্তৎপ্রথমাৎ ফলস্য।
ঘনং তদাদ্যাদ্‌ঘনমূলমেবং
পঙ্‌ক্তির্ভবেদেবমতঃ পুনশ্চ॥" (লীলাবতী)

[ঘন ও ঘনমূল শব্দে দেখ।]

বর্গবর্গ (পুং) বর্গের বর্গফল (Biquadratic number)

বর্গশস্‌ (অব্য) দলে দলে।

বর্গস্থ (ত্রি) দল মধ্যস্থ। স্বদলানুরক্ত।

বর্গী, (বর্গাহ, বর্গাহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি-বিশেষ। রাজপুতগৃহে দাস্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করা তাহাদের প্রধান ব্যবসা। এই শ্রেণীর রমণীগণও গৃহস্থপরিবারে, বিশেষতঃ রাজপুত-সর্দ্দার গৃহে রাজকুমারদিগের ধাত্রীরূপে বাস করে এবং স্তনদুগ্ধ দিয়া তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে কনোজে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাজপুতগণের সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা-স্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা গোয়াল আহীরগণের কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত।

তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র-বিভাগ না থাকায় পিণ্ডদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে তাঁহারা কএক পুরুষ বাদ দিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ব্ব কুটুম্বিতা-স্মৃতি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে আর পুত্র কন্যার বিবাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। অধিক বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসব তিন দিন মাত্র থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধ্যস্থলে শিল পাতিয়া চাল গুড়ান হয় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌরী পূজা করিয়া যায়। ঐ দিন স্বজাতির বা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। দ্বিতীয় মাইন্ দিন—ঐ দিনে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে ভোজ। তৃতীয় দিন বরাত—ঐ দিন মহাসমারোহে বর কন্যার গৃহাভিমুখে সদলে যাত্রা করিয়া থাকে।

বর আসিয়া উপস্থিত হইলে যথালগ্নে বর ও কন্যাকে লইয়া মাঁড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া বসায়। তার পর কন্যার পিতা আসিয়া বরের পদে হস্ত দিয়া কন্যা সম্প্রদানের অনুরোধ জানায় এবং দানের দক্ষিণাস্বরূপ জামাতার হস্তে একটী ফল দেয়। তদনন্তর উভয়ের বস্ত্রের খুট লইয়া "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং বর ও কন্যা মাঁড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘুরিয়া আইসে। ইহার পর কন্যার পিতা বরের কপালে হরিদ্রা ও চাউল ঠেকাইয়া দেয় এবং জামাতা ও কন্যাকে লইয়া কোহাবারে (বাসরঘরে) লইয়া যায়। এখানে গৃহস্থিত অপরাপর রমণীরা উপস্থিত হইয়া হাস্য পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া দুইটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকার আলোকশিখা পরস্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের অভিন্নহৃদয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বা দেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাস্য। অনেকে কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে।

বর্গাইঞা, রাজপুত জাতির একটী শাখা। গাজিপুরে ইহাদের বাস। ইহারা আপনাদিগকে মৈনপুরী জেলাবাসী চৌহান জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া মনে করে।

বর্গালা, বুলন্দসহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা আপনাদের চন্দ্রবংশী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ুয়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে দৃকপাল ও ভট্টিপালের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। বংশেতিহাসে প্রকাশ, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ ঘোরী রাজা পৃথ্বীরায়কে আক্রমণ করিলে, ইহারা দিল্লীর সেনার অধি-নায়ক হইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্য-কালে এই শাখার অনেকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

বর্গিন্ (ত্রি) দলভুক্ত। কোন পক্ষের অনুগত।

বর্গী, মথুরার সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ। দাসবৃত্তি, কৃষি অথবা বনে পশু শীকার করিয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

বর্গী (দেশজ) মহারাষ্ট্রদস্যু। [পবর্গে দেখ।]

বর্গীণ (ত্রি) দলভুক্ত। সমশ্রেণীভুক্ত। বংশগত।

বর্গীয় (ত্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। যেমন কবর্গীয়, চবর্গীয় ইত্যাদি।

বর্গোত্তম (ত্রি) বর্গেষু উত্তমঃ। রাশিদিগের শ্রেষ্ঠ অংশ। গ্রহগণ বর্গোত্তমে থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। চররাশি অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির প্রথম অংশ বর্গোত্তম, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে শুভ-ফলদ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির) পঞ্চমাংশ; দ্ব্যাত্মক রাশির (মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশির) নবমাংশ বর্গোত্তম।

"চরাণাং প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং পঞ্চমে তথা।
নবমে দ্ব্যাত্মকানাঞ্চ বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গোত্তম কহে। রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকেও বর্গোত্তমস্থ বলা যায়।

"স্বনবাংশস্ত রাশীনাং বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বর্গ্য (ত্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। (পুং) সভার সভ্য। সহযোগী।

বর্চ্চ, দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বর্চ্চতে। লুঙ্ অবর্চ্চিষ্ট।

বর্চ্চটী (স্ত্রী) ১ ধান্যভেদ। ২ বেশ্যা।

বর্চ্চস্ (ক্লী) বর্চ্চতে ইতি বর্চ্চ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ রূপ। ২ বিষ্ঠা। (সুশ্রুত উত্তর ৩৪ অ°) ৩ তেজঃ (মেদিনী) ৪ অন্ন। "অরাতীর্বর্চ্চোধা যজ্ঞ-বাহস" (ঋক্ ১।৬৩।২১) 'বর্চ্চোধাঃ অন্নং ধেহি' (সায়ণ) (পুং) ৫ চন্দ্রপুত্র। (মেদিনী)।

"রোহিণ্যামভবদ্বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন চন্দ্রমাঃ।"(অগ্নিপু°সতীদেহত্যাগ°)

বর্চ্চস্ক (পুং ক্লী) বর্চ্চস্ স্বার্থে কন্। ১ বিষ্ঠা। (অমর) ২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩।২৫।১৯)

বর্চ্চস্য (ত্রি) বর্চ্চসে হিতং যৎ। তেজোবর্দ্ধক, তেজোবিষয়ে হিতকর। "আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্" (শুক্লযজু°৩৪।৫০) 'বর্চ্চস্যং বর্চ্চসে তেজসে হিতং' (মহীধর)

বর্চ্চস্বৎ (ত্রি) ১ জীবশক্তিসম্পন্ন। বলসম্পন্ন। ২ সমুজ্জ্বল, দীপ্তিশালী।

বর্চ্চস্বিন্ (পুং) বর্চ্চোঽস্যাস্তীতি বর্চ্চস্ (অস্মায়ামেধেতি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। ১ চন্দ্র। (অগ্নিপু°) (ত্রি) ২ তেজস্বী।

বর্চ্চিন্ (পুং) ঋগ্বেদবর্ণিত অসুরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সবংশে

নিহত করেন। (ঋক্ ২।১৪।৬)। আবার ঋগ্বেদের অন্তস্থলে (৭।৯৯।৫) বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

বর্চ্চোগ্রহ (পুং) মলরোধ। গুহ্যদেশের সঙ্কোচন।

বর্চ্চোদা [ধা] (ত্রি) শক্তিদ। বলদানকারী।

বর্জ্জক (ত্রি) বর্জ্জয়তীতি বৃজ-ণ্বুল্। বর্জ্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জ্জন (ক্লী) বৃজ-ল্যুট্। ১ ত্যাগ। ২ হিংসা। ৩ মারণ।

বর্জ্জনীয় (ত্রি) বৃজ-অনীয়র্। বর্জ্জনযোগ্য, ত্যক্তব্য। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়।

"রাজান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ তক্ষোহন্নঞ্চকর্ম্মকারিণঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষণ্ডান্নঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥" (কূর্ম্মপু° উপবি°১৬অ°)

রাজার অন্ন, নর্ত্তকের অন্ন, সূতারের অন্ন, কুমারের অন্ন, গণান্ন, গণিকার অন্ন এবং বৃষলের অন্ন বর্জ্জনীয়।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—উদয় বা অস্ত অবস্থায় সূর্য্যদর্শন বর্জ্জনীয়। রাহুগ্রস্ত সূর্য্য, জল প্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্য্যকে দর্শন করিতে নাই। বৎস-বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন বর্জ্জনীয়। কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে গমন বা রজস্বলা স্ত্রীভোজন করিতেছে, এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন; হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়ে ভার্য্যাকে অবলোকন; নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে বা সন্তান প্রসব করিতেছে, এমন সময়ে ভার্য্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্নভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান; বর্জ্জনীয় পথে, ভস্মের উপর, গোচারণস্থলে, ফাল-কর্ষিত ভূমিতে, জলে, অগ্নিতে, শ্মশানস্থ চিতায়, পর্ব্বতে, জীর্ণমন্দিরে, কৃমিকৃত মৃত্তিকারাশির উপর যে সকল গর্ত্তে প্রাণিদিগের বাস, এই সকল স্থলে মল মূত্র ত্যাগ বর্জ্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া, বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল ও গো এই সকলের সম্মুখ অবলোকন করিতে করিতে মলমূত্রত্যাগ করিতে নাই। মুখ দ্বারা ফুঁদিয়া অগ্নিপ্রজ্বালন, পত্নীকে উলঙ্গ দর্শন, ও অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ বর্জ্জনীয়। অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয্যার অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ। যাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে নাই। সন্ধ্যাবেলায় ভোজন, ভ্রমণ এবং শয়ন করিতে নাই। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না, অমেধ্য-লিপ্ত অর্থাৎ বিষ্ঠামূত্রাদিলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন, বাসশূন্যগৃহে একাকী শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করণ, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ ও অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন বর্জ্জন করিবে।

গাভী যখন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ করিতে নাই, কিংবা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের বাস তথায় বাস নিষিদ্ধ। যে স্থানের লোক সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিযুক্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ। দূরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস, শূদ্রবশবর্ত্তী জন-পদে বাস, ও বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্তদেশে বাস বর্জ্জনীয়। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন বর্জ্জন করিবে। যাহাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন ফল নাই, তাদৃশ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। অঞ্জলি দ্বারা জল পান, ও ঊরুর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবে না।

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত বা বাদিত্র বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোট ধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ, বা অনুরাগভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার করিতে নাই। কাংস্যপাত্রে পদধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন বা যে পাত্রে ভোজন করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন বর্জ্জ-নীয়। অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, মাল্য, ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে নাই। অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীর্ণক্ষুর, বা যাহার বালামচি ছিন্ন হইয়াছে এমন অশ্ব প্রভৃতি চড়িয়া গমন করিতে নাই।

প্রথমোদিত সূর্য্যতাপ, চিতাধূম এবং ভগ্ন আসন বর্জ্জন করিবে। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন, কিংবা দন্ত-দ্বারা নখ কর্ত্তন করিতে নাই। মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অকারণ মর্দ্দন, নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ ও নিষ্ফলকর্ম্ম, এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মে অসুখো-দয় হইবে তাদৃশ কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় কোন নিবন্ধ সহকারে পণবন্ধনাদিদ্বারা কোন কথাই কহিবে না। কণ্ঠস্থমালা উত্তরীয়ের বহির্দ্দেশে ধারণ, গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ, প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে দ্বারাদি ভিন্ন অন্যস্থান দিয়া প্রবেশ, রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনা-গমন, ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা হস্তে লইয়া গমন, শয্যায় বসিয়া ভোজন, হস্ততলে প্রভূত অন্ন লইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন, আসনে ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া ভোজন, রাত্রে তিল বা তিলদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যভোজন, নগ্নাবস্থায় শয়ন, ও উচ্ছিষ্টমুখে কোন স্থানে গমন, এই সকল বর্জ্জন করিবে।

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত ও রজকাদি নীচ জাতি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণ কিছুকালের জন্যও এক ছায়াতে উপবেশন করিবেন না।

বর্জ্জনীয় অন্ন—মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। কেশকীটাদিযুক্ত অন্ন, বা ইচ্ছাধীন পদস্পৃষ্ট অন্ন, ভ্রূণঘাতী কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষিগণ কর্ত্তৃক অবলীঢ় অন্ন, কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, গাভী যে অন্নের আঘ্রাণ লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ কে ক্ষুধিত আছ আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ডিণ্ডিমাদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্তুকের জন্য যে অন্নরাশি উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, বহুজন মিলিত মঠবাসীদিগের অন্ন, বেশ্যার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জ্জনীয়। ইহা ভিন্ন চৌর, গীতবাদ্যোপজীবী, তক্ষণ-বৃত্ত্যুপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী এই সকল ব্যক্তির অন্ন, কৃপণের অন্ন, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও কপট ধর্ম্মচারীর অন্ন বর্জ্জন করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, শূদ্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, মৃগাদি পশুহন্তা ব্যাধের অন্ন, ক্রূরব্যক্তির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর কর্ম্মকারীর অন্ন, অশৌচান্ন, এই সকল অন্ন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। পতিপুত্রবিহীনা অবীরা স্ত্রীর অন্ন, দ্বেষকারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যে অন্নের উপর হাঁচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধনলোভে যজ্ঞফল বিক্রয় করে, ইহাদের অন্ন, নটবৃত্ত্যুপজীবীর অন্ন, যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার, বেণুবিদারক, লৌহবিক্রয়ী, কুকুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, বস্ত্রধারক, বস্ত্রাদির রঙ্‌কারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জ্জনীয়। যাহার স্ত্রীর উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্য করে, যে ব্যক্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং রাজার অন্ন বর্জ্জন করিবে। (মনু ৪।৫ অঃ)

বর্জ্জয়িতব্য (ত্রি) বৃজ-ণিচ্ তব্য। বর্জ্জনীয়, বর্জ্জনের যোগ্য।

বর্জ্জয়িতৃ (ত্রি) বৃজ্-ণিচ্-তৃচ্। বর্জ্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জ্জিত (ত্রি) বৃজ-ক্ত। ত্যক্ত।

"অবজ্ঞাতঞ্চাবধৃতং সরোষং বিস্ময়ান্বিতং।
গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সৎকারবর্জ্জিতম্॥" (কূর্ম্মপু° ১৬অ°)

বর্জ্জিন্ (ত্রি) ত্যাজ্য। ত্যাগকারী।

বর্জ্জ্য (ত্রি) বৃজ-ণ্যৎ। বর্জ্জনীয়, বর্জ্জনযোগ্য।

বর্ণ্, ১ বর্ণন। ২ প্রেরণ। ৩ রাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্ণয়তি। লুঙ্ অববর্ণৎ। এই ধাতু অদন্ত চুরাদি।

বর্ণ (ক্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-অচ্। কুঙ্কুম। (হেম)

বর্ণ (পুং) ব্রিয়তে (ইতি বৃ-কৃবৃজ্‌সিদ্রুগুপন্যনিস্বপিভ্যো নিৎ। উণ্ ৩।১০) স চ নিৎ। ১ জাতি।

জাতি চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি বর্ণ বা চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বেদোক্তি আছে যে, যখন ভগবান্ পুরুষরূপে সৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার দেহ হইতে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"(ঋক্ ১০।৯০।১২)

শাস্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়কে শাস্ত্রাদেশে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মানুসারেই চলিতে হয়।

ভগবান্ মনু বর্ণচতুষ্টয়ের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্যন্তিক অনাসক্তি। বৈশ্যের ধর্ম্ম—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি এবং কৃষিকর্ম্ম। শূদ্রের ধর্ম্ম—অসূয়াহীন হইয়া উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা।

"সর্ব্বস্যাস্য তু ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপাজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" (মনু ১।৮৭-৯১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই শাস্ত্রশাসনে যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের আশ্রম চারিটী। যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। উপনয়নের পর জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুগৃহে বাস ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বেদাধ্যয়ন সমাপনের পর দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্ম্মাচরণ-পুরঃসর গৃহস্থ হইতে হয়। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য। তৎপরে পুত্রোৎপাদনের পর বনে বাস, অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই হইল বানপ্রস্থাশ্রম। তৎপরে গৃহাদি সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক কৌপীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, নির্জ্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে বাস এবং একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা। ইহারই নাম—সন্ন্যাস আশ্রম।

[এই আশ্রম চারিটীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ঐ সকলের বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহাদিগের পক্ষে শেষোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া প্রথমোক্ত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিনটী আশ্রমই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রের পক্ষে শুধু গৃহস্থাশ্রমই নির্দ্দিষ্ট। অন্য কোন আশ্রমে শূদ্রের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের—সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে যিনি বিষ্ণু উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক শৈব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, সূর্য্যোপাসক সৌর এবং গণেশোপাসক গাণপত্য নামে খ্যাত। ইহা পৌরাণিক মত।

চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দান করিবেন, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণকে নিত্যোদকী হইতে হইবে ও অগ্নিপরিগ্রহ করিতে হইবে। জীবিকার জন্য যাজন ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জ্জন করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই ন্যায়তঃ প্রতিগ্রহ লইবেন। ব্রাহ্মণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। পরকীয় প্রস্তর কিংবা রত্ন উভয় বস্তুতেই ব্রাহ্মণ তুল্যজ্ঞান হইবেন। ঋতুকালে পত্নীগমন করিবেন। *

ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাসে তৎপর হইবেন। এই সময় তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে। তখন শৌচ ও আচারবান্ হইয়া গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং নিয়মস্থ হইয়া পবিত্র বুদ্ধিতে বেদ গ্রহণ করিবেন। উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা এবং গুরুকে অভিবাদন করিতে হইবে। গুরু দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, গমন করিলে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, নিম্নাসনে উপবেশন করিবে। কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদপাঠ করিবে। তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে। অগ্রে আচার্য্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন করিবে। গুরুগৃহে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু প্রতিদিন প্রতিপ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া আনিবেন। তৎপরে যখন অবশ্য অধ্যেতব্য বেদ অধ্যয়ন শেষ হইবে, তখন গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া ও যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। পরে যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত যাবতীয় গৃহস্থোচিত কার্য্য-সম্পন্ন করিতে থাকিবে। নিবাপ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে, অর্থদানে অতিথিদিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে অপত্যোৎপাদনে প্রজাপতিকে, বলিকর্ম্মে ভূতবর্গকে এবং বাৎসল্য প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আপ্যায়িত করিবেন। পুরুষ স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি ভিক্ষাভোজী, কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই ইহাঁদিগের সকলেরই প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান।

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, তীর্থস্নান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন কার্য্যের জন্য সমস্ত বসুধা পর্য্যটন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের কোন গৃহসংস্থা নাই, যাঁহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেখানে সায়ংকাল, সেই খানেই যাঁহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ যাঁহারা সায়ংগৃহ, তাঁহাদিগের গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাঁহাদিগের মূল। তাঁহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন। কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় নিজ দুষ্কৃতির বিনিময়ে গৃহস্থের সুকৃতি লইয়া চলিয়া যান। অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিতাপ, উপঘাত ও পারুষ্য প্রভৃতি গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ গুলি পরিত্যাগ করিবেন। যে গৃহস্থ বিপ্র এই ভাবে সুচারুরূপে গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি চরমে পরম স্থান লাভ করেন।

গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের যখন বয়ঃপরণতি ঘটিবে, গৃহধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি যখন কৃতকার্য্য হইবেন, তখন পুত্রদিগের উপর ভার্য্যারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবেন। এই আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। এখানে আসিয়া তাঁহাকে কেশ, শ্মশ্রু ও জটাধারী হইতে হইবে। ফল মূল ও পত্র তাঁহার আহার হইবে। ভূতলে শয়ন করিবেন। মুনিব্রতগ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করাইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বারা আপনার পরিধান ও উত্তরীয় করিয়া লইবেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন বেলা স্নান করিবেন। দেবার্চ্চনা, হোম, অভ্যাগতগণের অর্চ্চনা, ভিক্ষা ও ভূতবর্গকে বলিপ্রদান, এই সকল কাজ বানপ্রস্থাশ্রমীর প্রশস্ত। বনবাসী হইয়া বনজাত স্নেহ পদার্থেই নিজ গাত্রাভ্যঙ্গ সমাধা করি-

* "দানং দদ্যাদ্যজেদ্দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্॥
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যানন্যানধ্যাপয়েত্তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহং দানং শুক্লার্থান্ন্যায়তো দ্বিজঃ॥
সর্ব্বলোকহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।
তুল্যাবত্তিসমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিবঃ॥" (বিষ্ণুপু০ ৩।৮ অঃ)

বেন। তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে শীতগ্রীষ্মাদিসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। যে বানপ্রস্থাশ্রমী নিয়মরত হইয়া উক্তরূপে যথাবিধি আপন আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, তিনি অগ্নিবৎ দোষরাশি দগ্ধ করিয়া সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন।

তাহার পর চতুর্থাশ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। ইহা যতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, মিত্র, কলত্র ও সমস্ত দ্রব্য সম্পদের মায়া মমতা বা স্নেহ আসক্তি ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে ত্রৈবর্ণিক-কেই সর্ব্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বজন্তুতে মিত্রাদিবৎ মৈত্রী স্থাপন করিবে। বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা জরায়ু ও অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীরই কখন কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিবে না। সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পর্য্যন্ত বাস করিবে। পুরে পঞ্চরাত্র পর্য্যন্ত বাস করিবে। তদ্ভিন্ন নিজ প্রীতি অনুসারে ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহস্থের গৃহের পাকাগ্নি ও পাকধূম নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহস্থেরও আহারকার্য্য শেষ হইবে, তখন ভিক্ষু বা যতি যথাকালে প্রাণযাত্রানির্ব্বাহের জন্য উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্ব্বাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া নির্ম্মম ও নিস্পৃহ ভাবে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবেন। কোন হিংস্র জীব জন্তু হইতেই তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না। কারণ মুনিরা সর্ব্বপ্রাণীকেই অভয় দিয়া চলেন, তাঁহারও কখন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় না। যে বিপ্র ভৈক্ষোপগত হবির্দ্বারা অগ্নিহোত্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া মুখে শরীরাগ্নি বহন করেন, তিনি অগ্নিচারীদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে শুচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত মোক্ষাশ্রম ধর্ম্ম পালন করেন, অনিন্ধন প্রশান্ত জ্যোতির ন্যায় তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ২য় অংশ ৮৯ অঃ)

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন করিবেন। শস্ত্র ধারণ করিয়া মহীরক্ষাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যে শান্তিস্থাপনাদি ব্যাপারেই তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে হইবে। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ক্ষত্রিয় রাজাকে সর্ব্ববর্ণের সংস্কারক হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় এইরূপে শাস্ত্রসঙ্গত স্বধর্ম্ম পালন করিয়া চরমে পরম পদের অধিকারী হইতে পারেন।

বৈশ্যের ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত আছে, পশুপালন, বাণিজ্য, ও কৃষি-কর্ম্ম এই তিনটী বৈশ্যের ধর্ম্ম-সঙ্গত জীবিকা। সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ জীবিকাই বৈশ্যপক্ষে নির্ণীত করিয়াছিলেন। বৈশ্য অধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ এবং দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। বৈশ্যের কর্ম্ম দ্বিজাতি সংশ্রয়ে সম্পন্ন হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়জাত ধন বা কারুকার্য্যজাত ধন দ্বারা তিনি দান ক্রিয়া সমাধা করিবেন। *

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণদ্বয়ের মোটামুটী গার্হস্থ্য জীবনের জীবিকাধর্ম্ম ঐরূপই। তবে আশ্রমান্তর পরিগ্রহে যথাশাস্ত্র তৎতৎ আশ্রমধর্ম্মই পালন করিতে হয়।

শূদ্রও দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে।

"দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেদপি।
পিত্রাদিকঞ্চ সর্ব্বং বৈ শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন চ ॥" (বিষ্ণুপু°)

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণেরই ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের পরিপালন করা কর্ত্তব্য। সকলেই যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া ঋতুকালে স্ব স্ব স্ত্রীতে অভিগমন করিবেন। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই দয়া থাকা চাই, তিতিক্ষা থাকা চাই। কোন বর্ণই অভিমানী বা গর্ব্বান্ধ হইবেন না। সত্য-শৌচ, অনায়াস মঙ্গলচেষ্টা, প্রিয়ভাষণ, সর্ব্বত্র মৈত্রবন্ধনস্পৃহা এবং অকার্পণ্য ও অনসূয়া এই সকল সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ গুণ।

"ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে ॥
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা।
মৈত্রী স্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥" (বিষ্ণুপু°)

---

* "দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব ;
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষাপ্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো ধর্ম্মাদিকর্ম্মণাম্ ॥
দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্কারকো নৃপঃ ॥
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্বাপি ধনৈঃ কারুভবেন বা ॥"
দানঞ্চ দদ্যাৎ * * * (ইত্যাদি)
(বিষ্ণুপু° [illegible])

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন এবং ক্ষত্রিয়েরও বৈশ্যবৃত্তি লইবার বাধা নাই। তবে ঐ উভয় বর্ণ কোন কালেই শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি লইবেন, কি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি লইবেন। কিন্তু ইহারা কখন শূদ্রবৃত্তি লইবেন না, ইহা শুধু একান্ত আপৎকালেরই বিধি। পারতপক্ষে উভয় বর্ণের উহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সহসা কেহই এই কর্ম্মসঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।*

বর্ণগণের আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের মতে সর্ব্বাগ্রে এক তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি হইল। সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন। ব্রহ্মা হইতে মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজা সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণ আত্মতেজে অগ্নি ও সূর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, ধর্ম্ম, তপঃ, ব্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌচ প্রভৃতি ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইল। এই সকল সৃষ্টির পর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণসৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ।

মান্ধাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, যদি শ্বেতপীতাদি বর্ণের পার্থক্যেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়া থাকে,তবে ত সকল বর্ণেরই বর্ণসঙ্কর দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা প্রভৃতির আধিপত্য ত সর্ব্বত্র। মূত্র পুরীষাদি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রভু, দেহ-ক্ষয় সকলেরই অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বা কি? আর এক কথা—জগতে স্থাবর জঙ্গম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও নানা প্রকার; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন্! বর্ণসমূহের কোনই বিশেষত্ব নাই। এই সমগ্র জগৎই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মসৃষ্ট সকলেই এক ব্রাহ্মণ, তবে কর্ম্মানুসারে এক এক সম্প্রদায় ও এক এক বর্ণ অধ্যায় অভিহিত। যে সকল ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, যাঁহার তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্রোধন, প্রিয়সাহস ও লোহিতাঙ্গ, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পশুপালনে আসক্ত হইলেন, স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের দেহ পীতবর্ণ ছিল, তাঁহারাই বৈশ্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা হিংসা ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, শৌচাচার ত্যাগ করিলেন, এবং অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তাঁহারা দ্বিজ হইলেও তাঁহারাই শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। চারিবর্ণের জন্যই বেদবাণী বিহিত ছিল, লোভে ও অজ্ঞানে পড়িয়া অনেকে সে ব্রাহ্মী বাণী হারাইয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মতন্ত্রে একান্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া সে ব্রাহ্মীবাণী ভুলেন নাই এবং যাঁহারা বেদাবলম্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত-নিয়ম ও শৌচ সদাচারাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্রহ্মসৃষ্ট দেবপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

নারদ মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে চাতুরিবর্ণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, যথা—যিনি জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচারে রত থাকিয়া যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, যিনি নিত্য গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যব্রত, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। সত্য, দান, আনৃশংস্য, অদ্রোহ, কৃপা, ঘৃণা ও তপস্যা এই কয়টী যাঁহার কাছে নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

যিনি বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া নিয়ত ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম আচরণ করেন, যিনি দান ব্যতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যিনি পবিত্রভাবে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মে রত, তাঁহারই নাম বৈশ্য।

যাহার কোন খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, সর্ব্বদা অপবিত্র অবস্থায় যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাদৃশ বেদবর্জ্জিত, সদাচারহীন ব্যক্তিই শূদ্রনামে খ্যাত। (মহাভা° ও পদ্মপু° স্বর্গখণ্ড)

চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি স্মৃতিসংহিতায় এবং তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ-পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসা উপাখ্যান, কূর্ম্ম-পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫, ২৬ ও ২৭ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অধ্যায়, এবং গরুড়পুরাণের [illegible] অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বর্ণ (পুং) ১ গজচিত্রকম্বল, চলিত হাতীর ঝুল। পর্য্যায়—

* "ক্ষত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শৌদ্রং কর্ম্ম ন চৈতয়োঃ।
সামর্থ্যে সতি [illegible] পার্থিব।
[illegible] কর্ম্মসঙ্করম্॥" (বিষ্ণুপু°)

প্রবেণী, আস্তরণ, পরিস্তোম (পুং) কুথ, কুথা (অমর) প্রবেণি, পরিষ্টোম (স্ত্রী) কুথ। (ভরত) ২ শুক্লাদি, চলিত রঙ্‌।

এই বর্ণ বা রঙ্‌ বহু প্রকার, যথা - শ্বেত, পাণ্ডু, ধূসর, কৃষ্ণ, পীত, হরিত, রক্ত, শোণ, অরুণ, পাটল, শ্যাব, ধূম্র, পিঙ্গল এবং কর্ব্বুর (অমর)। সুখবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ বালকের বর্ণ হয়।

৩ যশ। ৪ গুণ। ৫ স্তুতি। (মেদিনী) ৬ স্বর্ণ। ৭ ব্রত। বর্ণ্যতে ভিস্থতে ইতি বর্ণ-ঘঞ্‌ (পুং স্ত্রী) ৮ ভেদ। ৯ গীতক্রম। ১০ চিত্র। ১১ তালবিশেষ। ১২ অঙ্গরাগ। (হেম) বর্ণ্যতে ভিস্থতে অনেনেতি বর্ণ-ঘঞ্‌। ১৩ রূপ। বর্ণয়তি বর্ণ-অচ্‌। ১৪অক্ষর। বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বর্ণ ঘঞ্‌। ১৫বিলেপন। (মেদিনী)

বর্ণ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক এবং অক্ষরাত্মক। দেহিগণের মূলাধারে একটী নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীটী সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীভূত। উহা সর্ব্বদা মূলাধার মধ্যে কুণ্ডলাকারে থাকে বলিয়া উহার নাম কুণ্ডলী। কুণ্ডলী চন্দ্র সূর্য্য ও অনলরূপিণী, দ্বিচত্বারিংশদ্‌বর্ণময়ী অর্থাৎ ভূতলিপিমন্ত্রশালিনী এবং পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণস্বরূপিণী। ঐ কুণ্ডলী সকল বর্ণে পরস্পর মিলিত হইয়া মন্ত্রময় জগৎ প্রকাশ করে। এই কুণ্ডলী শব্দ ও শব্দার্থের প্রবর্ত্তিনী এবং ত্রিপুষ্কর অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠভেদে তীর্থত্রয় ও উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকাশক। তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলী পরম দেবতা নামে অভিহিত।*

বক্ত্‌্র ও শ্রোত্রপথ অপরিষ্কার থাকে, তাই ঐ কুণ্ডলী যখন অস্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অস্ফুট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উদ্যত হয়, তখন মূলাধারে গিয়া ধ্বনিত হয় এবং সুষুম্না নাড়ীও বার বার ঐ ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে এই ভাবেই বিস্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে যে তন্ত্রোক্ত পরদেবতা কুণ্ডলীর কথা কহিয়াছি, তিনি দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণে মিলিত হইয়া এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার হইতে সকার পর্য্যন্ত দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। এই দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুণ্ডলিনী সর্ব্বশক্তিময়ী ও শব্দব্রহ্মরূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমালা প্রসব করেন, তাহা এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী হইতে শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি। ধ্বনি হইতে নাদ। নাদ হইতে নিরোধিকা। নিরোধিকা হইতে অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু হইতে বিন্দু; বিন্দু হইতে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত। সমস্ত অক্ষর উৎপত্তি সম্বন্ধেই পরম্পরা এইরূপ। (১)

চিচ্ছক্তি সত্বসম্বলিত হইয়া শব্দপদবাচ্যা হয়। তিনি আবার ঐ সত্বসম্বলিত অবস্থায় আকাশস্থ হইয়া রজোগুণে অনুবিদ্ধ হইলে ধ্বনি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বনি অক্ষর অবস্থায় তমোগুণে অনুবিদ্ধ হইয়া নাদশব্দবাচ্য হয়। ঐ অব্যক্তাবস্থা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শব্দে অভিহিত। ঐ নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্দ্ধেন্দু শব্দে অভিধেয়। অলঙ্কারকৌস্তুভ ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী, অবস্থাভেদে বর্ণের এই কয়েকটী সংজ্ঞাসঙ্কেত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মূলাধার হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পরা বলে। পরে যখন ঐ বর্ণ নাদরূপে মূলাধার হইতে উঠিয়া ক্রমে হৃদয়গত হয়, তখন তাহা পশ্যন্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে বুদ্ধি বা সঙ্কল্পের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা মধ্যমা এবং তার পর যখন বুদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কণ্ঠগত হইয়া মুখদ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা বৈখরী। এই বৈখরী অবস্থাপন্ন নাদ হইতেই পবন প্রেরিত হইয়া বর্ণসমূহ বাহিরে সকলের গোচরীভূত হয়। পরা ও পশ্যন্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ হয়, অন্যের পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। (২)

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তিস্থান আটটী। যথা—হৃদয়, শির, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয় এবং তালু*। ইহার মধ্যে অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ, ও বিসর্গ (ঃ) এই কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ, এই কয়টী বর্ণের উচ্চারণস্থান তালু; ঋ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা

---

* "কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥
দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা॥
বিশ্বাত্মনাপবুদ্ধা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ।
একধা গুণিতা শক্তিঃ সর্ব্ববিশ্বপ্রবর্ত্তিনী।
ত্রিপুষ্করং স্বরান্ দেবী ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥" (সারদাতিলক)

(১) "দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা।
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ॥
শক্তিস্ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা।
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ॥" (সারদাতিলক)

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যাঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্‌ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ॥" (অলঙ্কারকৌস্তুভ)

* "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥" (শিক্ষাসূত্র)

ঌ, ৠ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স ইহাদিগের উচ্চারণস্থান দন্ত। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম, আর উপধ্মানীয় ইহাদিগের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। 'ব' দন্ত ও ওষ্ঠ; 'ঐ ঐ, কণ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল।

"অবর্ণ-কবর্গ-হ-বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ। ইবর্ণ চবর্গ-যশা-স্তালব্যাঃ। ঋবর্ণ-টবর্গ-রষাঃ মূর্দ্ধন্যাঃ। ঌবর্ণ-তবর্গ-লসা দন্ত্যাঃ। উবর্ণ-পবর্গোপধ্মানীয়া ওষ্ঠ্যাঃ। বো দন্তোষ্ঠ্যঃ। এ ঐ কণ্ঠ্যতালব্যৌ। ও ঔ কণ্ঠোষ্ঠ্যৌ। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্।"

(শিক্ষাসূত্র)

প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পঞ্চাশৎবর্ণ বা অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—বর্ণসমূহ সমীর-সঞ্চালিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্র মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। পরে কণ্ঠাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। উচ্চ উন্মার্গ বায়ু উদাত্ত স্বর উৎপাদন করে। ঐ বায়ু নীচগত হইয়া অনুদাত্ত এবং তির্য্যগ্‌ভাবে গিয়া স্বরিত স্বরের উৎপাদক হয়। এইরূপে একার্দ্ধ, এক, দ্বি ও ত্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের সৃষ্টি। উহারা ব্যঞ্জন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞায় অভিহিত।*

[বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ণক (ক্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্। ১ হরিতাল। (রত্নমা°) ২ গাত্রানুলেপনযোগ্য পিষ্ট বা ঘৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য। ৩ চন্দন। (শব্দরত্না°) (পুং) ৪ বিলেপন। বর্ণয়তি নৃত্যাদীন্ বিস্তারয়তি। ৫ চারণ। (মেদিনী) ৬ মণ্ডল। (পুং স্ত্রী) বর্ণ্যতে রজ্যতে-ঽনেনেতি, বর্ণ-ঘঞ্, স্বার্থে কন্। ৭ হিঙ্গুল হরিতাল কাচ নীলিকাদি। (অমরভরত)

"কস্তাং নিন্দতি লুম্পতি কঃ স্মরফলকস্য বর্ণকং মুগ্ধঃ।
কো ভবতি রত্নকণ্টকমমৃতে কস্যারুচিরুদেতি॥" (আর্য্যাস° ১৮৯)

বর্ণক (পুং স্ত্রী) ১ মন্ত্র। (লিঙ্গ ৭।২৩) ২ মুখোস, অভিনেতৃবর্গের পরিচ্ছদ। ৩ বিলেপনদ্রব্য।

বর্ণকণ্ট (ক্লী) তুত্থ, (বৈদ্যকনি°) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া।

বর্ণকদণ্ডক (পুং) ১ চিত্রকরের তুলিকাদণ্ড। ২ ছন্দোভেদ।

বর্ণকময় (ত্রি) বিচিত্র বর্ণমণ্ডিত।

বর্ণকবি (পুং) কুবেরপুত্র। (ত্রিকা°)

বর্ণকিত (ত্রি) বর্ণবিশিষ্ট। (পা ৫।২।৩৬ তারকাদিগণ)

বর্ণকূপিকা (স্ত্রী) বর্ণানাং কূপিকেব। মৎস্যাধার। মাছের পাত্র।
'মসীধানী মসিমণির্মেলান্ধুর্বর্ণকূপিকা।' (ত্রিকা°)

বর্ণকৃৎ (ত্রি) বর্ণদানকারী।

বর্ণক্রম (পুং) ১ রঙের পর্য্যায়। ২ উচ্চনীচতাভেদে জাতি-পরম্পরা। ৩ অক্ষরশ্রেণী।

বর্ণগত (ত্রি) ১ বর্ণসম্বন্ধীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত।

বর্ণচারক (ত্রি) বর্ণান্ নীলাদীন্ চারয়তি বিস্তারয়তি চর-ণিচ্-ণ্বুল্। চিত্রকার। (শব্দমালা)

বর্ণচোরা (দেশজ) প্রকৃত বর্ণের অপলাপ। "বর্ণচোরা আম।"

বর্ণজ (ত্রি) বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। জাতি। বর্ণোদ্ভব।

বর্ণজ্যেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু চতুর্ষু মধ্যে জ্যেষ্ঠঃ প্রথমোৎপন্নাৎ গুণোৎকৃষ্টত্বাচ্চ। ১ ব্রাহ্মণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছেন। [ব্রাহ্মণ দেখ।]

(ত্রি) বর্ণেন জ্যোতিষোক্তপারিভাষিকবর্ণেন জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ। স্ববর্ণাপেক্ষা উত্তমবর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ। বিবাহে বর্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যেষ্ঠা নারীকে বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

"মীনকর্কট-বৃশ্চিকবিপ্রাঃ সিংহতুলাধনুঃক্ষত্রিয়া উক্তাঃ।
কুম্ভনরদ্বয়মেষবিশঃ স্যুর্ম্মকরবৃষস্ত্রী কথিতা বরজাতিঃ॥
বর্ণজ্যেষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
তয়োর্বিবাহে মৃত্যুঃ স্যাৎ ষণ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[মেলক শব্দ দেখ।]

বর্ণতন্তু (স্ত্রী) সরস্বতী দেবীর উদ্দেশক মন্ত্রবিশেষ।

বর্ণতা (স্ত্রী) বর্ণ-তল্-টাপ্। বর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বর্ণতাল (পুং) রাজভেদ।

বর্ণতূলি (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলিরিব। লেখনী। (শব্দরত্না°)

বর্ণতুলিকা (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলিকেব। লেখনী। (হারাবলী)

বর্ণতুলী (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলীব। লেখনী। (ত্রিকা°)

বর্ণত্ব (ক্লী) বর্ণস্য ভাবঃ ত্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বর্ণদ (ক্লী) বর্ণং দদাতীতি দা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ কালীয়ক। (ত্রি) ২ বর্ণদাতা।

বর্ণদাতৃ (ত্রি) বর্ণস্য দাতা। বর্ণদায়ক।

বর্ণদাত্রী (স্ত্রী) বর্ণং দদাতীতি দা-তৃচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হরিদ্রা।

বর্ণদূত (পুং) বর্ণা এব দূতা যত্র। লিপি। পর্য্যায়—লেখ, বাচিক, হারক, বক্তিমুখ। (ত্রিকা°)

---

* "সমীরিতঃ সমারেণ সুষুম্নারন্ধ্রনির্গতাঃ।
ব্যক্তিং প্রয়াস্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানঘট্টিতাঃ॥
উচ্চৈরুন্মার্গগো বায়ুরুদাত্তং কুরুতে স্বরম্।
নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ॥
অর্দ্ধৈকদ্বিত্রিসংখ্যাভির্মাত্রাভির্লিপয়ঃ ক্রমাৎ।
সব্যঞ্জনহ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞা ভবন্তি তাঃ॥" (প্রপঞ্চসার ৩ পটল)

বর্ণদূষক (ত্রি) বর্ণান্ দূষয়তীতি দূষ-ণ্বুল্। বর্ণসমূহের দোষোৎপাদক। জাতিভ্রংশকর।

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥" (মনু ১০।৬১)

বর্ণদেশনা (স্ত্রী) শব্দশিক্ষা।

বর্ণদ্বয়ময় (ত্রি) দুইটী পদাংশসম্বলিত।

বর্ণধর্ম্ম (পুং ক্লী) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং ধর্ম্মঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ণশব্দে উক্ত চারি বর্ণের যথাকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বিধিনিষেধাদি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিষয়ে বর্ণবিশেষের আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শব্দে যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল। এতদ্ভিন্ন অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি বিভিন্নজাতির মহাভারতবর্ণিত ধর্ম্মবিধান নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

ভীষ্ম কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম-সমুদয় এবং কেবল বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যাতে যে পুত্র জন্মে, তিনি ব্রাহ্মণের আত্মা বা ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যায় মাতৃজাতীয় পুত্রগণ ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত উভয় হইতে হীনরূপে প্রসূত হয়। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ শবস্থান শ্মশান-তুল্য, শূদ্র অপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শূদ্রা-পুত্রকে পারশব কহিয়া থাকেন। সেই পুত্র স্বকীয় কুলের শুশ্রূষক হইবে এবং নিয়ত নিজ চরিত্র পরিত্যাগ করিবে না। সে সমস্ত উপায় অবধারণ করিয়া নিজ কুলের উপকরণ সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিবে; পারশব ব্রাহ্মণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার ও শুশ্রূষা করিবে এবং দানপরায়ণ হইবে। ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্রা ভার্য্যাতে হীনবর্ণ উগ্র-নামক শূদ্র জাতি জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্যের দুই ভার্য্যা, দুই পত্নীতেই উহার বৈশ্য পুত্র জন্মে। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা, তাহাতে শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট অধম পুত্র যদি ব্রাহ্মণ-দারাদি প্রধর্ষণ করে, তবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিগর্হিত চণ্ডালাদি বাহ্যবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে চতুর্ব্বেদের বহির্ভূত ভূপতিগণের স্তুতিকারক সূত-জাতীয় সন্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে অন্তঃপুর-রক্ষণ-কার্য্যকারী সংস্কারানর্হ বৈদেহ-জাতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণীতে অতি উগ্রস্বভাব বধার্হ চৌরাদির শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভাগে বসতিকারী চণ্ডাল-পুত্র উৎপাদন করে; এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জাতি সকল কুলপাংসন। ইহারাই বর্ণসঙ্করজাত। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ব্যতিক্রমে মৎস্যঘাতী নিষাদ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর বৈশ্যাতে গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট পুত্র জন্মে, তাহাকে আয়োগব বলা যায়; স্বধনজীবী তক্ষা ব্রাহ্মণগণের অপ্রতিগ্রাহ্য। অম্বষ্ঠ, পারশব, উগ্র, সূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব, ইহারা সযোনি ও অনন্তর যোনিতে অর্থাৎ ব্যবহিত নীচ যোনিতে সদৃশবর্ণ ও মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি ভার্য্যাদ্বয়ে স্বজাতীয় সন্তান সম্ভূত হয়, স্বজাতির আনন্তর্য্য বশতঃ প্রধানানুসারে বাহ্যবর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারাও সযোনিতে সদৃশ বর্ণ উৎপাদন করে, আর পরস্পরের পত্নীতে বিগর্হিত পুত্রসমুদয়ের জন্ম দান করিয়া থাকে। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রূপ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বর্ণ প্রসূত হইয়া থাকে। অগম্যাগমন নিবন্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরন্ধ্রী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন-কার্য্যজ্ঞ এবং তাঁহাদিগের দিব্য অঙ্গরাগঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা সন্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। মাগধ-বিশেষ কর্ত্তৃক সৈরন্ধ্র-যোনিতে বাগুরাবন্ধজীবী আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। মাগধীতে বৈদেহ-কর্ত্তৃক মদ্যকর মৈরেয়ক নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। নিষাদজাতি মদ্‌গুর অর্থাৎ মদ্‌গু নামক মৎস্যোপজীবী ও নৌকোপজীবী দাস-সন্তান প্রসব করে, আর চণ্ডাল শ্বপাক নামে বিখ্যাত মৃতপ অর্থাৎ শ্মশানাধি-কারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মাগধী বাগুরোপজীবী ক্রূর পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদিগের কার্য্য মাংসবিক্রয় ও মাংস-সংস্কার। এই কার্য্য হইতেই উহাদের দুই জনের মাংস ও স্বাদুকর নাম হইয়াছে; অপর দুই জন ক্ষৌদ্র ও সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইরূপ মাগধজাতির বৃত্তিচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আয়োগবীতে পাপিষ্ঠ, বৈদেহ হইতে মাংসোপ-জীবী ক্রূর, নিষাদ হইতে খরযানগামী মদ্রনাভ এবং চণ্ডাল হইতে খরাশ্বগজ-ভোজী পুক্কশজাতি জন্মে, ইহারা মৃতের বস্ত্র ঢাকে এবং ভিন্ন ভাজনে ভোজন করিয়া থাকে; আয়োগবীতে এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষাদীতে বৈদেহ হইতে ক্ষুদ্র, অন্ধ ও আরণ্যপশু-হিংসোপজীবী কৌমার-নামক চর্ম্মকার এই পুত্রত্রয় প্রসূত হয়, ইহারা গ্রামের বহির্ভাগে বসতি করিয়া

থাকে। নিষাদীতে চর্ম্মকার হইতে কারাবর ও চাণ্ডাল হইতে বেণুব্যবহারোপজীবী পাণ্ডুসৌপাক জাতি জন্মে। বৈদেহীতে নিষাদ-কর্ত্তৃক আহিণ্ডক নামক পুত্র প্রসূত হয়। চণ্ডাল হইতে সৌপাকে চাণ্ডালসম-ব্যবহার-বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষাদী চণ্ডাল হইতে বাহ্যবর্ণের বহিষ্কৃত শ্মশান-বাসী অন্ত্যাবশায়ী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাতৃ-ব্যতিক্রম-বশতঃ এই সমুদয় সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রচ্ছন্নভাবেই থাকুক অথবা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বধর্ম্ম দ্বারাই ইহাদিগকে জানা যায়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অপরাপর ধর্ম্মহীন জাতিভেদের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মের নিয়ম অথবা ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় হইতে অনুলোম-জাত ছয় এবং বিলোমজাত ছয়, এই দ্বাদশবিধ সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইতে ষট্‌ষষ্টি অনুলোমজাত এবং ষট্‌ষষ্টি প্রতিলোমজাত; এতদ্দ্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহা-দিগের অনুলোম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনন্ত ভেদ হইয়া উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাগুক্ত পঞ্চদশ ভেদের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এজন্য সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় নাই। যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথুনী-ভাবপ্রাপ্ত, যজ্ঞ ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত বাহ্য বর্ণসঙ্কর-জাতি সকল যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম্মানুসারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও অন্যান্য বনস্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হইয়া বাস ও নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ দ্রব্যসমুদয় প্রস্তুত করিতে থাকিবে। ইহারা গো ব্রাহ্মণ সকলের সাহায্য করিবে, সংশয় নাই। আনৃশংস্য, দয়া, সত্যবাক্য, ক্ষমা এবং স্বশরীর দ্বারা বিপন্নগণের পরিত্রাণকরণ বাহ্যবর্ণসমূহের সিদ্ধির কারণ; হে নরবর! সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান্ মানব উপদেশানুসারে পরিকীর্ত্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়া পুত্রোৎ-পাদন করিবে; যেহেতু জল-মধ্যে তরণেচ্ছু মানবকে প্রাস্তর যেমন অবসন্ন করে, তদ্রূপ নিতান্ত হীনযোনিজাত-তনয় বংশকে অবসন্ন করিয়া থাকে। ইহলোকে রমণীগণ বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিতান্ত কুপথে লইয়া যায়। নারীগণের স্বভাবই দোষের আকর, অতএব বিপশ্চিৎ ব্যক্তি সকল প্রমদাগণে অতিশয় প্রসক্ত হন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পাপযোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জানিয়া আর্য্যগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আর্য্যরূপ অথচ উৎপত্তি বশতঃ অনার্য্য ব্যক্তিকে আমরা কি প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, অনার্য্যগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব ও চেষ্টা-সমন্বিত মানবকে সঙ্করযোনিজ জানিবে, আর সজ্জনাচরিত কর্ম্ম দ্বারা যোনিশুদ্ধতা বিজ্ঞাত হইবে। ইহলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও নিষ্ক্রিয়াত্মতা কলুষযোনিজ পুরুষেই প্রকাশ হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণজাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা মাতা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন রাখিতে পারে না। তির্য্যক্‌যোনিজাত ব্যাঘ্র প্রভৃতি যেমন বিচিত্র বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সদৃশ হইয়া জন্মে, তদ্রূপ পুরুষ স্বীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। বংশস্রোতসংছন্ন হইলে যাহার যোনিসঙ্কর হয়, সেই মানব যে ব্যক্তির ঔরসে জন্মে, তাহার অল্প অথবা বহুচরিত্র অবশ্যই আশ্রয় করে। আর্য্যরূপে কৃত্রিমপথে বিচরণশীল ব্যক্তি শোভন বর্ণ বা নিকৃষ্ট বর্ণ, ইহার নিশ্চয়-বিষয়ে তাহার স্বভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সুবর্ণ যেমন বাহ্যতঃ কঠিন হইয়াও কার্য্যকালে মৃদু হয় এবং দুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ রজত যেমন নিয়ত মৃদু থাকিয়া কার্য্যকালে কঠিন হইয়া উঠে, সুজাত ও দুর্জ্জাত পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তদ্রূপ। বিবিধকর্ম্মরত বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার করিয়া অন্যথারূপে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দ্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবলতা বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য হইলেও শরীরারম্ভক স্বত্বের জ্যেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও অবরত্ব অনুসারে যাহা তুল্য হয়, তাহাই প্রমুদিত হইয়া থাকে, অন্য স্বত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র, শরৎকালের মেঘের ন্যায়, লীন হইয়া যায়। বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদাচার-বিহীন হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে না, আর শূদ্র যদি সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম, সুশীলতা, সচ্চরিত্র ও কুল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ ও ইতর যোনির মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিতে নাই, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনিতা পরিত্যাগ করিবেন।* (ভারত অনুশাসন ৪৮ অঃ)

---

* "ভীষ্ম উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥
ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥
পরং শবাদ্‌ব্রাহ্মণস্যৈষ পুত্রঃ শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ।
শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ স্বচারিত্রং নিত্যমথো ন জহ্যাৎ॥
সর্ব্বানুপায়ানথ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রম্।
জ্যেষ্ঠো যবীয়ানপি যো দ্বিজস্য শুশ্রূষয়া দানপরায়ণঃ স্যাৎ॥

বর্ণন (ক্লী) বর্ণস্তুতৌ বিস্তারে রঞ্জনাদৌ ল্যুট্। ১ স্তবন।
"ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা-
দুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।" (ভাগ° ১০।৭৪।৩০)
২ বিস্তরণ। ৩ শুক্লাদিবর্ণযোজন।

হিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্দ্বয়োরাত্মাস্ত জায়তে।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ॥
দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্ত জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥
অতোঽপি শিষ্টস্বধমো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যবিগর্হিতম্॥
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং সূতং স্তোমক্রিয়াপরম্।
বৈশ্যো বৈদেহকং চাপি মৌদ্গল্যমপবর্জ্জিতম্॥
শূদ্রশ্চাণ্ডালমত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ।
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রভো॥
বন্দী তু জায়তে বৈশ্যান্মাগধো বাক্যজীবনঃ।
শূদ্রান্নিষাদো মৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ।
শূদ্রাদায়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তক্ষা স্বধনজীবনঃ॥
এতেঽপি সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে হ্যবরা হীনযোনিষু॥
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ।
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥
যথা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্বাহ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে॥
প্রতিলোমং তু বর্দ্ধন্তে বাহ্যাদ্বাহ্যতরাং পুনঃ।
হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু॥
অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্॥
অতশ্চায়োগবং সূতে বাগুরাবন্ধজীবনম্।
মৈরেয়কং চ বৈদেহঃ সম্প্রসূতেঽথ মাধুকম্॥
নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।
মৃতপং চাপি চাণ্ডালঃ শ্বপাকমিতি বিশ্রুতম্॥
চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরং মায়োপজীবিন।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্।
বৈদেহকাচ্চ পাপিষ্ঠং ক্রূরং মায়োপজীবিনম্।
নিষাদান্মদ্রনাভং চ খরযানপ্রযায়িনম্॥
চাণ্ডালাৎ পুক্কসং চাপি খরাশ্বগজভোজিনম্।
মৃতচৈলপ্রতিচ্ছন্নং ভিন্নভাজনভোজিনম্॥
আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্তু তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রো বৈদেহকাদন্ধ্রো বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ঃ॥
কারাবরো নিষাদ্যাং তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসৌপাকস্বক্সারব্যবহারবান্॥
আহিণ্ডকো নিষাদেন বৈদেহ্যাং সম্প্রসূয়তে।
চাণ্ডালেন তু সৌপাকে চণ্ডালসমবৃত্তিমান্॥
নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিষ্কৃতম্॥
ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ॥
যদৃচ্ছয়োপসম্পন্নৈর্যজ্ঞসাধুবহিষ্কৃতৈঃ।
বাহ্যাবাহ্যৈশ্চ জায়ন্তে যথাবৃত্তি যথাশ্রয়ম্॥
চতুষ্পথশ্মশানানি শৈলাংশ্চান্যান্ বনস্পতীন্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারং পরিগৃহ্য চ নিত্যশঃ॥
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞাতা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
যুঞ্জন্তো বাপ্যলঙ্কারাংস্তথোপকরণানি চ॥
গোব্রাহ্মণার্থ সাহায্যং কুর্ব্বাণা বৈ ন সংশয়ঃ।
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ সত্যবাক্যং তথা ক্ষমা॥
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।
ভবন্তি মনুজব্যাঘ্র তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥
যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাসু নরঃ প্রজায়েত বিচার্য্য বুদ্ধিমান্।
নিহীনযোনির্হি সুতোঽবসাদয়েত্তিতীর্ষমাণং হি যথোপলোঽম্ভসে॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
নয়ন্তি হ্যুৎপথং নার্য্যঃ কামক্রোধবশানুগম্॥
স্বভাবশ্চৈব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অত্যর্থং ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কথং বিদ্যামহে বয়ম্॥

ভীষ্ম উবাচ।

যোনিসঙ্কলুষে জাতং নানাভাবসমন্বিতম্।
কর্ম্মভিঃ সজ্জনাচীর্ণৈর্ব্বিজ্ঞেয়া যোনিশুদ্ধতা॥
অনার্য্যত্বমনাচারঃ ক্রূরত্বং নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥
যথৈব সদৃশো রূপে মাতাপিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষ স্বাং নিযচ্ছতি॥

বর্ণনা (স্ত্রী) বর্ণ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ গুণকথন, পর্য্যায়—ঈড়া, স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, নুতি, শ্লাঘা, প্রশংসা, অর্থবাদ।
"বিদগ্ধা অপি বর্ণ্যন্তে বিটৈর্বর্ণনয়া স্ত্রিয়ঃ।"(কথাসরিৎসা° ৩২।১৩৬)

বর্ণনাশ (পুং) বর্ণস্থ নাশঃ ৬তৎ। বর্ণের নাশ।

"বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।

ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্থাদ্বর্ণনাশঃ পৃষোদরে॥" (উমাপতিধর)

বর্ণনীয় (ত্রি) বর্ণ কর্ম্মণি অনীয়র্। বর্ণ্য, বর্ণিতব্য, বর্ণনার যোগ্য। ২ স্তবার্হ।

"এতত্তে আদিরাজস্থ মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্।

বাণতং বর্ণনীয়স্থ তদপত্যোদয়ং শৃণু॥" (ভাগবত ৩।২২।৩৭)

বর্ণপত্র (পুং) মসৃণ কাষ্ঠফলকবিশেষ। যাহার উপর বিভিন্ন রঙ্ রাখিয়া চিত্রকর রঙ্ ফলায়।

বর্ণপাত (পুং) বর্ণস্থ পাতঃ। উচ্চারণকালে শব্দান্তর্গত বর্ণ-বিশেষের পতন বা উচ্চারণরাহিত্য।

বর্ণপাত্র (ক্লী) বর্ণস্থ পাত্রং। চিত্রকারের রঙ্ রাখিবার পাত্র, যে আধারে নীলী প্রভৃতি রঙ্ থাকে।

'মল্লিকা বর্ণপাত্রং স্থাৎ তূলিকা লেখ্যকূর্চ্চিকা।' (শব্দমালা)

বর্ণপুষ্প [ক] (পুং) বর্ণবন্তি পুষ্পাণি যস্থ কপ্। রাজতরুণী পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি৹)

বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) বর্ণবন্তি পুষ্পাণি যস্থাঃ ঙীষ্। উষ্ট্রকাণ্ডী পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি৹)

বর্ণপ্রকর্ষ (পুং) বর্ণের আতিশয্য, ঔজ্জ্বল্যের আধিক্য।

বর্ণপ্রসাদন (ক্লী) বর্ণস্থ প্রসাদনং যস্মাৎ। অগুরুচন্দন। (রাজনি°)

বর্ণবিপর্য্যয় (পুং) বর্ণের বিপর্য্যয়। যেমন—হিংস ধাতু হইতে অক্ষরবিপর্য্যয় হইয়া সিংহ হইয়াছে।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং॥"

(কাতন্ত্রটীকায় দুর্গসিংহ)

কুলে স্রোতসি সংচ্ছন্নে যস্য স্যাদ্‌যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়েত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথবা বহু॥
আর্য্যরূপসমাচারং চরন্তং কৃতকে পথি।
সুবর্ণমন্যবর্ণং বা স্বশীলং শাস্তি নিশ্চয়ে॥
নানাবৃত্তেষু ভূতেষু নানাকর্ম্মরতেষু চ।
জন্মবৃত্তসমং লোকে সুশ্লিষ্টং ন বিরজ্যতে॥
শরীরমিহ সত্ত্বেন ন তস্য পরিকৃষ্যতে।
জ্যেষ্ঠমধ্যাবরং সত্ত্বং তুল্যসত্ত্বং প্রমোদতে॥
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রং চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্‌বৃত্তমভিপূজয়েৎ॥
আত্মানমাখ্যাতি হি কর্ম্মভির্নরঃ সুশীলচারিত্রকুলৈঃ শুভাশুভৈঃ।
প্রনষ্টমপ্যাশু কুলং তথা নরঃ পুনঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্ম্মতঃ॥
যোনিষেতাসু সর্ব্বাসু সঙ্কীর্ণাস্বিতরাসু চ।
যত্রাত্মানং ন জনয়েদ্‌বুধস্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (অনুশাসন ৮৪ অঃ)

বর্ণভেদ (পুং) বর্ণস্থ ভেদঃ। বর্ণের ভেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিন্নতা। ২ রঙের ভেদ।

বর্ণভেদিনী (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

বর্ণময় (ত্রি) বর্ণবিশিষ্ট।

বর্ণমাতৃ (স্ত্রী) বর্ণস্থ মাতেব ককারাদ্যক্ষরপ্রসূত্বাৎ। ১ লেখনী।

বর্ণমাতৃকা (স্ত্রী) বর্ণানাং বর্ণমালানাং মাতৃকেব। সরস্বতী।

বর্ণমাত্রা (স্ত্রী) বর্ণস্থ মাত্রা। ককারাদি বর্ণের হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা।

বর্ণমালা (স্ত্রী) বর্ণানাং মালা। ১ জাতিমালা, বর্ণশ্রেণী। ২ অক্ষরশ্রেণী। সংস্কৃতে বর্ণমালা ৫০টী, জপবিষয়ে বর্ণমালা ৫১টী। তন্ত্রে ৫১টী বর্ণমালার নির্দ্দেশ ও তাহার জপের বিধান আছে। ইংরাজী বর্ণমালা ২৬টী, ফরাসী ২৩টী, আরবীয় ২৮টী, পারসীয় ৩১টী, তুরকী ৩৩টী, হিব্রু ২২, রুষীয় ৪১, গ্রীক্ ২৪, লাটিন্ ২২, ডচ্ ২৬, স্পানীস্ ২৭, ইতালীয় ২০, তাতার ২০২, ব্রহ্ম ১৯, চীনদেশে বর্ণমালা শব্দাত্মক, এই শব্দের সংখ্যা প্রায় ৮০০০০ হাজার। [বর্ণলিপি দেখ।]

বর্ণয়িতব্য (ত্রি) বর্ণনীয়, বর্ণনাযোগ্য।

বর্ণরাশি (পুং) বর্ণসমূহ, বর্ণমালা।

বর্ণরেখা (স্ত্রী) বর্ণা লিখ্যন্তেঽনয়েতি লিখ-করণে ঘঞ্ বলয়োরৈক্যং। কঠিনী, খড়ি। (ত্রিকা৹)

বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (Alphabetic writing।)

সভ্যজাতি স্ব স্ব ভাষায় মনোভাব ও স্বরপ্রকাশ করিবার জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি। জগতে সভ্যজাতির সংখ্যাও যত বেশী, ভাষাভেদে তাঁহাদের মধ্যে অক্ষরের প্রকারভেদও তত বেশী। সভ্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার সৃষ্টি।

ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলেও সর্ব্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহাই আমাদের প্রথম আলোচ্য।

বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, ঋগ্বৈদিক সভ্যতাই জগতের সর্ব্বাদিম সভ্যতা। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই বৈদিক সভ্যগণের বংশধর। দেখা যাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না এবং ভারতীয় বর্ণলিপির কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল।

পাশ্চাত্য মত।

মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা এই, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে লিপি বা লেখনপদ্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, অথচ তাহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্রভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র ঋগ্বেদের ১০টী মণ্ডলের

মধ্যে ১০৫৮০টী ঋক্ এবং প্রায় ১৫৩৮২৬টী শব্দ পাওয়া যায়। যখন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি ঋক্ বিশুদ্ধ ও সংপূর্ণ ছন্দোবন্ধে কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহা কেবল স্মৃতি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। মোক্ষমূলর বলেন, একথা শুনিতে বিস্ময়জনক বটে, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিরূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তাহা আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষে লিখিত চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণিত শিশুশিক্ষার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইৎসিং ভারতীয় বালকদিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন—'প্রথমে শিশু ৪৯টী অক্ষর শিখে, তৎপরে ৬ষ্ঠ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১০০০০ যুক্তাক্ষর বা আর্কফলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক (বা অনুষ্টপ্ ছন্দের) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস করা হয়। পরে আট বৎসরে তাহারা পাণিনিব্যাকরণ শিক্ষা করে; ইহাতে ১০০০ সূত্র আছে, শিখিতে ৮ মাস সময় লাগে। তৎপরে ধাতুপাঠ ও ৩টী খিল শিখিতে আরম্ভ করে। দশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে খিল পাঠ শেষ হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণিনির সূত্রভাষ্য শিখিতে আরম্ভ করে, ৫ বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। সূত্রভাষ্য পাঠকালে একদণ্ড আলস্য করিলে চলিবে না। দিবারাত্র মুখস্থ করিতে হইবে। এই সূত্রভাষ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত কবিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার জন্মে না।' এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, 'ঐরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারে।' তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য কবিয়া লিখিয়াছেন, 'তাঁহারা তাঁহাদের চারিবেদকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, ঐ চারি বেদে প্রায় লক্ষ শ্লোক আছে। বেদচতুষ্টয় কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন। আমি স্বচক্ষে এরূপ লোক দেখিয়াছি।' ইৎসিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন বৈদিকযুগে শিক্ষারীতি অতি সুপ্রণালীবদ্ধ থাকিলেও তৎকালে পুস্তক, গ্রন্থ, চর্ম্ম, পত্র, কলম, লিপি বা মসির কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতবাসী এই সকলের নাম পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে সমুদায়ই অতিযত্ন সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।*

তবে কোন্ সময়ে ভারতে বর্ণলিপির উৎপত্তি হইল? ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্য্যন্ত ভারতে যত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্ব্বপ্রাচীন। দুই প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে—এক প্রকার লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি স্পষ্টতঃ অরমীয় (Aramæan) বা সেমিটিক্ বর্ণলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার লিপি বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে লেখা। এই লিপি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথানিয়মে সেমিটিক্ বর্ণলিপি হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের হস্তে ভারতের বাহিরে বহু দূরদেশে যে সকল লিপি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত হইয়াছিল।† এইরূপে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে যুক্তি দ্বারা ও অক্ষর-বিন্যাস দেখিয়া ভারতীয় বর্ণলিপিকে বিদেশীয় লিপিজাত বলিতে চান, তাহা নূতন কথা নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ উইলিয়ম্ জোন্স ভারতীয় লিপির সেমিটিক উদ্ভবের আভাস দিয়া যান।

তৎপরে কপ্, লেপ্সিয়াস, বেবের, বেন্‌ফী, হুইট্‌নি, পট, বেস্টারগার্ড, নর্স্, লেনরমন্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির সেমিটিক-মূলতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন ফিনিক বর্ণলিপি হইতে এবং ডিকের মতে প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরীয় কীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে। টেলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন প্রকার সেবীয় (Sabian) লিপি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় অবশেষে তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান, হাড্রাম, অরমা, নেবা অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এদিকে অধ্যাপক ডৌসন, টমাস, কানিংহাম্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারত স্বীয় বর্ণমালার জন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহেন। ডৌসন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—ভারতবাসী আপনারাই যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিষয়ে হিন্দুগণ সভ্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা

* Max Müller, India, what can it teach us, p. 207-216.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 206.

শব্দশাস্ত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর-তানের যেরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের চিহ্নগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্রলিপির ন্যায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন খননযন্ত্র হইতে অশোকলিপির খ, যব হইতে অন্তঃস্থ য, দন্ত হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণা হইতে ব, লাঙ্গল হইতে ল, হস্ত হইতে হ, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে শ। ইত্যাদি।

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য চলিয়াছিল। ফিনিক জাতিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

উভয় পক্ষের মতামত আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার বুহ্লর, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রকাশ করেন—কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসমীচীন। দাক্ষিণাত্যে ভট্টিপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে কখনই চিত্রলিপির সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে না। বুহ্লর নিজমত সমর্থন করিবার জন্য প্রকাশ করেন,—

খৃষ্টপূর্ব্ব ৮৯০ অব্দে উৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম সেমিটিক অক্ষরের ধ্বন্যাত্মক (Phonetic) লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ব্রাহ্মীলিপির বহু অক্ষরের অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই দুইটী আবার দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ার খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের হে এবং তউ এই দুই ফিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে। এইরূপে শ এবং ষ এই অক্ষরও খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অরমীয় অক্ষর হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক ও লিপিশাস্ত্রীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে যে সকল অরমীয় লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন অরমীয় লিপির অনুরূপে আধুনিক স, ষ, শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ৮৯০ ও ৭৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধদিগের বাবেরুজাতক পাঠে জানা যায় যে, বাবেরু (Babylon) হইতে ভারতে বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিমভারতে ভরুকচ্ছ (ভরোচ) ও সূর্পারক (সুপারা) নামক স্থান সমুদ্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বৌধায়ন ও গৌতমধর্ম্মসূত্রেও যাত্রীর উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। ঋগ্বেদেও সমুদ্র-যাত্রার উল্লেখ আছে। সিরীয় বণিকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। এইরূপে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ বর্ষ হইতে চলিল ফিনিকীয় (Phoenician) বণিক্‌দিগের যত্নেই ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত-স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

ডাক্তার বুহ্লর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, যে যে প্রমাণ ও যুক্তিবলে প্রসিদ্ধ জর্ম্মণপণ্ডিত ফিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ ফিনিক বর্ণ-মালা এত অসম্পূর্ণ ও এত অল্পসংখ্যক যে, তদ্দ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের উচ্চারণপ্রক্রিয়া বা লিখনপ্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ব্রাহ্মী লিপির তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উভয় প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টী বর্ণমালার মধ্যে দুই একটীর সামঞ্জস্য দেখিয়া সকলগুলিকে ফিনিক-বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

বৈদিক বর্ণমালার উৎপত্তিকাল।

অতীত ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে যে বহু সহস্র বর্ষ, এমন কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যসভ্যতার সুবীজ অঙ্কুরিত হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মস্তকোত্তোলন করে নাই, যখন সমুচ্চ আল্‌পশৈল একটী নাত্যুচ্চ পর্ব্বতরূপে উঠিতেছিল, যখন বর্ত্তমান এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টির আধার ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে, সেই সুদূর অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর স্কন্দনাভ হইতে পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির 'প্রত্নৌকস্' বা আদি জন্মভূমি সুবিস্তৃত ছিল। আজ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়া সুখী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এবং উপাদেয় ফলমূলবৃক্ষাদি উৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর-মহাদেশই এক সময় আর্য্যদেবগণের নন্দনকানন বলিয়া গণ্য ছিল। যতদিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন তুষারসম্পাতে আর্য্য-

ভূমি সুমেরুর (Arctic regions) প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও য়ুরোপের উত্তর মেরু শীতল গ্রীষ্ম এবং উষ্ণ শীত ঋতুমণ্ডিত অর্থাৎ চিরবসন্ত বিরাজিত সকল উপাদেয় ফল মূলের উত্থান স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০০ বর্ষেরও পূর্ব্বকার কথা।[১] তখন হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যাগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

নানা সত্রের সম্পাদনকল্পে ঋষিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন সমস্যা উদিত হইয়াছিল। [বেদ দেখ] অঙ্কবিদ্যা ব্যতীত সেই সকল সমস্যাপূরণ সম্ভবপর নহে! অঙ্কপাত ব্যতীত কঠিন গণনা সাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণবিন্যাস ব্যতীত কিরূপে অঙ্কপাত করা যাইবে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর-বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কিরূপ লিপির সাহায্যে সেই সকল বর্ণ বা অঙ্কপাত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যে সেই আদি বৈদিকযুগেই নানাবর্ণমালার বা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়। নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্দ সমুচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন মোটামুটী স্বীকার করা যায় যে, বৈদিক বর্ণ-মালার বিকাশও সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখ্য বা প্রতি-শাখার বৈদিক পঠনপাঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই 'স্বরতঃ' ও 'বর্ণতঃ' পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং আদি বৈদিক মন্ত্রসমূহ কেবল যে স্বরানুস্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্ট ছিল, তাহাও সকলে জানিতেন। অবশ্য এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই যে, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে সুমেরু-নিবাসী বৈদিক দেবর্ষিগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা অবিকৃত আকারেই আর্য্যাবর্ত্তে পৌছিয়াছিল এবং এখন যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই হিম-প্রলয়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিম-প্রলয়ের সময়ে বিষম তুষারসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে যে কয়জন আর্য্যসন্তান রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রুতিবিভ্রম ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ মেরু (Pamir) ও সমুচ্চ হিমালয় প্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র শুনিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রুতি' বলিয়া গণ্য হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে পরবর্ত্তিকালে সেই শ্রুতির উচ্চারণের যে কিছু কিছু পার্থক্য না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে এবং স্থানবিশেষে আর্য্যসন্তান যে কেহ সেই আদি মন্ত্রগুলিও স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী করিয়া না লইয়াছিলেন, এমন নহে।

বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থে লিখিত আছে—

"পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"*

(শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ৭।৬)

অর্থাৎ পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেই দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (বেদবাণী) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ঐ উত্তরদিক্ কোথায়? সেই স্থান কশ্মীরের উত্তরে* মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরস্বতী নদী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের ন্যায় পারসিকদিগের বেদ বা আদিধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তাতেও 'হরকুইতি' বা সরস্বতী বাগুৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবস্তিক মতাবলম্বিগণ সারস্বত প্রদেশ ছাড়িয়া অনার্য্যসমাকুল সুদূর উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্ম্মবিপ্লবহেতু আদি আবস্তিক বা বৈদিক বাক্ বা শ্রুতি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্তায় এবং বেদে ভাষায় ও উচ্চারণে এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তবাসী বৈদিক আর্য্যসন্তান-গণ সারস্বতসংস্রব পরিত্যাগ না করায় এবং উত্তরদিকের সেই প্রাচীন বাক্‌ধারা শ্রুতিতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসায় ভারতীয় বেদ আজও প্রাচীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। তাই আমাদের বেদ আজও "শ্রুতি" নাম বহন করিতেছে।

ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপির উৎপত্তি।

ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতি-র্বিদ্ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে এখন হইতে

---

(১) B. G. Tilak's Arctic Home in the Vedas, p. 26.

* শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন,—

'প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তাতে।'

এইরূপে তিনি কশ্মীরই সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্য-পুরাণমতে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান বিন্দুসর (১২০।৬৪), বর্ত্তমান নাম সরীকুল হ্রদ। এক সময়ে এই সরীকুল পর্য্যন্ত কশ্মীর দেশ বিস্তৃত ছিল। ইহা আর্য্যজাতির বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।

প্রায় ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বকার জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে, সুতরাং শতপথব্রাহ্মণের কতকাংশ যে ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শতপথব্রাহ্মণেরও বহুপূর্ব্বে যজুঃসংহিতা এবং তাহার বহুপূর্ব্বে ঋকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বাসন্ত বিষুবদিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতীয় আর্য্যজাতি জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং ঋকসংহিতার প্রাচীনতর জ্যোতিষাংশ গণনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ৬০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-জ্যোতিষী ও পুরাতত্ত্ববিদ্ জাকোবি (Jacobi) বেদের জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বা এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ধ্রুব-নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। [জ্যোতিষ শব্দে ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার জন্য অন্ততঃ ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধই হইয়া থাকিবে, তবে বেদের অপর নাম শ্রুতি হইল কেন? এবং বেদসংহিতায় বা প্রাচীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি বা লিপিবাচক কোন প্রকার শব্দের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আদি বাস ছাড়িয়া আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্ব শ্রুতি লইয়া দক্ষিণমুখে সরপস্ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্ত্তমান সরীকুল) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্ত্তী বৈদিক ও আবস্তিক আর্য্যজাতির নিকট, পরে "প্রত্নৌকস্" বা প্রাচীনবাসভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বেদের অনেক মন্ত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক আর্য্যগণ সিন্ধু, শতদ্রু, আপয়া, গঙ্গা ও সরস্বতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ ও সারস্বত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা ঋকসংহিতা হইতেই পাওয়া যায়। [আর্য্যশব্দ দেখ।] আর্য্যসন্তানগণ যে "শ্রুতি" লইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ঋকসংহিতায় (১০।৭১।৪) আমরা এইরূপ মন্ত্র পাইতেছি—

"উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্ব শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।"

উক্ত ঋক্‌টীর ভাবার্থ এই—কোন কোন লোক বাক্যকে দেখে অথচ দেখে না। আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অথচ শুনে না। অপর লোক শুনাইলেও বাক্য তাহার নিকট অশ্রুতের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। কাময়মানা রমণী শোভনবস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজ পতিকে যেরূপ দেহ সমর্পণ করে, বাক্য সকলও সেইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) দ্বিবিধ লোক ব্যতীত অন্য এক প্রকার লোককেই নিজ মূর্ত্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

উদ্ধৃত প্রমাণে মন্ত্রের দর্শন, শ্রবণ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ হইতে আমরা কি মনে করিতে পারি না যে অজ্ঞ, বিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ এই তিন প্রকার পাঠকই ছিল এবং এই সঙ্গে দর্শনের বিষয়ীভূত বর্ণলিপি, শ্রবণের বিষয়ীভূত শ্রুতি ও মন্ত্রমূর্ত্তি বা মূর্ত্তিবিশিষ্ট লিপি এই তিনেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোন অক্ষর বা চিহ্ন না থাকিলে বাক্যকে দর্শন করা যায় কিরূপে? সংহিতার অর্থ ব্রাহ্মণে অনেকটা বিশদীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৩।৪) আছে—

"তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মভ্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনু পর্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্ গায়ত্রী যথাবিত্ত মেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথাবিত্ত মেব ব ইতি তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যাহুর্যথাবিত্ত মেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতস্‌সবন মুদযচ্ছং তাং গায়ত্র্যব্রবীদাস্ত্বপি মেহত্রাস্তিতি সা তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসন্ধেহীতি তথেতি তা মুপ সমদধাদেতদ্বৈ তদ্‌গায়ত্র্যৈ মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়-স্তোত্রে প্রতিপদো যশ্চানুচরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবন মুদযচ্ছন্" ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই অপর দুইটী ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমরা যে যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সেই অক্ষর কয়টী আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন—না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন—তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন—তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে আট অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে

আট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। ত্রিষ্টুপ্‌ও একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্য স্থলেও (১।১।৫) দেখা যায়—

"অনুষ্টুভৌ স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি।"

যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি দুইটী অনুষ্টুভ্ ব্যবহার করিবেন। 'দুই অনুষ্টুভে ৬৪ অক্ষর আছে।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের মতেও অনুষ্টুভে ৬৪ অক্ষর আছে,—

"দ্বাত্রিংশদক্ষরানুষ্টুপ্ চত্বারোঽষ্টাক্ষরাঃ সমাঃ।" (ঋক্‌প্রা° ১৬।২৭)

অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টী অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টী অক্ষরে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যস্থানেও "তেভ্যোঽভিতস্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকারঃ উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকধা সমভবৎ তদেতৎ ওমিতি।" অর্থাৎ তাহার ভিতর তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে—অকার, উকার ও মকার; এই তিনটী একত্র হইয়া তবে 'ওম্' হইয়া থাকে।

এইরূপ উক্তি দ্বারা অক্ষর শব্দের স্পষ্টই বর্ণবাচকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।৪।৪)

"স্তৌরিত্যেতৈরেবৈনং তৎ কামৈঃ সমর্দ্ধয়তীতি নু পূর্ব্বং পটলং"

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও উদ্ধৃত প্রমাণটী পাওয়া যায়। (আশ্বলায়ন শ্রৌত° ৪।৬।৩)

এখানে 'পূর্ব্ব পটল' গ্রন্থাংশবাচী, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতীব প্রাচীন কালেও গ্রন্থবিভাগ ছিল এবং বল্কত্বক্ প্রভৃতি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে ঐরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলেও কেবল পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া নহে, এদেশীয় ইংরাজী অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, বৈদিক কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। এ কারণ বেদে লিখিবার উপকরণ বা লিপির কোন্ উল্লেখ নাই,—এমন কি কিছুতেই তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আর্য্যগণ লিপির ব্যবহার জানিতেন। যাঁহারা সেই বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহাদের সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিল কি না সন্দেহ, তাঁহারা পড়িতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না,—তাঁহারা নিরক্ষর (unlettered) ও লিপিজ্ঞানবর্জ্জিত * ছিলেন, এরূপ উক্তি কি প্রলাপবাক্য নহে?

* Isaac Taylor's Alphabet, Vol, I. p. 2-3.

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ ছিল এবং মন্ত্রমূর্ত্তিও অনেকের জানা ছিল। শুক্লযজুর্ব্বেদে (১৫।৪)—"অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ পদপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ বিষ্টারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দঃ" এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। এখানে ভাষ্যকার মহীধর ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দের অর্থ করিয়াছেন, 'ক্ষুর বিলেখন-খননয়োঃ ক্ষুরতি বিলিখতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমিতি' 'ভ্রাজতে দীপ্যত ইতি ভ্রজঃ' অর্থাৎ ক্ষুর অর্থে বিলেখন ও খনন। বিলেখন ও খনন দ্বারা অক্ষরবদ্ধ যে ছন্দঃ ভ্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দ বলে। এই ক্ষুরভ্রজ শব্দ দ্বারা কি মনে হইতেছে না যে, এখন যেমন উড়িষ্যায় খন্তী নামক ক্ষুরশলাকা আছে, বৈদিককালে সেইরূপ খুদিয়া লিখিবার উপযুক্ত কোন প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী দ্বারা ছন্দঃ লেখা হইত। এই লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আর্য্যগণ কোন প্রকার বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যগুলিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, নিরুক্তের পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন, কারণ নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[পাণিনি দেখ।]

পাণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি যে বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সময়ে যে বর্ণলিপি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, তাহার সময় "শিশুক্রন্দীয়" নামক বালবোধক পুস্তক প্রচলিত ছিল, সে কথাও পাণিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাণিনির পূর্ব্বে বেদের প্রাতিশাখ্যের রচনা। এরূপ স্থলে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের কাল ধরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোষপরিহারের জন্য প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি।

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "লোপোঽদর্শনম্" অর্থাৎ কোন বর্ণের অদর্শনকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে সুপ্রাচীন প্রাতিশাখ্যগুলিতেও বহু সূত্র দৃষ্ট হয় যথা—

"লোপ উদঃস্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য।" (অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য ২।১।১)—

(বাজসনেয়প্রাঃ ৪।৯৫, তৈত্তিরীয়প্রাঃ ৫।১৪।)

"অন্তস্থোষ্মসু লোপঃ।" (অথর্ব্বপ্রা° ৩।৩২,=ঋক্‌প্রাতি° ৪।৫, বাজসনেয় প্রাতি° ৪।১, তৈত্তিরীয়প্রাতি° ১৩।২।)

বেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের সার্থকতা থাকে না। তার পর রেফের প্রয়োগ। ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব

প্রভৃতি সকল প্রাতিশাখ্যেই রেফের নিয়োগ ও রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববিধান বর্ণিত আছে।
(ঋক্প্রাতি° ১৫, বাজসনেয়প্রা° ১।১০৪, অথর্ব্বপ্রা° ১।৫৮)

পুষ্পঋষি-প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্যতেও এইরূপ লোপ, রেফ ও অবগ্রহের কথা পাইতেছি।

বেদ যদি কেবল শ্রুতিতে পর্য্যবসিত থাকিত, তাহা হইলে বেদে রেফ্, অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং দ্বিত্ব কোথায় হইবে; এরূপ নিয়ম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ব্বকালে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্ব্বাদিম শাব্দিক। যথা—
"বাক্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণৈমহং চৈব বায়াব চ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ্যাত। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তদেতদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্ ॥"*

ভাবার্থ এইরূপ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য। ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ হইতে আরও দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭।২) আছে— "একা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চ চাযুতং চ নিযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ প্রযুতং চার্ব্বুদঞ্চ ন্যর্ব্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ পরার্দ্ধঃ।"

পরার্দ্ধ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল শ্রুতির সাহায্য লইলে চলিবে না, অঙ্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। ঋক্সংহিতায় (৫।৪০।৯) দেখুন—

"যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্বিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্ ॥"

ভাবার্থ এই—অসুর রাহু নিজ ছায়ার দ্বারা সূর্য্যকে যে বিদ্ধ করে, সে বেধ অত্রিগণই জানিতেন, অন্য ঋষিরা তাহা জানিতে সমর্থ হন নাই।

উক্ত ঋক্ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রেয়গণই গ্রহণগণনার আদি গুরু। গ্রহবেধ যে মুখে মুখে হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বৈদিক যুগে যদি বর্ণলিপির বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুখে শুনিয়া মুখে মুখে বেদাভ্যাস করিবার নিয়ম রহিয়াছে কেন? এমন কি, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে চীনপণ্ডিত ইৎসিং ভারতে আসিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ঐরূপ বেদাধ্যয়নের কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন?

ধর্ম্মশাস্ত্র গুরুর মুখে শুনিয়া শিষ্য কণ্ঠস্থ করিবে, এইরূপই নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে;—ইৎসিংএর বিবরণ পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধসমাজেও ঐরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ গুরুমুখে শুনিয়া কণ্ঠস্থ কবিবার রীতি ছিল।*

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পদ্ধতি ঐরূপ থাকিলেও বেদ লিপিবদ্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন,—

"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভুবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মস্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি চ ॥" (নিরুক্ত ১।২০)

যাঁহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার বা দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই সকল ঋষি, যাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ শ্রুতর্ষিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই শ্রুতর্ষিগণ আবার উপাধ্যায়রূপে উপদেশ দ্বারা 'গ্রন্থতঃ' ও 'অর্থতঃ' মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার অর্থগ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেখিয়া খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ (নিঘণ্টু), বেদ ও বেদাঙ্গ সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা সেই বেদ বেদাঙ্গ সঙ্কলিত হয়? তদ্বিষয়ে নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ। তে একবিংশতিধা বহ্বৃচ্যম্। একশতধা আধ্বর্য্যবং সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্ব্বণং। বেদাঙ্গান্যপি। তদ্ যথা। ব্যাকরণমষ্টধা নিরুক্তং চতুর্দ্দশধা ইত্যেবমাদি। এবং সমাম্নাসিষুর্ব্বেদেন গ্রহণার্থং। কথং নাম ভিন্নান্যেতানি শাখান্তরাণি লঘূনি সুখং গৃহ্ণীয়ুরেতে শক্তিহীনা অল্পায়ুষো মনুষ্যা ইত্যেবমর্থং সমাম্নাসিষুরিতি।"

সহজবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাঁহারা বেদ সঙ্কলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহ্বৃক্যুক্ত ঋগ্বেদ ২১টী শাখায়, অধ্বর্য্যুর কার্য্য সম্বন্ধীয় যজুর্ব্বেদ ১০১ শাখায়, সামবেদ ১০০০ শাখায়, অথর্ব্ববেদ ৯টী শাখায় বিভক্ত হয়। বেদাঙ্গও এইরূপে ভাগ করা হইয়াছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিরুক্ত ১৪ ভাগ।

* 'অত্র পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘস্তনিতবদখণ্ডাকারা অবিদিতপদবাক্যপ্রত্যেকেতি যাবৎ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবমবক্রমণং অখণ্ডয়া বাচোবিচ্ছেদনং কৃতেত্যাদি' (ভাষ্য)

* Max Muller's India, what can it teach us? p. 311.

এরূপ সঙ্কলনের কারণ কি? এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সহজেই শক্তিহীন অল্পায়ু মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। *

বেদ গ্রন্থাকারে যে লিপিবদ্ধ হইত, মহাভারতের এই বচন কয়টী পাঠ করিলে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।—

"যদেতদ্ভবতা প্রোক্তং তবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্যথা চৈতন্নিগৃহ্লাতি তথা ভবান্॥
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্ব্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্ত তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর॥
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ভারং স বহতে তস্ত গ্রন্থব্যর্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্ত গ্রন্থাগমো বৃথা॥"

(শান্তিপর্ব্ব ৩০০।১১-১৪)

(বশিষ্ঠ জনককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—আপনি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যে এই নিদর্শন বলিলেন এবং মনে মনে যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঐরূপই বটে। আপনি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় গ্রন্থই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যথাবৎ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যিনি বেদের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ অভ্যাসে অনুরক্ত হইয়া তাহার তত্ত্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে না পারেন; তাহার গ্রন্থ অভ্যাস বিফল। যিনি গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে গ্রন্থের ভারবহনই সার। আর যিনি গ্রন্থের অর্থ যথাযথরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার অভ্যাস বিফল হয় না।

এখন আমরা নিঃসন্দেহে জানিতেছি যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ ও 'গ্রন্থ' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাই মনুসংহিতার (৭।৪৩) টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"ত্রিবেদীরূপবিদ্যাবিদ্ভ্যঃ ত্রিবেদীমর্থতো গ্রহণঞ্চাভ্যসেৎ।"

রঘুনন্দনও বৃহস্পতির প্রাচীন বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অর্থাৎ ৬ মাসের পর লোকের ভুল হইয়া থাকে, তাই বিধাতা পুরাকালে অক্ষর সৃষ্টি করিয়া পত্রনিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই যে ভারতে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বর্ণলিপি অভ্যাস করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে জানিতে পারি যে, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান্ অশোকবনে উপস্থিত হইয়া সীতার দর্শন পাইলেন এবং আপনার ও রামের পরিচয় দিয়াও যখন সীতার সন্দেহ দূর করিতে পারিলেন না, তখন তিনি সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

"বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্॥" (সুন্দরকাণ্ড৩৬।২)

উদ্ধৃত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই, প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই ঐ শ্লোকটী ধরিয়াছেন। রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীর উপর সুন্দরকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লোকটী বাল্মীকির নিজস্ব। তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যসূত্রে পূর্ব্বতন আচার্য্যরূপে বাল্মীকির নাম গৃহীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বাল্মীকির সময়ে অর্থাৎ বৈদিকযুগের শেষভাগে অন্ততঃপক্ষে খৃঃপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দেরও পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষিত-স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বর্ণলিপিজ্ঞান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই যে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। সুতরাং খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর পর ফিনিক (Phœnician) নামক বণিক্‌দিগের নিকট হইতে ভারতবাসী লিপিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন, এ যুক্তির কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়। তাঁহার নির্ব্বাণের কিছু পরেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশসমূহ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ একত্র হইয়া ১ম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহ্বান করেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় "ললিতবিস্তরের" সমালোচনাকালে দেখাইয়াছেন যে, ললিতবিস্তরের মধ্যে যে সকল গাথা আছে, তাহা ঐ সময়ে (খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। * সেই গাথায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

* "সাক্ষাৎকৃতো যৈর্ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ প্রতিবিষ্টেন তপসা। তে যে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। কে পুনস্তে ইতি উচ্যতে। ঋষয়ঃ ঋষন্তি অমুষ্মাৎ কর্ম্মণ এবমাগবতা মন্ত্রেণ সংযুক্তাদমুনা প্রকারেণৈবং লক্ষণফলবিপরিণামো ভবতীতি ঋষয়ঃ ঋষির্দর্শনাদিতি বক্ষ্যতি। তদেতৎকর্ম্মণঃ ফলবিপরিণামদর্শনমৌপচারিক্যা বৃত্ত্যোক্তং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ইতি। ন হি ধর্ম্মস্য দর্শনমস্ত্যঽস্তাপূর্ব্বো হি ধর্ম্মঃ। আহ কিং তেষামিত্যুচ্যতে। তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। তে যে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণস্তেঽবরেভ্যোঽবরকালীনেভ্যঃ শক্তিহীনেভ্যঃ শ্রুতর্ষিভ্যঃ। তেষাং হি শ্রুত্বা ততঃ পশ্চাদৃষিত্বমুপজায়তে ন যথা পূর্ব্বেষাং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মণাং শ্রবণমন্তরৈব। আহ—কিং তেভ্য ইতি। তেঽবরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধ্যায়িকয়া বৃত্ত্যা মন্ত্রান্ তেভ্য ইতি। তেঽবরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধ্যায়িকয়া বৃত্ত্যা মন্ত্রান্ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ সম্প্রাদুঃ সম্প্রত্তবন্তঃ। তেঽপি চোপদেশেনৈব জগৃহুঃ। ...উপদেশায় উপদেশার্থং। কথং নাম উপদিশ্যমানমেতে শক্নুয়ুর্গ্রহীতুমিতি এবমর্থমধিকৃত্য গ্লায়ন্তঃ খিদ্যমানাঃ তেষগৃহ্নৎস্যু তদনুকম্পয়া তেষামায়ুষঃ সঙ্কোচমবেক্ষ্য কালানুরূপাঞ্চ গ্রহণশক্তিং বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং গবাদিদেবপত্ন্যন্তং সমাম্নাযবন্তঃ কিং মন্তমেতেনেত্যুচ্যতে।"

* Dr. Rajendra Lal Mitra's Lalita Vistara, Intro. p. 56,

"সা গাথলেখলিখিতে গুণ অর্থযুক্তা
যা কন্ত ঈদৃশ ভবেন্ মম তাং বরেথাঃ।" (ললিতবিস্তর১২অঃ)
(শাক্যসিংহ বলেন) যে কন্যা গাথালেখ লিখিতে এবং গাথার অর্থগ্রহণে গুণবতী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।

উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সম্ভ্রান্ত-মহিলারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে কন্যা লিপিকুশলা না হইলে রাজকুমারের পত্নী হইবার যোগ্যা হইতেন না, সে দেশে বর্ণলিপির চর্চ্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই অনুমেয়। ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপিশাস্ত্রের(২) উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সেই পুরাতন কালেও লিপিশিক্ষা দিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নানা দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশাস্ত্র (Palæography and Epigraphy) প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাল।

যে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য।

উক্ত ললিতবিস্তরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—

ব্রাহ্মী ১, খরোষ্ঠী ২, পুষ্করসারী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, মগধলিপি ৬, মাঙ্গল্যলিপি ৭, মনুষ্যলিপি ৮, অঙ্গুলীয়লিপি ৯, শকারিলিপি ১০, ব্রহ্মবল্লীলিপি ১১, দ্রাবিড়লিপি ১২, কিনারিলিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, অনুলোমলিপি ১৭, অর্দ্ধধনুর্লিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাস্যলিপি ২০, চীনলিপি ২১, হূণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৩, পুষ্পলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, গন্ধর্ব্বলিপি ২৮, কিন্নরলিপি ২৯, মহোরগলিপি ৩০, অসুরলিপি ৩১, গরুড়লিপি ৩২, মৃগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বায়ুমরুল্লিপি ৩৫, ভৌমদেবলিপি ৩৬, অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগৌড়াদিলিপি ৩৯, পূর্ব্ববিদেহলিপি ৪০, উৎক্ষেপলিপি ৪১, নিক্ষেপলিপি ৪২, বিক্ষেপলিপি ৪৩, প্রক্ষেপলিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বজ্রলিপি ৪৬, লেখপ্রতিলেখলিপি ৪৭, অনুদ্রুতলিপি ৪৮, শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি ৪৯, গণনাবর্ত্তলিপি ৫০, উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫১, বিক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫২, পাদলিখিতলিপি ৫৩, দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৪, দশোত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৫, অধ্যাহারিণীলিপি ৫৬, সর্ব্বরুতসংগ্রহিণীলিপি ৫৭, বিদ্যানুলোমলিপি ৫৮, বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, ঋষিতপস্তপ্তালিপি ৬০, ধরণীপ্রেক্ষণলিপি ৬১, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দালিপি ৬২, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ৬৩ ও সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি। (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিমালার নাম উদ্ধৃত হইল, সেই গ্রন্থখানি চু-ফ-লন্ কর্ত্তৃক ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়*। এরূপ স্থলে মূল গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং তৎপরে চীনদেশে নীত হইতে অল্প সময় লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা কিন্তু তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সম্রাট্ অশোকের যত্নে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোঙ্গলীয়, পূর্ব্বে কম্বোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে লোক আসিয়া অশোকের সাম্রাজ্য মধ্যে নানাকার্য্য উপলক্ষে বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন,—এসময়ে ভারতে নানা বিদেশীয় সংস্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না।† ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই সুবর্ণযুগে এখানে যতপ্রকার লিপি প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ললিতবিস্তরকার সেই সমুদয় লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এবং নির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃঃপূর্ব্বাব্দে অশোকের সাম্রাজ্যাভিষেককার্য্য সম্পন্ন হয়। [প্রিয়দর্শী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত থাকা কিছু বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গ্রীক নাবিক নিয়ার্খ্‌সের (Nearchus) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কার্পাসবস্ত্র অথবা কাগজে অক্ষরযোজনা করিত। তাঁহার কিছুকাল পরে

---

(১) "শাস্ত্রাণি যানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে
সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাঽপি চ ধাতুতন্ত্রং।
যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেয়া-
স্তেষে,বু শিক্ষিতু পুরা বহুকল্পকোটিঃ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতাং করোতি
লিপিশালমাগতুং সুশিক্ষিতশিক্ষণার্থং।" (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(২) "লোকোত্তরেষু চতুঃ সত্যপথে বিধিজ্ঞো
হেতু প্রতীত্যকুশলো যথ সম্ভবতি।
যথ চানিরোধক্ষয়ু সংস্কৃতুপীতিভাব-
স্তস্মিন্‌বিধিজ্ঞঃ কিমথো লিপিশাস্ত্রমাত্রে॥" ঐ

* Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha, Introduction.

† শকাধিপ কনিষ্কের অধিকার উত্তরে খোতন, পশ্চিমে পারস্য এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; তৎপূর্ব্বে যে ললিতবিস্তর রচিত হয়, তাহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর চীন অনুবাদ হইতেই প্রমাণিত।

গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসী ১০ ষ্টেডিয়াম্ অন্তর শাখাপথ ও তদন্তর্বর্ত্তী স্থানের দূরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরফলক (mile-stone) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা সে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অনুশাসন এবং তাঁহারও বহুপূর্ব্বে কপিলবাস্তুর নিকটবর্ত্তী পিপরাবা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাত্রের উপর উৎকীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পিপ্‌রাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসন্ধের রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে চিত্র-লিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো-মহিষাদির গমনাগমনের পথ হওয়ায় সেই প্রাচীনতর লিপি অনেকটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার লিপি আবিষ্কৃত হই-য়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কে বলিতে পারে, তাহা জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে ?

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ঐ ৬৪ লিপির মধ্যে কতকগুলি সম্রাট্ অশোকেরও বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের সুপ্রাচীন "সমবায়সূত্র" নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে—

"বম্ভী এণং অঠারসবিহ লেখ্‌কবিহানে। বম্ভী জবণালিয়া দষউরিয়া * খরোট্টিয়া পুক্‌খরসারিয়া † পহারাইয়া উচ্চর-কুরিয়া অখ্‌করপুখিয়া ভোমবইয়া ‡ বেক্‌খেইয়া নিখ্‌কেইয়া § অংকলিবি গণিঅলিবি গন্ধব্বলিবি আদসগলিবি মাহেসরলিবি দামিলিলিবি বোলিদিলিবি।"

ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখনপ্রক্রিয়ার নাম—ব্রাহ্মী ১, যবনানী ২, দশোত্তরিকা ৩, খরোষ্ট্রীকা ৪, পুষ্করসারিকা ৫, পার্ব্বতিকা ৬, উত্তরকুরুকা ৭, অক্ষরপুস্তিকা ৮, ভৌমবহিকা ৯, বিক্ষেপিকা ১০, নিক্ষেপিকা ১১, অঙ্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, গন্ধর্ব্বলিপি ১৪, আদর্শকলিপি ১৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, দ্রাবিড়ী-লিপি ১৭ ও বোলিদী বা পোলিন্দা লিপি (?)।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পন্নবনা (প্রজ্ঞাপনা) সূত্রে উক্ত ১৮টী লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পুথিতে সামান্য পাঠভেদ মাত্র লক্ষিত হয়। প্রজ্ঞাপনাসূত্রের টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মী যবনানীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্ত সম্প্রদায়াদবশেষঃ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে উদ্ভব।

জৈনশাস্ত্র মতে জৈনাঙ্গসমূহ মহাবীর স্বামীর সময়ে প্রথম প্রচারিত এবং বীরনির্ব্বাণের ১৬৪ বর্ষ পরে (৩৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা যায় যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বে ভারতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল।

যবনানী।

যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন-বীর আলেক্‌সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শব্দের উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য অধ্যাপক অষ্টাধ্যায়িসূত্রকার পাণিনিকেও ঐ সময়ের লোক বলিতে চান। কিন্তু পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার ও মহাভাষ্যকার 'যবনানী' শব্দের লিপি * অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দের উত্তরে 'আনুক্' হয়, তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। যাহা হউক, যবনানী শব্দ আধুনিক সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন (Ionian)-দিগের অভ্যুদয় অতি প্রাচীন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূর্ব্ব ১০ম শতাব্দে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যবনজাতির অভ্যুদয়। রামায়ণ মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাতির বিশেষ উল্লেখ আছে। যবনানী বলিলে বহু প্রাচীন কীলরূপা (Cuneiform) লিপিই বুঝাইত। [যবন দেখ।]

পুষ্করসারী।

সমবায়াঙ্গ ও ললিতবিস্তরে যে "পুষ্করসারী" লিপির উল্লেখ আছে, তাহাও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুষ্কর-সারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরকুরুকা ও গন্ধর্ব্বলিপি প্রভৃতি।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ আছে।

---

* 'খরসাবিয়া—পাঠান্তর। † 'দোষউরিয়া'—পাঠান্তর।

‡ 'ভোগবয়ত্তা'—পাঠান্তর।

§ 'বেয়ণতিয়া' 'ণিরাহইয়া' বা 'বেণণিয়া নিহইয়া'—পাঠান্তর

* 'যবনাল্লিপ্যাম্ ইতি বক্তব্যম্'—বার্ত্তিক। 'যোবো যবো যবানী। যবনাল্লিপ্যাম্। যবনানী লিপিঃ।'—মহাভাষ্য (৪।১।৪৯। সূত্রে)

† 'ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযব-যবনমাতুলাচার্য্যাণামানুক্' পা৪।১।৪৯।

তথায় বৈদিক যাগ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাহাও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়। যাগ যজ্ঞের নির্দ্ধারণের জন্ম যেমন জ্যোতিষের প্রয়োজন, সেইরূপ শুল্বসূত্রও জানা আবশ্যক। [শুল্বসূত্র দেখ।] এই জন্ম অঙ্কলিপি ও গণিতলিপিও সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়াছিল। গন্ধারে প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গন্ধর্ব্বলিপি। গন্ধারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের সংস্রব। এখানকার লিপিও নিতান্ত আধুনিক নহে। খরোষ্ঠীলিপির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

মাহেশ্বরলিপি।

পাণিনিসূত্রে যে ১৪টী প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টী শিবসূত্র বলিয়া বররুচি, পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নিকট পরিচিত। এদেশে সর্ব্বসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে, মহেশ্বরই সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বেদাঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষাতেও দেখা যায় যে মহেশ্বরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। যাহা হউক, পাণিনির বহু পূর্ব্বে যে শিবসূত্রের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং খৃষ্টীয় ৭মশতাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রশিক্ষা করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সিদ্ধিরস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণমালাসম্বন্ধীয় যে মহেশ্বর রচিত "সিদ্ধান্ত" ৬ বর্ষের বালকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়া থাকে, ইহাতে ৪৯টী অক্ষর, তাহার সংযুক্তাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে বিভক্ত, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০ শব্দ এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দের ৩০০ শ্লোক।' অধ্যাপক মোক্ষমুলরের বিশ্বাস যে উহাই 'শিবসূত্র'।(১) কিন্তু ইৎসিং পাণিনিরচিত ১০০০টী সূত্রকেই শিবের প্রত্যাদিষ্ট সূত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই শিবসূত্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ মাহেশ্বরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের ব্যবহৃত লিপিই মাহেশ্বর লিপি।

আদর্শকলিপি।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানির্দ্দেশকালে লিখিয়াছেন,—"প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্কালকবনাৎ," আদর্শের পূর্ব্বে ও কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপাত্রের উত্তরে আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে সমুদ্রের পূর্ব্ব পার হইতে আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থান স্থির করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম সীমা যবন (Ionia) নির্দ্দেশ আছে। এরূপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর বা তুরুষ্ক রাজ্য হওয়াই সম্ভব। তথাকার সুপ্রাচীন লিপিই সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিসমূহের লিপির উৎপত্তি হওয়ায় সেই সুপ্রাচীন চিত্রলিপির "আদর্শলিপি" নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

দ্রাবিড়ীলিপি।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা বুর্ণেল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীলিপি অশোকের (ব্রাহ্মী) লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহাও সেই এক মূল লিপি বা সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। দ্রাবিড়ের বট্টেলেত্তু নামক প্রাচীন লিপির "ই" ও "উ" এই দুইটী স্বর "য" ও "ব" হইতে সামান্যই পৃথক্, অথচ সেমিটিক লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে। ভারতের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বুহ্‌লর বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ভট্টি-প্রোলু হইতে যে সুপ্রাচীন অশোকাক্ষরের লিপি বাহির হইয়াছে, উত্তরভারতীয় অশোকলিপি হইতে ইহার সামান্যই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির 'আ' উত্তরভারতীয় 'অ'কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোকলিপির ব্যঞ্জনের সহিত আকারের চিহ্ন একটী সমান্তর রেখা, কিন্তু দক্ষিণভারতীয় লিপিতে ঐরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনের মাথায় (।) এইরূপ একটী উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই দুই লিপির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ফিনিকীয় বণিক্‌দিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। বাইবেলে সলোমনের ময়ূর 'তুকি' নামে পরিচিত, দ্রাবিড়ে এখনও ময়ূরকে 'তোকেই' বলে। সুতরাং বাইবেলোক্ত 'তুকি' দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকল্পে ফিনিকদিগের যত্নে যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

দ্রাবিড়ের সহিত ফিনিকদিগের বহু পূর্ব্বকাল হইতে সংস্রব ঘটিলেও ফিনিকলিপি দ্রাবিড়েরা গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমান ভিন্ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব। রামায়ণের সময় হইতে দ্রাবিড়ে বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবাসী হনুমান্ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বেদজ্ঞ বলিয়াই বাল্মীকির রামায়ণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী লইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। এরূপস্থলে সলোমানের বহুপূর্ব্বে যে দক্ষিণাপথের কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। দ্রাবিড়ী সভ্যতা অতীব পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, দ্রাবিড়ী সভ্যতায় ফিনিক-

(১) Maxmuller's India, what can it teach us, p. 343.

(২) "আসমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।" (২।২২)

গণ আলোকিত হইয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না।

ফিনিক-(Phœnician)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জর্ম্মণগণের নিকট ফোনিক বা ফনিক নামে পরিচিত। ফনিক্ জাতিকে আদি বণিক্জাতি বলা যাইতে পারে। ফণিক্ ও বণিক্ শব্দে উচ্চারণগত বেশী পার্থক্য নাই। সেমিটিক ফে = প।

ঋগ্বেদের বহুস্থানে 'পণি' শব্দের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য 'পণি' শব্দের 'বণিক্' অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পাণিনির উণাদিসূত্র অনুসারে 'পণ'ধাতু হইতে 'বণিক্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং পণিক্ ও বণিক্ একই কথা। ঋগ্বেদে পণি-গণ গোদুগ্ধ-ব্যবসায়ী অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিরূপেই পরিচিত। দুগ্ধ, ক্ষীর ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাঁহাদের 'চতুঃশৃঙ্গ' ও 'দশযন্ত্র উৎস' (৬।৪৪।২৪) নামক যন্ত্র ছিল। অঙ্গিরা প্রভৃতি বেদোক্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাদের ঘোর শত্রু ছিলেন; সর্ব্বদাই তাঁহাদের গোধন কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রতু' ও 'অযজ্ঞ' বলিয়া ঋষিদিগের নিকট হেয় ছিল। ঋক্সংহিতা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে যে, বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে এখানকার লোক সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাও ঋক্সংহিতা হইতে জানা যায়। পণিরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত (১।৩৩।৩)। অনেকের বেশ টাকা কড়ি ছিল (৪।২৫।৭)। টাকাও ধার দিত। বুদ্ধিমান্ বলিয়াও গণ্য ছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, 'ফিনিক্গণই আদি বণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা পূর্ব্বে পারস্যোপসাগরকূলে বাস করিত'। কেহ কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানেই তাহাদের আদিবাস।* ফিনিকগণ 'কেদমস্' (Kedmus) বা প্রাচ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বভারতকে (মগধ) Prasii বা প্রাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্ব্বাদিম বাস কীকট বা মগধ। ঋগ্বেদেও কীকটের গোপ্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে†। গোই পণিগণের সর্ব্বস্বধন। বৈদিক যাজ্ঞিকগণের উৎপীড়নে ও আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিয়া প্রথমে আফগানিস্থান, তথা হইতে পারস্যোপসাগরের উপকূল, তথা হইতে আরব এবং আরব হইতে তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যকেন্দ্র ফিনিসিয়ায় গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। তৎপরে সভ্যতার লীলাস্থলী মিশরপ্রান্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়।

এখন কথা হইতেছে, পণিক-(ফনিক) গণ যখন ভারত হইতেই য়ুরোপে গিয়াছে, তখন য়ুরোপীয় ফনিক হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের বিশ্বাস, সভ্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকিবে। পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারাই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহারা যজ্ঞবিদ্বেষী ছিল এবং স্থানত্যাগের সহিত তাহাদের স্বভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে তাহাদেরই কোন শাখা রাক্ষসরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বন্যঃফল মূল দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত বলিয়া "বানর" নামে প্রসিদ্ধলাভ করিয়া থাকিবে। অতি পূর্ব্বকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে গিয়া তথাকার চিত্রলিপি ভাঙ্গিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কেত লিপির (Hieratic) সূত্রপাত করেন। দক্ষিণভারতের সুপ্রাচীন বট্টেলেত্তু লিপির 'অ', 'ই' প্রভৃতির রূপ সেই অতি প্রাচীন সঙ্কেত লিপির অনুরূপ, হইতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যের সংস্রব সূচিত হইতেছে।

বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সামান্য লেখা পড়ার দরকার। সুতরাং পণিকদিগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহুসংখ্যক বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফনিক-বর্ণমালায় অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। খরোষ্ঠীলিপিমালার উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা সমুদ্রপথে সুদূর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও ভারতে আর্য্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছিল। এখানে অগস্ত্যাদি আর্য্যঋষিগণ দ্রাবিড়ী সমাজের সংস্কার করিয়া তাহাকে আর্য্যভাবাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন। তাই আজও অগস্ত্যঋষি দ্রাবিড়ে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ-প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত এবং দ্রাবিড়ীলিপিতে ব্রাহ্মীলিপির আদর্শে বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি।

অল্ বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা। জৈনদিগের মতে, ঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার লিপি শিক্ষা দেন,* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী। ভাগবতের মতে ঋষভদেব ভগবানের ৮ম অবতার। (১।৩।১৩) তিনি লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু,

* Pococke's India in Greece, p. 218.

† কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ।" (ঋক্ ৩।৫৩।১৪)

* "অথ শ্রীঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দর্শিতাঃ।"
(লক্ষ্মীবল্লভগণিরচিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকা)

তিনি সকল ধর্মের মূল গুহ্য ব্রাহ্ম ধর্ম (বেদরহস্য) ব্রাহ্মণদর্শিত মার্গানুসারে শাখাদি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সাধারণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। (৫।৬ অঃ) ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। (৫।৪।১৬-১৯) রাজর্ষি ভরত এই ঋষভ দেবের পুত্র। তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। তিনি ব্রহ্মাক্ষর জপ করিতেন। (৫।৮।১১)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥"

(শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১৫)

ব্রাহ্মণ হইতেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্মী ভাষা পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, ব্রাহ্মী অর্থ বৈদিকী। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিই বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার উপযোগী ব্রাহ্মী লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জন্যই তিনি ৮ম অংশাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে এই লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ব্রাহ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। বেদসঙ্কলনকালে বেদব্যাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও লিপিপ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মীলিপিই ভারতীয় আর্য্যগণের আদিলিপি, এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি।

ডাক্তার বুহ্‌লর্‌ অশোকলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারিলাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। তৎকালে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজধানী। এরূপ স্থলে তাঁহার অনুশাসনগুলিকে মাগধ-ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল অশোক-লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার বর্ণ ও শব্দযোজনা অবিকল একরূপ নহে। বেহারের বরাবরের গিরিলিপিতে 'অনপিতম্‌' আবার দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভলিপিতে 'অনপয়িসতি' ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের স্তম্ভলিপিতে 'আনাপিসতি' পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় লিপিতে 'এতারিসম্‌' ও 'অনথেসু', কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে 'এতাদিসম্‌' ও 'অণথেসু' এই বর্ণবিপর্য্যয় দেখা যায়। এ ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জনের হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রভেদ দেখা যায়। ইহাতে সহজেই মনে হইবে যে, দেশভেদে যেমন ভাষার সামান্য ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। ইহাতে মনে হয় যে,অশোকের পূর্ব্বে তদনুরূপ এক প্রকার লিপি ছিল। বর্ণযোজনার পার্থক্য, প্রয়োগ ও রীতি অনুসারে এক ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

এখন পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কপিলবাস্তু (বর্ত্তমান পিপ্‌রাবা) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি প্রায় ৪৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের অর্থাৎ ২৩৫০ বর্ষের পূর্ব্বতন। এই লিপির সহিত এখানকার অশোক-লিপির অক্ষরের পার্থক্য নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ব্রাহ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী লিপি এ পর্য্যন্ত সাধারণে প্রচারিত না হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, অশোকই প্রথম অনুশাসন প্রচারের বন্দোবস্ত করেন, তৎপূর্ব্বে এরূপ অনুশাসনপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল না ; এরূপ বিশ্বাসের মূল নাই। যতদিন পিপ্‌রাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন পুরাবিদ্‌গণের একপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাঁহাদের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখন তন্মধ্যে ২৫।২৬টী মাত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কীর্ত্তি গুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাণসীর পার্শ্বস্থ সারনাথের ১০ হাত মৃত্তিকার নিম্ন হইতে বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি, অশোকানুশাসন ও কনিষ্কের লিপি বাহির হইয়াছে। ঐরূপ অনুসন্ধান চলিলে বহু নিম্ন ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে লক্ষ লক্ষ সুপ্রাচীন ভারতীয় কীর্ত্তি ভূগর্ভশায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যখন ৮৪ হাজার অশোককীর্ত্তির মধ্যে মাত্র ২০।২৫টী পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপূর্ব্বেকার কত লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তি বিলুপ্ত! সুতরাং পিপ্‌রাবার বৌদ্ধলিপির পূর্ব্বতন কোন শিলালিপি এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আমরা মনে করিব না যে, তৎপূর্ব্বে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন ছিল না।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। [স্মৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই রাজলেখ্য ও রাজানুশাসন-লিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য* নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মনঞ্চ মহীপতিঃ॥
প্রতিগ্রহপরিমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥" (১৩১৭।৯)

রাজা ভূমিদান বা কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে ভাবী ভদ্র নৃপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখ্য করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজ বংশীয় পিতৃপুরুষগণের ও প্রতিগৃহীতার নাম, প্রতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে তাহার নিজ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন করিয়া দিবেন।

গ্রীকলেখক নিয়ার্খ্যস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে যে কার্পাসাদি লেখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত 'পট' বলিয়া মনে করিতে পারি।

অশোকলিপির পূর্ব্বতন পিপ্রাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর পূর্ণাবয়বসম্পন্ন। এই লিপির পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন ঐরূপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন ব্রাহ্মী লিপিকেও আমরা ঐরূপ লিপি বা তাহার প্রাচীন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। শ্রুতি, স্মৃতি ও সুপ্রাচীন হিন্দু-রাজগণের অনুশাসন সেই ব্রাহ্মী লিপিতেই লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে দর্শনযোগ্য মন্ত্রমূর্ত্তি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে যেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (Hieroglyphics) ও তাহার সঙ্কেত লিপি (Hieratic characters) প্রচলিত ছিল, বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যেও সেইরূপ মন্ত্রমূর্ত্তিরূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। পাপিরস্ (Papyrus) নামক পত্রে যেমন মিসরীয় আদি সঙ্কেত লিপি অঙ্কিত হইত, বৈদিক কালেও সেইরূপ ভূর্জ্জপত্রে অথবা ক্ষুরত্র দ্বারা কোন পটে লিখিবার প্রথা ছিল।

বেদাঙ্গের অন্যতর শিক্ষাগ্রন্থে বর্ণিত আছে,—'শম্ভুর মতে—প্রাকৃতে এবং সংস্কৃতে যথাক্রমে ত্রিষষ্টি ও চতুঃষষ্টি বর্ণ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটী, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্গীয় বর্ণ পঁচিশটী, যাদি বর্ণ অর্থাৎ য র ল ব শ ষ স হ এই আটটী এবং যম বা যুগ্মবর্ণ (?) চারিটী। এতদ্ভিন্ন অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, দুঃস্পৃষ্ট ৯কার এবং প্লুত, এই সমষ্টি লইয়া চতুঃষষ্টি বর্ণ।

'আত্মা বুদ্ধির সহিত মিলিয়া বচনরচনবাসনায় মনকে প্রেরণ করেন। তখন মন কায়াগ্নিকে আহত করিতে থাকে। অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে। বায়ু হৃদয়দেশে বহিয়া ধীরে ধীরে স্বর উৎপাদন করে। ঐ স্বর প্রাতঃস্নানের সাহচর্য্যে গায়ত্রী-চ্ছন্দে, মধ্যাহ্নে কণ্ঠোত্থিত মধ্যম ত্রিষ্টুভ্ছন্দে এবং সায়াহ্নে অত্যুচ্চ শীর্ষণ্য জগতীচ্ছন্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উত্থিত হইয়া শীর্ষদেশে অভিহত হয়, পরে তথা হইতে মুখে আসিয়া বর্ণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে থাকে। ঐ বর্ণসমষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা,—স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান। বর্ণাভিজ্ঞগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'স্বর ত্রিবিধ—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। অচ্ বা স্বর বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ইহারাই কালতঃ নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনু-দাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে ষড়্‌জ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরের উদ্ভব।'

'বর্ণ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটী, যথা—হৃদয়, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। 'ও' ভাব, বিবৃত্তি, শ ষ স, রেফ, জিহ্বামূল ও উপধ্মা, এই আটটী হইল উষ্ম বর্ণের প্রসিদ্ধ গতি। 'ও' ভাবটী উকারান্তাদি পদে সংহত দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ পদ স্বরান্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অপরত্র যে যে পদে উষ্মবর্ণের অভিব্যক্তি, সেই সেই পদও তদ্রূপ স্বরান্ত বলিয়াই বিজ্ঞেয়। হকার পঞ্চ স্বরে ও অন্তঃস্থ বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহা হৃদয়োৎপন্ন আর অমিলিতাবস্থায় কণ্ঠোত্থিত বলিয়াই জানিতে হইবে।'*

* এখন যে কয়খানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার সহিত মানবধর্ম্মসূত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য। এই কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। মনুর নাম দিয়া যে সকল শ্লোক রামায়ণ ও মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনেক শ্লোক আমরা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে পাইয়াছি। এরূপ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রকে বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

* "ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ।
প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা॥
স্বরা বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
যাদয়শ্চ স্মৃতা হ্যষ্টৌ চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ॥
অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ⨯ক ⨯পৌ চাপি পরাশ্রিতৌ।
দুঃস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্ঞেয়ো ৯কারঃ প্লুত এব চ॥
আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥

প্রথমতঃ ৬৩ বা ৬৪টী বর্ণ বেদাঙ্গে স্থির হইলে বেদে তাহার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাষায় অনেকগুলি অক্ষর পরিত্যক্ত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ৪৫টী মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন।

যথা—অ, আ ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ।
ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।
ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম। য র ব।
শ ষ স হ ক্ষ। (ললিতবিস্তর ১০ অধ্যায়)

আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালার মধ্যে উত্তর ভারতে প্রচলিত ঋ ৠ ঌ ৡ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ঌ ৡ ও ল মোট এই ৫টী বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের গাথা মধ্যে ৡ, ল ব্যতীত অপর চারিটী অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

ললিতবিস্তরে অকারাদি ক্ষকারান্ত উক্ত ৪৫টী অক্ষরমাতৃকা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে ৫০টী মাতৃকা ও ৪২টী ভূতলিপি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যথা—

"কুণ্ডলী ভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা।" (সারদাতিলক)
"দ্বিচত্বারিংশদিতি ভূতলিপিমন্ত্রময়ী,পঞ্চাশদিতি মাতৃকালিপিঃ।"

যাহাহউক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দে যে প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল। দেখা যায়, অশোকলিপি হইতেই ক্রমশঃ ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক জৈনদিগের উপাঙ্গে লিখিত আছে—
"জেণং অদ্ধ মগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জস্‌স য নং বম্ভী বিপবত্তই।"

অর্থাৎ অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অশোকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮টী লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অঙ্গলিপি প্রভৃতির বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিও সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মগধাদি স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিকেও ব্রাহ্মীলিপি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সঙ্কলিত জৈনধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে ৩৬ প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—হংসলিপি ১, ভূতলিপি ২, যক্ষলিপি ৩, রাক্ষসীলিপি ৪, উড্ডীলিপি ৫, যাবনীলিপি ৬, তুরুষ্কীলিপি ৭, কীরীলিপি ৮, দ্রাবিড়ীলিপি ৯, সৈন্ধবীলিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নড়ীলিপি ১২, নাগরীলিপি ১৩, পারসীলিপি ১৪, লাটীলিপি ১৫, অনিমিত্তলিপি ১৬, চাণক্যীলিপি ১৭, মৌলদেবী ১৮। নন্দীসূত্রের মতে এই ১৮টী লিপি ঋষভদেবের দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অন্য ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—লাটী ১৯, চৌড়ী ২০, ডাহলী ২১, কাণড়ী ২২, গুজ্জরী ২৩, সোরঠী ২৪, মরহঠী ২৫, কোঙ্কণী ২৬, খুরাসানী ২৭, মাগধী ২৮, সৈংহলী ২৯, হাড়ী ৩০, কীরী ৩১, হম্মীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মসী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহাযোধী ৩৬। নন্দীসূত্রের রচনাকালে এই ৩৬ প্রকার লিপি ভারতে প্রচলিত ছিল। নন্দীসূত্রের মতে দেশবিশেষের নামানুসারে ঐ সকল লিপি ও ভাষার নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে শেষকৃষ্ণ ৬টী মূল প্রাকৃত ও ২৭টী অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রাকৃত ভাষার ন্যায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও প্রচলিত ছিল। শেষকৃষ্ণের প্রাকৃতচন্দ্রিকা হইতে এইরূপ নাম পাই—মহারাষ্ট্রী ১,অবন্তী ২,সৌরসেনী ৩, অর্দ্ধমাগধী ৪, বাহ্লীকী ৫, মাগধী ৬, ব্রাচণ্ড ৭,লাট ৮, বৈদর্ভী ৯, উপনাগরী ১০, নাগরী ১১, বার্ব্বরী ১২, আবন্ত্য ১৩, পাঞ্চাল ১৪, টাক্ক ১৫, মালবী ১৬, কৈকয় ১৭, গৌড় ১৮, উড্র ১৯, দৈব ২০, পাশ্চাত্য ২১, পাণ্ড্য ২২, কৌন্তল ২৩, সৈংহল ২৪, কালিঙ্গ্য ২৫, প্রাচ্য ২৬, কর্ণাটী ২৭, কাঞ্চ্য ২৮, দ্রাবিড় ২৯, গৌর্জ্জর ৩০, আভীর ৩১, মধ্যদেশীয় ৩২ ও বৈড়াল ৩৩।

[দেবনাগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মারুতস্তূরাস চরন্ মন্দং জনয়তি স্বরম্।
প্রাতঃসবনযোগং তং ছন্দোগায়ত্রমাশ্রিতম্।
কণ্ঠে মাধ্যন্দিনযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টুভানুগম্।
তারং তার্ত্তীয়সবনং শীর্ষণ্যং জাগতানুগম্॥
সোদীর্ণো মূর্দ্ধ্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তন্নিবোধতঃ।
উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অপি।
উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত ঋষভধৈবতৌ।
স্বরিতপ্রভবা হ্যেতে ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃকণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ।
ওভাবশ্চ বিবৃত্তিশ্চ শষসা রেফ এব চ।
জিহ্বামূলমুপধ্মা চ গতিরষ্টবিধোষ্মণঃ।
যদ্যোভাবপ্রসন্ধানমুকারাদিপরং পদম্।
স্বরান্তং তাদৃশং বিদ্যাদ্‌যদন্যদ্ব্যক্তমূষ্মণঃ।
হকারং পঞ্চভির্যুক্তমন্তস্থাভিশ্চ সংযুতম্।
ঔরস্যং তং বিজানীয়াৎ কণ্ঠ্যমাহুরসংযুতম্।" (পাণিনীয় শিক্ষা)

ভারতবর্ষে এইরূপে নানা লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল লিপির ঠিক রূপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ-বংশের রাজত্বকালে কোন্ বংশের ব্যবহৃত লিপি কতদূর প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মাগধ ব্রাহ্মী বা মৌর্য্যলিপি।

'মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করিতেন, হিমালয়ের তরাই হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সেই লিপির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের এক পুত্র ও এক কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত মাগধ ব্রাহ্মীলিপিও গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে উৎকীর্ণ অভয়গামিনীর শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। কেবল সিংহল বলি কেন, চীনসমুদ্রের তীরবর্ত্তী কম্বোজ ও অনম্ রাজ্য হইতেও ব্রাহ্মী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষি-ণাত্যের কৃষ্ণাজেলার ভট্টিপ্রোলু হইতে যে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তস্বরের সামান্য প্রভেদ ছাড়া অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপি-করের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল।

পিপ্রাবার খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লিপি ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ নানাঘাটের আন্ধ্রলিপি অর্থাৎ ঐ সময়ের আর্য্যাবর্ত্তের সমুদয় লিপি প্রায় একই রূপ;—ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ বর্ষ কাল একই লিপি সমভাবে চলিয়াছিল, পিপ্রাবার পূর্ণাবয়ব লিপি হইতে মনে হইবে যে, তৎপূর্ব্বেও অন্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩০০০ বর্ষ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাহ্মী-লিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর। যাহা হউক, আবিষ্কৃত শিলা-লিপিসমূহ আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, প্রাচীন লিচ্ছবিবংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, চেতবংশ এবং শুঙ্গমিত্রবংশের রাজত্বকালে প্রায় এক প্রকার ব্রাহ্মী লিপিই প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমায় শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মী লিপির আকার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে থাকে; সেই ব্রাহ্মীলিপি ইতিহাসে শকলিপি নামে গণ্য হইবার যোগ্য। মথুরা, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে শকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য্য বা শকলিপির সংস্কার বলিয়াই মনে করি। নাসিকে কাদম্ব, জুন্নর ও জগয্যপেটে অন্ধ্র-ভৃত্য এবং কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে পল্লব রাজবংশের যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, শকলিপির অক্ষরের সহিত ঐ সকল লিপির সাদৃশ্য আছে। এই শকব্রাহ্মী লিপি হইতে কিরূপে বর্ত্তমান উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গৌড়লিপি উৎপত্তি হইল, অপর পৃষ্ঠায় ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে।

দাক্ষিণাত্যলিপি।

বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত যে লিপি প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে যে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মী লিপির কথা লিখিয়াছি, তাহাই সমস্ত দাক্ষিণাত্য লিপির জননী।

কৃষ্ণা জেলার ভট্টিপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মীর কথা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত ও তদনুবর্ত্তী বিভিন্ন বংশের লিপির ন্যায় দাক্ষিণাত্যেও সেই দ্রাবিড়ী লিপি হইতে তথাকার আন্ধ্র, শক, গুপ্ত, বলভী, গুর্জ্জর, বাকাটক, কদম্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গঙ্গ, রাষ্ট্রকূট, কাক-তীয়, বাণ, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত লিপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে।

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর শকক্ষত্রপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুন্নর, কর্ণেরি প্রভৃতি স্থান হইতে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর সাতবাহন-লিপি, কৃষ্ণা জেলার জগয্যপেট হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে উৎকীর্ণ অলঙ্কৃত ইক্ষ্বাকুরাজ 'সিরিবীর পুরিসদত্তে'র লিপি, কাঞ্চীপুর হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ পল্লবলিপি, সাঞ্চী ও মন্দসোর হইতে খৃষ্টীয় ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাষ্ট্র ও গুজরাত হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দে উৎকীর্ণ বলভী-রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ গুর্জ্জর-রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দে উৎকীর্ণ বাকাটক রাজবংশের লিপি, নাসিক জেলার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কদম্বরাজগণের লিপি, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দের প্রতীচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রাচ্য চালুক্য রাজগণের লিপি, কাঞ্চী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর পল্লবরাজগণের লিপি, মহিসুর হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গঙ্গ (দক্ষিণশাখা) ও চেররাজগণের লিপি, গুজরাত ও কর্ণাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটলিপি, কলিঙ্গের খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দে উৎকীর্ণ গঙ্গরাজগণের লিপি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গলিপি হইতে বর্ত্তমান উড়িয়া, চালুক্যলিপি হইতে বর্ত্তমান তেলগু ও কণাড়ী এবং চের ও চোললিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা ডাক্তার বুর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের লিপিমালাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ তেলগু-কণাড়ী,২ গ্রন্থতামিল, ৩ বট্টেলেত্তু ও ৪ দক্ষিণীনাগরী। বেঙ্গী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যচালুক্য ও যাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর অন্তর্গত, ঐ সকল লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তেলগু ও কণাড়ী লিপির পুষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রন্থতামিলের অন্তর্গত অর্থাৎ ঐ দুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তামিল-গ্রন্থ ও তুলু-মলয়াল লিপির উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্ব্বে বট্টেলেত্তু নামক এক প্রকার খাঁটী দ্রাবিড়লিপির উৎপত্তি হইয়া অল্প দিন হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বট্টেলেত্তু।

বট্টেলেত্তু অর্থাৎ বর্ত্তুললিপি, এই লিপি গোল গোল হাতের মত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। কত পূর্ব্বে এই লিপির উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব।

ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি হইতে সমুদ্ভূত নহে। অশোকলিপির সহিত ইহার ধ্বন্যাত্মক সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বে এই লিপিই দ্রাবিড়লিপিরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে, অশোকের মৌর্য্যলিপির ন্যায় এই সুপ্রাচীন লিপিও সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। লেনরমণ্ট বট্টেলেত্তু ও সাসনীয় (পহ্লবী) লিপি মিলাইয়া উভয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্য বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বট্টেলেত্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মীদ্রাবিড়ী-লিপির প্রভাবে ক্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাচীনতম রূপ বাহির হইতেছে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টেলেত্তুলিপি ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রাচীনকালে কাহারও নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই। মিসরে অতিপ্রাচীন সঙ্কেত (Hieratic) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত বট্টেলেত্তুর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রাবিড়বাসী পণিকদিগের বাণিজ্যলিপি সুদূর মিসরে প্রচারিত হইয়া সঙ্কেত-লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন যে সেই সঙ্কেতলিপিই সিদোন, মোআব, অরমা, সেবীয়, যোক্তান প্রভৃতি স্থানীয় ফিনিক বা সেমিটিক লিপির জননী। সুতরাং দ্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা সুপ্রাচীন বহু পাশ্চাত্য-লিপির মূল বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ সিরীয়-দিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বট্টেলেত্তু অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময়েরই অল্পকাল পরে (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে) চোলরাজগণ মদুরা অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বট্টেলেত্তু বিরলপ্রচার হইল, অবশেষে খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দে দ্রাবিড় হইতে এই লিপি একবারে উঠিয়া গেল। কেবল মলবার উপকূলে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুগণ ঐ লিপি ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বট্টেলেত্তু অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেত্তু নাম ধারণ করে, হিন্দুরাজগণ দানপত্রে ঐ লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি-চেরি ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী মাপ্পিলাগণ সে দিন পর্য্যন্ত বট্টেলেত্তু অক্ষরেই লেখাপড়া করিত, সম্প্রতি ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে তাহারা ঐ লিপি ছাড়িয়া আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে।

নন্দী নাগরী।

দাক্ষিণাত্যে যে নাগরী লিপি প্রচলিত হয়, তাহা নন্দী-নাগরী নামে প্রসিদ্ধ। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে অল্‌বীরুণী যে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সময়ে এই লিপি বারাণসী, মধ্যদেশ ও কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সমস্তই ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। কেবল মহাবলিপুরের শালবনকুপ্পং নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী অতিরণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য-লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপিখানি দাক্ষিণাত্য-বাসীর জন্য নহে, উত্তরভারতীয় তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বোধ হয়। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষি-ণাত্যে মুসলমান অভিযান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্চ্চার লীলাভূমি বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইলে সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হইয়া পড়িল। এ সময়ের পর দাক্ষিণাত্যে যে সকল নাগরীলিপি (হলকন্নড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে লিপি-পদ্ধতির বিকৃতি ও অধোগতিই দৃষ্ট হয়।

মরাঠারা তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী প্রচলিত করেন, তাহা 'বালবোধ' নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

গ্রন্থলিপি।

দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহাই "গ্রন্থ" নামে পরিচিত। এই গ্রন্থলিপি আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জোরপ্রদেশের ব্রাহ্মণেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা চতুরস্র এবং অরকদু ও মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী জৈনেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা বর্ত্তুলাকার। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থই উক্ত গ্রন্থলিপিতে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে তুলু-মলয়ালম্ নামে আর একপ্রকার গ্রন্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত

আছে ; এই লিপি কেবল সংস্কৃত লিখিবার কালেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

গ্রন্থলিপি হইতে আবার গ্রন্থতামিল ভিন্ন। গ্রন্থতামিলের ব্যবহার কৃষ্ণা ও গোদাবরীর বদ্বীপাংশেই অধিকাংশ প্রচলিত।

ব্রাহ্মী হইতে জাত ভারতের বর্ত্তমান লিপিসমূহ।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত লিপিগুলি প্রচলিত, বর্ণানুক্রমে তাহাদের নাম লেখা হইল—

অরোরা (সিন্ধুপ্রদেশে), আসামী, উড়িয়া, ওঝা (বেহারের ব্রাহ্মণ মধ্যে), কণাড়ী, করাটী, কায়থী, গুজরাতী, গুরুমুখী (পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যে), গ্রন্থম্ (তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে), তামিল, তিব্বত, তুলু (মঙ্গলুরে), তেলগু, থল (পঞ্জাবের দেরাজাতে), দোগ্রী (কাশ্মীরে), দেবনাগরী, নিমারী (মধ্যপ্রদেশে), নেপালী, পরাচী (ভেরায়), পাহাড়ী (কুমাউন ও গড়বালে), বণিয়া (শির্সা ও হিসারে), বাঙ্গালা, বহ্বলপুরী, বিশাতি, বড়িয়া, মণিপুরী, মলয়ালম্, মরাঠী, মারবাড়ী, মুলতানী, মৈথিলী, মোড়ী, রোরী (পঞ্জাবে), লামাবাসী, লুণ্ডী (শিয়ালকোটে) সরাফী বা শ্রাবকী (পশ্চিমা বণিয়ায় মধ্যে), সারিকা (পঞ্জাবের দেরাজাতে), সইসী (উত্তরপশ্চিমা ভৃত্যদিগের মধ্যে), সিংহলী, শিকারপুরী, সিন্ধি। এ ছাড়া ভারতের অমুদ্বীপসমূহে বর্ম্মী, শ্যাম, লেয়স, কাম্বোজ, পেগুয়ান এবং যবদ্বীপ ও ফিলিপাইনেও নানা প্রকার লিপি প্রচলিত আছে।

খরোষ্ঠী লিপি।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, খরোষ্ঠী লিপি ফিনিকলিপির অরমীয় শাখা হইতে বাহির হইয়াছে। পণ্ডিতবর বুহ্‌লর দেখাইয়াছেন—

অরমীয় অলেফ ও খরোষ্ঠীর অ পরস্পর অনুরূপ, সক্কারার শিলালিপি মিলাইলে দেখা যায়। এইরূপ অরমীয় পেপিরির বেথ = খরোষ্ঠী ব ; মেসার শিলাফলকের গিমেলের সহিত গ ; মেসোপোটমিয়ার শিলালিপি ও অরমীয় পেপিরির দলেথ = দ ; তিমার অরমীয় লিপির গোলাকার হে = হ, তিমার শিলালিপি ও সিসিলির সত্রপ-মুদ্রার বাও = ব, তিমালিপির জইন = জ ; সক্কারা ও তিমা লিপির চেথ্ = শ ; য়োদ্ = য় ; বাবিলোনীয় কফ্ = ক ; লমেদ = ল ; সক্কারালিপি ও বাবিলোনীয় মোহরের মেম = ম ; সক্কারা, তিমা, অসুরীয় ও বাবিলোনীয় শিলালিপির নুন্ = ন ; নবতীয় বর্ণমালার সমেচ = স; সেমিটিক ফে = প ; সেমিটিক ৎসদে = চ ; সেরাপিয়ামের অরমীয় শিলালিপির কোফ = থ ; সক্কারালিপির রেষ = র ; প্রাচীন অসুরীর লিপির তউ = ঠ এবং সক্কারালিপির তউ = ট। এইরূপে বুহ্‌লর সাহেব খরোষ্ঠীলিপির ২০টী অক্ষরই যে ফিনিক বা সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই খরোষ্ঠীলিপিকে কেহ বক্‌ত্রো-পালী (Bactro-Pali) বা ইণ্ডো পালী, কেহ বা গান্ধারী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমন্বায়াঙ্গ ও ললিতবিস্তরে গন্ধর্ব্ব বা গন্ধারী লিপির পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং পালীলিপি ব্রাহ্মী হইতে বাহির হওয়ায় খরোষ্ঠীকে একটী স্বতন্ত্র প্রাচীন লিপি বলিয়াই মনে করি। উত্তরপশ্চিমসীমান্তে শাহবাজগড়ী ও মানসেরা প্রভৃতি স্থানে সম্রাট্ অশোকের যে দক্ষিণ হইতে বামমুখী অর্থাৎ বিপর্য্যস্তলিপি বাহির হইয়াছে, তাহাই খরোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দুকুশের উত্তরে এমন কি বাল্‌খে (বক্‌ত্রিয়া)ও এই লিপির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন গন্ধাররাজ্যে প্রচলিত থাকাতেই কনিংহাম্ 'গন্ধার-লিপি' নাম দিয়াছেন। কিন্তু বুহ্‌লর, রাপ্‌সোন প্রভৃতি ইদানীং পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ সকলেই খরোষ্ঠী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কনিংহামের ন্যায় উহাকে "গন্ধার" বা ললিতবিস্তরোক্ত 'গন্ধর্ব্বলিপি' বলিতে প্রস্তুত। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মীলিপি হইতে যেমন মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় লিপিসমূহের পুষ্টি ঘটিয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন খরোষ্ঠী হইতে গন্ধর্ব্বলিপি, কিন্নরলিপি, দরদলিপি, শকারিলিপি, খাস্যলিপি, হূণলিপি, যক্ষলিপি, অসুর (Assyrian) লিপি, অর্দ্ধধনু লিপি (Cuneiform), উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র (North Median) প্রভৃতি সুপ্রাচীন লিপিসমূহ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। খরোষ্ঠীকে এত প্রাচীন লিপি বলিবার কারণ কি ?

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ লিখিয়াছেন,—পারসিকদিগের আদি-ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তার মন্ত্র বা গাথাগুলি জরথুস্ত্র (Zoroaster) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। দারয়বুস্ বিস্তাস্পের (Darius Hystaspes) সময় তাহাই প্রচলিত কোন লিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই লিপি জরথুস্ত্রের নামানুসারে 'খরোষ্ঠী' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত-ক্রমে লিখিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ দারয়বুসের সময় খরোষ্ঠীর সৃষ্টি লিখিলেও তাহা আমরা ঠিক বলি না ; কারণ লিপিতত্ত্ববিদ্ বুহ্‌লর নিজেই যখন স্বীকার করিয়াছেন যে, অরমীয় পেপিরি হইতেও খরোষ্ঠীর কোন কোন বর্ণ প্রাচীন, তখন পারস্যপতি দরায়ুসের সময় খৃষ্টজন্মের ছয় শতাব্দ পূর্ব্বে খরোষ্ঠীর উৎপত্তি, তাহা কিরূপে বলিব ?

আরব ঐতিহাসিক মসুদী খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে লিখিয়া

গিয়াছেন, যে, জরথুস্ত্র প্রচারিত জন্দ্ অবস্তা ১২০০০ গোচর্ম্মে তাঁহারই উদ্ভাবিত বর্ণলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতীয় ভবিষ্যপুরাণ ও পারসিক আদিধর্ম্ম পুস্তক অবস্তা পাঠেও জানা যায় যে সৌরদিগের মধ্যে অগ্নিপূজাপ্রবর্ত্তক জরশুস্ত্র বা জরথুস্ত্র 'মগ' 'মগুস্' বা 'মবুস্' নামে খ্যাত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয়গণের মধ্যে আরিঅস্পা (Ariaspa) (আর্জ্জশ্ব) শাখা বহুপূর্ব্বকালে প্রবল হইয়া অসুরীয়, মিদীয় প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণমতে ঋজিশ্বা নামে মিহিরগোত্রে একজন ঋষি ছিলেন।[১] তাঁহারই কন্যার গর্ভে জরশস্ত্রের (বা জরথুস্ত্রের) জন্ম। তাঁহার জন্ম ঠিক বৈধরূপে না হওয়ায় তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ভবিষ্য-পুরাণমতে 'অগ্নিজাত্য'[২] এবং তাঁহার পিতৃকুল অজ্ঞাত থাকায় হেরোদোতাস্ তাঁহার বংশধরগণকে মাতৃকুল ধরিয়া আরিঅস্পা বা আর্জ্জশ্ব (অর্থাৎ ঋজিশ্বার গোত্রাপত্য) বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

লিদিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পণ্ডিত জানথোস্ ৪৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র ট্রয়যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আরিষ্টটল্ ও ইউডোক্সাসের মতে, প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়। আবার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনি ট্রয়যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে বাবিলোনের ঐতিহাসিক বেরোসস্ দেখাইয়াছেন যে, জরথুস্ত্র একসময় বাবিলোনের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখানে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।[৩] উক্ত নানা ঐতিহাসিকের প্রমাণাবলী হইতে বুঝিতেছি যে, জরথুস্ত্র একাধিক ছিলেন। জরথুস্ত্রের বংশধরগণও জরথুস্ত্র নামে পরিচয় দিতেন। চারিহাজার বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহাদের প্রভাবেই শকদিগের আদি মিত্রধর্ম্মের অধঃপতন ঘটে এবং অগ্নিপূজাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, মগগণ বিপরীতভাবে পাঠ করিতেন। ভবিষ্যপুরাণে[৪] লিখিত আছে—

"বিপর্য্যস্তেন বেদেন মগা গায়ন্ত্যতো মগাঃ।......

ঋগ্বেদোঽথ যজুর্বেদঃ সামবেদস্তথর্ব্বণঃ।

ব্রাহ্মণোক্তাস্তথা বেদা মগানামপি সুব্রত॥

ত এব বিপরীতাস্তু তেষাং বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (১৪০ অঃ)

ইহারা বিপরীতক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়াই 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ এই চারিবেদ যেমন ব্রাহ্মণের, মগদিগেরও ইহার বিপরীত চারিখানি বেদ আছে, তাহার নাম বিদ, বিশ্বরদ (বা বিস্পরদ), বিদাদ্ ও আঙ্গিরস্।

ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতের চারিবেদ যেমন বাম হইতে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মী-লিপিতে লিখিত হইত, শাকদ্বীপীয় মগেরা তাঁহাদের আদি ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মীলিপির বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে পাঠ করিত ও লিপি বদ্ধ করিত। এই পাঠবিপর্য্যয় হইতেই তাঁহাদের 'মগ' নাম হইয়াছে। এই 'মগ' নাম অবস্তার প্রাচীনাংশ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে ৪।৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যে 'বিপর্য্যস্ত' লিপি বা খরোষ্ঠীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতর ঐতিহাসিকগণ ও এদেশীয় পৌরাণিকগণ প্রায় সকলেই আভাস দিয়া গিয়াছেন যে ৪।৫ হাজার বর্ষপূর্ব্বে শাকদ্বীপ* হইতে বাবিলোন, এমন কি মিসরের উপকূল পর্য্যন্ত মগাধিপগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের সহিত প্রাচীন খরোষ্ঠী লিপিও যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই

---

(১) "গোত্রং মিহিরমিত্যাহু ব্রতং তু ব্রাহ্মমুত্তমম্।
ঋজিশ্বা নাম ধর্ম্মাত্মা ঋষিরাসীৎ পুরানঘ॥" (ভবিষ্যপু০ ১৩৯।০৪)

(২) "বেদোক্তং বিধিমুৎসৃজ্য যথোহং লঙ্ঘিতস্তয়া।
তস্মাৎ মগঃ সমুৎপন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি॥
জরশস্ত্র ইতি খ্যাতো বংশকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ।
অগ্নিজাত্যা মগা প্রোক্তা সোমজাত্যা দ্বিজাতয়ঃ॥"(ভবিষ্য ১৩৯।৪৩-৪৪)

(৩) ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানা যায় যে শাকদ্বীপে মগেরা আধিপত্য করিতেন—
"এভির্ধজন্তি ভূয়িষ্ঠং তস্মিন্ দ্বীপে মগাধিপাঃ।
বিদ্যাবন্তং কুলে শ্রেষ্ঠাঃ শৌচাচারসমন্বিতাঃ॥" (১৪০ অঃ)

(৪) ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ বলিয়া কেহ যেন আধুনিক মনে করিবেন না। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণের 'ব্রাহ্মপর্ব্ব' ভিন্ন অপরগুলি আধুনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ব্রাহ্মপর্ব্ব আ প্রাচীন। মৎস্যপুরাণ, বরাহপুরাণ ও নারদপুরাণে এই অংশের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এমন কি আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (২।২৪।৫-৬) এই ভবিষ্যৎপুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। এই ধর্ম্মসূত্রখানি অধ্যাপক বুহ্লরের মতে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীর। এই গ্রন্থে বুদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন না থাকায় আমরা ইহাকে খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করি। তাহারও পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ-পুরাণের উৎপত্তি।

* পূর্ব্বতন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণ স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান তাতার, এসিয়াস্থ রুষিয়া (সাইবেরিয়া, মস্কোবী, ক্রিমিয়া), পোলণ্ড, হঙ্গেরিয়ার কতকাংশ, লিথুয়েনিয়া, জর্ম্মণীর উত্তরাংশ, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি জনপদ লইয়া প্রাচীন স্কিদিয়া বা শাকদ্বীপ বিস্তৃত ছিল। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৪র্থাংশ ৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

অসুরীয় (Assyria), বাবিলোন প্রভৃতি স্থানের লিপির সহিত খরোষ্ঠী লিপির সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

এখন আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি যে অরমীয় শ্রেণীর ফণিকলিপি হইতে খরোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে নাই। বহুলিপিবিদ্ আইজাক্ টেলর তাহার "বর্ণমালা" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে নেবুকাদনেজার ও নেরিগ্লিসারের (৫৬০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) ইষ্টকের উপরই অরমীয় লিপির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।* কিন্তু তাহারও পূর্ব্বেকার বাবিলোনীয় লিপি হইতে খরোষ্ঠীর নিদর্শন বাহির হইয়াছে এবং তাহারও বহুপূর্ব্বে যে এখানে জরথুস্ত্র-বংশ আধিপত্য করিতেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল বাবিলোন বলিয়া নহে, অন্যস্থানেও খৃঃ পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে অরমীয় লিপির পুষ্টিসাধন হয় নাই।†

প্রায় খৃঃপূর্ব্ব ৭ম শতাব্দে ফনিকদিগের রাজশক্তি ও বাণিজ্য-প্রভাবের অবসান ঘটিলে ফিনিসিয়ার আদিবর্ণমালা হইতেই উত্তর সিরীয়ায় অরমীয়লিপি গঠন লাভ করিয়াছিল। আদি ফনিকলিপিও দুই প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সর্ব্বপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীর শেষে অথবা ১১শ শতাব্দীর প্রথমে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।‡ প্রাচীন নিনেভে নগরীতে কীলরূপা শিল্পলিপির সহিত প্রাচীন ফনিক-লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। যাহা হউক,বেরোসাসের মত ধরিলেও আমরা দেখিতেছি যে, খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বর্ষেরও পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের বংশধরগণ অসুরীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সুপ্রাচীনকালে ফনিকলিপির সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। মিসরপতি আহমেশের চিত্রলিপিতে প্রায় ১৪৬২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে আমরা "ফেনেখ" নামে ফিনিকদিগের উল্লেখ পাই। ঐ সময়ের পূর্ব্বেই যে এখানে ফনিক সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তখনও তাঁহাদের দ্বারা বিপর্য্যয় বা দক্ষিণ হইতে বামমুখী লিপির সৃষ্টি হয় নাই। এই সময়ের পত্রপটে অঙ্কিত (Papyrus) সঙ্কেতলিপিতে (Hieratic) যে অক্ষরের আভাস পাই, তাহার কএকটী বর্ণ দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন বট্টেলেত্তু অক্ষরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ভারতীয় পণিকগণ খৃষ্ট-জন্মের বহুসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে মিসর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত,সলোমনের ইতিহাস হইতেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পণিকদিগের কেহ কেহ মিসরে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার রেখা পাত করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যের অতি প্রাচীন বট্টেলেত্তু সঙ্কেতলিপির স্থান অধিকার করে। তৎপূর্ব্বে মিসরে কেবল চিত্রলিপিরই প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়ীয় পণিকদিগের সহিত সঙ্কেতলিপি ইজিপ্টে প্রবেশ করিলে তাহাতেই পত্রপট (Papyrus) অঙ্কিত করিবার প্রথা চলিল। যাঁহারা বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফনিকগণ গিয়া দ্রাবিড়ে সেমিটিক সভ্যতার বীজ প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মিল নাই। তাহা হইলে মিসরে যেমন চিত্রাক্ষর প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যেও সেইরূপ চিত্রাক্ষরের কোন প্রকার সন্ধান পাইতাম। তাহা যখন নাই, অথচ দাক্ষিণাত্যের বট্টেলেত্তুর অ, ই, প্রভৃতি কোন কোন বর্ণের সহিত মিসরের সঙ্কেতলিপির মিল পাইতেছি, অথচ সেই সময়ে চিত্রাক্ষরের অসদ্ভাব ছিল না, তখন যে ভারতবাসী গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেই বরং মিসরবাসী সুবিধাজনক সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া থাকিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। এই সঙ্কেতলিপিরই ভিন্নরূপ নিদর্শন সুপ্রাচীন বাবিলোন ও অসুরীয় কীললিপিতে রহিয়াছে। কেবল মিসর বলিয়া নহে, বাণিজ্য ব্যপদেশে ফনিকগণ জরথুস্ত্র-গণের অধিকারভুক্ত রাজ্যে আসিয়া বিপর্য্যস্তলিপির ব্যবহার শিক্ষা করিয়া য়ুরোপে গিয়া প্রচার করিয়া থাকিবে, এই কারণ সেই সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট ফনিকরাই লিপি-মালার প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক তাঁহাদের অভ্যু-দয়ের বহুপূর্ব্বে বিপর্য্যস্ত বা খরোষ্ঠীলিপির উৎপত্তি। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, ব্রাহ্মীলিপি যেমন ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত, প্রাচীন লিপিসমূহের জননী খরোষ্ঠীও সেইরূপ সকল বিপর্য্যস্ত লিপির জননী। ফণিকগণ এই লিপি লইয়া গিয়া য়ুরোপে প্রথম প্রচার করিয়া ছিল বলিয়াই গ্রীকদিগের নিকট ফনিকেরাই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যেমন মোআব ও সিদোনে ফনিকদিগের প্রচারিত লিপির কালবশে পরম্পরের রূপে অনেকটা পার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত উক্ত লিপিসমূহের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্থান ও কালবশে সেবীয় ও যোক্তানের সেমিটিক লিপি ‡ মোআব, সিদোন ও অরমার লিপি হইতে বহুলাংশে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত অপর স্থানের বিপর্য্যস্ত লিপিরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। টেলর, বুহ্লর প্রভৃতি লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ এসিয়া মাইনর বা আরবের প্রাচীন লিপির

* Taylor's Alphabets, Vol. I. p. 247.

† Taylor's Alphabets. Vol. I, p. 198,

‡ Taylor's Alphabets, Vol, 1. p. 216

‡ ফণিকরাজ সমতিকাস্ হইতে সমিতিক বা সেমিটিক নামের উৎপত্তি। সুতরাং ফণিক ও সমিতিক একই।

সহিত অশোকের বিপর্য্যস্ত লিপির সাদৃশ্যস্থাপনে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অনেকটা কষ্ট কল্পনা মাত্র, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। *

আর একটী কথা—প্রাচীন ফণিকলিপিসমূহে ২০টীর অধিক বর্ণ মিলিবার উপায় নাই.—সেই ২০টী বর্ণের নাম—অলেফ, বেথ্, গিমেল, দলেথ, হে, বাও, জইন্, চেথ্, য়োদ্, কফ্, লমেদ, মেম্, নুন্, সমেছ্, কে, ছ'দে, কোফ্, রেষ, ষিন্, তও। এই ২০টী বর্ণের উচ্চারণ ধরিয়া যথাক্রমে অ, ব (বর্গীয়), গ, দ, হ, ব (অন্তঃস্থ), জ, চ, য়, ক, ল, ম, ন, স, প, ছ, খ, র, ষ এবং ত বা ট এই বর্ণ বাহির হইতে পারে। কিন্তু ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমা হইতে আবিষ্কৃত অশোক, যবন, শক ও কুষণ-রাজগণের সময়ে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপিগুলি একত্র করিলে তাহা হইতে আমরা ৩৯ বর্ণ দেখিতে পাই, যথা—

অ ই উ এ ও অং
ক খ গ ঘ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ ষ স হ

খরোষ্ঠী যে ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়, সেই অবস্তার সুপ্রাচীন গাথা আলোচনা করিলে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, এই ৫টী অধিক পাওয়া যায়। সুতরাং খরোষ্ঠীর ৪৩টী বর্ণের মধ্যে ফণিকেরা স্ব স্ব বাণিজ্যে ব্যবহারোপযোগী ২০টী অক্ষর মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ৫০টীর অধিক বর্ণমালা থাকিলেও সাহিত্যিক হিসাবে না ধরিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণ ধরিলে এদেশে যেমন ৩০।৩২টী অক্ষরের বেশী আবশ্যক নাই, স্বীকার করিতে হয়, [বাঙ্গালা ভাষা দেখ] অথচ যেমন বঙ্গলিপি ব্রাহ্মীলিপিরই সন্ততি, সেইরূপ আবস্তিক ধর্ম্মশাস্ত্রে ৪৪টী বর্ণের ব্যবহার থাকিলেও ফণিকদিগের ২০টীর অধিক ব্যবহারে আসে নাই, অথচ ঐ ২৩টী আদি খরোষ্ঠী লিপিরই সন্ততি।

এখন য়ুরোপীয়গণ যেরূপে স্ব স্ব দেশপ্রচলিত লিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাই আলোচ্য। য়ুরোপীয় লিপিতত্ত্ববিদ্গণ বর্ণলিপির সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপে সাঙ্কেতিকলিপির উৎপত্তি স্বীকার করেন –

* Taylor's Alphabets, Vol. I ও Indische Palæographie von G. Buhler এই গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বর্ণলিপির পূর্ব্ববর্ত্তী সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

প্রাচীন যুগের মনুষ্যপ্রকৃতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, মানবজাতির উন্নতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লিপিকার্য্যের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারা কএকটী অভাবমোচনের জন্য চিহ্নমাত্র অঙ্কন করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য, সময় বিশেষের নির্দ্ধারণ জন্য, অনুপস্থিত অথবা যাহার সহিত সহজে সাক্ষাৎকারের সুবিধা নাই এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাব বিশেষ জ্ঞাপন নিমিত্ত কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্নের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেই আদিম যুগের অধিবাসিবর্গ আপনাপন অস্ত্র, শস্ত্রাদি, স্ব স্ব পালিত গবাদি পশুকে পরস্পরের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য অথবা স্বহস্তে নির্ম্মিত মৃৎপাত্রাদি বা অপর কোন দ্রব্যের অপর সাধারণ হইতে পার্থক্যনির্দ্দেশের জন্য বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। অদ্যাপিও ভূগর্ভনিহিত মৃৎপাত্রসমূহে ঐরূপ বিভিন্ন চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায় এবং তাহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল পাত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃৎপাত্রে তৎকালের ন্যায় কুম্ভকারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যাহা ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক সম্পত্তির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া "ট্রেড্ মার্কে" পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সকলেই জানে, আমাদের দেশের অজ্ঞ রমণীরা পরিধেয় বস্ত্র বা রুমালাদিতে চিহ্নস্বরূপ তাহার কোণে গ্রন্থি দিয়া রজককে দিয়া থাকেন। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি বর্ণজ্ঞানবর্জ্জিত জাতির মধ্যে এখনও ঋণগ্রহণকার্য্যে অর্থের সংখ্যা নিরূপণার্থ সূত্রে বা রজ্জুখণ্ডে গ্রন্থি দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর গোপগণ দুগ্ধ ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব বাঁশের চটায় দাগ কাটিয়া রাখে। ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যদি কখনও হিসাবের টাকা আদান প্রদান লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিচারক ঐ সকল দাগ দেখিয়া মোকদ্দমার সত্যাসত্য স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতেও ঐরূপ এক সময়ে ঋণসংখ্যার্থ গ্রন্থিচিহ্ন ব্যবহৃত হইত। হেরোদোতাসের (IV. 78) বিবরণীতে জানা যায় যে, শকাভিযান কালে দরায়ুস্ ইষ্টার নদী অতিক্রম করিয়া সেতুরক্ষক গ্রীক সেনাদলের হস্তে বহু গ্রন্থিযুক্ত একটী দীর্ঘ রজ্জু রাখিয়া দেন এবং বলেন, ইহাতে যত গ্রন্থি আছে, ততদিন তোমরা এই সেতু রক্ষা করিবে এবং প্রত্যহ এক একটী গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিবে। যদি শেষ গ্রন্থি

খুলিবার দিনে রাজার প্রত্যাগমন না ঘটে, তাহা হইলে গ্রীকগণ সেতু ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবে।

উহারই উন্নত প্রকরণ পেরু রাজ্যের কুইপু রজ্জুতে দৃষ্ট হয়। উহা প্রথমে সংখ্যাগণনাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পরে কালবশে ক্রমশঃ উহার উন্নতি সাধিত হয়। নির্ম্মাতার কৌশলে তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনানিচয়, রাজবিধিপ্রশস্তি প্রভৃতি সঙ্কেত গ্রথিত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তৎকালে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে কুইপু'র ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক এক জন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তিনিই কুইপু পাঠের পর পুনরায় কুইপুর সাহায্যে উত্তর বাঁধিয়া দিতেন। দুঃখের বিষয়, কুইপুর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্কেতিক প্রথা এক দিন চীন, তিব্বত এবং প্রাচীন ভূখণ্ডবাসী আদিম জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল।*

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কুইপুর ন্যায় কার্য্যসাধনশীল 'দৌত্যদণ্ড' বিদ্যমান আছে। উহা একটী বৃক্ষ-শাখা মাত্র। পত্রলেখক গাত্রোপরি পূর্ব্বে শামুক দিয়া (এখন ছুরিকা সাহায্যে) কতকগুলি আঁচড় কাটিত। বর্ত্তমান "সর্ট-হ্যাণ্ড" লেখার ন্যায় ঐ আঁচড়গুলি স্বতঃ ব্যাখ্যাত নহে। উহা ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব স্মৃতিপথারূঢ় করিবার নিদর্শনমাত্র। লেখক যখন ঐ আচড় টানিতে থাকেন, তখন নিকটে এক জন দূত বা পত্রবাহক দাঁড়াইয়া থাকে। যেমন একটী আচড় বৃক্ষডালে আঁকা হয়, অমনি লেখক পত্রবাহককে ঐরূপ অঙ্কনের অভিপ্রায় ও অর্থ জ্ঞাপন করিয়া দেন। এইরূপে ঐ দণ্ডের অঙ্কন সমাধা হইলে পত্রবাহক দণ্ডটী হস্তে লইয়া পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট লইয়া আইসে এবং স্বয়ং এক একটী আচড় লক্ষ্য করিয়া এক একটা ভাবের কথা জানায়। উপরোক্ত দ্বীপের ভিক্টোরিয়া বিভাগের বিম্মেরা নদীতীরবাসী বোট্‌জো-বল্লুক জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথায় পত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। তথায় পত্রবাহক এক সর্দ্দারের নিকট হইতে অঙ্কিত দৌত্যদণ্ড লইয়া অপরের হস্তে সমর্পণ করে এবং তাঁহাকে জনান্তিকে লইয়া গিয়া পত্রপ্রেরকের নাম জানাইয়া দেয় ও পত্র-মর্ম্ম জ্ঞাপন করে। এই দৌত্যদণ্ডের অঙ্কিত আচড় বা লিপিগুলি যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে নিরন্তর চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে উভয়ের মনোভাবের অঙ্কিত আচড়গুলি বুঝিতে পারে।

কালে অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্রমর্ম্মজ্ঞাপনের অভাব অনুভূত হইল। কোন স্বতন্ত্র প্রথায় সাধারণে পরস্পরের অভিপ্রায়-গুলি পরস্পরের স্মৃতিপথে সমারূঢ় করিবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত (mnemonics) অনুমোদিত করিয়া লইলেন। ইহাই বাস্তবিক বর্ণলিপির প্রাথমিক অবস্থা। ইহা হইতেই পরবর্ত্তী সময়কার লিপির আংশিক গঠন সংসাধিত হইয়াছিল।

স্মরণাতীত কালের মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ আমরা এবম্ভূত অর্থব্যঞ্জক ও মনোভিপ্রায়-জ্ঞাপক দুই প্রকার লিপির নিদর্শন দেখিতে পাই। অঙ্কিত উহার একটী কঠিন প্রস্তর বা অস্থিখণ্ডে খোদিত দৃশ্য বস্তুর চিত্র এবং দ্বিতীয়টী অঙ্কিত রেখাটী ফলিত চিত্র মাত্র আছে। সেই পৌরাণিক যুগের (Prehistoric times) মনুষ্যসমাজ গুহাদি খোদিত করিয়া তাহার সমতল গাত্রে হরিণ, মহিষ ও তদ্‌যুগের পশ্বাদির যে সকল প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর বলিয়া গণ্য এবং M. Ed. Piette কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এরিজন নদীকূলের সচিত্র প্রস্তরগুলি (L' Anthropologie Vol vii. pp. 344) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই চিত্রিত প্রস্তরফলক (marked pebble) Reindeer যুগের শেষ স্তর ও Neolithic যুগের প্রথম স্তরের মধ্যবর্ত্তী কালে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করা হয়।

এই যুগীয় স্তর প্রায় ২ ফুট মোটা এবং লাল ও কৃষ্ণ-বর্ণ। ইহার মধ্যস্থিত সচ্ছিদ্র হরিণদন্ত (মালার জন্য), বিভিন্ন জীবদেহাস্থি প্রভৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে চিহ্নাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড বিরাজিত দেখা যায়, তাহা বর্ণমালাগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—১ সংখ্যাবোধক শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি আচড় (Series of strokes) এবং ২ সুচিত্রিত চিত্রাবলী (graphic symbols)। ঐ সকল প্রস্তরলিপির অর্থ যাহাই হউক না কেন, উহা যে আকস্মিক সমুদ্ভূত নহে, তাহা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার কোনটীতে বৃশ্চিক, শুঁয়া বা সর্প, কোন কোনটীতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও নত্থাদির অস্পষ্ট আভাস, এবং তদ্ভিন্ন অধিকাংশ প্রস্তরেই বর্ণমালার চিহ্নসদৃশ E, I, T, O, A, ⊠, Ω, প্রভৃতি অক্ষরমালা উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহামতি পিকৃটে উহার মধ্যে নানা প্রাচ্য দেশবাসী, ফিনিকীয় সাইওপ্রাস দেশ-বাসীর কতকগুলি বর্ণমালা ও শব্দাংশ (Syllabaries) এবং মাস দে' আজিলের প্রাচীন বর্ণলিপির নয়টী অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিতে পান। বর্ণমালার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া উহাকে কখনই বর্ণমালার আদি বা উৎপত্তি নিদর্শন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, বরং উহাকে প্রাচীন কালের কোন ভৌতিক চিহ্নেরা বা জাতি বিশেষের নির্দ্ধারিত সাঙ্কেতিক বিবরণের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ এখনও

* Ethnologische Parallelen und Vergleiche, i. p, 184.

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার পর্ব্বতগুহা মধ্যে এবং আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে জুয়া প্রভৃতি খেলায় ঐরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত আছে।

প্রাচীন ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনপদ হইতে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা ভূখণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রলিপির (Picture-writing) আদর্শ বিদ্যমান আছে। উহা মিসরীয় বা চীনদেশীয় চিত্রলিপি হইতে অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইজিপ্ত বা চীনের ন্যায় আমেরিকাবাসীর চিত্রলিপি বর্ণ বা শব্দব্যঞ্জক হয় নাই। চিত্রগুলি কেবল চিত্রেরই উদ্বোধক হইত।

চিত্রলিপি ব্যতীত আমেরিকাবাসিগণ সংখ্যাগণনার্থ এক প্রকার ছড়ি ব্যবহার করিত। উহার সাঙ্কেতিক আঁচড়গুলি গণনা করিয়া তাহারা যুদ্ধাভিযানের ব্যাপ্তিকাল, তত্তদ্ যুদ্ধে নিহত শত্রুর সংখ্যা ও তদনুরূপ পরিচয়াদি ব্যক্ত করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে 'বম্পুম্' নামক মালার ব্যবহার আছে। উহার সাদা দানাগুলি সন্ধি বা শান্তিস্থাপনের উদ্বোধক এবং বেগুণে দানাগুলি যুদ্ধঘোষক। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে লেনী লেনপে সর্দ্দারগণ সন্ধিস্থাপনার্থ উইলিয়ম পেন্‌কে বিভিন্ন বর্ণের যে মালা দান করে, তাহার মধ্যস্থলে সন্ধির উদ্বোধক দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি পরস্পরে হস্ত ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। এইরূপ মেক্সিকোবাসীর ফাঁস চিহ্ন চৌর্য্য বা শান্তিজ্ঞাপক এবং কালিফোর্ণিয়ার পার্ব্বত্যচিত্রে অশ্রুভারাক্রান্ত প্রতিকৃতিই শোকজ্ঞাপনার্থ উৎকীর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকাবাসী আদিম জাতির মধ্যে এই চিত্রলিপির প্রাচীনতম আদর্শ বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ণমালায় পরিণত হইতে পারে নাই। প্রাচীন ভূখণ্ডের অসুরীয়, মিশর ও চীন রাজ্যে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলিপির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং উহা কালে শব্দ বা বর্ণমালার প্রকৃষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়া তত্তদ্ জনপদবাসীর মনোভাব ও তদর্থজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত বা অধিকারী হয়।

চীনদেশেই সর্ব্ব প্রথমে এই চিহ্নলিপি হইতেই বর্ণ বা শব্দ লিপির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। তথাকার বর্ত্তমান লিপির মৌলিকাবস্থার সহিত সামঞ্জস্য নির্ণয়ার্থ সেই আদিম চিত্রলিপির নিদর্শন দৃষ্টি গোচর না হইলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশী বর্ণলিপি আনুমানিক ৮০০ হইতে ১০০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। চীনদেশীয় প্রাচীন অভিধানলিখিত শাব্দলিপি ও বর্ত্তমান বর্ণ বা শব্দলিপির বৈষম্য দর্শন করিলে স্পষ্টই ইহার উন্নতি ও বিকাশ উপলব্ধি হইতে পারে। যখন তাহারা প্রস্তর বা তদ্বৎ কঠিন পদার্থে লৌহশলাকা দ্বারা চিত্রলিপি অঙ্কিত করিত, তখন তাহারা গোলকপিণ্ডে সূর্য্য এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে চন্দ্রকে বুঝাইত। পরে যখন কাগজ, রেশম ও তৎসদৃশ কোন কোমল বস্তুর উপর বর্ণমালা বিন্যাসের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা লৌহশলাকার পরিবর্ত্তে তুলির ন্যায় কেবল লেখনী বা চিত্রতুলিকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই বাস্তবিক পক্ষে তুলির টানে বৈপরীত্য সাধিত হইয়া বর্ণগুলি বর্ত্তমান ছাদে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

চীন শব্দলিপি হইতে জাপলিপি গৃহীত হইলেও উহা অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া ভিন্নাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।* এই জাতীয় লিপির ছাঁদ ভিন্ন জাপানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে ভারত প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালার লিপিও বিদ্যমান আছে। তথাকার বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত ছাঁদে লিখিত।

মিসরীয় বর্ণলিপিই প্রথমে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বপ্রাচীন লিপি বলিয়া বিদিত। এখানে চিত্রলিপির (Hieroglyphics) এক সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল, তদ্দেশস্থ উৎকীর্ণ ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্যক্ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। চীনগণ যখন বস্তুবিশেষকে চিত্রলিপির দ্বারা বুঝাইবার পরিবর্ত্তে শব্দলিপির উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাহারা শব্দানুসারে দ্রব্যবিশেষের কতক চিহ্ন সামঞ্জস্য অবধারণ করিয়া লন। তাহাতে আদিম চিত্রঘটিত লিপির আংশিক চিত্রের বিলয় ঘটে এবং মূলতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

ভাষাবিদ্‌গণ প্রাচীন ভূখণ্ডের এই তিনটী বিস্তৃত চিত্রলিপির উৎপত্তিনির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে, এক সময়ে ইহা মধ্য এসিয়াখণ্ডবাসী জাতির মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন, চীনগণ বাবিলোন হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বর্ত্তমান চীনসাম্রাজ্যে বাস করিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ইউফ্রেটিস্ প্রবাহিত উপত্যকাভূমে প্রথমে মিসরীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্য (হিন্দু)-দিগের ন্যায় ইউফ্রেটিস্ তীরবাসী জনস্রোত সেমিটিক অভিযানে লিপ্ত হইয়া রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে মিসর রাজ্যে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। এই মিসরীয়গণ প্রাচীন সোমালী জাতির অন্য একটী শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

মিসরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহুকাল ব্যাপিয়া অসুরীয় (অসুর)-গণের সহিত মিসরীয়দিগের রাজনৈতিক সংঘর্ষ (যুদ্ধবিগ্রহ) চলিয়াছিল, সেই

* See Taylor's The Alphabet, i, p. 34.

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে উপনীত হয়। এবং তত্তদ্ স্থানে আপনাদের জন্মভূমির প্রচলিত চিত্রবর্ণমালার প্রচার করে। বাস্তবিক পক্ষে, এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপিপ্রথা (Hieratic writing) নীল নদের উপত্যকাদেশে সম্যক্ পুষ্টি লাভ করে নাই; অথবা যে প্রাচীন চিত্রলিপি (Pictographic System) হইতে অসুরীয় ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থানের কীললিপি ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপি উচ্চ বা নিম্ন ধারায় অনুসৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

চীনবাসীর ন্যায় মিসরবাসিগণও একই উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া (চিত্রলিপি হইতে) বর্ণমালা নির্দ্ধারণে অগ্রসর হন। তাঁহারাও বস্তুবিশেষের আকৃতি এবং বস্তুগত ভাব সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সেই চিত্রগুলির ছাঁট বাদ দিয়া এক একটী "বর্ণশব্দ" রূপ অক্ষর নির্ণয় করেন; পরে তাহা হইতেই এক প্রকার য়ুরোপের প্রচলিত ভাষাগুলি যেরূপ আক্ষরিক, মিসরীয় ভাষা সে ভাবে কখনও আক্ষরিক হয় নাই। কারণ প্রাচীন মিসরবাসিগণ স্বভাবতঃই আত্মগৌরবরক্ষণশীল এবং চিত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাঁহারা স্বকীয় এই শোভাবর্দ্ধক ও সৌষ্টবশালী চিত্রলিপিরই পক্ষপাতী হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বর্ণমালা চিহ্নব্যবহারবাসনাকে বিলক্ষণ ক্ষতির বিষয়ই জ্ঞান করিতেন।

সেই কারণেই তাহারা চীনবাসীর ন্যায় বর্ণমালা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা শব্দপরম্পরার সংযোগ লক্ষ্য করিয়া সেই শব্দে যে বস্তু, পশু, পক্ষী বা মনুষ্যের উদ্দ্যোতক শব্দকে বুঝায়, সেই বস্তুর দ্বারাই ভাষালিপি অঙ্কন করিয়া যাইতেন। যেমন জল বুঝাইতে ~~~ চিহ্নের দ্বারা তরঙ্গায়িত জলপৃষ্ঠ আঁকিত, তৃষ্ণা বুঝাইতে জলের চিহ্ন আঁকিয়া একটী গোবৎস ছুটিয়া জলের অভিমুখে যাইতেছে, দেখাইলেই চলিত। যুদ্ধ বুঝাইতে একহস্তে ঢাল ও অপরে বড়শা বা তরবারিযুক্ত বীরমূর্ত্তি লিখিত। এই সকল চিত্রলিপির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধনির্দ্দেশার্থ তাহারা কতকগুলি চিহ্নও ব্যবহার করেন। ডাক্তার আইজাক টেলার বলেন, সেই সকল অক্ষরমূলক (Alphabetic symbol) চিহ্ন হইতেই বর্ত্তমান ইংরাজী বর্ণমালার বীজকীট প্রসুপ্ত ছিল, কালে তাহা প্রবুদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই হাইরোগ্লিফিক চিত্রলিপি হইতে কিরূপে মিসররাজ্যে হিরাটিক লিপির প্রচলন হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—ইংরাজী *m* বর্ণের উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্‌গণ বলেন যে, প্রাচীন মিসরী-ভাষায় পেচকের নাম মূলক = উলূক। প্রথম চিত্রলিপি অনুসারে পেচক পক্ষী বা সেই বস্তুর ধারণা (৪৪ a idiogram) বুঝাইতে পেচকপক্ষিচিত্রই অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে তাহা পেচক শব্দার্থের (Phonograms) বোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত অর্থে তাহার শব্দরূপ পরিণতি ঘটে এবং শব্দানুসারে তাহাতে উ যুক্ত হইয়া *mu* পদ হয়। প্রাচীন হায়রোগ্লিফিকের পেচকচিত্র প্রস্তরাঙ্কণের পরিবর্ত্তে যখন পাপাস্ (Papyrus) পত্রে লিখিতে আরম্ভ হয়, তখন দ্রুতলিপির জন্য সুস্পষ্ট পেচকাকৃত না লিখিয়া মোটামুটি উহার চারিপার্শ্বের রেখাই লিখিত হইত। পরে লেখার তারতম্যানুসারে ক্রমে আদি পেচকচিত্রের লোপ ঘটে এবং পদ ও পৃষ্ঠবিহীন পেচক রেখার ন্যায় ইংরাজী হস্তলিখিত জেড্ বর্ণ বা সংস্কৃত "দ" বর্ণের অনুরূপ আকৃতিতে লিখিত হয়। ডেমোটীক লিপিতেও উহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া আইসে। আবার সেমিটিক বর্ণমালার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উক্ত অক্ষরগুলি মিসরীয় সঙ্কেতলিপি (Hieratic) হইতে যেন গৃহীত। মোআবাইট্ প্রস্তরফলকে সেমিটিক অক্ষরে যে সুপ্রাচীন শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে *m* অক্ষর স্থলে "J অক্ষর অঙ্কিত দেখা যায়। উহার সহিত মিসরীয় সঙ্কেতলিপির *m* বর্ণের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মোআবাইট্ অক্ষর হইতে প্রাচীন গ্রীকের w। অক্ষরের উৎপত্তি কল্পনা করা যায়। উহা হইতে পরবর্ত্তী সময়ে পরিবর্ত্তন নিয়মে গ্রীকভাষার M বা M অক্ষর উদ্ভূত। ইহার পরে গ্রীকলিপি ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই গ্রীকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া রোমকগণ বর্ণমালার Roman capipal M গ্রহণ করিয়াছিল। সেই রোমক অক্ষর হইতে সুছাঁদবিশিষ্ট ইংরাজী m অক্ষরের উৎপত্তি।

মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে ব্যঞ্জন ও অর্দ্ধব্যঞ্জন বর্ণের প্রাধান্য থাকায় মিসরীয় ধাতুগুলি সাধারণতঃ তিনটী অক্ষরে গঠিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে চীনভাষার সহিত মিসরীভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। টলেমিবংশের অধিকার পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন মিসররাজ্যে সঙ্কেতলিপিরই প্রচলন ছিল। পরে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও সহজলেখ্য গ্রীক বর্ণমালার প্রচলন হওয়ায় উহা একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকেরব্লাদ্ নামক একজন সুইড্ মিসরীয় বর্ণমালার উদ্ধারের চেষ্টা পান, ঐসময়ে গ্রোটফেণ্ড পারস্য রাজ্যান্তর্গত কতকগুলি কীলফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রথম উদ্যম সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে কাম্পোলিয়েঁ ও টমাস ইয়াং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মিসরভাষা আলোচনা করিতে থাকেন। তাঁহারা অনেক গবেষণার পর, রোজেটার প্রস্তরলিপির সাহায্যে প্রাচীনভাষা উদ্ধারে পথ বিস্তৃত করিয়া দেন। গ্রোটফেণ্ড ও সর হেন্‌রী রলিন্‌সন

৫১৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দরায়ুস বিস্তাস্প কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ কীলফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া কীলফলকপাঠের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন। কীললিপির পাঠোদ্ধার হইতে প্রকৃতপক্ষে পারসিকদিগের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তাশাস্ত্রপাঠেরও বিস্তর সুবিধা হয়। কারণ কীল-লিপির ভাষা ও অবস্তার ভাষা পরস্পরে বিশেষ নৈকট্যসম্বন্ধযুক্ত।

যখন প্রাচীন পারস্তলিপির পাঠোদ্ধার হয়, তখন সুসান ও বাবিলোনিয়ার সমান্তরাল স্তম্ভশ্রেণীর গাত্রোৎকীর্ণ লিপি পাঠের আশা হয়। পরবর্ত্তিকালে এসিয়া মাইনরের নানাস্থানে কীললিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত ভাষালোচনার পথ অনেক সুগম হইয়াছে এবং নিনিভে ও বাবিলনের ধ্বস্ত স্তূপরাশির অভ্যন্তরনিহিত মৃৎফলকসমূহের পাঠোদ্ধার হইয়া য়ুফ্রেটিস্ উপত্যকার ইতিবৃত্তকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। আকেদিয়ান ভাষায় বর্ণকে "পি" বলে। কীলাকার লিপিতে "পি" লিখিতে যে ভাবে কীলকগুলি (৷৷) বিন্যস্ত হয় তাহার সহিত বাঙ্গালা প, হিব্রু "পি" ইংরাজি P এবং সংস্কৃত ঘএর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

অসুরীয় ও বাবিলোনীয় হইতে এই কীলাকার লিপি বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে অপরাপর জাতির মধ্যে আর একটী ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহা কীললিপির উৎপাদক সুমারীয় জাতি বা তাহাদের বিজেতা সেমিতিক বাবিলোনীয়দিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে, এমন কি, ইজিয়ান সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষার বহুশত শিলাফলক বিদ্যমান আছে। ঐ ভাষা হিটাইট্ (Hittite) নামে কথিত। ইহার লিপিকৌশল প্রথমাবস্থার চিত্রলিপি সম্ভূত হইলেও আক্ষরিক পরিণতিতে ইহা বাবিলোনীয় লিপি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক চেষ্টার পর, এই ভাষার ফলক-লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারিত হয় নাই।

প্রাচীনকালে পিলোপেনিজ্ হইতে একটী গ্রীক উপনিবেশ সাইপ্রাসদ্বীপে যাইয়া বাস করে, তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, তাহা অনেকাংশে আর্কেডিয় ভাষার অনুরূপ। সমগ্র গ্রীক জাতির মধ্যে এই শাখাই বর্ণমালায় লিখিতে জানিত না, তাহারা এসিয়া-বাসীর সংস্রবে পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক বর্ণলিপির অনুসরণ করে। বিখ্যাত পারস্তযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস্ দ্বীপ গ্রীকরাজ্যের অধীন হইলে, গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ স্বজাতীয়ের সংস্রব লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা মূল গ্রীকদিগের অভ্যস্ত বর্ণলিপি গ্রহণ না করিয়া আপনাদের পূর্ব্বতন শব্দলিপিই ব্যবহার করিতে থাকে।

সম্প্রতি বৃটীশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষদিগের যত্নে সাইপ্রাস দ্বীপের ধ্বস্ত স্তূপরাশির খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভূগর্ভ অন্বেষণ করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ এক খানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ফলক খানিতে ডেমিটার ও পার্শিফোনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ব্যাপারাংশ গ্রীক বর্ণমালায় এবং তন্নিম্নের ঘটনাবলী শব্দলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহার গ্রীক বর্ণমালার পাঠপ্রণালী বাম-দিকে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিতে হয় এবং শব্দলিপির প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ বর্ত্তমান আরবী বা পারসীর ন্যায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে। এই শাব্দলিপিতে ৫টী স্বর-বর্ণের চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহার হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য নির্ণয়ের সুবিধা এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ও জিহ্বামূলীয় তালব্য বা অনুনাসিকাদির উচ্চারণনির্ণয়ের উপায় নাই।

পাশ্চাত্য বর্ণমালার উৎপত্তি।

গভীর গবেষণার সহিত সাইপ্রীয় বর্ণমালা আলোচনা করিতে করিতে স্বতঃই মনে বর্ণমালার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ আসিয়া সমুদিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, এই বর্ণমালা ফিনিসিয়া ও গ্রীস হইতে প্রথমে ভূমধ্যসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে এবং পরে তথা হইতে দূরবর্ত্তী জনপদসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইমানুয়েল ডিরুজে Academie des Inscriptions সভায় লিপিতত্ত্বের যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি মিসরীয় হায়রোগ্লিফিক্ বা চিত্রলিপির অভিশপ্ত বা কুৎসিত আকৃতি হইতেই ফণিক্ বর্ণমালার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এতদুভয় বর্ণমালার সামঞ্জস্য সাধনকালে উভয় ভাগগত কতকগুলির অপূর্ব্ব বৈষম্য অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Deecke ইমানুএল রুজের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তি-কালের বিকৃত অসুরীয় কীল-লিপি হইতে সেমেটিক বর্ণমালার উৎপত্তি এবং ফণিক ভাষাও সেই অসুরীয় বর্ণমালার নিকট ঋণী; কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণাভাব। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ফণিক বর্ণমালা বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত যুগ অপেক্ষা আরও সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এবং বর্ণমালার ইতিহাসে একটী যুগান্তর সাধিত হইবে।

আবার মিসরের ধ্বস্ত স্তূপরাশি অন্বেষণ করিতে করিতে অধ্যাপক ফ্লিণ্ডার্স পিট্রি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবিডোস্ নগরের রাজসমাধিস্তম্ভে যে লিপি (Symbols like alphabetic character) উৎকীর্ণ দেখিতে পান, তাহা প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক্ ও চিহ্নলিপির সংযোগে উৎপন্ন। মিসর রাজ্যের ইতিহাসোক্ত প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালেরও পূর্ব্বে অথবা খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০০ বৎসর হইতে ১২০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ঐ চিহ্নলিপি অবাধে মিসররাজ্যে

প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দেরও পূর্ব্বযুগের উৎকীর্ণ ক্রীট দ্বীপের শিলাফলকেও ঐ চিহ্নলিপির নিদর্শন আছে। ইহা দ্বারাও পরবর্ত্তী মিশরী ভাষার বর্ণমালা হইতে ফিনিকগণ কর্ত্তৃক বর্ণলিপির পরিপুষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বসিদ্ধান্তিত মীমাংসাও অপ্রতিপন্ন হইতেছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্রীট দ্বীপের ভূগর্ভে মিঃ ইভান্স যে সকল লিপিপূর্ণ মৃৎফলক পান, তাহার লিপিগুলি মিশরীয় চিত্রলিপির অনুরূপ। উহার ৮২টী চিত্রমধ্যে ৬টী মনুষ্য বা তাহাদের প্রতিকৃতি ১৭টী অস্ত্রাকৃতি, যন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র, গৃহ, গৃহাংশ বা রন্ধন পাত্রাদি; ৩টী সামুদ্রিক জীবচিত্র; ১৭টী পশু ও পক্ষী-মূর্ত্তি; ৮টী বৃক্ষ ও গুল্মাদি, ৬টী গ্রহনক্ষত্রাদি, ১টী ভৌগোলিক চিত্র, ৪টী জ্যামিতমূলক চিহ্ন এবং ১২টী অপর চিহ্ন ছিল। এই ১২টী কি বর্ণ তাহা আজিও আবিষ্কৃত হয় না। নোসসের (Knossos) সুবিখ্যাত প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত ফলকখানি মাইকিনি দ্বীপের আদিম অধিবাসীর উৎকীর্ণ বলিয়া সাধারণের ধারণা।

ইভান্স ঐ মৃৎফলক পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে,এখানকার অধিবাসিবর্গ মাইকিনীর বিজেতৃদলের অধীন ছিল। মাইকিনীয়গণ এখানে নবাগত হইলেও তাহাদের লিপিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম ছিল, কেন না এখনও আবিডোস্ হইতে প্রাপ্ত ফলকে মাইকিনীয় লিপির যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা মিসরের প্রথম রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মৃৎপাত্রস্থ চিত্রলিপি অপেক্ষা প্রাচীন না হইলেও যে তাহার সমসাময়িক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লিপিপ্রথার বর্ণগুলি আক্ষরিক কি শাব্দিক তাহা আজিও সুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

এক সময়ে এই দ্বীপ হইতে সভ্যতাস্রোত কারিয়া ও লাইসিয়ায় প্রবাহিত হয়। কারিয়াগণ ক্রীট হইতে এসিয়ার উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, তাহাদের ভাষা বা লিপির সহিত কৌনাস্ (Caunus)-বাসিদিগের লিপির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নোসসের ফলকপাঠে অনুমান হয় যে, কারিয় ও মাইকিনীয়গণ পরস্পরে নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং কারিয় ও লাইসিয়গণও পরস্পরে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের ভাষাগত সাদৃশ্য স্বতন্ত্র। উহা আদৌ ইন্দোয়ুরোপীয় কেন্দ্রসম্ভূত বলিয়াই ধারণা করা যায় না। পক্ষান্তরে ফ্রিজীয় ভাষায় উৎকীর্ণ ফলকাদিতে গ্রীক লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। উপরোক্ত ভাষাত্রয়ে উৎকীর্ণ শিলাফলকগুলির মধ্যে একটীও খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। এসিয়া-মাইনর (বিশেষতঃ লাইসিয়)-বাসিগণের কথিত ভাষার সহিত গ্রীকভাষার অনেক শব্দবৈষম্য লক্ষিত হয়। একদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে গ্রীক অক্ষর হইতে ঐ ভাষার বর্ণচিহ্ন অনেক স্বতন্ত্র। অনেকে এমনও অনুমান করেন যে, রোডস্ দ্বীপের ডোরিয়া লিপির সহিত গ্রীক অক্ষর মিশিয়া এই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে মোআবাইট্ প্রস্তরফলকের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে খৃষ্ট ৮৯৫ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে উৎকীর্ণ বলা যাইতে পারে। ঐ মোআব ভাষা বা তাহার বর্ণচিহ্ন আক্ষরিক পরিপুষ্টির কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া গৃহীত হইলেও, সমগ্র য়ুরোপের বর্ণচিহ্নের বিস্তারকর্ত্তা ফণিক ভাষা হইতে পৃথক্। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস্ দ্বীপে ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত যে পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সিদোনীয়রাজ হিরামের ভৃত্য কর্ত্তৃক বাল্‌লেবেনোনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উহাতে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা ফণিকলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। কেহ কেহ উহাকে মোআবাইট্ ফলকের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেহ বা পরবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে বর্ণলিপির উৎপত্তি, পরিণতি বা বিস্তার প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইল, তাহার কোনটী হইতে যে পাশ্চাত্য বর্ণলিপি গৃহীত হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধারণা ফণিক বর্ণমালাই য়ুরোপীয় সমগ্র বর্ণমালার আদি। অধ্যাপক পিটর গাইল লিখিয়াছেন :—"Whenever the Symbols originated, it was to the Phœnicians that the Western world owed its alphabet, as is clear (1) from the forms of the letter themselves; (2) from the names which the Greeks gave to them; (3) from the Greek tradition of their origin."

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে থেরা দ্বীপে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতবর Freiherr Hiller Von Gartringen উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার সহিত ফণিক বর্ণমালার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

যাহা হউক, এই ফণিক জাতীয় বণিকসমিতির দ্বারা পশ্চিম য়ুরোপ খণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী প্রদেশে বর্ণমালার বিস্তারকল্পে মানবজাতির বিশেষ উন্নতি ও ঐতিহাসিক পরিণতি সাধিত হইয়াছিল। অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে এই ফণিক জাতি অতি প্রাচীন কালেই মিসর রাজ্যবাসীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তার করে। এই সময়ে তাহারা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তানুসারে মিসরীয় লিপিপ্রথা কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। এরূপ স্থলে ইহাই স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তাহারা স্বদেশে থাকিয়াই জটিল চিত্রলিপি বর্জ্জন করিতে

শিখিয়াছিল এবং অজ্ঞান সঙ্কেত চিহ্ন আপনাদের বর্ণমালা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ফনিক্ সম্প্রদায় মিসরীয় সঙ্কেতলিপি ও তাহার উচ্চারিত স্বরাদি গ্রহণ করিয়াছিল কি না, অথবা তাহারা মিসরীয় সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া তাহাতে আপনাদের স্বর সংযোজনা করিয়াছিল কি না তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে স্বীকার করিতে হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাঙ্কেতিক ও তাহার অনুরূপ প্রাচীন শব্দই ফনিকদিগের উদ্ভাবিত হওয়াও বিচিত্র নহে। তবে এ কথাও ঠিক,ফনিক বর্ণমালায় যে সকল নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে যে সকল মৌলিক বস্তুর চিত্র উদ্ঘাটন করে, তদুভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন হিব্রু "আলেফ্"এর সহিত ফনিক বর্ণমালার যে তুল্য আদ্যক্ষর, তাহার সহিত বৃষমুণ্ডের কাল্পনিক সাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয় হিব্রু অক্ষর "বেথ্"এর সহিত একটী চতুরস্র বাটীর সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বস্তুতঃ বৃষমুখাকৃতি ঐ ফনিক বর্ণটী তাড়াতাড়ি লিখিতে হইলে বৃষমুখের পরিবর্ত্তে অনেকটা ঈগল পক্ষীর ঠোঁটের ন্যায় হইয়া আইসে এবং সেইরূপ দ্রুত প্রণালীতে বেথ্ অক্ষরটীও বকের ন্যায় বক্রগ্রীব হইয়া যায়। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ফনিকগণ চিহ্ন ও শব্দ বা স্বরমাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বর্ণের নামগ্রহণ করে নাই।

পরবর্ত্তিকালে ফনিকদিগের দ্বারা ফনিক বর্ণমালার কতদূর পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, তাহা লিপিচিত্র এবং ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলেই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। উত্তর ইজিপ্তের আবুসিম্বেল নগরস্থ সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তিসমূহের পাদমূলে সমেতিকাসের বেতনভোগী গ্রীক্, কোরিয়া ও ফনিকসেনাদল স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় আপনাপন নাম অঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার পরে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৩০০ অব্দে বাইব্লোসের টেলিতে, এসমাজারের প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধারে, কার্থেজের ধ্বস্তস্তূপ মধ্যে এবং প্রাচীন সিডোন্ উপনিবেশে ঐ সকল লিপির যে সকল ফলক পাওয়া গিয়াছে, বাহ্য আকৃতিকে তাহা প্রায় একরূপ; কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই অতিসামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

এই সকল শিলা বা মৃৎফলকে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী আকরিক লিপিচিহ্নাপেক্ষা সরু ও লম্বা; সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে ঐ লিপিপ্রণালী তখন শিলাফলকের পরিবর্ত্তে বাণিজ্যকার্য্যের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ বাণিজ্যের ব্যস্ততায় লেখা কিছু দ্রুত ও সরু হইয়াই পড়ে। পাথরে খুদিবার জন্য মোটা ছাঁদের অক্ষর আবশ্যক।

যখন ফনিকবর্ণমালা পাশ্চাত্যভূখণ্ডে আপনার অভ্যুদয় অক্ষরলিপির পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষতাসাধনে তৎপর ছিল, ঠিক সেই সময়েই প্রাচ্যজনপদসমূহে সমস্রোতে বর্ণমালা ও লিপিপ্রচার কার্য্য চলিতেছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, পূর্ব্বখণ্ডে সেমিটিকজাতিই সর্ব্বপ্রথমে কতকগুলি অসমবর্ণীয় চিহ্ন লইয়া ভাষালিপির প্রতিষ্ঠা করে এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দূরদেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু উহা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়। গ্লেসার কর্ত্তৃক আরব দেশ হইতে আবিষ্কৃত স্তম্ভগুলির কোন কোনটীর লিপি খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০ অব্দ অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং যদি তাহা হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি ও প্রচার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ব মীমাংসিত লিপিতত্ত্বের ভিত্তি আরও প্রাচীন যুগে আসিয়া পড়ে। তৎপরে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৯০০ অব্দের প্রাচীন কয়টি সেমেটিক লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। হোজকিয়ার রাজত্ব কালে মোআবাইট্ প্রস্তরে এবং সিলোয়ামের পুষ্করিণীর সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রাপ্ত হিব্রুলিপি এবং বল লেবানোনের পাত্রস্থ লিপিতে ফনিক ছাঁদের সেমিটিক অক্ষরের লিপি বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন লাকিস্ ও অন্যান্য নগরে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রাদিতে যে সকল হিব্রুবর্ণ চিহ্ন এবং হিব্রু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও তদনুরূপ প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ফনিকদিগের ন্যায় এই হিব্রু চিহ্নগুলিও বিশেষ বক্রাকৃতি।

য়িহুদীগণ নির্ব্বাসনের পর ক্রমে ক্রমে অরমীয়লিপি অভ্যাস করিতে থাকে। তাহা হইতেই ক্রমে চতুষ্কোণ হিব্রুবর্ণ-লিপির উৎপত্তি হয়। এক মাত্র সামারিটান্ জাতিই সেই প্রাচীন ও বক্রাকৃতি হিব্রুলিপিই আশ্রয় করিয়াছিল, সেই কারণে তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃত হিব্রু বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে।

অরমীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত সিন্দ্জিলি নগরে পাওয়া গিয়াছে, উক্ত ফলকলিপি প্রায় ৪০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই অরমীয় লিপির সহিত পূর্ব্বোক্ত মোআবাইট্ প্রস্তরলিপির তেমন ইতর বিশেষ নাই। আনুমানিক ৫০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাপিরাস্ পত্রপটে যে সকল অরমীয় লিপি লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ অক্ষরমালা খৃষ্ট পূর্ব্ব ২০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে মিসরদেশে পারস্যরাজপ্রভাব অপ্রতিহত ছিল। এইরূপ বক্রাকৃতি বা জড়ানে অরমীয় লিপির সহিত অসুরীয় কীলফলক পার্শ্বস্থ চুম্বকাংশ লিখিত অরমীয় লিপির সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অরমীয় লিপি তাড়াতাড়ি ও জড়ানে লিখিতে ক্রমে গোলভাব ধারণ করে, কারণ ফনিক লিপিতে অক্ষরের হলগুলি সাধারণতঃ সমান ছিল। অক্ষরের টাম বা হলগুলি গোল হওয়ায় অরমীয় অক্ষর ক্রমে চতুষ্ক হিব্রু

অক্ষরে পরিণত এবং তাহা হইতেই ক্রমে Palmyrar অলঙ্কৃত লিপির (Ornamental writiug) বিকাশ ঘটিয়াছে।

আরবজাতির নবতীয়দিগের মধ্যে পূর্ব্বে এই অরমীয় বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের অক্ষরের ছাঁদগুলি অল্প পরিবর্ত্তনেই তাহা বর্ত্তমান আরবী অক্ষরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। উত্তরপূর্ব্ব আরবদেশের তিমার মন্দিরস্তম্ভে এই শ্রেণীর লিপি বিদ্যমান আছে। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপিতে প্রাচীন অরমীয় লিপির অনেক ছাঁদ বিদ্যমান দেখা যায়। তৎপরবর্ত্তী সময়ের অনেকগুলি নবতীয় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সময়ের তারতম্যানুসারে ঐ ফলকলিপিগুলির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চার্লস ডৌটি, হুবার ও ইউটিং প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষ গবেষণার সহিত ঐ ফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া সেই লিপিমালাব বর্ণসমূহেব ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য একটী তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শিলাফলক প্রধানতঃ ৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার লিপিপর্য্যায় অনুসবণ কবিলে সহজেই বর্ত্তমান আরবী লিপির বর্ণবিন্যাস অনুভব করা যাইতে পারে।

আরব দেশে কিউফিক ও নষকি নামে দুই প্রকার বর্ণমালার ব্যবহার ছিল। শিলালিপি ও মুদ্রাদিতে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত লিপিই ব্যবহৃত, এই কারণে সাধারণ কার্য্যে তাহা অসুবিধাজনক বোধে পবিত্যক্ত এবং সাধারণ লিপিতে অপেক্ষাকৃত জড়ানে ছাঁদের বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে। এই শেষোক্ত নষ্‌কি লিপিই বর্ত্তমান আরবীলিপির জননী।

সিরিয়ার উত্তরবাসী খৃষ্টানদিগেব মধ্যে এষ্ট্রাঙ্গালিয়া নামে আব একপ্রকার অরমীয় লিপির প্রচলন আছে। নেষ্টোরীয় মিসনরীদল ঐ লিপি মধ্যএসিয়ায় লইয়া যায়, পরে তাহা ক্রমে তুর্কমান্ হইতে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ জনপদবাসীর লিপিরূপে পরিগণিত হয়।

উপরোক্ত লিপি ব্যতীত, আরবদেশের দক্ষিণস্থিত যেমেন প্রদেশে আর এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। উহার বর্ণগুলি দক্ষিণ সেমিটিক, বা ইথিওপিয় লিপি নামে পরিচিত। ব্যাকরণ ও বাক্যবিন্যাসের ক্রমনির্ণয় দ্বারা এই সকল দক্ষিণ সেমিটিক লিপিরও সেবীয় ও মাইনীয় নামে দুইটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য শিলালিপির ন্যায়, এই সেবীয় লিপি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ বামদিকে লিখনেরই রীতি ছিল, কিন্তু কতকগুলি ইথিওপিক ফলকলিপিতে বাম হইতে ক্রমে দক্ষিণে লিখিয়া বা পড়িয়া যাইতে হয়। কোন সময়ে দক্ষিণ আরবে সেবীয় ও মাইনীয় লিপির প্রাদুর্ভাব ছিল এবং কোন সময়েই বা চিরন্তন প্রসিদ্ধ দক্ষিণ হইতে বামে লিপি অঙ্কণরূপ সেমিটিক প্রথা বর্জ্জন করিয়া তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী ইথিওপিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই *।

ভারতীয় খরোষ্টীলিপির ন্যায়, পারস্য, আরব, সেমিটিক, সাইপ্রিয় লাটিন, ফিনিক প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য ভাষারই লিপিপ্রণালী দক্ষিণ হইতে বামমুখী ছিল, খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দেব উৎকীর্ণ ডিপিলনের সুবৃহৎ পাত্রোপরিস্থ প্রাচীন আটিক লিপি, কিউরীয় হইতে প্রাপ্ত সাইপ্রীয় ফলকলিপি ও তাহার নিম্নস্থ গ্রীক সমবর্গগুলি এবং প্রিনেষ্টির গোল্ড ফাইবিউলার উপরিস্থ প্রাচীন লাটিনলিপি প্রভৃতি দক্ষিণ হইতে বামমুখীলিপির নিদর্শন।

[সংখ্যালিপি, স্বর, দেবনাগরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]
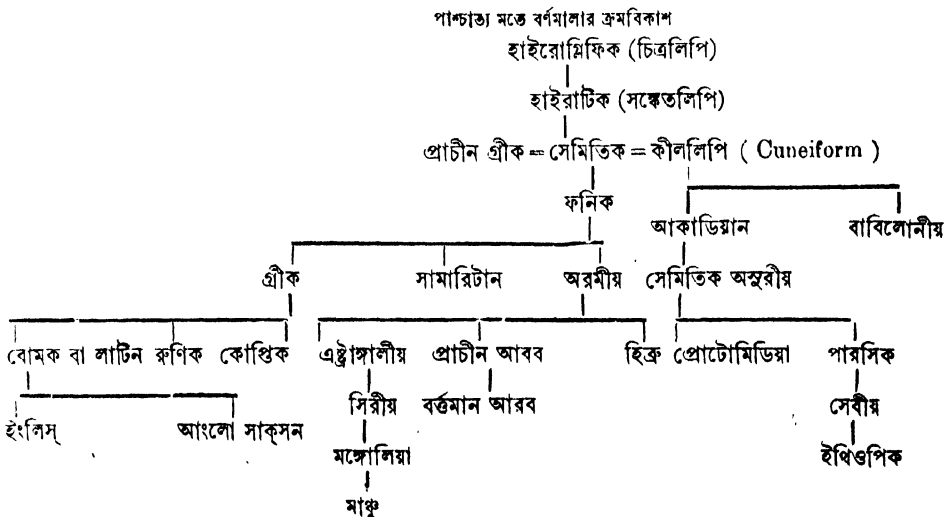
* লেপ্‌সিউস্ বলেন, এই ইথিওপিক বর্ণমালার অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় লিপি হইতে পরিগৃহীত।

বর্ণলেখিকা (স্ত্রী) বর্ণলেখা স্বার্থে কন্। টাপি অত ইত্বং। কঠিনী। ১ খড়ি। ২ লেখনোপযোগী খুন্তি।

বর্ণবৎ (ত্রি) বর্ণোঽস্ত্যস্ত বর্ণ (রসাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৫) ইতি মতুপ্, মস্ত বঃ। বর্ণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বর্ণবতী হরিদ্রা। (জটাধর)

বর্ণবর্ত্তি, বর্ণবর্ত্তিকা (স্ত্রী) লেখনী (Pen বা Pencil)।

বর্ণবাদিন্ (পুং) প্রশংসাকারী। স্তুতিকারক।

বর্ণবিকার (পুং) বর্ণের বিকার। যেমন ষোড়শ। ষষ্ দশ, দ স্থানে উ ও ষ স্থানে ড় ইহার পদ হইল = ষোড়শ। (কাতন্ত্রপঞ্জিকায় ত্রিলোচনদাস)

বর্ণবিলাশিনী (স্ত্রী) হরিদ্রা।

বর্ণবিলোড়ক (পুং) বর্ণান্ বিলোড়য়তীতি বি-লোড়ি-ণ্বুল্। শ্লোকস্তেন, যে ব্যক্তি অন্যের লিখিত বিষয় চুরি করিয়া নিজের বলিয়া পরিচয় দেয়। ২ সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর।

বর্ণবৃত্ত (ক্লী) অনুষ্টুভ, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি সাধারণ শ্লোক, যাহাদের বর্ণ ধরিয়া ছন্দোগণনা করা হয়। [মাত্রাবৃত্ত দেখ।]

বর্ণব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বর্ণস্য ব্যবস্থিতিঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ।

বর্ণশিক্ষা (স্ত্রী) বর্ণাভ্যাস।

বর্ণশ্রেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু শ্রেষ্ঠঃ। বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান।

বর্ণস (ত্রি) বর্ণযুক্ত। (পা ৪।২।৮০ তৃণাদিগণ।)

বর্ণসংযোগ (পুং) সবর্ণ বিবাহ।

বর্ণসংসর্গ (পুং) অসবর্ণ বিবাহ।

বর্ণসংহার (পুং) ১ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সবর্ণের নাশ। ২ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের একত্র সম্মিলনী।

বর্ণসঙ্কর (পুং) বর্ণতো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ বর্ণানাং বা সঙ্করো মিশ্রণং যত্র। মিশ্রিতজাতি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অনুলোম বা প্রতিলোমে জাত জাতি।

গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কুলললনাগণ দূষিত হয়। তাহারা দূষিত হইলে ঐ ললনাগণ হইতে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি থাকে। বর্ণসঙ্কর হইলে দেব ও পিতৃকার্য্য লোপ এবং কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম নষ্ট হয়। সুতরাং তখন সকলের নরক হইয়া থাকে।

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥"

(ভগবদ্গীতা ১ অ০)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী বর্ণ, এই চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর বর্ণ নাই। চারিবর্ণের অতিরিক্ত যে সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সঙ্কর জাতি। এই চারি বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, তাহা না করিলে সেই স্ত্রী পিতা ও স্বামী এই উভয় কুলেরই সন্তাপের কারণ হয়। পত্নীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ, সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইবেন, এক ভার্য্যাকে রক্ষা করিলেই ধর্ম্ম ও কুল পবিত্র হয়।*

ভার্য্যা সুরক্ষিতা না হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে, তাহাতে বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর হইলে ধর্ম্ম ও কুল নষ্ট হয়। ধর্ম্ম ও কুল নষ্ট হইলে ঐহিক ও পারত্রিক কোন রূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য যাহাতে বর্ণসঙ্করত্ব না হইতে পারে, এবং বর্ণসঙ্করের মূল কারণ যে স্ত্রী জাতি তাহাদিগকে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাও বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন। মনুতে লিখিত আছে যে, অন্যোন্য স্ত্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ এবং উপনয়নাদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্করত্ব ঘটিয়া থাকে।

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" (মনু ১০।২৪)

---

* "সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥
ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি॥
স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥
* * * * * * *
যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥
ন কশ্চিদ্যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুং।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥" (মনু ৯।১০)

'ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং অন্যোক্তস্ত্রীগমনেন সগোত্রান্তবিবাহ্য-বিবাহেন উপনয়নরূপস্বকর্ম্মত্যাগেন চ বর্ণসঙ্করো নাম জায়তে' (কুল্লূক)

শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়, দুই প্রকারে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে, এক স্ত্রীদিগের ব্যভিচার হইতে চারি বর্ণের অতিরিক্ত যে সকল জাতি তাহারা প্রথম বর্ণসঙ্কর আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বধর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা দ্বিতীয় বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে।

চারিবর্ণ হইতে অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জাতি মধ্যে পরস্পর আসক্তিবশতঃ অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে এই বর্ণসঙ্কর জন্মে।

"সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥"(মনু ১০।২৫)

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ কর্ত্তৃক পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অসবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন সন্তান জনকের সমানবর্ণ হয় না, তাহাদের জাত্যন্তর ঘটিয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীন জাতি হইলেও পিতার সদৃশ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহারা যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য এবং করণ এই তিন আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক একান্তরজ বা বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত সন্তান অম্বষ্ঠ ও দ্ব্যন্তরজ শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান নিষাদ বা পারশব এবং ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভসম্ভূত সন্তান উগ্র নামে অভিহিত। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত সন্তান সূত, বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত মাগধ এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত সন্তান বৈদেহ নামে অভিহিত। শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যাগর্ভজ সন্তান আয়োগব, ক্ষত্রিয়া-গর্ভজ ক্ষত্তা, ব্রাহ্মণীগর্ভজ চণ্ডাল। শূদ্র কর্ত্তৃক প্রতিলোমক্রমে জাত এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্রকন্যাগর্ভসম্ভূত তনয় আবৃত, অম্বষ্ঠকন্যাসম্ভূত আভীর এবং আয়োগব-কন্যাগর্ভজ ধিগ্‌বণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা এই ছয়টী প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। চণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ বর্ণসঙ্কর জাতির পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোম ক্রমে পরস্পর জাতীয়া কন্যাগর্ভে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা তৎপিতা মাতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে হীন, নিন্দার্হ ও সৎক্রিয়াবহির্ভূত। শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, চণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ সঙ্করকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে হীন ও নিন্দার্হ। আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ হীনজাতীয়েরা পরস্পর মিশ্রভাবে পরস্পর বর্ণজা পত্নীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ। তাহারা জনকাপেক্ষা আরও হীন। দস্যুজাতি কর্ত্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম সৈরিন্ধ্র, ইহারা কেশরচনাদি কার্য্য-কুশল। ইহারা যদিও প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্য্যোপজীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বৈদেহক জাতি কর্ত্তৃক আয়োগবী স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মৈত্রেয়। ইহারা স্বভাবতঃ মধুরভাষী, প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করা ইহাদের কার্য্য। নিষাদ কর্ত্তৃক আয়োগবস্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম মার্গব বা দাশ। ইহার নৌনির্ম্মাণকর্ম্মকুশল। আয়োগবী স্ত্রীগর্ভে জনকভেদে সৈরিন্ধ্র, মৈত্রেয় এবং মার্গব এই জাতিত্রয় জন্মগ্রহণ করে। নিষাদ কর্ত্তৃক বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানের নাম কারাবর, ইহারা চর্ম্মচ্ছেদকারী। বৈদেহজাতি কর্ত্তৃক কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র ও নিষাদস্ত্রী হইতে মেদজাতি, চণ্ডাল হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী পাণ্ডুসোপাক, নিষাদ বৈদেহীতে আহিণ্ডিক ও চণ্ডাল হইতে পুক্কসীস্ত্রীগর্ভে সোপাক জাতি জন্মগ্রহণ করে। এই সোপাক জাতি জল্লাদের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। চণ্ডাল হইতে নিষাদীগর্ভ-সম্ভূত যে সন্তান, তাহারা অন্ত্যাবসায়ী (গঙ্গাপুত্র), শ্মশানকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা। এই সকল বর্ণসঙ্কর জাতি নিন্দনীয় এবং নিন্দ্যকর্ম্মকারী। (মনু ১০ অ০ ও কুল্লূকভট্ট)

বর্ণসঙ্করদোষ দ্বারা বহুতর শঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

"বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যশ্চ শঠজাতয়ঃ।
তাসাং নামানি সংখ্যাঞ্চ কো বা বক্তুং দ্বিজোত্তম॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ১ ব্রহ্মখ০ ১০ অ°)

[এই বর্ণসঙ্করের বিশেষ বিবরণ জাতি, সঙ্করজাতি ও তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বর্ণসঙ্করিক (ত্রি) বর্ণসঙ্করসম্বন্ধীয়। অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সঙ্করজাতির উৎপাদনকারী।

বর্ণসংঘাট (পুং) বর্ণমালা।

বর্ণসংঘাত (পুং) বর্ণসমূহ।

বর্ণসমাম্নায় (পুং) অক্ষরমালা।

বর্ণসি (পুং) বৃণোতি স্থলমিতি বৃঞ্ আবরণে (সানসিবর্ণসি পর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) ইতি অসি ধাতোর্নুক্ চ। জল। (উজ্জ্বল)

বর্ণস্থান (স্ত্রী) বর্ণ বা শব্দাদির উচ্চারণস্থান।

বর্ণস্বরোদয় (পুং) জ্যোতিষোক্ত শুভাশুভজ্ঞানের প্রকার বা নিয়মবিশেষ।

নরপতিজয়চর্য্যা-স্বরোদয়ধৃত ব্রহ্মযামলে উদ্ধৃত হইয়াছে, মাতৃকায় স্বরের সংখ্যা ষোড়শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই ষোড়শ স্বরের মধ্যে অন্ত্যস্বর দুইটী—অং, অঃ। এই স্বর দুইটী ত্যাগ করিয়া লইতে হইবে। ষোড়শ স্বরের চারিটী স্বর ক্লীব, যথা—ঋ, ৠ, ঌ, ৡ। সুতরাং এ চারিটী স্বরও ত্যাজ্য।

অবশিষ্ট দশটী স্বরের মধ্যে দুই দুইটী করিয়া পাঁচটী যুগ্ম হইবে। এই পঞ্চ যুগ্মের আদি পাঁচটি স্বর—অ, ই, উ, এ, ও। ইহারা হ্রস্বস্বর মধ্যে গণনীয়। সুতরাং এই পাঁচটি স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্বনীয়।

এই স্বরোদয় হইতে লাভালাভ, সুখদুঃখ, জীবন-মরণ, জয়-পরাজয় ও সন্ধি এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়।

মাতৃকাবর্ণেই চরাচর পরিব্যাপ্ত, কিন্তু মাতৃকাবর্ণগুলি স্বর ভিন্ন উচ্চারণ করা অসম্ভব, সুতরাং এই চরাচর নিখিলজগৎ স্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাই স্বরোদয় দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়।*

অকারাদি পাঁচটি স্বর, ব্রহ্মাদি পঞ্চ দেবতা বলিয়া কথিত। যথা—অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইরূপ ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি ও শান্ত্যতীতা এই পাঁচটি কলা এবং ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রদ্ধা ও মেধা এই পাঁচটি শক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে।

ঐ পঞ্চস্বর অকারাদিক্রমে চতুরস্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিকোণ, ষড়্‌বিন্দুযুত, গোলাকার ও শুদ্ধ গোলাকার এই পঞ্চচক্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত; গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই বিষয়পঞ্চক এবং সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি পঞ্চ বাণের বাণরূপে নির্ণীত।

"অকারাদি স্বরাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাদ্যাঃ পঞ্চদেবতাঃ।
নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ইচ্ছাদ্যং শক্তিপঞ্চকম্।
মায়াদ্যাশ্চক্রভেদাশ্চ ধরাদ্যং ভূতপঞ্চকম্।
গন্ধাদ্যা বিষয়াস্তে চ কামবাণা ইতীরিতাঃ॥" (স্বরোদয়)

* "মাতৃকায়াং স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ ষোড়শসংখ্যকাঃ।
তেষাং দ্বাবন্তিমৌ ত্যাজ্যৌ চত্বারশ্চ নপুংসকাঃ॥
শেষা দশ স্বরাস্তেষু স্যাদেকৈকো দ্বিকে দ্বিকে।
জ্ঞেয়া অতঃ স্বরাদ্যাশ্চ হ্রস্বাঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে॥
লাভালাভং সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং তথা।
জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্ব্বং জ্ঞেয়ং স্বরোদয়ে॥
স্বরাদ্বি মাতৃকোচ্চারা মাতৃব্যাপ্তং চরাচরম্।
তস্মাৎ স্বরোদ্ভবং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥"
(নরপতিচর্য্যাস্বরোদয়ধৃত ব্রহ্মযামল)

অকারাদি পঞ্চস্বর আটভাগে বিভক্ত। যথা—মাত্রা, বর্ণ, গ্রহ, জীব, রাশি, নক্ষত্র, পিণ্ড এবং যোগস্বর।

যখন মাত্রাস্বর বলবান্ থাকে, তখন মন্ত্রসাধন, যন্ত্রসাধন ও অন্যান্য অধোমুখ কার্য্য করিবে।[১]

বর্ণস্বর প্রবল থাকিলে শুভাশুভ কর্ম্ম করিবে, বর্ণস্বর সকল সময়ে বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সিদ্ধিপ্রদ।[২]

গ্রহস্বর বলবান্ থাকিলে মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাদ, যুদ্ধ, প্রহার ও সংহার এই সমুদায় কার্য্য কর্ত্তব্য।[৩]

জীবস্বর বলবান্ থাকিলে বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ, যাত্রা ও পানাদি কার্য্য করিবে।[৪]

রাশিস্বর বলবান্ থাকিলে প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, উদ্যান, দেবতাস্থাপন, রাজ্যে অভিষেক ও দীক্ষাকার্য্য করিবে।[৫]

নক্ষত্রস্বর বলবান্ হইলে শান্তিক, পৌষ্টিক, গৃহাদিপ্রবেশ, বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা কার্য্য বিধেয়।[৬]

পিণ্ডস্বর প্রবল হইলে শত্রুপক্ষের দেশভঙ্গ, সেনাপতি ও মন্ত্রিনিয়োগ এই সকল কার্য্য করিবে।[৭]

আর যোগস্বর প্রবল হইলে জ্ঞানসম্ভব আণব অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিবিষয়ক, শাম্ভব ও শাক্তেয় ইত্যাদি শারীরিক যোগ সাধন করিবে।[৮]

যে নাম ধরিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে ডাকা যায়, যে নাম লইয়া ডাকিলে মানুষ গমন করে, সেই নামের আদ্যবর্ণে যে মাত্রা অর্থাৎ স্বর হইবে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রজনীকান্ত

(১) "সাধনং মন্ত্রযন্ত্রঞ্চ যন্ত্রযোগঞ্চ সর্ব্বদা।
অধোমুখানি কার্য্যাণি মাত্রাস্বরবলে কুরু॥"
(২) "বর্ণস্বরবলে সর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ শুভাশুভম্।
সিদ্ধিদঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যুদ্ধকালে বিশেষতঃ॥"
(৩) "মারণং মোহনং স্তম্ভং বিদ্বেষোচ্চাটনে বশম্।
বিবাদং বিগ্রহং ঘাতং কুর্য্যাদগ্রস্বরোদয়ে॥"
(৪) "যাত্রাপানাদিকং সর্ব্বং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্।
বিদ্যারম্ভং বিবাহঞ্চ কুর্য্যাজ্জীবস্বরোদয়ে॥"
(৫) "প্রাসাদারামহর্ম্ম্যাণি দেবতাস্থাপনানি চ।
রাজ্যাভিষেচনং দীক্ষা কর্ত্তব্যং রাশিকে স্বরে॥"
(৬) "শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব প্রবেশো বীজবাপনম্।
স্ত্রীবিবাহস্তথা যাত্রা কর্ত্তব্যা ভস্বরোদয়ে॥"
(৭) "শত্রূণাং দেশভঙ্গঞ্চ কূটযুদ্ধঞ্চ যেইনম্।
সেনাধ্যক্ষস্তথা মন্ত্রী কর্ত্তব্যং পিণ্ডকোদয়ে॥"
(৮) "যোগেন সাধয়েদ্‌যোগং দেহস্থং জ্ঞানসম্ভবম্।
আণবং শাম্ভবঞ্চৈব শাক্তেয়ঞ্চ তৃতীয়কম্॥" (স্বরোদয়)

এই নামের আদ্য অক্ষর হইল 'র', ঐ 'র' বর্ণে অ-সংযুক্ত আছে। সুতরাং মাত্রাস্বর হইবে 'অ'।

মাত্রাস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
ক	কি	কু	কে	কো
খ	খি	খু	খে	খো
গ	গি	গু	গে	গো
ঘ	ঘি	ঘু	ঘে	ঘো
চ	চি	চু	চে	চো
ছ	ছি	ছু	ছে	ছো
জ	জি	জু	জে	জো
ঝ	ঝি	ঝু	ঝে	ঝো
ট	টি	টু	টে	টো

এক্ষণে বর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য সপ্তস্বরের বিষয় বলা যাইতেছে।

অকারের নিম্নে ক ছ আদি যে ছয়টী বর্ণ আছে, তাহা অস্বরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিম্নস্থ ছয়টী বর্ণ ই-স্বরের অন্তর্গত এবং উ-স্বরের নিম্নস্থ ছয়টী বর্ণ উ-স্বরের অন্তর্গত, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের নিম্নস্থ ছয় ছয়টী বর্ণ, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের অন্তর্গত হইবে।

উল্লিখিত বর্ণস্বরচক্রের নিয়ম যথা—

বর্ণস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
ক	খ	গ	ঘ	চ
ছ	জ	ঝ	ট	ঠ
ড	ঢ	ত	থ	দ
ধ	ন	প	ফ	ব
ভ	ম	য	র	ল
ব	শ	ষ	স	হ

ঙ ঞ ণ এই তিনটি অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 'ক' অবধি 'হ' পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষর পঞ্চস্বরের নিম্নে তির্য্যক্ পঙ্‌ক্তি-ক্রমে বিন্যাস করিবে। স্বরবর্ণের পঙ্‌ক্তি সমেত সাতটি পঙ্‌ক্তি হইবে এবং সর্ব্বসমেত পঁয়ত্রিশটি ঘরে পঁয়ত্রিশটি অক্ষর বিন্যস্ত হইবে। (উপরের চক্র দ্রষ্টব্য।)

"কাদিহন্তান্ লিখেদ্বর্ণান্ স্বরাধো ঙঞনোজ্ঝিতান্।
তির্য্যক্‌পঙ্‌ক্তিক্রমেণৈব পঞ্চত্রিংশৎপ্রকোষ্ঠকে॥" (স্বরোদয়)

মনুষ্যের নামের আদ্য বর্ণ যে স্বরের নিম্নে থাকিবে, সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণস্বর হইবে। *

যেমন রসিকমোহন নামের আদ্যক্ষর 'র'। 'র' একারের পর্য্যায়ে আছে, সুতরাং একার বর্ণস্বর হইতেছে।

ঙ ঞ ণ এই তিন বর্ণ নামের আদিতে থাকে না, এই জন্য তাহা ত্যাগ করা হইল। যদি কোন নামের আদ্য বর্ণ 'ঙ' 'ঞ' অথবা 'ণ' হয়, তবে 'ঙ' এই বর্ণের পরিবর্ত্তে 'গ', 'ঞ' এই বর্ণের পরিবর্ত্তে 'জ' এবং 'ণ' এই বর্ণের পরিবর্ত্তে 'ড' এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে।

যদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মযামলের উক্তি অনুসারে ঐ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আদ্য বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিবে। †

এক্ষণে গ্রহস্বরের বিষয় বলা হইতেছে। অ স্বরে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক; ই স্বরে কন্যা, মিথুন ও কর্কট; উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বৃষ; ও স্বরে মকর ও কুম্ভ; এই সকল রাশি-সম্ভূত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, তাহাকে সেই স্বরের নিম্নে স্থাপন করিবে।

গ্রহস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেষ সিংহ বিছা	কন্যা মিথুন কর্কট	ধনু মীন	তুলা বৃষ	মকর কুম্ভ
বাল র মং	কুমার বু চং	যুবা বৃ	বৃদ্ধ শু	মৃত শ

* "নরনামাদিমো বর্ণো যস্মাৎ স্বরাদধঃস্থিতঃ।
স স্বরস্তস্য বর্ণস্য বর্ণস্বর ইহোচ্যতে॥" (স্বরোদয়)

† "নপ্রোক্তা ঙ-ঞ-ণবর্ণা নামাদৌ সন্তি তে নহি।
চেত্তবন্তি তদা জ্ঞেয়া গজডাস্তে যথাক্রমম্॥
যদি নাম্নি ভবেদ্বর্ণঃ সংযুক্তাক্ষরলক্ষণঃ।
গ্রাহ্যস্তস্যাদিমো বর্ণ ইত্যুক্তো ব্রহ্মযামলে॥"

নামের আগ্ন বর্ণে যে রাশি হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সে স্বরকেই গ্রহস্বর বলা যায়। যেমন রসিকচন্দ্র, এই নামের আগ্যক্ষর 'র'। 'র' তুলা রাশি, ঐ তুলা রাশির অধিপতি শুক্র। শুক্র একার স্বরে পতিত, তাই রাশিস্বর হইল—'এ'।

এক্ষণে জীবস্বরের কথা বলা হইতেছে। 'অ' বর্গের অক্ষর ষোলটি। ক বর্গাদি পঞ্চবর্গে পাঁচ পাঁচটি করিয়া অক্ষর। য বর্গ ও শ বর্গে চারি চারিটি করিয়া অক্ষর। প্রত্যেক বর্গের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাঙ্ক স্থির করিতে হইবে। যথা—

জীবস্বর চক্র

অ ১	আ ২	ই ৩	ঈ ৪	উ ৫	ঊ ৬	ঋ ৭	ৠ ৮	ঌ ৯	ৡ ১০
এ ১১	ঐ ১২	ও ১৩	ঔ ১৪	অং ১৫	অঃ ১৬	ক ১	খ ২	গ ৩	ঘ ৪
ঙ ৫	চ ১	ছ ২	জ ৩	ঝ ৪	ঞ ৫	ট ১	ঠ ২	ড ৩	ঢ ৪
ণ ৫	ত ১	থ ২	দ ৩	ধ ৪	ন ৫	প ১	ফ ২	ব ৩	ভ ৪
ম ৫	য ১	র ২	ল ৩	ব ৪	শ ১	ষ ২	স ৩	হ ৪	*

নামে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণসংস্থান সংখ্যা-ক্রমে অঙ্ক সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্বর নিরূপণ করিবে। যেমন রসিক-মোহন এই নামে র ২ স ৩ ই ৩ ক ১ ম৫ ও ১৩ হ ৪ ন ৫ ইহার ৩৬। ইহা পাঁচ দ্বারা বিভক্ত করিলে শেষ ১; সুতরাং জীবস্বর অ—১। *

এক্ষণে রাশিস্বর নিরূপণ করা যাইতেছে,—

রাশিস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেষ	মিথুন ৩	কন্যা	বিছা ৬	মকর ৩
বৃষ	কর্কট	তুলা	ধনু	কুম্ভ
মিথুন ৬	সিংহ	বিছা ৩	মকর ৬	মীন

অকার স্বরে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম ষড়ংশ লক্ষিত হইবে। ই-স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট রাশি ও সিংহ রাশি লভ্য হইবে। উ-স্বরে কন্যা তুলা এবং বৃশ্চিকের তিন অংশ পাওয়া যাইবে। এ স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ ছয় অংশ, ধনু ও মকর রাশির প্রথম ছয় অংশ ধরিতে হইবে। ও-স্বরে মকরের অন্তিম তিন অংশ কুম্ভরাশি ও মীন রাশি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যেমন রসিকচন্দ্র এই নামের আগু অক্ষর 'র'। 'র' তুলা রাশির প্রথমাংশে উ-স্বরে পতিত, তাই উ-স্বর রাশিস্বর হইতেছে ইহার সংখ্যা—৩। *

এক্ষণে নক্ষত্র স্বরের কথা বলা হইতেছে,—

নক্ষত্রস্বর

অ	ই	উ	এ	ও
২৭	৭	১২	১৭	২২
১	৮	১৩	১৮	২৩
২	৯	১৪	১৯	২৪
৩	১০	১৫	২০	২৫
৪	১১	১৬	২১	২৬
৫				
৬				

অ-স্বরে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, এই সাতটী নক্ষত্র লাক্ষিত হইবে। ই-স্বর প্রভৃতি

অ-স্বরে মেষসিংহালিরিঃ কন্তাযুগ্মকর্কটাঃ।
উ-স্বরে চ ধনুর্মীনৌ এ-স্বরে চ তুলাবৃষৌ॥
ও-স্বরে মৃগকুম্ভৌ চ রাশীশাস্ত্ গ্রহস্বরঃ।
স্বরাধঃ স্থাপয়েৎ খেটান্ রাশের্যো যস্ত নায়কঃ॥" (স্বরোদয়)

* "ষোড়শাক্ষরকোঽবর্গঃ স্তাৎ কাদিবর্গস্ত পঞ্চকাঃ।
চতুর্ব্বর্ণৌ যশৌ বর্গৌ সংখ্যা বর্গেষু কীর্ত্তিতাঃ॥
নাম্নো বর্ণাঃ স্বরা গ্রাহ্যা বর্ণানাং বর্ণসংখ্যয়া।
পিণ্ডিতাঃ পঞ্চভির্ভক্তাঃ শেষং জীবস্বরং বিদুঃ॥" (স্বরোদয়)

* "মেষবৃষাবকারে চ মিথুনাদ্যাঃ ষড়ংশকাঃ।
মিথুনাংশাস্ত্রয়শ্চৈব ইকারে সিংহকর্কটাঃ॥
কন্যা তুলা উকারে চ বৃশ্চিকস্ত ত্রয়োঽংশকাঃ।
একারে বৃশ্চিকস্তাংশাঃ ষট্চাপষড়্মৃগাদিমাঃ॥
অংশাস্ত্রয়ো মৃগস্তান্ত্যাঃ কুম্ভমীনৌ ওথোস্বরে।
এবং রাশিস্বরঃ প্রোক্তো নবাংশকক্রমোদয়ঃ॥" (স্বরোদয়)

স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্ব্বসু হইতে পাঁচটী করিয়া নক্ষত্র যথাক্রমে লভ্য হইবে। অর্থাৎ অ-স্বর ২৭।১।২।৩।৪।৫।৬।, ই-স্বর ৭।৮।৯।১০।১১। উ-স্বর ১২।১৩।১৪।১৫।১৬, এ-স্বরে ১৭।১৮।১৯।২০।২১।, ও-স্বরে ২২।২৩।২৪।২৫।২৬।

শতপদচক্রদ্বারা নামের আদ্য অক্ষরে যে নক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র যে স্বরে পড়িবে, তাহাই নক্ষত্র স্বর, যেমন শতপদ চক্রদ্বারা রসিকচন্দ্র এই নামের আদ্যক্ষর 'র' দ্বারা ১৪ চিত্রা নক্ষত্র হয়। চিত্রা নক্ষত্র উকার স্বরে পতিত, সুতরাং নক্ষত্র-স্বর উকার, সংখ্যা—৩।

পিণ্ডস্বরচক্র।

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা
বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ
জীব	জীব	জীব	জীব	বর্ণ
৫	৫	৫	৫	৫

মাত্রাস্বর, বর্ণস্বর ও জীবস্বর, এই সমুদায় সংখ্যা একত্র করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা পিণ্ডস্বর ঠিক হইবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত মাত্রাস্বর অ-১, বর্ণস্বর এ-৪, পূর্ব্বোক্ত জীবস্বর অ-১ ইহার শেষ ৬, ইহা পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে শেষে ১ থাকে, সুতরাং পিণ্ডস্বর অ-১।

যোগস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মা	মা	মা	মা
বর্ণ	ব	ব	ব	ব
গ্রহ	গ্র	গ্র	গ্র	গ্র
জীব	জী	জী	জী	জী
রাশি	রা	রা	রা	রা
নক্ষ	ন	ন	ন	ন
পিণ্ড	পি	পি	পি	পি
৫	৫	৫	৫	৫

নামের মাত্রা ও বর্ণ সমুদায় হইতে স্বর লইয়া তাহার সমষ্টি করিবে, পরে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা থাকিবে, তাহাই যোগস্বর। যথা পূর্ব্বপ্রক্রিয়া অনুসারে মাত্রাস্বর ১, বর্ণস্বর ৪, গ্রহস্বর ৪, জীবস্বর ১, রাশিস্বর ১, এই সমস্ত একত্র যোগ করিলে ১৭ হয়, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে, অতএব যোগের ই-উহার সংখ্যা ২।

[স্বরোদয় শব্দে দ্রষ্টব্য]

বর্ণা (স্ত্রী) বৃণ্যতে ভক্ষ্যতে ইতি বৃণ্ ভক্ষণে কর্ম্মণি ঘঞ্। ততষ্টাপ্। আঢ়কী। (হেম)

বর্ণাঙ্কা (স্ত্রী) বর্ণা অঙ্ক্যন্তেহনয়েতি অঙ্ক করণে ঘঞ্, ততষ্টাপ্। লেখনী। (শব্দরত্না°)

বর্ণাট (পুং) বর্ণান্ অটতীতি অট-অচ্। ১ গায়ন। ২ চিত্রকর। ৩ স্ত্রীকৃতজীবন। (মেদিনী)

বর্ণাত্মন্ (পুং) বর্ণঃ অক্ষরম্ আত্মা স্বরূপং যস্য। শব্দ। (জটাধর)

বর্ণাধিপ (পুং) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনামধিপঃ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের অধিপতি গ্রহ। বৃহস্পতি ও শুক্র ব্রাহ্মণের অধিপতি, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়ের অধিপতি, চন্দ্র বৈশ্যদিগের, বুধ শূদ্রের এবং শনি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি।

"ব্রাহ্মণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভৌমভাস্করৌ।
চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতির্মন্দোহন্ত্যজে জনে॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বর্ণান্যত্ব (ক্লী) অন্য বর্ণের ভাব। বর্ণের পরিবর্ত্তন।

বর্ণাপেত (ত্রি) বর্ণাদপেতঃ। বর্ণহীন, সঙ্কর জাতি।

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ॥" (মনু ১০।৫৭)
'বর্ণাপেতং বর্ণত্বাদপেতং মনুষ্যং সঙ্করজাতং' (কুল্লূক)

বর্ণাশ্রম (পুং) বর্ণানাং চাতুর্ব্বর্ণানাং আশ্রমঃ। চাতুর্ব্বর্ণাশ্রম, চারিবর্ণের আশ্রম।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম (পুং) চারি বর্ণের আশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ আশ্রমে অবস্থান করিয়া যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা ও যে কর্ম্ম দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহাকে আশ্রম ধর্ম্ম কহে। ইহা প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন প্রকার। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? এবং চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মই বা কি? কোন্ কোন্ বর্ণের কোন্ আশ্রমে অধিকার। ভীষ্মদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, চারি বর্ণের আশ্রমধর্ম্মের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধপরিত্যাগ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টী সর্ব্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম। শাস্ত্র

স্বভাব,জ্ঞানবান্, ব্রাহ্মণ যদি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। যাচঞা, যাজন বা অধ্যাপন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরাঙ্গণে বিক্রম প্রকাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। দস্যুবিনাশ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই ক্ষত্রিয়দিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজা অন্য কোন কার্য্য করুন, বা না করুন আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষাত্রধর্ম্ম রক্ষা হয়।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্ব্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের নিত্যধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রকে ভরণ, পোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎযুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করিবেন। এই সকল দ্রব্য শূদ্রের ধর্ম্মলব্ধ ধন। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উদ্ধৃত হইবে, প্রভু তাহার সেই ধন গ্রহণ করিবেন।

যজ্ঞ নানাপ্রকার এবং তাহার ফলও বহুবিধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার থাকিলেও মন্ত্রে অধিকার নাই। চারি বর্ণের সমুদায় যজ্ঞ মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা মহদ্দেবতাস্বরূপা। উহা যাজ্ঞিক-দিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। চারি বর্ণের মধ্যে অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার জন্মে। লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং মহর্ষিগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ত্রিলোক মধ্যে যজ্ঞের তুল্য আর কিছুই নাই। অতএব বর্ণচতুষ্টয় অসূয়াশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে সাধ্যানুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

লোকে বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটী আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, অগ্ন্যাধানাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল পত্নীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে ভৈক্ষ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, নিকেতনবিহীন, যদৃচ্ছালব্ধজীবী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগকামনাশূন্য ও নির্ব্বিকারচিত্ত হইয়া পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন। স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ভৈক্ষ্যধর্ম্মগ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়স্ক বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে। ক্ষত্রিয় বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদপাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃ-দিগের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমান্তর অবলম্বন করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণের কাম্যধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম নহে।

মানবমণ্ডলীর মধ্যে এক ক্ষত্রিয়বর্ণই শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। বেদে কথিত আছে যে, অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম সমস্তই ক্ষাত্রধর্ম্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্মে লীন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অন্যান্য ধর্ম্মকে অল্পফলপ্রদ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে আশ্রমের সারভূত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ক্ষাত্রধর্ম্ম—সমুদয় ধর্ম্মের সারভূত। এক রাজধর্ম্মের প্রভাবেই সমুদয় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। দণ্ডনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদায় ধর্ম্ম এককালে নষ্ট হইয়া যাইত। চারি আশ্রমের ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম,

লোকাচারপ্রথা ও কার্য্য সমুদায় এক ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-প্রভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

(ভারত শান্তিপ° বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ৬০-৭০ অ°)

ভগবান্ মনু এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সাঙ্গবেদাধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই ষট্ কর্ম্মের মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং সৎপ্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যয়ন ও যাগ এই তিনটী কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যের পক্ষেও যাজনাদি নিষিদ্ধ। প্রজাগণের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা, এবং দান, যাগ ও অধ্যয়ন উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বকর্ম্ম মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালন।

যদি এই সকল স্বকর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত আপদ্ধর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে চারিবর্ণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তিদ্বারা কুটুম্ব সংবর্দ্ধনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রামনগররক্ষাদি ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন। কারণ ইহাই তাহার আসন্নবৃত্তি। নিজবৃত্তি ও ক্ষত্রিয়বৃত্তি এই উভয়বিধ কর্ম্মদ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ কঠিন হইবে, তখন তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ইহারা উভয়েই হিংসাবহুল গবাদি পশ্বাধীন কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সজ্জননিন্দিত। কারণ এতদুপলক্ষে হলকুদ্দালাদি সঞ্চালনদ্বারা ভূমিস্থিত বহু প্রাণীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসদ্ভাব এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্তু বর্জ্জন করিয়া বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তুজাত বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।

সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পশু এবং মনুষ্য এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ। কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র, শণ ও অতসীতন্তুময় বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোম বিনির্ম্মিত কম্বলাদি এ সকল বস্তুর বিক্রয় নিষিদ্ধ। জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ক্ষীর, দধি, মম, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড়, কুশ, সর্ব্বপ্রকার আরণ্যপশু, বিশেষতঃ গজাদি দংষ্ট্রী, পশু, অখণ্ডিতখুর অশ্বাদি; এতদ্ভিন্ন পক্ষী, নীল, মদ্য এবং লাক্ষা এই সকল বস্তুর বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বিশুদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভপ্রত্যাশায় বিলম্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভোজন, মর্দ্দন এবং দানব্যতীত যদি কেহ তিলবিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষদিগের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুকুরবিষ্ঠায় নিমগ্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্রই পতিত হন, কিন্তু ক্রমাগত তিনদিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মাংসাদি ভিন্ন অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত ৭ দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্বপ্রাপ্ত হন। একরূপ রসদ্রব্যের বিনিময়ে অপর রসদ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। সিদ্ধান্নের বিনিময় আমান্নের সহিত এবং ধান্যের বিনিময়ে তিল লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণ দিতে হয়।

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা অভিহিত হইল, ক্ষত্রিয়ও এইরূপ বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহার আচরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরধর্ম্ম স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি কেহ আচরণ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বধর্ম্ম নিকৃষ্ট হইলেও তাহা অনুষ্ঠেয়। পরকীয় ধর্ম্ম সুন্দর হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় নহে। যেহেতু জাত্যন্তরধর্ম্মদ্বারা জীবনযাপন করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।

বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অনাচার পরিহারপূর্ব্বক দ্বিজশুশ্রূষাদি শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ্ মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন। শূদ্র যদি নিজ বৃত্তি দ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তবে কারুকরাদি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। যে কর্ম্মাচরণে দ্বিজশুশ্রূষা নির্ব্বাহ হয়, এইরূপ বিবিধ কারুকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম করিবে।

স্বপথস্থিত ব্রাহ্মণবৃত্ত্যভাবপ্রপীড়িত হইয়াও যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে এইরূপ বৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয়। বিপন্ন ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ জল ও অগ্নির ন্যায় পবিত্র। আপৎকালে ব্রাহ্মণের নিন্দিত ব্যক্তির যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহেও পাপ হয় না। প্রাণাত্যয় সম্ভাবনায় যদি ব্রাহ্মণ নীচজাতির অন্নও গ্রহণ করেন, তথাপি আকাশে যেরূপ পঙ্ক লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাহার কোন পাপাশঙ্কা নাই।

বুভুক্ষিত ঋষি অজীগর্ত্ত নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষুৎপ্রতীকার ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি পাপে লিপ্ত হন নাই। বামদেব ঋষি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুক্কুরমাংস ভোজনেচ্ছু হন, তাহাতে তিনি পাপলিপ্ত হন নাই, অতএব ব্রাহ্মণ আপৎ কালে অতিনিন্দিত কর্ম্মের আচরণেও পাপভাজন হন না।

ব্রাহ্মণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট। উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃতাত্মা ব্রাহ্মণদিগের যাজনও অধ্যাপন কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য, কিন্তু আপৎ-কালে নিকৃষ্ট জাতি বা শেষজন্মা শূদ্র হইতেও প্রতিগ্রহ বিধেয়। ব্রাহ্মণের জপ ও হোম দ্বারা শূদ্রাদি নিকৃষ্ট জাতির যাজনাধ্যাপনজনিত পাপ নষ্ট হয়। স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ উপপাতকী প্রভৃতির নিকট হইতে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। কারণ অসৎ প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আরও প্রশস্ত। ধনাভাবে অবসন্ন ব্রাহ্মণ ধান্য বস্ত্রাদি, তাম্র ও কাংস্যাদি নির্ম্মিত দ্রব্য ক্ষত্রিয়ের নিকট যাচ্ঞা করিবেন।

কৃষ্ট ভূমি অপেক্ষা অকৃষ্ট ভূমির শস্য প্রতিগ্রহ করা প্রশস্ত এবং গো, ছাগ, মেষ, হিরণ্য, ধান্য ও সিদ্ধান্ন এই সকল দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। সকলেরই ৭ প্রকার ধনাগম ধর্ম্মসঙ্গত, যথা—দায় প্রাপ্ত ধন, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন, ক্রয় ও ধান্যাদি বৃদ্ধি লব্ধধন, কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মযোগে লব্ধ ধন এবং সৎপ্রতিগ্রহ লব্ধ ধন। এই ৭ প্রকার উপায়ে ধনাগম উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিদ্যা, শিল্পকার্য্য, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, অল্প প্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং সুদের জন্য ধন-প্রয়োগ এই সকল জীবিকার হেতু। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কদাচিৎ সুদ গ্রহণ করিয়া ঋণ দান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম-কর্ম্মার্থ অল্প সুদে নিকৃষ্টকর্ম্মাকে ঋণ দান করিতে পারেন।

বিপ্রসেবায় জীবিকা না চলিলে শূদ্র যদি বৃত্ত্যান্তরাভিলাষী হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় তাহার সেব্য, ইহার অভাবে বৈশ্যের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। স্বর্গ ও জীবিকা লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। শূদ্র ব্রাহ্মণসেবক এই বিশেষণ মাত্রই কৃতার্থতা লাভ করে। শূদ্রের ব্রাহ্মণসেবা ভিন্ন আর যে কিছু কার্য্য তাহা নিষ্ফল। ব্রাহ্মণ শূদ্রভৃত্যের পরিচর্য্যা, সামর্থ্য, কার্য্যনৈপুণ্য এবং উহার পোষ্টবর্গের পরিমাণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বেতন অবধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূদ্রের ভক্ষ্যার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ জীর্ণ বসন, শয়নার্থ জীর্ণশয্যা এবং ধান্যের পুলাক প্রদান করিবেন।

লশুনাদি অপদ্রব্য ভক্ষণে শূদ্রের পাপ নাই। উপনয়নাদি সংস্কার এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অধিকার নাই। কিন্তু পাক যজ্ঞাদি কার্য্য নিষিদ্ধ নহে। ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্র ধর্ম্মেচ্ছু হইয়া ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি মন্ত্র বর্জ্জন করিয়া করিবেন। অসূয়া-শূন্য শূদ্র যদ্রূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তদনুসারে ইহলোকে মান্য এবং পরলোকে স্বর্গলাভ করে। রাজা শূদ্রকে অর্থ সঞ্চয় করিতে দিবেন না, কারণ শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতে পারে। এই জন্য শূদ্রের অর্থসঞ্চয় নিন্দনীয়।

চারি বর্ণ এইরূপ বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন।

(মনু ১১ অ০)

বর্ণাশ্রমবৎ (ত্রি) বর্ণাশ্রম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বর্ণাশ্রম-বিশিষ্ট।

বর্ণাশ্রমিন্ (ত্রি) বর্ণাশ্রমঃ অস্ত্যর্থে ইনি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মযুক্ত।

(ভাগবত ৭।৪।১৪)

বর্ণাসা, আসামের অন্তর্গত একটি নদী। (দেশাবলী)

বর্ণার্হ (পুং) বর্ণমর্হতীতি অর্হ-অণ্। মুদ্গ। (রাজনি০)

বর্ণি (স্ত্রী) বর্ণ্যতে স্তূয়তে ইতি বর্ণ স্তুতৌ ইন্। ১ স্বর্ণ। (পুং) ২ বলি। (বর্ণেবলিশ্চাহিরণ্যে। উণ্ ৪।১২৩)

বর্ণিক (পুং) বর্ণা লেখ্যন্তেন সন্তি অস্যেতি বর্ণ-ঠন্। ১ লেখক।

'লেখকেঽক্ষরপূর্ব্বাঃস্যুশ্চণজবীকচঞ্চবঃ।

বর্ণিকো লিপিকরশ্চাক্ষরন্যাসে লিপির্লিবিঃ॥' (হেম)

বর্ণিকা (স্ত্রী) বর্ণা অক্ষরাণি লেখ্যন্তেন সন্ত্যস্যাঃ ইতি বর্ণ-ঠন্-টাপ্। ১ কঠিনী। ঘড়ি।

"লেখন্যাং কর্ণিকাপি স্যাৎ কঠিন্যামপি বর্ণিকা।" (হারাবলী)

২ মসি। ৩ কাঞ্চনের উৎকর্ষ।

'বর্ণকাশ্চারণেঽস্ত্রী তু চন্দনে চ বিলেপনে।

দ্বয়োর্নীলাদিষু স্ত্রী স্যাদুৎকর্ষে কাঞ্চনস্য চ॥' (মেদিনী)

বর্ণিন্ (পুং) বর্ণা অক্ষরাণি লেখ্যন্তেন সন্ত্যস্যেতি বর্ণ-ইনি। ১ লেখক। বর্ণা নীলপীতাদয়ঃ লেখ্যন্তেন সন্ত্যস্যেতি। ২ চিত্রকর।

"অঙ্গারকুশমুঞ্জানাং পলাশশরবর্ণিনাম্।

যবসেন্ধনদিগ্ধানাং কারয়েত চ সঞ্চয়ান্॥" (ভারত ১২।৬৯।৫৭)

বর্ণ (বর্ণাদ্ব্রহ্মচারিণি। পা ৫।২।১৩৪) ইতি ইনি।

৩ ব্রহ্মচারী।

'বর্ণী স্যাৎ লেখকে চিত্রকরেঽপি ব্রহ্মচারিণি' (মেদিনী)

(ত্রি) ৪ বর্ণবিশিষ্ট। বর্ণোত্তরপদাত্তু (ধর্ম্মশীলবর্ণান্তাচ্চ। পা ৫।২।১৩২) ইতি ইনি। ৫ ব্রাহ্মণ।

"যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ।

বৃত্তিত্রয়মিদং প্রাহুর্মুনয়ো জ্যেষ্ঠবর্ণিনঃ॥"(কামন্দক ৭।২।১৯)

বর্ণিনী (স্ত্রী) বর্ণিন্-ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ বনিতা। (হেম)

বর্ণিত (ত্রি) বর্ণ-ক্ত। ১ স্তুতিযুক্ত, পর্য্যায়—ঈলিত, শস্ত, পণায়িত, পনায়িত, প্রণুত, পনিত, পণিত, গীর্ণ, অভিষ্টুত, ঈড়িত, স্তুত, নুত। (জটাধর) ২ বিস্তারিত।

"চতুর্থমেতদ্বিপুলং বৈরাটং পর্ব্ব বর্ণিতং।" (ভারত ১।২।২০৯)

৩ কথিত।

"স্বভর্ত্তুস্তচ্চ ন ময়া দরিদ্রস্যাপি বর্ণিতং।" (কথাস° ১৯।৩৬)

বর্ণিল (ত্রি) বর্ণ-লোমাদি-পামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। (পা ৫।২।১০০) ইতি প্রশস্তার্থে ইলচ্। প্রশস্তবর্ণবিশিষ্ট, বর্ণযুক্ত।

বর্ণু (পুং) বৃঙ্ সংভক্তৌ (অজিবৃরীভ্যো নিচ্চ। উণ্ ৩।৩৮) ইতি-ণু-সচ্-নিৎ। ১ নদবিশেষ। ২ আদিত্য। ৩ দেশবিশেষ। [পবর্গে বন্নু দেখ।]

বর্ণ্য (ক্লী) বর্ণ-ণ্যৎ। ১ কুঙ্কুম। (ত্রি) ২ বর্ণকর। (পুং) ৩ শ্বেতার্জক। বর্ণ্যগণ—রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারমূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ভূঁইকুমড়া, চিনি ও দূর্ব্বা। এই দশটী বর্ণ্যগণ। (চরক সূত্র° ৪ অ°)

বর্ণ্যা (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

বর্ত্তক (ক্লী) বর্ত্ততে ইতি বৃত-ণ্বুল্। ১ বর্ত্তলৌহ, চলিত বিদারি। (হেম) (ত্রি) ২ পূজক।

"নিবেশ্য সেনাং ভরতঃ পন্থ্যাং পাদবতাং বরঃ।
অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্ত্তকঃ॥"(রামা° ২।১০৭।১২)

(পুং) ৩ পক্ষিবিশেষ, চলিত ভারই পাখী।

৪ অশ্বের ক্ষুর। (অমর)

বর্ত্তকা (স্ত্রী) বর্ত্তক-টাপ্, 'বর্ত্তকা শকুনৌ প্রাচাং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা-ন-অত-ইত্বং। বর্ত্তকপক্ষী। (অমরটীকায় রায়মুকুট)

বর্ত্তকী (স্ত্রী) সপ্তলা, সাতলা।

বর্ত্তজন্মন্ (পুং) বর্ত্তনি আকাশপথে জন্ম যস্য। মেঘ। (শব্দমালা)

বর্ত্ততীক্ষ্ণ (ক্লী) কৃষ্ণলৌহ, বিদ্রী। (রাজনি°)

বর্ত্তন (ক্লী) বর্ত্ততেঽনেনেতি বৃত-করণে ল্যুট্। ১ বৃত্তি, জীবনোপায়, বেতন।

"বিনা বর্ত্তনমেবৈতে ন ত্যজন্তি মমান্তিকং।"

২ সাধারণ বর্ত্তুল। ৩ তূলনালা। ৪ তকুপীঠ। তুলার পাইজ। ৫ জীবন। (মেদিনী)

"দেবতাপিতৃমর্ত্ত্যানামতিথীনাঞ্চ বর্ত্তনম্।
যস্তাবশিষ্টেনান্নেন পুংসপুস্ত গৃহং ব্রজ॥" (মার্ক°পু° ৫০।৭১)

পুং বর্ত্ততে ইতি বৃত-(অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ইতি যুচ্। ৫ বামন। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ বর্ত্তিষ্ণু।

"এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ।
তির্য্যঙ্নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ॥" (ভাগ° ৩।১১।২৬)

(ক্লী) ৭ পরিবর্ত্তন। ৮ নিবৃত্তের বর্ত্তনীকরণকর্ম্ম। ৯ শল্যকম্পনকর্ম্ম। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৭ অ°) ১০ স্থিতি, অবস্থিতি। ১১ নিয়োগ। ১২ বৃত্তিযুক্ত। ১৩ বর্ত্তমান। ১৪ স্থিতিশীল। ১৫ ব্যয়স। ১৬ স্থাপন। ১৭ পেষণ।

বর্ত্তনি (পুং) ১ পূর্ব্বদেশ। (স্ত্রী) বর্ত্ততেঽনয়েতি বৃত (বৃতেশ্চ। উণ্ ২।১০৭) ইতি অনি। ২ পন্থা। (উজ্জ্বল)

বর্ত্তনিন্ (ত্রি) পথিক।

বর্ত্তনী (স্ত্রী) বর্ত্তনি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। ১ পন্থা। ২ পেষণ। (শব্দরত্না°)

বর্ত্তনীয় (ত্রি) বর্ত্তনযোগ্য।

বর্ত্তমান (পুং) বর্ত্ততে ইতি বৃত-শানচ্। প্রয়োগের অধিকরণীভূত কাল। পর্য্যায় অদ্যতন, অধুনাতন। (রাজনি°) ব্যাকরণ মতে আরম্ভের অসমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। এই বর্ত্তমান প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য এই চারি প্রকার।

"প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ।
নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্ত্তমানশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস) এই চারিপ্রকার বর্ত্তমানের মধ্যে সামীপ্য দ্বিবিধ ভূতসামীপ্য ও ভবিষ্যৎসামীপ্য। এই চারিপ্রকার বর্ত্তমানের উদাহরণ যথা 'মাংসং ন খাদতি' এই স্থলে আদিতে প্রবৃত্ত যে মাংসভোজন তাহা নিবর্ত্তিত করিতেছে, এইজন্য ইহা প্রবৃত্তোপরত বর্ত্তমান। 'ইহ কুমারাঃ ক্রীড়ন্তি' এই স্থলে কুমারগণের তদানীন্তন ক্রীড়নাভাবেও পূর্ব্বে তাহারা ক্রীড়া করিয়াছিল, এই বোধ হওয়ায় ইহা বৃত্তাবিরত বর্ত্তমান। 'পর্ব্বতাস্তিষ্ঠন্তি' এইস্থলে পর্ব্বতদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎকালে অবস্থানের সম্বন্ধবিবক্ষাহেতু বর্ত্তমানত্ব থাকায় নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

'কদা আগতোঽসি ইতি প্রশ্নে অধ্বশ্বেদাদের্বর্ত্তমানত্বাৎ এষোঽহং আগচ্ছামি ইতি আগতোঽপি বদতি' অর্থাৎ কখন আসিয়াছ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আগতব্যক্তি এই আমি আসিলাম এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে তাহার আগমনক্রিয়া হইয়া গেলেও আগমন জন্য পথশ্রমাদির বর্ত্তমানতা থাকায় এইস্থলে ভূতসামীপ্য বর্ত্তমান হইয়াছে। 'কদা গমিষ্যসি ইতি প্রশ্নে এষোঽহং গচ্ছামি ইতি গমনক্রিয়মাণোন্মুখোঽপি বদতি' কখন গমন করিবে এইরূপ প্রশ্ন করিলে গমন করিতে উদ্যত ব্যক্তি এখনই গমন করিতেছি এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে গমনক্রিয়া আরব্ধ না হইলেও ভবিষ্যতের সামীপ্য হেতু এইস্থলে ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্ত্তমান হইয়াছে। এই চারিপ্রকার বর্ত্তমান। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। প্রারব্ধ ও অসমাপ্তকালই বর্ত্তমান, উপস্থিত বা উপস্থিতের সমীপ বর্ত্তমান। [ধাতু ও কালশব্দ দেখ]

বর্ত্তমানে কালে লট্ বিভক্তি হয়। (ত্রি) ২ বিদ্যমান, উপস্থিত, যাহা চলিতেছে। ৩ সাক্ষাৎ। ৪ স্থিতিশীল।

বর্ত্তমানতা (স্ত্রী) বর্ত্তমানস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বর্ত্তমানত্ব, বর্ত্তমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বর্ত্তমানাক্ষেপ (পুং) বর্ত্তমান ঘটনায় অসম্মতি বা অস্বীকার।

বর্ত্তরূক (পুং) বর্ত্তো বর্ত্তনং রাতি গৃহ্লাতীতি বা বাহুলকাৎ উক। ১ নদীভেদ। ২ কাকনীড়। ৩ জলাবর্ট। (মেদিনী) ৪ দ্বারপাল। 'মন্ত্রী প্রধিহিরোঽমাত্যো দ্বাঃস্থিতো বেত্রধারকঃ। দৌঃসাধিকো বর্ত্তরূকো গর্ব্বাটো দণ্ডবাসিনি ॥' (ত্রিকা°)

বর্ত্তলোহ (ক্লী) বর্ত্ততে ইতি বৃত্ অচ্, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। লোহবিশেষ, চলিত বিদরি লৌহ। পর্য্যায়—বর্ত্ততীক্ষ্ণ, বর্ত্তক, লোহসঙ্কর, নীলক, নীললোহ, নীলজ, বর্ত্তলোহক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শিশির, মধুর, কফ, দাহ ও পিত্তনাশক এবং পিত্ত-দাহপ্রশমক। (রাজনি°) এই লৌহ শোধিত হইলে উক্ত গুণ হইয়া থাকে।

বর্ত্তস্ (ক্লী) পক্ষপঙ্‌ক্তি। "দ্যাবা পৃথিবী বর্ত্তোভ্যাং বিদ্যুতং' (শুক্লযজু° ২৫।১) 'বর্ত্তাঃ পঙ্‌ক্তিঃ তাভ্যাং' (মহীধর)

বর্ত্তি (স্ত্রী) বর্ত্ততেঽনয়েতি বৃত (হৃপিষি রুহি বৃতীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ দীপদশা, বাতি, শল্‌তে।

"যথা প্রদীপো ঘৃতবর্ত্তিমশ্নন্ শিখাঃ সধূমা ভজতি হ্যন্যদা স্বম্।" (ভাগ° ৫।১১।৮)

২ ভেষজনির্ম্মাণ। ৩ নয়নাঞ্জন। ৪ লেখ। ৫ গাত্রানু-লেপনী। ৬ দীপ। (মেদিনী)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে কতকফল, শঙ্খ, সৈন্ধব, ত্র্যূষণ, বচ, ফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি কাস, তিমির ও পটল রোগ নাশ করে।

"কতকস্য ফলং শঙ্খং সৈন্ধবং ত্র্যূষণং বচা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা।
এষাং বর্ত্তি র্হন্তি কাসং তিমিরং পটলং তথা ॥" (গরুড়পু° ১৯৮অ°)

ভাবপ্রকাশে রোপণী ও স্নেহনীবর্ত্তির বিষয় এইরূপ আছে—রোপণীবর্ত্তি—তিলপুষ্প ৮০টী, পিপুলদানা ৬০টী, জাতীফুল ৫০টী, এবং মরিচ ১৬টী এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে, এই বর্ত্তি দ্বারা নয়নে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কাস, তিমির, অর্জ্জন, শুক্র ও মাংসবৃদ্ধি নষ্ট হয়। মাত্রা এক মটর কলায় পরিমাণ।

স্নেহনীবর্ত্তি—আমলকী বীজ ১ তোলা, বহেড়া বীজ ২ তোলা, ও হরীতকী বীজ ৩ তোলা এই কএকটী দ্রব্য জল দ্বারা পেষণ করিয়া মটর কলায়প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নয়নে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। এই বর্ত্তিতে অশ্রুস্রাব ও বাতরক্ত জন্য পীড়া প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° দ্বিতীয় ৬।০) বর্ত্ততেঽনয়েতি বৃত (বৃতেশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।১৪০) ইতি ই। ৭ যোগকর্ম্মদ্রব্য।

বর্ত্তিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, হিন্দী বটের পাখী। পর্য্যায় বার্ত্তিক, বর্ত্তী, গাঞ্জিকায়। ইহার মাংসগুণ—নির্দ্দোষ, বীর্য্য ও পুষ্টিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

বর্ত্তিকা (স্ত্রী) বর্ত্তনি বর্ত্ততে ইত্যচ্, বর্ত্ত স্বার্থে ক-টাপ্। বর্ত্তকী পক্ষী, চলিত ভারই। ইহার মাংসগুণ—মধুর, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশকর। (রাজব°) ২ অজশৃঙ্গী। (রাজনি°) বর্ত্তি স্বার্থে কন্ টাপ্। ৩ বর্ত্তি, বাতি, শলিতা বা পলিতা। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, বর্ত্তি পাঁচ প্রকার।

"পদ্মসূত্রভবা দর্ভগর্ভসূত্রভবাথবা।
শালজা বাদরী বাপি ফলকোষোদ্ভবাথবা।
বর্ত্তিকা দীপকৃত্যেষু সদা পঞ্চবিধা স্মৃতা ॥" (কালিকাপু° ৭৮অ°)

পদ্মসূত্রভব, দর্ভগর্ভসূত্রভব, শালজ, বাদরী ও ফলকোষোদ্ভব এই পঞ্চবিধ সূত্রদ্বারা দীপের বর্ত্তিকা করিতে হয়। এই বর্ত্তিকা দ্বারা দেবপূজার আরতী দিবার বিধি আছে। ৪ পিষ্টকবিশেষ। (চরকচি° ৬অ°)

বর্ত্তিতব্য (ত্রি) বৃত-তব্য। বর্ত্তনযোগ্য, স্থাতব্য, স্থিতিশীল।

বর্ত্তিত (ত্রি) বৃ-ণিচ্-ক্ত। ১সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ২ কৃতসম্পন্ন।

বর্ত্তিন্ (ত্রি) বৃত-ইন্। বর্ত্তনশীল, বর্ত্তিষ্ণু, বর্ত্তন। অবস্থান।

বর্ত্তির (পুং) কপিঞ্জল সদৃশ পক্ষী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্ত্তিষ্ণু (ত্রি) বর্ত্ততে ইতি বৃত (অলঙ্কৃঞ্‌নিরাকৃঞ্‌প্রজনোৎ-পচোৎপতন্মদরুচ্যপত্রপবৃতুবৃধুসহচর ইষ্ণুচ্। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। ১ বর্ত্তনশীল, পর্য্যায় বর্ত্তন, বর্ত্তী। (হেম)

"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু বর্দ্ধিষ্ণু পরিতো রণম্।
উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণু চ চেরতুঃ খরদূষণৌ ॥" (ভট্টি ৫।১)

বর্ত্তিষ্যমাণ (ত্রি) বৃত ভবিষ্যতি স্যমানপ্রত্যয়ঃ। ভবিষ্যৎ-কালাদি, বর্ত্তমান প্রাগভাবাশ্রয়। (রাজনি°)

"বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিজ্ঞেয় আদাবস্তস্তু দর্শিতঃ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩০৮)

বর্ত্তিস্ (ক্লী) গৃহ। "ত্রিবর্ত্তিযাতং চিরস্নুব্রতে" (ঋক্ ১।৩৪।৪) 'বর্ত্তিস্ বর্ত্ততেঽত্রেতি বর্ত্তি র্গৃহং' (সায়ণ)

বর্ত্তী (স্ত্রী) বর্ত্তি-কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। বর্ত্তি, সলিতা, পলিতা।

"আসীদভ্যধিকা চাস্য শ্রীঃ প্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ।
নির্বাণকালে দীপস্য বর্ত্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥" (ভারত ৪।২১।২৩)

বর্ত্তীর (পুং) বটের পাখী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্ত্তুল (ত্রি) বর্ত্ততে ইতি বৃত বাহুলকাদুলচ্। গোলাকার বস্তু, পর্য্যায় নিস্তল, বৃত্ত, মণ্ডলায়িত। (শব্দরত্না°) ২ সম্পূর্ণগর্ভবৃত্ত। (ক্লী) ৩ গৃঞ্জন। (রাজনি°) ৪ কলায় বিশেষ, বাটুল, মটর।

'কলায়স্ত ত্রয়ো ভেদাস্ত্রিপুটো বর্ত্তুলোহন্ধটী।' (শব্দমা০)
৫ গুণ্ঠতৃণ। ৬ টঙ্কণক্ষার। ৭ মণিভেদ। (বৈদ্যকনি০)

বর্ত্তুলা (স্ত্রী) বর্ত্তুল-টাপ্। তর্কুপাটী, টেকোর বাটুল।

বর্ত্তুলী (স্ত্রী) বর্ত্তুল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গজপিপ্পলী। (রাজনি°)

বর্ত্মক (ত্রি) ১ বর্ত্মযুক্ত। ২ নেত্রপক্ষ্মযুক্ত।

বর্ত্মকর্দ্দম (পুং) নেত্রবর্ত্মগত রোগবিশেষ। (সুশ্রুত উত্তর ৩অ°)

বর্ত্মকর্ম্মন্ (ক্লী) পথ বা রাস্তাপ্রস্তুত কার্য্য (Engineering)

বর্ত্মদ (পুং) অথর্ব্ববেদের শাখাভেদ।

বর্ত্মন্ (ক্লী) বর্ত্ততেঽনেনাস্মিন্ বেতি বৃত-মনিন্। ১ পন্থা, পথ, রাস্তা, মার্গ। ২ আচার। (অমর) ৩ নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা।
"সিতাসিতঞ্চ তন্মধ্যে নেত্রয়োর্ম্মণ্ডলং হি যৎ।
প্রচ্ছাদনং ভবেদ্বর্ত্ম চাক্ষিকূটমতঃ পরম্॥" (অশ্ববৈ° ২।২০)

বর্ত্মনি (স্ত্রী) বর্ত্ততে ইতি বৃত (বৃতেশ্চ। উণ্ ২।১০৭) ইতি অনি-চকারাৎ মুড়াগমোঽপ্যত্রেতি কেচিৎ। ১ পন্থা, মার্গ, পথ।

বর্ত্মবন্ধ (পুং) নেত্রপক্ষ্মগত রোগ, চক্ষুর পাতায় এই রোগ হয়।
"কণ্ডূমতাল্পতোদেন বর্ত্মশোফেন যো নরঃ।
ন সমং ছাদয়েদক্ষি ভবেদ্বন্ধঃ স বর্ত্মনঃ॥"
(সুশ্রুত উ° ৩ অ°) [নেত্ররোগ দেখ]

বর্ত্মমাক্ষিক (পুং) স্বর্ণমাক্ষিক। (বৈদ্যকনি°)

বর্ত্মরোগ (পুং) বর্ত্মনো রোগঃ। নেত্রপক্ষ্মগত রোগ, চক্ষুর বর্ত্মগত রোগ। পৃথক্ পৃথক্ দোষ সকল মিলিত হইয়া চক্ষুর বর্ত্মকে আশ্রয় করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই বর্ত্মরোগ ২১ প্রকার, যথা—১ উৎসঙ্গিনী, ২ কুম্ভিকা, ৩ পোথকী, ৪ বর্ত্মশর্করা, ৫ বর্ত্মার্শ, ৬ শুষ্কার্শ, ৭ অঞ্জনদূষিকা, ৮ বহুলবর্ত্ম, ৯ বর্ত্মবন্ধক, ১০ ক্লিষ্টবর্ত্ম, ১১ বর্ত্মকর্দ্দম, ১২ শ্যাববর্ত্ম, ১৩ প্রক্লিন্নবর্ত্ম, ১৪ অক্লিন্নবর্ত্ম, ১৫ বাতহতবর্ত্ম, ১৬ বর্ত্মার্ব্বুদ, ১৭ নিমেষ, ১৮ শোণিতার্শ, ১৯ লগণ, ২০ বিষবর্ত্ম, ও ২১ কুঞ্চন এই একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ।

ইহাদের লক্ষণ—

ত্রিদোষের প্রকোপহেতু বর্ত্মমধ্যস্থল কণ্ডূযুক্ত, বাহিরে রক্তবর্ণ এবং অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে উৎসঙ্গিনী কহে। যে নেত্ররোগে বর্ত্মমধ্যে দাড়িমফলের ন্যায় ফলবিশেষসদৃশ পীড়কা উৎপন্ন হয়, ঐ পীড়কা ভিন্ন হইয়া স্রাব নির্গত হয় এবং পুনর্ব্বার স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাকে কুম্ভিকা কহে।

কণ্ডূ ও স্রাবযুক্ত, গুরু ও বেদনাবিশিষ্ট রক্তসর্ষপের আকৃতি পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পোথকী কহে।

বর্ত্মমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাপরিবৃত কঠিন স্থূল ও খরস্পর্শ পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে।

কাঁকুড় বীজ সদৃশ সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট অথচ অল্পবেদনা-যুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বর্ত্মার্শ কহে। বর্ত্মের অভ্যন্তরে দীর্ঘ অঙ্কুরযুক্ত কর্কশ, অত্যন্ত কঠিন, অথচ শুষ্ক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে। বর্ত্মমধ্যে দাহ ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, কোমল ও অল্পবেদনাযুক্ত তাম্রবর্ণ সূক্ষ্ম পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দূষিকা কহে।

সমস্ত বর্ত্মের উপর চর্ম্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও কঠিন পীড়কা হইলে তাহাকে বহুলবর্ত্ম কহে। বর্ত্মবন্ধরোগে বর্ত্মদ্বয় কণ্ডূ, শোথ ও অল্প বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং রোগী বর্ত্মদ্বারা অক্ষিগোলক সম্যক্ আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয়। বর্ত্মদ্বয় অল্পবেদনাযুক্ত ও তাম্রবর্ণ হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে ক্লিষ্টবর্ত্ম কহে। ক্লিষ্টবর্ত্মরোগ পিত্তানুবিদ্ধ হইয়া যখন রক্তকে বিদগ্ধ করে ও অল্প অল্প স্রাব নির্গত হইয়া আর্দ্রভাবাপন্ন হয়,তখন তাহাকে বর্ত্মকর্দ্দম কহে। বর্ত্মের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কণ্ডূযুক্ত শ্যামবর্ণ অল্প বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্লিন্নভাবাপন্ন শোথ হইলে শ্যাব-বর্ত্ম; বহির্দ্দেশে কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত শোথ হইয়া উহার উপান্ত অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে প্রক্লিন্নবর্ত্ম; বর্ত্মদ্বয় পাকে না অথচ প্রক্ষালন না করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলে পৃথক্ হয়, তাহাকে অক্লিন্নবর্ত্ম; যে নেত্ররোগে বেদনার সহিত হউক বা বেদনাবিহীন হউক, বর্ত্মসন্ধিবিশ্লিষ্টপ্রযুক্ত নিমেষ ও উন্মেষরহিত হয় এবং সঙ্কোচনে অশক্ততাহেতু নেত্র মুদ্রিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্ত্ম; বর্ত্মের অভ্যন্তরে বিষম কিঞ্চিৎ বেদনাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ অথচ অপাকী গ্রন্থির ন্যায় হইলে তাহাকে বর্ত্মার্ব্বুদ; যে নেত্ররোগে বর্ত্ম ও শুক্লের সন্ধিস্থিত মিলন উন্মীলনকারী শিরাসমূহে কুপিত বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্ম-দ্বয়কে অত্যন্ত চালনা করে, তাহাকে নিমেষ; কুপিত রক্ত কর্ত্তৃক বর্ত্মমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শোণিতার্শ কহে; (এই রোগ ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয়।) বর্ত্মের উপরিভাগে কঠিন, স্থূল কণ্ডূযুক্ত, পিচ্ছিল, অথচ অপাকী বদরী পরিমাণ গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে লগণ, যে নেত্ররোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু বর্ত্মের বহির্ভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া ঐ শোথের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং ঐ ছিদ্রদ্বারা জলের ন্যায় অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়, ইহাকে বিষবর্ত্ম এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যখন বর্ত্মদ্বয়কে সঙ্কুচিত করে, তখন রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হয়, এই রোগকে কুঞ্চন কহে। এই একবিংশতি প্রকার বর্ত্মরোগ। (ভাবপ্র° নেত্র-রোগাধি°) [নেত্ররোগ দেখ।]

২ অশ্বের নেত্রবর্ত্মগত রোগ। (জয়দত্ত ৩০ অঃ)

বর্ত্মবিবন্ধক (পুং) বর্ত্মরোগবিশেষ। [বর্ত্মরোগ দেখ।]

বর্ত্মশর্করা (স্ত্রী) বর্ত্মরোগবিশেষ।
বর্ত্মায়াস (পুং) পথক্লেশ, পথশ্রান্তি।
বর্ত্মাবরোধ (পুং) চক্ষুর বর্ত্মগতরোগভেদ। (সুশ্রুত)
বর্ত্তৃ (ত্রি) ১ নিবারয়িতা। ২ প্রেরক। (সায়ণ)
বর্ত্তৃ (ত্রি) ১ বারয়িতা। ২ রক্ষণশীল। (ক্লী) ৩ প্রণালিকা।
বৎর্স (পুং) চোয়ালের ভিতর মাড়ীর উপর স্ফীতি।
বৎর্স্য (ত্রি) বৎর্সসম্বন্ধীয়।
বর্দ্ধ, ১ ছেদন। ২ পূরণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বর্দ্ধয়তি। লুঙ্ অববর্দ্ধৎ।
বর্দ্ধ (ক্লী) বর্দ্ধয়তি পূরয়তি বর্দ্ধ-অচ্। ১ সীসক। (হেম) (পুং) বৃধ-অচ্। ২ ত্রাহ্মণযষ্টিকা। (জটাধর) ৩ পূর্ত্তি, পূরণ। ৪ ছেদ।
বর্দ্ধক (পুং) বর্দ্ধতে ইতি বৃধ-ণ্বুল্। (ত্রি) ১ পূরক। ২ ছেদক।
বর্দ্ধকি (পুং) বর্দ্ধতে ছিনত্তীতি বর্দ্ধ-অচ্, বর্দ্ধং কষতীতি কষ হিংসায়াং বাহুলকাৎ ডি। ত্বষ্টা, সূত্রধার, ছুতার।

"কর্ম্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্দ্ধকীন খনকানপি।
গণকান্ শিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্ত্তকান্॥" (রামায়ণ ১।১৩।৭)

বর্দ্ধকিন্ (পুং) বর্দ্ধকো বর্দ্ধোঽস্তি অস্যেতি বর্দ্ধক-ইনি। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—ত্বষ্টা, বর্দ্ধকি, তক্ষা, সূত্রধার, রথকার, রথকর, কাষ্ঠতট্, কাষ্ঠতক্ষক। (শব্দরত্না°)

"অরভঙ্গে বলভেদো নেম্যা নাশো বলস্য বিজ্ঞেয়ঃ।
অর্থক্ষয়োঽক্ষভঙ্গে তথানিভঙ্গে চ বর্দ্ধকিনঃ॥" (বৃহৎস° ৪৩।২২)

বর্ত্তমান সময়ে বড়্হি, বর্হি, বর্ধি, বর্দ্ধিক বা বর্হি নামে পরিচিত। উত্তরপশ্চিমে ইহারা আপনাদিগকে বিশ্বকর্ম্মার সন্তান বলিয়া মনে করে। এক্ষণে প্রকৃত বর্দ্ধকী জাতি দেখা যায় না। মধ্যবৃত্ত নানা শ্রেণীর লোকে ছুতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই নামে একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বেহারের বর্দ্ধকীরা ছয় থাকে বিভক্ত। তাহারা পরস্পরে আদান প্রদান করে না। কনোজিয়ারা কেবল কাঠের কাজ করে, আর মঘবর্হিরা লোহা ও কাঠ লইয়া জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভাগলপুরে এই জাতির লোহার নামে একটী থাকের বাস আছে। উহারা প্রকৃত লোহার হইতে পৃথক্। কামারকল্লা থাকের বর্দ্ধকিগণ কাঠের পুতুল নাচাইয়া বা খেলা দেখাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উত্তরপশ্চিমভারতের হিন্দুমুসলমান বড়্হিদিগের মধ্যে অনেক শাখা আছে। তন্মধ্যে হিন্দু বিভাগে ৭৯টী স্বতন্ত্র থাক আছে। ঐ সকলের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলি স্থানভেদে বিশেষ পরিচিত। শাহরাণপুরে—বন্দরীয়া, ঢোলী, মূলতানি, নাগর, তরলোইয়া; মুজঃফর নগরে ঢালবাল, লোটা; মীরাটে জজ্যার, বুলন্দ-সহর—ভীল; আলীগড়—চৌহান, মথুরা—বাম্বন, সোখনিয়া, আগ্রায়—নাগর, জজ্যার ও উপরোত; ফরুখাবাদ—পাল্লিতিয়া, মৈনপুর—উমারিয়া; ইটা—অগবারিয়া, বারমাণিয়া, বিশারী, জলেশ্বরীয়া; বালিয়া—গোকুলবংশী; বস্তিজেলায় - দক্ষিণাস্থ, সর্ব্বরিয়া, সরযূপারী, গোণ্ডা—কৈরাতী বা খরাড়ী, লোহার বর্হৈ, কোকাশবংশী ও শোন্দী; বারাবাকী—জৈসবার; মীর্জ্জাপুর—কোকাশবংশী, মগধিয়া বা মগহিয়া পূরবীয়া, উত্তরীয়া, ও ক্ষত্রী বা খাটি দহমান, মথুরীয়া, লহোরী, কোকাশ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন মহুর, টাঁক, ওঝা ও বামন বড়্হি ও চামার বড়্হি প্রভৃতি বিভাগ দৃষ্ট হয়। বারাণসী বিভাগে জনাউধারী নামক একটী থাক আছে, তাহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। তাহারা মদ্যমাংস প্রভৃতি অখাদ্য স্পর্শ করে না। ওঝা থাকেরাও যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকে।

সেতুবন্ধরামেশ্বর নামক বর্দ্ধকীরা কেবল কাঠের দেবমূর্ত্তি গড়িয়া বিক্রয় করে। জাতীয় ব্যবসায়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ইহারা ভিক্ষা করে বলিয়া সমাজে নীচ শ্রেণীরূপে গণ্য হইয়াছে। খাটীরা কেবল গাড়ীর চাকা গড়ে এবং দিল্লী-বাসী কোকাসগণ টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। খাটী ও কোকাসেরা জলাচরণীয় নহে। টাঁক, উকাট, দিভান ও জজ্যাবেরা জজ্যার রাজপুতজাতির অন্যতম শাখা বলিয়া গণ্য। চুণিয়ারা, কুলের ও কুদৈরা প্রভৃতি পর্ব্বতবাসী বড়্হিরা ডোমজাতির অনুরূপ।

মগহিয়াদিগের মধ্যে ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিকার ৭ হইতে ১১ বৎসর এবং বালকের ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। মাতৃকুলে অথবা পিতৃস্বসার বংশের পিণ্ডবাধা পর্য্যন্ত তাহারা বিবাহাদি করেনা। তাহার মধ্যে ধনীর পক্ষে চারহৌবা প্রথায়, নির্ধনীর পক্ষে "দোলা" প্রথায় এবং সাধারণতঃ 'অদল বদল' ও সাগাই মতে বিবাহ হইতে দেখা যায়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাগণ দেবর ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের চরিত্র-দোষ ঘটিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হয়। যদি সে এই সমাজদণ্ডের পর পুনবায় ধর্ম্মপথে ও সম্মানে জীবন বহন করে, তাহা হইলে সে সমাজভুক্ত হইয়া আবার সাগাই মতে বিবাহ করিতে পারে। পুরুষদিগের কৃতপাপাদির প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণভোজন অথবা অযোধ্যাতীর্থে, গঙ্গায় বা সরযূতে স্নান।

তাহারা বীরাচারী শৈব। মদ্য ও মাংসভোজন ও ধারা গ্রহণ করে না। পাচপীর, মহাবীর, দেবী, দুল্হাদেও, বিবিয়াদেব, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি দেবতার পূজায় তাহারা বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন-

পূর্ব্বক পূজা করে। তাহারা শবদেহ দাহান্তে ভস্ম বা অস্থি লইয়া গঙ্গা বা কোন নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থানের উপর তাহারা আশ্বিনমাসের মহালয়ার দিন জল দেয় এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সেই স্থলে চাউল ও দুগ্ধ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কিছু খাদ্য দ্রব্যাদি দান করিয়া থাকে। বসন্ত বা বিসূচিকা রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহারা শবদেহ প্রোথিত করে অথবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ভিন্ন দেশে কোন আত্মীয় বা স্বজনের মৃত্যু ঘটিলে তাহারা কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

বেহারের বড়্হিয়া জলাচরণীয়। তাহারা উগ্রমহারাজ, বন্দি, গোরাইয়া ও পাচপীর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে। গোয়ালা, কোইরী, হজাম প্রভৃতির ন্যায় তাহারা সমাজে তুল্য আসন পাইয়া থাকে। কাষ্ঠের কার্য্য ব্যতীত তাহারা চাষবাসও করে।

বৰ্দ্ধন (ত্রি) বর্দ্ধয়তীতি বৃধ-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু, যদ্বা বর্দ্ধতে তচ্ছীল ইতি বৃধ-পূর্ত্তৌ (অনুদাত্তেতশ্চেতি। পা৩।২।১৪৯) ইতি যুচ্। ১ বর্দ্ধিষ্ণু, বর্দ্ধনশীল। ২ বৃদ্ধি, উন্নতি। ৩ বাড়ান। ৪ পুরণ। ৫ ছেদন। ৬ বৃদ্ধিকারক।

বৰ্দ্ধনকোট, (বর্দ্ধনকুটী)—বগুড়া জেলার অন্তর্গত বগুড়া হইতে উত্তরে অক্ষা° ২৫°৮´২৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯°২৮´ পূঃ, গোবিন্দগঞ্জের নিকট, করতোয়া নদীতীরে অবস্থিত। এক্ষণে রাজবাড়ী নামে খ্যাত। কাহারও মতে, এখানে এক সময়ে প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধনরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, বর্দ্ধনকোট নিবৃত্তি দেশের অন্তর্গত। এক্ষণে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান কালেও বর্দ্ধনকোটে এক বারেন্দ্র কায়স্থ রাজবংশ বিদ্যমান।

বর্দ্ধনকুটীর-রাজবংশ।

বর্দ্ধনকুটী বহুকাল বারেন্দ্র কায়স্থের অধিকারে ছিল। এখানকার ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে আলম্যান গোত্রীয় দেববংশে রাজেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি প্রবল হইয়া ইদ্রাকপুরের অন্তর্গত বহু ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসেন। কোম্পানীর আমলে গুড্লাড সাহেব ইদ্রাকপুরের যে রাজবিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এখানকার প্রথম রাজার নাম রাজেন্দ্র, তৎপরে বংশানুক্রমে রাজা ভগীরথ, রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গাপ্রসাদ, রাজা রামদুলাল, রাজা গোপীরমণ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা আর্য্যাবর ও আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ রাজত্ব করেন। * বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যাবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্দ্ধনকুটী॥
তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গালাতে আইলা।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিলা॥
ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচুর হইল।
হস্তী নিশা রাজটীকা পাতসা করিল॥
তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন।
তস্য পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্গুণ॥
মনোহর তস্য সুত তস্য পুত্র হরি।
রাজা বিশ্বনাথ তস্য সুত গিরিধারী।
প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈল।
কুলীন সমাজ মাঝে মর্য্যাদা পাইল॥
নিরাবিল সিদ্ধ ঘরে হইল করণ।
সেই অনুসারে দেব হইল চলন॥"

বর্দ্ধনকুটীর নিকটবর্ত্তী রামপুরের বাসুদেবের মন্দিরে এইরূপ ইষ্টকখোদিত লিপি পাওয়া যায়—

"গুণাব্ধিশরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধিভীতো ভগবান্ দদৌ শ্রীবিষ্ণবে মঠম্॥"

অর্থাৎ সংসারসাগরভীত ভগবান্ ১৫২৩ শকে অর্থাৎ ১৬০১ খৃষ্টাব্দে ভবভয়হারী শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই মঠ দান করেন। উক্ত প্রমাণ অনুসারে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আর্য্যাবর মণ্ডলের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হয়। মিঃ গুড্লাড্ সাহেব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্য্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ নির্ব্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নামও ভগবান্ ছিল। দেওয়ান সুবিধা মত তখনকার ঢাকার সুবাদারকে উৎকোচ দিয়া নিজ নামে সম্পত্তি লিখাইয়া লইলেন। অল্প দিন পরেই রাজা তাহা জানিতে পারিলেন। তৎপরে উভয়ে গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয় আনা ও দেওয়ান সাত আনা অংশ পাইবে। এই সাত আনা দিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

কিন্তু ঢাকুরের উক্তি পাঠ করিলে একটু গোলে পড়িতে হয়, আর্য্যাবরের পূর্ব্বে এই বংশ রাজোপাধিতে ভূষিত ছিলেন কি না, সন্দেহের বিষয় হয়। আর্য্যাবরের "মণ্ডল" উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, এই বংশ পূর্ব্ব হইতেই সম্পত্তিশালী ছিলেন। তৎপুত্র ভগবান্ বর্দ্ধনকুটীর দেওয়ান ছিলেন কি না, সে বিষয় সন্দেহ আছে। দেওয়ান থাকিলে বারেন্দ্র ঢাকুরকার সে কথা লিখিতে

* Mr. Goodlad's Account of Edrakpur, no, 12. p. 69.

ভুলিতেন। না। তবে দেওয়ানী কথাটা কিরূপে আসিল ? দিনাজপুরের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দিনাজপুরপতি বিষ্ণুদত্ত হইতে বৰ্ত্তমান মহারাজ গিরিজানাথ ১১শ পুরুষ। বৰ্ত্তমান মহারাজের উৰ্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা রামনাথ নবাব মুর্শিদকুলীর সমসাময়িক। রামনাথের পিতা হরিরাম পূৰ্ব্বতন দিনাজপুরপতি শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরাম রায় ইদ্রাকপুর বা বৰ্দ্ধনকুটীরাজের দেওয়ান ছিলেন। এই হরিরামের পুত্র শুকদেব রায় মাতামহের উত্তরাধিকারসূত্রে দিনাজপুররাজ্য লাভ করেন। [দিনাজপুর শব্দ দেখ।]

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শুকদেব রায় পরলোক গমন করেন। এরূপ স্থলে তাঁহার পিতা বৰ্দ্ধনকুটীর দেওয়ান হরিরাম রায় রাজা ভগবানের সমসাময়িক হইতেছেন। ইদ্রাকপুরের সাত আনা অংশ হরিরামের বংশ অধিকার করিয়া বসেন, এই কারণেই বোধ হয় দেওয়ান কর্ত্তৃক বৰ্দ্ধনকুটীর ।৶০ আনা গ্রহণের প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আর্য্যাবরের পূৰ্ব্বপুরুষগণ সুপ্রাচীন বৰ্দ্ধনকুটীর রাজবংশের আত্মীয় মণ্ডলাধিপ বা সামন্তরাজ বলিয়া গণ্য ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাদের বংশতালিকায় তাঁহারা রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

সুপ্রাচীন বৰ্দ্ধনকুটী-রাজবংশের প্রতাপসূৰ্য্য অস্তমিত হইবার কালে তাঁহারই আত্মীয় আর্য্যাবরমণ্ডল বৰ্দ্ধনকুটী রাজবাটীর নিকট রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বৰ্দ্ধনকুটীর পূৰ্ব্বতন রাজা ভগবানের মৃত্যু হইলে আর্য্যাবরের পুত্র ভগবান্ মুসলমান রাজসরকারে নিজ নাম পত্তন করিয়া বৰ্দ্ধনকুটী রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। এ সময়ে পূৰ্ব্বতন রাজমন্ত্রী হরিরাম রায় জীবিত ছিলেন, তিনি ভগবানের অন্যায় কার্য্যে যথেষ্ট বাধা দান করেন। এই বিবাদের সময় রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আসেন। তিনি উভয় পক্ষের গোলযোগ মিটাইয়া রাজা ভগবানকে ॥৶০ আনা এবং দেওয়ান হরিরামকে ।৶০ আনা ভাগ করিয়া দিয়া যান। হরিরামের পুত্র রাজা শুকদেব রায়ের সময় ।৶০ আনা অংশ দিনাজপুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজা ভগবানের বহুকীৰ্ত্তি বৰ্দ্ধনকুটী ও নিকটবর্ত্তী রামপুর প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র কুমুদানন্দন। কুমুদানন্দন অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময় তৎপুত্র রঘুনাথ নাবালক। মধুসিংহ নামে এক জমিদার তাঁহার জমিদারীর ।৶০ আনা অংশ দখল করিয়া বসেন। এই সময় শাহসুজা বাঙ্গালার নবাব। রাজা রঘুনাথ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। তদনুসারে ১১ই জুলুস্ অরঙ্গজেব মধুসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া রাজা রঘুনাথকে উপযুক্ত সনন্দ প্রদান করেন। গুড্‌লাড্ সাহেব সেই ফরমাণ বৰ্দ্ধনকুটীর রাজবাটীতে দেখিয়া ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পুত্র মনোহরের সময়েও এই বংশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে কুণ্ডী, সেরপুর, পলাদশী প্রভৃতি পরগণা বৰ্দ্ধনকুটীরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজা মনোহর অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র হরিনাথ পৈতৃক অধিকার লাভ করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেব তাঁহার ১৭শ বর্ষে (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে) এক ফরমাণ দিয়া হরিনাথকে ইদ্রাকপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন।

রাজা হরিনাথের পুত্র বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পুত্র গিরিধারী, তৎপুত্র শিবনাথ। এই শিবনাথের সহিত ইদ্রাকপুর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হয়। গিরিধারী উচ্চ বারেন্দ্র কুলীনকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রকায়স্থ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন। শিবনাথের পুত্র গৌরীনাথ কোম্পানীর আমলের রাজা বলিয়া খ্যাত। এই সময় ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্গত চাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যে ইদ্রাকপুর, ইসলামপুর, আলীগঞ্জ, বাজিতপুর, বাহির ঘোড়াঘাট, গাউতনন, পলাশী, মুক্তারপুর, বিন্দী, বেলঘাট, ভিরেনকুণ্ড, সেরপুর, কানবালা, সেরপুর নওয়াবাদ প্রভৃতি পরগণা ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় বৰ্দ্ধনকুটীরাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া আসে; এই সময়ে ইদ্রাকপুর-রাজের অধীনে ৬৯টি পরগণা এবং তাহার ১৬০১৯৬৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে ৬৯টী পরগণা ছিল, তাহাও একে একে নিলাম হইয়া অধিকাংশই পরহস্তগত হয়। এমন কি, অল্পদিন মধ্যেই ইদ্রাকপুর জমিদারীর নাম পর্য্যন্ত মানচিত্র হইতে উঠিয়া যায়।

গৌরীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা গোকুলনাথ এবং মধ্যমপুত্র রাজা গৌরকিশোর, গৌরকিশোরের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার দত্তকপুত্রের নাম শ্যামকিশোর, এই শ্যামকিশোরের পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বৰ্ত্তমান।

এক সময়ে সুবিস্তীর্ণ বৰ্দ্ধনকুটীরাজ্য যাঁহাদের অধিকারে ছিল, যাহাদিগকে লক্ষাধিক মুদ্রা রাজস্ব দিতে হইত, এখন তাঁহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়, ২০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয় না।

বৰ্দ্ধনগড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। কোরেগাঁ ও খটাও উপবিভাগের সীমার ব্যবধানে মহাদেব শৈলমালার একটী শাখার উপর; সাতারা সহর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূৰ্ব্বে অবস্থিত।

খটাও বা পূৰ্ব্বদিক্ দিয়া একটী কুঞ্জ দিয়া ঐ গড়ে উঠিতে হয়। ইহার পার্শ্ব দিয়া সাতারা-পুরন্দর রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তার দুই শত গজ দূরে দুইটী প্রাচীন সরোবর আছে।

নবজিত রাজ্যের পূৰ্ব্বসীমা রক্ষা করিবার জন্য ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাদজি সিন্দিয়া ২৫০০ সৈন্য লইয়া প্রতিনিধির হস্ত হইতে এই দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। এ সময় সিন্দিয়ার ভগিনী সর্গোবৎ ঘোড়পড়ের স্ত্রীর মধ্যস্থতার বেশী অত্যাচার ঘটিতে পারে নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধ্যক্ষ বলবন্ত রাও বক্‌সি এখানে যেসাই তিরন্দির সহিত যুদ্ধ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ফতেসিংহ-মানে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ও বহু অশ্ব লইয়া যান। তাহার নিক্ষিপ্ত গোলকের চিহ্ন অদ্যাপি দুর্গদ্বারের খিলানের উপর দৃষ্ট হয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বসন্তগড়ের যুদ্ধের পর বাপু গোখলের হস্তে দুর্গ সমর্পিত হয়, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব চালাইয়াছিলেন, তৎপরে পেশবা সেই ভারগ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরাজগবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

এখন দুর্গের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। অধিকাংশ ভবনই ধ্বংসাবশেষে পরিণত। মৃত্তিকারাশির মধ্যে এখনও দুইটী কামান পড়িয়া আছে।

২ সাতারা জেলাস্থ মহাদেব শৈলমালার পূর্ব্বাংশে উন্নত একটী শাখা খটাওর মোল হইতে চন্দনবন্দন শৃঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত। সাধারণতঃ "বর্দ্ধনগড় মছিন্দ্রগড়" নামে পরিচিত। এই বিস্তৃত শৈলমালার উপর উত্তরে বর্দ্ধনগড়, কবাড়ের নিকট সদাশিবগড় এবং সদাশিবগড়ের ১২ মাইল দক্ষিণে মছিন্দ্রগড় অবস্থিত।

বর্দ্ধনসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

বর্দ্ধনিকা (স্ত্রী) যজ্ঞাদির পবিত্র জল রাখিবার পাত্রভেদ, বদনা।

বর্দ্ধনী (স্ত্রী) ১ জলপাত্রবিশেষ। (মেদিনী) ২ সম্মার্জ্জনী, ঝ্যাটা। (হেম) ৩ সনাল পাত্রবিশেষ, কমণ্ডলু বা বদনা।

'আলুঃ স্ত্রী কর্করীপারী বর্দ্ধনী চ গলন্তিকা।' (জটাধর)

প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে এই বর্দ্ধনী পাত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে।

"প্রতিষ্ঠা যস্য দেবস্য তদাখ্যং কলসং ন্যসেৎ।
ঐশান্যাং পূজয়েদ্যাম্যে অস্ত্রেণৈব চ বর্দ্ধনীম্॥
কলসং বর্দ্ধনীঞ্চৈব গ্রহান্ বাস্তোষ্পতিং তথা।
আসনে তানি সর্ব্বাণি প্রণবাখ্যং জপেদ্গুরুঃ॥"
(গরুড়পু° ৫৮ অ°)

বর্দ্ধনীয় (ত্রি) বর্দ্ধ-অনীয়র্। বর্দ্ধনযোগ্য, বর্দ্ধনার্হ।

"জ্ঞাতয়ো বর্দ্ধনীয়াস্তৈর্য ইচ্ছত্যাত্মনঃ শুভম্।" (উদ্যোগপ°)

বর্দ্ধমান (পুং) বর্দ্ধতে ইতি বৃধ-বৃদ্ধৌ শানচ্। ১ এরণ্ডবৃক্ষ। (অমর) ২ পশুভেদ। ৩ শরাব, শরা।

"তথা গাঃ কপিলা দোগ্ধ্রীঃ সবৎসাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
হেমশৃঙ্গী রূপ্যক্ষুরা দত্ত্বা চক্রে প্রদক্ষিণম্।
স্বস্তিকান্ বর্দ্ধমানাংশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তাংশ্চ কাঞ্চনান্॥"(ভার° ৭।৮০।১৯)

এই অর্থে এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"মধাসু তিলপূর্ণানি বর্দ্ধমানানি মানবঃ।
প্রদায় পুত্রপশুমানিহ প্রেত্য চ মোদতে॥" (ভারত ১৩।৬৪।১২)

৪ বিষ্ণু। (মেদিনী) ৫ জিনবিশেষ। পর্য্যায়—বীর, চরম-তীর্থকৃৎ, মহাবীর, দেবার্য্য, জ্ঞাতনন্দন। (হেম) [মহাবীর দেখ।] ৬ ধনীদিগের গৃহবিশেষ।

'স্বস্তিকো বর্দ্ধমানশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তাদয়োঽপি চ।' (হলায়ুধ)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই গৃহের দ্বার দক্ষিণদিকে করিতে নাই।

"দ্বারালিন্দো হস্তগতঃ প্রদক্ষিণোঽন্যঃ শুভস্ততশ্চান্যঃ।
তদ্বচ্চ বর্দ্ধমানে দ্বারন্তু ন দক্ষিণং কার্য্যম্॥" (বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩৩)

৭ স্বনামখ্যাত দেশ, বর্দ্ধমান প্রদেশ।

"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতাম্রলিপ্তপ্রাগ্জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচ°)

৮ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত কুলপর্ব্বতবিশেষ। ভদ্রাশ্ববর্ষের ৭টি কুলপর্ব্বত। তাহার মধ্যে বর্দ্ধমান সপ্তম কুলপর্ব্বত।

"বিশালঃ কম্বলঃ কৃষ্ণো জয়ন্তো হরিপর্ব্বতঃ।
বিশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ॥"(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১২)

(ত্রি) ৮ বৃদ্ধিবিশিষ্ট, বৃদ্ধিশীল, বর্দ্ধিষ্ণু।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী বিভাগ, একজন কমিসনরের অধীনে পরিচালিত। অক্ষা° ২১°৩৫´ হইতে ২৪°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৩৫´ হইতে ৮৬°৩২´৪৫´´ পূর্ব্বমধ্য। বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরসীমায় সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্ব্বে নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা বা গঙ্গানদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বালেশ্বর জেলা এবং পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য এবং সিংহভূম ও মানভূম জেলা।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২২°৫৫´ হইতে ২৩°৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫২´ হইতে ৮৮°৩০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ২৬৯৭ বর্গমাইল। এই জেলার উত্তরে বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী নদীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমে মানভূম।

এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল, কেবল সাঁওতাল পরগণার সমীপবর্ত্তী উত্তরপশ্চিম কোণাংশ ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্ব্বত্য ঢালু ভূমিতে ও জঙ্গলে পূর্ণ। এই বনভাগে নেকড়ে, চিতা, ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুর বাস আছে। অপরাপর স্থান শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তাল, আম্র, কদলী ও বাঁশবন

সমাচ্ছন্ন গণ্ডগ্রাম গুলি প্রকৃতির একীভাব বিদূরিত করিয়া জন-কোলাহলে সেই সেই গ্রামসমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে স্বভাবের সমৃদ্ধি বিরাজিত রাখিয়াছে। কোন কোন স্থান দিয়া ধলকিশোর বা দারিকেশ্বর নদ, দামোদর, অজয়, খারী, বাঁকা, খর বা মন্দগামী হইয়া ভাগীরথী সলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বরাকর নদী এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংশে দামোদর নদে আসিয়া পড়িয়াছে, এডেন খাল দামোদর ও বাঁকাকে সংযুক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে কাণা নদী প্রবাহিত।

এইরূপে নদীমালাসমাচ্ছন্ন হওয়ায় এবং বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে তালবৃক্ষ পরিশোভিত দীর্ঘিকাসমূহ বিরাজিত থাকায় এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ঐ সকল নদীপথে কাল্না, কাঁটোয়া, দাঁইহাট, ভাউসিংহ, মিল্লীপুর, উষণপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নগরে বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। ঐ সকল বন্দরে লবণ বস্ত্র ও পাটের ব্যবসাই অধিক। রাণীগঞ্জ উপবিভাগে কয়লা, লৌহ, চূণেপাথার প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। [রাণীগঞ্জ ও কয়লা দেখ।]

পৌরাণিক।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে রচিত ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

বর্দ্ধমান মণ্ডলের বিস্তার ২০ যোজন। এখানকার চারি-বর্ণের লোকই কৃষিকর্ম্মরত। কলির ৪৪০০ বর্ষ গত হইলে (অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে) দামোদরের সমীপে হেমসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবেন, তাঁহার সাত মহাল বাড়ী। এই হেমসিংহের পুত্র বীরসিংহ। ইনি নিজ বাহুবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুর্গ, বরদাভূমি, সুহ্মদেশ ও বীরদেশ নিজায়ত্ত করিবেন। এই বীরসিংহের চারি পুত্র ও বিদ্যা নামে এক কন্যা হইবে। কন্যা পণ করিবে যে, যে তাহাকে বিদ্যায় হারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। এ সংবাদ কাঞ্চিপুরে পৌঁছিলে কাঞ্চিপুরপতি গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর বর্দ্ধমানে আসিবেন। তিনি দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে আশ্রয় লইবেন। কুট্টিনী মালিনীর সাহায্যে তপোবলে এক সুড়ঙ্গ [illegible]য়া বিদ্যাকে হরণ করিবেন। কেবল কালীদেবীর প্রসাদে সুন্দর রক্ষা পাইবেন। গৌড়াদির লোকেরা সেই বিদ্যাসুন্দর চরিত্র গান করিবে। * ব্রহ্মখণ্ডের উদ্ধৃত কাহিনী হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের গান প্রচলিত ছিল। তখনও বর্দ্ধমান রাজবংশের অভ্যুদয় হয় নাই।

ব্রহ্মখণ্ডের ন্যায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ দিগ্বিজয় প্রকাশেও আমরা বিদ্যাসুন্দর ও বর্দ্ধমানের বিবরণ এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আবশ্যক মনে করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

"অজয়াদ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হ্যুত্তরে।
গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকেশিহি পূর্ব্বতঃ॥ ৭৭০
অষ্টযোজনবিমিতো দেশো নদনদীযুতঃ।
রুদ্রযোজনবিমিতো দীর্ঘো চৈব মহীপতে॥৭৭১

---

* "বিংশতিযোজনানাঞ্চ বর্দ্ধমানস্থ মণ্ডলম্।
লোকাস্তত্র ভবিষ্যন্তি ভাগ্যবন্তো যুগার্দ্ধকে॥২
চত্বার্য্যব্দসহস্রাণি চত্বার্য্যব্দশতানি চ।
কলের্যদাগমিষ্যন্তি বর্দ্ধমানে তদা দ্বিজাঃ॥১৫
দামোদরসমীপে চ নগরান্তরতো নৃপ।
ক্ষত্রিয়গোত্রমধ্যে চ হেমসিংহো ভবিষ্যতি॥১৬
হেমসিংহ-নৃপস্যাপি সম্পত্তিরচলা দ্বিজাঃ।
প্রতাপবান্ ধার্ম্মিকশ্চ নির্ভয়ো রণকর্কশঃ॥২৪
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ।
কুলদীপো বীরসিংহো পুত্রোহস্য ভবিষ্যতি॥২৫
বীরসিংহসমো রাজা ন ভাবী বর্দ্ধমানকে।
নিজবাহুবলেনৈব বহুদেশান্ জয়িষ্যতি॥২৬
তাম্রলিপ্তং কর্ণদুর্গং বরদাভূমিকং তথা।
সুহ্মদেশং বীরদেশং নিজায়ত্তং করিষ্যতি॥২৭
বীরসিংহস্য নৃপতেঃ ধর্ম্মপত্ন্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
জজ্ঞিরে চ বেদ পুত্রান্ মহাবলপরাক্রমাঃ॥২৮
কন্যৈকা সুন্দরী বিদ্যা জজ্ঞে গুণবতী মুদা।
কাঞ্চিপুরস্য নৃপতিঃ গুণসিন্ধুর্নৃপোত্তমঃ॥২৯
যুগসায়ং তস্য পুত্রঃ সুন্দরো হি ভবিষ্যতি।
কালীভক্তঃ পণ্ডিতো হি সর্ব্ববিদ্যাসু পারগঃ॥৩০
বিদ্যাপণঞ্চ বিদ্যায়াঃ করিষ্যতি মহৎখলু।
মা জেতুং যেন বিদ্যাভিঃ স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥৩২
ভট্টদূতেন সন্দেশপত্রং নীত্বা নৃপাজ্ঞয়া।
নানাদেশং জ্ঞাপনার্থং রাজ্ঞো দূতো গমিষ্যতি॥৩৩
বিদ্যাং জেতুং গমিষ্যন্তি বহবো নৃপবালকাঃ।
পরাভূতাঃ পলায়ন্তে দেশাত্তু বর্দ্ধমানকাৎ॥৪৩
কাঞ্চিদেশে মহারাজো গুণসিন্ধুঃ প্রতাপবান্।
তস্য পুত্রো সুন্দরশ্চ শ্রুত্বা দূতমুখাৎ গুণম্॥৪৪
অশ্বেনৈব দ্রুতং দেশাৎ বর্দ্ধমানং গমিষ্যতি।
দামোদরতটোপান্তে মালাকারস্য বৈ গৃহে॥৪৫
বসতিসুন্দরঃ শ্রীমান্ বিদ্যাপ্রাপ্তিনিমিত্তকম্।
মালাকারস্য গৃহিণীং বিধায় কুট্টিনীং মুদা।
বিদ্যাঞ্চ গর্ত্তমার্গেণ হরিষ্যতি তপোবলাৎ॥৪৬
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন ন মরিষ্যতি ভূমিপাৎ।
কলেঃ সায়ন্ত্বিদং চিত্রং বিদ্যাসুন্দরয়োর্দ্বিজাঃ॥৪৭
গাস্যন্তি লোকাঃ চারিত্র্যং গৌড়াদৌ মুনিসত্তমাঃ।"(ভারত ব্রহ্ম.খণ্ড ৬ অ.)

সাধারণভূমিকশ্চ বর্দ্ধমানোঽতি সুন্দরঃ।
দামোদরনদী যত্র বহতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২
মুণ্ডেশ্বরী বকুলা চ পূর্ব্বে সরস্বতী বরা।
প্রায়শো বহুলা নদ্যঃ সদা দক্ষিণগা মতাঃ ॥ ৭৭৩
তৃণধান্যাদিভেদানাং সপ্তদশ ভবন্তি চ।
কার্পাসো রক্তশ্বেতশ্চ পাটলশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪
পঞ্চভেদাশ্চেক্ষবশ্চ জায়ন্তে যত্র নিত্যশঃ।
সর্ব্বেষাং বর্দ্ধনান্নিত্যং বর্দ্ধমানমতো বিদুঃ ॥ ৭৭৫
বিষ্ণুপাদাম্বুজাতাচ্চ দামোদরজলাম্বহিঃ।
বর্দ্ধমানমনুষ্যাংশ্চ গায়ন্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ৭৭৬ ...
অঘোরভূমিপস্তত্র রাজন্যকুলসম্ভবঃ।
বর্দ্ধমানপ্রজাঃ সর্ব্বাঃ শাসতি ধর্ম্মবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮
কলের্বেদসহস্রাণি গচ্ছন্তিস্ম যদা নৃপ।
বীরসিংহরাজগেহে কৌতুকং জাতমেব হি ॥ ৭৭৯
কাঞ্চিপুরে মহারাজ গুণসিন্ধুর্মহীপতিঃ।
তস্য পুত্রঃ সুন্দরশ্চ বর্দ্ধমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০
বীরসিংহস্য দুহিতা বিদ্যা নাম্নীতি শোভনা।
নানাশাস্ত্রপারগা চ বিনোপনিষদং নৃপ ॥ ৭৮১
ভূমিমার্গে সুন্দরশ্চ গত্বা তত্র বিবাহিতা।
জিত্বা বিদ্যাং বিচারেষু সম্ভোগং কৃতবান্ বরঃ ॥ ৭৮২
বিদ্যাসুন্দরবৃত্তান্তং চৌরপঞ্চাশদাখ্যকে।
গ্রন্থে সমীচীনতয়া বর্ত্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩
অঘোরস্য সুতঃ শ্রীমান্ চন্দ্রাঙ্গদ মহীপতিঃ।
বিবৃতির্যস্য বহুলা গণেশাখ্য পুরাণকে ॥ ৭৮৪
সূর্য্যবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্রো মহীপতিঃ।
কুশবংশপ্রসূতশ্চ বর্দ্ধমানস্য শাসকঃ ॥ ৭৮৫
কুশাদতিথিঃ পুত্রশ্চ সুকন্যায়ামজায়ত।
আঙ্গুরায়াঞ্চ বীর্য্যাচ্চ হ্যতিথিশ্চ মহাবলঃ।
পুণ্ডরীকো হি গ্রহণো সূর্য্যশ্চ নৃপশেখর ॥ ৭৮৬
উলূপ্যাং পুণ্ডরীকস্যাপ্যমোঘরেতসঃ সদা।
ক্ষেমধর্ম্মা মহাযোগী জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭
রতিদাখ্যা ক্ষেমধর্ম্মো বীর্য্যতো হি মুনের্বরাৎ।
দেবানীকো দেবধর্ম্মাজ্জজ্ঞেঽথ বর্দ্ধমানকে ॥ ৭৮৮
দেবানীকস্য বীর্য্যাচ্চ ফুল্লারাঃ সমজায়ত।
পারিজাতোঽতিকুশলো যুদ্ধবিদ্যাবিশারদঃ ॥ ৭৮৯
ঘট্টশৈলে নৃপোদ্ভূতঃ চকচকীসরিত্তটে।
পারিজাতাৎ পরো নৈব পুরুষোঽথ মহীপতিঃ ॥ ৭৯০
খঞ্জন্যাং পারিজাতাচ্চ নাতুঙ্গঃ সমজায়ত।
হিন্তালকাননে রাজাভূন্নাতুঙ্গো হি নির্জ্জয়ঃ ॥ ৭৯১
নাতুঙ্গাৎ মারিষায়াঞ্চ অর্কপুত্রো হি দিকপতিঃ।
দিকপতিং প্রমীলায়াঞ্চ প্রেরয়ামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২
সুদর্শায়ামেকবীর্য্যাৎ দ্বৌ পুত্রৌ বালিনাং বরৌ।
বজ্রনাভো রদকলির্বামনশ্ছত্রমস্তকঃ ॥ ৭৯৩
গোবর্দ্ধনাখ্যদেশে চ জীমূতস্য নদীতটে।
বজ্রনাভস্য বীর্য্যাচ্চ মেনকায়াং মহীপতে।
স্বগণো গণচূড়শ্চ জাতৌ দ্বৌ চাতিশোভনৌ ॥ ৭৯৪
যমকরে নদীপার্শ্বে গণচূড়ো হি লুব্ধকঃ।
বসতিং কৃতবান্ তেন পাটলিগ্রামসন্নিধৌ ॥ ৭৯৫
মোদমত্যাঞ্চ স্বগণবীর্য্যাচ্চৈব মহীপতে।
বিভূতিশ্চ সুভূতিশ্চ রামভূতিরজায়ত ॥ ৭৯৬
রামভূতিঃ কীকটস্য রাজা পর্ব্বতবেষ্টিতে।
দেশে জঙ্গলসম্ভূতে নীচজাতিপ্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭
পালাসনগরে রাজা রামভূতিরভূৎ পুরা।
কিরণো ভূমিকা যত্র প্রাপ্নোতি চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৭৯৮
বিভূতিঃ শুক্রতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ। ...
কেরলে শতশৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্ স চ।
রাজ্যং শূদ্রভূমিকায়াং শ্রুতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮৮০
দ্বিজকন্যা তুঙ্গলেখাগর্ভে পুষ্পাঙ্কুরো মহান্।
ততঃ কোমলপ্রকৃতির্হটাশ্বশ্চ ঋষিব্রতঃ ॥ ৮০১
অগস্ত্যস্য বরেণৈব একাম্রে বিপিনে স চ।
রাজাভূৎ চোৎকলস্যান্তে জগন্নাথস্য সন্নিধৌ ॥ ৮০২
গণ্ডক্যা জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাখ্যো হি সুন্দরঃ।
পুষ্পাঙ্কুরস্য বীর্য্যাচ্চ চন্দনোপবনে তদা ॥ ৮০৩
অঘোরসংজ্ঞকস্তস্য চন্দনস্যাত্মজোঽভবৎ।
চন্দনকাননে রাজাসীত্তুলাখ্যে বিষয়ে ভিদি ॥ ৮০৪
দেশিকায়ামঘোরাচ্চ করণোঽতুলবিক্রমঃ।
বর্দ্ধমানং পরিত্যজ্য গতো গ্রামং কলাপকম্ ॥ ৮০৫
পুষ্করাননক্ষত্রিয়শ্চ স্বরাজ্যে সিক্তবান্ নৃপ।
সংক্ষেপাৎ বর্দ্ধমানস্য ভূপালবর্ণনং কৃতম্ ॥ ৮০৬
সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্তমঃ।
বর্দ্ধমানস্তস্য ভূপ পুরাণে বিবৃতা প্রথা ॥ ৮০৭
পুষ্করাননবংশীয়ঃ রাজন্যো বর্দ্ধমানকে।
রাজা নিরন্তরং শ্রীমান্ মঙ্গলাদেবীপূজনাৎ ॥" ৮০৮

(দিগ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলবিবরণ)

অজয় নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমে এবং দারিকেশ্বির পূর্ব্বে একটি অতি সুন্দর সাধারণভোগ্য ভূভাগ আছে। রাজন্! এই ভূভাগের নাম বর্দ্ধমান। এই বর্দ্ধমান দেশে নানা নদ নদী প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য একাদশ

যোজন এবং প্রস্থ অষ্ট যোজন। এই দেশের মধ্যভাগ দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে সকল নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বর, বকুলা, ও সরস্বতী এই তিনটিই প্রধান। এতত্তিন্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহুতর নদী প্রবাহিত। তৃণধান্যাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধান্য এদেশে উৎপন্ন হয়। রক্ত, শ্বেত ও পাটলবর্ণ কার্পাস এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের এখানে বার মাস চাষ হইয়া থাকে। ফল কথা, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বৰ্দ্ধন অর্থাৎ উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বৰ্দ্ধমান। দামোদর-জল বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সম্ভূত। সুতরাং দামোদর নদীর উভয় পার্শ্বব্যাপী বৰ্দ্ধমানের অধিবাসী মনুষ্যদিগকে বিভিন্ন দেশবাসী লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে।

অঘোর নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্ম্মানুসারে বৰ্দ্ধমানবাসী প্রজাপুঞ্জকে শাসন করিতেন। হে রাজন্! কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, এই বংশীয় রাজা বীরসিংহের গৃহে একটা বড় কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কাঞ্চিপুরে গুণসিন্ধু নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুন্দর। সুন্দর একসময়ে বৰ্দ্ধমানে আগমন করেন। বৰ্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের বিদ্যানাম্নী এক পরমাসুন্দরী দুহিতা ছিল। বিদ্যা উপনিষৎশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুন্দর ভূ-বিবর দিয়া গিয়া রাত্রিকালে বিদ্যাকে বিবাহ করেন। বিদ্যা শাস্ত্রবিচারে সুন্দরের কাছে পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। হে নৃপবর! এই বিদ্যাসুন্দরের বৃত্তান্ত চৌরপঞ্চাশৎগ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজা অঘোরের পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রাঙ্গদ। ইনিও রাজা ছিলেন। গণেশপুরাণে এই রাজার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি কুশের বংশে উৎপন্ন। এই কান্তিচন্দ্র এক সময় বৰ্দ্ধমান শাসন [illegible]।

কুশ হইতে সুকন্যার গর্ভে অতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। অতিথি হইতে আঙ্গুরার গর্ভে মহাবল পুণ্ডরীকের জন্ম হয়। অমোঘবীর্য্য পুণ্ডরীক হইতে উলুপীর গর্ভে ক্ষেমধর্ম্মা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেমধর্ম্মা যোগীপুরুষ ছিলেন। ইহাঁদ্বারা কুল পবিত্র হইয়াছিল। ইনি এক মুনির নিকট বরলাভ করেন। এই বরপ্রভাবে তৎপত্নী রতিদার গর্ভে দেবধর্ম্ম নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবধর্ম্ম হইতে দেবানীক জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের সকলেরই জন্মভূমি বৰ্দ্ধমান।

দেবানীকের ঔরসে ফুল্লার গর্ভে পারিজাত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইনি রাজকার্য্যে বিচক্ষণ এবং যুদ্ধবিদ্যায় পরম পটু ছিলেন। ইনি ঘট্টশৈলস্থ চকচকী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত হইতে পুরুষকারতৎপর শ্রেষ্ঠ রাজা আর কেহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খঞ্জনীর গর্ভে নাতুঙ্গ নামে এক পুত্র হয়। নির্ভীকচিত্ত নাতুঙ্গ হিন্তাল-কাননে বাস করিতেন। নাতুঙ্গ হইতে মারিষার গর্ভে অর্কপুত্র এবং অর্কপুত্র হইতে প্রমীলার গর্ভে দিক্‌পতি উৎপন্ন হন। দিক্‌পতি হইতে সুদর্শার গর্ভে দুই বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, রত্নাকলি, বামন ও ছত্রমণ্ডক নামে চারিপুত্র জন্মে। গোবৰ্দ্ধনদেশে জীমূতনদীর তটে বজ্রনাভের মেনকানাম্নী পত্নীর গর্ভে স্বগণ ও গণচূড় নামে দুই পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়। গণচূড় পাটলি গ্রামের নিকট যমকর নদীর পার্শ্বে বাসস্থাপন করেন। ইনি অতি লুব্ধস্বভাব ছিলেন। স্বগণের ঔরসে মোদামতীর গর্ভে বিভূতি, সুভূতি ও রামভূতি নামে তিন পুত্র জন্মে। রামভূতি কীকটদেশে রাজপাট স্থাপন করেন। ঐ দেশ তখন পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বহুসংখ্যক নীচজাতীয় প্রজা তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। সুভূতি পলাসনগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজত্বস্থান চন্দ্রসুধা-কিরণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বিভূতি অতি বলবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই কেরল ও শতশৃঙ্গ প্রদেশে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যে বহুতর শূদ্রজাতীয় প্রজা বাস করিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে দ্বিজকন্যা তুঙ্গলেখার গর্ভে পুষ্পাঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পাঙ্কুরের পুত্র হটাশ্ব। ইনি বড় কোমলপ্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহার তপোনুষ্ঠান ছিল। অগস্ত্য ইহাঁকে বর দেন। সেই বরপ্রভাবে ইনি উৎকলের অন্তসীমায় জগন্নাথক্ষেত্রের অদূরে একাম্রকাননে রাজা হন। গণ্ডকী নাম্নী পত্নীর গর্ভে চন্দনবনে, চন্দন নামে ইহাঁর এক সুন্দর পুত্র জন্মে। চন্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম অঘোর। ইনি তুলাদেশের চন্দনকাননে রাজা করেন। অঘোর হইতে তৎপত্নী দেশিকার গর্ভে করণ জন্মগ্রহণ করেন। করণ অসাধারণ বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন। ইনি বৰ্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া কলাপক গ্রামে গমন করেন। পুষ্করানন নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তদীয় রাজ্যে অভিষিক্ত হন। সংক্ষেপে বৰ্দ্ধমানাধিপতি ভূপালদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। অন্যান্য সাধারণ দেশের মধ্যে বৰ্দ্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। এখানকার ভূপালদিগের বিবরণ পুরাণে বর্ণিত আছে। পুষ্করা-ননের বংশধর ভূপালগণই পরে মঙ্গলাদেবীর অর্চ্চনার ফলে বৰ্দ্ধমানে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। (দিগ্বিজয়প্র°)

পুরাতত্ত্ব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। জৈনদিগের মতে, মহাবীর বা বর্দ্ধমানস্বামী রাঢ়দেশের যে অংশে অসভ্য জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানই পরে বর্দ্ধমান নামে খ্যাত হয়। এখন বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় নামে খ্যাত। এই জেলায় এক সময়ে অনেক সুপ্রাচীন রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সেরগড় পরগণার সিংহারণ নামে যে নদী আছে, এই নদীর তীরে সিংহপুর নামে একটী প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে সিংহবাহু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন, সিংহপুর নগর ধ্বংস হইলে এই স্থান সিংহারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই বর্ত্তমান সিংহারণ নদীর নামকরণ হইয়াছে। এই জেলায় সাতশৈকা পরগণা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। এই জেলায় তাঁহারা যে সকল গ্রাম লাভ করেন, সেই সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতীদিগের বিভিন্ন গাঞি বা উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। গৌড়াধিপ আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এখানে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণেরই আধিপত্য ছিল। নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে, কোন কোন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদেরই নিকট বহু কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন কোন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গাঞি হইয়াছে। গৌড়ে পালরাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে আদিশূরবংশীয় শূরনরপতিগণ বহুকাল এই জেলায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও রাঢ়ীয়শ্রেণির ব্রাহ্মণগণকে এই জেলায় বহু শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণের বহুতর গাঞি নাম হইয়াছে।

পালরাজগণ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে উদ্যত ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়দেশে শূরনরপতিগণ এখানকার বৌদ্ধসমাজকে হস্তগত করিবার জন্য আবশ্যক মত শৈব ও শাক্তধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। গৌড়ে বৌদ্ধাধিকারকালে এখানকার ঢেকুর নামক স্থানে সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ নামে একজন শাক্ত নৃপতি অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্যামরূপার গড়ই এক্ষণে সেনপাহাড়ী গড় নামে পরিচিত। ইহার ন্যায় প্রাচীন দুর্গ এ প্রদেশে আর নাই। গৌড়েশ্বর তাঁহার নিকট কএক বার পরাস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধর্ম্মের সেবক লাউসেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইছাই ঘোষের গড়ের ভগ্নাবশেষ আজও সেনপাহাড়ীতে পড়িয়া আছে।

এই জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান ভুরশুট্‌ পরগণার ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কায়স্থ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখনকার পাণ্ডুয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজগণের সময়েই প্রসিদ্ধ ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিজয়সেন এখানে বিজয়পুর নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এখানে বহুদিন হইতেই মুসলমান সংস্রব হইয়াছিল। মেমারির উত্তরপশ্চিমে বহা বা শ্রীকৃষ্ণনগর নামক গ্রামে সৈয়দ জলাল্‌ উদ্দীন্‌ তাব্রিজী কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬৪২ হিজরী বা ১২৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত শ্রীকৃষ্ণনগরে জলাল্‌ উদ্দীনের নামানুসারে মাদ্রাসা-ই-জলালিয়া নামে একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় নানা স্থানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ছুটিপুর পরগণায় মেমারি ষ্টেসনের দক্ষিণে কুলীনগ্রামের নিকট অনেক প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আজমতশাহী পরগণায় ভাটাকুল গ্রামের নিকট রামচন্দ্রগড় এবং অজয়নদের নিকট শেরগড় পরগণায় রাণাগঞ্জের উত্তরে আরও কএকটী গড় দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধমান সহরেই প্রসিদ্ধ বহরম সক্কা নামক প্রসিদ্ধ মসলমান কবির গোরস্থান দৃষ্ট হয়, এই গোরস্থান ঠিক দুর্গের মত। আগ্রা হইতে সিংহলে যাত্রাকালে কবিবর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই প্রাণত্যাগ করেন। ঐ বর্ষে মুসলমান ইতিহাসে, বর্দ্ধমানের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজমহলে দাউদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে অকবরের সৈন্যগণ বর্দ্ধমানে আসিয়া দাউদের পরিবারবর্গকে আক্রমণ করেন। তৎপরে দশ বর্ষ কাল দাউদের পুত্র কুতলু খান্‌ এই বর্দ্ধমানে মোগলবিরুদ্ধে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত করেন। [কুতলু খাঁ দেখ।]

তাঁহার কবরের নিকট নূরজাহানের স্বামী সের আফগান ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুতব্‌ উদ্দীনের সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। দিল্লীশ্বরের আদেশে কুতব্‌ উদ্দীন্‌ নূরজাহানকে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য সের আফগানের সহিত যুদ্ধ করেন। বর্দ্ধমান ষ্টেসনের দক্ষিণে স্বাধীনপুর নামক গ্রামে যেখানে উভয় বীরে যুদ্ধ হইয়াছিল, আজও সকলেই সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা খুরম্‌ (পরে শাহজহান্‌) বর্দ্ধমান দুর্গ ও সহর জয় করিয়া দিল্লীর শাসনভুক্ত করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্‌ উস্‌সান্‌ ১৬৯৭ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্দ্ধমানে একটি সুন্দর মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, আজও সেটি দেখিবার জিনিস।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান-রাজবংশ।

পঞ্জাব-প্রদেশান্তর্গত লাহোর নগরস্থ কোটলি মহল্লা-নিবাসী সঙ্গম রায়, বর্দ্ধমান-রাজবংশের আদি পুরুষ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে সঙ্গম রায় সপরিবারে জগন্নাথ দর্শনোদ্দেশে

শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিয়া প্রত্যাগমনকালে, বর্দ্ধমানের সন্নিকটে রাইপুর গ্রামে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করেন। এই স্থান হইতে শস্যাদি ক্রয় করিয়া, স্থানান্তরে বিক্রয় করাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল্। ক্রমে তাঁহার ব্যবসায় বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল।

সঙ্গম রায়ের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়ও রাইপুরে অবস্থিতি করিয়া পিতার ন্যায় ব্যবসা করিতে লাগিলেন এবং সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমেই ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে লাগিল।

বঙ্কুবিহারী রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন। তিনি এতদ্দেশ মধ্যে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন সময়ে দিল্লীশ্বরের কতকগুলি সৈন্য এই স্থানে আসিলে আবু রায় তাহাদিগের জন্য যাবতীয় আহারীয় সামগ্রী ও গোশকটাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ায় উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অনুগ্রহে, ১০৬৪ হিজরি ইং ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে, রেকাবি বাজার, ইব্রাহিমপুর ও মোগলটুলীর কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে উক্ত স্থানত্রয়ের বার্ষিক রাজস্ব ৫৩২৲ টাকা মাত্র ধার্য্য ছিল। সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী বর্দ্ধমান রাজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

আবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাবু রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। ক্রমে তিনিও বর্দ্ধমান পরগণার অন্তর্গত আরও কয়েকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ঘনশ্যাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্যামসাগর নামক সুবিশাল সরোবর ঘনশ্যাম রায়েরই অতুল কীর্ত্তি।

ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১৬৯৪ খৃঃ (১১০৭ হিজরি) ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বের ৩৮ বর্ষে (জুলুস) তাঁহার নিকট হইতে চাকলে বর্দ্ধমানের জমিদার ও চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এই ফরমাণে তিনি অনেকগুলি জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে সেনপাহাড়িগড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও উক্ত কৃষ্ণরাম রায়ের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের রাজত্বকালেও উক্ত দুর্গ পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান ছিল।

কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতকালে, বরদা ও চিতুয়ার জমিদার শোভাসিংহ; বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপালসিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া প্রবল প্রতাপে মোগলসম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সময়ে কৃষ্ণরাম রায় হত হন, শোভাসিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের পুরী আক্রমণ করিলে, তদীয় পরিবারস্থ ১৩ জন স্ত্রীলোক জহরপানে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা শোভাসিংহের হস্তে ধৃতা হইলে, শোভাসিংহ তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কশায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে, যখন বাহুদ্বয় মধ্যে ধারণ করিতে যাইবে, সেই সময়ে বীরবালা তদীয় অঙ্গবস্ত্র মধ্য হইতে শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া পাপাচার শোভাসিংহের উদর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার পাপময় জীবনের অবসান করিয়া দিলেন এবং সেই ছুরিকাঘাতে তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবনও বিসর্জ্জন করিলেন।

কৃষ্ণরাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জগৎরাম রায়, পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১১১১ হিজরি ৫ই জমাদিয়ল আউয়ল ও দিল্লীশ্বরের ৪৩ বর্ষ রাজ্যকালে (জুলুস) জগৎরাম রায় দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে ৫০ মহল জমিদারী এবং জমিদার ও চৌধুরী উপাধি সম্বলিত এক খানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ব্রজকিশোরী, তদীয় গর্ভে কীর্ত্তিচন্দ্র ও মিত্রসেন নামে দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭০২ খৃঃ কৃষ্ণসাগর সরোবরে স্নান করিবার সময়ে জনৈক গুপ্তহত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তদবধি রাজপরিবারস্থ কেহই অপবিত্রবোধে কৃষ্ণসাগরের জল পান বা তাহাতে স্নান করেন না। বর্দ্ধমান-রাজবংশের যে সকল অতুল কীর্ত্তি চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া আছে, তাহার অধিকাংশই কীর্ত্তিমতী ব্রজকিশোরীই স্থাপন করেন। বর্দ্ধমানের সাগরসম সুবিখ্যাত কৃষ্ণসাগরই কৃষ্ণরাম রায়ের অতুলকীর্ত্তি।

জগৎরাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র পিতার পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, তদীয় ভ্রাতা মিত্রসেন মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১১১৫ হিজরি ২০এ সওয়াল ৪৮ জুলুস দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে কীর্ত্তিচন্দ্র পৈতৃকপদ ও সম্পত্তিপ্রাপ্তির ফরমাণ লাভ করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে, বরদা ও চিতুয়ার জমিদার শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহকে পরাজয় করিয়া তদীয় জমিদারী অধিকার করেন। চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ, শোভাসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় জমিদারী চন্দ্রকোণা অধিকার করেন, পরে তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপালসিংহকেও যুদ্ধে পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার কোন সম্পত্তি লইতে পারেন নাই, কেবল তাঁহার তরবারিখানি লইয়াছিলেন। ভুরসুট, রাবদা ও বেলঘরের জমিদারদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র দিল্লীশ্বর আবুল ফতে নসরুদ্দীন্ মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১৫ রমজান ১৭ জুলুস তারিখে একখানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে উক্ত বিজিত সম্পত্তি ও ফতাহপুর পরগণার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র অত্যন্ত সমর-কুশল ছিলেন, তিনি বঙ্গের নবাব বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া কাঁটোয়ার নিকট হইতে দুর্দ্দান্ত মরাঠাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র বাদশাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও দেশমধ্যে তিনি মহারাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে কবিবর ঘনরাম তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন—

"অখিলে যাঁহার কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র-প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥"

বঙ্গের নবাব বাহাদুরের নিকট কীর্ত্তিচন্দ্রের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল, একদা তাঁহার মাতা শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে, বঙ্গেশ্বর উড়িষ্যা-প্রদেশস্থ ফৌজদার ও যাবতীয় ফাঁড়িদারদিগকে তাঁহার বিশেষ রূপে তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

বৰ্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ কাঞ্চননগর নামক যে মহা সমৃদ্ধি-শালী জনপদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, কীর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিচন্দ্রই তাহা স্থাপন করেন। ১৭৪০ খৃঃ অঃ কীর্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার হস্তস্থিত অনুপম তরবারি-খানি অদ্যাপি রাজধনাগারে পরমযত্নে রক্ষিত আছে, উহাকে 'কীর্ত্তিচন্দ্রের তেগা' বলিয়া থাকে। কীর্ত্তিচন্দ্রের অনেকগুলি কীর্ত্তি অদ্যাপি বৰ্দ্ধমান রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া আছে।

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চিত্রসেন রায় বৰ্দ্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে পরগণা মণ্ডল ঘাট, আরসা, ব্রাহ্মণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর আবুল ফতে নসরুদ্দীন্ মহম্মদশাহ বাদশাহের নিকট হইতে ১৫ সওয়াল ১২ জুলুস রাজা উপাধি-যুক্ত ফরমাণ ৪ পারচা খেলাত এবং এক জোড়া মুক্তা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ সময়ে কীর্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

উক্ত বাদশাহের ২১শ বর্ষ রাজত্বকালে ২০ রমজান তারিখে ১৭৪০ খৃঃ চিত্রসেন রাজা উপাধিসহ চাকলে বৰ্দ্ধমানের জমিদারী সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭৪২ খৃঃ পুনরায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে ছত্র, আসফি, নাকারা ও আড়ানি খেলাত সহ, একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এ সময়েও কীর্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন। এইরূপে রাজা চিত্রসেন সর্ব্বসমেত ১২ খানি ফরমাণ ও সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক ২২৭০৪৭২৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন।

তাঁহার দুই পত্নী, উভয়েই বন্ধ্যা ছিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ চিত্র-সেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় কালনায় বর্ত্তমান আছে। ইঁহার রাজত্বকালের অনেকগুলি কামান অদ্যাবধি রাজবাটীতে বিদ্যমান, তাহাতে পারসী অক্ষরে তাঁহার নাম খোদিত দৃষ্ট হয়।

রাজা চিত্রসেন রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় খুল্লতাত মিত্রসেনের পুত্র তিলকচন্দ্র বৰ্দ্ধমান রাজ্যপ্রাপ্ত হন। সন ১১৪০ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে মহারাজ তিলোকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৪৪ খৃঃ ২৪ জুলুস্ ৯ জমাদিয়াল আউঅল তারিখে দিল্লী-শ্বর আবুল ফতে নসরুদ্দীন্ মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি জমিদারীর রাজা উপাধিসহ প্রথম সনন্দ পান। পরে আবুল নসর মুজা উদ্দীন্ আহম্মদ শা বাদশাহ গাজীর নিকট হইতে ৭ জুলুস ৭ রজব তারিখে পুনরায় একখানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশাহের নিকট হইতে তিনি ১ জুলুস ২৭ মহরম তারিখে একটি হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর শাহ আলম্ বাদশাহ 'ফিদবী খাস' উল্লেখে তাঁহাকে একখানি পত্র এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে (৪ হাজার জাত ও ২ হাজার সওয়ার) চারিহাজারি জাত ও রাজা বাহাদুর খেতাবযুক্ত একখানি ফরমাণ দিয়াছিলেন। ফিদবী খাস অর্থে বাদশাহের খাসের কর্ম্মচারী, এরূপ সম্মান রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন অপর কেহই প্রাপ্ত হইতেন না, এবং বঙ্গদেশে অপর কোন ভূপতিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর 'ফিদবী খাস' শব্দ ব্যবহার করিতেন। ঐ সঙ্গে তিলকচন্দ্র নহবত ও ঝালরদার পালকীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুনরায় দিল্লীশ্বরের নিকট (১৭৬৮ খৃঃ) ৯ জুলুস ৪ঠা রমজান ৫ হাজার জাত ৩ হাজার সওয়ার (পঞ্চহাজারি জাত), মহারাজাধিরাজ খেতাব, তোপ, নাকারা ও পতাকাপ্রাপ্তির ফরমাণ লাভ করেন।

১৭৫৫ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন গবর্ণর মিঃ হেনরি রিসবেট দিল্লী সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাজ তিলক-চন্দ্রকে একটী খেলাত ও একটী হস্তী প্রেরণ করেন। পলাসীর যুদ্ধ কালে তিলকচন্দ্র অশ্ব দিয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিগণকে ৭৫২৫৲ টাকা মূল্যের খেলাত পাঠাইয়া ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিলকচন্দ্র সাহায্য করিলেও অল্প-

কাল পরেই কোম্পানী সেই উপকার বিস্মৃত হন; এমন কি অল্প-কাল পরেই সঙ্গতগোলায় ইংরাজসৈন্যের সহিত রাজসৈন্যগণের একটী যুদ্ধ হয় এবং সেনপাহাড়ী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর সৈন্যগণের সহিতও দুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ের রাজসরকারে ১৫ সহস্র সৈন্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে বৰ্দ্ধমান একটী করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার মহারাজের নিজ আদালতেই নিষ্পত্তি হইত, দস্যু ও তস্করদিগকে মহারাজ স্বয়ংই দণ্ড প্রদান করিতেন। মহারাজ তিলকচন্দ বাহাদুরের অধীনে ১২টী গড় (দুর্গ) বৰ্ত্তমান ছিল, এখনও ঐ সকল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৬৭ খৃঃ রাজসরকারের বরাদ্দের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, উপরোক্ত ১২টী দুর্গে ২৯৬ জন সুদক্ষ সওয়ার এবং ১১৯১ জন সুশিক্ষিত পদাতিক সতত দুর্গ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তদ্ভিন্ন বহুতর দেশীয় পাইক ও পদাতিকও নিযুক্ত থাকিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত গোলযোগ মিটিবার পরই শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বৰ্দ্ধমানের সাঁজো-য়াল হইয়া আসেন। ১৭৬৫ খৃঃ মহারাজ তিলকচন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৪০৯৪৮৯৩৸৴০ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া যে দাখিলা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা অদ্যাবধি রাজবাটীতে রক্ষিত আছে।

তিলকচন্দ বহুতর সৎকীৰ্ত্তি এবং বিস্তর দেবত্র ও ব্রহ্মত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সৰ্ব্বসমেত ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার বিঘা জমি কেবল ব্রহ্মত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৫৭ সালে ইং ১৭৭০ খৃঃ তিলকচন্দ পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পত্নী, তন্মধ্যে মহারাণী বিষণকুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন, ইঁহার গর্ভে মহারাজ তেজচন্দের জন্ম।

সন ১১৭১ সাল ৬ই মাঘ (১৭৬৪ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারীতে) তেজচন্দ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদীয় পিতার পরলোকগমনের পর ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎকালে নিতান্ত শৈশবাবস্থা হেতু তদীয় জননী অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহারাণী বিষণকুমারীই তাঁহার অভিভাবিকা স্বরূপ সমুদয় রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৭৭১ খৃঃ তেজচন্দ বাহাদুর দিল্লীশ্বর শাহআলম্ বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তদীয় প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে সন ১১৮৪ হিজরা ১২ সওয়াল ১২ জুলুস, তারিখে পৈতৃক পদ অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর খেতাব, পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার, নাকারা, তোপ প্রভৃতি রাখিবার ক্ষমতাসম্বলিত ফরমাণ প্রাপ্ত হয়েন। তেজচন্দ সাবালক হইয়া অত্যন্ত বিলাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজকার্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগ হেতু, অল্পকাল মধ্যেই অনেকগুলি জমিদারী বাকী খাজনায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, সেই সকল জমিদারী খরিদ করিয়াই এতদ্দেশীয় বহু জমিদারবর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৭৯৩ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে মহারাজ তেজ-চন্দ বাহাদুর বার্ষিক ৪০১৫১০৯৲ টাকা রাজস্ব এবং ১৯৩৭২।৲ টাকা পুলবন্দি ধার্য্য হয়। দশশালা বন্দোবস্তের পরেও মহা-রাজের কতকগুলি জমিদারি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, পরন্ত তৎপরেই সহসা তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বয়ং রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ও সমুদয় জমিদারি পণ লইয়া পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া এককালে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হয়েন। এই বিপুল পণরাশিই বৰ্দ্ধমান-রাজধনাগারের ভিত্তি; তদবধি একাল পর্য্যন্ত রাজ্যের যাবতীয় ব্যয়নির্ব্বাহান্তে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থই উক্ত ধনাগারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৯০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং মহারাজের হস্ত হইতে দেওয়ানি ও ফৌজদারী ক্ষমতা, জেলখানা, এবং ১৭৯৩ খৃঃ পুলিস বিভাগ উঠাইয়া লয়েন। তৎপূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল ক্ষমতা তিনি ও তৎপূর্ব্ব পুরুষগণ অক্ষুণ্ণ ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর নয়টী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারাণী নানকী কুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন। সন ১১৯৮ সালে তাঁহার গর্ভে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, শেষাবস্থায় মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রকেই রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন স্থির করিয়া প্রতাপচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মহারাজ প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কাৰ্য্যক্ষম ছিলেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া ৮ম আইন প্রণয়ন করাইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া যান। সন ১২২৮ সালের পৌষ মাসে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই প্রতাপ-চন্দ্রকে লইয়াই জাল প্রতাপচাঁদের সৃষ্টি। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের পরলোকগমনে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং শ্যালক পরাণচন্দ্র কপূরের পুত্র চুনিলাল বাবুকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহতাবচন্দ্র নামকরণ করেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহুতর কীৰ্ত্তিতে বৰ্দ্ধমান-রাজবংশ সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। সন ১২৩৯ সালের ভাদ্রমাসে তেজচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

১৮২০ খৃঃ ১৭ নবেম্বর তারিখে মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃঃ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি তেজচন্দ্র বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তদীয় মহিষী মহারাণী কমলকুমারী (পরাণচন্দ্র কপূরের ভগিনী) পুত্রের রাজোপাধি প্রাপ্তির জন্য ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সমীপে একখানি পত্র প্রেরণ

করেন। অচিরকাল মধ্যেই তিনি (১৮৩৩ খৃঃ ৩০ আগষ্ট) গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে মহারাজাধিরাজ খেতাব ও খেলাত পাইলেন। তাঁহার নাবালকাবস্থায় তদীয় মাতা মহারাণী কমলকুমারী ও পরাণচন্দ্র কপুরই তদীয় অভিভাবক স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮২৯ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহতাবচন্দ প্রথম দার পরিগ্রহ করেন। তদীয় গর্ভে রাজকুমারী শ্রীমতী ধনদেয়ী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় যে, কুমারীর জন্মের ৭ দিন পরেই মহারাণী পরলোক গমন করেন, শৈশবে মাতৃহীনা রাজকুমারী বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই বিধবা হয়েন। সন ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে রাজকুমারী লালা অবনীনাথ মেহেরা বাবুকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ খৃঃ ২৪ জুন তারিখে মহতাবচন্দ বাহাদুর শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মহারাণীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায় ১৮৬৬ খৃঃ ১৯ মার্চ্চ তারিখে মহারাজের শ্যালক ৺লালা বংশগোপাল চন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া কুমার আফ্‌তাব্‌ চন্দ মহতাব বাহাদুর নামকরণ করেন।

১৮৩৯ খৃঃ মহারাজ পুনরায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ বিবিধ প্রকারে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর উপকার করেন। তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃঃ মহতাব চন্দ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করেন, এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রতি বৎসরে ১০ সহস্র টাকা দিবার নিয়ম আছে, মহারাজ তিন বৎসর উক্ত পদে সমাসীন থাকিয়া এক কালে ৩০ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত সমস্ত টাকাই তিনি আলিপুরস্থ পশুশালানির্ম্মাণার্থে প্রদান করেন।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে মহারাজের অসাধারণ বদান্যতা দৃষ্টে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল সার জন লরেন্স বাহাদুর মহারাজকে স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ মহারাজ বংশানুক্রমে মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর রাজচিহ্ন (Armour and supporters) ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৬৯ খৃঃ বর্দ্ধমান প্রদেশে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হস্তে বর্দ্ধমানপতি এককালে ৫০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিস্তর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৭০ খৃঃ মহামান্যা সম্রাজ্ঞীপুত্র ডিউক অব এডিনবরা বর্দ্ধমানস্থ রাজভবনে শুভাগমন করিয়া বর্দ্ধমানপতিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ নিজ ব্যয়ে চুঁচুড়া, কালনা ও বর্দ্ধমানের স্থানে স্থানে অন্নসত্র করিয়া অসংখ্য দীনহীনের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গের তৎকালীন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাহাদুর স্বয়ং ঐ সকল অন্নসত্র দর্শন করিয়া বর্দ্ধমানরাজের ঈদৃশ বদান্যতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ মান্দ্রাজ প্রদেশে দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি ১০ সহস্র টাকা প্রদান করেন।

১৮৭৭ খৃঃ দিল্লী দরবার হইতে বর্দ্ধমানপতি His Highness খেতাব এবং আজীবন সম্মানস্বরূপ ১৩টী তোপ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ বর্দ্ধমানপতি ভারতসম্রাজ্ঞীর একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় মিউজিয়মে স্থাপন করেন।

বর্দ্ধমান ও কাল্‌নার অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহুতর দেশহিতকর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া মহতাবচন্দ বাহাদুর এতদ্দেশীয় জনগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নূতন ক্রীত বিশাল জমিদারী উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কেল্লা কুজঙ্গ ও মেদিনীপুর জেলায় সুজামুঠা পরগণায় ২টী অবৈতনিক বিদ্যালয় ও ২টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সন ১২৬৫ সালে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিকৃত মূল ও সরল ব্যাখ্যা সহ রামায়ণ এবং মহর্ষি বেদব্যাসকৃত মূল ও ব্যাখ্যাসহ মহাভারত মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সন ১৮৭৯ খৃঃ ২৬এ অক্টোবর ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ভাগলপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উনবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজাধিরাজ আফতাব মহতাব বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন; তৎকালে তিনি পূর্ণবয়স্ক না থাকায়, বর্দ্ধমানরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হইবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাদুরের রাজকার্য্যপ্রণালী এতই সুন্দর ও সুবন্দোবস্তের সহিত সম্পাদিত হইতেছিল, তাঁহার নিকট সুশিক্ষিত তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তৎকালীন দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কপুর সাহেব এরূপ যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন যে, বঙ্গেশ্বর সার আস্‌লি এডেন বাহাদুর, বর্দ্ধমানরাজ্য অল্পকালের জন্য কোর্ট-অব ওয়ার্ডের অধীন না করিয়া যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তদ্রূপই রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন।

মহারাজ আফ্‌তব চন্দ বাহাদুরও স্বয়ং রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজমন্ত্রী বনবিহারী কপুর সাহেবের উপর সর্ব্বতো-ভাবে নির্ভর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ আফতাব বাহাদুর মহাসমারোহে গবর্ণমেণ্টের নিকট খেলাতসহ রাজসনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কয়েকটী মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া এদেশের মহৎ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খৃঃ দার্জিলিঙ্গে য়ুরোপীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে তিনি তাহার সাহায্যার্থ এককালে ১০ সহস্র, ও বর্দ্ধমান নগরে জলের কল প্রস্তুত করিবার জন্য বর্দ্ধমান মিউনিসি-পালিটিকে এককালে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতে কেবলমাত্র এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পাঠ হইত। আফতাবচন্দ ঐ স্কুলটিকে ২য় শ্রেণী কলেজে উন্নীত করিয়া বিনা বেতনে এল, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠ করিবার সুবিধা করিয়া দেন, এই কার্য্যে তাঁহার ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

তিনি বর্দ্ধমান সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, পুস্তকালয়টী স্থাপন করিতে তাঁহার ৯ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া-ছিল। এই সকল সাধারণ হিতকর কার্য্য দৃষ্টে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি গবর্ণমেণ্টের হস্তে এককালে ৫ সহস্র টাকা প্রদান করেন। মহতাবচন্দ বাহাদুরের স্মরণার্থে বর্দ্ধমান গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও চক্ষুঃ পীড়াগ্রস্ত রোগী-দিগের বাসোপযোগী একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি তদীয় পিতৃদেবের পুণ্যতম কীর্ত্তি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করেন।

সন ১২৯১ সালের ১৩ চৈত্র তারিখে ২৪বৎসর বয়ঃক্রমকালে আফতাবচন্দ মহতাব বাহাদুর অকালে পরলোক গমন করেন।

আফ্‌তাবচন্দ মহতাব বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তদীয় নাবালিকা মহিষী মহারাণী অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী বর্দ্ধমানরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হয়েন। মহারাজ আফ্‌তাব চন্দ বাহাদুরের উইলে মহারাণীর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি থাকায়, তিনি রাজা বনবিহারী কপুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিজনবিহারী (বিজয়চন্দ) কপুরকে ১৮৮৭ খৃঃ ৩১ জুলাই তারিখে বঙ্গেশ্বরের আদেশানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে তদীয় শ্বশ্রূ শ্রীমতী মহারাণী নারায়ণকুমারী দেবী, বহুতর আপত্তি করিয়া উচ্চতম আদালতে অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমাটী অব-শেষে আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। দত্তকগ্রহণের অত্যল্পকাল পরেই ১৮৮৮ খৃঃ ১৩ মে তারিখে মহারাণী পরলোক গমন করেন।

১৮৮১ খৃঃ ১৯ অক্টোবর তারিখে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। মহারাণী বেনদেয়ীর মৃত্যুর পর মহারাজ বিজয়চন্দ নাবালক থাকায় কোর্টঅবওয়ার্ডের অধীনে তদীয় জন্মদাতা পিতা, বর্দ্ধমানরাজ্যের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষিত হইয়া ১৮৯২ খৃঃ ১৯ অক্টোবর তারিখে সাবালক হইয়া বর্দ্ধমানরাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

রাজা বন বিহারী কপুর সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১ই নবেম্বর বর্দ্ধমান জেলাস্থ সোঁয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যত্নে বর্দ্ধমানরাজ্যের বহু বিষয়ে উন্নতি ঘটিয়াছে। তিনি বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী রাজা উপাধিলাভ করেন। বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর সময় তিনি নিজ জাতির পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বরেলীতে এক ক্ষত্রিয়সভা আহ্বান করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানের স্বজাতিবৃন্দ তাঁহাকে সভা-পতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। তাঁহারই যত্নে ও অধ্যবসায়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানরাজ ও তাহার স্বজাতিবৃন্দকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

প্রাচীন স্থান

ব্রহ্মখণ্ডের মতে বর্দ্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান---

খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে জাহানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎ পার্শ্বে গরিষ্ঠগ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (এখানে অভিরাম-প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর), দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্শ্বে বিদ্যাস্থান নবদ্বীপ (গৌরাঙ্গের জন্মস্থান), মালাজোর, একলক্ষক, রাঘববাটিকা, অম্বিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাষ্মি, স্ফুরণ, আঙ্কন, তট, স্বর্ণটীক। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে পারুল (এখানে বিজয়াভিনন্দন রাজা হইবেন), কুমারবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লৌহপুর, গোবর্দ্ধন, হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন,অগ্রদ্বীপ, পাটলি,কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্দ্রলেশ। জঙ্গলের নিকট রসগ্রাম, এ ছাড়া ৮টী পত্তনের নাম যথা—বৈদ্যপুর (ভাগীরথীর পশ্চিমে দুই যোজন দূরে, (তিলির অধিকারে), পাটলি (গঙ্গার পার্শ্বে কায়স্থরাজের অধিকারে), শিলাবতী নদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট ক্ষত্রিয়ের অধি-কারে চন্দ্রবাটী,বর্দ্ধমানের পূর্ব্বাংশে বৃশ্চিকপত্তন,দামোদরের তীরে ত্রিবক্রাসরিৎপার্শ্বে হাটক নগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিল্বপত্তন,

বৰ্দ্ধমানের ৩০ ক্রোশ দূরে সামন্তপত্তন, (এখানে করতোয়ানদী-প্রবাহিত)। (৭ অধ্যায়)

উদ্ধৃত গ্রামনগরাদির নাম হইতে বোধ হইতেছে যে, বর্ত্তমান হুগলী,নদীয়া ও পাবনা জেলার কতকাংশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমান জেলায় জনাকীর্ণ নগরসমূহের মধ্যে বর্দ্ধমান, কালনা, শ্যামবাজার, রাণীগঞ্জ, জাহানাবাদ, বালী, কাঁটোয়া,দাঁইহাট এই ৮টী সহর প্রধান। এই ৮টির মধ্যে বর্দ্ধমানে প্রায় ৪০ হাজার এবং দাঁইহাটে প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস। বর্ত্তমান গণ্ডগ্রামসমূহের মধ্যে খণ্ডঘোষ, ইন্দাস, সলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাতুরিয়া, মন্ত্রেশ্বর, ভাউসিংহ, ভগবতীপুর, মঙ্গলকোট, উদ্ধানপুর, বুদ্বুদ, আউসগ্রাম, সোণামুখী, কসবা, দিগ্ নগর, মানকর, কাক্‌সা, নিয়ামতপুর, গোঘাট, কোতলপুর, রায়না ও সলিমপুর এই ২৪ খানি গ্রাম প্রধান। ঐ সকল গণ্ডগ্রামে বহু লোকের বাস।

উক্ত নগর গ্রামাদির মধ্যে কালনা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানে সহস্রাধিক বিপণী সুশোভিত। মুসলমান আমলেও এই স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। সে সময়ে কাল্‌নার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কাল্‌নায় আর বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকিলেও তথায় বহু সম্রান্ত লোকের অন্তাপি বাস আছে। বহু বিপণীমণ্ডিত নূতন কাল্‌না বর্দ্ধমানের মহারাজের যত্নে নির্ম্মিত। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি জগদ্বিখ্যাত। [রাণীগঞ্জ দেখ।]

দারিকেশ্বরনদীর তীরে জাহানাবাদ, এখানে মহকুমা ও বহু সম্রান্ত লোকের বাস আছে। বালিগ্রাম ও দারিকেশ্বরের তীরে, পূর্ব্বে এই স্থান ব্রাহ্মণকায়স্থের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। ভাগীরথী ও অজয়ের সঙ্গমস্থানে প্রসিদ্ধ কাঁটোয়া নগরী, এখানে বহু ধনী বণিকের বাস। বহু পূর্ব্ব হইতেই কাঁটোয়ার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়ায় যায়। নবাব আলীবর্দ্দীর সময়ে মরাঠাদিগের উৎপাতে কাঁটোয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও কাঁটোয়া একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। [কাঁটোয়া দেখ।]

ভাগীরথীর তীরে দাঁইহাট অবস্থিত।—পূর্ব্বে এই স্থানও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও এখানে নানা ব্যবসায়ীর বাস দেখা যায় ও বাণিজ্যের জন্ম প্রসিদ্ধ।

বর্দ্ধমান জেলায় পতিত জমি নাই। সকল জমিতেই প্রায় চাষ হইয়া থাকে।

এখানে বন্য পশ্বাদির মধ্যে রাণীগঞ্জের জঙ্গলে অল্পসংখ্যক ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নেকড়ে দেখা যায়। বিষধর সর্পের অভাব নাই। পক্ষীর মধ্যে বন্য কুক্কুট, পাতি হাঁস, ময়ূর, রাজহাঁস, বন্য কপোত, তিত্তির ও বটের পাখী প্রায়ই দেখা যায়।

অধিবাসী ও অবস্থা।

এই জেলায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু, ১৮ জন মুসলমান, বাকী ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুর মধ্যে বাগ্দী ও সদ্গোপের সংখ্যাই অধিক। তৎপরে সংখ্যানুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বাউরি, গোয়ালা, চামার, ডোম, বেণিয়া, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, তেলী, কলু, হাড়ী, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, শুঁড়ি, নাপিত, চণ্ডাল, কুম্ভার, মোদক, ছুতার (বড়ই)। মুসলমানের মধ্যে সকলেই প্রায় সুন্নী, অল্পই শিয়া। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে না। তন্মধ্যে য়ুরোপীয় ও ইউরেসিয়ান্‌দিগের সংখ্যাই বেশী, দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সার্দ্ধ শতাধিক হইবে না।

পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় বহু লোকের বাস ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়, সেই পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় এখানকার লোকসংখ্যা বড়ই কমিয়া আসিতেছে। অল্প দিন হইতে সামান্য উন্নতি বোধ হইতেছে। মাঘ হইতে আষাঢ়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত এই জেলা বেশ স্বাস্থ্যকর থাকে, তৎপরে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে জরেরও প্রাচুর্ভাব ঘটে। জলে অধিকাংশ স্থলই আর্দ্র থাকে, জলনিকাশেরও তেমন সুবিধা না থাকায় ঠাণ্ডায় ও আহারের দোষে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়ে। কোন কোন বর্ষে আবার ভীষণাকার ধারণ করে। সাধারণের বিশ্বাস, যে রেলওয়ে বাঁধ হওয়া পর্য্যন্ত জল নিকাসের অসুবিধা ঘটায়, বড় বড় নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বন্যা আসিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত আবর্জ্জনা সকল ধৌত করিবার সুবিধা না থাকায়, ছোট ছোট নদী নালা শুষ্ক হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব ঘটায় বর্দ্ধমান জেলা এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। তাই জেলার উন্নতিবিধানের জন্য দামোদর হইতে এডেন খাল, বর্দ্ধমান সহরে জলের কল ও অপরাপর স্থানে ভাল পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে।

রেলওয়ের সুবিধার জন্য দামোদরের বাঁধ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলায় নিয়ত বন্যা হইত। ১৭৭০,১৮২৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যে বন্যা হইয়াছিল, তাহাতে বহু লোক ধনে প্রাণে মারা যায়। বাঁধ হওয়া পর্য্যন্ত বন্যার প্রকোপ কমিয়াছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময়ে মোটা চাউলের মণ ।৷০ টাকা হইতে ৫৷০ টাকা হইয়াছিল।

বাণিজ্য।

এখানে দেশীয়গণের যত্নে ধুতি, সাড়ী প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। সোণা, রূপা ও পিত্তল কাঁসার জিনিসও এখানে যথেষ্ট তৈয়ারী হইতেছে। এখানকার জমি বেশ উর্ব্বরা, সেই জন্য একটুও পড়িয়া নাই। শস্যাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এখানকার খরচ কুলাইয়া উদ্বৃত্ত থাকে। এখান

হইতে চাউল, তামাক, নানাপ্রকার কলায়, গোম, সরিষা, পাট, চিনি, লবণ, দেশী ধুতি, তুলা প্রভৃতি অন্য স্থানে রপ্তানী হয় এবং এখানে বিলাতী কাপড়, বিলাতী জিনিস, লৌহ, লবণ, গরম মসলা, নারিকেল ও এরণ্ড তৈল আমদানী হইয়া থাকে।

এই জেলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেমারি, শক্তিগড়, বৰ্দ্ধমান, কান্নুজংসন, মানকর, পানাগড়, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, সিয়ারসোল, নিম্চা, আসন্সোল, সীতারামপুর, বরাকর, গুস্করা ও ভেদিয়া প্রভৃতি ষ্টেসনেই অধিকাংশ আমদানী রপ্তানীর চালান হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জে বরণকোম্পানীর এক বৃহৎ কারখানা আছে, তাহাতে পাইপ, ইষ্টক ও নানা প্রকার সুদৃশ্য টালিখোলা প্রস্তুত হইতেছে।

এই জেলায় ৪টি জেল ও ১৭টি থানা আছে। এতন্মধ্যে ৮টি থানা সদরের অধীন যথা—বৰ্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খণ্ডঘোষ, রায়না, গাঙ্গুড়, সলিমাবাদ, বুদ্‌বুদ্ ও আউস্‌গ্রাম। ৩টি থানা রাণীগঞ্জের অধীন যথা—রাণীগঞ্জ, আসন্সোল ও কক্সা। ৩টি থানা কাঁটোয়ার অধীন যথা—কাঁটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট এবং ৩টি থানা কাল্নার অধীন যথা—কাল্না, পূৰ্ব্বস্থলী ও মন্ত্রেশ্বর। ঐ গুলি আবার ৭১টি পরগণায় বিভক্ত।

৩ উক্ত জেলার সদর মহকুমা, অক্ষা° ২২° ৫৭´৩০´´ হইতে ২৩° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৩২´৪৫´´ হইতে ৮৮°১৮´৪৫´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৪২ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°১৪´১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৫০´৫৫´´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে অনর্থকর জ্বরে এই সহর উৎসন্নপ্রায়। এখন মহারাজের ব্যয়ে জলের কল ও মিউনিসিপালিটির চেষ্টায় বৰ্দ্ধমান সহরের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। পূৰ্ব্বে এখানে বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর সাহেব বাস করিতেন। এখানকার বৰ্দ্ধমান-মহারাজের সুবৃহৎ প্রাসাদ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টোত্তরশত শিবমন্দির এবং পীরবহরমের মস্‌জিদ্ দেখিবার জিনিস। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা খুরম্ (পরে শাহজাহান) বৰ্দ্ধমান অধিকার করেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহ বৰ্দ্ধমানাধিপতিকে নিহত করিয়া বৰ্দ্ধমান অধিকার করেন। অবশেষে বৰ্দ্ধমান-রাজকুমারীর হস্তে তাঁহার আয়ু শেষ হয়; বৰ্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে পূৰ্ব্বেই সে কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় ষ্টেসন আছে। এখানকার সীতাভোগ ও মতিচুর প্রসিদ্ধ।

বৰ্দ্ধমান (মেরু বৰ্দ্ধমান), উত্তরভারতের কাশ্মীর উপত্যকার পূৰ্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী একটী সুদীর্ঘ উপত্যকা। একটী উচ্চচূড় পৰ্ব্বতদ্বারা উক্ত উভয় উপত্যকা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। ইহা উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৪০ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় সিকি মাইল। ইহার চতুঃসীমাস্থিত পর্ব্বতরাজি তুষারাবৃত শিখরে দণ্ডায়মান। এই উচ্চচূড় পর্ব্বতগুলি চারিদিকে বিদ্যমান থাকায় ইহার নিম্নদেশে সূর্য্যকর স্পর্শ করিতে পারে না। বৰ্দ্ধমান নদী এই পৰ্ব্বতমালা ভেদ করিয়া চন্দ্রভাগায় মিলিত হইয়াছে। এখানে কয়েকখানি গ্রামে অতি অল্পলোকেরই বাস আছে, তাহারা এখানকার কঠোর শীত সহ্য করিতে সমর্থ।

বৰ্দ্ধমান, স্বনামখ্যাত কএকজন গ্রন্থকর্ত্তা। ১ কাতন্ত্রবিস্তররচয়িতা। ২ ক্রিয়াগুপ্তক, সিদ্ধরাজবর্ণন ও গণরত্নমহোদধিপ্রণেতা। ইনি ১১৪০ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানির একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ সূরি ইঁহার গুরু ছিলেন। ৩ নানাশাস্ত্রার্থনির্ণয়রচয়িতা। ৪ শ্রাদ্ধপ্রদীপপ্রণেতা। ৫ একজন প্রাচীন কবি। ৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, বরাহমিহির ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়, ১ কিরণাবলীপ্রকাশ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ, ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশ, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ এবং প্রমেয়তত্ত্ববোধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বরের পুত্র মধ্যে পরিগণিত।

২ এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি কবিশ্রেষ্ঠ ও মহাধর্ম্মাধিরাজ ভবেশের পুত্র; পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। গঙ্গাকৃত্যবিবেক, দণ্ডবিবেক, ধর্ম্মপ্রদীপ, পরিভাষাবিবেক, স্মৃতিতত্ত্ববিবেক, স্মৃতিতত্ত্বামৃত, স্মৃতিতত্ত্বামৃতসারোদ্ধার ও স্মৃতিপরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। রঘুনন্দন, কমলাকর ও কেশব ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বৰ্দ্ধমানক (ত্রি) বৰ্দ্ধমান স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ বৃদ্ধিবিশিষ্ট। (পুং) ২ শরাব। (অমর) ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। ৪ আরত্রিক, আরতি।

"নটনর্ত্তকগন্ধর্ব্বৈঃ পূর্ণকৈর্ব্বৰ্দ্ধমানকৈঃ।
নিত্যোদ্‌যোগৈশ্চ ক্রীড়াভিস্তত্রাপ্যপরিহর্ষিতাঃ॥"
(ভারত ৭।৫৫।৪)

বৰ্দ্ধমানগণি, কুমারপ্রশস্তিকাব্যরচয়িতা। ইনি হেমচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

বৰ্দ্ধমানদ্বার (ক্লী) ১ বৰ্দ্ধমানের প্রবেশপথ। ২ হস্তিনাপুররাজ্যের প্রবেশদ্বার।

বৰ্দ্ধমানপুর (ক্লী) গ্রামবিশেষ। গুজরাতের একটি প্রধান নগর।

বৰ্দ্ধমানপুরীয় (ত্রি) বৰ্দ্ধমান নগর সম্বন্ধীয়। তন্নগরজাত।

বৰ্দ্ধমানপতি (পুং) বৰ্দ্ধমানস্য পতিঃ। বৰ্দ্ধমানপুরের অধিপতি।

বর্দ্ধমানমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বর্দ্ধমানমিশ্র, ইনি বর্দ্ধমানপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন।

বর্দ্ধমানসট্টক (স্ত্রী) সট্টকভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঘন দধি মন্থন করিয়া তাহাতে সম্ভব মত শর্করা, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, জীরক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। পরে উত্তম রূপে ইহা হস্তদ্বারা আলোড়ন করিবে। তৎপরে পক্ক দাড়িমরস উহাতে মিশাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে এই সট্টক হয়। এই সট্টক গুরু, অগ্নিদীপ্তিকর, বলকারী, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, গ্লানি ও তৃষ্ণানাশক।

"সান্দ্রং দধি গৃহীত্বা তু কিঞ্চিন্মথ্য চ মন্থয়েৎ।
শর্করা মরিচং শুণ্ঠী পিপ্পলী জীরচূর্ণকম্॥
নিক্ষিপ্য চ যথাযোগ্যং হস্তেনালোড্য যত্নতঃ।
বস্ত্রেণ গালয়েত্তস্মিন্ পক্কদাড়িমবীজকম্॥
নিক্ষিপ্য সিদ্ধমেতত্তু সট্টকং বর্দ্ধমানকম্।
গুরুদীপ্তিকরং রুচ্যং বলদং তৃপ্তিকারকম্।
কফবাতঞ্চ পিত্তঞ্চ শ্রমং গ্লানিং তৃষাং জয়েৎ॥"

(বৈদ্যকনি° দ্রব্যগু°)

বর্দ্ধমানসূরি, জৈনসূরিভেদ। অভয়দেবের শিষ্য, ইনি ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কথাকোষ বা শরণরত্নাবলী এবং উপমিতিভব-প্রপঞ্চনাম-সমুচ্চয় ১১৮৮ সংবতে রচনা করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানস্বামী, জৈন তীর্থঙ্করভেদ। [মহাবীর দেখ।]

বর্দ্ধমানেশ (পুং) বর্দ্ধমানস্য ঈশঃ। ১ বর্দ্ধমানপুরের রাজা। ২ শিবলিঙ্গ ও মন্দিরভেদ।

বর্দ্ধয়িতৃ (ত্রি) বর্দ্ধ-ণিচ্-তৃচ্। বর্দ্ধনকারক।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশের চীফ্ কমিশনরের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২০°১৮´ হইতে ২১°২১´ উঃ এবং ৭৮°৪´ ৩০´´ হইতে ৭৯°১৫´ পূঃ মধ্য। এই জেলা ত্রিকোণাকৃতি, পাদমূলে চান্দা জেলা, পূর্ব্বে নাগপুর এবং পশ্চিমে বর্দ্ধানদী প্রবাহিত থাকিয়া বেরার হইতে এইস্থান বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। ভূপরিমাণ ২৪০১ বর্গমাইল। বর্দ্ধা নগর এখানকার বিচার সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময়। সাতপুরা পর্ব্বতমালার কএকটী শাখা উত্তরদিক্ হইতে এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রমোচ্চনিম্ন এবং উপলখণ্ডবিক্ষিপ্ত ভূমিভাগে বিশেষ কোনরূপ বৃক্ষলতা বা শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতের ঢালু দেশে সামান্য মাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম জন্মিতে দেখা যায়। বর্ষাঋতুর পর ঐ সকল স্থান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণমণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন তথায় দলে দলে গোমহিষাদি আসিয়া বিচরণ করিয়া থাকে। অষ্টি ও খাঞ্জালী পরগণার পর্ব্বতাংশ শাল ও সেগুণ বৃক্ষ মণ্ডিত জঙ্গলে পূর্ণ। এই সকল পর্ব্বতশাখার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা এবং শস্যসমৃদ্ধিশালী।

এই জেলার উত্তর বিভাগ হইতে তলেগাঁও, চিচোলী, ধামকুণ্ড ও থানেগাঁও নামে কএকটী গিরিপথ নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতমালার মধ্যে মালেগাঁও, নন্দগাঁও ও জৈত্রগড় (২০৮৬ ফিট্) শিখর সর্ব্বোচ্চ। তাহারই মধ্য দিয়া আবার পর্ব্বতগাত্রপ্রসূত জলরাশির অববাহিকাভূমি। কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুল কুলনাদে সেই গিরিকন্দর ভেদ করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থিত নিম্ন প্রদেশের সমতল প্রান্তরে প্রবাহিত হইয়া বর্দ্ধাসলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে ধাম, বোর, অশোড়া ও বসা নামে কয়টী শাখা বর্দ্ধার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। বৃহদাকার বৃক্ষের মধ্যে এখানে আম্র, তেঁতুল, বট ও অশ্বত্থ দেখা যায়। পূর্ব্ববিভাগের বনদেশে সেরূপ দীর্ঘাকার বৃক্ষ নাই। হিঙ্গনঘাট তহসীলে এবং গিরাড় নগর সন্নিহিত প্রদেশের ভূগর্ভস্থ স্তর মধ্যে সুমিষ্ট জলপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। *

বিগত ছয় শতাব্দ পূর্ব্বে শেখ খ্বাজা ফরিদ নামে একজন মুসলমান সাধু এখানকার পর্ব্বতশিখরে আসিয়া বাস করেন। প্রবাদ, এক সময়ে কএকজন বণিক্ নারিকেল লইয়া এই স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছিল, তাহারা মুসলমান সাধুকে ভণ্ড মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাতে সাধু কুপিত হন এবং তাঁহার অভিশাপে সমস্ত নারিকেল পাথরে রূপান্তরিত হইয়া পর্ব্বতস্তূপে পরিণত হয়। এখনও ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাধু বাস করিয়া থাকেন।

এখানে বিশেষ কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পর্ব্বতাংশে যে কএক প্রকার পাথর পাওয়া যায়, তাহা গৃহনির্ম্মাণকার্য্য ব্যতীত কোন উপকারেই আইসে না। কোন স্থানে চূণে পাথর পাওয়া যায়, তাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়। ফ্লাগ্‌ষ্টোন্ ও ব্লাক্‌বেসাল্ট পাথরের অভাব নাই।

বনভাগে চিতা, হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ ও বন্যশৃগাল প্রভৃতি জন্তু প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। হরিণ, নীলগাই ও বুনোভেড়া পর্ব্বতভাগে যথেষ্ট। পক্ষীর মধ্যে তিত্তির, টিট্টিভ, বটের, পার্ব্বত্য কপোত প্রভৃতি প্রধান। সকল প্রকার সর্প, শতপদী ও বৃহৎকায় বিচ্ছু বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, তবে মহাভারতের উক্তি এবং স্থানীয় প্রবাদ অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, এখানকার উত্তরপশ্চিমাংশ বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের শাসনাধীন ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভীষ্মকনন্দিনী রুক্মিণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

দক্ষিণপূর্ব্বাংশে গৌলীজাতির বাস ছিল। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়-রাজ পবন পৌণার, পন্নি ও পোহয়া নামক স্থানে স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়া ছিলেন। প্রবাদ, তাঁহার একখানি পরেশ পাথর ছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে খাজনা না দিয়া লাঙ্গলের লৌহফলা দিত এবং তাহারই স্পর্শে ফলগুলি স্বর্ণে পরিণত হইত।

অবশেষে সৈয়দ সালর কবীর নামে এক জন মুসলমান যাদুকর তথায় আসিয়া উপনীত হয়। সেই ব্যক্তি রাজার শিরশ্ছেদ কৌশল অবগত হইয়া পৌনর নগরে প্রবেশের পূর্ব্বেই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাপ্রভাবে স্বীয় মস্তক স্থানান্তরে রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিল। রাজা কবীরের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার ভৌতিকবিদ্যা স্বীয় মায়ার অতীত জানিয়া লাঞ্ছনার ভয়ে পৌনর দুর্গের সম্মুখে সস্ত্রীক ধামনদীর জলে প্রবেশ করেন। তদবধি সেই জলাবর্ত্ত নানা ভৌতিক চিত্রের উৎপাদক হইয়াছে।

কিংবদন্তী আছে, এক সময়ে এক রাখাল এই স্থানে নদী-তীরে গোরু চরাইত। তাহার পাল মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ গাভী বিচরণ করিতে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ গোরুটী কাহার? বহু দিন হইতে ইহাকে চরাইয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু অদ্যাপিও তাহার জন্য পারিশ্রমিক কিছু পাই না, অথবা গোরুটী কোন দিনও আপনার স্বামীর কাছে যায় না। ইহা চিন্তা করিয়া সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই গাভীটীর কাছে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার? গাভী সেই প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে জল মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন স্বীয় প্রাপ্য মূল্যের আশায় বঞ্চিত ভাবিয়া রাখাল গাভীর পুচ্ছ ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং গাভীর সহিত জল মধ্যে নিমগ্ন হইল।

রাখাল জল মধ্যে আসিয়া দেখে যে, একটী সুন্দর দেব-মন্দির তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই মন্দির হইতে এক জন দিব্যকায় পুরুষ বহির্গত হইয়া তাহার নিকট আসিল এবং গোরুটী বন্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই রাখাল গাভীর স্বত্বাধিকারীর নিকট গোচারণের মূল্য প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তি তাহাকে কতকগুলি ফলমূল অর্পণ করিল। তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া পুনরায় গোপুচ্ছ ধারণপূর্ব্বক উপরে আইসে। পর দিন সে বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বে একবার সেই ফলমূলাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেই ফল মূলাদি যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে সুবর্ণে পরিণত হইয়াছে। এই পুষ্করিণীতে কেহ তণ্ডুল উৎসর্গ করিলে সে পক্ব অন্ন পাইত। পরে এক দিন কোন ব্যক্তি অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা প্রত্যর্পণ না করায় তদবধি আর সেরূপ প্রসাদ পাওয়া যায় না।

এরূপ অসংখ্য কিংবদন্তী ব্যতীত এখানকার বিশেষ কোন ইতিহাস নাই। মহাভারতীয় ভীষ্মক রাজার রাজত্বকালের পর এই স্থান ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জনপদের রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু আন্ধ্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশীয়েরা এখানে যে স্ব স্ব শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন মুসলমান-রাজবংশের পর, যখন মহারাষ্ট্র শক্তি অভ্যুত্থিত হয়, তখন এই স্থান মহারাষ্ট্র অভিনয়ের রঙ্গস্থল হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে এই স্থান নাগপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাগপুরের সহিত এখানকার বিচার বিভাগীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পেণ্ডারি দস্যুদলের উপদ্রবে এখানকার অধিবাসিবর্গ বিশেষ উত্যক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে এখানকার প্রায় প্রত্যেক পল্লিতে মৃত্তিকাদ্বারা গঠিত দুর্গসমূহ স্থাপিত হয়। [নাগপুর দেখ।]

নাগপুর, চান্দা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্য অবাধে চলিতেছে। হিঙ্গনঘাটের কার্পাস বাণিজ্যই প্রশস্ত। বর্দ্ধাভেলী ষ্টেট্ রেলপথ এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায় আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের ও পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। সোণগাও ও হিঙ্গনঘাট নামক স্থানে প্রথমোক্ত রেলপথের দুইটী এবং পালগাঁও, বর্দ্ধা, দেগয়ির, পাওনাড় ও সিন্দী নামক স্থানে দ্বিতীয় লাইনের কয়টী ষ্টেসন এই জেলায় অবস্থিত। তুলা ব্যতীত এখানে তিসি, চর্ম্ম ও গোধূমের বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

২ উক্ত জেলার মধ্যস্থিত একটী তহসীল। ইহার ভূপরিমাণ ৮০৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৫টী দেওয়ানী ও ১১টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২০°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪০´ পূর্ব্ব। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পালকবাড়ী গ্রামের উপর এই সুরম্য হর্ম্ম্যপূর্ণ নগর স্থাপিত হয়।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। নাগপুর ও বেতুলের মধ্যবর্ত্তী সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভূত। পরে নাগপুর, বর্দ্ধা ও চান্দা জেলার সীমা দিয়া এবং বেরার ও নিজামরাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই নদী মন্দ গতিতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ১৯০ মাইল অগ্রসর হইয়া অক্ষা° ২০°৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১০´ পূঃ বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। তদনন্তর চান্দার কিছু উত্তরে, প্রায় ২৫৪ মাইল আসিয়া ইহা বেণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া পুনঃকলেবরে ‘প্রাণহিতা’ নাম ধারণ করিয়া

গোদাবরী জলে নিপতিত হইয়াছে। সকল সময়েই এই নদী হাটিয়া পার হওয়া যায়। কিন্তু বন্যার কালে এক এক সময় ইহার জল এতদূর স্ফীত হইয়া উঠে যে, তাহার প্রবাহে অসংখ্য জীবজন্তু ভাসিয়া যায়। চান্দার অদূরবর্ত্তী সোইত গ্রামে এই নদীবক্ষে একটী সুবিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ স্থানে নদীর জল ৮০ গজ প্রস্থ হইয়া একটী সুদীর্ঘ খাতমধ্যে পতিত হইতে থাকে। ঐ সময়ে জলোচ্ছ্বাসিত ফেনরাশির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নয়নপথে নিপতিত হইয়া বড়ই মনোজ্ঞ দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। আশ্বিন মাসের শেষে এই প্রপাতের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

ফুলগাঁওর নিকটে এই নদীবক্ষে একটী লৌহসেতু স্থাপিত আছে। উহা ৬০ ফিট্ বিস্তৃত, ১৪টী লৌহ গার্ডার যোগে নদীবক্ষস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তম্ভোপরি রক্ষিত। বর্দ্ধানদীপ্রবাহিত উপত্যকাভূমিতে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। নদীকূলে স্থানে স্থানে দেবমন্দির, সমাধিস্তম্ভ ও মুসলমান সাধুর কবর বিদ্যমান দেখা যায়। দেউলপাড়া নামক স্থানে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তিন সপ্তাহব্যাপী একটী মেলা বসে।

বর্দ্ধাপক (ত্রি) ১ নাড়ীচ্ছেদনকালীন ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদনকারী। ২ উক্ত উৎসবে প্রদত্ত উপহারাদি।

বর্দ্ধাপন (ক্লী) নাড়ীচ্ছেদন।

"অর্দ্ধরাত্রে বসোর্ধারাং পাতয়েদ্গুড়সর্পিষা।
ততো বর্দ্ধাপনং ষষ্ঠিং নামাদেঃ করণং মম॥"

'বর্দ্ধাপনং নাড়ীচ্ছেদনং।' (তিথিতত্ত্ব) ২ মহারাষ্ট্রদেশে জন্মতিথিতে পুরুষদিগের অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়াকে বর্দ্ধাপন কহে।

"পূজয়েন্মাতৃপিতরৌ বালবর্দ্ধাপনে সতি।"

'বর্দ্ধাপনং নাম প্রতিসম্বৎসরং জন্মদিনেষু পুরুষস্য ক্রিয়মাণমভ্যঙ্গাদিকং মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধং।' (স্মৃত্যর্থসাগর)

বর্দ্ধিত (ত্রি) বৃধ-ক্ত। ১ প্রসৃত। ২ ছিন্ন। ৩ পূরিত। ৪ পূর্ণ।

"পাণিভ্যাস্তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতম্।
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ॥"(মনু ৩।২২৪)

'বর্দ্ধিতং পূর্ণং' (কুল্লূক) বৃধ-ণিচ্-ক্ত। ৫ বৃদ্ধিপ্রাপিত।

"দৃষ্টবাত্মানং প্রচরসমেকদা বৈণ্য আত্মবান্।
আত্মনা বর্দ্ধিতাশেষস্বানুসর্গঃ প্রজাপতিঃ॥"(ভাগবত ৪।২২।২)

বর্দ্ধিতৃ (ত্রি) বৃধ-তৃণ্। বর্দ্ধক, বর্দ্ধনকারী।

বর্দ্ধিন্ (ত্রি) বর্দ্ধনশীল।

বর্দ্ধিষ্ণু (ত্রি) বর্দ্ধতে ইতি বৃধ-(অলঙ্কৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬ ইতি ইষ্ণুচ্। বর্দ্ধনশীল, পর্য্যায় বর্দ্ধন। (অমর)

"নিরাকরিষ্ণু বর্ত্তিষ্ণু বর্দ্ধিষ্ণু পরিতো রণম্।
উৎপতিষ্ণু সহিষ্ণুচ চেরতুঃ খরদূষণৌ॥" (ভট্টি ৫।১)

বর্ধ্ম্মন্ (ত্রি) বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বা বৃদ্ধিশীল। অন্ত্রবর্ধ্মন্ শব্দযোগে ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ (Hernia)।

বর্ধ্মরোগ (পুং) অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)।

বর্দ্ধ্র (ক্লী) বর্দ্ধতে দীর্ঘীভবতীতি বৃধ-(বৃধিবপিভ্যাং রন্। উণ্ ২।২৭) ইতি রন্। ১ চর্ম্ম। (উজ্জ্বল)

বর্দ্ধ্রিকা (স্ত্রী) ১ চর্ম্মপটী। চর্ম্মরজ্জুবৎ কোমল স্ত্রী বা পুরুষ।

বর্দ্ধ্রী (স্ত্রী) বর্দ্ধ্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চর্ম্মরজ্জু, চামড়ার দড়ী, চলিত বদী। পর্য্যায়—নদ্ধ্রী, বরত্রা, বধ্রী। (ভরত)

বর্পস্ (ক্লী) বৃণীতে সংপৃক্তং ভবতীতি বৃ-(বৃঙ্শীঙ্ভ্যাং স্বরূপাঙ্গয়োঃ পুট্ চ। উণ্ ৪।২০০) ইতি অসুন্ পুড়াগমশ্চ। ১ রূপ। (উজ্জ্বল) ২ স্তোত্র। "মহি বর্পঃ কবিক্রতুঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৫) 'বর্পঃ স্তোত্রং' (সায়ণ)

বর্ফ্, ১ গতি। ২ বধ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ বর্ফতি। লুট্ অবর্ফীৎ।

বর্ফস্ (ক্লী) বর্পস্। (উণ্ ২।২০০)

বর্ম্মক (পুং) ১ মহাভারতোক্ত জনপদভেদ, বর্ত্তমান নাম বর্ম্মা, ব্রহ্মদেশ। [ব্রহ্মদেশ দেখ।] ২ তজ্জনপদবাসী মাত্র।

বর্ম্মকণ্টক (পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। (রাজনি০)

বর্ম্মকষা (স্ত্রী) বর্ম্ম কষতীতি কষ-অচ্ টাপ্। সপ্তলা, চলিত ভাষায় চামরকষা।

বর্ম্মণ (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ। (ত্রিকা০)

বর্ম্মন্ (ক্লী) বৃণোতি আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি বৃ-মনিন্। ১ তনুত্র, তনুত্রাণ, কবচ, সাঁজোয়া।

"অভ্যাভূয়ত বাহানাং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ।
বর্ম্মভিঃ পবনোদ্ধূতরাজতালীবনধ্বনিঃ॥" (রঘু ৪।৫৬)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বর্ম্মপরিধানের রীতি প্রচলিত দেখা যায়। এই লৌহনির্ম্মিত কবচ অঙ্গে ধারণ করিয়া আর্য্য যোদ্ধৃবর্গ শত্রুর করাল কৃপাণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। ঋক্‌সংহিতায় ৬ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে প্রথম মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে;—সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের ন্যায় রূপ হয় (হে রাজা)! তুমি অবিদ্ধশরীরে জয় লাভ কর। বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।" আবার উক্ত সূক্তের ১৮ মন্ত্রে "মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণা ছাদয়ামি" মন্ত্রাংশ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আর্য্যগণ বর্ম্মদ্বারা মর্ম্মস্থানসমূহ আচ্ছাদন প্রথা অবগত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের ৮।৪৭।৮,১০।১০৭।৭ এবং অথর্ব্ববেদের ৮।৫।৭ ও ৯।৫।২৬ মন্ত্রে বর্ম্মের কার্য্যকারিত্বের উল্লেখ আছে। রামায়ণ ৩৩০ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের আদি, বন, বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্বে বর্ম্মপরিধানের সুখের

উপস্থিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ম্মের প্রচার ও প্রভাবের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎকালে কিরূপ বর্ম্মনির্ম্মাণ করিয়া ভারতীয় আর্য্য যোদ্ধৃগণ যুদ্ধকালে স্ব স্ব শরীর আচ্ছাদন করিতেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

প্রাচীন অস্থরীয়দিগের উৎকীর্ণ শিলাখণ্ডের যুদ্ধচিত্রে বর্ম্মাবৃত যোদ্ধৃবৃন্দের প্রতিকৃতি গ্রথিত রহিয়াছে। ভারতের নানাস্থানের মন্দিরগাত্রস্থ প্রস্তরখণ্ডে ঐরূপ অনেক বর্ম্মপরিবৃত মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখা যায়। আরবীয়দিগের বিশ্বাস, ধর্ম্মপ্রচারক দাউদ প্রথমে সাঁজোয়া (Coat of mail) প্রস্তুত ও প্রচার করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমক যোদ্ধৃগণ সাঁজোয়ায় সর্ব্বদেহ আবৃত করিয়া যুদ্ধ করিত। তৎপরে ক্রমে অপরাপর জনপদবাসীর মধ্যে যুদ্ধকালে সাঁজোয়া পরিধানের ব্যবস্থা প্রচারিত হয়। পরে যখন কামান, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয় যুদ্ধাস্ত্র প্রচলিত হয়, সেই সঙ্গে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

২ গৃহ। (নিঘণ্টু ৩।৪) (পুং) ৩ ক্ষত্রিয়ের উপাধি। ব্রাহ্মণ শর্ম্মান্ত এবং ক্ষত্রিয় বর্ম্মান্ত নাম রাখিবেন।

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥" (শাতাতপ)

৪ পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া। (ভাবপ্র°)

বর্ম্মবৎ (ত্রি) বর্ম্ম বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। বর্ম্মযুক্ত, বর্ম্মবিশিষ্ট।

বর্ম্মহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্ হরঃ, বর্ম্মণো হরঃ। বর্ম্মহারক, কবচহারী।

বর্ম্মি (পুং) মৎস্যবিশেষ, বানমাছ। ইহার গুণ—গুরু, বলকারক, কষায় ও রক্তপিত্তনাশক। (রাজব°)

"বর্ম্মির্মৎস্যো হরেদ্বাতং পিত্তং রুচিকরো লঘুঃ।" (ভাবপ্র°)

ভাবপ্রকাশমতে এই মৎস্য লঘুপাক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

বর্ম্মিক (ত্রি) বর্ম্মপরিবৃত। বর্ম্মধারী।

বর্ম্মিত (ত্রি) বর্ম্ম করোতীতি বর্ম্ম-ণিচ্, ততঃ কর্ম্মণি ক্ত, বর্ম্ম সঞ্জাতমস্যেতি ইতচ্ বা। বর্ম্মযুক্ত, পর্য্যায়—কৃতসন্নাহ, সন্নদ্ধ, সজ্জ, দংশিত, ব্যূঢ়কঙ্কট, ঊঢ়কঙ্কট। (স্মৃতি)

"বাজিনাং বর্ম্মিতাঙ্গানাং ক্রুদ্ধস্য মম সায়কাঃ।
অদ্য ভিত্ত্বা প্রবেক্ষ্যন্তি শরীরাণি মযেরিতাঃ ॥"
(রামায়ণ ২।৯১।৯৫)

বর্ম্মিন্ (পুং) মাদের মৎস্যবিশেষ, বানিমাছ। (রাজব°) ২ কবচধারী। বর্ম্মযুক্ত।

বর্ম্মুখ (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত বামিকবমাছ, ইহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ ও গ্রহদোষনাশক। (রাজবল্লভ)

বর্য্য (ত্রি) বর্য্যতে প্রার্থ্যতে ইতি বর ঈপ্সায়াং (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭) ইতি যৎ। ১ প্রধান।

"যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥" (ভাগবত ১।৫।৭)

২ শ্রেষ্ঠ। (পুং) ৩ কামদেব। (মেদিনী)

বর্য্যা (স্ত্রী) ব্রিয়তে ইতি বৃ (অবদ্যপণ্যবর্য্যেতি। পা ৩।১।১০১) ইতি অপ্রতিবন্ধে যৎ। ১ পতিংবরা। ২ কন্যা (মুগ্ধবোধব্যা°) ৩ ভূম্যাঢ়কী, চলিত টৌওর কলায়। (পর্য্যায়মুক্তা°) আঢ়কী, অড়হর। (রাজনি°)

বর্য্যাঞ্জন (ক্লী) রসাঞ্জন। (বৈদ্যকনি°)

বর্ব্বট (পুং) স্বনামখ্যাত কলায়ভেদ, (Dolichos catjang) বর্ব্বটী। এই লতা দেখিতে অনেকটা সিম্বি লতার ন্যায়। সীম প্রকার ভেদে নানা নামে পরিচিত এবং কিছু চওড়া হয়; কিন্তু বর্ব্বটীর শুঁটি গুলি লম্বা অথচ সরু হইয়া থাকে। ইহা ব্যঞ্জনাদিতে খাইতে উত্তম লাগে। পাকা বর্ব্বটি কলাই জলে ভিজাইয়া তরকারীতে দিয়া বা কাঁচাই খাওয়া যায়। আলু ও বর্ব্বটি একত্র সিদ্ধ করিয়া মসলাযোগে "ঘুগ্‌নিদানা" হয়। উহা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

স্থানীয় নাম—বাঙ্গালা—বরবটি, কণাড়ী—তড়গন্নি, কুর্সোন পারবত, গুজরাতী—চোরা, হিন্দি—লেবে, বল্লর; সংস্কৃত—লসান্দ্র, মলয়ালম্—মসেন্দী, শিঙ্গাপুর—লিসী, তামিল—করমণি, তেলগু—দস্ত পেসলু, বোত্রা, বোবালু। D. Sinensis বা ভিন্ন আর এক প্রকার বরবটির ভিন্নদেশীয় নাম—দাক্ষিণাত্য—চৌলী, হিন্দী ও পারসী—লোবিয়, জালন্ধর—রাবন্, কাঙড়া—রাওঙ্গী, মলয়ালম্—পরু; পঞ্জাব—ছোট হাড়কানা, সিমলা—রবঙ্গন্; সিন্ধু—বৌরো, শিঙ্গাপুর—বন্দুরুমী, তামিল—আলা-চন্দালজ আলসন্দা, করমণি ও বোবালু। শ্বেত, কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণভেদে এই রাজমাষ বা বর্ব্বটির প্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে।

ইহার রাসায়নিক দ্রব্যসংস্থান— জলীয়াংশ—১২·৪৪, যবক্ষারিক পদার্থ—২৪·০০, সার—৫৯·০২, তৈল বা বসাবৎ পদার্থ—১·৪১, ধাতবাংশ (ছাই)—৩·১৩।

বর্ব্বণা (স্ত্রী) বরিত্যব্যক্তশব্দেন বণতি শব্দায়তে ইতি বণ শব্দে অচ্ টাপ্। নীলমক্ষিকা। (অমর) 'নীলাকার মক্ষিকা বর্ব্বণা মক্ষিকাখ্যা বামিত্যেকে' (ভরত)

বর্ব্বর (ক্লী) বৃণুতে বরয়তি নানাগুণানিতি বৃ (কৃ গৄ শৄ বচিভ্যঃ ষরচ্। উণ্ ২।১২৩) ইতি ষরচ্। ১ হিঙ্গুল। ২ পীতচন্দন। ৩ বোল। (রাজনি°) বৃণোতি দোষানিতি বৃ-ষরচ্। ৪ পামর। ৫ নীচজাতিবিশেষ। ৬ কেশ, চলিত বাবরী-কেশ। ৭ চক্রল। ৮ দেশবিশেষ। ৯ অকেশধারী।

"কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা হর্ষবর্দ্ধনাঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৩৮)

১০ পঞ্জিকা। ১১ বৃক্ষবিশেষ; চলিত কালবাবুই। পর্য্যায়—সুমুখ, গরম্ন, কৃষ্ণবর্ব্বরক, সুকন্দজ, গন্ধপত্র, পূতগন্ধ, সুবাহক। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধ, বমন, বিসর্প, বিষ ও ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজনি°)

বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষ। এই জাতির বাসভূমি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ব্বর জনপদ নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই স্থান কোথায় তাহা আজিও সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে ৯।৫৬ অঃ, বামন ১৩।৩৯, মার্ক° ৫৭।৩৮, মৎস্য ১২০।৪০ অঃ প্রভৃতি স্থলে বর্ব্বর জাতির উল্লেখ দেখা যায়। পেরিপ্লাসে Barbarikon শব্দে এই জাতির পরিচয় আছে। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিন্ধুনদের মধ্য মোহানার সমীপবর্ত্তী স্থানকে* এবং ভারতীয় কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা মহারাষ্ট্রের অংশ বিশেষকে প্রাচীন বর্ব্বর জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ব্বর জনপদে একটী স্বতন্ত্র অপভ্রংশ ভাষাও প্রচলিত ছিল। যথা—

"বর্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালাঃ টাক্কমালবকৈকয়াঃ।" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

আমরা প্রাচীন রোমকজাতির ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারি যে, বর্ব্বর (Barbarian) নামে একটী দুর্দ্ধর্ষ জাতি রোমসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেই বর্ব্বর জাতির বাসভূমি সম্ভবতঃ পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াখণ্ডে ছিল বলিয়া বিশ্বাস। গ্রীকগণ *Barbaros* শব্দে বৈদেশিক ব্যক্তি বা বস্তুই বুঝিতেন। যাহারা গ্রীকভাষা জানিত না, তাহাদিগকেও গ্রীসের লোকেরা বর্ব্বর বলিত। গ্রীসবাসীর নিকট হইতে এইরূপ অর্থে রোমকেরাও বৈদেশিককে বর্ব্বর বলিতে শিক্ষা করে। সেই শকহূণ প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ প্রাচ্য জনপদবাসী যোদ্ধৃজাতি পাশ্চাত্য রোমকদিগের নিকট বর্ব্বর নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। [রোম দেখ।]

গ্রীকের বৈদেশিক জ্ঞাপক Barbaros শব্দের ন্যায় বিভিন্ন জাতির মধ্যেও ঐরূপ একটি স্বতন্ত্র অভিধা প্রচলিত আছে। য়িহুদীদিগের Gentile শব্দে ত্বকৃচ্ছেদহীন ব্যক্তি মাত্রকেই এবং হিন্দুদিগের মধ্যে ঐরূপ "ম্লেচ্ছ" শব্দে দ্বিজত্বভ্রষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়। ঐরূপ কাফের শব্দও ইস্‌লামধর্ম্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রনির্দ্দেশক। চীনবাসীরা ফন্ বা ই শব্দে এবং ভোটজাতি গ্যা শব্দে বৈদেশিককে অভিহিত করে। আরবগণের বিশ্বাস, বাণিজ্যসূত্রে যে সকল ভারতীয় বণিক্ আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, অথচ আরবে যায় নাই, কিছুতেই সেরূপ লোকের ভাষাগত উচ্চারণ দোষের সংশোধন হইতে পারে না, এরূপ ভারতবাসী অথবা উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত ক্রীতদাসদিগকে তাহারা বর্ব্বরাৎ-উল্ হুনুদ্ বলিত। গ্রীক "বর্‌বরোস্" শব্দ সংস্কৃত "বর্‌বরাহ" শব্দের অনুকৃত বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা। বরবরাহ শব্দে কুঞ্চিতকেশ বন্য বা পার্ব্বতীয় অসভ্য অধিবাসী বা বিদেশবাসী বা ঐরূপ স্থানবাসী অসভ্য বর্ব্বরদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। আরব ভিন্ন তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ আরবী মুসলমানের নিকট অল্ আজম্ নামে পরিচিত। তাহারা আরববাসী ভিন্ন অপর দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই "আজিমী" সংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়া থাকে।

আরববাসী, পারসিক অথবা মোগলগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে অবজ্ঞাকর "কালা আদমী" শব্দে অভিহিত করিত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বণিক্‌সম্প্রদায় এবং ইংরাজপুঙ্গবগণও ভারতের অধিবাসিবর্গকে "কালা আদমী" বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন। সেইরূপ সুপ্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যেও বৈদিকযুগে দাস, দস্যু বা শূদ্রপদে আর্য্য ও অনার্য্যের অর্থাৎ দ্বিজ বা শূদ্রের স্বাতন্ত্র্য গৃহীত হইয়াছিল।

বর্ব্বরক (ক্লী) বর্ব্বর স্বার্থে কন্। চন্দনভেদ। পর্য্যায় বর্ব্বরোত্থ, শ্বেতবর্ব্বরক, শীত, সুগন্ধি, পিত্তারি, সুরভি। ইহার গুণ শীতল, তিক্ত, কফ, বায়ু, পিত্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণ এবং বিশেষতঃ রক্তদোষনাশক। (রাজনি°)

বর্ব্বরা (স্ত্রী) পুষ্পস্তেব আকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি বর্ব্বর-অচ্-টাপ্। ১ পুষ্পভেদ। ২ শাকভেদ। (মেদিনী) বর্ব্ব ইতি শব্দং রাতীতি রা-ক। ৩ মক্ষিকাভেদ। (শব্দরত্না°)

বর্ব্বরী (স্ত্রী) বর্ব্বর-টাপ্ পক্ষে ষিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। ২ বাবুই। পর্য্যায়—কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা, অজগন্ধা, কবরা, খরপুষ্পিকা। (ভাবপ্র°) ৩ মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৭।৪৭)

বর্ব্বরীক (পুং) বৃণুতে ইতি বৃঞ্ বরণে (শৃপ বৃজ্ঞাং দ্বে রুক্ চাভ্যাসস্য। উণ্ ৪।১৯) ইতি ঈকন্ দ্বির্বচনং অভ্যাসস্য রুগাগমশ্চ। ১ ব্রাহ্মণযষ্টিকা বৃক্ষ। ২ কুটিলকুন্তল। ৩ অজগন্ধিকা, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচ°) ৪ মহাকাল। (হেম)

বর্ব্বা (স্ত্রী) বর্ব্বরী। (শব্দচ°)

বর্ব্বার, জাতিবিশেষ। বৈস্ রাজপুতদিগের একটী শাখা। দুণ্ডিয়খেরা নামক স্থান হইতে ইহারা শতাব্দত্রয় পূর্ব্বে বরিয়ার সিংহ ও চাহুসিংহের অধীনে ফৈজাবাদ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বরিয়ার সিংহের অধীনস্থ দল হইতে বর্ব্বার শাখা এবং চাহু হইতে চাহুশাখার উৎপত্তি।

* Ind. Ant. XIII p. 357.

† Wil, Mack, 59,

প্রবাদ আছে,—উভয় ভ্রাতাই অকবর শাহের সময়ে দিল্লী সরকারে বন্দী হন। তাঁহারা মুক্তিলাভের পর স্বপ্নাদেশ মত ভূগর্ভ হইতে দেবমূর্ত্তি উঠাইয়া পশ্চিমরাঠ পরগণার অন্তর্গত চিতাবন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উভয় শাখার লোকেরা ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় ঠাকুর সর্দ্দারদিগের দ্বারা অযোধ্যা হইতে তাড়িত হইবার পর তাহাদের সর্দ্দার পিলাসী সিংহ বেগমগঞ্জের অন্তর্গত রামঘাটে আর একটী পবিত্র দেবতীর্থ স্থাপন করেন।

আর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, জয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুঙ্গী পাচন বা পাচানপুরে তাহাদের বাস ছিল। এখানে তাহাদের রাজা শালিবাহন রাজত্ব করিতেন। তথা হইতে তাহারা চিতাবনকারিয়া নামক স্থানে আসিয়া ভরজাতিকে তাড়াইয়া দেয় এবং কনোজরাজ-কন্যা পদ্মিনীকে অপহরণ করিয়া দিল্লীশ্বরকে প্রত্যর্পণ করে বলিয়া তাহারা পারিতোষিক স্বরূপ ১৬ ক্রোশব্যাপী জায়গীর প্রাপ্ত হয়।

বর্দ্ধারগণ শিশুকন্যা হইলে প্রায়ই মারিয়া ফেলে, যেহেতু ঐ কন্যার বিবাহে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা সাধারণতঃ পালবার, কচ্ছবাহ, কৌশিক প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্লিয়ার বর্দ্ধারেরা উজ্জয়িনী, হৈহয়বংশী, নরবাণী, কিন্বার, নিকুম্ভ, সেনাগার ও থাটীদিগের কন্যাগ্রহণ করে এবং হৈহয়বংশী, উজ্জয়িনী, নরবাণী, নিকুম্ভ, কিন্বার; বিষেন, বাঙ্গ ও রঘুবংশীদিগকে কন্যাদান করিয়া থাকে।

আজমগড়ে তাহারা ছত্রি বা ভুঁইহার বলিয়া পরিগণিত। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী চের নগর হইতে আগত বলিয়া এই নামে পরিচিত হইয়াছে। সর্দ্দার গোরক্ষদেও (১৩৩৬-১৪৫৫ খৃঃ) তাহাদিগকে আজমগড়ে আনয়ন করেন।

বর্দ্ধি (ত্রি) বৃ (বৃদ ভ্যাং বিন্। উণ্ ৪।৫৩) ইতি বিন্। ঘস্মর। (উজ্জ্বল)

বর্ব্বুর (পুং) বৃ বাহুলকাৎ বুরচ্। বৃক্ষবিশেষ, বাবলা গাছ। পর্য্যায়—যুগলাক্ষ, কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, গোশৃঙ্গ, পংক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্ট, কফান্তক, দৃঢ়বীজ, অজভক্ষ। গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, কাস, আমরক্ত, অতীসার, পিত্ত, দাহ ও অর্শরোগনাশক।

[বাবলা দেখ।]

বর্শ্মন্ (পুং) জন্দভাষায় এই শব্দ 'বরেশমন্' লিখিত হইয়া থাকে। [ভোজকব্রাহ্মণ দেখ]

বর্ষ, বর্ষ, (বৃষ্) ১ সেচন, বর্ষণ। ২ হিংসা। ৩ ক্লেশ। ৪ গর্ভগ্রহণ। ৫ ঐশ্বর্য্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। বর্ষতি। লিট্ ববর্ষ। লুঙ্ অবর্ষীৎ।

বর্ষ (পুং ক্লী) বৃষ্যতে ইতি বৃষ্ সেচনে (অজিধৌ ভয়াদীনামুপসংখ্যানম্) ইতি অচ্ অথবা ব্রিয়তে প্রার্থ্যতে ইতি বৃ-স (বৃতৃ বদি হনি কমি কষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২) ১ বৃষ্টি, জলবর্ষণ।

"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ॥" (মনু ৪।১০৩)

২ জম্বুদ্বীপাংশ। ৩ জম্বুদ্বীপ। ৪ পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্বীপের ভূবিভাগ।

পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, পৃথিবী সাতটী দ্বীপে বিভক্ত। উক্ত সপ্ত দ্বীপের নাম, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই সাতটী দ্বীপের মধ্যে আবার এক একটী দ্বীপেরও বিভাগ বিভিন্ন নামে বিভক্ত। সেই সেই নামধেয় বিভিন্ন ভূবিভাগের নামই বর্ষ। বর্ষসমূহের নাম, সংস্থান-বিবরণ, পরিমাণ এবং তত্রত্য অধিবাসী প্রভৃতির বৃত্তান্ত ক্রমে পরে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, প্রিয়ব্রতের রথচক্রে সাতটী খাত হইয়াছিল, ঐ সপ্ত খাতই কালে সাতটি সমুদ্ররূপে পরিণত হয়। সেই সপ্তসাগর দ্বারাই পূর্ব্বোল্লিখিত জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ বিরচিত। উক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। ঐ সকল দ্বীপ সমুদ্রসমূহের বাহিরে চারি দিকে বিস্তৃত। যেমন সমুদ্রসমূহের বাহিরদিকে এক এক সমুদ্র। ঐ সমুদ্রসমূহের নাম—লবণোদ, ইক্ষুরসোদ, সুরোদ, ঘৃতোদ, ক্ষীরোদ, দধিজল, দুগ্ধোদ এবং শুদ্ধোদ। এই সাতটী সাগর পূর্ব্বোক্ত দ্বীপসমূহের পরিখা স্বরূপ। ঐ সমস্ত সাগরপরিবৃত দ্বীপসমূহের যে পরিমাণ, তত্তুল্য যথানুপূর্ব্ব এক একটী সাগর এক একটী দ্বীপের সমান। এই সকল সাগর অসঙ্কীর্ণ ভাবে ভিন্ন ভিন্নরূপে বাহিরের দিকেই ব্যাপৃত,—অভ্যন্তরে নহে।

প্রিয়ব্রতের পত্নীর নাম বর্হিষ্মতী। তাঁহার সাতটী পুত্র, সকল পুত্রই সচ্চরিত্র। ঐ সকল পুত্রের নাম—অগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, ইধ্মবাহ, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র। এই সাতটী পুত্রকে প্রিয়ব্রত এক এক করিয়া উল্লিখিত এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন।

প্রিয়ব্রতের তাৎকালিক কীর্ত্তি বর্ণনপ্রসঙ্গে পুরাকালে এই-রূপ শ্লোক গীত হইয়াছিল যে, এক ঈশ্বর ভিন্ন কে প্রিয়ব্রতকৃত কার্য্যের অনুকরণ করিতে পারে? তিনি অন্ধকার দূর করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ চক্রাগ্র দ্বারা সাতটী সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন। তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংস্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাণিবর্গের বিপদ্ বারণ বা অসুবিধা দূরীকরণজন্য নদ, নদী, পর্ব্বত, বর্ষ প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায় :—

প্রিয়ব্রতকৃতং কর্ম্ম কোহনুকুর্য্যাদ্বিনেশ্বরম্।
যো নেমিনিম্নৈরকরোচ্ছায়াং ঘ্নন্ সপ্তবারিধীন্॥
ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিদ্গিরিবনাদিভিঃ।
সীমা চ ভূতনির্বৃত্যৈ দ্বীপে দ্বীপে বিভাগশঃ॥"

(ভাগবত ৫।১ অঃ)

প্রিয়ব্রত যথাকালে পরমার্থচিন্তায় মগ্ন হইলেন। পিতার অনুশাসনে পুত্র অগ্নীধ্র ধর্ম্মানুসারে জম্বুদ্বীপবাসী প্রজাগণের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অগ্নীধ্র অপ্সরা পূর্ব্বচিত্তির পাণিগ্রহণ করেন। পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে রাজর্ষি অগ্নীধ্র হইতে নয়টী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম, যথা—নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। অগ্নীধ্রের এই সকল পুত্র মাতার অনুগ্রহে স্বভাবতঃই দৃঢ়দেহ ও বলশালী হইয়া উঠেন। অগ্নীধ্র ঐ পুত্রগণের মধ্যে যথাকালে পৃথিবী ভাগ করিয়া দেন। পুত্রগণ বিভাগক্রমে নিজ নিজ নামানুসারেই জম্বুদ্বীপের এক একটী বর্ষ অধিকার করিয়া লয়েন। উক্ত বর্ষাধিপতিগণের পত্নীর নাম যথাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রী, লতা, রম্যা, শ্যামা, নারী, ভদ্রা ও দেবদীধিতি। এই রমণীগণ সকলেই মেরুর কন্যা।

দ্বীপসমূহের মধ্যে জম্বুদ্বীপই প্রথম। ইহার দীর্ঘতা নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষযোজন, এই দ্বীপ কমলপত্রের ন্যায় চারিদিকে সমান বর্ত্তুলাকার। এই দ্বীপে নয়টী বর্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ভিন্ন প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। ঐ নববর্ষ আটটী সীমা পর্ব্বতে পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত।

বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ। উহার মধ্যস্থলে পর্ব্বত-কুলের রাজা সুবর্ণময় সুমেরু গিরি বিরাজমান। ঐ সুমেরুর উচ্চতা উক্ত দ্বীপের বিস্তারপরিমাণের তুল্য লক্ষযোজন। উহার মস্তকের দিকে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন, এবং মূলে সহস্রযোজন বিস্তৃত। ভূমির মধ্যভাগেও তত সহস্রযোজন দেখা যায়। উক্ত পর্ব্বত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডল রূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকারবৎ প্রতিভাত।

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিক্‌ক্রমে ক্রমশঃ নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান্ এই তিন পর্ব্বত এবং যথাক্রমে রম্যক, হিরণ্ময় ও কুরু নামক বর্ষত্রয়ের সীমা পর্ব্বত স্বরূপ। উক্ত তিন পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ। উহাদের উভয় পার্শ্বে লবণ সমুদ্র বিস্তৃত। ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। অগ্রস্থিত পর্ব্বত হইতে পরবর্ত্তী পর্ব্বত কেবল একাদশ অংশ দৈর্ঘ্য পরিমাণে হ্রস্ব।

এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিষধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামে তিন পর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ তিন পর্ব্বত উল্লিখিত নীলাদি পর্ব্বতের ন্যায় পূর্ব্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে তিন সহস্রযোজন উন্নত। উক্ত পর্ব্বতত্রয় যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্ব্বত। এইরূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত দুইটী—উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই পর্ব্বতই যথাক্রমে কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমাপর্ব্বতরূপে বিরাজিত।

সুমেরুর চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব ও কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বতগুলির প্রত্যেকটীর বিস্তার ও উচ্চতা দশহাজার যোজন। উক্ত চারি পর্ব্বতের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে আয়ত। উক্ত চারি পর্ব্বতে যথাক্রমে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটি বৃক্ষ আছে। ঐ সকল তরুর বিস্তার শতযোজন। উহারা পার্ব্বত্য পতাকাবৎ একাদশ শত যোজন উচ্চ। উহাদের শাখা সকল সেইরূপ শতযোজন বিস্তৃত। উক্ত বৃক্ষ চারিটীর নিকট চারিটি হ্রদ আছে। তাহার মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয়টী মধুজল, তৃতীয়টী ইক্ষুরস জল, চতুর্থটী শুদ্ধজল। এই চারিটী হ্রদেরই জল অতি মনোহর। উপদেবগণ এই হ্রদজলসেবনে স্বাভাবিক মহিমমণ্ডিত হইয়াছেন। ঐস্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ভিন্ন চারিটী উদ্যানও আছে। তাহাদের নাম,—নন্দন, চিত্ররথ, বৈভ্রাজক ও সর্ব্বতোভদ্র।

ঐ সকল উদ্যানে সুরবরেরা সুরসুন্দরীগণসহ মিলিয়া একসঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিহারকালে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন।

মন্দর পর্ব্বতের ক্রোড়দেশে দেবচ্যুত নামে একটী বৃক্ষ আছে। তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে নিয়ত রাশি রাশি অমৃত ফল পড়ে। সেই সকল ফল পর্ব্বতের চূড়ার মত স্থূল। ফলগুলি যখন ফাটিয়া যায়, তখন তাহার গন্ধ অতি মধুর। ফলগুলির অরুণবর্ণ প্রচুরতর সুবাস রসে এক নদী জন্মিয়াছে। ঐ নদীর নাম অরুণোদা। অরুণোদা নদী মন্দরশৈলের শিখরদেশ হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষ প্লাবিত করিতেছে। ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাগণ ঐ রসের সেবিকা, তাই তাহাদের অঙ্গে অপার সৌগন্ধ। তাহাদের অঙ্গসঙ্গী বায়ু দ্বারা চারিদিকে দশযোজন আমোদিত হয়।

জম্বুবৃক্ষের ফল সকল গজগাত্রবৎ অতি স্থূল। তাহাদের বীজগুলি অতি সূক্ষ্ম। সেই সকল ফল উচ্চ হইতে পড়িয়া

কাটিয়া যায়; তখন তাহাদের রসে জম্বুনদী নামে এক নদী হয়, সেই নদী মেরুমন্দর শৈলের শিখর হইতে অযুতযোজন অন্তরে ভূমণ্ডলে পড়িয়াছে। ঐ নদী যথায় পড়িতেছে, তথা হইতে আপন দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ঐ নদীর মৃত্তিকা তাহার জলরসে অনুবিদ্ধ হওয়ায় বায়ু ও সূর্য্য-সংযোগে বিশেষ পক্বতা পাইয়া জাম্বুনদ অর্থাৎ সুবর্ণে পরিণত হয়। ঐ সুবর্ণই অমর ও অমরকামিনীগণের আভরণ।

সুপার্শ্ব পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার কোটরনিকর হইতে পঞ্চব্যাম পরিমিত পাঁচটি মধুধারা ঐ শৈলশিখরে পড়িয়া পশ্চিমস্থ ইলাবৃতবর্ষকে স্বীয় সৌগন্ধে আমোদিত করিতেছে। যাঁহারা ঐ পর্ব্বতের মধুধারা সেবন করেন, তাঁহাদের মুখ-মারুতে চারিদিকের শতযোজনব্যাপী ভূভাগ সুবাসিত।

কুমুদ পর্ব্বতে শতবলশ নামে একটী বটবিটপী আছে। তাহার স্কন্ধদেশ হইতে অধোদিকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি অভীপ্সিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া তাহার উত্তর দিকস্থ ইলাবৃতবর্ষবাসী লোকদিগের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। তথাকার অধিবাসী প্রজাবর্গ ঐ সকল সামগ্রী সেবন করিয়া কখন অঙ্গবৈরূব্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্য বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছুই ভোগ করে না। এজন্য ঐ বর্ষের অধিবাসীরা যাবজ্জীবন কেবল সুখভোগে দিন যাপন করে।

অগ্নীধ্রের যে নয় পুত্রের নামে নয়টী বর্ষ চলিয়াছে, ঐ পুত্রগণের মধ্যে নাভি জ্যেষ্ঠ, নাভি বর্ষাধিপতি হইলেও তাঁহার অধিকৃত বর্ষ তদীয় পৌত্র ভরতের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নাভির পুত্র ঋষভ, ঋষভ হইতেই প্রসিদ্ধ ভরতরাজের জন্ম। এই ভরতের নামানুসারেই এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। ভরতের পিতা ঋষভ অজনাভ নামক একটি বিশিষ্ট প্রদেশে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এই জন্য তাঁহার অধিকৃত সমগ্র বর্ষ অজনাভ নামে প্রথিত ছিল। পরে তৎপুত্র ভরত রাজা হইলে তাঁহারই নামে এই বর্ষ বিখ্যাত হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষে বহু নদ নদী ও বহুতর শৈলশ্রেণী আছে। শৈলসমূহের মধ্যে মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমুখ, শ্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষগিরি, পারিপাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, কোকামুখ, ইন্দ্রকীল, ও কামগিরি এই কয়টী পর্ব্বতই অনেকটা প্রথিত। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত শত পর্ব্বত আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

উক্ত শৈল সকলের নিতম্বদেশ হইতে কত যে নদ নদী বাহির হইয়া ভারতবর্ষ বক্ষ বিধৌত করিতেছে, তাহারও সকলের সংখ্যা হওয়া অসম্ভব। সেই সকল নদ নদীর জলেই ভারত-সন্তানেরা পানাবগাহন সমাধান করেন। তন্মধ্যে চন্দ্রবশা, তাম্রপর্ণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণা, পয়স্বিনী, শর্করাবর্ত্তা, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, চর্ম্মণ্বতী, অন্ধনদ (ব্রহ্মপুত্র), শোণনদ, মহানদী, বেদস্মৃতি, ত্রিসোমা, কৌশিকী, মন্দাকিনী, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ, ওঘবতী, ষষ্ঠবতী, সপ্তবতী, সুষমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী, এবং বিশ্বা এই গুলি মহানদী। উক্ত মহানদীসমূহের নামোচ্চারণ মাত্রেই লোক পবিত্র হয়। পরন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ এই জলে অবগাহন করিয়া থাকেন। পুরুষেরা এই বর্ষে জন্ম লইয়া স্ব স্ব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের দিব্য, মানুষী ও নারকী গতিই নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যে বর্ণের যেরূপ মোক্ষ প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে মুক্তি এই বর্ষেই হইয়া থাকে। যাবতীয় বর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র বলা যায়। অন্য আট বর্ষ স্বর্গীদিগের পুণ্যশেষে উপভোগের স্থান।

জম্বুদ্বীপ এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহাদের পুরুষ পরিমাণে অযুতবর্ষ পরমায়ু অযুত হস্তীর তুল্য বল এবং বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীরগঠন। ঐ শরীরে এরূপ বল, যৌবন এবং হর্ষ যে, তদ্দ্বারা মহাসুরতব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ অত্যধিক প্রমুদিত হয় এবং সম্ভোগান্তে একবৎসর আয়ুঃ শেষ থাকিতে তাহাদিগের কলত্র একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে। এইরূপে বিষয়সুখের উৎকর্ষ হেতু এই সকল বর্ষের পুরুষেরা ত্রেতাযুগের ন্যায় পরমসুখে কাল যাপন করে।

এই সকল বর্ষে দেবাধিপগণ স্ব স্ব অনুচর পরিচারকদিগের দ্বারা মহা উপচারে অর্চ্চিত হন। স্বেচ্ছামত আশ্রমায়তনসমূহে, গিরি-গহ্বরে এবং অমল জলাশয়াদিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। তথায় সুরসুন্দরীগণের জলক্রীড়া, অন্যান্য কেলিকলা বা কামোন্মাদিনীদিগের সবিলাস হাস্য ও লীলাললিত বিলোকনে তথাকার পুরুষদিগের চিত্ত ও নেত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল বর্ষস্থিত যে সমস্ত আশ্রম আয়তনে পুরুষপুঙ্গবদিগের বিহারের কথা বলিলাম, তাহার শোভা যে কত চমৎকার তাহা আর কি বলিব? তথাকার তরুরাজির শাখা-প্রশাখাগুলি সকল ঋতুর পুষ্পস্তবকে, ফলে ও নবীন কিশলয়সঞ্চয়ে সমৃদ্ধির সহিত পরপর নত হইয়া পড়িয়াছে; সেই শাখায় আবার বহু লতা আশ্রয় লইয়াছে। আর সেই সকল জলাশয়! সে শোভা

অবর্ণনীয়। বিকসিত নব নব কমলকুলের সৌরভ—রাজহংস, জলকুক্কুট ও কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলালাপ এবং ভ্রমর-নিকরের মধুর ঝঙ্কার, এই সকলে তথাকার সেই সরসীসমূহের শোভা অতুলনীয়।

উল্লিখিত নব বর্ষেই ভগবান্ নারায়ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজিত। তন্মধ্যে ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ ভবই এক মাত্র পুরুষ। সেখানে অন্য পুরুষ নাই। কারণ যে সকল পুরুষ ভবানীর শাপের বিষয় বিদিত আছেন, তাঁহারা কখন সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব—ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহস্র অর্ব্বুদ সংখ্যক স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হন।

ভদ্রাশ্ব বর্ষে ধর্ম্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকের বাস। ভগবান্ হয়গ্রীব মূর্ত্তি ইঁহাদিগের আরাধ্য।

হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে অবস্থিত। পরম ভাগবত প্রহ্লাদ এই বর্ষবাসী প্রজাগণের সহিত ভক্তিভরে তাঁহার উপাসনা করেন।

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ কামদেবরূপে বিরাজিত। লক্ষ্মী, সংবৎসর এবং তাঁহার কন্যা রাত্র্যভিমানিনী দেবতা ও তাঁহার পুত্র দিবসাভিমানী দেবগণের প্রিয়সাধনই তাঁহার ইচ্ছা। সেই সকল দিবসাভিমানী দেবগণের সংখ্যা ষট্ত্রিংশৎ সহস্র। ঐ বর্ষের অধিপতি মহাপুরুষের চক্রতেজে দিবসাভিমানী কন্যাগণের মন উদ্বিগ্ন হয়, তাহাতে তাহাদের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎসরান্তে পতিত হইয়া যায়।

রম্যক বর্ষের অধিপতি মনু। ভগবান্ তাঁহাকে মৎস্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন। মনু অদ্যাপি ভক্তিভরে সেই মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিরণ্ময় বর্ষে ভগবান্ হরি কূর্ম্মশরীর পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা এই বর্ষবাসী প্রজাগণসহ নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করেন।

উত্তরকুরুবর্ষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষই বরাহমূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থিত। দেবী পৃথিবী কুরুগণসহ ভক্তিভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করেন। কিম্পুরুষ বর্ষে পরম ভাগবত হনুমান্ ঐ বর্ষবাসী প্রজাগণসহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন।

(ভাগবত ৫ স্কন্ধ ১—১৯অঃ)

জম্বুদ্বীপস্থ বর্ষবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল। এক্ষণে ভাগবত মতে অন্যান্য দ্বীপস্থ বর্ষবিভাগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

জম্বুদ্বীপের পর প্লক্ষদ্বীপ। প্লক্ষদ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। এই দ্বীপে একটী সুবর্ণময় প্লক্ষবৃক্ষ আছে। প্রিয়ব্রতের দ্বিতীয় পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি উহাকে সপ্তবর্ষে ভাগ করিয়া আপনার এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। তাঁহার সাত পুত্রের নামানুসারেই সেই সাতবর্ষের নামকরণ হয়। যথা—শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে যদিও বহু নদ নদী ও শৈলশ্রেণী আছে, তথাচ সাতটী নদী ও সাতটী পর্ব্বতই এখানে প্রখ্যাত। সেই সাত নদীর নাম—অরুণা, নৃমণা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, ঋতম্ভরা এবং সত্যম্ভরা। সেখানকার সেই সাত সীমাপর্ব্বতের নাম—মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্ সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব এবং মেঘমাল। এই সকল বর্ষবাসীরা ত্রিবেদময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন।

শাল্মলদ্বীপের অধিপতি ছিলেন প্রিয়ব্রতাত্মজ যজ্ঞবাহ। তিনি এই দ্বীপকে আপনার সাতপুত্রের মধ্যে তাঁহাদের নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম—সুরোচন সৌমনস্য, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। এই সাতবর্ষের সাতটী প্রধান সীমাপর্ব্বতের নাম—সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ এবং সহস্র শ্রুতি। সাতটী প্রধান নদীর নাম—অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা এবং রাকা, এই বর্ষবাসী লোক সকল শ্রুতিধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর এবং ইষুন্ধর নামক চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত। তাঁহারা বেদময় সোমদেবের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ, সুরোদসাগরের বহির্ভাগে, উহা পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের রাজা। তিনি তাঁহার সাতপুত্র মধ্যে নিজ অধিকৃত দ্বীপ সাতভাগে বিভাগ করিয়া দেন। ঐ সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই তথায় সাতটী বর্ষ প্রথিত। যথা—বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও বেদনাম। এই সাত জনের সাতবর্ষে সাতটী গিরি এবং সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে। এই বর্ষের অধিবাসীরা কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলক প্রভৃতি নামধারী হইয়া কর্ম্মকৌশলে অগ্নির অর্চ্চনা করেন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। তিনি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে সেই সাতপুত্রকে রাজা করিয়া দেন। ঐ সাত পুত্রের নামে প্রচলিত সাতটী বর্ষের নাম—আম্ম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ এবং বনস্পতি। এই সাতবর্ষেও সাতটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত ও নদী আছে। ঐ বর্ষবাসী লোকেরা পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ এবং দেবক এই চারিবর্ণে বিভক্ত।

শাল্মলীদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতপুত্র মেধাতিথি। এই দ্বীপের বিস্তার ৩২ লক্ষযোজন। মেধাতিথি ঐ দ্বীপকে স্বীয় সাত পুত্রের নামে যথাক্রমে পুরোজব, মনোজ, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ এবং বিশ্বাধার—এই সাতবর্ষে বিভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক একটী বর্ষের রাজা করেন। এই সপ্তবর্ষেও সাতটী সীমাপর্ব্বত এবং সাতটী প্রসিদ্ধ নদী আছে। উক্ত বর্ষবাসী মনুষ্যগণ—শ্রুতব্রত, সত্যব্রত, দীনব্রত ও অনুব্রত, এই চারিবর্ণে বিভক্ত।

পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র। তাঁহার রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্র হয়। বীতিহোত্র রাজা ঐ দ্বীপকে দুই বর্ষে বিভাগ করিয়া আপনার দুই সন্তানকে বর্ষপতি নিযুক্ত করেন। (ভাগবত ৫।১।২.১৬।১৯ ও ২০ অঃ)

পৃথিবীস্থ বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভাগবত মতই উদ্ধৃত করা হইল। মার্কণ্ডেয়, বরাহ, বামন, কূর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় পুরাণগ্রন্থেই অল্পবিস্তর বর্ষবিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বর্ষতীতি বৃষ অচ্। ৫ মেঘ। (হেমচন্দ্র) (ত্রি) ৬ বর্ষক মাত্র।

"নমাম্যভীক্ষ্ণং নমনীয়পাদং
সরোজমল্পীয়সি কামবর্ষম্॥" (ভাগবত ৩।২১।২১)

৭ বৎসর। প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের বিষয় এবং সেই সেই বৎসরে পূজ্য ষষ্টি প্রকার দেবতার নামাদি সংবৎসর শব্দে দ্রষ্টব্য।

বর্ষক (ত্রি) বর্ষণশীল। বর্ষার ন্যায় পতনশীল। ২ বৎসর-সম্বন্ধীয়। যেমন পঞ্চবর্ষক।

বর্ষকর (পুং) ১ মেঘ। ২ বৃষ্টিদানকারী।

বর্ষকরী (স্ত্রী) বর্ষং তৎসূচনং রবেণ করোতীতি বর্ষ-কৃ ট, ঙীপ্। ঝিল্লিকা। (হেম)

বর্ষকর্ম্মন্ (ক্লী) বর্ষণকার্য্য। ২ বৎসরকৃত্য।

বর্ষকাম (পুং) বৃষ্টিপ্রার্থনাকারী।

বর্ষকামেষ্টি (পুং) যাগভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৩।১)

বর্ষকালী (স্ত্রী) জীরক। (বৈদ্যকনি°)

বর্ষকৃত্য (ত্রি) বৎসরে আচরণীয় শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদি।

বর্ষকেতু (পুং) বর্ষস্য বৃষ্টেঃ কেতুরিব সতি বর্ষে ভূরিশঃ উৎপন্ন-ত্বাদস্য তথাত্বং। রক্তপুনর্নবা। (রাজনি°) ২ অলর্কবংশীয় কেতুমালের পুত্র। (হরিবংশ ৩২।৪০)

বর্ষকোষ° (পুং) বর্ষস্য বৎসরস্য কোষ ইব সর্ব্ববর্ষজ্ঞানবত্বাৎ তথাত্বমস্য। ১ দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্না°) বর্ষস্য অন্তস্থিত জল-ইব কোষঃ। ২ মাষ। (শব্দমালা)

বর্ষগিরি (পুং) বর্ষপর্ব্বত। [বর্ষশব্দ দেখ]

বর্ষঘ্ন (ত্রি) ১ বৃষ্টিনাশকারী। ২ পবন।

বর্ষজ (ত্রি) বর্ষাৎ জাতমিতি জন-ড। ১ বৃষ্টিজাত। ২ বৎসর-জাত, জম্বুদ্বীপজাত। ৩ দ্বীপাংশজাত। ৪ মেঘজাত।

বর্ষণ (ক্লী) বৃষ-ল্যুট্। ১ বৃষ্টি।

"তমেব মুক্তঃ সর্ব্বং রসং বৈ করুণায় যৎ।
রূপমাপ্যায়কং তাবৎ তস্মৈ মেঘায় তে নমঃ॥"(মার্কপু° ১০৪।২১)

২ বর্ষোপল। (ত্রিকা°)

বর্ষাণি (স্ত্রী) বৃষ-অনি। ১ বর্ত্তন। ২ কৃতি। (উজ্জ্বল) ৩ ক্রতু। ৪ বর্ষণ।

বর্ষবর (পুং) ১ মেষ। ২ খোজা দাস। ৩ অন্তঃপুররক্ষী।

বর্ষধর্ষ (পুং) ১ অন্তঃপুররক্ষী। খোজা দাস।

বর্ষধার (পুং) নাগাসুরভেদ।

বর্ষধারাধর (ত্রি) মেঘ।

বর্ষনির্ণিজ্ (ত্রি) বর্ষণকারী। বর্ষক। 'নির্ণিক্‌শব্দো রূপবাচী নির্ণিগিত্যিরিতি তন্নামসু পাঠাৎ, বর্ষণং রূপং স্বভাবো যেষাং তে বর্ষনির্ণিজো বর্ষকাঃ।' (ঋক্ ৩।২৬।৪ সায়ণ)

বর্ষপ (পুং) বর্ষপতি।

বর্ষপতি (পুং) বর্ষস্য পতিঃ। বৎসরাধিপতি গ্রহগণ। বর্ষ-প্রবেশে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ এক এক বর্ষের আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। কোন্ গ্রহের আধিপত্যে কোন্ বর্ষ কিরূপ ফলপ্রদ হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ষাধিপ শব্দে দ্রষ্টব্য। ২ বর্ষাধিপতি রাজগণ। পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, এই সকল দ্বীপের ভূবিভাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু বর্ষে পরিচিত। ঐ সকল বর্ষের অধিপতিগণ বর্ষপতি সংজ্ঞায় অভিহিত। [বর্ষ দেখ]

বর্ষপদ (ক্লী) পঞ্জিকা।

বর্ষপর্ব্বত (পুং) বর্ষাণাং ভারতাদীনাং বিভাজকঃ পর্ব্বতঃ, মধ্যপদলোপী সমাসঃ। বর্ষবিভাজক গিরি।

'হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেব চ।
চৈত্রঃ কর্ণী চ শৃঙ্গী চ সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ॥' (হারাবলী)

বর্ষপাকিন্ (পুং) বর্ষে বর্ষাকালে পাকোঽস্যাস্তীতি বর্ষপাক-ইনি। আম্রাতক বৃক্ষ। (হেম) "আম্রাতকো বর্ষপাকী"। (বৈদ্যকরত্নমালা)

বর্ষপুরুষ (পুং) পৃথিবীর যাবতীয় বর্ষবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা। (ভাগবত ৫ স্কন্ধ, ১৮, ২৪, ২৯, ২০ ও ২২ অধ্যায়)

বর্ষপুষ্প (পুং) ব্যক্তিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

বর্ষপুষ্পা (স্ত্রী) বর্ষে বর্ষণকালে পুষ্পং যস্যাঃ। মহাদেবী লতা। (রাজনি°) ইহার বিস্তৃত বিবরণ মহাদেবী শব্দে দেখ।

বর্ষপ্রবেশ (পুং) বর্ষস্য প্রবেশঃ। নীলকণ্ঠতাজিকোক্ত গণনাবিশেষ। এই গণনা দ্বারা বর্ষের প্রবেশ স্থিরীকৃত হয়। জাতক যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরবৎসর কোন্ সময়

ঠিক বৎসর পূর্ণ হইয়া নববর্ষের আরম্ভ হইল, তাহা ইহা দ্বারা সূক্ষ্মরূপে জানা যায়।

বর্ষপ্রবেশ দ্বারা জাতকের বৎসরের শুভাশুভ ফলনির্ণয় করা যায়, বর্ষপ্রবেশ লগ্ন স্থির করিয়া দ্বাদশ মাসের কোন্ মাসে শুভাশুভ কি ফল হইবে, তাহা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে জানা যায়। তাজিকে বর্ষ প্রবেশের প্রণালী এইরূপ বর্ণিত আছে—

জন্মসময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ সময়। রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহা অতি আয়াস-সাধ্য। এই রবিস্ফুট দ্বারা বর্ষপ্রবেশ সময় স্থির করিলে অতি সূক্ষ্মরূপে সময় স্থির হয়।

গ্রহগণের গোচরফলের যে তারতম্য, তাহা প্রতিবৎসর বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের স্থিতিদ্বারা নিরূপণ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মমাস হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর গৃহীত হয়। কিন্তু প্রকৃত সৌর বৎসর উহা অপেক্ষা আরও ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপল অধিক। যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার পরবারে পরবৎসর হইয়া থাকে। অতএব জন্মদিন হইতে যত বৎসর গত হইবে, তাহা দ্বারা ১ বার ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ২৪ অনুপল গুণ করিবে এবং সেই গুণফলে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে যে যোগফল হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি জানিতে হইবে। উক্তরূপে যোগ করিলে যদি বারের অঙ্ক সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিবার নিয়ম—

"বর্ষফলসাধনার্থং বর্ষপ্রবেশসময়মাহ—

গতাঃ সমাঃ পাদযুতাঃ প্রকৃতিঘ্নসমাগণাৎ।

খবেদাপ্তঘটীযুক্তা জন্মবারাদিসংযুতাঃ।

অব্দপ্রবেশে বারাদিঃ সপ্ততষ্টেঽত্র নির্দ্দিশেৎ॥"(নীলকণ্ঠতাজিক)

যাহার যে বৎসরে বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার সেই বৎসরের পূর্ব্বে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে স্বীয় চতুর্থাংশ যোগ করিয়া একস্থানে রাখিবে। পরে পুনরায় অতীত বর্ষাঙ্ককে ২১ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৪০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল লব্ধ হইবে,তাহাকে পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিলে যে অঙ্কশ্রেণী হইবে, তাহাকে বার, দণ্ড ও পল বিবেচনা করিয়া তাহাতে জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিলে যে বার, যত দণ্ড ও যত পল হইবে, জন্মদিবসে সেই বারে তত দণ্ড ও তত পল সময়ে, বর্ষপ্রবেশ হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

বারের অঙ্ক যদি সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ অঙ্কের ১ রবিবার ২ সোমবার ৩ মঙ্গলবার ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। বর্ষপ্রবেশগণনার নানা প্রকার নিয়ম আছে। সেই সকল প্রণালী দ্বারাও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়।

অন্যবিধ—প্রথমে ১ এক, ১৫ পনের, ৩১ একত্রিশ ও ৩০ ত্রিশকে গত বর্ষাঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া চারিস্থানে রাখিতে হইবে, এইরূপে গুণ করিলে যে চারিটী গুণফল হইবে, তাহার প্রথম অঙ্ককে বার, দ্বিতীয় অঙ্ককে দণ্ড, তৃতীয় অঙ্ককে পল, চতুর্থ অঙ্ককে বিপল জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড, পল ও বিপল যোগ করিবে। পরে বিপলের অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ক পলের সহিত যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অবশিষ্ট অঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে আবার পলাঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে দণ্ডাঙ্কে ও দণ্ডাঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে বারাঙ্কে যোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

এইরূপ গণনা দ্বারা যে কয়টী অবশিষ্ট অঙ্ক থাকিবে, তাহা দ্বারা বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড, পল ও বিপল জানিতে পারা যাইবে।

অন্যপ্রকার—৫ পাঁচ, ২ দুই, ও ৬ ছয়কে গতবর্ষাঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া যে তিনটী গুণফল হইবে, তাহাদিগকে তিন স্থানে রাখিয়া দিবে, তৎপরে প্রথম অঙ্ককে বার, দ্বিতীয় অঙ্ককে দণ্ড ও তৃতীয় অঙ্ককে পল মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিবে। পরে পলের অঙ্ককে ৪ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। তৎপর লব্ধাঙ্ককে দণ্ডে এবং দণ্ডাঙ্ককে ৪ দিয়া ভাগ দিয়া লব্ধাঙ্ক বারে যোগ করিবে ও বারাঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্ক যথাক্রমে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পল হইবে।

অন্যবিধ—গত বর্ষাঙ্ককে ১০০৭ দিয়া গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ৮০০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগলব্ধ হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার, অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া পুনর্ব্বার ৮০০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দণ্ড, এইরূপ প্রণালীতে পলাদিও পাওয়া যায়। পরে উহার সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পলাদি যোগ করিলে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পলাদি স্থিরীকৃত হয়।

নিম্নোক্ত প্রকারেও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়। গতবর্ষাঙ্কে তাহার চতুর্থাংশ যোগ করিয়া বারস্থানে এবং ঐ গত বর্ষাঙ্ককে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগ লব্ধাঙ্ককে দণ্ডস্থানে এবং দেড়

গুণ করিয়া গুণফলকে পলস্থানে রাখিবে। পরে এই সকল বারাদির সহিত জন্মবারাদি যোগ করিলেই সেই সেই অঙ্কদ্বারা বর্ষপ্রবেশের বারাদি নির্ণীত হয়।

যে কয়টী নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল, এই সকল নিয়মেই বর্ষ-প্রবেশ গণনা করা যায়।

নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল, ইহাতে অতি সহজে বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যাইবে। ইহা দেখিলে অতি সহজে কোনরূপ গণনা না করিয়া বর্ষপ্রবেশের বার দণ্ডাদি জানিতে পারা যাইবে।

বয়স	বার	দণ্ড	পল	বিপল	বয়স	বার	দণ্ড	পল
১	১	১৫	৩৯	৩০	২০	৫	৩৫	১৫
২	২	৩১	৩	০	২৫	৪	১০	৩০
৩	৩	৪৬	৩৪	৩০	৩০	২	৪৫	৪৫
৪	৫	২	৬	০	৪০	১	২১	০
৫	৬	১৭	৩৭	৩০	৫০	৬	৫৬	১৫
৬	৭	৩২	৯	০	৬০	৫	৩১	৩০
৭	৯	৪৮	৪০	৩০	৭০	৪	৬	৪৫
৮	৩	৪	১২	০	৮০	১	৪২	০
৯	৪	১৯	৪৩	৩০	৯০	১	১৭	১৫
					১০৩	৬	৫২	৪০

উল্লিখিত তালিকায় বর্ষের অঙ্কের সংলগ্নে যে বার ও দণ্ডাদি লিখিত আছে, তাহাতে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে বর্ষ-প্রবেশবার ও দণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১০ ও ২০, ২০ ও ৩০, ৩০ ও ৪০, ইত্যাদি বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হইলে ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্নে যে অঙ্ক আছে, তাহাতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্ন অঙ্ক এবং জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে অভীষ্ট বয়সের বর্ষপ্রবেশবার ও দণ্ডাদি হইবে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কখন কখন জন্ম তারিখের পূর্ব্ব বা পর দিনে বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে।

উক্ত প্রণালী অনুসারে বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি নির্দ্ধারিত হইলে সেই সময় অবলম্বনপূর্ব্বক জন্মপত্রিকার অনুরূপ এক-খানি বর্ষপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বর্ষলগ্ন ও তাৎকালিক গ্রহস্ফুট সংস্থাপন করিবে। পরিশেষে জন্মকাল হইতে জাত-লগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে উক্ত লগ্ন-সঞ্চালন করিয়া তত অন্তর রাখিবে। ইহার কারণ এই বৃহস্পতি জীবকারক, এই নিমিত্ত উঁহার অপর একটী নাম জীব এবং মানবের জন্মলগ্নের উপর উঁহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, যে স্থানে উহা সরিয়া যাউক না কেন, ঐ লগ্ন উহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিবেই; সুতরাং প্রতি বৎসর বৃহস্পতি যেরূপ এক রাশি করিয়া সরে, জন্মলগ্নও সেইরূপ এক রাশি হইতে সরিয়া পর রাশিতে যায় এবং আজীবন কাল এই প্রকারে উভয়ের সমদূরতা রক্ষিত হয়। কিন্তু বৃহস্পতির কখন শীঘ্র কখন বক্রগতি; অতএব সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে জন্মকালে বৃহস্পতির স্ফুট রাশ্যাদি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্ত্তে জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির স্ফুট রাশ্যাদি নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে জাতলগ্ন সঞ্চালনপূর্ব্বক তত অন্তর সংস্থাপন করিবে এবং ঐ সঞ্চালিত লগ্নে শুভাশুভ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি অনুসারে বর্ষফল বিচার করিতে হইবে। বৃহস্পতির স্ফুট-অভাবে জন্মকালে বৃহস্পতি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্ত্তের জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে ঐ লগ্ন তত-রাশি অন্তর রাখিবে, অথবা বর্ষপ্রবেশকালে যত বয়স হইবে, জন্মলগ্ন তত রাশি সরাইয়া অতীত বয়সের অঙ্ক যে রাশিতে শেষ হইবে, তাহার পর রাশিতে উহা সংস্থাপন করিবে; অর্থাৎ একবর্ষ অতীত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে, দুইবর্ষ অতীত হইয়া তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় রাশিতে, এইরূপ নিয়মে জন্মলগ্নের সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার স্থূল-গণনায় যখন বর্ষপ্রবেশের পূর্ব্বে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া পররাশিতে কিংবা বক্রগতি দ্বারা পূর্ব্বরাশিতে গমন করে, তখন গণনার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। উক্তরূপ সঞ্চালিত জন্মলগ্নকে মুন্থা কহে।

একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উদাহরণ ১৭৭৩ শকে ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৭।৩৫ পল সময়ে ধনুর্লগ্নে কোন ব্যক্তির জন্ম হয়। ১৮০৪ শকের ৭ই আশ্বিনে ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। বর্ষতালিকা দৃষ্টে ঐ অতীত ৫১ বৎসরে—

	বার,	দণ্ড,	পল,	বিপল,	অনুপল,
৫০ বৎসর—	৬।	৫৬।	১৫।	১০।	০
১ বৎসর—	১।	১৫।	৩১।	৩।	২৪
৫১ বৎসর—	৮।	১১।	৪৭।	৪১।	২৪ হয়

উহাতে তাহার জন্মবার ও দণ্ডাদি ৫।১৭।৩৫ যোগ করিলে

১৩ বার ২৯ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল, ২৪ অনুপল হয়। কিন্তু বাবের অঙ্ক সাতের অপেক্ষা অধিক, অতএব ঐ অঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ৭ই আশ্বিন শুক্রবার ২৯ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল ২৪ অনুপল সময়ে তাহার বর্ষ-প্রবেশ হইয়াছিল। ঐ সময় গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তখন মীনরাশির পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়াছে। অতএব ঐ মীনরাশিই বর্ষলগ্ন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সময়ে ঐ ব্যক্তি ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার জন্মলগ্ন ধনু, ৫১ রাশি সরাইলে শেষ কুম্ভ হয় এবং তৎপর রাশি মীন, অতএব ৫২ বৎসর আরম্ভে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মীন রাশিতে তাহার জন্মলগ্ন সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৪ শকাব্দার আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া মিথুন রাশিতে ছিল, সুতরাং ঐরূপ জন্মলগ্ন সঞ্চালন করিলে গণনায় ব্যতিক্রম হয়। এস্থলে সূক্ষ্মগণনাব আবশ্যক। ঐ ব্যক্তির জন্মকালে বৃহস্পতি মকরের প্রায় ২২ অংশে অবস্থিত ছিল, এবং তাহার জন্মলগ্নস্ফুট ৮।১১।৫০, অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্ত্তের জন্মলগ্ন প্রায় ৪০ অংশ অন্তর। তাহার বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির স্ফুট ২।৮।৪০, অতএব উহা হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে ৪০ অংশ অন্তরে অর্থাৎ মেষরাশির ২৭ অংশে জন্মলগ্ন সঞ্চালিত।

এইরূপে প্রতিবৎসর জন্মলগ্নের সঞ্চার হয় বলিয়া জন্মরাশি হইতে গ্রহগোচরফল বিচার করা যায়। এক্ষণে ঐ সঞ্চালিত লগ্ন ও বর্ষলগ্ন হইতে যেরূপে বাৎসরিক শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়, তাহা অতিসংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

গ্রহগণ জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালেও শুভ হইলে শুভফলেব আধিক্য হয়। কিন্তু জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশ-কালে অশুভ হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। আর যদি জন্মকালে অশুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে শুভ হয়, তবে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বর্ষলগ্ন, জন্মলগ্ন, সঞ্চালিত জন্মলগ্ন ও জন্মরাশিতে শুভ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, অথবা তদধিপতি গ্রহগণ শুভ গৃহ-গত হইয়া শুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে সে বর্ষে বিবিধ প্রকার সুখ হয়, ইহার বিপরীতে অশুভ হইয়া থাকে।

জন্মলগ্ন বা জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশিতে অথবা জন্মকালে যে রাশিতে শনি কিংবা মঙ্গল ছিল, সেই রাশিতে, বর্ষলগ্ন কিংবা সঞ্চালিত জন্মলগ্ন হইলে সেই বর্ষে বিশেষতঃ ঐ লগ্নে যদি পাপ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে মানব পীড়াযুক্ত ও বিপদাপন্ন হয়।

জন্মকালীন অষ্টমস্থ পাপগ্রহ বর্ষলগ্নে থাকিলে বিশেষ অশুভ-ফল হইয়া থাকে। যদি বর্ষপ্রবেশের অল্পদিন পূর্ব্বে বা পরে পাপগ্রহগণ বক্রী হয় এবং বর্ষলগ্নে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই বর্ষে নানাবিধ কষ্ট ও ব্যাধি হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে চন্দ্র জন্মরাশিতে জন্মনক্ষত্রযুক্ত হইয়া বর্ষ-লগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশ গৃহ ভিন্ন অন্যগৃহে অবস্থান করিলে এবং তাহার প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সে বর্ষে বিবিধ শুভফল হইয়া থাকে। নচেৎ বিপরীত ফল হয়। বর্ষলগ্নাধিপতি, জন্মলগ্নাধিপতি, সঞ্চালিত জন্মলগ্নাধিপতি ও জন্মকালীন বলবান্ গ্রহগণ বর্ষপ্রবেশকালে নীচস্থ অথবা দুর্ব্বল হইলে রোগ, শোক ও অর্থনাশ হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে ধর্ম্মলগ্ন শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধনাগম, কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধননাশ হয়। জন্ম ও বর্ষলগ্নে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশে সঞ্চালিত লগ্ন হইলে অথবা উহাতে যদি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অশুভ হয়।

জন্ম ও বর্ষ এই উভয় লগ্ন হইতে উক্ত স্থান ভিন্ন অন্য কোন গৃহে জন্মলগ্ন সঞ্চালিত হইলে শুভফলের আধিক্য হয়। কিন্তু ঐ সঞ্চালিত লগ্ন জন্মলগ্ন হইতে শুভভাবস্থ হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে অশুভ গৃহগত হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হইয়া থাকে। আর যদি উহা জন্মলগ্ন হইতে অশুভভাবস্থ হইয়া বর্ষলগ্ন হইতে শুভগৃহগত হয়, তাহা হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে। সঞ্চালিত জন্মলগ্ন চতুর্থ কিংবা সপ্তম গৃহগত হইয়া যদি কোন শুভ গ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তভাবে অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন রবিযুক্ত হইলেও শুভ-ফললাভ হয়।

বর্ষলগ্নে জন্মলগ্নের সঞ্চার হইলে সম্মান, অপত্য, রাজপ্রসাদ ও ধনলাভ, প্রতাপবৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি এবং শত্রুনাশ হয়। দ্বিতীয় স্থানে হইলে সম্মান, যশ, অর্থ, বন্ধু, সুখ এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়। তৃতীয় স্থানে হইলে নিজ উৎসাহে ধন, যশ ও সুখলাভ, ধর্ম্মবৃদ্ধি, শরীরপুষ্টি এবং রাজসম্মান লাভ হয়। চতুর্থ স্থানে হইলে পীড়া, শত্রুভয়, স্বজনগণের সহিত কলহ, মনস্তাপ, জনাপবাদ ও মনঃকষ্ট হয়। পঞ্চম স্থানে হইলে আত্মজ, ধন ও রাজ-প্রসাদ লাভ, প্রতাপবৃদ্ধি এবং ধর্ম্মোন্নতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে হইলে শত্রুবৃদ্ধি, রোগ, চৌর বা রাজভয়, কার্য্য ও অর্থনাশ এবং দুর্বুদ্ধিবশতঃ অনুতাপ হয়। সপ্তম স্থানে হইলে পুত্র, কলত্র, মিত্র ও অর্থনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, কলহ, দূরযাত্রা এবং উৎসাহভঙ্গ হয়। অষ্টম স্থানে হইলে শত্রুভয়, ধর্ম্ম ও অর্থক্ষয়, বলহানি, রোগ, শোক, বিপদ বা মৃত্যু হয়। নবম স্থানে হইলে অর্থপ্রাপ্তি,

ধর্ম্মোন্নতি, পুত্র, কলত্র, বন্ধু, যশোলাভ এবং ভাগ্যোদয় হয়। দশম স্থানে হইলে সৌভাগ্য, পদ ও কীর্ত্তি লাভ এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। একাদশ স্থানে হইলে মনস্তুষ্টি, স্বাস্থ্য, সন্মিত্র, পুত্র, রাজাশ্রয়, হর্ষবৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও বাহনাদি লাভ হয়। দ্বাদশ স্থানে হইলে ব্যয়াধিক্য, ঋণ বা কারাবাস, রোগ, সজ্জনের সহিত কলহ ও গুপ্তশত্রু বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শত্রু হইতে অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা।

জন্মকালে গ্রহগণ তন্বাদি দ্বাদশ ভাবস্থ হইয়া যে সকল ফল উৎপন্ন করে, বর্ষপ্রবেশকালেও উহারা সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শুভগ্রহগণ কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে রবি ও মঙ্গল উপচয়ে, এবং শনি, তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে থাকিলে শুভফলপ্রদ হয়।

বর্ষলগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশি দ্বারা দ্বাদশ মাসের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে যে গ্রহ বর্ষলগ্নে থাকে, অথবা বর্ষলগ্নকে দৃষ্টি করে, প্রথম মাসে তদ্দত্ত ফলভোগ হইয়া থাকে। এইরূপ যে যে গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গৃহে থাকে, অথবা সেই সকল গৃহকে দৃষ্টি করে, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি মাসে সেই সমস্ত গ্রহদত্ত ফল হইয়া থাকে। যে গৃহে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, সেই মাসে সেই গৃহাধিপতির স্থিতি ও শুভাশুভ সম্বন্ধ অনুযায়ী ফল হয়।

বর্ষলগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহের যে যে গৃহে মঙ্গল ও শনি থাকে, সেই সংখ্যক মাসে পীড়া বা মনঃকষ্ট হয়। জন্মকালীন চন্দ্র হইতে গ্রহদত্ত শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ বর্ষ রিষ্টদায়ক। তন্মধ্যে যদি কোন বর্ষে বর্ষলগ্ন, সঞ্চালিত জন্মলগ্ন ও তাহাদের অধিপতিগণ পাপযুক্ত বা দৃষ্ট কিংবা অশুভ গৃহগত হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে মৃত্যু হইবার সাম্ভবনা।

বর্ষাধিপানয়ন—বর্ষপ্রবেশে বর্ষের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা স্থির করিয়া তবে ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। বর্ষাধিপ স্থির করিতে হইলে ত্রিরাশিপতি কোন্ কোন্ গ্রহ, এবং তাহার মধ্যে কোন্ গ্রহ বলবান্, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। যখন দিবাভাগে বর্ষপ্রবেশ হয়, তখন বর্ষপ্রবেশলগ্ন মেষ হইলে রবি, বৃষ হইলে শুক্র, মিথুন হইলে শনি, কর্কট হইলে শুক্র, সিংহ হইলে বৃহস্পতি, কন্যা হইলে চন্দ্র, তুলা হইলে বুধ ও বৃশ্চিক হইলে মঙ্গল ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে। রাত্রিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে বর্ষপ্রবেশ লগ্ন যদি মেষ হয়, তাহা হইলে বৃহস্পতি, এবং বৃষ বর্ষপ্রবেশ লগ্ন হইলে চন্দ্র, মিথুন হইলে চন্দ্র, কর্কট হইলে মঙ্গল, সিংহ হইলে রবি, কন্যা হইলে শুক্র, তুলা হইলে শনি এবং বৃশ্চিক হইলে শুক্র ত্রিরাশিপতি হয়।

দিবা বা রাত্রিকালে বর্ষপ্রবেশ হইলে ধনুর শনি, মকরের মঙ্গল, কুম্ভের বৃহস্পতি এবং মীনের চন্দ্র ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নের অধিপতি, বর্ষপ্রবেশলগ্নের অধিপতি, মুন্থাধিপতি ও ত্রিরাশিপতি, দিবাতে বর্ষপ্রবেশ হইলে সূর্য্যভোগ্য রাশির অধিপতি ও রাত্রিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে চন্দ্রভোগ্য রাশির অধিপতি এই পাঁচটী গ্রহদ্বারা বর্ষাধিপতির বিচার করিতে হয়।

এই পাঁচ গ্রহের মধ্যে পঞ্চবর্গী বলদ্বারা বলবান্ হইয়া যে গ্রহ লগ্নকে দৃষ্টি করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। যে গ্রহ লগ্নকে দৃষ্টি না করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হয় না। উক্ত পঞ্চগ্রহ তুল্যবলী হইলে যে গ্রহের দৃষ্টি অধিক, সেই গ্রহই বর্ষাধিপতি হয়। উক্ত পাঁচ গ্রহ হীনবল হইয়া যদি সমান দৃষ্টি করে, তাহা হইলে মুন্থাধিপতি গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। আর উক্ত পঞ্চগ্রহই যদি লগ্নকে দৃষ্টি না করে, তাহা হইলে বলাধিক গ্রহ বর্ষপতি হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, বল ও দৃষ্টির সমানতা ও অভাব হইলে দিবাতে সূর্য্যভোগ্য রাশি রাশিপতি ও রাত্রিতে চন্দ্রভোগ্য রাশিপতি বর্ষাধিপতি হয়।

বর্ষপ্রবেশে ষোড়শ প্রকার যোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল যোগদ্বারা শুভাশুভ স্থির করা যায়। যোগ সকলের নাম যথা—১ ইক্কবাল যোগ, ২ ইন্দুবার যোগ, ৩ ইত্থশাল যোগ ৪ ঈশরাফ যোগ, ৫ নক্তযোগ, ৭ যময়াযোগ, ৮ মন্নুর্ড যোগ, ৯ কম্বূলযোগ, ১০ গৌরিকবুলযোগ, ১১ খল্লাসরযোগ, ১২ রদ্দ-যোগ, ১৩ দুকালিকুথযোগ, ১৪ দুত্থোত্থদবীরযোগ, ১৫ তম্বীর-যোগ, ১৬ কুত্থযোগ, মতান্তরে দুরফযোগ।

এই সকল যোগের বিশেষ বিবরণ নীলকণ্ঠোক্ত তাজিকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল যোগ নির্ণয় করিয়া সহম স্থির করিতে হয়। সহমও ৫০ প্রকার, তৎপরে বর্ষপ্রবেশের দশা নিরূপণ করিয়া ফলাফল স্থির করিতে হয়। বর্ষপ্রবেশে বর্ষকুণ্ডলী ও জন্মকুণ্ডলী এই উভয় দেখিয়া ফল স্থির করা আবশ্যক, কেবল বর্ষকুণ্ডলী দেখিয়া ফল নির্ণয় করিলে তাহা মিলিবে না, জন্মকুণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হইবে। (নীলকণ্ঠতাজিক)

বর্ষপ্রাবন্ (ত্রি) অত্যধিক বৃষ্টিপাত। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৬।৬১৩।১)

বর্ষপ্রিয় (পুং) বর্ষো বর্ষণং প্রিয়ং যস্য। চাতকপক্ষী। (ত্রিকা°)

বর্ষফল (ক্লী) বৎসরের ফলাফল। [বর্ষ ও সম্বৎসর দেখ।]

বর্ষভুজ্ (পুং) খণ্ডমণ্ডলপতি। পৃথক্ পৃথক্ জনপদের অধীশ্বর। (ভাগবত ১০।৮৭।২৮)

বর্ষমর্য্যাদাগিরি (পুং) বর্ষসমূহের সীমাপর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

বর্ষমাত্র (অব্য) এক বৎসর।

বর্ষমেদস্ (পুং) বৃষ্টিরসার। (অথর্ব্ব ১২।১।৪২)

বর্ষবর (পুং) বরতীতি বর আবরণে অচ্, বর্ষস্য রেতো বর্ষণস্য বর আবরকঃ। ষণ্ড, চলিত খোজা।

"নষ্টং বর্ষবরৈর্ম্মনুষ্যগণনভাবাদপস্য ত্রপা-
মন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ।"
(রত্নাবলী ২ অধ্যায়)

বর্ষবর্দ্ধন (ক্লী) বয়সের বৃদ্ধি।

বর্ষবৃদ্ধ (ত্রি) বয়োবৃদ্ধ। যিনি বয়সে বড়।

বর্ষবৃদ্ধি (স্ত্রী) বর্ষস্য বৃদ্ধিরাধিক্যং যত্র। জন্মতিথি। [বিশেষ বিবরণ জন্মতিথি শব্দে দেখ] ২ বয়োবৃদ্ধি।

বর্ষশত (ক্লী) শতাব্দ।

বর্ষশতাধিক (ত্রি) শতাব্দেরও অধিক।

বর্ষসহস্র (ত্রি) সহস্র বৎসর।

বর্ষা (স্ত্রী) বর্ষো বর্ষণমস্ত্যাস্য ইতি বর্ষ অর্শআদিত্বাদচ্, টাপ্, যদ্বা ব্রিয়ন্তে ইতি (বৃত্ বর্দ্ধীতি। উণ্ ৩।৬২) ইতি সঃ, ততষ্টাপ্। স্বনামখ্যাত ঋতু। পর্য্যায়—প্রাবৃট্, ঘনকাল, জলার্ণব, প্রবৃট্, মেঘাগম, ঘনাগম, ঘনাকর। (শব্দরত্না০) সৌরশ্রাবণ ও সৌর-ভাদ্র এই মাস দ্বয়াত্মককালই বর্ষাকাল। "নভাশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতুঃ" (মলমাসতত্ত্বধৃত শ্রুতি) এই বর্ষাকাল দক্ষিণায়ন, ইহা দেবতাদিগের রাত্রি।

আষাঢ়াদি মাস চতুষ্টয়াত্মক কালকেও বর্ষা কহে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। চাতুর্ম্মাস্য বিধানস্থলে আষাঢ় মাস হইতে এই ব্রতের বিধান আছে, এবং এই চারি মাস বর্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্যব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কটসংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥ (বরাহপু০)
চতুর্ধাপি চ তচ্চীর্ণং চাতুর্ম্মাস্যং ব্রতং নরঃ।
কার্ত্তিক্যাং শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং তৎ সমাপয়েৎ॥
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি।
মধুস্বরো ভবেন্নিত্যং নরো গুড়বিবর্জ্জনাৎ॥
একরাত্রং বসেদ্‌গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোর্ষস্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরোবসেৎ॥" (মৎস্যপু০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বর্ষা ঋতু শীতল, বিদাহ-পাকজনক, মন্দাগ্নিকারক এবং বায়ুবর্দ্ধক। বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয় হয় এবং বায়ু প্রবল হয়, অতএব ঐ বায়ু শান্তির নিমিত্ত মধুর, অম্ল ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন করা কর্ত্তব্য। এই সময় শরীর ক্লিন্ন হয়, এই ক্লিন্নতা নিবা-রণের জন্য কটু, তিক্ত ও কষায়রস সেবন করা বিধেয়।

বর্ষাকালে স্বেদকর দ্রব্য সেবন, অঙ্গমর্দ্দন, দধি, উষ্ণদ্রব্য, জাঙ্গলমাংস, গোধূম, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মাষকলায়, কূপোদ্ভব জল ও চুতফল সেবনীয়। পূর্ব্বদিগ্‌ভব বায়ু, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম, পরিশ্রম, নদীতীরে গমন, দিবানিদ্রা, রুক্ষদ্রব্য ও নিত্যমৈথুন এই সকল বর্জ্জনীয়।

ঘৃত, মধুর, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, লঘুপাক দ্রব্য, দুগ্ধ, স্বচ্ছ অথচ শুক্লবর্ণ ইক্ষুবিকার, লবণ, অল্প পরিমাণে জাঙ্গল-মাংস, গোধূম, যব, মুগ, শালিতণ্ডুল, কর্পূর, রক্তচন্দন, রাত্রির প্রথমভাগের চন্দ্রকিরণ, মাল্যধারণ, নির্ম্মলবস্ত্র পরিধান, ব্যায়ামরাহিত্য, সুহৃদ্ব্যক্তিগণের সহিত মধুর আলাপ, সরোবরে জলক্রীড়া এবং পিত্তাধিক ব্যক্তির বিরেচন ও বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বর্ষার অবসানসময়ে হিত-জনক। দধি, ব্যায়াম, অম্ল দ্রব্য, কটু দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, দিবা নিদ্রা, হিম এবং রৌদ্র, এই সকল বর্ষা অবসানে বর্জ্জনীয়। (ভাবপ্র০)

বাভটে লিখিত আছে যে, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকাল দক্ষি-ণায়ন, ইহা দিন দিন লোককে বল বিসর্জ্জন অর্থাৎ বল দান করে বলিয়া ইহাকে বিসর্গকাল কহে। এই কালে চন্দ্র বলবান্ ও রবি হীনবলা হয়, আর শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ুযোগে মহীতলের তাপ শান্ত হইয়া থাকে। এই জন্য দ্রব্য সকল স্নেহযুক্ত হয়। অম্ল, লবণ ও মধুর রস প্রবল হয়। বর্ষায় অম্ল, শরতে লবণ এবং হেমন্তে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে কালধর্ম্মবশে মানবের অগ্নিতেজ মান্দ্য হয়। ইহাতে শরীর গ্লানিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তখন আকাশ জল-ভারাবনত ও জলদজালে ব্যাপ্ত হওয়ায় সহসা শীতল তুষারসিক্ত পবনে, ভূতলোত্থিত বাষ্পে ও অম্ল বিপাকবারিতে এবং অগ্নির মন্দতাবশতঃ বাত, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হয়। বাত, পিত্ত ও কফ এইরূপে পরস্পরকে দূষিত করে বলিয়া পাচকাগ্নি ক্ষীণ হয়। এই কালে সাধারণতঃ এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, যাহা পাচকাগ্নির উত্তেজক। এই কালে শরীর শোধন করিয়া নেহবস্তি, পুরাতন ধান্য, সুসংস্কৃত মাংসরস, জাঙ্গল-মাংস, মুদ্গাদির যূষ, পুরাতন মধু ও অরিষ্ট, সৌবর্চ্চলযুক্ত মস্ত (দধির মাত) বা পঞ্চকোলচূর্ণ এবং আকাশ জল, কূপজল বা অগ্নিসিদ্ধ জল সেবন করিবে। অতিশয় দুর্দ্দিনে তীক্ষ্ণ, অম্ল, লবণ ও স্নেহ সেবন, শুষ্ক ও লঘু ভোজন এবং মধু পান করিবে।

বর্ষাকালে পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই সময় সুগন্ধি সেবন ও ধূপিত বসন পরিধান এবং বাষ্পশীত শীকর বর্জ্জিত

হর্ম্যপৃষ্ঠে বাস প্রশস্ত। নদীজল, উদমন্থ (ঘৃত প্রক্ষেপ সহ-যোগে জলসিক্ত শক্তু দ্বারা যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তাহাকে উদমন্থ কহে) দিবানিদ্রা, পরিশ্রম ও আতপ পরিহার কর্ত্তব্য।

(বাভট সূত্রস্থা০ ৩ অ০)

* বর্ষকালে এই সকল বৈদ্যকোক্ত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলে ব্যাধির প্রকোপ হয় না, শরীর সুস্থ থাকে।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, এই কালে দিবারাত্রির মধ্যেও সংবৎসরের ন্যায় শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাদির মত ছয় ঋতুর লক্ষণ এবং সন্ধ্যাকালে বর্ষাঋতুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই জন্য বর্ষাকালের নিষিদ্ধ দ্রব্য সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না।

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, বর্ষা বর্ণন করিতে হইলে শিখী, স্ময়, হংসাগম, পঙ্ক, কন্দল, উদ্ভেদ, জাতী, কদম্ব, কেতক, ঝঞ্ঝানিল, নিম্নগা ও হলিপ্রীতি এই সকল বর্ণন করিতে হয়।

"বর্ষাসু ঘনশিখিস্ময়হংসাগমাঃ পঙ্ককন্দলোদ্ভেদৌ।
জাতী কদম্বকেতকঝঞ্ঝানিলনিম্নগাহলিপ্রীতিঃ॥" (কবিকল্পলতা)
"পত্রী কূজতি কাননে চ সরসী ম্লানাম্বুপূর্ণা তথা
হংসা মানসমাত্রজন্তি কমলান্যম্লানতাং যান্তি চ।
গর্জ্জন্মেঘমহেন্দ্রকন্দরদরী শস্যাবৃতা শ্যামলা
ভাত্যেবং পবনস্য কোপনকরো বর্ষাঋতুঃ শোভিতঃ॥"

(হারীত ১।৪ অ০)

এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, 'দারাদেনিত্যং' এই সূত্রানুসারে দার, অপ্, বর্ষা, এই তিন শব্দ নিত্য বহুবচন, এই সকল শব্দের উত্তর একবচন বা দ্বিবচন হয় না।

বর্ষাংশ[ক] (পুং) বর্ষস্য বৎসরস্য অংশঃ। মাস। (ত্রিকা০)

বর্ষাকাল (পুং) বর্ষাঋতু। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসদ্বয় বর্ষা।

বর্ষাকালীন (ত্রি) বর্ষাসময়োপযোগী।

বর্ষাগম (পুং) বর্ষারম্ভ। বৃষ্টিপাত।

বর্ষাঘোষ (পুং) বর্ষাসু ঘোষো মহান্ শব্দোহস্য। মহামণ্ডূক।

বর্ষাঙ্গ (পুং) বর্ষস্য বৎসরস্য অঙ্গমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মাস। (হারাবলী)

বর্ষাঙ্গী (স্ত্রী) বর্ষাসু অঙ্গং যস্যাঃ তত্র জাতাঙ্কুরদর্শনাৎ তস্যা-স্তথাত্বম্। পুনর্নবা। (শব্দরত্নাবলী) ইহার বিস্তৃত বিবরণ পুনর্নবা শব্দে দ্রষ্টব্য।

বর্ষাচর* (ত্রি) বর্ষায় বিচরণকারী। 'বর্ষাচরোহস্ত ভূতকঃ'

(ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বর্ষাজ্য (ত্রি) বর্ষাকালোৎপন্ন ঘৃত সম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ১২।১।৪৭)

বর্ষাৎ (হিন্দি) বর্ষাকাল।

বর্ষাতি (ত্রি) ১ বর্ষাকাল-সম্বন্ধীয়। ২ বর্ষাকালে পরিধেয় পরিচ্ছদভেদ। ৩ গবাশ্বাদির বর্ষাজনিত রোগবিশেষ।

বর্ষাধিপ (পুং) বর্ষাণামধিপঃ ৬তৎপুরুষঃ। ১ বর্ষসমূহের অধিপতি। [বর্ষ দেখ।]

২ বর্ষাধিপ গ্রহগণ। এক এক নব বর্ষে এক একটী গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকেন। গ্রহানুসারে বর্ষের ফলাফল স্থির করিতে হয়। এই বর্ষফলাফলের উপরই পৃথিবীর মঙ্গলা-মঙ্গল নির্ভর করে।

বরাহমিহির এ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, সূর্য্য যে বার বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি বা দিনাধিপতি হন, সে বার পৃথিবীর সর্ব্বত্র অল্প শস্য হয়। বনবিভাগ বুভুক্ষু দংষ্ট্রিগণে পূর্ণ হইয়া উঠে, নদীগণ প্রচুর বারিক্ষরণ করে না, পীড়ায় প্রযুক্ত ঔষধ সকল তাদৃশ বলকারক হয় না। শীতকালেও সূর্য্য প্রখর তাপ দিয়া থাকেন। পর্ব্বতোপম মেঘগুলি বেশী বর্ষণ করে না, আকাশের নক্ষত্ররাজি, এমন কি স্বয়ং চন্দ্রমা পর্য্যন্ত দীপ্তিহীন হইয়া উঠে, গো ও তাপসকুল বিষাদগ্রস্ত হয় এবং হস্তী, অশ্ব, পদাতি প্রভৃতি বলবাহনযুত নরপতিগণ অনুচর সহচর সমভি-ব্যাহারে বহু বাণ, ধনু ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশধ্বংসে প্রবৃত্ত হন।

চন্দ্র বর্ষাধিপ হইলে, প্রচলিত পর্ব্বতোপম মেঘদল, কৃষ্ণসর্প, কজ্জল, ভ্রমর বা মহিষবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল ছাইয়া ফেলে, লোকের উৎকণ্ঠাসূচক গভীর শব্দে অখিল দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠে। নির্ম্মল সলিলে পৃথিবী পূরিত হয়। সরোবর সকল পদ্ম, উৎপল ও কুমুদমালায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। উপবনস্থ দ্রুমদল প্রফুল্ল হয় ও ভ্রমর ঝঙ্কার করে। গাভী সকল প্রচুর দুগ্ধ-বতী হয়, সুন্দরী কামিনীরা অনুরাগভরে নিয়ত পুরুষসঙ্গ করে। পৃথিবী গোধূম, শালি, যব, শ্রেষ্ঠ ধান্য ও ইক্ষুশালিনী হইয়া নানা নগর ও চৈত্যসমূহে শোভিত, পবিত্র হোম ধ্বনিতে পূর্ণ এবং নরপতিগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া থাকে।

মঙ্গল বর্ষাধিপতি হইলে পবনোদ্ধৃত প্রাপ্তবহ্নি,—গ্রাম, বন ও নগর দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়, পৃথিবীতে মর্ত্ত্যবর্গ দস্যুগণে আহত ও নিঃস্ব হইয়া হাহাকার করিয়া বিচরণ করে, পশুকুল নির্ম্মূল হয়, মেঘদল শূন্যে অভ্যুন্নত ও সংহত মূর্ত্তি হইয়াও কোথাও প্রচুর জল বর্ষণ করে না, পক্বপ্রায় শস্য শোষ প্রাপ্ত হয় এবং কোনরূপে নিষ্পন্ন হইলেও অবিনয় বশে অপর ব্যক্তিরা তাহা হরণ করিয়া লয়। মঙ্গলের সংবৎসরে নৃপতিগণের চিত্ত প্রজা-পালনে তাদৃশ অনুরক্ত হয় না। পিত্তজাত রোগের প্রাচুর্য্য হয়। ভুজঙ্গগণের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এইরূপে প্রজাবর্গ শস্যহীন, বিপন্ন ও উপহত হইয়া উঠে।

বুধ বর্ষাধিপতি হইলে, মায়া, ইন্দ্রজাল ও কুহককারী নাগর-গণ এবং গান্ধর্ব্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্গণের বৃদ্ধি হয়

নরপতিরা পরস্পর প্রীতিকামনায় অদ্ভুত দর্শন ও তুষ্টিকর দ্রব্য সকল পরস্পরকে দান করিতে অভিলাষী হন। কর্ত্তা ও ত্রয়ী-শাস্ত্র জগতে অবিকল ও সত্য থাকে। কাহারও বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট এবং কেহ কেহ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে পরম পদ লাভে চেষ্টিত হয়। বুধগ্রহের নিজবর্ষ ও মাসে এইরূপে পৃথিবী হাস্যজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু জল ও পর্ব্বতবাসিগণের তৃপ্তি ও পৃথিবীতে ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন।

বৃহস্পতি বর্ষাধিপতি হইলে, যজ্ঞোচ্চারিত বিপুল আকাশ-গামী বেদধ্বনি যজ্ঞদ্রোহিগণের মন বিদীর্ণ করিয়া, দ্বিজবর ও যজ্ঞাংশভাগীদিগের হৃদয়ানন্দকররূপে ভ্রমণ করে। ক্ষিতি উত্তম শস্যবতী, অনেক হস্তী, অশ্ব, চতুরঙ্গ সেনা, মহাধন, গোকুল ও ধনশালিনী হইয়া নরপতিগণে পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জনগণ স্বর্গীয় লোকের ন্যায় স্পর্দ্ধার সহিত বিরাজ করে। গগনোন্নত বিবিধ বর্ণের পয়োদগণ তৃপ্তিকর জল দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করিতে থাকে। সুরগুরু বৃহস্পতির শুভবর্ষে এইরূপে পৃথিবী বহু শস্যযুতা ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে।

শুক্র বর্ষাধিপতি হইলে, ধরাধর তুল্য জলদপটল বারিধারা বর্ষণ করিতে থাকে। তাহাতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়, তড়াগ সুন্দর সরোরুহজালে আকীর্ণ হয়। পৃথিবী নবালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উজ্জ্বলাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পায় এবং বহু শালী ও ইক্ষু উৎপাদন করে। ভূপতিগণের জয়শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল ধ্বনিত হয়। শত্রুদল বিধ্বস্ত হয়, রাজগণ দুষ্ট দমন ও শিষ্ট-পালন করিয়া নগর ও আকর সহ সমুদায় পৃথিবী পালন করিতে থাকেন। বসন্ত ঋতুতে মানবগণ কামিনীগণসহ পুনঃ পুনঃ মধুপান করিয়া বেণু বীণা সহ বার বার শ্রবণমধুর গান গাইতে থাকে এবং অতিথি সুহৃৎ ও স্বজনগণসহ একত্র অন্নভোজন করে। শুক্রের বর্ষে এইরূপে মঙ্গলপ্রাধান্যই সূচিত হয়।

শনি বর্ষাধিপতি হইলে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের উপদ্রবে ও বহু সংগ্রামে রাজ্য সকল আকুল হইয়া উঠে, অনেক ধর্ম্ম ও পশু নষ্ট হইয়া নরগণ বন্ধুজন বিয়োগে অতিশয় রোদন করিতে থাকে। ক্ষুধা ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে মানুষ আকুল হইয়া পড়ে। অন্তরীক্ষে বায়ু বিক্ষিপ্ত মেঘ আর দেখা যায় না। ধরাতলে একটী পল্লব ও অক্ষত বা অকম্প অবস্থায় থাকে না। আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ অত্যধিক ধূলিপতনে ঢাকিয়া ফেলে। জলাশয় জলহীন এবং সরিৎ সকল ক্ষীণস্রোত হইয়া পড়ে। কোথাও জলাভাবে শস্য সকল নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও বা জলসিক্ত ভূভাগে উহারা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিবাকর-বংশধর শনির বর্ষে ইন্দ্র পঞ্চশস্যপ্রদ জল বর্ষণ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ যে গ্রহ ক্ষুদ্র, অপটুকিরণ, নীচগামী বা অন্যদ্বারা বিজিত হন, তিনি সকল ফল ও পুষ্টিদাতা হইতে পারেন না। অশুভগ্রহ বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি হইলে তাহার মাসজাত ফলের বৃদ্ধি হয়, অন্যথা শুভফল ও ম্লাপ্য হইয়া থাকে।

(বৃহৎসং ১৯।অঃ)

বর্ষাধৃত (ত্রি) বর্ষাকালে লব্ধ। বর্ষাপ্রাপ্ত। (কাত্যা°শ্রৌ° ৪।৬।১৮)

বর্ষাপ্রভঞ্জন (পুং) ঝটিকা।

বর্ষাপ্রিয় (পুং) চাতকপক্ষী। (ত্রিকা°)

বর্ষাবীজ (ক্লী) মেঘ।

বর্ষাভ (দেশজ) ভেক।

বর্ষাভব (পুং) বর্ষাসু ভবতীতি ভূ-অচ্ বর্ষাসু ভব উৎপত্তির্যস্য বা। রক্তপুনর্নবা। ২ পুনর্নবা। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বর্ষায় উৎপন্ন মাত্র।

বর্ষাভূ (পুং স্ত্রী) বর্ষাসু, ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ১ ভেক।
"মণ্ডূকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দ্দদুরো হরিঃ।" (ভাবপ্র°পূঃ)
২ ইন্দ্রগোপ। (রাজনি°) ৩ ভূলতা। (মেদিনী) (স্ত্রী) ৪ রক্ত পুনর্নবা। (পর্য্যায়মুক্তাবলী) ৫ শ্বেতপুনর্নবা। (চক্রদ°) ৭ পুনর্নবা। "তিলপর্ণিকা বর্ষাভূ চিত্রমূলকপোতিকালস্থন-পলাণ্ডুকলায়প্রভৃতীনি।" (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ) ৭ ভেকী। (ভরতধৃত রসরত্নাকর) (ত্রি) ৮ বর্ষাজাত মাত্র।

বর্ষাভূশাক (পুং) পুনর্নবা শাক, চলিত শ্বেতপুণ্যা শাক। মরাঠী—ঘেণ্টুল, কণাড়ী,—বেল্লড়কিলু। ইহার গুণ—কফ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতহর, রুক্ষজ্বর এবং গুল্ম, প্লীহা ও শূলনাশক।

বর্ষাভ্বী (স্ত্রী) বর্ষাভূ-ঙীপ্। ১ ভেকী। ২ পুনর্নবা।

বর্ষামদ (পুং) বর্ষাসু মাদ্যতি ইতি মদ-অচ্। ময়ূর।

বর্ষাম্বু (ক্লী) বৃষ্টিজল।

বর্ষাম্বুপ্রবাহ (পুং) বর্ষাজলসঞ্চয়ার্থ জলধারা।

বর্ষাম্ভঃপারণব্রত (পুং) বর্ষাম্ভো বৃষ্টিজলং তস্য পারণং উপ-বাসান্তে পানং ব্রতমিব ব্রতং যস্য। চাতকপক্ষী।

বর্ষাযুত (ক্লী) অযুত বৎসর।

বর্ষারাত্র (পুং) বর্ষাণাং রাত্রিঃ ততঃ সমাসান্তোঽচ্। ১ বর্ষা-কালীন রাত্রি। ২ বর্ষাঋতু।

বর্ষার্চ্চিস্ (পুং) বর্ষাসু অর্চ্চির্দীপ্তিরস্য। মঙ্গলগ্রহ। (শব্দরত্না°)

বর্ষাল (পুং) পূক্কা, চলিত পিড়িং। (বৈদ্যকনি°)

বর্ষালঙ্কায়িকা (স্ত্রী) পূক্কা, পিড়িং শাক। (ভরত)

বর্ষালী, পাণিনীয় উর্যাদিগণোদ্ধৃত একটী শব্দ। (পা ১।৪।৬১)

বর্ষাবৎ (ত্রি) বর্ষাসদৃশ।

বর্ষাবতী (স্ত্রী) ভূকীটবিশেষ, চলিত ইন্দ্রগোপ কীট। ২ ভেক-পত্নী। ৩ পুনর্নবা। (অমরমালা)

বর্ষাবসান (পুং) বর্ষাণামবসানমত্র। ১ শরৎকাল। (রাজনি°) ২ (ক্লী) বর্ষাশেষ।

বর্ষাশাটী (স্ত্রী) বর্ষাঋতুতে বৌদ্ধদিগের পরিধেয় বাসভেদ।

বর্ষাশরদৌ (স্ত্রী) বর্ষা ও শরৎ কাল।

বর্ষাসময় (পুং) বর্ষাকাল।

বর্ষাসুজ (ত্রি) বর্ষাকালজাত। (পা ৬।৩।১ বার্ত্তিক)

বর্ষাহিক (পুং) বিষবিহীন সর্পভেদ। (সুশ্রুত কল্প° ৪ অঃ)

বর্ষাহ্ (স্ত্রী) বর্ষাভূ। ভেকী। (বাজসনেয়সং ২৪।৩৮)

বর্ষাহ্বা (স্ত্রী) পুনর্নবা। (চক্রদ°)

বর্ষিক (ত্রি) ১ বর্ষাসম্বন্ধীয়। ২ বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষা ও বর্ষ এই উভয় শব্দের উত্তরই ষ্ণিক্ প্রত্যয় করিলে 'বর্ষিক' পদ সিদ্ধ হয়।

বর্ষিত (ক্লী) বৃষ্টি।

বর্ষিতৃ (ত্রি) বর্ষণকর্ত্তা (নিরুক্ত ৪।৮)

বর্ষিতা (স্ত্রী) বর্ষিন্ ভাবে তল্ ততষ্টাপ্। বর্ষণকর্ত্তা।

বর্ষিন্ (ত্রি) বর্ষণকারী। স্রাবিন্।

বর্ষিমন্ (পুং) বৃদ্ধের ভাব। দীর্ঘজীবিত্ব। (শুক্লযজু° ১৮।৪)

বর্ষিষ্ঠ (ত্রি) ১ অতিশয় বৃদ্ধ। (ঋক্ ৫।৭।১) 'অয়মনয়োরতিশয়েন বৃদ্ধঃ' এই অর্থে বৃদ্ধ স্থানে বর্ষ আদেশ করিয়া পরে ইষ্ঠ প্রত্যয়ে 'বর্ষিষ্ঠ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ২ অত্যন্ত বলবান্।

বর্ষিষ্ঠক্ষত্র (ত্রি) ১ অতিশয় ক্ষমতা বা শক্তিশালী। ২ মিত্রাবরুণ। (ঋক্ ৮।৯০।১)

বর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বর্ষীণ (ত্রি) বর্ষণসম্বন্ধীয়। (পা ৫।১।৮৬)

বর্ষীয় (ত্রি) বৎসর বা বয়সসম্বন্ধীয়।

বর্ষীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বৃদ্ধঃ; বৃদ্ধ ইয়সুন্ ততো বর্ষাদেশঃ। অতি বৃদ্ধ। পর্য্যায়—দশমী, জ্যায়ান্। (অমর)

"ক্ষিয়তে বিষয়ৈঃ প্রায়ো বর্ষীয়ানপি মাদৃশঃ।"

(ভারবি ১১ সঃ)

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালক, তাহার পর তরুণ বা যুবক। তৎপরে সপ্ততি বর্ষের পর বৃদ্ধ এবং নবতির পর বর্ষীয়ান্ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে হয়।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্ বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥" (স্মৃতি)

বর্ষু (ত্রি) বর্ষপ্রভব তৃণাদি, বর্ষাকালোৎপন্ন।

"বর্ষো বর্ষীয়সি যজ্ঞে যজ্ঞপতিং" (শুক্লযজু° ৬।১১)

'বর্ষো বর্ষাস্বুৎপন্নং বর্ষুঃ তৎসম্বোধনং বর্ষো বর্ষপ্রভব হে তৃণ'

(বেদদীপ)

বর্ষুক (ত্রি) বর্ষতি তচ্ছীল ইতি বৃষ-(লষ-পতপদস্থাভূ-বৃষ-হন-কম-গম-শৃভ্য উকঞ্। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। বর্ষণকর্ত্তা, বর্ষণকারী, বর্ষণশীল।

"জগ্মুঃ প্রসাদং দ্বিজমানসানি তৌর্বর্ষুকা পুষ্পচয়ং বভূব।
নির্ব্যাজমিজ্যা বয়ৃতে বচশ্চ ভূয়ো বভাষে মুনিনা কুমারঃ॥"

(ভট্টি ১।১৩৭)

বর্ষুকাব্দ (পুং) বর্ষুকশ্চাসৌ অব্দশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। বর্ষণশীল মেঘ। যে মেঘ হইতে বৃষ্টি পতন হইতেছে। (জটাধর)

বর্ষেজ (ত্রি) বর্ষে জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অলুক্। ১ বর্ষাকালজাত। ২ বৎসরজাত।

বর্ষেশ (পুং) বর্ষস্য ঈশঃ। বর্ষাধিপ, বৎসরের অধিপতি।

বর্ষোপল (পুং) বর্ষাণামুপলঃ। মেঘজাত শিলা, করক।

"বর্ষোপলবজ্জাতং বায়ুস্কন্ধাচ্চ সপ্তমাদ্ভ্রষ্টং।
হ্রিয়তে কিল খাদ্দিব্যোস্তড়িৎপ্রভং মেঘসম্ভূতম্॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮১।২৪

বর্ষোঘ (পুং) ঝড়। প্রভঞ্জন।

বর্ষ্ট্র (ত্রি) বৃষ্টিকারী। "জাতি বীজং বর্ষ্টা পর্জন্যঃ পক্তা শস্যম্।"

(তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।২০।১)

বর্ষ্ম (ক্লী) শরীর। (ত্রিকাণ্ডশে°) "বর্ষ্মো হস্মি সমানানাম্।"

(পারস্করগৃহ্য ১।৩)

বর্ষ্মন্ (ক্লী) বর্ষতি বৃষ্যতে বেতি বৃষ মনিন্। শরীর।

"দদর্শ চ সমীপেহস্য পিশাচানাং শতৈর্বৃতং।
কাণভূতিং পিশাচং তং বর্ষ্মণা শালসন্নিভম্॥"

(কথাসরিৎসা° ২।৫)

২ প্রমাণ। (অমরটীকা) স্বামীর মতে প্রমাণ শব্দে উন্নতি। 'প্রমাণমত্রোন্নতিরিতি স্বামী' (অমরটীকা ৩।৩।২২৩)

"অথাপশ্যদৃষীন্ হ্রস্বান্ অঙ্গুষ্ঠোদরবর্ষ্মণঃ।
পলাশবৃত্তিকামেকাং বহতঃ সংহতান্ পথি॥"(ভারত ১।৩০।৮)

৩ ইয়ত্তা। (ভরত) ৪ অতি সুন্দরাকৃতি। . সারসুন্দরী। (ত্রি) ৫ উন্নত। ৬ স্থির।

"বর্ষ্মস্তস্থৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ১০।২৮।২)

'বর্ষ্মণ শব্দ উন্নতবচনঃ স্থিরবচনো বা' (সায়ণ) ৭ বর্ষীয়ান্ অতিশয় বৃদ্ধ। "নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে" (ভাগবত ৫।১৮।৩০) 'বর্ষ্মণে বর্ষীয়সে' (স্বামী)

৮ জলরোধকঃ। 'উদকস্য বারকঃ।' (সায়ণ)

বর্ষ্মল (ত্রি) বর্ষ্ম মত্বর্থে (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। বর্ষ্মযুক্ত, বর্ষ্মবিশিষ্ট।

বর্ষ্মবৎ (ত্রি) শরীরসদৃশ।

বর্ষ্মবীর্য্য (ক্লী) শারীরিক শক্তি।

বর্ষ্মাভ (ক্লী) আকার বা গঠনবিশিষ্ট।

বর্হ্য (ত্রি) বর্হাসম্বন্ধীয়। বর্হণযোগ্য।

বর্হ্, ১ বধ। ২ দীপ্তি। চুরাদি° পরস্মৈ° বধার্থে সক° দীপ্ত্যর্থে অক° সেট্। লট্ বর্হয়তি। লুঙ্ অববর্হৎ। বর্হ—শ্রেষ্ঠ। ভ্বাদি° আত্মনে° সেট্। লট্ বর্হতে। লুঙ্ অবর্হিষ্ট।

বর্হ (ক্লী) বর্হয়তি দীপ্যতে ইতি বর্হ-অচ্। ময়ূরপিচ্ছ।

"যথা বর্হাণি চিত্রাণি বিভর্ত্তি ভুজগাশনঃ।
তথা বহুবিধং রাজা রূপং কুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ॥"
(ভারত ১২।১২০।৪)

২ গ্রন্থিপর্ণ। (ভেক) বর্হতীতি বৃহ বৃদ্ধৌ অচ্।
৩ পত্র। (শব্দরত্না°)

"বিলাসিনী বিভ্রমদণ্ডপত্রমাপাণ্ডুরং কেতকবর্হমন্যঃ।
প্রিয়ানিতম্বোচিতসন্নিবেশৈর্বিপাটয়ামাস যুবা নখাগ্রৈঃ॥"
(রঘু ৬।১৭)

৪ পরীবার। (হেম)

বর্হণ (ক্লী) বর্হতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ ল্যুট্, বর্হয়তি শোভতে ইতি বর্হ-দীপ্তৌ ল্যুর্বা। পত্র। (শব্দরত্না°)

বর্হস্ (পুং) বৃংহতি বর্দ্ধতে ইতি বৃহি বৃদ্ধৌ (বৃহের্নলোপশ্চ। উণ্ ২।১১০) ইতি ইসি নলোপশ্চ। ১ অগ্নি। (মেদিনী) ২ দীপ্তি। (উজ্জ্বল) ৩ যজ্ঞ। (হেম) "মা নোবর্হিঃপুরুষতা" (ঋক্ ৭।৭৫।৮) 'নো অস্মাকং বর্হির্যজ্ঞং' (সায়ণ) ৪ চিত্রক। (অমর) ৫ বৃহদ্রাজের পুত্র।

"বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ।"(ভাগবত৯।১২।১৩)

(পুং ক্লী) ৬ কুশ। (মেদিনী)

বর্হস্ (ক্লী) বৃংহতীতি বৃহিবৃদ্ধৌ ইসি নলোপশ্চ। ১ গ্রন্থিপত্র। (শব্দরত্না°) ২ কুশ।

"অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা।
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী॥" (কুমারস° ১।৬১)

বর্হিঃপুষ্প (ক্লী) বর্হির্দীপ্তিস্তদ্যুক্তং পুষ্পমস্য। ১ গ্রন্থিপর্ণ।

বর্হিঃশুষ্মন্ (পুং) বর্হিষা কুশেন বর্হিষি যজ্ঞে বা শুষ্ম তেজো যস্য। ১ অগ্নি। (অমর)

বর্হিষ্ঠ (ক্লী) বর্হিরিব তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ বর্হিষ্ঠ। ২ হ্রীবের।

বর্হিকুসুম (ক্লী) বর্হির্বর্হযুক্তং কুসুমং যস্য। গ্রন্থিপর্ণ। (শব্দচ°)

বর্হিণ (পুং) বর্হমস্ত্যস্যেতি বর্হ :'ফলবর্হাভ্যামিনচ্' ইতি ইনচ্। ময়ূর।

"ছুছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।" (মনু১২।৬৫)

(ক্লী) ২ তগর। (ভাবপ্র°)

বর্হিণবাহন (পুং) বর্হিণো ময়ূরো বাহনং যস্য। কার্ত্তিকেয়।

বর্হিধ্বজা (স্ত্রী) বর্হী ধ্বজো বাহনং যস্যাঃ। চণ্ডী। (ত্রিকা°)

বর্হিন্ (পুং) বর্হমস্ত্যস্তীতি বর্হ-ইনি। ময়ূর। (অমর)

"সদা মনোজ্ঞাম্বুদনাদসোৎসুকং বিভাতি বিস্তীর্ণকলাপশোভিতং
সবিভ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্তনৃত্যং কুলমদ্য বর্হিণাম্॥"
(ঋতুসংহার ২।৬)

২ প্রধাগর্ভে সম্ভূত কশ্যপের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭)

বল, ১ প্রাণন। ২ ধান্যাবরোধ, সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধক। ৩ নিরূপণ। ৪ হিংসা। ৫ দান। ভ্বাদি° পরস্মৈ° প্রাণনার্থে চুরাদি° পরস্মৈ°। নিরূপণ, হিংসা ও দানার্থে ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বলতি। বলতে। লুঙ্ অবলীৎ। অবলিষ্ট। চুরাদি-পক্ষে বলয়তি, বালয়তি, বালয়তে। লুঙ্ অবীবলৎ।

বল (পুং) ১ মেঘ। ২ অসুরভেদ। ইনি দেবতাদিগের গাভী অপহরণপূর্ব্বক গুহামধ্যে লুক্কায়িত হন। ইন্দ্র সেই গুহা অব-রোধ করিয়া গোধন উন্মোচন করেন। (ঋক্ ১০।৬৮।৯)। পরে ঐ অসুর বৃষরূপ ধারণ করিলে বৃহস্পতি তাহাকে নিহত করেন। ঋক্‌সংহিতার অন্যান্য স্থানে এই অসুর মেঘরূপে বর্ণিত।

[পবর্গে দেখ।]

বলংরুজ (পুং) মেঘনাশকারী।

বলক (পুং) ১ বলনামক দানব। (হরিবংশ) ২ তামস মন্বন্তরোক্ত সপ্তর্ষিভেদ। (মার্ক° পু° ৭৪।৫৯)

বলক্ (দেশজ) দুগ্ধ জ্বাল দিবার সময় প্রথমে উৎলাইয়া উঠিলে তাহাকে বলক্ কহে। ঐ দুগ্ধ নামাইয়া রাখিলে তাহাকে বল্‌কা দুগ্ধ বলে।

বলকাদুধ (দেশজ) অল্প জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ।

বলকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বলক্রম (পুং) ১ পর্য্যায়িক বল।

বলক্ষ (পুং) শ্বেতবর্ণ।

বলক্ষগু (পুং) শুভ্রাংশু চন্দ্র।

বলগ (ক্লী) বধ্য ব্যক্তির প্রতি আচরিত কৃত্যাবিশেষ। পরাজিত রাক্ষসেরা পলায়নপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণের বধের জন্য অস্থি কেশ ও নখাদি পদার্থ ভূগর্ভে নিখাত করিয়া যে যে আভিচারিক কৃত্যা সম্পাদন করিত, তাহাই বলগ।

"পরাজয়ং প্রাপ্য পলায়মানে রাক্ষসৈরিন্দ্রাদিবধার্থমভিচার-রূপেণ ভূমৌ নিখাতা অস্থিকেশনখাদি পদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষো বলগাঃ।" (বাজসনেয়সং বেদদীপ ৫।২৩)

বলগহন্ (ত্রি) বলগান্ হন্তীতি বলগ-হন-ক্বিপ্। (পা ৩।২।৮৮) কৃত্যাহননকারী। (শুক্লযজু° ৫।২৩)

বলগিন্ (ত্রি) বলগসমন্বিত। (অথর্ব্ব ৫।৩১.১২)

বলঙ্গিমান, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোণম্ তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১০° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°২৫´ পূঃ। এখানে স্থানজাত শস্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

বলতী (স্ত্রী) প্রাসাদোপরি মণ্ডলিকা, বলভি।

বলতেরু (ওয়ালটেয়ার), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৭° ৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২´ ৩৩´ পূঃ। বর্ত্তমান ইংরাজী মানচিত্রে বা ভূগোলে (Waltair) নামে লিখিত। বঙ্গোপসাগরোপকূলসমীপে স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানে সিবিল ও মিলিটারী বিভাগের অনেক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী বাস করিয়া থাকেন। বিশাখপত্তন হইতে এই স্থান তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং উক্ত নগরের য়ুরোপীয়দিগের বাসভূমিও উপকণ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২৩০ ফিট্ উচ্চ এবং গণ্ডশৈলমালায় পরিবৃত। ইষ্টকোষ্ট রেলপথ এই নগরসান্নিধ্য দিয়া মান্দ্রাজাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। এই কারণে এখন এখানকার শ্রীবৃদ্ধি অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে পানীয় জলের বিশেষ অভাব ছিল। এখন তাহা অনেকাংশে দূর হইয়াছে, পরন্তু এখনও ফলমূল ও উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের অভাব আছে। এখানকার ইংরাজটোলা হইতে বাঙ্গালীটোলা অনেক খারাপ।

বলদবুর, (বলুদবুর), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার বিল্বপুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। পুঁদিচেরী হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°৫৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ ৩০´´ পূঃ। ফরাসীগণ পুঁদিচেরী রাজধানী সুদৃঢ়ীকরণার্থ এই স্থানে প্রথমে দুর্গ স্থাপনপূর্ব্বক সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী কূট পুঁদিচেরী অবরোধকালে তাহা অধিকার করিয়া লন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত স্থলপথগামী পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের জন্য এখানে ফরাসীদিগের একটী শুল্ককার্য্যালয় ছিল।

বলদ্বিষ্ (পুং) ইন্দ্র।

বলন (ক্লী) গ্রহনক্ষত্রাদির সায়নাংশ হইতে বিচলন (deflection), ইহা সাধারণতঃ আয়নবলন নামে প্রসিদ্ধ। ভাস্করাচার্য্য বলনানয়ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"যস্মিন্‌কালে বলনং সাধ্যং তস্মিন্‌কালে যা নবঘটিকান্তাঃ খাঙ্কা ৯০ হতাশ্চন্দ্রগ্রহে রাত্র্যর্দ্ধেন ভক্তা অর্কগ্রহে দিনার্দ্ধেন ফলমংশাঃ স্যুঃ তেষাং ক্রমজ্যাহক্ষজ্যায়া গুণ্যা ত্র্যজ্যেবয়া ভক্তা লব্ধস্য চাপং পলোত্তবং বলনং জায়তে। প্রাঙ্‌নতে সৌম্যং পশ্চিমনতে যাম্যং।" * * * (সিদ্ধান্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়)

স্ফুটবলন ও দৃক্‌বলন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ তত্তৎশব্দে এবং আয়নবলন শব্দে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

বলনবাসনা (স্ত্রী) গ্রহাদির অয়নচ্যুতি-প্রতিপাদন।

বলনাশন (পুং) ১ বলধ্বংসক। ২ ইন্দ্র।

বলনিসূদন (পুং) ইন্দ্র।

বলনাংশ (ক্লী) বক্রগতির অংশ (degree of deflection)

বলন্তিকা (স্ত্রী) সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত স্বরক্রমভেদ।

বলপুর (ক্লী) বলনামক দানবের পুরী।

বলভি [ভী] (স্ত্রী) বলভি-কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। বড়ভী। ১ গৃহের কাঠাম। ২ ছাদের উপরিস্থ গৃহ। ৩ গৃহচূড়া। ৪ ছাদ।

"হর্ম্ম্যপ্রাসাদবলভীষ্বিষ্যন্ সোঽভ্রমন্নিশি।"

(কথাসরিৎসা° ৮৭।১২)

৪ পুরীবিশেষ। [বলভীরাজবংশ দেখ।]

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াং।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥" (ভট্টি ২৩।৩৫)

বলভীরাজবংশ, সুরাষ্ট্রের একটী সুপ্রাচীন রাজবংশ। সুরাষ্ট্রের (বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ের) অন্তর্গত, ভাওনগরের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান বলা নামক স্থান পূর্ব্বে বলভী নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন বলভীরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ উক্ত বলা নামক স্থানে বিদ্যমান। এখানকার প্রাচীন নরপতিবংশই "বলভীরাজবংশ" বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ভটার্ক নামে এক সেনাপতির অভ্যুদয় হয়। তিনি মৈত্রক বা মিত্রবংশীয় ছিলেন। ভটার্ক সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্রের শক-নরপতিগণের কোন সেনাপতির বংশধর। বলভীরাজগণের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ভটার্কের মত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ১ম ধরসেনও "সেনাপতি" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়াই মনে করেন। আমাদেরও মনে হয় যে, ভটার্কও এক জন শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত ছিলেন। অতি পূর্ব্বকালে যে সকল শাকদ্বীপী ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মিত্রনামক সূর্য্যোপাসক ছিলেন, এই কারণ অনেকেই মৈত্রক বা মিহির উপাধি ধারণ করিতেন। শেষে তাহাই বংশোপাধিরূপে গণ্য হয়,—ভটার্কও ঐরূপ কোন মৈত্রক-কুলোৎপন্ন, তাঁহার বংশধরগণও "মৈত্রক" বলিয়া পরিচিত। এই বংশের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বংশলতা বাহির হইয়াছে। (পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল)

সেনাপতি ভটার্ক এই বংশের বীজপুরুষ হইলেও তাঁহার ৩য় পুত্র প্রথম ধ্রুবসেনই প্রকৃতপ্রস্তাবে "পঞ্চমহাশব্দ"-যুক্ত রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং এই বংশীয় রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ ধ্রুবসেনের
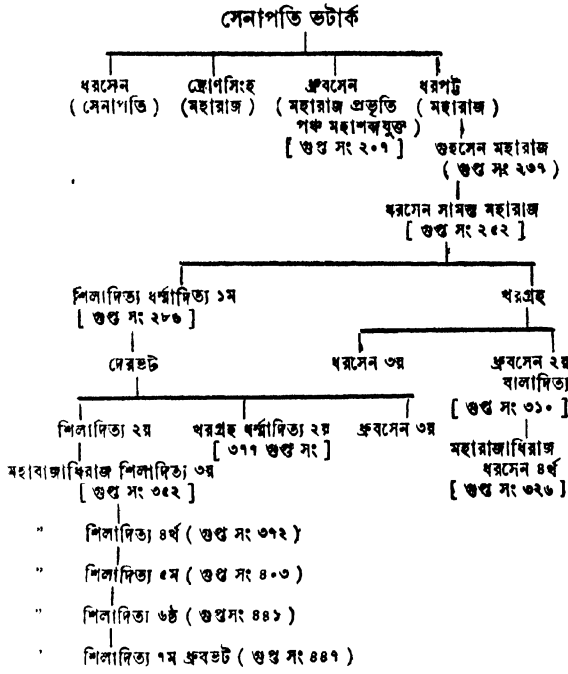
তাম্রশাসনই সর্ব্বপ্রাচীন, তাহাতে ২০৭ অঙ্ক দৃষ্ট হয়। ঐ অঙ্ককে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ "বলভীসংবৎ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান-পণ্ডিত অল্‌বেরুণী খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষে লিখিয়া গিয়াছেন, যে 'বল্লভ' বংশ ধ্বংস হইলে ২৪১ শকাব্দে ঐ সংবৎ প্রচলিত হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, সেনাপতি ভটার্ক হইতে বলভীবংশের অভ্যুদয়। এরূপ স্থলে তাঁহার জন্মের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কিরূপে বলভী-রাজবংশের ধ্বংসের কথা স্বীকার করা যায়? আমাদের বিশ্বাস, এক সময় বলভী সুরাষ্ট্রের শকরাজগণের অধিকারে ছিল। ২৪১ শকে বা ৩১৯ খৃষ্টাব্দে শকরাজ্য ধ্বংস ও গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪১ শকাব্দেই গুপ্তসংবতের আরম্ভ। তাহার বহু বর্ষ পরে সেনাপতিবংশের অভ্যুদয় ঘটিলেও বলভীরাজগণ তাঁহাদের সম্মানিত গুপ্তসম্রাট্‌গণের সংবৎ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এরূপ স্থলে বলভীরাজ্য ধ্বংস হইতে বলভী-সংবৎ আরম্ভ হওয়ার প্রবাদ প্রচলিত হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। উক্ত ২০৭ অঙ্কে+২৪১= ৪৪৮ শকে (বা ৫২৬ খৃষ্টাব্দে) ১ম ধ্রুবসেন রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি ও তৎপরবর্ত্তী রাজগণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা "পঞ্চমহাশব্দ" ব্যবহার করিতেন। মহারাজ, মহাসামন্ত, মহাপ্রতীহার, মহাদণ্ডনায়ক ও মহাকার্ত্তাকৃত্য। ঐ সকল উপাধিগুলি সম্ভবতঃ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজকীয় পদ-নির্দ্দেশক ছিল, অধস্তন বংশধরগণ সে স্মৃতিলোপ করা কর্ত্তব্য মনে করেন নাই। ১ম ধ্রুবসেন নিজে একজন বৌদ্ধ হইলেও তিনি অপর ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন না। বহু তাম্রশাসনে তাঁহার ভগিনী দুড্ডা 'পরমোপাসিকা' নামে সম্মানিত হইয়াছেন। বলভীরাজ শিলাদিত্য ১ম ধর্ম্মাদিত্য সম্রাট্ হর্ষদেবের নিকট পরাজিত হন।

বালাদিত্য ২য় ধ্রুবসেনের ৩১০ সংবৎ চিহ্নিত (৬২৯ খৃঃ অঃ) তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই ধ্রুবসেনকে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং 'তু-লু-হো-পো-ট' বা ধ্রুবভট নামে পরিচিত করিয়াছেন।

তিনি বলভীপতিকে মালবপতি শিলাদিত্যের ভাগিনেয়, কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধনের পুত্রের জামাতা এবং ক্ষত্রিয় জাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বলভীরাজ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও ঐ সময় তিনি বৌদ্ধ ত্রিরত্নের উপাসক হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের সঙ্গে অতিশয় দয়ালু, বিদ্যোৎসাহী ও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতিবর্ষেই তিনি মহাধর্ম্ম-সভা আহ্বান করিতেন, শ্রমণদিগকে বহু ধনরত্ন ও উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী দান করিতেন, আচার্য্যদিগকে ৩ খানি পরিচ্ছদ, ভৈষজ্যাদি ও মূল্যবান্ মণিরত্নাদি বিতরণ করিতেন। বহু দূর দেশ হইতে যে সকল আচার্য্য বলভী-সভায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহারা রাজার নিকট বিশেষ সম্মানলাভ করিতেন। তৎকালে বলভীরাজ্যের আয়তন ৬০০০ লি বা হাজার মাইল, ইহার রাজধানীর পরিমাণ ৩০ লি। এই জনপদের অধিবাসী, জলবায়ু, ও ভূসংস্থান মালব রাজ্যের মত। এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, রাজধানী ধনী জনের প্রাসাদে সমাচ্ছন্ন, এখানে বহু কোটীপতির বাস। নানা দূরদেশের রত্নরাশি এখানে সঞ্চিত। এখানে শতাধিক সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে প্রায় ৩০০০ আচার্য্যের বাস। তাঁহারা সকলেই প্রায় সম্মতীয় শাখার হীনযান। শত শত দেবমন্দিরেরও অভাব নাই। চীনপরিব্রাজক এইরূপে বলভীর পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছেন, তথাগত অনেক সময় এখানে পদার্পণ করিতেন, তজ্জন্য অশোকরাজ তাঁহার স্মরণার্থ এখানে কএকটী স্মৃতিস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বলভীনগরের অনতিদূরে চীনপরিব্রাজক অর্হৎ আচারের প্রতিষ্ঠিত গুণমতি ও স্থিরমতির স্মৃতিনির্দ্দেশক বৃহৎ সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছিলেন।

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর যখন বর্দ্ধনসাম্রাজ্য লইয়া গোলযোগ ঘটে, সেই সুযোগে ৪র্থ ধরসেন বহু রাজ্য জয় করিয়া "পরমভট্টারক পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই রাজকার্য্যে সমান অধিকারী মনে করিতেন। তাঁহার ৩২০ বলভী-সংবতে (৬৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহার প্রিয় দুহিতা ভূপা দূতক অর্থাৎ দানপত্রের কার্য্য সংসাধনে প্রধান রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত।

তিনি ভরুকচ্ছে বর্ত্তমান ভরোচ সহরে আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বলভী-ধ্বংস হইলেও পরে বহুকাল বলভী-সংবতের প্রচলন ছিল। বেরাবল হইতে আবিষ্কৃত চৌলুক্যরাজ অর্জ্জুনদেবের শিলালিপিতে ৯৪৫ বলভী সংবৎ অব্দ (=১২৪৬ খৃষ্টাব্দ) দৃষ্ট হয়। বলভীধ্বংসের পর বলভীবংশীয় কোন কোন ব্যক্তি রাজপুতনায় আশ্রয় লাভ করেন। [বল্ল দেখ।]

বলস্তু (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ।

বলম্ব (পুং) অবলম্ব। সরলরেখার উপরিস্থ লম্বরেখা (Perpendicular)।

বলয় (পুং ক্লী) বলতে আবৃণোতি হস্তাদিকমিতি বল (বলি-মলি-তনিভ্যঃ কথন্। উণ্ ৪।৯৯) ইতি কথন্। স্বর্ণাদি রচিত কোষ্ঠাভরণ, চলিত বালা, করাভরণ। পর্য্যায়—আবাপক, পরিহার্য্য, শঙ্খক, কম্বু, কুণ্ডল। (জটাধর)

"সহেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি।" (রামায়ণ ২।৩২।৫)

২ মণ্ডল।

"অশ্রান্তঃ সকলং ভূমের্বলয়ং তুরগোত্তমঃ।

সমর্থঃ ক্রান্তমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ ॥"(মার্কºপুº ২০।৪৯)

৩ অস্থিবিশেষ। (সুশ্রুত শারীরস্থাº ৫ অº) ৩ বৈদ্যোক্ত অগ্নিকর্ম্মবিশেষ।

"রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ম্ম চতুর্ধা ভিদ্যতে। তদ্‌যথা—বলয়বিন্দুলেখাপ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ" (সুশ্রুত ১।১২)

সুশ্রুতের মতে রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চারিপ্রকার। যথা—বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। অর্ব্বুদ ও গলগণ্ডাদি দৃঢ়মূল রোগে বালার ন্যায় গোলাকাররূপে দগ্ধ করিলে তাহাকে বলয় কহে। ৪ বেষ্টন।

"স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্।

অনন্যশাসনামুর্ব্বীং শশাসৈকপুরীমিব ॥" (রঘু ১।৩০)

(পুং) বলয়বদাকৃতিরস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ৫ অষ্টাদশ প্রকার গলরোগের অন্তর্গত গলরোগবিশেষ। ইহা গলগণ্ড-রোগ নামে পরিচিত। ইহার লক্ষণ—

"বলাস এবায়তমুন্নতঞ্চ শোথং করোৎপন্নগতিং নিবার্য্য।

তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্য বীর্য্যং বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি ॥"(ভাবপ্রº)

কফ কর্ত্তৃক বিস্তৃত, উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ী অবরোধকারী শোথ গলে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলয়রোগ কহে। এই রোগ অসাধ্য। এই রোগ চিকিৎসা করিলে একেবারে সারে না।

৬ বেলা। ৭ কঙ্কণ। ৮ দণ্ডব্যূহবিশেষ।

"সুখাখ্যো বলয়শ্চৈব দণ্ডভেদঃ সুদুর্জ্জয়ঃ।"

(কামন্দকীয় নীতিসাº ১৯।৪৫)

বলয়বৎ (ত্রি) বলয় অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বলয়বিশিষ্ট। বলয়যুক্ত।

বলয়িত (ত্রি) বলয়বৎ কৃতমিতি বলয় তৎকরোতীতি ণিচ্ ততঃ ক্তঃ, যদ্বা বলয়ং তদাকৃতির্জ্জাতমস্যেতি বলয়-ইতচ্। বেষ্টিত, পরিবৃত, ঘেরা।

"ইন্দ্রনমালাবলয়িতবাহুঃ পরধনহরণে সাক্ষাদ্রাহুঃ।

রণ্ডাযৌবনভঞ্জনবীরঃ কীর্ত্তনপতনে মল্লশরীরঃ ॥" (উদ্ভট)

বলয়িন্ (ত্রি) বলয় বা বৃত্তাকারে শোভিত। যেমন জ্যোতির্লেখাবলয়িন্।

বলয়ীকৃত (ত্রি) ১ বলয়াকারে বেষ্টিত। ২ কৃতবলয়। যাহা বলয়ালঙ্কারে পরিণত করা হইয়াছে। ৩ কুণ্ডলীকৃত।

বলয়ীকৃতবাসুকী (পুং) শিব।

বলয়ীভূত (ত্রি) ১ বলয়াকারে ন্যস্ত। ২ বেষ্টিত।

বলরাম রায়, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশ তাড়াশের জমিদার বলিয়া পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ১০ দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পল্লীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণ দেব চৌধুরী বাস করিতেন। এ সময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ দেব একদা ঢাকা গমনোদ্দেশে বর্ত্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটী অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনুকে দুগ্ধবর্ষণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা নিতান্ত আশ্চর্য্যজনক বটে। তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাণলিঙ্গ স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকায় যে উদ্দেশে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাণলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলন জন্য যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাণলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। নারায়ণ দেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের নামানুসারে তদীয় ভদ্রাসন চড়িয়া গ্রাম "চড়িয়া গোপীনাথ পুর" নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের

(১) প্রসিদ্ধ চলন বিলের একপার্শ্বে তাড়াশ গ্রাম। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষপূর্ণ নিমগাছী নামক স্থানে বিলুপ্ত করতোয়া-তটে সংস্থাপিত নিমগাছীকে সাধারণে বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ নামে অভিহিত করেন। তথায় জয়সাগর নামক সুদীর্ঘ জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দেবত্র সম্পত্তি গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রভৃতি কয়েকখানি তালুক ছিল। নারায়ণ দেব ও ঢাকুর গ্রন্থের শুকদেব একই ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকুরে লিখিত আছে—

"চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।

* * *

শুকদেবপুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার বংশের কথা শুনহ বিস্তার॥
ধনবান্ কীর্ত্তিমন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তার পুত্র চাকুরী কৈলা নবাব সরকারে॥
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।"

বাসুদেব কর্ত্তৃক তাড়াশের ভদ্রাসন নির্ম্মিত হয়। বাসুদেব পিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিঙ্গের মহিমা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নারায়ণদেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উক্ত বাণলিঙ্গ চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বাসুদেব রাজকার্য্য বশতঃ ঢাকায় যান। উক্ত বাণলিঙ্গকে প্রণাম করিবার জন্য তাড়াশে আসেন, এখানে একস্থলে একটী ভেককে সর্প ধরিতে দেখিয়া তথায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

নারায়ণদেব ঢাকার নবাব সরকারে কি কার্য্য করিতেন, তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার নির্ম্মিত যে সকল অট্টালিকা ও পুষ্করিণীর পরিচয় পাওয়া যায়, দেবপ্রতিষ্ঠা এবং অতিথিসেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে যশঃসৌরভ আছে, সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, তাঁহার সম্পত্তি যে নিতান্ত সামান্য ছিল না, তাহা প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব উক্ত বাণলিঙ্গের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বাণলিঙ্গটী এ প্রদেশে অনাদি লিঙ্গ বলিয়াই খ্যাত এবং তাহা কপিলেশ্বর নামে পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দিকের শিরোভাগে নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে :—

"শাকে বাজিশরাশুগেন্দুগণিতে শ্রীরামদেবাৎ পরঃ
শ্রীনারায়ণদেব এব সুকৃতিঃ স্বর্লোকলোকোত্তরম্।
প্রাসাদং শ্রুতিদৃষ্টিতো নিরুপমং ভক্ত্যা দদৌ শম্ভবে
মাতুঃ স্বর্গপুরপ্রয়াণকরণং সোপানমেকং ভুবি॥
ইতি শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তি।"

বাসুদেবের নামান্তর নারায়ণ দেব। শ্রীরামদেব তাঁহার পিতা ছিলেন।

বাসুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ। ইঁহারা দুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব সরকারে বিষয় কর্ম্ম করিতেন। এই বিষয়কর্ম্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়। বাসুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই প্রথমে "চৌধুরাই তাড়াশ" নামক সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। পরগণে কাটার মহল্লা তৎকালে সাতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। তদন্তর্গত দুইশতেরও অধিক মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তাড়াশ নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়াশের অধিকাংশ মৌজাই তাড়াশের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী।

জয়কৃষ্ণ রায়ের সাতটী পুত্র সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে বলরাম, রামদেব ও রামরাম ভিন্ন অন্য কাহারও বংশবৃদ্ধি হয় নাই। রামদেব ৪র্থ, বলরাম ৫ম এবং রামরাম ৭ম পুত্র।

ইব্রাহিম্ খাঁ যে সময় নবাব, সেই সময়েই সম্রাট্পৌত্র আজিম ওস্‌মান বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আগমন করেন। বলরাম রায় এই সুবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন।

এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগো দপ্তরে তাঁহার একাধিপত্য ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। পুঠিয়া রাজসংসারে কার্য্য কালে তিনি সাতৈলের জমিদারীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তজ্জন্য সাতৈল জমিদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাতৈলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্ব্বাণী অতিবৃদ্ধা ও রাজকার্য্যে অসমর্থা এবং তাঁহার জমিদারীর কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অসদ্ভাব থাকায়, তিনিই তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর সুদৃষ্টি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কেহ সাহসী হন নাই।

সাতৈল জমিদারীর সুশৃঙ্খলায় কার্য্যপ্রণালীর জন্য জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়াশ গ্রাম সাতৈল হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। রঘুনন্দন সাতৈল জমিদারী-পরিচালনে উপযুক্ত ভাবিয়া বলরামরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম রায়কে স্থির করেন। বলরাম নবাব সরকারে ও রামরাম রায় বাটীতে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। পৈতৃক বিষয়কর্ম্মের তত্ত্বাবধান হেতু অনেকে তাঁহার জমিদারী পরিচালনের পরিচয় পাইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন যে সময় রামরামকে স্বীয় ভ্রাতা রাজা রামজীবনের দেওয়ানী পদে নিয়োগার্থ নির্ব্বাচন করেন, তৎকালে বলরাম রায়ের ঢাকায় অবস্থান হেতু রামরাম জ্যেষ্ঠের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ তৎকালে সাতৈল প্রভৃতি জমিদারীর

(১) তাড়াশের জমিদার-বাটীর যে স্থানে সাপের বাটী নামে কথিত হয়, সেইস্থানে ভেক কর্ত্তৃক সর্প ধৃত হওয়ায়, বাসুদেব কর্ত্তৃক তথায় মনসার বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।

পরিণাম দেখিয়া রামরাম কেন, এ দেশের অনেক জমিদারই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তদীয় ভ্রাতা রামজীবন বা রঘুনন্দনের দেওয়ানী কার্য্যগ্রহণের বিষয় শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া ভ্রাতার মুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পত্র লেখেন।

বলরাম ভ্রাতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিন বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আগমন না করায় মাতৃবিয়োগের সময় জননীর চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কার্য্যের ব্যয় সংসার হইতে বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, তুমি সামান্য জমিদারের কর্ম্ম কর, একটী বৃহৎ দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্য মত একটী শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব।

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ এ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্য্যদক্ষতায় জমিদারী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে জানিয়া রামজীবন তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রীত ছিলেন।

এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, নিরূপিত দিবসে দেওয়ানের মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগরব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়াশ-ভবন পূর্ণ হইয়াছিল।

বলরাম মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটী নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্ব্বে বাটীতে উপনীত হয়েন। তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদিসহ বহুতর নৌকা তাড়াশে আসিয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া ভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন "দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। এ সমস্তই তোমার কর্ম্ম। অভাবের মধ্যে একটী নীলবৃষ দেখিতেছি। মাতৃশ্রাদ্ধে কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল।"

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ তদীয় কনিষ্ঠ রামরাম কর্ত্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ জননীর স্বর্গসুখকামনায় দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ টাকা মাতৃভক্তির স্মৃতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায়বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কুঞ্জবন নামক দীর্ঘী খনন, পুষ্করিণী খনন, দোলমঞ্চ নামক মন্দির নির্ম্মাণ, কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্করণ এবং কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনধামে ছত্রস্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের নিম্নে এই শ্লোকটী বিদ্যমান আছে---

"কালাগ্নিতর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বরং শিবস্যালয়মিষ্টকাদ্যৈঃ।
জীর্ণং স্ফুটঞ্চোদ্ধরতে স্ম ভক্ত্যা
তস্মিন্ প্রবীণো বলরামদাসঃ॥"

কাল, অগ্নি, তর্ক, ইন্দু শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ (১৭১৪ খৃঃ অঃ) উপলব্ধি হইতেছে। বলরাম রায় মাতৃবিয়োগের পর নিজ ভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্মে বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে :—

"শাকেঽভ্রবেদতর্কেন্দুমিতে প্রাসাদমুত্তমম্।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামো মহাত্মনে॥"

১৬৪০ শকাব্দে শ্রীরসিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটী দ্বিতল গৃহ। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"রসবেদঋতুক্ষৌণীমিতশাকে মহাত্মনা।
শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামা গৃহং শুভম্।"

রস, বেদ, ঋতু, ক্ষৌণী, শব্দ দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) হইতেছে। বলরাম রায় পরগণে বড়বাজু হুসেনশাহীর হিস্যা জমিদারী অর্জ্জন করেন। মুর্শীদকুলির পর সুজা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাহার কাগজ পত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। ১১৪১ সালের পূর্ব্বেই বলরাম রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব সরকারে বিষয় কর্ম্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। এতদ্দেশে তৎকালে ঐ সকল কার্য্যই একমাত্র সদনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছু দিন পরও

তদীয় পুত্র এবং রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ একত্র ছিলেন, পরে পৃথক্ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরাম রায়ের বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত।

রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার লোক জন ভাল আহার করিত, কিন্তু নিজে কখনও ভাল আহারের জন্য লোলুপ ছিলেন না। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মুন্সী ছিলেন। তিনি রামরাম রায়কে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি "বরাত আশমান" কথা লিখিয়া দেন। রাজা রামজীবন মুনসীর নিকট দেওয়ানের দানের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হয়েন; কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

রামরাম নাটোর জমিদারীর সৃষ্টি হইতে রাজা রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যল্প কাল দেওয়ানী করেন। রাজা রামকান্ত যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীনদিগের সৎপরামর্শ অবহেলা করায় ও রামরায়ের বার্দ্ধক্যবশতঃ সেই বর্ষে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

বলরামী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভেদ। বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, এই নিমিত্ত ইহা বলরামী নামে কথিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালো-পাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩০এ অগ্রহায়ণ অনুমান ৬৫ পয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।

বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কর্ম্ম করিত। তাহাদের ভবনে আনন্দবিহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, একদা ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, উদাসীন হইয়া যায় এবং এই স্বনাম-প্রসিদ্ধ উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করে।

বলরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া আভাসে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে, "বলরাম বাচক' ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন।

বলরাম বাক্য-চতুর ছিলেন এবং সংসারের যাবতীয় ব্যাপারের নিগূঢ়ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক দিবস তাঁহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, 'ক্ষয়' হইতে হইয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞসা করিল, 'ক্ষয়' হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের 'ক্ষয়' করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্ষিতি। ক্ষয়, ক্ষিতি ও ক্ষেত্র একই পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ হাড়ি জাতি বলিয়া জানে, কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সচরাচর দেখিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতদার গড়নদার হাড়ি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে তাহার নাম যেমন ঘরামী, সেইরূপ আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।"

এক দিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের ন্যায় অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া নদী-কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটী ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলাই তুই ও কি করিতেছিস্? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃ-লোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদী-কূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?"

দোলের সময়ে বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবীর ও পুষ্পাদি দিয়া তাহার অর্চ্চনা করিত।

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ; কেহ কেহ উদাসীন। উদাসীনেরা বিবাহ করে না, অথচ ইন্দ্রিয়-দোষেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলাচার মতে বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই; বিগ্রহ সেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম মালোনী নামে একটী স্ত্রীলোক ছিল, বলরাম তাহাকে ভালবাসিত; এই কারণে সে কিছুদিন গুরুর কার্য্য করিয়াছিল।

বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখার লোকেরা বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সন্ধ্যাকালে তথায় প্রদীপ দেয় ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা, বলরামের এরূপ আজ্ঞা নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ গৌরব করে না।

বলরামের বিরচিত কয়েকটি বচন এস্থলে উদ্ধৃত হইল ; উহা পাঠ করিলে কৌতুক জন্মে, এবং এ সম্প্রদায়ের মতও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

১—"রাঁছনি নেই তো রাঁদলে কে রান্না নেই তো খেলেন কি।
যে রাঁদলে সেই খেলে এই ছুনিয়ার ভেদ্ধি॥

২— যেয়েও আছে থেকেও নাই,
তেমনি তুমি আর আমি রে॥
আমরা মরে বেঁচে বেঁচে মরি।

৩— তিনি তাই, তুমি যাই,
যা তিনি তাই তুমি,
তিনি তুমি আমি ভাবি
ভাবি অধোগামী।

৪—যম বেটা তাই ছুমুখো থলি, তাই জন্যে ওর আৎটা খালি।
ও কেবল খাচ্চে, খাচ্চে,
ওর পেটে কি কিছু থাকচে থাকুচে থাকুচে।

৫— চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই।
দিনে সৃষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়।"

বলবৎ (ত্রি) বল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বলযুক্ত, বলবিশিষ্ট।

বলবত্তা (স্ত্রী) বলবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। অতিশয় বল, শক্তি, সামর্থ্য, বলবত্ব।

বলবনূর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও আর্কট জেলায় বিল্বপুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। পুঁদিচেরী হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৮´ পূঃ। এখানে স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ার্থ একটী বিস্তৃত হাট আছে।

বলবৃত্রঘ্ন (পুং) বল ও বৃত্রনাশক ইন্দ্র।

বলবৃত্রনিসূদন (পুং) বলবৃত্রৌ নিসূদয়তি সূদ-ল্যু। বলবৃত্রহন্তা ইন্দ্র।

বলসূদন (পুং) বলং সূদয়তি সূদ-ল্যু। ইন্দ্র।

বলস্ন (বলাসন), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দার ঠাকুর মানসিংহজী রাঠোরবংশীয় রাজপুত। তাঁহাদের দত্তকগ্রহণের অধিকার নাই, কিন্তু রাজনিয়মে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজতক্তের অধিকারী হইয়া থাকেন। রাজস্ব ৭২৪০৲ টাকা, তন্মধ্যে বার্ষিক ২৮০৲ টাকা কর স্বরূপ বড়োদার গাইকোয়াড়কে দিতে হয়।

বলহন্তৃ (পুং) ১ বলনামক অসুরনাশক ইন্দ্র। ২ বলন াশকারী।

বলাট (পুং) বলেন অট্যতে প্রাপ্যতে ইতি অট্-ঘঞ্। মুদ্গ, মুগ। (হেম)

বলারাতি (পুং) বলস্য অরাতিঃ। ইন্দ্র।

বলাহক (পুং) বলেন হীয়তে ইতি বল-হা-কুন্, যদ্বা বারীণাং বাহকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মেঘ। মহাপ্রলয়ে সমুদিত সপ্তমেঘের একতম। ২ মুস্তক। (অমর) ৩ পর্ব্বত। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ নাগবিশেষ। সর্পভেদ। (মেদিনী) এই সর্প দর্ব্বীকর সর্পজাতীয়। "বলাহকসর্পস্তু দর্ব্বীকরাণামন্তর্গতঃ"। সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°)

৬ রমাগর্ভোদ্ভব কল্কিদেবের পুত্র। (কল্কিপু° ৩১ অ°)

৭ শ্রীকৃষ্ণের রথের অশ্ববিশেষ।

"স্যন্দনস্তু শতানন্দঃ সারথিশ্চাস্য দারুকঃ।
তুরঙ্গা শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ॥" (ত্রিকা°)

৮ জয়দ্রথের ভ্রাতৃবিশেষ। (ভারত ৩।২৬৪।১২)

৯ নদবিশেষ, এই নদ লবণসমুদ্রগামী।

"বলাহকশ্চ ঋষভশ্চক্রো মৈনাক এব চ।
বিনিবিষ্টা প্রতিদিশং নিমগ্না লবণাম্বুধিং॥" (মৎস্যপু° ১২০।৭২

৮ কুশদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৫৫)

৯ কাদম্বর্য্যুক্ত রাজা তারাপীড়ের স্বনামখ্যাত বলাধিকারী। রাজা তারাপীড় চন্দ্রাপীড়কে আনিবার জন্য বলাহককে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (কাদম্বরী)

১০ বকবিশেষ। [পবর্গে বলাহক দেখ।]

বলি (পুং) পূজোপহার। ২ দেবসমক্ষে বলিরূপে নিহন্তব্য পশু। ৩ নাভির উপরে দেহোর্দ্ধভাগে রমণীগণের লোলমাংসে যে খাজ পড়ে। ৪ রাজকর। ৫ অসুরভেদ, প্রহ্লাদের পৌত্র। ৬ শ্রেণী। ৭ অর্শোরোগে নির্গত মাংসপিণ্ড। [পবর্গে বলি দেখ।]

বলিবাক (পুং) ভারতবর্ণিত ঋষিদ্বয়—বলি ও বক। (ভারত ২।৪ অ°)

বলিক্রিয়া (স্ত্রী) ১ উপহার দান। ২ কোন ব্যক্তির গাত্রে রেখাঙ্কণ।

বলিত (ত্রি) ১ বেষ্টিত। ২ খাঁজযুক্ত।

বলিন (ত্রি) ১ খাঁজযুক্ত কুঞ্চিত গাত্রমাংস। ২ বলশালী।

বলিভ (ত্রি) বলি-মত্বর্থে (তুন্দিবলিবটের্ভঃ। পা ৫।২।১৩৯) বলিযুক্ত, বলিবিশিষ্ট।

"দধানা বলিভং মধ্যং" (ভট্টি ৪।১৬)

বলিমুখ (পুং) বানর।

বলির (ত্রি) বলতে সংবৃণোতি চক্ষুস্তারামিতি বল বাহুলকাৎ কিরচ্। কেকর বা টেরা চক্ষুবিশিষ্ট।

বলিবণ্ড (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বলিশ (ক্লী) বলিনা গন্ধবদ্দ্রব্যাদ্যুপহারেণ শ্যতি হিনস্তি মৎস্যানিতি শো-ক। বড়িশ। (শব্দরত্না°)

বলিশান (পুং) মেঘ। (নৈঘণ্টু ১।১০)

বলিশি (স্ত্রী) বলিনা আহারোপহারেণ মৎস্যাদীন্ শ্যতি, বিনাশয়-

তীতি শো বাহুলকাৎ কি। বড়িশ। (শব্দরত্না°) বলিশি-তীষ্। বলিশী, বড়িশ্, বড়সী।

বলী (স্ত্রী) ১ শ্রেণীসমূহ। অগুরুচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গে যে রেখা দেওয়া হয়। ৩ বলিশব্দার্থ।

বলীক (ক্লী) বলতি সংবৃণোতীতি বল সম্বরণে (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) ইতি কীকন্। ১ পটলপ্রান্ত, চলিত ছাটি।

"যস্তামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভীর্যুবানঃ।"

(মাঘ ৩।৫৩)

বলীদপুর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটি নগর। তৌঁসনদী তীরে আজমগড় হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৩´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৫´ ৩০´´ পূঃ। নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। সেই হাটে নিকটবর্ত্তী স্থানজাত নানা দ্রব্যের আমদানী হইয়া থাকে। এখানে প্রায় ২৫০ তাঁত লইয়া তাঁতিরা বয়নকার্য্য চালাইয়া থাকে। জৌনপুরবাসী মখদুম শেখ মুশেয়িদের বংশধরগণ এখানকার প্রধান জমিদার। উক্ত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে জৌনপুরের শেষ রাজা সুলতানের নিকট হইতে ঐ জমি জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

বলীমৎ (ত্রি) অলকাযুক্ত।

বলীমুখ (ত্রি) বলীযুক্তং মুখং যস্য। বানর। (অমর)

বলীবাক (পুং) ঋষিভেদ। [বলিবাক দেখ।]

বলূক (ক্লী) বলতে ইতি বল সংবরণে (বলেরূকঃ। উণ্ ৪।৪০) ইতি ঊক। ১ পদ্মমূল। (পুং) ২ পক্ষিবিশেষ (উজ্জ্বল)

বল্ক, ভাষণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বল্কয়তি। লুঙ্ অববল্কৎ।

বল্ক (ত্রি) বলতে বল সংবরণে (শুকবল্কোল্কাঃ। উণ্ ৩।৪২) ইতি কপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। বল্কল।

"গুণবৎ সুতরোপিতশ্রিয়ঃ পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ।
পদবীং তরুবল্কবাসসাং প্রযতাঃ সংযমিনো প্রপেদিরে॥"

(রঘু ৮।১১) ২ শল্ক। (পুং) ৩ পট্টিকা লোধ্র। (রাজনি°)

বল্কজ (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপু°)

বল্কতরু (পুং) বল্কপ্রধানস্তরুরিতি কর্ম্মধারয়ঃ। পূগবৃক্ষ।

বল্কদ্রুম (পুং) বল্কপ্রধানো দ্রুমঃ। ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°)

বল্কল (ক্লী) বলতে সংবৃণোতীতি বল-বাহুলকাৎ কলন্। ত্বচ্, চলিত দারচিনি। (পুং ক্লী) ২ বৃক্ষত্বক্, চলিত বাকল্। পর্য্যায়— ত্বক্, বল্ক, ত্বচ্, চোচ, চোলক, শল্ক, ছল্কল, ছল্লি, চোতক। (শব্দর°)

"তৌ তু পূর্ব্বেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবল্কলধারিণৌ॥"

(ভারত ১।১৫৬।২)

অতি প্রাচীনকাল হইতে বল্কলপরিধানপ্রথা প্রচলিত ছিল। রামায়ণীয় যুগে আমরা রামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণসহ (রামা° ১।১) এবং মহাভারতীয় যুগে পঞ্চপাণ্ডবকে জটাধারী ও অজিনবল্কল-পরিধারী হইয়া মাতা কুন্তীদেবীর সহিত (মহাভারত ১।১৫৭।১-২) বনান্তরভ্রমণকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সাধু-সন্ন্যাসিগণ সেই পূর্ব্বতনকালে সূত্রনির্ম্মিতবাসের পরিবর্ত্তে বল্কলনির্ম্মিত কৌপীন ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন নাটকাদি গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই পরিধেয় "বল্কল" পর্ণাচ্ছাদনের মূল (leaf-wearing) ন্যায় বৃক্ষত্বক্ রূপেই ব্যবহৃত হইত অথবা বৃক্ষত্বকের অভ্যন্তরভাগস্থ 'নাড়' বা সূক্ষ্ম তন্তুময় আঁইসের সূক্ষ্মতম সূত্র দ্বারা বস্ত্ররূপে বোনা হইত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষত্বকের এই কোষময় নাড় (Cellular tissue) ভাঙ্গিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু (fibrous material) প্রস্তুত করা হয়, পরে তাহা হইতেই সূত্র বা মাছ ধরিবার 'কড়' (Cordage) এবং গালিচা, জাজিম প্রভৃতি বোনা হইতেছে। ব্রহ্মদেশে এই ত্বকৃতন্তু "ষ" নামে পরিচিত। ইংরাজীতে ইহাকে bast বলে। রুষদেশজাত Linden শ্রেণীর বৃক্ষোদ্ভব ত্বকৃতন্তু দ্বারা বিনির্ম্মিত বল্কলবাস য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন Tilia Europea নামে আর এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর বৃক্ষ দেখা যায়। তাহারও ছালের আঁইসে মেজে পাতিবার গালিচা ও উৎকৃষ্ট জুতার কাপড় (কাম্বিসের ন্যায়) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Grewia, hibiscus ও Mulberry শ্রেণীর বৃক্ষত্বক্ হইতে উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায়। তুথ ফলের গাছ হইতে [illegible] নামে একপ্রকার ত্বক্জ তন্তু উৎপন্ন হয়। উহা রেশম অপেক্ষা দৃঢ় এবং বহুকালস্থায়ী। মৎস্য ধরিবার জন্য বড়শি ঐ সূত্রে গাঁথা হইয়া থাকে। আরাকান দেশের থেঞ্-বম্-ষ, প-থ-বৌ=ষ, ষ-ক্যু, ঞৌৎসৌঞ্-ষ, ষ-নী ও এগ্-বোৎ-২ নামক বৃক্ষ হইতে প্রচুর বল্কলতন্তু পাওয়া গিয়া থাকে। আকায়াব ও ব্রহ্মবিভাগে হেন্-ক্যো-ষ, দম্-ষ, মনোৎ-ষ, বাপ্রীলু-ষ, ষ-গৌত্ব প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে ঐরূপ তন্তু সংগৃহীত হয়। উহাদ্বারা নৌকাবাঁধা দড়ি ও মাছধরা জাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ঐ বল্কল তন্তু দ্রব্যের ইতর বিশেষে সাধারণতঃ ১৸০ সিকা হইতে ৩॥০ টাকা মণ দর হিঃ বিক্রয় হইয়া থাকে।

আকায়াবের গুয়ান্দ-বৌঙ্গ-ষ বৃক্ষের ত্বক্ তন্তুতে সুদৃঢ় জাল ও জাহাজ বাঁধা কাছি প্রস্তুত হয়। ইহারই চলিত বাজার দর ৩।০ হিঃ মণ। মালাক্কা দ্বীপের মাম্‌গাছের (Melaleuca viridi-

flora)”ও তালী ছালের (Artocarpus) সূত্র দ্বারা সহজে উৎকৃষ্ট মাছধরা জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিঙ্গাপুরের তালী তারাসের তন্তুতে এবং শ্যামদেশের বৃক্ষত্বকে টোন সূতা (Twine) বুনা হয়।

• মলয়-প্রায়দ্বীপে এবং কেদা নামক স্থানে সেমঙ্গজাতি কর্ত্তৃক বৃক্ষত্বকৃতন্তু দ্বারা এক প্রকার বল্কলবাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিলেবিস্ দ্বীপের (কাইলি) বিভাগ বিশেষে একপ্রকার তুথ গাছের (mulberry paper) ছালে যে সূত্র প্রস্তুত হয়, তাহাও "বল্কলবাস" বলিয়া পরিগণিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে মিঃ জাফ্রি Eriodendron anfractuosum নামক বৃক্ষের ত্বক্ হইতে সূত্র বাহির করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও বস্ত্রবয়নোপযোগিতা সাধারণের নয়নগোচর করাইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ছাল্‌টী কাপড় নামে এক প্রকার রেশমী সুন্দর কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষজ তন্তু হইতে উৎপন্ন। বেনাবসসিল্ক নামে যে মোটা গাত্রবস্ত্র চলিত আছে, তাহা Rhea fibre হইতে প্রস্তুত,ইহাতে সিল্কের চাদরের ন্যায় পাতলা ও শীতকালোপযোগী মোটা গাত্রবস্ত্র এবং কোট-প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিধেয় ভিন্ন এই বল্কল হইতে নানারূপ ঔষধ এবং চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য এক প্রকার কস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিন্‌কোনা (Cinchona) বৃক্ষের ছালে কুইনাইনের ন্যায় তিক্ত এবং তদ্বদ্‌গুণবিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাকসছাল, নিমছাল, জামছাল,বকুলছাল প্রভৃতি এক একটী রোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্যতত্ত্বে এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রকার গাছের ছালের রস ঔষধ বা অনুপানরূপে ব্যবহারের বিধি আছে। Oaks, Rhus, Eucalyptus ও বাবলা (Acacia Arabica) প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীর ত্বক্ চামড়া পরিষ্কার করণের (tanning) বিশেষ উপযোগী। Acacia leucophlœa বা সফেদ কিকর নামক বৃক্ষের ছাল আরক চোয়াই কার্য্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই Acacia শ্রেণীভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার Wattle বৃক্ষসমূহের ছালও চামড়াপরিষ্কার কার্য্যে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। একপ্রকার ওক্‌গাছের ছাল ছিপি (Cork) রূপে বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

ভূর্জ্জপত্র নামে যে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম বৃক্ষজ আঁস দেখা যায়, তাহাও বল্কল মধ্যে পরিগণিত। উহাতে পাপগ্রহের অশুভদৃষ্টিদূরীকরণার্থ স্তবকবচাদি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিও এই ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইত। এখন আর উহার বিশেষ প্রচলন নাই। পাট, শণ প্রভৃতিও বল্কলজ তন্তুমধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বল্কলক্ষেত্র (পুং) পবিত্র স্থানভেদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্তর্গত বল্কলক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বল্কলবৎ (ত্রি) বল্কল অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বল্কলবিশিষ্ট, বল্কলধারী।

বল্কলসম্বিত (ত্রি) বল্কলাবৃত।

বল্কলা (স্ত্রী) বল্কল-টাপ্। ১ শিখাবল্কা। ২ শুক্লপাষাণভেদ, শাদা পাথরকুচি। (রাজনি°) ৩ তেজোবলা, চলিত তেজোবল।

বল্কলিন্ (পুং) ১ শ্বেতলোধ্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ বল্কলবিশিষ্ট, বল্কলধারী।

বল্কলোধ্র (পুং) বল্কপ্রধানো লোধ্রঃ। পট্টিকা লোধ্র।

বল্কবৎ (পুং) বল্কঃ শল্কোঽস্ত্যস্যেতি বল্ক-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ মৎস্য। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ বল্কযুক্ত।

বল্‌কষ, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ।

বল্‌কান, কাস্পায় সাগরোপকূলের পূর্ব্বদিকস্থ দুইটী গণ্ড শৈলমালা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ৩৯° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৫৪° ৩০´ পূঃ। এখানে নানাপ্রকার খনিজ মণিরত্ন পাওয়া যায়।

বল্কিল (পুং) বল্কোঽস্যাস্তীতি বল্ক-ইলচ্। কণ্টক। (শব্দরত্না°)

বল্কুত (ক্লী) বল্কল। (শব্দচ°)

বলখ্ (বাল্‌খ্), আফ্‌গান তুর্কীস্থানের অন্তর্গত একটী সুপ্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩৬°৪৮´ উত্তরে কাবুল রাজধানী হইতে ৩৫৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, কুন্দুজ হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে এবং হিরাট হইতে ৩৭০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই জনপদের উত্তরপূর্ব্বে বংক্ষুনদী, পূর্ব্বে কুন্দুজ, পশ্চিমে খোরাসান এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশে হাজারা ও মৈমুনার পর্ব্বতমালা।

রামায়ণাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাহ্লীক নামে এই সুবিস্তৃত জনপদের উল্লেখ আছে। তৎকালে আর্য্য হিন্দুগণের সহিত বাহ্লীকবাসীদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভারতযুদ্ধ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। পরবর্ত্তিকালে এই জনপদ হইতেই ভারতে শকাভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

[বাহ্লীক ও শকশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই জনপদের দক্ষিণপূর্ব্বাংশ শীতপ্রধান ও পর্ব্বতময় এবং উত্তরপশ্চিমাংশ বালুকাপূর্ণ হওয়ায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান ও সমতল। এখানে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গরম বোধ হইয়া থাকে। এখানে উজবেক, আফগান, মোগল, তুর্ক ও তাজক জাতির বাস আছে, কিন্তু লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প। কতকগুলি লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করে, আবার কতকগুলি লোক গবাদি পশু একস্থান হইতে অন্যস্থানে চরাইয়া লইয়া

বেড়ায় ও সেই সঙ্গে আপনাদেরও বাসভূমির পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। উজবেক জাতি সরলচিত্ত, সাধুপ্রকৃতিক এবং দয়ালু। তাজ্জেৎ বা তাজকগণ মদ্যপ ও পাপরত, দুর্দ্ধর্ষ, কঠিন হৃদয় এবং নষ্টাচারী।

বর্ত্তমান বা নূতন বল্‌থ্‌ নগরে ১০ হাজার আফ্‌গান, ৫'হাজার কপ্‌চক্‌, কতকগুলি উজবেক, হিন্দু ও য়িহুদীর বাস আছে। নূতন নগর তত দূর শ্রীসম্পন্ন নহে। এই নগরাংশের অদূরে ২০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট সুপ্রাচীন বাহ্লীক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারই বহির্ভাগে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মূরক্রফ্‌ট ও গুথ্‌বীর সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে এই জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শুদ্ধ হিন্দুর নিকট নহে, পশ্চিম এসিয়াখণ্ডবাসীর নিকটেও এই স্থানের যথেষ্ট গৌরব ছিল। তাঁহারা এই রাজধানীকে আস্‌-উল্‌-বালাদ বা নগরমাতা বলিয়া উল্লেখ করিত। পারস্যবাসীরা ইহাকে প্রাচীন ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান ও জ্ঞানভাণ্ডার বলিয়া জানিত। প্রবাদ, পারস্যবাসী কাইয়ৎমুর্জ্জ এই নগর স্থাপন করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্ম্মপ্রচারক জয়থুস্ত্র তাহার অপরাংশ স্থাপন দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

মাকিদনবীর আলেকজান্দার এই স্থান অধিকারপূর্ব্বক বক্তি্রয়া রাজ্যভুক্ত করেন। এক্ষণে এই নগর স্থানীয় শৈলশ্রেণী হইতে তিন ক্রোশ দূরে সমতলক্ষেত্রোপরি নির্ম্মিত। এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নহে। নগরে জল সরবরাহের জন্য নদীতট হইতে জলনালী (aqueducts) চালিত আছে।

এক সময়ে দুর্দ্ধর্ষ বক্তি্রয়ারাজগণ সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধকৌশলের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাল্‌থ্‌রাজ ১ম অর্সকেশ পহ্লববংশীয় ছিলেন। ছোরেণীবাসী মোজেস্‌ তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, মতান্তরে অর্সকেশ সোগ্‌দ-জনপদাধীশ্বর বলিয়া কথিত।

চেঙ্গিস্‌ খাঁর সময় পর্য্যন্ত বাল্‌থ্‌ নগরী স্বীয় সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে এসিয়ার অপর সকল নগর হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৈমুর রাজ্যবিজয়বাসনায় স্বীয় বিস্তৃত মোগলবাহিনী লইয়া সময় সময় আসিয়া এই নগর ভূমিসাৎ করিয়া যান। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলো এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির কতকনিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদিরশা বল্‌থ্‌ ও কুন্দুজ অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থান দুরাণাবংশের অধিকারে আইসে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কুন্দুজপতি শাহ মুরাদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে এই স্থান আফগান-শাসন হইতে বিচ্যুত হয়। তৎপরে ইহা বোখারার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল ; পরে পুনরায় আফগানস্থানের সীমাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বল্গ, গতি, ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্‌। লট্‌ বল্গতি। লুঙ্‌ অবল্গীৎ। ভট্টমল্ল ও দুর্গাদাস এই ধাতুর অর্থ প্লুত গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বল্গন (ক্লী) বল্গ-ল্যুট্‌। ১ প্লুতগমন। ২ বহুভাষণ।

বল্গা (স্ত্রী) বল্গ্যতেঽনয়েতি বল্গ-করণে ঘঞ্‌, টাপ্‌। দণ্ডালিকা, চলিত লাগাম্‌। পর্য্যায়—অবক্ষেপণী, রশ্মি, কুশা (হেম)

"বল্গাস্বধ্যেঽশ্ববারাণাং নৃত্যতে বাগ্রবাজিনা।
বল্গাক্ষেনোদ্বহল্লম্বং শিরস্ত্রং বামপাণিনা ॥"(রাজতর° ৫।৩৪৭)

বল্গিত (ক্লী) বল্গ-ভাবে ক্ত। অশ্বের বিশেষ গমন, অশ্বের গতিভেদ, বেগে বিক্ষিপ্তোপরিচরণ। ২ প্লুতগমন।

"অনির্লোড়িতকার্য্যস্য বাগ্‌জালং বাগ্মিনো বৃথা।
নিমিত্তাদপরাদ্ধেষোর্ধানুষ্কস্যেব বল্গিতম্‌ ॥" (শিশুপালবধ ২।২৭)

৩ বহুভাষণ।

বল্গু (পুং) বলতে ইতি বল প্রাণনে বল-উ, (বলেগু্‌ক্‌চ। উণ্‌ ১।২০) ধাতুর উত্তর গুগাগম। ১ ছাগ। (ত্রি) ২ সুন্দর। (মেদিনী)

"তদ্বল্গুনা যুগপদুন্মিষিতেন তাবৎ,
সদ্যঃ পরস্পরতুলামধিরোহতাং দ্বে।" (রঘু ৫।৬৮)

বল্গুক (ক্লী) বল্গু সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ চন্দন। ২ বিপিন। ৩ পণ। (ত্রি) ৪ রুচির। (অজয়) রুচিরার্থক বল্গুক শব্দের ব বর্গীয়।

বল্গুজ (ত্রি) ১ বল্গুজাত। ২ ছাগ। স্ত্রিয়াং টাপ্‌।

বল্গুজঙ্ঘ (ত্রি) ১ সুন্দর জঙ্ঘাবিশিষ্ট। ২ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশা°)

বল্গুপত্র (পুং) বল্গু মনোজ্ঞং পত্রং যস্য। বনমুদ্গ। (শব্দচ°)

বল্গুপোদকী (স্ত্রী) লতাভেদ (Amaranthus polygamus)

বল্গুল (পুং) উল্কামুখী খেঁকশিয়াল।

বল্গুলা (স্ত্রী) বল্গু লাতীতি লা-ক-টাপ্‌। ১ বাকুচী। ২ পক্ষিবিশেষ। এই অর্থে ব্যবহৃত বল্গু শব্দের পর্য্যায়—চক্রবিষ্ঠা, দিবান্ধা, নিশাচরী, স্বৈরিণী, দিবাস্বাপা, মাংসেষ্টা, মাতৃহারিণী।

বল্গুলিকা (স্ত্রী) বল্গু সংজ্ঞায়াং কন্‌, টাপি অত ইত্বঞ্চ। তৈলপায়িকা। আরসুলা, তেলাপোকা।

'বল্গুলিকা মুখবিষ্ঠা পয়োষ্ণী তৈলপায়িকা।' (হেম°)

"ততো বল্গুলিকাতঙ্কং দৃষ্ট্বা পটমদর্শয়ৎ।"(কথাসরিৎসা° ৫৫।৭৯)

বল্গুলী (স্ত্রী) রাত্রিচর পক্ষিবিশেষ।

বল্গুসোম, একজন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা। গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বল্‌ভ,ভক্ষণ। ভ্বাদি, আত্মনেপদী, সক° সেট্। লট্ বল্‌ভতে। লিট্ ববল্‌ভে। লুট্ বল্‌ভিতা। "বল্‌ভতে অন্নং লোকঃ"। (দুর্গাদাস)

বল্‌ভন (ক্লী) বল্‌ভ ভক্ষণে ভাবে ল্যুট্। ভক্ষণ। (হেমচন্দ্র)

বল্মিক (পুং ক্লী) বল্মীক। (শব্দরত্না°)

বল্মিকি (পুং ক্লী) বল্মীক। (অমরটীকা ভরত)

বল্মীক (পুং ক্লী) বলতে ইতি বল সংবরণে (অলীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২৫) মুমাগমঃ কীকনান্তো নিপাতঃ। (উজ্জ্বলদত্ত) ১ উম্রিকা-কৃত মৃত্তিকাস্তূপ। ইহার পর্য্যায়,—বামলুর, নাকু, বল্মিক বাল্মীক, বাল্মীকি, বাল্মিকি, পুগলক, শক্রমূর্দ্ধা, রুপি, শৈলক। (শব্দরত্না°)

"বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।"(মেঘদূত পূঃ ১৫)

আমরা বাড়ীর দেওয়ালে, কড়িকাষ্ঠে অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত আসবাব প্রভৃতিতে একপ্রকার পুত্তিকাকীট বা উইপোকা (Termites) দেখিতে পাই। তাহারা দেয়ালে বা কাষ্ঠোপরি মাটীর ঢাকুনি করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, আবার কখন কখন কাষ্ঠখণ্ডের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ কাটিয়া কাষ্ঠের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে, কোন কাষ্ঠে একবার উই লাগিলে তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। আল্‌কাতরা, সাবান ও চূণ সমভাগে উত্তাপযোগে মিশাইয়া কাষ্ঠের উপর মাখাইলে উইপোকার আক্রমণ নিবারিত হয়। কখন কখন মোম ও তারপিন্ গলাইয়া উই নাশ করা হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে কাষ্ঠখণ্ডে ব্রহ্মদেশজাত মেটেতৈল লাগাইলে আর পোকা ধরে না।

ইক্ষুক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে উই থাকে। উহা ইক্ষু কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য ইক্ষুক্ষেত্র হইতে উই দূরীকরণার্থ কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। হিঙ্গু ৮ ছটাক, সরিষা ৮ সের, পচা মাছ ৪ সের, অতিবিষামূলচূর্ণ ২ সের উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উই মরিয়া যায় বটে, কিন্তু অতিবিষার প্রভাবে ইক্ষুগাছ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহা খাদ্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ময়দা বা ছাতুর সহিত সেঁকোবিষ মিশাইয়া গুড় মাখিবে, পরে সেই পিণ্ড লইয়া উই-ঢিপির সম্মুখে রাখিয়া দিবে। উহা ভক্ষণে উইকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়। বৃক্ষধূপনির্য্যাস (Dammer oil) ১২ ও গাম্বীর বৃক্ষনির্য্যাস (Uncaria gambir) ৬ মাত্রায় মিশাইয়া কাষ্ঠে লাগাইলে উই লাগিতে পারে না। তুঁতে, সেঁকো চূর্ণের সহিত মিলাইয়া কাষ্ঠে ঘসিলে, অথবা সেঁকো, মুসব্বর, সাবান ও সাজিমাটী একত্র তাপে একঘণ্টাকাল গলাইয়া নামাইয়া রাখিলে, পরে সেই জলে পুনরায় ঠাণ্ডাজল দিয়া কাষ্ঠমার্জ্জন করিলে উই মরিয়া যায়। [উই দেখ।]

এই উই বা পুত্তিকাকীট (White Ant) মাঠে, ক্ষেত্রে ও পল্লীর পথপার্শ্বে এক একটী মৃত্তিকাস্তূপ গঠন করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। উহাকে চলিত কথায় উইপোতা বা উইঢিপি এবং সাধুভাষায় বল্মীক (Ant-hill) বলা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গের প্রান্তরপ্রদেশে, সিংহলদ্বীপে, উত্তমাশা অন্তরীপে ও সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বহু উইঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের সশৃঙ্গ ও কোণাকার মৃদস্তূপাকৃতি দেখিলে স্বতঃই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। স্থলবিশেষে এইগুলি ২ হইতে ১৬।১৭ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

খুলনা অথবা গোয়ালনন্দ যাইবার রেলপথের ধারে ধারে এবং অদূরস্থ ক্ষেত্রমধ্যেও ৪।৫ ফুট অনেক বল্মীকস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বল্মীককূটাভ্যন্তরস্থ কীটগুলি যে পরিমাণে মৃত্তিকাস্তূপ উচ্চ করে, সেই পরিমাণে তাহারা ভূগর্ভে গহ্বর কাটিয়া উপরে মাটী উঠায় এবং সেই মৃত্তিকাদ্বারা তাহারা অতি সুচারুরূপে এবং বিশেষ শিল্পচাতুর্য্যের সহিত তদভ্যন্তরে আপনাদের আবশ্যক মত গৃহাদিখনন করিয়া লয়; অর্থাৎ যদি একটী বল্মীকের ভূপৃষ্ঠোপরিস্থ কোণাকার স্তূপ ৭ ফিট্ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উইদিগের দ্বারা মৃত্তিকাগড়েও তদনুরূপ গর্ত্ত উৎখাত হইয়া সেই মৃত্তিকা-সাহায্যে ও তাহাদের অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলে একটী বল্মীক-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে,এই মৃদাচ্ছাদিত অদৃশ্য বাটিকামধ্যে তাহারা রাণীকীটের বাসার্থ একটী সুবিস্তৃত রাজপ্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহারা চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ধাত্রীপ্রকোষ্ঠ বা শিশুকীটগুলির বাসগৃহ আছে। এই ঘরগুলি খিলানকরা ছাদযুক্ত এবং খিলানকরা সছাদ সোপানশ্রেণীদ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত। এতদ্ভিন্ন একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সুঁড়িপথ, বারাণ্ডা, দালান, প্রবেশদ্বার প্রভৃতি সুচারুরূপে বিন্যস্ত আছে, উহাদের গঠন-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিম্নে আফ্রিকাদেশ-জাত একপ্রকার পুত্তিকার বিবরণ সঙ্কলিত হইল। উহারা সামরিকপুত্তিকা নামে খ্যাত।

আফ্রিকার সামরিক পুত্তিকাগুলি যেরূপ ভাবে বল্মীক প্রস্তুত করে তাহা উর্দ্ধাধোভাবে ছেদন করিলে দেখা যায় যে, কি অপূর্ব্ব গঠন-কৌশলে তাহারা এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। যে সকল সামরিক পুত্তিকা বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য ১ এক বুরুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও ন্যূন, কিন্তু তাহাদের নির্ম্মিত বাসগৃহ সচরাচর ৭।৮ হাত উচ্চ হয়। অনেক অনেক বল্মীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বল্মীক সকল যেমন উন্নত, উহার নির্ম্মাণ-পরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুত্তিকাদিগের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের সুন্দররূপ আহার বিহার সম্পাদনার্থে বাসগৃহের যেরূপ শৃঙ্খলা আবশ্যক, তাহারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজ-প্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, শিশু-শালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত থাকে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করিতে হইলে, যে যে স্থলে কুটিল পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গতায়াতের সুবিধা করিয়া রাখে। এই রূপে তাহারা আপনাদের বাসবাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিতি করে। উহা এমন সুদৃঢ় ও কঠিন যে, ৪।৫ জন মনুষ্য, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুত্তিকাদিগের কার্য্য-প্রণালীও অতি সুন্দর। ঐ প্রণালী এমত পরিপাটী যে, উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থাপ্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে নিবিষ্ট, শ্রমজীবী পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট পুত্তিকা। শ্রমী পুত্তিকারা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রমজীবী পুত্তিকা-দিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় ১৫ গুণ বড়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রমী পুত্তিকারা কখনও সৈনিক পুত্তিকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুত্তিকারাও কখন শ্রমী পুত্তিকার কার্য্যে নিযুক্ত হয় না।

বিশিষ্ট পুত্তিকারা না গৃহাদি নিম্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাহাদের কলেবর সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অঙ্গে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক পুত্তিকাদিগের ২ দ্বিগুণ ও শ্রমজীবী পুত্তিকাদিগের শরীরের ৩০ ত্রিশ গুণ। অন্য অন্য পুত্তিকারা তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মান্য করে ও প্রধান পদে অধিরূঢ় করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই উড্ডীয়মান হইয়া অন্যত্র গমন করে। কিন্তু উড়িবার কিঞ্চিৎকাল পরেই, পালক সকল ঝরিয়া পড়ে, তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া, তাহা-দিগকে আহার করে। আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভাজিয়া ভক্ষণ করে। এইরূপে প্রায় সমুদায় বিশিষ্ট পুত্তিকা, নষ্ট হইয়া যায়। যদি ২।৪ দুই চারিটী কোন ক্রমে রক্ষা পায়, পূর্ব্বোক্ত শ্রমী পুত্তিকারা, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাজার ও রাজ্ঞীর পদে বরণ করে এবং এক মৃত্তিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া, যত্নপূর্ব্বক পরিপালন করে। পরে যখন রাজ্ঞীর সন্তান উৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজ্ঞী, যে সমস্ত অণ্ড প্রসব করে, তাহা সত্বর গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে।

ভারতে সাধারণতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সপক্ষ পুত্তিকা উড়িতে দেখা যায়। উহাদিগকে বাদলা পোকা বলে। যখন তাহারা দলে দলে মেঘাকারে ভূগর্ভস্থ নিবাস হইতে আকাশ মার্গে উঠিতে থাকে, তখন কাক, বাদুড় প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী তাহাদিগকে খাইতে আরম্ভ করে। ডানা ভাঙ্গিয়া যাহা মাটিতে পড়িয়া যায়, তাহা পর দিন প্রাতে কাকের উদরস্থ হয়, কোথাও কোথায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে উহা সঞ্চয় করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া খায়।

উল্লিখিত পুত্তিকা-মহিষী, গর্ভাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উহার বস্তি-দেশ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গ অপেক্ষা ১৫০০ দেড় সহস্র অথবা ২০০০ দুই সহস্র গুণ স্থূল হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় স্বামীর শরীর অপেক্ষায় ১০০০ এক সহস্র গুণ ভারী হয় এবং শ্রমী পুত্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষা ২০।৩০ সহস্র গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক জন পণ্ডিত, গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক পুত্তিকামহিষী এই অবস্থায় ৬০ ষাট্ দণ্ডে, আশী হাজার অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। প্রসব-কালে কতকগুলি শ্রমী পুত্তিকা তাহার নিকট নিযুক্ত থাকে; তাহারা ঐ সকল অণ্ড গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে। ঐ সমস্ত ডিম্ব ফুটিয়া, যে সকল পুত্তিকা-শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রমী পুত্তিকারা তাহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে লালন পালন করে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যখন যে বিষয় আবশ্যক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। শাবকগণ এইরূপে লালিত ও পালিত হইয়া শক্তিসম্পন্ন ও শ্রমক্ষম হইলে, বল্মীক-রূপ সুরম্য রাজ্যের কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বল্মীকের কোন স্থান ভগ্ন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ একটী সৈনিক পুত্তিকা, সেই ভগ্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২।৩ দুই তিনটী আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুত্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ যতক্ষণ বল্মীকের উপর আঘাত করা যায়, ততক্ষণ

সৈনিক পুত্তিকা সকল বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, তাহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধ্যমত চেষ্টা করে, কিন্তু বল্মীকের উপর আঘাত করিতে নিবৃত্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রমী পুত্তিকা বাহির হইয়া, ঐ ভগ্ন স্থান পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লক্ষ লক্ষ পুত্তিকা একত্র কর্ম্ম করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমিষের নিমিত্তও নিজ কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুত্তিকা, এক এক দল শ্রমী পুত্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, তাহারা অধ্যক্ষ বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধারণ করে। বিশেষতঃ একটা পুত্তিকা ভগ্ন স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে, সে এক এক বার শব্দ করে, আর শ্রমী পুত্তিকারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে আর এক প্রকার শব্দ করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হইয়া, কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে।

সেনেগেল্ নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বল্মীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক খান গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

সিংহল, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপ এবং ভারতের কোন কোন স্থানে Termes taprobanes নামে একজাতীয় পুত্তিকা দেখা যায়। সিংহলদ্বীপে T. monoceros শ্রেণী গাছের কোটরে বাসা করে। অনেক সময় সেই স্থানে গোখুরা সাপের বাস দেখা যায়। মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বসরপাড় নামক স্থানে যে সকল বল্মীক দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশগুলির অভ্যন্তরেই বহুসংখ্যক বিষধর সর্প থাকে। কুইন্সলাণ্ডের উত্তরস্থ সমার্সেট নগরের ১ মাইল দূরে আলবার্ণী গিরিসঙ্কটের মুখে ১৬ ফিট উচ্চ বহুশত বল্মীক বিদ্যমান আছে।

বল্মীক মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ করা নিষিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, বল্মীক বা মুষিককর্ত্তৃক উৎখাত মৃত্তিকাদি দ্বারা শৌচক্রিয়া করিতে নাই।

"বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ না দদ্যাল্লেপসম্ভবান্।
অন্তঃপ্রাণবিপন্নাঞ্চ হল্যোৎখাতাং ন কর্দ্দমাম্॥"

(আহ্নিকাচারতত্ত্বধৃত বিষ্ণুপু°)

কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শিল্পিব্যক্তির স্পর্শদোষশান্তির জন্য বল্মীক মৃত্তিকা, গোময় ও ভস্ম এই তিন বস্তু দ্বারা বিগ্রহটী ধৌত করিয়া লইতে হয়। উক্ত বস্তুত্রয় দ্বারা স্নান করাইবার কোন পৃথক্ মন্ত্র নাই, এজন্য শূলপাণি গায়ত্রী বা সেই সেই দেবতার মূল মন্ত্র দ্বারাই স্নানবিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"বল্মীকমৃত্তিকাভিস্তু গোময়েন সুভস্মনা।
ক্ষালয়েৎ শিল্পিসংস্পর্শদোষাণামুপশান্তয়ে॥"

(দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

(পুং) ২ বাল্মীকি মুনি। ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"গ্রীবাংশকক্ষাকরপাদদেশে সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ।
গ্রন্থিঃ স বল্মীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ক্রমেণৈব গতপ্রবৃদ্ধিঃ॥
মুখৈরনেকৈস্তুতিতোদবদ্ভির্বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ।
বল্মীকমাহুর্ভিষজো বিকারং নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ॥"

যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গ্রীবা, অংস, কক্ষ, হস্ত, পদ ও সন্ধি স্থানে এবং গলদেশে বল্মীকের ন্যায় গাঢ়মূল অথচ প্রচুর শিখরযুক্ত ও উন্নতগ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং তাহা যদি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ও ইহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব হয়, ইহার অনেক মুখে স্রাব হইতে থাকে ও উন্নত অগ্রের সহিত বিসর্পের ন্যায় প্রসর্পিত হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে বল্মীকরোগ কহে। এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসা না করিলে কালক্রমে দুঃসাধ্য হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—বল্মীকরোগ প্রথমতঃ শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ এবং অর্ব্বুদ রোগের ন্যায় শোধন ও রোপণ করিবে। যাহার মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে বল্মীক রোগ হয় এবং যদি উহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত না হয়,তবে প্রথমে সংশোধন ও তৎপরে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে।

কুলথ কলায়ের মূল, গুড়ূচী, সৈন্ধব, সোঁদালমূল, দন্তিমূল, শ্যামালতার মূল, মাংস ও শক্তু, এই সকল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে এবং উহাতে ঘৃত মিশ্রিত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া উপনাহ (পুল্টীশ) প্রয়োগ করিলে বল্মীকরোগে বিশেষ উপকার হয়।

বল্মীকরোগ পাকিয়া যদি তাহাতে নালী হয়, তাহা হইলে উহার সমস্ত নালী অন্বেষণ করিয়া তাহা ছেদন করিবে এবং তাহাতে পুলটীশ প্রয়োগ করিবে। যদি এই রোগে মাংস দূষিত হয়,তাহা হইলে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহা নিষ্কাষিত করিবে,পরে ব্রণ বিশুদ্ধ হইলে রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। নিম্বতৈল ৪ সের, কল্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, ভল্লাতক, ছোট এলাচি, অগুরু, রক্তচন্দন, জাতীপত্র ও ইন্দ্রযব এই সকল মিলিত এক সের লইবে,পরে যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল বল্মীকরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলকে মনঃশিলাদ্য-তৈল কহে। হস্ত বা পদের উপর বহু ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ শোষ-

যুক্ত বল্মীকরোগ হইলে তাহা অসাধ্য। চিকিৎসক এইরূপ রোগীকে ত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

বল্মীক মৃত্তিকার প্রলেপ দিলেও এই রোগে উপকার হয়।

"ক্ষৌদ্রসর্ষপবল্মীকমৃত্তিকাসংযুতং ভিষক্।
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদূরুস্তম্ভে প্রলেপনম্॥"

(বৈদ্যকচক্রপাণিস°)

বল্মীকমাত্র (ত্রি) বল্মীকস্তূপের অনুরূপাকৃতিবিশিষ্ট।

বল্মীকল্প (পুং) কল্পভেদ।

বল্মীকশীর্ষ (ক্লী) বল্মীকস্ত শীর্ষমিব শীর্ষমস্ত। স্রোতোঽঞ্জন, রক্তসূর্ম্মা। (রাজনি°)

বল্মীকসম্ভবা (স্ত্রী) অলাবুবিশেষ। নাগম্বর তুম্বী। (মদনপাল)

বল্মীকি (পুং) বল্মীক। (শব্দমালা)

বল্মীকূট (ক্লী) বল্মীকস্ত বল্মীকসঞ্চিতং বা কূটং। বল্মীক। (হেম) বম্রীকূট এইরূপ পদও হয়।

বল্যূল (ল্যু), ১ ছেদন ও পূরণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বল্যূলয়তি। লুঙ্ অববল্যূলৎ।

বল্ল, সংবরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বল্লতে। লিট্ ববল্লে। লুট্ বল্লিতা। লুঙ্ অবল্লিষ্ট।

বল্ল (পুং) বল্লতে সংবৃণোতীতি বল্ল-অচ্। পরিমাণবিশেষ, গুঞ্জাত্রয় পরিমাণ।

"বল্লস্ত্রিগুঞ্জো ধরণঞ্চ তেঽষ্টৌ" (লীলাবতী)

বৈদ্যক পরিভাষার মতে দ্বিগুঞ্জা পরিমাণ। রাজনির্ঘণ্টের মতে সার্দ্ধগুঞ্জা পরিমাণ।

"গোধূমদ্বিতয়োন্মিতা তু কথিতা গুঞ্জা তথা সার্দ্ধয়া।
বল্লো বল্লচতুষ্টয়েন ভিষজাং মাষামতস্তচ্চতুঃ॥ (রাজনি°)

২ শস্তবিশেষ। ৩ সল্লকীবৃক্ষ। ৩ বাটালক, বেড়েলা।

বল্য (পুং) বল-যৎ। ১ তার্ক্ষ্য। (ক্লী) ২ গুড়ত্বক্। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ বলকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। বল্যা, পাতালগরুড়ী লতা।

বল্ল, প্রাচীন শকজাতির একটী শাখা। পূর্ব্বে ইহারা সৌরাষ্ট্রে রাজত্ব করিতেন। ইহারা রাজপুতনার রাজকুলের একতম। ভট্টকবিদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহারা এক সময়ে সিন্ধুনদের কূলে ঠট্ট ও মুলতান প্রদেশের রাও ছিলেন। কিন্তু এখন ইহারা আর আপনাদিগকে শক বলিয়া স্বীকার করেন না। বরং সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশে আপনাদের বল্ল বা বপ্প নামক কোন পূর্ব্বপুরুষের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই থাকেন। প্রথমে তাঁহারা মুঙ্গিপাটনের অন্তর্গত প্রাচীন ধাঙ্ক নগরে আসিয়া বাস করেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ জয় করিয়া আপনাদের রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই রাজ্য বল্লক্ষেত্র ও রাজধানী বল্লীপুর নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তথাকার রাজবংশ বল্লরায় উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সৌরাষ্ট্রের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পর বল্লগণ আপনাদিগকে মেবারের গহলোত বংশীয়গণের সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার করিতে থাকেন। কিন্তু রাজেতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, গহ-লোতগণ শিবোপাসনার পূর্ব্বে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন, পক্ষান্তরে সৌরাষ্ট্রের বল্লেরা আপনাদিগকে ইন্দুবংশোদ্ভব ও বলিকপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বলিকপুত্রগণ সিন্ধুতীরবর্ত্তী অরোর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে বল্লগণ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে এবং উপর্য্যুপরি মেবার আক্রমণ করে। রাণা হামীর একটী যুদ্ধে চোতিলার বল্লসর্দ্দারকে নিহত করিয়াছিলেন। ধাঙ্কের বল্লসর্দ্দারবংশ অদ্যাপি জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। [বলভীরাজবংশ দেখ।]

বল্লকরঞ্জ (পুং) করঞ্জভেদ।

বল্লকী (স্ত্রী) বল্লতে ইতি বল্ল-ক্বুন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বীণা।

"বল্লকীং বাদ্যমানো হি সপ্তস্বরবিমূর্চ্ছিতাম্।"

(হরিবংশ ৮৪।১১১)

২ সল্লকী বৃক্ষ। (রাজনি°)

বল্লগুণপূগ (ক্লী.) পূগবিশেষ, সুপারিবিশেষ। (রাজনি°)

বল্লটভট্ট, একজন প্রাচীন কবি। সুবৃত্ততিলকে ক্ষেমেন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লটভাগবত, একজন কবি।

বল্লন, একজন প্রাচীন কবি।

বল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দুইটী প্রাচীন নগর, চিক্ক ও দোদ্দ বল্লপুর নামে খ্যাত। উক্ত নগরদ্বয় পরস্পরে ৭ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। হায়দার আলী কর্ত্তৃক ধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও ধনজনপূর্ণ ছিল। চিক্কবল্লপুরের স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে মোরস্থ বক্কলিগবংশীয় কএকটী কৃষিজীবি-লোকের বাস আছে। তাহাদের বিশ্বাস, দক্ষিণ হস্তের দুইটী অঙ্গুলি কর্ত্তন তাহাদের জীবনের একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই কারণে উক্ত বক্কলু শাখাভুক্ত রমণীরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য স্ব স্ব কন্যাগণের বিবাহকালীন কর্ণবেধের সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বয় ছেদন করিয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহারা যথাসাধ্য পূজানুষ্ঠান করে এবং গ্রামস্থ কামারকে ডাকাইয়া তাহাকে কিছু কাটাই মজুরী দিয়া কন্যাদিগের অঙ্গুলী গাঁটের মাথায় কাটিয়া লয়। ইহা আইনবিরুদ্ধ হইলেও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বল্লপুরের অন্তর্গত দেবসহোল্লি গ্রামে এক রমণীকর্ত্তৃক কর্ত্তব্যানুরোধে

এইরূপ অঙ্গুলি কাটা হইয়াছিল। আঙ্গুল কাটিবার সময় চিতল নামক যন্ত্র সাহায্যে এক আঘাতে কাটাই রীতি।

এই অদ্ভুত ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটী কিংবদন্তী আছে :—পুরাকালে বৃক নামে এক রাক্ষস ছিল। সে বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্তা করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করে। রাক্ষসের তপে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব রাক্ষসকে দেখা দিয়া বলেন, বৎস! আমি তোমার তপস্তায় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস দেবাদিদেব মহাদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, দেব! যদি অধীনের প্রতি কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, তবে আমায় এই বর দিন যেন আমি মাথায় হাত দিবামাত্রই সেই ব্যক্তি ভস্ম হইয়া যায়। আশুতোষ রাক্ষসের অসদভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলে দুর্বৃত্ত বৃক দেবপ্রদত্ত এই অসাধারণ শক্তির পরীক্ষার্থ মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়মান হইলেন, রাক্ষস তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলে মহাদেব একটী বনে প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস হাফাইতে হাফাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বন সম্মুখস্থ ক্ষেত্রে এক কৃষককে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—শীঘ্র বল, তুই এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছিস্? ভীষণদর্শন সেই রাক্ষসকে দেখিয়া তখন কৃষক মনে মনে চিন্তা করিল, যদি আমি এই রাক্ষসকে মহেশ্বরের সংবাদ না বলিয়া দিই, তাহা হইলে এ এখনই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে সংহারপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে; আর যদি শিব এই বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমায় হরকোপানলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে; সুতরাং কি কর্ত্তব্য অনুসরণ করিলে এই দারুণ বিপদ্ হইতে অব্যাহতি পাই। কৃষককে চিন্তাশীল দেখিয়া রাক্ষসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সে নিশ্চয়ই মহেশ্বরের সংবাদ জানে। তখন সে পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার দ্বারা কৃষককে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, কৃষক উপায়ান্তর না দেখিয়া চিৎকারপূর্ব্বক বলিল, "আমি মহাদেবের কোন সংবাদ রাখি না" পরক্ষণেই সে আস্তে আস্তে রাক্ষসকে মহাদেবের গুপ্তস্থান দেখাইয়া দিল।

যখন রাক্ষস বৃক সেই বনে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে ধরিতে অগ্রসর হইল, এমন সময়ে, বিষ্ণু মহাদেবের উদ্ধারার্থে মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া রাক্ষসের সম্মুখে উপনীত হইলেন। যুবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষস মহাদেবের প্রতিহিংসা ভুলিয়া ধীরে ধীরে মোহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বরবপু স্পর্শ করিতে পারিল না, রাক্ষসের প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া যুবতীর দয়ার উদ্রেক হইল। তখন সে বলিল, আমি ব্রাহ্মণকন্যা, কিরূপে তোমার ন্যায় অপূতদেহ রাক্ষসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি। তুমি অগ্রে সন্ধ্যা বন্দনাদি দ্বারা পূতদেহ হও, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পার।

বিষ্ণুর ছলনা রাক্ষস বুঝিতে পারিল না। নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সে স্বীয় দক্ষিণহস্তের প্রভাব ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যা করিবার সময় রাক্ষস অঙ্গন্যাসকালে স্বীয় অঙ্গাদিতে যথাক্রমে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে লাগিল। অনন্তর যেমন মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবে, অমনি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তদনন্তর মহাদেব সেই গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিষ্ণুর নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাস ঘাতক কৃষকের অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আদেশ করিলেন, যে অঙ্গুলি দ্বারা তুই আমার গুপ্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিস্, তোর সেই অঙ্গুলি আমি নষ্ট করিয়া দিব। এই বলিয়া মহাদেব তাহার অঙ্গুলি কাটিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ কৃষকপত্নী স্বীয় স্বামীর অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া সেই ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় স্বামীর অঙ্গুলি রক্ষার্থ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইল এবং বিশেষ অনুনয় বিনয়ের পর বলিল, হে প্রভো! যদি আপনি আমার স্বামীর অঙ্গুলি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে অন্নাভাবে এই দরিদ্র পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তে আমি দুইটী অঙ্গুলি দিতে প্রস্তুত আছি! মহাদেব কৃষকরমণীর এই প্রকার পতিভক্তি দেখিয়া বলিলেন, তোমার এরূপ স্বামিভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি। আজ অবধি তোমার বংশে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমার মন্দির সমক্ষে তাহার দুইটী অঙ্গুলী বলি দিয়া তোমার এই অসাধারণ পতিভক্তির মহিমা ঘোষণা করিবে। তাই অদ্যাবধি সেই রমণীর বংশীয় কন্যারা অঙ্গুলি দান করিয়া আসিতেছে। তাহারা রাজবিধির নিষেধ না মানিয়া দণ্ড গ্রহণ করিতে ববং ইচ্ছুক, তথাপি দেবাদেশ লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে। এখনও মহিসুরে প্রায় ২ সহস্র পরিবার ঐরূপ অঙ্গুলিদান করিয়া থাকে।

বল্লপুর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর সলেম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কোল্লিমলয় পর্ব্বতোপরি স্থাপিত নামকল নগরী হইতে ১৬৷৷০ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে তোল্পিয়ুর উপত্যকার সম্মুখস্থ কন্দরমুখে আরপল্লেশ্বর স্বামীর মন্দির ও পুখুর। ঐ পুখুরে কতকগুলি মাছ আছে। প্রত্যহ ঘণ্টা বাজাইয়া ঐ মাছগুলিকে খাদ্য দেওয়া হয়। ঘণ্টাশব্দ হইলেই মাছগুলি বাঁধের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্য অনেকে ঐ মন্দিরকে

মৎস্যমন্দির বলে। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে একখানি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।

বল্লভ (ত্রি) বল্ল-অভচ্। ১ প্রিয়।

"পুত্রেভ্যশ্চ নরস্তুর্য্যাৎ বল্লভেভ্যশ্চ ভূপতেঃ।"

(কামন্দকীয়নীতিসা° ৫।১৭)

২ অধ্যক্ষ। (অমর) স্বামীর মতে অমরটীকায় অধ্যক্ষ শব্দে পরাধ্যক্ষ বুঝায়। ৩ সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব। ৪ কৃষ্ণাগুরু। ৫ রাজশিম্বী। (ভাবপ্র°)

বল্লভ, একজন রাজা। দলপতিরাজের পিতা। ২ রাজকুমারভেদ। সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। [সনাতন দেখ।]

বল্লভ, কএকজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা—১ বল্লভাচার্য্য। ২ একজন বৈয়াকরণ। মল্লিনাথ ও রায়মুকুট ইহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। ৩ মোক্ষলক্ষ্মীবিলাসপ্রণেতা। ৪ বিদ্বজ্জনবল্লভ নামক জ্যোতি-গ্রন্থ-রচয়িতা। ৭ শব্দেন্দুশেখরটীকাপ্রণেতা। ইহার প্রকৃত নাম হরিবল্লভ। ৮ সমর্পণগদ্যার্থরচয়িতা। ৯ বৈদ্যবল্লভ নামক গ্রন্থকার।

বল্লভকঘৃত, হৃদরোগের উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী ৫০টা, সচল লবণ ২ পল একত্র ঘৃতপাক করিয়া পান করিলে হৃল্লাস, মূল, উদররোগ ও বায়ুনাশ হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলি হৃদ্রোগাধিকা°)

বল্লভগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। চিকোড়ি হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। শৈলশিখরোপরিস্থ দুর্গাংশ প্রায় গোলাকার (২৭৫ × ২০০) এবং কোন স্থানে কৃত্রিম ও কোথাও বা পর্ব্বতগাত্র ইহাকে প্রাচীর-রূপে বেষ্টন করিয়া আছে। উহার দুইটী প্রবেশদ্বার, ৪টী প্রস্রবণ, একটী সুবৃহৎ কূপ এখন সম্পূর্ণ নষ্টপ্রায়, সংস্কার অভাবে দুর্গেরও অধিকাংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম। বল্লভগড় দুর্গ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অধিকারে ছিল। উহা বেলগামের ১০টী প্রসিদ্ধ দুর্গের একতম। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নেসর্গীর সামন্ত সর্দ্দার কোল্হাপুর-রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বল্লভগড়, গন্ধর্ব্বগড় ও ভীমগড় অধিকার করিয়া লন; কিন্তু কোল্হাপুরপতি পরবর্ষেই বিদ্রোহী সামন্তকে পরাজিত করিয়া দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন পরশুরাম ভাউ পুণায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কোল্হা-পুররাজশত্রু উপরোক্ত সর্দ্দার পুনরায় বল্লভগড় দুর্গ হস্তগত করেন।

বল্লভগণক, গণিতলতাপ্রণেতা।

বল্লভগণি, হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণির সারোদ্ধার এবং শেষ-সংগ্রহের টীকাপ্রণেতা। ইনি জ্ঞানবিমলের শিষ্য ছিলেন।

বল্লভজী, ১ বৃত্তরত্নাকরচরিতা। ২ নাগরখণ্ডের সাররোক ও অধ্যায়ানুক্রমণি, মহাভারতাধ্যায়ানুক্রমণি, মহাভারতোক্ত তুলায় এবং বৃত্তমালা-সঙ্কলয়িতা।

বল্লভজী গোস্বামী, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

বল্লভতম (ত্রি) অতিশয় প্রিয়।

বল্লভতা[ত্ব] (স্ত্রী) বল্লভস্য ভাবঃ ধর্ম্মে বা তল্ টাপ্। প্রিয়তা, বল্লভের ভাব বা ধর্ম্ম।

বল্লভ তাতিয়া, একজন মহারাষ্ট্র প্রধান। ইনি সিন্দেরাজের প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা মধুরাওর মৃত্যুর পর, পেশবার গদি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময়ে বিধবা রাজমহিষী যশোদাবাই দত্তকগ্রহণের সঙ্কল্প করেন। বল্লভ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাজীরাও ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যেশ্বর করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাজীরাও পুণায় আসিয়া নানা ফড়নবিশের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, উভয়ের পূর্ব্বমনোমালিন্য-বিদূরিত হয় এবং নানা রাজমন্ত্রী থাকিলে বাজীরাও পেশবা হইবেন, এইরূপ একটী যুক্তি হয়। এই সম্মিলন বিশেষ আশাপ্রদ নহে ভাবিয়া বল্লভ তাতিয়া উভয়ের গুপ্তপরামর্শে বিপরীতা-চরণ করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে চিম্নাজী আপাকে যশোদাবাইর দত্তক সাব্যস্ত করাইলেন এবং কৌশলে পরশু-রাম ভাউকে মন্ত্রিপদাধিকারে অঙ্গীকার করাইয়া বাজীরাওর সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা ফড়নবিশ মন্ত্রী রহিলেন এবং পরশুরাম রাজ্যচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে পাছে দৌলতরাও সিন্দে শত্রু হইয়া উঠে, তাহার প্রতিবিধান জন্য বল্লভ নানার পরামর্শানুসারে উভয় পক্ষের মিলনচেষ্টা পাইলেন।

এই সময়ে চিম্নাজী আপা, বাজীরাও ও নানা ফড়নবিশ পরশুরাম ভাউকে লইয়া মহারাষ্ট্র-সরকারে যে ঘোর রাজবিপ্লব সূচিত হইয়াছিল, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। চিম্নাজী আপাকে নূতন পেশবা করিবার অভিপ্রায়ে নানা ফড়নবিশ সাতারায় আসিয়া রাজসনন্দ গ্রহণ করিলেন, এদিকে পরশুরামের কৌশলে বল্লভ কর্তৃক বাজীরাও হস্তগত দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত না হইয়া বাড়ী হইতে রাজসনন্দ প্রেরণ করিলেন। ২৬এ মে চিম্নাজী পেশবা পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ইহার পর পরশুরাম নানা ফড়নবিশকে পুণায় ডাকাইয়া আনিয়া বল্লভ তাতিয়ার সহিত মিলন করাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। উভয়পক্ষে শত্রুতাবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। নানা বিশেষ কৌশলে যুদ্ধী

ডোনুসেজের হস্তগত করিলেন। সিন্দেরাজ ও হোলকরপতি এবং পেশবার সেনাপতি মিঃ বয়েড্ সজ্জিত হইলেন। ৮ই অক্টোবর বাজীরাও মসনদে বসিলেন এবং ২৭এ অক্টোবর বল্লভ তাতিয়া সিন্দেরাজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। অতঃপর সিন্দেরাজ তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া পুনরায় মন্ত্রিপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যুর পর, পেশবা বাজীরাওর সহিত সিন্দেরাজের ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিন্দেরাজ পুনরায় বিদ্রোহাশঙ্কায় বল্লভকে নিহত করেন। [মহারাষ্ট্র ও অপরাপর শব্দ দেখ।]

বল্লভদাস, বৈষ্ণবাহ্নিক-প্রণেতা।

বল্লভদীক্ষিত (পুং) বল্লভাচার্য্য। [বল্লভাচার্য্য দেখ]

বল্লভদেব, ১ সুভাষিতাবলিপ্রণেতা। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার যত্নে শার্ঙ্গধরপদ্ধতির সঙ্কলনকার্য্য আরব্ধ হয়। ২ যোগমুক্তাবলীরচয়িতা। ৩ একজন কবি। ৪ কুমারসম্ভবের অষ্টাধ্যায়-টীকা, মেঘদূতটীকা, রঘুবংশপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকাটীকা, শিশুপালবধটীকা ও সূর্য্যশতকটীকা-প্রণেতা। মল্লিনাথ ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি আনন্দদেবের পুত্র এবং আনন্দবর্দ্ধনকৃত দেবীশতকের টীকাকার কয়্যটের (৯৭৭ খৃঃ) পিতামহ।

বল্লভন্যায়াচার্য্য (পুং) ন্যায়লীলাবতীপ্রণেতা। গঙ্গেশতত্ত্ব-চিন্তামণিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লভপালক (ত্রি) বল্লভানাম্ অশ্ববিশেষাণাং পালকঃ। অশ্বরক্ষক। (ভূরিপ্রয়োগ)

বল্লভপুর (স্ত্রী) কলিকাতার উত্তরস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি গণ্ড-গ্রাম। এখানে বল্লভজীর মন্দির বিদ্যমান। প্রতি বৎসর রথ-যাত্রা উপলক্ষে এখানে দ্বাদশগোপালের উৎসব হইয়া থাকে। এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। [মাহেশ দেখ।]

বল্লভরাজ, অনহিলগড়ের একজন রাজা। চামন্দরাজের পুত্র।

বল্লভশক্তি (স্ত্রী) একজন রাজপুত্র। (কথাসরিৎসা° ১০।১৭)

বল্লভস্বামিন্ (পুং) বল্লভাচার্য্য।

বল্লভা (স্ত্রী) প্রিয়া।

'প্রেয়সী দয়িতা কান্তা প্রাণেশা বল্লভা প্রিয়া।
হৃদয়েশা প্রাণসমা প্রেষ্ঠা প্রণয়িনী চ সা ॥' (হেম)

বল্লভাচারী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। অপর নাম রুদ্রসম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য ইহার প্রবর্ত্তক, এই নিমিত্ত লোকে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে বল্লভাচারী বলিয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে রামসীতার উপাসনাই প্রচারিত দেখা যায়, কিন্তু ঐ প্রদেশের পশ্চিমভাগে ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ গৃহস্থের মধ্যে প্রায়ই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত। ঐ প্রদেশে বল্লভা-চার্য্যপ্রবর্ত্তিত বালগোপালের সেবা কিছুদিন হইল বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে। গোকুলস্থ গোস্বামীরা এই ধর্ম্ম উপদেশ দেন, এজন্য ইহা গোকুলস্থ গোস্বামীদিগের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রবাদ আছে,—সর্ব্বপ্রথমে বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই মতের সারতত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব। জ্ঞানদেবের শিষ্য নামদেব ও ত্রিলোচন। তাঁহাদের অব্যবহিত কাল পরে তৈলঙ্গদেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্য গুরু-পদে অভিষিক্ত হইয়া, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি গোকুলে * বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল যাপন করিয়া তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণ-দেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন, এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রা-তটে অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অদ্যাপি তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

মথুরার ঘাটে তাঁহার ঐরূপ আর এক বৈঠক দেখা যায়। চনারের এক ক্রোশ পূর্ব্বে তাঁহার নামে একটি মঠ ও মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাঙ্গণে যে কূপ আছে, তাহা আচার্য্য কুঁয়া নামে খ্যাত। উজ্জয়িনীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তি ও ধর্ম্মার্থক্লেশ স্বীকার দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হন, এবং অতি মনোহররূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করেন।

বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান অতিমাত্র অদ্ভুত। তিনি শেষাবস্থায় কিছুদিন বারাণসীর জেঠনবড়ে বাস করিতেন। ঐ জেঠনবড়ের নিকটে অদ্যাপি তাঁহার একটি মঠ আছে। তিনি মর্ত্ত্য-লীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান্‌ঘাটে গঙ্গা-সলিলে অবতরণ করিলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন-স্থান হইতে এক দেদীপ্যমান অগ্নি-শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি বহুতর দর্শক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, ও অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাভারতাদি গ্রন্থে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অভেদ রূপ বর্ণনা আছে এবং শ্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুকপরিপূর্ণ যৌবন-

* যমুনার বামতটে মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গোকুল গ্রাম।

লীলার সবিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায়, তথাপি বিষ্ণু অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রাধান্ত-বর্ণন ঐ দুই গ্রন্থের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল-রূপের উপাসনার সুস্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় *।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—বৃন্দাবন-বাসী গোপাল হইতেই এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থল হইতে ধর্ম্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী, বুদ্ধি হইতে দুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, মানস হইতে কামদেব এবং বামাঙ্গ হইতে রতি ও রাধিকা উৎপন্ন হন ; রাধার লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপাঙ্গনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে ত্রিংশৎ কোটি গোপ জন্ম গ্রহণ করে ; প্রথমে গোলোকবাসী, পরিশেষে বৃন্দাবন-নিবাসী, গাভী ও বৎস পর্য্যন্তও তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ অনুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গোরু মহাদেবকে দিয়াছিলেন। ঐ পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-রূপই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত আছেন।

বল্লভাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যারও আবশ্যক নাই ; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগপূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্তুতঃও এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগবিলাসী। গোস্বামীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোস্বামীদিগকে পরিধানার্থ উত্তমোত্তম বহু-মূল্য বস্ত্র প্রদান করে এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুরস দ্রব্য ভোজন করায়।

শিষ্যদিগের উপর গোস্বামীদিগের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন কি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তনু, মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে ; এরূপ সুস্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসায়ী। গোস্বামীরাও বহু-বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থভ্রমণোপলক্ষে দূরদূরান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই প্রায় ধাতুনির্ম্মিত, ইহারা প্রতি-দিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করিয়া থাকে।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আসনারূঢ় করিয়া তাম্বূল-সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ জলপানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথায় দীপ রাখা হইয়া থাকে।

২ শৃঙ্গার। চারি দণ্ড বেলার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন, ও কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত ও বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়ালা। ছয় দণ্ড বেলা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া, দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অন্যান্য সুখাদ্য সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর, প্রসাদী দ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রী, উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিদ্রা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উত্থান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্ব্বার তৈল ও গন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ সেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যায়

---

* কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বালকৃষ্ণের ঈশ্বর-ভাব বর্ণিত আছে। লিখিত আছে, বসুদেব নব প্রসূত শিশুকে চতুর্ভুজ, শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী, পীতাম্বর-পরিধান ও শঙ্খচক্রাদি-বৈষ্ণবাস্ত্র-বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভির্ব্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥"

(ভাগবত ১০।৩।৯-১০)

ঐ পুরাণের স্থানান্তরে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদান করিলে, যশোদা তন্মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিলেন।

আবার মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায়ে এরূপ একটী উপাখ্যান আছে যে, মার্কণ্ডেয় মুনি, প্রলয়-কালে, বিশ্ব বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষের উপরিভাগে দিব্যাস্তরণ-ভূষিত পর্য্যঙ্কে একটি বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ত্রিকালবেত্তা হইয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না দেখিয়া, সেই বালক কৃষ্ণবর্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারিরূপে দর্শন দিয়া কহিলেন, "মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি, তুমি পর্য্যটন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে আমার দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যতদিন ইচ্ছা বাস কর।"

স্থাপনপূর্ব্বক, তৎসন্নিধানে পানীয় জল, তাম্বূলাধার ও অন্যান্য শ্রান্তিহর দ্রব্য সমুদায় রাখিয়া, পরিচারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও ভোগদান এবং স্তোত্র-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম। বিগ্রহ-সেবক এবং অন্যান্য লোকও এই সমুদায়ের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-স্তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন।

নিত্য-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অন্যান্য অনেক স্থলে জন্মাষ্টমী ও রাস-যাত্রা উৎসবে অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম-সন্নিহিত কোন চত্বরে সমারোহপূর্ব্বক রাস-যাত্রার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধানপূর্ব্বক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়, কতপ্রকার অতি মনোহর নৃত্য, গীত, বাদ্যের অনুষ্ঠান হয় ও শ্যামসুন্দরের সুললিত লীলানুরূপ কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্ত্তক সকল স্বেচ্ছানুসারে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরঃসর লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বস্ত্রগৃহ ও পণ্য-শালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপর্য্যাপ্ত ফল মূল ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী পরিপাটীক্রমে সজ্জিত থাকিয়া সর্ব্বস্থান সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ কৌতুক পরমাশ্চর্য্য সুদৃশ্য ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। বৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। তথায় নদী-কূলে পাষাণময় কৃত্রিম বেদির উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবিকল প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বল্লভাচারীরা ললাটে দুই ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র করিয়া নাসামূলে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন এবং ঐ দুই পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় বাহু ও বক্ষঃস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন, এবং কেহ কেহ শ্যামবন্দী নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অন্যরূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্ত্তুলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং হস্তে তুলসীকাষ্ঠের জপমালা রাখেন, এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জয়গোপাল' বলিয়া পরস্পর অভি-বাদন করেন।

বল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের যে টীকা রচনা করেন, তাহা ইহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের যাদৃশ ব্যাখ্যা আছে, ইহারা তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তদ্ব্যতিরেকে, তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, সিদ্ধান্ত-রহস্য, ভাগবত-লীলারহস্য, একান্ত-রহস্য প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া যান। [বল্লভাচার্য্য দেখ।]

এতদ্ভিন্ন, সামান্য সেবকদিগের মধ্যেও কৃষ্ণলীলাপ্রতি-পাদক ভাষায় লিখিত বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা,—

বিষ্ণুপদ—এ গ্রন্থ ভাষায় লিখিত। ইহা বল্লভাচার্য্য কৃত, ইহাতে বিষ্ণুগুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদমাত্র আছে।

ব্রজ বিলাস—ব্রজবাসী দাস এই গ্রন্থখানি ভাষায় রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা আছে।

অষ্টছাপ—এই গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্ত্তা—এই ভাষা-গ্রন্থে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী ৮৪ জন ভক্তের অত্যদ্ভুত চরিত বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতীয় ও সকলবর্ণোদ্ভব লোকই ছিল। এই সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তরহস্যের পরামুক্তি বা জীবব্রহ্ম-মিলন সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ চৌরাশি-বার্ত্তা নামক গ্রন্থের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে। বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ বিষয়ে কথোপ-কথন করিয়া উঁহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। যথা,—

"তব্ শ্রীআচার্য্য জী মহাপ্রভু আপ কহেঁ জো জীব কো স্বরূপ তো তুম জানত হী হোং দোষবন্ত হৈ সো তুম সোঁ সম্বন্ধ কৈসে হোয়, তব্ শ্রীঠাকুর জী আপ কহেঁ জো তুম জীবন কো ব্রহ্মসম্বন্ধ করাবোগে তিন কোঁ হোঁ অঙ্গীকার করুঙ্গো তুম জীবন কোঁ নাম দেউগে তিনকো সকল দোষ নিবর্ত্ত হোয়ঙ্গে।"

'তখন আচার্য্য কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কিরূপে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুরজী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।'

এই কয়েকখানি ছাড়া আরও বিস্তর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিদ্য-মান আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালেও এ সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বল্লভাচারীরা অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় উহাকে মূল শাস্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার

করেন না। উল্লিখিত বার্ত্তাই ইহাঁদের ভক্তমাল স্থানীয় হইয়াছে। ভক্তমালের ন্যায় ঐ গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব-সূচক অনেকানেক অলৌকিক ও অসম্ভাবিত উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত একটি রাজপুতানী বা রাজপুত্র-জাতীয় স্ত্রীলোকের উপাখ্যান পাঠে বোধ হয়, যে এই সম্প্রদায়ে সহ-মরণের বিধান ছিল না। জগন্নাথ ও রাণাব্যাস নামে দুই শিষ্য সঙ্গে লইয়া বল্লভাচার্য্য নদীতীর্থে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহগমনার্থ তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া জগন্নাথ সতীর্থ রাণাব্যাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্ত্রী-লোকে সতীত্ব-ধর্ম্ম-প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপারখানা কি?" রাণাব্যাস শিরশ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন, "শবের সহিত সৌন্দর্য্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।" রাজপুতানী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতানী অকস্মাৎ এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনার সহমরণ নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল, এবং তৎকালে তাঁহাদের দুই জনের কি কথা বার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাণাব্যাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতানীর উপর শ্রীআচার্য্যের কৃপা হইয়াছে, এবং জগন্নাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, তোমার রূপলাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবায় সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিক্ষিপ্ত করা অতিশয় অনুচিত ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অনন্তর রাজপুতানী রাণাব্যাস-সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আয়ুঃক্ষয় করিয়াছিলেন।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোসাঁইজী বলিয়া জানে। বিট্‌ঠলনাথের সাত পুত্র, গির্ধরি রায়*, গোবিন্দ রায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ, ও ঘনশ্যাম। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মোপদেশক ছিলেন, এবং ইহাঁদের মতানুবর্ত্তীরা যদিও পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল গোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অপর ছয় সমাজের মঠের প্রতি কিছুই শ্রদ্ধা রাখে না, স্বকীয় সমাজের গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শ্রদ্ধা করে না, এবং স্বকীয় সমাজের গোস্বামী ব্যতিরেকে আর কাহাকেও শাস্ত্র-

* বোধ হয় সংস্কৃত গিরিধারী শব্দের অপভ্রংশ।

বিহিত গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। বিট্‌ঠলনাথের অন্য কোন পুত্রের মতানুবর্ত্তী লোকদের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানাস্থানের, বিশেষতঃ গুজরাত ও মালবদেশের, বহুতর স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী লোকে বল্লভাচার্য্যের মতাবলম্বী হইয়াছে, এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ে অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে, ইহাঁদিগের বিস্তর মঠ ও দেবালয় আছে। কাশীতে এ সম্প্র-দায়ের দুইটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে; লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির*। ঐ দুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু সম্পত্তিশীল। জগন্নাথক্ষেত্র ও দ্বারকা এ সম্প্রদায়ের অতি-মাত্র পবিত্র তীর্থ, এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদ্বারের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্ব্বে মথুরায় ছিলেন; অরঙ্গজেব বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে পর, ঐ সর্ব্বান্তর্য্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্ত্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-দত্ত ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে†। বল্লভাচারীদিগের অন্ততঃ এক বারও শ্রীনাথ দর্শন করিতে হয়, এবং প্রধান গোস্বামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়ের প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আনুকূল্যার্থে যথাসম্ভব কিছু কিছু দান করিতে হয়।

সাম্প্রদায়িক বালকদিগকে গোঁসাঞীরা গলায় তুলসী মালা ধারণ করাইয়া "শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করে এবং দ্বাদশ বা ততোধিক বর্ষে যখন ঐ বালক জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ আচরণ করিতে সমর্থ হয়, তখন গোসাঞীরা তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া থাকেন, তখন ঐ বালক শ্রীগোপাল চরণে আপনার যথা সর্ব্বস্ব অর্থাৎ তনু, মন ও ধন সমর্পণ করিতে অভ্যাস করে। নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহা সুস্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে:—

"ওঁ শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্র পরিবৎসরামিতকালসঞ্জাত-কৃষ্ণবিয়োগজনিত্যতাপক্লেশানন্ততিরোভাবোহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয়প্রাণান্তঃ-করণতদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিত্তেহ-পরাণ্যাত্মনাসহ সমর্পয়ামি দাসোহং কৃষ্ণ তবাস্মি।"‡

* কাশীর পোদ্দারেরা প্রত্যেক হুণ্ডীতে এক পয়সা করিয়া দেবালয়ে দান করে। আর তথাকার বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা প্রতিবারের বস্ত্রবিক্রয়ে দুই পয়সা করিয়া দেয়।

† প্রত্যেক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা বিগ্রহ সন্নিধানে, প্রবর্ত্তকের গদিতে, ও শ্রীনাথদ্বারের বাক্সে।

‡ নারদপঞ্চরাত্রে ইহার অনুরূপ ভাবের শ্লোক পাওয়া যায়

বল্লভাচার্য্য, বল্লভাচারীনামক বৈষ্ণবমত প্রতিষ্ঠাতা একজন আচার্য্য। তিনি লক্ষ্মণভট্টনামক এক জন তেলগু ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দাক্ষিণাত্যের সুদূর তৈলঙ্গ প্রান্ত হইতে তীর্থযাত্রা উদ্দেশে উত্তরভারতে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে বারাণসীর অদূরবর্ত্তী চম্পারণ্য নগরে তিনি প্রসূত হইয়াছিলেন। এই কারণে উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উত্তরভারতবাসী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বল্লভের পিতা বিষ্ণুস্বামী* সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বারাণসী ধামে অবস্থিতিকালে ধর্ম্মাচার লইয়া তৎস্থানবাসীর সহিত তন্মতাবলম্বীদিগের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে তাঁহাকে বারাণসী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। অতি দ্রুত পলায়ন কালে পথাতিক্রমণ কষ্টে অকালে অষ্টম মাসে তাঁহার পত্নী এই নবকুমার প্রসব করেন। তাঁহারা আপনাদের জীবন বিপদসঙ্কুল জানিয়াই হউক, অথবা পুত্রের দেবাশ্রয়লাভের আশ্বাসেই হউক, সেই সদ্যঃপ্রসূত তনয়কে একটী বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া যান। এইরূপে দূরান্তরে গমনপূর্ব্বক কিছুদিন অতিবাহনের পর, যখন তাঁহাদের প্রাণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, তখন তাঁহারা ধীরে ধীরে সেই পথে পুনরায় আসিয়া স্বীয় পুত্রকে তদবস্থায় অক্ষত শরীর ও জীবিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর পুলকপূরিতহৃদয়ে তাঁহারা সপুত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর, শ্রীবৃন্দারণ্যের সমীপবর্ত্তী গোকুল নগরে আসিয়া বাস করেন।

এখানে নারায়ণভট্টের অধীনে কোমলপ্রকৃতি বালক বল্লভের অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। স্বীয় সুকৃতি ও অধ্যবসায়বলে বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি চারি মাসের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, এই সময় হইতেই সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তাঁহার পাঠ্য জীবনকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহাতে তাঁহার শান্তিময় চিত্তে ঘোর সাংসারিক বিরহ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আচারানুষ্ঠানের বৈসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি আরও হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি প্রকৃত ধর্ম্মপথাশ্রয়ই চিত্তভারাপনোদনের এক মাত্র অবলম্বন জানিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক আচারাদি সংস্কার দ্বারা একটী অভিনব ধর্ম্মমতস্থাপনের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই উদ্দীপনার বশবর্ত্তী হইয়া বল্লভ বাল-গোপাল উপাসনারূপ স্বীয় অভিনব মত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে তাঁহার মত বিস্তার করিবার পূর্ব্বেই, কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে একবার মাতৃভূমি দর্শন করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইয়াছিল, এখানে অচিরেই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় দামোদর দাস নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিজয়নগরে স্বীয় মাতুলালয়ে গমন করেন। এখানে বিজয়নগর রাজদরবারে রাজপণ্ডিতগণ তাঁহার মতনিরাসের জন্য একটী প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করিলে তিনি তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার তর্কে পরাজিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণদেব স্বয়ং তর্কস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরিচিত সেই যুবকের বাগ্মিতা ও জ্ঞানবত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনার ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজা করিলেন।

এই ঘটনা হইতেই বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি অতঃপর যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই স্থানে অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লাগিল, এইরূপে উজ্জয়িনী, বারাণসী, হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার নবীন মতে অসংখ্য ব্যক্তি দীক্ষিত হইল। তাঁহার মতে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ন্যায়সঙ্গত বা ধর্ম্মপ্রণোদিত নহে। বারাণসী অবস্থানকালে তাই তিনি স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহের কালে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বিট্‌ঠলনাথ নামে তাঁহার দুইটী পুত্র সন্তান হয়।

তিনি শেষ জীবনে প্রায়ই ব্রজভূমি ত্যাগ করেন নাই। তথায় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি গোবর্দ্ধন শৈলের পার্শ্বে শ্রীনাথের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ মন্দির স্থাপন করেন। একদা বৃন্দাবনে ভগবদ্ধ্যানে নিরত থাকিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান্ ঐ সময়ে তাঁহাকে স্বীয় পূজার বা উপাসনার একটী অভিনব প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, ঐ প্রথায় তাঁহার বালকমূর্ত্তিরই উপাসনার ব্যবস্থা জানিবে। তদনুসারে বালকৃষ্ণ বা বালগোপাল নামে ঐ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

বারাণসীতে তাঁহার বাসভবন ছিল। সেখানে তিনি বাস

* "রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।" (প্রমাণপ্রমেয়রত্নাবলী)

করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া আপনার ধর্ম্মময় প্রাণকে ভগবৎ-প্রেমসলিলে নিষিক্ত করিয়া লইয়া যাইতেন। বারাণসীতে অবস্থানকালে তিনি স্বীয় মতপ্রতিষ্ঠাপক কএক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সুবোধিনী নাম্নী সুবিস্তৃত ভগবদ্গীতাটীকা অতি প্রসিদ্ধ। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বল্লভাচার্য্যের তিরোধান ঘটে। তিনি সাধারণে বৈশ্বানর বলিয়া পূজিত হইতেন। গ্রন্থাদিতে তাহার বল্লভদীক্ষিত নামও পাওয়া যায়।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—অন্তঃকরণপ্রবোধ ও তাহার টীকা, আচার্য্যকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আর্য্যা, একান্তরহস্য, কৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকিভাগবতটীকা, জলভেদ, জৈমিনিসূত্রভাষ্য (মীমাংসা), তত্ত্বদীপ বা তত্ত্বার্থদীপ ও তট্টীকা, ত্রিবিধলীলানামাবলী, নবরত্ন ও তট্টীকা, নিরোধলক্ষণ ও বিবৃত্তি, পত্রাবলম্বন, পদ্য, পরিত্যাগ, পরিবৃঢ়াষ্টক, পুরুষোত্তমসহস্রনাম, পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদাভেদ ও টীকা, পূর্ব্বমীমাংসাকারিকা, প্রেমামৃত ও টীকা, প্রৌঢ়চরিতনামন্, বালচরিতনামন্, বালবোধ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, ভক্তিবর্দ্ধিনী ও টীকা, ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভগবদ্গীতাভাষ্য, ভাগবততত্ত্বদীপ নামে টীকা, নিবন্ধ ও ভাগবতপুরাণটীকা সুবোধিনী। এছাড়া ভাগবতপুরাণ দশমস্কন্ধানুক্রমণিকা, ভাগবতপুরাণ পঞ্চম স্কন্ধটীকা, ভাগবতপুরাণৈকাদশস্কন্ধার্থনিরূপণকারিকা, ভাগবতসারসমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, মথুরামাহাত্ম্য, মথুরাষ্টক, যমুনাষ্টক, বাজলীলানামন্, বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়, বেদস্তুতিকারিকা, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, শ্রুতিসার, সন্ন্যাসনির্ণয় ও তট্টীকা, সর্ব্বোত্তমস্তোত্রটিপ্পণ ও টীকা, সাক্ষাৎপুরুষোত্তমবাক্য, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সিদ্ধান্তরহস্য, সেবাফলস্তোত্র ও তাহার টীকা, স্বামিন্যষ্টক।

বল্লভাচার্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিট্‌ঠল নাথ মঠের গদিতে উপবিষ্ট থাকিয়া অসীম যত্নে ও উদ্যমে এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে স্বীয় পিতার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত বিস্তারে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি এই প্রচারকার্য্যে স্বধর্ম্মভুক্ত ২৫২ জন সাধুর সাহায্য পাইয়াছিলেন। ঐ সকল পবিত্রচরিত্র বৈষ্ণবদিগের জীবনী "দোশোবাভনবার্ত্তা" নামক হিন্দীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বিট্‌ঠলনাথ ১৫৬৫খৃষ্টাব্দে গোকুলে আসিয়া বাস করেন। এখানে ৭০বৎসর বয়ঃক্রমকালে পবিত্র গোবর্দ্ধন শৈলশিখরে তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। তাঁহার দুই পত্নী এবং গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম নামে সাতটী পুত্র ছিল; তন্মধ্যে গোসাঞী গোকুলনাথ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। গোকুলনাথ স্বীয় পিতামহ বল্লভাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তরহস্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের বংশধরগণ গোসাঞী উপাধিতে পরিচিত। বোম্বাই মঠের গোঁসাই তাঁহাদের একজন প্রধান প্রতিনিধি।

বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মমত।

বল্লভাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্বের মূলমন্ত্র ব্রহ্ম-সম্বন্ধ। এই কথা তিনি ভগবানের নিকট লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার সিদ্ধান্তরহস্যে লিখিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণের অতিশয় আদরের বস্তুবোধে এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাৎ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকারাণাং সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্ব্বদোষনিবৃত্তির্হি দোষঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কথঞ্চন॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাৎ বর্জ্জনমাচরেৎ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তসমর্পণং॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহার বচনং তথা চ সকলং হরেঃ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।
গঙ্গাত্বং সর্ব্বদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনা॥
গঙ্গাত্বেন নিরূপ্যং স্যাত্তদ্বদত্রাপি চৈব হি।
ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্যং সম্পূর্ণম্॥

[বিস্তৃত বিবরণ বল্লভাচারী শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বল্লভানন্দ, ষট্‌কারক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

বল্লভা (স্ত্রী) গুজরাতস্থ একটি প্রাচীন নগর ও জনপদ।
[বলভীরাজবংশ দেখ]

২ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের মেল। বল্লভ হইতে এই মেলের সৃষ্টি।

বল্লভেন্দ্র, কৌতুকচিন্তামণি, শিবপূজাসংগ্রহ ও সনৎকুমার সংহিতাটীকাপ্রণেতা। ইঁহার উপাধি সরস্বতী। ২ বৈদ্যচিন্তামণি-রচয়িতা। ইনি তেলগুব্রাহ্মণ, পিতার নাম অমরেশ্বর ভট্ট।

বল্লভেশ্বর (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বল্লম (দেশজ) ১ বড়সা। ২ সিংহল দ্বীপজাত নৌকা বিশেষ।

বল্লম (বেল্লম), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বন্দীবাস নগর হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চোলরাজবংশের প্রতিষ্ঠিত

একটী প্রাচীন মন্দির এবং উহার স্থলপুরাণ আছে। এখানকার শিলালিপির মধ্যে একখানি ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রণসিংহ দেব মহারায় নামক রাজার রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ।

বল্লর (স্ত্রী) বল্লতে ইতি বল্ল-অরন্। কৃষ্ণাগুরু। (রাজনি°) ২ মঞ্জরী। ৩ গহন। ৪ কুঞ্জ। (ধরণি)

বল্লরি [রী] (স্ত্রী) বল্ল-কিপ্, বল্লং সংবরণং গচ্ছতীতি ঋ-অচ্, ই, কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ১ মঞ্জরী।

"অনপায়িনা সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী।"

(কুমারস° ৪।৩২)

২ চিত্রমূল। ৩ মেথিকা (রাজনি°) ৪ বচা। (বৈদ্যকনি°)

বল্লব (পুং) বল্ল-প্রীতৌ কিপ্ বল্লং প্রীতিং বাতীতি বা ক। ১ গোপ। (অমর)

"শশিনমিব সুরৌঘাঃ সারমুদ্ধৃত্য মেতে।

কলসিমুদধি গুর্ব্বীং বল্লবা লোড়য়ন্তি॥" (মাঘ ১১।৮)

২ ভীমসেন, বিরাট নগরে যখন অজ্ঞাতবাস অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন।

"পৌরোগবো ব্রুবাণোঽহং বল্লবো নাম নামতঃ।

উপস্থাস্যামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ॥"

(ভারত ৪।২।১)

(ত্রি) ৩ সূপকার। (অমর)

বল্লভী (স্ত্রী) বল্লভ-ঙীষ্। বল্লবজাতি স্ত্রী, বল্লবপত্নী। পর্য্যায়—আভীরী, গোপিকা, গোপা, মহাশূদ্রী, গোপালিকা। (শব্দরত্না°)

বল্লাপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৭।২২০)

বল্লি (স্ত্রী) বল্লতে সংবৃণোতি বল্ল সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। ১ লতা।

"বল্লির্বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।"

(ভারত ১২।১৮৪।১৩)

২ পৃথিবী। (শব্দমালা)

বল্লিকণ্টকারিকা (স্ত্রী) বল্লিরূপা কণ্টকারিকা। অগ্নিদমনীক্ষুপ, খোলা। (রাজনি°

বল্লিকণ্টারিকা (স্ত্রী) অগ্নিদমনীক্ষুপ।

বল্লিকা (স্ত্রী) ১ বৃত্তমল্লিকা, চলিত বেলফুল। (রাজনি°) ২ উপোদকী, পুঁই। (বৈদ্যকনি°) বল্লি-স্বার্থে কন্ টাপ্। ৩ লতা।

বল্লিজ (ক্লী) মরিচ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বল্লিজাতমাত্র।

বল্লিদূর্ব্বা (স্ত্রী) বল্লিরূপা দূর্ব্বা। চলিত শ্বেতদূর্ব্বা। মরাঠী—পাণ্ড়রীহরিয়ারী; কর্ণাট—বিলিয়কুরকে। এই দূর্ব্বার গুণ—তিক্ত, মধুর, শীত, পিত্তঘ্ন এবং কফ, বমি ও তৃষ্ণাহর। (রাজনি°)

বল্লিমৎ (ত্রি) বল্লীযুক্ত। "অনুবৃক্ষমবল্লিমদ্বরবী" (গীতগো° ২।১৯)

বল্লিমলয়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চিত্তুর তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে ইহা দুর্গাদি পরিশোভিত নগরে পরিণত ছিল। পেয়াসী নদীতীরবর্তী মেলপাড়ী গ্রাম হইতে ১ মাইল পশ্চিমে ও চিত্তুর হইতে এই স্থান ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে জৈন সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কালে শৈবগণ প্রবল হইয়া লিঙ্গোপাসনার প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহারা পর্ব্বতোপরিস্থ প্রাচীন জৈন-মন্দির অধিকার করিয়া তাহা সুব্রহ্মণ্যমন্দিরে পরিণত করেন। পর্ব্বতগাত্রে জৈনকীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি মূর্ত্তি ও শিলা-ফলক উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গঠননৈপুণ্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, ৪০×২০ ফিট্ পরিসরযুক্ত একটী পর্ব্বতগুহা মধ্যে ঐ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ, চোলরাজবংশের কোন রাজা ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে পর্ব্বতচূড়া কাটিয়া সমতল ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, জৈন-প্রাদুর্ভাবের সময় ঐ স্থানে একটী ক্ষুদ্র গিরিদুর্গ স্থাপিত ছিল। নগরের প্রধান রাস্তার পূর্ব্বাংশে একটী সুবিস্তৃত দুর্গের ধ্বস্ত নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিয়ুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নানগুণেরী তালুকের সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে তিন্নেবল্লী সদরে আসিবার রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এখানে একটা দীর্ঘিকার ধারে বহুসংখ্যক প্রস্তরাবলী নিপতিত আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্য ও তন্মধ্যে অঙ্কিত প্রতিকৃতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই সেগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ঐ পাথরের মধ্যে কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এখানে যে জিনমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিশপ সার্জ্জেণ্ট লইয়া রক্ষা করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন এখানে কুলশেখর পাণ্ড্যের স্থাপিত একটী সুবৃহৎ শিবমন্দির আছে। বিষ্ণু ও সুব্রহ্মণ্য দেবের অন্য দুইটী মন্দিরও বহু প্রাচীন। পাণ্ড্য রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী সুদৃঢ় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিরাষ্ট্র (পুং) জনপদবাসী লোকভেদ। অপর নাম মল্লরাষ্ট্র।

(বিষ্ণুপু°)

বল্লিশাকটপোতিকা (স্ত্রী) বল্লিপ্রধানা শাকটপোতিকা। মূলপোডী, চলিত কচিসুলা। (রাজনি°)

বল্লি[ল্লী]শূ [সূ]রণ (পুং) বল্লিপ্রধানঃ শূরণঃ। অত্যম্লপর্ণী।

বল্লী (স্ত্রী) বল্লি-ঙীষ্। লতা। এই লতার স্থিতিকাল একবর্ষ মাত্র। ইহা ভূপৃষ্ঠ দিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা কুষ্মাণ্ড বা কুমড়া লতা প্রভৃতি নামে খ্যাত। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ২৮ অঃ)

"লতাবল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থানূনশ্মন এব চ।
জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ ক্রমান্॥"
(রামায়ণ ২।৮০।৬)

২ কৈবর্ত্তমুস্তা, চলিত কেওটমুস্তা। (রাজনি॰) ৩ অজমোদা, চলিত রাঁধুনী। ৪ চব্য, চই। (রাজনি॰) ৫ অগ্নিদমনী, শোলা। ৬ কৃষ্ণাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি॰)

বল্লীকর্ণ (পুং) সম-বিষমাস্ত্রপালি কর্ণ। (সুশ্রুত সূ॰ ১৬ অঃ)

বল্লীখদির (পুং) আরুকনামক খদিরভেদ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কষায়, অম্লরস এবং শ্বাস-কাসঘ্ন ও পিত্ত-রক্ত ত্রিদোষহর। (বৈদ্যকনি॰)

বল্লীগড় (পুং) বল্লিরূপো গড়ঃ। মৎস্যভেদ, চলিত কথায় কোথাও ভোলা, কোথাও বেলে এবং কোথাও বালিকড়া বলে। ইহার গুণ—লঘু, রূক্ষ, অনভিষ্যন্দী, বায়ুকর ও কফনাশক।

বল্লীজ (ক্লী) বল্ল্যাং লতায়াং জায়তে ইতি জন-ড। মরীচ। (রাজনি॰, শব্দচ॰) ভাদ্রপদসংজ্ঞক বৎসরে বল্লীজ সকল পরিপক হয়। অন্য শস্য হয় না।

"ভাদ্রপদে বল্লীজং নিষ্পত্তিং যাতি পূর্ব্বশস্যঞ্চ।"(বৃহৎসং৮।১৩)

বল্লীপঞ্চমূল (ক্লী) লতা পঞ্চমূল।

"বিদারী সারিবারজনী গুড়ূচ্যোঽজাশৃঙ্গী চেতি।"
(সুশ্রুত সূ॰ ৩৮ অঃ)

পরিভাষাপ্রদীপের মতে উক্ত পঞ্চমূল কফনাশে প্রশস্ত। সুশ্রুত চিকিৎসাস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়েও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

বল্লীপলাশকন্দা (স্ত্রী) ভূমিকুষ্মাণ্ড। (বৈদ্যকনি॰)

বল্লীফল (ক্লী) কর্কটিকাদি। (সুশ্রুত চি॰ ১৪ অঃ)

বল্লীবট (ক্লী) বটবৃক্ষ ভেদ।

বল্লীবদরী (স্ত্রী) বল্লীরূপা বদরী। ভূবদরী, চলিত মোটা কুল।

বল্লীমুদ্গ (পুং) বল্লীষু জাতো মুদ্গঃ। মুকুষ্টক। (রাজনি॰)

বল্লীবৃক্ষ (পুং) বল্লীবৎ দীর্ঘো বৃক্ষঃ। সালবৃক্ষ। (রাজনি॰)

বল্লুর (ক্লী) বল্ল্যতে আব্রিয়নে লতাদিনেতি বল্ল বাহুলকাৎ উরচ্। ১ কুঞ্জ। ২ মঞ্জরী। ৩ ক্ষেত্র। ৪ নির্জ্জল স্থান। ৫ শাদ্বল। (হেমচ॰) ৬ গহন। (মেদিনী) বিশ্বধররত্নাবলীতে বল্লুর স্থানে বল্লর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লূর (ত্রি) বল্ল্যতে সংব্রিয়তে ইতি বল্ল-উরচ্ (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ১ আতপাদি দ্বারা শুষ্ক মাংস। (অমর॰) মনু এইরূপ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।

"নিযুক্তশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ।" (মনু ৫।১৩)

'বল্লূরং শুষ্কমাংসম্' (কুল্লূক)

২ শূকরমাংস। (মেদিনী) ৩ ঊষরক্ষেত্র। ৪ বাহন। ৫ উষরভূমি। (হেমচন্দ্র)

বল্লূর (বলুর), কাশ্মীর উপত্যকাস্থ একটী সুবৃহৎ হ্রদ। ঝিলাম নদীর বিস্তার দ্বারা গঠিত। ইহার পূর্ব্বপশ্চিমে ২১ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে ৯ মাইল বিস্তৃত। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের অক্ষা° ৩৪°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৭´ পূঃ। ইহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র বদ্বীপ আছে, তদুপরি একটী প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এই বিস্তৃত বৌদ্ধকীর্ত্তি যে এক সময়ে এখানকার অপূর্ব্বশ্রী সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও ইহার তটভূমি উজ্জ্বল রহিয়াছে। এখানে প্রায়ই ভীষণ ঝটিকা হইয়া থাকে।

বল্লূর, (রায়-বল্লূর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৪ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের পালর নদী প্রবাহিত উত্তরাংশ সমতল এবং অপর সকল স্থানই প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ। এখানে ছয়টী থানা আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পালার নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১২°৫৫´১৭´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১০´ ১৭´ পূঃ। উপবিভাগীয় বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য এখানে ১টী দেওয়ানী ও ৪টী ফৌজদারী আদালত আছে। নগরটী মিউনীসিপালিটীর অধীন। এখানে এক জন সব্‌কলেক্টার থাকেন। একটী সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানে সামরিক কর্ম্মচারীদিগের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত আছে। এতদ্ভিন্ন জেল থানা, গির্জ্জা, হাসপাতাল প্রভৃতি রাজকীয় অট্টালিকা এই নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। মান্দ্রাজের দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটী ষ্টেসন আছে।

১২৭৪-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানকার দুর্গ নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ভদ্রাচলবাসী এক ব্যক্তি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিজয়নগর রাজকরে অর্পণ করেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে বিজাপুরের সুলতান এই নগর অধিকার করিয়া লন। অতঃপর ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তুকাজী-রাওর অধীনে মহারাষ্ট্রগণ সাড়েবার মাস অবরোধের পর বল্লূর দুর্গ জয় করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে দাউদ খাঁ নামক এক জন মোগলসেনানী দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হন। তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭১০ খৃঃ অঃ দুর্গ স্বীয় জামাতা দোস্তআলীকে দান করেন। দোস্তআলীর পুত্র মুর্ত্তজা আলী ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে সব্‌দর আলীকে গোপনে নিহত করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রায় ২০ বৎসর কাল মুর্ত্তজাআলী এই সুদৃঢ় দুর্গের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া আর্কটের নবাব এবং তাঁহার ইংরাজমিত্রকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুর্ত্তজা নির্ব্বিবাদে এই দুর্গাধীশ্বর থাকেন। উক্ত বর্ষে এক দল ইংরাজসেনা দুর্গপ্রাচীর সম্মুখে আসিয়া গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন কেল্লাদারের বিনীত প্রার্থনায় ইংরাজ সেনাপতি সদলে প্রত্যাবৃত্ত হন।

ইহার কিছুদিন পরে, বল্লূর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে তথায় ইংরাজসেনাস্থাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী সসৈন্যে দুর্গ সমীপে আসিয়া দুর্গাধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর হায়দার পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগর অবরোধ করেন। এই অবরোধ প্রায় দুই বৎসর থাকে। অবশেষে হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে মহিসুরসৈন্য সে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এখান হইতে বঙ্গলূর আক্রমণে অগ্রসর হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের পতনের পর, টিপু সুলতানকে কিছুদিন এখানে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এই সময়ে সেনাদলের মধ্যে রাজবিদ্রোহজনক একটী ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তাহাতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সামান্য সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। তাহাতে অনেক য়ুরোপীয় নিহত হয়। কর্ণেল জিলেস্‌পি বিদ্রোহ দমন করিলে শীঘ্রই মহিসুরের রাজকুমারদিগকে বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করিয়া ইংরাজগণ ভাবি-বিদ্রোহের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হন।

উপরি উক্ত দুর্গ ভিন্ন, এখানে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক অট্টালিকা ও মন্দির আছে। দুর্গাভ্যন্তরস্থ জলকণ্ঠেশ্বর স্বামীর মন্দির (শৈব) এখনও সুন্দর অবস্থায় রক্ষিত আছে। স্থানীয় প্রবাদ, ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গস্থাপনের পর উহা গঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণ দেবরায়ের রাজ্যাধিকারের কিছু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা কৃষ্ণদেব রায় এখানকার সূর্য্যগুণ্ঠ পুষ্করিণী এবং তদীয় মহিষী কৃষ্ণাজী অঘানদীতীরে দুইটি মন্দির স্থাপন করেন। স্থানীয় বিষ্ণুমন্দির ও চাঁদ সাহেবকৃত জুমামসজিদ, হায়দার বংশের সমাধিক্ষেত্র এবং কএকটি হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিবার জিনিস।

বল্লুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার বেজবাড়া তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। বল্লূর জমিদারীর রাজধানী। কৃষ্ণা নদীতীরে বেজবাড়া হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বল্লুরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বাপট্লা তালুকের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। বাপট্লা হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার গোপালস্বামিমন্দিরে ও মণ্ডপের স্তম্ভগাত্রে দুই খানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বল্লূরক (পুং) বল্লূর-কন্। [বল্লূর দেখ।]

বল্লুবর, জাতিবিশেষ।

বল্লেরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরবিভাগস্থ ধাঙ্গড় জাতিবিশেষ। ইহারা বের-বল্লের নামেও পরিচিত।

বল্বগ (স্ত্রী) বল্ব-ভাবে ঘঞ্, বল্বায় সংবরণায় সাধুঃ, বল্ব-যৎ। ধাত্রীবৃক্ষ। (হারাবলী)

বল্বজ (পুং) বল্বে পর্ব্বতে জায়তে ইতি জন-ড। ১ উপল। উপলতৃণভেদ, বাবতৃণ। চলিত উলুখড়। (অমর)

"মুঞ্জাভাবে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতাগ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥" (মনু ২।৪২)

বল্বজা (স্ত্রী) বল্বজ-টাপ্। তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—দৃঢ়পত্রী, তৃণেক্ষু, তৃণবল্বজা, মৌঞ্জীপত্রা, দৃঢ়তৃণা, পানীয়াশ্রা, দৃঢ়ক্ষুরা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বাতবর্দ্ধক, রুচিকর ও কণ্ঠশুদ্ধিকারক। (রাজনি°)

বল্শ (পুং) শাখা। "শত বল্শো বটঃ" (ভাগ° ৫।১৬।২৫)

বল্হ, ১ কান্তি। ২ শ্রেষ্ঠ। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° শ্রেষ্ঠার্থে ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বল্হয়তি। লুঙ্ অববল্হৎ। ভ্বাদি পক্ষে লট্ বল্হতে।

বল্হিক (পুং) জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ বাহ্লীক জাতি।
[পবর্গে দেখ।]

বব (পুং) সময়নির্ণয়ার্থ জ্যোতিষোক্ত একাদশ করণের প্রথম।

ববাঙ্গ (স্ত্রী) বরাঙ্গ। (ত্রিকা°)

ববর্জ্জুষী (স্ত্রী) যে ব্যক্তি পাপক্ষালন করিয়াছে। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত।

বব্রি (ত্রি) ১ বেষ্টিত। (সায়ণ) (পুং) ২ অন্ধকারাবারক। (সায়ণ) ৩ গর্ত্ত, গহ্বর। (সায়ণ) ৪ কূপ। (নৈঘণ্টু ৩।২৩)

বব্রি (পুং) শরীরাবরক জরা। "বব্রিং কৃৎস্নং শরীরমাবৃত্যাবাস্থিতাং জরাম্' (ঋক্ ১।১১৬।১০ সায়ণ) ২ রূপ। (নৈঘণ্টু ৩।৭)

বব্রিবাসস্ (ত্রি) রূপযুক্ত বসনশালী। 'বব্রিবাসসং বব্রিঃ রূপনাম রূপোপেতবসনবন্তম্।' (অথর্ব্ব ৮।৬।২)

বব্বূ(ব্বো)ল (পুং) বব্বূর বৃক্ষ, চলিত বাবলা।

"বব্বূলঃ কিং কিরাতঃ স্যাৎ কিং কিরাটঃ সপীতকঃ।
স এব কথিতস্তজ্জৈরাতা ষট্পদমোদিনী।
বব্বূলঃ কফনুদ্গ্রাহী কুষ্ঠকৃমিবিষাপহঃ।" (ভাবপ্র°)

বব্বূলনির্য্যাস (পুং) বব্বূল বৃক্ষের নির্য্যাস, বাবলার আটা, গঁদ। ইহার গুণ—গ্রাহী, পিত্ত ও বায়ুঘ্ন, এবং রক্তাতিসার, পিত্তাস্র, মেহ, ও প্রদরনাশক। তদ্ভিন্ন ইহা ভগ্নস্থানসন্ধানকারী, শীত ও রক্তাস্রবারক। (আত্রেয়স°)

বব্বূল্যাদ্যরিষ্ট (পুং) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ

বাবলা ছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৩৪ সের, গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুঁল ২ পল, জায়ফল, কাকলা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, মরিচ প্রত্যেকে ১ পল। এই সমস্ত একত্র করিয়া এক মাস যাবৎ আবৃত পাত্রে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রহণ্যধিকার)

বশ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। অদাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ বষ্টি, উষ্টঃ উশন্তি। হি—উড্ঢি। লিঙ্ উশ্যাৎ। লঙ্ অবট্ ঔষ্টাং ঔশন্। লিট্ উবাশ, ঊশতুঃ উবশিথ, উশিব। লুট্ বশিতা। লৃট্ বশিষ্যতি। লুঙ্ অবশীৎ। অবাশীৎ। সন্ বিবশিষতি। যঙ্ বাবশ্যতে। যঙ্লুক্ বাবষ্টি। ণিচ্ বাশয়তি। লুঙ্ অবীবশৎ।

বশ (ক্লী) বশ (বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং। পা ৩।৩।৫৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অপ্। ১ ইচ্ছা। ২ প্রভুত্ব। ৩ আয়ত্ততা।

"বশে বলবতাং ধর্ম্মঃ সুখং ভোগবতামিব॥"(ভারত ১২।১৩৪।৭)

(ত্রি) বষ্টীতি বশ-অচ্। ৪ আয়ত্ত। (শব্দরত্না০)

"গুণাঢ্যোঽপি তদাকর্ণ্য সন্তঃ খেদবশোঽভবৎ।"

(কথাসরিৎসা০ ৮।১৭)

(পুং) বশ-ভাবে-অচ্। ৫ ইচ্ছা। (অমর) উশ্যতে ইষ্যতে ইতি বশ-কর্ম্মণি অপ্। ৬ বেশ্যাগৃহ। ৭ আয়ত্ততা। ৮ প্রভুত্ব। (ত্রিকা০) ৯ জন্ম। (হেম)

বশংবদ (ত্রি) বশং তবাহং বশ ইতি বাক্যং বদতীতি বশংবদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩।২।৩৮) ইতি খচ্, (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। আমি তোমার বশীভূত এই কথা যিনি বলেন। ২ বশীভূত।

"স জহার দুরাচারো ভূভৃৎ লোভবশংবদঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৯৫)

বশংবদত্ব (ক্লী) বশংবদস্য ভাবঃ ত্ব। বশংবদের ভাব বা ধর্ম্ম।

বশকর (ত্রি) বশংকরোতীতি। যাহাকে বশ করা যায়। বশ্য, বশীভূত।

বশকা (স্ত্রী) বশেন আয়ত্ততয়া কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। বশ্যা নারী। (শব্দরত্না০)

বশক্রিয়া (স্ত্রী) বশস্য ক্রিয়া। বশীকরণ। পর্য্যায়—সংবদন। (অমর) [বশীকরণ দেখ।]

বশগ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ড। বশগত, বশীভূত।

"দদামি তে হস্ত বরং বরিয়ছসি

প্রশাধি মৎস্তান্ বশগোঽস্ম্যহং তব।" (ভারত ৪।৬।১২)

স্ত্রিয়াং টাপ্। বশগা—বশীভূতা।

বশ[ং]গত (ত্রি) বশংগতঃ। বশীভূত। (ভাগ০ ৪।২৬।২৩)

বশগত্ব (ক্লী) বশগস্য ভাবঃ ত্ব। বশগের ভাব বা ধর্ম্ম, বশতা

বশগমন (ক্লী) বশ হওয়া, বশীভূত হওয়া।

বশগামিন্ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। যিনি বশীভূত হইয়াছেন, বশ হইয়াছেন।

বশতা (স্ত্রী) বশস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বশত্ব, বশের ভাব বা ধর্ম্ম, বশত্ব।

বশনীয় (ত্রি) বশযোগ্য, বশ্য।

বশবর্ত্তিন্ (ত্রি) বশে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। বশীভূত, যিনি বশে অবস্থান করেন।

বশস্থ (ত্রি) বশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। বশবর্ত্তী।

বশা (স্ত্রী) বশ-অচ্ টাপ্ (বশিরণ্যোরুপসংখ্যানং। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্ বা। ১ বন্ধ্যানারী। মনুর মতে, রাজা বন্ধ্যানারীর ধন রক্ষা করিবেন।

"বশাংপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।

পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ॥" (মনু ৮।২৮)

১ সুতা। ২ যোষা। ৩ স্ত্রীগবী। ৪ করিণী। (মেদিনী)

৫ বন্ধ্যাগবী। "ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ" (ঋক্ ২।৭।৫)

'বশাভির্বন্ধ্যাভির্গোভিঃ' (সায়ণ) ৬ বশীভূতা।

"সপ্তভির্মন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকম্।

স্ত্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাদ্বৈ সা বশা ভবেৎ॥"(গরুড়পু০ ১৮৩ অ০)

বশাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ।

বশাঢ্যক (পুং) বশয়া আঢ্যকঃ। প্রচুরবশাবত্বাৎ তথাত্বং। শিশুমার। (শব্দরত্না০)

বশাতল (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

বশানুগ (ত্রি) বশস্য অনুগঃ। বশবর্ত্তী, বশীভূত। ২ দাস বা দাসী।

বশান্ন (ত্রি) ১ বশাযুক্ত অন্ন। ২ বশান্নবিশিষ্ট। (ঋক্ ৮।৪৩।১১)

বশাপায়িন্ (পুং) বশাং পিবতীতি পা-ণিনি। কুক্কুর।(শব্দরত্না০)

বশামৎ (ত্রি) বশাযুক্ত। (পা ৮।২।৯ যবাদিগণ)

বশায়াত (ত্রি) বশং আয়াতঃ। বশীভূত। বশপ্রাপ্ত।

"প্রাক্‌সংস্কারবশায়াতবৈরস্নেহঃ" (কথাসরিৎসা০ ২৩।৩১)

বশি (ক্লী) বশ-ভাবে ইন্। বশিত্ব। (শব্দমালা)

বশিক (ত্রি) শূন্য। (অমর)

বশিকা (স্ত্রী) বশী বশীকরণং সাধ্যত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি বশ—ঠন্ টাপ্। অগুরু। (শব্দচ০)

বশিতা (স্ত্রী) বশিনো ভাবঃ বশিন্-তল-টাপ্। বশিত্ব, বশীর ভাব বা ধর্ম্ম।

বশিতৃ (ত্রি) বশ-তৃচ্। স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

"যো বৈ মমাবমাপন্ন ঈষিতুর্বশিতুঃ পুমান্।" (ভাগ ১১।১৫।২৭)

'বশিতুঃ স্বতন্ত্রস্য' (স্বামী)

বশিত্ব (ক্লী) বশিন্ ভাবে ত্ব। আয়ত্তত্ব।

"শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়-
মারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বং॥" (যড় ত্র ১)

২ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্যবিশেষ। যোগ দ্বারা এই ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে। এই ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা হয় এবং সকলই তাহার বশ হইয়া থাকে।

'অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবশায়িতা॥' (ভরত)

বশিন্ (ত্রি) বশ-ইনি। জিতেন্দ্রিয়, বশযুক্ত।

বশিনী (স্ত্রী) বশো বশীকরণং সাধ্যত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি বশ-ইনি ঙীপ্। ১ বন্দা। ২ শমীবৃক্ষ।

বশিমন্ (ত্রি) যোগের ঐশ্বর্য্যভেদ।

"বশিত্বাৎ বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমোগুণঃ।"
(মার্কপু° ৪০।৩২)

বশির (ক্লী) উশ্যতে ইষ্যতে ইতি বশ বাহুলকাৎ কিরচ্, যদ্বা বশং বশত্বং রাতীতি রা-ক। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিপ্পলী। (অমর) ৩ চব্য। (রাজনি°) ৪ অপামার্গ। (মেদিনী) ৫ বচা। (শব্দচন্দ্রিকা)

বশিষ্ঠ (পুং) বশবতাং বশিনাং শ্রেষ্ঠঃ, বশবৎ-ইষ্ঠন্ (বিন্মতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ইতি মতোর্লুক্, যদ্বা বরিষ্ঠঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্বনামখ্যাত মুনি, পর্য্যায়—অরুন্ধতীজানি, অরুন্ধতীনাথ, বাশিষ্ঠ। (হেম) বশিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কর্দ্দমকন্যা অরুন্ধতী ইঁহার স্ত্রী এবং পুত্র সপ্তর্ষি। (ভাগবত) কূর্ম্মপুরাণের মতে ইঁহার ৭ পুত্র ও এক কন্যা। [বসিষ্ঠ দেখ।]

"বশিষ্ঠশ্চ তথোর্জ্জায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ।
কন্যাঞ্চ পুণ্ডরীকাক্ষাং সর্ব্বশোভাসমন্বিতাম্॥" (কূর্ম্মপু° ১২অ°)

২ মিত্রাবরুণের পুত্র। (অগ্নিপু°)

বশীকরণ (ক্লী) বশ-কৃ-ভাবে ল্যুট্, অভূততদ্ভাবে চ্বি। মণি-মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা আয়ত্তীকরণ, আথর্ব্বণক্রিয়াভেদ, যে ক্রিয়া দ্বারা সকলে বশ হয়, তাহাকে বশীকরণ কহে, ইহা মণি, মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা হইয়া থাকে। মণি প্রভৃতি ধারণ এবং মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে বশীকরণ হয়। তন্ত্রে বশীকরণের মন্ত্রৌষধির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিষয় আলোচনা করা হইল।

যিনি মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদি কার্য্য করিবেন, তাহার মন্ত্রসিদ্ধ হইতে হইবে, মন্ত্রসিদ্ধ না হইয়া এই সকল প্রক্রিয়া করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। সাধক স্থিরচিত্তে বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া এই বশীকরণ করিবে, বশীকরণ কার্য্য করিলে তাহাকে দর্শনমাত্র ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে।

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে, এই করিয়া যাহাকে দেখা যায়, তিনিই বশীভূত হন। পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া এই মূলের সহিত যববীজ বন্ধন-কালে 'ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা ৭ বার অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহা বন্ধন করিবার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্র বিংশতি সহস্র জপ করিবে। ইহাতে লোক সকল বশীভূত হয়। বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত পত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জ্জুনবৃক্ষ, তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে ভক্ষণ এবং যাহার গাত্রে স্পর্শ করান যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে বন্ধন এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈলদ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত হয়।

শ্মশানোৎপন্ন মহানীলবৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় হয়। পুষ্যা-নক্ষত্রে ইড়া নাড়ী বহন সময়ে ব্রহ্মদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া যাহাকে ভোজন করান যায়, সে বশ্য হয়। পেচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশীভূত হয়। চক্ষুতে অঞ্জন দিবার পূর্ব্বে "ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা" এই মন্ত্র ১০ হাজার জপ করিতে হয়। মৃগশিরানক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নয় অঙ্গুল পরিমাণে কীলক—'ওঁ ঐং স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখ করিয়া ভূমিতে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। ঐ মন্ত্র প্রথমে ১০ হাজার জপ করা আবশ্যক।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ মদন কামদেবায় স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত বার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে। অভিমন্ত্রণও এই মন্ত্রদ্বারা হইবে। অপামার্গের মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলেও বশীকরণ হয়।

স্বয়ম্ভুকুসুম বস্ত্র মধ্যে গ্রহণ করিয়া ত্রিপথের মধ্যস্থানে শনি বা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদগ্ধভস্মদ্বারা কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বশীভূত হন। দগ্ধ করিবার সময় 'ওঁ নমো ভৈরবীভয়ে আজ্ঞাকালে কমলমুখে

রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনিলোকবশ্যমোহনি মে সোহং 'ওঁ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইষলাঙ্গলিয়ার মূল, নরতৈল, মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বলোককে বশীভূত করিতে পারা যায়।

যমানীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, ঐ গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া যাহার নিকট যে দ্রব্য প্রার্থনা করা যাইবে, তিনি বশীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য প্রদান করিবেন। 'ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরে দুর্বলে অহিঁ কেশিক জটাকলাপে ঢকারফেৎকারিণি স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া ঘষিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয় এবং কৃষ্ণাপরাজিতা, ভৃঙ্গরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিতা কন্যার হস্তে লেপন করিবে, তৎপরে ঐ লিপ্ত বস্ত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।

রক্তকরবীর পুষ্প, কুড়, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর, শ্বেতগুঞ্জা ও রাখাল-শসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র করিয়া পেষণ করিবে, তৎপরে ঐ পিষ্টদ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে সকল লোক বশীভূত হয়।

অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। 'ওঁ নমো বরজালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা' এই মন্ত্র ৮ হাজার জপ করিয়া উক্ত কার্য্য করিবে। পেচকের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

পেচকের দুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পের সহিত আঘ্রাণ করাইলে বা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সে বশীভূত হয়।

পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্তচন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ কিংবা পাণের সহিত প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ইহা করিবার পূর্ব্বে 'ওঁ হ্রীং হ্রীং হুঃঃস্কঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া করিতে হয়। ইহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই বশীভূত হয়। পূর্ব্বদিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল উত্তোলন করিয়া, উত্তরাভিমুখে উদূখলে ঐ মূল কুট্টিত করিবে, অনন্তর ঐ মূল ও ত্রিকটু তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণপূর্ব্বক ছায়াতে শুকাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলিতে লেপন করিয়া ঐ অঙ্গুলি দ্বারা যাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়।

পূর্ব্বোক্ত বটী, দেবদারু ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহার অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকৃত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয় লাভ করে। 'ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করিবে।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ তাম্বূলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে সকল লোক বশীভূত হয়। মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলেও সর্ব্বলোক বশীভূত হয়। বেড়েলার মূল সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাম্বূলের সহিত প্রয়োগ করিলে রাজাও বশীভূত হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে বশীকরণ হয়। ঐ মূল মুখে রাখিয়া যে নারীকামনা করা যায়, সেই নারী বশীভূতা হইয়া থাকে। ইহা করিবার পূর্ব্বে 'ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হয়। ময়ূরের পিত্ত, গোরোচনা, জাতীপুষ্প এই সকল দ্রব্য অবিবাহিতা কন্যাদ্বারা পেষণ করাইয়া যাহাকে স্পর্শ বা পান করান যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোক বশীভূত হয়। কাটা নটিয়ার মূল মুখে রাখিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং প্রতিবাদী মূক হয়, বা অন্যত্র পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্বেতগুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সকল লোককে বশীভূত করিতে পারা যায়।

মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্র করিয়া পেষণ করিবে, পরে উহা দ্বারা কপালে তিলক করিয়া যাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। স্বর্ণ-বেষ্টিত শ্বেতাপরাজিতার মূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল চর্ব্বণ করিয়া তদ্দ্বারা তিলক করিবে, নারী কিংবা নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রই তাহার বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্ব্বে 'ওঁং বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাঙ্গ অমৃতঃ কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিতে হয়।

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃতপ্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা' এই মন্ত্র হাজার আটবার জপ করিবে। তৎপরে শ্বেত গুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃত দ্বারা লেপন করিবে, তদনন্তর ঐ বীজ ও মৃত্তিকা একটী নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। যতদিন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া ফল না হয়, ততদিন 'ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে জলসেক করিতে হইবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় পুষ্যানক্ষত্রে শুচি হইয়া উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান করিবে, পরে 'ওঁ শ্বেতহৃদয়ায় নমঃ' ওঁ পদ্মমুখে শিরসি স্বাহা, ওঁ সর্ব্বজ্ঞানময্যৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুং, ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে ন্যাস করিয়া শ্বেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। ইহার পূর্ব্বে ওঁ নমো ভগবতি হ্রীং শ্বেতবাসে নমঃ নমঃ স্বাহা' শ্বেতগুঞ্জার মূল তুলিয়া এই মন্ত্র দশহাজার জপ এবং ঘৃত মিশ্রিত তিল ও শ্বেতদূর্ব্বা দ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। পরে ঐ শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে উত্তম বশীকরণ হয়, উক্ত মূল মধুর সহিত লেপন করিলেও সকল লোক বশীভূত হয়।

মনঃশিলা পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্ধৃত শ্বেতগুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়।

পূর্ব্বরূপ শ্বেতগুঞ্জার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। 'ওঁ নমঃ শ্বেতগাত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করি চুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে তবে করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে এই বশীকরণ হয় না।

বাসকের মূল, প্রিয়ঙ্গু, কুচ, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপপ্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ' এই মন্ত্রে ধূপ অভিমন্ত্রিত করিয়া দিতে হইবে। এই মন্ত্রে একটী পুষ্প লইয়া শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অন্নভোজন করিবার সময় এই মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অন্নভোজনের পূর্ব্বে 'ওঁ কটং কটে ঘোররূপিণি ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে।

সাধক 'ক্লীং জনকে স্বাহা' এই মন্ত্র দুই লক্ষ জপ করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্‌গুল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এইরূপে জপ হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং স্পর্শমাত্রে সাধক ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।

অশ্বত্থবৃক্ষে আরোহণ করিয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্ব্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ' এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া পরে একটী করবীর পুষ্প উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় যং ভূপালং বশং কুরু কুরু ভুবনক্ষোভক সর্ব্বলোকান্ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্ফেং ব্লীং ব্লীং ব্লুং স্বাহা' এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং ঐ সাধক যাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

রাজবশীকরণ—কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক করিবে, ইহাতে রাজবশীকরণ হয়। এই তিলক করিবার পূর্ব্বে 'ওঁ ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হইবে।

মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, যমানী, ঘৃতকুমারী, চিতাভস্ম ও আপন শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্র দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে, পরে পুষ্যানক্ষত্রে উহার গুটিকা করিবে। এই গুটিকা যাহাকে ভক্ষ্যদ্রব্য বা পানীয় জলাদির সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয় এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে রাজাও বশীভূত হন। চণ্ডমন্ত্র 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হয়।

চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল উদ্ধৃত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলে চণ্ডমন্ত্রবলে সেই প্রভু তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে। ইহাতেও উক্ত চণ্ডমন্ত্র সহস্র জপ এবং ভোজনকালেও ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে বা অন্যান্য স্থানে জয় লাভ হইয়া থাকে।

ভরণীনক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখানক্ষত্রে আম্রবৃক্ষের মূল এবং পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্ববৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার প্রতি বশীভূত হন। অশ্লেষানক্ষত্রে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া করে বন্ধন করিলে রাজা বশীভূত হন। রক্তোৎপলের মূল, আঁকোড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বশীভূত হন। ইহাতেও চণ্ডমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হয়।

রক্তচন্দন, শ্বেতসর্ষপ ও কটু তৈলের সহিত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত শ্বেতসর্ষপ দ্বারা উক্ত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতিও তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে। *

স্ত্রীবশীকরণ—পারাবতের হৃদয় ও চক্ষু এবং স্বশরীরের রক্ত, গোরোচনা ও জিহ্বার মলা এই সকল একত্র করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়।

---

* "একচিত্তঃ স্থিতো মন্ত্রী মন্ত্রং জপ্ত্বাযুতদ্বয়ম্।
ততঃ ক্ষোভয়তে লোকান্ দর্শনাদেব সাধকঃ॥
বিদাম্বিবটমূলস্ত জলেন সহ ঘর্ষয়েৎ।
বিভূত্যা সংযুতং মন্ত্রী তিলকঃ লোকবশ্যকৃৎ॥
পুষ্যে পুনর্নবামূলং রুদ্রদন্তীয়মূলিকা।
যববীজং তথা বদ্ধা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্।
পূজ্যো ভবতি সর্ব্বত্র মন্ত্রমুত্রৈব কথ্যতে॥

ওঁ ঐং পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা এতম্মন্ত্রমযুতদ্বয়ং জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবতি।

উৎভ্রান্তপত্রং মঞ্জিষ্ঠাং ককুভং তগরং সমং।
থানে পানে তথা স্পর্শেদন্তে বশ্যং ভবত্যলম্॥
সিংহীমূলং হরেৎ পুষ্যে কট্যাং বদ্ধা জগৎপ্রিয়ঃ।
নিশি কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং মহানীলং শ্মশানতঃ॥
উদ্ধৃত্য নরতৈলেন অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ।
তন্মূলং স্বস্য শুক্রেণ অঞ্জনে লোকবশ্যকৃৎ।
তন্মূলং বন্ধয়েদ্ধস্তে সর্ব্বলোকপ্রিয়ো ভবেৎ॥
চন্দ্রপুষ্যে সমুদ্ধৃত্য ব্রহ্মদন্তীয়মূলকং।
ভোজয়েৎ সর্ব্বসত্বানাং বশীকরণমদ্ভুতম্॥

উলূকহৃদয়ং তুল্যং কুমারীরোচনং সুধীঃ।
অঞ্জনং লোচনে বশ্যমানয়েদ্ভুবনত্রয়ম্॥

ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং বশমানয় স্বাহা, অস্য মন্ত্রস্য পূর্ব্বমেবাযুতং জপ্ত্বা উদভ্রান্তপত্রাদি সর্ব্বে যোগা কর্ত্তব্যাঃ। শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবন্তি।

সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং মন্ত্রধ্যানং পৃথক্ পৃথক্।
উক্ত স্থানে যথাসংখ্যমমুক্তেষযুতং জপেৎ॥
মৃগশীর্ষেতু সংগ্রাহ্যং সুরক্তকরবীরকং।
নবাঙ্গুলং কীলকস্ত সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
যস্য নামা লিখেদ্ভূমৌ সবশ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥

ওঁ ঐং স্বাহা প্রথমমযুতজপঃ।

অপামার্গস্য কীলস্ত মূলমুৎসার্য্য ত্র্যঙ্গুলম্
সপ্তাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে ক্ষিপ্তাবশীভবেৎ॥

ওঁ মদনকামদেবায় ফট্ স্বাহা।

শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা পূর্ব্বমেবাভবন্নরঃ।
সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুরুতে বশং॥
স্বয়ম্ভূকুসুমং বস্ত্রে গৃহিত্বা ত্রিপথে দহেৎ।
শনিভৌমস্য বারে বা তস্তস্মতিলকং কৃতং।
বশ্যং নয়তি রাজানমন্যলোকেষু কা কথা॥

ওং নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্যমোহনি মে সোঽহং ওঁ গুরুপ্রসাদেন।

রাত্রৌ কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং লাঙ্গলীমূলমুদ্ধরেৎ।
শ্বেতচ্ছগলিকাগর্ভে শয্যায়াং নরতৈলকং।
ক্ষৌদ্রতালকসংযুক্তং তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥
অজমোদনমূলেন তুবগীগর্ভশয্যয়া।
হরিতালক সংপিষ্ট গুটিকামুখমধ্যগে।
যদ্ যস্মাদ্ যাচতে বস্তু তত্তদেব দদাত্যসৌ॥

ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরে দুর্ব্বসে আইকেশিকজটাকলাপে চক্রাবশেৎকারিণি স্বাহা।

বিষ্ণুক্রান্তা ভৃঙ্গরাজং রোচনং সহদেবিকা।
শ্বেতাপরাজিতামূলং কন্যাহস্তে প্রলেপয়েৎ।
বারিণা তিলকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বলোকবশঙ্করঃ॥
রক্তাশ্বমারপুষ্পঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ শ্বেতসর্ষপং।
শ্বেতার্কমূলং তগরং শ্বেতগুঞ্জা চ বারুণী।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং পুষ্যযুক্তং চতুর্দ্দশ্যাং তথাবিধং।
পেষয়েৎ কন্যকাহস্তে তিলকং সর্ব্ববশ্যকৃৎ॥
অপামার্গস্য মূলস্ত পেষয়েদ্রোচনেন তু।
ললাটে তিলকং কুর্য্যাৎ বশীকুর্য্যাজ্জগত্ত্রয়ম্॥

ওঁ নমো যরজালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা।

উলূকচক্ষুরাদায় গোরোচনসমন্বিতং।
বারিণা সহ পাতব্যং পানাদ্বশ্যকরং পরম্॥
উলূকস্য তু কর্ণৌ দ্বৌ চটকস্য বিলোচনং।

গোরোচনা, চিতাভস্ম, মনুষ্যতৈল ও স্বীয় শুক্র এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যে স্ত্রীকে প্রদান করা যায়, সেই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হয়।

চিতাভস্ম, বসা, কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে স্ত্রীর মস্তকে ও পুরুষের পদে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে।

ধুস্তুরবীজ, ছোলঙ্গ লেবুর বীজ, জিহ্বামল, দন্তমল, চক্ষুর মল, কর্ণমল ও নাসামল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে ভক্ষণ করাইবে সেই স্ত্রী বশীভূতা হয়। ৩০টী ছোলা, ১৬টি ইন্দ্রযব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিবে, ইহাতে তিলোত্তমাও বশীভূতা হয়।

সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতাভস্ম ও কাকজিহ্বা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তুরের মূল, ভরণীনক্ষত্রে ফল, বিশাখানক্ষত্রে পত্র, মূলানক্ষত্রে মূল উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কর্পূর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়।

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, বিপ্রপদ, কুঙ্কুম ও স্বীয় রক্ত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়। কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত, এই সকল একত্র করিয়া যে স্ত্রীকে খাওয়াইবে, সেই স্ত্রী যাবজ্জীবন তাহার বশীভূত হইবে।

চটক পক্ষীর মস্তক, শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ও খদির এই সকল যাহাকে পান করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। সর্পের খোলস, দাড়িম্বকাষ্ঠ ও এরণ্ডতৈল, এ সকল সমপরিমাণে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে সেই স্ত্রী বশীভূত হয়।

অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া করে বন্ধন করিলে নায়িকা বশীভূতা হয়। যজ্ঞোডুম্বরের মূল, মৃগশিরানক্ষত্রে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনী বশীভূত হয়।

ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণ এবং স্বাতীনক্ষত্রে ধাতকীমূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে নারীগণ বশীভূতা হইয়া থাকে। রেবতীনক্ষত্রে বটের কুড়ি আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে সকলকে বশীভূত করিতে পারে এবং মূলানক্ষত্রে বদরী মূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে।

স্বর্ণপাত্রে কুন্দবৃক্ষের মূল, ঘর্ষণ করিয়া যে স্ত্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে স্ত্রীকে খাওয়াইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। শ্বেত গুঞ্জার মূল, এবং পঞ্চমল, জিহ্বা, দন্ত, চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসামল এই সকল একত্র করিয়া চণ্ডমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই বশীভূত হয়।

এই যে সমস্ত স্ত্রীবশীকরণ লিখিত হইল, ইহার প্রত্যেকই চণ্ডমন্ত্র জপ ও পাঠ করিয়া করিতে হয়। চণ্ডমন্ত্র ভিন্ন উহা নিষ্ফল হয়। প্রাতঃকালে দন্ত প্রক্ষালন করিয়া যে স্ত্রীর নাম উল্লেখ ও 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং কামিনীং অমুকীং বশমানয় হুং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়া ৭ গণ্ডুষ জলপান করিবে, সেই স্ত্রী বশীভূতা হইয়া থাকে।

নাগকেশর পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, তগরকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বচ, জটামাংসী এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বাসাং ক্ষেত্রয়েভ্যো পরেভ্যঃ স্বাহা' এইমন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া স্ত্রীগণ তাহার বশ্য হইবে।

স্বীয় জিহ্বামল, নাসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র করিয়া 'ওঁ নমঃ সবার্যৈ নমঃ সবার্ণ্যৈ চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সুরার সহিত যে স্ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয় বশীভূতা হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ বাচাট পথ পথ ছিটি-দ্রাবহি স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল বা ফল আহরণপূর্ব্বক যে স্ত্রীকে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী অবশ্য বশীভূত হয়।

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠ 'ওঁ দ্রাবিণি স্বাহা ওঁ হর্মিলে স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রণ করিয়া বেশ্যাগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেশ্যা বশীভূত হয়।

পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম এবং

তচ্চূর্ণং তিলকে পানে ভক্ষণে গন্ধপুষ্পয়োঃ।
ক্ষিপেদ্বা মস্তকে যস্য সবশ্যো জায়তেঽচিরাৎ॥
মাংসং গ্রাহ্য মুকুকস্য কুঙ্কুমাগুরুচন্দনং।
গোরোচনা সমং পিষ্টং ভক্ষে পানে জগদ্বশম্।
স্ত্রিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্র জপনান্তবেৎ।
ও হ্রীং হ্রীং হ্রঃ হ্নঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ।
কৃতোপবাসো গৃহ্নীয়াৎ সমূলাকেন্দ্রবারুণীং।
উত্তরাভিমুখেনৈব কুট্টয়েত্তদ্দুখলে॥
তৎকল্কং ত্রিকটুং তুল্যমজামূত্রেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কুর্য্যাৎ সা বটী রক্তচন্দনং।
দৃষ্ট্বাথ স্বাঙ্গুলীং লিপ্তাং তয়া স্পৃষ্টে জগদ্বশম্॥
সাবটী দেবদারুঞ্চ তুল্যাঞ্চ সিতচন্দনং।
জলে দৃষ্ট্বা বিলেপায় দত্তং যস্য ভবেদ্বশঃ॥ ইত্যাদি।
(সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট)

মৎস্য তৈল এই সকল একত্র করিয়া "হ্রীং হ্রীং প্রং প্রং কট্ নমঃ' এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। একটী কৃকলাসের দক্ষিণ পদ আনিয়া মুখে ধারণ পূর্ব্বক যে স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া করা যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে এবং কৃকলাসের বামনেত্র মধু ও তৈলের সহিত একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন প্রদান করিয়া যে স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। স্ত্রীলোক দেখিবার সময় 'ওঁ আনন্দ ব্রহ্ম স্বাহা ওঁ হ্রীং হ্রীং প্রাং কালি কপালি স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, কাঁজি ও মধু একত্র করিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া 'ওঁ পূজিতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে স্ত্রীকে দেখা যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ সহাম সহালিমে বহ্নে ধুননজনং মমদর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষদগুধর কুসুমবাণেন হন হন স্বাহা' এই যে নারীর উদ্দেশে সপ্তাহকাল জপ করা যাইবে, সেই নারী নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাহার বশীভূতা হইবে।

রাত্রিকালে কামাক্রান্ত চিত্তে যাহার নাম উল্লেখ করিয়া 'ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রীফট্' এই মন্ত্র জপ করা যাইবে সেই নারী বশীভূত হইবে।

এই বশীকরণ কার্য্যেও পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া করিতে হইবে, চণ্ডমন্ত্র জপ না করিয়া ইহা করিলে ফলদ হইবে না।

লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তাহকাল হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্তমাকে বশীভূত করিতে পারে। সর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত এই সকল দ্রব্য দ্বারা সপ্তাহকাল হোম করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়।

চতুরঙ্গুল পরিমিত এরণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কটু তৈল ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। হোমকালে যাহার নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। মহানিম্বের পুষ্পে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, এইরূপে সপ্তাহকাল হোম করিলে মনোরমা নারী বশীভূত হয়। 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে।

তিনটী গোমুণ্ড আনিয়া তাহা দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে মানবের মস্তকের খুলীতে ধান দিয়া খৈ ভাজিবে, ভাজিবারকালে যে সকল খৈ ঐ খুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, তাহা চূর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিবে এবং খুলীর মধ্যস্থিত খৈ চূর্ণ করিয়া অন্য এক স্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে বহির্গত খৈ চূর্ণ যে স্ত্রীর মস্তকে দেওয়া যায়, সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। মধ্যগত খৈ চূর্ণ দ্বারা বশীকরণ নিবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনা মন্ত্রে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মানব মস্তকের মধ্যভাগ, গর্দ্দভের মস্তক মধ্যগত মজ্জা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভৃঙ্গরাজের রসদ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া শুকাইবে। পরে কাপাসতুলায় শলিতা করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রদীপ জ্বালিবে, শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নরকপালে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া যে নারীকে দেখা যায়, সেই নারী বশীভূত হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় শুক্র, আকোড় ফলের তৈল এবং হস্তীর গণ্ডের মদ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর পুষ্প ও গোরোচনা এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে মনোরমা কামিনীকেও বশীভূত করিতে পারা যায়।

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া যে নারীকে দেখা যাইবে, সেই নারী বশীভূতা হয়। সোমরাজী, আকন্দ মূল বা চাকুলিয়া মূল যে স্ত্রী বা পুরুষের নাম করিয়া কটিদেশে বন্ধন করা যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উদ্ধৃত পীতধুতুরার মূল, কুড় ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যে স্ত্রী বা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে। ফলের সহিত আমলকী বৃক্ষের মূল, ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন কিংবা কপালে তিলক করিলে যে স্ত্রী ও পুরুষকে দেখা যায়, সেই স্ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

রাখাল শশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্ন হইয়া উত্তোলন করিবে, পরে ঐ মূলের সহিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য গব্যদুগ্ধে একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এই বটিকা ঘষিয়া রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিয়া স্ত্রীগণকে দেখিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হইয়া থাকে। স্বাতীনক্ষত্রে বরবটীর মূল এবং অনুরাধানক্ষত্রে বদরী মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীগণকে অবলোকন করিলে তাহারা বশীভূত হইবে। ঊর্দ্ধপুষ্পী, অধঃপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতা এই সকল গাছের মূল আনিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বীয় শুক্রে ভাবনা দিবে, পরে তাহার সহিত জিহ্বা, দন্ত, কর্ণ ও নাসা এই সকলের মল একত্র করিয়া যে নারীকে ভক্ষদ্রব্য অথবা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই নারী বশীভূত হইবে।

শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে সঙ্গমকালে যত্নপূর্ব্বক যোনিস্থিত উভয়ের বীর্য্য বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর বাম হস্ততলে

স্পর্শ করাইলে সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রে এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

"শুক্লপক্ষযুতে পুষ্যে সংগৃহ্য রতিসঙ্গমে।
যোনিস্থমুভয়োর্বীর্য্যং যত্নতো বামপাণিনা॥
তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা বামপাণিতলে কিল।
কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্ব্ববৎ স্ত্রীবশ্যা ভবেৎ॥" (সিদ্ধনাগার্জ্জুন)

শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লজ্জাবতী, মল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুক্কুরের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ইহা ধুতুরা ফলের মধ্যে রাখিবে, ইহা কামবাণস্বরূপ, যে স্ত্রীকে এই ঔষধ ভোজন করাইবে,সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। এই সকল বশীকরণে চণ্ডমন্ত্র দশসহস্র জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্র ব্যতীত বশীকরণ সফল হয় না।

৭ বার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া—'ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা' এই মন্ত্র একমাস কাল জপ করিলে সুন্দরী স্ত্রী বশীভূত হয়। (সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুট)

ষট্‌কর্ম্মদীপিকায় মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এই মতে বশীকরণের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাত্যাং বশীকরণমুত্তমং।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বশীকুর্য্যান্নরঃ স্ত্রিয়ং॥
কৃতাঞ্জলিঃ শিখিশিখা বিভীতা গিরিকর্ণিকা।
চাণ্ডালীসহিতা পিষ্ট্বা গব্যক্ষীরপরিপ্লুতা॥" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

অনন্তর বশীকরণের বিষয় বলা যাইতেছে, ইহার জ্ঞান জন্মিলে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারা যায়। লজ্জালুলতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালীলতা এই সকল একত্র গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিতে হইবে, পরে ইহা এক খণ্ড পট্টবস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি পদ্মনালের মধ্যগত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তৎপরে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেই ঘৃত দ্বারা পূর্ব্বকৃত বর্ত্তি আর্দ্র করিয়া লইবে। তদনন্তর ঐ বর্ত্তি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার শিখায় কজ্জল করিবে। তৎপরে চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া ঐ কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জল দ্বারা স্ত্রী পুরুষ যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। এই বশীকরণ সর্ব্বোত্তম, স্বয়ং মহাদেব এই বশীকরণের উপদেশ দিয়াছেন। সাধকের ইহা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখা উচিত, ক্রূর, অরবিন্দ, নিন্দক ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না।

এই মন্ত্র যতদিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন সাধক 'ওঁ হ্রীং মোহিনি স্বাহা' জপ করিবে, পরে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করা যাইবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

সাধক 'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ঐ তালপত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্র মধ্যে যাহার নাম লেখা থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত মন্ত্র বিষকণ্টক দিয়া লিখিতে হইবে এবং ঐ তালপত্র দুগ্ধে পাক করিয়া তিন দিন কাদার মধ্যে রাখিয়া দিবে, পরে উহা তুলিয়া দুর্গোৎসবমণ্ডপদ্বারে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত ওঁ চিটি চিটি ইত্যাদি মন্ত্র বিষকণ্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া যথাবিধানে ভদ্রকালীর পূজা করিয়া সেই গৃহে উহা পুতিয়া রাখিবে। ইহাতেও বশীকরণ হয়।

'রং সর্ব্বলোকং বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র জপ ও এই মন্ত্রে পূজা করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ রাজমুখি রাজাভিমুখি বশ্যমুখি হ্রীং শ্রাং ক্লীং দেবি দেবি মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্ব্বজনস্য মুখং বশ্যং কুরু স্বাহা'

'হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনবশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুদুর্ঘোর সুদুর্ঘোর হ্রীং স্বাহা' এই দুইটী মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া তৎপরে ঘৃতসংযুক্ত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হইবে। হোমাবসানে অঙ্গদেবতা, অষ্টমাতৃকা ও দশদিক্‌পালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার স্বাদুযুক্ত তিলতণ্ডুল, মধুর ফল এবং ঘৃতযুক্ত রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে তিন দিন হোম করিয়া সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনাপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অচিরকাল মধ্যে বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র মধ্যে অভিলষিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই মন্ত্রের অজ ঋষি, নিবৃৎ ছন্দঃ ও গৌরী দেবতা, ইহাতে এইরূপে করাঙ্গন্যাস করিতে হয়। হ্রীং নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপূজিতে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ত্রিভুবনবশঙ্করি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, সর্ব্বলোকবশঙ্করি অনামিকাভ্যাং হুং, সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, সুদুর্ঘোর সুদুর্ঘোর হ্রীং স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌। এইরূপ হৃদয়াদিতে ন্যাস করিতে হয়। এই দেবতার পূজাকালে নিম্নোক্তমন্ত্রে ধ্যান করার বিধি আছে।

"অমলশশিবিরাজন্মৌলিরাবদ্ধপাশা-
ঙ্কুশরুচিরকরাব্জা বন্ধুজীবারুণাঙ্গী।
অমরনিকরবন্দ্যা ত্রীক্ষণা শোণবর্ণাং
শুককুসুমযুতা স্যাৎ সম্পদে পার্ব্বতীব॥"

এই প্রণালী অনুসারে বশীকরণ করিলে সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়।

'মদ মদ মাদয় মাদয় হ্রীং বশয় অমুকং স্বাহা' এই মন্ত্রের নাম মদনমন্ত্র।

"কনক রচিতমূর্ত্তিঃ কুণ্ডলাকৃষ্টচাপো
যুবতিহৃদয়মধ্যে নিশ্চলা রোপিতাক্ষঃ।"

মদনদেবের শরীর সুবর্ণরচিত, আকর্ণ পর্য্যন্ত ধনুর্ব্বাণ-আকৃষ্ট এবং যুবতীদিগের হৃদয় মধ্যে নিশ্চলভাবে চক্ষু আরোপিত করিয়া আছেন। এইরূপে মদনদেবকে চিন্তা করিয়া মদন মন্ত্র দশ হাজার জপ ও মদনদেবকে সহস্র রক্তপুষ্প প্রদান করিতে হয়। ইহাতে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে মোহয় বশমানয় অমুকং স্বাহা' এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া শিরীষবৃক্ষ সমিধ্ দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে। নিম্নোক্ত ধ্যানে দেবতার পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটা সুবদনা সান্দ্রান্ধকারে স্থিতা
খট্টাঙ্গাসিনিগূঢ়দক্ষিণকরা বামেন পাশং শিরঃ।
শ্যামা পিঙ্গলমূর্দ্ধজা ভয়করী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতা
চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধ্যেয়া সদা সাধকৈঃ॥"

বিধিপূর্ব্বক এই ধ্যানে পূজা করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এই মন্ত্রপ্রভাবে সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ নমঃ কামায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বালয় প্রজ্বালয় সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিলে নর ও নারীকে বশীকরণ করিতে পারা যায়।

'ওঁ নমঃ ভগবতি সুচিচাণ্ডালিনি নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে মধূচ্ছিষ্ট (মোম) দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটী প্রতিকৃতি করিতে হইবে। প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তৎপরে ঐ প্রতিকৃতির উপর পূর্ব্বোক্ত 'ওঁ নমঃ ভগবতি' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া অঙ্গারাগ্নি দ্বারা ঐ মূর্ত্তি তাপিত করিতে হইবে। এইরূপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

বৃহন্নীলতন্ত্র, উড্ডীশ প্রভৃতি তন্ত্রে বশীকরণাদির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

বশীকরণকার্য্য বসন্ত ঋতুতে বা পূর্ব্বাহ্ণ কালে করিতে হয়। ইহাতে সপ্তমী ও দশমীতিথি প্রশস্ত।

"বশ্যাকর্ষণকর্ম্মাণি বসন্তে যোজয়েৎ প্রিয়ে।
গ্রীষ্মে বিদ্বেষণং কুর্য্যাৎ প্রাবৃষি স্তম্ভনং ভবেৎ॥
বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্ণে গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন উচ্যতে।
বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্ণে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্মৃতঃ॥
বশীকরণকর্ম্মাদিঃ সপ্তম্যাং কারয়েদ্বুধঃ।
দশম্যামিতি সপ্তম্যাং তথা চ বশ্যকর্ম্মবৈ॥" (উড্ডীশ)

পৃথিব্যাদি তত্ত্বের উদয়কালে বশীকরণাদি কার্য্য করিতে হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা, রোহিণী, এই সকল নক্ষত্র পৃথ্বীতত্ত্ব, এই সকল নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিয়া বশীকরণ কার্য্য করিতে হয়।

এই যে বশীকরণের প্রক্রিয়া সকল বর্ণিত হইল, ইহা করিবার পূর্ব্বে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধ হইতে হইবে। কারণ মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ না করিলে এই সকল সফল হয় না। এইজন্য সাধক প্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে মন্ত্রের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে পর মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন আভিচারিক ক্রিয়া করিবেন, তাহাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সফল কাম হইবেন।

বশীকার (পুং) বশীকরণ। [বশীকরণ দেখ।]

বশীকৃতি (স্ত্রী) বশ্যতাপ্রাপ্তি। মন্ত্রমুগ্ধ।

বশীক্রিয়া (স্ত্রী) বশীকরণ। বশে আনয়নরূপ কার্য্য।

বশীভূ (ত্রি) যে বশীভূত হইয়াছে।

বশীভূত (ত্রি) অবশো বশো ভূত ইত্যর্থে চ্বিঃ। ১ বশ্যতাপ্রাপ্ত।

বশীর (পুং) বশ-ঈরন্। ১ গজপিপ্পলী। (জটাধর) ২ চবিকা, চলিত চই। ৩ অপামার্গ, চলিত আপাঙ্। (বৈদ্যকনি°) (ক্লী) সামুদ্রলবণ।

বশে (দেশজ) অধীনে। তাঁবে।

বশ্চিক (পুং) অগ্রহারভেদ। (রাজতর° ১।৩৪৫)

বশ্য (ক্লী) বশায় বশীকরণায় সাধু ইতি বশ-যৎ (তত্র সাধুঃ পা ৪।৪।৯৮) ১ লবঙ্গ। (শব্দচ°) বশমধীনত্বং গত ইতি বশ-যৎ (বশং গতঃ। পা ৪।৪।৮৬) (ত্রি) ১ আয়ত্তত্ব-প্রাপ্ত, বশীভূত। ইহার পর্য্যায়—প্রণেয় ও বশ্য।

"মৃদুত্বং সেব্যমানাস্ত সিংহশার্দ্দূলকুঞ্জরাঃ।
যথা যান্তি তথা প্রাণো বশ্যো ভবতি যোগিনঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৯।১৭)

২ অগ্নিধ্রের পঞ্চম পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩।৩৪)

বশ্যক (ত্রি) বশ্য-স্বার্থে কন্। ১ বশীভূত, বশগ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ বশগা নারী।

বশ্যকর (ত্রি) বশযোগ্য। বশ করিবার উপযোগী।

বশ্যকর্ম্মন্‌ (ক্লী) বশীকার্য্য।

বশ্যতা (স্ত্রী) বশীভূতের ভাব বা ধর্ম্ম। বশীকার। অধীনতা।

বশ্যত্ব (ক্লী) অধীনত্ব। বশীভূতত্ব।

বশ্যা (স্ত্রী) বশ্য-টাপ্‌। বশীভূতা নারী। পর্য্যায়—বশগা, বশাস্থা ও বশ্যকা। (শব্দরত্না॰)

"যং ব্রাহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে" (উত্তররামচ॰ ১ অঃ)

২ নীলাপরাজিতা। (মদনপাল) ৩ গোরোচনা। (বৈদ্যকনি॰)

বশ্যাত্মন্‌ (পুং) বশ্যঃ আত্মা কর্ম্মধা। ১ বশীভূত আত্মা। বশ্য আত্মা যস্যেতি বহুব্রী। (পুং স্ত্রী) ২ বশীকৃতচিত্তেন্দ্রিয়, যাহার চিত্তেন্দ্রিয় বশানুগ হইয়াছে। (চরক॰ সূত্র॰ ৮ অঃ)

বষ্‌ বধ, হিংসা। ভ্বাদি॰ পর॰ সক॰ সেট্‌। লট্‌ বষতি। লোট্‌ বষতু। লৃট্‌ বষিষ্যতি। লিট্‌ ববাষ। লুঙ্‌ অবাষীৎ। লুট্‌ বষিতা।

বষট্‌ (অব্যয়) দেবোদ্দেশ্যক হবিস্ত্যাগমন্ত্র, যে মন্ত্র পড়িয়া দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়। (অমর)

২ অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদিতে অঙ্গবিশেষে ন্যাসবোধক মন্ত্র। ইহা অঙ্গন্যাসে শিখায় ও করন্যাসে মধ্যমাঙ্গুলীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩ তান্ত্রিক পূজাদিতে দ্রব্যবিশেষ দানে প্রযুক্ত মন্ত্র।

অমরটীকাকার ভরত বলেন—কেবল বষট্‌ শব্দ নয়, স্বাহা, শ্রৌষট্‌, বৌষট্‌, বষট্‌ ও স্বধা এই পাঁচটী শব্দই দেবোদ্দেশ্যে বহ্নিমুখে ঘৃতাহুতি দানে বিহিত। এস্থলে দেব শব্দে ইন্দ্রাদি দেবগণকেই বুঝিতে হইবে।

"ইতি ত্বাগ্নে বৃষ্টিহোত্রস্য পুত্রা উপস্ত তাস ঋষয়োঽবোচন্‌।
তাংশ্চ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্‌ বষ্‌ড় বষড়িত্যূর্দ্ধাসো অনক্ষন্‌॥"
(ঋক্‌ ১০।১১৫।৯)

"স্বাহা দেবহবির্দ্দানে পিতৃদানে স্বধা মতা।
ইন্দ্রদানে বষট্‌ প্রোক্ত ইতি দানত্রয়ং স্মৃতম্‌॥" (স্মৃতি)

বষট্‌কর্ত্তৃ (পুং) বষট্‌ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যাগকারী পুরোহিত।

বষট্‌কার (পুং) বষট্‌ ইত্যস্য কারঃ করণং যত্র। ১ দেবোদ্দেশ্যক যাগ। পর্য্যায়—দেবযজ্ঞ, আহুতি, হোম, হোত্র। (হেমচ॰)

২ বেদোক্ত ৩৩টী দেবতার একতম। তদ্‌যথা—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার।

বষট্‌কারনিধন (ক্লী) সামভেদ।

বষট্‌কারিন্‌ (ত্রি) বষট্‌মন্ত্রযোগে হোমকারী। বষট্‌মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা হোমকালে অগ্নিতে উৎসর্গীকৃত।

বষট্‌কৃতি (স্ত্রী) বষট্‌কার। বষট্‌কারযুক্ত উৎসর্গ।

"য আহুতিং পরিবেদা বষট্‌কৃতিম্‌" (ঋক্‌ ১।৩১।৫)

'বষট্‌কৃতিং বষট্‌কারযুক্তাং' (সায়ণ)

বষট্‌কৃত্য (ক্লী) বষট্‌কারযাগ বা হোম।

বষট্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) হোমকার্য্য।

বষট্‌কৃত (ত্রি) বষড়িতি মন্ত্রেণ কৃতং। হুত।

"অগ্নৌ হুতন্তু যদ্‌দ্রব্যং তৎস্যাত্রিষু বষট্‌কৃতম্‌।" (শব্দরত্না॰)

বষট্‌ফল (ক্লী) কক্কোল। (রাজনি॰)

বষ্ক্‌ গতি। ভ্বাদি॰ আত্ম॰ সক॰ সেট্‌। লট্‌ বষ্কতে। লোট্‌ বষ্কতাং। লিট্‌ ববষ্কে। লুঙ্‌ অবষ্কিষ্ট। লুট্‌ বষ্কিতা। ক্বিপ্‌ করিলে পদ হইবে বট্‌।

বষ্কয় (পুং) বষ্কতে ইতি বষ্ক-গতৌ বাহুলকাৎ অয়ন্‌। একহায়ন বৎস। (অমরটীকায় রায়মুকুটধৃত শাকটায়ন)

বষ্কয়(য়ি)ণী (স্ত্রী) বষ্কয় একহায়নো বৎসঃ, তেন নীয়তে ইতি নী-ক্বিপ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌, ণত্বম্‌। (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) বষ্কয়িণীতি পাঠে বষ্কয়োঽস্ত্যস্যা ইতি। 'অত ইনি ঠনৌ' ইতি ইনিঃ, অট্‌ কুপ্বাঙিতি ণত্বম্‌। চিরপ্রসূতা গাভী। 'বষ্কতে পরিক্রামতি বষ্কয়শ্চিরকালীনবৎসঃ। চলিত বকনা। বষ্ক গতৌ নাম্নীতি অয়ঃ, বষ্কয়স্বেকহায়নো বৎস ইতি (কোষঃ) তদ্‌যোগাৎ বষ্কয়িণী নৈকাজাদিতি ইন্‌। বষ্কয়ণীতি পাঠে গোতৃণেত্যাদিনাপামাদিত্বাৎ নঃ, নদাদিত্বাৎ ঙীপ্‌। দুর্গামুখতী গবেষিতবষ্কয়িণীতি মূর্দ্ধন্যষমধ্যে গদসিংহঃ।' (অমরটীকায় ভরত)

বষ্টি (ত্রি) কাময়মান, প্রার্থনাকারী। "পরিচিদ্বষ্টয়ো দধুঃ" (ঋক্‌ ৫।৭৯।৫) 'বষ্টয়ঃ অস্মানেব কাময়মানাঃ' (সায়ণ)।

বস নিবাস। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ অনিট্‌। লট্‌ বসতি, লিট্‌ উবাস, উষতুঃ। উবসিথ, উবস্থ। লুট্‌ বস্তা। লৃট্‌ বৎস্যতি। লৃঙ্‌ অবৎস্যৎ। অবশীর্নিতং উষ্যাৎ। লুঙ্‌ অবাৎসীৎ, অবাত্তাম্‌, অবাৎসুঃ। কর্ম্মণি উষ্যতে। অবাসি। "উবাস পর্ণশালায়াং" (ভট্টি ৪।৭) সন্‌—বিবৎসতি। যঙ্‌ বাবৎস্যতে। যঙ্‌ লুক্‌ বাবস্তি। ণিচ্‌ বাসয়তি। অবীবসৎ। ক্তা—উষিত্বা ক্ত—উষিত। অধি-অধিবাস, (কুমার ১। ৫৫) উপ—উপবাস। "গ্রামমুপবসতি" (পা ১।৪।৪৮) নি—নিবাস। নির—নির্ব্বাসন। প্র—প্রবাস। বস ধাতু উপসর্গপূর্ব্ব বহু অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়।

বস্‌ স্তুতি, আচ্ছাদন, পরিধান। অদাদি॰ আত্ম॰ সক॰ সেট্‌। লট্‌ বস্তে, বসাতে বসতে। লিট্‌ ববসে। লুট্‌ বসিতা। লৃট্‌ বসিষ্যতে। লুঙ্‌ অবসিষ্ট, অবসিষাতাম্‌, অবসিষত। "বসনং ববসে মা" (ভট্টি ১৪।৯২) সন্‌—বিবসিষতে। যঙ্‌ বাবস্যতে। যঙ্‌লুক্‌ বাবস্তি। ণিচ্‌ বাসয়তি-তে। নি-বস, অন্য বস্ত্র পরিধান (ভট্টি ১৫।৭) বি-বস-পরিধান। "মনোরমে ন ব্যবসিষ্ট বস্ত্রে।" (ভট্টি ৩।২০)

বস, স্তম্ভ, নম্রতাহীনতা। দিবাদি পর° অক° সেট্। লট্ বস্যতি। লিট্ ববাস। লৃট্ বসিষ্যতি। লুঙ্ অবসৎ। অবাসীৎ, অবসীৎ। কেহ কেহ পুষাদি প্রযুক্ত এই ধাতুর উত্তর নিত্যই অঙ্ কল্পনা করেন। উদিত্বহেতু ক্ত্বা পরে থাকিলে এই ধাতুর বিকল্পে ইট্ হইবে। ক্ত্বা—বসিত্বা, বস্ত্বা। "যো বস্তত্যরিষু" (হলায়ুধ)

বস, ১ স্নেহ প্রীতি। ২ ছেদ। ৩ অপহরণ। চুরাদি° পর° অক° সেট্। লট্ বাসয়তি। লুঙ্ অবীবসৎ। দুর্গাদাস এই ধাতু বধার্থেও অভিহিত করিয়াছেন।

বস, বাস। অদন্তচুরা° পর° অক° সেট্। লট্ বসয়তি। (দুর্গাদাস)

বসই দ্বীপ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, বোম্বাই সহর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ১৯°২৪´ হইতে ১৯°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৮´ হইতে ৭৪°৫৪´ পূঃ পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্যে ১১ মাইল, প্রস্থে ৫ মাইল, ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উত্তরে দস্তরা খাঁড়ী, দক্ষিণে বসইপ্রণালী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র এবং পূর্ব্বে সমুদ্রের সরু খাড়ী ভারতভূমি হইতে এই দ্বীপকে পৃথক্ করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী অতি পূর্ব্বকাল হইতেই কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য উভয় জগৎবাসীর নিকট পরিচিত। কাহারও মতে সংস্কৃত 'বসতি' মুসলমান আমলে 'বসই', পর্ত্তুগীজদিগের নিকট বশইম্ (*Bacaim*) এবং ইংরাজদিগের নিকট বেসিন (Bassein) নামে আখ্যাত। হিন্দু পৌরাণিকগণের মতে এই পুণ্যভূমি পরশুরাম ক্ষেত্রের অন্তর্গত সপ্তকোঙ্কণের মধ্যে বরলাটের সামিল। সহ্যাদ্রিখণ্ডে কেরল, তুলুব, গোরাষ্ট্র, কোঙ্কণ, করহাট, বরলাট ও বর্ব্বর এই সাতটী লইয়া পরশুরাম ক্ষেত্র বা সপ্তকোঙ্কণ—

"কেরলাশ্চ তুলুবাশ্চ তথা গোরাষ্ট্রবাসিনঃ।
কৌঙ্কণাঃ করহাটাশ্চ বরলাটাশ্চ বর্ব্বরাঃ॥" (উত্তরার্দ্ধ ৮অঃ)

তন্মধ্যে বসইদ্বীপ বরলাটের অন্তর্গত। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তুঙ্গারি, নির্ম্মল, কল্যাণ, শ্রীস্থান ও শূর্পারক নামক সুপ্রাচীন তীর্থস্থানগুলি এই দ্বীপের মধ্যে থাকায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এখানে রহিয়াছে।

তুঙ্গারি প্রভৃতি পঞ্চক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণের নিকট অতি পুণ্যতীর্থ ও মোক্ষধাম বলিয়া গণ্য। কিরূপে ঐ সকল তীর্থের উৎপত্তি হইল, পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

পদ্মপুরাণীয় তুঙ্গারি মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অসুরেরা বরলাটের ব্রাহ্মণদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত। ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য পরশুরাম বরলাটে আসিলেন। অসুরেরা তাঁহার আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। সমুদ্রে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল। অসুরপতি বিমল মাথায় করিয়া তুঙ্গ নামে একটী শৈল আনিয়া সমুদ্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি শিবের তপস্যায় নিরত হইলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমর করিলেন, শিবের প্রসাদে এখানে তীর্থ হইল। বিমল এখানে দিব্যলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার নাম হইল তুঙ্গেশ্বর।

তুঙ্গারি এক্ষণে 'তুঙ্গার' পাহাড় এবং একটী শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যবাস বলিয়া খ্যাত, ইহার পার্শ্ব দিয়া রেলপথ গিয়াছে।

পদ্মপুরাণীয় নির্ম্মল মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অসুরপতি বিমল তুঙ্গশৈল হইতে ঋষিদিগের মুখে পরশুরামের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তাঁহার শত্রুর প্রশংসাবাদ শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিমল ঋষিদিগের হোমকুণ্ডের উপর এক বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয়া আসেন। ঋষিরা শিবের নিকট অভিযোগ করেন। শিব আপনার প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া বিমলকে শাসন করিবার জন্য পরশুরামকে পাঠাইয়া দিলেন। পরশুরামের সহিত বিমলের যুদ্ধ বাধিল। বিমল শিবের বরে অজেয়। যতবারই পরশুরাম তাঁহার মাথা কাটেন, ততবারই মাথা জোড়া লাগে। অবশেষে পরশুরাম শিবের পরামর্শে পরশু দ্বারা বিমলকে পরাস্ত করিলেন। বিমল সংগ্রামে পতিত হইয়া পরশুরামের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে পরশুরামের মন টলিল। যেখানে বিমল পড়িয়াছিলেন, সেখানে পরশুরাম স্মরণার্থ 'বিমলেশ্বর' নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিমল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "নির্ম্মল" নাম রাখিলেন। তখন হইতে এই ক্ষেত্র "নির্ম্মল" নামে খ্যাত হইল।

নির্ম্মল-মাহাত্ম্যের ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নির্ম্মলক্ষেত্রে বৈতরণীতীর্থে যিনি কার্ত্তিক-কৃষ্ণৈকাদশীতে স্নান করেন, তাঁহার সর্ব্বপাপ দূর হয়।

পর্ত্তুগীজদিগের হস্তে বিমলেশ্বরের সুপ্রাচীন মন্দির ও লিঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। তৎপূর্ব্বপর্য্যন্ত বিমলেশ্বর কর্ণাটকবাসীর একটি প্রধান তীর্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১১৮৩ শকে (১২৬১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ চালুক্যবংশীয় শ্রীকেশব-দেবের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে সে সময়ও বিমলতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ ও এখানকার লিঙ্গ পূজিত হইতেন।* চালুক্য-

* তাম্রশাসনে এইরূপ বর্ণনা আছে—
"তত তীর্থেষু বিমলং নির্ম্মলং নাম উত্তমং।
সংসার মল-নির্ম্মুক্তং যত্র যাতি পীত্বা পয়ঃ।

রাজ বিমলেশ্বর লিঙ্গের উদ্দেশ্যে জাতকেশ্বর নামে এক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নির্ম্মল-মাহাত্ম্যে এখানকার বহু ক্ষুদ্রতীর্থ ও কুণ্ডের উল্লেখ আছে। পর্ত্তুগীজ অধিকার কালে সেই সমস্ত তীর্থই লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করিয়া বিমলেশ্বর-মন্দিরসংস্কার ও লিঙ্গের স্থানে দত্তাত্রেয়ের পাদুকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় কতকগুলি তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। অধিবাসী সাধারণের প্রদত্ত মূলধনে গুরু শঙ্করাচার্য্য স্বামীর তত্ত্বাবধানে দেবসেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। শঙ্করস্বামী মাসে মাসে এখানে আসিয়া থাকেন। এই মন্দিরের পার্শ্বেই এখানকার প্রথম শঙ্করাচার্য্য স্বামীর সমাধি ও ব্রাহ্মণদিগের জন্ত অন্নসত্র আছে। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণৈকাদশীতে এখানে একটি যাত্রা বা মেলা হয়। তাহাতে বহুদূরদেশ হইতে যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে।

ইতিহাস।

এখানকার প্রাচীনতন ইতিহাস অস্পষ্ট। আলেক্‌সান্দারের সময়কার আরিয়ান প্রভৃতি গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ পশ্চিম ভারতের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে সেই সময় এই দ্বীপ সুরাষ্ট্র বা লাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরিয়ান্ লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ তাঁহার সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই কল্যাণে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এমন কি কোন কোন ঐতিহাসিকগণ এমনও লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ শালসেটিদ্বীপে উপনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য, দাক্ষিণাত্য অধিকারে তাহাদের সুবিধা হইবে। রোমকেরা ইজিপ্ট অধিকার করিলে ভারতীয় বাণিজ্য তাহারা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল, এই সময়ে আরবসমুদ্রে বিদেশীয়গণের আর প্রবেশাধিকার রহিল না। গ্রীক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে তৎকালে 'সারগনস্' (Saraganos)=সারঙ্গ নামে এক রাজা কল্যাণ, বসই ও মুম্বই প্রভৃতি স্থানের অধিপতি ছিলেন, গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল, কিন্তু সান্দনেস্ (Sandanes)=চন্দনেশ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতি বাণিজ্যনিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন, এমন কি কএকজন বিদেশীকে কড়া পাহারায় ভরোচে (Barace) পাঠাইয়া দেন। এইরূপে গ্রীকগণ নিবারিত হইলেও রোমকেরা ভারতে বাণিজ্য সংস্রব ত্যাগ করে নাই। জষ্টিনিয়াসের রাজত্বকালেও কল্যাণের বাণিজ্যপ্রভাব বিশ্বপ্রসিদ্ধ ছিল। মিসরের প্রসিদ্ধ বণিক্ কস্‌মস্ (Kosmos IndiKopleustes) প্রায় ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কল্যাণে আগমন করেন, তিনি এখানে বহু সংখ্যক খৃষ্টান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, ঐ সকল খৃষ্টান পারস্তের নেষ্টোরিয়ান্ বিশপের ধর্ম্মশাসনাধীন ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং আসিয়া এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীস্থান বা ঠানা বহুপূর্ব্বকাল হইতে রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে এখানে শিলাহার-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাঁহাদের সময় শ্রীস্থান লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রিয়স্থান, এখানেই অশেষ-শাস্ত্রবিৎ জীমূতবাহন রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দ পর্য্যন্ত বরলাট শিলাহার বংশের অধিকারে ছিল, তৎপরে যাদবরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বসই হইতে ১১৯৪ ও ১২১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ যাদবরাজবংশের শাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে। যাদবেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলে কোঙ্কণের এই অংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মহিমের ভীমরাজ, দেবগিরির রামদেব, এতদ্ভিন্ন নায়ক, বঙ্গোলি ও ভাণ্ডারী উপাধিধারী সামন্তগণের শাসনাধীন হইয়াছিল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের নিকট রামদেব পরাজিত হইলে অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত দাক্ষিণাত্য মুসলমান কবকবলিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু তখনও বসইদ্বীপপতি স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভিনিসের প্রসিদ্ধ পর্য্যাটক মার্কো পোলো ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীস্থানে (ঠানায়) আগমন করেন, তিনি এখানকার সমৃদ্ধিদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই স্থান প্রতীচ্যের একটী সুবিস্তৃত জনপদের রাজধানী, এখানকার নরপতি কাহারও অধীন নহেন। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, তাঁহারা দেশীভাষায় কথা কয়। তাঁহার সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট চর্ম্মের ও কার্পাসের নানা সাজ সজ্জা, মসলিন এবং সোণা রূপার ব্যবসা চলিত। শ্রীস্থানে নদী হইতে জলদস্যুগণ বাহির হইয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজেতৃগণের খরদৃষ্টি এই অঞ্চলে নিপতিত হইল। তাহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে দীর্ঘকাল এখানকার অধিবাসিগণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। সেই সময় কেবল স্থানীয় লোক বলিয়া নহে, কত নিরীহ বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারক জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রিউলিনিবাসী সন্ন্যাসী ওদেরিক (Friar Oderic of Priuli) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে ১৩২০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্‌সিস্কান্ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জর্দনস্ (Jordanus) নামে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গী চারিজন যতিকে সমাধিস্থ করিবার পর মুসলমান-হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ওদেরিক স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে জাহাজে করিয়া সেই সকল খৃষ্টান সাধুগণের অস্থি লইয়া গিয়া

তত্র নদী বৈতরণী যুক্তপশ্চিমসিন্ধুনা।
যুক্তাঃ স্নানেন দানেন ন পশ্যেৎ যমযাতনা॥"

ছিলেন। তিনি কিছুকাল পরে তায়তে ফিরিয়া আসেন এবং বহু সহচর লইয়া বসইদ্বীপেই কাল যাপন করেন, মুসলমান কাজিগণ এসময়ে বিদেশীয়দিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, তাহা ওদেরিক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশপ জেরোনিমো ওজোরিও (Jeronimo ozrio) লিখিয়া গিয়াছেন যে সেই সকল ফ্রান্সিস্কান্ সাধুগণ করঞ্জদ্বীপে এক সুবৃহৎ খৃষ্টমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেওনার্দো পাএস্ (Leonardo Paes) নামক খৃষ্টান লেখকের বর্ণনা হইতেও জানা যায় যে, করঞ্জদ্বীপে নীল পাথরে গঠিত কুমারী মেরির একটি সুন্দরমূর্ত্তি ছিল, পর্ত্তুগীজেরা তাহাকে "Nossa Senhor da Pessa" বলিত, পরে পর্ত্তুগীজ অধিকারকালে করঞ্জদ্বীপ উক্ত পর্ত্তুগীজ নামেই আখ্যাত হইয়াছিল।

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ বসই উপকূলে দেখা দিলেন। ইহার ১৭শ বর্ষ পরে এখানে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্য কুঠীর পত্তন করিলেন। দুআর্ত্তে বর্বোসার বিবরণীতে প্রকাশ যে, তৎকালে বসই সহর গুজরাতের মুসলমান নৃপতির অধিকারভুক্ত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে নানা দেশ বিদেশ হইতে জাহাজ আসিয়া লাগিত। মলবার উপকূল হইতে খদির, নারিকেল ও নানা প্রকার গরম মসলা এখানে আমদানী হইত।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বসইদ্বীপে নামিয়া শ্রীস্থান ও কল্যাণ আক্রমণ করিয়া কর আদায় করেন। তাহাতে গুর্জ্জরপতি বাহাদুর শাহের সহিত তাহাদের বিবাদ বাঁধে। বাহাদুর শাহ নানা কারণে অসুবিধা দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তাহাতে পর্ত্তুগীজেরা মুম্বই, মহিম্, দীউ, দমন, চেউল ও বসই লাভ করেন এবং দুর্গাদি নির্ম্মাণ এবং আরবসমুদ্রগত বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের অধিকার পাইলেন।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে নুনো-দা কুন্‌হা বসইদ্বীপের দক্ষিণাংশে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার শ্যালক গার্সিয়া ডিসা'কে দুর্গের অধ্যক্ষ করিলেন। জোয়াওঁ ডি কাষ্ট্রোর মৃত্যুর পর উক্ত দুর্গাধ্যক্ষই ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পর্ত্তুগীজ অধিকারের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বসই দুর্গ সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরপরিবেষ্টিত, ১১টী উচ্চ বুরুজ শোভিত, তাহাতে ৯০টি কামান সংযোজিত ছিল। এছাড়া এই দ্বীপের মধ্যে আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় ছিল, তাহাতে ১২৭টি কামান থাকিত। এখানকার বন্দর রক্ষা করিবার জন্য ২১টি কামানবাহী সমুদ্রপোত নিয়ত প্রস্তুত থাকিত, এক একখানি পোতে ১৬ হইতে ১৮ টা পর্য্যন্ত কামান লইত।

পর্ত্তুগীজ অধিকারেও বসই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ ধনী বণিকগণের আবাস বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে এখানে যে সকল বিদেশী পর্য্যটক ও লেখক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনায় জানিতে পারি যে এখানকার রাস্তা ঘাট প্রশস্ত, বিপণিতে অত্যুচ্চ অট্টালিকা, নগরের উপকণ্ঠে উৎকৃষ্ট আম্র, তাল, ইক্ষু প্রভৃতির বিস্তৃত উদ্যান ও গ্রামসমূহের চারিপার্শ্বে নানাবিধ শস্তক্ষেত্র ছিল। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই ত্রিবিধ প্রজাগণের যত্নে এখানকার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইত। গৃহনির্ম্মাণোপযোগী উৎকৃষ্ট কড়ি কাঠ, তক্তা, ও দানাদার পাথর উৎপন্ন হয়। স্থানীয় ও গোয়ার সুবৃহৎ গীর্জ্জা ও প্রাসাদগুলি এখানকার পাথরেই নির্ম্মিত। বর্ত্তমান সময়ে যেমন কুঁচ্‌কি ফুলিয়া শত শত লোক প্রেগে মারা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগেও বসইদ্বীপে সেইরূপ প্রেগ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বসই-সহর এককালে প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।* তৎপরে পুনরায় জনসমাগম হইলেও নগরের উত্তর ভাগ (সমস্ত নগরের প্রায় একতৃতীয়াংশ) বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল।

পর্ত্তুগীজদিগের আধিপত্যবৃদ্ধির সহিত খৃষ্টানধর্ম্মের গোঁড়ামীও যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। খৃষ্টান ভিন্ন আর সকলকেই তাঁহারা অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া না চলিতেন, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া বিশেষ কষ্ট দিত। বসই কারাগারে এরূপ বহু খৃষ্টান ও অখৃষ্টানকে নিয়তই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ক্রমে এখনকার শাসনকর্ত্তা নিয়ম করিয়া দিলেন যে খৃষ্টান ভিন্ন আর কেহই সহরে বাস করিতে পারিবে না, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানেরও আর প্রবেশাধিকার থাকিল না। এমন কি খৃষ্টান ভিন্ন আর কাহারও সহিত পর্ত্তুগীজের জমি জমার বন্দোবস্ত ঋণ আদান প্রদান বা কোন প্রকার বৈষয়িক বা রাজনৈতিক কোন কার্য্য করিতে পারিত না। কি হিন্দু কি মুসলমান যাহাকে সুবিধা পাইত, বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া খৃষ্টান করা হইত, খৃষ্টানের আচারবিধি পালন না করিলে আবার সাজা দেওয়া হইত। অধিবাসীরা এইরূপে উত্যক্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিল। দিল্লীশ্বর পর্ত্তুগীজদিগকে শাসন করিবার জন্ত মহারাষ্ট্রদিগের উপর ভার দিলেন।

---

* ডাক্তার গেমিলি কারেরি ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বসই দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"the contagious and pestilential disease carozzo that used to infect all the cities of northern coast. It is exactly like a bubo, and so violent that it not only takes away all names of preparing for a good end, but a few hours depopulates whole cities."

Churchill's Voyages, Vol. iv, p. 191.

মরাঠাসৈন্ত প্রথমে অর্ণালনদীর পরপারে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। এই সময়ে লুই-ডি-বটেলহো বাল-সেটীর শাসনকর্তা, তিনি করঞ্জরক্ষায়, কাপ্তেন পেরিয়া বসই দুর্গরক্ষায়, এবং কাপ্তেন কেয়াজ বন্দোরা সেনাবাস-রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে ভোন্‌সুেয়া গোয়া আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রসেনাপতি চিমনাজি অপ্পা বহু সৈন্ত লইয়া দুর্গভেদ করিয়া পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অপরদিকে মরাঠাসৈন্ত বাল্‌সেটী অবরোধ করিয়া বরসোবা ও ধারাবি দ্বীপ দখল করিয়া বসইর পূর্ব্বাংশের খাড়ী আটকাইয়া বসিল, কাজেই বাহির হইতে পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্যের আশাও দূর হইল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মরাঠাসৈন্ত বসই দুর্গ অবরোধ করে, তিন মাসের অধিককাল অবরোধের পর পর্ত্তুগীজেরা আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইল। সেই পরাজয়ের সহিত এখানকার পর্ত্তুগীজদিগের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইল, অষ্টাহের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা স্ব স্ব ধনজন লইয়া চিরদিনের জন্য সাধের বসই পরিত্যাগ করিল।

বসই মরাঠাদিগের হস্তগত হইলেও এখানকার রাজধানীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, অল্প দিন মধ্যেই একজন 'সরসুভা' নিযুক্ত হইলেন, বাণকোট নদী হইতে দমন পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন হইল। এ সময়ে বসই নগরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাস ছিল না, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পর্ত্তুগীজনিগ্রহভয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পেশবা মাধবরাও তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজে তুলিয়া লইবার জন্য কএকজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য এক কর নির্দ্ধারণ করেন। বলিতে কি পেশবার এই সহৃদয়তায় বহু জাতিচ্যুত হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দুসমাজে স্থান পাইল। ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর হইতেও বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এখানে বসতি করিল, তন্মধ্যে প্রভুকায়স্থগণই প্রধান। অদ্যাবধি বসই সহরে প্রভুকায়স্থগণই ধনে জনে শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান বসই সহর বাজিরাওর নামানুসারে বাজিপুর নামে খ্যাত এবং সমস্ত বসই জেলা ১৬১টী মৌজায় বিভক্ত, ইহার মধ্যে ৪ খানি ইনাম্। এই সকল মৌজা গ্রামের মধ্যে খানিবড়েমে একটী ছোট বন্দর, দক্ষিণপূর্ব্বে মাণিকপুর মহলে রেলওয়ে ষ্টেসন, উত্তরে অঘনাসি বা অগাসি মহাল, সয়বনে প্রসিদ্ধ দুর্গ, শৈলময় তুঙ্গারিতে প্রসিদ্ধ তুঙ্গারেশ্বরের মন্দির, নির্ম্মলে প্রসিদ্ধ বিমলেশ্বরতীর্থ, শূর্পারকে বা সুপারে প্রাচীন তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বন্দর, এবং বাজীপুরের নিকটবর্ত্তী পাপরি গ্রামে বহু সংখ্যক চিৎপাবন, করাড় ও দেশস্থ ব্রাহ্মণ এবং পলশা,সোণার প্রভৃতি অপরাপর নিম্ন শ্রেণীর বাস আছে। বার্ষিক রাজস্ব আদায় প্রায় ১৮০৩০৲ টাকা।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি গডার্ড ১২ দিন অবরোধের পর বসই অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সলবাইর সন্ধি অনুসারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী মরাঠাদিগকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার অপরাপর অধিকারের সহিত বসইদ্বীপও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সামিল হইল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বসইর পার্শ্ববর্ত্তী কল্যাণ-খাড়ীতে বাধ প্রস্তুতের জন্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টার আদেশ করেন। এই বাধ হওয়ায় সমুদ্রের জল আর উঠিতে পারে না, তাহাতে অনেক জমি উদ্ধার হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কোম্পানি একটী সুদৃঢ় লৌহ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বসইকে বোম্বাইর সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিলে এখানকার বহু প্রাচীন হিন্দুতীর্থ যেমন উদ্ধার হইয়াছিল, সেইরূপ বহু পর্ত্তুগীজ কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০টি প্রাচীন গীর্জ্জা খৃষ্টান পাদ্রী-দিগের যত্নে পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার হইয়াছে; ঐ সকল গীর্জ্জার কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিবার জিনিস।

ডিপো-দ্রো-কৌটো লিখিয়াছেন যে, পর্ত্তুগীজেরা বসই অধিকার করিয়া এখনকার প্রসিদ্ধ মন্দির (এলিফাণ্টা) ধ্বংস করিতে যান। তাঁহারা মন্দিরের সিংহদ্বারে একখানি সুদৃশ্য প্রস্তরে লিপি খোদিত দেখিতে পান। সেখানে উঠাইয়া আনিয়া পর্ত্তুগীজ গবর্ণর এখানকার হিন্দুমুসলমানের দ্বারা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় তিনি পর্ত্তুগালরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। পর্ত্তুগীজপতি ডি জোয়াঁও (৩য়) পাঠোদ্ধার করাইবার জন্য সাধ্য মত যত্ন করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ মর্ফি (একজন স্থপতি) তাঁহার 'পর্ত্তুগাল-ভ্রমণ' পুস্তকে উক্ত শিলাফলকের প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ঐ প্রতিকৃতির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে উহা সংস্কৃতলিপি এবং এখানকার দেব ও হিন্দুরাজের প্রশস্তি বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানকালেও বসই অতি উর্ব্বর ও শস্যশালী ভূভাগ বলিয়া পরিগণিত। এখানে ইক্ষু, কদলী ধান্য ও তাম্বুলের যথেষ্ট চাষ আছে।

স্বাস্থ্যকর স্থান ভাবিয়া অনেকেই এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া থাকেন। *

---

* নিম্নলিখিত গ্রন্থে বসই দ্বীপের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাইবে— *
Periplus Maris Erythræi; Hudson, Geog. Vol I. 30, Hist du Christianisme des Indes, by V La Croze, Vol. I. p. 40-50, Linschoten, Voyages into the East and West India, Boke I. ch 44 Brigg's Ferishta, vol I p. 301-304; Travels of Marco Polo; P. Francisco de

বস্ (পারসী) এই পর্য্যন্ত। শেষ। আর না।

বস্ (দেশজ) বশীভূত। অধীন।

বসৎ (দেশজ) বাসবাটী।

বসতবাটী (দেশজ) বাস্তুভিটা।

বসতি (স্ত্রী) বস নিবাসে ভাবাধিকরণে অতি। (বহিবস্তৃ-স্তিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪।৬০) ১ বাস।

"গ্রামীণৈর্ব্রজতো জনস্ত বসতিগ্রামে নিবিদ্ধা যথা" (অমরুশ° ১১)

২ যামিনী। ৩ নিকেতন।

"রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।

বসতিং প্রিয়! কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ"।

(কুমার ৪।১১) ৪ জৈনমঠ। ৫ জনপূর্ণ ও অট্টালিকা-পরিশোভিত স্থান। ইহার অপভ্রংশে "বস্তি" শব্দ হইয়াছে।

বসতিদ্রুম (পুং) বৃক্ষভেদ।

বসতী (স্ত্রী) বসতি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। ১ বাস। ২ যামিনী। ৩ নিকেতন। (মেদিনী)

বসতীবরী (স্ত্রী) সোম প্রস্তুত কালে ব্যবহার্য্য পানীয়ভেদ।

বসন (ক্লী) বস্তুতে আচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি বস-ল্যুট্। ১ বস্ত্র।

"বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং। হলহতি ভীতিমিলিত-যমুনাভম্।" (গীতগোবিন্দ ১'১২) বসনমিতি বস-ভাবে ল্যুট্। ২ ছাদন। (মেদিনী) বস-আধারে ল্যুট্। ৩ নিবাস।

"মৌনান্ন স মুনির্ভাতি লাবণ্যরসনান্মুনিঃ।

স্বলক্ষণস্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥" (মহাভা° ৫।৪৩।৬০)

৪ স্ত্রীকটীভূষণ। (শব্দরত্না°)

বসন (ক্লী) তেজপত্র। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ পীত-কার্পাস। (বৈদ্যকনি°)

Souza, Oriente conquistado; Faria y Souza, tome I. pt iv 2; Tuhfatal Muzahidin, p. 136-7; J. S. Lafitian Hist Dis. Decouv et cong. de Port, Vol ii. p. 215, Dict. Hist. Exp. art. Bacaim (Goa edition) p. 10; Chonista de Tissuary, Vol iii, p. 250-58, Decada Vii, liv. iii cap x—xi, James Murphy's Travels in Portugal (1795); Narracao de Inquisicao de Goa, p. 48, 187, Viagem de Francisco Pyrard, Vol ii p. 226-7; A Voyage round the World, by Dr. J Gemelli Careri; Capt. A. Hamilton's New Account of the East Indies, Vol, I, p. 180, J. Ovington's Voyage to Surat in the year 1669, p. 206-7, Senhor Aranches Garcia in Instituto Vasco da Gama, no 27, p 66-67; Archivo Potuguez oriental, fasc. iii p. 106-288, Mrs Poston's Western India, vol I. p. 183-4, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol I. p. 3-5 and vol. x. p. 316-347.

বসনময় (ত্রি) বস্ত্রময়। (লাট্যায়ন ৮।১১।২৩)

বসনবৎ (ত্রি) বসনশালী। বস্ত্রধারী।

বসনবীরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠা বিভাগের সঙ্খেড় মেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখান-কার সর্দার দহিয়া জিৎবাবা নামে পরিচিত। রাজস্ব ১০ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বার্ষিক ৪৩২৲ টাকা তিনি বড়োদার গাইকো-বাড়কে কর দিয়া থাকেন।

বসনসেবদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠা বিভাগের সঙ্খেড়মেবাসের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দারবংশ রাঠোর কালুবাবু নামে আখ্যা। বার্ষিক ৫৭১০ টাকা বড়োদারাজকে কর দিতে হয়।

বসনা (স্ত্রী) বস-যুচ্-টাপ্। স্ত্রীকটীভূষণ।

'সারসনং সারশনং বসনা বশনা তথা।

বসনং বল্লনঞ্চেতি স্ত্রীকটীভূষণে ভবেৎ॥' (শব্দরত্নাবলী)

বসনার্ণ (ক্লী) বসন ঋণ। কাপড় ধার।

বসনার্ণবা (স্ত্রী) সমুদ্রবসনা। সমুদ্রপরিবৃতা (মহী)।

"দৈত্যানাং কিল ধর্ম্মজ্ঞ পুরেয়ং বসনার্ণবা।" (রামা° ৭।১১।২৬)

বসনার্হ (ত্রি) ১ বসনযোগ্য। (পুং) ২ গার্হপত্য বা বাসকাদি আচ্ছাদক বৃক্ষনাশক অগ্নি। (ঋক্ ১।১১২।৩) [বসার্হন্ দেখ]

বসনিয়া (দেশজ) বাসন্দা, অধিবাসী।

বসন্ত (পুং) বসন্ত্যত্র মদনোৎসবা ইতি বস-ঝচ্ (তৃভূবাইবসি-ভাসিসাধিগড়িমণ্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্ ৩।১২৮) ঋতুবিশেষ। মলমাসতত্ত্বে উদ্ধৃত শ্রুতিনির্দ্দেশ এই যে, "মধুশ্চ মাধবশ্চ বসান্তিকবৃতুঃ।" অর্থাৎ চৈত্র এবং বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত ঋতু। কেহ কেহ ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাসকে বসন্ত ঋতু বলিয়া উল্লেখ করেন।

ইহার পর্য্যায়—পুষ্পসময়, সুরভি, মধু, মাধব, ফল্গু, ঋতুরাজ, পুষ্পমাস, পিকানন্দ, কান্ত ও কামসখ।

"দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং

স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।

সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ

সর্ব্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে॥" (ঋতুসংহার ৬।২)

শুধু কবিবর্ণনায় বা কবি কল্পনায় নয়, সত্য সত্যই বসন্তের খর মধুর মোহন-মহিমায় প্রকৃতির পরম রমণীয়তা প্রকট হইয়া উঠে। পার্থিব জগতের যে দিকে তাকাও, বসন্তে সকলই সুন্দর—সকলই রম্য—সকলই প্রিয়দর্শন। এমন মানব মানবী নাই, এমন কীট পতঙ্গ নাই, এমন স্থল-জল-চর জীব জন্তু দেখি না, এমন তরুলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না, যাহারা বসন্তসমাগমে প্রহর্ষপ্রফুল্লতার স্নিগ্ধ সৌম্য মাধুরী মাখিয়া, কি যেন কি এক

উন্মাদনায় কিছু-না-কিছু আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদের সুখ শান্তি সলিলে সিক্ত হইতে থাকে। বলিতে কি, বসন্ত প্রকৃতির এমনি মহিমা! চিররুগ্ন, চিরভগ্ন, চিরবিষাদমগ্নেরও মনে এ কালে অল্প বিস্তর হাসির ভাব ভাসাইয়া উঠায়। যুবক যুবতীর ত কথাই নাই, বাসন্তী প্রকৃতির প্রমোদপ্রবর্ত্তনায় অতি বড় বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও আত্মহারা করিয়া তুলে।

শীতের সে কঠোর স্পর্শ নাই। গ্রীষ্মের প্রখরতারও পূর্ণ অধিকার অপ্রতিষ্ঠ। আকাশ ও দিঙ্‌মণ্ডল প্রসন্ন। দিবস নাতি-শীতোষ্ণ। প্রদোষ পরম রম্য। যামিনী প্রমোদিনী। উষা মধুরহাসিনী। জল নির্ম্মল। স্থল সুগম। স্থলে স্থলপদ্ম, ও জলে জলপদ্ম প্রস্ফুটিত। চূতাঙ্কুর মুকুলিত। দ্রুমদল নবোদ্গত স্নিগ্ধ পল্লবে উদ্ভাসিত। বনস্থলী মধুকরনিকরের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত। মলয়াগত সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত। স্নিগ্ধ-মধুর তরুলতাকুল নানাজাতীয় প্রচুরতর কুসুমভারে অবনত। কুসুমসমূহের সৌরভচ্ছটায় বন, উপবন, উদ্যান আমোদিত। লতায় পাতায়, ফলে, ফুলে, মুকুলে বাসন্তী বনভূমি নবীন সাজে নবীন বেশে সদাই হাস্যময়ী। চন্দ্রের দুগ্ধস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, বিহঙ্গের কলকূজন, কোকিলের কাকলী, মলয়ের মৃদুমন্দ হিল্লোল, কুসুমের সৌরভ, অশোকের শোক-হর সুষমা, সকলই এ কালে মনঃপ্রীণন। তাই ভারতের প্রাচীন কবিরা বসন্তে সকলই কান্ত, সকলই রম্য এবং সকলই সুন্দর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষই বসন্ত ঋতুর মাধুরী মহিমার পূর্ণ লীলাভূমি। তাই মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবাদি বসন্ত ঋতুর অনুগুণ অনুষ্ঠানাদি এই ভারতেই প্রথম প্রচলিত ছিল এবং কালের বশে বিলয় পাইয়াও সে উৎসব অনুষ্ঠানের সজীবতা এখনও অনেক স্থানে বিরাজমান। [মদনমহোৎসব দেখ।]

বসন্তকালের অধিষ্ঠাতৃদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ—

বিধাতার আহ্বানে মন্মথ আসিয়া এক সময় তাঁহাকে বলি-লেন, বিভো! আমি আপনার আদেশে ত্রিপুরহর হরের মোহ-বিধানে সমর্থ। কিন্তু কামিনীই আমার মহাস্ত্র। সেই মহাস্ত্র কামিনী আপনি সৃষ্টি করুন। আমি শম্ভুকে সম্মোহিত করিলে, সেই কামিনী তাঁহাকে পর পর আরও মুগ্ধ করিয়া রাখিবে। সুতরাং হরসম্মোহনে একটী মনোহারিণী কামিনীর বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু যত কামিনী আছে, তাহাদের মধ্যে হর-মোহিনী কামিনী আমি দেখি না। সুতরাং বিধাতঃ! এ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আপনাকেই কোন উপায় বিধান করিতে হইতেছে।

কন্দর্পের কথাবসানে, কি করিয়া শম্ভুকে সম্মোহিত করা যাইবে, ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধাতা ব্যাকুল হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার একটী নিশ্বাস নির্গত হইল। সেই নিশ্বাস হইতে কুসুমসমূহ-ভূষিত বসন্তের উৎপত্তি হইল। চূতাঙ্কুর, চূতকলিকা, ভ্রমরমালা এবং কিংশুক প্রভৃতি বসন্তের করে বিরাজিত। বলিতে কি, তখন বসন্ত একটী প্রফুল্ল পাদপবৎ শোভিত হইল। বসন্তের আকৃতি রক্তকোকনদ-নিভ, নয়নদ্বয় প্রফুল্ল-পঙ্কজবৎ সুশোভন, মুখমণ্ডল সন্ধ্যোদিত পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নাসিকা সুন্দর, কর্ণবিবর শঙ্খ সদৃশ, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও শ্যামবর্ণ, কর্ণের দুইটী কুণ্ডল অস্তোন্মুখ অংশুমালীর ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ। এতদ্ভিন্ন তাহার গতি মত্ত মাতঙ্গবৎ, ভুজদ্বয় পীন স্থূল ও আয়ত, করদ্বয় কঠিনস্পর্শ, উরু কটি এবং জঙ্ঘা এই তিনটি স্থান সুবৃত্ত, গ্রীবা কম্বুবৎ, স্কন্ধ উন্নত, জত্রুদেশ গূঢ় এবং হৃদয়দেশ পীন ও সর্ব্ব-সুলক্ষণে সম্পূর্ণ।

ঐরূপ সম্পূর্ণ সুলক্ষণ সুকুমারাকৃতি বসন্তের উদ্ভব হইবা মাত্র সৌরভময় বায়ু বহিতে লাগিল, দ্রুমরাজি কুসুমিত হইয়া উঠিল, কলকণ্ঠ কোকিলেরা পঞ্চমে গান গাইতে লাগিল, সরোবরসমূহে স্বচ্ছ সলিল দৃষ্ট হইল এবং তাহাতে বহুশত শতদল ফুটিয়া উঠিল। (কালিকাপু° ৪ অঃ)

হরসম্মোহন ব্যাপারে বসন্ত কন্দর্পের কিরূপ সহায়তা করিয়া-ছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মদন যখন হরের ধৈর্য্যহরণে উদ্যত, তখন তাঁহার একান্ত-সুহৃৎ বসন্ত হরের আশ্রম ও আশ্রমের চারি দিকে কিংশুক, কেতক, বক, পুন্নাগ, নাগকেশর, মাধবী, মল্লিকা, পর্ণসার ও কুরবক প্রভৃতি যতগুলি পুষ্পপাদপ ছিল, তৎসমস্তই ফুটাইয়া তুলিল। বসন্তের সহায়তায় সরোবরগুলি ফুল্লপদ্মে উদ্ভাসিত হইল, মৃদুমন্দ মলয়ানিল বহিতে লাগিল, তাহাতে শঙ্করের সমগ্র আশ্রম সুগন্ধময় হইয়া উঠিল, লতারাজি নূতন নূতন কুসুম ও নূতন নূতন কলিকাভরে সোহাগে ঢলিয়া পড়িয়া পার্শ্বস্থ পাদপ-গুলির গলা জড়াইয়া ধরিল; তথাকার সুর, সিদ্ধ ও অন্যান্য তাপসকুলের মন পরমামোদে পূর্ণ হইল; কিন্তু কঠোর সংযমী হরের মন তাহাতেও টলিল না। ইত্যাদি (কালিকাপু° ৭অঃ)

বসন্তকালের কবিবর্ণনীয় বিষয়গুলি এই যথা—

"সুরভৌ দোলা-কোকিলমারুত-সূর্য্যগতিতরুদলোদ্ভিদাঃ।
জাতীতরপুষ্পচয়াম্রমঞ্জরীভ্রমরঝঙ্কারাঃ॥"

(কবিকল্পলতা ১ স্তবক)

বসন্তকালের গুণ—কষায়, মধুর ও রুক্ষ। (রাজনি°) হেমন্তকালে শ্লেষ্মা উপচিত হয়, বসন্তকাল আসিলে উহা

প্রকুপিত হইয়া উঠে। একালে বায়ু একরূপ প্রশমিত হইয়াই যায়।

"হেমন্তে চীয়তে শ্লেষ্মা বসন্তে চ প্রকুপ্যতি।
প্রায়েণ প্রশমং যাতি স্বয়মেব সমীরণঃ ॥
শরৎকালে বসন্তে চ পিত্তং প্রাবৃট্ তৌ কফঃ"। (শার্ঙ্গধর)

হারীতসংহিতায় বসন্তোপচারে লিখিত আছে,—এই বসন্তকালে প্রমুদিত কোকিলকুলের কলকূজনে কানন মুখরিত হইয়া উঠে, কিংশুক কুসুমগুলি মদনাগমের সূচকরূপে শোভা পায়, ভূধরনিকর কুসুমসৌরভে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মত্ত মধুকরেরা মধুলোভে ছুটাছুটি করে, পশু পক্ষী মানব সকল জীবই মদনবাণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, গুণযুত মলয় মারুত বহিতে থাকে, ফলে এই সমস্ত জগৎটাই কেমন যেন এক প্রমোদে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু কফবর্দ্ধক, সুতরাং এই কালে কফপ্রকোপ উপশমের জন্য বমনাদি ও রুক্ষসেবন একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন আনন্দবহুল বিবিধ সুরতক্রীড়াজনিত পরিশ্রমও কফবারণের প্রধান উপায়। কফের উপচয়ে কটু, ক্ষার ও অম্ল দ্রব্য সেবা করা উচিত। এ কালের আর এক স্বাস্থ্যকর জিনিস—ব্যায়ামাদি নানারূপ শারীরিক পরিশ্রম।*

চরকের সূত্রস্থানে লিখিত আছে, হেমন্তকালে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, বসন্তে উহা দিনকর-করস্পর্শে কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করিয়া দেয়। এই জন্য বসন্তে শ্লেষ্মজন্য বিবিধ ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই সময় বমনাদি দ্বারা শ্লেষ্মনাশ করা উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্ষবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায় লবণ রসযুত অন্নাদি; হরিণ, শশ, লাব ও চটক প্রভৃতি লঘুমাংস ও যব গোধুম এবং অভ্যস্ত হইলে দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মদ্যাদি পান এবং স্নানপান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে সুখসেব্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অগুরু-চন্দনাদি অনুলেপন এবং পরিচ্ছদ ও শয্যাদি হেমন্তকালের ন্যায় ব্যবহার্য্য। যুবতী স্ত্রীসম্ভোগ ও কাননের রমণীয়তা উপভোগ এই কালে একান্ত প্রশস্ত। গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং অম্ল ও মধুর রসযুত দ্রব্য ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক।

"হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্ ॥
তস্মাদ্বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।
গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনং ধূমং কবড়গ্রহমঞ্জনম্।
সুখাম্বুনা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুসুমাগমে।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গো যবগোধূমভোজনঃ ॥
শারভং শশমৈণেয়ং মাংসং লাবকপিঞ্জলম্।
ভক্ষয়েন্নিগদং সীধুং পিবেন্মাধ্বীকমেব বা।
বসন্তেঽনুভবেৎ স্ত্রীণাং কামীনানাঞ্চ যৌবনম্ ॥"
(চরকসূত্র০ ৬ অঃ)

এতদ্ভিন্ন সুশ্রুত ষষ্ঠ অধ্যায় এবং বাগ্‌ভট সূত্রস্থান তৃতীয় অধ্যায়েও বসন্তচর্য্যার বিষয় উল্লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বসন্ত (পুং) ১ অতিসার। (শব্দরত্না০) ২ ছয় রাগের অন্তর্গত দ্বিতীয় রাগ। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে, রাগ ছয়টী এবং রাগিণী ত্রিশটী। পূর্ব্বোক্ত ছয় রাগের মধ্যে বসন্ত একটী। যথা—"রাগাঃ ষড়েব তু প্রোক্তা রাগিণ্যস্ত্রিংশদেব তু।
ভৈরবোঽথ বসন্তশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীতদর্পণের মতে পঞ্চবক্ত্র শিবের বামদেব নামক দ্বিতীয় বক্ত্র হইতে এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

"সদ্যোবক্ত্রাত্তু শ্রীরাগো বামদেবাদ্বসন্তকঃ।"
(সঙ্গীতদ০ রাগাধ্যায় ১০)

শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘরাগ ও বৃহন্নাট এই ছয়টী রাগ পুরুষপদ-বাচ্য। এই ছয় রাগের মধ্যে এক একটী রাগের অনুগামিনী ছয় ছয়টী রাগিণী আছে। বসন্ত রাগের অনুগামিনী ছয়টী রাগিণী যথা,—দেশী দেবগিরী, [দেবকিরী] বৈরাটী, তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলা। এইরূপ অন্যান্য রাগেরও রাগিণী আছে।* কল্লিনাথ মতে বসন্তরাগের অনুগামিনী ছয় রাগিণীর নাম স্বতন্ত্র। যথা,—আন্ধুলী, গমকী, পঠমঞ্জরী, গৌড়করী, ধামকলী ও দেবশাখা।

সঙ্গীতদামোদরে বসন্তরাগের অনুগামিনী মাত্র পাঁচটী রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

---

* মুদিতকোকিলকূজিতকাননং মদনসূচককিংশুকশোভিতম্।
কুসুমসৌরভরঞ্জিতভূধরং কলিতমত্তমধুব্রতলালসম্ ॥
মকরকেতনবাণসমাকুলং মুদিতমেব সমস্তমিদং জগৎ।
মলয়মারুতরুদ্ধগুণান্বিতঃ কফকরো হি বসন্ত ঋতুর্ভবেৎ ॥
কফজকোপবিনাশনালনং বমনবামনরূক্ষনিষেবণম্ ॥
বিবিধঃ সুরতানন্দঃ সংশ্রমঃ কফবারণঃ।
কটুক্ষারাম্লকাঃ সেব্যাঃ শোধনং কফসম্ভবে ॥
ব্যায়ামশ্রমসংরোধখিন্নো বিশ্রান্তমানসঃ।
এবং ক্রিয়াসমাপন্নো নরঃ শীঘ্রং সুখী ভবেৎ ॥" (হারিতসং ১ স্থান ৪ অঃ)

* "শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নাটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ ॥
দেশী দেবগিরী চৈব বৈরাটী তোড়িকা তথা।
ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাঙ্গনাঃ ॥"
(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১০-১৫)

আন্দোলিতা চ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মন্দারী চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ ॥" (সঙ্গীতদামো০)
এই বসন্ত রাগের ধ্যান যথা,—
"শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধচূড়ঃ পুষ্ণন্ পিকং চূতলতাঙ্কুরেণ।
ভ্রমন্ মুদা বামমনোজ্ঞমূর্ত্তির্ম্মতঙ্গমত্তঃ স বসন্তরাগঃ ॥"
বসন্ত রাগের সুরক্রম যথা—
"সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স"।

এই রাগের গানের সময়সম্বন্ধে সঙ্গীতদামোদরে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া হরির শয়ন পর্য্যন্ত যতকাল, উক্ত কালের মধ্যেই সঙ্গীততত্ত্ববিদেরা বসন্তরাগ গান করিবার সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"শ্রীপঞ্চম্যাঃ সমারভ্য যাবৎ স্যাচ্ছয়নং হরেঃ।
তাবদ্বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ ॥" (সঙ্গীতদামো০)

সঙ্গীতদর্পণের মতে বসন্তানুগামিনী রাগিণীর সহিত বসন্তরাগ বসন্ত ঋতুতেই গেয়।

"বসন্তঃ সসহায়স্ত বসন্তর্ত্তৌ প্রগীয়তে।"
(সঙ্গীতদর্পণ রাগধ্যায়, ২৭)

দিবারাত্র মধ্যে বসন্তরাগে গান ধরিবার সময় প্রভাত হইতেই আরম্ভ।*

বসন্তরাগের আকার, তাল, লয়, সুর-ক্রম ও সময়াদি সম্বন্ধে বাঙ্গালী-সঙ্গীতকবি রাধামোহন সেন দাস তৎকৃত সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে সংক্ষেপে যে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"নবদূর্ব্বাদল জিনি বর্ণঘটা।
বালা পূর্ণভাবে-মুখচন্দ্র ছটা ॥
শিখিপুচ্ছ শিরস্ত্রাণ সুপ্রকাশে।
শরীরের শোভা করে রক্তবাসে ॥
নানা পুষ্পময় কৃতমাল্য-গলে।
উন্মত্ততা—যৌবন মত্ত-বলে ॥
কর দক্ষিণে আম্রের মঞ্জুল রে।
পূগ-কর্পূর-তাম্বুল সব্যকরে ॥
তাল-বাদ্য- সমন্বিত নৃত্য গান।
এ বসন্ত রাগিণীর বিদ্যমান ॥
সখী সঙ্গে বরাঙ্গনা রঙ্গ সাজে।
দৃমিদং দৃমিদং সুমৃদঙ্গ বাজে ॥
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিক্কট ধেই।
থা থা থুং থুকুথুং থুকুথুং থুকুথেই।
মধু-মন্দিরা ঠিঠিনি ঠিন্নি গাজে।
ঝননং ঝননং জগঝম্প ঝাঁজে ॥
তাধিয়া তাধিয়া পদ নৃত্য করে।
মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশীস্বরে ॥
রণ রক্ষণ রক্ষণ মঞ্জু পদে।
বীণা নিকাণ নিকাণ আস্ত নাদে ॥
জাতি সম্পুরণ রীতি মধ্যে গণি।
সুরসুশ্রেণী সা-রি-গম-পধ-নি ॥
খরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে।
শুনি-উক্ত গান দিবাদ্বিপ্রহরে ॥
শিশিরান্তে ঋতু মতে ধার্য্য পাবে।
সুবসন্তে ঋতু সদা নৃত্য গাবে ॥ (সঙ্গীত তরঙ্গ)

* "মধুমাধবী চ দেশাখ্যা ভূপালী ভৈরবী তথা।
বেলাবলী চ মল্লারী বল্লারী সোমগুর্জ্জরী।
ধনাশ্রীর্মালবশ্রীশ্চ মেঘরাগশ্চ পঞ্চমঃ।
দেশকারী ভৈরবশ্চ ললিতা চ বসন্তকঃ।
এতে রাগাঃ প্রগীয়ন্তে প্রাতরারভ্য নিত্যশঃ ॥"
(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ২০,২১)

বসন্ত (পুং) তালবিশেষ।
"জয়মঙ্গলগন্ধর্ব্বমকরন্দাত্রিভঙ্গমাঃ।
রতিতালো বসন্তশ্চ জগঝম্পোঽথ গারুণি।" ইত্যাদি
"বসন্ততালে কর্ত্তব্যো নগণো মগণস্তথা।
জগঝম্পে গুরুশ্চৈকো বিরামান্তঞ্চ খদ্বয়ম্" (সঙ্গীতদামোদর)

বসন্ত (পুং) ১ পুরাণ ও নাটকোক্ত প্রসিদ্ধ ঋতুপতি দেবতা-ভেদ। ইনি কামদেব ও মদনের চির সহচর। বসন্তদেবের আগমনে ধরা বাসন্তিক মাধুরীমালায় পরিপ্লাবিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকে। নবীন শ্যামল শস্যক্ষেত্রনিচয় চূতমুকুলকলিকাকীর্ণ নব কিশলয়গুলি কোমল পত্রবল্লীর মধ্যে নবীনরাগে রঞ্জিত হইয়া যেন তাঁহারই কৃপায় অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। সেই বসন্তের প্রেরণায় ধরাবাসী বসন্তকালের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া থাকে।

২ রোগভেদ (Small pox)। [মসূরিকা দেখ।]

বসন্তক (পুং) বসন্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পৃথু-শিম্ব, শ্যোনাক-বিশেষ। (রাজনি০) ২ কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত রুমণ্বানের নর্ম্মসুহৃদের পুত্র।
"সুপ্রতীকস্য পুত্রশ্চ রুমণ্বানিত্যজায়ত।
যোঽস্য নর্ম্মসুহৃৎ তস্য পুত্রোঽজনি বসন্তকঃ ॥"
(কথাসরিৎসা০ ৯।৪৪)

বসন্তকরল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

বসন্তকাল (পুং) বসন্তঃ কালঃ কর্ম্মধা। বসন্ত ঋতু, বসন্তসময়। "বসন্তকালে কিল বৌ-কথাক"। (উদ্ভট)

বসন্তকুসুম (পুং) বসন্তে কুসুমং যস্য। বৃক্ষবিশেষ।
"বসন্তকুসুমঃ সেলুঃ শায়িতো দ্বিজকুৎসিতঃ।" (শব্দমা০)

নবদ্বীপের ভয়স্বরূপ জগাই মাধাই, এই বিপরীত ভাবাপন্ন সর্ব্বশ্রেণীর লোক সকল যুগপৎ শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে আকৃষ্ট হইলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরলবুদ্ধি বিষ্ণুভক্ত শ্রীবাস, রাজনীতির কুটিল পণ্ডিত শ্রীপাদসনাতন, আবার সংসারজ্ঞানলেশাভাসপরিশূন্য গোপালভট্ট এবং রঘুনাথ ভট্ট মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মহাপ্রভুর শরণগ্রহণ করিলেন, বিপুল জমিদারীর অধীশ্বর যুবক রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ, গৌড়বাদশাহ হোসেন শাহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীসনাতন ও রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণনখপ্রভা দর্শনমাত্রই আকুল হইয়া উঠিলেন, বিষয়সুখ ঘৃণাস্বরূপ ও বন্ধনস্বরূপ মনে করিয়া সহসা সংসার ত্যাগ করিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অলোকিক আকর্ষণ—তাঁহাতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণই এই বিশাল ব্যাপারের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গশশীর উদয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই এদেশে এইরূপে অভিনব ধর্ম্মের বিশাল বিপুল সমুদ্রতরঙ্গ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, তাঁহার অলোকসামান্য পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ, তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যালাপ প্রভৃতি গুণ চিত্তাকর্ষক ছিল। এরূপ গুণের স্ফূর্ত্তি কচিৎ কুত্রচিৎ পরিলক্ষিত হইতেও পারে, কিন্তু কেবল এই সকল গুণই এমন বিশাল পরিবর্ত্তনস্রোতঃ প্রতিকূলঅবস্থাসম্পন্ন সমাজে আনয়ন করিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিলেই ভক্তগণের মনে একটী প্রবলতর ভক্তিভাব অনুভূত হইত। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য। উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ, তাঁহাকে ভগবদবতারের ন্যায় মান্য করেন, তিনি মহাপ্রভুর দর্শনপ্রাপ্তিমাত্রই বলিলেন—

"তোমারে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি ইথে নহে আন॥
কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নহে আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা, শাস্ত্রের প্রমাণে॥"

(অন্ত্যলীলা—৭ম পরিচ্ছেদ)

আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে তৎকালের অপর সম্প্রদায়ীরা একজন মহানুভাব মহাভাগবতের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্মপ্রচারের আদ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইলাম। মহাপ্রভুকে দেখিলেই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইত। তিনি তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও এই শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভুবনপাবন ভক্তগণও এই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্তির শক্তিও ব্যাপকতাবিষয়ে তাড়িতশক্তির ন্যায়। ভক্তিময় শ্রীগৌরভক্তগণ সমগ্রদেশে সহসা এই নবধর্ম্মভাব প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসারাশ্রমে অবস্থানের সময়েই এই কার্য্য সাধনের জন্য একটী অভিনব উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। এই উপায়টী—নামসঙ্কীর্ত্তন। আমরা এখন যে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে খোলকরতাল সহ নামসঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করি, ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্ভাবিত এবং তাঁহাকর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে জনককরভাজনসংবাদে কলিকালের উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইয়াছে—

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।

(একাদশ ৫।২৯)

অর্থাৎ কলিতে ইনি স্বকীয় পরমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাস বশতঃ স্বীয় পার্ষদাদির সহ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন অথবা ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কলিতে পীতবর্ণ এবং সুবুদ্ধিজনগণ সঙ্কীর্ত্তনরূপে যজ্ঞে ইহার যজন করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের আবির্ভাবেই শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী সার্থক হইয়াছে। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দের বন্দনায় লিখিয়াছেন—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥"

এস্থলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দকেই সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র পিতৃস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আদ্যলীলালেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত কর্ত্তৃক তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের এক আখ্যান লিখিত আছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ —গয়া হইতে আগমনের পর মহাপ্রভু প্রায়শঃই দিনযামিনী কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল থাকেন, এই সময়ে তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের আরম্ভ করেন, যথা—

"ননর্ত্ত স জগৌ কৃষ্ণগীতং হরিপরায়ণৈঃ।
রাত্রৌ রাত্রৌ দিবা প্রেম্না পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ॥"

মহাপ্রভু এইরূপে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে লাগি-

লেন, এক দিবস তিনি নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় কর্ত্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন, এবং তখনই হঠাৎ একটা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—

অবতীর্ণোঽসি ভগবান্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে।
খেদং মা কুরু যজ্ঞোঽয়ং কীর্ত্তনাখ্যঃ ক্ষিতৌ কলৌ।
তৎপ্রসাদাৎ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
এবং শ্রুত্বা গিরৌ দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ॥

(২য় অধ্যায় ২য়সর্গঃ)

অতঃপর তিনি ভক্তগণকে উপদেশ দান করেন—

দ্রুতচিত্তো গদ্‌গদ্‌বাক্ রোদিত্যলং হসত্যপি।
নৃত্যত্যলং গায়তি চ মদ্ভক্তো ভুবন ত্রয়ং॥
পুনাতি পাতি সততং সর্ব্বাপদ্‌ভ্যো দিবানিশম্।
ইত্যুক্তা হৃষ্টমনসা ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ।
শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরো দেবো নিজভক্তিপ্রকাশকঃ॥

অর্থাৎ আমার ভক্ত প্রেমদ্রুতচিত্ত, গদ্‌গদ্ ভাষী, তিনি কাঁদেন, কখন হাসেন, কখন কীর্ত্তন করেন, কখন বা নৃত্য করেন, এইরূপে তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন এবং সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, ইহাই শ্রীভগবানের উক্তি সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

মহাপ্রভু এইরূপে কলির ধর্ম্ম ও নামমাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনপ্রচারের উপদেশ এইরূপ—

পড়িলাম্ শুনিলাম্ এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥
শিষ্যগণ বলেন "কেমন সঙ্কীর্ত্তন।"
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতেতালি দিঞা।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈঞা॥
আপনে কীর্ত্তন নাথ করয়ে কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নামরসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে॥
"বোল বোল" বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এই একটী প্রধান বিশিষ্টতা। ভজনগানাদি ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য সম্প্রদায়েও ছিল। কিন্তু এরূপ তরঙ্গতুফানময় সঙ্কীর্ত্তন ইহার পূর্ব্বে আর ছিল না। শিব পঞ্চমুখে গাল বাজাইয়া হরিনাম করিতেন, নারদ তুম্বুরু বাজাইতেন, বীণাস্বরে গান করিতেন, এ সকল কথা পুরাণনিবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁচহাজার দশহাজার লোক একত্র সমবেত ও একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একগানের একতানে প্রেমভক্তির সমুদ্রতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তোলার প্রণালী কেবল শ্রীগৌরাঙ্গেরই প্রবর্ত্তিত। এ তরঙ্গে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই সমভাবে আকৃষ্ট হইতেন, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এই মহাসঙ্কীর্ত্তনে আসিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিতেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁহার উপদেশ এই—

দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাতে তালি দিয়া॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দরাম শ্রীমধুসূদন॥"
কীর্ত্তন কহিল এই তোমাসভাকার।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া সার॥
* * * *
সন্ধ্যা হৈলে আপনে দুয়ারে সর্ব্বে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥
এই মতে নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥

এই সময়েও লোকের ঘরে মৃদঙ্গমন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকিত, লোকে দুর্গোৎসবাদিতে উহা লইয়া আমোদ করিত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে এই বাদ্যযন্ত্রাদি সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস তদীয় গ্রন্থে নামসঙ্কীর্ত্তনের গৌরবপ্রভাব বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সময়ে নবদ্বীপের অনন্তবৈভব সঙ্কীর্ত্তনের মহামহোৎসবে প্রতিফলিত হইত, সমগ্র রাজধানী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে টলমল করিয়া উঠিত, আর লোকের হৃদয়ে হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় কীর্ত্তনজনিত ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইত।

এই সময়ে নাম-প্রচারের জন্য মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও বৃদ্ধ হরিদাসের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণভজ কৃষ্ণবোল কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥

* * * *

আজ্ঞা পাঞা দুইজন বোলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ ভজহে কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হৈয়া একমন॥

নিত্যানন্দ ও হরিদাসের নাম প্রচারে, ঘরে ঘরে নামসঙ্কীর্ত্তন প্রথা প্রচারিত হইল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামকরণ ও নিয়ত কৃষ্ণ প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপ্রদর্শন অতি সত্বরে সমগ্র নদীয়ায় প্রচারিত হইল, জগাইমাধাইএর ন্যায় দুইটী ভয়ঙ্কর দস্যু ভগবদ্ভক্তির সুধাধারায় পরিষিক্ত হইয়া মহাভাগবতভাব প্রাপ্ত হইলেন, এমন কি নামসঙ্কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহে, নদীয়ার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা চাঁদকাজী পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। নামসঙ্কীর্ত্তনেই শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং ইহা হইতেই এই ধর্ম্মের বিস্তৃতি। এখনও বঙ্গ, উৎকল ও বৃন্দাবনাদি স্থানের ঘরে ঘরে এই নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবলরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের সুদূরপ্রান্তে সৌরাষ্ট্রের অরণ্য মধ্যে এবং মণিপুরের পর্ব্বতকন্দরে গৌরনিত্যানন্দের নামকীর্ত্তন সহ মৃদঙ্গ-করতালির ধ্বনিতে কাননের বিহগগণ জাগিয়া উঠে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং পঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে নামসঙ্কীর্ত্তন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি পৃথিবীর অপর খণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্তও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতিও এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রথা এখন সমগ্রজগতে অবলম্বিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এই নামসঙ্কীর্ত্তনের এক অভিনব বিপুল ইতিহাস।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাচারের সাক্ষাৎ সমুজ্জ্বল বিগ্রহ। তাঁহার আদেশে শ্রীপাদ সনাতন হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব সদাচার বিধান করিয়াছেন, উহাতে বাহ্যশুদ্ধি ও আন্তর শুদ্ধির অতি উৎকৃষ্ট বিধান আছে। এরূপ শাস্ত্রসম্মত সদাচার অপর সম্প্রদায়ে অতি বিরল। হরিভক্তি-বিলাসে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল উপায় বিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য দীক্ষা, শৌচ, আচমন, দণ্ডধারণ, স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, গুরু-সেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও চক্রাদি ধারণ, মালাধারণ, তুলসীচয়ন, দেবগৃহ সংস্কার, কৃষ্ণপ্রবোধন, পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে ভগবদর্চ্চন, পঞ্চকাল পূজা, আরতি, কৃষ্ণের ভোজন ও শয়ন, তীর্থ-যাত্রার প্রয়োজন, কৃষ্ণমূর্ত্তিদর্শন, নামমহিমা, নামাপরাধবর্জ্জন, বৈষ্ণবলক্ষণ, জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন, প্রসাদভক্ষণ, অনিবেদিতত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাবর্জ্জন, সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, অসৎসঙ্গত্যাগ, ইন্দ্রিয়দমন, শ্রীভাগবতশ্রবণ এবং একাদশ্যুপবাসাদি ব্রতপালন, অতি বিস্তৃতরূপে এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। শমদম বৈরাগ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মূলোচ্ছেদ করিয়া ভগবল্লাভের নিমিত্ত কি প্রকারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হয় এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যবাক্য, অসৎকর্ম্মত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইলেও বৈষ্ণবধর্ম্মে এই সকল ব্যাপার বহিরঙ্গ। ভগবদুপাসনার নিমিত্ত চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করাই এই সম্প্রদায়ের সার উপদেশ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এ বিষয়ে দার্শনিক প্রণালীতে অতি উচ্চ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও বৈষ্ণবাচারের স্মৃতিগ্রন্থের সহিত অবশ্য পাঠ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সংক্ষেপতঃ এই উভয় গ্রন্থের মর্ম্ম উল্লিখিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সদাচার হিন্দুশাস্ত্রের সারস্বরূপ।

সদাচার

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিতিলকধারণ, কণ্ঠে তুলসীমালাধারণ এবং জপার্থে তুলসীমালার ব্যবহার এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব চিহ্ন। হরিভক্তি-বিলাসের চতুর্থবিলাসে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণের বিধি ও মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে। কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ললাটে, উদরে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠে, উভয় পার্শ্বে, উভয় বাহুতে, উভয় স্কন্ধে, পৃষ্ঠে ও কটিতে দ্বাদশ তিলক বিহিত আছে। স্থানভেদে তিলকাঙ্কনের মন্ত্র-কেশবাদি নাম। যথা—

বৈষ্ণব-চিহ্ন

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥ ইত্যাদি।

এইরূপ ন্যাসের সম্প্রদায়ানুসারে পার্থক্যও দৃষ্ট হয়। তিলক-ধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে। দশাঙ্গুল প্রমাণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করাই উত্তম। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে ছিদ্র রাখা হয়। সম্প্রদায়ানুসারে তিলক করার বিধান আছে, যথা—

"সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচিঃ।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি॥"

এই বচন অনুসারে কপালে বক্ষে বাহুতে ইত্যাদি স্থলে শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন ও শঙ্খচক্রাদি চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রায় তিলক চিহ্ন মুদ্রিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই রামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত অথবা "শ্রীগৌরাঙ্গ" "শ্রীগৌরনিত্যানন্দ" প্রভৃতি নামাঙ্কিত মুদ্রাধারণ করেন। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে—

"মুদ্রাভগবন্নামাঙ্কিতা বাহ্বন্যাদিভিঃ।"

তিলকধারণের নিমিত্ত গোপীচন্দনই প্রশস্ত। ললাটের তিলক-নিয়ম,—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদা।
নাসিকায়াস্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি॥

অর্থাৎ নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তিনভাগপরিমিত স্থান নাসামূল বলিয়া অভিহিত, ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যে ছিদ্র করিবে। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর স্থিতির জন্য মধ্যে হরিমন্দির নির্ম্মাণ করা প্রয়োজনীয়। সম্প্রদায় অনুসারে নাসাগ্রভাগে তিলকরচনায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কেহ হরিচরণাকৃতি, কেহ নূপুরাকৃতি প্রভৃতিবৎ তিলক রচনা করেন। কেহ বা নাসাগ্রভাগে চম্পককলিকাবৎ তিলকাঙ্কন করিয়া থাকেন। এইরূপে নাসাগ্রে তিলকরচনার বহুল বিভিন্নতা আছে। কিন্তু অশ্বত্থপত্র, বেণুপত্র, পদ্মকুট্মলসদৃশ তিলকাঙ্কন বক্ষঃস্থলাদিতে নিষিদ্ধ। যথা—

অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্॥

টীকাতে লিখিত হইয়াছে—

"অশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি।"

অর্থাৎ অশ্বত্থপত্রাদিবৎ তিলকাঙ্কন বক্ষঃস্থলাদিতে বিধেয় নহে।

কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ এই সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ধাত্রীমালাধারণেরও নিয়ম আছে, যথা—

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

গৃহী ও উদাসীন বৈষ্ণবগণ মস্তকে শিখাধারণ করেন। শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রীতি। শাস্ত্র এই যে—

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ। (অঙ্গিরা)

অপিচ—অধৌতং কারুধৌতং বা পরেদ্যু র্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥

সুতরাং কাষায়বস্ত্র পরিধান করা এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ। বস্ত্রাদি সম্বন্ধে আরও বহুল বিধান কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আবিকবস্ত্র (মেষলোমজাত বস্ত্র) সততই শুচি বলিয়া সমাদৃত, যথা—

আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে॥
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতং।
শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি॥

এই নিমিত্ত এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ প্রায়শঃই মেষলোম-নির্ম্মিত বস্ত্র রাখিয়া থাকেন।

উপাস্য দেবতা।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" শ্রীভাগবতপুরাণের এই সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীকৃষ্ণই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এই সম্প্রদায়ের নিকট অভিন্নতত্ত্ব। নিষ্ঠানুসারে কেহ রাধাকৃষ্ণ যুগল কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি প্রায় সকল স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চনা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। পৌরাণিক উপাস্য দেবতার অর্চ্চনাপদ্ধতি যেমন সহজে প্রবর্ত্তিত ও গৃহীত হয়, অভিনবাবির্ভূত শ্রীভগবান্ তত সহজে গৃহীত হন না। কিন্তু তথাপি আমরা এখন অনেক স্থলেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ একই আসনে পূজিত হইতে দেখিতে পাই। শ্রীগৌরাঙ্গ শশী যে দিন নদীয়াতে প্রকাশ পাইলেন, সেই দিন হইতেই শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অপর অপ্রত্যক্ষ দেবতা উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের গৃহেই সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর শ্যামসুন্দরের সমাসন প্রাপ্ত হন, যথা—

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তার দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহপরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তা সভার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনে নাহি জানে দেবী দেবা॥
(শ্রীচরিতামৃত আদি ১০ম)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকেও শ্রীবাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-নিষ্ঠার এইরূপ বহুল প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রকাশের সময়ে শ্রীবাস যে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে—

"তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদক গঙ্গাতীর্থবর॥"

শ্রীবাস এইরূপ বহু স্তুতি করিয়া, অবশেষে বিষ্ণুপূজার ফুল তুলসী শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মেই অর্পণ করিলেন, যথা—

বিষ্ণুপূজা নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপর সহচর বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীমন্মুরারিগুপ্তও শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকেই এক মাত্র সেব্য বলিয়া মনে করি-

তেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রকাশে যে রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বিস্মিত হইয়া বিবিধ পূজোপহারে যাঁহার পূজা করিয়াছিলেন তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরেরই মূর্ত্তি, যথা—

জিনিয়া কন্দর্প কোটি অতীব সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনকসুন্দর কলেবর॥ • •
কি বা নখ কি বা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজয়ে বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে এই বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে, অদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্র মতে পটল দেখিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন এবং তিনি শাস্ত্রানুসারে যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহাও লিখিত আছে। যথা—

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী॥

তিনি গৌর সুন্দরকে স্তুতি করিয়া বলিলেন—

তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ, ইত্যাদি। শ্রীল কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক এই গ্রন্থ অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার মর্ম্ম এইরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমন্নিত্যানন্দকে ষড়্‌ভুজ রূপ দেখাইয়াছিলেন। শ্রীবাস এবং অদ্বৈতেরও সেই রূপটী একবার দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে বা শ্যামসুন্দর রূপ দর্শনাভিলাষের সম্যক্ আগ্রহ প্রকাশ করিলে গৌররূপে নিষ্ঠার হানি হয়, তাই শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য বলিতেছেন,—

'(স্বগতং) কিমত্র ক্রমহে মহেচ্ছং প্রতি যদি তবৈতদেব স্বরূপং তদা দর্শনীয়শ্যামসুন্দরবিগ্রহাভিলাষো বিশ্রান্তঃ। যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে তদাস্মিন্ প্রেমহানিরিতি ক্ষণং পরামৃশতি।'

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,কৃষ্ণ রূপই "স্বরূপ" বলিলে গৌররূপে প্রেমের হানি হয়। সুতরাং শ্যামসুন্দর রূপ দেখিতে প্রার্থনা করিবেন কি না অদ্বৈত এই বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলেন। এই সময়ে শ্রীবাস বলিলেন—

"অস্মাকমিদমেব বপুঃ প্রেমপাত্রং অত্র কঃ সন্দেহঃ।"

অর্থাৎ এই গৌর রূপই আমাদের প্রেমপাত্র ইহাতে সন্দেহ কি।

এই সকল নিদর্শনে সপ্রমাণ হয় যে,অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গ রূপেরই ধ্যান করিতেন, গৌরাঙ্গ রূপই তাঁহাদের প্রিয় ছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিতেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই মোর প্রাণ॥"

জগৎপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আর কথা কি? শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"সার্ব্বভৌম হৈল প্রভুর ভক্ত একতান।
মহাপ্রভু বিনে সেবা নাহি জানে আন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই রূপ এই লয় নাম॥"

মহাভাগবত মহানুভাব হরিদাস নির্ব্বাণের সময়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্দর্শন করিতে করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ হরিদাসের প্রার্থনা এই ছিল—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥
এই মোর ইচ্ছা যদি তোমার কৃপা হয়।
এই নিবেদন মোরে কর দয়াময়॥

অপর একটী মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীগৌরাঙ্গনিষ্ঠ ভক্তের নাম করিতেছি। ইঁহার নাম শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী, ইনি কাশীর মায়াবাদী পণ্ডিতগণের গুরু ছিলেন। ইঁহার তুল্য পণ্ডিত সে সময়ে অতি অল্পই ছিল। ইঁহার প্রণীত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকায় ইঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যথা—

"শ্রীশ্রীপাদপরিব্রাজ-রাজো বেদান্ত-সাংখ্য-পাতঞ্জল-মীমাংসাগমনিগমমহাপুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রালঙ্কার-কাব্যনাটকাদি-রহস্য-সিদ্ধান্তানর্গলবক্তৃত্বোজ্জ্বলীকৃতাসংখ্যকাশীবাস্তব্যেবাসিকজনান্তঃ-করণকঃ ইত্যাদি।"

শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন ইঁহার অন্য উপাস্য ছিল না। ইঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থখানি কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-মহিমায় পরিপূর্ণ। এস্থলে একটীমাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

"শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্যাদিভক্ত্যামুরারে-
র্যদি পরমপুমর্থঃ সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধো
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্তম্॥"

অর্থাৎ "যদি কোন মুরারিভক্ত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ সাধন ভক্তিদ্বারা পরম পুরুষার্থ সাধন করেন, তবে তাহাও মন্দ নহে, যিনি যেরূপ সাধনই করুন, কিন্তু সেই অপার প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গসুন্দরের রস-রহস্যই আমার নমস্য।" ইনিও জগদ্বিখ্যাত সার্ব্বভৌমের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গের একজন ভক্ত ছিলেন। শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি আরও বহুল গৌরভক্তের প্রবলতম নিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সকল গ্রন্থের

প্রমাণে ও ব্যবহারে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব সমাজের প্রবর্ত্তন সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ এবং তদভিন্নতত্ত্ব সপরিকর শ্রীগৌরাঙ্গ, এই বৈষ্ণব-সমাজে উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন।

উপাসনা-প্রণালী

ভগবদর্চ্চনারূপ নিষ্কাম কর্ম্ম বা বিধিসঙ্গত ভক্তিই এই সম্প্রদায়ের উপাসনার আরম্ভ। চিত্ত-শুদ্ধ্যাদির নিমিত্ত বিধানানুযায়িনী ভক্তির অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য। হরিভক্তিবিলাসে ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই বৈধভক্তি-প্রণালী এবং ভক্তিবিভাগ অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রজরসের উপাসনাই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য উপাসনা। ভক্তিই প্রধান সাধন। রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির বিশেষ বিবরণ আছে।

"রসো বৈ সঃ"ই ইহাদের উপাস্য দেবতা। সুতরাং ভাবরসে তাঁহার উপাসনাই উপাসনার চরম সিদ্ধান্ত। ভাবরসের উদাহরণ ব্রজগোপীদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে পরিলক্ষিত হয়। উহাই চরম ভজনের আদর্শস্বরূপ। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে তাঁহাদের ভাবরস দার্শনিক প্রণালীতে বিবৃত হইয়াছে।

রাগানুগা ভক্তিতে ব্রজবাসীদের ভাবের অনুসরণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে গোস্বামিগণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় রামানন্দ রায়-মিলনে এবং শ্রীরূপ সনাতনের শিক্ষায় এই সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত। [সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ উক্ত গ্রন্থাদিতে এবং "সাত্বতধর্ম্ম" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতই এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (ভাগব° ১২।১৩।১৫)

শ্রীজীবগোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় এবং ষট্‌সন্দর্ভে এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে।

বেদান্ততত্ত্ব

ইহারা লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীগোপাল উপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

"কৃষ্ণএব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ।"

অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম দেব, তাঁহার ধ্যান করিবে, তাঁহার নাম জপ করিবে, তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। পরা ভক্তিই সাধনের উপায়।

জীব অণু ও নিত্য কৃষ্ণদাস। ভগবচ্চরণানুরক্তিই জীবের মোক্ষ। ইহারা সারূপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি প্রার্থয়িতব্য বলিয়া মনে করা দূরে থাকুক ঐ সকল বাসনা অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন। শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের রূপ গুণ লীলাদি ইহাদের মতে নিত্য। শ্রীমচ্ছঙ্করের মায়াবাদ ইঁহাদের বিচারে অতি দূষণীয়। জীবগোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভে ও ভাগবতটীকার ক্রম-সন্দর্ভে এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা অবশ্য অভিনব-প্রয়াস নহে। বৈষ্ণব মাত্রেই মায়াবাদবিরোধী। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইঁহাদের অননুমোদিত। ইঁহারা পরিণামবাদের পক্ষপাতী, বিবর্ত্তবাদের বিরোধী, জগৎ নশ্বর হইলেও উহা মিথ্যা বলিয়া ইঁহাদের স্বীকার্য্য নহে। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন এবং দ্বৈতবাদীও নহেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন। ইঁহারা ভেদাভেদবাদী। নিম্বার্ক যেমন স্পষ্টতঃ ভেদাভেদ স্বীকার করেন। ইঁহারা তাদৃক্ সুস্পষ্ট ভেদাভেদবাদের সমর্থক নহেন। ইঁহারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ অচিন্ত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের বেদান্তবাদ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

"রসো বৈ সঃ" 'আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং' এই সকল শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পদার্থ পরমতত্ত্বরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ইহারা জ্ঞান সাধনের উপরেও প্রেমভক্তির দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া প্রেমভক্তিকেই এই লীলারসময় আনন্দমাধুর্য্যময় শ্রীভগবানের উপাসনার চরম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রেমদর্শন (Psychology of Divine Love) নামে অভিহিত হইতে পারে। ["বেদান্ত" শব্দে ও "সাত্বতধর্ম্ম" শব্দে এসম্বন্ধে সবিস্তার দ্রষ্টব্য।] এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির বিবরণ "বৈষ্ণব সাহিত্য" শব্দে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব উপ-সম্প্রদায়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহুল উপসম্প্রদায় আছে, সেই সকল সম্প্রদায়ের সম্যগ্‌রূপে সংখ্যাকরা সহজ ব্যাপার নহে। এস্থলে কতিপয় উপ-সম্প্রদায়ের নাম প্রকাশ করা গেলঃ—

অতিবড়ী—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার ব্যবহার ও উপাসনা হইতে ইহাদের আচার ব্যবহার স্বতন্ত্র। প্রবাদ, জগন্নাথ নামে এক বিরক্ত বৈষ্ণব মহাপ্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শঙ্করের অদ্বৈতমতানুসারিণী বুঝিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলেন, তুমি এই তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব সমাজের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে আসার যোগ্য নহ; তুমি অতিবড়। এই "অতিবড়" কথা হইতেই "অতিবড়ী" উপ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাম্প্রদায়িক মিল নাই। এই শ্রেণীর উৎকলে বাস। পুরীতে ইহাঁদের মঠ আছে। জগন্নাথদাস উৎকলভাষায় ভাগবত অনুবাদ করেন।

অনন্তকুলী—ইহারা উৎকলী গৃহস্থ বৈষ্ণব।

অবধূতী—"অবধূতী" শব্দ দ্রষ্টব্য।

অমংদ পন্থী—এ দেশীয় বাউলদের ন্যায় ইহারা নিরঞ্জন উপাসক বৈষ্ণব। ইহারা প্রতিমা পূজা করে না। কিন্তু গলায় তুলসী মালা আছে। ইহারা মুখে দাড়ী গোঁপ রাখিয়া থাকে। ইহারা রামাতেরই উপ-সম্প্রদায়।

আউল

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়। ["আউল" শব্দ দ্রষ্টব্য।]

আখড়া

আখড়া বৈষ্ণবগণ রামানন্দ সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়। ইহারা প্রচলিত সাত শাখায় বিভক্ত যথা নির্ব্বাণী, খাকী, সন্তোষী, নির্ম্মোধী, বলভদ্রী টাটম্বরী ও দিগম্বরী।

আপাপন্থী

মল্লারপুর জেলার অধিবাসী মুল্লাদাস নামে একটী স্বর্ণকার আপাপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। অযোধ্যা হইতে বহুদূর পশ্চিমে আপড়া নামক স্থানে ইহাদের গদী আছে। হিন্দুস্থানী বৈরাগীরা বলে—"রামানুজকে ফৌজমে বারা গাড়ী পোল। আপাপন্থী মনমুখী ফিরে টোলে টোল॥" অর্থাৎ রামানুজ সৈন্যদলে অনেকগুলি ভগ্ন শকট আছে। মনমুখী আপাপন্থীরা গলিতে গলিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা আপন মনে কার্য্য করে, কাহাকেও গুরু স্বীকার করে না, তাহারা মনমুখী এই পন্থী রামানুজের উপ-সম্প্রদায়।

ওয়েরকারী

বোম্বাই অঞ্চলে ওয়েরকারী নামে একরূপ ভিক্ষুক বৈষ্ণব আছে। ইহারা গলদেশে ও বাহুযুগলে তুলসীর মালা ধারণ করে এবং গৈরিক বস্ত্র ও গৈরিক রঞ্জিত ঝুলি লইয়া বেড়ায়।

কবীরপন্থী—কবীর শব্দে দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তাভজা—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপ-সম্প্রদায়।

[কর্ত্তাভজা শব্দ দেখ।]

কামধেন্নী

রামাৎ নিমাৎ উভয় সম্প্রদায়েই এই উপ-সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ["কামধেন্নী" শব্দ দেখ।]

কালিন্দী

উৎকলের মুচি হাড়ী প্রভৃতি ইতর জাতীয় বৈষ্ণবেরা কালিন্দী বৈষ্ণব নামে অভিহিত। ইহাদের অন্য গুরু নাই। ইহারা শবদাহ করে না।

কিশোরীভজনী

বিক্রমপুরের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার কিশোরীভজন উপ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণলীলানুকরণ দ্বারা মুক্তি লাভ করা এই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়। ইহারা তীর্থ যাত্রা মানে না। এই সম্প্রদায়ের পুরুষ আপনাকে কৃষ্ণ মনে করে এবং স্ত্রী আপনাকে রাধা মনে করে। কিশোরী আদ্যাশক্তি; সুতরাং একজন নারীকে কিশোরী মনে করিয়া ইহারা তাহার পূজা করে। যুগল ভিন্ন ইহারা দীক্ষিত হইতে পারে না। নায়কের একটী নায়িকা থাকা প্রয়োজন। "আমি কৃষ্ণ তুমি রাধা" ইত্যাদি বাক্য দীক্ষার সময়ে প্রয়োজনীয়। এই সম্প্রদায়ের নরনারীগণ অতি সঙ্গোপনে নিশাযোগে সমবেত হয় এবং উক্ত কল্পিত কিশোরীর পূজা করে ও প্রসাদ পায়। ইহাদের জাতিবিচার নাই। সকলেই সকলের মুখোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, কিন্তু মৎস্যাদি আহার করে না। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়া গানাদি করে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এই উপ-সম্প্রদায়ের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প। [সহজিয়া শব্দ দেখ।]

কূড়াপন্থী

প্রায় ৫০ বৎসর হইল আগরা জেলার অধীন হাতরাণ নামক নগরে তুলসী দাস নামক একজন অন্ধ বণিক্ কূড়াপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। সকলে একত্র হইয়া এক কুণ্ড বা কুঁড়েতে ভোজন করে, এইজন্য ইহারা কুড়াপন্থী নামে অভিহিত। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার বা কোন মূর্ত্তির উপাসনা করে না। রাত্রিকালে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ভজন করে। ইহারাও কর্ত্তাভজাদের ন্যায় গুরুর প্রতি অচলভক্তি প্রদর্শন করে। নিরাকার নিরঞ্জনের ধ্যানই ইহাদের উপাসনা। ইহাদের কার্য্যাদি কিশোরী-ভজনীদের ন্যায়।

খাকী—রামাৎ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। [খাকী শব্দ দেখ।]

খুশি বিশ্বাসী

কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দেব গ্রামের নিকট ভাঙ্গাগ্রামে খুশি বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাদের মধ্যে কতকটা সহজিয়া ভাব আছে। ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করে; কিন্তু সাকার ঈশ্বর স্বীকার করে না।

গিরি—গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসী।

গুরুদাসী—ইহারা উৎকলবাসী একশ্রেণীর গৃহস্থ বৈষ্ণব।

গোবরাই

গোবরাই—একজন মুসলমান। এই ব্যক্তি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, তাহারই নাম গোবরাই।

চতুর্ভুজী

চতুর্ভুজী—রামাৎসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের তিলক রামানন্দীদিগের ন্যায় কিন্তু মধ্যে শ্রীরেখা নাই। [চতুর্ভুজী শব্দ দেখ।]

চরণদাসী

চরণদাস নামক দিল্লীর একজন ধূসর জাতীয় বণিক্ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। দ্বিতীয় আলমগিরের সময়ে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা রাধা-কৃষ্ণোপাসক। বৈষ্ণবীয় তিলকমালাদি যথারীতি ধারণ করেন। দিল্লীতেই এই সম্প্রদায়ের প্রধান গদী।

[চরণদাসী শব্দ দেখ।]

চামর বৈষ্ণব—"চামর বৈষ্ণব" শব্দ দ্রষ্টব্য।

চুহর পন্থী—এই সম্প্রদায় অতি আধুনিক। ইহারা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়েরই উপ-সম্প্রদায়। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর হইল, আগরার এক বণিক্ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটের "নাথজী" ইহাদের উপাস্য। ইহারা সতত কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করে। নাম ভজনই ইহাদের ধর্ম্ম। স্ত্রীপুরুষগণ একত্র হইয়া নৃত্য করে। ইহারা সকল জাতির অন্নই খায়। ইহারা কীর্ত্তন প্রথাটী মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

চূড়াধারী—ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। ইহারা গোপালবেশে চূড়াদি ধারণ করে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত ইহাদের মতসামঞ্জস্য নাই।

জগন্মোহনী—জগন্মোহন গোঁসাই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি উৎকলের জনৈক রামানন্দী বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ, তৎশিষ্য শান্ত গোঁসাই, শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোঁসাই। এই রামকৃষ্ণের সময়ে এই ধর্ম্মমত অধিক প্রচলিত হয়। ইহাঁরাই "গুরু সত্য" সম্প্রদায় বলিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে বিখ্যাত। ইহাঁদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন দুই শ্রেণীর লোকই আছে।

তিঙ্গল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। ইহারা শাস্ত্রের যুক্তিপ্রমাণ মানিয়া চলে। কাঞ্চিপুরনিবাসী বেদান্ত তেসিকার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রামানুজী সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে পরে বড়গল ও তিঙ্গল, দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। বেদান্ত তেসিকার প্রচার করেন যে, আচার ও ধর্ম্মসংস্কারের জন্য তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন; ধর্ম্মমত ও তিলকসেবা লইয়া এই দুই দলের বহু বিরোধ আছে। [তেঙ্গল শব্দ দেখ।]

তিলকদাসী—একজন সদ্গোপ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ত্তাভজা ছিল। পরে স্বসম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া নিজ নামে মুরাদপুরে একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে। এই ব্যক্তি আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিত। এই সম্প্রদায় এখন বিলুপ্তপ্রায়।

দরবেশ—অজ্ঞ লোকেরা বলে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই দলের প্রবর্ত্তক। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই সম্প্রদায় বাউল ও ন্যাড়াদের একটী শাখাবিশেষ ও সর্ব্বদা "দীন দরদী" নাম উচ্চারণ করে। মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের সংস্রবে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। ইহারা হরি ও গৌর নিতাই নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায় বটে, কিন্তু খোদা আল্লা শব্দও ইহাদের গানে আছে।

দাদুপন্থী—রামাৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। [দাদুপন্থী দেখ]

দুয়ারা—রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবদের ৫২টী দুয়ারা আছে। পৃথক্ সময়ে প্রাদুর্ভূত তেজিয়ান্ ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রভাবে যে দল গঠিত করেন, তাহারই নাম দুয়ারা। যেমন, বামন দুয়ারা, অগ্রদাস দুয়ারা, ভ্রমণজী দুয়ারা, কুবাজী দুয়ারা, চিনাজী দুয়ারা ইত্যাদি।

নাগা—ইহারা শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে দ্বিবিধ। বৈষ্ণব নাগাগণ রামাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। [নাগা শব্দ দেখ]

নিরঞ্জনী সাধু—নিরঞ্জন স্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা রামাৎদের ন্যায় সাকার উপাসক উদাসীন বৈষ্ণব; এবং কৌপীন, কণ্ঠী ও রক্তবর্ণ শ্রীযুক্ত তিলক ধারণ ও রাম, সীতা, শালগ্রাম প্রভৃতি বিগ্রহের পূজাদিও করে। [নিরঞ্জনী দেখ।]

নিহঙ্গ বৈষ্ণব—উৎকল প্রদেশের নিঃসঙ্গ বৈষ্ণবগণ এই নামে অভিহিত হন। ইহাঁরা মঠধারী ও সন্ন্যাসী।

ন্যাড়া—অনভিজ্ঞ নিরক্ষর লোকদের ধারণা যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ঢাকাপ্রদেশে গিয়া এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ইহা নিতান্তই ভ্রম। ন্যাড়া, বাউলসম্প্রদায়েরই শাখাবিশেষ। প্রকৃতিসাধনই ইহাদের ভজন। ইহাদের মত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানব-দেহেই বিরাজিত, উপবাসাদি আত্মার ক্লেশজনক মাত্র। ইহারা বাহুতে লৌহ বা তাম্রের একটা কড়া ধারণ করে, বৈষ্ণবদের ন্যায় ডোর কৌপীন, তিলক, স্ফটিকমালা, পলা, শঙ্খাদির গলা ব্যবহার করে। ইহারা গোঁফ ও দাড়ী রাখে। শরীরে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন, আলখেল্লা পরিধান, ঝুলি লাঠি ও কিস্তী (নৌকাবৎ নারিকেলের খোল) লইয়া ভ্রমণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করে। ইহাদের আলখেল্লার নাম চিন্তাকন্থা। মুখে "হরিবোল" বা "বীর অবধূত" ধ্বনি উচ্চারণ করে।

পঙ্কধুনী—যে সকল রামাৎ ও নিমাৎ পঙ্কধুনা করিয়া তপস্যা করে, তাহারা পঙ্কধুনী নামে অভিহিত।

পল্টুদাসী—পল্টুদাস এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা তুলসীর মালা ও তিলক ধারণ, রামকৃষ্ণাদির অবতার স্বীকার ও রামমন্ত্র গ্রহণ করে। ইহারা একরকম আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন রামাৎ। [পল্টুদাসী শব্দ দেখ।]

ফকিরদাসী—ছদ্মবেশী কর্ত্তাভজা। [ফকিরী শব্দ দেখ।]

ফারাচী—রামাৎ-নিমাৎ দলের কঠোরতাবলম্বী বৈষ্ণব তপস্বী।

মটুকধারী—যাহারা মটুকা স্কন্ধে করিয়া অথবা রাম কিম্বা কৃষ্ণের নাম করিয়া ভিক্ষা করে, হিন্দুস্থানে তাহারা মটুকধারী বৈষ্ণব নামে খ্যাত। [মটুকধারী শব্দ দ্রষ্টব্য।]

মহাপুরুষী—ইহা শঙ্করদেব নামক একজন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। শিখেরা যেমন গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন, ইহারাও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পূজা করে। রাম, কৃষ্ণ ও হরিনাম কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। আসাম কোচবিহার অঞ্চলে এই সম্প্র-

দায়ের অনেক লোক আছে। [মহাপুরুষীর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী শব্দে সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মাধবী—মাধো নামে এক উদাসী এই সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন। কান্যকুব্জবাসী মাধোদাস এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন, ইহাও প্রবাদে জানা যায়। ইহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

মানভবী—ইহারা কৃষ্ণোপাসক। কৃষ্ণান্তটযোগী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহঁাদের মতে কৃষ্ণই পরম দেবতা এবং জীব হিংসা মহাপাপ। কৃষ্ণের প্রসাদান্ন সকলে একত্র ভোজন করে। [মানভবী শব্দ দেখ]

মার্গী—দ্বারকা অঞ্চলে মার্গী সাধু নামে এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। ইহারা গৃহী ও রামানন্দী সম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়ভেদ। একজন বৈষ্ণব তীর্থযাত্রা করেন, পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সহিত কোন কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ ছিল। কতকগুলি লোকে সেই ধর্ম্মগ্রন্থ পাইয়া তদনুষ্ঠান করে। মার্গে অর্থাৎ পথিমধ্যে প্রাপ্তগ্রন্থানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করায় ইহারা মার্গী বলিয়া অভিহিত।

মীরাবাই—এই সম্প্রদায় বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ। [মীরাবাই শব্দ দেখ।]

মুলুকদাসী—রামাৎ সম্প্রদায়ের শাখা। [মুলুকদাসী শব্দ দেখ]

যোগী—গৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যশোরে ও উৎকলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। [যোগী বৈষ্ণব শব্দ দেখ।]

রাতিভিখারী—এ দেশে এক শ্রেণীর ভিখারী বৈষ্ণব শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা অবধি সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত ভিক্ষা করে, কিন্তু কাহারও দ্বারস্থ হয় না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটী অঞ্চলে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব আছে। [রাতিভিখারী শব্দ দেখ।]

রয়দাসী—রামাৎসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। [রুইদাস দেখ।]

রাধাবল্লভী—হরিবংশ গোস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইনি বৃন্দাবনে ১৬৪১ সম্বতে রাধাবল্লভজীর মঠ স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়িগণের শ্রীমতী রাধিকাই প্রধান উপাস্যা। শ্রীবৃন্দাবনে এই সম্প্রদায়ের মঠ আছে। ইহাদের আচরণ ও বৈষ্ণব চিহ্নাদিও বৈষ্ণবোচিত। সেবাসখীবাণী নামক একখানি গ্রন্থে ইহাদের উপাসনা ও ক্রিয়া-কলাপাদির বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক শাখা আছে। ব্রজভাষায় লিখা ইহাদের অনেক গ্রন্থ আছে।

রামবল্লভী—[রামবল্লভী শব্দ দেখ।]

রামসনেহী—রামাৎসম্প্রদায় বিশেষ। [রামসনেহী দেখ।]

রামসাধনীয়—রামানন্দসম্প্রদায়ের উপসম্প্রদায়।

রূপ-কবিরাজী—গৌড়ীয় সম্প্রদায়চ্যুত এককণ্ঠী বৈষ্ণব। [স্পষ্টদায়ক শব্দ দেখ।]

লস্করী—রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। রামানন্দী তিলক করে, কিন্তু রক্তবর্ণ শ্রীরেখা দেয় না। অযোধ্যায় মঠ আছে।

বড়গল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলের একশ্রেণীর শাস্ত্রাচার পালক বৈষ্ণব। [বড়গল শব্দ দেখ।]

বলরামী—বলরামহাড়ী নামক একজন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ক্ষুদ্রধর্ম্মসম্প্রদায়। [বলরামী শব্দ দেখ।]

বাউল—বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাচারবিবর্জ্জিত এক শাখা। রাধাকৃষ্ণ ইহাদের উপাস্য; কিন্তু উপাসনাপ্রণালী অতিগুহ্য। গৌরনিত্যানন্দ নামও কীর্ত্তন করে। [বাউলশব্দ দেখ।]

বাণশায়ী—রামাৎ নিমাৎসম্প্রদায়ের কঠোরব্রতাচারী সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা বাণে শয়ন করে।

বৈষ্ণবভাঁট—ইহারা রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের গুরুপ্রণালী লিখিয়া রাখে এবং যশোগীতি কীর্ত্তন করে।

বিন্দুধারী—উৎকলীয় বৈষ্ণবভেদ। [বিন্দুধারী দেখ।]

বিট্‌ঠলভক্ত—মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিট্‌ঠল ভক্ত নামে এক সম্প্রদায় আছে। উহারা গুজরাট, কর্ণাট ও ভারতবর্ষের মধ্যখণ্ডেও অবস্থিত। বিঠোবা নামক বিষ্ণুই ইহাদের উপাস্য। ইহার অপর নাম পাণ্ডুরঙ্গ। ইহারা উঁহাকে বিষ্ণুর সম অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। পণ্ঢরপুরে ইহাদের গদী এবং "হরিবিজয়" প্রভৃতি নামে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ আছে।

বীজমার্গী—[বীজমার্গী শব্দ দেখ।]

বৈরাগী—[বৈরাগী শব্দ দেখ।]

বৈষ্ণবতপস্বী—কেহ কাষ্ঠের কৌপীন ধারণ করে, কোমরকাঠ বান্ধে, ইহাদিগকে কাঠিয়া বলা হয়, কেহ পিঞ্জির ব্যবহার করে, উহারা লোহিয়া নামে অভিহিত হয় ইত্যাদি।

বৈষ্ণবদণ্ডী—ইহারা রামানুজ সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব দণ্ডীসম্প্রদায়। ইহঁারা ত্রিদণ্ডী এবং গেরুয়া বস্ত্র-পরিধায়ী; মস্তক মুণ্ডন এবং যজ্ঞোপবীত ও কমলবীজ বা তুলসীর মালা ধারণ করেন। চতুর্ভুজ বিষ্ণুই উপাস্য। ইহঁারা শুদ্ধাচারী এবং অহরহ বেদাধ্যয়ন ও নিত্যক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন।

বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী—এই শ্রেণী রামানুজাদিসম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবপরমহংস—রামানুজাদি সম্প্রদায়সম্মত দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পরমহংসবৃত্তি অবলম্বন করিলে লোক বৈষ্ণবপরমহংস নামে খ্যাত হয়। যোগ সাধনদ্বারা সাজুয্য মুক্তিলাভ ইহাদের পরমপুরুষার্থ। ইহারা আপন হস্তে অন্ন পাক করে না।

এতদ্ব্যতীত সংযোগী, সখিভাবুকী, সৎকুলী, সৎনামী, সয়পন্থী, সহজিয়া, সাঞ্চি, সাধ্বিনীপন্থী, সাহেবধনী, সেনপন্থী, হজরতী, হরিবোলা, হরিব্যাসী, হরিশ্চন্দ্র ইত্যাদি উপসম্প্রদায় সম্বন্ধে তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব (ক্লী) বিষ্ণোরিদং বিষ্ণু-অণ্। ১ হোমভস্ম। (শব্দরত্না°) ২ মহাপুরাণবিশেষ, বিষ্ণুপুরাণ।

"ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্।"

(দেবীভাগবত ৩।১।১৮)

৩ বিষ্ণুসম্বন্ধী।

"গাং গতস্য তব ধাম বৈষ্ণবং কোপিতো হ্যসি ময়া দিদৃক্ষুণা।"

(রঘু ১১।৮৫)

(পুং) বিষ্ণুর্দেবতাহস্য অণ্। ৪ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, বিষ্ণুভক্ত, পর্য্যায় কার্ষ্ণ, হার। [পূর্ব্বে বৈষ্ণব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুসেবাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবশ্চাত্র সংগ্রাহ্যঃ স্কান্দাদ্যুক্তানুসারতঃ॥"

(হরিভক্তিবি° ১২ বি°)

যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব কহে।

বৈষ্ণবতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, বিষ্ণু সম্বন্ধীয় তীর্থ।

বৈষ্ণবদাস, অষ্টশ্লোকীবিবরণ প্রণেতা।

বৈষ্ণবদাস[কর্ণাটিক], কর্ণাটদেশবাসী একজন কবি

বৈষ্ণবত্ব (ক্লী) বৈষ্ণবের ভাব। (বাজত° ৪।১২৪)।

বৈষ্ণববারুণ (ত্রি) বিষ্ণু ও বরুণ সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(শতপথব্রা° ৪।২।৭।৭)

বৈষ্ণবায়ন (পুং) বৈষ্ণবস্য গোত্রাপত্যং বৈষ্ণব (হরিতাদিভ্যোঽঞ। পা ৪।১।১০০) ইতি ফক্। বৈষ্ণবের গোত্রাপত্য।

বৈষ্ণবী (স্ত্রী) বিষ্ণোরিয়ং বিষ্ণু-অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ বিষ্ণুশক্তি। ২ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ৩ গঙ্গা। গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্না হন, এই জন্য তাঁহাকে বৈষ্ণবী কহে।

"বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

৪ অপরাজিতা। (শব্দচ°) ৫ শতাবরী। (রাজনি°) ৬ তুলসী। (শব্দসা°) ৭ মনসা। ৮ পৃথিবী। ৯ শ্রবণা-নক্ষত্র। ১০ সামভেদ।

বৈষ্ণবীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

বৈষ্ণব্য (ত্রি) যজ্ঞ সম্বন্ধীয়। পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ (শুক্লযজু° ১।১২) 'বৈষ্ণব্যৌঃ যজ্ঞসম্বন্ধিনী' 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' (মহীধর) ২ বিষ্ণুসম্বন্ধীয়।

বৈষ্ণাবরুণ (ত্রি) বৈষ্ণববারুণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(তৈত্তিরীয় সং ২।১।৫।৪)

বৈষ্ণুবারুণ (ত্রি) বৈষ্ণববারুণ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ (ঐতরেয়ব্রা° ৩।৩৮)

বৈষ্ণুবৃদ্ধি (পুং) বিষ্ণু বৃদ্ধের গোত্রাপত্য। (প্রবরাধ্যায়) বৈটুবৃমি পাঠান্তর।

বৈষ্বক্সৈন্য (পুং) বিষ্বক্সেনের অপত্যাদি।

বৈস, বৈশ। বৈশ্য শব্দের অপভ্রংশ। উত্তরভারতের বণিক, মহাজন, দোকানদার প্রভৃতি মারবাড়ীরা আপনাদিগকে বৈস্ নামে পরিচিত করে। [বৈশ্য দেখ।]

বৈস, অযোধ্যাপ্রদেশবাসী রাজপুতজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা। বৈশ্যবর্ণ হইতে যে সকল রাজপুত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই প্রধানতঃ বৈস্রাজপুত। ইহাদের বাসভূমি বলিয়াই যুক্তপ্রদেশের বৈসবাড়া জেলার নামকরণ হইয়াছে। এই জাতি একসময়ে রাজপুতজাতির ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বাঈ বা বাইস শব্দে এই বৈসগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, দক্ষিণ-ভারতের মঞ্জী-পৈঠান নামক স্থান হইতে আসিয়া ইহারা উত্তর ভারতের নানা স্থানে বসবাস করিয়াছে। ইহারা বলে যে, শালিবাহন রাজার ৩৬০ মহিষীর সন্তানসন্ততি হইতে ৩৬০ ঘর বৈসজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ৩৬ রাজপুতকুলের অন্তর্ভুক্ত এবং চৌহান ও কচ্ছবাহজাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ।

বৈশ রাজপুতগণের বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী শুনা যায়। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে অর্গলরাজ গৌতম দিল্লীর লোদী সম্রাট্‌গণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। তিনি দিল্লীশ্বরকে রাজকর দানে অস্বীকৃত হইলে সম্রাটের আদেশে অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে মুসলমান সেনা পরাজিত হয়। ইহারই কিছুকাল পরে গৌতমরাজ-মহিষী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ডুণ্ডিয়া খেরার নিকটবর্ত্তী বগসর নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। অনেকে বলেন, রাণী প্রয়াগতীর্থ ত্রিবেণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। মুসলমানেরা তাহার সন্ধান পাইয়া দলবল সহ রাণীকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিবার চেষ্টা পায়। এই সময়ে রাণী তঞ্জাম হইতে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, এখানে কি একজন ছত্রি নাই যে, রাজকুলললনার মান রক্ষণে সমর্থ হয়। তখন অভয়চাঁদ ও নির্ভয়চাঁদ নামে দুইজন বৈস-রাজপুত ভ্রাতা এই সংবাদ পাইয়া সদলে আসিয়া মুসলমান সেনাদলকে নিহত করিয়া রাণীকে উদ্ধারপূর্ব্বক ফতেপুর জেলার অন্তর্গত অর্গল নগরে লইয়া যান।

মুসলমানের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া নির্ভয়চাঁদ পরলোক গমন করেন। অভয়চাঁদ রাণীকে লইয়া রাজা সমীপে উপনীত হইলে রাজা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্বীয় কন্যার সহিত অভয়চাঁদের বিবাহ দেন এবং যৌতুক স্বরূপ গঙ্গার উত্তর ভাগস্থ স্বীয় রাজ্যাংশ ও রাও উপাধি দান করেন।

অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই বংশে রাও তিলকচাঁদ জন্ম গ্রহণ

করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুস্থান জয় করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। প্রবাদ, তিনি ২২ পরগণার অধিকারী হইয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই অধিকারে প্রকৃত পক্ষে বৈসবাড়া বিভাগে বৈস জাতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তিলকচাঁদ যে স্বীয় ভুজবলে এক সময়ে অযোধ্যা-বিভাগের রাজগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার পাল্কীবাহক কাহার-দিগকে রাজপুত করিয়া যান এবং ফৈজাবাদের বারিজাতি তাঁহারই অনুগ্রহে 'ভালে সুলতান' নামে আখ্যাত হয়।

মৈনপুরী জেলার বৈসগণ বলেন যে, তাঁহারা ১৩৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে রাঠোর রাজপুতগণের সহিত ডুণ্ডিয়া-খেরা হইতে এদেশে আসিয়া বাস করে। তারিখ-ই-মবারক্-শাহী পাঠে জানা যায় যে, এখানকার বৈসগণ ১৪২০ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক অত্যাচারী হইয়া উঠে। দিল্লীশ্বর তাঁহাদের উপদ্রব নিবারণার্থ সুলতান খিজির খাঁকে পাঠাইয়া দেন। খিজির খাঁ বৈস-শক্তি সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ফৈজাবাদ ও ফরুখাবাদেও বৈসগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ফরুখাবাদে আগমন সম্বন্ধে তথাকার বৈসগণ বলেন যে, হংসরাজ ও বৎসরাজ নামে দুই বৈস ভ্রাতা ডুণ্ডিয়া-খেরা হইয়া এই প্রদেশে আইসেন। প্রথমে তাঁহারা ভর নামক তথাকার আদিম অধিবাসিগণের অধীন ছিলেন, পরে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করিয়া শকৎপুর ও সৌরিখ নামক স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করেন, ক্রমে তাঁহারা ঈশান নদীতীরস্থ কএকখানি গ্রাম দখল করিয়া সেই সেই স্থানে আপনাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।

বুদাউন জেলার বৈসদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, বৈশ-বাড়া হইতে দলিপসিংহ নামে এক জন বৈস-সর্দ্দার এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারই দুই পুত্র হইতে তাহাদের মধ্যে চৌধুরী ও রায় বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। গোরক্ষপুরের বৈসগণ বলেন যে, তাঁহারা নাগবংশী এবং বশিষ্ঠ-ঋষির কামধেনুর নাসা-রন্ধ্র হইতে উৎপন্ন। গাজীপুরী বৈসরা আপনাদিগকে বৈসবাড়া হইতে সমাগত বাঘেল-রায়ের বংশধর বলিয়া থাকেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের সময় তাঁহাদের একটী শাখা রোহিলখণ্ডে যাইয়া বাস করেন।

নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি এই সুবিস্তৃত বৈসজাতির মধ্যে আসিয়া মিলিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে লইয়া বৈস সমাজে অনেক গুলি থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। ফৈজাবাদ ও গোণ্ডা জেলায় গঙ্গা-রিয়া, নাই পুরিয়া, বারবার ও চাহুগণ আপনাদিগকে বৈশজাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়। রায়বরেলী জেলায় পূর্ব্বাংশে ভরাভিবৈশ শ্রেণীর বাস। ভিতরিয়া ও বাহারিয়া বৈশগণের সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, রাজা তিলকচাঁদের বহুসংখ্যক পত্নী ছিল। তন্মধ্যে রেবা ও মৈনপুরীয় রাজকন্যাদ্বয় রাজসংসার হইতে পলাইয়া যায়। তাহা হইতেই ভিতরিয়া ও বাহরিয়া থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। তিলকচাঁদী বৈসগণের মধ্যে রাও, রাবত, নৈহাটা ও সাইবংশী প্রধান। বৈস হইতে নীচজাতীয় রমণীর গর্ভে কাঠ বৈসগণের উৎপত্তি। তিলকচাঁদীরা ইহাদের কন্যা গ্রহণ বা তাহাদের সহিত একত্র পান ভোজন করেন না।

উপরে শালিবাহনরাজের ৩৬০ পত্নী হইতে যে ৩৬০ ঘর বৈস জাতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে তিলসারী, চকবৈস, নানুবাগ, ভানবাগ, বৎস, পরাশরিয়া, পটসারিয়া, বিঝোনিয়া, ভট্টকারিয়া, ছনমিয়া ও গর্গবংশই প্রধান।

তিলকচন্দ্র নামক শাখার সকলেই কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিয়া থাকে।

বৈসবার, মীর্জাপুর জেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে ডুণ্ডিয়াখেরাবাসী রাজপুত বৈস্ (বাঈস্) জাতির শাখা বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, বৈসজাতীয় দুই ভ্রাতা রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সুদূর রেবারাজ্যে পলা-য়ন করেন। এখানে তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া বিস্তর ভূসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। ৮।৯ পুরুষ এখানে বাসের পর, তাঁহারা মীর্জাপুর অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। বৈসবারেরা বলে যে, বৈসবাড়াজাতীয়ের সহিত তাহা-দের কোন সম্পর্ক নাই, পরস্পরে আদান প্রদানও চলে না।

তাহারা আপনাদিগকে রাজপুতজাতির শাখা বলিয়া পরিচিত করিলেও, তাহাদের মধ্যে যে রাজপুতরক্ত প্রবাহিত আছে, এরূপ বলিয়া মনে হয় না, কারণ তাহাদের বাহ্য আকৃতি ও প্রকৃতি অনুশীলন করিলে, তাহাদিগকে প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় শাখাসম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হয়।

তাহাদের মধ্যে ৭ টী বিভাগ আছে। তন্মধ্যে খণ্ডাইৎ ও বংশাৎ প্রধান। এই দুই শ্রেণী হইতে অপর পাঁচটী শ্রেণী উদ্ভূত। চৌধুরীগণ কুর্ম্মী পুরুষের ঔরসে বৈসবার রমণীর গর্ভে উৎপন্ন। বনভূমে বাস বলিয়া একটী শাখা বনৈস্ত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। রৌতিহা, সোহাগপুরিয়া ও পিপ্রাহ গ্রামে বাসহেতু শাখাত্রয়ের ঐরূপ নাম হইয়াছে। রেবতী, সোহাগপুর ও পিপরা গ্রাম বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত।

উপরি কথিত সপ্ত-শাখার মধ্যে খণ্ডাইৎ প্রধান। অপর শাখার লোককে খণ্ডাইতের কন্যা গ্রহণ করিতে হইলে পণ দিতে হয় খণ্ডাইৎ দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি পঞ্চায়তের সর্দ্দার হয় তাহার নাম মহ্‌তো।

বৈসবারদিগের মধ্যে ব্যভিচার ততদূর দোষজনক নহে, কিন্তু যদি স্বজাতির কেহ অন্যজাতির অন্নগ্রহণ করে, তবে তাহার জাতিনাশ ঘটে। জাতিনাশ বা পাপক্ষালনের জন্য ভাগবতের ৭টী শ্লোক পাঠ, গঙ্গাস্নান অথবা বারাণসী, প্রয়াগ বা মথুরায় তীর্থযাত্রা করিতে হয়। পঞ্চায়তের বিচারে অন্য দণ্ড নাই।

তাহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ একটীমাত্র পত্নী গ্রহণ করাই নিয়ম। যাহার দুই বা ততোধিক পত্নী থাকে, তাহার প্রথমাই গৃহকর্ত্রী ও দেবপূজাদির অধিকারিণী হয়। সাগাইমতে বিধবার বিবাহ হয়। ঐ সময়ে সত্য-নারায়ণের পূজা এবং স্বজাতীয় স্বজনসমক্ষে উভয়ের গ্রন্থিবন্ধন ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় না। দেবর যদি ভাইবৌকে বিবাহ করিতে না চায়, তাহা হইলে সেই বিধবা অপরকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী যদি অন্যজাতির হুকায় তামাকু সেবন করে, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈসবারেরা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

সন্তান জন্মিলে প্রথম ছয় দিন চামার-ধাত্রী সূতিকাগারে প্রসূতিকে দেখাশুনা করে, তৎপরে ছয়দিন নাপিতানী আসিয়া সূতিকাগারে থাকে। দ্বাদশাহে প্রসূতি শৌচাদি সম্পন্ন হইয়া গৃহে আসে, কিন্তু ছয় মাস পর্য্যন্ত সে স্বামীর কাছে আসিতে পারে না। বালক চলিতে শিখিলে তাহার কর্ণবেধ এবং অন্নপ্রাশন হয়।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলে একটী ভোজ হয় এবং কন্যার পিতা পাত্রের কপালে টীকা দিয়া বিবাহ পাকা করিয়া যান। বিবাহের পাঁচ দিন পূর্ব্বে মট-মঙ্গলা হয়। ঐ সময়ে রমণীরা একটী ঢোলক সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়া লইয়া যায়। পরিবারস্থ বৃদ্ধা রমণী মাটী কাটিয়া বাড়ীতে আনে ও তাহা বিবাহমঞ্চের মধ্যস্থলে রাখিয়া একটী বেদিকা প্রস্তুত করে। বেদীর উপরে শিমূল গাছের ডাল ও পবিত্র জলপূর্ণ কলস স্থাপিত থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বদিনে মন্ত্রিপূজা হয়। ঐ সময়ে একটী ঘরের দেওয়ালে গোময় লেপিয়া তাহার উপর দূর্ব্বা ও আম্রপল্লব লাগাইয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া দেয়। কন্যা তদুপরি ঘৃত নিক্ষেপ করিলে পর, খড়্গপূজা হইয়া থাকে, কন্যাপক্ষের কোন আত্মীয় ঐ সময়ে স্বহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং বরের মাতা আসিয়া তাহাতে চাউলের পিটুলী ও হরিদ্রা মাখাইয়া দেয়, তৎপরে ঐ তরবারির বাঁট দিয়া একটী শস্যপূর্ণ কলস ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রবাদ, বরপক্ষের কোন ব্যক্তি যদি এই বিবাহে শত্রুতাচরণ করে, তাহা হইলে তাহা-দিগকে শস্যের ন্যায় দূরে বিদূরিত করা হইবে।

অতঃপর ঐ তরবারি বিবাহমণ্ডপের বেদীর মধ্যস্থলে আনিয়া রাখা হয় এবং পরে ঐ তরবারি দ্বারা একটী ছাগহত্যা করিয়া রাত্রে খিচুড়ী ও ছাগমাংসের ভোজ হয়, উহাকে বৈস-বারেরা 'ভাতবান্' বা আইবড় ভাত বলে।

বরযাত্রার পূর্ব্বে, নাপিত আসিয়া কন্যার গৃহ হইতে আনীত জলে বরকে স্নান করায়। ঐ জল কন্যার স্নানের পর মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া আনা হয়। বরযাত্রাকালে বরের মা 'পরছন' কার্য্য সমাপন করে। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া কন্যার আলয়ে যায় এবং কন্যার গ্রামে আসিলেই কন্যাপক্ষীয় আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা-গৃহে লইয়া যায়। ঐ সময়ে কন্যা পক্ষীয় নাপিত এখানে হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র আনিয়া বরের পালকী আচ্ছাদন করিয়া দেয়।

কন্যাগৃহের দ্বারদেশে বসিবার আসন পাতা হয়। ঐ স্থানে বর বসিয়া গৌরী ও গণেশ পূজা করে। পূজা সমাপ্ত হইলে কন্যার পিতা আসিয়া বরের কপালে দধি ও চাউল দেয়। তাহার পর কন্যাগৃহ হইতে বর ও বরপক্ষীয় বালক বালিকাদের জলপান আইসে। তৎপরিবর্ত্তে বরের পিতা কন্যা ও কন্যার মাতার জন্য সাড়ী ও অলঙ্কার এবং বরের স্নান করা জল পাঠাইয়া দেন। ঐ জলে কন্যাকে পুনরায় স্নান করাইয়া নববস্ত্র ও অল-ঙ্কারাদি পরাইয়া বিবাহমণ্ডপে আনা হয় এবং বরকে আনিয়া সকলে বিবাহকার্য্যে ব্রতী হয়।

বর ও কন্যা তখন সম্মুখে রক্ষিত গৃহদেবতার মূর্ত্তি পূজা করিয়া সম্মুখস্থ কলস ও শিমূল বৃন্তে সিন্দূর মাখাইয়া দেয়। তার-পর বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়া বর ও কন্যাকে সেই বেদীর চারিপার্শ্বে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণকালে বরের হাতে কুলা থাকে; কন্যার ভ্রাতা ঐ কুলার উপর চাউল দিতে দিতে যায় এবং স্বয়ং কন্যা আবার সেই চাউল ফেলিতে ফেলিতে যায়। তারপর বরকন্যাকে বাসরগৃহে (কোহাবর) লইয়া রাখা হয়। বাসি বিবাহের দিন কন্যার মাতা বরের টোপর কাড়িয়া লইয়া বরকে যৌতুক দিয়া থাকে। ঐ দিন খিচুড়ী ভোজের পর, বর কন্যাকে লইয়া স্বগৃহে যায়। তথায় উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন ধূমধামে ভোজ হইয়া থাকে। দ্বিরাগমনের পর বরের আলয়ে স্থানীয় দেবতাদের পূজা ও হোম হইয়া থাকে।

সকল হিন্দুর ন্যায় ইহারাও শবদেহ দাহ করে। শবদাহান্তে শববাহকগণ গৃহে আসিয়া অষ্টাঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়। পরদিন প্রাতে মৃতের নিকটাত্মীয় দাহস্থানে যাইয়া শবের অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করে। তদনন্তর তাহারা একটী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে প্রেত আত্মার তৃষ্ণানিবারণের জন্য এক কলস জল স্থাপন করিয়া রাখে। মৃতেরনিকট আত্মীয়

প্রত্যহ প্রেতের উদ্দেশে একটী করিয়া পিণ্ড দেয় এবং দশম দিনে দুগ্ধ ও তণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে ফেলিয়া দিয়া আসে। একাদশ দিনে মহাপাত্রকে মৃতের বসন ভূষণ দান করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, সেই গুলি প্রেতলোকে যায়। দ্বাদশাহে ষোড়শ পিণ্ডদানান্তে মহাপাত্রকে ভোজন করান হয় এবং দক্ষিণাস্বরূপ তাহার হস্তে একটী গাভী ও বস্ত্র দেওয়া হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

ইহার' দেবী দুর্গা ও বন্দির ভবানীর পূজা করে।

বৈসর্গিক (ত্রি) বিসর্গায় প্রভবতি বিসর্গ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। যাহা ত্যাগের নিমিত্ত হয়।

বৈসর্জ্জন (ত্রি) ১ বিসর্জ্জন বা উৎসর্গ। ২ যাহাকে উৎসর্গ করা যায়। ৩ যজ্ঞের বলি।

বৈসর্জ্জনীয় (ত্রি) উৎসর্গের যোগ্য। (শতপথব্রা° ৩।৬।৩।১)

বৈসর্জ্জিন (ক্লী) বৈসর্জ্জন শব্দার্থ।

বৈসর্প (ত্রি) বিসর্প-অণ্। ১ বিসর্প রোগ। ২ বিসর্প রোগ সম্বন্ধীয়।

বৈসাদৃশ্য (ক্লী) বিসদৃশ ভাবে ষ্যঞ্। বিসদৃশতা। বৈষম্য, বিসদৃশের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৈসারিণ (পুং) বিশেষেণ সরতীতি বিসারী মৎস্যঃ স এব (বিসারিণো মৎস্যে। পা ৫।৪।১৬) ইতি অণ্। মৎস্য। (অমর)

বৈসূচন (ক্লী) বিশেষেণ সূচয়তীতি বিসূচনম্, তদেব স্বার্থে অণ্। নাট্যে পুরুষদিগের স্ত্রীবেশধারণ।

বৈসৃপ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

বৈস্তারিক (ত্রি) বিস্তার সম্বন্ধীয়।

বৈস্পষ্ট্য (ক্লী) পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা। বিশেষরূপ স্পষ্টতা।

বৈশ্রেয় (পুং) বিশ্রি ঋষির অপত্য। (পা ১।১২০)

বৈস্বর্য্য (ত্রি) ১ স্বর-বিকৃতির ভাব। গলাভাঙ্গা।

"মত্তং গদ্‌গদভাষিত্বং বৈস্বর্য্যং প্রমদাদিজম্।"

বৈহগ (ত্রি) বিহগ-অণ্। বিহগ সম্বন্ধীয়। (কথাসরিৎ ৫৯।১৭৮)

বৈহঙ্গ (ত্রি) বিহঙ্গ-অণ্। বিহঙ্গ সম্বন্ধীয়। (সুশ্রুত)

বৈহতি (পুং) বিহতের গোত্রাপত্য। বৈহলি পাঠও দেখা যায়।

বৈহায়ন (পুং) বিহত ঋষির অপত্যাদি। (সংস্কারকৌমুদী)

বৈহায়স (ত্রি) বিহায়স-অণ্। বিহায়স সম্বন্ধীয়, আকাশ সম্বন্ধীয়।

বৈহার (পুং) মগধের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। (ভারত সভাপর্ব্ব) বৈভার নামে খ্যাত। [রাজগৃহ দেখ।]

বৈহার্য্য (ত্রি) বিশেষেণ হ্রীয়তে ইতি বি-হৃ-ণ্যৎ বিহার্য্য এব স্বার্থে অণ্। পরিহাস দ্বারা লালনীয়। শ্যালকসম্বন্ধ্যাদি;

"যথাবালেষু নারীষু বৈহার্য্যেষু তথৈব চ।
সঙ্গরেষু নিপাতেষু তথাপদ্‌ব্যসনেষু চ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে তেন সত্যেন থং ব্রজ।"
(ভারত উদ্যোগপ°)

বৈহাসিক (পুং) বিহাসং করোতি ঠক্। যিনি হাসান, ভণ্ড, বিদূষক। পর্য্যায় বাসন্তিক, কেলিকিল, প্রহাসী, প্রীতিদ। (হেম)

বৈহ্বল্য (ক্লী) বিহ্বলস্য ভাবঃ বিহ্বল-ষ্যঞ্। বিহ্বলতা, বিহ্বলের ভাব বা ধর্ম্ম।

"মুমূর্ষোরিব তত্রাস্য বৈহ্বল্যগলিত স্মৃতেঃ।"
(রাজতর° ৮।২২৪৮)

বোআ, চলিত বোআ সাপ বা ময়াল (Boa constrictor) ইহারা সর্পজাতির Pythonidæ শ্রেণীর Ophidia বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশভাগে, বিশেষতঃ পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই জাতীয় সর্প বহুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এত বড় হয় যে, সময়ে সময়ে নিশ্চল অবস্থায় পড়িয়া থাকে। খাদ্যের জন্যও তাহারা অন্যত্র গমনের চেষ্টা করিতে পারে না। বায়ুতে নিশ্বাস গ্রহণদ্বারা কীট, মক্ষিকাদি আহরণ করিয়া উদরস্থ করে। প্রবাদ, মনুষ্য ও চতুষ্পদ জন্তুদিগকে ইহারা নিশ্বাসে টানিয়া লয়।

সিংহলদ্বীপে একটী ২০ ফুট লম্বা ময়াল সাপ পাওয়া যায়। উহা তখন নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়াছিল। উহাকে ধরিয়া "লণ্ডন জুলজিকাল গার্ডেন" নামক উদ্যানে রাখা হয়। ছয় বৎসর মধ্যে উহা ২৯ ফুট পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল।

ভারতের পশ্চিম উপকূলদেশে, সিংহলে এবং উত্তরে হিমালয় পাদমূলে ময়াল সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় নদীর তীরে বালুকার মধ্যে ইহারা বাস করে। যদি কোন ক্রমে গাত্রোপরিস্থ বালুকা সরিয়া যায়, তখন তাহাদের গাত্র দেখিয়া বড় গাছের শিকড় বলিয়া মনে হয়। তিস্তা নদীতীরে একদল শিকারী বালুকাচরের উপর চা গরম করিতেছিল। অগ্নির উত্তাপে বালু উত্তপ্ত হইলে ময়াল সাপ বালুরাশি ভেদ করিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠে ও গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই গর্জ্জনে শীকারীদলের সহগামী হস্তিদল ভীত হইয়া পলায়ন করে।

অন্যান্য সর্পের ন্যায় ইহারা শীকার ধরিয়া আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করিতে থাকে।

বোআলমারী, বাঙ্গালার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যপ্রধান গণ্ডগ্রাম। বারাসিয়া নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৮´ ৩০´´ পূঃ। এখানে চাউল, বিলাতী কার্পাসবস্ত্র, দেশী কার্পাসবস্ত্র, সূতা, পাট ও তামাকুর বিস্তৃত কারবার আছে। প্রতি রবিবার ও বুধবার এখানে হাট

বসে এবং প্রায় ২।৩ দিনের পথ হইতে নানা গ্রামের লোক ঐ হাটে আসিয়া ক্রয়বিক্রয় করে।

বোক্কাণ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (বৃহৎসংহিতা ১৮।২০)

বোখারা, প্রাচীন তুর্কীস্থানের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। খান্ উপাধিধারী মুসলমান নরপতিদ্বারা শাসিত। অক্ষা° ৩৭° হইতে ৪৩° উত্তর এবং দ্রাঘি° ৬০° হইতে ৬৮° পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

এই রাজ্যের চারিদিকে মরুভূমি থাকিলেও মধ্যবর্ত্তী এই দেশভাগ সমধিক শস্যশালী। আমু বা অক্ষু নদী, সৈর বা জাক্-জার্তিস্, কোহিক বা জার আফ্‌সান এবং কর্শি ও বাহ্লিকরাজ্য-প্রবাহিত নদীগুলি ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত থাকায় এই স্থানের উর্ব্বরতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানকার অধীশ্বর আমীর উপাধিধারী।

এই স্থানে প্রথমে তাজক জাতি আসিয়া বাস করে। হিজিরার প্রথম শতাব্দে মহম্মদের অনুচরেরা বোখারায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সামানিদ্-বংশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে পরাজয় করিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এই বংশের রাজগণ হীনবল হইলে উজবক্ জাতি তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে চেঙ্গিজখাঁর অধীনস্থ মোগলবাহিনী এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া উজবক্‌দিগকে তাড়াইয়া দেয়।

জার-আফ্‌সান নদীর পূর্ব্বকূল হইতে ৭ মাইল দূরে বোখারা নগর অবস্থিত। এই নগর একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, হিন্দুস্থান রুষিয়া, খাসগার ও তুর্কীস্থানের নানাস্থানের লোক এখানে আসিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। রাজা অল্প আর্শলান্ কর্ত্তৃক এখানকার সুবিস্তৃত প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হয়, তৎপরবর্ত্তি-কাল হইতেই এখানকার সৌধমালার উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ক্রমে অসংখ্য মসজিদ্, স্কুল, ও বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাসের জন্য সুন্দর সুন্দর সরাই নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বোখারা রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বোখারি, মহম্মদের মৃত্যুর পর যে ছয়জন মুসলমান ধর্ম্মাচার্য্যরূপে মহম্মদের প্রোক্ত ধর্ম্মমত (হাদি) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইনি একজন। প্রকৃত নাম আবু আবদুল্লা মহম্মদ ইস্‌মাইল।

বোগদাদ, তুরুষ্করাজ্যের অন্তর্গত বোগদাদ প্রদেশের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৩° ১৯´ ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪৪° ২২´ ৪৫´ পূঃ। ৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয় এবং মুসলমান্ খলিফাগণের শাসনকালে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। ১২৫৭ তাতারদল-নেতা হালকু ও ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ অসংখ্য অধিবাসী ধ্বংস করিয়া এই নগর জয় করেন। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে শাহ ইস্‌মাইল সুফীর আক্রমণে ইহা পারস্যের শাসনভুক্ত হয় এবং ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে সুলেমান ইহাকে পারস্যের অধীনতামুক্ত করিয়া তুরুষ্কের অধীন করেন। তৎপরে শাহ আব্বাস উহা পুনরায় পারস্যের অধীন করিয়াছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে উহা আবার পারস্যের হস্তচ্যুত হয়। তদবধি উহা তুর্কদিগেরই অধি-কারভুক্ত আছে।

এই নগর খলিফাদিগের অধিকারে দর-উশ্‌-সলাম ও মদিনাৎ-অল্ খলিফা নামে পরিচিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মঙ্ক ও সালি নামক হিন্দু চিকিৎসকদ্বয় খলিফা হারুণ অল্ রসীদের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বোটা (স্ত্রী) দাসী, পরিচারিকা।

'গোটা বোটা চ চেটী চ দাসী চ কূটহারিকা।' (হেম)

বোঁটা (দেশজ) ফল, ফুল বা পত্রাদির বৃন্তভাগ।

বোড় (পুং) গুবাক, সুপারি। (শব্দরত্না°)

জটাধরে ভূরিপ্রয়োগে ঝোড় এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বোড়াসাপ (দেশজ) বোড্র সর্প। কিংবদন্তী আছে, "চটিলেই চিতি, কামড়ালেই বোড়া"।

বোড্র (পুং) ১ গোনাসসর্প, চলিত বোড়া সাপ।

"গোনাসো মণ্ডলী বোড্রঃ" (ভরতধৃত বিক্রমাদিত্য)

২ মৎস্যবিশেষ। (মেদিনী)

বোড্রী (স্ত্রী) পণচতুর্থাংশ, পণের চারিভাগের একভাগ, চলিত বুড়ি, ৫ গণ্ডায় এক বুড়ি।

বোঢ় (পুং) ঋষিভেদ, বোঢ়ু।

বোঢ়ব্য (ত্রি) বহ্-তব্য, অকারস্যোকারঃ। বহনীয়, বাহ্য।

"বোঢ়ব্যা পুঙ্গবেনেব ধূঃ সদা রণমূর্দ্ধনি।" (হরিবংশ ৭১.৮৮)

২ পরিণেতব্য, বিবাহযোগ্য। (ভারত ১২।২৪।৪৫)

বোঢ়ু (পুং) ঋষিবিশেষ, প্রতিদিন ইহার উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। দেবতর্পণের পর ঋষিতর্পণ বিধেয়—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বোঢ়্ (পুং) বহতীতি বহ-তৃচ্ (সহিবহোরোদবর্ণস্য। পা ৬।৩।১১২) ইতি অকারস্যোকারঃ। ১ ভারিক, ভারী বা বাহক অর্থাৎ যাহারা শিবিকাদি বহন করে।

"বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য্য পুরুষানধিবহন্ত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রান্তমত" (ভাগবত ৫।১০।২)

২ মূঢ়। ৩ পরিণেতা, বিবাহকর্ত্তা।

"অস্মাৎ চেদ্দর্শায়ত্বাস্তা বোঢ়ুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥" (মনু ৮।২০৪)

৪ সুত। (মেদিনী) ৫ অনড়্বান্, বৃষভ। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ বহনকর্ত্তা, ভারবাহক। ৭ সারথি। ৮ পথদর্শক।

বোণাই, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১´ ৩৫´৩০´´ হইতে ২২° ৭´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ৩১´৫´´ হইতে ৮৫° ২৫´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে সিংহভূম ও গাঙ্গপুর রাজ্য, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বামড়া সামন্তরাজ্য এবং পূর্ব্বে কেউঞ্জর রাজ্য।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের শাসনাধীন হইয়াছে। এখানকার রাজা ইংরাজ বাহাদুরকে সেনাদল দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য।

বোণাইগড়, উক্ত প্রদেশের একটী নগর। ব্রাহ্মণী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বোণাই রাজ্যের রাজপ্রাসাদ আছে। রাজদুর্গের প্রায় তিন দিক্ নদীদ্বারা বেষ্টিত। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০৫ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২১° ৪৯´ ৮´´ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ০´২০´´ পূঃ।

বোণাইশৈল, বোণাই সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী বিস্তৃত শৈলশ্রেণী। বোণাই মধ্য উপত্যকা হইতে ২০০০ হইতে ৩০০০ ফিট্ উচ্চ। মানকারমাচা, বাদামগড়, কুমরিতাড়, চেলিয়াটোকা, কোণ্ডাধর নামক শিখরগুলি যথাক্রমে ৩৬৩৯, ৩৫২৫, ৩৪৯০, ৩৩০৮, ৩০০০ ফুট্ পর্য্যন্ত উচ্চ।

বোণ্ট (পুং) বৃন্ত, চলিত বোঁটা। শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে, এই পাঠ প্রামাদিক, ইহার প্রকৃত পাঠ 'বৌট'।

'তথা বৌট ইতি খ্যাতো বৃন্তং প্রসববন্ধনম্।' (শব্দরত্নাবলী)

বোদ (পুং) আর্দ্র। (ত্রিকা°)

বোদাল (পুং) বোদঃ আর্দ্রঃ সন্ অলতীতি অল-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত বোয়ালমাছ। পর্য্যায়—সহস্রদংষ্ট্রা, পাঠীন, বদালক। (শব্দরত্না°) এই মৎস্য অতি সুস্বাদু।

বোম্বাদেবী (স্ত্রী) রাজপত্নীভেদ।

বোপদেব (পুং) একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেবগিরিবাসী, পিতার নাম কেশব। ধনেশ পণ্ডিতের নিকট ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি যাদবপতি মহারাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবি কল্পদ্রুম, কাব্য-কামধেনু, ত্রিংশচ্ছ্লোকী, আশৌচসংগ্রহ, ধাতুকোষ ও ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, পরশুরামপ্রতাপটীকা (শ্রাদ্ধখণ্ড), ভাগবতপুরাণ দ্বাদশ স্কন্ধানুক্রম, মহিম্নঃস্তবটীকা, মুক্তাফল, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকী ও শতশ্লোকীচন্দ্রকলা নাম্নী টীকা, শার্ঙ্গধরসংহিতা, গূঢ়ার্থদীপিকা ও সিদ্ধমন্ত্রপ্রকাশ (বৈদ্যক) হরিলীলা, হৃদয়দীপনিঘণ্টু (বৈদ্যক) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। এতদ্ভিন্ন নির্ণয়সিন্ধু, আচারময়ূখ ও শ্রাদ্ধময়ূখ গ্রন্থে ইহার রচিত একখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বোপদেবশতক নামে এক খানি কাব্যও পাওয়া যায়। ইহার রচয়িতা বোপদেব স্বতন্ত্র ব্যক্তি কি না তাহা জানা যায় না। [যাদব রাজবংশ দেখ।]

বোপালিত (পুং) একজন আভিধানিক।

বোপালিত সিংহ, একজন আভিধানিক। অভিধান রত্নমালায় হলায়ুধ এবং মহেশ্বর, মেদিনীকর, উজ্জ্বল দত্ত প্রভৃতি ইহার অভিধানের উল্লেখ করিয়াছেন।

বোম্, ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী জাতি বিশেষ। বুন্‌জু বা বোন্-তু নামেও পরিচিত। কুকি, লঙ্গথা ও ক্যুঙ্গীরা এই জাতি ভুক্ত। [তত্তদ্ শব্দ দেখ।]

বোম (দেশজ) ১ যানাদিতে অশ্বাদি সংযোজিত করিবার কাষ্ঠ দণ্ড ভেদ। ২ শূন্যমার্গে পারাবত সংরক্ষণের জন্য ছত্রীযুক্ত বংশদণ্ড।

বোমা, (ইংরাজী Bomb শব্দার্থ)। অগ্নিক্রীড়ার জন্য এ দেশে এক প্রকার বোমা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগ করিলেই উহা ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়।

বোম্বাই, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রধান নগর ও বোম্বাই গবর্মেণ্টের রাজধানী। ইহা পশ্চিমভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য বন্দর। অক্ষা° ১৮° ৫৫´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৩´৫৫´´ পূঃ। বিচার বিভাগের সুব্যবস্থার জন্য এখানে বিচারাদালত প্রতিষ্ঠিত আছে এবং বোম্বাই নগর একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইহার ভূপরিমাণ ২২ বর্গ মাইল।

মুম্বাদেবীর নামানুসারে মুম্বই হইতে বোম্বাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পর্ত্তগীজগণ সমুদ্রতীরে ইহার অবস্থান দেখিয়া ইহাকে Bom-bahia বা Boa-bahia বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ 'বোমবাহিয়া' শব্দ হইতে কেহ কেহ ইংরাজী বোম্বাই নামেরও কল্পনা করিয়া থাকেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ ইংলণ্ডের রাণী কাথারাইন্ অব্ ব্রাগাঞ্জাকে যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই-দ্বীপ দান করেন। ঐ সময়ে এই দ্বীপের আয় ৬৫০০০ টাকা ছিল। ঐ সময়ে সুরাট বন্দরেই পশ্চিম ভারতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান আড্ডা ছিল।

ইহার পর পর্ত্তুগীজগণ বোম্বাই নগরের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সালসেট দ্বীপে আশ্রয় লয়েন। দুর্বৃত্ত পর্ত্তগীজদিগকে দমন করিবার জন্য ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে মোগল নৌ-সেনাপতি সিদ্দি বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে ইংরাজেরা মোগল সম্রাটের

নিকট আবেদন করিলে, সম্রাটের আদেশে মোগল সৈন্য বোম্বাই হইতে অপনীত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টারগণের অনুমতি অনুসারে সুরাট হইতে কোম্পানির বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বাই সহরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেই সূত্রে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহর ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য বন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়।

এতদিন যে দুইটী ইংরাজকোম্পানী ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্যের অধিকার পাইয়াছিল, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে সেই দুইটী কোম্পানী পরস্পরে মিলিত হইয়া ইউনাইটেড্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে আখ্যাত হয় এবং বোম্বাই সহর তৎকালে স্বতন্ত্র শাসনাধীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর প্রধান নগর বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগর গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন হয়, তদবধি বোম্বাই নগরের ইতিহাস সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ইতিহাসের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাহাতে ইংরাজ কোম্পানী জয়লাভ করেন এবং ঐ সূত্রে বোম্বাই ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গুলি ও ভারতোপকূলের প্রসিদ্ধ ঠানা নগরী ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থান সময়ে, মহারাষ্ট্র পীড়নে নিগৃহীত বহুলোক বোম্বাই প্রদেশে আশ্রয় লাভ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবা-শক্তির অধঃপতন ঘটিলে, বোম্বাই নগরও মরাঠাধিকৃত সমগ্র পশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে গণ্য হয়। ঐ সময় হইতেই পশ্চিম ভারতের প্রকৃত উন্নতির কাল গণনা করা যায়।

১৮১৯ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে মাননীয় মনষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ও সর জন মাকম্ নামক দুইজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে এখানে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। মহামতী এলফিন্‌ষ্টোন্ এখানকার শাসনপদ্ধতির সংস্কার করেন এবং খ্যাতনামা মাকম্ বোরঘাট গিরিসঙ্কট কাটিয়া উপকূলদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকা-গমনের পথ সুগম করিয়া যান, তাহারই ফলে অনতিকাল মধ্যেই দক্ষিণভারতে শাসন-বিস্তারের পথ সুপ্রশস্ত হয়।

বোম্বাই ইংরাজ-বণিকের ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইবার পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীগণ সুয়েজযোজক অতিক্রম করিয়া বা পারস্যের পথে য়ুরোপ যাত্রা করিতেন। এইরূপ গমনাগমন বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। বোম্বাই যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ যত্নে ও অধ্যবসায়ে লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়াগহর্ণ "Over-land Route" পত্তন করিয়া যান।

এই সময়ে ভারতের সংবাদাদি ইংলণ্ডের ডিরেক্টার ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে পাঠাইবার বিশেষ অসুবিধা ছিল। জাহাজে পত্রাদি যাইতে অনেক বিলম্ব পড়িত। এই কারণে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিসরের পথে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় এবং প্রথমে মাসে একবার মাত্র ডাক প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পেনিন্‌সুলার ও ওরিএণ্টাল কোং সংবাদ ও যাত্রীবহনের জন্য প্রথম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ের পর হইতেই বোম্বাই বন্দর ইংরাজের ডাক পাঠাইবার ও য়ুরোপীয় ডাক গ্রহণ করিবার কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয়গণ তদবধি বোম্বাই সহর হইতেই জাহাজে উঠিয়া স্বদেশযাত্রা করিতেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের পত্তন হইয়া তিনবৎসরের মধ্যে ঠানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রেলপথ বোরঘাট হইয়া পুণা পর্য্যন্ত চালিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা রাজধানীর সহিত এবং ১৮৭১ খৃঃ অঃ মান্দ্রাজ বন্দরের সহিত বোম্বাই সহরের বাণিজ্য সম্বন্ধ রাখিবার জন্য পরস্পরে রেলপথে সংযুক্ত হয়। এই সুবিধার জন্য অনেকে কলিকাতা হইতে অর্ণবপোতে য়ুরোপ যাত্রা না করিয়া রেলপথে বোম্বাই পর্য্যন্ত আসিয়া জাহাজে উঠিতেন। প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ "ভায়া জব্বলপুর" পথে বোম্বাই চলিত। তৎপরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ "ভায়া নাগপুর" হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পথে রেল গাড়ী শীঘ্র যায়। বোম্বাই সহরের "ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস্, নামক রেল ষ্টেসন ভারতের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য।

বোম্বাইনগরে নানা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। ইউনিভার্সিটী সেনেট হল, ক্লক্-টাউয়ার, হাইকোর্ট, পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস, সেলার্স হোম, বম্বে ক্লাব, কাষ্টম হাউস, টাউনহল, টাঁকশাল, গির্জ্জা এবং কাসল ও ফোর্ট-সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গস্থান এখানকার দেখিবার জিনিস। বোম্বাই রক্ষার জন্য ইংরাজরাজ সমুদ্রপথে যুদ্ধের জাহাজ সর্ব্বদাই রাখিয়া দেন।

গ্রীষ্মের সময় এখানকার গবর্ণর মহাবলেশ্বরে এবং বর্ষার সময় পুণা নগরে যাইয়া বাস করিয়া থাকেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, ইংরাজরাজের পশ্চিম ভারতের একটী দেশভাগ ও বিচার-বিভাগ। বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরের শাসনাধীন। এই দেশভাগ ইংরাজাধিকৃত কতকগুলি জেলা ও দেশীয় সামন্ত রাজ্য লইয়া গঠিত।

ইংরাজাধিকৃত জেলাগুলি সাধারণতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা—

উত্তর বিভাগ—আহ্মদাবাদ, খেড়া, পঞ্চ-মহল, ভরোচ, সুরাট, ঠানা ও কোলাবা।

মধ্য বিভাগ—খান্দেশ, নাসিক, আহ্মদনগর, পুণা, সোলাপুর ও সাতারা।

দক্ষিণ বিভাগ :—বেলগাম, ধারবাড়, কলাদগী, উত্তর-কণাড়া ও রত্নগিরি।

সিন্ধু বিভাগ—করাচী, থর ও পার্কার, হায়দরাবাদ, শিকারপুর, উত্তরসিন্ধু সীমান্ত প্রদেশ।

বাবেল-মান্দের প্রণালীস্থ সুপ্রসিদ্ধ আদেন বন্দর ও বোম্বাই নগর ইংরাজাধিকৃত জেলা বলিয়া গৃহীত। এই কারণে আদেনে ইংলণ্ড পোষ্ট প্রচলিত।

এই প্রেসিডেন্সীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী সামন্ত রাজ্য আছে। যথা :—বড়োদা, কোলহাপুর, কচ্ছ, মহীকান্থারাজ্যসমূহ, রেবাকান্থা রাজ্যসমূহ, কাঠিয়াবাড় রাজ্যসমূহ, পালানপুর রাজ্যসমূহ, খম্বাৎ, সাবন্তবাড়ী, জঞ্জিরা, দক্ষিণমরাঠা জায়গীর সমূহ, সাতারার জায়গীর সমূহ, ধবহার, সুরাটের অন্তর্গত সামন্ত রাজ্যসমূহ, সাবনুর, নাড়ুকোট, অকালকোট, খান্দেশের অন্তর্গত দঙ্গরাজ্যসমূহ ও খয়েরপুর রাজ্য।

উপরি উক্ত জেলাসমূহ ও সিন্ধুপ্রদেশের ভূ-পরিমাণ ১২৪১২৩ বর্গমাইল, এবং সামন্তরাজ্য সমূহের ভূপরিমাণ ৮২৩২৪ বর্গ মাইল। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভূ-পরিমাণ ২০৬৪৫৭ বর্গমাইল। বর্ত্তমান সময়ে নানা বৈষয়িক গোলমালে ঐ সকল সামন্তরাজ্যের পরিমাণ অনেক হ্রাস হইয়াছে, তাহা আদমসুমারীর বিবরণী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। সমগ্র প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ১১৯ খানি নগর ও ১৫৩৩২ খানি গ্রাম আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এই সকল স্থানের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বের বিবরণ বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়াছে, এই কারণে এখানে আর বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইলেন না। [প্রতি জেলা ও দেশীয় সামন্ত রাজ্য নামে তত্তদ্বিষয় দ্রষ্টব্য।]

বোরক (পুং) লেখক। (ত্রিকা)

বোরট (পুং) কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল। (ত্রিকা°)

বোরপট্টী (স্ত্রী) মন্দুরা, চলিত মাদুর। (শব্দমালা)

বোরব (পুং) ধান্যবিশেষ, চলিত বোরোধান। ইহার গুণ—ত্রিদোষবর্দ্ধক, মধুর, অম্লপাক ও পিত্তজনক।

"বোরবস্তু বৃহৈঃ প্রোক্তস্ত্রিদোষস্য প্রকোপনঃ।
মধুরশ্চাম্লপাকশ্চ ব্রীহিঃ পিত্তকরো গুরুঃ।" (রাজবল্লভ)

বোরুখান (পুং) পাটলবর্ণ অশ্ব। (হেম)

বোর্ণিও, ভারত মহাসাগরস্থ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি সুবৃহৎ দ্বীপ। এখানে অসভ্য জাতির বাস আছে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে সেন্ট-সিবাষ্টিয়ান্ জাহাজে চড়িয়া পর্ত্তুগীজ নাবিক লরেঞ্জো ডি গোমেজ বোর্ণিও দ্বীপে সমাগত হন। তদবধি বিভিন্ন সময়ে পর্ত্তুগীজ বণিকেরা এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করে।

বোল (ক্লী) বোলয়তি প্রায়শো নিমগ্নং ভবতি বুল-অচ্, যদ্বা বা গন্ধৌ পিপ্পলাদিত্বাদুলচ্। স্বনামখ্যাত বণিকদ্রব্য, (Balsamodendron. myrrh) তন্নামক সারদ্রব্য, গন্ধরস, বোল, হিরাবোল, খুনখারাপী। হিন্দী—বোল, মহারাষ্ট্র—বোল, তৈলঙ্গ—বালিম্ ত্রিপোলম্, তামিল—বেল্লইয়পোলম্, বম্বে—রক্ত্যাবোল। সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তাপহ, মুণ্ড, সুরস, পিণ্ডক, বিষ, নিলোহ, বর্ব্বর, পিণ্ড, সৌরভ, বক্রগন্ধক, রসগন্ধ, মহাগন্ধ, বিশ্বা, শুভগন্ধ, বিশ্বগন্ধ, গন্ধরস, ব্রণারি। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, রক্তদোষনাশক, কফপিত্ত এবং প্রদরাদিরোগনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে গুণ—রক্তহর, শীতল, মেধ্য, দীপন, পাচন, মধুর, কটু, তিক্ত, ত্রিদোষনাশক, জ্বর, অপস্মার, কুষ্ঠরোগনাশক এবং গর্ভাশয়-বিশুদ্ধিকারক। (ভাবপ্র°)

বোলক (পুং) লেখক। (শব্দরত্না°)

বোল্লাসক (ক্লী) নগরভেদ।

বোল্লাহ (পুং) অশ্ববিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে অশ্বের কেশর ও লাঙ্গুল পাণ্ডুবর্ণ হয়, তাহাকে বোল্লাহ কহে।

'বোল্লাহস্ত্বয়মেব স্যাৎ পাণ্ডুকেশরবালধিঃ।' (হেম)

বোহিত্থ (ক্লী) যানপাত্র, অর্ণবপোত, জাহাজ। (হেম)

বৌদ্ধ (ক্লী) বুদ্ধেন কৃতং বুদ্ধ-অণ্। বুদ্ধদেবকৃত নিরীশ্বরশাস্ত্র, বুদ্ধদেব শিষ্যদিগের প্রতি যে সকল আদেশ প্রচার করেন, তাহাই বৌদ্ধশাস্ত্র। ইহাতে নিরীশ্বর বাদপ্রতিবাদিত হইয়াছে।

২ জিনধর্ম্ম। হিন্দুপুরাণ মতে, বৃহস্পতি রাজপুত্রদিগকে মোহিত করিবার জন্য এই শাস্ত্র উপদেশ দেন।*

(ত্রি) ৩ বুদ্ধসম্বন্ধী।

বৌদ্ধদর্শন, বৌদ্ধমতজ্ঞাপক তত্ত্বগ্রন্থ।

[বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র দেখ।]

বৌদ্ধধর্ম্ম, ভগবান্ শাক্যবুদ্ধের ভক্ত বৌদ্ধগণ যে ধর্ম্ম মানিয়া চলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত যে

* "ততো বৃহস্পতিশ্চক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা।
গত্বাথ মোহয়ামাস রাজপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ।
বেদত্রয়ীপরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্।
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতান্।"
(মৎস্যপুরাণ সোমবংশানুকীর্ত্তন ২৪ অ°)

উপনিষদ্‌যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিপিটক ও সূত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে উপনিষৎ বা বেদান্তমত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, যোগ-সাধনা বেদান্তের অঙ্গভূত না হইলেও প্রকৃতপক্ষে বৈদান্তিকগণ তাহার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন বিষয়ে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন নাই, এবং যোগসূত্রকার পতঞ্জলির সময়ে যোগধর্ম্ম যতদূর উন্নত ও পুষ্ট হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে তাদৃশভাবে জন-সমাজে প্রচারিত না হইলেও যোগচর্য্যা যে ভিক্ষু বা সন্ন্যাসি-সমাজে বিশেষ আদৃত ও অনুষ্ঠিত ছিল, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-বাদ ও আত্মার দেহান্তরবাদ তৎকালে জন সাধারণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বৌদ্ধগণ যদিও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা কর্ম্ম-ফলকে স্বীয় ধর্ম্মতত্ত্বের সারভূত করিয়া লইয়াছেন। জীবের বা আত্মার এই ধর্ম্ম বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও তৎসাময়িক বেদান্ত ও যোগতত্ত্বের প্রচার বিষয়ের নিদর্শন স্বরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতিতে স্থান লাভ করিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান-সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ভারত-বাসীর পারলৌকিক মুক্তিচিন্তা গভীর দুশ্চিন্তায় (বৌদ্ধমতে, সম্বেগ) পরিণত হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহারা যে কোন্ আদ-র্শকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম ও নীতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সময়ে সকলেই কষ্টময় জীবনের যন্ত্রণা, বার্দ্ধক্য এবং মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত ছিলেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহের ভয়ও তাঁহাদের সেই পীড়াদায়ক চিন্তাকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তৎকালে জীবনকে অতিশয় গুরুভার মনে করিতেন এবং ইহাকেই মানবজীবনের একমাত্র অবিমিশ্র দুঃখের কারণ বলিয়া জানিতেন। এজন্য সকলেই পুনর্জ্জন্ম বা 'সংসারযন্ত্রণা' হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া-ছিলেন। সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুনর্জ্জন্ম-নিবারণের বিভিন্ন উপায় আছে। তত্তদনুষ্ঠানেই মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যার পরাজয় ও শ্রেষ্ঠতম সত্য (সম্বোধি) লাভ করাই ঐ পথাশ্রয়ের একমাত্র উপায়। বৈদান্তি-কেরা বলেন, পরমাত্মা এবং জীবাত্মার ঐকান্তিক ভাবে একত্র সংশ্রেয়সের নাম সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্যবাদীরা বলেন, আত্মা অনন্ত ও বিশুদ্ধ এবং ভূত বা তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন থাকিলেও কখন পবিত্রতা নষ্ট করেন না। বৌদ্ধগণ আত্মা বা পরমাত্মরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

আর্য্য-সত্য

সম্বোধি লাভের পর মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ আর্য্যসত্য ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রচার করেন। [বর্গীয় 'ব'এ বুদ্ধদেব শব্দ দেখ।] এই দুইটিই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূলভিত্তি। যথা—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং প্রতিপদ বা মার্গ এই চারিটী সত্যই আর্য্যসত্য। দুঃখ আছে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। দুঃখ থাকিলেই তাহার কারণ (সমুদয়) আছে। এই দুঃখের নিরোধ করিতে অবশ্যই কোন পন্থা বা উপায় (মার্গ) আছে। প্রতীত্যসমুৎপাদের সংখ্যা দ্বাদশটি। অন্যতর নাম 'দ্বাদশনিদান;' এই দ্বাদশ নিদানের উদ্দেশ্য দুঃখের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে নিদানের যে সম্বন্ধ, আর্য্য-সত্যের সঙ্গে এই দ্বাদশ নিদানের সেই সম্বন্ধ। দ্বাদশ নিদানের নাম যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা-মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদি। [বুদ্ধদেব শব্দ ৭২ পৃষ্ঠা দেখ।]

মানুষ প্রথমতঃ অবিদ্যাচ্ছন্ন অর্থাৎ অজ্ঞান নিদ্রাভিভূত থাকে। কিঞ্চিন্মাত্র চেতনা লাভ করিয়া সে কতকগুলি সংস্কা-রের বশবর্ত্তী হয়। তখনও তাহার পূর্ণচেতনা হয় নাই। সংস্কারের পরে বিজ্ঞান বা চেতনা। চেতনা হইলে দ্রব্যের নাম এবং রূপের জ্ঞান জন্মে; নামরূপের উপলব্ধি হইলে ষড়ায়তন অর্থাৎ ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সেই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতে বাহিরের বস্তুর সহিত সংস্পর্শ ঘটে। সংস্পর্শ হইতে বেদনা বা অনুভূতি এবং অনুভূতি হইতে তৃষ্ণা অর্থাৎ সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা। এই তৃষ্ণা হইতে কার্য্যের চেষ্টা বা উপাদান। চেষ্টার আরম্ভ হইলে একটা অবস্থার উৎপত্তি হইবে, তাহা ভাল কিংবা মন্দও হইতে পারে, এই অবস্থার নাম ভব। তাহার পরেই জাতি অর্থাৎ নবজীবনের উৎপত্তি। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং জীবনে শোক দুঃখ জরামরণ প্রভৃতি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। যাহাতে এই জরামরণ দুঃখাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সেই পন্থা আবিষ্কার করাই বুদ্ধধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানেও যোগশাস্ত্রের সহিত উক্ত মতের বড় বিরোধ নাই। অবিদ্যাই সকল অমঙ্গলের নিদান। এই অবিদ্যার বিনাশ উভয়েরই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গুরুতর কথা আছে। যোগ-শাস্ত্রকার দার্শনিক শাশ্বতবাদী—তিনি অমৃতত্ব এবং অপরিবর্ত্তনশীলতার আকাঙ্ক্ষী। যাহা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল তাহাই অমঙ্গল এবং সেই অমঙ্গল পরিহার করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকৃত হয়

নাই। আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি তিনটি মত প্রবল ধরা যাইতে পারে—

(১) শাশ্বতবাদ—আত্মা ইহকালে এবং পরকালে উভয় কালেই বর্ত্তমান থাকে।

(২) উচ্ছেদবাদ—আত্মা কেবল ইহকালেই বর্ত্তমান।

(৩) বৌদ্ধমত—আত্মা ইহকালে কিম্বা পরকালে প্রকৃতরূপে বর্ত্তমান থাকে না।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদেও প্রভেদ আছে। হিন্দুরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের কর্ম্মবাদ সেই বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত। আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধগণ তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কর্ম্মবাদকে ছাটিয়া ছুটিয়া আপনাদের মনোমত করিয়া লইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মকে এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কর্ম্মদ্বারা তত্তৎস্থলে নূতন খণ্ড উপস্থিত হয় এবং ঐ সকল খণ্ড দ্বারা গঠিত অন্য একটী জীব অন্য লোকে জন্ম লাভ করে। যদিও এই জীব ভিন্ন খণ্ডদ্বারা গঠিত, কিন্তু কর্ম্ম এক থাকাতে সে এবং মৃত মনুষ্য উভয়েই এক। সুতরাং সংসারে জীব যদিও অসংখ্য জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, তথাপি এক কর্ম্মসূত্রদ্বারাই তাহার একত্ব স্থির থাকে।"

এই রূপ নীতি জ্ঞান বা যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম মানবজ্ঞানের অতীত এবং সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বম্ অনিত্যম্" সমস্তই অনিত্য ক্ষণস্থায়ী—ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের একটী মূলসূত্র। এই মূল সূত্র ধরিয়া অনেকে আপত্তি করেন,—"যদি সমুদয়ই অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী হইল, তবে কর্ম্ম জন্মজন্মান্তরে স্থায়ী হইবে কিরূপে?" ইহার উত্তরে বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে পার্থিব সমুদয়ই অনিত্য। যে কর্ম্ম দ্বারা মানবজীবন জন্মজন্মান্তরে গ্রথিত, সে আদর্শসূত্র পার্থিব অনিত্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত নহে।

আরও একটী গুরুতর সমস্যা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক পৌরাণিক গল্প স্থান লাভ করিয়াছে।

এই সব বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাই ধারণা হয় যে, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে যে ধর্ম্মের কথা দেখা যায়, মহাত্মা বুদ্ধের প্রচারিত মূলধর্ম্ম তাহা হইতে অন্যরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা কেহ কেহ মনে করেন, মহাত্মা শাক্যবুদ্ধ কর্ম্মবাদ প্রচার করেন নাই এবং অতিরঞ্জিত উপন্যাস, রূপক গল্প বা আখ্যায়িকা তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। তাঁহার নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে যতই ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, ততই নানারূপ আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল-জালে তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে যাহাই হউক বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলনীতির বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। দার্শনিকসংজ্ঞা প্রদান করিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বর মায়াবাদ বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ক্‌লির মায়াবাদও কতকটা এইরূপ। বাহ্যজগতের একটা সত্বা আছে, এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই মানব নানারূপ ভ্রমে পতিত হয়। মানুষ আপনার অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না এবং সে নিজেই নিজের অনুভূতির একমাত্র কারণ। জগতের সমুদয় জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় পদার্থ কর্ত্তার জ্ঞানসাপেক্ষ। তাহারা সমস্তই 'অহং' অর্থাৎ 'আমি'র ফলস্বরূপ, 'আমি'র জন্য 'আমি' দ্বারা 'আমি'তেই বর্ত্তমান। বার্ক্‌লির মতে ঈশ্বরবাদ আছে, বৌদ্ধমতে তাহা নাই, এই মাত্র প্রভেদ।

সত্বার বিভিন্ন উপাদান

প্রত্যেক জীবের দুইটী বিভিন্ন উপাদান, নাম এবং রূপ। নামদ্বারা মানসিক গুণ এবং রূপ দ্বারা বাহ্য গুণ প্রকাশ পায়। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, এবং বিজ্ঞান এই চারিটি গুণ 'নাম' দ্বারা প্রকাশিত হয়। মৃত্তিকা, বারি, অগ্নি এবং মরুৎ এই চারিটি মহাভূত এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় পদার্থ 'রূপ'দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত সমুদয় গুণ বা স্কন্ধের সমষ্টি অথবা জন্ম ও পুনর্জ্জন্মের কারণের নাম কর্ম্ম। এইজন্য ইহা বলা গিয়া থাকে যে, নাম এবং পুনর্জ্জন্মের ধারাবাহিক সমষ্টির নাম সংসার। কর্ম্মের আরম্ভ নাই, কিন্তু শেষ থাকিতে পারে। এই অবস্থাপ্রাপ্তির আট রকম পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে।

মুক্তিপথ

নির্ব্বাণকামী জীবের চারিটী অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। যাঁহারা ক্রমাগত এই চারিটী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যথাক্রমে স্রোতঃ-আপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সাধারণ নাম শ্রাবক বা সেবক। এই প্রত্যেক অবস্থা আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা মার্গ এবং ফল।

মুক্তিকামীর চারি অবস্থা

১ যিনি প্রথম অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম স্রোতঃআপন্ন। ইনি সংযোজনের (মানবপ্রবৃত্তির) প্রথম তিন বন্ধন অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার অপায় বা কোন বিপদের ভয় নাই।

২ যিনি আর একবার মাত্র মানব জন্ম লাভ করিবেন, তিনি সকৃদাগামী। ইনি কেবল সন্দেহাদি প্রথম তিন বন্ধন

হইতে মুক্তি লাভ করেন নাই; ইহা ব্যতীত রাগ (অনুরাগ, স্নেহ মমতা) দ্বেষ এবং মোহ এই তিন রিপুকেও অনেক পরিমাণে বশীভূত করিয়াছেন।

৩ অনাগামী পঞ্চবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। কাম-লোকে তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না, ব্রহ্মলোকে জন্ম হইবে।

৪ অর্হৎ—সমুদয় অপবিত্রতা দূর করিয়াছেন এবং যাবতীয় ক্লেশ উপেক্ষা করিতে সমর্থ, কোনরূপ প্রলোভনেও তিনি নীতিপথ হইতে বিচ্যুত হয়েন না, তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন এবং সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই অর্হৎ। তিনি চারি প্রকার উচ্চ প্রকৃতি লাভে সমর্থ, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

যাঁহারা উক্ত চারি অবস্থা ক্রমাগত অতিক্রম করিয়া মুক্তি-পথের পথিক, তাঁহারাই প্রকৃত আর্য্য। আর্য্যের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ব্বাণলাভ। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, এখানে সংক্ষেপে দু-এক কথা বলা যাইতেছে।

নির্ব্বাণ

নির্ব্বাণ দুই প্রকার—অর্হতেরা এই সংসারে থাকিয়া যে নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাহা বৈদান্তিকগণের জীবন্মুক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহাই প্রথম নির্ব্বাণ। ইহার অন্যতর বৌদ্ধনাম উপাধিশেষ। অন্য নির্ব্বাণের নাম পরিনির্ব্বাণ। মৃত্যুর পর বুদ্ধগণই এই নির্ব্বাণের অধিকারী। এই নির্ব্বাণলাভে চির-কালের জন্য সকল প্রকার পার্থিব যন্ত্রণার অবসান হয়। ইহা বিশুদ্ধ আনন্দের অবস্থা এবং অনন্তকালস্থায়ী।

এই পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির পরে অনুভব-ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে কি না ইহা একটী আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিতে গেলে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর অনুভব ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এবিষয়ে বৌদ্ধ-গণের মনেও বিষম সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহারা যখন বুদ্ধের মুখে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমুদয় ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন; তখন তাঁহাদের মনে এ সংস্কার হইতে পারে যে, নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরেও স্মৃতি ও অনুভব থাকার সম্ভাবনা। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আলোচনা করা মহাত্মা বুদ্ধেরই নিষেধ আছে। সুতরাং আমরাও তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে হইলে বহু ধ্যানধারণার প্রয়োজন। এই উচ্চ অবস্থার আয়োজন করিতে হইলে যে সোপানের আবশ্যক তাহার নাম ভাবনা (অর্থাৎ চর্চ্চা বা অনুশীলন)। ইহার চারিটী স্তর—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা (সন্তোষ) এবং উপেক্ষা। যোগি-

ধর্ম্ম-সাধনা

গণের সাধনার অবস্থার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। ইহাদের অন্যতর সাধারণ নাম ব্রহ্মবিহার।

সময়ে সময়ে আরও একটী ভাবনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম 'অশুভ' ভাবনা অর্থাৎ শরীরে যে সকল ঘৃণিত ভাব আছে, তাহার উপলব্ধি। এখানে ভাবনা অর্থে চর্চ্চা নহে, কিন্তু উপলব্ধি। এই অশুভ দশ প্রকার। পালিগ্রন্থে এই দশটী অশুভ ভাবনার নাম এইরূপ পাওয়া যায়—১ উদ্ধু-মাতক, ২ বিনীলক, ৩ বিপুব্বক, ৪ বিচ্ছিদ্দক, ৫ বিক্খায়িতক, ৭ হতবিক্খিত্তক, লোহিতক, পুড়বক ও অট্ঠিক। রক্ত, মাংস, অস্থি, কৃমি, প্রভৃতি দ্বারা দেহের যে অবস্থান্তর ঘটে, এই অশুভ দ্বারা তাহাই সূচিত হয়।

এই দশ প্রকার অশুভ এবং চারি প্রকার ব্রহ্মবিহার ৪০ 'কম্মত্থান' বা ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গবিশেষ বিশুদ্ধিমগ্‌গে বর্ণিত আছে। ললিতবিস্তরে ঐ সমস্ত ১০৮টী কর্ম্মালোকমুখের অন্তর্নিবিষ্ট। অশুভভাবনার মধ্যে এক প্রকার গূঢ় সাধনা আছে, তাহার নাম কসিণ অথবা কৃৎস্নায়তন। এই সাধনার সময় যে দশ বস্তুর প্রতি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ভাবনা করিতে হয়, তাহাদের নাম যথা—মৃৎ, বারি, অগ্নি, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত, আলোক এবং শূন্য বা ব্যোম ভাবনা।

কথিত চত্বারিংশ প্রকারের মধ্যে দশ প্রকার অনুস্মৃতির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, দেবতা, নীতি ত্যাগ, মৃত্যু, দেহ, আনাপানস্মৃতি (নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মাকতা) এবং শান্তি বা নির্ব্বাণ।

আনাপানস্মৃতি দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া কতগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়; ইহা অতি উচ্চ অঙ্গের সমাধি।

কম্মত্থানের মধ্যে 'আরূপ্য' নামে চারিটী বিশেষ আছে, তাহা আবার ব্রহ্মলোকানুগত। এই চতুষ্টয়ের নাম 'আকাশানঞ্চা-য়তন' (আকাশানন্ত্যায়তন), 'বিঞ্ঞানঞ্চায়তন' (বিজ্ঞানা-নন্ত্যায়তন), 'আকিঞ্চঞ্ঞায়তন' (আকিঞ্চন্যায়তন) ও 'নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন' (নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন)। যাঁহারা ধ্যান ও সমাধি বলে এই সকল লোকবিষয়লাভ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ধর্ম্মের অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ইহার উপরে আর একটি উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহার নাম সংজ্ঞাবেদিতনিরোধ। এই অবস্থায় সাধকের বিমোক্ষ লাভ হয়।

যদিও কম্মত্থানের মধ্যে চারি প্রকার ধ্যানের বিশেষ উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বরূপ মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, চারি প্রকার ধ্যানের অবস্থা সাধনার চারিটী অঙ্গবিশেষরূপে বর্ণিত আছে। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচলনের বহুপূর্ব্ব

হইতেই ধ্যানের প্রথা প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে ধ্যানের অবস্থা চারিটীর পরিবর্ত্তে পাঁচটি বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাঁহারা দ্বিতীয় অবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

ধ্যানের কথা বলিতে গেলে সমাধির কথাও বলিতে হয়। সমাধির নানা রূপ প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে তিন প্রকার সমাধির নাম যথা—সবিতর্ক সবিচার, অবিতর্ক-বিচারমাত্র এবং অবিতর্ক-অবিচার। অন্য তিন প্রকার সমাধির নাম শূন্যতা, অনিমিত্ত, (কারণহীন) এবং অপ্রাণিহিত (অপ্রণিহিত বা বিশেষ উদ্দেশ্যবিহীন)।

সমাধির দুই সোপান। নিকৃষ্ট সমাধির নাম উপচারসমাধি এবং উৎকৃষ্ট সমাধির নাম অপ্‌পনা (অর্পণা) সমাধি। মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ আরও বহুবিধ সমাধির কথা বলিয়াছেন। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে ১০৮ রকম সমাধির কথা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকথিত চত্বারিংশ প্রকার কর্ম্মস্থান ব্যতীত আরও দুই একটীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আহারপটিক্কুলসঞ্ঞা (অর্থাৎ আহারপ্রতিকূলসংজ্ঞা বা আহার্য্য দ্রব্যে অপবিত্রতাবোধ)। চতুর্ধাতুববথান অর্থাৎ চারি মহাভূতের নির্ণয়করণ ইত্যাদি।

ভূসংস্থান ও জীবশ্রেণীভেদ।

বৌদ্ধশাস্ত্র মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু সংখ্যক চক্রবাল আছে। প্রত্যেক চক্রবালে বিভিন্ন পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ এবং নরক বর্ত্তমান। আমাদের পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মেরু অথবা সুমেরুপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান কুলাচল পর্ব্বত এবং এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া চারিটী মহাদ্বীপ অবস্থিত। উত্তরে উত্তরকুরু, মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ), পশ্চিমে অপর-গোদান এবং পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববিদেহ বর্ত্তমান।

প্রত্যেক গোলকে তিনটী লোক বা ধাতু আছে। সর্ব্বনিম্নে কামলোক, তৎপরে রূপলোক এবং সর্ব্বোপরি অরূপলোক।

সর্ব্ব নিম্নলোকে ছয় প্রকার দেবতার বাস—১ চারি দিক্‌পাল, ২ ত্রৈত্রিংশ দেবতা, ৩ যমগণ, ৪ তুষিতগণ, ৫ নির্ম্মাণ-রতিগণ, ৬ পরিনির্ম্মিত ও বশবর্ত্তিগণ। ইহা ব্যতীত মনুষ্য, অসুর, প্রেত, ও জীবলোক এবং নরক লইয়া সর্ব্বসমেত একাদশ কামলোক।*

রূপব্রহ্মলোক ষোড়শ ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা কাম পরাজয় করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের অধিকার অনুসারে এই সকল লোকে বাস করিতে পারেন। এই লোক-সমূহের মধ্যে সর্ব্বনিম্ন হইতে, ১ম ব্রহ্মপারিসন্ত, ২য় ব্রহ্মপুরোহিত, ৩য় মহাব্রহ্ম, ৪র্থ পরিত্তাভ, ৫ম অপ্রমাণাভ, ৬ষ্ঠ আভাস্বর, ৭ম পরীত্তশুভ, ৮ম অপ্রমাণশুভ, ৯ম শুভকৃৎস্ন, ১০ম বৃহৎফল, ১১শ অসংজ্ঞ, ১২শ অবৃহ, ১৩শ অতপস, ১৪শ সুদর্শ, ১৫শ সুদর্শন, এবং সর্ব্বোচ্চ লোক ১৬শ অকনিষ্ঠ।† প্রথম ধ্যানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে যাঁহারা পারদর্শী তাঁহারাই প্রথম হইতে তৃতীয় লোকের অধিকারী। দ্বিতীয় ধ্যানের অধিকারীরা চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ লোকের বাসোপযোগী। তৃতীয় ধ্যানের অধিকারীরা সপ্তম হইতে নবম লোকে, চতুর্থ ধ্যানের অধিকারিগণ দশম ও একাদশে এবং অনাগামিগণ দ্বাদশ হইতে ষোড়শ লোকে বাস করিবার উপযুক্ত। রূপব্রহ্মলোকের পরে অরূপব্রহ্মলোক। ইহার আবার চারিটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্ণীত আছে।

জীবগণের বাসের জন্য সর্ব্বসমেত একত্রিংশটী স্থান নির্দ্দিষ্ট। সর্ব্বনিম্ন স্থানের নাম নরক বা নিরয়। আটটী প্রধান নরকের উল্লেখ আছে—যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সংঘাত, রৌরব, মহা-রৌরব, তপন, প্রতাপন, ও অবীচি। এই আটটী নরক ব্যতীত আরও বহুতর ক্ষুদ্র নরকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

নরকের উপরে ইতরপ্রাণিগণের স্থান। তাহার উপরে প্রেতলোক এবং তৎপরে অসুর লোক। অসুরগণের মধ্যে রাহু সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত। নরক এবং তদুপরি কথিত তিন লোক অপায়লোক নামে কথিত। ইহা ভোগের স্থান।

একত্রিংশটী স্থান ব্যতীত আরও একটি লোক আছে, যেখানে প্রাণিগণ আপনাদের কর্ম্মফলানুসারে উচ্চ ও নীচগতি লাভ করিয়া থাকে। যে অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছে, তাহারও ঘোর অধোগতি হইতে পারে। কেবল বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং অর্হৎগণের অধোগতি হয় না।

নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—(১) বুদ্ধ (২) প্রত্যেকবুদ্ধ (৩) অর্হৎ (৪) দেব (৫) ব্রহ্ম (৬) গন্ধর্ব্ব (৭) গরুড় (৮) নাগ (৯) যক্ষ (১০) কুম্ভাণ্ড (১১) অসুর (১২) রাক্ষস, (১৩) প্রেত (১৪) নরকবাসী।

এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কেবল প্রথমোক্ত তিনটীই আমাদের আলোচ্য।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পূর্ব্বে চারিটি সোপানের উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ সোপানে অর্হৎগণ অবস্থিত। সামান্য মানব অপেক্ষা ইহাঁদের মানসিক শক্তি অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। ইহাঁরা অর্থ, ধর্ম্ম, নিরুক্তি এবং প্রতিভান এই চারি প্রকার প্রতিসম্ভিদা-সম্পন্ন। ইহা ব্যতীত ইহাদের পাঁচ প্রকার অভিজ্ঞা আছে। অভিজ্ঞা দ্বারা তাঁহারা অমানুষিক ও আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করিতে, পূর্ব্ব জন্মের

(পার্শ্বটীকা: অর্হৎ)

* ললিতবিস্তর, অঙ্গুত্তরনিকায় ও ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।

† মজ্ঝিমনিকায় ও ললিতবিস্তর।

কথা স্মরণ করিতে, পৃথিবীর সমুদয় শব্দ শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে, পৃথিবীর সমুদয় ঘটনা দর্শন করিতে এবং জীবগণের মৃত্যু, জন্ম, এবং পুনর্জন্ম কি ভাবে হয় তাহা বুঝিতে সমর্থ। ইহাঁদের আর এক প্রকার অভিজ্ঞা আছে, যাহাদ্বারা সমুদয় নীচ প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হয়। অর্হৎগণ এই আট প্রকার বিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান গুণ প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা বলে তাঁহারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলা হয়। অর্হৎগণের নিম্ন শ্রেণিস্থ অনাগামী প্রভৃতি এ অবস্থা লাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা আর্য্য সংজ্ঞা পাইবার অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে অর্হৎগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেক স্থলে আর্য্য, অর্হৎ, এবং শ্রাবক, এই তিনটি শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

পরবর্ত্তিকালে মহাযান-সম্প্রদায়িগণ প্রত্যেক শব্দে পুরাতন বৌদ্ধগণকে বুঝাইতেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতিও এ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

মহাযানগণ সমুদয় বৌদ্ধসন্তানগণকে যান বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন—(১) শ্রাবকযান, (২) প্রত্যেকবুদ্ধ যান এবং (৩) বোধিসত্ত্বযান। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক গ্রন্থে এই তিনটী যানের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ মতে স্থবির অর্থাৎ পুর্ব্বমতাবলম্বিগণ শ্রাবক, নির্জ্জনে চিন্তাপরায়ণ দার্শনিকগণ প্রত্যেকবুদ্ধ এবং সিদ্ধ, গুরু ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ বোধিসত্ব নামে অভিহিত।

যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ও মতবিরোধ আছে, কিন্তু শেষে সকলেরই চরম গতি এক। এই জন্যই তথাগত বলিয়াছেন, "আমি সকল জীবকেই নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব।" "সমুদয় জীব আমারই সন্তান।"

পুরাতন প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং মহাযান বৌদ্ধগণ সকলেই বলেন যে, অর্হৎ অপেক্ষা প্রত্যেকবুদ্ধ অনেক উচ্চে অবস্থিত। প্রত্যেকবুদ্ধও বুদ্ধের ন্যায় আপনার ক্ষমতাদ্বারা নির্ব্বাণপ্রাপ্তির উপযোগী জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ; কিন্তু ধর্ম্ম প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত নহে। তিনি সমুদয় বিষয় দর্শন করিতে সমর্থ নহেন এবং সর্ব্ব বিষয়ই বুদ্ধের নিম্ন আসনের অধিকারী। প্রাকৃতিক নিয়ম বলে বুদ্ধ এবং প্রত্যেকবুদ্ধ এক সময়ে বাস করিতে পারেন না।

বুদ্ধ কে তাহা জানিতে হইলে তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণ সমূহের আলোচনা করা আবশ্যক। বাহ্য লক্ষণের

বুদ্ধ

মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ৩২টী মহাপুরুষলক্ষণ। তাহার পরে ৮০ রকমের অনুব্যঞ্জন। ইহা ব্যতীত ২১৬ মাঙ্গল্য লক্ষণের কথা বর্ণিত আছে। বুদ্ধের প্রত্যেক পায়ে ১০৮টী করিয়া এই লক্ষণ বা চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। বুদ্ধগণ তাঁহাদের দেবচক্ষু দ্বারা প্রতিদিন ছয়বার পৃথিবী দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, গৌতমবুদ্ধের দেহ ১২ হাত আবার কেহ বা বলেন ১৮ হাত ছিল। সিংহল প্রদেশে আদম-শৈলশৃঙ্গে তাঁহার যে শ্রীপদচিহ্ন দেখা যায়, তাহা দৈর্ঘ্যে ৫ ফুটের অধিক এবং ২½ ফুট প্রশস্ত।

বুদ্ধের মানসিক গুণাবলী তিনভাগে বিভক্ত—(১) দশ বল (২) অষ্টাদশ আবেণিকধর্ম্ম এবং (৩) চতুঃ বৈশারদ্য। বলের সংখ্যা দশ হওয়াতে বুদ্ধের অন্য একটী নাম দশবল। উপযুক্ত বা অনুপযুক্ততার জ্ঞান, কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিফল, উদ্দেশ্যলাভের প্রকৃতপথ, বিভিন্ন ভূতের জ্ঞান প্রভৃতি দশ বলের উল্লেখ আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় ঘটনা দর্শন করার ক্ষমতা প্রভৃতি অষ্টাদশ আবেণিক ধর্ম্ম। নিম্নলিখিত চারিটি বৈশারদ্যের কথা দেখা যায়। যথা—(১) তথাগতের সর্ব্বদর্শনক্ষমতালাভ, (২) পাপহীনতা, (৩) নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অন্তরায় গুলির জ্ঞানলাভ এবং (৪) প্রকৃত মুক্তিপথ দেখাইবার ক্ষমতা।

বুদ্ধের অন্য নাম—জিন, সুগত, তথাগত, অর্হৎ, শাস্তা, ভাগবত, দশবল, লোকবিদ্, সর্ব্বজ্ঞ, নির্ভয়, নিরবদ্য, পুরুষদম্যসারথি, ষড়ভিজ্ঞ, অনুত্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্য্যসম্পন্ন, ইত্যাদি। এ সমুদয় নাম সকল সময়ের বুদ্ধগণের প্রতি প্রযোজ্য। বর্ত্তমান সময়ের বুদ্ধের কতকগুলি বিশেষ নাম আছে—শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্য, শাক্যপুঙ্গব, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, আদিত্যবন্ধু, সূর্য্যবংশ, আঙ্গিরস ও গৌতম ইত্যাদি।

পুরাতন বৌদ্ধ-শাস্ত্রগ্রন্থ-মতে বর্ত্তমান যুগের বুদ্ধের পূর্ব্বে আরও ২৪ জন বুদ্ধ গত হইয়াছেন। এই ২৪ জন গত বুদ্ধের নাম দীপঙ্কর, কৌণ্ডিন্য, মঙ্গল, সুমনা, রেবত, শোভিত, অনোমদর্শী, পদ্ম, নারদ, পদ্মোত্তর, সুমেধ, সুজাত, প্রিয়দর্শী, অর্থদর্শী, ধর্ম্মদর্শী, সিদ্ধার্থ, পুষ্য, বিপশ্যি, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কোণাগমন ও কাশ্যপ।

অতীতকালে যেমন বুদ্ধ ছিলেন, ভবিষ্যতেও সেইরূপে বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন। ভবিষ্যতে যিনি বুদ্ধ হইবেন তাঁহার নাম মৈত্রেয়। উপাধি—অজিত; বর্ত্তমানে ইনি তুষিতস্বর্গে বোধিসত্ত্বরূপে বাস করিতেছেন।

সমুদয় তথাগতই প্রায় সমতুল্য; তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে পরস্পরে কিঞ্চিৎ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক আকৃতি এবং আয়ুপরিমাণে ইতরবিশেষ আছে। কেহ বা ক্ষত্রিয়বংশে কেহ বা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। সকল বুদ্ধই একরূপ নীতি প্রচার করিয়াছেন। কালের আক্রমণে যখন প্রচারিত

সত্য অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখন একজন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষমতাবলে কোনও গুরুর সাহায্য বিনা, পূর্ব্বপ্রচারিত নীতি ও সত্যের পুনরাবিষ্কার করেন।

মহাযানসম্প্রদায়গণ আর একপ্রকার বুদ্ধের কথা বলেন। ইঁহারা ধ্যানীবুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। নাম যথা—বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি। ইঁহাদের আবার পঞ্চশক্তি বা পঞ্চতারা মহাযোগিনী আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে শাক্যমুনিই একমাত্র ঐতিহাসিক বুদ্ধ, ইঁহার পূর্ব্বে যাঁহাদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা কল্পিত।

আমরা বুদ্ধের বাহ্য লক্ষণ এবং আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সমালোচনা করিয়া বুদ্ধ কি প্রকার ব্যক্তি ছিলেন, তাহার যে মীমাংসা করিতে চাই তাহা বুদ্ধ নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দেবতা?" বুদ্ধ বলিলেন—"না"। "আপনি কি গন্ধর্ব্ব?" উত্তর পূর্ব্ববৎ। "আপনি কি যক্ষ?" উত্তর "না"। ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আপনি মানুষ?" বুদ্ধ বলিলেন "আমি মানুষও নহি।" তখন ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি কে?" তখন উত্তর হইল, "হে ব্রাহ্মণ, অবগত হও আমি বুদ্ধ।" অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধ মানুষের আকৃতি ধারণ করিলেও প্রকৃতিতে ও গুণে মানুষ নহেন। তিনি বুদ্ধ—কিন্তু মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব নহেন। বহু অবস্থা অতিক্রম করিলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

যিনি বুদ্ধ হইবার অধিকারী হইয়াছেন তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব বলা যায়। বোধিসত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ "বুদ্ধিমান্ জীব"।

বোধিসত্ত্ব

যাঁহার বোধি আছে, তিনিই বোধিসত্ত্ব; কিন্তু এই "বোধ" সম্যক্ সম্বোধিতে পরিণত হয় নাই। সেই অবস্থা লাভ করিলে বুদ্ধ হওয়া যায়।

বোধিসত্ত্বের তিন অবস্থা—অভিনীহার অর্থাৎ (বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির উচ্চ আকাঙ্ক্ষা), ব্যাকরণ (তথাগত কর্ত্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী যে তিনি বুদ্ধ হইবেন) ও হলাহল (বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরায় তাঁহার জন্ম হইবে না—এজন্য আনন্দধ্বনি। এই তাঁহার শেষ জন্ম,—পুনরায় জন্মগ্রহণরূপ ক্লেশ আর ভোগ করিতে হইবে না।) কেহ কেহ বোধিসত্ত্বের জীবনের কার্য্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যথা—মানস (অভিপ্রায়), প্রণিধান (দৃঢ়সঙ্কল্প), বাক্‌প্রণিধান (বাক্যদ্বারা সঙ্কল্পের প্রকাশ; এবং বিবরণ (অভিব্যক্তি)।

বুদ্ধের ন্যায় বোধিসত্ত্বও বহুনামে পরিচিত। তন্মধ্যে মহাসত্ত্ব নামটী সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক বোধিসত্ত্বের বিবরণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে মৈত্রেয়, লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী সমধিক বিখ্যাত।

যিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন, তাঁহার বহুজন্ম অতিক্রম করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বুদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম জন্মান্তরের কার্য্য ও গুণের শত শত প্রশংসা জাতক এবং অবদান নামক বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান ভদ্রকল্পের বুদ্ধ শাক্য মুনির পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে এরূপ অসংখ্য ইতিহাস ও গল্প, লিখিত ও প্রচলিত আছে।*

বোধিসত্ত্বের বহু নৈতিক এবং মানসিক গুণ থাকা আবশ্যক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান গুণ জীবের প্রতি দয়া।

পালি ধর্ম্মগ্রন্থে দশ পারমিতা বা মহাগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দান, শীল, নেক্খম্ম বা (নিষ্ক্রম বা সংসারত্যাগ), পঞ্‌ঞা (প্রজ্ঞা), বিরিয় (বীর্য্য), খন্তি (ক্ষান্তি), সচ্চ (সত্যবাদিতা), অধিট্‌ঠান (দৃঢ়সঙ্কল্প), মেত্তী (মৈত্রী বা মমতা), উপেক্খা (উপেক্ষা)।

এই সকল আধ্যাত্মিক গুণ ব্যতীত বোধিসত্ত্বের উচ্চ মানসিক গুণ থাকাও আবশ্যক। এই সকল গুণের নাম বোধিপক্ষধর্ম্ম; এই গুণ, সংখ্যায় ৩৭টী। এই সকল গুণ কেবল বোধিসত্ত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় এরূপ নহে। অর্হৎগণেরও এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। এই গুণগুলি সাত ভাগে বিভক্ত। যথা—

১। দেহ, অনুভূতি, উপস্থিত চিন্তা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে চারিপ্রকার 'স্মৃত্যুপস্থান' অর্থাৎ স্মৃতি বা চিন্তাশীলতা।

২। চারিপ্রকার সম্যপ্রধান (সম্যক্‌প্রহাণ) অর্থাৎ প্রয়োগ বা সৎচেষ্টা।

৩। চারি প্রকারের ইদ্ধিপাদ (ঋদ্ধিপাদ) বা অলৌকিক ক্ষমতা।

৪। পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

৫। পঞ্চ বাক্ (মানসিক শক্তি।)

৬। সাতপ্রকারের বোধি, বোধ্যঙ্গ বা সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি, অনুসন্ধিৎসা, উদ্যম, প্রীতি, শম, মনঃসংযম, সমাধি, উপেক্ষা।

৭। অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আট প্রকার পন্থা।

উপরি উক্ত গুণ ও ধর্ম্ম ব্যতীত বোধিসত্ত্বের অন্যান্য গুণের উল্লেখও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাবস্তু নামক

* পালি চরিয়া-পিটক এবং আর্য্যশূর রচিত জাতকমালা দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের ১০ প্রকার ভূমি বা অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চিষ্মতী, সুদুর্জ্জয়া, অভিমুখী, দূরঙ্গমা, অচলা, মধুমতী, ও ধর্ম্মমেঘা।

বোধিসত্ত্বের যেমন অসংখ্য গুণ থাকা আবশ্যক, তেমন তাঁহার অধিকারও অসংখ্য।

শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে সকল বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার অবতার হইয়াছে। ইঁহারা অশোকের পুত্র কুণালকেও এক অবতার মধ্যে পরিগণিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মনীতি।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নীতি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সাধুগণের আচরণ এবং ব্যক্তিগত বিবেকের উপর সংস্থাপিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মনীতি কেবল একমাত্র বুদ্ধের উপদেশ এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুগত। কিন্তু বুদ্ধ একটী যে ধর্ম্মনীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও বলা যায় না, কারণ তিনি নিজেই অনেক সময়ে প্রাচীন ঋষিগণের ধর্ম্মনীতির যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উচ্চ ধর্ম্ম ও নীতির জন্য জগতে বিখ্যাত ছিলেন।

বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম্মের কথা স্বীকার না করিলেও কার্য্যতঃ অনেক ধর্ম্মনীতি এবং সাধু ও সৎ আচার ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন যে প্রত্যেক ধার্ম্মিক গৃহপতি আর্য্য শ্রাবক পঞ্চবলি প্রদান করিবেন। পরিবার, অতিথি, পিতৃগণ, ভূস্বামী এবং দেবতাগণকে এই পঞ্চবলি বা উপহার দিতে হইবে।† এই উপদেশ যে স্মৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্বস্বীকার না থাকিলেও মহাত্মা বুদ্ধ অনেক সময়ে আত্মা বা বিবেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, অজ্ঞাতসারে হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধনীতির কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছে। অহিংসা, পিতামাতার ভরণপোষণ, এবং ভিক্ষাদান এই সকল নীতিও প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে যেখানেই ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, প্রায় সেখানেই পদ্যছন্দের ব্যবহার আছে। সমুদয় অংশ পদ্যে লিখিত না হইলেও কতক অংশ যে পদ্যে লিখিত ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এইসকল উপদেশ অনেকস্থলে বৌদ্ধধর্ম্মের মূলসূত্র হইতে বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে বিরুদ্ধমতপ্রকাশক। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে কেবল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না। ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করিতে হইলে কয়েকটী কথা মনে রাখিতে হইবে। (১) ভিক্ষু ও গৃহী উভয় শ্রেণীর জন্যই নীতি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (২) অর্হৎগণ কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণ নীতির অতীত। মুনির কোনরূপ আসক্তি থাকিবে না; প্রীতি কিংবা অপ্রীতিজনক কোন কার্য্য তিনি করিবেন না। যে পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত। ভিক্ষুধর্ম্মগ্রহণের জন্য যে আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে পারে এবং যে কিছুতেই স্ত্রীপুত্রের তত্ত্বাবধারণ করে না, সে অতি সৎ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া জগতের নিকট প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। অথচ অন্যান্য স্থানে ইহাও দেখা যায় যে স্ত্রীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্ধু বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে এরূপ বৈষম্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মনীতি বিষয়ে বিশেষ কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণের মধ্যে সৎ ও সুনীতি যেন অধিকতররূপে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্যই ইঁহাদের ধর্ম্মমত দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধগণের অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষেই হউক কি অন্য দেশেই হউক সকলস্থানেই নীতি দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে—(১ম) যে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শাস্তির ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং (২য়) যে সকল অনুশাসন পালন করিলে প্রশংসা, আদর অথবা পুরস্কার পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর নিয়মগুলি অবশ্য প্রতিপাল্য, কারণ তাহা না হইলে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ইঁহাদের নাম যম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুশাসনের নাম নিয়ম। নিয়ম সকল সময়ে সকলের অবশ্য প্রতিপাল্য নহে। তবে যিনি তাহা পালন করিতে পারিবেন, তিনি লোকসমাজে মহৎ ও আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মনীতির মধ্যে দশটী শিক্ষাবাদও এই রকমের। এই দশটীই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের অবশ্য প্রতিপাল্য। যাঁহারা গৃহী তাঁহাদের পক্ষে প্রথম পাঁচটী মাত্র। এই দশটী শিক্ষাবাদ দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে—

(১) জীবনাশ, (২) চৌর্য্য, (৩) ব্যভিচার, (৪) মিথ্যাবাদিতা,

† অঙ্গুত্তরনিকায় ২য়ভাগ ৬৮ পৃঃ।

(৫) মদ্যপান, (৬) অনিয়মিত সময়ে আহার, (৭) সাংসারিক আমোদ প্রমোদে যোগদান (৮) অলঙ্কার, অথবা বিলাসদ্রব্যের ব্যবহার (৯) বৃহৎ অথবা সাজসজ্জাপূর্ণ পালঙ্কের ব্যবহার ও (১০) অর্থগ্রহণ।

প্রথম পাঁচটী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু সে প্রয়োগের মধ্যেও ইতরবিশেষ আছে। ব্রহ্মচর্য্য বা ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীপুরুষসংসর্গ পরিহার, কিন্তু গৃহীর পক্ষে পরপুরুষ বা পরস্ত্রীগমন নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

যাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শিক্ষাবাদ ব্যতীত আরও অনেক কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের নৈতিক জীবন তিনভাগে বিভক্ত বলা যাইতে পারে। প্রথম দুইভাগ প্রায় দশশিক্ষাবাদের সমান। কিন্তু তৃতীয় অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর। এ অবস্থায় পশুবলি, ভবিষ্যৎবাণী বা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস প্রভৃতি নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের চতুর্থ আশ্রমে যতি বা মুক্ত দ্বিজগণের যে অবস্থা, শ্রমণগণের তৃতীয় অবস্থা তাহারই সমতুল্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশংসার বিষয় এই যে, কুসংস্কার এবং ঘৃণিত ধর্ম্মমত ইহাতে স্থান পায় নাই।

বৌদ্ধগণ কখনই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবাদিগণের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতেন না কিংবা অকারণে তাহাদিগকে কোনরূপে অসন্তুষ্ট করিতে চাহিতেন না। বুদ্ধ স্বয়ংও সর্ব্বদা সাধারণের মতের সম্মান করিয়া চলিতেন। তাঁহার কোন শিষ্যের অপরাধ তাঁহার নিকট বিচার্য্য-বিষয় হইলে তিনি এমনভাবে বিচার করিতেন যে সর্ব্বসাধারণের কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না। তিনি এরূপ কোন উপদেশ বা আদেশ প্রদান করিতেন না, যাহা অতি কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন দেবদত্ত, বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে শ্রমণগণ কখনও মৎস্য বা মাংসাহার করিতে পারিবে না, এই নিয়ম করা হউক, তিনি দেবদত্তের সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই।২

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, একজন জৈন বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—"দেখ, নির্গ্রন্থগণ (জৈনাচার্য্য) বহুদিন তোমার বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছেন, অতএব যখন তাঁহারা তোমার নিকট আসিবেন, তোমার তাঁহাদিগকে ভিক্ষাপ্রদান করা কর্ত্তব্য।" ইহাদ্বারা বুঝা যায়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বুদ্ধদেবের হিংসা ছিল না। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের নামে অক্রিয়া বা কুক্রিয়া করিত, তাহারা কখনও বুদ্ধদেবের শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই। সেই সময়ে আজীবক নামে এক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের অনেক কুক্রিয়ার কথা শুনা যায়। একদিন একজন বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিল যে কোনও আজীবক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারিয়াছে কি না? তিনি উত্তরে বলিলেন—"আমি ৯১ কল্পের কথা স্মরণ রাখি, ইহার মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজীবককে স্বর্গে দেখিয়াছি, সে, 'কর্ম্মবাদিন্' এবং 'কিরিয়বাদ' (ক্রিয়াবাদ) বুঝিত।"৩

বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যবহারিকনীতির বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা দুরূহ। ইহার দুইটী কারণ। প্রথমতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মনীতির আদর্শ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মের আদর্শে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রধানতঃ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। ক্রমে ইহা যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিল, তখন স্থান, কাল ও পাত্রবিশেষে নিয়মাদি অনেক ছাটিয়া কাটিয়া গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ ও উত্তরদেশীয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের যেরূপ মতবিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মহাযান এবং হীনযান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। মহাযানগণের ধর্ম্মগ্রন্থে অহিংসা ও দয়ার যেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থে ততটা দেখা যায় না। এই জন্য এই দুইটিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন।

মহাযান-বৌদ্ধগণের আদর্শ উচ্চ হইলেও তাঁহাদের একটী মহৎ দোষ ছিল। আপনাদের দয়া ও উদারতা সাধারণের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া, অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সে সকল গুণ নাই, ইহা দেখাইয়া অন্য সম্প্রদায়ীকে তীব্র আক্রমণ করিতে মহাযানেরা সর্ব্বদা তৎপর ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী হীনযান সম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁহাদের ব্যবহার ততটা উদার ছিল না।

মোটের উপর বৌদ্ধগণ ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উদারতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা বৌদ্ধসমাজের লোকদিগকে হিন্দুসমাজের ন্যায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম জগতে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

(২) মহাবগ্‌গ ৬।৩১।১৪, মজ্‌ঝিমনিকায় (১।৩৬৮) প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে অদৃষ্ট, অশ্রুত বা অসন্দিগ্ধ এরূপ মৎস্য ও মাংসগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। মহাবগ্‌গে মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব, কুকুর, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর ও তরক্ষুর মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (মহাবগ্‌গ ৬।২৩)

(৩) মজ্‌ঝিমনিকায় ১ম ভাঃ ৪৮৩ পৃঃ।

অনেক দেশেই দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে কতকগুলি লোক চতুর্দ্দিকেই সাংসারিক ও সামাজিক ভোগবিলাসের বাহুল্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া অথবা আপনারা মায়া-জীবনে যে প্রিয়তম আশা লইয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, তাহাতে নিরাশ হইয়া যখন সাংসারিক সুখের অসারতা ও অনিত্যতা বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহারা এই কপটতাপূর্ণ সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ও পবিত্র সুখান্বেষণে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ধর্ম্ম ও ঈশ্বরচিন্তারূপ পবিত্র কার্য্যে জীবন যাপন করেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের অতীত জীবন, ভারতবাসীর চিন্তাশীলতা এবং অত্যধিক পরিমাণে ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি কারণে এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মগ্রহণ-পিপাসা ভারতবর্ষেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

ভারতীয় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে যে চারি আশ্রমের প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যেই সন্ন্যাসধর্ম্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম অবস্থায় যখন গুরুগৃহে বাস করিতে হইত, তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের সমুদয় কঠোরতাই প্রতিপালন করিতে হইত। এই সকল প্রথাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী ইচ্ছা করিলে আজীবন শিষ্য ভাবে গুরুগৃহে বাস করিতে পারিতেন। এইরূপ ব্রহ্মচারী ও বৌদ্ধভিক্ষুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। যতি, মুক্ত, সন্ন্যাসী, এবং পরিব্রাজক ইত্যাদি নামেও ইঁহারা পরিচিত।

যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রকৃত সময় নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, কিন্তু সম্রাট্ অশোকের সময় যে বৌদ্ধ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল এবং বহু ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল,সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অশোকের অনুশাসন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা যায় অশোকের রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থে নির্গ্রন্থ এবং আজীবক সম্প্রদায়ের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত বৌদ্ধগণের বিরোধের বিষয়ও উহাতে বর্ণিত আছে। ইহাতে মনে হয় যে,এই তিন সম্প্রদায়ই একসময়ে বর্ত্তমান ছিল। এই সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধগণ সপ্তাহে একটী দিন ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব নিজে অতি অল্প সংখ্যক নীতি বা বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়েই প্রচলিত সাধারণের মত ব্যবহারের মধ্যে যাহা অদূষণীয় মনে করিতেন,তাহাই গ্রহণ করিতেন। তিনি নিয়ম বা বিধানের সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য দেখান নাই। তিনি নিয়মরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত ছিলেন।

সঙ্ঘের যে সকল বিধান দ্বারা মণ্ডলীর শাসন বা শাস্তিবিধান হইত, তাহার নাম 'পাতিমোক্‌খ' (প্রাতিমোক্ষ)। পালি ধর্ম্মগ্রন্থে যে পাতিমোক্‌খের বিধান আছে, তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য। ইহাই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের দণ্ডবিধি। সকল বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বিধানই একরূপ। তবে বিধানের সংখ্যার কম বেশী দেখা যায়। পালিগ্রন্থমতে সন্ন্যাসিগণের প্রাতিমোক্ষের সংখ্যা ২২৭; চীনদেশে প্রকাশিত ধর্ম্মগুপ্তসম্প্রদায় মধ্যে এই সংখ্যা ২৫০, তিব্বতে ২৫৩ এবং মহাব্যুৎপত্তিতে ২৫৯।

প্রাতিমোক্ষ

বুদ্ধদেবের আদেশ ছিল যে প্রতি মাসে দুইবার অর্থাৎ প্রতিপক্ষে একবার ঐ সকল নিয়মাবলী পঠিত হইবে। চারি জন ভিক্ষু যেখানে সমবেত হইতেন, সেখানেই এই আবৃত্তি হইতে পারিত। প্রত্যেক বিধানের আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন ভিক্ষু তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন কি না। লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্য ভাবে সভায় বলিতে হইবে।

প্রাতিমোক্ষ ব্যতীত ভিক্ষুগণের প্রতিপাল্য আরও কয়েকটী নিয়ম আছে। ইহাদের নাম ধুতাঙ্গ বা ধুতগুণ। দক্ষিণপ্রদেশীয় বৌদ্ধগণের গ্রন্থে ইহাদের সংখ্যা ১৩ এবং উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মতে ইহার সংখ্যা ১২। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

(১) পাংশুকূলিক—অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বসন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সমুদয় ভিক্ষুগণ এই নিয়ম প্রতিপালন করিতেন না। আরণ্যক ভিক্ষুগণই এই নিয়ম বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করিতেন।

(২) তেচিবরিক (ত্রৈচীবরিক)—প্রত্যেক ভিক্ষুর তিনটীর অধিক পরিধেয় থাকিতে পারিবে না।

(৩) পৈণ্ডপাতিক—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) 'সাবদানচারিয়া' (সাবদান-চর্য্যা) এক দ্বার হইতে অন্য দ্বারে নিয়মমতে ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) একাসনিক (ঐকাসনিক)—এক আসনে আহার করিতে হইবে।

৬। পত্তপিণ্ডিক (পাত্রপিণ্ডক)—একপাত্র হইতে আহার। (উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে এ নিয়ম নাই।)

৭। 'খলুপচ্ছাভত্তিক'—আহার্য্য দ্রব্য অসঙ্গত বোধ হইলে আহার না করা।

৮। আরণ্যক—বনে বাস করা।

৯। 'রুক্‌খমূলিক' (বৃক্ষমূলিক)—বৃক্ষ মূলে বাস করা।

১০। 'অব্‌ভোবাসিক' (অভ্যোবকাসিক) অনাচ্ছাদিত স্থানে বাস করা।

১১। 'সোসানিক (শ্মাশানিক) শ্মশানে অথবা তাহার সন্নিধানে বাস করা।

১২। 'যথাসন্থতিক' (যাথাসংস্তারিক)—যেখানে রাত্রি হইবে, সেইখানে শয্যা বিস্তার করা।

১৩। 'নেসজ্জিক' (নৈশয্যক) নিদ্রাকালেও শয়ন না করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় থাকা।

উক্ত নিয়মগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজন নহে। তবে পালন করিতে পারিলে উত্তম। অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসিনীগণের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। একাদশ হইতে ত্রয়োদশ তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গৃহীদের পক্ষে কেবল ৫ম ও ষষ্ঠ প্রতিপাল্য।

যে কোন পুরুষ অথবা রমণী সংসারের ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুজীবন যাপন করিতে অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদিগকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ে গ্রহণ করা হইত। এস্থলে জাতি বা মর্য্যাদার বিশেষত্ব ছিল না। কেবল দস্যু, তস্কর, ক্রীতদাস, যুদ্ধব্যবসায়ী এবং যাহারা ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত বা মহাপাপী এই সকল ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া হইত। সঙ্ঘে প্রবেশের নাম প্রব্রজ্যা এবং ভিক্ষুক বা শ্রমণ ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার নাম উপসম্পদা।

প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা

প্রব্রজ্যা-গ্রহণে যেরূপ দস্যু তস্করাদি অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ কুকর্ম্মান্বিত কতকগুলি লোককে দীক্ষা দেওয়া হইত না। রমণীগণের দীক্ষাগ্রহণে চতুর্বিংশতি প্রকার অন্তরায় ছিল।

প্রব্রজ্যা এবং দীক্ষা বা উপসম্পদার পার্থক্য লইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ অনেক সময়ে বড়ই গোল করিয়াছেন। তবে মোটামুটি এই বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগের নাম প্রব্রজ্যা এবং সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার নাম উপসম্পদা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে বুদ্ধদেব প্রথমতঃ যাইট জন শিষ্যকে ভিক্ষুপদে বরণ করেন, ইঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন। যখন বুদ্ধশিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রচার হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে অনেক লোক আসিয়া বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার দীক্ষা প্রার্থনা করিল। সেই সময় হইতে তিনি অনুমতি দিলেন যে, ভিক্ষুগণও এই দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই সময়েই মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন এবং কাষায়বস্ত্র পরিধানাদি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল।

এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণকারীকে তিনটীর আশ্রয় লইতে হইত—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।[৪]

প্রব্রজ্যাগ্রহণ এবং ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ এক সময়েই হইতে পারিত," ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।[৫] বৌদ্ধ বালকের সাত বৎসর পূর্ণ হইলে এবং পিতামাতার অনুমতি পাইলে সে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত। ২০ বৎসর বয়স না হইলে কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণে অধিকারী হইত না। সুতরাং শ্রামণেরদিগকে ১২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইত। এই সময়ে তাহারা দশ প্রকার শিক্ষাপাঠ অভ্যাস করিত।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কেহ যদি বৌদ্ধ সন্ন্যাস-গ্রহণে অভিলাষী হইত, তাহাকেও যথারীতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। পরীক্ষার জন্য তাহাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইত। এই সময়ের নাম 'পরিবাস'। চূড়াধারী অগ্নি উপাসক জটিল এবং শাক্যবংশ ব্যতীত আর কাহাকেও (পরিবাস ছাড়া) উপসম্পদা লাভ করিতে দেখা যায় নাই।

ভিক্ষুপদপ্রার্থী ব্যক্তিকে দশজন অথবা সময় বিশেষে পাঁচজন ভিক্ষুর সমক্ষে এক পরীক্ষা দিতে হইত। এই পরীক্ষার পূর্ব্বে পদপ্রার্থীকে কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র গ্রহণ ও একজন উপাধ্যায় বা গুরু মনোনয়ন করিতে হইত। ভিক্ষুগণের মধ্যে একজন সভাপতিরূপে দীক্ষাপ্রার্থীর পরীক্ষা করিতেন। যদি তিনি সন্তুষ্ট হইতেন, তবেই তিনি তথায় সমবেত ভিক্ষুগণকে উপস্থিত ব্যক্তির প্রার্থনা এবং তাঁহার উপযুক্ততা জানাইতেন। তাঁহাকে তুইবার স্বমত বলিতে হইত। ভিক্ষুগণ উপযুক্ত মনে করিলে তাঁহাদের মৌন দ্বারা সম্মতি জানাইতেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় ভিক্ষুপদপ্রার্থীকে ভিক্ষুমণ্ডলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আজীবন কেবল চারি প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য ভোগ এবং চারি প্রকার পাপ পরিহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। চারি প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু আবশ্যকীয় বলিয়া গণ্য হইত।

রমণীগণের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদিগকেও পুরুষের ন্যায় সকল নিয়মই প্রতিপালন করিতে হইত। (চুল্লবগ্‌গ ১০।১৭)

উপসম্পদা বা দীক্ষা প্রণালী সম্বন্ধেই উত্তর এবং দক্ষিণ

(৪) মহাবগ্‌গ নামক পালি গ্রন্থে ইহা 'ত্রিশরণগমন' বলিয়া অভিহিত। ভোট দেশীয় বৃৎপত্তিগ্রন্থে ত্রিশরণের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে—'বুদ্ধং দ্বিপদানামগ্র্যং, ধর্ম্মং বিরাগানামগ্র্যং, সঙ্ঘং গণানামগ্র্যং'।

(৫) দীপবংশ ১২।৩২।

প্রদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে সামান্য কিছু কিছু মতভেদ থাকিলেও মূল বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।৬

ভিক্ষুগণের পরিধেয় তিন ভাগে বিভক্ত—অন্তরবাসক, উত্তরাসঙ্গ এবং সঙ্ঘাতি। অন্তরবাসক কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে; কোমরের সঙ্গে তাহা কায়বন্ধন বা পেটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ইঁহার অন্যতর নাম নিবাসন। উত্তরাসঙ্গ উত্তরীয়ের কার্য্য করে, ইহা বক্ষ ও স্কন্ধদেশ আবরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সঙ্ঘাতির প্রকৃত ব্যবহার কি ছিল তাহার নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সংলগ্ন করিয়া পরিধেয় প্রস্তুত করা হইত। মগধের শস্যক্ষেত্রের অনুকরণই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হয়।

পরিধেয়

ভিক্ষুগণকে বস্ত্র বিতরণ করা গৃহীর পক্ষে পুণ্য কার্য্য। প্রত্যেক বৎসর বর্ষা অন্তে এইরূপ পরিধেয় বিতরণের নিয়ম আছে। এই বিতরণ কার্য্যের নাম "কঠিন"। ইহার নানারূপ নিয়ম ও প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে। গায়ের আচ্ছাদনের জন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করা ভিক্ষুগণের বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হইত। বৌদ্ধগ্রন্থে বিলাস দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) ও চটীজুতা ব্যবহারের ততটা নিষেধ নাই। ছাতা ব্যবহার বিশেষ কারণ ব্যতীত অনাবশ্যকীয়। পাখা ব্যবহারের অনুমতি আছে। (মহাবগ্‌গ ২-৪ ও চুল্লবগ্‌গ ৫।২২।২৩)

তিন রকম পরিচ্ছদ ব্যতীত নিম্নলিখিত দ্রব্যও ভিক্ষুগণের নিত্য ব্যবহার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। একটী ভিক্ষাপাত্র; কোমরবন্ধ, একটি সূচী (বোধ হয় ছিন্ন পরিচ্ছদ সেলাই করিবার জন্য), ক্ষৌরকার্য্যের জন্য একখানা ক্ষুর এবং একটী জলপাত্র।

উত্তরাঞ্চলের ভিক্ষুগণ একখানি লাঠী ব্যবহার করিতেন, তাহার নাম খক্‌খর। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে 'কত্তর' বলা হইত।

জপের মালা বৌদ্ধগণের মধ্যে এখন সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু এ ব্যবহার অল্পদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। জপের মালার ব্যবহারপ্রথা ভারতবর্ষে উৎপত্তি হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধেও ঘোর সন্দেহ আছে।

ভিক্ষুগণের বর্ষাকালে কোন এক স্থানে বাস করিবার বিধি ছিল। সে সময়ে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাঁহারা গৃহবাস করিতেন। কেহ কেহ বা একমাস পরে কোন পর্ণশালায় আশ্রয় লইতেন। উত্তর প্রদেশীয় ভিক্ষুগণ শ্রাবণের ১মদিবস হইতে কার্ত্তিকের ১মদিবস পর্য্যন্ত গৃহে বাস করিতেন।

বর্ষাবাস।

(৬) Waddell's Buddhism of Tibet, p. 178, 145, Hodgson's Nepal, p. 139, 145 দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সৃষ্টির প্রথম হইতেই এইরূপ বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। অনেকগুলি ভিক্ষুকে একত্র থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান সিংহলবাসী ভিক্ষুগণ বর্ষার সময়ে তাঁহাদের মঠ পরিত্যাগ করিয়া সময়োপযোগী স্থানে বাস করেন। কিন্তু বুদ্ধঘোষের বিবরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিবরণে দেখা যায় যে, ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য—বিহারের তত্ত্বাবধারণ, আপনাদের আহার ও পানীয়ের সংস্থান, বিগ্রহাদি মূর্ত্তির সেবা এবং অন্যান্য যথাবিহিত অনুষ্ঠান করা। ভিক্ষুগণকে প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে একবার দুইবার কি তিনবার বলিতে হইত, "আমি কেবলমাত্র তিনমাসের জন্য এই বিহারে বাস করিতে আসিয়াছি।"

এই ব্যবহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বর্ষাকালে যাহাতে ভিক্ষুগণ ভ্রমণ না করেন, সেই জন্যই এইকালে তাঁহাদের গৃহে বাস করার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ভিক্ষুদিগের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে। প্রথমতঃ তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। বনে, পর্ব্বতগুহায়, বৃক্ষমূলে, বা শ্মশানে, এইরূপ যে কোন স্থানে তাঁহারা বাস করিতেন। রাজগৃহের কোন সমৃদ্ধিশালী বণিক্ ইঁহাদের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইয়া বুদ্ধদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি এই প্রার্থনানুসারে ভিক্ষুদিগকে বিহার প্রভৃতি পাঁচ রকম বাসস্থানে বাস করিবার অনুমতি দেন এবং উক্ত বণিক্‌ও তাঁহাদের বাসের জন্য একদিনে ৬০ খানা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করান।

'বিহার' অর্থে কেবল বৌদ্ধমঠ বুঝায় না। ইহাদ্বারা মন্দিরও বুঝা যায়। হিউয়েনসিয়াং বলেন, সিংহলে ভিক্ষুগণের বাসস্থানের নাম পর্ণশালা এবং যেখানে দেব দেবী প্রভৃতির পূজা হয় তাহার নাম 'বিহার'। ভিক্ষুগণের বাসস্থানের অন্যতর নাম "সঙ্ঘারাম"। প্রত্যেক বৌদ্ধমঠের মধ্যে বিহার ছিল। যথা নালন্দা এবং সারনাথের বিহার।

বিহার

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এবং সিংহলে সঙ্ঘারামের প্রকৃত বিবরণ আমরা চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের লিখিত গ্রন্থ হইতেই দেখিতে পাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, যাঁহারা মঠে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে "আবাসিক" বলিত। রাজা এবং ধনী লোকদিগের দানশীলতার জন্য শ্রমণদিগকে মঠের ব্যয়ের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইত না।

ভিক্ষুগণের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য—পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মসূত্রপাঠ এবং ধ্যানধারণা। কোন মঠে আগন্তুক (অন্য স্থানের অপরিচিত ভিক্ষু) আগমন করিলে মঠবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেন। তাঁহার

ভিক্ষুগণের কর্ত্তব্য

বস্ত্রাদি বহন করিয়া লইতেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জল দিতেন, গাত্রে মর্দ্দনজন্য তৈল দিতেন এবং নিয়মিত সময়ে যে নিয়মিত আহার নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা প্রদান করিতেন। আগন্তুক অল্পকাল বিশ্রামলাভ করিলে, তিনি কতদিন ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইত। প্রশ্নের উত্তর পাইলে তাঁহার জন্য নিদ্রার ও বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাঁহার মর্য্যাদা অনুসারে যে সকল পরিচর্য্যা বিহিত ছিল, তাঁহাকে সেইরূপ সেবা করা হইত। গমিক (যাঁহারা গমনোদ্যত), পিণ্ডচারিক (ভিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত) এবং আরণ্যক (অরণ্যবাসী) ভিক্ষুগণের জন্য বিভিন্ন প্রণালীর অভ্যর্থনা এবং পরিচর্য্যা বিধিবদ্ধ আছে। (চুল্লবগ্‌গ)

মঠের কার্য্য-প্রণালী নিয়মিত করিবার জন্য উপযুক্ত ভিক্ষুগণ সঙ্ঘকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এই সকল কার্য্য নানা ভাগে বিভক্ত ছিল। খাদ্যবিভাগ, বাসস্থাননির্দ্দেশ, ভাণ্ডাররক্ষা, বস্ত্রাদিরক্ষা, পরিচ্ছদ প্রদান, বর্ষাকালের জন্য স্বতন্ত্রভাবে পরিচ্ছদ রক্ষা, মঠস্থ উদ্যানের তত্ত্বাবধারণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানারূপ কার্য্য নানাজনের উপর ন্যস্ত থাকিত। সর্ব্ব বিষয়েরই সুনিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল; সুতরাং কোনরূপ গোলযোগ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কোন কোনও সঙ্ঘে লোক নিযুক্ত থাকিত না। যখন আবশ্যক হইত, তখন ভিক্ষু বিশেষের উপর সাময়িক কর্ম্মভার ন্যস্ত হইত। দৃষ্টান্তস্থলে "নবকর্ম্মিক" পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষুদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রস্তুত হইয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধারণের জন্য এক জন উপযুক্ত ভিক্ষু প্রার্থনা করিতেন, তখন একজনকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করা হইত।

মঠের কার্য্যপ্রণালী

প্রাচীন কালে, জ্ঞান ও বয়সের ছোটবড় লইয়া ভিক্ষুগণের পদমর্য্যাদার কোন ইতর বিশেষ ছিল না। তাই বলিয়া যে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল না এমত নহে। কার্য্যভেদে শ্রেণীভেদ হইত। যাঁহারা বয়সে প্রাচীন তাঁহারা 'স্থবির', যাঁহারা নবীন তাঁহারা 'দহর' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইহা ব্যতীত উপাধ্যায় (শিক্ষাদাতা), সার্দ্ধবিহারী (সদস্য), আচার্য্য (অধ্যাপক) এবং অন্তেবাসী (শিক্ষার্থী) এই কয়েক শ্রেণীতে ভিক্ষুগণ বিভক্ত ছিলেন। সিংহলেও এইরূপ শ্রেণী বিভাগ ছিল, কিন্তু তথায় মহানায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একজন ভিক্ষু সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন করিতেন। মহাযানদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল না।

ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, চিনি, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ এবং দধি প্রভৃতি খাদ্য ভিক্ষুগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কেহ পীড়াগ্রস্ত হইলে আবশ্যক মতে ইহার যে কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেন। অন্যস্থলে আবার ইহাও দেখা যায় যে, তিন প্রকারে পবিত্র হইলে মৎস্য এবং মাংস আহার করা যাইতে পারে। সেই তিন প্রকার এই—অদৃষ্ট, অশ্রুত এবং অসন্দিগ্ধ। এই নিষেধের কোন কার্য্যকারিতা নাই। কথিত আছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং শূকরের মাংস আহার করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে বৌদ্ধেরা এ সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের পথানুসরণ করিয়া চলিতেন। মৎস্য মাংস ব্যবহারে ব্রাহ্মণদিগের যেমন কতকটা বাধা আছে, ভিক্ষুদের পক্ষেও তদনুরূপ কতকটা নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র। সেই সময়ে দেশে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বৌদ্ধগণ আপনাদের সমাজে তাহারই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভিক্ষুগণের খাদ্য

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ (পুরুষ অথবা রমণী) ব্রহ্মচারিগণের ন্যায় আপনাদের আহারীয় দ্রব্য ভিক্ষাদ্বারাই সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু প্রভেদ ছিল এই যে, ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা প্রার্থনা করিত, কিন্তু ভিক্ষুগণের প্রার্থনা করার রীতি ছিল না, যদি ইচ্ছা করিয়া কেহ কিছু দিত, তবে তাহাই গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল।

পীড়া হইলে ঔষধ ব্যবহার করার বিধি ছিল। এই সময়ে ঘৃত মাখন, তৈল, মধু, শর্করা ও ঔষধ স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারা যাইত। নানারূপ ঔষধ প্রস্তুত করার বিধি, এবং বিবিধ প্রকার অস্ত্রের বিবরণ বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, সে সময়েও চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। (মহাবগ্‌গ)

প্রাতিমোক্ষ প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত। এই প্রত্যেক অংশের অল্প কি অধিক সংখ্যক বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রাতিমোক্ষ বা দণ্ডবিধি

১ম। যে সকল অপরাধের শাস্তি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ, কঠিন অপরাধ করিলে এই শাস্তি প্রদান করা হইত। সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থই এ সম্বন্ধে একমত। অপরাধের বিবরণ (১) কামরিপুর বশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, (২) চৌর্য্য (৩) প্রাণনাশ এবং (৪) অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়া প্রকাশ করা।

২য়। ত্রয়োদশ প্রকারের অপরাধ। শাস্তি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ।

৩য়। এই বিভাগে অনিশ্চিত অপরাধ সম্বন্ধে দুইটি বিধান আছে।

৪র্থ। এই বিভাগে ত্রিশটি অপরাধের উল্লেখ আছে। নানাগ্রন্থে নানারূপে সন্নিবেশিত। দণ্ডগ্রহণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত।

৫ম। এই শ্রেণীতে ৯২টী অনুশাসনের কথা আছে। এ সকল অপরাধকারীর শাস্তি প্রায়শ্চিত্ত। চীন দেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে

এবং ব্যুৎপত্তি নামক গ্রন্থে কেবলমাত্র ৯০টির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ। চারিপ্রকারের অপরাধ—অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করিলেই প্রতীকার হয়।

৭ম। শিক্ষাকার্য্য—নানা বিষয়ের নিয়মাবলী, উদ্দেশ্য, সভ্যতা ও সদাচার শিক্ষা। পালি গ্রন্থে ইহাদের সংখ্যা ৭৫, চীনদেশীয় গ্রন্থে ১০০ শত এবং ব্যুৎপত্তিতে ১০৬।

৮ম। আইন বিষয়ক সাতটী নীতি।

স্ত্রী ভিক্ষুগণের জন্যও এই সকল বিধি প্রবর্ত্তিত আছে। তবে শ্রেণী বিভাগে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় মাত্র। কোন সমাজে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহা সঙ্ঘারামের শাসন বিধান করা আবশ্যক। বৌদ্ধসঙ্ঘেও শাস্তির বিধান আছে। তাহা কঠিন না হইলেও যথেষ্ট। সর্ব্বপ্রধান শাস্তি সঙ্ঘ হইতে বহিষ্করণ। তাহার নিম্নস্তরের শাস্তি কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বাসন। আর এক প্রকার শাস্তির নাম নিঃসারণ। নির্ব্বাসন এবং নিঃসারণের পার্থক্য উপলব্ধি করা কঠিন। নির্ব্বাসন পরিবাদ এবং নিঃসারণ প্রভৃতি দণ্ডের পরে যখন ভিক্ষুদিগকে পুনরায় সঙ্ঘে গ্রহণ করা হইত, তখন ভিক্ষুগণ একত্র হইয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, অপরাধীর শাস্তি হইয়াছে কিনা। এই সময়ে ২০ জন বা ততোধিক সংখ্যক ভিক্ষুর সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মদণ্ড নামে আর এক প্রকার অদ্ভুত শাস্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্তির কিছুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব, চণ্ডনামা এক ব্যক্তির প্রতি এই শাস্তি প্রদান করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন। আনন্দ তখন জানিতেন না ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে। জিজ্ঞাসা করায় বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "চণ্ড যাহা খুসী বলুক, ভিক্ষুগণের মধ্যে কেহ যেন তাহার সহিত কথা বলে না' এবং তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান বা কোন অনুরোধ করে না।" এই শাস্তি দ্বারা চণ্ডের অনুতাপ জন্মিয়াছিল। ইহা হইতেই এই শাস্তি প্রচলিত হয়।

অপরাধ স্বীকার করা অন্যতম শাস্তি। প্রথমতঃ নিয়ম ছিল যে যখন ভিক্ষুগণ প্রতি পক্ষে একত্র সমবেত হইতেন, তখন এই স্বীকারোক্তি করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয় এবং কার্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া শেষে নিয়ম হয় যে, বয়োজ্যেষ্ঠ কোন ভিক্ষুর নিকট স্বীকার্য্য অপরাধের স্বীকারোক্তি করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দীক্ষাকালে তিনটীর শরণ লইতে হইত। বৌদ্ধগণের তাহাই প্রধান উপাস্য

উপাস্য। ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয়—বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ আছে যাহা বৌদ্ধগণের নিকট সম্মান ও অর্চ্চনার বিষয়। সাধু-মহাত্মগণের পবিত্র স্মৃতির পরিচায়ক কোন দ্রব্য এবং তাঁহাদের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভাদি। এই সমুদায়ের সাধারণ নাম ধাতু। ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত। শারীরিক, উদ্দেশিক এবং পারিভোগিক। শারীরিক ধাতু শরীর সম্বন্ধীয়। উদ্দেশিক—স্মরণ উদ্দেশ্যে যাহা সংস্থাপিত। পারিভোগিক—যে সকল দ্রব্য বুদ্ধদেবের ব্যবহারে লাগিয়াছে।

ত্রপুষ এবং ভল্লিক নামে দুইজন বণিক্ বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে স্মরণার্থ কেশগুচ্ছ প্রদান করেন। ইহাই সর্ব্বলোকের প্রাচীনতম পবিত্র স্মৃতি। কেহ কেহ বলেন, এই সাধু বণিক্দ্বয় নখ এবং চুল ব্যতীত তাঁহার পাত্র, এবং তিনটী পরিচ্ছদও পাইয়াছিলেন।

সিংহলেও এইরূপ কেশস্মৃতির বিষয় কথিত আছে। কনোজ, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অনেকস্থলে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখরূপ পবিত্র স্মৃতি সংরক্ষিত আছে এবং সেখানে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কনোজের এই স্তূপ ও পবিত্র স্মৃতি সম্বন্ধে বৌদ্ধসমাজে অনেক অলৌকিক কথা প্রচারিত ছিল। সৎকারের পরে শরীরের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সর্ব্বপ্রধান শারীরিক স্মৃতি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার শরীরের অবশেষ-স্মৃতি লইয়া রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকল্প, রামগ্রাম, বেহাদ্বীপ, পাবা, এবং কুশীনগর এই আটটী স্থানে আটটি স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এই অষ্টস্তূপ ব্যতীত বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ দ্রোণ এবং মৌর্য্যবংশীয়েরা দুইটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধদেবের একটী দন্ত স্বর্গে, একটি গান্ধারে, একটি কলিঙ্গে এবং অন্য একটি নাগলোকে অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

কাবুল নদীর দক্ষিণদিকে নগর নামক স্থানে যত পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের কথা শুনা যায়, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। হিদ্দ নগরীতে বুদ্ধদেবের মস্তকের অস্থি এবং চক্ষুগোলক স্বরূপ পবিত্র স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনটি বিহার প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিংহল প্রভৃতি দক্ষিণদেশেও পবিত্র স্মৃতির অভাব নাই। সিংহলে দন্তস্মৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত জিনের অর্থাৎ বুদ্ধদেবের স্কন্ধদেশের অস্থিও সেখানে রক্ষিত আছে বলিয়া তথাকার বৌদ্ধগণের বিশ্বাস। থের সরভু ইহা শ্মশান হইতে লইয়া গিয়া সিংহলে রক্ষা করেন। রুয়ানবেলী নামক স্থানে বুদ্ধদেবের অস্থি সংরক্ষিত আছে, ইহাও প্রসিদ্ধ কথা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বুদ্ধগণের কোন শরীরাবশেষস্মৃতি কোনও স্থানে রক্ষিত আছে বলিয়া ততটা শুনা যায় না। শ্রাবস্তী

নামক স্থানে একস্তূপে কাশ্যপ বুদ্ধের সমুদয় অস্থি সংরক্ষিত আছে বলিয়া শুনা যায় মাত্র। পরবর্ত্তী সাধু এবং ভিক্ষুগণের অনেক স্মৃতি অনেক স্থানে রক্ষিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ বৈশালীর নিকটে আনন্দের অর্দ্ধশরীরোপরি একটি স্তূপ বিনির্ম্মিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অপরার্দ্ধ শরীর মগধে পবিত্র স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। মথুরা নগরে সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন, পূর্ণমৈত্রায়ণীপুত্র, উপালী, আনন্দ এবং রাহুলের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্তূপ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই স্থানে উপগুপ্তের নখ পবিত্র স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত এবং মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বের স্মৃতিসংরক্ষণ জন্যও একটি স্তূপের কথা শুনা যায়।

বুদ্ধ এবং সাধুগণ যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহাও বৌদ্ধসমাজে অতি ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া থাকে। কোন্ সময় হইতে এই ভক্তি ও পূজার আরম্ভ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, মধ্যযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই উত্তর এবং দাক্ষিণভারতে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছিল।

ফা-হিয়ান্ যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তিনি নগরের নিকটে চন্দনকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের যষ্টি দেখিয়াছিলেন। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬ কি ১৭ ফুট হইবে। এই স্থানের অনতিদূরে আর একস্থলে এক মন্দিরে বুদ্ধের সজ্বাতি দেখিয়াছিলেন। হিউয়েন্‌সিয়াং এই স্থানে সজ্বাতি এবং কাষায় উভয়ই দেখিয়াছিলেন।

তীর্থপর্য্যটক ফা-হিয়ান্ বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র পেশোয়ারে দেখিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পবিত্র স্মৃতিরক্ষক এই ভিক্ষাপাত্র সর্ব্বসাধারণ দ্বারা পূজিত হইত। দুই শতাব্দী পরে ইহা পারস্যাধিপতির অধিকারে ছিল। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই ভিক্ষাপাত্র প্রথমে বৈশালীতে ছিল। ফা-হিয়ান্ বলেন যে, তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছেন যে, এই ভিক্ষাপাত্র পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে তোখারিস্থান, খোটান, করাচর, চীন, সিংহল এবং ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তুষিত দেবতাগণের স্বর্গে গমন করিবে।

সিংহল-ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক পরিভোগ-স্মৃতিচিহ্নের বিবরণ দেখা যায়। বুদ্ধ ককুসন্ধের (ক্রকুচ্ছন্দ) পানপাত্র, কোনাগমনের কোমরবন্ধ এবং কাশ্যপ ও গৌতমবুদ্ধের স্নানবস্ত্রের কথা সবিস্তার উল্লেখ আছে।

দাক্ষিণাত্যে কোঙ্কণপুরে ৭ম শতাব্দীতে একটি বিহার ছিল। এই বিহারে সিদ্ধার্থের বাল্যকালের মস্তকাবরণ সংরক্ষিত ছিল। ভক্তগণ ইহা সপ্তাহে একদিন (বিশ্রাম দিনে) দেখিতে পাইতেন এবং ইহা পূজা করিতেন। যে চীনপরিব্রাজক এই সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলেন বামিয়ান নামক স্থানে স্থবির মানবাসিকের লৌহপাত্র এবং পরিচ্ছদ রক্ষিত ছিল। মণি নির্ম্মিত বলিয়া পরিচ্ছদটী লোহিতাভ বর্ণের ছিল। প্রবাদ এইরূপ, যতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতি পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে, এই পরিচ্ছদও ততদিন থাকিবে।

আর একরকম স্মৃতির কথা উল্লেখ আছে। ইহাকে ছায়া-স্মৃতি বলা যাইতে পারে। অনেক স্থলে গুহা বিশেষে বুদ্ধদেব, বা বোধিসত্ত্ব ছায়া রাখিয়া গিয়াছেন—ইহা ভক্তগণকে দেখান হইত। কৌশাম্বী, গয়া এবং নগর এই তিন স্থানের কথাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৌশাম্বীর গুহা বর্ত্তমান থাকিলেও হিউএন্‌সিয়াং সেখানে ছায়া দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি গয়াধামে ছায়াদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ বলেন যে, বুদ্ধের এই ছায়া প্রায় তিনফুট লম্বা হইবে। এবং তৎকালে তাহা বেশ পরিষ্কার দেখা যাইত। নগরের নিকটবর্ত্তী গুহায় বুদ্ধের ছায়া সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই গুহায় নাগ গোপাল বাস করিতেন এবং বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই গুহায় আপনার ছায়া রাখিয়া যান। গুহার প্রবেশদ্বারে দুইখানে সমচতুষ্কোণ প্রস্তর ছিল, তদুপরি তথাগতের পদচিহ্ন দেখা যাইত।

বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ে ভারতবর্ষ যে স্থপতি ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, অদ্যাপি তাহা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ববিদ্-গণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে এবং আরও বহুদিন থাকিবে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি স্তূপ, মন্দির, মূর্ত্তি, স্মৃতিস্তম্ভ বা চৈত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আমূলবিবরণ প্রকাশের স্থান এখানে অসম্ভব। যাহা বিশিষ্টরূপে ধর্ম্মাদি ব্যাপারের সহিত সংসৃষ্ট, তাহারি স্থূল বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

চৈত্য, বিহার

ধর্ম্মমন্দির বা মঠের সাধারণ নাম চৈত্য। চৈত্য বলিলে কেবল ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির বুঝায় না, ইহাদ্বারা পবিত্র বৃক্ষ, স্মৃতিপরিচায়ক প্রস্তর, পবিত্র স্থান, মূর্ত্তি বা খোদিতলিপি এ সমুদয়ই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং পবিত্র ধর্ম্মগৃহ মাত্রেই চৈত্য, কিন্তু চৈত্য হইলেই তাহা কোন গৃহ বা মন্দির হইবে না।

এইরূপ পবিত্র মন্দিরের মধ্যে বিহার এবং স্তূপই প্রধান; মঠ অথবা জীবিত বুদ্ধগণের বাসস্থান কিম্বা মূর্ত্তিসমন্বিত মন্দিরকে সাধারণতঃ বিহার বলা যাইতে পারে। নেপালে চৈত্য ও বিহারের যে পার্থক্য ধরা হয় তাহার বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাহাদের মধ্যে যেখানে আদিবুদ্ধ বা ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি আছে তাহা চৈত্য এবং যেখানে শাক্যদেব, অন্যান্য সাত জন মানুষী-

বুদ্ধ অথবা সাধুদের মূর্ত্তি আছে তাহার নাম বিহার। নেপালী চৈত্যের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয়, এই চৈত্য-স্তূপ ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। স্তূপের পালিনাম থুপ।

স্তূপ

ধাতুগর্ভ বা গর্ভ, স্তূপের একার্থক বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে স্তূপের একাংশকে গর্ভ বলে অর্থাৎ যেখানে পবিত্রস্মৃতি সংরক্ষিত হয় উহাই গর্ভ। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সমাধির উপরে স্মৃতিসংরক্ষণ জন্য স্তূপ নির্ম্মিত হইত, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন এবং ইহা সম্ভবপরও বোধ হয়। স্তূপের ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং গোলাকার উভয়ই হইতে পারে। ইহার উপরে একটী গম্বুজ এবং গম্বুজের উপরে বিপরীতভাবে সংস্থাপিত একটী পীরামিড্ বা চূড়া। পীরামিড্‌টী একটী ক্ষুদ্র 'গল' দ্বারা সংলগ্ন। সর্ব্বোপরি একটী বা দুইটী ছত্র এবং ছত্রের উপরিভাগ পতাকা ও পুষ্পমালা ইত্যাদি দ্বারা পরিশোভিত।

কার্লির গুহামন্দিরে যে স্তূপ দেখা যায়, তাহা উপরি উক্ত প্রকারে নির্ম্মিত। ইহার উপরিভাগে এখনও কাষ্ঠনির্ম্মিত ছত্রের চিহ্ন দেখা যায়।

সিংহলের এবং নেপালের প্রাচীন চৈত্যগুলিরও আকার এইরূপ। সিংহলের কোন কোন স্তূপের উপরিভাগে খর্ব্বাকৃতি গুম্বজ দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আকৃতি জলবুদ্বুদের ন্যায় এবং তদুপরি ক্রমান্বয়ে তিনটি ছত্র সংস্থাপিত।

ছত্রের সংখ্যা অথবা পীরামিডের বিভিন্ন স্তরগুলি ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগনির্দ্দেশক। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রদেশীয় বৌদ্ধেরাই অনেক স্তূপের মধ্যে মেরুপর্ব্বতের প্রতিকৃতি দেখিতে পাইয়া থাকেন।

চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা যখন ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছেন, তখন দেশের নানাস্থানে স্তূপ ও চৈত্য ছিল। এখন তাহাদের অনেকের অস্তিত্ব মাত্র নাই এবং কোন কোন স্থলে ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

হিউয়েন্‌সিয়াং যখন তীর্থপর্য্যটন করিতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন অনেক বিহার এবং সঙ্ঘারাম ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার লিখিত বিবরণে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু তাহার দুই শতাব্দী পূর্ব্বের বিবরণে দেখা যায় যে, সে সকল অভগ্ন অবস্থাতেই ছিল। পেশোয়ার নগরের সুবৃহৎ স্তূপ ৪০০ হাতেরও অধিক উচ্চে ছিল। হিউয়েন্‌সিয়াং যখন তাহা দেখিয়াছেন তাহার পূর্ব্বেও তিনবার এই বৃহৎ স্তূপ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে। এই স্তূপ মহারাজ কণিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত হয়। মানিকিয়ালের স্তূপও এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। পুষ্কলাবতীতে দুইটি স্তূপ সম্রাট্ অশোকের সময় নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র দেবতা বহুমূল্য প্রস্তরে বিনির্ম্মিত দুইটি স্তূপ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা অবশ্য ঐতিহাসিকগণ কখনও বিশ্বাস করিবেন না। উপরি উক্ত স্তূপসমূহের ভগ্নাবশেষ মাত্র হিউএন্‌সাং দেখিয়াছিলেন।

অশোকাবদানে লিখিত আছে যে সম্রাট্ অশোক ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা বা স্তূপ এবং বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পরে যে স্তূপাষ্টক নির্ম্মিত হয়, তাহার মধ্যে সাতটির দ্বার অশোককর্ত্তৃক উন্মুক্ত হয়। কেবল রামগ্রামের স্তূপের দ্বার তিনি উন্মুক্ত করিতে পারেন নাই।

বারাণসীর নিকট সারনাথের বিহার এবং স্মৃতিপ্রাসাদসমূহ ৭ম শতাব্দীতেও অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এখন তাহা ভগ্নাবশেষে পরিণত। সেখানকার একটি মন্দির এখন জৈনগণের অধিকারে।

কেবল যে সাধু এবং ধার্ম্মিকগণের স্মরণার্থে স্তূপ বিনির্ম্মিত হইত তাহা নহে। মথুরায় সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং আনন্দের উদ্দেশ্যে এরূপ স্তূপ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। অভিধর্ম্ম, বিনয়, এবং সূত্রগ্রন্থের উদ্দেশ্যেও স্তূপ নির্ম্মিত হইবার বিবরণ পাওয়া যায়।

কপিলবস্তুতেও কতকগুলি স্মৃতিপরিচায়ক স্তূপ এবং বিহারের কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। মধ্যযুগে মগধেও স্তূপের অপ্রাচুর্য্য ছিল না।

সিংহলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন স্তূপের নাম মহাথূপ। দুট্‌ঠগামনির সময়ে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের উপরে এই স্তূপ বিনির্ম্মিত হয়। ইহা অনুরাধপুরের উত্তরে সংস্থাপিত এবং তিনশত হাত উচ্চ ছিল। ইহার নিকটেই অভয়গিরির প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম বর্ত্তমান ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্তূপ, বিহার এবং প্রাসাদ ইত্যাদির সংখ্যাও সিংহলে নিতান্ত কম নহে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিপূজার বিবরণ দেখা যায় না। তাঁহার পদচিহ্ন, আসন, বেদী বা চক্র প্রভৃতির নিকটেই লোক বুদ্ধদেবের উপস্থিতি কল্পনা করিয়া তাহার পূজা ও ভক্তি করিত, এইরূপ বিবরণই পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস যে, অশোকের রাজত্বের পর হইতে মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না, তবে নানা প্রকার প্রবাদ এবং উপন্যাস প্রচলিত আছে। সকল অর্চ্চনার যথাযথ আলোচনা এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা এই প্রবন্ধে অসম্ভব। য়ুরোপীয়

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, খৃষ্ট জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে কিম্বা তাহার পরে মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব হইতেই যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল, আলেক্সান্দারের সময়ে গ্রাক লিখিত কাহিনী হইতেও তাহা জানা যায়। তবে সম্রাট্ কণিষ্কের সময় হইতেই এই প্রথা সমুদয় ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মপিপাসু চীনপরিব্রাজকগণ তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে শত শত বার বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ফা-হিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সাঙ্কাশ্য নামক স্থানে বুদ্ধদেবের দশহস্ত পরিমিত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং হিউয়েনসিয়াংও খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া যান। ইনি পেশোয়ারে দ্বাদশহস্ত পরিমিত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির দর্শন লাভ ও পূজা করিয়া যান। এই মূর্ত্তি কনিষ্কস্তূপের অতি সন্নিহিত ছিল এবং রাত্রিকালে ইহা স্তূপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সময়ে বুদ্ধ দেবের উপবিষ্ট প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। বামিয়ান্ নামক স্থানে এই অবস্থার একটি মূর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা না কি প্রায় এক সহস্র ফুট পরিমাণে ছিল। হিউএনসিয়াং বলেন যে, তিনি কুশীনগরের শালবনের মধ্যে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অবস্থাপরিচায়ক আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের চিত্রিত প্রতিকৃতির সংখ্যাও মধ্য যুগে নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ ততটা দেখা যায় না। হিউএন্সিয়াং পেশোয়ারে এক খানি প্রতিকৃতি দেখিয়াছিলেন। তাহার শিল্পচাতুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তিনি বিমোহিত হইয়াছিলেন। ইহারই নিকটে তিনি বুদ্ধ দেবের দুইটি মূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন, একটীর দৈর্ঘ্য ছয় এবং আর একটির দৈর্ঘ্য চারিফুট।

বৌদ্ধ ভক্তগণ কেবল শাক্যমুনিকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়াই বিরত হয়েন নাই; তাঁহারা পূর্ব্ব-বুদ্ধগণের মূর্ত্তিও পূজা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে শাক্যবুদ্ধেরমূর্ত্তির সহিত তিন হইতে ছয় জন গতবুদ্ধের মূর্ত্তি দেখা যায়। ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধ মৈত্রেয়ের প্রতি তাহাদের ভক্তি আরও বেশী। ইনি বর্ত্তমানে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বর্ত্তমান। ইহাঁর অনেক মূর্ত্তি দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি উত্থানের রাজধানীর সন্নিহিত উপত্যকায় ছিল। ইহা ৯০ হাত উচ্চ এবং স্বর্ণবর্ণ কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব এখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন নাই; সুতরাং যে শিল্পী এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অর্হৎ মধ্যান্তিকের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তুষিত স্বর্গে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বের শারীরিক পরিমাণ এবং বর্ণ ইত্যাদি দর্শন করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধগণ কেবল বোধিসত্ত্বমৈত্রেয়ের মূর্ত্তিপূজা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ইহাঁরা অবলোকিতেশ্বর এবং মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বেরও মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। ফা-হিয়ান্ বলেন, তিনি মথুরার মহাযান সম্প্রদায়কে প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিতে দেখিয়াছেন। দুই শতাব্দী পরে হিউয়েনসিয়াং পরিভ্রমণ কালে অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। কপিশ, উত্থান, কাশ্মীর, কনোজ, গয়া এবং মহারাষ্ট্রের কপোত-সঙ্ঘারামে এই বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিপূজার কথা তাঁহার লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। কিন্তু চীন-পরিব্রাজকেরা কোন স্থলেই অবলোকিতেশ্বরের বহুমুখের কথা উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় শেষে তাঁহার নাম সমন্তমুখ করা হইয়াছে এবং নামের সার্থকতার জন্য বহুমুখ সংলগ্ন করা হইয়াছে।

মথুরায় মঞ্জুশ্রীর খুব সম্মান ছিল। সেখানে এক স্তূপে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন পরিরক্ষিত ছিল, কিন্তু কোন মূর্ত্তির বিবরণ পাওয়া যায় না। এখন মঞ্জুশ্রী চতুর্ভুজ রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু যবদ্বীপে ১২৭৫ আদিত্যবর্ম্মা যখন তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দুই হাত বই ছিল না।

ধ্যানীবুদ্ধগণের মূর্ত্তি প্রচলিত হওয়া অবধি উত্তর প্রদেশের বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া আসিতেছেন। মূর্ত্তি এবং চিত্রিত প্রতিকৃতি দ্বারা ধ্যানীবুদ্ধগণ, তাঁহার শক্তি বা তারাগণ এবং সন্তানগণ মানবসমাজে প্রচারিত ও অর্চ্চিত হইতেছেন। নেপাল, তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়াতে উক্ত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও শক্তিগণের অর্চ্চনা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বুদ্ধগণের মুখ এবং অবয়ব বুদ্ধাকৃতির ন্যায়; আসন—পদ্মাসন, কিন্তু বাহনের পার্থক্য আছে। বৈরোচনের বাহন সিংহ, অক্ষোভ্যের বাহন হস্তী, রত্নসম্ভবের বাহন ঘোটক, অমিতাভের বাহন হংস এবং অমোঘসিদ্ধির বাহন গরুড়। ইহাদের পাঁচ জন বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা দ্বারা পরিচিত। চিত্রিত করার সময়ে ইহাদিগকে বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত করা হয়। যে বুদ্ধের যে তারা বা শক্তি এবং যে বোধিসত্ত্ব, তাঁহারা সেইরূপ বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকেন। তারা এবং বোধিসত্ত্বগণের দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট উভয় অবস্থার মূর্ত্তিই দেখা যায়।

বোধিদ্রুম

পবিত্র বোধিবৃক্ষকে পরিভোগ চৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে উদ্দেশক বলা কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধগণ এই পবিত্র বৃক্ষের পূজা ও ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। যখন মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হয় নাই, তখন বোধিবৃক্ষ পূজিত হইত। ছয় জন বিগত বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের চিত্র আমরা দেখিতে

পাই। এই ছয় জন বুদ্ধের নাম 'বিপস্সি', 'কশ্যপ, কোণগমন' 'ককুসন্ধ' 'বেস্সভূ' এবং শাক্যমুনি। শাক্যমুনির বোধিদ্রুম এবং তাহার তলে বোধিখণ্ড (যে আসনে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,) অনেক স্থলে চিত্রিত দেখা যায়। এই বৃক্ষের উপর দুইটি ছত্র এবং ইহার শাখা প্রশাখায় পতাকা চিত্রিত দেখা যায়। উপরি ভাগে দুই কোণে দুইটি অপ্সরা পুষ্পমালা হস্তে দণ্ডায়মানা। তন্নিম্নে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু ইহাঁদের পাদ ভূমি স্পর্শ করে নাই। বৃক্ষের স্কন্ধ দেশ বহু স্তম্ভে পরিবেষ্টিত; পাদদেশে একখানি আসন, আসনের সম্মুখে নতজানু দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত। ইহাদের একজনের পশ্চাতে একটি রমণীমূর্ত্তি এবং অন্যের পশ্চাতে নাগরাজ দণ্ডায়মান। বোধিমণ্ড বা আসন সমচতুষ্কোণ প্রস্তরবেদিকা। একখানি চিত্রে চারিজন গতবুদ্ধের চারিখানি আসন চিত্রিত রহিয়াছে।

গয়াধামের বোধিবৃক্ষতলে যে আসনে উপবেশন করিয়া শাক্যমুনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, যে আসনে সমুদায় বিগত বুদ্ধ, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের বুদ্ধগণও যেখানে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন,—হিউএনসিয়াংএর মতে তাহাই বজ্রাসন। তাঁহার সময়ে এই আসন চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল।

অধুনা যে বোধিবৃক্ষ দেখা যায়, তাহার পাদদেশ মৃত্তিকা হইতে প্রায় ৩০ফুট উচ্চে এবং চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সোপানাবলী রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস এই, বোধিমণ্ড বা নরসিংহাসন পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, অশোকের কন্যা এই বোধিবৃক্ষের দক্ষিণদিকের শাখা সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন এবং মহামেঘবাহন ইহা রোপণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে আটটি শাখা বহির্গত এবং তাহা সিংহলের বিভিন্নস্থানে রোপিত হয়। এই অষ্টশাখা হইতে পুনর্ব্বার বত্রিশটী প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছিল। "মহাবোধিবংশ" নামক গ্রন্থে এই বোধিবৃক্ষের ইতিহাস সবিস্তার বর্ণিত আছে।

মহাবোধিবৃক্ষের যতপ্রকার চিত্র দেখা যায়, পদচিহ্নের সেরূপ দেখা যায় না। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তথাগত যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সুমনাপর্ব্বতের উপরিস্থিত "শ্রীপাদ"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে যে, জিন যখন সিংহলে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি অনুরাধপুরের দক্ষিণে এক পদ এবং ১৫ যোজন ব্যবধানে এক পর্ব্বতের উপরে অন্য পদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই "শ্রীপাদ"কে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক নানারূপ মনে করিয়া

বুদ্ধের পদচিহ্ন

থাকে। শৈবগণের বিশ্বাস ইহা মহাদেবের পদচিহ্ন, মুসলমানগণের বিশ্বাস ইহা আদমের পদচিহ্ন এবং বৌদ্ধগণ বলেন, ইহা বুদ্ধের পদচিহ্ন। ইহার দৈর্ঘ্য পাঁচফুটের উপরে এবং প্রশস্ত ২½ ফুট।

বিগত বুদ্ধ চতুষ্টয়ের যে পদচিহ্ন মৃগদাব বা সারনাথে দেখান হইত, তাহা ইহা অপেক্ষাও অতি বৃহত্তর। হিউয়েনসিয়াং বলেন,—ইহা দৈর্ঘ্যে পাঁচশত ফুট এবং গভীরতায় ৭ ফুট ছিল। উক্ত চীনপরিব্রাজক পাটলিপুত্রে বুদ্ধদেবের যে পদচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুট আট ইঞ্চি এবং ছয়ইঞ্চি মাত্র প্রশস্ত।

অন্যান্য বহু স্থানেও পাদচিহ্ন প্রদর্শনের কথা প্রচলিত আছে। উদ্যানে সুয়াত নদীর উত্তরতীরে একখানি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর এক পাদচিহ্ন ছিল, তাহা দর্শকের মনোভাব অনুসারে বৃহৎ বা ক্ষুদ্র দেখা যাইত।

নেপালী বৌদ্ধগণ পাদচিহ্নকে 'পাদুকা' বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বুদ্ধের পদচিহ্ন বৃক্ষের ন্যায় এবং মঞ্জুশ্রীর পদচিহ্ন চক্রের ন্যায় আকৃতিদ্বারা চিত্রিত করিয়া থাকেন।

পাদচিহ্নপূজার প্রথা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার প্রকৃত কথা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। হিন্দুগণের অনুষ্ঠিত বিষ্ণুর পাদচিহ্নপূজা হইতেই এই প্রথার উৎপত্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়।

গয়াধামে যেরূপ পবিত্রস্থানের বাহুল্য আছে, বারাণসীও তৎপক্ষে নিতান্ত কম নহে। শাক্যমুনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বারাণসীর যে স্থানে ভবিষ্যদ্বুদ্ধত্ব লাভের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেস্থান লোকেরা দেখাইয়া দিত। ভবিষ্যৎ কালের বুদ্ধ এবং যিনি এখন বোধিসত্ত্ব অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন, সেই মৈত্রেয়ও এই বারাণসী ক্ষেত্রে শাক্যমুনির নিকট তাঁহার (মৈত্রেয়ের) ভবিষ্যদ্বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা শুনিয়াছেন।

বৌদ্ধতীর্থ

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ চারিটি তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত আরও অনেকানেক তীর্থের উল্লেখ আছে। সিংহলদ্বীপে এক স্থান দেখান হয়, যেখানে এক বৃক্ষতলে বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন। এই রূপ নানাস্থানে নানা তীর্থের প্রবাদ আছে। ধর্ম্মগ্রন্থে যে তীর্থের উল্লেখ নাই, প্রবাদ বাক্য তাহাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

ধর্ম্মচক্রের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। বিষ্ণুচক্র হইতে এই ধর্ম্মচক্র আসিয়াছে কি না তাহাই বা কে বলিবে? ধর্ম্মচক্রের প্রতিমূর্ত্তি নিম্নলিখিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী

ধর্ম্মচক্র

মন্দিরের মধ্যে একটী ছত্রের নিম্নে এই ধর্ম্মচক্র সুন্দরবস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। দুই পাশে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। নিম্নে অশ্ব চতুষ্টয়-সংযোজিত রথের উপরে এক রাজা আসীন। খোদিত লিপিপাঠে জানা যায় এই রাজার নাম প্রসেনজিৎ, ইনি কোশলের অধিপতি।

অন্য একখানি ফলকে চক্রের যে প্রতিকৃতি দেখা যায়, তাহাতে ইহা এক অতি উচ্চ স্তম্ভের উপরে সংস্থাপিত।

সাঞ্চি, গয়া এবং শ্রাবস্তীতে এইরূপ ধরণের ধর্ম্মচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনের নাম 'উপোসথ'। প্রত্যেক পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন পর্ব্বমধ্যে গণ্য ছিল। বৌদ্ধগণ এই প্রথা অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এজন্য সঙ্ঘ দায়ী নহে। সাধারণের মতের প্রতি লক্ষ্য ও সম্মান রাখিয়া তথাগত বোধ হয় এই রূপ বিধান করিয়া থাকিবেন।

পর্ব্বদিন

সাপ্তাহিক উপোসথ গৃহী ও ভিক্ষু উভয় সম্প্রদায়েই পালন করিতেন। প্রতিমাসে চারিদিনের মধ্যে দুইদিন, ভিক্ষুগণ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেন। যদি শ্রমণগণের মধ্যে কাহার সঙ্গে কাহার বিরোধ হইত,—সেই বিরোধ ভঞ্জন ও পুনরায় মৈত্রী সংস্থাপনের দিনকেও তাঁহারা পবিত্র দিন বলিয়া মনে করিতেন। ইহার পালি নাম, সামগ্গী উপোসথ।'

সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং নেপালে প্রতিমাসে ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য এই চারিদিন নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং প্রতিপক্ষের অষ্টমী তিথি। তিব্বতে ১৪ই, ১৫ই এং ২৯শে ও ৩০শে এই চারিদিন ধর্ম্মচর্য্যায় অবধারিত আছে। ধর্ম্মসূত্রে যে বিধি আছে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। সিংহলে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামদিনের সঙ্গে মনুর বিধানের সামঞ্জস্য আছে। আপস্তম্বের বিধান মতে অমাবস্যার সময়ে দুইদিন বিশ্রাম দেওয়াই বিধি।

উপোসথ বিশ্রামের দিন। এদিনে বাণিজ্য বা অন্য কোন কার্য্য করা নিষিদ্ধ। এদিনে বিদ্যালয় কিম্বা বিচারালয়ের কার্য্যও বন্ধ থাকে। মৎস্যধরা কি মৃগয়া প্রভৃতি কার্য্যও এদিনে করিতে নাই। প্রাচীনকাল হইতে এই দিনে উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। গৃহস্থগণ এই দিনে পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবে এবং পবিত্র মনে থাকিবে। পূর্ব্ব কথিত অষ্ট প্রকার উপদেশ প্রতিপালন করা তাহাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য।

প্রত্যেক বিশ্রাম দিনে ধর্ম্মপ্রচার এবং উপদেশ প্রদান করা সাধারণ রীতি। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিয়দংশ পাঠ করারও নিয়ম আছে। পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ এই কার্য্যের অধিকারী ছিলেন। অধুনা সিংহলে প্রতি গৃহে গমন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

বর্ষাকাল-ই ধর্ম্ম-প্রচারের প্রশস্ত সময়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তন সময় হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য বৎসর তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ফাল্গুনী, আষাঢ়ী এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বলি প্রভৃতি দ্বারা চাতুর্মাস্য আরম্ভ হইত। বৌদ্ধগণও এই প্রথা বজায় রাখিয়াছেন, পশুবলি প্রভৃতি প্রচলিত নাই।

বর্ষাকালের নির্জ্জনবাস আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা কি তাহার একমাস পর হইতে আরম্ভ হয়। সিংহল প্রদেশে তিনমাস কাল নির্জ্জনবাস করিতে হয়। যে দিনে এই নির্জ্জন বাসের শেষ হয়, তাহার নাম প্রবারণা। এই দিনে পাঁচ কি ততোহধিক শ্রমণ একত্র হইয়া সঙ্ঘের বিধানাবলীর আবৃত্তি করিয়া থাকেন। মাসের চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমায় এই পারায়ণ উৎসব সম্পন্ন হইত। এই দুই দিনে শ্রমণগণকে উপহার প্রদান, ভোজন করান এবং তাঁহাদের এক রথযাত্রা বা মিছিল বাহির হইত। সিংহল ও ব্রহ্মে এখনও বাহির হয়।

ইহার পর বৌদ্ধভক্তগণ শ্রমণ অর্থাৎ ভিক্ষুদিগকে বস্ত্রদান করিতেন। অন্যূন পাঁচজন ভিক্ষু একত্র হইয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন কোন্ কোন্ ভ্রাতার বস্ত্র আবশ্যক। ইহা স্থির হইলে ভিক্ষু এবং গৃহীগণ একত্র হইয়া ভিক্ষুগণের পরিধেয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত এবং পীতবর্ণে উহা রঞ্জিত করিয়া দিতেন। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইত।

সিংহলের বৌদ্ধগণ বসন্তকালের প্রারম্ভে এক উৎসব করিয়া থাকেন। মারের বিনাশ করা উপলক্ষে এই উৎসব হইয়া থাকে। শ্যাম দেশে এই উৎসবের নাম সংক্রান অর্থাৎ সংক্রান্তি। ইহার যে বিবরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ইহা হিন্দুদিগের বসন্ত উৎসবের অনুকরণ মাত্র।

বৈশাখী পূর্ণিমায় এক বৌদ্ধ উৎসব হইয়া থাকে তাহার নাম বৈশাখপূজা। এই দিনে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং এই তিথিতেই তাঁহার বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই উৎসব শ্যামদেশেই সমধিক প্রচলিত। পূর্ব্বে সিংহলেও ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল। এই উৎসবের স্মৃতিস্বরূপ অদ্যাপি বঙ্গের নানাস্থানে ও ময়ূরভঞ্জে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম্মের গাজন বা উড়াপর্ব্ব হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের যখন বিশেষ প্রভাব ছিল, তখন প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে একটী পাঞ্চবার্ষিক উৎসব হইত। ইহার অন্ততর

নাম ছিল 'মহামোক্ষপরিষদ্'। এই সময়ে ভিক্ষুগণকে এবং সঙ্ঘেও বিস্তর উপহার দান করা হইত। কনোজের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ হর্ষ শিলাদিত্য নিয়মিতরূপে এই উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন।

সঙ্গীতি বা মহাধর্ম্মসভা।

দুইটী প্রধান ঘটনা ঠিক একশত বৎসর অন্তরে ঘটিয়াছিল। এই দুই ঘটনা দুইটি সঙ্গীতি বা ধর্ম্মসম্মিলন। সমুদয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থেই এই সঙ্গীতির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বিভিন্ন বিবরণের স্থানে স্থানে কিছু কিছু ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

প্রথম সঙ্গীতি সম্বন্ধে পালিগ্রন্থে যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহা এইরূপ:—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর সুভদ্দ (সুভদ্র) নামে একজন ভিক্ষু তাঁহার সহযোগীদিগকে এইরূপ মন্ত্রণা দেন,—

১ম সঙ্গীতি

তোমরা বুদ্ধের মৃত্যুর জন্য দুঃখ বা বিলাপ করিও না। বৃদ্ধ শ্রমণ মরিয়াছে না আমরা রক্ষা পাইয়াছি। তিনি সর্ব্বদাই "ইহা করা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য" বলিয়া আমাদিগকে বিরক্ত করিতেন। এখন আমরা স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিব, যাহা ভাল না লাগে, তাহা করিব না।"

এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং এই রূপ উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য মহাত্মা কাশ্যপ প্রস্তাব করিলেন যে, বুদ্ধদেবের উপদেশ আবৃত্তির জন্য সমুদয় ভিক্ষুগণ একত্র হওয়া আবশ্যক। কাশ্যপের এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাঁহাকেই পাঁচশত অর্হৎ মনোনীত করিতে অনুরোধ করা হয়। রাজগৃহে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইল। রাজগৃহের সন্নিকট 'বেভার' (বৈভার) পর্ব্বতের 'সত্তপন্নী' (সপ্তপর্ণী) গুহায় সাত মাসের পরিশ্রমে উপালির সাহায্যে "বিনয়" এবং আনন্দের সাহায্যে "ধর্ম্ম" নামক বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র স্থিরীকৃত হয়।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, এই কথায় কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই, ইহা কল্পনাপ্রসূত উপকথা মাত্র।* মহাপরিনিব্বাণসুত্তে সুভদ্রের উপরি উক্ত ব্যবহারের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু তাহা দ্বারা সঙ্গীতি আহ্বান হইতে পারে, এরূপ কোনও কারণ জন্মিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মহাবস্তু গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কাশ্যপের সঙ্গীতি আহ্বান করার কারণ অন্যরূপ ছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধগণ তাঁহার উপদেশ প্রতিপালন করে না, পাছে লোকে এইরূপ নিন্দা করে এই ভয়ে তিনি সমুদয় অর্হৎগণকে একত্র করেন। এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, বৈভার পর্ব্বতের উত্তরে সপ্তপর্ণ গুহায় এই অধিবেশন হইয়াছিল।

যাহা হউক, যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই দেখা যায়, রাজগৃহেই "বিনয়" এবং "ধর্ম্ম" এই দুই পিটক পুনঃ সংশোধিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, "অভিধর্ম্মেরও" পুনরাবৃত্তি হয়। উপালি এবং আনন্দের কার্য্যও সকলেই স্বীকার করেন। কাশ্যপ কর্ত্তৃক ধুতবাদ-ব্যাখ্যার কথাও কেহ বলিয়া থাকেন।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য রাজগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সেখানে ত্রিপিটক, বিনয় বা সূত্রের আলোচনা বা সংশোধন সম্বন্ধে কিরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক করা কঠিন। [ত্রিপিটক, বিনয় ও সূত্র দেখ।]

সমুদয় বৌদ্ধ বিবরণেই দৃষ্টিগোচর হয় যে বৈশালী নামক স্থানে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। যে সকল বিবরণ আছে, তাহা ঐতিহাসিক বলিয়াই প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার তারিখ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ সম্বন্ধে অনেক মতপার্থক্য আছে।

২য় সঙ্গীতি

এই সঙ্গীতি সম্বন্ধে পালি গ্রন্থে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির একশত বৎসর পরে বৈশালীর বৃজি ভিক্ষুগণ নির্দ্ধারণ করেন যে স্বর্ণ রৌপ্যাদির উপহার গ্রহণ, মধ্যাহ্ন ভোজন, দুগ্ধপান প্রভৃতি দশ কর্ম্ম বৈধ। এই সময়ে কাকণ্ডকের পুত্র স্থবির যশা এইস্থানে আগমন করেন এবং বৃজি ভিক্ষুগণের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা তাঁহাকে নানারূপে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি বৃজি ভিক্ষুগণের একজন প্রতিনিধি সংগ্রহ করিয়া বৈশালীনগরের বৌদ্ধ গুণীগণের নিকট এই সকল কথা অবগত করান। তাঁহারা সমুদয় কথা অবগত হইয়া এবং যশার যুক্তির সারবত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র প্রকৃত শ্রমণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং ভিক্ষুগণের কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ভিক্ষুগণের প্রতিনিধিদিগকে একথা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহারা শান্ত হইলেন না. বৃজিভিক্ষু বরং যশাকে সঙ্ঘবহির্ভূত করিলেন। যশা তৎক্ষণাৎ কৌশাম্বী গিয়া পশ্চিমাঞ্চলে অবন্তী নগরে এবং দাক্ষিণাঞ্চলে সমুদয় ভিক্ষুসম্প্রদায়ের নিকট লোক পাঠাইলেন এবং সকলকে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। তিনি নিজে অহোগঙ্গশৈলনিবাসী সম্ভূত-সাণবাসী নামক মহাপুরুষের নিকট

(*) Oldenberg, Intro Mahavagga, p. XXVII.

গমন করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। এদিকে যে সকল অর্হৎকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সকলে আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইলেন। কিছুকাল তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সোরেয্যবাসী রেবতকে এই বিষয়ে সম্মত করান আবশ্যক, রেবত, আগম, ধর্ম্ম, বিনয় প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এদিকে রেবত, যোগবলে স্থবিরগণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এবং এই বিরোধ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ স্থান ছাড়িয়া সাঙ্কাশ্য নামক স্থানে গমন করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহার অনুসন্ধানে সেইস্থানে গিয়া দেখিলেন যে তিনি সেখান হইতে কনোজে গিয়াছেন। অনেক চেষ্টার পরে সহজাতি নামক স্থানে তাঁহার দর্শন পাওয়া গেল। উল্লিখিত দশকর্ম্ম নীতি সঙ্গত কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, "ইহা অবৈধ।" যশস্ তখন তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, এই দুর্নীতি সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই ইহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

এদিকে বৃজ্জি ভিক্ষুগণ রেবতকে হস্তগত করার জন্য সহজাতিতে গমন করিলেন। তাঁহার শিষ্য উত্তরকে বহু উৎকোচ এবং রেবতকে নানারূপ উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ভিক্ষুগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মীমাংসার জন্য যখন সকলে একত্র হইলেন, তখন রেবত প্রস্তাব করিলেন যে যে স্থানে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, সেই স্থানে বসিয়াই ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ভিক্ষুগণ বৈশালীতে সমবেত হইলেন। সেই সময় উক্ত নগরীতে একজন প্রসিদ্ধ বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন, তাঁহার নাম সব্বকামিন্ (সর্ব্বকামী)। ইনি ১২০ বৎসর পূর্ব্বে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রেবত এবং সম্ভূত তাঁহার নিকট এই কথা জ্ঞাপন করিলে তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

যখন মহাসভার অধিবেশন হইল, তখন নানারূপ গোলযোগে প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তখন রেবত প্রস্তাব করিলেন যে, আটজন শ্রমণের উপর এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার অর্পিত হউক। আটজনের মধ্যে চারিজন পূর্ব্বদেশীয় এবং চারিজন পশ্চিম দেশীয় হইবেন। তদনুসারে পূর্ব্বদেশীয় হইতে সর্ব্বকামী, সাঢ়্হ, খুজ্জসোভিত ও বাসভগামিক এবং পশ্চিম দেশীয় হইতে রেবত সম্ভূত, যশস্ ও সুমন এই আটজন নির্ব্বাচিত হইলেন। বালিকারাম নামক নির্জ্জন স্থানে তাঁহাদের এই সমিতির অধিবেশন হইল।

এই সমিতির কর্ম্মপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। রেবত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বকামী প্রতি প্রশ্নের শাস্ত্র সঙ্গত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। যে দশবিধ কার্য্যের কথা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তাহার প্রতি প্রশ্নেই বৃজি ভিক্ষুগণের বিরুদ্ধে মীমাংসা হইল। দশকর্ম্ম-ই অবৈধ বলিয়া স্বিরীকৃত হইল।

কোন কোন গ্রন্থে ইহাও দেখা যায় যে এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া অনেক ভিক্ষু আর একসভা করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম-সভার নাম মহাসঙ্গীতি। কিন্তু কোন্ স্থানে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয় এবং কি কি কার্য্য হয় অথবা কাহারা ইহার নেতা ছিলেন, তাহার প্রকৃত বিবরণ উদ্ধার করা অসম্ভব।

বৈশালীর উক্ত সঙ্গীতি সম্বন্ধে আরও নানারূপ বিবরণ দেখা যায়। কোন্ সময়ে ইহার অধিবেশন হয় তাহা নির্দ্দেশ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন। আধুনিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা ও আলোচনা করিয়াও ইহার প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেব ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন,—"আমরা পরিনির্ব্বাণের চারি মাস পরে সঙ্ঘের প্রথম সম্মিলন হইবে এবং ১১৮ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য দ্বিতীয় সম্মিলন হইবে। এই সময়ে ধর্ম্মাশোক নামে এক মহা ধার্ম্মিক ও প্রতাপশালী নরপতি জম্বুদ্বীপে রাজত্ব করিবেন।"

কোন কোন বিবরণে দেখা যায় যে, স্থবির যশস্ যে কালে এই আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন কালাশোক নামে একব্যক্তি রাজা ছিলেন। সে সময়ে কালাশোক কি ধর্ম্মাশোক রাজা ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থির মীমাংসা কিছুই হয় নাই।

বৈশালীর সঙ্গীতি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ বা মতামত আছে তাহার সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা এই:—বৈশালীতে সঙ্ঘের এক সম্মিলন হইয়াছিল এবং তাহাতে 'বিনয়' সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল। মহাসঙ্গীতি বা মহাসঙ্ঘিকের বহুপূর্ব্বে এই সম্মিলন হইয়াছিল এবং ইহার সহিত মহাসঙ্ঘিকগণের কোন সংস্রবই নাই। অনেকের মতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির একশত দশ বৎসর পরে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

পাটলিপুত্রের সঙ্গীতি সর্ব্বশ্রেণীর বৌদ্ধভিক্ষুগণের সম্মিলন নহে। এই সম্মিলনে কেবল বিভজ্যবাদী শ্রমণগণ একত্র হইয়াছিলেন। মহাসঙ্গীতির বহু পরে এই সম্মিলন হয় এবং মহাসঙ্ঘিকগণ এই সভায় যোগদান করেন নাই। কথিত আছে, সম্রাট্ অশোকের অভিষেকের অষ্টাদশ পরে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সভার বিবরণ বর্ষ সম্বন্ধেও নানারূপ কল্পিত গল্প এবং উপকথা বর্ণিত আছে।

পাটলিপুত্রে ৩য় সঙ্গীতি

বৈশালীর সঙ্ঘে উপস্থিত বৌদ্ধ-স্থবিরগণ জানিয়াছিলেন "যে ১০৮ বৎসর পরে এক বৌদ্ধ শ্রমণের আবির্ভাব হইবে, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহার নাম 'তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্ত' (তিষ্য মৌদ্‌গলীপুত্র)। ইনি 'সিগ্‌গব' এবং 'চন্দবজ্জি' নামক ভিক্ষুদ্বয়ের নিকট দীক্ষালাভ এবং তীর্থিক নীতি বিনাশ করিয়া সত্যধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ধার্ম্মিক অশোক নৃপতি যখন পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিবেন, তখন ইনি অবতীর্ণ হইবেন।"

দ্বিতীয় সঙ্গীতির সাতশত স্থবির সকলেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে পর তিষ্যের জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত হইলেন এবং অবশেষে সিগ্‌গবের নিকট দীক্ষালাভ করিলেন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ২৩৬ বৎসর পরে (৩০৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) অশোকারাম বিহারে ৬০ হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। ইঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও সকলেই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতেন। ইঁহারা বুদ্ধপ্রচারিত নীতির অতিশয় দুর্গতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে মোগ্‌গলিপুত্ত সঙ্গীতি আহ্বান করেন এবং তাহাতে এক সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুর্নীতি ও অপধর্ম্মের বিনাশ করিয়া তিনি সত্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করেন এবং অভিধর্ম্মের ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন। কথিত আছে, এই মোগ্‌গলিপুত্তের নিকট হইতে মহেন্দ্র পঞ্চনিকায়, অভিধর্ম্মের সপ্তগ্রন্থ এবং সম্পূর্ণ বিনয়পিটক অধ্যয়ন করেন এবং সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অন্য এক বিবরণে দেখা যায়, যে এক হাজার নহে, ৬০হাজার ভিক্ষু এই সঙ্গীতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় মহাবিহারের বিভজ্য-বাদিগণের মতকেই প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া প্রচার এবং ইহার প্রাধান্য সংস্থাপন।

বিভজ্যবাদ, 'থেরবাদ' (স্থবিরবাদ) এবং আচার্য্যবাদ ও তন্নির্গত শাখাপ্রশাখা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মূল স্থবিরবাদ হইতে কালক্রমে দুইশাখা উৎপন্ন হয়, 'মহীশাসক' এবং 'বজ্জিপুত্তক' (বৃজ্জিপুত্রক)। এই শেষশাখা আবার চারিভাগে বিভক্ত হয় যথা—ধর্ম্মোত্তারক, ভদ্রযানিক, ষন্নগরিক এবং সম্মিতীয়। মহীশাসকের দুইশাখা যথা—সর্ব্বাস্তিবাদী এবং ধর্ম্মগুপ্তক। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে বিভজ্যবাদকেই একমাত্র সত্যধর্ম্ম অথবা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবার কোন প্রকৃষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া অবশ্য সে সময়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ চলিত এবং সেই জন্যই বিভজ্যবাদীরা আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনটি উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।—(১) তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মাগধীভাষায় লিখিত, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারের চেষ্টা। (২) তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্তের ব্রহ্মলোকে জন্ম এবং তথা হইতে অবতরণের প্রবাদ ও ভবিষ্যদ্‌বাণী। (৩) তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "পরিবার" পাটলিপুত্রের সঙ্গীতিতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা।

সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করিলে এইমাত্র ধারণা হয় যে পাটলিপুত্রের সঙ্গীতি সম্প্রদায়-বিশেষের সম্মিলন মাত্র। মহাসঙ্ঘিকেরা ইহাতে আদৌ যোগদান করেন নাই। সে সময়ে স্থবিরবাদীরা সকলেই একমতে ছিলেন কি তাহাদের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ছিল, তাহার প্রমাণ করা অসম্ভব। সিংহলের বিভজ্যবাদী বৌদ্ধগণ সঙ্গীতির বিবরণকে অন্যরূপে রঞ্জিত করিয়া সাধারণের অশ্রদ্ধা উদ্রেক্ করিতে পারেন অথবা উত্তরদেশীয় বৌদ্ধগণ এই সঙ্গীতির কথা লোকে বিশ্বাস না করে সে জন্যও হয়ত বিধিমত চেষ্টা করিতে পারেন। এই জন্যই পরবর্ত্তী বৌদ্ধগ্রন্থে তিস্‌স মোগ্‌গলিপুত্তের নাম সচরাচর দেখা যায় না।

যাহা হউক, পাটলিপুত্রের বৌদ্ধসঙ্ঘে যে সম্রাট্ অশোককে সদ্ধর্ম্মে অনুবর্ত্তী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! এই সঙ্গীতির পর যে বুদ্ধভাষিত শাস্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ ও ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হয়, জয়পুরের অন্তর্গত ভাব্‌রা নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত সম্রাট্ অশোকের গিরিলিপি হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত গিরিলিপিতে বিনয়পিটকের সারাংশ 'বিনয়সমুৎকর্ষ' নামক প্রাতিমোক্ষ, সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ের অন্তর্গত আরণ্যক 'অনাগত-ভয়'-সূত্র, বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গের অন্তর্গত 'উপতিষ্যপ্রশ্ন' বা 'শারিপুত্রপ্রশ্ন', সূত্র পিটকের সুত্তনিপাতের অন্তর্গত 'মুনিগাথা' নামক ১০ম সূত্র, মজ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত 'লাঘুলোবাদে মৃষাবাদ' বা অম্বলট্‌ঠিকা রাহুলোবাদ নামক ৬১ সূত্র ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থাবলীর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। [প্রিয়দর্শী শব্দ ৫১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অশোকের রাজত্ব কালে পাটলিপুত্রে সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অশোক, বিন্দুসারের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ছিলেন। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩১৬ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয়।

অশোকের রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার

[প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের সময়ের যে সকল অনুশাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যদিও উক্ত

ধর্মপ্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তথাপিও আজীবক, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপর তিনি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সকল সময়েই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিতে কখনও ক্রটী করেন নাই। অশোক তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই বলিয়া বৌদ্ধগণ অনেক সময়ে তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন।

তিনি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া যে সকল অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানা যায় তিনি প্রৌঢ় বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় এবং আপনাকে একজন ভিক্ষু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্থূল কথা, তাঁহার রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে উন্নতির উচ্চসীমায় আরোহণ করিয়াছিল। যখন বৃদ্ধবয়সে তিনি মন্ত্রিগণ ও রাজকুমারের পরামর্শে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় বাহুল্যের হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, ইহা বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। বলিতে কি, অশোকের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"-রূপ মূলমন্ত্র কেবল ভারত বলিয়া নহে, দেশ দেশান্তরেও প্রচারিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে শত শত যজ্ঞশালায় প্রতিদিন সহস্র সহস্র পশুবধ হইত। অশোক সেই পশুবধ নিবারণ করিবার জন্য এইরূপ অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন,—

"দেবগণের প্রিয়রাজা প্রিয়দর্শী এই জানাইতেছেন, অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ নিবারিত হইল—

শুক, শারিকা, অলুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট্, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, দন্দী, অলঠিকা, মৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুত্রক, সংযুক্তমৎস্য, ককটশল্লক, পন্নসস্,স্মর, ষণ্ডক, ওকাপিণ্ড, পলসত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল (জীব), যাহা ভোগে আসেনা বা খাওয়া যায় না; অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী), শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী এ সমস্তই অবধ্য। তাহাদের ছয়মাসের ন্যূনবয়স্ক শাবকেরাও অবধ্য। বধি-কুক্কুট কাটিবে না, তুষে জীব দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থ বা হিংসার্থ বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীব দ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চতুর্মাস্যে, পৌষ পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে এবং প্রতি উপবাসের দিন মৎস্য অবধ্য, এই সময়ে মৎস্য বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিন নাগবনে ও কেওটপাড়ায় যে অন্যান্য জীব থাকিবে তাহারাও অবধ্য। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে, তিন চাতুর্মাস্যায় ও পর্ব্বদিনে বৃষ, অজ, মেষ, শূকর ও অন্যান্য জীব খাসি করা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্বসু নক্ষত্রে, চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায় ও চাতুর্মাস্য পক্ষে অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত করিবে না।" (৫ম স্তম্ভলিপির অনুবাদ)

বুদ্ধদেবের জীবনকালে মধ্যদেশ এবং প্রাচ্য বা পূর্ব্বভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্য কোন স্থানে ধর্মপ্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই; অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব নানাস্থানে বিস্তৃত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু প্রচারের প্রণালীবিশেষ লইয়া নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র সিংহলের নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন যে, ২৩৬ বৎসর পরে মহেন্দ্র নামে একব্যক্তি সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক প্রজ্বলিত করিবে। যে বৎসর পাটলিপুত্র নগরে অধিবেশন হয়, সেই বৎসরেই মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন এবং চারিজন শ্রমণ সমভিব্যবহারে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ তিনি বিদিশগিরিতে গিয়া তাঁহার মাতাকে দীক্ষিত করেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, সেইস্থানে অবস্থান কালে স্বর্গ হইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ছিলেন এবং সিংহলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য আলোক প্রকাশ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। মহেন্দ্র তাঁহার সঙ্গিগণ সহ শূন্যমার্গে সিংহলে যাত্রা এবং মিস্‌সক নামক পর্ব্বতের উপরে অবতরণ করিলেন। সেখানে সিংহলের রাজা দেবানাম্প্রিয় মৃগয়া করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে রাজার সহিত মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে তিনি রাজাকে 'হস্তিপদসুত্ত' হইতে উপদেশ প্রদান করেন। রাজা সেই স্থানেই তাঁহার ৪০ সহস্র অনুচরগণের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পরে তিনি রাজধানীতে গমন করেন, সেখানে রাজকুমার ও রাজপুত্রীগণ এবং সভাসদ্‌গণ তাঁহার ধর্ম্মোপদেশশ্রবণে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ক্রমে লোকের জনতা এতবৃদ্ধি হইল যে, নগরের বহির্ভাগে নন্দন উদ্যানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইল। এই স্থানেও বহুসংখ্যক সিংহলবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় করিল। রাজা মেঘবন নামক উদ্যানে পটাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া প্রচারকগণের আবাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং পরদিন রাজা সেখানে আসিয়া যখন জানিলেন যে শ্রমণগণ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলে অতি আরামে এবং সন্তোষের সহিত বাস করিতেছেন, তখন তিনি এই মেঘবন উদ্যান সঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করিলেন। এই মেঘবনই শেষে তিস্‌সারাম বা মহাবিহারে পরিণত হইয়াছিল।

মহাবিহারের শ্রমণগণ সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে যদিও অনেক অলৌকিক এবং মহেন্দ্রের ক্ষমতা প্রভৃতির অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন, তবুও ইহা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কারণ উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধগণও স্বীকার করেন যে, মহেন্দ্রের দ্বারাই প্রথমে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রভেদের মধ্যে এই দেখা যায় যে মহাবিহারের ভিক্ষুগণ মহেন্দ্রকে অশোকের পুত্র বলিয়াছেন, কিন্তু উত্তর প্রদেশীয়েরা তাঁহাকে অশোকের ভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করেন।

উভয় প্রদেশের বৌদ্ধগণই ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মধ্যান্তিক নামক এক সাধু পুরুষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সিংহলবাসীরা বলেন, এই মধ্যান্তিকের নিকট হইতে মহেন্দ্র উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েন এবং মধ্যান্তিক গান্ধার প্রদেশে এক ক্রুদ্ধ এবং ভয়াবহ নাগরাজকে দমন করেন এবং অনেক ব্যক্তিকে তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। কেবল নাগলোক নহে, তিনি নরলোকেও অনেককে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোক প্রদান করেন। উত্তর প্রদেশীয় বৌদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে, মধ্যান্তিক আনন্দের শিষ্য ছিলেন, তিনি কাশ্মীরে হুলুণ্ড নামক নাগকে শাসন করিয়া তাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কাশ্মীরে তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত অধিক প্রচার হইয়াছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে নাগগণ কর্ত্তৃক পাঁচশত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মজ্‌ঝিম নামে আর একজন স্থবির হিমালয়ের যক্ষগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

মহাদেব নামে আর একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের বিবরণ দেখা যায়। তাঁহার নিকটে মহেন্দ্র প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, বলিয়া লিখিত আছে। ইনি মহীস্তল প্রদেশে গিয়া অনেককে বন্ধন মুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর দেশীয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থেও ইহাঁর নাম দেখা যায়, কিন্তু এই সব গ্রন্থে তিনি একজন সন্দেহবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার কূটতর্ক দ্বারা বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ও বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। হিন্দুদেবতা মহাদেবের বর্ণনার সহিত এই মহাদেবের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাশ্মীরে ইহাঁর অতিশয় প্রভাব ছিল এবং ইহা হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেন যে, শৈবেরাও কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তাহাই অতিরঞ্জিত ভাবে মহাদেবের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে।

সিংহল দেশীয় বিবরণে আরও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষগণের নাম দেখা যায়—রক্ষিত, মহারক্ষিত, ধর্ম্মরক্ষিত, এবং মহাধর্ম্ম রক্ষিত। ইহাদের নামের নিতান্ত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আমরা ইহাদের মধ্যে কাহাকেও একেবারে ছাটিয়া ফেলিতে পারি না। শোন ও উত্তর নামে আর দুই জনের নাম দেখা যায়। ইহারা সুবর্ণভূমি নামক স্থানে গিয়া সেখান হইতে পিশাচদিগকে তাড়াইয়া অনেককে মুক্তিপথে আনিয়া ছিলেন। এই দুই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে দুই জন কি শোণোত্তর কি উত্তর নামে একজনের দুই নাম তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

অশোকের পর হইতে কনিষ্ক পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাবে

সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পর হইতে কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত তিন শতাব্দী কাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও শুঙ্গবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ততটা সুদৃষ্টিপাত করেন নাই, তবুও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব উত্তরে হিমালয় ভেদ করিয়া চীনদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং দক্ষিণে সিংহল দেশে ইহা যে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া ছিলেন। এই পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি কি পরিমাণে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। তবে এবিষয় অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—এক বিবরণে দেখা যায় যে ইনি অগ্নিসংযোগে মধ্যদেশ হইতে জালন্ধর পর্য্যন্ত অনেক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত এবং অনেক মঠধারী শিক্ষিত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে নিহত করিয়াছিলেন। আর এক বিবরণে লিখিত আছে যে, ইনি দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রের কুক্কুটারাম ধ্বংস করেন এবং শাকল প্রদেশের নিকটবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে বিনাশ করেন। তৃতীয় বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, নাগার্জ্জুনের সময় হইতে অসঙ্গের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণের প্রতি তিনবার ঘোরতর অত্যাচার করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্যদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবস্থাই হউক না কেন, উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষে যবন-রাজগণের অধিকারে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রভাব তখনও বর্ত্তমান ছিল। ইহাদের মধ্যে মিলিন্দ (Menander) নামে নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। এরূপ বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে যে, ইনি স্থবির নাগসেন দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

নাগসেনের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিন্তু জানা যায় না। তিব্বত দেশীয় একখানা গ্রন্থে দেখা যায় যে, ষোলজন মহাপুরুষের মধ্যে একজন কাশ্যপের দেহান্তরের পর ইনি ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হন। আর এক তিব্বতীয় গ্রন্থে দেখা যায় যে, নাগসেন এবং মনোরথ এই দুই জনের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থে যে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে ও তাহার উপর নির্ভর করাও নিরাপদ নহে।

সাহিত্যিক প্রমাণ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল প্রাচীন সঙ্ঘারাম বিহার, অনুশাসন প্রভৃতির উপর নির্ভর করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে যে, খৃঃ পূঃ ৩০০ এবং ১০০ খৃঃ অঃ মধ্যের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশেষ জয়যুক্ত হইয়াছিল। এই মূল ধর্ম্ম হইতে নানা রূপ সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কনিষ্কের রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায়। বোধ হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই মহাযান সম্প্রদায়ের পুষ্টি, উন্নত ভাব এবং চিন্তা বৌদ্ধসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সমান ভাবেই চলিয়াছিল। দেবানাম্প্রিয় রাজা চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা সিংহাসন আরোহণ করেন। দেবানাম্প্রিয়ের ৯৬ কি ১০৬ বৎসর পরে অভয়বুট্‌ঠগামনীর রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই নরপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইনি বহু সংখ্যক স্তূপ, বিহার এবং লৌহপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাবিহার ইঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিস্‌সের সময় মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাস্তূপের পাদদেশে, বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং ধর্ম্মপ্রচারক মহাদেব, উত্তর এবং ধর্ম্মরক্ষিতের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অভয়বট্টগামনীর রাজত্ব সময়ে অভয়গিরি সঙ্ঘারাম সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই রাজার রাজত্ব কালে সিংহলে ত্রিপিটক ও অথকথা (বৌদ্ধ ধর্ম্ম নীতি)-সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ইহার পর আরও অনেক নরপতি বৌদ্ধসঙ্ঘের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বসভের (ঋষভ) নামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি অনেক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এছাড়া একটী বিহার ও একটী উপাসনা গৃহনির্ম্মাণ করেন, অনেক ভগ্ন আরামের সংস্কার এবং ৪৪ বার বৈশাখ উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

কনিষ্কের রাজত্ব ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। এই শকবিজেতা হইতেই শকসংবৎসরের গণনা আরম্ভ হয়। খোতন, কাস্‌গার, গান্ধার, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিমভারত, কাশ্মীর, মধ্যদেশ এমন কি পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ ইহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইনিও অশোকের ন্যায় মহা প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

কনিষ্ক

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইনি প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন। ধার্ম্মিকপ্রবর সুদর্শন ইঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোন্ সময়ে ইনি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে তাঁহার সময়ে যে (১০০) খৃঃ অঃ সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, জালন্ধরের সন্নিহিত কুবনের বিহারে এই সঙ্গীতি বসিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীরের অন্তর্গত কুন্তলবনের বিহারে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই তৃতীয় মহাসঙ্গিতির কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার সমুদয় লিপিবদ্ধ করা এস্থলে অসম্ভব। তিব্বত দেশীয় এক গ্রন্থে দেখা যায় যে একশত বৎসরের বেশী হইতে বৌদ্ধ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মীমাংসা করার জন্য কনিষ্ক এই সঙ্গীতি আহ্বান করেন। সর্ব্ব প্রকারে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই ধর্ম্মের মূলসূত্র রক্ষা করিতে যত্নবান্ হন। এই সভায় সম্পূর্ণ বিনয় এবং সূত্র ও অভিধর্ম্মের অলিখিত অংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সময়েই মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত কতক গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ শ্রাবকেরা তাহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই।

অন্য এক তিব্বতীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য পার্শ্বের দলভুক্ত পাঁচশত অর্হৎ এবং বসুমিত্রের দলভুক্ত পাঁচশত বোধিসত্ত্ব এই স্থলে একত্র হইয়াছিলেন।

হিউএন্‌সিয়ং বলেন, রাজা কনিষ্কই মতভেদ ও বিরোধ মিটাইবার জন্য এই সঙ্গীতি আহ্বান করেন। পার্শ্বের অনুমতি এবং পরামর্শ লইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অর্হৎদিগের সম্মিলনের জন্য রাজা একটী বিহার নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ স্থানে ৫০০ ভিক্ষু একত্র হইয়াছিলেন। এই মহাধর্ম্মসভায় উত্তরে তিব্বত, সিকিম, ভোটান, নেপাল, লাদক, চীন, মোঙ্গলিয়া, তাতার, এমন কি জাপান হইতে এবং দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি স্থান হইতে বৌদ্ধ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সিংহলের মহাবংশ হইতে জানা যায় যে, অলসন্দ (আলেকসান্দ্রিয়া) হইতে এখানে ত্রিশ হাজার ভিক্ষু আগমন করেন। বসুমিত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এখানে সূত্রপিটকের লক্ষশ্লোকসমন্বিত এক ভাষ্য, সমসংখ্যক শ্লোকসমন্বিত বিনয়বিভাস (বিনয়ের ভাষ্য) এবং অভিধর্ম্ম বিভাস (অভিধর্ম্মের ভাষ্য) রচিত হইয়াছিল।

যদিও এই তৃতীয় সঙ্গীতি সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই অন্ধকারে নিমজ্জিত, কিন্তু একটী বিষয়ের অতি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সিংহল হইতে প্রতিনিধি আসিলেও এই সঙ্গীতিতে সম্ভবতঃ আদৌ যোগদান করেন নাই।

ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণই ইহাতে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সঙ্গীতি দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত-বিরোধের মীমাংসা হইয়াছিল, ইহাই পরম লাভ বলিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাযান সম্প্রদায়ের ভাব ও চিন্তা বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

মহাযান সম্প্রদায়

কোন্ সময়ে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আবির্ভাব, তাহা ঠিক করা কঠিন। অনেকে মনে করেন, যে বুদ্ধনির্ব্বাণের একশত বর্ষ পরে বৈশালীর মহাসঙ্ঘিক-সভা হইতেই মহাযানমতের সূত্রপাত। স্থবির অশ্বঘোষ হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই মহাযানমত সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হয়। আদি বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পালিভাষায় রচিত ছিল, সম্রাট্ কনিষ্কের আশ্রয়ে মহাযানের অভ্যুদয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত ও প্রচারিত হইল। শকনৃপতিগণ প্রধানতঃ সৌর ছিলেন, কনিষ্কের বৌদ্ধদীক্ষাগ্রহণের সহিত মহাযান-মতে সৌরপ্রভাব সংক্রামিত হয়। মহাযানদিগের প্রধান উপাস্য অমিতাভকে অনেকে সূর্য্যদেবতারই প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় যে বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন তৃতীয় সঙ্গীতির সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং ইঁহার দ্বারাই পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইনি রাহুলভদ্র নামে এক ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন এবং এই ব্রাহ্মণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশের নিকট অনেক বিষয় শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহার সরল অর্থ বোধ হয় এই যে, মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ভগবদ্গীতা হইতে অনেক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি শৈবধর্ম্মের নিকটও মহাযানগণ অনেক বিষয়ে ঋণী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

কেহ বলেন, নাগার্জ্জুন ৬০ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন এবং পরে সুখাবতী স্বর্গে গমন করেন। কেহ বলেন, তিনি একশত বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। আবার কেহ বা তাঁহাকে পঞ্চশত বৎসরের অধিক পরমায়ু প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। রাজতরঙ্গিণী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখা যায় যে নাগার্জ্জুন তুরুষ্ক রাজাদিগের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এ সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় ভ্রমাত্মক হইবে না যে, নাগার্জ্জুন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষভাগে জীবিত ছিলেন। দেব নামক একজন সিংহলবাসী স্থবিরের সহিত নাগার্জ্জুনের ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে। এই দেব অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগেও জীবিত ছিলেন। ইহা হইতেও এই ধারণা হয় যে, নাগার্জ্জুন দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন।

এই নবীন ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাদের কার্য্যতৎপরতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই ত্রিপিটক হইতে মূলসত্য গৃহীত হইয়া আবশ্যক মত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হীনযানেরা মহাযান-দিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেও কার্য্যতঃ সেরূপ কিছুই দেখা যায় নাই। মূলধর্ম্মের সত্যই মহাযানেরা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু টীকাটিপ্পনী দ্বারা তাহার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মূল বৌদ্ধধর্ম্ম কঠোর নিয়মাধীন কতিপয় ভিক্ষুসঙ্ঘের সীমাবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ আদি বৌদ্ধধর্ম্মমতে কেবল ভিক্ষুরাই মোক্ষলাভে সমর্থ। কিন্তু মহাযানসম্প্রদায় নিখিলজগতে মুক্তি-বিধান করিয়াছিলেন। সকলেই মহাযান আশ্রয় করিলে অতি সহজে, অতি সত্বরে ক্রমে বোধিসত্ত্ব হইয়া সংসার অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণপথের পথিক হইতে পারিবেন, এই বিশাল ও উদারনীতি হইতেই এই সম্প্রদায় 'মহাযান' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও অতি অল্প লোকের মতানুবর্ত্তী ছিল বলিয়া আদিবৌদ্ধধর্ম্মানুগামিগণকে মহাযানেরাই অবজ্ঞার সহিত 'হীনযান' বলিয়া অভিহিত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহারাই প্রত্যেকবুদ্ধযান বা শ্রাবকযান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কখন আপনাদিগকে 'হীনযান' বলিয়া অভিহিত করেন নাই।

মহাযানগণের মতে কর্ম্মশূন্য অর্হৎগণ অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতিপূর্ণ বোধিসত্ত্বগণ শ্রেষ্ঠ। এজন্য হীনযানগণ তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। মহাযানগণ শূন্যবাদের পক্ষপাতী। এই মহাযান হইতেই ভারতে শূন্যবাদ অর্থাৎ "সর্ব্বং শূন্যং" এই মত বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল।

মহাযান-ধর্ম্মের বহুল প্রচারের প্রধান কারণ এই যে ইহারা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন এবং ধ্যানধারণা ও সাধনা প্রভৃতিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করাকে ইহারা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করায় ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

প্রাধান্য লাভের জন্য মহাযানগণকে হীনযান-সম্প্রদায়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই তর্কযুদ্ধ বহুকালস্থায়ী ছিল।

সিংহলবাসী বৌদ্ধেরা জালন্ধরের সঙ্গীতিতে যোগদান করেন নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এমন কি তাঁহাদের গ্রন্থে কনিষ্কের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত নাই। ইহাদ্বারা প্রতীত হয় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই দুই সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছিল।

২০৯ বা ২১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলপতি তিষ্যের সময় বেতুল্যকগণ এক ঘোরতর তর্ক উপস্থিত করেন, তর্কের প্রধান উদ্দেশ্য— বুদ্ধ অমানুষ, তিনি তুষিত স্বর্গে বাস করেন, তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয় নাই। তাঁহার প্রেরিত ও আদিষ্ট আনন্দ কর্ত্তৃকই ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মত লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই মত বেতুল্লবাদ বা বিতণ্ডাবাদ নামে খ্যাত। তিষ্যরাজের যত্নে এই গোলযোগ থামিয়া যায়। এই সময়ে 'থেরদেব' নামে এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল।

খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে অভয়মেঘবর্ণের রাজত্বকালে মহাবিহার এবং অভয়গিরির ভিক্ষুগণের সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হয় এবং এই সময়ে সাগলিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মহাসেনের রাজত্বকালে মহাবিহারের বৌদ্ধগণের প্রতি অনেক নির্য্যাতন হইয়াছিল। কথিত আছে, শত্রুগণের প্ররোচনায় মহাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অভয়গিরির বৌদ্ধগণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই মহাবিহার পরে পুনর্ব্বার নির্ম্মিত হয়।

মহাসেনের পুত্র মেঘবর্ণের রাজত্বকালে (৩০৯ খৃঃ অঃ) প্রসিদ্ধ বুদ্ধদন্ত সিংহলে আনা হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। মহাসেনের রাজত্বকালে ফা-হিয়ান সিংহলে গমন করেন। তিনি বলেন, তখন মহাবিহারে ৩০০০ এবং অভয়গিরিতে ৫০০০ শ্রমণ বাস করিতেন এবং অভয়গিরি মহাবিহার অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহানাম ৪১০-৪৩২ খৃঃ অঃ রাজত্ব করেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধঘোষ সিংহল-ভ্রমণে গমন করেন এবং বিশুদ্ধিমার্গ নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। সিংহলবাসীরা তাঁহাকে স্বয়ং মৈত্রেয় বলিয়া সম্মান করিতেন।

আরও বহু রাজা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য নানারূপ সাহায্য করিয়াছিল।

চারি দার্শনিক শাখা

চীন-পরিব্রাজক হিউএনসিয়াং যখন ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বৌদ্ধ সমাজে চারিটী প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় ছিল। ১ বৈভাষিক, ২ সৌত্রান্তিক, ৩ যোগাচার ও মাধ্যমিক। প্রথম দুইটী হীনযান এবং শেষোক্ত দুইটী মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। হিউএন্‌সিয়াং বলেন, সিংহলের মহাবিহারবাসিগণ হীনযান এবং অভয়গিরির ভিক্ষুগণ মহাযান সম্প্রদায়ী ছিলেন।

বৈভাষিক

বৈভাষিকগণ পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য জগতের দ্রব্য সমুদয়ের জ্ঞান উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষমাত্রেরই আছে। ইহারা সূত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া "অভিধর্ম্ম"কেই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলেন। ইহাদের মতে, শাক্যমুনি সাধারণ মানব মাত্র; তবে অন্যের সাহায্য ব্যতীত তিনি স্বয়ং যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়া ছিলেন, তাহাই তাঁহার দেবত্ব।

সৌত্রান্তিক

সৌত্রান্তিকগণ বলেন, বাহিরের পদার্থ সকল প্রকৃত নহে ছায়া মাত্র, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে; পরোক্ষ। ইহারা একমাত্র "সূত্র"ই বিশ্বাস করেন। ইহাদের মতে বুদ্ধ দশবল, চারি বৈশারদ্য, তিন স্মৃত্যুপস্থান সমন্বিত এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান্। তাঁহার দুই কায়, একটী ধর্ম্মকায় এবং অপরটী ভোগকায়। কুমারলব্ধ এই মতের প্রবর্ত্তক।

যোগাচার

যোগাচার শ্রেণীর বৌদ্ধদার্শনিকগণ বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এজন্য ইহাদের অন্য নাম বিজ্ঞানবাদী।

মাধ্যমিক

মাধ্যমিকেরা হিন্দু বৈদান্তিকগণের ন্যায় বলেন, বিশ্বসংসার সমুদয়ই ইন্দ্রজালের ন্যায়। সত্য দুইপ্রকার, পরামর্শ এবং সংবৃত্তি (বেদান্তের পারমার্থিক এবং ব্যবহারিক)। ইহাদের মতে সমুদয়ই স্বপ্নবৎ। সত্তা নাই, বিনাশ নাই, জন্ম, মৃত্যু বা নির্ব্বাণ কিছুই নাই।* ইহারা প্রকৃতপক্ষে মায়াবাদী হইলেও "মায়া" কথাটা ব্যবহার করেন না। ইহারা সাংখ্য মতের "প্রধান" এবং "প্রকৃতির" পরিবর্ত্তে "প্রজ্ঞা" ও "উপায়" শব্দ ব্যবহার করেন।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারিমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা এইরূপ করিয়াছেন—

'উক্ত মতচতুষ্টয়ের মধ্যে মাধ্যমিক মতে—"কিছুই নাই, সকলই শূন্য" এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়, জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না এবং যে সকল বস্তু জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। আর সুষুপ্তিদশায় কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বস্তুতঃ কোন বস্তুই সত্য নহে। সত্য হইলে অবশ্যই উহা সকল অবস্থায়ই দৃষ্ট হইত।

---

* শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে মূল মাধ্যমিক মতের এইরূপ সার বিবৃত হইয়াছে—

"সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে ॥
এবং নচ নিরোধোঽস্তি ন চ ভাবোঽস্তি সর্ব্বদা।
অজাতমনিরুদ্ধঞ্চ তস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥
স্বপ্নোপমাস্তু গতয়ো বিচারে কদলীসমাঃ।
নির্বৃতানির্বৃতানাঞ্চ বিশেষো নাস্তি বস্তুতঃ ॥"

'যোগাচার মতে বাহ্যবস্তু মাত্রই মিথ্যা, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান রূপ আত্মাই সত্য। ঐ বিজ্ঞান দুই প্রকার প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, ও আলয় বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞান কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে।

'সৌত্রান্তিকেরা বাহ্য বস্তুকে সত্য ও অনুমান সিদ্ধ কহিয়া থাকেন। বৈভাষিকদিগের মতে বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা হইলেও শিষ্যদিগের মতভেদ হওয়া অসম্ভব নহে। তাঁহারা ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দিয়াছেন। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কহে, "সূর্য্য অস্তগত হইলেন।" তখন সেই শব্দ শ্রবণে লম্পট ব্যক্তি পরদারহরণের, ও তস্কর পরধনাপহরণের কাল উপস্থিত হইল বোধ করে এবং সাধু সন্ধ্যাবন্দনাদি ভগবদুপাসনার কাল উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করেন। অতএব একব্যক্তি বক্তা হইলেও শ্রোতৃবর্গ স্ব স্ব অভিপ্রায়ানুসারে এক বাক্যের পৃথক্ পৃথক্ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

'উহাদের মতে বাক্, পাণি, পাদ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন ও বুদ্ধি এই দুইটী উভয়েন্দ্রিয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ের আয়তন (আবাসস্থান) বলিয়া দেহ দ্বাদশায়তন নামে অভিহিত। সকল বৌদ্ধমতেই ধনোপার্জ্জন দ্বারা এই দ্বাদশায়তন শরীরের সম্যক্ শুশ্রূষারূপ পূজা করাই প্রধান কর্ম্ম। ইহাদিগের মতে দেবতা সুগত, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর; প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদয় ও মার্গ এই চারিটী তত্ত্ব। বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখতত্ত্ব কহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয় এবং মন ও ধর্ম্মায়তন অর্থাৎ বুদ্ধি এই দ্বাদশটী আয়তনতত্ত্ব। মানবদিগের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ যে রাগ-দ্বেষাদি জন্মিয়া থাকে, তাহাকে সমুদয় তত্ত্ব কহে।

এই মতে সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এইরূপ যে স্থির বাসনা তাহার নাম মার্গতত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ নামে অভিহিত। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ণভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই সকল যতি ধর্ম্মের অঙ্গ।

উক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে, সকল বস্তুই ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞান স্বরূপ, ক্ষণিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই।'

(সর্ব্বদর্শনসং)

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে তাঁহার সমসাময়িক কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক মত-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আর্য্যদেব ও অশ্বঘোষ নামে আরও দুইজন প্রসিদ্ধ স্থবিরের নাম পাওয়া যায়। মহাযান-সম্প্রদায় অশ্বঘোষকে স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াই মনে করেন। নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেবের সমসাময়িক অথচ বয়ঃকনিষ্ঠ নাগাহ্বয় উপাধি তথাগতভদ্র নামে এক প্রসিদ্ধ আচার্য্যের উল্লেখ আছে। ইনি নালন্দাবিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। অনেকে নাগাহ্বয় ও নাগার্জ্জুনকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন।

বৈভাষিকগণের মধ্যে ধর্ম্মত্রাত, ঘোষক, বুদ্ধদেব, বসুমিত্র প্রভৃতি ভদন্তগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মত্রাত আর্য্যদেবের শিষ্য এবং মহাবিভাষা ও উদানবর্গ প্রণেতা। বসুমিত্র কনিষ্ক-রাজপুত্রের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন।

প্রধান প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য

৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দুইটী প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। একজনের নাম আর্য্য অসঙ্গ এবং অন্যের নাম বসুবন্ধু। ইঁহারা দুই জনেই গান্ধারবাসী। অসঙ্গ যোগাচার-মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি প্রথমে মহীশাসক ও পরে মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, বহুদিন অযোধ্যার নিকট এক সঙ্ঘারামে বাস করিয়া পরে রাজগৃহে অবস্থান করেন এবং সেইস্থানেই তাঁহার সমাধি হয়। ইনি যোগ সম্বন্ধে এক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বসুবন্ধু অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি নালন্দা-বিহারের অধ্যাপক ছিলেন। নেপালে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রধান গ্রন্থ অভিধর্ম্মকোষ। এতদ্ব্যতীত ইনি বহু মহাযান গ্রন্থের টীকাও রচনা করেন।

এই দুইজন ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ ও অসাধারণ পণ্ডিতের বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহারা কেহ বা মহাযান, আবার কেহ বা হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাদের নাম যথা— দিঙ্নাগ, গুণপ্রভ, স্থিরমতি, সঙ্ঘদাস, বুদ্ধদাস, ধর্ম্মপাল, শীলভদ্র, জয়সেন, চন্দ্রগোমিন্, চন্দ্রকীর্ত্তি, গুণমতি, বসুমিত্র (২য়), যশোমিত্র, ভব্য, বুদ্ধপালিত এবং রবিগুপ্ত।

ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মকীর্ত্তি সর্ব্বশেষে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বা বলেন, ধর্ম্মকীর্ত্তি ইনি কুমারিল ভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু হিউএন্‌সিয়াং ইঁহার নাম করেন নাই।

মহাযানদিগের প্রাধান্যের সহিত এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক গুহ্যধর্ম্ম অবলম্বন ও প্রকাশ করেন। ভোটদেশীয় লামাগণ নাগার্জ্জুনকেই এই গুহ্যমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া

মনে করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই গুহ্যমতাবলম্বিগণ "মন্ত্রযান" নামে খ্যাত হন। ঐ সময় চীন ও জাপানে পর্য্যন্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ভোটদেশে (তিব্বতে) 'মন্ত্রযান' মত প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে এই মন্ত্রযানই নানা বিভৎসমূর্ত্তিতে "কালচক্র" নামে সমগ্র ভোটে দেখা দিয়াছিল। ইহাই নেপালে 'বজ্রযান' নামে আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

প্রবাদ এই যে শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিলভট্ট দুইজনে বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু এ প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্যের বহু পরেও যে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে উজ্জ্বল ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। শঙ্করের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলেও পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মকে কিছুকাল সমভাবেই দেখিয়া আসিতেছিলেন।

উত্তর ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম

৭ম শতাব্দীতে রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইঁহার অন্যতর নাম শিলাদিত্য। ইনি যদিও মহাযানসম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়কেই সমভাবে দর্শন করিতেন। তিনি বৌদ্ধাচার্য্য মৈত্রায়ণীয় দিবাকর মিত্রকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। তাঁহারই সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আগমন করেন; তিনি দেখিয়া গিয়াছেন যে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের রাজচ্ছত্রতলে নানা সম্প্রদায়ের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সুখশান্তিতে অতিবাহিত করিতেছেন। এ সময় হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ী বৌদ্ধগণের মধ্যেই কিছু দলাদলি চলিতেছিল। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধদলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

এই সময়ে কাশ্মীরেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সজীব ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এখানে কায়স্থবংশীয় রাজা দুর্লভবর্দ্ধনের রাজ্যগ্রহণের সহিত শৈব প্রভাব অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজে শৈব হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই।

নেপালেও রাজা এবং সাধারণ লোকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সমভাবে সমদর্শী ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ৭৫০ খৃঃ অব্দ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়, কিন্তু পশ্চিম ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বেই মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুবিজয় দ্বারা (৭১২ খৃঃ) অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল।

সিংহলে ভিক্ষুগণের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল, তাহা অগ্রবোধির রাজত্বকালে অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হয় কারণ এই সময়ে তামিলগণ বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করায় ইঁহাদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া উঠে। সঙ্ঘবোধিপরাক্রম বাহু (১ম) (১১৫৩—১১৮৪ খৃঃ) নৃপতির রাজত্বকালে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একতাবন্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় এবং ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে অনুরাধপুরের সঙ্গীতিতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রথমে কলিঙ্গ হইতে মাঘ নামে এক রাজা পুনরায় বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রায় ১২৫০ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহু রাজা হইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে সজীব করেন। তাঁহার পুত্র পরাক্রমবাহু (৩য়) অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং বহু পণ্ডিত তাঁহার সভায় স্থান পাইতেন।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্য পর্য্যন্তও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু ধর্ম্মের আক্রমণ সহ্য করিয়াও তাহা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। সিংহলে উচ্চশ্রেণীর সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাসী। কিন্তু বর্ত্তমান সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ছায়া ও তৎপ্রভাবে জড়িত।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লোপ

তান্ত্রিকতার প্রাধান্য যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত। এজন্য কেবল হিন্দুরা দায়ী নহে। বৌদ্ধগণও শেষকালে এই তান্ত্রিকতায় আস্থা স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও সিদ্ধিলাভের আশায় ইহার চর্চ্চা করিতেন। অসঙ্গের তিরোভাব এবং ধর্ম্মকীর্ত্তির আবির্ভাব এই সময়ের মধ্যেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ভোটদেশী লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মকীর্ত্তির পরই অনুত্তর-যোগ প্রবল হইয়াছিল।

গৌড়ের পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এই পালরাজগণের সভায় বহু সিদ্ধবজ্রাচার্য্য নানা অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বজ্রযানের পরিণতি-কাল। এই সময়েই গুরুকর্ত্তৃক কর্ণে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্রদানের ব্যবস্থা হয়।

এই পালবংশ ৭৭৫—১১৬১ খৃঃ অঃ রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে বিক্রমশিলার মঠ তান্ত্রিক শাস্ত্র-চর্চ্চার এক প্রধান স্থান ছিল।

পালরাজ-বংশের পরে সেনরাজগণ প্রবল হন। ইঁহারা যদিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু বল্লালসেন নিজে তান্ত্রিক ধর্ম্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই। ১২০০ খৃঃ অব্দে

মুসলমান বিজয়ের পরে মগধ হইতে বৌদ্ধধর্ম একবারে তিরাহিত হইল। উদন্তপুর ও বিক্রমশিলার মঠ ভূমিসাৎ হইল। ভিক্ষুগণ কতক নিহত হইলেন এবং কতক পলায়ন করিলেন। উড়িষ্যা, নেপাল, ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইলেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্য শাক্যশ্রী প্রথমে উড়িষ্যায় পরে তিব্বতে, রত্নরক্ষিত নেপালে, বুদ্ধমিত্র ও তাঁহার অনুসঙ্গিগণ দক্ষিণভারতে, সঙ্গম শ্রীজ্ঞান পার্ষদসহ ব্রহ্ম ও কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গেলেন। এইরূপে মগধ হইতে বৌদ্ধধর্ম অন্তর্হিত হইল। কিন্তু যে যে স্থানে উক্ত মহাত্মারা পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণ দীপালোক বহুকাল নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও দক্ষিণবঙ্গ, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে সেই বৌদ্ধপ্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি বিদ্যমান। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভোটদেশীয় তীর্থযাত্রী ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার পার্ব্বত্য-প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার স্মৃতি ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে বিদ্যমান।

কাশ্মীরে প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা আধিপত্য লাভ করিলে লাদক ভিন্ন অপর সকল স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম তিরোহিত হইল।

বঙ্গদেশে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্তও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক প্রজ্বলিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় এক রাজা গয়ার বোধিবৃক্ষের পাদপীঠের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দন যদিও হিন্দু ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধপ্রভাব পুনরায় সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমানেরাই সে আলোক নির্ব্বাণ করেন।

যে সকল আচার্য্য নেপালে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের পার্ষদ তথায় বজ্রযানের প্রবর্ত্তক হইলেন। এই সম্প্রদায় মধ্যে বজ্রাচার্য্যই সর্ব্বপ্রধান গুরুর আসন লাভ করিলেন। আজও নেপালে 'বজ্রযান' প্রবল। এই সম্প্রদায় ঘোরতর তান্ত্রিক ও পঞ্চমকারের উপাসক। নেপালের ন্যায় তিব্বতেও বজ্রযান বা কালচক্রযানের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। [নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, লামা প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বৌদ্ধগণ নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহাদের প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই। এখনও নেপালে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ বাস করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, সংসার বিতৃষ্ণা, মুক্তির ঐকান্তিক বাসনা প্রভৃতি যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণের বিষয় ছিল, তাহার কিছুই এখন বর্ত্তমান নাই।

এখনও নেপালে নামমাত্র বৌদ্ধভিক্ষু দেখা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বজ্রাচার্য্য বা গৃহীতান্ত্রিক গুরুর আধিপত্যই প্রবল। এক সময়ে যেখানে মুক্তিকামী হইয়া সকলে তন্ত্র ও ধারণী সমূহ শ্রবণ করিত এখন তাহা অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে নেপালের বৌদ্ধদার্শনিক সমাজে স্বাভাবিক, ঐশ্বরিক, কার্ম্মিক ও যাত্নিক এই চতুর্বিধ মত প্রচলিত। এই কয় সম্প্রদায় নামমাত্র ত্রিরত্ন স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের নিকট ত্রিরত্নের অর্থ অন্যরূপ। তাঁহাদের নিকট বুদ্ধ অর্থে 'মন', ধর্ম্ম অর্থে 'ভূত' এবং সঙ্ঘ অর্থে উভয়ের সহিত জড় জগতের সম্পর্ক। স্বাভাবিকেরা চার্ব্বাক, ঐশ্বরিকেরা অনেকটা নৈয়ায়িক ও মীমাংসক এবং কার্ম্মিক ও যাত্নিকেরা দৈব ও পুরুষকারবাদী বলিলেই হয়। যদিও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ঐ সকল মত প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিরত্নের সহিত সম্বন্ধ ও সঙ্ঘের অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে ঐ সকল মত যে আধুনিক সময়ে নেপালে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষস্মৃতি ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম সার্দ্ধদ্বিসহস্র বর্ষকাল পূর্ব্ব ভারতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল, আবালবৃদ্ধবনিতা যে ধর্ম্মে সহস্র সহস্র বর্ষ অভ্যস্ত ছিল, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বভারতে যে স্মৃতি না রাখিয়া এককালে তিরোহিত হইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্যমান। ডোমপণ্ডিত ও শীতলাপণ্ডিতগণ ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

[ধর্ম্মঠাকুর শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মহাযান এবং এই সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত মন্ত্রযান ও বজ্রযানেরা নানা বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও নানা শক্তিমূর্ত্তি এবং তাঁহাদের পূজা প্রচার করিলেও, নানা কুসংস্কার ও আবর্জ্জনায় বিশুদ্ধ বুদ্ধমত অন্ধকারাবৃত হইলেও, তাঁহারা এককালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহাদের লক্ষ্য সেই মহাশূন্যবাদের দিকেই ছিল। বৌদ্ধেরা আপন ধর্ম্মকে কেবল 'ধর্ম্ম' বা 'সদ্ধর্ম্ম' এবং আপনাদিগকে 'সদ্ধর্ম্মী' বলিয়াই পরিচয় দিত।

কি হীনযান কি মহাযান উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই ত্রিরত্নের যথেষ্ট সম্মান ছিল। পরবর্ত্তী মহাযানিদিগের নিকট ত্রিরত্নই মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া উপাসিত হইলেন! ধর্ম্ম স্ত্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বুদ্ধদেবের বাম পার্শ্বে এবং সঙ্ঘ পুরুষমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বুদ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইতে লাগিলেন। ত্রিরত্নের এইরূপ পরিবর্ত্তন-চিত্র গয়ার মহাবোধি হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন ভাস্করশিল্প হইতে পাওয়া গিয়াছে।* যে ধর্ম্মের জন্য

* Cunningham's Mahabodhi, p. 55, plate XXVI.

বুদ্ধদেব অতুল রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই ধর্ম্মই বৌদ্ধসাধারণের প্রধান উপাস্য এবং সেই ধর্ম্মই বুদ্ধ ও বুদ্ধশক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন লাভ করিলেন। যে শূন্যবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই মহাশূন্যই ধর্ম্মদেবতার নামান্তর বলিয়া গণ্য হইলেন এবং এই নিরাকার মহাশূন্য হইতেই সমস্ত বুদ্ধ, দেবদেবী ও সর্ব্বজগতের উৎপত্তি কল্পিত হইল।

হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধপ্রভাব বিলুপ্ত হইলেও সাধারণের হৃদয়ে উক্ত ধর্ম্ম দেবতাটী যে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সহজে কেহ সেই স্থান হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। যাহারা ধর্ম্ম দেবতাকে ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবশেষ বলিয়া ছাড়িতে পারিল না, গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে তাহারা হীন জাতিতেই পরিণত হইল, তাঁহাদিগের বংশধরেরা আজও ধর্ম্মঠাকুরের সেবক বা পূজক। মহাযান-প্রভাবের শেষাবস্থায় ধর্ম্ম নানামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও বঙ্গের ধর্ম্মপূজকদিগের নিকট সে মূর্ত্তি দুই এক স্থল ভিন্ন সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই যেখানে বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর অর্থাৎ ডোম, পোদ, দুলে, বাগ্‌দী, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাস, সেখানেই ধর্ম্মরাজ পূজিত হন, বলিতে কি কোথাও সেই ধর্ম্মঠাকুরের মূর্ত্তি নাই, কোথাও একখান নুড়ী, কোথাও একখানি নোড়া, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দখল করিতেছেন। পাথরের অক্রবক্র বা ঢোপ অনুসারে যে, যে রূপই কল্পনা করিয়া লউন, তাহাতে ক্ষতি নাই; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন রূপ ছিল না, যদিও কোথাও ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজরূপে পূজিত হইতেছেন, কিন্তু নানাস্থান হইতে যে ধর্ম্মঠাকুরের ধ্যান পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই শূন্যমূর্ত্তির পরিচয় পাইবেন—

"যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তিকায়ো নির্ণাদং
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈ র্জ্ঞানগম্যং সকলদলগতং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং ॥"

এই শূন্যমূর্ত্তি কিরূপে হইল তাহা সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন প্রস্তাবে এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"অস্তি নাস্তি তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটির্বিনির্মুক্তং শূন্যরূপং"

বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের সর্ব্বোচ্চদর্শনই শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থগুলিতে শূন্যতা ও মহাশূন্যতা লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা। কোন হিন্দুশাস্ত্র এরূপ শূন্যবাদ সমর্থন করেন নাই, এবং পরবর্ত্তী হিন্দুদার্শনিকগণ শূন্যবাদ খণ্ডন করিতেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মহাযানদিগের এই শূন্যবাদের আলোচনা করিবার কারণ এই যে মহাযান সম্প্রদায় এক্ষণে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইলেও, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-নির্দ্দেশক কোন হিন্দুশাস্ত্রে শূন্যবাদ স্বীকৃত না হইলেও আজও বঙ্গ উৎকলবাসীর ইতর সাধারণের মধ্যে শূন্যবাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে পারে নাই, কেবল শূন্যপুরাণ বলিয়া নহে, বহু ধর্ম্মমঙ্গলে ও ডোম, হাড়ী, বাউরি প্রভৃতি নীচ জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসে সেই শূন্যরূপ সুস্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে। কেবল বঙ্গের উক্ত সাম্প্রদায়িক মঙ্গলগ্রন্থ বা নীচজাতির বিশ্বাস বলিয়া নহে, ময়ূরভঞ্জের দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত প্রদেশ হইতে আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর, অময়পটল, অনাকার-সংহিতা প্রভৃতি উৎকল পুথি হইতেই মহাযানধর্ম্মের বিগত স্মৃতি পাওয়া গিয়াছে।

সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরের প্রারম্ভেই এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—

"অনাকাররূপং শূন্যং শূন্যং মধ্যে নিরঞ্জনঃ।
নিরাকারমঙ্গজ্যোতিঃ সংজ্যোতির্ভগবানয়ম্॥"

ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও এই শ্লোকটী আছে—

"শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনম্।
সর্ব্বপরঃ পরোদেবঃ তস্মাত্বং বরদো ভব॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে উভয় গ্রন্থকারের লক্ষ্য শূন্যবাদ, উদ্দেশ্য এক।

নেপালী বৌদ্ধগণের স্বয়ম্ভুপুরাণের প্রারম্ভেও এইরূপ শ্লোক রহিয়াছে—

"নমো বুদ্ধায় ধর্ম্মায় সঙ্ঘরূপায় বৈ নমঃ।
স্বয়ম্ভুবে বিঘ্নধ্বান্তভানবে ধর্ম্মধাতবে॥১
অস্তি নাস্তি স্বরূপায় জ্ঞানরূপস্বরূপিণে।
শূন্যরূপস্বরূপায় নানারূপায় বৈ নমঃ॥২"

রামাইপণ্ডিতের পদ্ধতিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেই মহাশূন্যমূর্ত্তি "ললিত অবতার"-রূপ ধর্ম্ম হইতে আদ্যাশক্তি পার্ব্বতীর জন্ম, অতঃপর সেই পার্ব্বতী হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। এই ধর্ম্মরাজ আদ্য বা অনাদ্য নামেও সকল ধর্ম্মমঙ্গলে পরিচিত। ময়ূরভঞ্জের অনাকারসংহিতাতেও দেখি—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তাপরে দুর্গাএ পড়ান্তি আদ্যর গুরু।
সাম জজু রুক্ অথর্ব্বএ আদি পড়ান্তি অনাদ্যঠাকুর॥"

এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দুর্গা হইতেও আদ্য বা অনাদ্য ঠাকুরের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাযান-প্রবর্ত্তক উপনিষদের ব্রহ্মকেই মহাশূন্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও সেই কথা, সেই মহাশূন্যে লয় বা ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথাই দেখি। উক্ত অনাকার-সংহিতায় লিখিত আছে—

"একা ব্রহ্ম দেখ জগতেরি পুরেহি
খিত্র কলে পাই খেদ।
জাতি অজাতি জেনোহো প্রতিষ্টা
তাহার নাহি অভেদ।
অব্যক্ত হয়ি অনাকার পুরি
তেহুঁ পদপুর অছি।"

ধর্মপূজায় পদ্ধতিতে "ধাং ধীং ধং ধর্মায় নমঃ" এইরূপ শূন্যমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজের বীজ নির্দ্দিষ্ট আছে। ময়ূরভঞ্জের সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর পুথিতে 'ওঁ ধ্রীং শূন্যব্রহ্মায়ে নমঃ' এইরূপ শূন্যরূপ নিরঞ্জনের বীজ দৃষ্ট হয়। কোন হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মকে শূন্য বলিবে না; অতএব এটী যে খাঁটী মহাযান বৌদ্ধদিগের বীজমন্ত্র তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাযানদিগের নিকট ত্রিরত্নের একতম সঙ্ঘ পুরুষমূর্ত্তিতে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, বোধগয়ায় এখনও সেই মূর্ত্তি বিদ্যমান; গৌড়বঙ্গের ধর্ম্মোপাসকগণ সাধারণতঃ ঐ মূর্ত্তি গ্রহণ না করিলেও ধর্ম্মমঙ্গলসমূহের নায়ক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মভক্ত লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ের নিকট হইতে যে ধর্ম্মস্তব পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কিন্তু আমরা বুদ্ধগয়ার সঙ্ঘ মূর্ত্তিরই যেন সন্ধান পাইয়াছি, সেই স্তবটী এইরূপ—

"শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্।
শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জনং নমোঽস্তু তে॥"

উক্ত আদর্শ রাখিয়া ময়ূরভঞ্জের সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর গ্রন্থে ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে একত্র লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর ধ্যানটী কল্পিত হইয়াছে, যথা—

"ওঁ শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নং বদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥"

যেখানে উক্ত ধ্যানটী আছে, তৎপূর্ব্বে এইরূপ ধর্ম্মগায়ত্রী দৃষ্ট হয়—

"ওঁ সিদ্ধদেবঃ সিদ্ধঃ ধর্ম্মো বরেণ্যমস্তু ধীমহি।
ভর্গদেবো ধীয়ো য়োন সিদ্ধধর্ম্ম প্রচোদয়াৎ॥"

(সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর ১২ অঃ)

উক্ত গায়ত্রীতে সিদ্ধদেব বা সিদ্ধার্থ বুদ্ধ, সিদ্ধ বা বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও ধর্ম্ম অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নেরই মহিমা এবং ত্রিশরণ-দীক্ষা-মন্ত্র বিঘোষিত। আশ্চর্য্যের বিষয় সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর গ্রন্থকার উক্ত গায়ত্রীকে বাউরি জাতির গায়ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরে বাউরি জাতির উৎপত্তি-কথা এইরূপ পাওয়া যায়—

"নিরাকার দক্ষিণরু বিপ্র হোএ জাত।
উত্তর অঙ্গরু জান গোপাল সম্ভূত॥ ১৭
বদন অন্তরে বিশ্বামিত্র মুনি কহি।
তাহাঙ্কু অঙ্গরে বাউরি জাত হোই॥ ১৮
বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠ সুত পুত্র হাদে জান।
সেইটী বাউরি অনন্তকাণ্ডী নাম॥ ২১

এবে বাউরি যার পুত্র নাম কহিবা। পদ্মালয়াপুত্র চুলি বাউরি অটন্তি। ব্রাহ্মণ সঙ্গে বেদ পড়ু থান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ু থিলে রাজা প্রতাপরুদ্র ঠাকু গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি।"

সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব কতকগুলি কথা পাইতেছি। অবশ্য ঐ আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক ছাচে ঢালা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন পৌরাণিক গ্রন্থে ওরূপ আখ্যায়িকার সমর্থন পাইলাম না। ইহাতে মনে হয় যে, সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর রচনা কালে অর্থাৎ দুই শত বর্ষেরও পূর্ব্বে বাউরি-সমাজে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল অথবা সেই প্রবাদ-সমর্থক যদি কোন গ্রন্থ থাকে, তদবলম্বনে উড়ুম্বরকার বাউরি জাতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতেছি যে নিরাকারের দক্ষিণ উরু হইতে বিপ্র ও মুখ হইতে বিশ্বামিত্রের জন্ম এবং তাঁহা হইতেই বাউরি জাতির উৎপত্তি। এই নিরাকারের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে পদ্মালয়া নামে দেবী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে অনন্ত কাণ্ডী নামে বাউরির উৎপত্তি। অনন্তকাণ্ডি চুলি বাউরি নামেও প্রসিদ্ধ হন। চুলি বাউরি ও তাঁহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণগণের সহিতই বেদ পাঠ করিতেন। এ সময়ে ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ও বাউরি কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়াই গণ্য হইতেন। বায়োকাণ্ডি, পরমানন্দ ভোই ও রাধো শাসমল এই তিন জনেই পদ্মালয়ার বংশধর। এই তিন জনে চুলি বাউরি। বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয়া ভার্য্যার নাম চিত্রোধ্বজা, তাঁহার গর্ভে কুশ-সর্ব্বা, বিধুকুশ ও উর্ব্বকুশ এই তিন পুত্র জন্মে, এই পুত্রত্রয় হইতেই বাউরি। বিশ্বামিত্রের তৃতীয়া ভার্য্যা গন্ধকেশী হইতে প্রযশা, উত্তম ও সাধুধর্ম্ম নামে তিন পুত্র হয়, তাহারা বাগ্দি (বাগ্দী) নামে পরিচিত এবং বিশ্বামিত্রের ৪র্থা ভার্য্যা বায়ুরেখা হইতে জয়-সর্ব্বা, বিজয়সর্ব্বা ও বীর্য্যকেতু নামে তিন পুত্র জন্মে, ইহারা শবর নামে পরিচিত হয়। উক্ত চুলি বাউরি, বাগ্দি ও শবর হইতে আবার সর্ব্বশুদ্ধ ১২টী জাতি বা শাখাভেদ ঘটে। যথা চুলি বাউরি, কাহাল, অজয় কাহাল, গুরু কাহারি, ঐরি, বাউরি, শবর, ভুআঙ্গ, যাদু, ভাদু, গুরু ও নুধন।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি, যদিও সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বরের বিবরণ অপর কোন গ্রন্থে দেখি নাই। কিন্তু বিশ্বামিত্র হইতে শবর জাতির উৎপত্তি, একথা আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাইয়াছি। যথা—"ত এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা

ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি। বৈশ্বামিত্রাঃ দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।"(৭।৩।৬)

সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বরের উক্ত পৌরাণিক বিবরণী মধ্যেও যে বহু প্রাচীন ঐতিহাসিকতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সমর্থনে বুঝিতেছি।

সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বকার উক্ত পরিচয় মধ্যে একটী বিশেষ কথা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

পদ্মালয়ার তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের সহিত বিষ্ণুর সম্ভাষণ ঘটে, বিষ্ণু শঙ্খাসুর মারিয়া তাঁহাকে সঙ্খ দিয়াছিলেন। এই রূপে পদ্মালয়ার বংশধরগণ পঞ্চজন সঙ্খের সম্ভাষণ জানিয়াছিলেন। অপর ৯ ভাই তাহার অংশ স্পর্শেও অধিকারী হয় নাই।

এখানে সঙ্খ শব্দে বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ'। শূন্যপুরাণেও এইরূপে 'সঙ্ঘের' স্থানে 'সঙ্খ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে *। বৌদ্ধধর্ম্মানভিজ্ঞ ইতর সাধারণের নিকট 'সঙ্ঘ' 'সঙ্খে' পরিণত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণেরও অভাব নাই।† সঙ্ঘের শত্রুগণকে মারিয়া বুদ্ধদেবের অনুই জ্যেষ্ঠ ছুলি বাউরি সঙ্ঘাধিপ হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার ও তদীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশধরগণ বৌদ্ধ-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর ৯ শাখা সঙ্ঘে প্রবেশ করে নাই অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বরকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন "ছুলি বাউরি অটন্তি, ব্রাহ্মণ সঙ্গে বেদ পড়ুথান্তি। ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ বাউরি কনিষ্ঠ। এ পড়ুথিলে রাজা প্রতাপরুদ্রঙ্কঠারু গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি।"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ জানিতেছি যে বাউরি জাতি রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধাচার পালন করিয়াই চলিত, ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়াই গণ্য হইত। রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ই এই জাতির অধঃপতন ঘটে। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ঐ সময়ে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে যে বৌদ্ধসমাজ বিদ্যমান ছিল, তাহা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভ্রমণবৃত্তান্তলেখক গোবিন্দদাসের কড়চা ও তাঁহার চরিতাখ্যায়ক চূড়ামণিদাসের চৈতন্য-মঙ্গল হইতেই জানা গিয়াছে। চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার এবং নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব বা সহজিয়ার মধ্যে হীন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে যে মিশিয়া রহিয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যুগল-ভজন প্রভৃতি সহজিয়াদিগের প্রধান অঙ্গ যে বিলুপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের জঞ্জাল হইতে গৃহীত, তাহা নেপাল হইতে আবিষ্কৃত কাহ্নভট্টের 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠে জানা গিয়াছে।* ষ্টার্লিং সাহেব উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের সভায় প্রথমে বৌদ্ধদিগের সমাদর এবং শেষে বৌদ্ধ নিগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।†

সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর ও উক্ত উৎকলের ইতিহাস একত্র আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে বাউরি জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণই রাজ-নিগ্রহে প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজনিগ্রহ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণভয়ে তাঁহারা অতি গোপনে স্বধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিল, এই সঙ্গে তাহারা বুদ্ধ ও বৌদ্ধশক্তিগণের নাম গোপন করিয়া ফেলিল। বিষ্ণুই বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে তাহারা বুদ্ধের স্থানে বিষ্ণুকে বসাইল, হিন্দু দেবদেবীকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতে তাহারা সরিয়া পড়িল না, শূন্যবাদের মূল ধর্ম্মকেই তাহারা সর্ব্বপ্রধান করিয়া রাখিল। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তাহাদের ধর্ম্মের কাছে খর্ব্ব রহিলেন। বাঙ্গালায় ধর্ম্মভক্ত ধর্ম্মপণ্ডিত ও ডোমপণ্ডিতগণ যেমন হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্য, রাজনিগ্রহে হিন্দুসমাজের শাসনে বাউরি জাতিও সেইরূপ অস্পৃশ্য হইল। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরকার বলিতেছেন,—"কলিযুগে ন ছুইব। বাউরি ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বোলি বিষ্ণুমায়া করি গোপ্য করি রখি অচ্ছন্তি।"

এখানে সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বরকার বাউরিজাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়াও যেরূপভাবে বাড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেও আমরা কোন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ডোমপণ্ডিতদিগের ন্যায় কোন বাউরি-পণ্ডিত বলিয়াই মনে করি। বঙ্গের ধর্ম্মপণ্ডিতগণ "ধর্ম্মকেই" সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তউড়ুম্বর হইতে জানিতেছি যে, বাউরিজাতি প্রাচীন মহাযানসম্প্রদায়ের ন্যায় মহাশূন্যতা বা শূন্যব্রহ্মকেই সর্ব্বজগতের মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মধ্যে মহাযান-দিগের খাঁটী শূন্যবাদেরই আভাস পাওয়া যায়।

রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলে প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু রাজনিগ্রহে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসান হইলেও বৌদ্ধসম্প্রদায় এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ রাজনিগ্রহভয়ে বৌদ্ধগণ উড়িষ্যার গড়জাতসমূহের দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল।

উৎকলের শেষ স্বাধীননৃপতি মুকুন্দদেব, এক সময়ে উত্তরে ত্রিবেণী ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত যাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, তিনিও যে কতকটা বৌদ্ধানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে

---

* সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শূন্যপুরাণ ৮৩ পৃষ্ঠা।

† Mahomahapadhyaya H. P Shastri's Living Buddhism in Bengal, p. 21.

* মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়াছেন। সহস্রবর্ষের প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত। গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল।

† Sterling's Orissa, (Ed of 1904), p. 80-81.

বৌদ্ধগণের বাস ছিল, তিব্বতীভাষায় সুম্পো খাম্পো রচিত পগ্ সম্ জোন্‌জম্ নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়—†

"Mukunda Deva (Dharma Raja) king of Otivisa (Orissa), who favoured Buddhism, became powerful. His power extended up to Magadha. He too did some service to the cause of Buddhism."*

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দেও যে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণালোক নানাস্থানে প্রজ্বলিত ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসলেখক Dr. Waddel ভোট-ভাষায় রচিত বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত মহাত্মা ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ভারত পর্য্যটন করেন। তাঁহার ভ্রমণবিবরণী হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতেও ত্রিপুরার দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুক্‌রাঢ় ও পালগড়ে বহু বৌদ্ধযতি ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল।

বুদ্ধগুপ্ত-তথাগতনাথ পার্ব্বত্যত্রিপুরারাজ্য দর্শন করিয়া হরিভঞ্জ নামক স্থানে আসিয়াছিলেন। এই স্থানকে আমরা ময়ুরভঞ্জ বলিয়াই মনে করি। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে অর্থাৎ বুদ্ধগুপ্তের সময়ে হরিহরভঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত হরিহরপুরে ময়ুরভঞ্জের রাজধানী। বিদেশী কর্ত্তৃক হরিহরপুর বা হরিপুর ও ময়ুরভঞ্জ একত্র 'হরিভঞ্জ' নামে আখ্যাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। হরিপুরে এক সময় যে বৌদ্ধসংস্রব ছিল, তাহা এখানকার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত প্রাগুলীতারা হইতে আভাস পাওয়া যায়। বুদ্ধগুপ্ত এই অঞ্চলে হরিভঞ্জচৈত্য দর্শন করিয়াছিলেন, এখানে তিনি হিতগর্ভকন্যা নামে এক বৌদ্ধ উপাসিকা ও এক প্রধান ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী হইতে অনেক গুহ্যতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

হরিভঞ্জের অবস্থান-নির্ণয়

ফুক্‌রাঢ় বা ফুগ্‌রাঢ়—তিব্বতীভাষায় 'ফুগ্' অর্থে সিদ্ধ-গুহা। সিদ্ধগুহাবেষ্টিত রাঢ়প্রদেশই ফুগ্‌রাঢ়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমদক্ষিণাংশ যেমন "রাঢ়" নামে অভিহিত, সেইরূপ ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশও অধিবাসিগণের নিকট "রাঢ়" বলিয়াই পরিচিত, কেবল স্থানীয় অধিবাসী বলিয়া নহে, সমস্ত উৎকলবাসীর নিকট ময়ুরভঞ্জই "রাঢ়" নামে পরিচিত। এরূপ স্থলে হরিভঞ্জের নিকটবর্ত্তী সিদ্ধগুহাবেষ্টিত (ফুক্) রাঢ়কে ময়ুরভঞ্জের পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়াও মনে করিতে পারি। উড়িষ্যার গড়জাতসমূহের অন্ত-তম বর্ত্তমান "পাললহরা" রাজ্যই ভোটভ্রমণ-কারীর পালগড় বলিয়া মনে হয়। এখানেও শুনিয়াছি, এক সময়ে বৌদ্ধপালরাজগণের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেন এবং বৌদ্ধকীর্ত্তিরও অভাব নাই।

ফুক্‌রাঢ়ের সংস্থান

পালগড়ের সংস্থান

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দেও যেখানে বৌদ্ধ উপাসিকা হিতগর্ভকন্যা অবস্থিতি করিতেন, ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত গুহ্যতত্ত্ব যেখানে সকলে আদরে অধ্যয়ন করিতেন, যেখানে বহু যতি ও বহু বৌদ্ধগ্রন্থের অভাব ছিল না, সেই হরিভঞ্জচৈত্য কোথায়?

ময়ুরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান বড়সাই গ্রামে বোধিপুকুরের নিকট হইতে ক্ষুদ্র চৈত্যমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, ঐ স্থানের নিকটই যে প্রাচীন হরিভঞ্জ চৈত্যের অবস্থান ছিল, তাহা উক্ত স্থান পরিদর্শন করিয়া আমাদেরও ধারণা হইয়াছে।

নেপালের নানা স্থানের চৈত্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানা গিয়াছে, যেখানে কোন বৃহৎ চৈত্য আছে, সেখানেই তাহার আদর্শস্বরূপ এক বা একাধিক ক্ষুদ্র চৈত্য দৃষ্ট হয়। নেপালের যে কোন মধ্যযুগের বা বর্ত্তমান চৈত্যে আদিবুদ্ধ, পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ, ত্রিরত্ন বা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি এবং চৈত্যপার্শ্বে হারীতীর মূর্ত্তি বিদ্যমান।

বড়সাইগ্রামের মধ্যেও ঐরূপ ক্ষুদ্র চৈত্য দেখিয়াছি, এই ক্ষুদ্র চৈত্য এখন "চন্দ্রসেনা" নামে স্থানীয় হিন্দুসাধারণের নিকট পরিচিত। এইরূপ চৈত্যটীকেই আমরা বৃহৎ চৈত্যের আদর্শরূপ বলিয়াই মনে করি।

নেপালের প্রত্যেক ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা আদর্শ চৈত্যের চারিপার্শ্বে বা কুলুঙ্গীতে অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি এই চারি 'ধ্যানী'বুদ্ধ দৃষ্ট হয়।*

বড়সাইগ্রামের উক্ত আদর্শ চৈত্যের চারিপার্শ্বে ঐ রূপ চারিটী মূর্ত্তি আছে, এই চারিটী মূর্ত্তি অক্ষোভ্যাদি চারিটী ধ্যানীবুদ্ধের রূপ না হইলেও উক্ত চতুর্বুদ্ধের বাহন ও তাঁহাদের পুত্র চারি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে—যেমন অক্ষোভ্যস্থানে তাঁহার বাহন

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol LXIV. Part. I. p. 26.

† See Tibetan English Dictionary, by S. C. Das, p. 823.

* Oldfield's Nepal, vol. II. p. 214.

এসম্বন্ধে নেপালী বৌদ্ধদিগের বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণেও বর্ণিত আছে—

"মধ্যে বৈরোচনঞ্চাপি পূর্ব্বে অক্ষোভ্যমিত্যপি।
দক্ষিণে রত্নসম্ভবং অমিতাভং পশ্চিমে অপি।
উত্তরেঽমোঘসিদ্ধিঞ্চ ইতি পঞ্চ তথাগতম্।"

বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণ (Society's Edition) p. 370-1

হস্তী ও তদুপরি দণ্ডায়মান বজ্রপাণিবোধিসত্ত্ব, রত্নসম্ভবস্থানে তাঁহার বাহন অশ্ব এবং তদুপরি দণ্ডায়মান রত্নপাণিবোধিসত্ত্ব, এই রূপ অমিতাভ স্থানে তাঁহার বাহন ময়ূরপক্ষী ও তদুপরি পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব এবং অমোঘসিদ্ধের স্থানে তাঁহার বাহন গরুড় ও তদুপরি বিশ্বপাণির মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধে মধ্যভাগে বৈরোচন স্থানে একটী মুখাকৃতি রহিয়াছে।

উক্ত চৈত্যপার্শ্বে ত্রিরত্নের অন্যতম চতুর্ভুজা ধর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমানা। নেপালে বহু চৈত্যে এইরূপ ধর্ম্মমূর্ত্তি আছে।*

বড়সাই গ্রামে উক্ত চতুর্ভুজা ধর্ম্মমূর্ত্তির নিকটই শীতলা বা হারীতীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নেপালের প্রত্যেক বৌদ্ধচৈত্যে বা মন্দিরের পার্শ্বে শীতলা বা হারীতীর মূর্ত্তি দেখা যায়।† নেপালীবৌদ্ধদিগের বৃহৎ স্বয়ম্ভূপুরাণেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ততশ্চ হারীতীং দেবীং পঞ্চপুত্রশতৈর্ব্বৃতাম্।
শ্রীস্বয়ম্ভূপশ্চিমাগে দক্ষিণাস্থং সংস্থাপিতম্॥
যে চ যা বা মনুষ্যাশ্চ পঞ্চোপচারকৈরপি।
মন্দারাদিভিঃ পুষ্পৈঃ মাংসৈ বলিভির্মীনকৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ পেয়ৈঃ খাদ্যৈঃ পানৈঃ ভক্তপিণ্ডাভ্যাং পূজিতম্।
তস্যাঃ পুণ্যপ্রসাদাচ্চ ন জাতু ঈত্যাপদ্রবান্॥
অগ্রজা অন্ত্যজা লোকাঃ শৈবাপি বৌদ্ধসেবকাঃ।
হারীত্যাপি যাক্ষণ্যাং সদা মুদা প্রপূজিতম্॥" (৭ম অঃ)

এখন স্থির হইল যেখানে চৈত্য, সেখানেই ত্রিরত্ন, ও ধ্যানীবুদ্ধশোভিত আদর্শ চৈত্য, তাহারই নিকট হারীতীর অধিষ্ঠান সম্ভাবনা। বড়সাইগ্রামে একস্থানে উক্ত তিন মূর্ত্তি হইতে কি স্পষ্ট মনে হইতেছে না, যে একসময়ে এখানে একটী বৃহৎ চৈত্য ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ বলিয়া থাকে যে বড়সাই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী বোধিপুকুরের নিকটই পূর্ব্বে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় বিদ্যমান ছিল, অল্পদিন হইল তথা হইতে গ্রাম মধ্যে আনিয়া রাখা হইয়াছে। বোধিপুকুরের চারিদিকে এখন বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র, একসময়ে এই পুষ্করিণীর নিকটই যে বৌদ্ধচৈত্য ছিল এবং তাহা হইতেই যে পুষ্করিণীর বোধিপুকুর নাম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন বৌদ্ধচৈত্যের এখন আর কোন চিহ্ন নাই, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও যে সামান্য স্মৃতিপরিচায়কচিহ্ন ছিল, কৃষকদিগের হলচালনায় সে সকল চিহ্নও স্থানান্তরিত হইয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে বড় বড় কাটা পাথর ক্ষীণস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

হরিপুরের ৩ ক্রোশ দূরে উক্ত বোধিপুখুর,—বোধিপুখুরের পার্শ্বস্থ বড়সাই গ্রাম ভিন্ন হরিপুরের নিকটবর্ত্তী আর কোনস্থানে ঐরূপ বৌদ্ধচৈত্যনিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই কারণই বড়সাইর নিকটস্থ বুদ্ধগুপ্তবর্ণিত হরিভঞ্জচৈত্যের অবস্থান স্বীকার করি। তথাগতনাথ এখানে বিস্তর গুহ্যশাস্ত্র ও ধর্ম্মপণ্ডিতের জীবনী শুনিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই বড়সাই গ্রাম হইতেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতসমর্থক সিদ্ধান্তউড়ুম্বর, অনাকারসংহিতা, অমরপটল প্রভৃতি অপূর্ব্বগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলিতে পারি না এই অঞ্চলে বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ কত জিনিস মিলিতে পারে। ধর্ম্মপূজাপ্রবর্ত্তক রামাইপণ্ডিতের শূন্যপুরাণের ও এখানকার সিদ্ধান্তউড়ুম্বরগ্রন্থের মূলসূত্র বা লক্ষ্য যে এক, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

বড়সাইর উক্ত ধর্ম্ম, চৈত্য ও হারীতীপূজায় এখনও ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, অতি নিম্নশ্রেণীর দেহুরী আসিয়া পূজা করিয়া যায়। পূর্ব্বে বাথুরিরাই কেবল পূজা করিত, এখনও সময়ে সময়ে তাহারা আসিয়া পূজা করিয়া যায়। যে দিন বৌদ্ধজগতের সর্ব্বত্র বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব হইয়া থাকে, অদ্যাপি সেই স্মরণীয় বৈশাখীপূর্ণিমার দিন উক্ত বড়সাই গ্রামে চন্দ্রসেনা নামে পরিচিত উক্ত বৌদ্ধচৈত্যের পূজা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধারণের বিশ্বাস, স্মরণাতীতকাল হইতে এখানে বৈশাখীপূর্ণিমার মহোৎসব চলিয়া আসিতেছে, ইহা "উড়াপর্ব্ব" নামে পরিচিত। এই উৎসবে ২০।২৫ হাজার নিম্নশ্রেণির লোক সমবেত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বাথুড়ির সংখ্যা কম নহে। তাহারা 'ভকত'বেশে আসিয়া চৈত্যপূজা, বাণফোড়া ও চড়কে ঘুরিয়া থাকে। এরূপ উৎসাহ ময়ূরভঞ্জের মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। সময়ে সময়ে ২০০ পর্য্যন্ত 'ভকত' মানত করিয়া বাণফুঁড়িয়া ও সেই ফোড়ে কাপড় জড়াইয়া চড়ক গাছে ঘুরিয়া থাকে। এ সময়ে সাধারণে উক্ত ক্ষুদ্রচৈত্যের পূজা উপলক্ষে অসাধারণ ভক্তভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এমন কি ব্রাহ্মণেরাও আসিয়া ঐ সময়ে উহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র চৈত্যটীর আজও এত সম্মান কেন? বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি থাকায় এটী বৌদ্ধসমাজে প্রধান পূজার জিনিস বলিয়াই গণ্য ছিল। নেপালে এখনও ঐরূপ মূর্ত্তিবিশিষ্ট চৈত্যের সর্ব্বত্র মহাসমাদর ও পূজা প্রচলিত।

এক্ষণে বৈশাখী পূর্ণিমার উড়া পর্ব্ব ভিন্ন অপর কোন দিন উক্ত ক্ষুদ্র চৈত্যের পূজা হয় না, কিন্তু হারীতী দেবীর পূজা অনেক সময়েই হইতেই দেখা যায়। কারণ বহুকাল হইতেই বৌদ্ধ ও হিন্দু জনসাধারণ হারীতী বা শীতলার পূজা করিয়া আসিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এখন এই মূর্ত্তিটী সাধারণের

---

* Dr. Oldfield's Nepal, II. p. 159.

† do. II, p. 160.

নিকট "কালিকা" নামে পরিচিত। এই কারণ অল্প দিন হইতে সময় সময় ব্রাহ্মণ আসিয়াও এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণতঃ নীচ দেহুরীর হাতেই পূজা পাইয়া আসিতেছেন, এবং নিম্নশ্রেণীর দেহুরীরাই বহুপূর্ব্ব হইতে এখানকার দেবসম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

যাহা হউক, সার্দ্ধ দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বেও যে স্থানে বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকার অভাব ছিল না, তিব্বতাদি বহু দূর দেশ হইতে বৌদ্ধ আচার্য্যগণ যে স্থানের প্রসিদ্ধ চৈত্য এবং নানা গুহ্যশাস্ত্র দর্শন করিতে আসিতেন, এখন সেই স্থানে উক্ত সামান্য নিদর্শন ভিন্ন আর পূর্ব্ব পরিচয়ের কিছুই নাই। স্থানীয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, বাউরি জাতির যত্নেই সমগ্র ধ্বংস মুখ হইতে ঐ কয়টী দ্রব্য মাত্র রক্ষা পাইয়াছে।

উক্ত বাথুরি জাতির সন্ধান ময়ূরভঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী অপর গড়জাত ভিন্ন আর কোথাও আমরা পাই নাই। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরে ৯ প্রকার ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে "বাউরি" নামক যে একতম (বর্ত্তমান অস্পৃশ্য) ব্রাহ্মণজাতির কথা লিখিয়াছি, তাহারাই কি প্রচ্ছন্নভাবে ময়ূরভঞ্জের পার্ব্বত্য প্রদেশে 'বাউরি' নামে পরিচয় দিতেছে? বাউরি জাতি যে এক সময়ে অনার্য্য জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল না, ইহারা সুসভ্যজাতি মধ্যেই গণ্য ছিল, ইহাদের মধ্যে অনেক রাজা শাসন বিস্তার করিয়া গিয়াছে, অনেক দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সুসভ্য সমাজের পরিচয় দিয়াছে, ময়ূরভঞ্জের নানা স্থানে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ময়ূরভঞ্জের সুদুর্গম সিম্লি পাহাড়ের উপর স্থাপত্য-শিল্পের যে বিশাল নিদর্শন "আঠার দেউল" নামে প্রাচীন প্রস্তর মন্দির ও প্রস্তর অট্টালিকাদি রহিয়াছে, সেই বিশাল কীর্ত্তিই বাথুরিজাতির পূর্ব্ব সমৃদ্ধিরই পরিচয় দান করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও যে এই জাতির মধ্যে রাজা, রাজমন্ত্রী, সামন্ত প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল, এখনও তাহার ক্ষীণস্মৃতি রহিয়াছে। বাথুরিয়া আজও আপনাদিগকে আর্য্যজাতি ও ব্রাহ্মণ-সমকক্ষ বলিয়া মনে করে। এখনও তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহ অশৌচ পালন করে, অশৌচান্তকালে নাপিত আসিয়াই ক্ষৌর করিয়া থাকে। একাদশ দিকেই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণপুরোহিতেই পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। এই একাদশ দিবসেই ব্রাহ্মণভোজন ও স্বজাতি ভোজ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই জাতির সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি "মহাপাত্র" উপাধিতে ভূষিত। ময়ূরভঞ্জের খুঁটা-করকচিয়া নামক স্থানে মহাপাত্রের বাস। তাহার আবার দেওয়ান বা ব্যবস্থা আছে। মহাপাত্রকে বড় কিছু করিতে হয় না। প্রত্যেক বাথুরি গৃহস্থকেই পুত্রকন্যার বিবাহের সময় মহাপাত্রকে তাঁহার মর্য্যাদা স্বরূপ একখানি বস্ত্র, ১০টী সুপারি ও ১০০টী পাণ দিতে হয়। কোন উৎসবের সময় মহাপাত্রের অনুমতি লইতে হয়। ময়ূরভঞ্জের মহাপাত্র-বংশ আপনাদিগকে জ্যেষ্ঠের সন্তান এবং কেউন্ঝর, দশপুর প্রভৃতি স্থানের মহাপাত্র-বংশকে কনিষ্ঠের সন্তান বলিয়া পরিচিত করেন।

বাথুরি ও বাউরি

দৈব দুরদৃষ্টক্রমে এই জাতির অবস্থা এক্ষণে অতি হীন হইলেও জাতীয় সম্মান ও বংশমর্য্যাদার দিকে ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য। প্রাণান্তেও কোন বাথুরি ব্রাহ্মণাদি অপর কোন জাতির অন্ন ভোজন করিবে না, যদি কেহ অপর জাতির অন্ন গ্রহণ বা ভিন্ন জাতীয় রমণীর সহিত যৌন সম্বন্ধ করে, সে অবিলম্বে সমাজ ও জাতিচ্যুত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা অপর কোন জাতিকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে। ইহারা ধর্ম্মরাজ, জগন্নাথ* ও কিঞ্চকেশ্বরী বা ছোট খিচিঙ্গেশ্বরীর পূজা দিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, নিরঞ্জনের বাহু হইতেই তাহাদের বীজপুরুষের উৎপত্তি, তাহা হইতেই বাহুরি বা বাথুরি নাম হইয়াছে।

"বাহুরি" শব্দ হইতে যে 'বাউরি' বা 'বাথুরি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার এখন কোন কারণ দেখি না। বর্ত্তমান বাথুরি জাতির যজ্ঞসূত্র, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, আভিজাত্য-মর্য্যাদা ও আচার ব্যবহার দৃষ্টে এই জাতিকেই আমরা সিদ্ধান্ত-উড়ুম্বর বর্ণিত মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত বাউরি জাতি বলিয়াই মনে করি। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বরকার, লিখিয়াছেন, "কলিযুগে না ছুইব। বাউরি ছুইলে সকল পাতক ক্ষয় হব বোলি বিষ্ণুমায়া করি গোপ্য করি রখি অছন্তি। শুনহে গণেশ বড় গহনএ গুপ্ত করি থুইবু। এথি সকাশরু বাউরি গার কাটিলে ব্রাহ্মণ নিভাই পারন্তি নহি। মুর্খ পাতক হোব বোলি শাপ্যকু মানিথান্তি।"

বাস্তবিক এই জাতি অতি প্রচ্ছন্ন ভাবেই গহনে বাস করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাথুরিরা অপর জাতিকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করে। ব্রাহ্মণপ্রভাবান্বিত হিন্দু রাজার অধিকারে বাস ও অবস্থাবৈগুণ্য হেতু অনেকেই পূর্ব্বাচার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহারা এখনও পূর্ব্ব ধর্ম্ম মত ও বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মরাজ জগন্নাথকে তাহারা মহাযান বৌদ্ধ ভাবেই পূজা করিয়া আসিতেছে। খিচিঙ্গে যে প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, ইহারা তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ

* নেপালী বৌদ্ধদিগের নিকট আজও ধর্ম্মরাজ, জগন্নাথ বুদ্ধদেবেরই নামান্তর বলিয়া পরিচিত—

"তদ্বংবাসৌ জগন্নাথঃ শাক্যমুনিস্তথাগতঃ।

সর্ব্বজ্ঞো ধর্ম্মরাজোঽর্হন্মুনীশ্বরবিনায়কঃ॥" (বৌদ্ধ স্বয়ম্ভূপুরাণ ১ম অঃ।)

বলিয়াই মানে। ছোট খিচিঙ্গেশ্বরীর মূর্ত্তি বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজে সেতমারাচী নাম্নী শক্তি মূর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। এই মূর্ত্তির গাত্রে এখনও "যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ সূত্র উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাথুরিরা "ধর্ম্ম মা" নামে আর একটী দেবী মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছে, খিচিঙ্গে সেই দ্বিভুজ রমণীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা,অবস্থা বৈগুণ্যে বাথুরি মহিলাগণ হীনশ্রেণির রমণীদিগের মত সর্ব্ববাহু-ভূষিত কাঁসা পিতলের অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। ঐ দেবীটীও সেই রূপ হীনজাতির বেশ ভূষায় ভূষিত হইলেও এই মূর্ত্তিটীকেও আমরা ত্রিরত্নের অন্যতম ধর্ম্মমূর্ত্তিরই রূপান্তর বলিয়া মনে করি। নেপাল ও বড়সাই প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মমূর্ত্তির চতুর্ভুজ দেখিয়া ঐ মূর্ত্তিকে কেহ ভিন্নদেবীর রূপ বলিয়া মনে না করেন, কারণ ধর্ম্ম দ্বিভুজা মূর্ত্তিতেও যে এক সময়ে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হইতেন, গয়ার মহাবোধি হইতে তাহার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্থানে স্থানে বাথুরিরা "শূন্য ব্রহ্মেরও" পূজা করিয়া থাকে। সিদ্ধান্ত উড়ুম্বর হইতেও আমরা 'ওঁ শূন্যব্রহ্মায়ে নমঃ' এইরূপ বীজমন্ত্র পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। অশিক্ষিত হীনাবস্থাপন্ন কোন কোন বাথুরি ঐ ব্রহ্মকে 'বড়ম্' বা 'বরম্' বলিয়া পরিচয় দেয়। কোলসাঁওতালের মধ্যে এক বড়ামের উপাসনা প্রচলিত আছে। কি আশ্চর্য্য বড়ম্ ও বড়ামে নামসাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে বাথুরিজাতিকে হীন অনার্য্য-জাতিমধ্যে গণ্য করিতে প্রস্তুত। আমরা সিদ্ধান্তউড়ুম্বরে পাইয়াছি, "বাউরি দিঅই অন্নপিণ্ড" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় বাউরিরাও অন্নপিণ্ড দিয়া থাকে। বর্ত্তমান বাথুরিজাতির মধ্যেও মহাপাত্র প্রভৃতি প্রধানগণের শ্রাদ্ধে অন্নপিণ্ড দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাতেও এইজাতি যে একসময়ে বৌদ্ধ-প্রভাবকালে ব্রাহ্মণের উপর টেক্কা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে রাজনিগ্রহে এই জাতি যে পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং বৌদ্ধপ্রভাব বিলোপের সহিত বঙ্গদেশের ডোমপণ্ডিতদিগের ন্যায় অস্তিহীন ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ময়ূর-ভঞ্জে ও নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য গহনকাননবাসী এই অপরি-চিত জাতিকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াই মনে করি। এই জাতীয় দুই একজনের মুখে গোরখনাথ, মণিকানাথ ও মার্কণ্ডের নাম শুনা যায়। বড়সাইগ্রাম হইতে আবিষ্কৃত অমরপটলে মীননাথেরই নাম মণিকানাথ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালার শূন্যপুরাণ ও নানা ধর্ম্মমঙ্গলে অপর কোন ঋষির বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও মার্কণ্ডেয়ের নাম এবং গোরক্ষ, মীননাথ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এখানকার অনাকারসংহিতায় মার্কণ্ডেয়ের তপস্যা ও অমরপটলে মীনগোরক্ষসংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধসমাজে গোরক্ষনাথ একজন প্রধান বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই সম্মানিত ছিলেন।* মীননাথের ত কথাই নাই। তিনি এখনও নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মচ্ছেন্দ্রনাথ নামে বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পূজিত ও নেপালী-বৌদ্ধগণ এই মচ্ছেন্দ্রনাথকেই "পদ্মপাণি" বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া মনে করেন।+

যাহা হউক উক্ত নানা প্রমাণে ও নানা কারণে বাথুরিদিগকে প্রচ্ছন্ন ও জীবন্ত বৌদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

* "It is stated in Pagsam Jon-Zan (by Sumpo Khanpo, a renowned Buddhist Teacher of Tibbet) "About (13th Cetury A. D.) this time foolish yogis, who were followers of Buddhist Yogi Goraksha became Civaite Samnyasis." (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1898, Pt. I. P. 25)

+ Dr. Oldfield's Nepal, Vol, II. P. 264.

(ঊনবিংশ ভাগ সমাপ্ত)